আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহঃ ।

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ

কবিরাজ শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন
কবিরাজ শ্রী বলাই চন্দ্র সেন।

সতর্কীকরণ।

এই "আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ" আইনানুসারে রেজেষ্টরী করা হইল। ইহাতে এমন অনেক অনন্য-সাধারণ বিষয় ও প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যাহা আমাদের নিজের ও মৌলিক। সেই সকল বিষয় ও ঔষধ অন্য কোন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে নাই। অতএব যিনি আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা বা তাহার কিয়দংশ মুদ্রাঙ্কিত করিবেন, তাঁহাকে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

রোগিপরীক্ষাপ্রকরণম্।

ইতি পূর্ব্বার্দ্ধস্য সূচীপত্রম্।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ—সূচীপত্রম্।

(পরার্দ্ধস্য।)

বিষয়াঃ। | পত্রাঙ্কাঃ।

অর্শোরোগাধিকারঃ।

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

বিষয়াঃ।	পত্রাঙ্কাঃ।

ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ।

রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ।

কাসরোগাধিকারঃ।

তৃষ্ণারোগাধিকারঃ।

মূর্চ্ছারোগাধিকারঃ।

মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ।

দাহরোগাধিকারঃ।

উন্মাদরোগাধিকারঃ।

অপস্মার-রোগাধিকারঃ।

বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

বিষয়াঃ।	পত্রাঙ্কাঃ।

বাতরক্তাধিকারঃ।

উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

আমবাতাধিকারঃ।

উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

গুল্মরোগাধিকারঃ।

হৃদ্রোগাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অশ্মরীরোগাধিকারঃ।

প্রমেহরোগাধিকারঃ।

সোমরোগাধিকারঃ।

প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

মেদোরোগাধিকারঃ।

উদররোগাধিকারঃ।

প্লীহযকৃদ্রোগাধিকারঃ।

শোথরোগাধিকারঃ।

বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

বিষয়াঃ।			পত্রাঙ্কাঃ।

শ্লীপদরোগাধিকারঃ।

বিদ্রধি-রোগাধিকারঃ।

ব্রণশোথাধিকারঃ।

সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

ভগ্নাধিকারঃ।

নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

ভগন্দরাধিকারঃ।

উপদংশাধিকারঃ।

শূকদোষাধিকারঃ।

কুষ্ঠরোগাধিকারঃ।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকারঃ।

অম্লপিত্তাধিকারঃ।

বিসর্পাধিকারঃ।

বিস্ফোটাধিকারঃ।

মসূরিকাধিকারঃ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

বিষয়াঃ। পত্রাঙ্কাঃ।

মুখরোগাধিকারঃ।

শিরোরোগাধিকারঃ।

অসৃগ্দররোগাধিকারঃ।

যোনিব্যাপদধিকারঃ।

গর্ভিণীরোগাধিকারঃ।

সূতিকারোগাধিকারঃ।

স্তনরোগাধিকার।

বালরোগাধিকারঃ।

বিষাধিকারঃ।

রসায়নাধিকারঃ।

ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

মস্তিষ্কস্নায়ুরোগাধিকারঃ।

ইতি পরার্দ্ধস্থ সূচীপত্রম্।

সমাপ্তমিদং সূচীপত্রম্।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহঃ।

পূর্ব্বার্দ্ধম্।

আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

ব্রহ্মাদক্ষাদিবোদাসানশ্বিনৌ চ শচীপতিম্।
চরকাদীন্ মুনীন্ সর্ব্বান্ গ্রন্থাদৌ প্রণমাম্যহম্॥

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণমাহ—

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

যে শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর হিতাহিত এবং রোগসমূহের নিদান ও প্রশান্তির উপায় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ বলেন।

আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিমাহ—

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

শরীরজীবয়োর্যোগো জীবনং, তেনাবচ্ছিন্নঃ কাল— আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদদ্বারায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি দ্রব্যগুণ-কর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা, তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যমায়ুর্বিন্দতি তেনৈব হেতুনা পরমায়ুর্ব্বেত্তি চ।

এই শাস্ত্র দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয় এবং আয়ুর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে বলিয়া, মুনিগণ ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আয়ু-র্ব্বেদ দ্বারা আয়ুষ্কর ও অনায়ুষ্কর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইয়া তাহাদের সেবন ও ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ আয়ুষ্কর দ্রব্যাদি সেবন ও অনায়ুষ্কর দ্রব্যাদি পরিত্যাগ দ্বারা দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই উপায়ে অপরেরও আয়ুঃ জানিতে পারা যায়। শরীর ও জীবের যোগকে জীবন কহে এবং যোগাবচ্ছিন্ন কালকে আয়ুঃ কহা যায়।

ক্রমমাহ—

তত্রাদৌ ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ।

বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্॥
ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু।
বিধির্ব্বীনীরধিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ॥

ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বনামে (ব্রহ্মসংহিতা নামে) লক্ষ-শ্লোকবিশিষ্ট একখানি আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সকল কর্ম্মদক্ষ এবং অপ্রতিমবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন দক্ষ প্রজাপতিকে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করেন।

অথ দক্ষপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্ব্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ।
বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ॥

তৎপরে কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি, সূর্য্যাংশ-সম্ভূত, বিদ্বান্, সুরসত্তম অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

অথাশ্বিনীসুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্।
সকলচিকিৎসকলোক-প্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্॥

দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক-সমূহের জ্ঞান-বর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বনামে (অশ্বিনীকুমার-সংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

যদ্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাথ তৎ।
অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাৎ তৌ জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ॥
দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ।
অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ॥

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ভৈরব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঐ ছিন্ন মস্তক পুনঃ সংযোজিত করেন; এই কারণে তদবধি তাঁহারা যজ্ঞাংশ-ভাগী হন। আর মহৎ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে, দেবাসুর-যুদ্ধে যে সকল দেবতা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অসাধারণ ক্ষমতার প্রভাবে সদ্যই তাঁহাদিগকে অক্ষত করিয়াছিলেন।

বজ্রিণোঽভূদ্ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ।
সোমাস্নিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ॥

বজ্রধারী ইন্দ্র ভুজস্তম্ভরোগগ্রস্ত এবং চন্দ্র সোমমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রপীড়িত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া এই উভয়কে সুস্থ করিয়া দেন।

বিশীর্ণা দশনাঃ পূষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ।
শশিনো রাজযক্ষ্মাভূদশ্বিভ্যাং তে চিকিৎসিতাঃ॥

সূর্য্যের দন্তরোগ, ভগদেবের নেত্ররোগ এবং চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হইয়াছিল। ইঁহারাও অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন।

ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা॥

ভৃগুপুত্র বৃদ্ধ চ্যবন অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তি-বশতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া বল বর্ণ ও স্বর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্ত হন।

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজ্বরৌ।
বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্॥

এতাদৃশ বহুবিধ অসাধারণ কার্য্য দ্বারা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অত্যন্তঃপূজনীয় হইয়াছিলেন।

অথেন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ।

সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্।
আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগং তৌ যযাচে শচীপতিঃ॥
নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শক্রেণ কিল যাচিতৌ।
আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে॥

নাসত্যাভ্যামধীত্যৈব আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
অধ্যাপয়ামাস বহুনাত্রেয়প্রমুখান্ মুনীন্॥

শচীপতি ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের এই প্রকার অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়জনক কার্য্য সকল দর্শন করিয়া অতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্রকর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাচিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রদান করেন। পরে ইন্দ্রদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয়প্রভৃতি মুনিগণকে উহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

অথাত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ।

একদা জগদালোক্য গদাকুলমিতস্ততঃ।
চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ॥
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ।
ভবন্তি সাময়ানেতান্ ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্॥
দয়াপুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।
এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্॥
আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্।
ইতি নিশ্চিত্য গতবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্॥
তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ।
সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ॥
ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমং দিবা।
আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্॥
শক্রস্তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ।
তদগ্রে পূজয়ামাস ভূশং ভূরিতপঃকৃশম্॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্।
স মুনির্ব্বক্তুমারেভে নিজাগমনকারণম॥
দেবরাজ ন রাজাসি দিব এব যতো ভবান।
বিধাত্রা বিহিতো যত্নাৎ ত্রিলোকীলোকপালকঃ॥
ব্যাধিভির্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ।
ভূতলে সন্তি সন্তাপং তেষাং হন্তুং কৃপাং কুরু॥
আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাম্॥
তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্॥
মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ।
অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্মহীম্॥
অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া॥

ততোঽগ্নিবেশং ভেলঞ্চ জতূকর্ণং পরাশরম্।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ॥
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা।
ততো ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ॥
শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্।
শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ॥
যথাবৎ সূত্রিতং তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্।
দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্॥

একদা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ আত্রেয়, জগতের লোককে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া, কি করি, কোথায় যাই, কি প্রকারে লোক সকল রোগমুক্ত হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন—আমি যেরূপ দয়ালুস্বভাব, তাহাতে আমি কখনই ইহাদিগকে ব্যাধিপীড়িত দেখিতে পারিব না, ইহাদের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় অধিকতর দুঃখিত হইতেছে। অতএব দেহিদিগের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত আমি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। তিনি ইহা স্থির করিয়া সুরলোকে গমন-পূর্ব্বক ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন দেবর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান সূর্য্যপ্রতিম তেজোময় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুরশিরোমণি ইন্দ্র দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র প্রভূততপঃকৃশ সেই মুনিপুঙ্গব আত্রেয়কে দর্শন করিবামাত্র সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তদনন্তর কুশলবার্ত্তা এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয় মুনি স্বকীয় আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে ত্রিলোকাধিপতি দেব! আপনি কেবল স্বর্গের রাজা নহেন, বিধাতা যত্নের সহিত আপনাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল এই ত্রিলোকেরই প্রতিপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্ষিতিতলে মানব সকল ব্যাধিপীড়িত ও শোকাভিভূতচিত্ত হইয়া অতিদুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতেছে। অতএব আপনি কৃপাবলোকনপুরঃসর মানবমণ্ডলীর সন্তাপাপহরণরূপ উপকারের নিমিত্ত আমাকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা

প্রদান করুন। দেবরাজ স্বীকৃত হইয়া আত্রেয় মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট পাঠসমাপনানন্তর আশীর্ব্বচন দ্বারা দেবরাজকে অভিনন্দন করিয়া পুনরায় ভূতলে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিপ্রবর করুণানিদান ভগবান্ আত্রেয় প্রজাসমূহের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বনামে (আত্রেয়-সংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর তিনি অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীতকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। ইঁহারাও প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম অগ্নিবেশ, তৎপরে ভেলাদি মুনিগণ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেই সকল তন্ত্র, ঋষিগণের স্তবনীয় আত্রেয়মুনিকে শ্রবণ করাইলেন। আত্রেয় মুনি সেই সকল তন্ত্র শ্রবণ করিয়া "যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিলেন এবং স্বর্গে দেবর্ষি ও দেবতাগণও তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অগ্নিবেশাদি [illegible] আহ্লাদিত হইলেন।

অথ ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দেবর্ষিগণসঙ্কুলে।
মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়ামহে ॥
ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরাস্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ ॥
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ।
হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনস্তথা।
জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ।
নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিষ্ঠলঃ ॥
শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিল্যঃ শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ।
আশ্বলায়ন-সাংকৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষিতঃ ॥
দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাম্য-কাত্যায়নাবুভৌ।
কাঙ্কায়নো বৈজবাপঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ ॥
হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষিঃ শরলোমা চ গোভিলঃ।
বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ।
তপসস্তেজসা দীপ্তা হূয়মানা ইবাগ্নয়ঃ ॥
সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরম্ ॥
তচ্চ সর্ব্বার্থসংসিদ্ধ্যৈ ভবেদ্যদি নিরাময়ম্।
তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুষাম্ ॥
হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ।

রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করাঃ দেহস্য চেষ্টাহরাঃ,
দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ।
ধর্ম্মার্থাখিলকামমুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ
প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ প্রাণিনাম্ ॥
তৎ তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্বুধৈ-
র্যোগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিস্তুষ্টুবুঃ।
ত্বং যোগ্যো ভগবন্! সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং ক্রমা-
দায়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ন্মুক্তা ভবামো বয়ম্ ॥

ইত্থং স মুনিভির্যোগ্যঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ।
ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্ ॥
দেবেন্দ্রভবনে ধন্যো সুরর্ষিগণসংবৃতম্।
[illegible] জ্বলন্তমিবানলম্ ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ।
[illegible] যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥
[illegible]
[illegible] যম ॥
[illegible]
[illegible] মুনিঃ ॥
[illegible] ভরদ্বাজো [illegible]।
[illegible] ত্রিচিরায়ুষঃ ॥
[illegible] ঋষয়োঽভিলাঃ।
[illegible] তদ্বিধিমাশ্রিতাঃ ॥
[illegible]।
[illegible] যথা ॥

পুরাকালে একদিবস বহুসংখ্যক মহর্ষি হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সমাগত ও মিলিত হইয়াছিলেন। প্রথমে মুনিবর ভরদ্বাজ আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত,

বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাংখ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিষ্ঠল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিন্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাঙ্কৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষি, শরলোম, গোভিল, বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের নিধান, যম ও নিয়মগুণের আধার এবং তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। মহর্ষিগণ সুখোপবিষ্ট হইলে পর সভায় এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলই দেহ, দেহ যদি নীরোগ থাকে, তাহা হইলেই ঐ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হইতে পারে। যেহেতু রোগ-প্রভাবে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত ও পরমায়ুঃ সমস্তই বিনষ্ট হয়। রোগ সকল দেহের কৃশতাকারক, বলক্ষয়কারক, শারীরিক-চেষ্টাপহারক, ও সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি-বিনাশক, সাংঘাতিক পীড়াজনক এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রধান বিঘ্নকারী ও আয়ুঃ প্রাণ-বিনাশক। এক্ষণে এই বিশেষ অনিষ্টকারী রোগ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে। যদি ইহা থাকে, তাহা হইলে প্রাণিদিগের মঙ্গল কোথায়? আপনারা সকলেই যোগ্য ও পণ্ডিত, যাহাতে রোগের শান্তি হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা করুন। অনন্তর সভাস্থ সকলেই ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন—ভগবন্! আপনি যোগ্য, আপনি সুরপুরে গমন পূর্ব্বক সহস্র-লোচন ইন্দ্র-দেবের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসুন, তাহা হইলে আমরাও ক্রমে সেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাধিভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। বিনয়াবনত মুনিগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনি-সত্তম ভরদ্বাজ সুরপুরে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দেবর্ষিগণ-পরিবৃত হইয়া, দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভগবান্ ইন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিবামাত্র সানন্দে তদীয় আগমন-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মুনিসত্তম ভরদ্বাজ জয়সূচক আশীর্ব্বচন দ্বারা ইন্দ্র-দেবকে অভিনন্দন করিয়া ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, পৃথিবীতে সর্ব্ব-প্রাণি-ভয়ঙ্কর ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল ব্যাধির প্রশমনোপায় বলিতে আপনিই যোগ্য, অতএব কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করুন। শতক্রতু (ইন্দ্র) মুনিবাক্যে প্রীত হইয়া, যাহা শ্রবণ করিলে অর্থাৎ যাহার নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে—লোক নীরোগ হইয়া সহস্রবর্ষ জীবন লাভ করিতে পারে, সেই সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মুনিকে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহামতি ভরদ্বাজমুনি মনোযোগী হইয়া ত্রিস্কন্ধ (হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞান বোধক) অপার আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সমস্তই অচিরে যথাযথ অবগত করিয়া লইলেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বয়ং নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হন এবং অন্যান্য মুনিগণকেও নীরোগ ও দীর্ঘায়ুঃ করেন। ঋষিগণ সকলেই ভরদ্বাজকথিতজ্ঞান-নেত্রে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সকল দর্শন করিয়া এবং তদ্বিধানানুসারে চলিয়া আরোগ্য ও সুখকর দীর্ঘায়ুঃ লাভ করেন, অন্যান্য মুনিগণও আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালনে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন।

অথ চরকপ্রাদুর্ভাবঃ।

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥
তত্র লোকান্ গদৈগ্র স্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্।
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিত।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥
সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ।
প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ॥
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্যতঃ।
তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥
স ভাতি চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা দিবি।
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥
আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োঽভবন্।
মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম॥
তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা।
চরকেণাত্মনো নাম্না গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ॥

যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিস) বেদ এবং অথর্ব্ববেদান্তর্গত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। একদা অনন্তদেব ভূতলের অবস্থা দর্শনার্থ চররূপে পৃথিবীতে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, ভূমণ্ডলের লোকসকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় পরিপীড়িত হইতেছে এবং নানা স্থানে মনুষ্যগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি মানবগণকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া অতিশয় কৃপান্বিত ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্যাধি-প্রশমনোপায় চিন্তা করিয়া, সম্যক্ চিন্তার পর বেদ-বেদাঙ্গবেদী সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মুনির পুত্ররূপে স্বয়ং পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। ইনি যে চররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; এইকারণ তাঁহার নাম চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তের অংশসম্ভূত চরকাচার্য্য মানবমণ্ডলীর ব্যাধি বিনষ্ট করিয়া স্বর্গস্থ সুরগুরু বৃহস্পতিতুল্য পূজ্য হইলেন এবং আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণ স্বনামে যে সকল তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর চরকমুনি সেই সমস্ত তন্ত্রের সংস্কার ও সমাহার করিয়া স্বনামে (চরক-সংহিতা নামে) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অথ ধন্বন্তরিপ্রাদুর্ভাবঃ।

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম।
দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ॥
ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা।
ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান॥
তস্মাৎ ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব।
প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়॥
ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলঃ সর্ব্বভূতহিতেপ্সয়া।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ॥
অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা।
আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি॥
নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ।
বাল্য এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহৎ তপঃ॥
যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম।
ততো ধন্বন্তরির্লোকে কাশিরাজোঽভিধীয়তে॥
হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা।
অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ॥

একদা দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি ভূমণ্ডলে পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন, তথায় মনুষ্যগণ ব্যাধিসমূহ দ্বারা অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়াছে। মনুষ্যগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া দয়াবশতঃ ইন্দ্রদেবেরও হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তখন দয়ার্দ্রহৃদয় ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ ধন্বন্তরে! আপনি যোগ্যপাত্র, অতএব যাহাতে ব্যাধিপীড়িত মানবগণ ব্যাধিবিমুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তৎপর হউন। পূর্ব্বোপ-

কারের নিমিত্ত কোন্ মহাত্মা কি না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোকহিতার্থ স্বয়ং মৎস্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব আপনি ভূর্লোকে গমন পূর্ব্বক কাশীধামে রাজা হইয়া রোগপ্রতীকারার্থ তথায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করুন। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকহিতৈষী সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট প্রত্যক্ষফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভূমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষিতিমণ্ডলে তিনি দিবোদাস নামে অভিহিত হন। দিবোদাস বাল্যাবধি বিষয় বাসনায় বিরক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যাচরণে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই বিষয়বিরক্ত দিবোদাসকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি তিনি কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হন। পরে দিবোদাস কাশিরাজ প্রজাহিতার্থ স্বনামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া সেই সংহিতা বিদ্যার্থী লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অথ সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্র-প্রভৃতয়োঽবিদন্।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে॥
বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ।
সহি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে।
সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামখঃ॥
পিতুর্বচনমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ।
তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসূনুশতং যযৌ॥
অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বাণপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্।
ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্বহুভিঃ স্তুতম্॥
কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্ বিস্ময়ান্বিতাঃ।
স্বাগতঞ্চ ইতি প্রাহ দিবোদাসো যশোধনঃ॥
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্।
ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্॥
ভগবন্ মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্।
ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা।
আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ॥
ব্যাখ্যাতং তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্নয়ো মুদা।
কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ॥
সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্।
প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্।
সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥
সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভির্যতঃ।
তস্মাৎ তৎসুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে॥

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে, বারাণসীধামে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তথায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই মুনিগণের মধ্যে বিশ্বামিত্র নিজ পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি হরবল্লভস্থান বারাণসীধামে গমন কর, তথায় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত কাশিরাজ-দিবোদাস অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি। অতএব তুমি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া জগতের মঙ্গল কার্য্যে ব্রতী হও। যে হেতু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াই তীর্থ এবং পরোপকারই মহাযজ্ঞ। সুশ্রুত পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশিধামে গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত একশত মুনিকুমার আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিতনয়গণ সকলে বিনয়াবনত হইয়া বাণপ্রস্থাশ্রমস্থিত ঋষিগণবন্দিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দিবোদাস কাশিরাজকে দর্শন করিলেন। যশোধন দিবোদাস মুনিকুমারদিগকে স্বাগত (শুভাগমন-বিবরণ) জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের কুশল ও আগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে মুনিতনয়গণ সুশ্রুত দ্বারা এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধিপীড়িত দুঃখার্ত্ত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া

আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা রোগ প্রশমনের উপায় অবগত হইবার জন্য ভবৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। কাশিরাজ তাঁহাদের বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন। মুনিতনয়গণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক কাশিরাজব্যাখ্যাত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকল মনোরথ হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা কাশি-রাজকে অভিনন্দন করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। গৃহগমনানন্তর প্রথমে সুশ্রুত স্বীয় স্বনামে একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার সুহৃদ্গণও প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক একখানি করিয়া তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুশ্রুতকৃত তন্ত্রখানি বহু লোকের সুশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া তাহা কালে সুশ্রুত নামে অভিহিত হইয়াছে।

অথ বাগ্ভটপ্রাদুর্ভাবঃ।

ততঃ কালে কিয়ত্যেব বাগ্ভটো ভিষজাং বরঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব ধন্যো ধন্বন্তরিরিবাপরঃ॥
স সিন্ধুদেশজস্তত্র সর্ব্বশাস্ত্রে ধীমতঃ।
জ্ঞানেন পাণ্ডিত্যেন সভায়াং সুচিকিৎসকঃ॥
প্রবন্ধা বহুশাস্ত্রাণাং প্রণীতা চিকিৎসায়াঃ।
তেষামষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা প্রথিতা ভুবি॥
সা বাগ্ভটাভিধানেন খ্যাতা ধরণীমণ্ডলে।
চরকাদি সুশ্রুতাদিভ্যস্তন্ত্রেভ্যো ধ্রুবম্॥
সংগৃহীতা প্রযত্নেন লোকানুগ্রহহেতবে।
কিঞ্চিৎ কৌশলকাঙ্ক্ষায়াং চিকিৎসায়াং প্রদর্শিতম্।
অনয়া পঠিতে সর্ব্বা চিকিৎসা নাত্র সংশয়ঃ॥

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দ্বিতীয় ধন্বন্তরি সদৃশ ভিষগ্বর বাগ্ভট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় চিকিৎসক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহা চরক-সুশ্রুতাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থে অতি সুন্দর চিকিৎসা কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বাগ্ভট ইহা প্রণয়ন করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

ইতি আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহে আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

অথ শারীর-প্রকরণম্।

তত্র গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ—

চিকিৎসায়াং শরীরী হ্যধিকৃতঃ। স শরীরী যথোৎপদ্যতে, তদ্বোধয়িতুং গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ। গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী।

দেহীই চিকিৎসাতে অধিকৃত, অতএব সেই দেহী যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত গর্ভোৎপত্তিক্রম বর্ণন করা যাইতেছে। ঋতুমতী স্ত্রী গর্ভোৎপত্তির ভূমিস্বরূপা, একারণ প্রথমতঃ ঋতুমতী স্ত্রীর লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

রজস্বলাস্বরূপমাহ—

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমা পঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ।
গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥

স্ত্রীলোকের দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বভাবতই প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া আর্ত্তব (রজঃ) যোনিমুখ দ্বারা প্রস্রুত হয়; সেই রজঃস্রাবারম্ভ দিবসাবধি ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, এই কালকে গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত কাল বলিয়া জানিবে।

গর্ভাশয়স্য স্বরূপমাহ—

শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা॥
যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ।
তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ॥

অয়মর্থঃ। গর্ভশয্যায়া মুখং রোহিতমৎস্যস্যেব ভবতি। যথা চ রোহিতমৎস্যস্য স্থিতির্জ্জলে ভবতি, তথা পিত্তাশয়পক্বাশয়মধ্যে গর্ভশয্যায়াঃ স্থিতির্ভবতি; রূপমপি তস্যেব ভবতি। যথা রোহিতস্য মুখং স্বল্পমাশয়স্তু মহানিত্যর্থঃ।

যোনির আকৃতি শঙ্খনাভির আকৃতিসদৃশ তিনটি আবর্ত্তবিশিষ্ট, এ কারণ ইহাকে ত্র্যাবর্ত্তা বলা যায়। এই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা অবস্থিতি করে। পণ্ডিতগণ সেই গর্ভাশয়ের সংস্থিতি এবং আকৃতি রোহিত মৎস্যের তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। রোহিত মৎস্যের মুখের তুল্য ইহার মুখ ও রোহিত মৎস্য যেরূপ জলমধ্যে অবস্থিতি করে, গর্ভকোষও তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে অবস্থান করে এবং রোহিতমৎস্যের যেরূপ মুখ স্বল্পায়ত কিন্তু মুখ-গহ্বর বিস্তৃত, সেইরূপ গর্ভাশয়েরও মুখের দ্বার অল্প, মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

গর্ভাবতরণক্রমমাহ—

কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ।
গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাং স জাতো বাল উচ্যতে॥

কামাভিভূত স্ত্রীপুরুষের সংযোগে শুদ্ধার্ত্তব ও শুদ্ধ শুক্র স্খলিত হইলে তাহা হইতেই শুদ্ধ গর্ভ সঞ্জাত হয়। সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বালক বলা যায়।

ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ।
মেঢ্রযোন্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ॥
পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেঽথ তৎ।
বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে॥

তৎ সংক্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি।
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ত্তবেন যুতং ভবেৎ ॥

ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে কাম-বেগবশতঃ শিশ্ন ও যোনি পুনঃপুনঃ সংঘর্ষিত হইলে পুরুষের সমস্ত শারীরিক তেজঃ, বায়ু-কর্ত্তৃক আহত হইয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী শুক্রকে বিগলিত করে। অনন্তর সেই বিগলিত শুক্র বায়ুকর্ত্তৃক শিশ্নদ্বার দিয়া রমণীর যোনিতে পতিত হইলে তাহা বিবৃতমুখ গর্ভাশয়ে গমন করিয়া তথায় শুক্রবদাগত আর্ত্তবের সহিত একীভূত হয়।

দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা ॥
ঋতৌ রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাত্মকে কালে। যোনিরত্র ধরাদ্বারম্।

যেমন দিবসাবসান হইলে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ ঋতুকাল (ষোড়শনিশাত্মক কাল) অতিক্রান্ত হইলে নারীগণের যোনিও (জরায়ুর দ্বার) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

বীজেঽন্তর্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ।
যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ ॥
ধর্ম্মস্তদিতরোঽধর্ম্মস্তৌ পুরঃসরৌ যয়োঃ। এতেন যমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভবত ইত্যর্থঃ।

অভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা বীজ (রেতঃ) বিভক্ত হইলে স্ত্রীলোকের কুক্ষিদেশে দুইটী জীবের উৎপত্তি হয়। তাহাদিগকে যমজ কহে। এই যমজ জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে যথেচ্ছা পারমেশ্বরী ॥

গর্ভাশয়ে শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে এবং শুক্র আর শোণিতের সাম্যে নপুংসক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রায়া-নুসারে সম্পন্ন হয়।

সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লক্ষণমাহ—

শুক্রশোণিতয়োর্যোনেরস্রাবোঽথ শ্রমোদ্ভবঃ।
সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃ স্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ ॥

সদ্যোগৃহীতগর্ভা নারীর লক্ষণ বলা যাই-তেছে। যথা—যোনি হইতে শুক্র-শোণিতের অস্রাবরোধ, শ্রান্তিবোধ, উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনির স্ফূর্ত্তি হয়।

অথ তস্যা এবোত্তরকালীনলক্ষণমাহ—

স্তনয়োর্মুখকার্ষ্ণ্যং স্যাদ্রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা।
অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ ॥
ছর্দ্দয়েৎ পথ্যভুক্ চাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ।
প্রসেকঃ সদনঞ্চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে ॥

অতঃপর গর্ভবতী স্ত্রীর উত্তরকালীন লক্ষণ সকল বলা যাইতেছে। যথা,—স্তন-মুখের কৃষ্ণ-বর্ণতা, রোমরাজির উদ্গম, অক্ষিপক্ষ্মের সম্মী-লন, সুপথ্যসেবনেও বমন, সুগন্ধ আঘ্রাণেও উদ্বেগ, মুখের প্রসেক (জল-উঠা) এবং শরীরের অবসন্নতা।

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ—

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবম্।
তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি ॥
মরুৎপিত্তকফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।
কললস্থমহাভূত-সমুদায়ো ঘনো ভবেৎ ॥
তৃতীয়ে মাসি শিরসো হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।
পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ সিধ্যন্তি সূক্ষ্মাঙ্গাবয়বাস্তনোঃ ॥
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানি হি।
হৃদয়ব্যক্তভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ ॥
তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানা বস্তূনি বাঞ্ছতি।
ততো দ্বিহৃদয়া যৎ স্যান্নারী দৌহৃদিনী মতা ॥
দৌহৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিং খঞ্জঞ্চ বামনম্।
বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে ॥
যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্।
পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্যৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী।
গর্ভবাধাভয়াৎ তাসাং ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ ॥
(ভোক্তুমুপভোক্তুমিত্যর্থঃ।)
যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌহৃদে সাবমানিতে।
প্রসূয়তে সুতং সার্ত্তিং তস্মিংস্তস্মিংস্তদিন্দ্রিয়ে ॥
পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতিপ্রবুধ্যতে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্তানি সপ্তমে ॥
ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ।
তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি।
ন জীবত্যষ্টমে জাতস্তত্রৌজো ন স্থিরং যতঃ ॥
নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ ॥

গর্ভ, মাসে মাসে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্র ও শোণিত গর্ভাশয়ে যেরূপ নিপতিত হয়, প্রথম মাসে ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে। তৎপরে দ্বিতীয়মাসে সেই শুক্রশোণিত, বায়ু পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক পচ্যমান হইয়া কলল অর্থাৎ ঘন হয়। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয় পদদ্বয় ও মস্তক এই পাঁচটী অবয়বের পাঁচটী পিণ্ড জন্মে, সেই পিণ্ডে অঙ্গের অবয়ব সকল সূক্ষ্মভাবে থাকে। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ পরিস্ফুট হয়। এই মাসে হৃদয়েব ব্যক্তভাব হেতু চেতনাও প্রকাশ পায়। সেই জন্যই গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। তৎকালে গর্ভিণী দ্বিহৃদয়া হয় বলিয়া তাহাকে দৌহৃদিনী কহে। (গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আহার বিহারাদিতে যে অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহা যায়)। দৌহৃদিনীর দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে সন্তান কুব্জ কুণি (নুলো) খঞ্জ বামন বিকৃত-নেত্র বা নেত্রহীন হয়। দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণী বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ সন্তান প্রসব করে, অতএব তাহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবে। দৌহৃদিনী নারীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বা শব্দ ইহাদের যে কোন বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।

পঞ্চম মাসে মন জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তমমাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু (সর্ব্বধাতুসার) জন্মে; সেই ওজঃ ক্রমান্বয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ মাতা ও পুত্রে সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ মাতার ওজঃ কখন সন্তানে এবং সন্তানের ওজঃ কখন মাতায় সঞ্চরণ করে। সেই জন্যই গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান কখন ম্লান, কখন প্রফুল্ল হয় অর্থাৎ গর্ভিণীর ওজোধাতু যখন গর্ভস্থ সন্তানে সঞ্চরিত হয়, তখন গর্ভিণী ম্লান ও গর্ভস্থ সন্তান প্রফুল্ল এবং সন্তানের ওজঃ যখন গর্ভিণীতে সঞ্চরিত হয়, তখন সন্তান ম্লান ও গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে ওজোধাতুর স্থিরতা না থাকা প্রযুক্ত ঐ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই বাঁচে না (কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার কালে যদি ওজোধাতু সন্তানে থাকে, তাহা হইলে সন্তান বাঁচিতে পারে)। নবম দশম একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহার অধিক বিলম্ব হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতেছে না।

গর্ভে যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ্—

শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ শৌনকঃ।
শিরস্যবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়াণি যৎ ॥
হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽবদন্মুনিঃ।
বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যত্তস্তৎ স্থানমীরিতম্ ॥
পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবং।
প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যাত্মসংযুতঃ ॥
পাণিপাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়মুনের্মতম্।
দেহিনঃ সকলাশ্চেষ্টাঃ পাণিপাদাশ্রয়া যতঃ ॥
প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভবঃ।
এতৎ তু কথয়ামাস গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ।
সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগবৎ সম্ভবন্তি হি।
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদম্ ॥

আত্রস্তাপুরুলে ভবন্তি:যুগপন্মাংসাস্থিমজ্জাদয়ো
লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাঃ ।
এবং গর্ভসমুদ্ভবে ত্বগয়বাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যেকদা
লক্ষ্যাঃ সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিং গতাঃ ।

মজ্জাদয় ইত্যাদিশব্দেন ত্বক্‌কেশমজ্জাঙ্কুরবৃন্তানি গৃহ্যন্তে ।

শৌনক বলেন, গর্ভে অগ্রে মস্তক হয়, কারণ মস্তকই প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়ের স্থান। কৃতবীর্য্য মুনি কহেন, অগ্রে হৃদয় জন্মে, যেহেতু হৃদয়ই মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া কথিত আছে। পরাশরনন্দন বলেন, অগ্রে নাভি উৎপন্ন হয়, কারণ প্রাণ নাভিদেশে থাকিয়া ও উন্মযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহকে বৰ্দ্ধিত করে। মার্কণ্ডেয় মুনির মত এই যে, মানবের সমস্ত ক্রিয়ার সাধক বলিয়া অগ্রে হস্ত-পদই জন্মে। মুনিপুঙ্গব গৌতম বলেন, শরীরের মধ্যদেশ হইতেই সকল অঙ্গের উৎপত্তি হয়, অতএব কোষ্ঠ (শরীরের মধ্যদেশ) অগ্রে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ধন্বন্তরির মত এই যে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এককালে জন্মে, সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া প্রথম অবস্থায় বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অত্যন্ত কচি আমের ত্বক্ কেশর মজ্জা ত্বক্ অঙ্কুর ও বোঁটা প্রভৃতি এককালে জন্মাইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম বিধায় পৃথক্ অনুভূত হয় না; কিন্তু পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়, গর্ভও সেইরূপ পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়।

অথ গর্ভস্য জীবনোপায়মাহ—

গর্ভস্য নাভিনাড্যা তু নাড়ী রসবহা স্ত্রিয়াঃ ।
সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ ॥

গর্ভিণীর রসবহা নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই জন্যই গর্ভিণীর আহার-রস দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শরীর দিন দিন বাড়িতে থাকে।

মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ বায়োঃ পক্বাশয়স্য চ ।
বাতমূত্রপুরীষাণি ন গর্ভস্থঃ করোতি হি ॥

মলের অল্পত্ব হেতু এবং পক্বাশয়স্থ বায়ুর অল্পযোগ বশতঃ গর্ভস্থ সন্তানের মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গত হয় না।

জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে ।
বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি ॥

গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠদেশ কফ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় ও বায়ুর মার্গনিরোধ হেতু গর্ভস্থ সন্তান রোদন করিতে পারে না।

নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভ-স্বপ্নান্ গর্ভোঽধিগচ্ছতি ।
মাতৃনিশ্বসিতোচ্ছ্বাস-সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্ ॥

মাতার নিশ্বাস-প্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা দ্বারাই গর্ভস্থ সন্তান নিশ্বাস-প্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মাতা নিশ্বাসাদি যে যে ক্রিয়া করেন, গর্ভস্থ সন্তানও সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়।

সন্নিবেশঃ শরীরাণাং দন্তানাং পতনোদ্ভবৌ ।
তলেষসম্ভবো যশ্চ রোম্নামেতৎ স্বভাবতঃ ॥

হস্ত পদাদি শরীরাবয়বের যে সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনাবিশেষ, দন্ত সকলের পতন ও উদ্ভব এবং হস্ত-পদ-তলে রোমের অনুৎপত্তি এই সকল স্বভাবতঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের কোন নিমিত্ত-কারণ নাই জানিবে।

অথ গর্ভবতীকৃত্যাকৃত্যানি ।

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ ।
ভবেচ্ছুক্লাম্বরধরা গুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা ॥
ভোজ্যন্তু মধুরপ্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু ।
সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ ॥

গর্ভিণী গর্ভগ্রহণের প্রথম দিন হইতেই প্রহৃষ্টচিত্ত, ভূষণে ভূষিত, শৌচাচারে পবিত্র-দেহ, শুক্লবস্ত্রধারিণী এবং গুরু ও ব্রাহ্মণের

সেবায় রত হইবে। আর প্রত্যহ মধুররস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, দ্রববহুল, লঘুপাক, সুসংস্কৃত ও অগ্নির দীপ্তিকারক ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিবে।

গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্।
ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্॥
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্থারোহণং তথা।
রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্॥

গর্ভবতী স্ত্রী ব্যায়াম, উপবাসাদি অপতর্পণ, স্নিগ্ধ ভোজনাদি অতিতর্পণ, মৈথুন বা রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মল-মূত্রাদির বেগধারণ ও উৎকটাসন (উঁচু হইয়া উপবেশন) করিবে না।

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে।
স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে॥

বাতাদি দোষ দ্বারা বা কোনরূপ অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ প্রপীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই সেই অঙ্গ প্রপীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ম্।
ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ম্॥
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ।
নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত ক্বথিতং ন চ॥
চৈত্যশ্মশানবৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্।
বহির্নিক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

গর্ভবতী স্ত্রী, মলিনা বিকৃতাঙ্গী বা হীনাঙ্গী কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না; কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিবে না; নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না; শ্রবণকটু কোন বাক্য শুনিবে না; পর্য্যুষিত (বাসি) শুষ্ক বা পচা বস্তু ভোজন করিবে না, এবং চৈত্য * ও শ্মশান বৃক্ষ, সর্ব্বপ্রকার অযশস্কর ভাব, বহির্নিক্রমণ (বাটীর বহির্দ্দেশে গমনাগমন) ক্রোধ ও জনশূন্য গৃহ বর্জ্জন করিবে।

নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি।
তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি॥
নাম্বৃত্তাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চৈঃ শয়নাসনম্।
এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বান্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী॥

গুর্ব্বিণী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার বা এমন কোন কার্য্য করিবে না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে। অত্যর্থ তৈলাভ্যঙ্গ বা হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন করিবে না। কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত এবং অত্যুচ্চ শয্যা ও আসনে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। গুর্ব্বিণী স্ত্রী অতি যত্ন পূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

অথ সূতিকা-গৃহাকৃতিঃ।

অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকম্।
প্রাচীদ্বারমুদগ্দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহম্॥

দীর্ঘ ৮ হাত, প্রস্থ ৪ হাত এবং পূর্ব্ব বা উত্তরে দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সুচারু সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিবে।

(মতান্তরে)

দশহস্তায়তং চারু পঞ্চহস্তবিশালকম্।
প্রাগ্দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বা কুর্য্যাৎ সূতিকাগৃহম্॥

মতান্তরে—সূতিকাগৃহ ১০ হাত দীর্ঘ, ৫ হাত প্রস্থ এবং তাহা পূর্ব্ব বা দক্ষিণদ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করিবে।

অথাসন্নপ্রসবায়া লক্ষণমাহ—

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে।
সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোন্মুখী॥
আসন্নপ্রসবায়াস্তু কটীপৃষ্ঠস্ত সব্যথম্।
ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্য চ মলস্য চ॥

যখন গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ শিথিল, হৃদয় বন্ধন মুক্ত †, জঘন কটী ও পৃষ্ঠদেশ ব্যথাযুক্ত

---

* পত্রফলান্বিত যে বৃক্ষ দেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামে সুপূজিত হয়, তাহাকে চৈত্য বলে। বৌদ্ধদিগের দেবালয়-বিশেষকেও চৈত্য বলা যায়।

† গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ী মাতার হৃদয়ে বদ্ধ থাকে, প্রসবকালে উহা খসিয়া যায়।

হয় এবং মল ও মূত্রের মুহুর্ম্মুহুঃ প্রবর্ত্তন হইতে থাকে, তখনই জানিবে, তাহার প্রসব কাল নিকটবর্ত্তী।

তৈলেনাভ্যক্তগাত্রাং তাং সংস্নাতামুষ্ণবারিণা।
যবাগূং পায়য়েৎ কোষ্ণাং মাত্রয়া ঘৃতসংযুতাম্॥

আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া এবং উষ্ণজলে স্নান করাইয়া তাহাকে ঘৃতসংযুক্ত যবাগূ পান করাইবে।

কৃতোপধানে মৃদুভির্বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ।
আভুগ্নসক্থী চোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্ব্যথান্বিতা॥

বিস্তীর্ণ কোমল শয্যায় বালিশ পাতিয়া তাহাতে প্রসববেদনান্বিতা গর্ভিণীকে শোয়াইবে এবং তাহার উরুদ্বয় আভুগ্ন [সংকোচিত] করিয়া তাহাকে উত্তানভাবে [চিৎ করাইয়া] রাখিবে।

অথ জনয়িত্রী।

চতস্রোঽশঙ্কনীয়াশ্চ প্রাবণে কুশলা হিতাঃ।
বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাঃ সম্যক্‌ছিন্ননখাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
অপত্যমার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ।
একা তু তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ॥
অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি।
প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরম॥
ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বারমুপাগতে।
অপরাসহিতো গর্ভো যাবৎ পততি ভূতলে॥

প্রসব-করানকার্য্যে দক্ষ, সাহসী ও হিতাকাঙ্ক্ষী এরূপ চারি জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে অর্থাৎ যাহারা অনেকবার প্রসব করাইয়াছে এবং অনেকবার প্রসব করাইতে দেখিয়াছে তাহাদিগকে, গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিতে দিবে। পরিচর্য্যাকালে ঐ সকল স্ত্রীলোকের নখ কাটিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন গর্ভিণীর যোনিদ্বার উত্তমরূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া বলিবে, সুভগে! কুন্থন কর, কিন্তু যদি ব্যথা না থাকে তাহা হইলে কুন্থন করিও না। যখন ব্যথা উপস্থিত হইবে তখনই কুন্থন করিবে এবং প্রথমে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প বেগ দিবে পরে প্রগাঢ় বেগ দিতে থাকিবে। সন্তান যখন যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন যতক্ষণ না অপরা (গর্ভবেষ্টক চর্ম্ম) সহিত সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়, ততক্ষণ প্রগাঢ়তর বেগ দিবে।

অথ ব্যথারহিতায়াঃ প্রবাহণাদ্ বৈগুণ্যমাহ—

মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাসকাসক্ষয়ান্বিতম্।
সূতে স্রস্ততনুং বালমকালে তু প্রবাহণাৎ॥

গর্ভিণী অকালে অর্থাৎ প্রসব বেদনা যখন না থাকে তখন কুন্থন করিলে সন্তান বোবা, কালা, কুব্জ, শিথিলতনু এবং শ্বাস কাসক্ষয়ান্বিত হয়।

অথ বালস্য জন্মোত্তরবিধিঃ।

অথ বালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা।
যথৈব কুলবৃদ্ধস্ত্রী-ব্যবহারপরম্পরা॥

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে, বৃদ্ধ কুলস্ত্রীগণ কুলক্রমানুসারে যে সকল আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সকল কার্য্য করিবে।

অথ প্রসূতায়া নিয়মানাহ—

প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥
মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
স কৃচ্ছ্রাৎ সাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেৎ তৎ পথ্যমাচরেৎ॥

প্রসবানন্তর প্রসূতা হিতকর আহার বিহার সমাচরণ করিবে। শ্রমজনক কার্য্য, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতলসেবন পরিবর্জ্জন করিবে। কারণ অনুচিত আহার-বিহারাদি দ্বারা প্রসূতার যে কোন ব্যাধি জন্মে, তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য

বা অসাধ্য হয়, অতএব প্রসূতার হিতকর আহার বিহারাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

অথ প্রসূতায়া নিয়মসময়াবধিমাহ—

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা॥
(সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা অনবসৃষ্টদুষ্টরুধিরা।)

প্রসূতা স্ত্রী সাবধান হইয়া অল্পপরিমাণে সুপথ্য স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে। একমাস কাল প্রতিদিন স্বেদ ও অভ্যঙ্গপরায়ণ হইবে এবং সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ প্রকৃত দুষ্ট রুধির ধৌত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে।
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতম্॥

প্রসবের দেড়মাস পরে অথবা প্রসবের পরে যখন পুনর্ব্বার রজোদর্শন হইবে, তখন প্রসূতা সূতিকা-নাম-বর্জ্জিতা হইবে অর্থাৎ তখন আর তাহাকে সূতিকা নামে অভিহিত করা হইবে না।

ব্যপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহাপয়েৎ॥

প্রসূতা স্ত্রী উপদ্রবরহিত ও বিশুদ্ধশরীর হইয়াছে বুঝিতে পারিলে চারিমাসের পর প্রসূতোপযোগী নিয়ম পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তখন ইচ্ছানুরূপ আহার বিহারাদি করিবে।

অথ ধাত্রীলক্ষণমাহ—

পীতায় যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরম্।
সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীম্॥
সবর্ণাং মধ্যবয়সং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্।
কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশং শিশৌ॥

বালককে স্তন্যপান করাইতে যদি ধাত্রী অর্থাৎ উপমাতা নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপে দোষ গুণ বিচার করিয়া এইরূপ গুণান্বিত ধাত্রী নিয়োগ করিবে অর্থাৎ ধাত্রী যেন স্বজাতীয়া, মধ্যবয়স্কা (যুবতী), সাধুশীলা, সদা প্রফুল্লচিত্তা, শুদ্ধদুগ্ধা [যাহার স্তন্য বাতাদিদুষ্ট নহে], বহুদুগ্ধা, সবৎসা (সন্তানবতী), অতিবৎসলা, স্বাধীনা, অল্পেই সন্তুষ্টা, সৎকুলজাতা, সৎলোকের কন্যা, কাপট্যহীনা এবং শিশুর প্রতি পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহকারিণী হয়।

অথ নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ—

শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা॥
গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা।
অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জ্জিতা॥
আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যে তু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ।
এতাসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ॥

শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, পরিশ্রান্তা, সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্তা, অতি লম্বাকৃতি বা অতি খর্ব্বাকৃতি, অতি স্থূলাঙ্গী বা অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বর-পীড়িতা, লম্বোন্নতপয়োধরা, অজীর্ণভোজিনী, সুপথ্যবর্জ্জিতা, ক্ষুদ্রকার্য্যে আসক্তা, দুঃখার্ত্তা ও চঞ্চলচিত্তা; এইরূপ ধাত্রীর স্তন্যপান করিলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়।

অথ বালস্য স্তন্যপানবিধিঃ।

তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যগ্ দক্ষিণস্তনমমুনা॥
প্রক্ষাল্যেষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতম্॥
উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈঃ সন্ধার্য্য পায়য়েৎ॥
(মাতেত্যুপলক্ষণং ধাত্রী চ।)

বালককে স্তন্যপান করাইবার বিধি।—বালকের মাতা বা উপমাতা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী ও পূর্ব্বাভিমুখী

হইয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া তাহার দুগ্ধ কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলিবে। তদনন্তর শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শিশুকে উত্তরাভিমুখে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্যপান করাইবে।

অথান্যত্বে বৈগুণ্যমাহ—

অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবন্ স্তন্যেন ভূয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাস-কাসৈর্ভবতি পীড়িতঃ॥

স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে যদি স্তনদুগ্ধ কিঞ্চিৎ পরিস্রাবিত না করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করান হয়, তাহা হইলে শিশুর মুখে একবারে অধিক দুগ্ধ প্রবেশ করায় বালকের বমি, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়।

অথ জনন্যাঃ ক্ষীরাভাবে ধাত্র্যাশ্চালাভে প্রকারমাহ—

ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপি বা।
দদ্যাদা স্তন্যপর্য্যাপ্তের্বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া॥

ক্ষীরসাত্ম্যতয়েতি—যতঃ শিশোঃ স্তন্যমেব সাত্ম্যং ভবতি নত্বন্নাদিকম্। আ স্তন্যপর্য্যাপ্তেরিতি—যাবৎ স্তন্যপানস্য যোগ্যতা তাবদিতি।

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না থাকে এবং উপযুক্ত ধাত্রীও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিশু যে পর্য্যন্ত স্তন্যপানের যোগ্য থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। যেহেতু দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধই দেহানুকূল, অন্নাদি তাহাদের সাত্ম্য নহে।

অথ বালস্যান্নপ্রাশনসময়ঃ।

যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি চ।
অন্নং সম্প্রাশয়েৎ কিঞ্চিৎ ততস্তদ্বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ॥

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বালকের অন্নপ্রাশন করাইবে অর্থাৎ তাহাকে অতি অল্প মাত্রায় অন্ন ভোজন করাইবে। পরে বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে অন্নের মাত্রা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিবে।

অথ বালস্য পরিচর্য্যাবিধিঃ।

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্ন চৈন তর্জ্জয়েৎ কচিৎ।
সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ॥
(অযোগ্যমুপবেশনসমর্থম্।)
নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ।
রোদয়েন্ন কচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা॥
(আবশ্যকো বিধিঃ ভেষজদানতৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিঃ।)
তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ।
সংসেবিতমনা এবং নিত্যমেবাভিবর্দ্ধতে॥
বাতাতপতড়িদ্‌বৃষ্টি-ধূমানলজলাদিতঃ।
নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ॥

বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ করিবে, যেন তাহার কোন কষ্ট না হয়। তাহাকে কদাচ তর্জ্জন করিবে না। নিদ্রিত থাকিলে হঠাৎ জাগাইবে না। যত দিন বসিতে সমর্থ না হয়, তত্দিন তাহাকে বসাইবে না। সহসা আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন অথবা অতি শীঘ্র শয্যায় শয়ন করাইবে না। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অর্থাৎ ঔষধদানাদি কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে কখন কান্দাইবে না। তাহার চিত্তের অনুরূপ কার্য্য করিবে। তাহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে তাহার শরীরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বায়ু সূর্য্যাতপ বিদ্যুৎ বৃষ্টি ধূম অগ্নি জল এবং উচ্চ ও নিম্ন স্থান হইতে বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

বালস্য স্বভাবান্ধিতান্যাহ—

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা।
বসনং মৃদু যৎ তচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনম্।
জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা॥

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (তৈলাভঙ্গের পরে গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন), স্নান এবং নেত্রে অঞ্জনধারণ, কোমল বস্ত্র পরিধান ও চন্দনাদি মৃদু অনুলেপন এই গুলি জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বাল্যাদেরবধিমাহ—

বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকং তথা।
ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে॥
ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্।
দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্বয়ম্॥
তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ।
মধ্যো ষোড়শসপ্তত্যোর্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ॥
চতুর্দ্ধা মধ্যমো বৃদ্ধির্যুবা পূর্ণঃ ক্ষয়ান্বিতঃ।
ভবেদা বিংশতের্বৃদ্ধির্যুবা ত্বাত্রিংশতো মতঃ॥
চত্বারিংশৎসমা যাবৎ তিষ্ঠেদ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ।
ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাদ্ যাবদ্ ভবতি সপ্ততিঃ॥
ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ।
ক্ষীয়মাণেন্দ্রিয়বলঃ ক্ষীণরেতা দিনে দিনে॥
বলীপলিতখালিত্যযুক্তঃ কর্ম্মসু চাক্ষমঃ।
কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ॥

বয়স ত্রিবিধ, যথা—বাল্য মধ্যবয়স ও বার্দ্ধক্য। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বালক নামে অভিহিত হয়। আহারভেদে বালক আবার তিন প্রকার হইয়া থাকে, যথা—দুগ্ধপায়ী দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক দুগ্ধপায়ী; ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী; তৎপরে অন্নভোজী। ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য মধ্যম-বয়স্ক বলিয়া অভিহিত হয়। এই মধ্যমবয়স্ক ব্যক্তি আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—বর্দ্ধনশীল, যুবা, পূর্ণবীর্য্য এবং ক্ষয়ান্বিত। তন্মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বর্দ্ধনশীল থাকে অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্ত বাড়িতে থাকে; ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য (এইকালে মনুষ্যের রসরক্তাদি সর্ব্বপ্রকার ধাতু, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহ পরিপূর্ণ থাকে)। তৎপরে সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য ক্রমে ক্ষীণ অর্থাৎ এই কালে তাহাদের রক্তরক্তাদি সমস্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহাদি ক্ষীণ হইতে থাকে। রসাদি ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও শুক্রের দিন দিন ক্ষয় হওয়ায় সত্তর বৎসরের পর মাংসের শিথিলতা, কেশের পক্কতা ও মস্তকে টাক্ হয়। বৃদ্ধ মানব কাসশ্বাসাদি পীড়ায় পীড়িত ও সকল কার্য্যে অসমর্থ হয়

বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং স্যান্মধ্যমেঽধিকম্।
বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিচার্য্য তদুপক্রমেৎ॥

বাল্যবয়সে শ্লেষ্মা, মধ্যবয়সে পিত্ত এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। অতএব বাল্যাদি বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

বাল্যং বৃদ্ধিশ্ছবির্মেধা ত্বগ্দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ।
বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ং চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ॥

বাল্য, বৃদ্ধি, কান্তি, মেধা, ত্বক্, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং জীবন; প্রতি দশ বৎসরে যথাক্রমে ইহাদের হ্রাস হইয়া থাকে অর্থাৎ দশবৎসর বয়সের পর বাল্যের হ্রাস, বিশবৎসরের পর বৃদ্ধি হ্রাস, ত্রিশ বৎসরের পর কান্তির হ্রাস, চল্লিশ বৎসরের পর মেধার হ্রাস, পঞ্চাশ বৎসরের পর ত্বকের হ্রাস, ৬০ বৎসরের পর দৃষ্টির হ্রাস, সত্তর বৎসরের পর শুক্রের হ্রাস, আশি বৎসরের পর বিক্রমের হ্রাস, নব্বই বৎসরের পর বুদ্ধির হ্রাস, একশত বৎসরের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের হ্রাস, ১১০ বৎসরের পর মনের হ্রাস এবং ১২০ বৎসরের পর জীবনের হ্রাস হয়।

অথাতঃ শরীরসংখ্যাব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তচ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি, তেজ এনং পচতি, আপঃ ক্লেদয়ন্তি, পৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বর্দ্ধয়তি এবং বর্দ্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।

অতঃপর আমরা শরীরসংখ্যাবিবরণ নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

জীবাত্মা ও মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের * সহিত গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত, সংমূর্চ্ছিত হইয়া গর্ভ নামে অভিহিত হয়। বায়ু সেই চেতনাবস্থিত শুক্রশোণিতকে দোষ ধাতু, মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিভাগে বিভক্ত করে, তেজ তাহাকে পাক করে অর্থাৎ একরূপ হইতে অন্য রূপে পরিণত করে, জল তাহাকে আর্দ্র রাখে, পৃথিবী তাহাকে সংহতাবয়ব অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট করে এবং আকাশ তাহাকে ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়া গর্ভ যখন হস্ত পদ জিহ্বা ঘ্রাণ কর্ণ ও নিতম্বাদি অঙ্গবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে শরীর নামে অভিহিত করা যায়।

তস্য ত্বঙ্গান্যুপাঙ্গানি জ্ঞাত্বা সুশ্রুতশ্ৰুতঃ।
মস্তকাদভিধীয়ন্তে শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ॥
আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুন্তলাঃ।
তস্যান্তর্মস্তুলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগং তথা॥
নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্ব্বর্ত্তিতে দ্বে কনীনিকে।
দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌ চ বর্ত্মনী॥
পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌ চ কর্ণৌ তচ্ছষ্কুলীদ্বয়ম্।
পালিদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
ওষ্ঠাধরৌ চ সৃক্কণ্যৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ম্।
দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টৌ চ রসনা চিবুকং গলঃ॥

সুশ্রুতে শাস্ত্রানুসারে সেই শরীরির অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকল অবগত হইয়া মস্তক হইতে সমস্ত অবয়ব বর্ণন করিতেছি, শিষ্যগণ! যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যথা—শরীরির আদ্য অঙ্গ মস্তক। মস্তকের উপাঙ্গ যথা—কেশ, মস্তিষ্ক, ললাট, ভ্রূদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নেত্রদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী কনীনিকাদ্বয় (অক্ষিতারা), দৃষ্টিদ্বয়, কৃষ্ণগোলকদ্বয়, শুক্লমণ্ডলদ্বয় (চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতবর্ণ ভাগ), বর্ত্মদ্বয় (নেত্রচ্ছদদ্বয়), অক্ষিপক্ষ্ম, নেত্রকোণদ্বয়, শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি) এবং কর্ণদ্বয়, শষ্কুলিদ্বয় (কর্ণের ছিদ্র), কর্ণপালিদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণীদ্বয় (ওষ্ঠের প্রান্ত ভাগ), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (গণ্ড স্থলের উপরি ভাগ), দন্ত, দন্তবেষ্ট, জিহ্বা, চিবুক (অধরের অধোভাগ) ও গলদেশ।

দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবা তু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে।
তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে॥
তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্ত্বধঃ।
কফোণিযুগ্মং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলং তথা॥
মণিবন্ধৌ তলে হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়ো দশ।
নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশ চ্ছেদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা, যাহা দ্বারা মস্তক ধৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় অঙ্গ বাহুযুগল। তাহার উপাঙ্গ বলা যাইতেছে,—বাহুর উপরিভাগে স্কন্ধদ্বয়, স্কন্ধের নিম্নভাগে প্রগণ্ডদ্বয় (স্কন্ধ হইতে কূর্পর পর্য্যন্ত বাহুভাগ), প্রগণ্ডদ্বয়ের অধোদেশে কূর্পরদ্বয় (কনুই), কূর্পরদ্বয়ের নিম্নে প্রকোষ্ঠদ্বয় (কূর্পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ), মণিবন্ধদ্বয় (করগ্রন্থিদ্বয়), করতলদ্বয়, হস্তদ্বয়, এই হস্তদ্বয়ে পাঁচটী করিয়া দশটী অঙ্গুলি, অঙ্গুলি দশটীতে নখ দশটী ও ছেদ্য নখ (নখের যে অংশ ছেদন করিবার যোগ্য) দশটী।

চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্তু তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে।
স্তনৌ পুংসস্তথা নার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ম্॥
যৌবনাগমনে নার্য্যাঃ পীবরৌ ভবতঃ স্তনৌ।
গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ॥

* চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা—মূলপ্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি বিকৃতি; এই সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

হৃদয়ং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্।
জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্তু নিমীলতি॥
আশয়স্তৎ তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্।
অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি॥
চেতনাস্থানমুত্তমমিতি অয়মভিপ্রায়ঃ—
"চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ।
কেশলোমনখাগ্রান্ন-মলদ্রবগুণৈর্ব্বিনা॥"
ইত্যুক্তবতা চরকেণ সকলং শরীরং চেতনাস্থানমুক্তম্।
তদপেক্ষয়া হৃদয়ং বিশেষতশ্চেতনাস্থানমিতি॥
কক্ষয়োর্বক্ষসঃ সন্ধী জক্রণী সমুদাহৃতে।
কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ স্যাতাঞ্চ বঙ্ক্ষণৌ॥

চতুর্থ অঙ্গ বক্ষ। তাহার প্রত্যঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে—পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই দুইটি করিয়া স্তন, কিন্তু নারীগণের বিশেষ এই যে, যৌবনকালে তাহাদের স্তনদ্বয় স্থূলতর হয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতা নারীগণের স্তনদ্বয় ক্ষীর-(স্তন-দুগ্ধ)-পূরিত হইয়া থাকে, এরূপ পুরুষের হয় না। হৃদয়—এই উপাঙ্গটী অধো-মুখে থাকিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় পদ্মের ন্যায় বিকশিত থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। এই আশয়টী জীবগণের উৎকৃষ্ট (বিশেষ) চেতনাস্থান, এ কারণ ইহা তমোগুণ দ্বারা অভি-ব্যাপ্ত হইলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। হৃদয়কে উৎকৃষ্ট চেতনাস্থান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শরীরই চেতনার স্থান বটে, চরকমুনিও বলিয়াছেন যে, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত দেহই চেতনার স্থান, কেবল কেশ, লোম, নখাগ্র ও মলমূত্রের গুণ চেতনার স্থান নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিশেষ-চেতনাস্থান। কক্ষদ্বয় (বাহুমূল) ও বক্ষ ইহাদের মধ্যসন্ধিদ্বয়, জক্র (কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়), কক্ষদ্বয় (বগল-দ্বয়) ও বঙ্ক্ষণদ্বয়।

উদরং পঞ্চমঙ্গাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতম্।
সপৃষ্ঠবংশং পৃষ্ঠন্তু সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্॥
উপাঙ্গানি চ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ।
শোণিতাচ্চ জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ।
রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ।
হৃদয়াদ্বামতোঽধশ্চ ফুপ্ফুসো রক্তফেনজঃ॥

অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ।
তৎ তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্॥
অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি।
জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্॥
ক্লোম তিলকম্। এতৎ তু বাতরক্তজম্। অত্রাবৃদ্ধবাগ্‌ভটঃ—
"রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ॥" ইতি

পঞ্চম অঙ্গ উদর। ষষ্ঠ অঙ্গ পার্শ্বদ্বয়। সপ্তম অঙ্গ পৃষ্ঠবংশের সহিত সমস্ত পৃষ্ঠ। তাহা-দের উপাঙ্গ সকল বলা যাইতেছে। যথা—রক্ত হইতে উৎপন্ন প্লীহা হৃদয়ের অধোভাগে বাম-পার্শ্বে অবস্থিতি করে। মুনিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, এই প্লীহা রক্তবাহিশিরাসকলের মূল। হৃদয়ের অধোদেশে বামপার্শ্বে শোণিত-ফেনজাত ফুপ্‌ফুস্ অবস্থিতি করে। হৃদয়ের অধোদেশে দক্ষিণপার্শ্বে শোণিতজাত যকৃৎ অব-স্থিত, ঐ যকৃৎ রঞ্জকনামক পিত্তের স্থান। হৃদ-য়ের অধোদেশে দক্ষিণ পার্শ্বে ক্লোম থাকে, এই ক্লোমই জলবাহিশিরাসমূহের মূল; ইহা তৃষ্ণা-নিবারক। বায়ু ও রক্ত হইতে ক্লোম জন্মে। এ বিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও বলেন যে, বায়ুসংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক (ক্লোম) উৎপন্ন হয়।

মেদঃশোণিতয়োঃ সারাদ্বৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ।
তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ॥
উক্তাঃ সার্দ্ধাস্ত্রয়ো ব্যামাঃ পুংসামস্ত্রাণি সূরিভিঃ।
অর্দ্ধব্যামেন হীনানি যোষিতোঽস্ত্রাণি নির্দ্দিশেৎ॥

মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় জন্মে। সেই বৃক্ক দুইটী হইতে উদরস্থ মেদের পোষণ হইয়া থাকে। অন্ত্রনাড়ী পুরুষের সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের তিন ব্যাম।

উণ্ডুকশ্চ কটী চাপি ত্রিকং বস্তিশ্চ বঙ্ক্ষণৌ।
কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স্যান্মেঢ্রোঽধ্বা বীর্য্যমূত্রয়োঃ॥
স এব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাদ্‌গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়ঃ।
শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা॥
তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা।
বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্মাংসমেদসাম্॥
বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ মতৌ তৌ পৌরুষাবহৌ।
গুদস্য মানং সর্ব্বস্য সার্দ্ধং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্॥

তত্র স্যুর্বলয়স্তিস্রঃ শঙ্খাবর্ত্তনিভাস্তু তাঃ।
প্রবাহিণী ভবেৎ পূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা॥
উৎসর্জ্জনী তু অধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা।
তস্যা অধঃ সংবরণী স্যাদেকাঙ্গুলসম্মিতা॥
অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণস্তু বুধৈস্তু দমুখং মতম্।
মলোৎসর্গস্তু মার্গোহয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ॥

উণ্ডুক (মলাশয়), কটী, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন দেশ), বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়, এবং কণ্ডরাসমূহের মূল—মেঢ্র, যাহা বীর্য্য ও মূত্রের নির্গমন মার্গ। এবং যাহা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়ে গর্ভের আধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী আবর্ত্তবিশিষ্ট, সেই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। কফ, রক্ত, মাংস ও মেদের সার অংশ হইতে মুষ্কদ্বয় (অণ্ডকোষদ্বয়) উৎপন্ন হয়, ঐ মুষ্কদ্বয়ই বীর্য্যবাহি-শিরার আধার এবং উহা পুরুষত্বকারক। সমস্ত গুদানাড়ীর পরিমাণ সাড়ে চারি অঙ্গুলি, তাহাতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট তিনটী বলি আছে। তন্মধ্যে প্রথম বলির নাম প্রবাহণী, দেড় অঙ্গুলি ইহার প্রমাণ। তাহার অধোভাগে উৎসর্জ্জনী নামক দ্বিতীয় বলি, ইহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার অধোদেশে সংবরণী নামক তৃতীয় বলি, ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। গুদোষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই গুহ্যদেশ মলত্যাগ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে॥

পুংসঃ প্রোথৌ স্মৃতৌ যৌ তু তৌ নিতম্বৌ চ যোষিতঃ।
তয়োঃ কুকুন্দরে স্যাতাং সক্থিনী তদনন্তরম্॥
তদুপাঙ্গানি চ ক্রমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ম্।
জঙ্ঘে দ্বে ঘুণ্টিকে পার্ষ্ণী তলে চ প্রপদে তথা।
পাদাবঙ্গুলায়স্তত্র দশ তাসাং নখা দশ॥

পুরুষের প্রোথদ্বয়, স্ত্রীলোকের নিতম্বদ্বয়; পুরুষের যে উপাঙ্গকে প্রোথ বলা যায়, তাহাকেই স্ত্রীলোকের নিতম্ব বলা গিয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রোথদ্বয়ের বা নিতম্বদ্বয়ের মধ্যে কুকুন্দর (নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়) অবস্থিত। অষ্টমাঙ্গ সক্থিদ্বয়। তাহার উপাঙ্গ সকল বলা হইতেছে, যথা—জানুদ্বয় (হাঁটু), পিণ্ডিকাদ্বয় (জানুর অধঃস্থ মাংসল প্রদেশ), জঙ্ঘাদ্বয় (গুল্ফাবধি জানু পর্য্যন্ত স্থান), ঘুণ্টিকাদ্বয় (গুল্ফদ্বয়), পার্ষ্ণিদ্বয় (গুল্ফের অধোদেশ), পদতলদ্বয়, প্রপদদ্বয় (পাদাগ্র), দুই পদে পাঁচটী করিয়া দশটী অঙ্গুলি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে একটী করিয়া দশটী নখ।

বিস্তারোঽত উর্দ্ধম্। তস্য খল্বেবংপ্রবৃত্তস্য শুক্র-শোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি। তাসাং প্রথমাবভাসিনী নাম, যা সর্ব্ববর্ণানবভাসয়তি, পঞ্চবিধাঞ্চ চ্ছায়াং প্রকাশয়তি, সা ব্রীহের্বিংশতিভাগেঽষ্টাদশভাগপ্রমাণা সিধ্মপদ্মকণ্টকাধিষ্ঠানা; দ্বিতীয়া লোহিতা নাম ষোড়শভাগপ্রমাণা তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গাধিষ্ঠানা; তৃতীয়া শ্বেতা নাম দ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা; চতুর্থী তাম্রা নামাষ্টভাগপ্রমাণা বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠানা; পঞ্চমী বেদিনী নাম ব্রীহিপঞ্চভাগপ্রমাণা কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা; ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহিপ্রমাণা গ্রন্থ্যপচ্যর্ব্বুদশ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা; সপ্তমী মাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোঽধিষ্ঠানা। সপ্তাপি ত্বচঃ সমুদিতাঃ বিংশতিতমভাগোনষড়্যবপ্রমাণাঃ। ষড়্যবপ্রমাণস্তু অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যাম্। যদেতৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং তন্মাংসলেষ্ববকাশেষু ন ললাটসূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু।

অতঃপর আমরা ত্বক্, কলা ও ধাতু প্রভৃতির বিস্তার বর্ণন করিব। দুগ্ধ পাক করিলে তাহার উপর যেমন সন্তানিকা (সর্) জন্মে, গর্ভাশয়স্থ শুক্র-শোণিতও দেহাকারে পরিণত হইবার কালে বাতাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পচ্যমান হওয়ায়, তাহাতে সন্তানিকাবৎ ত্বক জন্মিয়া থাকে।

ত্বক্ সপ্তসংখ্যক, তন্মধ্যে প্রথমা ত্বক্ অবভাসিনী নামে অভিহিত, এই ত্বকেই ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা গৌরাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ অবভাসিত হয় এবং পঞ্চবিধ ছায়া ও প্রভা *

* ছায়া ও প্রভা একই, তবে উভয়ের প্রভেদ এই—নিকটে যে কান্তি লক্ষ্য হয়, তাহাকে ছায়া এবং দূর হইতে যে কান্তি লক্ষ্য হয়, তাহাকে প্রভা কহা যায়।

প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বেধ একটী যবের বিংশতিভাগের অষ্টাদশ ভাগ। ইহা সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের অধিষ্ঠান-ভূমি। দ্বিতীয়া ত্বক্ লোহিতা নামে অভিহিত; ইহার স্থূলতা একটি যবের বিংশতিভাগের ষোড়শ-ভাগ। ইহা তিলকালক ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ রোগের জন্মভূমি। তৃতীয়া ত্বক্ শ্বেতা নামে অভিহিত; ইহার বেধ যব-বিংশতিভাগের দ্বাদশ ভাগ। ইহা চর্ম্মদল অজগল্লী ও মশক রোগের উৎপত্তিস্থান। চতুর্থী ত্বক্ তাম্রা নামে অভিহিত; ইহার স্থৌল্য যব বিংশতিভাগের অষ্টভাগ। ইহা বিবিধ কিলাস কুষ্ঠের অধিষ্ঠানভূমি। পঞ্চমী ত্বক্ বেদিনী নামে অভিহিত; ইহার বেধ যববিংশতি-ভাগের পঞ্চভাগ। ইহা কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগের জন্মস্থান। ষষ্ঠী ত্বক্ রোহিণী নামে অভিহিত; ইহা যববৎ স্থূল। এই ত্বক্ গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের আশ্রয়ভূমি। সপ্তমী ত্বক্ মাংসধরা নামে খ্যাত; ইহা যবদ্বয়বৎ স্থূল। এই ত্বক্ ভগন্দর বিদ্রধি ও অর্শোরোগের উৎ-পত্তিস্থান। উক্ত সপ্তত্বকের মিলিত স্থৌল্য, বিংশতিতমভাগোন ছয় যব অর্থাৎ পাঁচ যব এবং এক যবের বিংশতিভাগের ঊনিশভাগ। অঙ্গু-ষ্ঠোদরের পরিমাণ ছয় যব, সুতরাং সমস্ত ত্বকের স্থূলতা প্রায় অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্য। অবভাসিনী প্রভৃতি সাত প্রকার ত্বকের যে প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা মাংসল স্থানের ত্বকেরই জানিবে, ললাটে বা অঙ্গুল্যাদিতে যে ত্বক্ আছে, তাহাদের স্থূলতা ওরূপ নহে।

কলাস্বরূপমাহ—

স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা।
শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলাভাগাংশ্চ তান্ বিদুঃ॥
ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোর্যঃ ক্লেদস্ত্বধিতিষ্ঠতি।
দেহোষ্মণাভিপক্বস্তু সা কলেত্যভিধীয়তে॥
কলাঃ খল্বপি সপ্ত সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ান্তরমর্য্যাদাঃ।

সপ্ত ধাতুর আশয় অর্থাৎ আশ্রয়স্থান সাতটি; কলা সেই প্রত্যেক আশয়ের সীমাভূত বলিয়া কলার সংখ্যাও সাত। কলার স্বরূপ—শরীরে রসরক্তাদি যে সপ্ত প্রকার ধাতু আছে, সেই সপ্ত ধাতুর প্রত্যেকটির অবস্থান-স্থানের অন্তর্ভাগে কলা নামক পদার্থ অবস্থিতি করে। সেই কলা উভয় ধাতুর সীমাস্বরূপ। কলার লক্ষণ—ধাত্বা-শয়ের সীমাভূত যে পদার্থ স্নায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ুবৎ (গর্ভবেষ্টকস্থলীসদৃশ) পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকেই কলাভাগ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ দেহোষ্মা দ্বারা পক্ক ধাতুর যে ক্লেদ পদার্থ ধাত্বাশয় প্রান্তে অবস্থান করে, তাহাই কলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাসাং প্রথমা মাংসধরা নাম, যস্যাং মাংসে শিরাস্নায়ু ধমনীস্রোতসাং প্রতানা ভবন্তি।
যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে শিরাদয়ঃ॥

সেই সপ্তপ্রকার কলার মধ্যে প্রথমা কলা মাংসধরা নামে অভিহিত। যে কলাধিষ্ঠিত-মাংসে শিরা স্নায়ু ধমনী ও স্রোতঃসমূহের প্রতান অর্থাৎ বিস্তার হইয়া থাকে।

আধারভূমিতে পঙ্কোদকস্থ বিসমৃণাল যেমন চতুর্দ্দিকে বিবর্দ্ধিত হয়, মাংসেও শিরাদির সেই-রূপ প্রতান হইয়া থাকে। (পদ্ম প্রভৃতির ডাঁটার সাধারণ নাম বিস, সেই বিসের পঙ্কান্তর্গত অংশকে মৃণাল কহা যায়)। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রসধাতু প্রথম, রক্তধাতু দ্বিতীয়, মাংসধাতু তৃতীয়, অতএব মাংসধরা কলা তৃতীয়া না হইয়া কিরূপে প্রথমা কলা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? ইহার উত্তর—মাংস, রসাদির আধার বলিয়া আধারত্ব-হেতু এইরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয়া রক্তধরা নাম মাংসস্যাভ্যন্তরতস্তস্যাং শোণিতং বিশেষতশ্চ শিরাসু যকৃৎপ্লীহোশ্চ ভবতি।

দ্বিতীয়া কলা রক্তধরা নামে অভিহিত। রক্তধরা কলা মাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই মাংসাভ্যন্তরস্থ কলায় বিশেষতঃ যকৃৎপ্লীহান্তর্গত শিরা সকলে রক্ত অবস্থান করে।

তৃতীয়া মেদোধরা নাম, মেদো হি সর্ব্বভূতানাম্ উদরস্থমণ্বস্থিষু চ মহৎসু চ মজ্জা ভবতি।

ভবতি চাত্র।

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরাশ্রিতঃ।
অথেতরেষু সর্ব্বেষু সরক্তং মেদ উচ্যতে॥
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা॥

তৃতীয়া কলা মেদোধরা নামে অভিহিত। মেদ প্রাণিদিগের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিতি করে। স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে যে স্নেহপদার্থ থাকে তাহাকে মজ্জা কহা যায়।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, মজ্জাও অস্থিতে অবস্থিতি করে; তবে কেন উহা মেদ বলিয়া অভিহিত না হয়? এই আপত্তি-খণ্ডনার্থই গদ্যোক্ত অর্থ, শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে এবং মেদ ও মজ্জার অনুকারী বলিয়া উপধাতু-বসারও স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—স্থূলাস্থিসমূহের অভ্যন্তরে যে স্নেহপদার্থ অবস্থিতি করে তাহাকে মজ্জা এবং সূক্ষ্মাস্থি সকলে যে স্নেহপদার্থ থাকে, তাহাকে মেদ কহে। মেদ সরক্ত পদার্থ। আর শুদ্ধ মাংসের যে স্নেহভাগ তাহাই বসা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা নাম, সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি।

স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥

চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা নামে খ্যাত। ইহা প্রাণিগণের সন্ধিস্থান সকলে অবস্থিতি করে। অক্ষ অর্থাৎ চক্রছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ (ধুর) তৈলাদি স্নেহাভ্যক্ত হইলে, শকটচক্র যেমন সুন্দর কার্য্যকারী হয়, শ্লেষ্মা দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকায় সন্ধি সকলও সেইরূপ বিশিষ্ট-কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমী পুরীষধরা নাম, যান্তঃকোষ্ঠে মলমভিবিভজতে পক্বাশয়স্থা।

যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ তথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা।
উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা॥

পঞ্চমী কলা পুরীষধরা নামে খ্যাত। যাহা পক্বাশয়ে অবস্থিত হইয়া কোষ্ঠাভ্যন্তরে মলপদার্থকে বিভক্ত করে, অর্থাৎ মূত্রপুরীষরূপে বিভাগ করিয়া থাকে। এই পুরীষধরা কলা যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, উণ্ডুক (মলাশয়) ও গুদনাড়ী প্রভৃতি সমস্ত কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা উণ্ডুক হইতে মলকে পৃথক্ করে।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম, যা চতুর্ব্বিধমন্নপানমুপযুক্তমামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্বাশয়োপস্থিতং ধারয়তি।

অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্।
তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোষিতং পিত্ততেজসা॥

ষষ্ঠী কলা পিত্তধরা নামে খ্যাত। যাহা পিত্তস্থানে থাকিয়া আমাশয়প্রচ্যুত, পক্বাশয়-গমনার্থ উপস্থিত, পিত্তস্থানপ্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভুক্ত দ্রব্যকে ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়াদি কোষ্ঠগত তাবৎ খাদ্য পিত্ততেজে শোষিত হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে (গ্রহণীতে) পিত্তধরা কলা অবস্থিতি করে।

সপ্তমী শুক্রধরা নাম, যা সর্ব্বপ্রাণিনাং সর্ব্বশরীরব্যাপিনী।

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ॥
দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে॥
কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা।
স্ত্রীষু ব্যায়চ্ছতশ্চাপি হর্ষাৎ তৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥

সপ্তমী কলা শুক্রধরা নামে কথিত। ইহা প্রাণিগণের সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। দৃষ্টান্ত—দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে যেমন ঘৃত এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড় অবস্থিতি করে, মনুষ্যদিগের সর্ব্বশরীরে শুক্রও তেমন অবস্থান করিয়া থাকে। শুক্রের ক্ষরণ-মার্গ—প্রসন্নমনা হইয়া সানন্দে স্ত্রীসঙ্গম করিলে হর্ষহেতু সর্ব্বদেহাশ্রিত শুক্র বস্তিদ্বারের অধো-ভাগে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অন্তরে মূত্রমার্গে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে ক্ষরিত হয়।

গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ, তস্মাদ্ গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তবং ন দৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহত--মূর্দ্ধ-মাগতমপরঞ্চোপচীয়মানমপরেত্যভি-ধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে; তস্মাদ্ গর্ভিণ্যঃ পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি।

গর্ভিণীদিগের আর্ত্তববহ স্রোতঃসকলের মুখ গর্ভ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহাদিগের রজোনিঃসরণ হয় না। তৎকালে সেই আর্ত্তব অধঃপ্রতিহত হইয়া অর্থাৎ মার্গরোধ হেতু নিঃসৃত হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধগত হয়। তাহার অপর অংশ (একভাগ) উপচীয়মান হইয়া অপরা (গর্ভবেষ্টকস্থলী) নামে অভিহিত হয়; শেষ অংশ ঊর্দ্ধতর প্রদেশে স্তনে গিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই গর্ভিণীদিগের স্তন পীনোন্নত হইয়া থাকে।

অসৃজঃ শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরো মতঃ।
তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি॥
ততোঽন্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিনঃ।
উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ॥
কফশোণিতমাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে।
যথার্থমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা।
মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ॥
শিরাণাঞ্চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ূনাঞ্চ ততঃ খরঃ।
আশয়াভ্যাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবম্॥

রক্ত ও শ্লেষ্মার সারভাগ পিত্তকর্ত্তৃক পচ্যমান এবং বায়ু কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া অন্ত্র গুদনাড়ী ও বস্তিরূপে পরিণত হয়। বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত অগ্নি কর্ত্তৃক পচ্যমান কফ, শোণিত ও মাংসের সারভাগ হইতে জিহ্বা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা মলবিমুক্ত স্বর্ণসারবৎ পদার্থ। পিত্ত-সংযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণ পূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া সেই মাংসকে পেশীর আকারে অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছাকারে পরিণত করে। তাহাকেই পেশী কহে। বায়ু মেদের স্নেহপদার্থ দ্বারা শিরা ও স্নায়ু নির্ম্মাণ করে। মৃদুপাকে শিরা ও খরপাকে স্নায়ু জন্মিয়া থাকে। বায়ুর অভ্যাসযোগেই অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অবস্থান বশতই ধাত্বাদির আশয়োৎপত্তি হয়।

রক্তমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃক্কৌ, মাংসাসৃক্‌কফমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃষণৌ; শোণিতকফপ্রসাদজং হৃদয়ম, যদাশ্রয়া হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। অস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুপ্‌ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ। তদ্‌হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানমত-স্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি।

রক্ত ও মেদের সার হইতে বৃক্ক, মাংস রক্ত কফ ও মেদ পদার্থের সার হইতে বৃষণ এবং রক্ত ও কফের সার হইতে হৃদয় জন্মে। প্রাণবহ ধমনী সকল এই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। হৃদয়ের বাম দিকে প্লীহা ও ফুপ্‌ফুস্; দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিত। হৃদয়ই চেতনার বিশেষ স্থান। অতএব হৃদয় তমোবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে।

আশয়াস্তু—বাতাশয়ঃ পিত্তাশয়ঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ রক্তাশয়ঃ আমাশয়ঃ পক্বাশয়ঃ মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাং গর্ভাশয়োঽষ্টম ইতি।

আশয় ৮ আটটী, যথা—বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, ও স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়।

নাভের্বিতস্তিমমাত্রঞ্চ কণ্ঠদেশাৎ ষড়ঙ্গুলম্।
উরস্তু তদ্‌বিজানীয়াচ্ছেষে তু হৃদয়ং মতম্॥
উরো রক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ।
আমাশয়স্তু তদধস্তুন্নিঙ্গং চরকোঽবদৎ॥

তদ্‌যথা—
নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ।
আমাশয়াদধঃ পক্বাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা।
গ্রহণীনামিকা সৈব কথিতঃ পাচকাশয়ঃ॥
ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্বামভাগে ব্যবস্থিতঃ।
তস্যোপরি বিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ॥
পক্বাশয়স্তু তদধঃ স এব তু মলাশয়ঃ।
তদধঃ কথিতো বস্তিঃ স হি মূত্রাশয়ো মতঃ॥

কণ্ঠদেশ হইতে ৬। অঙ্গুলি নিম্নে ও নাভি হইতে এক বিতস্তি ঊর্দ্ধে যে স্থান, তাহাকে উরঃ কহে। উরোদেশ ভিন্ন অপর অংশকে হৃদয় বলে। উরঃস্থল রক্তের আশয়, রক্তাশয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয়; শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়; পণ্ডিতেরা বলেন, নাভি ও স্তনের মধ্যস্থলে আমাশয় অবস্থিত। আমাশয়ের নিম্নে

ও পক্কাশয়ের ঊর্দ্ধে গ্রহণীনামে যে কলা আছে, তাহাই পাচকাশয় (পাচকপিত্তাশয়), ইহাই অগ্ন্যাশয় নামে অভিহিত। অগ্ন্যাশয় নাভির ঊর্দ্ধদেশে বামভাগে অবস্থিত। ইহার উপরে একটী ছিদ্র আছে। অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পবনাশয়, পবনাশয়ের নিম্নে পক্কাশয়, এই পক্কাশয়ই মলাশয় নামে খ্যাত :অর্থাৎ পক্কাশয়ের নিম্নভাগকে মলাশয় বা উণ্ডুক কহা যায়। মলাশয়ের নিম্নে বস্তি, বস্তিই মূত্রাশয় নামে অভিহিত।

অথ রন্ধ্রাণি।

নেত্রশ্রবণনাসানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে।
মুখমেহনপায়ূনামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥
দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ।
স্ত্রীণামন্যানি চ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি॥

নেত্র কর্ণ ও নাসিকায় দুই দুইটী করিয়া ছয়টী রন্ধ্র; মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্যদেশে এক একটী করিয়া তিনটী এবং মস্তকে একটি; সমুদায়ে পুরুষের এই দশটী রন্ধ্র আছে। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে, যথা—স্তনদ্বয় ও গর্ভবর্ত্ম।

অথ স্রোতাংসি।

মনঃপ্রাণান্নপানীয়-দোষধাতূপধাতবঃ।
ধাতূনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়স্তমী॥
সঞ্চরন্তি হি যৈর্ম্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সপ্তশঃ।
বহূনি তানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নৈব ভাষিতুম্॥

মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র ও মল, এই সকল পদার্থ যে সকল মার্গ দ্বারা শরীরে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই স্রোত কহা যায়। শরীরে বহুসংখ্যক স্রোত আছে, সুতরাং তাহাদের সংখ্যাকথন অসম্ভব।

মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ।
স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনীবর্জ্জিতম্॥

হৃদয়গর্ভ হইতে যাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রসৃত এবং যাহা অভিবহনশীল অর্থাৎ মন, প্রাণ, দোষ ও ধাত্বাদি অভিবহন করে, তাহাই স্রোতঃ। শিরাধমনীও অভিবহনশীল, কিন্তু স্রোত, শিরাধমনী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।

অথ কণ্ডরা।

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ।
প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্॥
চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ।
গ্রীবায়ামপি তাবত্যস্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসংশ্রিতাঃ।
তত্র পাদহস্তগতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবাহৃদয়নিবন্ধনানামধোভাগগতানাং প্ররোহো মেঢ্রঃ, শ্রোণিপৃষ্ঠনিবন্ধনানামধোভাগগতানাং বিম্বঃ (নিতম্বমণ্ডলম্), মূর্দ্ধোরুবক্ষোংসপিণ্ডাদয়শ্চ।

স্থূলতর স্নায়ু সকলকে কণ্ডরা কহে। কণ্ডরা দ্বারাই আকুঞ্চন-প্রসারণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কণ্ডরা ১৬টি, তন্মধ্যে ৪টী হস্তদ্বয়ে, ৪টী পদদ্বয়ে, ৪টী গ্রীবাতে এবং ৪টী পৃষ্ঠদেশে। হস্তপদগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নখ; গ্রীবার সহিত হৃদয়বন্ধনকারী অধোগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ লিঙ্গ; কটির সহিত পৃষ্ঠবন্ধনকারী অধোভাগগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নিতম্বমণ্ডল। তদ্ভিন্ন মূর্দ্ধা, উরু, বক্ষঃ ও অংসপিণ্ডাদির (বাহুমূলাদির) মণ্ডলও ঊর্দ্ধভাগগত কণ্ডরার প্ররোহ জানিবে, অর্থাৎ গ্রীবাশ্রিত ঊর্দ্ধগতকণ্ডরাচতুষ্টয়ের প্ররোহ মূর্দ্ধা, পাদাশ্রিত ঊর্দ্ধগত চারিটী কণ্ডরার প্ররোহ উরুমণ্ডল; পৃষ্ঠাশ্রিত ঊর্দ্ধগত চারিটী কণ্ডরার প্ররোহ বক্ষোমণ্ডল ও হস্তাশ্রিত ঊর্দ্ধগত ৪টী কণ্ডরার প্ররোহ বাহুমূল।

অথ জালানি।

নিরন্তররন্ধ্রনিকরকলিতানি সমূর্চ্ছিতানি চ জালানীব জালানি।
জালানি তু শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থিমুদ্ভবন্তি হি।
তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ।

তানি মণিবন্ধগুল্‌ফসংশ্রিতানি পরস্পরনিবদ্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি যৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্‌।

অয়মর্থঃ। একস্মিন্‌ মণিবন্ধে একং জালং শিরায়াঃ, অপরং স্নায়োঃ, তৃতীয়ং মাংসস্য, চতুর্থমস্থ্নঃ; এবং চত্বারি জালানি। এতেনৈতস্মণিবন্ধগুল্‌ফৌ চ ব্যাখ্যাতৌ। গবাক্ষিতং বিরচিতনিরন্তরজালাকাররন্ধ্রনিকরপরিকলিতমিত্যর্থঃ।

শিরাদি কোন পদার্থ ওতপ্রোতভাবে অর্থাৎ টানা-পড়েনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, ঘন ঘন ছিদ্রসমূহবিশিষ্ট জালবৎ যে আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জাল কহা যায়। শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থি এই চারিটী পদার্থের জাল উৎপন্ন হয়। ঐ শিরাদি প্রত্যেক পদার্থের চারিটা চারিটী করিয়া সমুদায়ে ষোলটী জাল হইয়া থাকে। এই সকল জাল মণিবন্ধদ্বয় ও গুল্‌ফদ্বয় সংশ্রিত, পরস্পর নিবদ্ধ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর গবাক্ষিত (রন্ধ্রীকৃত), এই মণিবন্ধ-গুল্‌ফ-সংশ্রিত জাল দ্বারাই সমস্ত শরীর গবাক্ষিত অর্থাৎ নিরন্তর জালাকার রন্ধ্রবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই—এক একটী মণিবন্ধে ও এক একটী গুল্‌ফে একটী করিয়া শিরাজাল, একটী করিয়া স্নায়ুজাল, একটী করিয়া মাংসজাল ও একটী করিয়া অস্থিজাল, সুতরাং সমুদায়ে ষোলটী জাল অবস্থিত আছে এবং সেই জাল দ্বারাই শরীর গবাক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

অথ কূর্চ্চাঃ।

কূর্চ্চাঃ ষড়্‌হস্তয়োর্দ্বৌ তু তাবন্তৌ পাদয়োরপি।
গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেঽপি ষট্‌স্মৃতাঃ।
কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থিপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥

কূর্চ্চ ছয়টী। যথা—দুই হস্তে ২টী, দুই পদে দুইটী, গ্রীবায় একটী ও লিঙ্গে একটী। কূর্চ্চও শিরা স্নায়ু মাংস এবং অস্থি হইতে উৎপন্ন হয়। কুঁচির ন্যায় বলিয়া ইহাদিগকে কূর্চ্চ কহে।

অথ রজ্জবঃ।

পৃষ্ঠবংশস্তোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ।
চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়োজনম্‌॥

পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে চারিটী অর্থাৎ দুইটী বাহ্য ও দুইটী আভ্যন্তর মাংসরজ্জু আছে, তাহাদের দ্বারা মাংসপেশী সকলের বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

অথ সেবন্যঃ।

সেবন্যঃ সপ্ত তাসাস্তু ভবেযুঃ পঞ্চ মস্তকে।
একা শেফসি জিহ্বায়ামেকা বিধ্যেন্ন তাং ক্বচিৎ।

সেবনী ৭টী। যথা—মস্তকে ৫টী, লিঙ্গে ১টী ও জিহ্বাতে একটী। কদাচ সেবনী বিদ্ধ করিবে না। সেলাই করা স্থানের ন্যায় আকৃতি বলিয়া ইহার নাম সেবনী।

অথ সংঘাতাঃ।

চতুর্দ্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়ো গুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণেষু। এতেনেতরসক্থিবাহু চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ। অত্র তু ত্রিকপদেন বক্ষগ্রীবাস্থিত্রয়সংঘাতস্থিক উচ্যতে।

অস্থিসংঘাত চতুর্দ্দশটী। যথা—দুই গুল্‌ফে দুইটী, দুই জানুতে দুইটী, দুই বঙ্ক্ষণে দুইটী, দুই মণিবন্ধে দুইটী, দুই কূর্পরে দুইটী ও দুই কক্ষে (বগলে) দুইটী, এই ১২টী এবং ত্রিকে একটী ও মস্তকে একটী, সমুদায়ে এই ১৪টী অস্থিসংঘাত। এস্থলে ত্রিকপদে বাহুদ্বয় ও গ্রীবাস্থির সন্ধিস্থল বুঝিতে হইবে।

অথ সীমন্তাঃ।

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সংঘাতাঃ সীবিতা যৈস্তু সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সীমন্ত চতুর্দ্দশটী। যে সকল অস্থি দ্বারা অস্থিসংঘাত সকল সীবিত থাকে, তাহাদিগকে সীমন্ত কহে। অস্থিসংঘাত চতুর্দ্দশটী, সুতরাং তাহাদের সংযোজক সীমন্তও চতুর্দ্দশসংখ্যক।

অথাস্থ্নাং সংখ্যামাহ—

শল্যতন্ত্রেঽস্থিখণ্ডানাং শতত্রয়মুদাহৃতম্।
তান্যেবাত্র নিগদ্যন্তে তেষাং স্থানানি যানি চ॥
সবিংশতিশতন্ত্বস্থ্নাং শাখাসু কথিতং বুধৈঃ।
পার্শ্বয়োঃ শ্রোণিফলকে বক্ষঃপৃষ্ঠোদরেষু চ॥
জানীয়াদ্‌দ্বিষগেতেষু শতং সপ্তদশোত্তরম্।
গ্রীবায়ামূর্দ্ধগাং বিদ্যাদস্থ্নাং ষষ্টিং ত্রিসংযুতাম্॥

শল্যতন্ত্রে অস্থিখণ্ড তিন শত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই সকল অস্থিখণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। হস্তে ও পদে ১২০ একশত বিংশতি খণ্ড, পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিফলকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে ও উদরে ১১৭ একশত সতর খণ্ড এবং গ্রীবার উর্দ্ধভাগে ৬৩ ত্রিষষ্টি খণ্ড অস্থি আছে জানিবে।

তানি শাখাগতান্যাহ—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ, পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাস্তদাধারভূতমেকমস্থি এবং ষট্, কূর্চ্চে দ্বে, গুল্‌ফে দ্বে, পার্ষ্ণাবেকং, জঙ্ঘায়োদ্বে, জান্বন্যেকমূরাবেকম্; এবং ত্রিংশদেকস্মিন্ সক্‌থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

এক একটি পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া সমুদায়ে ১৫টি অস্থি খণ্ড; পাঁচটি অস্থিশলাকা ও তাহাদের আধারভূত এক খানি অস্থিখণ্ড, পদতলে এই ৬ খানি; এবং কূর্চ্চে দুই খানি, গুল্‌ফে দুই খানি, পার্ষ্ণি-দেশে এক খানি; জঙ্ঘায় দুই খানি, জানুতে এক খানি ও উরুতে ১ খানি অর্থাৎ ১টী পদে সমুদায়ে ত্রিশ খানি অস্থি থাকে। হস্তের অস্থিসংখ্যাও এইরূপ জানিবে। সুতরাং দুই পদে ও দুই হস্তে অস্থির সংখ্যা ১২০ একশত বিংশতি।

অথ পার্শ্বাদিগতান্যাহ—

পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্, দ্বিতীয়েঽপ্যেবম্, শিশ্ন-ভাগে চ একম্, গুদে একম্, নিতম্বয়োরেকৈকম্, ত্রিকে একম্, বক্ষস্যষ্টৌ, পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ, অক্ষকসংজ্ঞে দ্বে।

এক পার্শ্বে ৩৬ খানি, অপর পার্শ্বে ৩৬ খানি *, লিঙ্গ বা যোনিদেশে একখানি, গুহ্য-দেশে একখানি, দুই নিতম্বে দুই খানি, ত্রিক-স্থানে এক খানি, বক্ষঃস্থলে আট খানি, পৃষ্ঠ-দেশে ত্রিশ খানি এবং দুই বাহুশিরে দুই খানি।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতান্যাহ—

গ্রীবায়াং নব, কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি, হন্বোরেকৈকম্, দন্তাঃ দ্বাত্রিংশৎ, নাসায়াং ত্রীণি, তালুন্যেকম্, গণ্ডয়োরেকৈকম্, কর্ণয়োরেকৈকম্, শিরসি ষট্।

গ্রীবায় ৯, কণ্ঠনালিতে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসায় ৩, তালুতে ১, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, ভ্রূদ্বয়ে ২ এবং মস্তকে ৬ খানি অস্থিখণ্ড আছে।

এতান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি, তানি যথা—
তরুণানি কপালানি রুচকানি ভবন্তি হি।
বলয়ানীতি তানি স্যুর্নলকানি চ কানিচিৎ॥

এই সকল অস্থি পাঁচ প্রকার, যথা—তরুণ, কপাল, রুচক, বলয় ও নলক।

* এক এক পার্শ্বে ৩৬ খানি করিয়া উভয় পার্শ্বে যে ৭২ খানি অস্থিসংখ্যা ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ১২ খানি করিয়া ২৪ খানি। কারণ এক এক খানি অস্থিই পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও সম্মুখ এই তিন দিকেই অবস্থিত বলিয়া এক এক খানিকে তিন তিন খানি করিয়া গণনা করা হইয়াছে।

তেষাং স্থানান্যাহ—

অক্ষিকোষপ্রভৃতিঘ্রাণ-গ্রীবাস্থ তরুণানি চ।
শিরঃশঙ্খকপোলেষু তাল্বংসপ্রোথজাদিষু ॥
কপালানি ভবন্ত্যেষু দন্তেষু রুচকানি চ।
পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু ॥
পাদয়োর্বলয়ানি স্থান্নলকানি ক্রবেহধুনা।
হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চে চ মণিবন্ধকে ॥
বাহুজঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানি তু ॥

অক্ষিকোষ, কর্ণ, নাসিকা ও গ্রীবাস্থিত অস্থিকে তরুণাস্থি ; মস্তক, শঙ্খ, কপোল, তালু স্কন্ধ ও প্রোথ (পাছা) এই সকল স্থানের অস্থিকে কপাল ; দন্তাস্থিকে রুচক ; হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, জঠর, পায়ু (গুহ্য) ও পদদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় ; এবং হস্তপদাঙ্গুলি, কূর্চ্চ, মণিবন্ধ, বাহু ও জঙ্ঘাদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে নলক কহিয়া থাকে।

অথাস্থ্নাং প্রয়োজনমাহ—

মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্যন্তে পতন্তি চ ॥

শিরা ও স্নায়ু দ্বারা মাংস সকল অস্থিতে নিবদ্ধ থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া মাংস সকল দেহ হইতে খসিয়া পড়ে না।

অথ সন্ধয়ঃ।

সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ।
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া হি স্থিরা বুধৈঃ ॥

সন্ধি দুই প্রকার—চেষ্টাবান্ ও নিশ্চেষ্ট। হস্ত, পদ, হনু ও কটি এই সকল স্থানের সন্ধি চেষ্টাবান, অবশিষ্ট সন্ধি সকল নিশ্চেষ্ট।

কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়োদ্বে শতে দশ।
শাখাসু চেহষ্টষষ্টিশ্চ কোষ্ঠে স্থেকোনষষ্টিকাঃ ॥
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু ত্র্যশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রথমং পরিগণ্যন্তে তেষু শাখাগতা ইহ ॥

দেহিদিগের দেহে ২১০টি সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্তে ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯ ও গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে ৮৩। এস্থলে হস্তপদের সন্ধি প্রথম পরিগণিত হইতেছে। যথা—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে তে চতুর্দ্দশ। গুল্ফজানুবঙ্ক্ষণেষ্বেকৈকঃ। এবং সপ্তদশৈকস্মিন্ সক্থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। এবমষ্টষষ্টিঃ শাখাসু। ত্রয়ঃ কটিকপালেষু, চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে, তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ, অষ্টাবুরসি এবমেকোনষষ্টিঃ কোষ্ঠে, অষ্টৌ গ্রীবায়াং, ত্রয়ঃ কণ্ঠে, নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমফুপ্ফুসনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ, দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু, একঃ কণ্ঠমণৌ (ঘুণ্টিকেতি প্রসিদ্ধে), নাসিকায়াঞ্চ একঃ দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ, গণ্ডকর্ণশঙ্খেষ্বেকৈকঃ, দ্বৌ হনুসন্ধৌ, দ্বাবুপরিষ্টাদ্ ভ্রুবোঃ, দ্বৌ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ, পঞ্চ শিরঃকপালেষু, একো মূর্দ্ধনীতি।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে (বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন) তিনটি করিয়া ১২টি, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি, সমুদায়ে ১৪টি; গুল্‌ফে ১টি; জানুতে ১টি ও বঙ্ক্ষণে ১টি; এইরূপে একটি পায়ে ১৭টি সন্ধি থাকে। সুতরাং দুই পায়ে ৩৪টি। হাতেও এইরূপ ১৭ টি করিয়া ৩৪টি সন্ধি আছে। অতএব শাখায় অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ৬৮টি সন্ধি থাকে। কটীর কপালাস্থিতে ৩টি, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪টি, উভয় পার্শ্বে ২৪টি, বক্ষঃস্থলে ৮টি, এইরূপে কোষ্ঠে ৫৯টি সন্ধি থাকে। গ্রীবাতে ৮টি, কণ্ঠে অর্থাৎ গলনলিকায় ৩টি এবং হৃদয় ক্লোম ও ফুপ্‌ফুস্ নিবদ্ধ নাড়ীতে ১৮টি, দন্তমূলে ৩২টি কণ্ঠমণি অর্থাৎ গলঘুণ্টিকায় ১টি, নাসিকাতে ১টি, নেত্রসংশ্রিত বর্ত্মমণ্ডলে ২টি এবং গণ্ড কর্ণ ও শঙ্খদেশে এক একটি, সুতরাং দুই গণ্ডে ২টি, দুই কর্ণে ২টি ও দুই শঙ্খে ২টি। হনুসন্ধিতে ২টি, ভ্রূর উপরিভাগে ২টি, শঙ্খের উপরিভাগে ২টি, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫টি এবং মূর্দ্ধায় ১টি। এই ৮৩টি সন্ধি গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত দেহে ২১০টি সন্ধি আছে।

এতে সন্ধয়োহষ্টবিধা ভবন্তি। তে যথা—
কোরোদূখলসামুদ্গাঃ প্রতরস্তুন্নসেবনী।
কাকতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শঙ্খাবর্ত্তোহষ্টসন্ধয়ঃ ॥

কোরঃ গর্ত্তঃ, কলিকেত্যন্যে। উদূখলঃ প্রসিদ্ধঃ। সামুদ্গঃ সম্পুটঃ, সমুদ্গ এব সামুদ্গঃ, স্বার্থে অণ্। প্রতত্যানেনেতি প্রতরো বেলকঃ। তূণস্য তূণীরস্য সেবনী স্যূতিস্তদ্বৎসেবনী। কাকতুণ্ডং কাকমুখম্। মণ্ডলং প্রসিদ্ধম্। শঙ্খস্যাবর্ত্তঃ শঙ্খাবর্ত্তঃ। এতে যথানামপ্রকৃতয়ঃ সন্ধয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ।

আকৃতিভেদে ঐ সকল সন্ধি অষ্টবিধ। যথা কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তূণ-সেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। কোর অর্থাৎ গর্ত্ত; যাহা গর্ত্তাকার, তাহাকে কোর কহে, কেহ কেহ ইহাকে কলিকা (তদাকৃতি) কহিয়া থাকেন। উদূখল ইহা প্রসিদ্ধ, সকলেই জানেন। সামুদ্গ অর্থাৎ সম্পুট; যাহা ঠোঙ্গার ন্যায়। প্রতর অর্থাৎ বেলক, যাহা দ্বারা অস্থি খেলিতে পারে। তূণ-সেবনী অর্থাৎ তূণীর সেলাইএর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কাকতুণ্ড—কাকমুখসদৃশ। মণ্ডল—গোলাকার। শঙ্খাবর্ত্ত—শঙ্খের আবর্ত্তবৎ।

এষ্বঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষবঙ্ক্ষণদশনেষু উদূখলাঃ। অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ। গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োস্তু প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তূণসেবন্যঃ। হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ। কণ্ঠহৃদয়নেত্রক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ শিরঃশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরে কোর সন্ধি, কক্ষ (বগল), বঙ্ক্ষণ ও দন্তে উদূখল সন্ধি; স্কন্ধ, পীঠ, গুদ (গুহ্য), ভগ ও নিতম্বে সামুদ্গ সন্ধি; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর সন্ধি; শির ও কটীর কপালাস্থিতে তূণ-সেবনী সন্ধি, হনুদ্বয়ে কাকতুণ্ড সন্ধি; কণ্ঠ হৃদয় ও ক্লোম নাড়ীতে মণ্ডল সন্ধি, শির ও শৃঙ্গাটকে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি অবস্থিত।

অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশীস্নায়ুশিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

এস্থলে কেবল অস্থিসকলেরই সন্ধি পরিকীর্ত্তিত হইল। পেশী স্নায়ু ও শিরাসমূহের সন্ধি অসংখ্য, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না।

অথ স্নায়বঃ।

স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহমাংসাস্থিমেদসাম্।
সন্ধীনামপি যৎ তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ॥

স্নায়ু দ্বারা দেহের মাংস অস্থি মেদ ও সন্ধি সকলের বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং ইহা শিরা অপেক্ষা সুদৃঢ় পদার্থ।

স্নায়ুসংখ্যামাহ—

শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্।
তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত বক্তৃতঃ॥
শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতা॥

মানব দেহে ৯০০ শত স্নায়ু আছে, তাহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হস্তে ও পদে ৬০০ শত, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে ৭০ সংখ্যক স্নায়ু অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ—

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ ষট্ তানি ত্রিংশৎ, তাবন্ত এব তলকূর্চগুল্ফেষু, তাবন্ত এব জঙ্ঘায়াং, দশ জানুনি, চত্বারিংশদূরৌ; দশ বঙ্ক্ষণে; এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন্ সক্থ্নি ভবন্তি, এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ছয় ছয়টি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলিতে ৩০টি, তল কূর্চ্চ ও গুল্ফদেশে ৩০টি, জঙ্ঘাতে ৩০টি; জানুতে ১০টি, ঊরুদেশে ৪০টি, বঙ্ক্ষণে ১০টি, এইরূপে ১৫০টি, স্নায়ু এক পায়ে থাকে। অপর পায়েও ১৫০টি দেড়শত, এবং হস্তদ্বয়েও দেড়শত করিয়া ৩০০ স্নায়ু আছে। সুতরাং দুই পদে ও দুই হস্তে সমুদায়ে ৬০০ স্নায়ু অবস্থিত।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—

ষষ্টিঃ কট্যাম্, অশীতিঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বয়োঃ ষষ্টিঃ, উরসি ত্রিংশৎ।

কটিদেশে ৬০, পৃষ্ঠে ৮০, পার্শ্বদ্বয়ে ৬০ এবং বক্ষোদেশে ৩০ সংখ্যক স্নায়ু আছে।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ—

ষট্ ত্রিংশদ্ গ্রীবায়াং, মূর্দ্ধ্নি চতুস্ত্রিংশৎ। এবং নব স্নায়ুশতানি ব্যাখ্যাতানি।

গ্রীবাতে ৩৬ ও মস্তকে ৩৪ সংখ্যক স্নায়ু আছে। এই প্রকারে ৯০০ স্নায়ু ব্যাখ্যাত হইল।

অথ পেশ্যঃ।

মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চ শতানি হি।
তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ॥
কোষ্ঠে ষড়ুত্তরা ষষ্টিঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধগাস্তাস্তু চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মনুষ্যের মাংসপেশী ৫০০ পাঁচ শত। তন্মধ্যে দুই হস্ত ও দুই পায়ে ৪০০, কোষ্ঠে ৬৬, গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৩৪ সংখ্যক পেশী অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ, দশ প্রপদে, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্টা দশ, গুল্ফতলয়োর্দশ, গুল্ফজান্বোরন্তরে বিংশতিঃ, জঙ্ঘনি পঞ্চ, ঊরৌ বিংশতিঃ, বঙ্ক্ষণে দশ, এবমেকস্মিন্ সক্থ্নি শতং ভবতি। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলে ১৫; প্রপদে ১০; পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০; পাদতলে ও গুল্ফদেশে ১০; গুল্ফ ও জানুর মধ্যে ২০, জানুতে ৫, ঊরুতে ২০ এবং বঙ্ক্ষণদেশে ১০; সমুদায়ে ১০০ পেশী ১ পায়ে অবস্থিত আছে। সুতরাং দুই পায়ে ২০০ শত পেশী। হস্তদ্বয়েরও পেশীর সংখ্যা ও অবস্থান ঠিক পদদ্বয়ের ন্যায় জানিবে অর্থাৎ প্রত্যেক হস্তে এক এক শত করিয়া ঐরূপে ২০০ দুই শত পেশী আছে।

অথ কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—

তিস্রঃ পায়ৌ, একা মেঢ্রে, সেবন্যামেকা, বৃষণয়োর্দ্বে, স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ, বস্তিমূর্দ্ধনি দ্বে, উদরে পঞ্চ, নাভ্যামেকা, পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টা উভয়তঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ, পার্শ্বয়োঃ ষট্, দশ বক্ষসি, অক্ষকাংসৌ প্রতিসমন্তাৎ সপ্ত, দ্বে হৃদয়ামাশয়য়োঃ, ষট্ যকৃৎপ্লীহোণ্ডুকেষু।

পায়ুদেশে (গুহ্যে) ৩, মেঢ্রে ১, সেবনীতে ১, মুষ্কদ্বয়ে ২, দুই নিতম্বে পাঁচটি করিয়া দশটি, বস্তিশিরে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘাকৃতি পাঁচটি করিয়া ১০ টি, পার্শ্বদ্বয়ে ৬টি, বক্ষঃস্থলে ১০টি, বাহুশির ও স্কন্ধের চতুর্দ্দিকে ৭টি, হৃদয় ও আমাশয়ে ২টি এবং যকৃৎ প্লীহা ও উণ্ডুক প্রত্যেক স্থানে দুই দুইটি করিয়া ৬টি। এই ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে অবস্থিত।

অথ গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ—

গ্রীবায়াং চতস্রঃ, হন্বোরষ্টৌ, একৈকা কাকলকগলয়োঃ, দ্বে তালুনি, একা জিহ্বায়াম্, ওষ্ঠয়োর্দ্বে, ঘোণায়াং দ্বে, দ্বে নেত্রয়োঃ, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ, কর্ণয়োর্দ্বে, চতস্রো ললাটে, একা শিরসীত্যেবমেতানি পঞ্চ পেশীশতানি।

গ্রীবাতে ৪, হনুস্থানে ৮, কণ্ঠমণিতে ১, গলদেশে ১, তালুতে ২, জিহ্বায় ১, ওষ্ঠদ্বয়ে ২, নাসিকায় ২, নেত্রদ্বয়ে ২, গণ্ডদ্বয়ে ৪, কর্ণদ্বয়ে ২, ললাটে ৪, এবং মস্তকে ১, এই ৩৪টি পেশী গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত।

শিরাস্নায়্বস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্।
পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ॥

শিরা স্নায়ু অস্থিপর্ব্ব ও সন্ধি সকল পেশী দ্বারা সংবৃত থাকে। তজ্জন্য ইহারা বলবান্ হয়।

স্ত্রীণান্তু বিংশতিরধিকা। যথা গর্ভাশয়ে তিস্রঃ, গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিতাঃ শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ, যোনাবভ্যন্তরতো মুখাশ্রিতে প্রসৃতে দ্বে, যোনাবেব বহির্নির্গতে স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিতে বর্ত্তুলে (যোনিকর্ণিকেতি যাবৎ) দ্বে, স্তনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ, যৌবনে তাসাং পরিবৃদ্ধির্ভবতি।

স্ত্রীলোকদিগের উক্ত পাঁচ শত পেশীর অধিক আর ২০টি পেশী আছে। যথা—গর্ভাশয়ে ৩টি, গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিত শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিনী ৩টি, যোনির অভ্যন্তরমুখে প্রসৃত ২টি, যোনির বহির্ম্মুখে যোনিপথের উভয়পার্শ্বস্থ কর্ণিকাদ্বয়ে দুইটি এবং স্তনদ্বয়ে পাঁচটি করিয়া দশটি পেশী আছে; এই দশটি পেশী যৌবনকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্ যাঃ প্রোক্তা মেহনমুষ্কজাঃ।
স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতা হি তাঃ॥
গয়দাসস্তাহ—
স্ত্রীণাং মাংসপেশ্যস্ত্রিভির্হীনানি পঞ্চশতানি।
তথা চ ভোজঃ।
পঞ্চপেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধি ভূমিপ।
অতশ্চ ত্রিস্রো হীয়ন্তে স্ত্রীণাং পেশসি মুষ্কয়োঃ॥

পুরুষদিগের লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে যে ৩টি পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লিঙ্গ ও কোষের অভাবে সেই ৩টি পেশী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু গয়দাস ও ভোজের মতে স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বোক্ত পাঁচ শত পেশীর মধ্যে ঐ ৩টি কম।

অথ মর্ম্মাণি।

সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ু-সন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ।
মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥

শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস ও অস্থি ইহাদের সম্পাতস্থানকে মর্ম্ম কহে। সেই মর্ম্মস্থানেই জীবের জীব বিশেষরূপে অবস্থিতি করে।

তেষাং সংখ্যামাহ—

সপ্তোত্তরশতং সন্তি দেহে মর্ম্মাণি দেহিনাম্।
তান্যেকাদশ মাংসে স্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তি হি॥
সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ূনাং সপ্তবিংশতিঃ।
চত্বারিংশৎ তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি তত্র তু॥
দ্বাবিংশতিঃ সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে।
দ্বাদশোরসি কুক্ষৌচ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ।
গ্রীবায়া ঊর্দ্ধভাগে তু সপ্তত্রিংশন্মতানি হি॥

মনুষ্যদেহে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে মাংসমর্ম্ম ১১টি, অস্থিমর্ম্ম ৮টি, সন্ধিমর্ম্ম ২০টি, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭টি এবং শিরামর্ম্ম ৪১টি, এই ১০৭টি মর্ম্মের ২২টি পদদ্বয়ে, ২২টি হস্তদ্বয়ে, ১২টি বক্ষঃস্থলে ও কুক্ষিদেশে, ১৪টি পৃষ্ঠে এবং ৩৭টি গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত।

তান্যেতানি পঞ্চবিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্যথা—সদ্যঃ প্রাণহরাণি, কালান্তরপ্রাণহরাণি, বিশল্যঘ্নানি, বৈকল্যকরাণি, রুজাকরাণীতি।
সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুস্তান্যেকোনবিংশতিঃ।
মর্ম্মদেশাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্যুঃ কালান্তরমারকাঃ॥
চত্বারিংশচ্চ চত্বারি বৈকল্যং জনয়ন্তি হি।
মর্ম্মাষ্টকং রুজাকারি বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্॥

মর্ম্ম পাঁচ প্রকার। যথা— সদ্যঃপ্রাণহর, কালান্তরপ্রাণহর, বিশল্যঘ্ন, বৈকল্যকর ও রুজাকর। যে মর্ম্ম আহত হইলে সদ্যঃ (৭ দিনের মধ্যে) প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে সদ্যঃ-প্রাণহর; যে মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে কালান্তর প্রাণহর; যে মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত হইবা মাত্র প্রাণ ত্যাগ হয়, কিন্তু শল্য যতক্ষণ নিহিত থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, সেই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম, যে মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা জন্মে, তাহাকে বৈকল্যকর মর্ম্ম এবং যে মর্ম্ম আহত হইলে বিশেষ বিশেষ রুজা (যন্ত্রণা) উপস্থিত হয়, তাহাকে রুজাকর মর্ম্ম কহে।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম ১৯টি; কালান্তরপ্রাণহর মর্ম্ম ৩৩টি; বৈকল্যকর মর্ম্ম ৪৪টি, রুজাকর মর্ম্ম ৮টি; এবং বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম ৩টি।

অথ সদ্যোমারকাণি মর্ম্মাণি।

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরা গুদম্।
হৃদয়ং বস্তিনাভী চ সদ্যো ঘ্নন্তি হতানি চেৎ॥

শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, কণ্ঠশিরা, গুদ, হৃদয়, বস্তি ও নাভি, এই সকল মর্ম্ম আহত

হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হয়। শৃঙ্গাটকাদি সদ্যোমারক মর্ম্ম সকলের অবস্থান লিখিত হইতেছে।

শৃঙ্গাটকানি।

ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখানাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানং, তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলপ্রমাণানি, হতানি সন্তি সদ্যোমারকাণি ভবন্তি।

নাসিকা কর্ণ নেত্র ও জিহ্বা, ইহাদের সন্তর্পক শিরা-সমূহের মুখ, মস্তকের মধ্যে যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে যে চারিটী শিরামর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক মর্ম্মের পরিমাণ চারি অঙ্গুল। সেই স্থান আহত হইলে সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অধিপতিঃ।

মস্তকস্যাভ্যন্তরোপরিষ্টাচ্ছিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তঃ স একঃ। সন্ধিমর্ম্মৈতদর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং সদ্যোমারকম্।

মস্তকের অভ্যন্তরে শিরা ও সন্ধির যে সংযোগস্থান, যাহার উপরিভাগে রোমাবর্ত্ত আছে তাহাকে অধিপতি কহে। অধিপতি সন্ধিমর্ম্ম, ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল। ইহা সদ্যোমারক।

শঙ্খৌ।

ভ্রুবোরন্তোপরি কর্ণললাটয়োর্মধ্যে তৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী সার্দ্ধাঙ্গুলে সদ্যোমারকে।

ভ্রূপ্রান্তদ্বয়ের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে শঙ্খনামক দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে। তাহা সদ্যোমারক।

কণ্ঠশিরাঃ (শিরামাতৃকাঃ)।

গ্রীবায়া উভয়পার্শ্বয়োশ্চতস্রশ্চতস্রঃ শিরাস্তা অষ্টৌ শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি সদ্যোমারকাণি।

গ্রীবার উভয় পার্শ্বে যে চারিটি চারিটি করিয়া আটটি শিরা আছে, তাহারা শিরামর্ম্ম; সেই শিরামর্ম্মের পরিমা চারি অঙ্গুলি, তাহারা সদ্যোমারক।

গুদমর্ম্ম।

গুদং প্রসিদ্ধম্ একং মাংসমর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে গুদ নামক যে নাড়ী আছে, তাহাই গুদমর্ম্ম। ইহা চারি অঙ্গুলি পরিমিত মাংসমর্ম্ম। গুদমর্ম্ম সদ্যোমারক।

হৃদয়ম্।

স্তনয়োর্ম্মধ্যমধিষ্ঠায়োরস্থামাশয়দ্বারং সত্ত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নামৈকং শিরামর্ম্মৈতৎ চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

স্তনদ্বয়ের মধ্যে বক্ষঃস্থলে হৃদয়মর্ম্ম, উহা আমাশয়ের দ্বার এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণের অধিষ্ঠান। ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ চারি অঙ্গুল, হৃদয়মর্ম্ম সদ্যোমারক।

বস্তিমর্ম্ম।

বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটী-গুদবঙ্ক্ষণশেফসাম্।
মধ্যে বস্তিস্তনুত্বক্ চ একদ্বারো হ্যধোমুখঃ॥
স্নায়ুমর্ম্মৈতৎ চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুদ, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যস্থলে বস্তি (মূত্রাশয়) অবস্থিত, ইহার চর্ম্ম পাতলা, দ্বার একটি এবং মুখ অধোদিকে। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম, চতুরঙ্গুলপরিমিত ও সদ্যোমারক।

নাভিমর্ম্ম।

নাভিঃ প্রসিদ্ধা। শিরামর্ম্মৈতৎ চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি কি সকলেই জানেন, ইহা শিরামর্ম্ম, চারি অঙ্গুলি পরিমিত, সদ্যোমারক।

অথ কালান্তরপ্রাণহরাণি মর্ম্মাণি।

বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ত-তলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ।
বৃহত্যৌ পার্শ্বয়োঃ সন্ধী কটীকতরুণে চ যে।
নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু।

বক্ষোমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, বৃহতী, পার্শ্বসন্ধি, কটীক, তরুণ ও নিতম্ব, এই সকল মর্ম্ম কালান্তরপ্রাণহর।

বক্ষোমর্ম্মাণি।

স্তনমূলস্তনরোহিতাপলাপাপস্তম্ভাঃ, এতানি বক্ষোমর্ম্মাণি কালান্তরমারকাণি।

স্তনমূলদ্বয়, স্তনরোহিতদ্বয়, অপলাপদ্বয় ও অপস্তম্ভদ্বয়, এই আটটি বক্ষোমর্ম্ম। ইহারাই কালান্তরমারক।

স্তনমূলে।

স্তনমূলে স্তনয়োরধস্তাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ যে শিরামর্ম্মণী, কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাং কালান্তরমারকে।

স্তনদ্বয়ের অধোভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনমূলমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ কফপূর্ণ হওয়ায় কাস শ্বাস উপস্থিত হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

স্তনরোহিতে।

স্তনরোহিতে স্তনয়োরুপরি দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ যে মাংসমর্ম্মণী, রক্তপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে।

স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনরোহিতমর্ম্ম নামে অভিহিত। সেই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ শোণিতপূর্ণ হওয়ায় কাস শ্বাস উপস্থিত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু হয়।

অপলাপৌ।

অপলাপৌ অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বয়োরুপরি যে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, রক্তেন পূযতাং গতেন কালান্তরমারকে।

স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে, পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা অপলাপ। ইহা আহত হইলে পূয হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ করে।

অপস্তম্ভৌ।

অপস্তম্ভৌ উভয়তোরসো নাড্যৌ বাতবহে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে।

বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বস্থ বাতবহ নাড়ীদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত স্থান অপস্তম্ভমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই শিরামর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায় কাস ও শ্বাস রোগে রোগির কালান্তরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সীমন্তাঃ।

সীমন্তাঃ শিরসি পঞ্চ সন্ধয়ঃ সন্ধিমর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি উন্মাদভয়চিত্তবিনাশৈঃ কালান্তরমারকাণি।

মস্তকে যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহাদিগকে সীমন্তমর্ম্ম কহে। এই সীমন্ত নামক সন্ধিমর্ম্ম সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি। সীমন্তমর্ম্ম আহত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তলানি।

তলানি মধ্যাঙ্গুলিমনুক্রম্য হস্তস্য মধ্যং তলম্, এবমপরস্ত পাদয়োশ্চ। চত্বারি তলানি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি রুজাভিঃ কালান্তরমারকাণি।

মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রে হস্ততলের মধ্যভাগে দুই অঙ্গুল পরিমিত স্থান তলমর্ম্ম

নামে অভিহিত। এই তলমর্ম্ম চারিটি, যথা—দুই হস্ততলে দুইটি ও দুই পদতলে দুইটি। তলমর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ক্ষিপ্রাণি।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে ক্ষিপ্রম্। তচ্চ হস্তয়োর্দ্বে, পাদয়োর্দ্বে, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্যাক্ষেপকেণ কালান্তরমারকাণি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত ক্ষিপ্র নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। সেই ক্ষিপ্রমর্ম্ম চারিটি। যথা—দুই হস্তে দুইটি, দুই পদে দুইটি। ক্ষিপ্রমর্ম্ম আহত হইলে আক্ষেপরোগ উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ প্রকোষ্ঠয়োর্মধ্যে দ্বৌ, জঙ্ঘয়োর্মধ্যে দ্বৌ এবং চত্বারি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি; শোণিতক্ষয়েণ কালান্তরমারকাণি।

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ও প্রত্যেক জঙ্ঘার মধ্যস্থলে এক একটি করিয়া যে চারিটি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহা ইন্দ্রবস্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রবস্তির পরিমাণ দুই অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

বৃহত্যৌ।

বৃহত্যৌ স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশং যাবৎ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈঃ কালান্তরমারকে।

স্তনমূল হইতে ঠিক সমসূত্রে পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, সেই মর্ম্মদ্বয়ই বৃহতীমর্ম্ম নামে অভিহিত। বৃহতীমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অতিশয় রক্তস্রাব জনিত উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

পার্শ্বসন্ধী।

পার্শ্বসন্ধী জঘনপার্শ্বয়োঃ সন্ধী শিরামর্ম্মণী, অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

উভয় জঘন ও উভয় পার্শ্বের সন্ধিস্থলে যে দুইটি অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই পার্শ্বসন্ধিমর্ম্ম। এই মর্ম্ম আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কটীকতরুণে।

কটীকতরুণে ত্রিকসন্নিধানে উভয়তঃ শ্রোণিকাণ্ডে নক্ষীকৃত্যাস্থিনী স্থিতে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুবিবর্ণরূপং কৃত্বা কালান্তরমারকে।

ত্রিকস্থানের (মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্তের) নিকটে উভয় দিকে শ্রোণিকাণ্ডে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই কটীকতরুণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু রোগী পাণ্ডু ও বিবর্ণ হইয়া কালান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিতম্বৌ।

নিতম্বৌ প্রসিদ্ধৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ: অধঃকায়শোষেণ দৌর্ব্বল্যেন চ কালান্তরমারকৌ।

নিতম্ব কি তাহা সকলেই জানেন, এই নিতম্বদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই নিতম্বমর্ম্মনামে কথিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অধঃকায়ের শোষ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ-বিয়োগ হয়।

অথ বৈকল্যকরাণি।

লোহিতাক্ষাণিজানূর্ব্বী-কূর্চ্চ-বিটপকূর্পরাঃ।
কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে॥
অংসাংসফলকাপাঙ্গা নীলে মন্যে ফণে তথা।
বৈকল্যকরণাস্ত্বাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ॥

লোহিতাক্ষ, আণি, জানু, উর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দর, কক্ষধর, বিধুর, কৃকাটিকা, অংস, অংসফলক, অপাঙ্গ, নীলা, মন্যা, ফণ ও আবর্ত্ত,

ইহারা বৈকল্যকর মর্ম্ম। ইহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

লোহিতাক্ষাণি।

ঊর্ব্ব্যা ঊর্দ্ধমধো বঙ্ক্ষণসন্ধে-লোহিতাক্ষং নাম। তচ্চ দ্বে বাহ্বোঃ, দ্বে ঊর্ব্বোঃ, এবং তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি : তত্র শোণিতক্ষয়েণ পক্ষাঘাতঃ সক্থিসাদো বা।

ঊর্ব্বী নামক মর্ম্মের উপরে এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির নিম্নে লোহিতাক্ষ নামক বৈকল্যকর মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। লোহিতাক্ষমর্ম্ম ৪টী। যথা—দুই বাহুতে ২টী, দুই ঊরুতে ২টী। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হওয়ায় পক্ষাঘাত বা পায়ের অবসাদ হইয়া থাকে।

আণয়ঃ।

আণয়ঃ জানুন ঊর্দ্ধম্ উভয়োঃ পার্শ্বয়োস্ত্র্যঙ্গুলম্, একস্মিন্ জানুনি দ্বে, অপরস্মিন্ দ্বে এবং চত্বারঃ, তানি স্নায়ুমর্ম্মাণি অর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি; তত্র শোথাভিবৃদ্ধিঃ সক্থিস্তম্ভশ্চ।

জানুদ্বয়ের তিন অঙ্গুল ঊর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত এক একটি করিয়া চারিটি আণ নামক বৈকল্যকর স্নায়ু মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত শোথ ও পায়ের স্তব্ধতা হয়।

জানুনী।

জানুনী জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধৌ সন্ধিমর্ম্মণী। দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; অত্র খঞ্জতা।

জঙ্ঘা ও ঊরুর সন্ধিস্থানে দুই অঙ্গুল পরিমিত জানু নামক বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জতা (খোঁড়া) হয়।

ঊর্ব্ব্যঃ।

ঊর্ব্ব্যঃ—দ্বে ঊর্ব্বোর্মধ্যে, দ্বে প্রগণ্ডয়োর্মধ্যে, এবং চত্বারঃ শিরামর্ম্মাণি; একাঙ্গুলপ্রমাণা বৈকল্যকারিণ্যঃ, তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্থিবাহ্বোঃ শোষঃ।

ঊরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটি এবং প্রগণ্ড (কনুই হইতে বগল পর্য্যন্ত) দ্বয়ের মধ্যে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি শিরামর্ম্ম আছে, এই শিরামর্ম্ম ঊর্ব্বী নামে অভিহিত। ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু পায়ের ও বাহুর শোষ হইয়া থাকে।

কূর্চ্চাঃ।

পাদয়োরঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে তয়োরূর্দ্ধমধশ্চ এবং চত্বারঃ স্নায়ুমর্ম্মাণি বৈকল্যকরাণি; তত্র পাদয়োর্ভ্রমণবেপনে ভবতঃ। (ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্টাদুভয়তঃ কূর্চ্চো নাম)।

পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্থাৎ ক্ষিপ্রমর্ম্মের ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে এক একটি করিয়া চারিটি বৈকল্যকর কূর্চ্চ নামক স্নায়ু মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পাদভ্রমণ (পা ঘুরিয়া যাওয়া) ও পাদকম্প হয়।

বিটপে।

বিটপে দ্বে বঙ্ক্ষণবৃষণয়োর্মধ্যে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র ষাণ্ডমল্পশুক্রতা বা।

বঙ্ক্ষণ (কুঁচকিস্থান) ও বৃষণ-(অণ্ডকোষ) দ্বয়ের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমিত বিটপ নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহা আহত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রাল্পতা হয়।

কূর্পরৌ।

কূর্পরৌ কফোণিজৌ যৌ সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরৌ, তত্র বাহুমধ্যে সঙ্কোচঃ।

কনুই দ্বয়ে দুই অঙ্গুলি পরিমিত কূর্পরনামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, ইহা আহত হইলে বাহুর সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

কুকুন্দরে।

কুকুন্দরে নিতম্বকূপকে দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়স্য চেষ্টোপঘাতশ্চ।

নিতম্বকূপে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কুকুন্দরমর্ম্ম নামে অভিহিত। দুই নিতম্বে দুইটি কুকুন্দর। ইহা আহত

হইলে স্পর্শশক্তির লোপ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি হইয়া থাকে।

কক্ষধরে।

কক্ষধরে বক্ষঃকক্ষয়োর্ম্মধ্যে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র পক্ষাঘাতঃ।

বক্ষঃ ও কক্ষা (বগল) এই উভয়ের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমিত কক্ষধর নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম দুই দিকে আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

বিধুরে।

বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাধির্য্যম্।

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্দিকের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত বিধুরমর্ম্ম নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাধির্য্য (কাণা) রোগ উপস্থিত হয়।

কৃকাটিকে।

কৃকাটিকে শিরোগ্রীবয়োরুভয়তঃ সন্ধী দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র শিরঃকম্পঃ।

মস্তক ও গ্রীবার সন্ধি স্থলে উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কৃকাটিকা নামে অভিহিত। কৃকাটিকামর্ম্ম আহত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

অংসৌ।

অংসৌ স্কন্ধৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহুস্তম্ভঃ।

অংসে অর্থাৎ স্কন্ধদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহাই অংসমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়।

অংসফলকে।

অংসফলকে পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিকসম্বন্ধে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহ্বোঃ শূন্যতা শোষশ্চ। (গ্রীবায়াম্ অংসদ্বয়স্য চ সংযোগো যত্র তৎ ত্রিকম্)।

পৃষ্ঠের উপরিভাগে মেরুদণ্ডে যে ত্রিকসন্ধি আছে (গ্রীবায় যে স্থানে স্কন্ধদ্বয়ের সংযোগ হইয়াছে), সেই ত্রিকসন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর যে দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই অংসফলকমর্ম্ম নামে কথিত। সেই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুদ্বয়ে শূন্যতা ও শোষ উপস্থিত হয়।

অপাঙ্গৌ।

অপাঙ্গৌ নেত্রয়োরন্তৌ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ বৈকল্যকরৌ তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা।

নেত্রদ্বয়ের প্রান্তকে অপাঙ্গ কহে, সেই অপাঙ্গ অপাঙ্গমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্য-কর অপাঙ্গ নামক শিরামর্ম্মদ্বয় অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত। ইহা আহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির অপঘাত হয়।

নীলে মন্যে চ।

নীলে মন্যে চ কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ, দ্বে নীলে দ্বে মন্যে। তত্র একা মন্যা একা নীলা একস্মিন্ পার্শ্বে, অন্যা মন্যা অন্যা নীলা অপরস্মিন্ পার্শ্বে। দ্বে দ্বে শিরা-মর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র মূকতা বিকৃত-স্বরতা রসাগ্রাহিতা চ।

কণ্ঠনালীর উভয় দিকে চারিটি ধমনী আছে, তাহাদের দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা। এক পার্শ্বে একটি নীলা ও একটি মন্যা, অপর পার্শ্বে একটি নীলা ও একটি মন্যা আছে। নীলা কণ্ঠনালীর দিকে, মন্যা গ্রীবার দিকে অবস্থিত। এই ধমনীচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে দুই অঙ্গুল পরি-মিত যে চারিটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই নীলামর্ম্ম ও মন্যামর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্যকর চারিটি মর্ম্ম আহত হইলে মূকতা, স্বরের বিকৃতি ও রসগ্রহণ শক্তির নাশ হয়।

ফণে।

ফণে ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্ত-রতঃ শিরামর্ম্মণী বৈকল্যকরে, তত্র গন্ধাজ্ঞানম।

নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত বৈকল্যকর যে দুইটি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই ফণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়।

আবর্ত্তৌ।

আবর্ত্তৌ ভ্রুবোরুপরিনিম্নয়োঃ সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতশ্চ।

ভ্রূর উপরে ও নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই আবর্ত্তমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির উপঘাত হয়।

অথ রুজাকরাণি।

গুল্ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ তথা কূর্চ্চশিরাংসি চ।
রুজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্॥

দুইটি গুল্ফ, দুইটি মণিবন্ধ এবং চারিটি কূর্চ্চশিরঃ, এই আটটি রুজাকর মর্ম্ম। ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

গুল্ফমর্ম্ম।

গুল্ফৌ ঘুণ্টিকে সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে রুজাকরৌ; তত্র রুজা পাদস্তম্ভঃ খঞ্জতা বা।

ঘুণ্টিকা অর্থাৎ গুল্ফদ্বয়ে দুই অঙ্গুলি পরিমিত যে দুইটি রুজাকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই গুল্ফমর্ম্ম নামে খ্যাত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় যন্ত্রণা, পাদস্তম্ভ বা খঞ্জতা জন্মে।

মণিবন্ধৌ।

মণিবন্ধৌ হস্তপ্রকোষ্ঠসন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ, তত্র হস্তয়োঃ ক্রিয়ারাহিত্যম্।

হস্ত ও প্রকোষ্ঠের মধ্যে মণিবন্ধ (কব্জি) নামক স্থানে দুই অঙ্গুলি পরিমিত পীড়াকর যে সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই মণিবন্ধমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা আহত হইলে হস্তদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ হয়।

কূর্চ্চশিরাংসি।

কূর্চ্চশিরাংসি পাদসন্ধেরধ উভয়তঃ, একস্মিন্ পাদে দ্বে, দ্বে চ দ্বিতীয়ে এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যেকাঙ্গুলানি রুজাকরাণি; তত্র রুজা শোফশ্চ।

পদসন্ধির (গুল্ফসন্ধির) নিম্নে উভয় দিকে এক একটি করিয়া এক অঙ্গুল পরিমাণে যে দুইটি পীড়াদায়ক স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম এক পায়ে দুইটি, অপর পায়ে দুইটি, সমুদায়ে চারিটি। ইহা আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়।

অথ বিশল্যঘ্নানি।

উৎক্ষেপৌ স্থপনী চৈব বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্॥

উৎক্ষেপমর্ম্ম দুইটি এবং স্থপনীমর্ম্ম একটি সমুদায়ে তিনটি বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম।

উৎক্ষেপৌ।

উৎক্ষেপৌ শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ যাবৎ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে। তয়োর্বিদ্ধয়োঃ সশল্যো জীবেৎ পাকাৎ পতিতশল্যো বা; উদ্ধৃতশল্যস্তু ম্রিয়েত। অতএব বিশল্যমুদ্ধৃতশল্যং হন্তীতি বিশল্যঘ্নম্।

শঙ্খদ্বয়ের উপরে কেশ স্থান পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত যে দুইটি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই উৎক্ষেপ নামক বিশল্যঘ্নমর্ম্ম। এই মর্ম্ম শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইলে যতক্ষণ তাহাতে শল্য থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, শল্য উদ্ধৃত হইলে মরিয়া যায়, কিন্তু যদি বিদ্ধস্থান পাকাতে শল্য আপনা হইতে খসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বাঁচে। বিশল্য অর্থাৎ উদ্ধৃতশল্য ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করে বলিয়া এই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্নমর্ম্ম কহে।

স্থপনীমর্ম্ম।

স্থপনী একা ভ্রুবোর্মধ্যে শিরামর্ম্মৈদমর্দ্ধাঙ্গুলং বিশল্যঘ্নম্।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলি পরিমিত স্থপনী নামক বিশল্যঘ্ন শিরামর্ম্ম অবস্থিত। প্রবিষ্ট শল্য ইহা হইতে উদ্ধৃত হইলে প্রাণবিয়োগ হয়।

মর্ম্মবেধনফলম্।

সপ্তরাত্রান্তরে হন্যুঃ সদ্যঃপ্রাণহরাণি হি।
কালান্তরপ্রাণহরং পক্ষে মাসে চ মারকম্॥

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হয়। কালান্তরপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহরঞ্চান্তে বিদ্ধং কালেন মারয়েৎ।
কালান্তরে প্রাণহরমন্তে বিদ্ধন্তু দুঃখদম্॥

যে সকল মর্ম্ম সদ্যঃপ্রাণহর, তাহারা যদি অন্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সদ্যঃ প্রাণনাশ না করিয়া কালান্তরে অর্থাৎ একপক্ষ বা এক মাসের মধ্যে প্রাণসংক্ষয় করে। আর যাহারা কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্ম, তাহারা যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কালান্তরে মারক না হইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারা-
মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্।
প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি
বৈদ্যেন যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ॥

যে সকল রোগ মানবের মর্ম্মস্থান আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা বৈদ্যকর্ত্তৃক সযত্নে চিকিৎসিত হইলেও অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

অথ শিরা।

সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥

সন্ধিবন্ধনকারিণী এবং দোষ ও ধাতুবাহিনী সমস্ত শিরা নাভিতে সম্বদ্ধ। তাহারা সেই নাভি হইতে শাখা প্রশাখা দ্বারা সর্ব্বাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শরীরং সকলঞ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।
প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ॥

জলপ্রণালী দ্বারা যেমন উদ্যানের বৃক্ষ সকল পরিপুষ্ট হয়, কুল্যা অর্থাৎ কৃত্রিম খাত দ্বারা যেমন ক্ষেত্রের ধান্য সকল সকল বর্দ্ধিত হয়, ঐ সকল শিরা দ্বারাও সেইরূপ সমস্ত শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

প্রসারণাকুঞ্চনাদি-ক্রিয়াভিঃ সততং চলে।
শিরা এতোঃ পুরুষস্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু॥

মনুষ্যশরীরে সাত শত শিরা আছে। সেই শিরা দ্বারাই সতত দেহের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

যথা দ্রুমদলে সাক্ষাদ্ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ।
তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলাঃ শিরাঃ॥

বৃক্ষপত্রে শিরা সকল যেমন সেবনী হইতে শাখা প্রশাখা দ্বারা সর্ব্বাবয়বে প্রতত হইয়া থাকে, দেহির দেহে শিরা সকলও সেইরূপ ভাবে অবস্থিত করে।

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভির্ব্যপাশ্রিতা।
শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ॥

প্রাণিগণের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভ্যাবরক শিরাসমূহে অবস্থিত। (শিরাসমূহের প্রাণধারকত্ব শক্তি বিশেষরূপে আছে বলিয়াই এস্থলে শিরাসমূহকে প্রাণ বলিয়া উদ্দেশ করা হইয়াছে।) নাভিও সেই প্রাণকে অর্থাৎ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া আছে। চাকার নাভি যেমন অর অর্থাৎ পাখি সকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত, মনুষ্যের নাভিও সেইরূপ শিরাসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে।

তদ্ যথা—তাসাং খলু মূলশিরাশ্চত্বারিংশৎ। তাসাং দশ বাতবহাঃ, দশ পিত্তবহাঃ, দশ শ্লেষ্মবহাঃ, দশ রক্তবহাঃ। তাসাং খলু বাতবহানাং বাতস্থানগতানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তারত্য এব পিত্তবহাঃ

পিত্তস্থানগতাঃ, শ্লেষ্মবহাস্তাবত্যঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ, রক্তবহাঃ যকৃৎপ্লীহগতাঃ। এবং শিরাঃ সপ্তশতানি ভবন্তি।

শরীরে যে সাত শত শিরা আছে, তাহাদের মূল শিরা ৪০টী। তাহাদেরর ১০টী বাতবহ, ১০টী পিত্তবহ, ১০টী শ্লেষ্মবহ এবং ১০টী রক্তবহ। বাতস্থানগত বাতবহ ঐ ১০টী মূলশিরা শাখা প্রশাখা দ্বারা ১৭৫ সংখ্যক এবং পিত্তস্থানগত পিত্তবহ ১০টী শিরা ১৭৫ সংখ্যক; শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহ ১০টী শিরা ১৭৫ সংখ্যক; ও যকৃৎপ্লীহগত রক্তবহ ১০টী শিরা ১৭৫ সংখ্যক অর্থাৎ ৪০টী মূলশিরা হইতে সমুদয়ে ৭০০ সংখ্যক শিরা হইয়াছে।

তত্র বাতবহা একস্মিন্ সক্থিনি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ, তাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাশ্রিতাঃ অষ্টৌ, দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্ পৃষ্ঠে, তাবত্য এব উদরে, দশ বক্ষসি, একচত্বারিংশৎ জত্রুণ ঊর্দ্ধং—তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, চতস্রঃ কর্ণয়োঃ, নব জিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াম্, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবং বাতবহানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। এষ বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবহা নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে এবং রক্তবহাঃ, শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং, কর্ণয়োর্দ্বে। এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি।

প্রত্যেক পায়ে ২৫টী করিয়া ৫০টী, এবং প্রত্যেক হাতেও ২৫টী করিয়া ৫০টী বায়ুবহ শিরা আছে। কোষ্ঠদেশে ৩৪টী, তন্মধ্যে নিতম্বদ্বয়ে, গুহ্যে ও লিঙ্গে ৮টী, দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া ৪টী, পৃষ্ঠদেশে ৬টী, উদরে ৬টী এবং বক্ষঃস্থলে ১০টী। জত্রুর উদ্ধভাগে ৪১টী, তন্মধ্যে গ্রীবাতে ১৪টী, কর্ণদ্বয়ে ৪টী, জিহ্বায় ৯টী, নাসিকায় ৬টী এবং নেত্রদ্বয়ে ৮টী। এইরূপে ১৭৫টী বাতবহ শিরা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এইরূপে বিভাগানুসারে পিত্তবহ শ্লেষ্মবহ ও রক্তবহ শিরা সকলও দেহে অবস্থিত আছে। তবে বিশেষ এই, বাতবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ৮টী ও কর্ণদ্বয়ে ৪টী আছে, কিন্তু পিত্তবহ ও রক্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ১০টী ও কর্ণদ্বয়ে ২টী এবং শ্লেষ্মবহ শিরা গ্রীবাতে ১৬টী ও কর্ণে ২টী আছে; ইহাদের এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ৭০০ শত শিরার বিষয় কথিত হইল।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্॥
ক্রিয়াণাং প্রসারণাকুঞ্চনাদীনাম্, "অমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাম্ মনসঃ বুদ্ধেশ্চ স্বে স্বে বিষয়ে জ্ঞানং করোতীত্যর্থঃ। অন্যান্ গুণান্ রসাদিব্যাপনদ্বারা শরীরপোষণাদীন্।
যদা তু কুপিতো বায়ুঃ শিরাঃ স্বাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত বায়ু শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে; বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞানোৎপাদন করে, তদ্ভিন্ন রসাদি-পরিচালন দ্বারা শরীরের পোষণাদি ক্রিয়া সকল করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বায়ু কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিলে বাতজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাত্মশিরাশ্চরৎ॥
"অরোগতাং" পৈত্তিকরোগানুৎপত্তিম। অন্যান্ গুণান্" মেধাবুদ্ধিদর্শনশক্ত্যাদীন্।
যদা তু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত পিত্ত শরীরের ঔজ্জ্বল্য, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি এবং মেধা বুদ্ধি ও দর্শন-শক্ত্যাদি গুণ সকল উৎপাদন করে। কিন্তু ঐ পিত্ত কুপিত হইয়া যখন স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শরীরে নানাবিধ পিত্তজনিত রোগ আনয়ন করিয়া থাকে।

স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাম্।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্।
"অরোগতাং" শ্লৈষ্মিকরোগানুৎপত্তিম্। "অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্।
যদা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত শ্লেষ্মা শরীরে চিক্কণতা, সন্ধি সকলের দৃঢ়তা, শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎপত্তি এবং বলপুষ্ট্যাদি গুণ সকল উৎপাদন করে। কিন্তু শ্লেষ্মা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে।

ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্।
স্বশিরাসু চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি॥
"অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্।
যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ।
তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ॥

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত রক্ত, ধাতুসমূহের পূর্ণতা, দেহের সুন্দর বর্ণ, স্পর্শজ্ঞানের পটুতা এবং শরীরের বল-পুষ্ট্যাদি গুণ সকল সম্পাদন করে। কিন্তু রক্ত যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন রক্তদুষ্টিজনিত বিবিধ রোগ আনয়ন করে।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ।
পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ।
অসৃগ্বহাস্তু তা রক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ॥

বাতবহ শিরাসমূহ বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহা দেখিতে অরুণবর্ণ। পিত্তবহ শিরা সকল উষ্ণস্পর্শ এবং তাহা নীলবর্ণ। কফবহ শিরা সকল শীতস্পর্শ শুক্লবর্ণ ও কঠিন। রক্তবহ শিরা সকল নাত্যুষ্ণ নাতিশীল ও রক্তবর্ণ হয়।

অথ ধমন্যঃ।

ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া।
দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্গতাঃ স্মৃতাঃ॥

তত্রোর্দ্ধগাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুৎহসিতকথিতরুদিতগীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ, তাসাং মধ্যে যে যে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ তা দশ। অষ্টাভিঃ শব্দরূপরসগন্ধান্ গৃহ্লাতি পুরুষঃ। দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্বাভ্যাং জাগর্ত্তি, যে চাশ্রুবাহিন্যৌ, যে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ, স্তনসংশ্রিতে তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ; তাস্বেতাস্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ, এতাভিরূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাশিরোবাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

ধমনী নাভিদেশে উৎপন্ন, তাহা ২৪টি। তন্মধ্যে দশটি ঊর্দ্ধগামী, দশটি অধোগামী এবং চারিটি তির্য্যগ্গামী।

ঊর্দ্ধগত দশটি ধমনী দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের পরিগ্রহ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস জৃম্ভা হাঁচী হাস্য বাক্যকথন ও রোদনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ধমনী দশটি নাভি হইতে হৃদয়ে গিয়া তথায় তিন তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। এই ৩০টী ধমনীর মধ্যে দশটি ধমনী বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ও রসকে বহন করে অর্থাৎ ইহাদের দুইটি ধমনী বায়ুকে, দুইটি ধমনী পিত্তকে, দুইটি কফকে, দুইটি রক্তকে এবং দুইটি রসকে বহন করিয়া থাকে; এইরূপে আটটি ধমনী শব্দ রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণ করে। দুইটি দ্বারা বাক্যকথন, দুইটী দ্বারা শব্দনিঃসারণ, দুইটি দ্বারা নিদ্রা, দুইটি দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ, দুইটি দ্বারা অশ্রুবহন, স্ত্রীলোকের স্তনাশ্রিত দুইটি দ্বারা স্তন্যবহন, এবং ঐ দুইটি ধমনী দ্বারা পুরুষের স্তনদেশ হইতে শুক্রবহন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই যে ৩০টী ধমনী ব্যাখ্যাত হইল, ইহাদের দ্বারাই নাভির উপরিস্থিত উদর পার্শ্ব পৃষ্ঠ বক্ষঃ স্কন্ধ গ্রীবা মস্তক ও বাহু ধৃত এবং চালিত হইয়া থাকে।

অধোগতাঃ প্রাহ—

অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ। তাসাং মধ্যে যে যে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ। যে অন্নবহে অন্ত্রাশ্রিতে, যে তোয়বহে, যে বস্তিগতে মূত্রবহে, যে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, যে তদ্বিসর্গায়, তে এব নারীণাম্ আর্ত্তবং প্রাদুর্ভাবয়তঃ বিসৃজতশ্চ। যে স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্গতানাং ধমনীনাং স্বেদমর্পয়ন্তি; এতাস্ত্রিংশৎ। এতাভিরধো

নাভেঃ পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষবস্তিগুদমেঢ্রসক্থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

অধোগত ধমনী দশটী বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ও আর্ত্তবাদি বহন করে। এই দশটী ধমনী নাভি হইতে পিত্তাশয়ে গিয়া তথায় তিন তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। এই ৩০টী ধমনীর মধ্যে দশটি ধমনী বাত পিত্ত কফ শোণিত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ ইহাদের দুইটী বায়ুকে, দুইটি পিত্তকে, দুইটি কফকে, দুইটি শোণিতকে এবং দুইটি রসকে বহন করিয়া থাকে। অন্নাশ্রিত দুইটি ধমনী অন্নকে ও দুইটি জলকে, বস্তিগত দুইটি মূত্রকে বহন করে, দুইটি শুক্রের উদ্ভব ও দুইটি শুক্রের ক্ষরণ করে এবং তাহারাই স্ত্রীদিগের ঋতু শোণিতের উদ্ভব ও ঋতুশোণিতের ক্ষরণ করিয়া থাকে। স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধ দুইটি ধমনী পুরীষকে নিঃসারণ করে। এবং অবশিষ্ট আটটি ধমনী, তির্য্যগ্গত ধমনীদিগকে স্বেদ অর্পণ করিয়া থাকে। এই ৩০টী ধমনী দ্বারা নাভির অধঃস্থিত পক্বাশয় কটী মূত্র পুরীষ বস্তি গুহ্য লিঙ্গ ও সক্থি ধৃত এবং চালিত হয়।

তির্য্যগ্ গতাঃ প্রাহ—

তির্য্যগ্গতানান্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে, তাস্বসংখ্যেয়াস্তাভি-রিদং শরীরং গবাক্ষিতম্ * বিবদ্ধমাততঞ্চ; তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি, যৈঃ স্বেদমভিবহন্তি রস-ঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ। তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাব-গাহালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্বান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি। তৈরেব স্পর্শং সুখমসুখং বা গৃহ্লাতি।

তির্য্যগ্গত চারিটি ধমনীর এক একটি শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্যেয় হইয়াছে। সেই সকল ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীর গবাক্ষিত বিবদ্ধ ও আতত হইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ গবাক্ষে যেমন বহুসংখ্যক ছিদ্র থাকে, সেইরূপ এই দেহে ঐ শিরা সকল জালের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে)। ঐ সকল ধমনীর মুখ রোমকূপে প্রতিবদ্ধ। ইহা-দের দ্বারা স্বেদ অভিবাহিত এবং অভ্যন্তরে রস ও বাহিরে ত্বক্ সন্তর্পিত হয়। আর অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও আলেপন, ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা ত্বকে পক্ব হইয়া তাহাদের বীর্য্য ইহাদের দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এবং ইহাদের দ্বারাই কল্যাত্মা সুখজনক বা অসুখজনক স্পর্শ প্রতীতি করেন।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ।
ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরুপচীয়তে॥

যেমন পদ্মের মৃণালে ও বিসে স্বভাবতঃ ছিদ্র থাকে, ধমনীর অভ্যন্তরেও সেইরূপ ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। (পদ্মনালের পঙ্কস্থ নিম্নভাগকে মৃণাল এবং উপরিভাগকে বিস কহে)। (রস প্রধানভূত বলিয়া এ স্থলে রসেরই উল্লেখ হইয়াছে, অতএব অভ্যঙ্গ পরিষেকাদির বীর্য্যও ইহাদের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে)।

অথ প্রকৃতিলক্ষণমাহ—

সপ্ত প্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তথা।
সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তি ভিষজাং মতে॥
শুক্রশোণিতসংযোগে যো দোষস্ত্বেকটো ভবেৎ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে॥

মনুষ্যের সপ্ত প্রকৃতি। যথা—বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতপিত্তপ্রকৃতি, পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি এবং সন্নিপাত-প্রকৃতি। শুক্র ও শোণিতের সংযোগসময়ে উহাতে বাতাদি যে দোষের আধিক্য ঘটে, সেই

---

* গবাক্ষো বাতায়নং, যথা গবাক্ষে বহুনি ছিদ্রাণি ভবন্তি তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ॥ বিবদ্ধমাততম্। গবাক্ষিতং গবাক্ষাকার-রন্ধ্রনিকরযুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ।

দোষেরই প্রকৃতি হইয়া থাকে। বাতজাদি প্রত্যেক প্রকৃতি লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অথ বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্।

জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রিকরঃ কৃশঃ।
শীঘ্রগো বহুবাগ্ রুক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি।
এবংবিধঃ স বিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি জাগরূক, অল্পকেশবিশিষ্ট, স্ফুটিতকরচরণ, কৃশ, শীঘ্রগামী, বহুভাষী ও রুক্ষদেহ হয় এবং স্বপ্নে আকাশমার্গে গমন করে।

অথ পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্।

পিত্তপ্রকৃতিকো লোকো যাদৃশোঽত্র নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্॥
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি।
এবংবিধো ভবেদ্যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ॥

পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। পিত্তপ্রকৃতি লোকের অকালে কেশ পাকে, সে ব্যক্তি গৌরবর্ণ, ক্রোধালু, ঘর্ম্মাক্ত, বুদ্ধিমান্, বহুভোজী ও তাম্রনেত্র হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন করে।

অথ শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্।

শ্যামকেশঃ ক্ষমী স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাবলঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥

শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি শ্যামবর্ণকেশবিশিষ্ট, ক্ষমাশীল, স্থূলকায়, বহুবীর্য্য ও মহাবলবান্ হয় এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে।

দৃশ্যন্তে প্রকৃতৌ যস্য রূপং দোষদ্বয়স্য তু।
তাং সংসর্গেণ জানীয়াৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্॥

যে প্রকৃতিতে দুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং যাহাতে বাতাদি তিন দোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সান্নিপাতিক-প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

অথ দোষবর্ণনম্।

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈ-রধোমধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবঃ; তদেভিরেব শোণিত-চতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ।
শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে॥

বায়ু পিত্ত ও কফ ইহাদের সাধারণ নাম দোষ। এই দোষত্রয়ই দেহোৎপত্তির কারণ। ইহারা অবিকৃত থাকিলে যথাক্রমে দেহের অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত থাকিয়া দেহকে ধারণ করে। যেরূপ স্তম্ভত্রয়ের দ্বারা গৃহ ধৃত হয়, তদ্রূপ ইহাদের দ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শরীরের একটি নাম ত্রিস্থূণ। ইহারা বিকৃত হইলে দেহ বিনষ্ট হয়। বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্ত এই চারিটি পদার্থ দ্বারাই দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কফ, পিত্ত, বায়ু ও রক্ত এই বস্তুচতুষ্টয় ভিন্ন দেহ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন দেহ ইহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ, পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য, আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।

অতঃপর দোষ সকলের অবস্থিতি-স্থান লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে বায়ু সামান্যতঃ শ্রোণি ও গুহ্যনাড়ীতে অবস্থিতি করে। শ্রোণি ও গুহ্যনাড়ীর উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় বর্ত্তমান আছে, সেই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তের স্থান এবং আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান।

অতঃপরং পঞ্চধা বিভজ্যন্তে দোষাঃ ।

যথা—

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ ।
ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ ॥
কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে ।
সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ ॥

অন্যচ্চ—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥
পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ ।
শ্লেষ্মণস্তূরঃশিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ । এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাম্ ।

উল্লিখিত দোষ সকল প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক বায়ু স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ নামে অভিহিত হয়। যথা— উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান। কণ্ঠদেশে উদান, হৃদয়ে প্রাণ, নাভিদেশে সমান, গুহ্যনাড়ীতে অপান এবং দেহের সর্ব্বাংশেই ব্যান বায়ু অবস্থিতি করে।

যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, চক্ষুঃ, ত্বক্ এবং পূর্ব্বোক্ত স্থান অর্থাৎ পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থল, এই সকল স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে।

বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠ, সন্ধিস্থল এবং পূর্ব্বোক্ত আমাশয়, শ্লেষ্মার স্থান। বাতাদি দোষত্রয়ের যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অবিকৃত দোষেরই জানিবে। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরের নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ—

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ ॥

অন্যচ্চ—

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-চেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ ।
সম্যগ্গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ ।
অনুগৃহ্নাত্যবিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্ ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ ॥
খরো মৃদুর্যোগবাহী সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ ।
দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ ॥
বিভাগকরণাদ্ বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে ।
পক্বাশয়কটীসক্থি-শ্রোত্রাস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্ ॥
স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ ।
উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ ।
তেন ভাষিতগীতাদি-প্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ ।
যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্ ।
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥
প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্ ।
আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ ॥
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি ।
স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতি-সারগুল্মান্ করোতি হি ॥
পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্ ।
সমীরণঃ শকৃন্মূত্র-শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ ॥
ক্রুদ্ধস্তু কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্ ।
শুক্রমেহপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্ ॥
কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি ॥
গত্যপক্ষেপণোৎক্ষেপ-নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্ ॥
প্রস্পন্দনোদ্বহনপূরণঞ্চ বিরেচনম্ ।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চধা চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ ॥
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ।
যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুঃ সংশয়ম্ ॥

দোষ ধাতু ও মলাদি পদার্থসমূহের নেতা বায়ু, অর্থাৎ বায়ু দ্বারাই শারীরিক পদার্থ সকল স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। ইহা আশুকারী, রজোগুণভূয়িষ্ঠ, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও গতিশীল। ইহা দ্বারা উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি, রসাদি-ধাতুপদার্থের গতি ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা সম্যক্‌প্রকারে সাধিত হয়। অবিকৃত বায়ু দ্বারাই হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহা খর-পদার্থ, মৃদু ও যোগবাহী অর্থাৎ তেজের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহকর এবং সোমসংশ্রয়ে শীতজনক হয়। বায়ু দ্বারাই দেহোৎপন্ন পদার্থ (আহারীয় রসাদি) ভিন্ন ভিন্ন আকারে

বিভক্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়। এই নিমিত্ত দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান। পক্বাশয়, কটী, সক্থি, স্রোতঃসমূহ, অস্থি ও স্পর্শেন্দ্রিয় এই গুলিই বায়ুর স্থান; তন্মধ্যে পক্বাশয়ই উহার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত। শ্বাস প্রশ্বাস কালে যে বায়ু দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদান। উদানবায়ু দ্বারাই শব্দোচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহা বিকৃত হইলে ঊর্দ্ধজক্রগত রোগ উপস্থিত হয়। যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস কালে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ু দ্বারাই আহারীয় দ্রব্য অন্ননালী দিয়া উদরে প্রেরিত হয়। এই বায়ু জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। ইহা দূষিত হইলে হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমানবায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা পাচকাগ্নির সহিত সম্মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক এবং তজ্জাত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গুল্ম রোগ উৎপন্ন হয়। অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব (ঋতুশোণিত) অধোরেচন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুদনাড়ীসংশ্রিত বিবিধ ঘোরতর পীড়া এবং শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ করে। ইহা রসবহন ও স্বেদাদিক্ষরণ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গতি, অপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শরীরিদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই বায়ুসাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য প্রস্পন্দন (শরীরের চলন), উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ), প্রাণবায়ুর কার্য্য পূরণ (আহার দ্বারা পূর্ণ করা), সমানবায়ুর কার্য্য বিরেক অর্থাৎ রস মূত্র ও পুরীষের পৃথক্-করণ এবং অপানবায়ুর কার্য্য বেগকালে শুক্রমূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও অবেগকালে ধারণ। বায়ুর এই পাঁচ প্রকার কার্য্য কথিত হইয়াছে। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বদেহগত রোগ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার বায়ুই যুগপৎ কুপিত হইলে যে নিশ্চয়ই দেহ বিনষ্ট করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

অথ পিত্তস্য স্বরূপমাহ—

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ।
উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ॥
পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ॥
আমাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্বশরীরস্থে পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥
পাচকং পাচয়েদ্ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ।
রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।
যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্॥
যদালোচকসংজ্ঞং তদ্ রূপগ্রহণকারণম্।
ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্॥

পিত্ত—তীক্ষ্ণ (সর্ষপ ও মরিচাদিবৎ), দ্রব, পূতি, নীল (আমাবস্থায়), পীত (নিরামাবস্থায়), উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ পিত্ত অম্ল। স্থানভেদে পিত্ত পাঁচপ্রকার। যথা—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায়, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত লোচনদ্বয়ে এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ ত্বকে অবস্থিতি করে। পাচক পিত্ত দ্বারা অন্নের পরিপাক এবং অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়। ইহা রস মূত্র ও মল বিরেচন করিয়া থাকে। রঞ্জক পিত্ত দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের রস রক্তে পরিণত হয়। সাধক পিত্ত দ্বারা বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক

পিত্ত দ্বারা রূপদর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ভ্রাজক পিত্ত দেহের কান্তিকারক। ইহা দ্বারা প্রলেপন ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে।

অথ শ্লেষ্মণঃ স্বরূপমাহ—

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥
কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ॥
আমাশয়েঽথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥
ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যা পরাণ্যপি।
অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্ম-স্থানান্যুদককর্ম্মণা॥
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষ্ঠতস্তুস্থিকে গলে।
যতো রসান্ বিজানীতে রসনারসনৌ সমৌ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ॥
শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর, ইহা বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। স্থান-ভেদে কফ পাঁচ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষণ। তন্মধ্যে ক্লেদন নামক কফ আমাশয়ে, অবলম্বন হৃদয়ে, রসন কণ্ঠে, স্নেহন মস্তকে ও শ্লেষণ কফ সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে। ক্লেদন কফ সংহত অন্নকে ক্লিন্ন এবং উদককার্য্য দ্বারা অন্যান্য কফস্থানের জলীয় শক্তি বৰ্দ্ধিত করে। অবলম্বন কফ দ্বারা ত্রিক (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধৃত হয়। রসনকফ এবং রসনা (জিহ্বা) উভয়ই সৌম্য পদার্থ ও পরস্পর সন্নিহিত, এই নিমিত্ত রসন কফ ও রসনা এই উভয় দ্বারাই রসজ্ঞান হইয়া থাকে। স্নেহন কফ স্নেহপদার্থ-প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। শ্লেষণ কফ দ্বারা সন্ধি সকল সংশ্লিষ্ট থাকে।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যবিকৃতাত্মনাম্।
ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্॥

সকল শরীরব্যাপী অবিকৃত বাতাদি দোষদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম সকল জানিবে।

অথ দোষাণাং চয়প্রকোপপ্রশমাঃ।

উষ্ণেন যুক্তা রুক্ষাদ্যা বায়োঃ কুর্ব্বন্তি সঞ্চয়ম্।
শীতেন কোপমুষ্ণেন শমং স্নিগ্ধাদয়ো গুণাঃ॥
শীতেন যুক্তাস্তীক্ষ্ণাদ্যাশ্চয়ং পিত্তস্য কুর্ব্বতে।
উষ্ণেন কোপং মন্দাদ্যাঃ শমং শীতোপসংহিতাঃ॥
শীতেন যুক্তাঃ স্নিগ্ধাদ্যাঃ কুর্ব্বন্তি শ্লেষ্মণশ্চয়ম্।
উষ্ণেন কোপং তেনৈব গুণা রুক্ষাদয়ঃ শমম্॥

রুক্ষাদি বাতগুণ সকল, উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর চয়, শীতগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রকোপ এবং স্নিগ্ধাদি গুণ, উষ্ণসংযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রশম করে। আর তীক্ষ্ণাদি পিত্তগুণ সকল শীতযুক্ত হইলে পিত্তের চয়, উষ্ণ-গুণযুক্ত হইলে পিত্তের প্রকোপ এবং মন্দাদি গুণ, শীতসংযুক্ত হইলে পিত্তের প্রশম করে। স্নিগ্ধাদি শ্লেষ্মগুণ সকল, শীতসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার চয়, উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং রুক্ষাদি গুণ, উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রশম হইয়া থাকে।

চয়ো বৃদ্ধিঃ স্বধাম্নেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধিহেতুষু।
বিপরীতগুণেচ্ছা চ কোপস্তূন্মার্গগামিতা॥
লিঙ্গানাং দর্শনং স্বেষামস্বাস্থ্যং রোগসম্ভবঃ।
স্বস্থানস্থস্য সমতা বিকারাসম্ভবঃ শমঃ॥

নিজ নিজ স্থানে দোষদিগের যে বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম চয়। দোষের চয় হইলে দোষবৰ্দ্ধক হেতুতে বিদ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা হয়। (যথা বায়ুর চয় হইলে বায়ুবৰ্দ্ধক রুক্ষাদিতে প্রদ্বেষ ও স্নিগ্ধাদি বাত বিপরীত গুণে অভিলাষ জন্মে। পিত্তশ্লেষ্মার পক্ষেও এইরূপ ব্যাখ্যা)। স্বস্থানস্থ চয়প্রাপ্ত দোষের অতি বৃদ্ধিহেতু যে উন্মার্গগমন অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরপ্রাপ্তি, তাহার নাম প্রকোপ। প্রকুপিত দোষ নিজ নিজ প্রকোপ-

লক্ষণ প্রকাশ করে, অর্থাৎ দোষাদি-বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে ও কুপিত দোষদিগের যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং যাহা পরে বলা যাইবে, সেই সকল লক্ষণই উপস্থিত করে; স্বাস্থ্যের হানি জন্মায় এবং রোগ সকল আনয়ন করে। বাতাদি দোষ, যখন সাম্যাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কোনরূপ রোগ উৎপাদন না করে, তখনই তাহার প্রশমাবস্থা জানিবে।

চয়প্রকোপপ্রশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু।
বর্ষাদিষু তু পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু॥

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে বায়ুর চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মে বায়ুর চয়, বর্ষায় প্রকোপ ও শরৎকালে প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয় প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে শ্লেষ্মার চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়।

অথ দোষাণাং কর্ম্মাণি।

স্রংসব্যাসব্যধস্বাপ-সাদরুক্তোদভেদনম্।
সঙ্গাঙ্গভঙ্গসঙ্কোচ-বর্ত্তহর্ষণতর্ষণম্॥
কম্পপারুষ্যশৌষির্য্য-শোষস্পন্দনবেষ্টনম্।
স্তম্ভঃ কষায়রসতা বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণোঽপি বা॥
কর্ম্মাণি বায়োঃ পিত্তস্য দাহরাগোষ্মপাকিতাঃ।
স্বেদঃ ক্লেদঃ স্রুতিঃ কোথঃ সদনং মূর্চ্ছনং মদঃ॥
কটুকাম্লৌ রসৌ বর্ণঃ পাণ্ডুরারুণবর্জ্জিতঃ।
শ্লেষ্মণঃ স্নেহকাঠিন্য-কণ্ডূশীতত্বগৌরবম্॥
বন্ধোপলেপস্তৈমিত্য-শোফাপক্ত্যতিনিদ্রতাঃ।
বর্ণঃ শ্বেতো রসৌ স্বাদু-লবণৌ চিরকারিতা॥
ইত্যশেষাময়ব্যাপি যদুক্তং দোষলক্ষণম্॥
দর্শনাদ্যৈরবহিতস্তৎ সম্যগুপলক্ষয়েৎ।
ব্যাধ্যবস্থাবিভাগজ্ঞঃ পশ্যন্নার্ত্তান্ প্রতিক্ষণম্॥

সন্ধিভ্রংস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, ব্যধ (মুদ্গরাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া), স্পর্শাজ্ঞতা, অঙ্গাবসাদ, রুক্ (সতত শূলবৎ বেদনা), তোদ (বিচ্ছিন্নশূলবৎ বেদনা), ভেদ (বিদারণবৎ বেদনা), মল মূত্রাদির অনির্গম, অঙ্গভঙ্গ (অঙ্গচূর্ণবৎ বেদনা), শিরাদির সঙ্কোচ, বর্ত্ত (পুরীষাদির পিণ্ডীকরণ), রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পারুষ্য, অস্থির সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন (কিঞ্চিচ্চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া) স্তম্ভ, কষায়স্বাদ ও শ্যাব বা অরুণ বর্ণ এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

দাহ (সর্ব্বাঙ্গীন তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাককর্ত্তৃত্ব, স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, পচন, অবসাদ, মূর্চ্ছা, মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ, এইগুলি পিত্তের কার্য্য।

স্নিগ্ধত্ব, কাঠিন্য, কণ্ডু, শৈত্য, গৌরব, স্রোতোবন্ধ, লিপ্তত্ব, স্তৈমিত্য (গাত্রের অপটুত্ব), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, স্বাদু ও লবণরস, এবং চিরকারিত্ব, (বিলম্বে কার্য্যনিষ্পত্তি), এইগুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

দোষদিগের অশেষরোগব্যাপী যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, তাহা, ব্যাধ্যবস্থা-নির্ণায়ক বৈদ্য, অবহিতচিত্তে দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া প্রতিক্ষণ রোগিদিগকে দর্শন করিবে।

অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশিনী।
রত্নাদিসদসজ্জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে॥

অভ্যাস অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ চিকিৎসা-কর্ম্মে প্রবর্ত্তন বশতঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশক চিকিৎসা বিজ্ঞান জন্মে, কেবল মাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চিকিৎসাজ্ঞান হয় না। সুবর্ণ রত্নাদির ভাল মন্দ জ্ঞান যেমন পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা হইয়া থাকে, কেবল মাত্র অধ্যয়ন দ্বারা হয় না, কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ চিকিৎসাজ্ঞানও তেমনি অভ্যাসবশতই জন্মিয়া থাকে, জানিবে।

অত ঊর্দ্ধং প্রকোপানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্-বিগ্রহাতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়ন-প্রপতনপ্রধাবনপ্রপীড়নাভিঘাত-লঙ্ঘনপ্লবনতরণরাত্রি-জাগরণভারবহনগজতুরঙ্গরথপদাতিচর্য্যা-কটু-কষায়-তিক্তরূক্ষলঘু-শীতবীর্য্যশুষ্কশাক-বল্লুর-বরকোদ্দালক-

নিরন্তর দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, সূর্য্যাতপ, পরিশ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধভোজন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হয়।

অথাতো দোষোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতস্যোপক্রমঃ স্নেহঃ স্বেদঃ সংশোধনং মৃদু।
স্বাদ্বম্ললবণোষ্ণানি ভোজ্যান্যভ্যঙ্গমর্দ্দনম্॥
বেষ্টনং ত্রাসনং সেকো মদ্যং পৈষ্টিকগৌড়িকম্।
স্নিগ্ধোষ্ণা বস্তয়ো বস্তি-নিয়মঃ সুখশীলতা॥
দীপনৈঃ পাচনৈঃ সিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চানেকযোনয়ঃ।
বিশেষান্মেধ্যপিশিত-রসতৈলানুবাসনম্॥

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় (বাতাদি দোষের চিকিৎসা) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন বিরেচনাদি), মধুর অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ ও হস্তাদি দ্বারা তৈলমর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূলক্বাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্য, যথাবিধি স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তিপ্রয়োগ অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রথমে স্নেহপানাদি পঞ্চপ্রকার কার্য্য করণানন্তর বস্তিপ্রদান, সুখস্বচ্ছন্দতা এবং অগ্ন্যুদ্দীপন ও পাচন দ্রব্য সহ সিদ্ধ তিলাদি নানাদ্রব্যের তৈল, পুষ্ট পশুর মাংসরস ও তৈলানুবাসন, এই সমস্ত প্রকুপিত বায়ুর বিশেষ চিকিৎসা, অর্থাৎ ইহা দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্তস্য সর্পিষঃ পানং স্বাদুশীতৈর্বিরেচনম্।
স্বাদুতিক্তকষায়াণি ভোজনান্যৌষধানি চ॥
সুগন্ধশীতহৃদ্যানাং গন্ধানামুপসেবনম্।
কণ্ঠে গুণানাং হারাণাং মণীনামুরসা ধৃতিঃ॥
কর্পূরচন্দনোশীরৈরনুলেপঃ ক্ষণে ক্ষণে।
প্রদোষশ্চন্দ্রমাঃ সৌধং হারি গীতং হিমোঽনিলঃ॥
অযন্ত্রণসুখং মিত্রং পুত্রঃ সন্দিগ্ধমুগ্ধবাক্।
ছন্দানুবর্ত্তিনী নারী প্রিয়া শীলবিভূষিতা॥
শীতাম্বুধারাগর্ভাণি গৃহাণ্যুদ্যানদীর্ঘিকাঃ।
সুতীর্থবিপুলস্বচ্ছ-সলিলাশয়সৈকতে॥
সাম্ভোজজলতীরান্তে কায়মানে দ্রুমাকুলে।
সৌম্যা ভাবাঃ পয়ঃসর্পির্বিরেকশ্চ বিশেষতঃ॥

ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত কষায় দ্রব্য ভোজন ও মধুর তিক্ত কষায় ঔষধ সেবন, সুগন্ধ সুশীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠলম্বিত গুণনামক মুক্তাহার ও মরকতচন্দ্রকান্তাদি নানাবিধ মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ, ক্ষণে ক্ষণে কর্পূর চন্দন ও বেণার অনুলেপ, সায়ংকাল, চন্দ্রমা, সুধাধবলিত গৃহ, মনোহর গান, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণসুখ মিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণাদায়ক বাক্য নাই, প্রিয়বদনে, মধুরভাষী), অস্ফুট-মুগ্ধ-বচন শিশুসন্তান, প্রিয়া সুশীলবিভূষিতা ও বশীভূতা স্ত্রী, শীতলজলধারাবিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা, সৌম্যভাব, বিশেষতঃ দুগ্ধ ঘৃতের বিরেচন, এই সমস্ত প্রকুপিত-পিত্ত-শান্তির প্রধান উপায়। রোগী নিম্নলিখিত রূপ কায়মানে অর্থাৎ তৃণগৃহে (খড়-ঘরে) অবস্থিতি করিয়া উপরি-উক্ত রূপে চিকিৎসিত হইবেন। তৃণগৃহ খানি, সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট প্রশস্ত নির্ম্মল জলাশয়ের বালুকাময় পুলিনে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক্ বৃক্ষে সুশোভিত এবং নিকটস্থ সলিলে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত, এইরূপ মনোহর তৃণগৃহে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন।

শ্লেষ্মণো বিধিনা যুক্তং তীক্ষ্ণং বমনরেচনম্।
অন্নং রুক্ষাল্পতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুতিক্তকষায়কম্॥
দীর্ঘকালস্থিতং মদ্যং রতিপ্রীতিঃ প্রজাগরঃ।
অনেকরূপো ব্যায়ামশ্চিন্তা রুক্ষং বিমর্দ্দনম্।
বিশেষাদ্বমনং যূষঃ ক্ষৌদ্রং মেদোঘ্নমৌষধম্।
ধূমোপবাসগণ্ডূষা নিঃসুখত্বং সুখায় চ॥

শাস্ত্রবিধানোক্ত তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, রুক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত অন্ন, পুরাতন মদ্য, রতিকার্য্যে প্রীতি, অতি জাগরণ, নানাপ্রকার ব্যায়াম, চিন্তা, রুক্ষ মর্দ্দন, বিশেষতঃ বমন, যূষ, মধু, মেদোঘ্ন

ঔষধ, ধূম, উপবাস, গণ্ডূষ ধারণ এবং কষ্টসাধ্য মানসিক ও বাচনিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ক্লেশ, এই সমস্ত শ্লেষ্মজন্য বিকারে সুখের নিমিত্ত হয়।

উপক্রমঃ পৃথক্ দোষান্ যোঽয়মুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ ।
সংসর্গসন্নিপাতেষু তং যথাস্বং বিকল্পয়েৎ ॥

বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে যে চিকিৎসা কীর্ত্তিত হইল, দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত স্থলেও সেই সেই চিকিৎসা মিলিত করিয়া কল্পনা করিবে। যথা—বায়ু ও পিত্তের পৃথক্ পৃথক্ যে যে চিকিৎসা কথিত হইল, বাতপিত্তের সংসর্গেও তাহাই মিলিত প্রয়োগ করিবে, অন্যান্য দ্বন্দ্বে ও সন্নিপাতেও এইরূপ জানিবে।

শ্লেষ্মঃ প্রায়ো মরুৎপিত্তে বাসন্তঃ কফমারুতে ।
মরুতো যোগবাহিত্বাৎ কফপিত্তে তু শারদঃ ॥

বাতপিত্তসংসর্গে গ্রীষ্ম-ঋতুচর্য্যা-বিহিত চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুতে যেমন লবণ কটু অম্ল ব্যায়াম ও সূর্য্যাকিরণ ত্যাজ্য এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেব্য, বাত-পিত্তসংসর্গেও সেইরূপ প্রায় লবণাদি ত্যাজ্য ও মধুর অন্নাদি সেব্য ইত্যাদি। বাতশ্লেষ্মার সংসর্গে বসন্তঋতুচর্য্যোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদি-রূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কফপিত্তসংসর্গে শরৎঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মে অত্যন্ত শীতল সেবা এবং বসন্তে তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যাদি প্রয়োগ উক্ত আছে, কিন্তু ইহা অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাতপিত্ত ও বাতশ্লেষ্মা সংসর্গে যথাক্রম গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুচর্য্যাবিহিত বিধান হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে দোষযুক্ত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে, অতএব পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্তচিকিৎসা এবং কফের সহিত স্থিত বায়ুর কফচিকিৎসা ন্যায্য। সন্নিপাতে (ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমিত্যাদি বচনানুসারে) বর্ষাঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসাই কর্ত্তব্য, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে বর্ষা ঋতুতে দোষত্রয়েরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

চয় এব জয়েদ্দোষং কুপিতং ত্ববিরোধয়ন্ ।
সর্ব্বকোপে বলীয়াংসং শেষদোষাবিরোধতঃ ॥

চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় অর্থাৎ ছিন্নমূল করিবে, কোপকাল প্রতীক্ষা করিবে না। চয়কালের চিকিৎসা যেন কুপিত দোষের অবিরোধী হয়। আর সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইলে যে দোষ বলবান্, তাহারই চিকিৎসা করিবে। সেই চিকিৎসাও যেন অবশিষ্ট প্রকুপিত দোষের প্রতিকূল না হয়।

প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ ।
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ ॥

যে চিকিৎসা উপস্থিত ব্যাধির নিবারণ অথচ অন্য ব্যাধির উৎপাদন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। অতএব যে চিকিৎসা ব্যাধির শান্তি করে, অথচ অন্য দোষের প্রকোপ না জন্মায়, তাহাই বিশুদ্ধ চিকিৎসা।

ব্যায়ামাদূষ্মণস্তৈক্ষ্ণ্যাদহিতাচরণাদপি ।
কোষ্ঠাচ্ছাখাস্থিমর্ম্মাণি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ ।
দোষা যান্তি তথা তেভ্যঃ স্রোতোমুখবিশোধনাৎ ।
বৃদ্ধ্যাভিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ কোষ্ঠং বায়োশ্চ নিগ্রহাৎ ॥

ব্যায়াম, উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিত সেবন ও বায়ুর শীঘ্রগামিত্ব এই হেতুচতুষ্টয়ে দোষ সকল, কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু অস্থি ও মর্ম্মস্থানে গমন করে এবং স্রোতোমুখের বিবৃতি অর্থাৎ দোষমার্গের মুখবিস্তার, দোষের বৃদ্ধি, ক্ষীরাদি অভিষ্যন্দী ভোজন, পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক ও বায়ুর বেগ ধারণ এই সকল কারণে দোষ সকল রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে গমন করে।

তত্রস্থাশ্চ বিলম্বেরন্ ভূয়ো হেতুপ্রতীক্ষিণঃ ।
তে কালাদিবলং লব্ধ্বা কুপ্যন্ত্যন্যাশ্রয়েষ্বপি ॥

দোষ সকল রক্তাদি হইতে কোষ্ঠে যাইয়াই রোগোৎপাদন করিতে পারে না, কারণ অন্য-স্থানে গমনহেতু তাহারা হীনশক্তিক হয়।

যায়, সুতরাং রোগোৎপাদক হেতু হেত্বন্তর প্রতীক্ষা করে, অতএব উহারা যখন দেশ কাল, দূষ্য ও অপথ্যাদি দ্বারা লব্ধবল হয়, তখনই পরকীয় স্থানে রোগোৎপাদন করিয়া থাকে।

তত্রান্যস্থানসংস্থেষু তদীয়ামবলেষু চ।
কুর্য্যাচ্চিকিৎসাং স্বামেব বলেনান্যাভিভাবিষু।
আগন্তুং শময়েদ্দোষং স্থানিনং প্রতিকৃত্য বা॥

অন্যস্থানগত দোষ সকল, দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত রোগোৎপাদনে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ চিকিৎসা না করিয়া কেবল স্থানিদোষসম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যখন আগন্তু দোষ লব্ধবল হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা স্থানিদোষকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত করে, তখন তাহাদের স্বকীয় চিকিৎসা করিবে। কিংবা অগ্রে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া পরে আগন্তু দোষের শান্তি করিবে।

প্রায়স্তির্য্যগ্‌গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্
কুর্য্যান্ন তেষু ত্বরয়া দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্॥
শময়েৎ তান্ প্রয়োগেণ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ
জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংশ্চ যথাসন্নং বিনির্হরেৎ॥

তির্য্যগ্‌গত দোষ সকল রোগিকে দীর্ঘকাল পীড়া দেয়, অতএব দেহের অগ্নি ও বলাভিজ্ঞ বৈদ্য, সত্বর হইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না; শাস্ত্রবিহিত চিকিৎসানুসারে তির্য্যগ্‌গত দোষের শান্তি করিবে; অথবা যাহাতে দেহের পীড়া না জন্মায়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। তাহারা কোষ্ঠে আনীত হইলে, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা আসন্ন পথ দিয়া অর্থাৎ যে পথ যে কোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী, সেই পথ দিয়া, তাহাদিগকে নিঃসারিত করিবে। আমস্থান, অগ্নিস্থান, পক্কস্থান, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক (মলাশয়) ও ফুসফুস ইহাদিগকে কোষ্ঠ

ক

স্রোতোরোধবলভ্রংশ-গৌরবানিলমূঢ়তাঃ।
আলস্যাপক্তিনিষ্ঠীব-মলসঙ্গারুচিক্লমাঃ।
লিঙ্গং মলানাং সামানাং নিরামাণাং বিপর্য্যয়ঃ॥

স্রোতোরোধ, বলহানি, দেহভার, বায়ুর স্তব্ধতা, আলস্য, অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবৃত্তি, অরুচি ও গ্লানি, এই সমস্ত সাম অর্থাৎ আমরসযুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ, ইহার বিপরীত।

উষ্মণোঽল্পবলত্বেন ধাতুমাদ্যমপাচিতম্।
দুষ্টমামাশয়গতং রসমামং প্রচক্ষতে॥

অগ্নির অল্পবলত্ব-হেতু অপাচিত এবং বাতাদি-দুষ্ট আমাশয়গত রসনামক যে প্রথম ধাতু, তাহাকেই আম কহে।

অন্যে দোষেভ্য এবাতিদুষ্টেভ্যোঽন্যোন্যমূর্চ্ছনাৎ।
কোদ্রবেভ্যো বিষস্যেব বদন্ত্যামস্য সম্ভবম্॥

অপর কতকগুলি আচার্য্য বলেন যে, যেমন কোদ্রধান্য হইতে বিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অতি দুষ্ট দোষদিগের পরস্পর মূর্চ্ছন (মিশ্রীভাব) দ্বারা আমের সম্ভব হইয়া থাকে।

আমেন তেন সম্পৃক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতাঃ।
সামা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ॥

বাতাদিদূষিত ও আমসংযুক্ত যে দোষ ও দূষ্য পদার্থ, তাহাদিগকে সাম কহে। সেই সাম দোষদূষ্য হইতে জ্বরাদি যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারাও সাম রোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাচনৈর্দীপনৈঃ স্নেহৈস্তান্ স্বেদৈশ্চ পরিষ্কৃতান্।
শোধয়েচ্ছোধনৈঃ কালে যথাসন্নং যথাবলম্॥

জ্বরাদি অধিকারোক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক পাচন এবং স্নেহন ও যথাবিধি স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা সেই আমদোষসকল পরিষ্কৃত হইলে পর উপযুক্ত সময়ে, রোগির বল বিবেচনা করিয়া মৃদু মধ্য বা তীক্ষ্ণ বমন-বিরেচনাদি দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে যথাসন্ন পথ দিয়া নিঃসারিত করিবে।

হস্তাংশু যুক্তং বক্ত্রেণ দ্রবামামাশয়ান্মলান্।
ঘ্রাণেন চোর্দ্ধজত্রূত্থান্ পক্বাধানাদ্ গুদেন চ॥

মুখ দ্বারা পীত দ্রব্য আমাশয় হইতে, নাসা-পীত দ্রব্য উর্দ্ধজত্রু হইতে, গুহ্যদ্বার-প্রযুক্ত দ্রব্য পক্বাশয় হইতে মলকে আশু নিঃসারিত করে।

উৎক্লিষ্টানধ ঊর্দ্ধং বা ন চামান্ বহতঃ স্বয়ম্।
ধারয়েদৌষধৈর্দোষান্ বিধৃতাস্তে হি রোগদাঃ॥

বহির্গমনোন্মুখ আমদোষ সকল যদি স্বয়ং উর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে বদ্ধ করিবে না, কারণ বহির্গমনোন্মুখ দোষ বিধৃত হইলে রোগকর হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তান্ প্রাগতো দোষানুপেক্ষেত হিতাশিনঃ।
বিবদ্ধান্ পাচনৈস্তৈস্তৈঃ পাচয়েন্নির্হরেত বা॥

দোষ সকল বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমে হিতভোজী হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ কোন প্রকার ধারক ঔষধ না দিয়া হিতভোজন করিবে। আর দোষ সকল বিবদ্ধ (ঈষৎপ্রবৃত্ত) হইলে, যথোক্ত পাচন দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে, কিংবা তাহাদিগকে নির্গত করাইবে।

অথ ধাতবঃ।

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্।
রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ॥

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যদিগের দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে।

অথ রসস্য স্বরূপমাহ—

সম্যক্পক্বস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।
স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ॥

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপক্ব হইলে তাহা হইতে যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রস কহে। রস—দ্রবপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুররস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল।

অথ রসস্য স্থানমাহ—

সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্।
সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ॥

রস সর্ব্বদেহচারী হইলেও হৃদয়ই ইহার বিশেষ স্থান। কারণ ইহা সমান-বায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে হৃদয়েই নীত হইয়া থাকে।

আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ।
পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ॥

ঐ হৃদয়গত রস তত্রত্য ধমনীসমূহ দ্বারা গমন করিয়া প্রথমে ধাতু সকলের পোষণ করে, তৎপরে নিজ শীত স্নিগ্ধ ও পোষকত্ব গুণে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মন্দবহ্নিবিদগ্ধস্তু কটুর্বাম্লো ভবেদ্রসঃ।
স কুর্য্যাদ্ বহূন্ রোগান্ বিষত্বং করোত্যপি॥

অগ্নিমান্দ্য হেতু রস বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লভাবাপন্ন হয়। এই বিদগ্ধ রস বহুরোগের উৎপাদন এবং বিষের কার্য্য করিয়া থাকে।

অথ রক্তস্য স্বরূপমাহ—

যদা রসো যকৃদ্ যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ।
রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্ রক্তসংজ্ঞকঃ॥
রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্।
স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ ভবেৎ॥

আহারজাত রস যখন যকৃতে যায়, তখন উহা তত্রত্য রঞ্জকপিত্ত দ্বারা পরিপাক ও লৌহিত্য প্রাপ্ত হইয়া রক্তসংজ্ঞা লাভ করে। রক্ত সমস্ত-শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু, চলনশীল ও মধুররস এবং জীবনের প্রধান আধার। রক্তও বিদগ্ধ হইলে পিত্তবৎ অম্লরস হইয়া থাকে।

অথ রক্তস্য স্থানমাহ—

যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানং তয়োঃ স্থিতম্।
অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ॥

রক্তের প্রধান স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। এই স্থানদ্বয়ে থাকিয়াই ইহা অন্যস্থানস্থিত রক্তের পোষণ করিয়া থাকে।

অথ মাংসস্য স্বরূপমাহ—

শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্।
তদেব মাংসং জানীয়াৎ তস্য ভেদানপি ব্রুবে॥

রক্ত স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইলে, তাহা মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংসের যে প্রকারভেদ আছে, তাহাও কথিত হইতেছে।

অথ মাংসপেশীমাহ—

যথার্থমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ।
অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা॥

যথাযথ উষ্মযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পেশীরূপে পরিণত করে। (সূত্রাকারে পরিণত মাংস-গুচ্ছকে পেশী কহে।)

অথ মেদসঃ স্বরূপমাহ—

যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে।
তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণম্॥

যে মাংস স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই মেদ কহা যায়। মেদ অতীব গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর ও অতিবৃংহণ।

অথ মেদসঃ স্থানমাহ—

মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরেঽণ্বস্থিষু স্থিতম্।
অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥

মেদ সর্ব্বভূতের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিত, তজ্জন্যই মেদস্বীর উদর নিত্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অথাস্থ্নাং স্বরূপমাহ—

মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চাতিশোষিতম্।
তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে স সারঃ সর্ব্ববিগ্রহে॥

মেদ স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত এবং বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইলে, তাহাকেই অস্থি কহা যায়। সর্ব্বশরীরে অস্থিই সার পদার্থ।

অথ মজ্জস্বরূপমাহ—

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো ভবেদ্ঘনঃ।
যো মেদোবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে॥

স্বকীয় অগ্নি দ্বারা অস্থি পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে যে মেদোবৎ ঘন সারপদার্থ পৃথগ্ভূত হয়, তাহাকেই মজ্জা কহা যায়।

অথ মজ্জস্থানমাহ—

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ॥

মজ্জা স্থূলাস্থির মধ্যেই বিশেষরূপে অবস্থিত করে।

অথ শুক্রস্যোৎপত্তিমাহ—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥
সুশ্রুতেনানেন বচনেন শুক্রং মজ্জসম্ভবমুক্তম্।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

ইমমেব সন্দেহং দূরীকর্ত্তুমাহারাদের্গতিং পরিণামঞ্চাহ,—

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরিতঃ।
মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ॥

রস হইতে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি কিরূপে হয়, এই সন্দেহ দুরীকরণার্থ আহারাদির গতি ও পরিণাম কথিত হইতেছে।—

আহারীয় দ্রব্য প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রথমে আমাশয়ে গমন করে; উহা ছয় রস বিশিষ্ট হইলেও তথায় গিয়া মাধুর্য্য ও ফেন-ভাব প্রাপ্ত হয়।

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্।
ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্॥

বাহ্য অগ্নি যেরূপ স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, সমানবায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত জঠরাগ্নিও তদ্রূপ আমাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া থাকে।

আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ।
শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ।
শেষং কিট্টঞ্চ যৎ তস্য তৎ পুরীষং নিগদ্যতে।
সমানবায়ুনা নীতং তৎ তিষ্ঠতি মলাশয়ে॥
মূত্রস্রোতঃপথমার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ।
অপানবায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ॥
রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমানমরুতেরিতঃ।
স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ ধাতূন্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥
কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ।
তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ॥

ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ রস এবং সারহীন ভাগ মলদ্রব, সেই মলদ্রবের জলীয়াংশ শিরা দ্বারা বস্তিতে নীত হয়, তাহাকেই মূত্র কহে। আর কিট্টাংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পুরীষ কহা যায়। সেই পুরীষ বায়ু দ্বারা মলাশয়ে নীত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে। পরে সেই মূত্র ও পুরীষ উপযুক্ত সময়ে অপানবায়ু দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যথাক্রমে লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

সমান-বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস হৃদয়ে গমন করে। পরে তাহা ব্যান-বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন কুল্যা-(পয়ঃপ্রণালী)-সমূহ দ্বারা ক্ষেত্রের ওষধি সকল পুষ্ট হয়, তদ্রূপ রস দ্বারাও শরীরস্থ ধাতু সকল পুষ্ট হইয়া থাকে।

রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে:—

স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তমলশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ।
স্বং স্থূলোঽংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্॥

অয়মর্থঃ,—স্থূলোঽংশঃ স্বং যাতি যথাস্থিতস্তিষ্ঠতি। সূক্ষ্মস্ত্বংশঃ পরং দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি। তন্মলঃ রসাদি-ধাতুমলঃ। তন্মলং শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং যাতীত্যর্থঃ।

ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতো রসঃ।
অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি॥

যথা লৌকিকাগ্নিনা ইক্ষুরসঃ পচ্যতে, তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে, পচ্যমানঃ স পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরসধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি, তথা পচ্যমানাদাহাররসান্মলো নির্গচ্ছতি—স কফঃ। স চ কফঃ প্রাণানিলপ্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহার-রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি, সর্ব্বশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ পোষণ-স্নেহন-তর্পণলোম্মাকৃতসন্তাপনিবারণাদিভির্গুণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎপ্লীহকং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ স রক্তস্য রসস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথাগ্নিনা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদিক্ষুরসাৎ মলা নির্গচ্ছন্তি, তথা পুনঃ পুনঃ পচ্যমানাদাহাররসাৎ প্রতিধাতু মলং নির্গচ্ছতি। তত্র রক্তাগ্নিনা পচ্যমানান্মলং পিত্তং নির্গচ্ছতি, তচ্চ পিত্তং সমানবায়ুনা প্রেরিতং ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং পাচকাখ্যং পিত্তং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; স্থূলো ভাগো রক্তাখ্যান পিত্তেন রঞ্জিতঃ শরীরারম্ভকরক্তং পোষয়ন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকলশরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণি মাংসানি যাতি। ততো মাংসাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মাংসেষ্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি উদানবায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাদিগতং কর্ণবিট্ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ, তত্র স্থূলো ভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরারম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি। ততো মেদসোঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মেদস্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি প্রস্বেদরূপঃ, স চ

শীতঃ স্রোতস্যেব তিষ্ঠতি। শরীরোষ্মণাভিতপ্তশ্চেৎ তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গেণ রোমকূপেভ্যো বহির্যাতি। জিহ্বাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলঞ্চ মেদোমলমিত্যেকে। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি। উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিতান্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি; সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরাস্থকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽস্থ্যগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবদস্থিষ্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি। স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরাভির্মার্গেণাগত্যাঙ্গুলিষু নখাস্তনৌ লোমানি ভবন্তি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ-স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগোঽস্থীনি পুষ্ণাতি, সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গেণ মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যভ্যন্তরাণি যাতি। ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রং সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মজ্জস্থানে তিষ্ঠতি, ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলঃ নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরামার্গেণ নয়নয়োরাগতং নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ-স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি, ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্য স্থানং সকলশরীরং গত্বা শরীরাবস্থকেন শুক্রেণ সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ শুক্রাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে, পচ্যমানে তস্মিন্ মলো নাস্তি। স হি সহস্রবাধ্মাতসুবর্ণবৎ। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরাবস্থকং শুক্রং যাতি। সূক্ষ্মঃ [illegible] ওজঃ।

রস প্রত্যেক ধাতুতে পচ্যমান অবস্থায় তিন তিন ভাগে বিভক্ত হয়, যথা—স্থূলভাগ সূক্ষ্মভাগ এবং মলভাগ। স্থূলভাগ স্বকীয় ধাতুতে অবস্থিতি করে, সূক্ষ্মভাগ পরবর্ত্তী ধাতুতে গমন করে, মলভাগ তন্মলে যায়। রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুতে রস পাঁচ দিন দেড় দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে। যেমন বাহ্য অগ্নি দ্বারা ইক্ষু-রস পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আহারজাত রস শরীরারম্ভক রস ধাতুতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া সেই রসাগ্নিতে পরিপাক পায় এবং যেমন পচ্যমান ইক্ষুরস হইতে মল নির্গত হয়, সেইরূপ পচ্যমান আহার রস হইতেও মল নির্গত হইয়া থাকে; সেই রস-মলের নাম কফ। কফ প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া শরীরারম্ভক ক্লেদনাখ্য কফে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তদনন্তর সারভূত সেই পচ্যমান রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ভাগ ও সূক্ষ্ম ভাগ। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক রসেই অবস্থিতি করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করে এবং শরীরব্যাপী ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া গমন করতঃ স্নেহনাদি গুণে সকল শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে শরীরারম্ভক রক্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া তত্রত্য রক্তের সহিত মিলিত এবং পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল তথায় অবস্থিত হইয়া রক্তোষ্মায় পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান ইক্ষুবিকার হইতে যেমন বারংবার মল নির্গত হইয়া থাকে, পুনঃপুনঃ পচ্যমান আহাররস হইতেও সেইরূপ বারংবার মল নির্গত হয়। রক্তাগ্নি দ্বারা পচ্যমান সেই সূক্ষ্মাংশ হইতে আবার যে মল নির্গত হয়, তাহার নাম পিত্ত। সেই পিত্ত সমানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী-পথে শরীরারম্ভক পাচকাখ্য পিত্তে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে এবং অবশিষ্ট রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ রঞ্জকাখ্য পিত্ত দ্বারা রক্তীকৃত হইয়া শরীরারম্ভক রক্তকে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে গমনপূর্ব্বক সকল শরীরগত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শরীরারম্ভক মাংসে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া মাংসাগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান সেই আহার রস হইতে আবার যে মল নির্গত হয়, তাহা

ব্যানবায়ু দ্বারা কর্ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণমল-রূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুইভাগে বিভক্ত হয়। যথা—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ মাংসকে পুষ্ট করে এবং সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক-মেদের স্থান উদরে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া মেদ-অগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ (ঘর্ম্ম)। সেই স্বেদ শীতলাবস্থায় শিরামধ্যেই অবস্থিতি করে; কিন্তু যদি শরীরোষ্মা দ্বারা অভিতপ্ত হয়, তাহা হইলে ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। জিহ্বা দন্ত কক্ষ ও মেঢ্রাদির মলকে কেহ কেহ মেদোমল বলিয়া থাকেন। তদনন্তর সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতো-মার্গ দিয়া গমন করত সূক্ষ্মাস্থি-স্থিত মেদের পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরা-পথ দ্বারা গিয়া শরীরারম্ভক অস্থিসমূহকে পোষণ করে। তৎপরে সেই অস্থিতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ড কাল অবস্থিত হইয়া অস্থির উষ্মা দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তথায় যে মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিরাপথ দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে গিয়া নখ ও শরীরে লোমরূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ অস্থিকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দিয়া মজ্জ-স্থান অস্থির অভ্যন্তরে গমন করে। তথায় মজ্জাগ্নি দ্বারা পাঁচ দিন দেড় দণ্ডে পুনঃ পচ্য-মান হয়। তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিরা-মার্গ দিয়া নয়নদ্বয়ে গমন পূর্ব্বক নেত্রবিট্ (পিঁচুটী) ও চক্ষুঃস্নেহ রূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুইভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ মজ্জাকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শুক্রের স্থানে অর্থাৎ সকল শরীরে, গমন করিয়া শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তথায় শুক্রাগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হইয়া থাকে। শুক্রাগ্নি-পাকে তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না। যেমন সহস্রবার পোড়াইলে স্বুবর্ণ মলরহিত হয়, সেইরূপ আহাররসও পুনঃপুনঃ পাকে মল-রহিত হইয়া থাকে। পচ্যমান সারভূত মল-রহিত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল ভাগ শরীরারম্ভক শুক্রকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম ভাগ ওজোরূপে পরিণত হয়।

অথ শুক্রস্য স্বরূপমাহ—

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥

শুক্র—সোমগুণাত্মক, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবের প্রধান আশ্রয়।

অথ শুক্রস্য স্থানমাহ—

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥

ঘৃত যেমন দুগ্ধে, গুড় যেমন ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, শুক্রও সেইরূপ দেহিদিগের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে অর্থাৎ শুক্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ স্থান নাই।

অথ শুক্রস্য ক্ষরণমার্গমাহ —

দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ।
মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে॥

পুরুষের সর্ব্বাবয়বব্যাপী শুক্র ক্ষরণকালে বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুলী অন্তরে দক্ষিণভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তথা হইতে মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে।

অথার্ত্তবস্য স্বরূপমাহ

রসাদেব রজঃ স্ত্রীণাং মাসি মাসি ত্র্যহং স্রবেৎ।
তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবম্।
ঈষৎকৃষ্ণবিবর্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ॥

আহার জাত রস হইতে যেমন ক্রমে ক্রমে একমাসে পুরুষদিগের শুক্র উৎপন্ন হয়, সেই রূপ রস হইতে স্ত্রীলোকদিগের রজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রজঃ প্রতিমাসে তিনদিন করিয়া প্রস্রুত হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়সে স্ত্রীলোকদিগের রজঃপ্রবৃত্তি আরম্ভ ও পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই আর্ত্তব-শোণিত একমাসে উপচিত এবং ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া ধমনী দ্বারা যথাকালে বায়ু-কর্ত্তৃক যোনিমুখে নীত হয়।

অথ গর্ভগ্রহণযোগ্যার্ত্তবলক্ষণম্।

শশাসৃকপ্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥

শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায় যে আর্ত্তবের বর্ণ এবং যাহা কাপড়ে লাগিলে ধৌত মাত্রেই উঠিয়া যায়, সেই আর্ত্তবই প্রশস্ত অর্থাৎ গর্ভগ্রহণের যোগ্য।

অথ ধাতূনাং মলাঃ।

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোম চ।
নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ॥
নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলঞ্চ রসজং মলমিত্যেকে।

কফ, পিত্ত, কর্ণাদি-স্রোতোগত মল, ঘর্ম্ম, নখ, লোম, নেত্রবিট্ ও চক্ষুঃস্নেহ, ইহারা যথাক্রমে রসরক্তাদি ধাতুসমূহের মল। কেহ কেহ বলেন, চক্ষুঃ জিহ্বা ও গণ্ডদেশ-জাত জলও রস-মল।

অথোপধাতবঃ।

বনিতানাং প্রসূতানাং ধমনীভ্যাং স্তনৌ গতাৎ।
রসাদেব হি জায়েত স্তন্যং স্তনযুগাশ্রয়ম্॥
শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা।
মেদসস্তাপ্যমানস্য স্নেহো বা কথিতা বসা॥

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ—

স্তন্যং রজো বসা স্বেদো দন্তাঃ কেশাস্তথৈব চ।
ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতবঃ॥

প্রসূতা বনিতাদিগের আহার জাত রস স্তন্যবহ ধমনীদ্বয় দ্বারা স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় স্তন্যরূপে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মাংসের যে স্নেহভাগ তাহাকে বসা বলা যায়। তাপ্যমান মেদের স্নেহপদার্থও বসা নামে অভিহিত হয়।

শার্ঙ্গধর বলেন যে, স্তন্য, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, কেশ এবং ওজঃ ইহারা যথাক্রমে সাতটি ধাতুর সাতটি উপধাতু।

অথৌজোলক্ষণমাহ—

ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্।
সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্॥

বলং চেষ্টাপাটবম্। যৎ তু সুশ্রুতে "রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ পরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলম্" ইতি। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ। যস্মাত্রসাদোজো ভবতি স রসঃ সর্ব্বস্থানগতত্বাৎ তত্তদ্ধাতুবন্মস্তত ইতি সর্ব্বধাতূনাং স্নেহঃ ওজঃ। ক্ষীরে ঘৃতমিব তদেব বলমিতি। তৎকার্য্য-কারণয়োরভেদোপচারাৎ অভেদকথনঞ্চ চিকিৎসৈক্যার্থম্।

ওজোধাতু সর্ব্বশরীরে অবস্থিত। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থিরপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, সৌম্য এবং শরীরের বল ও পুষ্টিকারক। এস্থলে বল

শব্দের অর্থ চেষ্টা-পটুতা। সুশ্রুত বলেন, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুসমূহের যে পরম তেজোভাগ তাহাকেই ওজঃ কহে। সেই ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। এস্থলে অভিপ্রায় এই, যে রস হইতে ওজঃ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে যে যে ধাতুতে গমন করে, সেই সেই ধাতু বলিয়া তখন পরিগণিত হয়। সকল ধাতুর স্নেহভাগই ওজঃপদার্থ। দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে যেমন ঘৃতপদার্থ অবস্থিতি করে, স্নেহরূপ ওজঃপদার্থও সেইরূপ সকল ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ওজঃ বলের কারণ, অর্থাৎ ওজঃ হইতেই বলের উৎপত্তি হয়। কারণরূপ ওজঃ এবং কার্য্যরূপ বল এই উভয়ের চিকিৎসা এক বলিয়া, ওজই বল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা।
প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্।

অপর লক্ষণ। ওজোধাতু দশগুণান্বিত অর্থাৎ ইহা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, সান্দ্র (নিবিড়াবয়ব), মধুর রস, স্থিরপদার্থ, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম।

ওজশ্চ তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্॥
যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়ঃ।
যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহপ্রতিভাধৈর্য্য-লাবণ্যসুকুমারতাঃ॥

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজঃ পদার্থ তাহাই ওজঃ। হৃদয় ওজঃপদার্থের প্রধান স্থান হইলেও ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী। ওজঃ দেহস্থিতির কারণ। শরীরে ওজঃপদার্থের বৃদ্ধি হইলে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলোদয় হয়। ওজের নাশ হইলে সকলেরই নাশ হয়। ওজই জীবনের অবলম্বন। উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাব, ওজ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ততঃ স্থূলোভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাম্বার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমো ধাতুরার্ত্তবং শুক্রমষ্টমমিতি বোধিতম্।

স্থূলভাগ রস একমাসে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীগণের আর্ত্তব ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীলোকদিগের সপ্তম ধাতু আর্ত্তব ও অষ্টম ধাতু শুক্র।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শারীর-প্রকরণম্।

অথাতো দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

দ্রব্যমেব রসাদীনাং শ্রেষ্ঠং তে হি তদাশ্রয়াঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং তৎ তু ক্ষ্মামধিষ্ঠায় জায়তে॥
অম্বুযোন্যগ্নিপবন-নভসাং সমবায়তঃ।
তন্নির্ব্বৃত্তির্বিশেষশ্চ ব্যপদেশস্তু ভূয়সা॥

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। রস, বিপাক, বীর্য্য, ও প্রভাব, ইহাদের অপেক্ষা দ্রব্যই প্রধান। যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই রসাদি পদার্থ অবস্থিতি করে। দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক, তাহা পৃথিবীকে আধারীভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, জল তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং

অগ্নি পবন ও আকাশ, ইহারা দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ অর্থাৎ ইহাদের সংযোগবিশেষে দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন, কিন্তু এই পঞ্চ ভূতপদার্থের আধিক্যানুসারে দ্রব্যের বিশেষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহাতে পৃথিবীর আধিক্য থাকে, তাহা পার্থিব; যাহাতে জলের আধিক্য থাকে, তাহা জলীয়, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

তস্মান্নৈকরসং দ্রব্যং ভূতসংঘাতসম্ভবাৎ।
নৈকদোষাস্ততো রোগাস্তত্র ব্যক্তো রসঃ স্মৃতঃ।
অব্যক্তোঽনুরসঃ কিঞ্চিদন্তে ব্যক্তোঽপি চেষ্যতে॥

পঞ্চ ভূতপদার্থের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা একরসবিশিষ্ট হয় না, অর্থাৎ অনেকরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আধিক্যানুসারে রসের বিশেষ হয়, অর্থাৎ যাহাতে মধুর রসের আধিক্য থাকে, তাহা মধুর; যাহাতে অম্ল রসের আধিক্য থাকে, তাহা অম্ল, যাহাতে লবণ রসের আধিক্য থাকে, তাহা লবণ—ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হয়। যে দ্রব্যে যে রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেই দ্রব্য সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যে সকল রস অব্যক্ত থাকে, তাহাদিগকে অনুরস বলা যায়। যে রস ব্যক্তরসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলে। দ্রব্য সকল একরসবিশিষ্ট নয় বলিয়া, রোগ সকলও একদোষবিশিষ্ট হয় না। যেহেতু মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে. সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়। তবে যে রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, সেই রোগ সেই দোষজ বলিয়া কথিত হয়।

অথ দ্রব্যগত-পঞ্চপদার্থকর্ম্মাণ্যাহ

দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥

দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটি অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে।

তত্র রসাঃ।

রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণ-তিক্তোষণকষায়কাঃ।
ষড়্দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ॥
তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্।
কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে॥
যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্॥
যে রসাঃ পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
তৈক্ষ্ণ্যৌষ্ণ্যলঘুতা চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ॥
যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ।
স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা॥

মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে বলকর। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল, অম্ল অপেক্ষা মধুর রস অধিক বলপ্রদ। ইহাদের মধ্যে স্বাদু অম্ল ও লবণ রস বাতনাশক, কিন্তু কফকর। এবং তিক্ত কটু ও কষায় রস কফঘ্ন কিন্তু বায়ুজনক। আর কষায় তিক্ত ও মধুর রস পিত্তনাশক, এবং অম্ল লবণ ও কটুরস পিত্তজনক। যে সকল রস বায়ুনাশ করে, সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য লাঘব ও শৈত্য গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ুনাশে সমর্থ হয় না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও লঘুত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্ত নাশ করিতে পারে না। আর যে সকল রস শ্লেষ্মশমক, সেই সকল রসে যদি স্নেহ গৌরব

ইহা অতিসেবিত হইলে ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় এবং দেহের বল ও কান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তিক্তরসস্য গুণাঃ।

তিক্তঃ শীততৃষামূর্চ্ছা-জ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশ-দাহরক্তগদাপহঃ॥
রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ।
বাতলোঽগ্নিকরো নাসা-শোষণো রুক্ষণো লঘুঃ॥
সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূল-মন্যাস্তম্ভশ্রমার্ত্তিকৃৎ।
কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ॥

তিক্তরস শীতবীর্য্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, উৎক্লেশ (বমন-ভাব), দাহ ও রক্তদুষ্টির নাশক, রোচক কিন্তু নিজে অরোচিষ্ণু, কণ্ঠ ও স্তন্যবিশোধক, বাত-জনক, অগ্নিকর, নাসাশোষক, রুক্ষণ ও লঘু।

ইহা অতিসেবিত হইলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

কষায়রসস্য গুণাঃ।

কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা।
লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ॥
কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুস্তথা।
ত্বক্‌প্রসাদন আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ॥
জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠস্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ।
সোঽতিযুক্তো হৃদাধ্মান-হৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ॥

কষায়রস— ক্ষতপূরক, মলসংগ্রাহক, গাত্রস্তম্ভক, শরীরশোধক, লেখন (ক্ষতের উৎসন্ন মাংসের নিষ্কাশক), পীড়ক, সৌম্য, রস ও মজ্জাদির শোষক, বাতপ্রকোপক, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক, রুক্ষ, শীতল, লঘু, ত্বক্‌প্রসাদক, আমরসের স্তম্ভক ও বিশদ-গুণান্বিত।

ইহা অতিসেবিত হইলে জিহ্বার জড়তা, কণ্ঠস্রোতের বিবদ্ধতা, হনুগ্রহাদি বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

মধুরাদীনামপরে বিশেষাঃ।

মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণাচ্ছালিযবাদৃতে।
মুদ্গাদ্ গোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ॥
অম্লং পিত্তকরং প্রায়ো বিনা দাড়িমমামলম্।
লবণং প্রায়শোঽচক্ষুষ্যং [illegible] সৈন্ধবং বিনা॥
প্রায়ঃ কটু তথা তিক্তমবৃষ্যং বাতকোপনম্।
শুণ্ঠীকৃষ্ণারসোনেভ্যঃ [illegible] পটোলতঃ॥

মধুরাদি রসের অপবাদ বিশেষ বলা যাইতেছে, মধুর রস প্রায়ই কফকারক কিন্তু পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, গম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল-মাংস ইহারা শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন প্রায় অম্ল এবং অম্লরসমাত্র পিত্তকর। সৈন্ধব ভিন্ন প্রায় সমস্ত লবণরসই নেত্রের অহিতকর। শুঠ, পিপুল, রসুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন প্রায় সমস্ত কটু ও তিক্ত রস অবৃষ্য এবং বাতপ্রকোপক।

অথ গুণাঃ।

লঘুর্গুরুস্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষস্তীক্ষ্ণ ইতি ক্রমাৎ।
নভোভূবারিবাতাগ্নেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পাঁচটি পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের গুণ। আকাশের গুণ লঘু, পার্থিবের গুণ গুরু, জলের গুণ স্নিগ্ধ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং তেজের গুণ তীক্ষ্ণ।

অথ লঘ্বাদিগুণবতাং গুণাঃ।

লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ।
গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ॥
স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্।
রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্॥
শীতং [illegible] প্রায়ো [illegible]

লঘুদ্রব্য—সুপথ্য ও কফঘ্ন, ইহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

গুরুদ্রব্য—বাতনাশক, শ্লেষ্মজনক ও পুষ্টি-কারক; ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্নিগ্ধদ্রব্য—বাতহর, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য ও বলকারক।

রুক্ষদ্রব্য—অত্যন্ত বায়ুজনক ও কফ-নাশক।

তীক্ষ্ণদ্রব্য—প্রায় পিত্তকর, লেখন এবং কফবাতনাশক।

গুণাস্তু গুণা এতে বিংশতিস্তান্ বদে শৃণু।
গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ॥
পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুষ্ক আশুর্মন্দঃ স্মৃতা গুণাঃ।
তত্র গুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষতীক্ষ্ণা গুণা উক্তাঃ প্রাক্।

উপর্যুক্ত শ্লোকে বিংশতি প্রকার গুণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ লিখিত হইতেছে। যথা—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু এবং মন্দ। এই সকল গুণের মধ্যে গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পাঁচটি গুণের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্ট গুণের বিবরণ বলা যাইতেছে।

শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলবজ্জ্ঞেয়ঃ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ।
স্থিরো বাতমলস্তম্ভী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ॥
পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বিশদো বিপরীতোঽস্মাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ॥
শীতো হ্লাদনকৃৎ স্তম্ভী মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহজিৎ।
উষ্ণস্তদ্বিপরীতঃ স্যাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ॥
স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ।
দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেদ্ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে॥
দ্রবঃ প্রক্লেদনো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্বিপরীতকঃ।
আশুশ্চাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ॥
মন্দো মন্দক্রিয়োঽন্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে॥ ৩ ॥

কোমল বা কঠিন দ্রব্যে যে গুণ দ্বারা তৈলাদি স্নেহ পদার্থের সংযোগ ব্যতিরেকেও চিক্কণ হয়, তাহার সেই গুণকে শ্লক্ষ্ণ গুণ কহে। দ্রব্যের যে গুণ দ্বারা বায়ু ও মল স্তম্ভিত হয়, সেই গুণকে স্থির গুণ বলে। আর যে গুণ দ্বারা বায়ু ও মলের নিঃসরণ হয়, তাহাকে সর গুণ কহা যায়। যে গুণ দ্বারা বস্তু তন্তুল হয় (যাহা ধরিয়া তুলিলে সূতার ন্যায় দীর্ঘ হয়), সেই গুণকে পিচ্ছিল গুণ কহে। পিচ্ছিল দ্রব্য বলকর, ভগ্নসংযোজক, শ্লেষ্মজনক ও গুরু। যে গুণ দ্বারা ক্লেদনাশ হয়, তাহাকে বিশদ গুণ কহে। বিশদ দ্রব্য ক্ষতরোপক। শীতল গুণ—সুখজনক, মলাদি-পদার্থের স্তম্ভক এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহ নাশক। উষ্ণগুণ—শীতগুণের বিপরীত; ইহা পাচক। যে গুণ দ্বারা দেহের স্থৌল্য এবং স্রোতঃ সকলের অবরোধ হয়, তাহাকে স্থূল গুণ কহে। যে গুণ দ্বারা দেহের সূক্ষ্ম-ছিদ্রে বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে সূক্ষ্ম গুণ বলা যায়। দ্রব গুণ—ক্লেদকর ও ব্যাপী। শুষ্ক গুণ—দ্রব গুণের বিপরীতধর্ম্মী। জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহা চতুর্দ্দিকে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ যে গুণ দেহে আশু কার্য্যকারী হয়, তাহাকে আশু গুণ বলে। যে গুণ বিলম্বে কার্য্যকারী, তাহাকে মন্দ গুণ কহে। মন্দ গুণকে অল্প গুণ ও শিথিল গুণও কহা যায়।

গুণপ্রস্তাবাদ্দীপনাদয়ো গুণাঃ সলক্ষণা লিখ্যন্তে।

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্ দীপনং তদ্ যথা মিসিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্॥
নাগকেশরবদ্ বিদ্যাচ্চিত্রো দীপনপাচনঃ।
ন শোধয়তি যদ্ দোষান্ সমান্ নোদীরয়ত্যপি।
সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তদ্ যথামৃতা॥
কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী॥
পক্তব্যং যদপক্ত্বৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্।
নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্॥

মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ।
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ ভেদনং কটুকী যথা॥
বিপক্বং যদপক্বং বা মলাদিদ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তজ্জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা॥
অপক্বং পিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েৎ তু যৎ।
বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা॥
স্থানাদ্ বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্।
দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদালীফলং যথা॥
দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্।
গ্রাহী তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী॥
রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ ভবেৎ।
বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্ যথা বৎসকটুণ্টুকৌ॥
শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্ বলাৎ।
ছেদনং তদ্ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু॥
ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ।
লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ॥
যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ।
যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী॥
যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুর্বীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম্॥
দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাতফলমজ্জামলানি চ।
প্রবর্ত্তনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্।
জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কলিঙ্গং ক্ষয়কারি চ।
রসায়নঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্।
(যথা)—হরীতকী রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ শিলাজতু॥
পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি।
ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্॥
সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ।
বিশ্লেষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ॥
বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্॥
ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদি মদাবহম্।
আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্॥
নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্।
নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তদ্যথা মরিচং বচা॥
পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধ্বা রসবহাঃ শিরাঃ।
ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি॥
বিদাহি দ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্।
হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ॥
গৃহ্লাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংযোগবস্তুগুণান্।
পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্যহতলোহাদি॥

যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয় না অথচ অগ্নির দীপ্তি হয়, তাহাকে দীপন বলা যায়। যথা—মৌরী, (যেমন ক্ষুদ্র দীপাগ্নি চতুর্দ্দিক্ প্রদীপ্ত করে, কিন্তু স্থালীস্থ তণ্ডুলপাকে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ দীপনগুণবিশিষ্ট দ্রব্য আহারাভিলাষ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আহার পরিপাক করিতে পারে না)। যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয়, কিন্তু অগ্নির দীপ্তি হয় না, তাহাকে পাচন কহে। যেমন নাগেশ্বর। চিতা দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত।

যাহা বাতাদি দোষত্রয়কে ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দ্বারা নিষ্কাশিত করে না এবং সমভাবাপন্ন দোষ সকলকেও বৃদ্ধি পাওয়ায় না অথচ বিষম দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহা যায়। যেমন গুলঞ্চ।

যে দ্রব্য অপক্ব বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে পরিপাক করিয়া বায়ু-বন্ধ ভেদ করত মলকে অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।

যে দ্রব্য কোষ্ঠ-সংশ্লিষ্ট পক্ব বা কফ পিত্তকে পরিপাক না করিয়া অপক্ব অবস্থাতেই অধোনিষ্কাশিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যেমন সোন্দাল।

যে দ্রব্য দ্বারা গাঢ় বা শিথিল কিংবা বায়ু কর্ত্তৃক গুটিকীকৃত (গুট্‌লে) মল অধঃপাতিত হয়, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন কট্‌কী।

যাহা পক্ব বা অপক্ব মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে রেচন কহে, যেমন তেউড়ী।

যে দ্রব্য অপক্ব পিত্ত শ্লেষ্মা ও অম্লকে বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নীত করিয়া মুখমার্গ দ্বারা বহির্নিষ্কাশিত করে, তাহাকে বমন কহে। যেমন ময়না ফল।

যাহা দ্বারা সঞ্চিত মল ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নিঃসারিত হয়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন ঘোষাফল।

যে দ্রব্য দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত এবং উষ্ণত্ব গুণে দ্রবশোষক, তাহাকে গ্রাহী কহে। যেমন শুণ্ঠ, জীরে ও গজপিপ্পলী।

যে দ্রব্য রৌক্ষ্য শৈত্য কষায়ত্ব ও লঘুপাক প্রযুক্ত বায়ুকে উদ্রিক্ত করিয়া অধোগমনশীল মলকে স্তম্ভিত করে, তাহাকে স্তম্ভন কহে। যেমন কুড়্‌চি ও শোণা।

যে দ্রব্য বদ্ধ কফাদি মলসমূহকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করে, তাহাকে ছেদন কহে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

যে দ্রব্য দেহস্থ ধাতু ও মল পদার্থ সমূহকে শোষণপূর্ব্বক উল্লেখিত অর্থাৎ কৃশীকৃত করে, তাহাকে লেখন (কৃশকারক) কহে। যেমন মধু, উষ্ণ জল, বচ ও যবক্ষার।

যদ্দ্বারা স্ত্রীতে রমণোৎসাহ জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ কহে। যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, শর্করা ও শতমূলী।

যাহা দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল বলে। যেমন গোক্ষচাকুলে প্রভৃতি এবং আলকুশীবীজ।

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভেলার ফল ও মজ্জা এবং আমলকী, ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য প্রভাববশতঃ শীঘ্রই রসাদি উৎপাদন পূর্ব্বক শুক্র উৎপাদন করে এবং আধিক্য হেতু শুক্রের রেচন করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক, শুক্রের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ তাহাদের দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্রের ক্ষরণ হইয়া থাকে। বৃহতীফল ও শুক্ররেচক। জাতীফল শুক্রের স্তম্ভক, কলিঙ্গফল (তরমুজ) শুক্রশোষক।

যাহা জরা-ব্যাধিনাশক, তাহাকে রসায়ন কহে। যেমন হরীতকী, রুদন্তী গুলঞ্চ ও শিলাজতু।

যে দ্রব্য সেবিত হইলে, অগ্রে সমস্ত শরীরে নিজগুণ প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহে। যেমন ভাঙ্‌ ও আফিং।

যে দ্রব্য ধাতু সকল হইতে ওজঃপদার্থকে শোষিত করিয়া সন্ধি-বন্ধন সকলকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশী কহে। যেমন গুবাক ও কোদো ধান্য।

যে দ্রব্য তমোগুণবহুল এবং যাহা বুদ্ধি-বিনাশক, তাহাকে মদকারী (মাদক) কহে। যেমন সুরাদি মদ্য।

বিষ—ব্যবায়ী, বিকাশী, শ্লেষ্মনাশক, মদকারী, আগ্নেয়, প্রাণহর এবং যোগবাহী অর্থাৎ যাহার সংসর্গে থাকে, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

যে দ্রব্য স্বকীয় বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃসমূহ হইতে বাতাদি দোষের সর্ব্বথা নিঃসরণ করে, তাহাকে প্রমাথী কহে। যেমন মরিচ ও বচ।

যে দ্রব্য পেচ্ছিলত্ব ও গুরুত্ব নিবন্ধন রসবহ শিরা সকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব উৎপাদন করে, তাহাকে অভিষ্যন্দী কহে। যেমন দধি।

যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্লোদ্গার, পিপাসা ও হৃদয়ের দাহ উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিলম্বে পরিপাক পায়, তাহাকে বিদাহী কহে।

যোগবাহী দ্রব্য, সংসর্গি-বস্তুর গুণ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত পারদ ও লৌহাদি। ইহারা যাহার সহিত পচ্যমান হয়, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

অথ বীর্য্যম্।

[illegible]

[illegible]

শীত ও উষ্ণ গুণের আধিক্য হেতু পণ্ডিতেরা বীর্য্যকে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। যথা—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। কারণ সমস্ত ত্রিভুবনই অগ্নি ও সোমগুণাত্মক।

বীর্য্যগুণাঃ।

উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তঞ্চ কুরুতে তরাম্।
শীতং বাতকফাবেব কুরুতে পিত্তজিৎ পরম্॥

তথাচ

উষ্ণবীর্য্যং ভ্রমতৃড়্গ্লানি-স্বেদদাহাশুপাকিতাঃ।
শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ।
হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ॥

উষ্ণবীর্য্য বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও জীর্ণতাকারক। শীতবীর্য্য বাতশ্লেষ্ম-রোগোৎপাদক ও পিত্তনাশক।

অন্যচ্চ—উষ্ণবীর্য্য ভ্রম, তৃষ্ণা, গ্লানি, স্বেদ, দাহ ও আশুপাক কারক এবং বাতশ্লেষ্ম-নাশক। শীতবীর্য্য আহ্লাদক জীবনপ্র-দ, স্তম্ভক এবং রক্ত-পিত্তের প্রসন্নতাকারক।

অথ বিপাকঃ।

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ॥
স্বাদুঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটু॥

প্রায়পদেন ক্বচিৎ স্যাৎ ব্রীহেরম্লবিপাক। শিবা কষায়া মধুরা পাকে। শুণ্ঠী কটুকা মধুরা পাকে।

জঠরাগ্নিসংযোগে, ভুক্ত দ্রব্যের রসের পরিণামে যে রসান্তর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। ("প্রায়" শব্দ প্রয়োগে বুঝিতে হইবে, কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন ব্রীহি মধুর-রস, কিন্তু তাহার বিপাক অম্ল। হরীতকী কষায়-রস, তাহার বিপাক মধুর। শুণ্ঠী কটুরস, তাহার বিপাক মধুর ইত্যাদি)।

বিপাকগুণাঃ।

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ।
অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
বিশেষ এব রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ॥

মধুরবিপাক—শ্লেষ্মকারক এবং বায়ু-পিত্ত-নাশক।

অম্লবিপাক—পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্ম-রোগপ্রশমক।

কটুবিপাক—বায়ুজনক এবং কফ ও পিত্তনাশক। রস হইতে বিপাকের এইরূপ বিশেষ নির্দিষ্ট হইল।

অথ প্রভাবঃ।

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্।
দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী।
মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্।
প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ।
সমাপি কুরুতে দোষত্রিতয়স্য বিনাশনম্।
কচিৎ তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ।
জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবাজটা যথা॥

তথা নানৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এব আশ্রয়ণীয়ঃ, ন তু তত্র রসাদিকপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।

বস্তুদিগের রসাদি বিষয়ে তুল্যতা থাকিলেও যে স্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য দৃষ্ট হয়, তথায় সেই কার্য্য তাহাদের প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। যেমন দন্তী রসাদিবিষয়ে চিতার তুল্য হইলেও উহা বিরেচক। এই বিরেচন কার্য্য দন্তীর প্রভাবজ জানিবে। দ্রাক্ষা মৌলের সহিত এবং ঘৃত দুগ্ধের সহিত রসাদি বিষয়ে সমান হইলেও দ্রাক্ষা ও ঘৃত অগ্নির দীপক। আমলকী ডেলোমান্দারের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও উহা ত্রিদোষনাশক।

কোন কোন স্থলে দ্রব্য, রস বীর্য্য ও বিপাক দ্বারা কার্য্য না করিয়া কেবল মাত্র প্রভাব দ্বারাই কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সহদেবীর মূল মস্তকে বান্ধিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। (দ্রব্যের অমীমাংস্য ও অচিন্ত্য কোন প্রাসঙ্গ শক্তির নাম প্রভাব)।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ঃ।

অথ স্নেহস্বেদবিধিঃ।

অথাতঃ স্নেহবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

গুরুশীতসরস্নিগ্ধ-মন্দসূক্ষ্মমৃদুদ্রবম্।
ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরূক্ষণম্॥

অতঃপর আমরা স্নেহবিধিনামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। গুরু শীত সর স্নিগ্ধ মন্দ সূক্ষ্ম মৃদু ও দ্রব, এই সকল গুণযুক্ত যে ঔষধ, তাহা প্রায় স্নেহন, এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু উষ্ণ স্থির রূক্ষ তীক্ষ্ণ স্থূল কঠিন ও ঘন গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় বিরূক্ষণ।

সর্পির্মজ্জা বসা তৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্।
তত্রাপি চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ॥

যত প্রকার স্নেহ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলই শ্রেষ্ঠ। এই ঘৃতাদি স্নেহচতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উহা যে যে দ্রব্যের সহিত পাক হয়, তাহাদেরই গুণ প্রাপ্ত হয়, অথচ শৈত্যাদি নিজ গুণ ত্যাগ করে না, কিন্তু বসা, মজ্জা ও তৈল ইহারা সংস্কারগুণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পিত্তঘ্নাস্তে যথাপূর্ব্বমিতরঘ্না যথোত্তরম্॥

ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈল ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বটি যথাক্রমে অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পর পরটি অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্ম-নাশক। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্বটি বলায় তৈলকে, এবং পর পরটী বলায় ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তৈল কাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, অর্থাৎ তৈলের পর কিছুই নাই, এবং ঘৃত কাহারও পরবর্ত্তী নহে, অর্থাৎ ঘৃতের পূর্ব্বে অন্য দ্রব্য নাই। অতএব "যথাপূর্ব্ব" বলায় বসা পিত্তঘ্ন, মজ্জা পিত্তঘ্নতর, ঘৃত পিত্তঘ্নতম এবং "যথো-ত্তর" বলায় মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বসা বাত-শ্লেষ্মঘ্নতর এবং তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। কেহ কেহ এইরূপে ব্যাখ্যা করেন যে, যদিও পিত্ত হইতে ইতর বলায়, বাত ও শ্লেষ্মা উভয়কেই বুঝায়, তথাপি শ্লেষ্মায় স্নেহ নিষেধ থাকায়, উক্ত মজ্জাদিকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে, অথবা যদি ইতর শব্দে শ্লেষ্মারও গ্রহণ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদি শ্লেষ্মঘ্ন না বুঝিয়া দ্রব্যান্তরসংস্কৃত মজ্জাদি শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে।

ঘৃতাৎ তৈলং গুরু বসা তৈলান্মজ্জা ততোঽপি চ॥ *

ঘৃত অপেক্ষা তৈল, তৈল অপেক্ষা বসা, এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরু।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্॥

দুইটি স্নেহ দ্বারা যমক, তিনটি স্নেহ দ্বারা ত্রিবৃত এবং চারিটি স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। যেমন ঘৃত বসা, ঘৃত তৈল বা ঘৃত মজ্জা যমক-স্নেহ, এইরূপ ঘৃত তৈল বসা ত্রিবৃত-স্নেহ এবং ঘৃত তৈল বসা মজ্জা মহাস্নেহ।

স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রী ব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ।
বৃদ্ধবালাবলকৃশা রূক্ষাঃ ক্ষীণাস্ররেতসঃ।
বাতার্ত্তস্যন্দতিমির-দারুণপ্রতিবোধিনঃ।
স্নেহ্যা ন ত্বতিমন্দাগ্নি-তীক্ষ্ণাগ্নিস্থূলদুর্ব্বলাঃ॥
ঊরুস্তম্ভাতিসারাম-গলরোগগরোদরৈঃ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্লেষ্ম-তৃষ্ণামদ্যৈশ্চ পীড়িতাঃ॥
অপপ্রসূতা যুক্তে চ নস্যে বস্তৌ বিরেচনে॥

---

* ঘৃততৈলবসামজ্জ-গুরবঃ স্যুর্যথোত্তরম্, ইতি পাঠান্তরম্।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ স্নেহার্হ অর্থাৎ স্নেহ-ক্রিয়ার যোগ্য। যথা—যাহাদের স্বেদ (ভাপ্‌রা) প্রদান অথবা বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন ক্রিয়া করিতে হইবে; যাহারা মদ্যপান স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত; যাহারা চিন্তাকারী; যাহারা বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল কৃশ রুক্ষদেহ অল্পরক্ত বা অল্পশুক্র; যাহারা বাতার্ত্ত অথবা অভিষ্যন্দ বা তিমির নামক অক্ষিরোগাক্রান্ত এবং যাহারা অতি কষ্টে নেত্রোন্মীলন করে, তাহাদিগের স্নেহ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা অল্পাগ্নি বা তীক্ষ্ণাগ্নি; যাহারা অতি স্থূল বা অতি দুর্ব্বল; যাহারা ঊরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, বিষোদর, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা বা মদ্য দ্বারা পীড়িত এবং যাহারা গর্ভস্রাব করে, তাহারা স্নেহক্রিয়ার যোগ্য নহে। এবং নস্য বস্তি বা বিরেচন ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলেও স্নেহক্রিয়া নিষিদ্ধ।

> তত্র ধীস্মৃতিমেধাগ্নি-কাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্।
> গ্রন্থিনাড়ীক্রিমিশ্লেষ্ম-মেদোমারুতরোগিষু॥
> তৈলং লাঘবদার্ঢ্যার্থি-ক্রূরকোষ্ঠেষু দেহিষু।
> বাতাতপাধ্বভারস্ত্রী-ব্যায়ামক্ষীণধাতুষু॥
> রুক্ষক্লেশক্ষমাত্যগ্নি-বাতাবৃতপথেষু চ॥
> শেষৌ বসা তু সন্ধ্যস্থি-মর্ম্মকোষ্ঠরুজাসু চ।
> তথা দগ্ধাহতভ্রষ্ট-যোনিকর্ণশিরোরুজি॥

যাহারা বুদ্ধি স্মৃতি মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে স্নেহকার্য্যে ঘৃতই প্রশস্ত। যাহারা গ্রন্থি নালী-ঘা ক্রিমি শ্লেষ্মা মেদঃ ও বাত রোগে আক্রান্ত, যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করে এবং যাহাদের কোষ্ঠ ক্রূর, তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বাত আতপ পথপর্য্যটন ভারবহন স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণধাতু, যাহারা রুক্ষ-দেহ, ক্লেশসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণাগ্নি, এবং যাহাদের দেহস্রোতঃ সকল বায়ু দ্বারা রুদ্ধ, তাহাদের পক্ষে বসা ও মজ্জা প্রশস্ত। কিন্তু সন্ধি অস্থিমর্ম্ম ও কোষ্ঠ-বেদনায়, দাহ আঘাত ও ঃ বেদনায় এবং কর্ণ ও শিরোবেদনায় বসাই প্রশস্ত।

> তৈলং প্রাবৃষি বর্ষান্তে সর্পিরন্যৌ তু মাধবে।
> ঋতৌ সাধারণে স্নেহঃ শস্তোঽহ্নি বিমলে রবৌ॥

বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা, স্নেহনার্থ প্রশস্ত। কিন্তু সাধারণ ঋতুতে, অর্থাৎ বর্ষণাদি ঋতুলক্ষণ সকল যখন সমভাবে থাকে, তখন এবং দিবাভাগে ও রৌদ্রের সময় স্নেহপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। (সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহক্রিয়া বিধেয়)।

> তৈলং ত্বরায়াং শীতেঽপি ঘর্ম্মেঽপি চ ঘৃতং নিশি।
> নিশ্যেব পিত্তে পবনে সংসর্গে পিত্তবত্যপি।
> নিশ্যন্যথা বাতকফাদ্রোগাঃ স্যুঃ পিত্ততো দিবা॥

তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই এবং ঘৃত যে কেবল শরৎকালেই প্রযোজ্য, তাহা নহে. ব্যাধির অবস্থানুসারে যদি ত্বরায় স্নেহক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালেও তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বায়ুর বা পিত্তের অথবা বাতপিত্ত উভয়ের প্রকোপস্থলে কিংবা তজ্জনিত রোগে, গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃত প্রয়োগ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃতপ্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মজনিত রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে তৈল প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ হইয়া থাকে।

> যুক্ত্যাবচারয়েৎ স্নেহং ভক্ষ্যাদ্যন্নেন বস্তিভিঃ।
> নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণৈঃ॥

ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ যুক্তি অনুসারে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি অন্নের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, মূর্দ্ধতর্পণ (শিরোবস্তি), কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে উহা প্রয়োগ করিবে।

> দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরষ্টাভির্যামৈর্জীর্য্যন্তি যাঃ ক্রমাৎ।
> হ্রস্বমধ্যোত্তমা মাত্রাস্তাস্তাভ্যশ্চ লঘীয়সীম্॥
> কল্পয়েদ্বীক্ষ্য দোষাদীন্ প্রাগেব তু হ্রসীয়সীম্।
> হ্যস্তনে জীর্ণ এবান্নে স্নেহোঽচ্ছঃ শুদ্ধয়ে বহুঃ॥
> শমনঃ ক্ষুদ্বতোঽনন্নো মধ্যমাত্রশ্চ শস্যতে॥

ধূম ও ধূলি ত্যাগ করিবে; বমন বিরেচনাদি সকল কর্ম্মেই এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই বিধি। কিন্তু শমনের জন্য স্নেহপান করিলে বিরিক্তবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে অর্থাৎ বিরেচনে যেমন পেয়াদি ব্যবস্থেয়, শমনার্থ স্নেহপানেও সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য।

ত্র্যহমচ্ছং মৃদৌ কোষ্ঠে ক্রূরে সপ্তদিনং পিবেৎ।
সম্যক্ স্নিগ্ধোঽথবা যাবদতঃ সাত্মীভবেৎ পরম্ ॥

কোষ্ঠ মৃদু হইলে তিন দিন এবং ক্রূর হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত অচ্ছ স্নেহ পান করিবে। কিন্তু ইহাই যে নিয়ম, তাহা নহে; যতদিন পর্য্যন্ত স্নিগ্ধলক্ষণ সম্যক্ উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। অতএব সপ্তাহের পরও স্নেহপান বিধেয়, কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যরা সাত দিনের পর স্নেহপান করিতে হইলে, এক এক দিন বাদে বাদে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধলক্ষণ প্রকাশের পরও অধিক দিন স্নেহপান করিলে ঐ স্নেহ সাত্মীভূত (অভ্যস্ত) হওয়ায়, তাহাতে কোন ফল দর্শে না, অর্থাৎ সাত্মীভূত স্নেহ মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না। (মৃদু ও ক্রূর কোষ্ঠের বিষয় লিখিত হইল, সংগ্রহে মধ্য কোষ্ঠে ছয় দিন পর্য্যন্ত স্নেহপানের বিধি আছে)।

অথাতঃ স্বেদবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

স্বেদস্তাপোপনাহোষ্ম-দ্রবভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ।
তাপোঽগ্নিতপ্তবসন-ফালহস্ততলাদিভিঃ ॥

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। তাপ, উপনাহ, উষ্ম ও দ্রবভেদে স্বেদ চারি প্রকার। বস্ত্র লৌহফাল ও হস্ততলাদি অগ্নিতপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে তাপস্বেদ কহে।

উপনাহো বচাকিণ্ব-শতাহ্বাদেবদারুভিঃ।
ধান্যৈঃ সমস্তৈর্গন্ধৈশ্চ রাস্নৈরণ্ডজটামিষৈঃ ॥
উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহ-চুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈঃ।
কেবলে পবনে শ্লেষ্ম-সংসৃষ্টে সুরসাদিভিঃ ॥
পিত্তেন পদ্মকাদ্যৈস্তু সাল্বণাখ্যৈঃ পুনঃপুনঃ ॥

উপনাহঃ—উপনহ্যতে বধ্যতে চর্ম্মপট্টাদিনেত্যর্থঃ নামাস্ত্যোপনাহ ইতি। সাল্বণ ইত্যস্য চ তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধং নাম। তথা চ ধন্বন্তরিঃ ;—

* কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানূপৌদকমাংসশ্চ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ সাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ইতি উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহচুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈরিতি বিশেষি স্বেদেষু যোজ্যম্।

কেবল বায়ুর প্রকোপে বচ, কিণ্ব (মদের বক্‌কাল), শুলফা, দেবদারু, ধান্য (তিল তিসি মাষকলাই প্রভৃতিও গ্রহণীয়), সমস্ত গন্ধদ্রব্য, রাস্না, এরণ্ডমূল, জটামাংসী ও মাংস ইহাদিগকে শিলাপিষ্ট, অধিক-লবণ-মিশ্রিত, ঘৃতাদি স্নেহ, চুক্র (অম্ল তক্র) ও দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত এবং উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পূর্ব্বোক্ত সুরসাদি গণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ এবং ঈষৎ পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পদ্মকাদি গণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। সেই স্বেদদ্বয়েও লবণ ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ স্বেদের নাম উপনাহ। তন্ত্রান্তরে ইহাকে সাল্বণ স্বেদও কহিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে উষ্ণ প্রলেপ অর্থাৎ পুলটিস্ বলে।

স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্যৈর্মৃদুভিশ্চর্ম্মপট্টেরপূতিভিঃ।
অলাভে বাতজিৎপত্র কৌশেয়াবিকশাটকৈঃ।
রাত্রৌ বদ্ধং দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্ ॥

কোন অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ দিয়া মৃদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্র বা রেশমী বস্ত্র, কিংবা কম্বলাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখাকে উপনাহ-স্বেদ কহে। রাত্রিকৃত বন্ধন দিবায় খুলিবে এবং দিনকৃত বন্ধন রাত্রিতে খুলিয়া দিবে।

উষ্মা তূৎকারিকালোষ্ট্র-কপালোপলপাংশুভিঃ।
পত্রভঙ্গেন ধান্যেন করীষসিকতাতুষৈঃ ॥
অনেকোপায়সন্তপ্তৈঃ প্রয়োজ্যো দেশকালতঃ ॥

---

* ইহার অনুবাদ বাতব্যাধিতে দ্রষ্টব্য।

যবমাষৈরণ্ডবীজাতসীকুসুম্ভবীজাদিভিঃ পিষ্টস্বিন্নৈ-ল পূপিকাকৃতিভিঃ স্বেদনোপায়ঃ সা উৎকারিকা।

উৎকারিকা (স্বিন্ন ও পিষ্ট যব-গোধূমাদি দ্বারা নির্ম্মিত মোহনভোগের ন্যায় আকৃতি-বিশেষ), লোষ্ট্র, খাপ্‌রা, প্রস্তর বা ধূলি কিংবা পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুঁটেচূর্ণ, বালুকা বা তুষ, ইহাদিগকে নানা উপায়ে সন্তপ্ত করিয়া যে স্বেদ প্রদান করা যায়, তাহার নাম উষ্মস্বেদ। উষ্মস্বেদ দেশ, কাল ও দোষানুসারে নানা প্রকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যথা—উপরি-উক্ত দ্রব্যদিগকে উষ্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে উষ্মা উঠে, সেই উষ্মা দ্বারা স্বেদ, অথবা গোময়াদিকে পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে কিংবা ঐ সকল বস্তুকে কুম্ভাদি পাত্রে রাখিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে অতি উষ্ণ করিবে এবং রোগিকে কোন নিবাতদেশে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলাদি আবরণে আবৃত করিবে, তৎপরে ঐ পাত্রের মুখ ক্রমে ক্রমে খুলিবে এবং তদুদ্ভূত বাষ্প দ্বারা স্বেদ অর্থাৎ ভাপ্‌রা দিবে। এইরূপ নানা প্রকারে উষ্মস্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

শিগ্রুশীবণকৈরণ্ড-করঞ্জসুরসার্জ্জকাৎ।
শিরীষবাসাবংশার্ক-মালতীদীর্ঘবৃন্ততঃ॥
পত্রভঙ্গৈর্বচাদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ।
দশমূলেন চ পৃথক্ সহিতৈর্বা যথামলম্॥
স্নেহবদ্ভিঃ সুরাশুক্ত-বারিক্ষীরাদিসাধিতৈঃ
কুম্ভীর্গলন্তীর্নাড়ীর্বা পূরয়িত্বা রুজার্দ্দিতম্।
বাসসাচ্ছাদিতং গাত্রং স্নিগ্ধং সিঞ্চেদ্ যথাসুখম্।

সজিনা, বেণা, ভেরেণ্ডা, করঞ্জ, নিসিন্দা, শ্বেততুলসী, শিরীষ, বাসক, বংশ, আকন্দ, মালতী ও শ্যোনাগাছ, ইহাদের পত্রসমূহ, বচাদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ, আনূপ ও বারিজ মাংস এবং দশমূল ইহাদের মধ্যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সমস্ত গুলিকে, দোষানুসারে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুরা, শুক্ত, জল বা দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, হাঁড়ি গর্গরা অথবা বাঁশের নলের মধ্যে পূরিয়া সহনত উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পীড়িত অঙ্গে সেচন করিবে। সেচনের পূর্ব্বে সেই পীড়িত অঙ্গ স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে হইবে।

তৈরেব বা দ্রবৈঃ পূর্ণং কুণ্ডং সর্ব্বাঙ্গগেঽনিলে।
অবগাহ্যাতুরস্তিষ্ঠেদর্শঃকৃচ্ছ্রাদিরুক্ষু চ॥

সর্ব্বাঙ্গবাত কিংবা অর্শঃ বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগগ্রস্ত রোগী পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রবপূর্ণ কোন কুণ্ডে (টবে) অবগাহন করিয়া অবস্থিতি করিবে। ইহাই দ্রবস্বেদ।

নির্বাতেঽন্তর্বহিঃস্নিগ্ধো জীর্ণান্নঃ স্বেদমাচরেৎ।
ব্যাধিব্যাধিতদেশর্ত্তু-বশান্মধ্যবরাবরম্॥

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে, রোগ, রোগী, দেশ ও ঋতু অনুসারে নিবাত স্থানে হীন, মধ্য বা উৎকৃষ্ট স্বেদ লইবে।

কফার্ত্তো রুক্ষণং রুক্ষং রুক্ষস্নিগ্ধং কফানিলে।
আমাশয়গতে বায়ৌ কফে পক্বাশয়াশ্রিতে।
রুক্ষপূর্ব্বং তথা স্নেহপূর্ব্বং স্থানানুরোধতঃ॥

কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ স্নেহপান ও স্নেহমর্দ্দন দ্বারা অন্তর্ব্বাহিঃ স্নিগ্ধ না হইয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। কফবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ, কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ লইবে এবং স্থানানুরোধে অর্থাৎ আমাশয়গত বাতে অগ্রে রুক্ষ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ ও পক্বাশয়গত কফে অগ্রে স্নিগ্ধ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ রুক্ষ স্বেদ লইবে। কারণ আমাশয় কফের স্থান এবং বায়ু তথায় আগন্তু, অতএব কফশান্তির নিমিত্ত অগ্রে রুক্ষ ও বায়ুশান্তির জন্য পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদাতব্য। পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, অতএব বায়ুশান্তির জন্য অগ্রে স্নিগ্ধ পশ্চাৎ কফশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রযোজ্য।

অল্পং বঙ্ক্ষণয়োঃ স্বল্পং দৃঙ্মুষ্কহৃদয়ে ন বা।
শীতশূলক্ষয়ে স্বিন্নো জাতেঽঙ্গানাঞ্চ মার্দ্দবে।
স্যাচ্ছনৈর্মৃদিতঃ স্নাতস্ততঃ স্নেহবিধিং ভজেৎ॥

বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচ্‌কিস্থানে) অল্প স্বেদ দিবে এবং চক্ষু, মুষ্ক ও হৃদয়ে অতি অল্প মাত্র স্বেদ

দিবে, অথবা একবারেই দিবে না। যখন শীত ও বেদনার ক্ষয় এবং অঙ্গের কোমলতা জন্মে তখনই জানিবে, পুরুষ স্বিন্ন হইয়াছে। স্বিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া দিবে এবং তাহাকে উষ্ণোদকে স্নান ও স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে।

> ন স্বেদয়েদতিস্থূল-রুক্ষদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতান্।
> স্তম্ভনীয়ক্ষতক্ষীণ-ক্ষামমদ্যবিকারিণঃ॥
> তিমিরোদরবীসর্প-কুষ্ঠশোষাঢ্যরোগিণঃ।
> পীতদুগ্ধদধিস্নেহ-মধূন্ কৃতবিরেচনান্॥
> দগ্ধভ্রষ্টগুদগ্লানি-ক্রোধশোকভয়ান্বিতান্।
> ক্ষুত্তৃষ্ণাকামলাপাণ্ডু-মেহিনঃ পিত্তপীড়িতান্।
> গর্ভিণীং পুষ্পিতাং সূতাং মৃদু চাত্যয়িকে গদে॥

অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয়, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, মদ্যরোগী এবং তিমির (নেত্র-রোগ বিশেষ), উদর বিসর্প কুষ্ঠ শোষ ও বাতরক্ত রোগী, দুগ্ধ দধি স্নেহ ও মধুপায়ী, কৃতবিরেচন, ক্ষারাগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধগুদ, অতিসার বেগে ভ্রষ্টগুদ, গ্লানি ক্রোধ শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কামলা, পাণ্ডু ও মেহ রোগী, পিত্তপীড়িত এবং গর্ভিণী, ঋতুমতী ও প্রসূতা স্ত্রী, ইহাদিগকে স্বেদ দিবে না। তবে যখন বিসূচিকাদি বা বিপজ্জনক রোগ হইবে, তখন মৃদু-স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

> স্বেদো হিতস্ত্বনাগ্নেয়ো বাতে মেদঃকফাবৃতে।
> নিবাতং গৃহমায়াসো গুরু প্রাবরণং ভয়ম্॥
> উপনাহাহবক্রোধ-ভূরিপানং ক্ষুধাতপঃ॥

মেদ ও কফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ যথা,—নিবাত গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু আবরণ, ভয়, উপনাহ, যুদ্ধ, ক্রোধ, ভূরি মদ্যপান, ক্ষুধা ও সূর্য্যাতপ। (উপনাহ দুই প্রকার—আগ্নেয় ও অনাগ্নেয়। পূর্ব্বোক্ত বচ ও কিণ্বাদি দ্বারা যে উপনাহ, তাহাকে আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্য মৃদু ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্রাদি দ্বারা কোন অঙ্গ বাঁধিয়া রাখাকে অনাগ্নেয় স্বেদ কহে)।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্নেহস্বেদবিধিঃ।

অথ পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

পঞ্চকর্ম্মাণি।

> প্রথমং বমনং পশ্চাদ্বিরেকশ্চানুবাসনম্।
> এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি নিরূহো নাবনং তথা॥

বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ ও নাবন (নস্য), এই পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসার অঙ্গীভূত। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

তত্র বমনবিধিঃ।

> শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্।
> বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
> বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্।
> তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥
> বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌ শ্লীপদেহর্ব্বুদে।
> হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহেহজীর্ণভ্রমেষু চ।
> বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
> অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু॥

নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে।
গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা॥
মেদোগদেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ ভিষক্॥
(স্তন্যরোগে দুষ্টস্তন্যপানজনিতে বালস্য রোগে।

শরৎ বসন্ত ও বর্ষা এই ঋতুত্রয়, বমন ও বিরেচনের প্রশস্ত কাল। যাহার বল আছে, যাহার দেহ কফব্যাপ্ত, যে বমনবেগাদি দ্বারা নিপীড়িত, বমন যাহার দেহানুকূল ও যে ব্যক্তি ধীরচিত্ত, তাহাকেই বমন করাইবে। বিষদোষে, বালকের দুষ্টস্তন্যপান-জনিত রোগে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্লীপদে অর্থাৎ গোদরোগে, অর্ব্বুদ পীড়ায় (আব্ রোগে), হৃদ্রোগে এবং কুষ্ঠ বিসর্প মেহ অজীর্ণ ভ্রম বিদারিকা অপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধি অপস্মার জ্বর উন্মাদ রক্তাতিসার এবং নাসা তালু ও ওষ্ঠপাক কর্ণস্রাব অধিজিহ্বক গলশুণ্ডী অতীসার পিত্তশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি মেদোরোগ ও অরুচি এই সকল রোগে বমন হিতকর।

ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ।
নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ ন স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ॥
মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ।
উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দঃ কেবলানিলী॥
পাণ্ডুরোগী ক্রিমিব্যাপ্তঃ পবনাৎ স্বরনাশবান্।
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বম্যা যে বিষপীড়িতাঃ॥
কফব্যাপ্তাশ্চ তে বম্যা মধুকক্বাথপানতঃ॥
(দুক্তরুক্ষকর্কশদ্রব্যো দুশ্ছর্দ্দঃ।)

তিমিররোগ (নেত্ররোগ বিশেষ) গুল্ম ও জঠর রোগ থাকিলে এবং কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী স্ত্রী, স্থূলকায়, ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহিত (যাহাদের নিরূহণ ক্রিয়া—পিচ্‌কারী দেওয়া হইয়াছে), উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগরক্তপিত্ত-রোগাক্রান্ত, দুশ্ছর্দ্দ্য (রুক্ষ ও কর্কশ দ্রব্য ভোজনেও যাহাদের বমন হয় না), কেবল বায়ুপ্রবল, পাণ্ডুরোগী, ক্রিমিরোগী এবং বাতজনিত স্বরভেদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ অজীর্ণ ব্যথিত, বিষপীড়িত ও প্রবল-কফান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও যষ্টিমধুর (কাহারও মতে—মৌলফুলের) ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান যাইতে পারে।

সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ।
পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীরতক্রদধীনি চ॥
অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনাম্।
স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে॥
বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধুনা হিতম্।
বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্ বিপরীতং বিরেচনম্॥

কোমলাঙ্গ, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ, দুগ্ধ, দধি বা তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। প্রথমে অপ্রিয় ও কফজনক ভোজ্য দ্বারা বমনার্হ ব্যক্তির দোষ সকলকে উৎক্লেশিত অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ করাইয়া, স্নেহস্বেদ প্রয়োগানন্তর বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বমন সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বমনকারক ঔষধের মধ্যে মধুসংযুক্ত সৈন্ধব হিতকর। অরুচিজনক দ্রব্য বমনার্থ প্রয়োজ্য। রুচিকর দ্রব্য বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়।

ক্বাথ্যদ্রব্যস্য তু চবা পায়য়িত্বা জলাঢকে।
অৰ্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষবচারয়েৎ॥
ক্বাথপানে নব প্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী॥
বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে।
অৰ্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ॥
(অৰ্দ্ধত্রয়োদশপলং সার্দ্ধষট্‌কম্।)

অৰ্দ্ধসের পরিমিত ক্বাথ্যদ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল উপযুক্ত মাত্রায় বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। এই ক্বাথ-জলপানের জ্যেষ্ঠ মাত্রা ৯ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ৬ প্রস্থ, কনিষ্ঠ মাত্রা ৩ প্রস্থ। বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায় সাড়ে ছয় পলে এক প্রস্থ গণ্য হইয়া থাকে। (এক্ষণকার লোকের অগ্নিবল অতি কম, সুতরাং কনিষ্ঠ মাত্রা অপেক্ষাও অনেক কমমাত্রায় ক্বাথজল বমনার্থ ব্যবহার্য্য।)

কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্।
মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎ কনীয়স্তু পলং ভবেৎ॥

বমনের জন্য কল্ক চূর্ণ ও অবলেহের প্রধান মাত্রা ৩ পল, মধ্যম মাত্রা ২ পল এবং কনিষ্ঠ মাত্রা ১ পল। (এরূপ মাত্রাও এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না)।

বমনে চাষ্টবেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্তু তে।
ষড়্‌বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারস্ত্ববরে মতাঃ॥

বমনের অষ্টবেগ অর্থাৎ ৮ বার বমি হইলে শ্রেষ্ঠবেগ বলা যায়, ইহাতে শেষবেগে পিত্ত উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে। ৬ বেগ মধ্যম ও ৪ বেগ অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়।

কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জয়েৎ।
স্বাদ্বম্ললবণস্নিগ্ধোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্।
কৃষ্ণা-রাটফলং সিন্ধুঃ কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
পটোলবাসানিম্বাংশ্চ পিত্তে শীতজলৈঃ পিবেৎ॥
সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ।
অর্কমূলত্বচশ্চূর্ণং পিবেৎ কফবিষার্দ্দিতঃ॥
অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎ সুধীঃ॥
(রাটফলং মদনফলম্।)

কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা কফকে, স্বাদু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা পিত্তকে, স্বাদু লবণ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট কফকে জয় করিবে। কফাধিক্যে পিপুল, ময়নাফল ও সৈন্ধব লবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ব্যবস্থা করিবে। পিত্তাধিক্যে পটোলপত্র বাসক ও নিমছাল শীতল জলের সহিত ব্যবস্থেয়। বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় দুগ্ধের সহিত ময়নাফল সেব্য। কফ ও বিষার্দ্দিত ব্যক্তির পক্ষে বমনার্থ আকন্দমূলচূর্ণ (২।৩ মাষা) ব্যবস্থেয়। অজীর্ণ রোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধবলবণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

প্রসেকো হৃদগ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দুশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ।
অতিবান্তে ভবেৎ তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারো বিসংজ্ঞতা॥
জিহ্বানিঃসরণঞ্চাক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ।
রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে॥
(হনুসংহতিঃ হন্বোরমিলনম্।)

অসম্যক্ বমনে প্রসেক অর্থাৎ মুখাদি হইতে জলস্রাব, হৃদয়-বেদনা, কোঠ (বোলতা দংশনজনিত শোথের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলোৎপত্তি) ও কণ্ডু উপস্থিত হয়। আর অধিক মাত্রায় বমন করাইলে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞাহীনতা, জিহ্বার বহির্নিঃসরণ, চক্ষুর ব্যাবর্ত্তন (উল্টাইয়া যাওয়া), হনুদ্বয়ের অসম্মিলন, রক্তবমন, নিষ্ঠীবন ও কণ্ঠপীড়া হইয়া থাকে।

বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্বিরেচনম্
বমনেনাতিবৃষ্টায়াং জিহ্বায়াং সম্প্রবেশনম্।
স্নিগ্ধাম্ললবণৈর্হৃদ্যৈর্ঘৃতক্ষীররসৈর্হিতৈঃ।
ফলান্যম্লানি খাদেযুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ॥
নিঃসৃতান্তু তিলদ্রাক্ষা-কল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ।
ব্যাবৃত্তেঽক্ষিণি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠীবমুপাচরেৎ॥
ধাত্রীরসাঞ্জনোশীর-লাজচন্দনবারিভিঃ।
মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্॥
শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ।
হৃৎকণ্ঠশিরসাং শুদ্ধির্দীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্॥
কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্‌বান্তস্য লক্ষণম্।
[illegible]
কণ্ঠ্যঞ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ।
[illegible]
[illegible]
অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ॥

অধিক বমন হইতে থাকিলে মৃদুবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমন হেতু জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে অম্ল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরসের স্নিগ্ধ কবল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং তাহার সম্মুখে অন্যান্য ব্যক্তিকে অম্ল ভক্ষণ করাইবে। জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িলে তিল ও দ্রাক্ষা বাটিয়া জিহ্বায় লেপন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। চক্ষু উল্টাইয়া গেলে তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া এবং ধীরে ধীরে টিপিয়া প্রকৃতভাবে স্থাপিত করিবে। হনুসন্ধি শিথিল হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও নস্য

প্রদান করিবে। অতি বমনে যদি রক্তনিষ্ঠীবন হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত-বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসাঞ্জন, বেণার মূল, খৈ ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের জলে মন্থ প্রস্তুত করিয়া সেই মন্থ, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত পান করিতে দিবে। তাহাতে তৃষ্ণা প্রভৃতি বমনোপদ্রব সমস্ত প্রশমিত হইবে। হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, দেহের লঘুতা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার নাশ এই গুলি সম্যক্ বমনের লক্ষণ। বমনান্তে রোগির ক্ষুধা হইলে অপরাহ্নে মুগের দাল, ষষ্টিক বা শালি তণ্ডুলের অন্ন ও জাঙ্গলমাংসের যূষ ভোজন করিতে দিবে। সুচারুরূপে বমনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখ-দৌর্গন্ধ্য, কণ্ডু ও গ্রহণীদুষ্টিজনিত অজীর্ণ কখনই পীড়াদায়ক হইতে পারে না। বান্ত ব্যক্তি এক দিবস দুষ্পাচ্য আহার, শীতল জল, ব্যায়াম, মৈথুন, তৈলাদি ম পরিত্যাগ করিবে।

অথ বিরেচনবিধিঃ।

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দত্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্।
অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ॥
মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্ বা প্রবাহিকাম্।
অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ॥
ঋতৌ বসন্তে শরদি দেহশুদ্ধ্যৈ বিরেচয়েৎ।
অন্যদাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্ বুধঃ॥
পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভূতে গদে তথা।
উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধৌ বিশেষতঃ॥
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ।
শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ॥
বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ।
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী॥
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী।
শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যো বিজানতা॥
জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী॥
অর্শঃপাণ্ডূদরগ্রন্থি-হৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ।
যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ॥
বিদ্রধিচ্ছর্দ্দিবিস্ফোট-বিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ।
কর্ণনাসাশিরোবক্ত্র-গুদমেঢ্রাময়ান্বিতাঃ॥
প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ ক্রিমিক্ষারানলার্দ্দিতাঃ।
শূলিনো মূত্রাঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ॥

বমনার্হ ব্যক্তিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করণানন্তর বমন করাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। অগ্রে বমন না করাইয়া বিরেচন করাইলে, কফ অধঃপতিত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে অগ্নিমান্দ্য, দেহের গুরুতা অথবা প্রবাহিকারোগ উৎপন্ন হয়। একারণ অগ্রে বমন করান কর্ত্তব্য। অথবা পাচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আম ও কফের পরিপাক করাইয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। দেহশুদ্ধির জন্য বসন্ত ও শরৎকালে বিরেচন করাইবে, কিন্তু প্রাণসঙ্কট স্থলে অন্য ঋতুতেও শোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পিত্তের আধিক্যে, আমজনিত পীড়ায়, জঠররোগে ও উদরাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন কর্ত্তব্য। লঙ্ঘন বা পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত হইলে বরং তাহা কদাচিৎ কুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা শোধিত হইলে দোষ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার আর পুনরুদ্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভীরু, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলকায়, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা, মন্দাগ্নিযুক্ত, মদাত্যয়রোগাক্রান্ত, শল্য*পীড়িত ও রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন দেওয়া নিষিদ্ধ।

---

* যে কোন বস্তু শরীর ও মনের পীড়াদায়ক, তাহাকেই শল্য বলা যায়। সুতরাং বহিঃস্থ কণ্টকাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়াদায়ক হইলে তাহাদিগকেও শল্য বলা যাইতে পারে এবং শরীরস্থ রস রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি পদার্থ সকলও প্রদুষ্ট হইয়া পীড়াকর হইলে তাহারাও শল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

করিবে। এরণ্ডতৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়। চিনি ও দুগ্ধের সহিত গোলাপফুল অথবা নারিকেল জলের সহিত সোণামুখী সেবন করিলে বিরেচন হয়। বর্ষাকালে দ্রাক্ষার ক্বাথ ও মধু সহিত তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঠ বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়; শরৎকালে দ্রাক্ষার শীতল ক্বাথের সহিত তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সেব্য। হেমন্তকালে উষ্ণ জলের সহিত তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, এলাইচ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী সেবনীয়। শীত ও বসন্ত কালে মধুর সহিত পিপুল, শুঠ, সৈন্ধব লবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য বিরেচনার্থ ব্যবস্থা করিবে। গ্রীষ্মকালে তেউড়ী ও চিনি সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া প্রযোজ্য।

অভয়ামোদকঃ।

অভয়া মরিচং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গামলকানি চ।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্ পত্রং মুস্তমেব চ।
এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ;
ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্গুণা চাত্র শর্করা॥
মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।
একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্॥
তাবদ্ বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে।
পানাহারবিহারেষু ভবেন্নিযন্ত্রণঃ সদা॥
বিষমজ্বরমন্দাগ্নি-পাণ্ডুকাসভগন্দরান্।
দুর্নামকুষ্ঠগুল্মার্শো-গলগণ্ডভ্রমোদরান্॥
বিদাহপ্লীহমেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্।
বাতরোগাংস্তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্॥
পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘন-জঙ্ঘোদররুজং জয়েৎ।
সততং শীলনাদেষাং পলিতানি প্রণাশয়েৎ।
অভয়ামোদকা হ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ॥

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, মুতা, প্রত্যেক এক এক ভাগ, দন্তীমূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ৮ ভাগ ও চিনি ৬ ভাগ; এই সমুদয়ের চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—শীতলজল। ইহা সেবন করিয়া যে পর্য্যন্ত না উষ্ণজল পান বা উষ্ণক্রিয়া করিবে, সে পর্য্যন্ত বিরেচন হইবে। এই মোদক সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ, কাস, ভগন্দর, অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী।
সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্বুধঃ।
নির্ব্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ।
শীতাম্বু ন স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণনীরং পিবেন্মুহুঃ॥

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় শীতল জলে ধৌত করত কোন সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবে; পুনঃপুনঃ তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে; নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিতি করিবে। বাহ্যের বেগ উপস্থিত হইলে বেগ ধারণ করিবে না, শয়ন করিয়া থাকিবে না, কদাচ শীতল জল স্পর্শ করিবে না, পুনঃপুনঃ ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে।

দুর্ব্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলরুক্।
পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবম্॥
বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দিশ্চ জায়তে।
তৎ পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্ত্বা স্নিগ্ধঞ্চ রেচয়েৎ॥
তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তোঽগ্নির্লঘুতা ভবেৎ।
বিরেকস্যাতি যোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ॥
শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্।
মেদোনিভং জলাভাসং রক্তং বাপি বিরিচ্যতে॥
তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্ত্বা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ।
মধুমিশ্রৈস্তথা শীতৈঃ কারয়েদ্ বমনং মৃদু॥
সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেণ বা।
পিষ্টো নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্॥
অজাক্ষীরং রসং বাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা।
শালিভিঃ ষষ্টিকৈঃ স্বল্পং মসূরৈর্বাপি ভোজয়েৎ॥
শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্॥

বিরেচনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত না হইলে নাভিদেশের স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে শূলবৎ বেদনা, মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা, গাত্রে কণ্ডু ও

মণ্ডলাকারচিহ্নোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, দাহ, আহারে অরুচি, উদরাধ্মান, ভ্রম ও বমি উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে স্নিগ্ধ পাচন সেবন করাইয়া দোষের পরিপাক করত পুনর্ব্বার তাহার বিরেচন করাইবে। ইহাতে উপদ্রব সকলের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি ও দেহের লঘুতা হইবে। অধিক পরিমাণে বিরেচন হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ, উদরে শূলবৎ বেদনা ও অতিশয় কফনিঃসরণ হয় এবং মাংসধাবন-জলবৎ বা মেদোনিভ অথবা শুক্লজলসদৃশ কিংবা রক্ত ভেদ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে শীতল জলে রোগির শরীর সিক্ত করত মধুমিশ্রিত শীতল তণ্ডুলোদক পান করাইয়া মৃদু বমন করাইবে এবং আমের ছাল, দধি বা সৌবীরকে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে; তাহাতে উগ্র অতিসার নিবৃত্ত হইবে। পথ্যার্থ—ছাগদুগ্ধ কিংবা তিত্তির, বটর ও চকোর প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষির বা হরিণের মাংসের যূষ, মসুর কলায়ের যূস, শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ব্যবস্থা করিবে এবং মলসংগ্রাহি শীতবীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা ভেদ নিবারণ করিবে।

লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমং গতেঽনিলে।
সুবিরিক্তং নরং জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদো বহ্নিদীপনম্।
ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্ রেচনসেবণাৎ ॥
প্রবাতসেবাং শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্।
ব্যায়ামং মৈথুনঞ্চৈব ন সেবেত বিরেচিতঃ ॥
শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্।
জঙ্গালবিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্ ॥
বিরেকান্তৌষধে পীতে সম্যগ্ যো ন বিরিচ্যতে।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা তত্র সৈন্ধবং দোষশান্তয়ে ॥

দেহের লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা ও বায়ুর অনুলোম হইলে বুঝিবে যে, বিরেচন ক্রিয়া সম্যক্ সম্পাদিত হইয়াছে। এবং সম্যক্ বিরেচন হইলে রাত্রিকালে সেই বিরেচিত ব্যক্তিকে পাচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিরেচন সেবনে ইন্দ্রিয় সকলের বল, বুদ্ধির নির্ম্মলতা, অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর স্থিরতা ও বয়সের স্থৈর্য্য হইয়া থাকে। বিরেচিত ব্যক্তির প্রবাত সেবন, শীতল জলপান, তৈলাদি মর্দ্দন, দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম ও মৈথুন সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। শালি ষষ্টিক ও মুদ্গাদি দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া বিরেচিত ব্যক্তিকে ভোজন করিতে দিবে। তাহার পক্ষে হরিণাদি জঙ্গাল পশুর ও লাব-তিত্তিরাদি বিষ্কির পক্ষির মাংস-যূষের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্নও হিতকারী। বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া যদি সম্যক্ বিরেচন না হয়, তাহা হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধব লবণ পান করাইবে।

অথাতো বস্তিবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বাতোল্বণেষু দোষেষু বাতে বা বাস্তিরিষ্যতে।
উপক্রমাণাং সর্ব্বেষাং সোঽগ্রণীস্ত্রিবিধশ্চ সঃ ॥
নিরূহোঽনুবাসনো বস্তিরুত্তরস্তেন সাধয়েৎ।
গুল্মানাহখুড়প্লীহ-শুদ্ধাতীসারশূলিনঃ ॥
জীর্ণজ্বরপ্রতিশ্যায়-শুক্রানিলমলগ্রহান্।
ব্রধ্নাশ্মরীরজোনাশান্ দারুণাংশ্চানিলাময়ান্ ॥

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। বাতোল্বণ দোষে বা কেবল বাতে বস্তিক্রিয়া প্রযোজ্য। যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বস্তি প্রধানতম। বস্তি ত্রিবিধ; যথা—নিরূহ, অনুবাসন (অনুবাসন) ও উত্তরবস্তি। গুল্ম, আনাহ, খুড়বাত, প্লীহা, অতিসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্রবিবন্ধ, অধোবায়ুর রোধ, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, অশ্মরী, রজোনাশ এবং অতি দারুণ বাতজ রোগ সকল, বস্তি দ্বারা সাধিত হয়। কষায় দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ করাকে নিরূহণ ও স্নেহদ্বারা বস্তি প্রয়োগকে অনুবাসন বলে। বস্তি যখন

উত্তরমার্গ অর্থাৎ লিঙ্গাদি দ্বারা প্রযোজ্য হয়, তখন তাহাকে উত্তরবস্তি কহে।

অনাস্থাপ্যাস্ত্বতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতোরস্কো ভৃশং কৃশঃ।
আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ॥
কাসশ্বাসপ্রমেহার্শো-হিক্কাধ্মানাল্পবহ্নয়ঃ।
শূনপায়ুঃ কৃতাহারো বদ্ধচ্ছিদ্রদকোদরী।
কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী॥

উরঃক্ষত, আমাতিসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, হিক্কা, আধ্মান, মলক্ষয়, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, এবং অতিস্নিগ্ধ, অতিকৃশ, কৃতাহার, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ দেহ ব্যক্তি, যাহাকে নস্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহার গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং সাত মাস গর্ভিণী স্ত্রী, ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহক্রিয়ার অযোগ্য। নিরূহণের অন্য নাম—আস্থাপন।

আস্থাপ্যা এব চান্যেষাং বলেনাতিপ্রবর্দ্ধিতাঃ।
রূক্ষাঃ কেবলবাতার্ত্তা নানুবাস্যাস্ত এব চ॥
যে নাস্থাপ্যাস্তথা পাণ্ডু-কামলামেহপীনসাঃ।
নিরন্নপ্লীহবিড়্ভেদি-গুরুকোষ্ঠকফোদরাঃ।
অভিষ্যন্দিকৃশস্থূলাঃ ক্রিমিকোষ্ঠাঢ্যমারুতাঃ।
পীতে বিষে গরেঽপচ্যাং শ্লীপদী গলগণ্ডবান্॥

যাহারা নিরূহের যোগ্য তাহারাই অনু-বাসনের (স্নেহবস্তির) উপযুক্ত, কিন্তু যাহারা অত্যগ্নি, রুক্ষ বা কেবল বাতরোগার্ত্ত, তাহারা বিশেষরূপে অনুবাসনেরই উপযুক্ত। আর যাহারা নিরূহের অযোগ্য, সুতরাং তাহারাই অনুবাসনের অনুপযুক্ত, তদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, নিরন্নতা, প্লীহা, মলভেদ, গুরু-কোষ্ঠতা, কফোদর, অভিষ্যন্দ, কার্শ্য, স্থৌল্য, ক্রিমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাও অনুবাসনের অযোগ্য এবং বিষ বা সংযোগাদিজ বিষপায়ী ব্যক্তিরাও অনুবাসনার্হ নহে।

তয়োস্তু নেত্রং হেমাদি-ধাতুদার্বস্থিবেণুজম্।
গোপুচ্ছাকারমচ্ছিদ্রং শ্লক্ষ্ণর্জ্জুগুলিকামুখম্॥

নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র (নল), স্বর্ণাদি ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি বা বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশঃ সরু, কোমল, ঋজু ও গুলিকাসদৃশ মুখ বিশিষ্ট এবং নেত্রের গাত্র ছিদ্ররহিত। ইহা দ্বারা স্নেহ কল্কাদি গুহ্যে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র (নল) কহিয়া থাকে।

উনেঽব্দে পঞ্চ পূর্ণেঽস্মিন্নাসপ্তভ্যোঽঙ্গুলানি ষট্।
সপ্তমে সপ্ত তান্যষ্টৌ দ্বাদশে ষোড়শে নব॥
দ্বাদশৈব পরং বিংশাদ্ বীক্ষ্য বর্ষান্তরেষু চ।
বয়োবলশরীরাণি প্রমাণমভিবর্দ্ধয়েৎ॥

বয়স এক বৎসর পূর্ণ না হইলে নেত্রের দৈর্ঘ্য পাঁচ অঙ্গুলি, ছয় বৎসর হইলে ছয় অঙ্গুলি, সাত বৎসর হইলে সাত অঙ্গুলি; দ্বাদশ বৎসর হইলে আট অঙ্গুলি; ষোল বৎসর হইলে নয় অঙ্গুলি এবং কুড়ি বৎসরের পর হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি। কিন্তু বয়সের যে যে সীমায় নেত্রের দৈর্ঘ্যপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা যে একবারেই বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ নহে, বর্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া ক্রমশঃ নেত্রের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইবে। নেত্রবর্দ্ধন বিষয়ে বয়স বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। নেত্র-পরিমাণ স্থলে যে অঙ্গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আতুরের অঙ্গুলি-পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

স্বাঙ্গুষ্ঠেন সমং মূলে স্থৌল্যেনাগ্রে কনিষ্ঠয়া॥

নেত্রের মূলভাগের স্থূলতা, আতুরের অঙ্গুষ্ঠতুল্য এবং অগ্রভাগের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ। অথবা নিম্নলিখিত পরিমাণেও নেত্র-স্থৌল্য হইয়া থাকে।

পূর্ণেঽব্দেঽঙ্গুলমাদায় তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রবর্দ্ধিতম্।
ত্র্যঙ্গুলং পরমং ছিদ্রং মূলেঽগ্রে বহতে তু যৎ।
মুদ্গং মাষং কলায়ঞ্চ ক্লিন্নং কর্কন্ধুকং ক্রমাৎ॥

এক্ষণে ছিদ্র দ্বারা নেত্রের স্থৌল্যপরিমাণ কথিত হইতেছে। বয়স এক বৎসর পূর্ণ

হইলে নেত্রের মূলদেশের ছিদ্র এক অঙ্গুলি হইবে এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত এক অঙ্গুলি, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১॥০ অঙ্গুলি, ষোড়শ বর্ষে ১৷৷৹ অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষে ২।০ অঙ্গুলি, ঊনবিংশ বর্ষে ২॥০ অঙ্গুলি, বিংশতি বর্ষে ২৷৷৹ অঙ্গুলি এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুলি হইবে। মূলদেশের ছিদ্র ৩ অঙ্গুলির অধিক হইবে না। আর অগ্রভাগের ছিদ্র, মুগ, মাষ, মটর, সিদ্ধ মটর ও কুল পরিমিত হইবে অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মটরবাহী, ষোড়শ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ মটরবাহী এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে কুলবাহী হইবে।

মূলচ্ছিদ্রপ্রমাণেন প্রান্তে ঘটিতকর্ণিকম্।
বস্ত্যগ্রে পিহিতং মূলে যথাস্বং দ্ব্যঙ্গুলান্তরম্ ॥
কর্ণিকাদ্বিতয়ং নেত্রে কুর্য্যাৎ তত্র চ যোজয়েৎ।
অজাবিমহিষাদীনাং বস্তিং সুমৃদিতং দৃঢ়ম্ ॥
কষায়রক্তং নিশ্ছিদ্র-গ্রন্থিগন্ধশিরং তনুম্।
গ্রথিতং সাধু সূত্রেণ সুখসংস্থাপ্যভেষজম্ ॥

বস্তির নেত্র গুহ্যনাড়ীতে অধিক প্রবিষ্ট না হয়, এইজন্য প্রান্তভাগে ছত্রাকার একটি কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে, এবং আঘাত-নিবারণার্থ নেত্রাগ্র, সূত্রবর্ত্তি দ্বারা বেষ্টিত করিতে হয়। বস্তিপুট-যোজনার্থ নেত্রের মূলদেশেও দুই অঙ্গুলি অন্তর আর দুইটি কর্ণিকা নিবিষ্ট করিবে। সেই কর্ণিকাযুক্ত যে ছাগ মেষ মহিষাদির বস্তি (মূত্রাশয়), তাহা সূত্র দ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে, যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে সেই ঔষধ অনায়াসে বস্তি মধ্যে গিয়া পড়ে; ফাঁক্ থাকিলে, ঔষধ পড়িয়া যাইতে পারে। বস্তির চর্ম্ম হরীতক্যাদির কষায় দ্বারা রঞ্জিত ও সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিবে। উহা যেন দৃঢ়, নিশ্ছিদ্র, গ্রন্থিরহিত এবং দুর্গন্ধ রহিত, শিরাবিহীন ও পাতলা হয়।

বস্ত্যভাবেঽঙ্কপাদং বা ত্যসেদ্বাসোঽথবা ঘনম্ ॥

বস্তির অভাবে অঙ্কপাদ (ছাগ ও হরিণাদির অবয়ববিশেষ) অথবা ঘনবস্ত্র (মোমজামা প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়।

নিরূহমাত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চো বৎসরাৎ পরম্।
প্রকুঞ্চবৃদ্ধিঃ প্রত্যব্দং যাবৎ ষট্প্রসৃতাস্ততঃ ॥
প্রসৃতং বর্দ্ধয়েদূর্দ্ধং দ্বাদশাষ্টাদশস্য তু।
আ সপ্ততেরিদং মানং দশৈব প্রসৃতাঃ পরম্ ॥

নিরূহের মাত্রা প্রথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু এক বৎসরের নীচে বয়স হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), এক বৎসর বয়সের পর হইতে প্রতি বৎসর ১ পল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশ পল পর্য্যন্ত হইবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে দ্বাদশ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর দুই পল করিয়া নিরূহমাত্রা বাড়িবে। অষ্টাদশ বর্ষে চতুর্বিংশতি পল হইবে এবং এই চতুর্বিংশতি পলই সপ্ততি বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিবে, কিন্তু সপ্ততি বৎসরের পর হইতে নিরূহমাত্রা বিংশতি পলের অধিক প্রয়োগ হইবে না।

যথাযথং নিরূহস্য পাদো মাত্রানুবাসনে ॥

যে যে বয়সে নিরূহের যে যে মাত্রা নির্দিষ্ট হইল, সেই সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ যে বয়সে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা হইবে।

আস্থাপ্যং স্নেহিতং স্বিন্নং শুদ্ধং লব্ধবলং পুনঃ।
অন্বাসনার্হং বিজ্ঞায় পূর্ব্বমেবানুবাসয়েৎ ॥
শীতে বসন্তে চ দিবা রাত্রৌ কেচিৎ ততোঽন্যদা।
অভ্যক্তস্নাতমুচিতাৎ পাদহীনং হিতং লঘু ॥
অস্নিগ্ধরুক্ষমশিতং সানুপানং দ্রবাদি চ।
কৃতচংক্রমণং মুক্ত-বিণ্মূত্রং শয়নে সুখে ॥

নাত্যুচ্ছ্রিতে নাচোচ্ছ্রীষে সংবিষ্টং বামপার্শ্বতঃ।
সঙ্কোচ্য দক্ষিণং সক্থি প্রসার্য্য চ ততোঽপরম্॥

আস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহণার্হ ব্যক্তি স্নিগ্ধ-স্বিন্ন, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ, লব্ধবল ও অনুবাসন-যোগ্য হইলে অগ্রেই অনুবাসন করিবে। কোন কোন আচার্য্য শীত ও বসন্ত ঋতুতে দিবাভাগে এবং শীত বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতে রাত্রিকালে অনুবাসন করিতে বলেন (কিন্তু ধন্বন্তরি-মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কোন ঋতুতেই রাত্রিকালে অনুবাসন ইচ্ছা করেন না)। অনুবাসনের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ, স্নান এবং পাদহীন (উচিত ভোজনের চতুর্থাংশ কম) লঘু হিত-জনক কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ রূক্ষ ও সানুপান পান ভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মল-মূত্র-ত্যাগ এই সকল কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক, অনতি উচ্চ অনুচ্চশীর্ষ সুখশয্যায় বামপদ প্রসারিত ও তাহার উপরে দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত করিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে।

অথাস্য নেত্রং প্রণয়েৎ স্নিগ্ধে স্নিগ্ধমুখং গুদে।
উচ্ছ্বাস্য বস্তের্বদনে বদ্ধে হস্তমকম্পয়ন্॥
পৃষ্ঠবংশং প্রতি ততো নাতিদ্রুতবিলম্বিতম্।
নাতিবেগং ন বা মন্দং সকৃদেব প্রপীড়য়েৎ।
সবিশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ শেষে হি তিষ্ঠতি॥

তদনন্তর ঐ আতুরের গুহ্যদেশ তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং বস্তির মুখে ফুৎকার দিয়া তাহাতে উচ্ছ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া বন্ধন পূর্ব্বক স্নিগ্ধমুখ নেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অনতিদ্রুত অনতিবিলম্বিত অনতি-বেগ ও অনতি মন্দ ভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠবংশাভিমুখে একেবারে পীড়ন করিবে, অর্থাৎ চাঁপিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু কিঞ্চিৎ স্নেহ অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে তাহাতে বায়ু থাকিবে।

দত্তে তূত্তানদেহস্য পাণিনা তাড়য়েৎ স্ফিচৌ।
তৎপার্ষ্ণিভ্যাং তথা শয্যাং পাদতশ্চ ত্রিরুৎক্ষিপেৎ॥

স্নেহ প্রদত্ত হইলে রোগিকে উত্তান-ভাবে শোয়াইয়া তাহার স্ফিক্দ্বয়ে হস্ত ও রোগির পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা আঘাত করিবে এবং তাহার শয্যা পাদদেশ হইতে তিনবার উৎক্ষেপ করিবে।

ততঃ প্রসারিতাঙ্গস্য সোপধানস্য পার্ষ্ণিকে।
আহন্যাম্মুষ্টিনাঙ্গঞ্চ স্নেহেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ॥
বেদনার্ত্তমিতি স্নেহো নহি শীঘ্রং নিবর্ত্ততে।
যোজ্যঃ শীঘ্রং নিবৃত্তেঽন্যঃ স্নেহোঽতিষ্ঠন্ ন কার্য্যকৃৎ॥

তৎপরে উপাধান-ন্যস্তশিরস্ক এবং প্রসারিতদেহ আতুরের পার্ষ্ণিদেশে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে ও তাহার গাত্র স্নেহাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এরূপ করিবার কারণ এই, অঙ্গ বেদনার্ত্ত হইলে স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইবে না। স্নেহ শীঘ্র নিবৃত্ত হইলে, অপর স্নেহ প্রয়োগ করা আবশ্যক; যেহেতু স্নেহপদার্থ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না পারিলে, অনবস্থান বশতঃ উহা স্নেহনকার্য্যে সমর্থ হয় না।

দীপ্তাগ্নিস্ত্বাগতস্নেহং সায়াহ্নে ভোজয়েল্লঘু॥

নিবৃত্তস্নেহ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে সায়াহ্নে লঘু ভোজন করাইবে।

নিবৃত্তিকালঃ পরমস্ত্রয়ো যামাস্ততঃ পরম্।
অহোরাত্রমুপেক্ষেত পরতঃ ফলবর্ত্তিভিঃ॥
তীক্ষ্ণৈর্বা বস্তিভিঃ কুর্য্যাদ্ যত্নং স্নেহনিবৃত্তয়ে॥

তিন প্রহর, স্নেহনিবৃত্তির চরম কাল, কিন্তু তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহনিবৃত্তি না হইলে স্নেহা-কর্ষণের জন্য যত্ন না করিয়া অহোরাত্র অপেক্ষা করিবে এবং অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ দ্বারা স্নেহাগমনার্থ প্রযত্ন করিবে।

অতিরৌক্ষ্যাদনাগচ্ছন্ ন চেজ্জাড্যাদিদোষকৃৎ।
উপেক্ষেতৈব হি ততোঽধ্যুষিতশ্চ নিশাং পিবেৎ॥
প্রাতর্নাগরধান্যাম্বুঃ কোষ্ণং কেবলমেব বা॥

অতিরুক্ষতাহেতু স্নেহ নির্গত না হইয়া যদি জাড্য ও অগ্নিমান্দ্যাদি দোষ উপস্থিত না করে, তাহা হইলে উহা নিষ্কাশনের জন্য যত্ন না করিয়া রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও ধনের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ অথবা কেবল উষ্ণ জল পান করিবে।

অন্বাসয়েৎ তৃতীয়েঽহ্নি পঞ্চমে বা পুনশ্চ তম্।
যথা বা স্নেহপক্তিঃ স্যাদতোঽত্যুল্বণমারুতান্॥
ব্যায়ামনিত্যান্ দীপ্তাগ্নীন্ রুক্ষাংশ্চ প্রতিবাসরম্॥

সেই আতুরকে তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে পুনরায় অনুবাসন করিবে। অথবা পাচকাগ্নি বুঝিয়া যতদিনে তাহার স্নেহপাক হয়, ততদিন পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অত্যুল্বণ বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামশীল, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রতিদিন অনুবাসন কর্ত্তব্য।

ইতি স্নেহৈস্ত্রিচতুরৈঃ স্নিগ্ধে স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
নিরূহং শোধনং যুঞ্জ্যাদস্নিগ্ধে স্নেহনং তনোঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিন চারি বার স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইলে স্রোতোবিশুদ্ধির নিমিত্ত শোধন নিরূহ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্নিগ্ধ না হইলে শরীরের স্নেহন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চমেঽথ তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে।
মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙ্গলে॥
অভ্যক্তস্বেদিতোৎসৃষ্ট-মলং নাতিবুভুক্ষিতম্।
অবেক্ষ্য পুরুষং দোষ-ভেষজাদীনি চাদরাৎ।
বস্তিং প্রকল্পয়েদ্বৈদ্যস্তদ্বিদ্যৈর্বহুভিঃ সহ॥

অনুবাসনানন্তর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে, কিঞ্চিদতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন সময়ে, শুভ পুষ্যানক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করণানন্তর দোষ, ঔষধ, সাত্ম্য ও বলাদি বিবেচনা এবং বৈদ্যক-শাস্ত্রজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্নেহাভ্যক্ত, স্বেদিত, ত্যক্তমলমূত্র ও কিঞ্চিৎ বুভুক্ষিত ব্যক্তিকে বস্তি (নিরূহ) প্রদান করিবে।

ক্বাথয়েদ্বিংশতিপলং দ্রব্যস্যাষ্টৌ ফলানি চ॥

বস্তিকল্পোক্ত দ্রব্যের বিংশতি পল এবং আটটি মদনফল ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথ দ্বারা নিরূহ কল্পনা করিবে।

ততঃ ক্বাথাচ্চতুর্থাংশং স্নেহং বাতে প্রকল্পয়েৎ।
পিত্তে স্বস্থে চ ষষ্ঠাংশমষ্টমাংশং কফাধিকে॥

বাতাধিক্যে ক্বাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তাধিক্যে এবং স্বস্থাবস্থায় ষষ্ঠাংশ, কফাধিক্যে অষ্টমাংশ স্নেহ প্রয়োগ করিবে। নিরূহের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ পল; অতএব বাতে ৬ পল; পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল। কফে ৩ পল স্নেহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র চাষ্টমং ভাগং কল্কাদ্ ভবতি বা যথা।
নাত্যচ্ছসান্দ্রতা বস্তেঃ পলমাত্রং গুড়স্য চ॥
মধুপট্বাদিশেষঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং প্রদেকতঃ।
উষ্ণাম্বুকুম্ভীবাষ্পেণ তপ্তং খজসমাহতম্॥

কি বাতাধিক্যে, কি পিত্তাধিক্যে, কি কফাধিক্যে, কি স্বস্থবৃত্তে, সর্ব্বদাই কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে, অথবা এরূপ কল্ক কল্পনা করিবে, যাহাতে বস্তির অতি তরলতা বা অতি গাঢ়তা না হয়। গুড়ের পরিমাণ ১ পল এবং মধু সৈন্ধবাদির (মাংসরস সুরা ছাগমূত্র দুগ্ধ ও কাঞ্জিক প্রভৃতির) পরিমাণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিবে। তৎপরে বস্তিকল্পনার্থ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অত্যুষ্ণ জলবিশিষ্ট কলসীর বাষ্প দ্বারা উহা তপ্ত করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে।

প্রক্ষিপ্য বস্তৌ প্রণয়েৎ পায়ৌ নাত্যুষ্ণশীতলম্।
নাতিস্নিগ্ধং ন বা রুক্ষং নাতিতীক্ষ্ণং ন বা মৃদু॥
নাত্যচ্ছসান্দ্রং নোনাতিমাত্রং নাপটু নাতি চ।
লবণং তদ্বদম্লঞ্চ পঠন্ত্যন্যে তু তদ্বিদঃ॥

তদনন্তর নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, নাতিস্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, নাতিতীক্ষ্ণ, নাতিমৃদু, নাতিতরল, নাতিগাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, নালবণ,

অনতিদ্রব, নাতিঘন ও নাত্যল্প সেই ক্বাথ বস্তিতে পূরিয়া বস্তিনেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। বাস্তবিং অপর পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিতরূপে মাত্রা কল্পনা করেন। যথা,—

মাত্রাং ত্রিপলিকাং [illegible] স্নেহমাক্ষিকয়োঃ পৃথক্।
কর্ষার্দ্ধং মাণিমন্থস্য [illegible]॥
সর্ব্বদ্রবাণাং শেষাণাং [illegible] কল্পয়েৎ।
মাক্ষিকং লবণং স্নেহং [illegible] ক্বাথমিতি ক্রমাৎ।
আবপেত নিরূহাণাম্ [illegible] বিধিঃ॥

এই শ্লোকানুসারে [illegible] ৩ পল, সৈন্ধব লবণ [illegible] ২ পল এবং অপর দ্রবপদার্থ [illegible] ১০ পল। [illegible] ক্রমে সংযোজনাবিধি [illegible]। যথা,—প্রথমে একটি পাত্রে মধু [illegible], তৎপরে লবণ-মিশ্রণ, তদনন্তর [illegible] কল্ক ও ক্বাথ মিশ্রিত করিবে। [illegible] সংযোজন দ্বারা দ্রব্য সকল সমরস [illegible] নিরূহের সম্যক্ উপকার হয়।

উত্তানো দত্তমাত্রে তু [illegible]
কুক্কুটাসন [illegible]

নিরূহ প্রয়োগের [illegible] উত্তানশায়ী, [illegible] হইয়া [illegible] উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) হইয়া মলত্যাগ করিবে।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] পরমকাল এক মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরূহ প্রত্যাগত না হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অতএব [illegible] স্নেহ ক্ষার (যবক্ষারাদি) গোমূত্র ও কাঞ্জিকাদি দ্বারা প্রকল্পিত তীক্ষ্ণ [illegible] উষ্ণগুণ ও অনু-লোমকারী অন্য নিরূহ বা মদনফলযুক্ত

ফলবর্ত্তি প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়া ও ভয়প্রদর্শনাদি উপযুক্ত কার্য্য সকল করিবে।

স্বয়মেব নিবৃত্তে তু দ্বিতীয়ো [illegible]
তৃতীয়োঽপি চতুর্থোঽপি যাবদ্বা সুনিরূঢ়তা॥

উপর্য্যুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যত্ন ব্যতিরেকে যদি নিরূহ স্বয়ং প্রত্যাগত হয়, কিন্তু নিরূহ প্রয়োগের ফল সম্যগ্‌রূপ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যে পর্য্যন্ত না সুনিরূঢ়তা হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফলবর্ত্তি-প্রদানাদি যত্নবিশেষ দ্বারা যদি নিরূহ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্য বস্তি প্রয়োগ বিধেয় নহে।

বিরিক্তবচ্চ যোগাদীন্ বিদ্যাদ্ যোগে তু যোজয়েৎ।
কোষ্ণেন বারিণা স্নাতং তনু ধন্বরসৌদনম্॥

নিরূহে বিরিক্তবৎ যোগাদি জানিবে। নিরূহযোগ সম্যক্ কৃত হইলে, রোগিকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া জাঙ্গলমাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। (বাতবিকার-প্রশমনার্থই প্রায় নিরূহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অতএব নিরূহের পর বাতবিকারোপযোগী মাংসরসের সহিত অন্নই সুপথ্য)।

বিকারা যে নিরূহস্য ভবন্তি প্রচলৈর্ম্মলৈঃ।
তে সুখোষ্ণাম্বুসিক্তস্য যান্তি ভুক্তবতঃ শমম্॥

নিরূহ দ্বারা মল (দোষ) অতি প্রচলিত হওয়াতে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংসরসযুক্ত অন্ন ভোজন দ্বারা তাহারা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অথ বাতার্দ্দিতং ভূয়ঃ সদ্য এবানুবাসয়েৎ॥

নিরূহানন্তর বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সদ্যই অনুবাসন করাইবে।

সম্যগ্‌হীনাতিযোগাশ্চ তস্য স্যুঃ স্নেহপীতবৎ॥

স্নেহপানের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যগ্‌যোগ, হীনযোগ ও অতিযোগ হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎকালং স্থিতো যশ্চ সপুরীষো নিবর্ত্ততে।
সানুলোমানিলঃ স্নেহস্তৎসিদ্ধমনুবাসনম্॥

যে অনুবাসনের স্নেহ, কোষ্ঠাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিত হইয়াই মলের সহিত নির্গত হয় এবং যাহাতে বায়ু অনুলোমগ হইয়া থাকে, তাহাই সিদ্ধ অর্থাৎ সম্যগ্‌যোগ-লক্ষণ অনুবাসন।

একং ত্রীন্ বা বলাসে তু স্নেহবস্তীন্ প্রকল্পয়েৎ।
পঞ্চ বা সপ্ত বা পিত্তে নবৈকাদশ বানিলে।
পুনস্ততোঽপ্যযুগ্মাংস্তু পুনরাস্থাপনং ততঃ॥

কফজ রোগে এক বা তিন, পিত্তজ রোগে পাঁচ বা সাত, বাতজ রোগে নয় বা এগারটী স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অধিকও অযুগ্ম অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। অনুবাসনের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন (নিরূহ) দিবে।

কফপিত্তানিলেষ্বন্নং যূষক্ষীররসৈঃ ক্রমাৎ

নিরূহণের পর, দোষিক কফ পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যানুসারে যথাক্রমে যূষ দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইলে অর্থাৎ কফাধিক্যে মুদ্গাদি যূষের সহিত, পিত্তাধিক্যে দুগ্ধের সহিত ও বাতাধিক্যে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথস্ত্রিবৃতাসৈন্ধবৈর্যুতঃ।
বস্তিরেকোঽনিলে স্নিগ্ধঃ স্বাদ্বম্ললবণান্বিতঃ॥

বাতবিষয়ে তেউড়ী ও সৈন্ধবযুক্ত এবং তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বাদ্বম্লাক্তরসান্বিত, বাতঘ্ন দশমূলাদির কাথ দ্বারা এক বস্তি (নিরূহ) প্রয়োজ্য।

ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথৌ পদ্মকাদিসিতাযুতৌ।
পিত্তে স্বাদুহিমৌ সাজ্য-ক্ষীরেক্ষুরসমাক্ষিকৌ॥

পিত্ত বিষয়ে দুই বস্তি হিতকর, অর্থাৎ পদ্মকাদিগণের কল্ক এবং ঘৃত দুগ্ধ ইক্ষুরস মধু ও চিনিযুক্ত মধুর ও শীতবীর্য্য ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ দ্বারা দুই বস্তি (নিরূহ) প্রয়োজ্য।

আরগ্বধাদিনিঃক্বাথ-বৎসকাদিযুতাস্ত্রয়ঃ।
রূক্ষাঃ সক্ষৌদ্রগোমূত্রাস্তীক্ষ্ণোষ্ণকটুকাঃ কফে॥

কফ বিষয়ে রূক্ষ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য তিন বস্তি হিতজনক। অর্থাৎ বৎসকাদি কল্ক এবং মধু ও গোমূত্র যুক্ত, আরগ্বধাদির কটু কাথ দ্বারা তিন বস্তি (নিরূহ) ব্যবস্থেয়।

ত্রয়শ্চ সন্নিপাতেঽপি দোষান্ ঘ্নন্তি যতঃ ক্রমাৎ॥

সন্নিপাতেও তিন বস্তি হিতকর। যেহেতু তিন বস্তি দ্বারা যথাক্রমে বাতাদি তিন দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিভ্যঃ পরং বস্তিমতো নেচ্ছন্ত্যন্যে চিকিৎসকাঃ।
ন হি দোষশ্চতুর্থোঽস্তি পুনর্দীয়েত যং প্রতি॥

অপর চিকিৎসকগণ তিনের অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যখন বাত পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ ভিন্ন অন্য চতুর্থ দোষ নাই, তখন কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চতুর্থ বস্তি প্রযোজ্য হইবে?

উৎক্লেশনং শুদ্ধিকরং দোষাণাং শমনং ক্রমাৎ।
ত্রিধৈব কল্পয়েদ্বস্তিমিত্যন্যেঽপি প্রচক্ষতে॥

অন্য বৈদ্যেরাও বলেন, দোষের উৎক্লেশন (স্বস্থান হইতে চালন), শোধন ও শমন, এই ত্রিবিধ বস্তিই কল্পনা করিবে।

সম্যঙ্‌নিরূঢ়লিঙ্গন্তু নাসম্প্রাপ্য নিবর্ত্তয়েৎ॥

গ্রন্থকারের মত। সম্যক্ নিরূহ লক্ষণ যে পর্য্যন্ত না উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে না, অর্থাৎ তদবধি বস্তিপ্রয়োগ করিবে।

প্রাক্ স্নেহ একঃ পঞ্চান্তে দ্বাদশাস্থাপনানি চ।
সান্বাসনানি কর্ম্মৈবং বস্তয়স্ত্রিংশদীরিতাঃ॥
কালঃ পঞ্চদশৈকোঽত্র প্রাক্ স্নেহোঽন্তে ত্রয়স্তথা।
ষট্ পঞ্চবস্ত্যন্তরিতা যোগোঽষ্টৌ বস্তয়োঽত্র তু॥
ত্রয়ো নিরূহাঃ স্নেহাশ্চ স্নেহাবাদ্যন্তয়োরুভৌ॥

এক্ষণে কর্ম্ম, কাল ও যোগাখ্য বস্তিবিশেষ বলা যাইতেছে। প্রথমে এক ও অন্তে (পঞ্চকর্ম্মাবসানে) পাঁচ স্নেহবস্তি এবং দ্বাদশ নিরূহ ও দ্বাদশ অনুবাসন এই প্রকার ত্রিংশৎ বস্তি,

কর্ম্ম নামে কথিত। প্রথমে এক ও অন্তে তিন স্নেহবস্তি এবং পাঁচ নিরূহ দ্বারা অন্তরিত ছয় স্নেহবস্তি এই প্রকার পঞ্চদশ বস্তি, কাল বলিয়া উক্ত। তিন নিরূহ ও তিন স্নেহ বস্তি এবং আদ্যন্তে দুই স্নেহবস্তি, এই প্রকার আট বস্তি, যোগ নামে অভিহিত।

(এই অংশটি স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। বস্তি ত্রিবিধ, যথা—কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগবস্তি। কর্ম্মবস্তি ত্রিশটি, কালবস্তি পনরটি এবং যোগবস্তি আটটি। কর্ম্মবস্তির প্রয়োগ-বিধি—প্রথমে একটি স্নেহবস্তি, তৎপরে পর্যায়-ক্রমে একটি নিরূহ ও একটি স্নেহবস্তি, এই-রূপে বারটি নিরূহ ও বারটি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি পাঁচটি স্নেহবস্তি। কালবস্তির প্রয়োগবিধি—প্রথমে একটি স্নেহবস্তি, তৎপরে একটি স্নেহবস্তি ও একটি নিরূহ, আবার একটি স্নেহবস্তি ও একটি নিরূহ, আবার একটি স্নেহ-বস্তি ও একটি নিরূহ, আবার একটি স্নেহবস্তি ও একটি নিরূহ, আবার একটি স্নেহবস্তি ও একটি নিরূহ, তৎপরে একটি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি তিনটি স্নেহবস্তি। যোগবস্তি প্রয়োগবিধি—প্রথমে একটি স্নেহবস্তি, তৎপরে তিনটি নিরূহ ও তিনটি স্নেহবস্তি, শেষে একটি স্নেহবস্তি।)

স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ।
উৎক্লেশাগ্নিবধৌ স্নেহান্নিরূহান্মরুতো ভয়ম্॥

কেবল স্নেহবস্তি অথবা কেবল নিরূহ অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ স্নেহ-বস্তি অতি সেবিত হইলে উৎক্লেশ (স্বস্থানস্থ বাতাদি দোষের বহির্গমনোন্মুখতা) ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে। নিরূহের অতিসেবনে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

কর্ম্মণ্যতঃ শ্রেষ্ঠঃ শুদ্ধনিরূহশ্চানুবাসিতঃ।
স্নেহশোধনযুক্ত্যৈবং বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষজিৎ॥

অতএব নিরূঢ় ব্যক্তির অনুবাসন, এবং অনুবাসিত ব্যক্তির নিরূহণ কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহন ও শোধন যুক্তি দ্বারা বস্তিকর্ম্ম সম্পা-দিত হইলে, বাতাদি ত্রিদোষই প্রশমিত হইয়া থাকে।

হ্রস্বয়া স্নেহপানস্য মাত্রয়া যোজিতঃ সমঃ।
মাত্রাবস্তিঃ স্মৃতঃ স্নেহঃ শীলনীয়ঃ সদা চ সঃ॥
বালবৃদ্ধাধ্বভারস্ত্রী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকৈঃ।
বাতভগ্নবলাল্পাগ্নি-নৃপেশ্বরসুখাত্মভিঃ॥
দোষঘ্নো নিষ্পরীহারো বল্যঃ সৃষ্টমলঃ সুখঃ॥

স্নেহ পানের হ্রস্ব মাত্রা, অর্থাৎ যাহা দুই প্রহরে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তৎসম স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রাবস্তি কহে। সেই মাত্রাবস্তিই বালক, বৃদ্ধ, পথশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত, কামিনীসক্ত, ব্যায়ামকারী, চিন্তাশীল, বাতভগ্নবল, অল্পাগ্নি, রাজা, ধনী ও সুখীদিগের সদা সেবনীয়। মাত্রাবস্তি—দোষঘ্ন, অনিয়ন্ত্রণ, বলকর, মলভেদক ও সুখপ্রদ।

বস্তৌ রোগেষু নারীণাং যোনিগর্ভাশয়েষু চ।
দ্বিত্রাস্থাপনশুদ্ধেভ্যো বিদধ্যাদ্বস্তিমুত্তরম্॥

স্ত্রীলোকদিগের (পুরুষদিগের) বস্তিস্থানে রোগ হইলে, অগ্রে তাহাদিগকে দুই বা তিন নিরূহ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে যোনি (লিঙ্গে) ও গর্ভাশয়ে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

আতুরাঙ্গুলমানেন তন্নেত্রং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
বৃত্তং গোপুচ্ছবন্মূল-মধ্যয়োঃ কৃতকর্ণিকম্॥
সিদ্ধার্থকপ্রবেশাগ্রং শ্লক্ষ্ণং হেমাদিসম্ভবম্।
কুন্দাশ্বমারসুমনঃ-পুষ্পবৃন্তোপমং দৃঢ়ম্॥

উত্তর বস্তির নেত্র আতুরের দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত। ইহা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত, গোলাকার, গোপুচ্ছসদৃশ, মসৃণ, দৃঢ় এবং কুন্দ, করবীর ও জাতীকুসুমের বৃন্তোপম। ইহার অগ্রচ্ছিদ্র শ্বেতসর্ষপ-প্রবেশ-যোগ্য এবং মূলপ্রদেশে ও মধ্যভাগে কর্ণিকা সন্নিবিষ্ট।

তস্য বস্তির্মৃদুর্লঘুর্মাত্রা শুক্তির্বিকল্পা বা॥

নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজিত থাকে। উত্তরবস্তির স্নেহমাত্রা—চারি তোলা, অথবা বল বয়স শরীরাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহমাত্রা কল্পিত হইয়া থাকে।

অথ স্নাতাশিতস্যাস্য স্নেহবস্তিবিধানতঃ।
ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ॥
হৃষ্টে মেঢ্রে স্থিতে চর্জ্জৌ শনৈঃ স্রোতোবিশুদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মাং শলাকাং প্রণয়েৎ তয়া শুদ্ধেঽনু সেবনীম্।
আমেহনান্তং নেত্রঞ্চ নিষ্কম্পং গুদবৎ ততঃ।
পীড়িতেঽন্তর্গতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ॥
(অনু সেবনীং সেবনীম্ অনু লক্ষীকৃত্য।)

পূর্ব্বোক্ত স্নেহবস্তি বিধানানুসারে রোগী স্নান, ভোজন ও জানুসম উচ্চ মৃদু আসনে ঋজুভাবে সুখোপবেশন করিলে, স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও সরলভাবাপন্ন লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া দিবে. তৎপরে সেবনী লক্ষ্য করিয়া গুহ্যদেশের ন্যায় লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত (প্রায় ৬ অঙ্গুল) নিষ্কম্পভাবে নেত্র প্রয়োগ করিবে। নেত্র স্থাপনানন্তর বস্তিপুট পীড়ন দ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে স্নেহবস্তির নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্ প্রদেশে আঘাতাদি করিবে।

বস্তীননেন বিধিনা দদ্যাৎ ত্রীংশ্চতুরোঽপি বা।
অনুবাসনবচ্ছেষং সর্ব্বমেবাস্য চিন্তয়েৎ॥

এইরূপ নিয়মে তিনবার বা চারিবার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তরবস্তির বিধি, নিষেধ, সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসনের ন্যায় জানিবে।

স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু যোনির্গৃহ্ণাত্যপাবৃতেঃ॥
বিদধীত তদা তস্মাদনৃতাবপি চাত্যয়ে।
যোনিবিভ্রংশশূলেষু যোনিব্যাপদসৃগ্দরে॥

এক্ষণে স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তির বিধান বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে যোনি বিবৃত থাকে, অপাবরণ হেতু উহা অনায়াসেই উত্তরবস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব ঋতুকালেই উত্তরবস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ ও অসৃগ্দরাদি আত্যয়িক ব্যাধিতে ঋতুকাল অপেক্ষা না করিয়া অন্য সময়েও বস্তি প্রদান করিবে।

নেত্রং দশাঙ্গুলং মুদ্গ-প্রবেশং চতুরঙ্গুলম্॥
অপত্যমার্গে যোজ্যং স্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রবর্ত্মনি।
মূত্রকৃচ্ছ্রবিকারেষু বালানাস্বেকমঙ্গুলম্॥

স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে উত্তরবস্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার নেত্র আতুরের দশাঙ্গুলপরিমিত, নেত্রাগ্রের ছিদ্র মুদ্গ প্রবেশযোগ্য। অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুল পরিমাণে নেত্র প্রবেশ করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগসমূহে মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুলি পরিমিত নেত্রে প্রবেশিত করিবে। কিন্তু বালিকাদিগের এক অঙ্গুলি মাত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রকুঞ্চো মধ্যমা মাত্রা বালানাং শুক্তিরেব চ।

স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা।

উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সঙ্কোচ্য সক্থিনী।
ঊর্দ্ধজান্বাস্ত্রিচতুরানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ।
বস্তীংস্ত্রিরাত্রমেবঞ্চ স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

রোগিণী, পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ঊর্দ্ধজানু ও সম্যক্ উত্তানশায়িনী হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধ কর্ষ ও কর্ষাদিক্রমে স্নেহমাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া অহোরাত্রে তিন চারিবার বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই প্রকার তিন দিন করিবে।

ত্র্যহমেব চ বিশ্রম্য প্রণিদধ্যাৎ পুনস্ত্র্যহম্॥

তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবার তিন দিন উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

পক্ষাদ্বিরেকো বান্তে ততঃ পক্ষান্নিরূহণম্।
সদ্যো নিরূঢশ্চান্বাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্বিরেচিতঃ॥

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার এক পক্ষ পরে বিরেচন এবং বিরেচনের এক পক্ষ পরে নিরূহণ, নিরূহণের দিনেই অনুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

যথা কুসুম্ভাদিযুতাৎ তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ।
তথা দ্রবীকৃতাদ্দেহাদ্বস্তির্নিহরতে মলান্॥

বস্ত্র যেমন কুসুম্ভবর্ণ (কুসুম রং) যুক্ত জল হইতে লৌহিত্য মাত্র গ্রহণ করে, বস্তিও তদ্রূপ ধাতু ও মল দ্বারা দ্রবীকৃত দেহ হইতে কেবল মলই নির্হরণ করিয়া থাকে।

শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা
মর্ম্মোর্দ্ধসর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ।
যে সন্তি তেষাং ন তু কশ্চিদন্যো
বায়োঃ পরং জন্মনি হেতুরস্তি॥

শাখা কোষ্ঠ মর্ম্ম ও উর্দ্ধাঙ্গাদি সর্ব্বাবয়বগত যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য প্রধান কারণ আর কিছুই নাই, অর্থাৎ বায়ুই সেই সকল রোগোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ হেতু। (উর্দ্ধাঙ্গজ রোগ মুখরোগাদি; সর্ব্বাঙ্গজ রোগ জ্বরাদি; অবয়বজ রোগ শ্বিত্রাদি)।

বিট্শ্লেষ্মপিত্তাদিমলাচয়ানাং
বিক্ষেপসংহারকরঃ স যস্মাৎ।
তস্যাতিবৃদ্ধস্য শমায় নান্যদ্-
বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ॥

বায়ুই যে রোগোৎপাদনের প্রধান হেতু, তাহার কারণ এই—বায়ুই সঞ্চিত পুরীষ, শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি মলের বিক্ষেপ ও সংহারের কর্ত্তা। সেই অতি প্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ভেষজ আর কিছুই নাই।

তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধ ইতি প্রদিষ্টঃ
কৃৎস্না চিকিৎসাপি চ বস্তিরেকৈঃ।
তথা নিজাগন্তুবিকারকারি-
রক্তৌষধত্বেন শিরাব্যধোঽপি॥

দোষ-প্রধান-বায়ু-শান্তির প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা একমাত্র বস্তিকেই সমস্ত চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া বর্ণন করেন। কোন কোন পণ্ডিত, উহাকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই কহিয়া থাকেন। সেইরূপ দোষজ ও আগন্তুজ ব্যাধিসমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধস্বরূপ শিরাব্যধকেও চিকিৎসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলেন।

অথাতো নস্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু বিশেষান্নস্যমিষ্যতে।
নাসা হি শিরসো দ্বারং তেন তদ্ব্যাপ্য হন্তি তান্॥

অতঃপর আমরা নস্যবিধি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে নস্যই বিশেষ হিতকর। কারণ নাসিকা মস্তকের দ্বার, সেই নাসা দ্বার দিয়া নস্য সমস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগ নাশ করে।

বিরেচনং বৃংহণঞ্চ শমনঞ্চ ত্রিধাপি তৎ॥
বিরেচনং শিরঃশূল-জাড্যস্যন্দগলাময়ে।
শোফগণ্ডকৃমিগ্রন্থি-কুষ্ঠাপস্মারপীনসে॥

নস্য ত্রিবিধ; যথা—বিরেচন বৃংহণ ও শমন। তন্মধ্যে বিরেচন নস্য শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ), গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনস রোগ নাশ করে।

বৃংহণং বাতজে শূলে সূর্য্যাবর্ত্তে স্বরক্ষয়ে।
নাসাস্যশোষে বাক্সঙ্গে কৃচ্ছ্রাদ্বোধেঽববাহুকে॥

বৃংহণ নস্য দ্বারা বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসা ও মুখশোষ, বাক্‌রোধ, নেত্রোন্মীলন-কৃচ্ছ্রতা ও অববাহুক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শমনং নীলিকাব্যঙ্গ-কেশদোষাক্ষিরাজিষু॥

শমন নস্য, নীলিকা, ব্যঙ্গ (ক্ষুদ্ররোগে উক্ত), কেশপাত ও অক্ষিরাজি রোগে হিতকর।

যথাস্বং যৌগিকৈঃ স্নেহৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চ প্রসাধিতৈঃ।
কল্ককাথাদিভিশ্চাঢ্যং মধুপটাসবৈরপি॥

সর্ষপ তৈলাদি যে যে স্নেহ যোগার্হ ও শুণ্ঠী মরিচাদি দ্বারা সংস্কৃত এবং যাহা কল্ক ও কাথাদি দ্বারা আঢ্য, তাহাদের দ্বারা এবং মধু, সৈন্ধব ও আসব দ্বারাও বিরেচন নস্য হইয়া থাকে।

বৃংহণং ধন্বমাংসোত্থ রসাসৃককপুরৈরপি।
শমনং যোজয়েৎ পূর্ব্বৈঃ ক্ষীরেণ চ জলেন চ॥

যে সকল পশু-পক্ষী মরুদেশে জন্মে, তাহাদের মাংসের ক্বাথ বা তাহাদের রক্ত দ্বারা এবং খপুর নামক নির্য্যাসবিশেষ দ্বারা ও অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য উৎপন্ন হয়। এবং অতীক্ষ্ণ ঘৃতাদি স্নেহ, মাংসরস, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমনাখ্য নস্য হইয়া থাকে।

মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বিধা স্নেহোঽত্র মাত্রয়া॥

নস্যার্থ স্নেহ, কেবল মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে অভিহিত হয়, ইহাতে কোন বস্তুভেদ থাকে না। অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে কাহাকেও মর্শ, কাহাকেও বা প্রতিমর্শ বলা গিয়া থাকে। (মর্শের মাত্রা পরে লিখিত হইবে।)

কল্কাদ্যৈরবপীড়স্তু তীক্ষ্ণৈর্মূর্দ্ধবিরেচনঃ।

তীক্ষ্ণ কল্কাদি দ্বারা অবপীড় নামক নস্য হয়, ইহার নামান্তর শিরোবিরেচন।

ধ্মানং বিরেচনশ্চূর্ণো যুঞ্জ্যাৎ তং মুখবায়ুনা।
ষড়ঙ্গুলদ্বিমুখয়া নাড্যা ভেষজগর্ভয়া॥
স হি ভূরিতরং দোষং চূর্ণত্বাদপকর্ষতি॥

মরিচাদির চূর্ণ, বিরেচন নস্য; ইহার অন্য নাম প্রধ্মান। ঐ প্রধ্মান নস্য, ছয় অঙ্গুল লম্বা দুই মুখ বিশিষ্ট একটি নলের মধ্যে পূরিয়া নলের এক মুখ নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দিয়া নাসাভ্যন্তরে নস্য প্রবেশ করাইবে। ইহা চূর্ণ বলিয়া ভূরিতর দোষ আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

প্রদেশিন্যঙ্গুলীপর্ব্ব-দ্বয়ান্মগ্নসমুদ্ধৃতাৎ।
যাবৎ পতত্যসৌ বিন্দুর্দশাষ্টৌ ষট্ ক্রমেণ তে।
মর্শস্যোৎকৃষ্টমধ্যোনা মাত্রাস্তা এব চ ক্রমাৎ।
বিন্দুদ্বয়োনাঃ কল্কাদেঃ—

তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পর্ব্বদ্বয় স্নেহ মধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে, তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর পরিমাণ। সেইরূপ দশ, আট ও ছয় বিন্দু, যথাক্রমে মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির মাত্রা দুই বিন্দু ন্যূন অর্থাৎ কল্কাদির উত্তম মাত্রা ৮, মধ্যম মাত্রা ৬, ও কনিষ্ঠ মাত্রা ৪, বিন্দু।

——————————যোজয়েন্ন তু নাবনম্॥
তোয়মদ্যগরস্নেহ-পীতানাং পাতুমিচ্ছতাম্।
ভুক্তভক্ত-শিরঃস্নাত-স্নাতুকামস্রুতাসৃজাম্॥
নবপীনসবেগার্ত্ত-সূতিকাশ্বাসকাসিনাম্।
শুদ্ধানাং দত্তবস্তীনাং তথা নার্ত্তবদুর্দ্দিনে॥
অন্যত্রাত্যয়িকাদ্ ব্যাধেরথ নস্যং প্রয়োজয়েৎ।
প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং নিশোঽনিলে॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নস্য অযুক্ত। যাহারা জল মদ্য গর ও স্নেহ পান করিয়াছে, বা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহারা অন্ন ভোজন করিয়াছে, যাহারা শিরঃস্নান করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহাদের রক্তস্রাব হইয়াছে, যাহারা নব পীনস সূতিকা শ্বাস ও কাস রোগার্ত্ত, যাহারা বমন বিরেচন ও বস্তি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এবং ঋতুবিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য প্রয়োজ্য নহে। কিন্তু ব্যাধির বিপজ্জনকত্বহেতু যদি শীঘ্রই নস্য প্রদান আবশ্যক হয়, তবে অবশ্য প্রদেয়। শ্লেষ্মরোগে প্রাতঃকালে, পিত্তরোগে মধ্যাহ্নে ও বাতরোগে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে নস্য প্রয়োজ্য।

স্বস্থবৃত্তে তু পূর্ব্বাহ্ণে শরৎকালবসন্তয়োঃ।
শীতে মধ্যন্দিনে গ্রীষ্মে সায়ং বর্ষাসু সাতপে॥

সুস্থাবস্থায়, শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্ণে, শীতকালে (হেমন্ত ও শীত ঋতুতে) মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে এবং বর্ষাকালে রৌদ্রবিশিষ্ট দিনে নস্য গ্রহণীয়।

বাতাভিভূতে শিরসি হিক্কায়ামপতানকে।
মন্যাস্তম্ভে স্বরভ্রংশে সায়ং প্রাতর্দিনে দিনে।
একাহান্তরমন্যত্র সপ্তাহং চ তদাচরেৎ॥

হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ রোগে এবং মস্তক বাতাভিভূত হইলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নস্য লইবে। এতদ্ ব্যতীত অন্য রোগে এক এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ নস্য গ্রহণীয়। সপ্তাহের পর নস্য বিধেয় নহে।

স্নিগ্ধস্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য প্রাক্কৃতাবশ্যকস্য চ।
নিবাতশয়নস্থস্য জত্রূর্দ্ধং স্বেদয়েৎ পুনঃ॥

অথোত্তানঋজুদেহস্য পাণিপাদে প্রসারিতে।
কিঞ্চিদুন্নতপাদস্য কিঞ্চিন্মূর্দ্ধনি নামিতে॥
নাসাপুটং পিধায়ৈকং পর্য্যায়েণ নিষেচয়েৎ।
উষ্ণাম্বুতপ্তং ভৈষজ্যং প্রনাড্যা পিচুনাথবা॥

নস্য গ্রহণের পূর্ব্বক্রিয়া। অগ্রে স্নেহ দ্বারা মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া মল, মূত্র ও দন্তধাবনাদি অবশ্যকরণীয় কার্য্য সকল সমাপনানন্তর নিবাত স্থানে শয়ন পূর্ব্বক জত্রুর উর্দ্ধভাগে পুনরায় স্বেদ গ্রহণ করিবে। তদনন্তর উত্তান (চিৎ) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্ত পদ প্রসারিত, কিন্তু পা কিছু উন্নত ও মস্তক কিঞ্চিৎ নামিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক নাসাপুট টিপিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা কাপাসাদিময় পলিত দ্বারা উষ্ণজল-সন্তপ্ত ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে।

দত্তে পাদতলস্কন্ধ-হস্তকর্ণাদি মর্দ্দয়েৎ।
শনৈরুচ্ছিঙ্ঘ্য নিষ্ঠীবেৎ পার্শ্বয়োরুভয়োস্ততঃ॥

নস্য প্রদত্ত হইলে পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি ঘর্ষণ করিবে এবং ঘর্ষণানন্তর ক্রমে ক্রমে নাসিকার উভয় রন্ধ্রদ্বারা নিষ্ঠীবন করিবে।

আ ভেষজক্ষয়াদেবং দ্বিস্ত্রির্বা নসমাচরেৎ।
মূর্চ্ছায়াং শীততোয়েন সিঞ্চেৎ পরিহরন্ শিরঃ॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নস্য লওয়া হইলে যখন ঔষধক্ষয় হইবে, তখন প্রয়োজনানুসারে আরও দুই বা তিনবার নস্য লইবে। কিন্তু যদি ঔষধের তীক্ষ্ণতায় মূর্চ্ছা হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন অপর সমস্ত অঙ্গে শীতল বারি সেচন করিবে।

স্নেহং বিরেচনস্যান্তে দদ্যাদ্দোষাদ্যপেক্ষয়া।
নস্যান্তে বাক্‌শতং তিষ্ঠেদুত্তানো ধারয়েৎ ততঃ॥
ধূমং পীত্বা কবোষ্ণাম্বু-কবলান্ কণ্ঠশুদ্ধয়ে।
সম্যক্ স্নিগ্ধে সুখোচ্ছ্বাস-স্বপ্নবোধাক্ষিপাটবম্॥

শিরোবিরেচনান্তে দেশ, দোষ ও সাত্ম্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মস্তকে স্নেহ প্রয়োগ করিবে এবং শত মাত্রা (প্রায় ২ মিনিট কাল) উত্তানভাবে অবস্থান করিয়া পরে ধূমপান ও কণ্ঠশুদ্ধির জন্য ঈষদুষ্ণ জলের কবল করিবে। মস্তক সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, নিদ্রা, জাগরণ ও চক্ষুর পটুতা হয়।

রুক্ষেঽক্ষিস্তব্ধতা শোষো নাসাস্যে মূর্দ্ধশূন্যতা।
স্নিগ্ধেঽতি কণ্ডুর্গুরুতা প্রসেকারুচিপীনসাঃ॥

মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষুর স্তব্ধতা, মুখ ও নাসিকার শোষ এবং মস্তক শূন্য হয়। অতিস্নিগ্ধ হইলে কণ্ডু, দেহভার, মুখস্রাব, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে।

সুবিরিক্তেঽক্ষিলঘুতা-স্বরবক্ত্রবিশুদ্ধয়ঃ।
দুর্ব্বিরিক্তে গদোদ্রেকঃ ক্ষামতাতিবিরেচিতে॥

মস্তক সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের শুদ্ধি; দুর্ব্বিরিক্ত হইলে রোগাধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়।

প্রতিমর্শঃ ক্ষতক্ষাম-বালবৃদ্ধসুখাত্মসু।
প্রযোজ্যোঽকালবর্ষেঽপি ন ত্বিষ্টো দুষ্টপীনসে।
মদ্যপীতেঽবলশ্রোত্রে ক্রিমিদূষিতমূর্দ্ধনি।
উৎকৃষ্টোৎক্লিষ্টদোষে চ হীনমাত্রতয়া হি সঃ॥

অকালবর্ষণ হইলেও প্রতিমর্শ নস্য (ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ক্ষতক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে। কিন্তু যাহারা দুষ্ট-পীনসরোগগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুর্ব্বল-শ্রোত্র, ক্রিমিদূষিত-মস্তক ও কুপিত-প্রচল-দোষাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে উহা ইষ্ট নহে, কারণ প্রতিমর্শের মাত্রা হীন, হীনমাত্রা দ্বারা উহাদের দোষের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

নিশাহর্ভুক্তবান্তাহঃ-স্বপ্নাধ্বশ্রমরেতসাম্।
শিরোঽভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-প্রস্রাবাঞ্জনবর্চসাম্॥
দন্তকাষ্ঠস্য হাসস্য যোজ্যোঽন্তেঽসৌ দ্বিবিন্দুকঃ॥

রাত্রি দিবা ভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোঽভ্যঞ্জন (মস্তকে তৈল মর্দ্দন), গণ্ডূষ ধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জনগ্রহণ, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য, ইহাদের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য। এই প্রতিমর্শ নস্য দ্বিবিন্দু পরিমিত।

পঞ্চসু স্রোতসাং শুদ্ধিঃ ক্লমনাশস্ত্রিষু ক্রমাৎ।
দৃগ্‌বলং পঞ্চসু ততো দন্তদার্ঢ্যং মরুচ্ছমঃ॥

উপরি উক্ত পঞ্চদশ প্রকার কালের মধ্যে রাত্রি দিবা ভোজন, বমন ও দিবানিদ্রা,

এই পাঁচ প্রকার কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণ করিলে, স্রোতঃ শুদ্ধি; পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, এই ত্রিবিধ কালান্তে প্রতিমর্শ প্রযুক্ত হইলে শ্রমনাশ, শিরোহভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জন-গ্রহণ ও মলত্যাগ, এই পঞ্চবিধ কালান্তে উহা যোজিত হইলে, দৃষ্টির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে গৃহীত হইলে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর শমতা হয়।

ন নস্যমূনসপ্তাব্দে নাতীতাশীতিবৎসরে।
ন চোনাষ্টাদশে ধূমঃ কবলো নোনপঞ্চমে॥
ন শুদ্ধিরূনদশমে ন চাতিক্রান্তসপ্ততৌ॥

সপ্তম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতি বর্ষ বয়সের পরে নস্য গ্রহণ, অষ্টাদশবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পঞ্চম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কবল ধারণ এবং দশম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততি বর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি (বমন বিরেচনাদি) কার্য্য কর্ত্তব্য নহে।

আজন্মমরণং শস্তঃ প্রতিমর্শস্তু বস্তিবৎ।
মর্শবচ্চ গুণান্ কুর্য্যাৎ স হি নিত্যোপসেবনাৎ।
ন চাত্র যন্ত্রণা নাপি ব্যাপদ্ভ্যো মর্শবদ্ভয়ম্॥

বস্তির ন্যায় প্রতিমর্শও জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত হিতজনক। নিত্য সেবন হেতু ইহা মর্শের ন্যায় গুণকর হয়। কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের অক্ষিস্তব্ধাদি যে সকল ব্যাপৎ আছে, তাহাও ভয় নাই।

তৈলমেব চ নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন শস্যতে।
শিরসঃ শ্লেষ্মধামত্বৎ স্নেহাঃ স্বস্থস্য নেতরে॥

মস্তক শ্লেষ্মার স্থান, অতএব সুস্থ ব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলই নিত্য নস্যার্থ ব্যবহার করা প্রশস্ত। অন্যান্য স্নেহ শ্লেষ্মজনক, সুতরাং সে সকল ব্যবহার্য্য নহে। (নিত্যাভ্যাস হেতু প্রতিমর্শ যেমন উপকারক, তৈলের নস্যও তেমনই হিতকর জানিবে)।

আশুচিরকারিত্বং গুণোৎকর্ষাপকৃষ্টতা।
মর্শে চ প্রতিমর্শে চ বিশেষো ন ভবেদ্ যদি॥
কো মর্শং সপরীহারং সাপদঞ্চ ভজেৎ ততঃ।
অচ্ছপানবিচারাখ্যৌ কুটীবাতাতপস্থিতী।
অন্বাসমাত্রাবস্তী চ তদ্বদেব চ নির্দ্দিশেৎ॥

প্রতিমর্শ নস্য যদি নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয় এবং উহাদের উপকারিতা বিষয়ে কোন বিশেষ না থাকে, তবে যে মর্শাখ্য নস্য সেবনে শীতল জল সেকাদি পরিহার রূপ নানা নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় এবং যাহাতে অক্ষিস্তব্ধাদি বিবিধ ব্যাপত্তি ঘটে, সে মর্শ নস্য কেন লোকে সেবন করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মর্শ আশুকারী, অর্থাৎ শীঘ্র দোষ নির্হরণ করে, প্রতিমর্শ চিরকারী অর্থাৎ বিলম্বে দোষ হরণ করে, অতএব আশু দোষনির্হরণ-হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে দোষনির্হরণ-নিবন্ধন প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষতা আছে, উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ। অতএব যে ব্যক্তি আশু সুখোচ্ছ্বাসাদি উপকার পাইবার ইচ্ছা করে, তাহার মর্শনামক স্নেহনস্য-গ্রহণই প্রয়োজন। এই রূপ স্নেহাধ্যায়োক্ত অচ্ছপান ও বিচারণা, রসায়ন যোগে কুটীপ্রবেশস্থিতি ও বাতাতপাদির অপরিহার-স্থিতি এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তি ইহারাও চিরকারি-শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

অণুতৈলম্।

জীবন্তীজলদেবদারুজলদত্বক্‌সেব্যগোপীহিমং
দার্ব্বীত্বঙ্‌মধুকপ্লবাগুরুবরা * পুণ্ড্রাহ্ববিল্বোৎপলম্।
ধাবন্যৌ সুরভিঃ স্থিরে ক্রিমিহরং পত্রং ত্রুটিং রেণুকং
কিঞ্জল্কং কমলাহ্বয়ং † শতগুণে দিব্যেহম্ভসি কাথয়েৎ॥
তৈলদ্রসং দশগুণং পরিশেষ্য তেন
তৈলং পচেচ্চ সলিলেন দশৈব বারান্।
পাকে ক্ষিপেচ্চ দশমে সমমাজদুগ্ধং
নস্যং মহাগুণমুশস্ত্যণুতৈলমেতৎ॥

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুতা, গুড়ত্বক্, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রার ত্বক্, যষ্টিমধু, গন্ধতৃণ, অগুরু, ত্রিফলা, (পাঠান্তরে শতমূলী), পৌণ্ডরীক, বিল্ব,

* বরীতি পাঠান্তরম্। † কমলাদ্বলামিতি পাঠান্তরম্।

উৎপল (কুমুদ), বৃহতী, কণ্টকারী, শল্লকী (কুন্দুরকী), শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, রেণুক, নাগকেশর, পদ্মরেণু (পাঠান্তরে বেড়েলা); এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া শতগুণ বৃষ্টির জলে ক্বাথ করিবে এবং তৈলের দশগুণ থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ দ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে, দশম পাকে তৈলসম ছাগদুগ্ধ দিয়া উহা পুনঃ পাক করিবে। এইরূপে পক্ব তৈলকে অণুতৈল কহে। এই তৈল নস্য-প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। ইহা অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে অণুতৈল কহিয়া থাকে।

ঘনোন্নতপ্রসন্নত্বক্-স্কন্ধগ্রীবাস্যবক্ষসঃ।
দৃঢ়েন্দ্রিয়াস্ত্বপলিতা ভবেযুর্নস্যশীলিনঃ॥

নস্যশীল ব্যক্তিদিগের ত্বক্ স্কন্ধ গ্রীবা মুখ ও বক্ষঃ, ঘন উন্নত ও নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় সকল দৃঢ় এবং কেশাদি অকালপকতাবর্জ্জিত হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

অথ দিনচর্য্যা।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥
অকল্যগ্রোধখদির-করঞ্জককুভাদিকম্।
প্রাতর্ভুক্ত্বা চ মৃদ্বগ্রং কষায়কটুতিক্তকম্।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

সুস্থ ব্যক্তি স্বকীয় জীবন পালনার্থ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে (চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা পরিত্যাগ করিবে। এবং ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণা-জীর্ণাদিভাব বিবেচনা করিয়া মলমূত্র-ত্যাগাদি শৌচক্রিয়া নিষ্পন্ন করণানন্তর আকন্দ, বট, খদির, ডহরকরঞ্জ ও অর্জ্জুনাদি গাছের কিংবা কটু-তিক্ত-কষায়-রসযুক্ত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ কূর্চ্চরূপ চর্ব্বণ করিয়া এরূপে দন্তধাবন করিবে, যেন দন্তমাংস ঘৃষ্ট না হয়। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে দন্তধাবন বিধেয়।

নাদ্যাদজীর্ণবমথু-শ্বাসকাসজ্বরার্দিতঃ।
তৃষ্ণাস্যপাকহৃন্নেত্র-শিরঃকর্ণাময়ী চ তৎ॥

যে সকল ব্যক্তি অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্র-রোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোস্ততো ভজেৎ।
লোচনে ভবতস্তেন সুস্নিগ্ধে ঘনপক্ষ্মণী॥
ব্যক্তত্রিবর্ণে বিমলে মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে॥

সৌবীরাঞ্জন নেত্রের হিতকর, অতএব নিত্যই নেত্রে ঐ অঞ্জন ব্যবহার করিবে। ইহাতে চক্ষুঃ সুস্নিগ্ধ, বিমল, মনোহর, সূক্ষ্ম-দর্শনক্ষম ও ঘনপক্ষ্ম-বিশিষ্ট হয় এবং চক্ষুর বর্ণত্রয় অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ সুব্যক্ত হইয়া থাকে।

চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্।
যোজয়েৎ সপ্তরাত্রেঽস্মাৎ স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্॥

চক্ষু তেজোময় পদার্থ, সুতরাং তেজো-বিরোধী শ্লেষ্মা হইতে ইহার অনিষ্টের বিশেষ

আশঙ্কা। অতএব সাতদিন অন্তর জল-স্রাবণার্থ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা।
দৃষ্টিপ্রসাদপুষ্ট্যায়ুঃস্বপ্নসুত্বক্‌দার্ঢ্যকৃৎ॥
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
নিত্যগ্রহণঞ্চোপলক্ষণার্থম্, তেন অভ্যাসবশাদেকদ্বি-ত্রিদিনান্তরমপি যথোচিতমাচরতোঽপি ন দোষঃ।

নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশতঃ এক দুই বা তিন দিন অন্তর তৈলাভ্যঙ্গে দোষ নাই)। তৈলাভ্যঙ্গে জরা শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির বিমলতা, দেহের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, সুনিদ্রা এবং ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে। মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশেষ-রূপে তৈল মর্দ্দন করিবে।

বর্জ্জ্যোঽভ্যঙ্গ কফগ্রস্ত-কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ॥

যাহারা কফগ্রস্ত, যাহারা অজীর্ণরোগাক্রান্ত কিংবা যাহারা বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং দীপ্তোঽগ্নির্মেদসঃ ক্ষয়ঃ।
বিভক্তঘনগাত্রত্বং ব্যায়ামাদুপজায়তে॥

ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, অগ্নির দীপ্তি ও মেদের ক্ষয় হয় এবং শরীর সুবিভক্ত ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তং ত্যজেৎ।

বাতরোগী, পিত্তরোগী অথবা বাতপিত্ত-রোগী ইহাদের এবং বালক (ষোড়শবর্ষবয়ঃ-ক্রম পর্য্যন্ত), বৃদ্ধ (সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের পর) ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে।

অর্দ্ধশক্ত্যা নিষেব্যস্তু বলিভিঃ স্নিগ্ধভোজিভিঃ।
শীতকালে বসন্তে চ মন্দমেব ততোঽন্যদা।
তং কৃত্বানুসুখং দেহং মর্দ্দয়েচ্চ সমন্ততঃ॥

স্নিগ্ধ-ভোজী ও বলবান্ ব্যক্তি অর্দ্ধবলে অর্থাৎ শ্রান্তি-বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে। শীত ও বসন্ত ঋতুই ব্যায়াম করিবার প্রশস্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা বিধেয়। ব্যায়ামের পর সর্ব্বশরীর সুখজনক রূপে মর্দ্দন করিবে।

তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তং শ্রমঃ ক্লমঃ।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দিশ্চ জায়তে॥

অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করিলে তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমি রোগ উৎপন্ন হয়।

উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদসঃ প্রবিলায়নম্।
স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্‌প্রসাদকরং পরম্॥

ব্যায়ামানন্তর উদ্বর্ত্তন করিবে। (তৈলা-ভ্যক্ত শরীরে আমলকী ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে)। উদ্বর্ত্তন দ্বারা কফের নাশ, মেদের বিলয়, অঙ্গের দৃঢ়তা ও ত্বকের বিমলতা সম্পাদিত হয়।

দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমূর্জ্জাবলপ্রদম্।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদ-তন্দ্রাতৃড়্‌দাহপাপ্মজিৎ॥

উদ্বর্ত্তনানন্তর স্নান করিবে। স্নান অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, উৎসাহ ও বল-প্রদ এবং কণ্ডূ মল শ্রান্তি স্বেদ তন্দ্রা তৃষ্ণা দাহ ও পাপনাশক।

উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষাম্॥

উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায়ের পরিষেক করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা দ্বারা মস্তকের পরিষেক করিলে কেশের ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে।

স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্য-কর্ণরোগাতিসারিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণ-ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্॥

অর্দ্দিত রোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণ-রোগ, অতিসার, উদরাধ্মান, পীনস ও অজীর্ণ রোগ, এবং আহারের পরে স্নান নিষিদ্ধ।

কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা প্রসাধনম্।
কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তুমলাপহম্॥

প্রত্যহ কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা কেশ প্রসাধন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু কেশ-প্রসাধন দ্বারা কেশের হিতসাধন হয় এবং তত্রস্থ ধূলি, ক্রিমি (উকুন) ও মল দূরীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শালোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকম্।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্॥

দর্পণে (আরসিতে) বদন-দর্শন মঙ্গলকর, কান্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, পরমায়ু-বর্দ্ধক এবং পাপ ও অলক্ষ্মী (দুর্ভাগ্য) বিনাশক।

জীর্ণে হিতং মিতঞ্চাদ্যান্ন বেগানীরয়েদ্বলাৎ।
ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্নাজিত্বা সাধ্যমাময়ম্॥

ভুক্ত আহার সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, তখন হিতজনক পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ দিবে না এবং বেগ উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। আর সাধ্য-লক্ষণাক্রান্ত রোগ উপস্থিত হইলে তাহারও শান্তি না করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবে না।

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ॥

সকলেই সুখজনক কর্ম্ম বাঞ্ছা করে, কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত।

ভক্ত্যা কল্যাণমিত্রাণি সেবেতেতরদূরগঃ॥

কল্যাণজনক কার্য্যে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণ-মিত্রদিগকে ভক্তির সহিত সেবা করিবে। এবং যাহারা পাপজনক কার্য্যে সহায়তা করে, তাহা-দিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

হিংসা স্তেয়ান্যথাকামং পৈশুন্যং পরুষানৃতে।
সম্ভিন্নালাপব্যাপাদমভিধ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ম্।
পাপং কর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্মানসৈস্ত্যজেৎ॥

হিংসা, চৌর্য্য ও গুরুদারা-গমনাদি নিষিদ্ধ কাম সেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ; পৈশুন্য (পরভেদকারক বাক্য), কর্কশ বচন, অসত্য কথন ও অসম্বন্ধ বাক্য এই চারি প্রকার বাচনিক পাপ; প্রাণিবধের চিন্তা, পরগুণাদিতে অসহিষ্ণুতা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। কায়িক বাচনিক ও মানসিক এই দশবিধ পাপকে কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে।

অবৃত্তিব্যাধিশোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ।

নিরুপায়, রোগী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির যথা-সাধ্য উপকার করিবে।

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীটপিপীলিকম্॥

অপরের কথা দূরে থাকুক, কীট পিপী-লিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও আত্মবৎ দর্শন করিবে।

অর্চ্চয়েদ্দেবগোবিপ্র-বৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্।

দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, বৈদ্য, রাজা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে।

বিমুখান্ নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত নাক্ষিপেৎ॥

প্রার্থিদিগকে বিমুখ করিবে না, অবমাননা করিবে না এবং কর্কশবাক্যে তাড়াইয়া দিবে না।

উপকারপ্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ॥

অপকারপর শত্রুর প্রতিও উপকারপর হইবে।

সম্পদ্বিপৎস্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু॥

সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষ্যা করিবে না অর্থাৎ 'ইনি বিদ্বান্ ও দানাদি ধর্ম্মপরায়ণ আমিও কেন ইহার মত না হইব' এইরূপ ঈর্ষা করা ভাল, কিন্তু কাহারও বিদ্যা ও দানাদির ফলস্বরূপ ধন এবং যশে ঈর্ষ্যা করা কর্ত্তব্য নহে।

কালে হিতং মিতং ব্রূয়াদবিসংবাদি পেশলম্।
পূর্ব্বাভিভাষী সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ॥

কালে অর্থাৎ যখন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, তখন হিতজনক, পরিমিত, সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য কহিবে। পূর্ব্বালাপী, সুমুখ (গতভ্রূকুটি), সুশীল ও আর্দ্রচিত্ত হইবে।

ন কঞ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্।
প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ॥

এ ব্যক্তি আমার শত্রু অথবা আমি ইহার শত্রু ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। স্বকীয় অপমান এবং প্রভুর নিঃস্নেহতাও কাহাকে বলিবে না।

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি।
তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥

পরসেবাভিজ্ঞ ব্যক্তি, লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ॥

রসনাদি ইন্দ্রিয়দিগকে কুৎসিত অন্নাদি দ্বারা নিগ্রহ করিবে না অথবা প্রলোভন দ্রব্যাদি দ্বারাও ইহাদের অতিশয় বিলাস সম্পাদন করিবে না।

ত্রিবর্গশূন্যং নারম্ভং ভজেৎ তঞ্চাবিরোধয়ন্।
অনুযায়াৎ প্রতিপদং সর্ব্বধর্ম্মেষু মধ্যমাম্॥

যাহা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-বিরহিত এরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না এবং এরূপ কার্য্য করিবে, যাহা ঐ ত্রিবর্গের কাহারও বিরোধী না হয়। সর্ব্বপ্রকার আচার ব্যবহারেই মধ্যমা বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কোন এক বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইবে না অর্থাৎ কিছুতেই গোঁড়ামি করিবে না।

নীচরোমনখশ্মশ্রু-নির্ম্মলাঙ্‌ঘ্রি মলায়নঃ॥

কেশ নখ ও শ্মশ্রু যথাবিহিত কর্ত্তিত করিবে এবং চরণ ও মলনির্গম পথ সকল পরিষ্কৃত রাখিবে।

উৎপাটয়েৎ তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন।
তদুৎপাটনতো দৃষ্টের্দৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ॥

নাসিকার লোম উৎপাটন করিবে না, কেননা নাসিকার লোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হয়।

স্নানশীলঃ সুসুরভিঃ সুবেশোঽনুল্বণোজ্জ্বলঃ।
ধারয়েৎ সততং রত্ন-সিদ্ধমন্ত্রমহৌষধীঃ॥

নিত্য স্নান করিবে। চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যে চর্চ্চিতদেহ ও অনুদ্ধত বেশ হইবে, মনোহর উজ্জ্বল বসন পরিধান করিবে এবং রত্ন, সিদ্ধমন্ত্র (ইষ্টকবচাদি) ও মহৌষধ সতত ধারণ করিবে।

সাতপত্রপদত্রাণো বিচরেদ্ যুগমাত্রদৃক্॥

গমনকালে ছত্র ও পদত্রাণ (জুতা, খড়ম) ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারি হস্ত পর্য্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচরণ করিবে।

নিশি চাত্যয়িকে কার্য্যে দণ্ডী মৌলী সহায়বান্॥

বিশেষ কার্য্যানুরোধে রাত্রিতে গমন করিতে হইলে হস্তে যষ্টি ও মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক সহায়বান্ হইয়া যাইবে।

নাসংবৃতমুখঃ কুর্য্যাৎ ক্ষুতহাস্যবিজৃম্ভনম্।
নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্বিলিখেদ্ ভুবম্।
নাঙ্গৈশ্চেষ্টেত বিগুণং নাসীতোৎকটকশ্চিরং॥

হস্তাদি দ্বারা মুখ আবৃত না করিয়া হাঁচিবে না, হাস্য করিবে না ও হাই তুলিবে না। প্রয়োজন না হইলে নাক্ ঝাড়িবে না, বিনা কারণে মাটিতে দাগ কাটিবে না, হস্ত পদাদি দ্বারা বিকৃত ভঙ্গী করিবে না এবং পদদ্বয়ের গোড়ালি গুহ্যদ্বারে স্থাপন করিয়া উৎকটভাবে বসিবে না।

দেহবাক্‌চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্ শ্রমাদ্বিনিবর্ত্তয়েৎ।
নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্॥
তথা চত্বরচৈত্যান্তশ্চতুষ্পথসুরালয়ান্।
সূনাটবীশূন্যগৃহং শ্মশানানি দিবাপি ন॥
সর্ব্বথেক্ষেত নাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ।
নেক্ষেত প্রততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ॥
মদ্যবিক্রয়সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ॥

শ্রান্তির অর্থাৎ ঘর্ম্মোৎপত্তির পূর্ব্বেই কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবে। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে, চত্বর * সমীপে (চত্বর অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করে), চৈত্যস্থানে (গ্রামস্থ কোন প্রসিদ্ধ পূজার বৃক্ষতলে), চতুষ্পথে ও দেবগৃহে অবস্থান করিবে না। বধ্যভূমি বন বা নির্জ্জন স্থান, শূন্যগৃহ ও শ্মশান এই সকল স্থানে দিবসেও থাকিবে না। উদয়কালে, অস্তগমন সময়ে বা গ্রহণ সময়ে সূর্য্য দর্শন করিবে না। জল ও দর্পণাদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্বও দেখিবে না। মস্তক দ্বারা ভার বহন করিবে না। সূক্ষ্ম বস্তু, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাদি, বিষ্ঠা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য বা অপ্রিয় বস্তু নিরন্তর দর্শন করিবে না। মদ্য বিক্রয়, মদ্য চোয়ান ও মদ্যের আদান প্রদান করিবে না।

পুরোবাতাতপরজস্তুষারপরুষানিলান্।
অনৃজুঃ ক্ষবথূদ্গার-কাসস্বপ্নান্নমৈথুনম্॥
কূলচ্ছায়ানৃপদ্বিষ্ট-ব্যালদংষ্ট্রিবিষাণিনঃ।
হীনানার্য্যাতিনিপুণ-সেবাং বিগ্রহমুত্তমৈঃ॥
সন্ধ্যাস্বভ্যবহারস্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়নচিন্তনম্।
শত্রুসত্রগণাকীর্ণ-গণিকাপণিকাশনম্॥
গাত্রবক্ত্রনখৈর্বাদ্যং হস্তকেশাবধূননম্॥
তোয়াগ্নিপূজ্যমধ্যেন যানং ধূমং শবাশ্রয়ম্।
মদ্যাতিসক্তিং বিশ্রম্ভ-স্বাতন্ত্র্যে স্ত্রীষু চ ত্যজেৎ॥

পূর্ব্ব বায়ু বা সম্মুখ বায়ু, আতপ, ধূলি, তুষার ও অগ্নিপরুষবায়ু সেবন করিবে না। বক্র দেহ হইয়া হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, নিদ্রা যাইবে না, আহার ও মৈথুন করিবে না। নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষছায়া, নৃপদ্বিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্ট অশ্বগজাদি ব্যাল, ব্যাঘ্রসর্পাদি দংষ্ট্রী, গো-মহিষাদি শৃঙ্গী, ইহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবে। নীচ অসাধু ও অতিনিপুণ সেবা এবং উত্তমের সহিত বিগ্রহ করিবে না। সায়ংকালে আহার, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা ও শাস্ত্রচিন্তা করিবে না। শত্রুদত্ত অন্ন, যজ্ঞীয় অন্ন, জনাকীর্ণ স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও হোটেলের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। গাত্র বক্ত্র ও নখ দ্বারা বাদ্য করিবে না এবং হস্ত ও কেশ কাঁপাইবে না। জল অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তিদিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। ধূমে প্রবেশ করিবে না। শবরক্ষণ স্থানে গমন করিবে না। (কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, শবের ধূম গ্রহণ করিবে না)। মদ্যে আসক্ত হইবে না। স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না এবং স্ত্রী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না।

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ।
অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকেঽর্থে পরীক্ষকঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কার্য্যেই লোকের উপদেশ লইয়া থাকেন। অতএব সাংসারিক বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে।

আর্দ্রসন্তানতা ত্যাগঃ কায়বাক্‌চেতসাং দমঃ।
স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু পর্য্যাপ্তমিতি সদ্‌ব্রতম্॥

সর্ব্বজীবে দয়া, দান এবং কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্যে শান্ত ভাব, নিজবোধে পরকার্য্যসম্পাদন এই গুলিই সংসারের প্রধান সদাচার।

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি।
দুঃখভাঙ্‌ন ভবত্যেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতিঃ॥

এক্ষণে আমার দিন রাত্রি কি ভাবে যাইতেছে, অর্থাৎ আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, তাহার ফল ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করে, তাহাকে কখনও দুঃখভাগী হইতে হয় না।

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্॥

এই সকল সদাচার, যাহা সংক্ষেপে কথিত হইল, তদনুসারে চলিলে আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য্য ও যশ লাভ এবং স্বর্গাদি নিত্যধাম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

* মতান্তরে রণভূমি।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ ॥

আরোগ্য, অনারোগ্য, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ সমস্তই নিদ্রাধীন জানিবে।

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাপরা ॥

অকালনিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা এই ত্রিবিধ দুষ্ট নিদ্রা, কালরাত্রির ন্যায় আরোগ্য ও জীবন নাশ করিয়া থাকে।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীনপ্রচলায়িতম্ ॥

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমান রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রুক্ষত্ব হেতু রাত্রিজাগরণ বাতবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধত্ব হেতু দিবানিদ্রা শ্লেষ্মজনক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মে বাতচয়াদান-রৌক্ষ্যরাত্র্যল্পভাবতঃ।
দিবাস্বপ্নো হিতোঽন্যস্মিন্ কফপিত্তকরো হি সঃ ॥
মুক্ত্বা তু ভাষ্যযানাধ্ব-মদ্যস্ত্রীভারকর্ম্মভিঃ।
ক্রোধশোকভয়ৈঃ ক্লান্তান্ শ্বাসহিক্কাতিসারিণঃ ॥
বৃদ্ধবালাবলক্ষীণ ক্ষততৃট্শূলপীড়িতান্।
অজীর্ণাভিহতোন্মত্তান্ দিবাস্বপ্নোচিতানপি ॥
সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সর্ব্বকালিকম্।
ধাতুসাম্যং তথা হ্যেষাং শ্লেষ্মা চাঙ্গানি পুষ্যতি ॥

বায়ুর সঞ্চয়, আদানকালের (উত্তরায়ণের) রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতা হেতু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা হিতজনক। কারণ দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধত্ববশতঃ বায়ুর শান্তি ও রুক্ষতানাশ হয় এবং রাত্রির অল্পতা জন্য নিদ্রা সম্যক্ রূপ হয় না। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কালে দিবানিদ্রা অহিতকর অর্থাৎ কফ ও পিত্তকর হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিক বাক্যকথন, অশ্বাদি-যানারোহণ, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ, ভারবহন ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত; যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়যুক্ত; যাহারা শ্বাস, হিক্কা ও অতিসার গ্রস্ত এবং যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্বল, ক্ষীণ, শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত, তৃষ্ণার্ত্ত, শূলপীড়িত, অজীর্ণী, লগুড়াদি দ্বারা আহত, উন্মত্ত ও দিবানিদ্রাভ্যাসী, তাহাদের সকল কালেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। কেননা, দিবানিদ্রা দ্বারা ইহাদের ধাতুসাম্য হয়, এবং দিবানিদ্রোত্থ শ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

বহুমেদঃকফাঃ স্বপ্যুঃ স্নেহনিত্যাশ্চ নাহনি।
বিষার্ত্তঃ কণ্ঠরোগী চ নৈব জাতু নিশাস্বপি ॥

মেদ ও কফবহুল ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা নিত্য স্নেহপদার্থ সেবন করে, তাহাদের গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা অকর্ত্তব্য। বিষপীড়িত ও কণ্ঠরোগির রাত্রিতেও কদাচ নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নহে।

অকালশয়নান্মোহ-জ্বরস্তৈমিত্যপীনসাঃ।
শিরোরুক্শোথহৃল্লাস-স্রোতোরোধাগ্নিমন্দতাঃ ॥

অকালে নিদ্রা যাইলে মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য (অঙ্গের নিরুৎসাহত্ব), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনবেগ, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

তত্রোপবাসবমন-স্বেদনাবনমৌষধম্ ॥

অকাল-নিদ্রাজনিত রোগে উপবাস, বমন, স্বেদ ও নস্যই প্রতিকারজনক ঔষধ।

যোজয়েদতিনিদ্রায়াং তীক্ষ্ণং প্রচ্ছর্দ্দনাঞ্জনম্।
নাবনং লঙ্ঘনং চিন্তাং ব্যবায়ং শোকভীক্রুধঃ।
এভিরেব চ নিদ্রায়া নাশঃ শ্লেষ্মাতিসংক্ষয়াৎ ॥

অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, উপবাস, চিন্তা, স্ত্রীসঙ্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। অর্থাৎ এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়াতে নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

নিদ্রানাশাদঙ্গমর্দ্দ-শিরোগৌরবজৃম্ভিকাঃ।
জাড্যং গ্লানিভ্রমাপক্তি-তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ ॥

নিদ্রানাশ হইলে অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), মাথাভার, হাই উঠা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম (গো-ঘোরা), অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা এবং বাতজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাকালমতো নিদ্রাং রাত্রৌ সেবেত সাত্ম্যতঃ।
অসাত্ম্যাজ্জাগরাদর্দ্ধং প্রাতঃ স্বপ্যাদভুক্তবান্॥

অতএব রাত্রিকালে যথাসময়ে অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদ্যপি রাত্রি জাগরণ অভ্যাস না থাকে, অথচ কার্য্যানুরোধে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে পরিমিত কাল রাত্রিজাগরণ করা হয়, পরদিন প্রাতঃকালে অন্নাহার না করিয়া তাহার অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদসংগ্রহে দিনচর্য্যা।

অথ ঋতুচর্য্যা রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়শ্চ।

মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়ৃতবঃ স্মৃতাঃ।
শিশিরোঽথ বসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ॥
শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্।
আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্॥

মাঘাদি দুই দুই মাসে এক একটি ঋতু গণনা করিয়া যথাক্রমে শিশির বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। যথা—মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত। ইহার মধ্যে শিশিরাদি ঋতুত্রয়কে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরমার্গে গমন) বলে, ইহাকে আদানকালও বলা গিয়া থাকে, যেহেতু এই কালে সূর্য্যদেব প্রতিদিন মনুষ্যদিগের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন।

তস্মিন্ হ্যত্যর্থতীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষা মার্গস্বভাবতঃ।
আদিত্যপবনাঃ সৌম্যান্ ক্ষপয়ন্তি গুণান্ ভুবঃ॥
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ।
তস্মাদাদানমাগ্নেয়মৃতবো দক্ষিণায়নম্॥
বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ যদ্বলং বিসৃজত্যয়ম্।
সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্ হীয়তে রবিঃ॥
মেঘবৃষ্ট্যনিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে।
স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ললবণমধুরা বলিনো রসাঃ॥

এই আদানকালে মার্গস্বভাববশতঃ সূর্য্যদেব এবং বায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্যগুণ সকল নাশ করেন। সুতরাং এই কালে যথাক্রমে তিক্ত কষায় ও কটুরস বলবান্ হয়। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটুরস প্রবল হইয়া থাকে। আদান কাল অগ্নিগুণপ্রধান। বর্ষাদি ঋতুত্রয়কে দক্ষিণায়ন কহে। ইহা বিসর্গকাল বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। যে হেতু চন্দ্রের বলবত্তা নিবন্ধন এই বিসর্গকাল প্রাণিদিগকে নিত্য বলপ্রদান করে। এই কালে সোমগুণের আধিক্য হেতু সোম (চন্দ্র) বলবান্ এবং সূর্য্য হীনবল হন। শীতল বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বিগতসন্তাপ হওয়াতে অম্ল লবণ ও মধুর রস যথাক্রমে বলবান্ ও স্নিগ্ধ হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্তকালে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

শীতেঽগ্র্যং বৃষ্টিঘর্ম্মেঽল্পং বলং মধ্যন্তু শেষয়োঃ।

শীত ঋতুতে মনুষ্যগণের বল অধিক হয়, বর্ষা ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অল্প এবং অবশিষ্ট ঋতুতে মধ্য অর্থাৎ নাত্যল্প ও নাত্যধিক হইয়া থাকে।

হেমন্তশিশিরচর্য্যা।

বলিনঃ শীতসংরোধাদ্ধেমন্তে প্রবলোঽনলঃ।
ভবত্যল্পেন্ধনো ধাতূন্ স পচেদ্বায়ুনেরিতঃ।
অতো হিমেঽস্মিন্ সেবেত স্বাদ্বম্ললবণান্ রসান্॥

লোমকূপাদি মার্গ সকল শীত দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে হেমন্ত ঋতুতে বলবান্ মনুষ্যাদিগের জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি অন্নপানাদির অল্পতা হয়, তাহা হইলে পাচকাগ্নি বায়ুপ্রদীপ্ত হইয়া রসাদি ধাতু সকলকে পাক করে। অতএব হেমন্ত ঋতুতে ধাতুপাকবিরোধী মধুরাম্ল লবণ রস সেবন করিবে।

দৈর্ঘ্যান্নিশানামেতর্হি প্রাতরেব বুভুক্ষিতঃ।
অবশ্যকার্য্যং সম্ভাব্য যথোক্তং শীলয়েদনু॥

হেমন্তকালে রাত্রি বড় হয় বলিয়া প্রাতঃকালেই লোক বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য প্রায়ই অজীর্ণ থাকে না, অতএব প্রত্যূষে মল-মূত্রত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দিনচর্য্যোক্ত দন্তধাবন ও অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়া সকল প্রতিপালন করিবে।

বাতঘ্নৈস্তৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্দ্ধ্নি তৈলং বিমর্দ্দনম্।
নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং পাদাঘাতঞ্চ যুক্তিতঃ॥

শীতকালে বাতঘ্ন বলাতৈলাদি মাখিবে। মস্তকে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করিবে এবং অভ্যঙ্গানন্তর গাত্রসংবাহন করাইবে। নিপুণ ব্যক্তির সহিত বাহুযুদ্ধ ও যুদ্ধকালে পায়ে পায়ে কষাকষি করিবে।

কষায়াপহৃতস্নেহস্ততঃ স্নাতো যথাবিধি।
কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগুরুধূপিতঃ॥

ব্যায়ামানন্তর লোধ্রাদিকষায় দ্বারা তৈলাপনয়ন করিয়া যথাবিধি স্নান, স্নানান্তে কুঙ্কুম ও কস্তুরিকা দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত এবং অগুরুধূপে ধূপিত করিবে অর্থাৎ অগুরুকাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিবে।

রসান্ স্নিগ্ধান্ পলং পুষ্টং গৌড়মচ্ছসুরাং সুরাম্।
গোধূমপিষ্টমাষেক্ষু-ক্ষীরোত্থবিকৃতীঃ শুভাঃ॥
নবমন্নং বসাং তৈলং শৌচকার্য্যে সুখোদকম্।
প্রাবারাজিনকৌষেয়-প্রবেণীকৌতবাস্তৃতম্॥
উষ্ণস্বভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নং ভজেৎ।
যুক্ত্যার্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা॥

হেমন্তকালে স্নিগ্ধরস অর্থাৎ মধুরাম্ললবণসংযুক্ত দ্রব্য, পীবরতনু পশুর মাংস, নূতন অন্ন এবং গোধূম চূর্ণ, পিষ্ট, মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধজাত বিবিধ সুভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। গৌড়জাত অচ্ছসুরা ও সীধু প্রভৃতি মদিরা, বসা (মাংসস্নেহ) এবং তৈল পান করিবে। হস্তপদাদি-প্রক্ষালনার্থ উষ্ণোদক ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র বা সাটিন অথবা বনাত কম্বলাদি দ্বারা শয্যা আবৃত রাখিয়া তাহাতে শয়ন করিবে। শয়নকালে লঘুভারবিশিষ্ট-উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত রাখিবে। অগ্নিস্বেদ ও সূর্য্যকিরণ যথোপযুক্ত সেবন করিবে এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ (জুতা) ব্যবহার করিবে।

অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ।
তদা হি শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্॥

হেমন্তকাল অপেক্ষা শিশির ঋতুতে শীত ও আদানকালজ রুক্ষতা অধিকতর হয়, অতএব এইকালে পূর্ব্বোক্ত হেমন্তের বিধি সকলই বাহুল্যরূপে সেবন করিবে।

বসন্তচর্য্যা।

কফশ্চিতো হি শিশিরে বসন্তেঽর্কাংশুতাপিতঃ।
হত্বাগ্নিং কুরুতে রোগাংস্ততস্তং ত্বরয়া জয়েৎ॥

শিশির ঋতুতে কালধর্ম্মে কফের সঞ্চয় হয় এবং সেই সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্য সন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া বিবিধ প্রকার রোগ উৎপাদন করে, অতএব ত্বরাপূর্ব্বক অর্থাৎ সঞ্চয়কালে কফের বিনাশ সাধন কর্ত্তব্য।

তীক্ষ্ণৈর্বমননস্যাদ্যৈর্লঘুরূক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনাঘাতৈর্জিত্বা শ্লেষ্মাণমুল্বণম্॥
স্নাতোঽনুলিপ্তঃ কর্পূরচন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
পুরাণযবগোধূমক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভুক্॥
সহকাররসোন্মিশ্রানাস্বাদ্য প্রিয়য়ার্পিতান্।
প্রিয়াস্যসঙ্গসুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্।
সৌমনস্যকৃতো হৃদ্যান্ বয়স্যৈঃ সহিতঃ পিবেৎ।
নির্গদানাসবারিষ্টসীধুমার্দ্বীকমাধবান্॥

বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন ও তীক্ষ্ণ নস্যাদি গ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পরস্পর পাদ কমকাযরূপ মল্ল-যুদ্ধ দ্বারা শ্লেষ্মার বিনাশ, স্নান এবং গাত্রে কর্পূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিবে। তদনন্তর পুরাতন যব বা গোধূমের রুটি, মধু, জাঙ্গল দেশজাত পশু পক্ষ্যাদির শূল্যমাংস (কাবাব্) ভোজন করিবে। এইকালে আম্ররস-মিশ্রিত, প্রেয়সী-কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পানানন্তর প্রদত্ত প্রিয়াধর-সংস্পর্শে সুগন্ধীকৃত এবং প্রণয়িনীর নয়নোৎপলে প্রতিবিম্বিত হৃদ্য দোষরহিত আসব অরিষ্ট সীধু মাদ্বীক ও মাধব নামক মদ্য সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রসন্নচিত্তে পান করিবে।

গ্রীষ্মচর্য্যা।

তীক্ষ্ণাংশুরতিতীক্ষ্ণাংশুর্গ্রীষ্মে সংক্ষিপতীব যৎ।
প্রত্যহং ক্ষীয়তে শ্লেষ্মা তেন বায়ুশ্চ বর্দ্ধতে।
অতোঽস্মিন্ পটুকট্বম্ল-ব্যায়ামার্ককরাংস্ত্যজেৎ॥

গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যদেব জগতের স্নেহপদার্থ (সারাংশ) হরণের নিমিত্তই যেন অতি তীক্ষ্ণাংশু হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হন। এতন্নিবন্ধন প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এই কালে লবণ কটু (ঝাল) ও অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্য-কিরণ পরিত্যাগ করিবে।

ভজেন্মধুরমেবান্নং লঘু স্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্।

গ্রীষ্মকালে কেবল মধুর অন্ন, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রববহুল আহার করিবে।

সুশীততোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাচ্ছক্তূন্ সশর্করান্॥

সুশীতল জলে স্নানকরণানন্তর ছাতু জলে গুলিয়া তাহা চিনিসংযোগে লেহন করিবে।

মদ্যং ন পেয়ং পেয়ং বা স্বল্পং সুবহুবারিণা।
অন্যথা শোথশৈথিল্য-দাহমোহান্ করোতি তৎ॥

গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ; যদিই পান করিতে হয়, বহুজলে মিশাইয়া অতি অল্প পরিমাণে তাহা পান করিবে। নতুবা মদ্যপানে শোথ, অঙ্গশৈথিল্য, দাহ ও মোহ উপস্থিত হইবে।

কুন্দেন্দুধবলং শালিমশ্নীয়াজ্জাঙ্গলৈঃ পলৈঃ॥

কুন্দপুষ্প বা চন্দ্র সদৃশ শুক্লবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংস সহ ভোজন করিবে।

বর্ষাচর্য্যা।

আদানগ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপি সীদতি।
বর্ষাসু দোষৈর্দুষ্যন্তি তেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে॥
সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেন চ।
ভূবাষ্পেণাম্লপাকেন মলিনেন চ বারিণা॥
বহ্নিনৈব চ মন্দেন তেষ্বিত্যন্যোন্যদূষিষু।
ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমূষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ॥

আদান অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে মনুষ্যের দেহ ক্লান্ত এবং অগ্নিও কালস্বভাবে মন্দ হয়। সেই মন্দ অগ্নি, বর্ষা ঋতুতে বাতাদি দোষ দ্বারা আরও মন্দ হইয়া থাকে। এই কালে আকাশ জলভারলম্বিত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, বায়ু তুষার যুক্ত ও গ্রীষ্মতাপাপগমে সহসা শীতল জল ভূবাষ্প দ্বারা অম্লপাক ও কর্দ্দম দ্বারা মলিন এবং অগ্নি মন্দ হয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয়, বর্ষাকালে যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। পরস্পর দূষণস্বভাব সেই বাতাদি দোষ সকল দূষিত হয় বলিয়া তৎকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ ত্রিদোষের প্রশমক এবং অগ্নির উদ্দীপক, সেই সমস্তই সেবন করা কর্ত্তব্য। (নিম্নে সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে)

আস্থাপনং শুদ্ধতনুর্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্।
জাঙ্গলং পিশিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্॥
মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যং বা পঞ্চকোলাবচূর্ণিতম্॥
দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে।
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু॥

বমনবিরেকাদি দ্বারা শুদ্ধ শরীর হইয়া আস্থাপন (বস্তি), যব গোধূমাদি পুরাণ ধান্য, ঘৃত-মরিচ-শুণ্ঠ্যাদিযুক্ত মাংসরস, হরিণাদি জাঙ্গল মাংস, মুদ্গ-দাড়িম্বাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মার্দ্বীক অরিষ্ট, সচল লবণ ও পঞ্চকোলচূর্ণযুক্ত দধির মাত, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধ জল সেবন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টি-বাদলের দিনে অতি অম্ল লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত মধুমিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য ভোজন করিবে। (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ মিলিত এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে)।

অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ।
হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্বাষ্প-শীতশীকরবর্জ্জিতে॥
নদীজলোদমন্থাহং-স্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ॥

বর্ষাকালে পাদচারী হইবে না, অর্থাৎ যানে গমন করিবে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। সতত ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভূবাষ্প শৈত্য ও জলকণাবর্জ্জিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিবে। আর নদীর জল, উদমন্থ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আতপ ত্যাগ করিবে। (জল দ্বারা আলোড়িত, ঘৃত মিশ্রিত ছাতুকে উদমন্থ কহে)।

শরচ্চর্য্যা।

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ।
তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষ্টৌ শরদি কুপ্যতি।
তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্॥

বর্ষা-শৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের শরীর, শরৎকালে হঠাৎ সূর্য্যকিরণতাপিত হওয়ায়, বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত তৎকালে শাস্ত্রবিহিত তিক্তঘৃত পান, বিরেক ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

তিক্তং স্বাদু কষায়ঞ্চ ক্ষুধিতোঽন্নং ভজেল্লঘু।
শালিমুদ্গসিতাধাত্রী-পটোলমধুজাঙ্গলম্॥

এই ঋতুতে ক্ষুধিত ব্যক্তি, তিক্ত মধুর কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন অর্থাৎ দাউদখানি চাউল, মুগ চিনি আমলকী পটোল মধু ও জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ।
সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষম্॥
শুচি হংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলম্।
নাভিষ্যন্দি ন বা রুক্ষং পানাদিষ্বমৃতোপমম্॥

যে জল, সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কিরণে সুশীতল ও অগস্ত্য নক্ষত্রোদয়ে নির্বিষীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারেরা তাহাকে হংসোদক কহেন। ইহা পবিত্র নির্ম্মল বাতাদি-দোষনাশক অনভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মস্রাবী নহে) ও অরুক্ষ। পানাদি বিষয়ে এই হংসোদক অমৃত তুল্য।

চন্দনোশীরকর্পূর-মুক্তাস্রগ্বসনোজ্জ্বলঃ।
সৌধেষু সৌধধবলাং চন্দ্রিকাং রজনীমুখে॥

চন্দন ও উশীরানুলেপন, কর্পূর ও মুক্তাগ্রথিত মাল্য ধারণ এবং বসন পরিধানে সুশোভিত হইয়া, প্রদোষকালে সৌধোপরি সৌধধবলা (শ্বেতবর্ণ) চন্দ্রিকা সেবন করিবে।

তুষারক্ষারসৌহিত্য-দধিতৈলবসাতপান্।
তীক্ষ্ণমদ্যদিবাস্বপ্ন-পুরোবাতান্ পরিত্যজেৎ॥

শরৎকালে নীহার, ক্ষার, পরিতোষ ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যাতপ, তীক্ষ্ণ মদ্য, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু ত্যাজ্য।

শীতে বর্ষাসু চাদ্যাংস্ত্রীন্ বসন্তেঽন্ত্যান্ রসান্ ভজেৎ।
স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাদুতিক্তকষায়কান্॥

শীত ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণ রস, বসন্তকালে কটু তিক্ত ও কষায় রস, গ্রীষ্মকালে মধুর রস এবং শরৎকালে মধুর তিক্ত ও কষায় রস সেবন করিবে।

শরদ্বসন্তয়ো রুক্ষং শীতং ঘর্ম্মঘনান্তয়োঃ
অন্নপানং সমাসেন বিপরীতমতোঽন্যদা॥

শরৎ ও বসন্তকালে রুক্ষ অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্নিগ্ধ অন্নপান, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্ন পান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষাকালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে।

নিত্যং সর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্বাধিক্যমৃতাবৃতৌ॥

নিত্যই মধুরাদি ছয় রস সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য, তবে যে যে ঋতুতে যে যে রস সেবনের বিশেষ বিধান হইয়াছে, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য, বুঝিতে হইবে।

ঋত্বোরন্ত্যাদিসপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ।
তত্র পূর্ব্বো বিধিস্ত্যাজ্যঃ সেবনীয়োঽপরঃ ক্রমাৎ॥
অসাত্ম্যজা হি রোগাঃ স্যুঃ সহসা ত্যাগশীলনাৎ॥

দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সপ্তাহদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর অন্ত্য সাত দিন ও পর ঋতুর আদি সাত দিন এই ১৪ দিন ঋতুসন্ধি। সেই ঋতুসন্ধিতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব-ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ ও পর ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি সেবন অভ্যাস করিবে। কারণ সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজনিত রোগ সকল উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন কর্ত্তব্য।

ইতি ঋতুচর্য্যা।

অথাতো রোগানুৎপাদনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

বেগান্ ন ধারয়েদ্বাত-বিণ্মূত্রক্ষবতৃট্ক্ষুধাম্।
নিদ্রাকাসশ্রমশ্বাস জৃম্ভাশ্রুচ্ছর্দ্দিরেতসাম্॥

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ যে সকল বিধি প্রতিপালন করিলে রোগ জন্মাইতে না পারে, সেই সকল বিধি বর্ণন করিব।

অধোবায়ু, মল, মূত্র, হাঁচি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, শ্রমজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস, হাই, অশ্রুজল, বমন ও শুক্র ইহাদের উপস্থিত বেগ কদাচ ধারণ করিবে না। (এই সকলের বেগ ধারণ করিলে যে যে রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা মাধব-নিদানে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সুতরাং এস্থলে লিখিত হইল না)।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি জায়ন্তে বেগোদীরণধারণৈঃ॥

মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক বেগ প্রদান ও বেগ উপস্থিত হইলে তাহার বিধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই জন্মিয়া থাকে।

ধারয়েৎ তু সদা বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ।
লোভের্ষ্যাদ্বেষমাৎসর্য্য-রাগাদীনাং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যিনি ঐহিক ও পারত্রিক হিত কামনা করেন, তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা লোভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও রাগাদির বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ।
দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদ্বৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্॥
অনুৎপত্ত্যৈ সমাসেন বিধিরেষ প্রদর্শিতঃ।
নিজাগন্তুবিকারাণামুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে॥

অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সংযম, পূর্ব্বাবস্থাস্মরণ (এই করাতে এইরূপ হইল এবংবিধ চিন্তা), দেশ কাল ও আত্ম-স্বরূপ বিজ্ঞান এবং সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান এই গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি-দোষজ ও আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদিজাত রোগ সমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তির সহজ উপায়।

শীতোদ্ভবং দোষচয়ং বসন্তে
বিশোধয়ন্ গ্রীষ্মজমভ্রকালে।
ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্
প্রাপ্নোতি রোগান্ ঋতুজান্ ন জাতু॥

শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্ত কালে; গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ (বায়ু) বর্ষাকালে; বর্ষাকালে সঞ্চিত দোষ (পিত্ত)

শরৎকালে বিশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগ সকল কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী
সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্
আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥

যিনি সতত হিতজনক আহার বিহার করেন; যিনি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন; যিনি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি দাতা, সর্ব্বজীবে সমচিত্ত, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং যিনি ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ আপ্তগণের সেবা করেন, তিনি অরোগী হন।

অর্থেষলভ্যেষ্বকৃতপ্রযত্নং
কৃতাদরং নিত্যমুপায়বৎসু।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুতপন্তি রোগা-
স্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্॥

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ে যত্ন না করেন এবং প্রাপ্য বিষয়ে নিত্য আদর করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাকে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু যদি তৎকালে কোন দৈব প্রতিকূল না থাকে; কারণ দৈব প্রতিকূল থাকিলে তাঁহাকেও রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

কালোঽনুকূলো বিষয়া মনোজ্ঞা
ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি।
সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধি-
র্ভবন্তি ধীরস্য সদা সুখায়॥

যাঁহার কাল অনুকূল (হীনমিথ্যাতিযোগরহিত), রূপরসাদি বিষয় সকল মনোজ্ঞ, ক্রিয়া সকল স্বধর্ম্মনিরত, বমন-বিরেচনাদিরূপ কর্ম্ম সকল স্বাস্থ্যকর, মন দুশ্চিন্তারহিত এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই সুখ অর্থাৎ তিনি কখনও রোগাদিতে আক্রান্ত হয়েন না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দিনচর্য্যা ঋতুচর্য্যা রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়শ্চ।

অথারিষ্টলক্ষণম্।

অথাতো বিকৃতিবিজ্ঞানীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ।

পুষ্পং ফলস্য ধূমোঽগ্নের্বর্ষস্য জলদোদয়ঃ।
যথা ভবিষ্যতো লিঙ্গং রিষ্টং মৃত্যোস্তথা ধ্রুবম॥

অতঃপর আমরা বিকৃতিবিজ্ঞানীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব। পুষ্প যেমন ভাবি ফলের, ধূম যেমন ভাবি অগ্নির, মেঘোদয় যেমন ভাবি বৃষ্টির লিঙ্গ, রিষ্ট-লক্ষণও তদ্রূপ ভাবি নিশ্চিত মৃত্যুর সূচক।

অরিষ্টং নাস্তি মরণং দৃষ্টরিষ্টঞ্চ জীবিতম্॥
অরিষ্টে রিষ্টবিজ্ঞানং ন চ রিষ্টেঽপ্যনৈপুণাৎ॥

রিষ্ট বিনা মৃত্যু হয় না এবং রিষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঁচে না। অনৈপুণ্যহেতু অজ্ঞ লোকের অরিষ্টে রিষ্ট জ্ঞান হয় এবং রিষ্টেও রিষ্ট জ্ঞান হয় না।

কেচিৎ তু তদ্দ্বিধেত্যাহুঃ স্থাব্যাস্থায়িবিভেদতঃ।
দোষাণামপি বাহুল্যাদ্রিষ্টাভাসঃ সমুদ্ভবেৎ॥
স দোষাণাং শমে শাম্যেৎ স্থাব্যবশ্যন্তু মৃত্যবে॥

কতক গুলি আচার্য্যের মতে রিষ্ট দুই প্রকার; যথা—স্থায়ি ও অস্থায়ি। দোষসমূহের

আধিক্যে রিষ্টাভাস প্রকাশ পায়, সেই রিষ্টাভাস দোষের শমতায় প্রশমিত হয়, কিন্তু স্থায়ি রিষ্ট অবশ্যই মৃত্যুর জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

রূপেন্দ্রিয়স্বরচ্ছায়া-প্রতিচ্ছায়াক্রিয়াদিষু।
অন্যেষ্বপি চ ভাবেষু প্রাকৃতেষ্বনিমিত্ততঃ।
বিকৃতির্যা সমাসেন রিষ্টং তদিতি লক্ষয়েৎ॥

রূপ, ইন্দ্রিয়, স্বর, কান্তি, প্রতিবিম্ব, শারীরিক বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়া এবং অন্য যে কোন প্রাকৃত ভাব, তাহা হঠাৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, সামান্যতঃ তাহাকে রিষ্ট বলিয়া জানিবে।

কেশরোম নিরভ্যঙ্গং যস্যাভ্যক্তমিবেক্ষ্যতে।
যস্যাত্যর্থং চলে নেত্রে স্তব্ধান্তর্গতনির্গতে॥
জিহ্মে বিস্তৃতসংক্ষিপ্তে সংক্ষিপ্তবিততভ্রুণী।
উদ্‌ভ্রান্তদর্শনে হীন-দর্শনে নকুলোপমে॥
কপোতাভে অলাতাভে স্রুতে লুলিতপক্ষ্মণী।
নাসিকাত্যর্থবিবৃতা সংবৃতা পিড়কাচিতা॥
উচ্ছূনা স্ফুটিতা ম্লানা যস্যৌষ্ঠৌ যাত্যধোঽধরঃ।
ঊর্দ্ধং দ্বিতীয়ঃ স্যাতাং বা পক্কজম্বুনিভাবুভৌ॥
দন্তাঃ সশর্করাঃ শ্যাবাস্তাম্রাঃ পুষ্পিতপঙ্কিতাঃ।
সহসৈব পতেয়ুর্বা জিহ্বা জিহ্মা বিসর্পিণী।
শ্বেতা শুষ্কা গুরুঃ শ্যাবা লিপ্তা সুপ্তা সকণ্টকা।
শিরঃ শিরধরা বোঢ়ুং পৃষ্ঠং বা ভারমাত্মনঃ॥
হনূ বা পিণ্ডমাস্যস্থং শক্নুবন্তি ন যস্য চ।
যস্যানিমিত্তমঙ্গানি গুরূণ্যতিলঘূনি বা॥
বিষদোষাদ্বিনা যস্য খেভ্যো রক্তং প্রবর্ত্ততে।
উৎসিক্তং মেহনং যস্য বৃষণাবতিনিঃসৃতৌ।
অতোঽন্যথা বা যস্য স্যাৎ সর্ব্বে তে কালনোদিতাঃ॥

যাহার কেশ ও লোম তৈলাদি ম্রক্ষিত না হইয়াও তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্তবৎ বোধ হয়, যাহার নেত্র—চঞ্চল বা স্তব্ধ, অন্তর্গত বা বহির্গত, কুটিল সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভ্রূযুক্ত, বিভ্রান্তদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি বা নকুলদৃষ্টি, কপোতাভ, অঙ্গার বর্ণ, অশ্রুস্রাবী ও লুলিত পক্ষ্ম (বাতাহতবৎ বিশৃঙ্খল-পক্ষ্ম); যাহার নাসিকা অত্যর্থ বিবৃত বা সংবৃত, পিড়কা-ব্যাপ্ত, স্ফীত স্ফুটিত ও ম্লান; যাহার নিম্নোষ্ঠ অধঃক্ষিপ্ত, ঊর্দ্ধোষ্ঠ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও পক্ব জামফল সদৃশ; যাহার দন্ত শর্করাব্যাপ্ত, শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেত-চিহ্নবিশিষ্ট) ও ক্লেদান্বিত এবং সহসা নিপতিত; যাহার জিহ্বা কুটিল, অতিলোল, শ্বেত বা শ্যাববর্ণ, শুষ্ক, গুরু, লিপ্ত, রসজ্ঞানরহিত ও কণ্টকব্যাপ্ত; যাহার গ্রীবা শিরোবহনে, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠভারবহনে, হনু (চোয়াল) মুখবিবরস্থ অন্নগ্রাস ধারণে অসমর্থ; যাহার অঙ্গ সকল কারণ বিনা গুরু বা লঘু; যাহার বিষদুষ্টি বিনা শরীররন্ধ্র হইতে রক্ত নিঃসৃত; লিঙ্গ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় অধঃপ্রলম্বিত; অথবা লিঙ্গ অধঃক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত তাহাদের সকলকেই কাল-প্রেরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত।

যস্যাপূর্ব্বাঃ শিরালেখা বালেন্দ্বাকৃতয়োঽপি বা।
ললাটে বস্তিশীর্ষে বা ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥
পদ্মিনীপত্রবৎ তোয়ং শরীরে যস্য দেহিনঃ।
প্লবতে প্লবমানস্য ষণ্মাসং তস্য জীবিতম্॥
হরিতাভাঃ শিরা যস্য রোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ।
সোঽম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে॥
যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধ্নি মুখেঽপি বা।
সস্নেহং মূর্দ্ধ্নি ধূমো বা মাসান্তং তস্য জীবিতম্॥
মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্বা কুর্ব্বন্তি সীমন্তাবর্ত্তকা নবাঃ।
মৃত্যুং স্বস্থস্য ষড়্‌রাত্রাৎ ত্রিরাত্রাদাতুরস্য তু॥
জিহ্বা শ্যাবা মুখং পূতি সব্যমক্ষি নিমজ্জতি।
খগা বা মূর্দ্ধ্নি লীয়ন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি॥
অকস্মাদ্ যুগপদ্ গাত্রে বর্ণৌ প্রাকৃতবৈকৃতৌ।
তথৈবোপচয়গ্লানি-রৌক্ষ্যস্নেহাদি মৃত্যবে॥
যস্য স্ফুটেয়ুরঙ্গুল্যো নাকৃষ্টা ন স জীবতি।
ক্ষবকাসাদিষু তথা যস্যাপূর্ব্বো ধ্বনির্ভবেৎ।
হ্রস্বো দীর্ঘোঽতি বোচ্ছ্বাসঃ পূতিঃ সুরভিরেব বা।
আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধোঽতিমানুষঃ।
মলবস্ত্রব্রণাদৌ বা বর্ষান্তং তস্য জীবিতম্॥

যাহার ললাটে অথবা বস্তির শিরোভাগে অভিনব শিরারাজি বা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র আকৃতি সমুদ্ভূত হয়, কিংবা স্নানকালীন যাহার শরীরে জলবিন্দু সকল নলিনীদলগত

জলবৎ অর্থাৎ অনবস্থিতভাবে) স্থিত হয়, তাহার জীবনকাল ছয়মাস। যাহার শিরা সকল হরিতাভ এবং রোমকূপসমূহ সংবৃত হয়, সে অন্নভোজনাভিলাষী হইয়া পৈত্তিক রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহার মস্তকে বা মুখে গোময়চূর্ণ সদৃশ সস্নেহ চূর্ণ দৃষ্ট হয়, কিংবা মস্তকে ধূম উদ্গত হয়, তাহার জীবন একমাস। সুস্থ ব্যক্তির মস্তকে বা ভ্রূতে হঠাৎ সীমন্ত বা রোমাবর্ত্ত উদ্ভূত হইলে, তাহার জীবন ছয় দিন, রোগী ব্যক্তির হইলে তিন দিন। যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, মুখ দুর্গন্ধ, বাম চক্ষুঃ অন্তঃপ্রবিষ্ট বা মস্তকে কাকাদি পক্ষী উপবিষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবে। স্নাতানুলিপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকাতেও যদি প্রথমে তাহার বক্ষঃ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে সে অর্দ্ধ মাসও জীবিত থাকিবে না। অকস্মাৎ যাহার গাত্রে প্রাকৃত ও বৈকৃত বর্ণ, দেহের স্থৌল্য ও কার্শ্য, গ্লানি ও হর্ষ, রৌক্ষ্য ও স্নেহাদি যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। আকর্ষণ করিলেও যাহার অঙ্গুলি মট্‌কায় না, হাঁচি ও কাস প্রভৃতিতে যাহার অলৌকিক ধ্বনি, যাহার নিশ্বাস অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব, দুর্গন্ধি বা সুগন্ধি, যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে তথা মলিন বস্ত্রে, ব্রণাদিতে অমানুষ গন্ধ হয় (সুরভি বা অসুরভি), তাহার জীবন এক বৎসর।

ভজন্তেঽত্যঙ্গসৌরস্যাদ্ যং যূকা মক্ষিকাদয়ঃ।
ত্যজন্তি বাতিবৈরস্যাৎ সোঽপি বর্ষং ন জীবতি॥
সততোষ্মসু গাত্রেষু শৈত্যং যস্যোপলক্ষ্যতে।
শীতেষু ভৃশমৌষ্ণ্যং বা স্বেদঃ স্তম্ভোঽপ্যহেতুকঃ॥
যো জাতশীতপিটিকঃ শীতাঙ্গো বা বিদহ্যতে।
উষ্ণদ্বেষী চ শীতার্ত্তঃ স প্রেতাধিপগোচরঃ॥
উরস্যূষ্মা ভবেদ্ যস্য জঠরে চাতিশীততা।
ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ॥
মূত্রং পুরীষং নিষ্ঠ্যূতং শুক্রং বাপ্সু নিমজ্জতি।
নিষ্ঠ্যূতং বহুবর্ণং বা যস্য মাসাৎ স নশ্যতি॥

অঙ্গের অতি সুরসত্ব হেতু কেশকীট (উকুন) ও মক্ষিকাদি যাহার শরীরে অভিসর্পণ অথবা দেহের অতি বিরসত্ব হেতু যাহার শরীর ত্যাগ করে, তাহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর। যাহার বাহ্য অঙ্গে সতত উষ্ণতা কিন্তু অন্তরে শৈত্য অথবা যাহার বহিরঙ্গে শৈত্য কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দাহ কিংবা হঠাৎ অতিঘর্ম্ম বা একবারে ঘর্ম্মরোধ হয়, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে ব্যক্তি কফোদ্ভূত পিড়কাক্রান্ত অথবা শীতাঙ্গ হইয়া বিদাহ অনুভব করে, যে শীতার্ত্ত হইয়াও উষ্ণদ্বেষী হয়, সে ব্যক্তিও মৃত্যুর গোচর। যাহার বক্ষঃস্থল উষ্ণ, জঠর শীতল, পুরীষ তরল, তৃষ্ণা অধিকতর হয়, সে প্রেতবৎ। যাহার মূত্র, পুরীষ, গয়ের বা শুক্র জলে মগ্ন বা যাহার গয়ের নানাবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু একমাসের মধ্যেই হইয়া থাকে।

ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব যো ঘনম্।
অমূর্ত্তমিব মূর্ত্তঞ্চ মূর্ত্তং চামূর্ত্তবৎ স্থিতম্॥
তেজস্ব্যতেজস্তদ্বচ্চ শুক্লং কৃষ্ণমসচ্চ সৎ।
অনেত্ররোগশ্চন্দ্রঞ্চ বহুরূপমলাঞ্ছনম্॥
জাগ্রদ্রক্ষাংসি গন্ধর্ব্বান্ প্রেতানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্।
রূপং ব্যাকৃতি তদ্বচ্চ যঃ পশ্যতি স নশ্যতি।

যে ব্যক্তি আকাশকে ঘনীভূত এবং ঘটপটাদি ঘন বস্তুকে আকাশবৎ দর্শন করে, যে ব্যক্তি বাতাদি অমূর্ত্ত বস্তুকে মূর্ত্তিমান, এবং মূর্ত্তিমান বস্তুকে অমূর্ত্তবৎ বোধ করে, যে ব্যক্তি অগ্ন্যাদি ভাস্বর বস্তুকে নিস্তেজ, শুক্লকে কৃষ্ণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে সৎ, সৎ বস্তুকে অসৎ এবং নেত্ররোগাক্রান্ত না হইয়াও চন্দ্রকে বহুরূপ বিশিষ্ট অকলঙ্ক দর্শন করে, যে ব্যক্তি জাগ্রদবস্থাতেও রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব প্রেত বা তদ্বিধ অন্য প্রাণী ও বিকৃত রূপ দর্শন করে, তাহাকে গতাসু জানিবে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা স ন পশ্যতি তাং সমাম্॥

যে ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী, উত্তর-কেন্দ্রস্থ ধ্রুব এবং আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু সেই বৎসরেই হয়।

মেঘতোয়ৌঘনির্ঘোষ-বীণাপণববেণুজান্।
শৃণোত্যন্যাংশ্চ যঃ শব্দানসতো ন সতোঽপি বা॥
নিস্পীড্য কর্ণৌ শৃণুয়াদ্ যো ধুকধুকস্বনম্॥

যে ব্যক্তি মেঘধ্বনি, জলতরঙ্গনির্ঘোষ, বীণা পণব (বাদ্যবিশেষ) ও বংশীর রব বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ শুনিতে না পায়, অথবা মেঘধ্বনি প্রভৃতি না হইলেও যে ঐ সকল শব্দ শুনে এবং যে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয় টিপিয়া ধুক ধুক (শব্দবিশেষ) শব্দ অনুভব না করে, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

তদ্বদ্গন্ধরসস্পর্শান্ মন্যতে যো বিপর্য্যয়াৎ।
সর্ব্বশো বা ন যো যশ্চ দীপগন্ধং ন জিঘ্রতি॥
বিধিনা যস্য দোষায় স্বাস্থ্যায়াবিধিনা রসাঃ।
যঃ পাংশুনেব কীর্ণাঙ্গো যোঽঙ্গঘাতং ন বেত্তি বা॥
অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্।
জানাত্যতীন্দ্রিয়ং যশ্চ তেষাং মরণমাদিশেৎ॥

পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি-ধ্বনিবৎ, যে ব্যক্তি গন্ধ রস ও স্পর্শের অসত্তাতেও সত্তা কিংবা তাহাদের বৈপরীত্য অর্থাৎ সুগন্ধকে দুর্গন্ধ, মধুরকে অম্ল ইত্যাদি অনুভব করে, অথবা সর্ব্বদা গন্ধাদি কিছুই বোধ না করে, যে ব্যক্তি তৎকালনির্ব্বাপিত দীপগন্ধ না পায়, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে প্রযুক্ত রস যাহার রোগের নিমিত্ত এবং অবিধি-প্রযুক্ত রস যাহার স্বাস্থ্যের জন্য হয়, যাহার অঙ্গ ধুলিব্যাপ্তবৎ হয়, যে ব্যক্তি অঙ্গাঘাত বুঝিতে পারে না এবং যে উগ্রতপস্যা বা বিধিপূর্ব্বক যোগ ব্যতিরেকেও অতীন্দ্রিয় বিষয় জানিতে পারে, সেই সকল ব্যক্তির মরণ উপস্থিত জানিবে।

হীনো দীনঃ স্বরোঽব্যক্তো যস্য স্যাদ্ গদ্গদোঽপি বা।
সহসা যো বিমুহ্যেদ্ বা বিবক্ষুর্ন স জীবতি॥

যাহার স্বর হীন, অবসন্ন, অব্যক্ত ও গদ্গদ, কিংবা যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া বিনা কারণে কথা কহিতে পারে না, সে ব্যক্তি রক্ষা পায় না।

স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিং বা বলবর্ণয়োঃ।
রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্ট্বা মরণমাদিশেৎ॥

যাহার স্বরের দৌর্ব্বল্য, বল ও বর্ণের হানি এবং কারণ ব্যতিরেকে রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ।
শ্রোতারং চাস্য শব্দস্য দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে ব্যক্তি আমার মরণ উপস্থিত, আমি আর বাচিব না, এরূপ অপস্বর (হীনস্বর, কাতর স্বরে) কহে, কিংবা এই প্রকার নিজ মৃত্যুর কথা যে পরস্পরের নিকট শোনে, বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন।

সংস্থানেন প্রমাণেন বর্ণেন প্রভয়াপি বা।
ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বস্থোঽপি প্রেত এব সঃ॥

শরীরের গঠন, পরিমাণ, বর্ণ ও প্রভা দ্বারা যাহার ছায়া অর্থাৎ মূর্ত্তি অন্যথাভূত হয়, সে যদি সুস্থও হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মৃত বলিয়া জ্ঞান করিবে। যথা:—সম অঙ্গ বিষম, বিষমাঙ্গ সম, দীর্ঘাকৃতি হ্রস্ব, হ্রস্বাকৃতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গৌর, উজ্জ্বল প্রভা মলিন, মলিন প্রভা উজ্জ্বল, ইত্যাদি বৈপরীত্য ঘটিলে, রোগির কথা দূরে যাউক, সুস্থ ব্যক্তিকেও মৃতবৎ গণ্য করিতে হইবে।

আতপাদর্শতোয়াদৌ যা সংস্থানপ্রমাণতঃ।
ছায়াঙ্গাৎ সম্ভবত্যুক্তা প্রতিচ্ছায়েতি সা পুনঃ।
বর্ণপ্রভাশ্রয়া যা তু সা চ্ছায়ৈব শরীরগা॥

শরীরের গঠন ও পরিমাণানুরূপ যে ছায়া অঙ্গ হইতে, আতপ দর্পণ ও জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয়, তাহাকে প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কহে। প্রতিবিম্ব, বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় নহে, কিন্তু যাহা বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় এবং কেবল শরীরগত, অর্থাৎ যাহা প্রতিবিম্বের ন্যায় জলাদিতে যায় না, তাহাই

দেহের ছায়া। প্রতিচ্ছায়া ও ছায়ায় এই প্রভেদ।

অবেদ্ যস্য প্রতিচ্ছায়া ছিন্না ভিন্নাধিকাকুলা।
বিশিরা দ্বিশিরা জিহ্মা বিকৃতা যদি বান্যথা॥
তং সমাপ্তায়ুষং বিদ্যান্ন চেল্লক্ষ্যনিমিত্তজা।
প্রতিচ্ছায়াময়ী যস্য ন চাক্ষ্ণ্যুপলভ্যতে কন্যকা॥

যাহার প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্যকারণ ব্যতিরেকে যদি ছিন্ন, ভিন্ন, অধিক চঞ্চল, নিশ্মস্তক বা দ্বিমস্তক, বক্র, বিকৃত বা অন্যথাভূত (মনুষ্যের পশ্বাদিবৎ প্রতিচ্ছায়া) হয়, অথবা যাহার নয়নে প্রতিচ্ছায়াময়ী কন্যকা (অক্ষিপুত্তলিকা) দৃষ্ট না হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, জানিবে।

খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চানাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ।
নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ॥
বাতাদ্রজোহরুণা শ্যাবা ভস্মরুক্ষা হতপ্রভা।
বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া॥
শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা তোয়জা সুখা।
স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শুদ্ধা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী।
বায়বী রোগমরণক্লেশায়ান্যাঃ সুখোদয়াঃ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের, বিবিধ লক্ষণান্বিত পাঁচ প্রকার ছায়া হয়। আকাশজা ছায়া নির্ম্মল, ঈষৎ নীলবর্ণ, সস্নেহ ও সপ্রভ। বায়বী ছায়া রজোযুক্ত, অরুণ, শ্যাব, ভস্মবৎ রুক্ষ ও প্রভাহীন। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, দীপ্তাভ ও দর্শনপ্রিয়। তোয়জা ছায়া নির্ম্মলবৈদূর্য্যমণিবৎ বিমল, সুস্নিগ্ধ ও সুখাবহ। পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, নির্ম্মল, শ্যাম বা শ্বেতবর্ণ। বায়বী ছায়া রোগ ও মরণের নিমিত্ত হয়, অন্য ছায়া সুখাবহ হইয়া থাকে।

প্রভোক্তা তৈজসী সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা।
রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা॥
তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃ স্নিগ্ধাশ্চ বিমলাশ্চ যাঃ।
তাঃ শুভা মলিনারুক্ষা সংক্ষিপ্তাশ্চাশুভোদয়াঃ॥

মুনিগণ প্রভাকে তৈজসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রভা সাতপ্রকার; যথা—রক্তা, পীতা, শ্বেতা, শ্যাবা, হরিতা, পাণ্ডুরা ও শ্যামা। ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রভা বিকাসী, স্নিগ্ধ ও বিমল, তাহারা শুভপ্রদ এবং যাহারা মলিন, রুক্ষ ও সংক্ষিপ্ত, তাহারা অশুভজনক।

বর্ণমাক্রামতি চ্ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী॥

ছায়া রক্তাদি বর্ণকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ বর্ণকে পরাভব করিয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রভা বর্ণকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

আসন্নে লক্ষ্যতে চ্ছায়া বিকৃষ্টে ভা প্রকাশতে।
নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্বিশেষাশ্চিহ্নয়ন্তি তু।
নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে চ্ছায়াপ্রভাশ্রয়াঃ॥

ছায়া নিকটে লক্ষ্য হয়, প্রভা দূরপ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই ছায়াহীন ও প্রভারহিত নহে। ছায়া ও প্রভান্বিত দৈহিক বিশেষভাব সকল মনুষ্যদিগের শুভাশুভোৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিকষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিসর্পতি।
হীয়তে বলতঃ শশ্বদ্ যোঽন্নমশ্নন্ হিতং বহু॥
যোঽল্পাশী বহুবিণ্মূত্রো বহ্বাশী চাল্পমূত্রবিট্।
যোঽল্পাশী বা * কফেনার্ত্তো দীর্ঘং শ্বসিতি চেষ্টতে॥
দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নিঃশ্বস্য পরিতাম্যতি।
হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে ভৃশম্॥
শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছ্রাদ্ যোঽঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ।
যো ললাটাৎ স্রুতস্বেদঃ শ্লথসন্ধানবন্ধনঃ॥
উত্থাপ্যমানঃ সংমুহ্যেদ্ যো বলী দুর্ব্বলোঽপি বা।
উত্তান এব স্বপিতি যঃ পাদৌ বিকরোতি চ॥
শয়নাসনকুড্যাদৌ যোঽসদেব জিঘৃক্ষতি।
অহাস্যহাসী সংমুহ্যন্ যো লেঢ়ি দশনচ্ছদৌ॥
উত্তরৌষ্ঠং পরিলিহন্ ফুৎকারাংশ্চ করোতি যঃ।
যমভিদ্রবতি চ্ছায়া কৃষ্ণা পীতারুণাপি বা॥
ভিষগ্‌ভেষজপানান্ন-গুরুমিত্রদ্বিষশ্চ যে।
বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সমবর্ত্তিনঃ॥

যে ব্যক্তি শিথিলস্কন্ধ হইয়া পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে ভূমিতে বিচরণ করে; যে নিরন্তর বহুপরিমাণে হিতজনক অন্ন ভোজন করিয়াও বলহীন হয়; যে অল্পভোজী হইয়াও বহু মলমূত্র কিংবা বহুভোজী হইয়াও অল্প মলমূত্র ত্যাগ করে এবং যে অল্পাশী হইয়াও কফ দ্বারা পীড়িত হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও

* যোঽল্পনীর ইতি পাঠান্তরম্।

পরিলুণ্ঠন করে; যে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসানন্তর হ্রস্ব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্লিষ্ট হয়, যে হ্রস্ব নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, কিন্তু নাড়ী যাহার বিষম-ভাবে অতিশয় স্পন্দন করে; যে প্রপাণিক (পাণির পশ্চাদ্ভাগস্থিত অবয়ববিশেষ) বক্রী কৃত করিয়া কষ্টে মস্তক চালনা করে; যাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত এবং সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়, বলবান্ই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যাহাকে তুলিয়া বসাইলে মোহপ্রাপ্ত হয়, যে পদদ্বয় বিকৃত করিয়া চিৎ হইয়া নিদ্রা যায়; যে শয্যায় আসনে ও ভিত্তি প্রভৃতিতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে (বিছানা প্রভৃতি খোঁজে); যে অহাস্য বিষয়ে হাসে, মূর্চ্ছা যায়, দাঁতের মাড়ী ও উপর ওষ্ঠ চাটে, নানাশব্দবিশিষ্ট ফুৎকার করে; কৃষ্ণ পীত বা অরুণ বর্ণ ছায়া যাহার পশ্চাদ্গামিনী হয়. যে ব্যক্তি চিকিৎসক, ঔষধ, অন্নপান, গুরু ও মিত্রের দ্বেষ করে; তাহাদের সকলকেই যমের বশবর্ত্তী জানিবে।

গ্রীবাললাটহৃদয়ং যস্য স্বিদ্যতি শীতলম্।
উষ্ণোঽপরঃ প্রদেশশ্চ শরণং তস্য দেবতা॥

যাহার গ্রীবা, ললাট ও হৃদয় ঘর্ম্মাক্ত এবং শীতল, অপর অঙ্গ উষ্ণ, তাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতা অর্থাৎ দেবতা ভিন্ন তাহাকে রক্ষা করিতে বৈদ্য প্রভৃতি আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

যোঽণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা।
বলিং বলিভুজো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে॥
নির্নিমিত্তঞ্চ যো মেধাং শোভামুপচয়ং শ্রিয়ম্।
প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং স প্রাপ্নোতি যমক্ষয়ম্॥

যে অণুজ্যোতি অর্থাৎ অল্পদৃষ্টি বা অল্প-তেজ এবং ব্যাকুলচিত্ত, বিবর্ণকান্তি ও সদা দুর্ম্মনা হয়, কাক-শৃগালাদি বলিভুক্ প্রাণী যাহার প্রদত্ত বলি ভোজন না করে এবং কারণ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মেধা, , দেহোপচয় ও ধন বা রাজ্যাদি শ্রী প্রাপ্ত, অথবা মেধা প্রভৃতি হইতে বিভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি যমভবনে গমন করে।

গুণদোষময়ী যস্য স্বস্থস্য ব্যাধিতস্য বা।
যাত্যন্যথাত্বং প্রকৃতিঃ ষণ্মাসান্ন স জীবতি॥

স্বস্থ বা ব্যাধিত যে ব্যক্তির সত্ত্বাদি-গুণ-ময়ী ও বাতাদি-দোষময়ী প্রকৃতি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকম্।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্ভির্মাসৈর্মরিষ্যতঃ।
মত্তবদ্গতিবাক্কম্প-মোহা মাসান্মরিষ্যতঃ॥

মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার ভক্তি, স্বভাব স্মৃতি, দানশীলতা, বুদ্ধি ও বল বিনা কারণে অপগত হয় এবং যাহার এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে, তাহার মত্তবৎ গতি, বাক্য, কম্প ও মোহ হইয়া থাকে।

নস্ত্যজানন্ ষড়হাৎ কেশলুঞ্চনবেদনাম্।
ন যাতি যস্য চাহারঃ কণ্ঠং কণ্ঠময়াদৃতে॥
প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং যান্তি প্রেতাকৃতিরুদীযাতে।
যস্য নিদ্রা ভবেন্নিত্যং নৈব বা ন স জীবতি॥
বক্ত্রমাপূর্য্যতেঽশ্রূণাং স্বিদ্যতশ্চরণৌ ভৃশম্॥
চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাজ্যং গমিষ্যতঃ।
যৈঃ পুরা রমতে ভাবৈররতিস্তৈর্ন জীবতি॥

কেশোৎপাটন জনিত বেদনা যে অনুভব করিতে না পারে এবং গলরোগ বিনা, খাদ্য দ্রব্য যাহার গলাধঃকরণ না হয়, ছয় দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ভৃত্যগণ যাহার প্রতিকূল হয়, তাহাকে প্রেতাকৃতিই জানিবে। যে সতত নিদ্রা যায় বা একবারও ঘুমায় না, যাহার অশ্রুর স্রোতোমুখ রুদ্ধ, পদদ্বয় অকারণ অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত এবং চক্ষুঃ চঞ্চল হয়, তাহাকেও যমালয়ে যাইতে হইবে। ধন জন বান্ধবাদি যে সকল বিষয় পূর্ব্বে আনন্দোৎপাদন করিত, সেই প্রীতিপ্রদ বিষয় সকল যাহার ভাল না লাগে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত।

সহসা জায়তে যস্ত বিকারঃ সর্ব্বলক্ষণঃ।
নিবর্ত্ততে বা সহসা সহসা স বিনশ্যতি ॥

যাহার জ্বরাদিব্যাধি, কারণ ব্যতীত সহসা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হয়, অথবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত ব্যাধি হঠাৎ প্রশমতা পায়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

জ্বরো নিহন্তি বলবান্ গম্ভীরো দৈর্ঘরাত্রিকঃ।
সপ্রলাপভ্রমশ্বাসঃ ক্ষীণং শূনং হতানলম ॥
অক্ষামং সক্তবচনং রক্তাক্ষং হৃদি শূলিনম্।
সংশুষ্ককাসঃ পূর্ব্বাহ্নে যোঽপরাহ্নেঽপি বা ভবেৎ।
বলমাংসবিহীনস্থ শ্লেষ্মকাসসমন্বিতঃ ॥

প্রবল বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন যে বলবান্ জ্বর; মজ্জপ্রভৃতি গম্ভীর-ধাত্বাশ্রয়ী যে গম্ভীর জ্বর; দীর্ঘকালানুবন্ধী যে দৈর্ঘরাত্রিক জ্বর এবং প্রলাপ ভ্রম ও শ্বাসযুক্ত যে জ্বর; বলমাংসবিহীন ব্যক্তির শ্লেষ্মকাসযুক্ত যে জ্বর; যে জ্বর পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শুষ্ককাস উৎপাদন করে, তাহা ক্ষীণ, শোথী, হতাগ্নি, অথবা অক্ষীণ, গলবদ্ধবচন, রক্তাক্ষ এবং হৃদয়ে শূলবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগিকে বিনষ্ট করে।

রক্তপিত্তং ভৃশং রক্তং কৃষ্ণমিন্দ্রধনুঃপ্রভম্।
তাম্রহারিদ্রহরিতং রূপং রক্তং প্রদর্শয়েৎ ॥
রোমকূপপ্রবিসৃতং কণ্ঠাস্যহৃদয়ে সক্তং।
বাসসোরঞ্জনং পূতি বেগবচ্চাতিভূরি চ।
বৃদ্ধং পাণ্ডুজ্বরচ্ছর্দ্দি-কাসশোথাতিসারিণম্ ॥

রক্তপিত্ত রোগে রক্ত যদি অতি লোহিত বা অতি কৃষ্ণ অথবা ইন্দ্রধনুঃপ্রভ হয়, রোগী যদি দৃশ্যমান বস্তু তাম্র হারিদ্র হরিত বা রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিংবা রক্তপিত্তের রক্ত যদি সমস্ত রোমকূপ হইতে নিঃসৃত হয়; অথবা কণ্ঠে আস্যে ও হৃদয়ে যুগপৎ লিপ্ত হইয়া থাকে; কিংবা ঐ রক্ত যদি দুর্গন্ধী, অতিবেগে ও বহু পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং উহা বস্ত্রে লাগিলে যদি সেই বস্ত্র জলে প্রক্ষালন করিলেও দাগ না উঠে, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। অতিপ্রবৃদ্ধ রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, জ্বর, বমি, কাস, শোথ ও অতিসারযুক্ত রোগিকে বিনষ্ট করে।

কাসশ্বাসৌ জ্বরচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতীসারশোফিনম্।
যক্ষ্মা পার্শ্বরুজানাহ-রক্তচ্ছর্দ্দ্যাংসতাপিনম্ ॥

কাস ও শ্বাস রোগ, জ্বর বমি তৃষ্ণা অতিসার ও শোথোপদ্রবে উপদ্রুত রোগিকে বিনষ্ট করে। যক্ষ্মরোগে পার্শ্ববেদনা আনাহ রক্তবমন ও স্কন্ধদেশে অভিতাপ উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়।

ছর্দ্দির্বেগবতী মূত্রশকৃদ্গন্ধিঃ সচন্দ্রিকা। *
সাস্রবিট্পূয়রুক্কাস-শ্বাসবত্যনুষঙ্গিণী ॥

বমিরোগে বমন যদি মহাবেগে প্রবর্ত্তমান, মূত্র বা মলগন্ধি ও ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উহা যদি সরক্ত মল পূয বেদনা কাস ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃষ্ণান্যরোগক্লপিতং নিঃসৃতজিহ্বং বিচেতনম্ ॥

তৃষ্ণারোগে রোগী যদি অন্যান্য ব্যাধি দ্বারা কর্ষিতদেহ, নিঃসারিত-জিহ্ব ও বিচেতন হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মদাত্যয়েঽতিশীতার্ত্তং ক্ষীণং তৈলপ্রভাননম্ ॥

মদাত্যয়রোগে রোগী অতিশয় শীতার্ত্ত, ক্ষীণ ও তৈলপ্রভানন হইলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিবে।

অর্শাংসি পাণিপান্নাভি-গুদমুষ্কাস্যশোফিনম্।
হৃৎপার্শ্বাঙ্গরুজাচ্ছর্দ্দি-পায়ুপাকজ্বরাতুরম্ ॥

অর্শোরোগে যদি হস্ত পদ নাভি গুহ্য মুষ্ক ও মুখে শোথ এবং হৃদয় পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, বমি, গুহ্যদেশে পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতীসারো যকৃৎপিণ্ড-মাংসধাবনমেচকৈঃ।
তুল্যতৈলঘৃতক্ষীর-দধিমজ্জব সাসবৈঃ ॥

* জলতৈলবিন্দুসংস্থানা চন্দ্রিকোচ্যতে।

মস্তুলুঙ্গমসীপূয়-বেশবারাম্বুমাক্ষিকৈঃ।
অতিরক্তাসিতস্নিগ্ধ-পূত্যচ্ছঘনবেদনঃ॥
কর্ব্বুরঃ প্রস্রবন্ ধাতূন্ নিষ্পুরীষোঽথবাতিবিট্।
তন্তুমান্ মক্ষিকাক্রান্তো রাজীমাংশ্চন্দ্রকৈর্যুতঃ॥
নির্ণগুদবলিং মুক্তনালং পর্ব্বাস্থিশূলিনম্।
স্রস্তপায়ুং বলক্ষীণমন্নদ্বেষোপবেশয়েৎ।
সতৃট্শ্বাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-দাহানাহপ্রবাহিকঃ॥

অতিসার রোগে মল যদি মেচকবর্ণ (কৃষ্ণ-চিক্কণ) অথবা যকৃৎখণ্ড, মাংসধাবন জল এবং তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মজ্জা, বসা, আসব, মস্তিষ্ক, কালী, পূয, নির্গন্ধি পিষ্টমাংস, জল বা মধুবৎ হয়, কিংবা অতিরক্ত, অতিকৃষ্ণ, অতিচিক্কণ, দুর্গন্ধ, নির্ম্মল, ঘন ও বেদনান্বিত হয়, কিংবা নানা ধাতুস্রাবহেতু কর্ব্বুর অর্থাৎ বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট, অথবা পুরীষহীন বা অতি পুরীষযুক্ত, তন্তুমান্, মক্ষিকাক্রান্ত, রেখাবিশিষ্ট বা ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণ হয় এবং রোগির যদি গুহ্যদেশ ও গুদনাড়ী শীর্ণ এবং মুক্তনাল (শিথিলবন্ধন), পর্ব্বাস্থি শূলবৎ বেদনাযুক্ত, পায়ু স্খলিত, বল ক্ষীণ, যথাভুক্ত মলত্যাগ এবং তৃষ্ণা শ্বাস জ্বর বমি দাহ আনাহ বা প্রবাহিকা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

অশ্মরী শূনবৃষণং বদ্ধমূত্রং রুজার্দ্দিতম্।
মেহস্তুড়্দাহপিটিকা-মাংসকোথাতিসারিণম॥

অশ্মরীরোগে বৃষণে (কোষে) শোথ, মূত্র বন্ধ ও যন্ত্রণা থাকিলে এবং মেহরোগে পিপাসা দাহ পিড়কা মাংসপচন ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগির মৃত্যু হয়।

পিটিকা মর্ম্মহৃৎপৃষ্ঠ-স্তনাংসগুদমূর্দ্ধগাঃ।
পর্ব্বপাদকরস্থা বা মন্দোৎসাহং প্রমেহিণম্।
সর্ব্বঞ্চ মাংসসঙ্কোথ-দাহতৃষ্ণামদজ্বরৈঃ।
বিসর্পমর্ম্মসংরোধ-হিক্কাশ্বাসভ্রমক্লমৈঃ॥

প্রমেহ রোগে পিড়কা যদি মর্ম্মস্থানে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, স্তনে, স্কন্ধে, গুহ্যে, মস্তকে, পর্ব্বস্থানে, হস্তে ও পদে জন্মে, তাহা হইলে মন্দোৎসাহ প্রমেহ-রোগিকে বিনষ্ট করে। আর পিড়কারোগে যদি মাংসপচন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প, মর্ম্মরোধ, হিক্কা, শ্বাস, ভ্রম ও ক্লান্তি (দোষজা গ্লানি) উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রমেহী কেন, সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

গুল্মঃ পৃথুপরীণাহো ঘনঃ কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ।
শিরানদ্ধো জ্বরচ্ছর্দ্দি-হিক্কাধ্মানরুজান্বিতঃ।
কাসপীনসহৃল্লাস-শ্বাসাতিসারশোথবান্॥

গুল্ম যদি বৃহৎ, নিবিড়াবয়ব, কূর্ম্মবৎ উন্নত শিরাব্যাপ্ত এবং জ্বর বমি হিক্কা উদরাধ্মান বেদনা কাস পীনস বমনবেগ শ্বাস অতিসার ও শোথ এই সমস্ত বা ইহাদের কোন কোন উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে গুল্ম-রোগির জীবনাশা নাই।

বিণ্মূত্রসংগ্রহশ্বাস-শোথহিক্কাজ্বরভ্রমৈঃ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যতিসারৈশ্চ জঠরং হন্তি দুর্ব্বলম্॥
শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমুপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বিরেচনকৃতানাহমানাহঞ্চ পুনঃপুনঃ॥

জঠররোগে যদি মলমূত্রবিবদ্ধতা, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, জ্বর, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বমি, দৌর্ব্বল্য ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগির নেত্র স্ফীত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক্ ক্লেদযুক্ত ও পাত্‌লা, বিরেচনজন্য আনাহ বা পুনঃপুনঃ আনাহ, এই সকল লক্ষণ ঘটে, তাহা হইলে রোগির মৃত্যু জানিবে।

পাণ্ডুরোগঃ শ্বয়থুমান্ পীতাক্ষিনখদর্শনম্।
তন্দ্রাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাধ্মানাতিসারবান্॥

পাণ্ডুরোগে যদি শোথ, তন্দ্রা, দাহ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, আধ্মান ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগির অক্ষি ও নখ যদি পীতবর্ণ হয়, সে যাহা দর্শন করে, তাহাও যদি পীতবর্ণ দেখে, তবে রোগির জীবন সংশয় জানিবে।

অনেকোপদ্রবযুতঃ পাদাভ্যাং প্রসৃতো নরম্।
নারীং শোফো মুখাদ্ধন্তি কুক্ষিগুহ্যাদুভাবপি।
রাজীচিত্রঃ স্রবঞ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারিণম্॥

পুরুষের শোথ যদি পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদেহে প্রসৃত ও জ্বরশ্বাসাদি বহু উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে শোথ পুরুষঘাতী এবং স্ত্রীলোকের শোথ যদি

মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পাদদেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা স্ত্রীঘাতী; আর কুক্ষি বা গুহ্য হইতে প্রসৃত শোথ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ঘাতী জানিবে। এবং শোথ যদি স্রাববিশিষ্ট ও শিরাব্যাপ্ত এবং রোগী যদি বমি, জ্বর, শ্বাস ও অতিসারোপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলেও আতুরকে গতাসু জ্ঞান করিবে।

জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বযথুর্বা তয়োঃ ক্ষয়ে।
দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ জায়ন্তেঽন্তায় দেহিনঃ॥

শোথ রোগের অন্তে যদি জ্বর ও অতিসার অথবা জ্বরাতিসারের অবসানে শোথ হয়, তাহা হইলে এবংবিধ জ্বর, অতিসার ও শোথ দেহিকে বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে।

শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থঃ পারিস্রস্তে চ পিণ্ডিকে।
সীদতঃ সক্থিনী চৈব তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার শোথ পাদাশ্রিত, পায়ের ডিম স্বস্থান-চ্যুত এবং উরুদ্বয় অবসন্ন, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

আননং হস্তপাদঞ্চ বিশেষাদ্ যস্য শুষ্যতি।
শূয়তে বা বিনা দেহাৎ স মাসাদ্ যাতি পঞ্চতাম্॥

যাহার মুখ ও হাত পা বিশেষরূপে শুষ্ক হয়, অথবা দেহ বিনা মুখ ও হাত পা বিশেষ-রূপে স্ফীত হয়, সে রোগী এক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

বিসর্পঃ কাসবৈবর্ণ্য-জ্বরমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গবান্।
ভ্রমাস্যশোষহৃল্লাস-দেহসাদাতিসারবান্॥

বিসর্প রোগে কাস, বৈবর্ণ্য, জ্বর, মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মুখশোষ, বমনবেগ, অবসন্নতা ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

কুষ্ঠং বিশীর্য্যমাণাঙ্গং রক্তনেত্রং হতস্বরম্।
মন্দাগ্নিং জন্তুভির্জুষ্টং হন্তি তৃষ্ণাতিসারিণম্॥

কুষ্ঠরোগে অঙ্গ ক্ষীয়মাণ, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর বিনষ্ট, অগ্নি মন্দ ও ক্রিমি সঞ্জাত হইলে এবং তৃষ্ণা ও অতিসার জন্মিলে, রোগির মৃত্যু হয়।

বায়ুং সুপ্তত্বচং ভুগ্নং কম্পশোথরুজা'তুরম্॥

বাতব্যাধিতে ত্বক্ স্পর্শানভিজ্ঞ, অঙ্গ বক্র, এবং কম্প, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে বাতব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

বাতাস্রং মোহমূর্চ্ছায়-মদস্বপ্নজ্বরান্বিতম্।
শিরোগ্রহারুচিশ্বাস-সঙ্কোচস্ফোটকোথবৎ॥

বাতরক্ত রোগে মোহ, মূর্চ্ছা, মদ, স্পর্শান-ভিজ্ঞতা, জ্বর, শিরোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, অঙ্গসঙ্কোচ, স্ফোটক ও মাংসপচন উপস্থিত হইলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

শিরোরোগারুচিশ্বাস-মোহবিড্ভেদতৃড্ভ্রমৈঃ।
ঘ্নন্তি সর্ব্বাময়াঃ ক্ষীণ-স্বরধাতুবলানলম্॥

স্বর, ধাতু, বল ও অগ্নি ক্ষীণ হইলে, সকল রোগই শিরঃপীড়াদি উপদ্রব অর্থাৎ শিরো-রোগ, অরুচি, শ্বাস, মোহ, মলভেদ, তৃষ্ণা ও ভ্রমাদি আনয়ন করিয়া রোগিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী রক্ত্যুদরী ক্ষয়ী।
গুল্মী মেহী চ তান্ ক্ষীণান্ বিকারেঽল্পেঽপি বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরোগী, অপস্মারী, কুষ্ঠী, রক্তপিত্তী, উদরী, ক্ষয়রোগী, গুল্মী ও মেহী ইহারা যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগের বল অল্প হইলেও রোগিকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল রোগে ক্ষীণতাই প্রধান অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ।
যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীন্ পক্ষান্ ন স জীবতি॥

যে রোগির বল ও মাংসের অতিক্ষয়, রোগের বৃদ্ধি ও অরুচি দৃষ্ট হইবে, সে তিন পক্ষও জীবিত থাকিবে না।

বাতাষ্ঠীলাতিসংবৃদ্ধা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি।
তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বাতাষ্ঠীলা অত্যন্ত বড় হইয়া হৃদয়ে অব-স্থানপূর্ব্বক বিশেষ কষ্টদায়ক হইলে রোগী তৃষ্ণাভিভূত হইয়া সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

শৈথিল্যং পিণ্ডিকে বায়ুনীত্বা নাসাঞ্চ জিহ্মতাম্।
ক্ষীণস্যায়ম্য মন্যে বা সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বিকৃত বায়ু, পায়ের ডিমকে শিথিল, নাসিকাকে বক্র এবং মন্যানামক শিরাদ্বয়কে বিস্তারিত করিয়া শীঘ্রই ক্ষীণ রোগির প্রাণ বিনষ্ট করে।

নাভিগুদান্তরং গত্বা বঙ্ক্ষণৌ বা সমাশ্রয়ন্।
গৃহীত্বা পায়ুহৃদয়ে ক্ষীণদেহস্য বা বলী॥
মলান্ বস্তিশিরোনাভিং বিবধ্য জনয়ন্ রুজম্।
কুর্ব্বন্ বঙ্ক্ষণয়োঃ শূলং তৃষ্ণাং ভিন্নপুরীষতাম্।
শ্বাসং বা জনয়ন্বায়ুর্গৃহীত্বা গুদবঙ্ক্ষণম্॥

অথবা বলবান্ বায়ু, নাভি ও গুদনাড়ীর মধ্যে গমন, বা বঙ্ক্ষণদ্বয়কে (কুঁচ্‌কি-স্থান) আশ্রয় কিংবা গুহ্যদেশ ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বল রোগির প্রাণ বিনাশ করে। অথবা ঐ কুপিত বায়ু পুরীষাদি মলকে বস্তি-মুখে ও নাভিস্থলে বিবদ্ধ এবং দারুণ বেদনা উপস্থিত করিয়া কিংবা বঙ্ক্ষণদেশে শূলোৎপাদন, তৃষ্ণা ও মলভেদরূপ উপদ্রব আনিয়া, বা গুদনাড়ী ও বঙ্ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক ক্ষীণ রোগিকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া থাকে।

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ।
স্তিমিতস্যাততাক্ষস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্॥

বায়ু, রোগির পার্শ্বাস্থি সকলের অগ্রভাগ বিস্তারিত, বক্ষঃস্থল পীড়িত, দেহ স্তিমিত এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সদ্যই মৃত্যু আনয়ন করে।

সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ।
বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে॥

মুমূর্ষু ব্যক্তির সহসা জ্বরসন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিবিশ্লেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ জ্বর-সন্তাপাদি উপস্থিত হওয়া, মৃত্যু লক্ষণ জানিবে।

১৮। গোসর্গে বদনাদ্ যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্।
লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

প্রলেপক জ্বরে উপতপ্ত ব্যক্তির যদি প্রত্যূষে মুখমণ্ডল দিয়া অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে উহার জীবন দুর্লভ জানিবে।

প্রবালগুড়িকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ।
উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি॥

যাহার শরীরে প্রবালের গুঁড়ার ন্যায় মসূরিকা সকল উৎপন্ন হইয়া সহসা বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

মসূরবিদলপ্রখ্যাস্তথা বিদ্রুমসন্নিভাঃ।
অন্তর্ব্বক্ত্রাঃ কিণাভাশ্চ বিস্ফোটা দেহনাশনাঃ॥

যে সকল বিস্ফোট মসূরকলাই সদৃশ, প্রবালসন্নিভ, অন্তর্ম্মুখবিশিষ্ট বা শুষ্ক ব্রণবৎ, তাহারা দেহনাশক।

কামলাক্ষোমুখং পূর্ণং শঙ্খয়োর্ম্মুক্তমাংসতা।
সন্ত্রাসশ্চোষ্ণতাঙ্গে চ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ উপচিত, শঙ্খমাংস শিথিল, ত্রাস সঞ্জাত এবং অঙ্গ উষ্ণ, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অকস্মাদনুধাবচ্চ নিঘৃষ্টং ত্বক্‌সমাশ্রয়ম্॥

যাহার নিঘৃষ্ট অর্থাৎ ঘর্ষণজাত ব্রণ ত্বক্-সমাশ্রিত এবং যাহা বিনা কারণে অনুধাবন-শীল হয় অর্থাৎ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহাকেও ত্যাগ করিবে।

চন্দনোশীরমদিরাঃ কুণপাঃ পদ্মগন্ধয়ঃ।
শৈবালকুক্কুটশিখা-কুন্দশালিমসীপ্রভাঃ।
অন্তর্দ্দাহা নিরুষ্মাণঃ প্রাণনাশকরা ব্রণাঃ॥

(যে সকল ব্রণ ক্ষত) চন্দন, বেণার মূল বা মদিরার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, অথবা শবতুর্গন্ধী বা পদ্মগন্ধি, যাহারা শৈবালের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট বা কুক্কুটশিখাকার, কুন্দ বা শালিবৎ শুভ্র বা মসীপ্রভ, যাহারা অন্তর্দ্দগ্ধ কিন্তু বহিঃশীতল, তাহারা প্রাণনাশক।

যো বাতজো ন শূলায় স্যান্ন দাহায় পিত্তজঃ।
কফজো ন চ পূযায় মর্ম্মজশ্চ রুজে ন যঃ॥
অচূর্ণশ্চূর্ণকীর্ণাভো যত্রাকস্মাচ্চ দৃশ্যতে।
রূপং শক্তিধ্বজাদীনাং সর্ব্বাংস্তান্ বর্জ্জয়েৎ ব্রণান্॥

যে ব্রণ বাতজ কিন্তু বেদনারহিত, পিত্তজ কিন্তু দাহরহিত, কফজ কিন্তু পূযরহিত, মর্ম্মজ অথচ যন্ত্রণারহিত এবং অচূর্ণ (যাহাতে চূর্ণ ঔষধ প্রদত্ত হয় নাই) কিন্তু চূর্ণব্যাপ্তবৎ এবং যাহাতে অকস্মাৎ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ও ধ্বজাদির রূপ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত ব্রণ পরিবর্জ্জন করিবে।

বিণ্মূত্রমারুতবহং ক্রিমিণঞ্চ ভগন্দরম্॥

যে ভগন্দর হইতে মল, মূত্র, বায়ু এবং ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা পরিত্যাজ্য।

ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুত্থম্য পাতয়ন্।
যোঽপাস্যতি মুহুর্ব্বক্ত্রমাতুরো ন স জীবিতি॥

যে রোগী জানু দ্বারা অপর জানু বিলোড়ন এবং পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া ক্ষেপণ করে, ও মুহুর্ম্মুহুঃ বক্ত্র সঞ্চালন করিয়া থাকে, সে রোগী বাঁচে না।

দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি তৈশ্চ কেশাংস্তৃণানি চ।
ভূমিং কাষ্ঠেন বিলিখন্ লোষ্ট্রং লোষ্ট্রেণ তাড়য়ন্॥
হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শুষ্ককাসী জ্বরী চ যঃ।
মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ।
মুহুশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি॥

যে রোগী হৃষ্টরোমা, গাঢ়-মূত্রপনীল এবং শুষ্ক কাস ও জ্বরাক্রান্ত, সে যদি দন্ত দ্বারা নখ, কেশ বা তৃণ কাটে, কাষ্ঠিকা দ্বারা ভূমিতে দাগ পাড়ে, ঢিলের উপর ঢিল মারে, মুহুর্ম্মুহুঃ হাসে, মুহুর্ম্মুহুঃ ধ্বনি করে, শয্যায় পদাঘাত করে এবং মুখনাসাদি ছিদ্র সকল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে (কেহ ছিদ্র শব্দে পরাপরাধঘোষণা এইরূপ অর্থ করেন), তাহা হইলে তাহাকে গতাসু জানিবে।

মুখ্যাবে সহসাত্তস্য তিলকব্যঙ্গপিপ্লবঃ।
মুখেঃদন্তনখে পুষ্পং জঠরে বিবিধাঃ শিরাঃ॥

রোগির মুখে যদি সহসা তিলক ও ব্যঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয়, নখে ও দন্তে যদি পুষ্প (শুভ্র চিহ্ন) প্রকাশ পায় এবং উদরে যদি নানাবর্ণের ও নানা আকারের শিরা জন্মে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জানিবে।

ঊর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্।
শর্ম্ম চানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যাহার শ্বাস ঊর্দ্ধগত, গাত্র উষ্মবিহীন ও বঙ্ক্ষণদ্বয় শূলবৎ বেদনায় উপহত হয় এবং নানাপ্রকার প্রতিকারেও যাহার সুখানুভব হয় না, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সে রোগিকে পরিত্যাগ করিবে।

বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে।
সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্॥

যাহার রোগ সহসা বৰ্দ্ধিত এবং স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্যুও তাহার জীবন সহসা হরণ করে।

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সম্পাদয়িতুমৌষধম্।
যতমানো ন শক্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

বৈদ্য যে রোগির উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহার জীবন দুর্লভ।

বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবচারিতম্।
ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্॥

যে ঔষধের গুণকর্ম্মাদি বিশেষরূপে জানা আছে, যাহা প্রয়োগ করিয়া অনেকবার ফল পাওয়া গিয়াছে, সেই ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করাতে যাহার রোগ নাশ না হয়, তাহার আর অন্য চিকিৎসা নাই, জানিবে।

ভবেদ্ যস্যৌষধেঽন্নে বা কল্প্যমানে বিপর্য্যয়ঃ।
অকস্মাদ্ বর্ণগন্ধাদেঃ স্বস্থোঽপি ন স জীবতি॥

যাহার ঔষধ বা অন্ন সম্পাদনে হঠাৎ গন্ধবর্ণাদির বিপর্য্যয় ঘটে, রোগির কথা দূরে যাউক, সে সুস্থ হইলেও রক্ষা পায় না।

নিবাতে সেন্ধনং যস্য জ্যোতিশ্চাপ্যুপশাম্যতি।
আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা।
অতিমাত্রমমত্রাণি দুর্লভং তস্য জীবিতম্॥

যে রোগির নিবাতগৃহে অগ্নি, কাষ্ঠাদি ইন্ধন সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয় এবং যে রোগির

গৃহে পাত্রাদি অতিমাত্র ভাঙ্গে বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্লভ।

যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি।
সংশয়ং প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে॥

যে দুর্ব্বল ব্যক্তির রোগ সহসা প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, আত্রেয় ঋষি, তাহার জীবন সংশয়াপন্ন মনে করেন।

কথয়েন্নৈব পৃষ্টেঽপি দুঃশ্রবং মরণং ভিষক্।
গতাসোর্ব্বন্ধুমিত্রাণাং ন চেচ্ছেৎ তং চিকিৎসিতুম্॥

বৈদ্য জিজ্ঞাসিত হইলেও মুমূর্ষু রোগির বন্ধুবান্ধবের নিকট মৃত্যুর দুঃশ্রাব্য কথা বলা উচিত নহে এবং গতায়ু রোগির চিকিৎসা করাও বৈদ্যের উচিত নহে।

যমদূতপিশাচাদ্যৈর্যৎ পরাসুরুপাস্যতে।
ঘ্নদ্ভিরৌষধবীর্য্যাণি তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ঔষধের বীর্য্যহানক যমদূত ও পিশাচাদি ভূতযোনিগণ যখন গতায়ু রোগির উপাসনা করে, তখন তাহাকে পরিবর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট যমদূত ও পিশাচাদি ভূতগণ সর্ব্বদা গতায়াত করে, সুতরাং তাহাকে কোনক্রমেই রক্ষা করিতে পারা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নং যদায়ুজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।
রিষ্টজ্ঞানাদৃতস্তস্মাৎ সর্ব্বদৈব ভবেদ্ ভিষক্॥

যখন আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত ফল, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন সর্ব্বদাই অরিষ্ট-জ্ঞান-বিষয়ে বৈদ্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য।

মরণং প্রাণিনাং দৃষ্টমায়ুঃপুণ্যোভয়ক্ষয়াৎ।
তয়োরপ্যক্ষয়াদ্দৃষ্টং বিষমাপরিহারিণাম্॥

আয়ুঃ ও পুণ্য এই উভয়ের ক্ষয়েই প্রাণিগণের মৃত্যু দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা বিষম (অনুচিত) আহার বিহারাদি পরিত্যাগ না করে, তাহাদের আয়ুঃ ও পুণ্য ক্ষয় না হইলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব বিষম আহার-বিহারাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽরিষ্টলক্ষণম্।

অথ চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ।

অথ ষট্কঃ কষায়বর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দশটী জীবনীয়।

ক্ষীরিণী-রাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলী-বাট্যায়নীভদ্রৌদনীভারদ্বাজীপয়স্যর্ষ্যগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।

ক্ষীরুই, দুধে হাচুটী, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, শ্বেতবিদারীকন্দ ও বীজতাড়ক এই দশটী বৃংহণীয়।

মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণী-চিত্রকচিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।

মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইচ, কট্কী, চিতা, করঞ্জ ও শ্বেত বচ এই দশটি লেখনীয়।

সুবহার্কোরুবুকাগ্নিমুখী-চিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনী-শকুলাদনীস্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি।

তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, শঙ্খিনী (চোবকাচকী), কট্কী ও স্বর্ণক্ষীরী এই দশটিকে ভেদনীয়গণ বলে।

মধুকমধুপর্ণীপৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকী-সমঙ্গা-মোচরস-ধাতকী-লোধ্র-প্রিয়ঙ্গু-কট্ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি।

যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরা ক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কট্ফল এই দশটি সন্ধানীয় (ভগ্নসংযোজক)।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতসমরিচা-জমোদাভল্লাতকাস্থিহিঙ্গুনির্য্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী, ভেলার আঁটি ও হিং এই দশটি দীপনীয় (অগ্ন্যুদ্দীপক)।

ইতি প্রথমষট্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

ঐন্দ্র্যৃষভ্যতিরসর্য্যপ্রোক্তাপয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরারোহিণী-বলাতিবলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি।

রাখালশশা, আলকুশী, শতমূলী (যষ্টিমধু), মাষাণি, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, কট্কী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই দশটি বলকারক।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমাঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্যাসিতা-লতা দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, যষ্টিমধু, মাঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা এই দশটি বর্ণকারক।

সারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্য্যহংস-পাদীবৃহতীকণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্ফল, গোয়ালে-লতা, বৃহতী, ও কণ্টকারী এই দশটি কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বরবর্দ্ধক।

আম্রাম্রাতক-নিকুচ-করমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্লবেতসকুবলবদর-দাড়িমমাতুলুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি।

আম্র, আমড়া, মাদার, কাঞ্জ, আমরুল, অম্লবেতস, বড়কুল, কুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গ-লেবু এই দশটি হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকর।

ইতি প্রথমচতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ ষট্কঃ কষায়বর্গঃ।

নাগর-চব্য-চিত্রকবিড়ঙ্গমূর্ব্বা গুড়ূচীবচামুস্ত-পিপ্পলী-পটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি।

শুঁঠ, চৈ, চিতা, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও পটোল এই দশটি তৃপ্তিঘ্ন (তৃপ্তি অর্থাৎ ভোজনে অনিচ্ছা, তন্নাশক)।

কুটজ-বিল্বচিত্রক-নাগরাতিবিষাভয়া-ধন্বযাসক-দারু-হরিদ্রাবচাচব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।

কুড়চি, বেলশুঁঠ, চিতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চৈ এই দশটি অর্শোনাশক।

খদিরাভয়ামলক-হরিদ্রারুষ্কর-সপ্তপর্ণারগ্বধ-করবীর-বিড়ঙ্গজাতীপ্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।

খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিম-ছাল, সোঁদাল, করবী, বিড়ঙ্গ ও জাতীফুলের কচিপাতা এই দশটি কুষ্ঠঘ্ন।

চন্দন-নলদ-কৃতমালনক্তমালনিম্বকুটজসর্ষপ-মধুকদারু-হরিদ্রামুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুঘ্নানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা এই দশটি কণ্ডুনাশক।

অক্ষীবমরিচগণ্ডীরকেবুকবিড়ঙ্গনির্গুণ্ডীকিণিহীশ্বদংষ্ট্রা-বৃষপর্ণিকাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি।

সজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, অপামার্গ, গোক্ষুর, বামুনহাটী ও ইন্দুরকাণী এই দশটিকে ক্রিমিঘ্নগণ কহে।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাসুবহাসূক্ষ্মেলাপালিন্দী-চন্দনকতকশিরীষ-সিন্ধুবারশ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, ক্ষুদ্র এলাইচ, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহুবার এই দশটি বিষনাশক।

ইতি দ্বিতীয়ষট্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকটকত্তৃণ-মূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি।

বেণার মূল, শালিধান্য, ষেটেধান, ইক্ষু-বালিকা, উলুখড়, কুশমূল, কেশের মূল, ভদ্র-মুতা, ইকড়মূল ও গন্ধতৃণমূল এই দশটি স্তন-দুগ্ধজনক।

পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুড়ূচীবৎসকফলকিরাত-তিক্তকটুরোহিণীশারিবা ইতি দশেমানি স্তন্যশোধনানি ভবন্তি।

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটুকী ও অনন্তমূল এই দশটি স্তন্যশোধক।

জীবকর্ষভককাকোলীক্ষীরকাকোলীমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণী-মেদাবৃদ্ধরুহাজটিলাকুলিঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্রজননানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, মেদা, পবগাছা, জটামাংসী ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই দশটি শুক্রবর্দ্ধক।

কুষ্ঠৈলবালুককট্ফল-সমুদ্রফেন-কদম্বনির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডে-ক্ষ্বিক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি।

কুড়, এলবালুক, কট্ফল, সমুদ্রফেন, কদমের আটা, ইক্ষু, খাগড়া, কুলেখাড়া, আকন্দ ও বেণার মূল এই দশটি শুক্রশোধক।

ইতি দ্বিতীয়চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।

মৃদ্বীকামধুকমধুপর্ণীমেদাবিদারীকাকোলীক্ষীরকাকোলী-জীবকজীবন্তীশালপর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণী এই দশটিকে স্নেহোপগ (স্নেহকার্য্যে ব্যবহার্য্য) গণ কহে।

শোভাঞ্জনকৈরণ্ডার্কবৃশ্চীরপুনর্নবাযবতিলকুলত্থমাষ-বদরাণীতি দশেমানি স্বেদোপগানি ভবন্তি।

সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, যব, তিল, কুলত্থ-কলায়, মাষ-কলায় ও কুল এই দশটি স্বেদোপগ অর্থাৎ স্বেদ-কার্য্যে ব্যবহার্য্য।

মধুমধুককোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুলবিম্বীশণপুষ্পী-সদাপুষ্পীপ্রত্যক্পুষ্প্য ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, রক্ত-কাঞ্চন, শ্বেত-কাঞ্চন, কদম্ব, জলবেতস, তেলাকুচ, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ এই দশটি বমনোপগ।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরূষকাভয়ামলকবিভীতককুবলবদরকর্কন্ধু-পীলূনীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় বদর, ছোট বদর (কুল), শেয়াকুল ও পীলু এই দশটি বিরেচনোপগ (বিরেচন-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

ত্রিবৃদ্বিল্বপিপ্পলীকুষ্ঠসর্ষপবচাবৎসকফলশতপুষ্পামধুক-মদনফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি।

তেউড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুল্ফা, যষ্টিমধু ও মদনফল এই দশটি আস্থাপনোপগ (নিরূহ-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

রাস্নাসুরদারুবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃশ্চীরপুনর্নবাশ্বদংষ্ট্রাগ্নি-মন্থশ্যোনাকা ইতি দশেমানি অনুবাসনোপগানি ভবন্তি।

রাস্না, দেবদারু, বেল, ময়নাফল, শুল্ফা, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি

ও শোনা এই দশটি অনুবাসনোপগ (স্নেহ-বস্তি-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

জ্যোতিষ্মতীক্ষবকমরিচ-পিপ্পলীবিড়ঙ্গশিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণ্ডুলশ্বেতামহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।

লতাফট্‌কী, হাঁচুটী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ, শ্বেত-অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা এই দশটি শিরোবিরেচনোপগ (শিরোবিরেচন-কার্য্যে প্রযোজ্য)।

ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবমাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িমযবযষ্টিকোশীরমৃল্লাজা ইতি দশেমানি ছর্দ্দিনিগ্রহাণি ভবন্তি।

জামপাতা, আমপাতা, ছোলঙ্গ লেবু, অম্লকুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেণামূল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও খৈ এই দশটি বমননিবারক।

নাগরধন্বযবাসকমুস্তপর্পটকচন্দনকিরাততিক্তকগুড়ূচীহ্রীবেরধান্যকপটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শুঁঠ, দুরালভা, মুতা, ক্ষেত্পাপ্‌ড়া, রক্তচন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পল্‌তা এই দশটি তৃষ্ণা-নিবারক।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকাবৃহতীবৃক্ষরুহাভয়াপিপ্পলীদুরালভাকুলীরশৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শটী, কুড়, কুলের আঁটি, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী, পিপুল, দুরালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই দশটি হিক্কা-নিবারক।

ইতি ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থিকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মাপদ্মকেশরাণীতি, দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কোশী, শোনা, লোধ্র, মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর এই দশটি পুরীষ-সংগ্রাহক অর্থাৎ মলের গাঢ়ত্বকারক।

জম্বুশল্লকীত্বক্‌কচ্ছুরামধুকশাল্মলীশ্রীবেষ্টভৃষ্টমৃৎপয়স্যোৎপলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

জামের ছাল, শল্লকীত্বক্‌, আল্‌কুশী, যষ্টিমধু, মোচরস, নবনীতখোটী, দগ্ধমৃত্তিকা, ভুঁইকুমড়া, উৎপল ও তিল এই দশটি পুরীষ বিরজনীয় (যদ্দ্বারা পুরীষ দোষমুক্ত হইয়া প্রকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হয়)।

জম্ব্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোড়ুম্বরাশ্বত্থভল্লাতকাশ্মন্তকসোমবল্কা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আম্‌ড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্লকুচা ও খদির এই দশটি মূত্রসংগ্রাহক।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

পদ্মম্ ঈষৎ শুক্লম্, উৎপলম্ ঈষন্নীলম্, নলিনমীষদ্রক্তং কুমুদং কুন্দিয়া ইতি লোকে, সৌগন্ধিকং গর্দ্দভপুষ্পাভিধানমত্যন্তসুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি, পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্, (ইতি সুশ্রুতসূত্রস্থানে ডল্বণাচার্য্যকৃতা টীকা)।

পদ্ম (ঈষৎ শুক্লপদ্ম), উৎপল (ঈষৎ নীলপদ্ম), নলিন (ঈষৎ রক্তপদ্ম), কুমুদ (শ্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), শতপত্র (শতদল পদ্ম), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল এই দশটি মূত্রবিশোধক অর্থাৎ মূত্রের প্রকৃত বর্ণকারক।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশিরপাষাণভেদদর্ভ-কুশকাশগুন্দ্রেৎকটমূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি।

পরগাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হুড়্‌হুড়ে, পাথরকুচা, শর, কুশ, কেশে, গুলঞ্চ ও আঁকড়মূল এই দশটি মূত্রবিরেচনীয়।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলী-দুরালভা,শৃঙ্গীকণ্টকারিকা-বৃশ্চীরপুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।

কিস্‌মিস্‌, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা ও ভুঁই আমলা, এই দশটিকে কাসহর গণ কহে।

শটীপুষ্করমূলাম্লবেতসৈলা-হিঙ্গু গুরুসুরসা-তামলকী-জীবন্তীচণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি।

শটী, কুড়, অম্লবেতস, এলাইচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভুঁই আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খ-পুষ্পী এই দশটি শ্বাসহর।

পাটলাগ্নিমন্থবিল্বশ্যোনাককাশ্মর্য্যকণ্টকারিকাবৃহতীশাল-পর্ণীপৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি।

পারুল, গণিয়ারি, বেল, শোনা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণী, চাকুলে ও গোক্ষুর এই দশটি শোথনাশক।

শারিবা-শর্করা-পাঠা-মঞ্জিষ্ঠা দ্রাক্ষাপীলুপরূষকাভয়া-মলকবিভীতকানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।

অনন্তমূল, চিনি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফল্‌সাফল, হরীতকী, আম-লকী ও বহেড়া এই দশটি জ্বরনাশক।

দ্রাক্ষাখর্জ্জুরপিয়ালবদরদাড়িমফল্গুপরূষকেক্ষুযবষষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্‌সাফল, ইক্ষু, যব ও ষেটেধান এই দশটি শ্রমহর।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।

লাজাচন্দনকাশ্মর্য্যফলমধুকশর্করানীলোৎপলোশীর-শারিবাগুড়ূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি।

খৈ, শ্বেতচন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা এই দশটি দাহপ্রশমক।

তগরাগুরু-ধন্যাক-শৃঙ্গবেরভূতীকবচাকণ্টকারিকাগ্নি-মন্থশ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি।

শিউলীছোপ, অগুরুকাষ্ঠ, ধনে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারি, শোনা ও পিপুল এই দশটি শীতপ্রশমক।

তিন্দুকপিয়াল-বদরখদিরকদর-সপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনা-সনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি।

গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়ি খদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জ্জুন, পীতশাল ও গুয়ে-বাব্‌লা এই দশটি উদর্দ্দরোগনাশক।

বিদারীগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডকাকোলী-চন্দনোশীরৈলা-মধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দ-প্রশমনানি ভবন্তি।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাকোলী, চন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু এই দশটি অঙ্গমর্দ্দনাশক।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচাজমোদাজ-গন্ধাজাজীগণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও শালিঞ্চ (শমঠ) শাক এই দশটি শূলপ্রশমক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥

অথ পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

মধুমধুকরুধিরমোচরসমৃৎকপাললোধ্রগৈরিকপ্রিয়ঙ্গু-শর্করালাজা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপনানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী, লোধ, গেরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও খৈ, এই দশটি রক্তশোধক।

শাল-কট্‌ফল-কদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরসশিরীষবঞ্জুলৈল-বালুকাশোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি।

শাল, কট্‌ফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশোক এই দশটী বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা ইহা দ্বারা তথায় বেদনা রক্ষিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলা-পলঙ্কষাশোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি।

হিঙ্গু, কট্‌ফল, বিট্‌খদির, বচ, চোর-কাঁহুকী, ব্রহ্মীশাক, ভূতকেশী (ভূঁইকেশ), জটামাংসী, গুগ্‌গুলু ও কট্‌কী এই দশটি সংজ্ঞাস্থাপক।

ঐন্দ্রীব্রাহ্মীশতবীর্য্যাসহস্রবীর্য্যামোঘাব্যথাশিবারিষ্টা-বাট্যপুষ্পীবিষ্বক্‌সেনকান্তা ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি।

রাখালশশা, ব্রহ্মীশাক, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কট্‌কী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এই দশটী প্রজাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভচ্যুতিনিবারক।

অমৃতাভয়াধাত্রীমুক্তাশ্বেতাজীবন্ত্যতিরসামণ্ডূকপর্ণী-স্থিরাপুনর্ন্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থান-কুনী, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটি যৌবনস্থাপক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ॥
ইতি চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ॥

অথ সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্গণাঃ।

বিদারীগন্ধাদিগণঃ।

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যৃষভী চেতি।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধ্বশ্বাসকাসবিনাশনঃ॥

শালপাণী, ভূঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালে লতা, বিছুটী ও আলকুশী ইহাদিগকে বিদারী-গন্ধাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু এবং শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও কাসবিনাশক।

আরগ্বধাদিগণঃ।

আরগ্বধমদনগোপঘোণ্টাকুটজপাঠাকণ্টকীপাটলামূর্ব্বে-ন্দ্রযবসপ্তপর্ণনিম্ব-কুরুণ্টক-দাসীকুরুণ্টকগুড়ূচীচিত্রকশার্ঙ্গ-ষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটোলকিরাততিক্তকানি সুষবী চেতি।

আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমী-কণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

সোঁদাল, ময়নাফল, শেয়াকুল, কুড়্‌চি, আকনাদি, কাঁটাবেগুণ, (মতান্তরে গোক্ষুর), পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পল্‌তা, চিরতা ও কয়োলা, ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডু বিনষ্ট এবং ব্রণ শোধন হয়।

বরুণাদিগণঃ।

বরুণার্ত্তগলশিগ্রুমধুশিগ্রুতর্কারী-মেষশৃঙ্গীপূতিকনক্ত-মালমোরটাগ্নি-মন্থসৈরীয়কদ্বয়-বিম্বীবসুবস্বশিরচিত্রকশতা-বরীবিল্বাজশৃঙ্গীদর্ভা বৃহতীদ্বয়ঞ্চেতি।

বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূল-গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥

বরুণ, হোগলা, সজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মূর্ব্বা মূল (ইক্ষুমূল), গণিয়ারী, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শত-মূলী, বেলশুঁঠ, মেড়াশিঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে।

ইহাতে কফ, মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম এবং অভ্যান্তরবিদ্রধি নিবারিত হয়।

বীরতর্ব্বাদিগণঃ।

বীরতরুসহচরদ্বয়-দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানল-কুশকাশাশ্ম-ভেদকাগ্নিমন্থ-মোরটা-বস্থক-বসির-ভল্লুক-কুরুণ্টকেন্দীবর-কপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।
বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ॥

উলুমূল, (অর্জ্জুনমূল), নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, শর, পরগাছা, ভদ্রমুস্তক (গুলঞ্চ), নল, কুশ, কাশ, পাষাণভেদী, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শোনা, পীতাঝণ্টী, নীলোৎপল, ব্রহ্মী ও গোক্ষুর ইহাদিগকে বীরতর্ব্বাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকচ্ছ ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

সালসারাদিগণঃ।

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গী-তিনিশ-চন্দন-কুচন্দন-শিংশপা-শিরীষাসনধবার্জ্জুন-তালশাক-শক্তমালপূতীকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।
সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ।
মেহপাণ্ডাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ॥

সাল, অসন, খদির, শ্বেতখদির (পাপ্‌ড়ী খদির), তমাল, সুপারি, ভূর্জ্জপত্র, মেড়াশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ, পিয়াসাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, শেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাসাল, অগুরুকাষ্ঠ ও কালীয়কাষ্ঠ ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ ও মেদোরোগ-নিবারক।

রোধ্রাদিগণঃ।

রোধ্রসাবররোধ্রপলাশকুটন্নটাশোকফঞ্জীকট্‌ফলৈল-বালুকশল্লকীজিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলী চেতি।
এষ রোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ॥

লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোনা, অশোক, বামুনহাটী, কায়ফল, এলবালুক, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, সাল ও কদলী ইহাদিগকে রোধ্রাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, কফ ও যোনিদোষ নষ্ট হয়। ইহা স্তম্ভী, ব্রণশোধক ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণঃ।

অর্কালর্ককরঞ্জদ্বয়নাগদন্তীময়ূরকভার্গীরাস্নেন্দ্রপুষ্পী-ক্ষুদ্রশ্বেতামহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।
অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
ক্রিমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্‌ব্রণশোধনঃ॥

আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়, আপাঙ্গ, বামুনহাটী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা, ভূঁই কুমড়া, কাল ভূঁই-কুমড়া, বিছুটী, অলবণ বৃক্ষ ও ইঙ্গুদীবৃক্ষ ইহাদিগকে অর্কাদি গণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, বিষ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ রোগনাশক এবং ব্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

সুরসাদিগণঃ।

সুরসাশ্বেতসুরসাফণিজ্ঝকার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধকসুমুখ-কালমাল-কাসমর্দ্দ-ক্ষবক-খরপুষ্পা-বিড়ঙ্গ-কট্‌ফল-সুরসী-নির্গুণ্ডী-কুলাহলোন্দুরু-কর্ণিকাকঞ্জী-প্রাচীবলকাকমাচো-বিষমুষ্টিকশ্চেতি।
সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাস-কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

তুলসী, শ্বেত তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ, লাল তুলসী, বন বাবুই তুলসী, কাল তুলসী, কালকাসুন্দে, হাঁচুটী, আপাঙ্গ, বিড়ঙ্গ, কায়ফল, সুরসী, নিসিন্দে, কুলেখাড়া (কুক্‌সিমা), ইন্দুরকাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল, কাকমাচী ও বিষমুষ্টি (কুঁচিলা) ইহা দিগকে সুরসাদি গণ কহে। ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস নাশক এবং ব্রণশোধক।

মুষ্ককাদিগণঃ।

মুষ্ককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা-চেতি।
মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরিনাশনঃ॥

ঘণ্টাপারুলি, পলাশ, ধব, চিতা, ধুতুরা, শিংশপা, মনসাসিজ ও ত্রিফলা ইহাদিগকে মুষ্ককাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরী নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদিগণঃ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রক-শৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণুকৈলাজমোদেন্দ্রযব-পাঠা-জীরক-সর্ষপ-মহানিম্বফল-হিঙ্গু-ভার্গী-মধুরসাতিবিষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্ত্যাদ্দীপনো গুল্ম-শূলঘ্নশ্চামপাচনঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মুর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্কী, ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি, গুল্ম ও শূল বিনষ্ট হয়। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক।

এলাদিকো গণঃ।

এলাতগরকুষ্ঠ-মাংসীধ্যামকত্বকপত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গু-হরেণুকা-ব্যাঘ্রনখ-শুক্তি-চণ্ডাস্থৌণেয়ক-শ্রীবেষ্টক-চোচচোরক-বালক-গুগ্গুলু-সর্জ্জরস-তুরুষ্ক-কুন্দুরকাগুরু-স্পৃক্কোশীরভদ্রদারুকুঙ্কুমানি পুন্নাগকেশরঞ্চেতি।

এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্ বিষমেব চ।
বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডু-পিড়কাকোঠনাশনঃ॥

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখী, নখী, শঙ্খপুষ্পী (মনসাসিজ), গেটেলা, সরলকাষ্ঠ, (নবনীতখোটী), দারুচিনি, চোরনামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরু-খোটী, অগুরু, পিড়িংশাক, বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও নাগেশ্বর; ইহাদিগকে এলাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহার করিলে বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডু, পিড়কা ও কোঠ নিবারিত এবং বর্ণ প্রসন্ন হয়।

বচাদিগণো হরিদ্রাদিগণশ্চ

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি।
হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলসীকুটজবীজানি মধুকঞ্চেতি।
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদিগকে বচাদি গণ কহে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পৃশ্নিপর্ণী, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে হরিদ্রাদি গণ বলে। এই বচাদি এবং হরিদ্রাদি গণ স্তনদুগ্ধ-বিশোধক, আমাতীসার-নাশক ও দোষপাচক।

শ্যামাদিগণঃ।

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনীতিল্বককম্পিল্লকরম্যক-ক্রমুকপুত্রশ্রেণী-গবাক্ষীরাজবৃক্ষ-করঞ্জদ্বয়-গুড়ূচী-সপ্তলা-চ্ছগলান্ত্রীসুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।

উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।
আনাহোদরবিড্‌ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, তেউড়ী, দন্তী, চোরপুষ্পী, লোধ, কমলাগুঁড়ি, ঘোড়ানিম, সুপারি, ইন্দুরকাণী, গোমুক্, সোঁদাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, নবমালিকা (নেয়ালী), বীজতাড়ক, মনসাসিজ ও স্বর্ণক্ষীরী, ইহাদিগকে শ্যামাদি গণ কহে। ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদর ও উদাবর্ত্ত নাশ করে এবং ভেদক।

বৃহত্যাদিগণঃ।

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কফারোচকহৃল্লাস মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিত্ত, বায়ু, কফ, অরুচি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

পটোলাদিগণঃ।

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ূচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।
পটোলাদির্গণঃ পিত্ত-কফারোচকনাশনঃ।
জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দিকণ্ডুবিষাপহঃ॥

পলতা, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদিগকে পটোলাদি গণ কহে। ইহা পিত্ত, কফ, অরোচক, জ্বর, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষ নাশক এবং ব্রণের হিতকর।

কাকোল্যাদিগণ।

কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণী-মেদামহামেদাচ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরীপদ্মকপ্রপৌণ্ড—রীকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।
কাকোল্যাদিরয়ং পিত্ত-শোণিতানিলনাশনঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যঃ শ্লেষ্মকরস্তথা॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে কাকোল্যাদি গণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক এবং জীবনবর্দ্ধক, বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্য ও শ্লেষ্মকর।

ঊষকাদিগণঃ।

ঊষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গূনি তুত্থকঞ্চেতি।
ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু, শ্বেত-হিরাকস, লোহিত হিরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতে; ইহাদিগকে ঊষকাদি গণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্ম রোগ নাশক।

সারিবাদিগণঃ।

সারিবামধুকচন্দনপদ্মককাশ্মরীফলমধূকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।
সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারী ফল, মৌলফুল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়।

অঞ্জনাদিগণঃ।

অঞ্জন-রসাঞ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিন-কেশরাণি মধুকঞ্চেতি।
অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা॥

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদি গণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তর দাহ বিনাশক।

পরূষকাদিগণঃ।

পরূষকদ্রাক্ষাকট্‌ফলদাড়িমরাজাদনকতকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।
পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥

ফল্‌সা, কিস্‌মিস্‌, কায়ফল, দাড়িম, ক্ষীরিণী, নির্ম্মলীফল, সেগুণফল, (জায়ফল), আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষকাদি গণ কহে। ইহা বায়ুনাশক, মূত্র-দোষহর, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিপ্রদ।

প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী গণৌ।

প্রিয়ঙ্গু-সমঙ্গা-ধাতকী-পুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরস-রসাঞ্জনকুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জনপদ্মকেশরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘ-মূলা চেতি।
অম্বষ্ঠা ধাতকীকুসুম-সমঙ্গা—কট্বঙ্গমধুকবিল্বপেশিকা-রোধ্রসাবররোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষাঃ পদ্মকেশরঞ্চেতি।
গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্বাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাঞ্জন, টৌকাপানা, কালসুর্ম্মা, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা, ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ কহে।

আকনাদি (পুদিনা), ধাইফুল, বরাহ-ক্রান্তা, শোনা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, তুঁতগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদি গণ কহে।

এই প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ পক্বাতীসার নাশক, পিত্তনাশক, ভগ্নসংযোজক ও ব্রণরোপক।

ন্যগ্রোধাদিগণঃ।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধুককপীতনককুম্ভাম্রকোশাম্র-চোরক-পত্রজম্বুদ্বয়পিয়াল-মধুকরোহিণী-বঞ্জুলকদম্ববদরীতিন্দুকী-শল্লকী-রোধ্রসাবররোধ্রভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।

ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহ-মেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র (কেওড়া), চোরকাঁচকী, তেজপাতা, বড় জাম, ক্ষুদে জাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাবফল, শল্লকী, লোধ, সাবুরলোধ, ভেলা, পলাশ ও মেড়াশিঙ্গী, ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদি গণ কহে। ইহা ব্রণ্য, সংগ্রাহী, ভগ্নসাধক, রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও যোনিদোষ-নাশক।

গুড়ূচ্যাদিগণঃ।

গুড়ূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুড়ূচ্যাদি গণ কহে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, হৃল্লাস, অরোচক, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন।

উৎপলাদিগণঃ।

উৎপল-রক্তোৎপল-কুমুদসৌগন্ধিককুবলয়-পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।

উৎপলাদিরয়ং দাহ-পিত্তরক্তবিনাশনঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগ-চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥

উৎপলং নীলোৎপলম্। রক্তোৎপলং লোহিতোৎপলম্। কুমুদং শ্বেতোৎপলম্। সৌগন্ধিকং নীলোৎপলাকারবর্ণমুৎপলং সুগন্ধি চ। কুবলয়মীষন্নীলধবলম্। পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্। মধুকং যষ্টিমধু।

নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষন্নীলাভ শ্বেতোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদি গণ কহে। ইহা দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছা নাশক।

মুস্তাদিগণঃ।

মুস্তা-হরিদ্রা-দারুহরিদ্রাহরীতক্যামলকবিভীতককুষ্ঠ-হৈমবতী-বচাপাঠাকটুরোহিণী-শার্ঙ্গষ্টাতিবিষাদ্রাবিড়ী-ভল্লাতকানি চিত্রকশ্চেতি।

এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্য-শোধনঃ পাচনস্তথা॥

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, স্বর্ণক্ষীরী, বচ, আকনাদি, কট্‌কী, বড় করমচা, আতইচ, এলাইচ, ভেলা ও চিতা ইহাদিগকে মুস্তাদি গণ কহে। ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষহারক, স্তন্য-শোধক এবং পাচক।

ত্রিফলা।

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা।

ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী॥

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে। ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর নাশক এবং চক্ষুষ্য ও দীপন।

ত্রিকটুকম্।

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্।

ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্।
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্ম-পীনসাগ্ন্যল্পতামপি॥

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলক্যাদিগণঃ।

আমলকীহরীতকীপিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি।

আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ॥

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতা ইহাদিগকে আমলক্যাদি গণ কহে। ইহা

সকল প্রকার জ্বর, কফ ও অরোচক নাশক এবং চক্ষুষ্য, দীপন ও বৃষ্য।

ত্রপ্বাদিগণঃ।

ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলৌহসুবর্ণানি লোহমলঞ্চেতি।
গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসাবিষহৃদ্রোগ-পাণ্ডুমেহহরস্তথা॥

রঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ও লৌহমল (মণ্ডুর), ইঁহাদিগকে ত্রপ্বাদিগণ কহে। ইহা গরদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহ নাশক।

লাক্ষাদিগণঃ।

লাক্ষারেবত-কুটজাশ্বমার-কট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যস্ত্রায়মাণা চেতি।
কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ॥

লাক্ষা, জম্বীর, কুড়চি, করবী, কায়ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদি গণ কহে। ইহা কষায়, তিক্ত, মধুর, কফ ও পিত্তজনিত পীড়া নাশক, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নিবারক এবং দুষ্ট ব্রণ শোধক।

স্বল্পপঞ্চমূলম্।

ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃথক্‌পর্ণ্যো বিদারীগন্ধা চেতি কনীয়ঃ।
কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শালপাণি, ইহাদিগকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা কষায়, তিক্ত, মধুর, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

মহৎ পঞ্চমূলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থটুণ্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ।
সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্।
মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্॥

বেল, গণিয়ারি, শোনা, পারুল ও গাম্ভারী, ইহাদিগকে মহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা তিক্তরস, কফ ও বায়ুনাশক, পাকে লঘু, অগ্নিদীপক ও মধুরানুরস।

দশমূলম্।

অনয়োর্দশমূলমুচ্যতে।
গণঃ শ্বাসহরো হ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ।
আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

মিলিত স্বল্পপঞ্চমূল ও মহৎপঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহা শ্বাসহর, কফ পিত্ত ও বায়ুনাশক, আমপাচক এবং সর্ব্বজ্বরনাশক।

বল্লীপঞ্চমূলং কণ্টকপঞ্চমূলঞ্চ।

বিদারীসারিবারজনীগুড়ূচ্যোঽজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসংজ্ঞঃ।
করমর্দ্দ-ত্রিকণ্টকসৈরীয়ক-শতাবরীগৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ।
রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ।
সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ॥

শালপাণী, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেড়াশিঙ্গী; ইহারা বল্লীপঞ্চমূল।

করমচা, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, শতমূলী ও কালিয়াকড়া, ইহারা কণ্টকপঞ্চমূল।

উক্ত কণ্টকসংজ্ঞক এবং বল্লীসংজ্ঞক গণদ্বয় রক্তপিত্ত, শোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ নিবারক।

তৃণপঞ্চমূলম্।

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকম্।
মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ॥
এবাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।
পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥
এভিশ্চ পান্‌ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্।
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্॥

কুশ, কেশে, নল, উলুখড় ও খাগড়া (কাহার মতে ইক্ষু); ইহাদিগকে তৃণপঞ্চমূল কহে।

এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত প্রযুক্ত হইলে সত্বর মূত্রদোষ ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে।

স্বল্পাদি যে পাঁচ প্রকার পঞ্চমূল কথিত হইল, তাহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ স্ব

ও মহৎ পঞ্চমূল বাতনাশক, শেষোক্তটি অর্থাৎ তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক এবং অন্ত্য দুইটি অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মপ্রশমক।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণসমূহ দ্বারা প্রলেপ, কষায় কিংবা তৎসহ ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

ইতি সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্গণাঃ।

অথ সংশমনো বর্গঃ।

বাতসংশমনো বর্গঃ।

ভদ্রদারু-কুষ্ঠহরিদ্রা-বরুণ-মেষশৃঙ্গীবলাতিবলার্ত্তগল-কচ্ছুরাশল্লকী-কুবেরাক্ষী-বীরতরু-সহচরাগ্নিমন্থ-বৎসাদন্যের-ণ্ডাশ্মভেদকালর্কাকশতাবরী-পুনর্নবাবসুক-বসির-কাঞ্চনক-ভার্গী-কার্পাসী-বৃশ্চিকালী-পত্তূর-বদর-যব-কোল-কুলত্থ-প্রভৃতীনি বিদারিগন্ধাদিশ্চ দ্বে চাপ্যে পঞ্চমূল্যৌ সমাসেন বাতসংশমনো বর্গঃ।

দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণ, মেড়াশৃঙ্গী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, নীলঝিণ্টী, আলকুশী, শল্লকী, পারুল, অর্জ্জুন (শর), পীতঝিণ্টী, গণিয়ারি, গুলঞ্চ, এরণ্ড, হাড়যোড়া, শ্বেত আকন্দ, আকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, বেতো-শাক, লালকাঞ্চন, বামুনহাটী, কাপাস, বিছুটী, চন্দনবিশেষ, কুল, যব, বড় কুল ও কুলত্থকলায় প্রভৃতি দ্রব্য, বিদারীগন্ধাদি গণ এবং স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল, ইহাদিগকে বাতসংশমন বর্গ কহে।

পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

চন্দন-কুচন্দন-হ্রীবেরোশীরমঞ্জিষ্ঠাপয়স্যাবিদারীশতা-বরী-গুন্দ্রা-শৈবাল-কহ্লার-কুমুদোৎপল-কদলী-কন্দলীদূর্ব্বা-মূর্ব্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদিন্যগ্রোধাদিস্তৃণপঞ্চমূলমিতি সমাসেন পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাঁকলা, শালপাণী (ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতমূলী, ভদ্রমুতা, শেওলা, কহ্লার, কুমুদ, উৎপল, কদলী, পদ্মবীজ, দূর্ব্বা ও মূর্ব্বা প্রভৃতি দ্রব্য, কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদি গণ এবং তৃণপঞ্চ-মূল, ইহাদিগকে পিত্তসংশমন বর্গ কহে।

কফসংশমনো বর্গঃ।

কালেয়কাগুরুতিলপর্ণী-কুষ্ঠহরিদ্রাশীতশিবশতপুষ্পা-সরলা-রাস্না-প্রকীর্য্যোদকীর্য্যেঙ্গুদী-সুমনঃকাকাদনী-লাঙ্গলকী-হস্তিকর্ণমুঞ্জাতকলামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্লীকণ্টকপঞ্চ-মূল্যৌ পিপ্পল্যাদির্বৃহত্যাদির্মুষ্ককাদির্বচাদিঃ সুরসাদি-রারগ্বধাদিরিতি সমাসেন কফসংশমনো বর্গঃ। তত্র সর্ব্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষবলান্যভিসমীক্ষ্য বিদধ্যাৎ।

কালীয়ক (চন্দনবিশেষ), অগুরুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, শৈলজ, গুলফা, সরলকাষ্ঠ, রাস্না, নাটা, ডহর করমচা, ইঙ্গুদী, জাতী, গুঞ্জা (কুঁচ), ঈশলাঙ্গলা, এরণ্ড, মুঞ্জাতক ও বেণার মূল প্রভৃতি দ্রব্য, বল্লী ও কণ্টকসংজ্ঞক পঞ্চমূলদ্বয়, পিপ্পল্যাদি, ত্যাদি, মুষ্ককাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্ব-ধাদি গণ, ইহাদিগকে কফসংশমন বর্গ কহে। সকল ঔষধই ব্যাধি অগ্নি রোগী ও বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে।

ইতি সংশমনো বর্গঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ, সুশ্রুতোক্ত-সপ্তত্রিংশদ্গণাঃ, সংশমনবর্গশ্চ।

অথ দ্রব্যগুণ-প্রকরণম্।

অথ হরীতক্যাদিবর্গঃ।

অথ হরীতকী।

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা।
বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ॥

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী, এইগুলি হরীতকীর নাম (পর্য্যায় শব্দ)।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ।
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা।
পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ।

হরীতকী সাত জাতীয়, যথা—বিজয়, রোহিণী, পূতনা, অমৃত, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু-(লাউ)-সদৃশ গোলাকার। রোহিণী সম্পূর্ণ গোল। পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বৃহৎবীজযুক্ত। অমৃতা মাংসল অর্থাৎ শস্য-বহুল ও ক্ষুদ্রবীজ-বিশিষ্ট। অভয়া পাঁচটী রেখা বিশিষ্ট, জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটী রেখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥
চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ।
ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা॥
কাচিদাস্বাদনাত্রেণ কাচিদ্‌গন্ধেন ভেদয়েৎ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা॥

বিজয়া সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণ-রোপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্ষত পূরিয়া উঠে। প্রলেপ কার্য্যে পূতনা প্রযোজ্য। অমৃতা হরীতকী, ভেদাদি সংশোধন-কার্য্যে ব্যবস্থেয়। অভয়া নেত্ররোগে প্রশস্ত। জীবন্তী সর্ব্বরোগ-বিনাশক। চেতকী হরীতকী চূর্ণার্থ ব্যবহার্য্য। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া রোগ-বিশেষে হরীতকী-বিশেষ প্রয়োগ করিবে। চেতকী হরীতকী শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী ছয় অঙ্গুলি পরিমিত এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী এক অঙ্গুলি পরিমিত হইয়া থাকে। কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে ও কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ।
তাবদ্ ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ।
তৃষ্ণার্ত্তসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী॥
সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা।
সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে॥

মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। এই হরীতকী যতক্ষণ হাতে করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ ইহার প্রভাবহেতু প্রবলবেগে ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধ-দ্বেষী ব্যক্তিগণের সুখ-বিরেচনার্থ এই

চেতকী হরীতকী অত্যন্ত প্রশস্ত। এই সাত জাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়ানামিকা হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সুখসেব্য, সুখলভ্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর।

হরীতকী পঞ্চরসাঽলবণা তুবরা পরম্।
রূক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী।
শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন্॥
বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগ-বিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডূহৃদাময়ান্॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায়রসযুক্ত, ইহাতে লবণ রস নাই। ঐ পাঁচ প্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসই অধিক থাকে। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুর-বিপাক (পাকে মধুর রস), রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক)। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণী-রোগ, মলবিবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান (পেটফাঁপা), তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃত্তু সা।
কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা॥
পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্বাতকৃন্ন কথং শিবা।
প্রভাবাদ্দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যৎ তৎ প্রকাশ্যতে॥
হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং ন পূর্ব্বং ক্রিয়তেঽধুনা।
কর্ম্মান্যত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ।
যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রীলকুচয়োর্যথা॥

হরীতকী, স্বাদু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্তনাশক। কটু, তিক্ত ও কষায় রস-বিশিষ্ট বলিয়া কফনাশক এবং অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কটু ও অম্ল রস থাকাতে হরীতকী কেন পিত্তজনক ও বাতকর না হয়? এতৎ সম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রভাবরূপ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই হরীতকী উক্তবিধ ফল দর্শাইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তবে শিষ্যবোধের জন্য ইহা বলা যায় যে, কোন কোন দ্রব্য, গুণে সমান হইয়াও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রদর্শন করে, যেমন আমলকী ও ডেলো মান্দার; এই উভয় বস্তু রসাদিতে তুল্য হইয়াও কার্য্যে পার্থক্য দর্শাইয়া থাকে অর্থাৎ আমলকী ত্রিদোষঘ্ন কিন্তু ডেলো মান্দার ত্রিদোষজনক।

মজ্জায়াং মধুরা স্বাদুঃ স্নায়ুস্বাম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থিস্থস্তুবরো রসঃ॥
নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাঽম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাঽতিগুণপ্রদা॥
নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥

হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্ল রস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটু রস ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায় রস বিদ্যমান আছে। যে হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক। যে হরীতকী পূর্ব্বোক্ত নূতনাদি গুণবিশিষ্ট ও দুই কর্ষ ভারবিশিষ্ট, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ॥
উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন॥
অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা॥
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা॥

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়; সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জ্জন করিয়া (ভাজিয়া)

সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। আহারের সহিত হরীতকী খাইলে বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পিত্ত কফ ও বায়ুর নাশ এবং মূত্র পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহের বিনির্গম হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবন করিলে বায়ু-পিত্ত কফ ও অন্নপানজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃত সহ সেবনে বাতজ রোগ ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠী-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিম্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনি সহ, হেমন্তকালে শুঁঠচূর্ণ সহ, শীত কালে পিপুল চুর্ণ সহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড় সহ হরীতকী সেবন করিবেন। ইহাকে ঋতু হরীতকী বলে।

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রূক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ॥

পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের হরীতকী-সেবন নিষিদ্ধ।

অথ বিভীতকঃ।

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলশ্চ সঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্॥
রূক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং কৃমিবৈস্বর্য্যনাশনম্।
বিভীতমজ্জা তৃট্ছর্দ্দি-কফবাতহরো লঘুঃ
কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্গুণঃ॥

বহেড়া।

বিভীতক শব্দ ত্রিলিঙ্গ; অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বিভীতক (বহেড়া) শব্দের পর্য্যায়। বহেড়া—মধুর-বিপাক, কষায়রস, কফ-পিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিবারক, রুক্ষ, নেত্র ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ-প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা—পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায়রস ও মদকারক। আমলকীর মজ্জাও বহেড়া-মজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অথামলকম্।

ত্রিষামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা।
হরীতকীসমং ধাত্রী-ফলং কিন্তু বিশেষতঃ॥
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্॥
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ।
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
মজ্জাস্য হরতি শ্রান্তিং তৃষাং দাহং বমিং ভ্রমম্॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥

আমলকী।

আমলক শব্দ ত্রিলিঙ্গ। আমলক, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এইগুলি আমলকীর নাম। ইহা হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক, বৃষ্য এবং রসায়ন। আমলকী অম্লরস-বিশিষ্ট বলিয়া বায়ু, মধুর-রস ও শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায় রস বলিয়া কফ নাশ করে। অতএব আমলকী ত্রিদোষনাশক। ইহার মজ্জা শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও ভ্রম নিবারক। যে যে ফলের যে যে গুণ, তাহাদের মজ্জারও সেই সেই গুণ আছে, জানিবে।

অথ শুণ্ঠী।

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্।
ঊষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাস-শূলকাসহৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনাহোদরমারুতান্॥

আগ্নেয়ত্বগুণবাহুল্যাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ।
সংগৃহ্ণাতি মলং তৎ তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা॥
বিবন্ধভেদিনী যা তু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ।
শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাদ্‌যতো ন মলপাতনে॥

শুঁঠ।

শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের, মহৌষধ, এইগুলি শুণ্ঠীশব্দের পর্য্যায়। শুঁঠ—আমবাতনাশক, রুচিকারক, পাচক, কটু; লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক, স্বরবর্দ্ধক, বমি শ্বাস শূল কাস হৃদ্রোগ শ্লীপদ শোথ অর্শঃ আনাহ উদররোগ ও বাত বিনাশক। আগ্নেয়-গুণবাহুল্য হেতু যে দ্রব্য আভ্যন্তরিক জলী-য়াংশ শোষণ করিয়া মলপদার্থকে সংগ্রহ করে, তাহাকে গ্রাহী কহে, যেমন শুণ্ঠী প্রভৃতি। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শুণ্ঠী বিবন্ধঘ্ন অর্থাৎ মলরোধ বিনাশক হইয়া তাহা কি প্রকারে গ্রাহী হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে, শুণ্ঠীর বিবন্ধ নাশে শক্তি আছে, কিন্তু মল-নিঃসারণে শক্তি নাই।

অথার্দ্রকম্।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা।
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা॥
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ॥
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥

আদা।

আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এইগুলি আদার নাম। ইহা ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক। শুণ্ঠীর যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আর্দ্রকে আছে। ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ ভক্ষণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক হিতকর নহে।

অথ পিপ্পলী।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥
পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান্
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃ-প্লীহশূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী॥
পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী॥
জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচিশ্বাস-হৃৎপাণ্ডুক্রিমিরোগনুৎ।
দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ॥

পিপুল।

পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এইগুলি পিপুলের নাম। পিপ্পলী—অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুর-বিপাক, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু, রেচক এবং ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত বিনাশক। আর্দ্র (কাঁচা) পিপ্পলী—কফকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুররস, গুরু ও পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তপ্রকোপক।

পিপ্পলী মধুসহ সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা গুড়ের সহিত সেবনে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এ স্থলে ভিষগ্‌গণ ২ ভাগ গুড়

ও ১ ভাগ পিপ্পলীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

অথ মরিচম্।

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রূক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ॥
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকি স্যাদপিত্তলম্॥

মরিচ।

মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এইগুলি মরিচের পর্য্যায়। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, রুক্ষ, শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক। আর্দ্র মরিচ—পাকে মধুর-রস, অনত্যুষ্ণ, কটু, গুরু, কিঞ্চিৎ-তীক্ষ্ণগুণ-বিশিষ্ট ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহা পিত্তজনক নহে।

অথ পিপ্পলীমূলম্।

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ।
দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু॥
রূক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাসক্ষয়াপহম্॥

পিপুলমূল।

গ্রন্থিক, উষণ ও চটকাশিরঃ এইগুলি পিপুলমূলের নাম। ইহা অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, পাচন, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদক এবং ইহা কফ বাত উদর আনাহ প্লীহা গুল্ম ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় বিনাশক।

অথ চতুরূষণম্।

ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্।
ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥

চতুরূষণ।

সুশ্রুতগণোক্ত ত্রিকটুর সহিত অর্থাৎ শুঁঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিপ্পলীমূল মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুরূষণ কহে। ত্রিকটু ও চতুরূষণ তুল্য গুণকারক, তবে ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণ প্রবল।

অথ চব্যম্।

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা।
কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম্॥

চৈ।

চব্য, চবিকা ও উষণ এই তিনটি চৈএর নাম। ইহা পিপুলমূলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগ নিবারক।

অথ গজপিপ্পলী।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।
কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা॥
গজকৃষ্ণা কটুর্বাতশ্লেষ্মঘ্নী বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারং শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন্॥

গজপিপ্পলী।

পণ্ডিতেরা চবিকাফলকে গজপিপ্পলী কহেন। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এইগুলি গজপিপ্পলীর নাম। ইহা কটুরস, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহা অতীসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নিবারক।

অথ চিত্রকঃ।

চিত্রকোঽনলনামা চ পাঠী ব্যালস্তথোষণঃ।
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ॥
রূক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠ-শোথার্শঃক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মপিত্তহৃৎ॥

চিতা।

চিত্রক, পাঠী, ব্যাল ও উষণ এবং অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ, চিতার পর্য্যায়। ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও

গ্রাহী। চিত্রক—গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ, শ্লেষ্ম ও পিত্তপ্রশমক।

অথ পঞ্চকোলম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥
পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ।
গুল্মপ্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটি দ্রব্য মিলিত হইয়া কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চকোল বলে। ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফ, বায়ু, গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূল প্রশমক এবং পিত্তপ্রকোপক।

অথ ষড়ূষণম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম।
পঞ্চকোলগুণং তত্তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্॥

উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহে। ইহার গুণ পঞ্চকোলের তুল্য। অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য ও বিষনাশক।

অথ যমানী।

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্ যবসাহ্বয়া॥
যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুল্মপ্লীহক্রিমিপ্রণুৎ॥

যোয়ান।

যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া, এই কয়েকটি যমানীর নাম। ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস, পিত্তজনক এবং ইহা শুক্র, শূল, বাতশ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশক।

অথাজমোদা।

অজমোদা খরাশ্বা চ মায়ূরী দীপ্যকং তথা।
তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা॥
অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ।
নেত্রাময়ক্রিমিচ্ছর্দ্দি-হিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ॥

বনযমানী।

অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এইগুলি অজমোদার (বনযমানীর) নাম। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, দীপক, কফ ও বায়ু নাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকর, লঘু এবং নেত্ররোগ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা ও বস্তিরোগ বিনাশক।

অথ পারসীক-যবানী।

পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ।
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥

খুরাসানী যমানী।

পারসীক-যমানী যমানীসদৃশ গুণকারক। বিশেষতঃ ইহা পাচক, রুচিকর, ধারক, মাদক ও গুরু।

অথ শুক্লজীরঃ কৃষ্ণজীরঃ কালাজাজী চ।

জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।
কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ॥
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা।
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি॥
জীরকত্রিতয়ং রুক্ষং কটুষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥
জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্।
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান-গুল্মচ্ছর্দ্দ্যতিসারহৃৎ॥

জীরা।

জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক এইগুলি শুক্লজীরার নাম। কৃষ্ণজীর, সুগন্ধ ও উদ্গারশোধন এই গুলি কৃষ্ণজীরার নামান্তর। কালাজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক এইগুলি বৃহজ্জীরার পর্য্যায়। এই তিন প্রকার জীরাই—রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু, সংগ্রাহক, পিত্তকর, মেধাজনক, গর্ভাশয়বিশোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকর, বৃষ্য, রুচিকর, কফহর, চক্ষুষ্য এবং ইহা বায়ুজন্য উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারহারক।

অথ ধান্যাকম্।

ধান্যাকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা।
কুনটী ধেনুকা ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্॥
ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাস-কাসকার্শ্যক্রিমিপ্রণুৎ।
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্॥

ধনে।

ধান্যাক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনিয়ার পর্য্যায়। ইহা কষায়রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পাচক, জ্বরনাশক, রুচিকর, ধারক, পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক এবং তৃষ্ণা দাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ও ক্রিমি নিবারক। কাঁচা ধনেও উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা স্বাদু এবং পিত্তনাশক।

অথ শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয়শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ।
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ॥
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ।
মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ॥
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌ক্রিমিশূলহৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-বমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ।

শুল্‌ফা ও মৌরী।

শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা এই গুলি শুল্‌ফার নাম। ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরীর পর্য্যায় শব্দ। শুল্‌ফা—লঘু, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু ও উষ্ণ। ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্ম, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক। মৌরীর গুণও শুল্‌ফার ন্যায় জানিবে। বিশেষতঃ ইহা যোনিশূলনিবারক, অগ্নিমান্দ্যনাশক, হৃদ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি ও শূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কাস বমি শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

অথ মেথিকা বনমেথিকা চ।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বোধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দ্রকা॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।
রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্তপ্রকোপিণী।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং যা তু পূজিতা॥

মেথী ও বনমেথী।

মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীন্দ্রকা এই গুলি মেথীর নাম। ইহা বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর

নাশক, রুচিপ্রদ, অগ্নির দীপক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপক। বনমেথী ইহা অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা বাজীদিগের পক্ষে হিতকর।

অথ চন্দ্রশূরম্।

চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

হালিম।

চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি চন্দ্রশূরের (হালিমের) নাম। ইহা হিক্কা, বায়ু, শ্লেষ্মা ও অতিসাররোগে হিতকর, বল ও পুষ্টি বিবর্দ্ধক এবং বাতরক্ত-নাশক।

অথ হিঙ্গু।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ-ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্॥

হিং।

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এই কয়েকটি হিঙ্গুর নাম। হিং—উষ্ণ, পাচন, রুচিকারক ও তীক্ষ্ণ; ইহা বায়ু শ্লেষ্মা শূল গুল্ম উদর আনাহ ও ক্রিমিনাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ বচা।

বচোগ্রগন্ধা ষড়্‌গ্রন্থা গোলোমী শতপর্ব্বিকা।
ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা॥
বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী।
অপস্মারকফোন্মাদ-ভূতজন্তুনিলান্ হরেৎ॥

বচ।

বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এই গুলি বচের পর্য্যায় শব্দ। বচ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমন ও অগ্নিকারক। ইহা সেবনে বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু বিনষ্ট এবং মল-মূত্র শোধিত হয়।

অথ পারসীকবচা।

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা।
হৈমবত্যাদিতা তদ্বদ্বাতং হন্তি বিশেষতঃ॥

খুরাসানী বচ।

খুরাসানী বচকে পারসীক বচ ও হৈমবতী বলে। ইহা শুক্লবর্ণ ও উক্ত বচের ন্যায় গুণ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা বায়ুনাশক।

অথ মহাভরী বচা।

যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্।—
সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ।
সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনা॥
অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থি; যস্যা লোকে মহাভরীতি নাম।-
স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধাস্যা ততো হীনগুণা স্মৃতা॥

মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জন বলে, ইহার অপর নাম সুগন্ধা। সুগন্ধা—উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফকাসনাশক, সুস্বর-কারক, রুচিকর এবং হৃদয় কণ্ঠ ও মুখ শোধক। স্থূলগ্রন্থি-বিশিষ্ট সুগন্ধা বচকে মহাভরী বলে। ইহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট।

অথ দ্বীপান্তরবচা।

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিত্তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥
বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্।
ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী॥

তোপচিনী।

দ্বীপান্তরে উৎপন্ন হয় বলিয়া তোপচিনীকে দ্বীপান্তর বচ কহে। ইহা ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তকারক; বিবন্ধ উদরাধ্মান ও

শূল নাশক, মল ও মূত্র বিশোধক, বাতব্যাধি অপস্মার উন্মাদ ও গাত্রবেদনা নিবারক এবং বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগ নাশক।

অথ হবুষাদ্বয়ম্।

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধম্, দ্বিতীয়-মশ্বত্থফলসদৃশং মৎস্যগন্ধম্। তয়োর্নামানি গুণাশ্চ—

হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা।
মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী॥
হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদরসমীরার্শো-গ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ।
পরাপ্যেতদ্‌গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি॥

হবুষা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে প্রথম ফল মৎস্যের ন্যায় ও আমগন্ধবিশিষ্ট, দ্বিতীয় ফল অশ্বত্থফলসদৃশ ও মৎস্যগন্ধান্বিত। ইহার প্রথম প্রকারের নাম হবুষা, বপুষা ও বিস্রা এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্য-গন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। হবুষা—অগ্নিদীপ্তিকারক, তিক্ত-কষায়রস, মৃদু, উষ্ণ, গুরু এবং ইহা পিত্তোদরনাশক, বাতার্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূল নাশক। শেষোক্ত হবুষারও এই গুণ, কেবল উভয়ের আকার বিভিন্ন।

অথ বিড়ঙ্গঃ।

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ।
তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥
বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং রূক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ॥

বিড়ঙ্গ।

বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ইহার অপর নাম ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা। বিড়ঙ্গ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা শূল, উদরাধ্মান উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ নাশক।

অথ তুম্বুরুফলম্।

তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ।
তুম্বুরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু॥
রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ।
বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠ-শিরোরুগ্‌গুরুতাক্রিমীন্।
কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাস-প্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ॥

তুম্বুরু।

তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক এই কয়েকটি তুম্বুরুর পর্য্যায় শব্দ। ইহা তিক্ত-কটু-রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু ও বিদাহী এবং ইহা বাতশ্লেষ্মা, চক্ষুঃ কর্ণ ওষ্ঠ শিরো-রোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

অথ বংশরোচনা।

স্যাদ্বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা।
ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী॥
বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং কষায়া বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥

বংশলোচন।

বংশরোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী এই সকল বংশলোচনের নাম। ইহা বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্বাদু, শীতল ও কষায় এবং ইহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু, ও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক।

অথ সমুদ্রফেনঃ।

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ হিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা।
সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলঃ সরঃ।
কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্কফহৃল্লঘুঃ॥

সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ এই গুলি সমুদ্রফেনের নাম। ইহা চক্ষুর হিতকারক, লেখন, শীতল, সারক, কষায় রস ও

লঘু এবং বিষদোষ, পিত্ত, কর্ণরোগ ও কফ-হারক।

অথাষ্টবর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কাম-বলাসবলবর্দ্ধনঃ।
বাতপিত্তাস্রতৃড়্দাহ-জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ॥

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটি দ্রব্যের সংযোগকে চরকাদি মুনিগণ অষ্টবর্গ বলিয়া থাকেন। অষ্টবর্গ—শীতল মধুর, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্নসন্ধানকারক, কামবর্দ্ধক, কফজনক, বলকারক এবং ইহা বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয় নাশক।

তত্র জীবকর্ষভকৌ।

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ॥
ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণী দ্রাক্ষ ইত্যপি।
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহাস্র-কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥

জীবক ও ঋষভক।

জীবক ও ঋষভক হিমালয়-শিখরে উদ্ভূত হয়। ইহাদের কন্দ রসোনের ন্যায়, ইহারা সারহীন ও সূক্ষ্মপত্রবিশিষ্ট। জীবকের আকৃতি কূর্চ্চকসদৃশ। ঋষভকের আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এই গুলি জীবকের পর্য্যায় এবং ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নামান্তর। এতদুভয় দ্রব্য—বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফবর্দ্ধক, মধুররস এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদুষ্টি, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগপ্রশমক।

অথ মেদামহামেদে।

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্রকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ॥
স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ॥
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥

মেদা ও মহামেদা।

মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। প্রধান প্রধান মুনিগণ কহেন যে, মহামেদাক্ষেত্রে মেদা জন্মিয়া থাকে। এই কন্দ শুক্ল আর্দ্রক সদৃশ, লতা হইতে জন্মে ও ইহা পাণ্ডুর বর্ণ। মেদা শুক্রবর্ণ কন্দবিশেষ। ইহাকে নখদ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর ন্যায় আঠা নির্গত হয়। স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার এবং মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তা ও দেবতামণি এইগুলি মহামেদার নামান্তর। মেদা ও মহামেদা—গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল, রক্তপিত্তনাশক ও বাতজ্বরবিনাশক।

অথ কাকোলীক্ষীরকাকোল্যৌ।

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে॥
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে॥
যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিদ্ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি॥
কাকোলী বায়সোলা চ ধীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র-পিত্তশোষজ্বরাপহম্॥

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী।

যে স্থলে মহামেদা জন্মে, কাকোলী ক্ষীরকাকোলীও সেই স্থলে জন্মিয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলী শতমূলী কন্দের ন্যায়, ছেদ করিলে আঠা নির্গত হয় এবং ইহা একপ্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলীর লক্ষণযুক্ত, কিন্তু ইহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ এই মাত্র উভয়ের প্রভেদ। কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা এইগুলি কাকোলীর এবং শুক্লা, ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী এইগুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম। এই উভয় দ্রব্য—শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর, গুরু ও পুষ্টিকারক এবং ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর নাশক।

অথর্দ্ধিবৃদ্ধী।

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে।
তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা॥
বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত-ফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
ঋদ্ধির্যোগ্যং সিদ্ধিলক্ষ্মী বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়াঃ স্মৃতাঃ॥
ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা-রক্তপিত্ত-বিনাশিনী॥
বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা।
বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাসক্ষয়াপহা॥
রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোহয়মতিদুর্লভঃ।
তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্নীয়াত্তদ্গুণং ভিষক্॥

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বেতলোমযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, লতাজাত কন্দবিশেষ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির প্রভেদ এই যে, ঋদ্ধি তূলার গ্রন্থির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও ইহার ফল বামাবর্ত্ত, কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পর্য্যায়। ঋদ্ধি—বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত বিনাশক। বৃদ্ধি—গর্ভপ্রদ, শীতবীর্য্য, বৃংহণ, মধুর ও শুক্রকারক এবং ইহা রক্তপিত্ত ক্ষত কাস ও ক্ষয় প্রশমক। এই অষ্টবর্গ রাজগণেরও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহার প্রতিনিধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অথ যষ্টিমধু।

যষ্টীমধু তথা যষ্টিমধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকং তৎ তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা॥
যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা॥

যষ্টীমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতনক ও মধূলিকা। যষ্টিমধু—শীতল, গুরু, মধুর-রস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রকারক, কেশ্য, স্বরবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদুষ্টি নিবারক, ব্রণশোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয় প্রশমক।

অথ কাম্পিল্লঃ।

কাম্পিল্লঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রেচনোঽপি চ।
কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র-ক্রিমিগুল্মোদরব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ॥

কমলাগুঁড়ি।

কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলাগুঁড়ির পর্য্যায়। কমলাগুঁড়ি—রেচক, কটু ও উষ্ণ এবং ইহা কফ পিত্ত রক্তদুষ্টি ক্রিমি গুল্ম উদর ব্রণ মেহ আনাহ বিষ ও অশ্মরী নাশক।

অথারগ্বধঃ।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ।
কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ॥

জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র-বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ ॥
তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম ॥

সোন্দাল।

আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এইগুলি সোন্দালের পর্য্যায় শব্দ। সোন্দাল—গুরু, মধুর, শীতল ও সুবিরেচক এবং ইহা জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত ও শূল-নাশক। সোন্দাল ফল—বিরেচক, রুচিকর এবং কুষ্ঠ পিত্ত ও কফ নাশক। ইহা জ্বরে বিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

অথ কটুরোহিণী।

কটী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী ॥
মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী।
কটী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ ॥
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
প্রমেহশ্বাসকাসাস্র-দাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ ॥

কট্‌কী।

কটুী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী, এইগুলি কট্‌কীর পর্য্যায়। ইহা কটুবিপাক, তিক্ত, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপন ও হৃদ্য। কট্‌কী—কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি-রোগ নষ্ট করে।

অথ কিরাততিক্তঃ।

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ।
কাণ্ডতিক্তোঽনার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ ॥
কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽর্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ।
কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ ॥
সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাসশোথতৃষাকুষ্ঠ-জ্বরব্রণক্রিমিপ্রণুৎ ॥

চিরতা।

কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার পর্য্যায়। নেপাল-দেশে অপর একপ্রকার চিরতা জন্মে, তাহাকে অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরান্তক বলে। চিরতা—সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, কাস, শোথ, পিপাসা, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

অথ যবতিক্তা।

যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুহ্না তু শঙ্খিনী।
সূক্ষ্মপুষ্পী তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী ॥
তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনী চ বিষাস্রনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী ॥

কালমেঘ।

যবতিক্তা, মহাতিক্তা, শ্বেতবুহ্না, শঙ্খিনী, সূক্ষ্মপুষ্পী, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যশস্বিনী এইগুলি কালমেঘের নাম। কালমেঘ—তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক। ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশ করে। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ সুফলপ্রদ।

অথেন্দ্রযবঃ।

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা।
কলিঙ্গঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি ॥
কচিদিন্দ্রস্য নামৈব ভবেৎ তদভিধায়কম্ ॥
ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্।
জ্বরাতীসাররক্তার্শঃ-ক্রিমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলাস্র-বাতাস্রশ্লেষ্মশূলজিৎ ॥

কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব এইগুলি কুড়্‌চি-বীজের নামান্তর।

কখন কখন ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত হয়। ইন্দ্রযব—ত্রিদোষ-নাশক, সংগ্রাহী, কটু, শীতল ও অগ্নিদীপক এবং ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শঃ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক।

অথ মদনঃ।

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকস্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃদ্বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ।
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ॥

ময়না।

মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি ময়নার পর্য্যায় শব্দ। ময়না—মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমনকারক ও রুক্ষ, এবং ইহা বিদ্রধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মব্রণনাশক।

অথ রাস্না।

রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা॥
রাস্নামপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাসসমীরাস্র-বাতশূলোদরাপহা।
কাসজ্বরবিষাশীতি-বাতিকাময়সিধ্মজিৎ॥

রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নামান্তর। ইহা আমপাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য। রাস্না—কফ, বায়ু, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতি প্রকার বাতরোগ ও সিধ্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অথ নাকুলী (রাস্নাভেদঃ)।

নাকুলী সুরসা নাগ-সুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
ভোগিলূতাবৃশ্চিকাখু-বিষজ্বরক্রিমিব্রণান্॥

নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি নাকুলীর পর্য্যায় শব্দ। নাকুলী—কষায়-তিক্ত-কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক ও ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ-বিনাশক।

অথ মাচিকা।

মাচিকা প্রস্থিকা২ম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা।
ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা॥
মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্বাতীসাররপিত্তাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা॥

মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু। মাচিকা—পক্বাতীসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। ইহা হিন্দুস্থানে মোইয়া নামে প্রসিদ্ধ।

অথ তেজবতী।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজোহ্বা তেজনী তথা।
তেজস্বিনী কফশ্বাস-কাসাস্যাময়বাতহৃৎ।
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপিনী॥

তেজবল্।

তেজস্বিনী তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী এইগুলি তেজবতীর নামান্তর। তেজবতী—পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, রুচিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগ ও বায়ুনাশক।

অথ জ্যোতিষ্মতী।

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ।
পারাবতপদী পণ্যা লতা প্রোক্তা ককুন্দনী॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥

লতাফট্‌কী।

জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্ক, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যা, লতা ও ককুন্দনী এইগুলি লতাফট্‌কীর পর্য্যায়। ইহা কটুতিক্ত-রস, সারক, কফ-বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ।

অথ কুষ্ঠম্।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ং বাপ্যং পারিভব্যং তথোৎপলম্।
কুষ্ঠমুক্তং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্রবীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎকফান্॥

কুড়।

কুষ্ঠ, আপ্য, পারিভব্য ও উৎপল এইগুলি এবং রোগবাচক সমস্ত শব্দ কুড়ের পর্য্যায়। কুড়—উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্ত, মধুররস, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা বাতরক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক।

অথ পুষ্করমূলম্।

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমং জগুঃ॥
পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুক্তং বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥

পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের পর্য্যায়। ইহা কুড় বিশেষ। পুষ্করমূল—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাস নাশক। পার্শ্বশূলে ইহা বিশেষ হিতকর।

অথ স্বর্ণক্ষীরী চোকঞ্চ।

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে॥
হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারিণী
ক্রিমিকণ্ডুবিষানাহ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥

কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা এইগুলি স্বর্ণক্ষীরীর নাম। ইহার মূলকে চোক বলে। ইহা রেচক, তিক্তরস, ভেদক, উৎক্লেশজনক এবং ক্রিমি, কণ্ডু, বিষদোষ, আনাহ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক।

অথ কর্কটশৃঙ্গী।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা।
অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা॥
শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধ্বাততৃট্‌কাস-হিক্কারুচিবমীন্ হরেৎ॥

কাঁকড়া শৃঙ্গী।

শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী ও চক্রা এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্য্যায় এবং কাঁকড়ার যে যে নাম প্রথিত আছে, ইহাও সেই সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাঁকড়াশৃঙ্গী—কষায়, তিক্ত ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, উর্দ্ধবাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে।

অথ কট্‌ফলঃ।

কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥
কট্‌ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃ-কাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

কায়ফল।

কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের নাম। কট্‌ফল—কষায় তিক্ত ও কটুরস এবং ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি বিনাশক।

অথ ভার্গী ।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা ।
ব্রাহ্মণাঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা ॥
ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ ।
দীপনী তুবরা গুল্মরক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্ ॥

বামুনহাটী ।

ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণ-যষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা এইগুলি বামুনহাটীর নাম। বামুন-হাটী—রুক্ষ, কটু-তিক্তকষায়রস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকর এবং ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক ।

অথ পাষাণভেদঃ ।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিত্তিন্নযোজনী ।
অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ ॥
ভেদনো হন্তি দোষার্শো-গুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ ।
যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ ॥

হিমসাগর ।

পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ ও ভিন্ন যোজনী, এইগুলি হিমসাগরের নামান্তর। হিমসাগর—শীতবীর্য্য, তিক্তকষায়রস, বস্তি-শোধক, ভেদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ নিবারক ।

অথ ধাতকী ।

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা ।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা ॥
ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ ।
তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ ॥

ধাইফুল ।

ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা এইগুলি ধাইফুলের নামান্তর। ধাইফুল—কটু, শীত-বীর্য্য, মদকারক, কষায়, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প প্রশমক ।

অথ মঞ্জিষ্ঠা ।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা ।
মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি ॥
রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা ।
ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী ॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ ।
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্ম-শোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্
রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্র-বিসর্পব্রণমেহনুৎ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কাল-মেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজন-বল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্ত-যষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্র-রঞ্জিনী, এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্য্যায় শব্দ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়রস, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য এবং স্বরবর্দ্ধক ও বর্ণকারক। মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহারে বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয় ।

অথ কুসুম্ভম্ ।

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি ।
কুসুম্ভং মধুরং রুক্ষং বহ্নিকৃদ্ রোচনং মতম্ ॥
বিণ্মূত্রদোষশমনং কটুকং গুরু পিত্তলম্ ।
ক্রিমিহৃদ্ বাতলং কৃচ্ছ্র-রক্তপিত্তকফাপহম্ ॥

কুসুমফুল ।

কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুম-ফুলের পর্য্যায়। কুসুমফুল—মধুর রস, রুক্ষ, অগ্নিকারক, রুচিকর, মলমূত্রের দোষ-নাশক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, পিত্তকর, বায়ুজনক এবং ইহা ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও কফনিবারক ।

অথ লাক্ষা।

লাক্ষা পলঙ্কষালক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ।
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ॥
অনুষ্ণা কফপিত্তাস্র-হিক্কা-কাসজ্বরপ্রণুৎ।
ব্রণোরঃক্ষতবীসর্প-ক্রিমিকুষ্ঠগদাপহা।
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ॥

লা।

লাক্ষ, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এইগুলি লাক্ষার নামান্তর। ইহা বর্ণকর, শীতল, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা ব্যবহারে কফ, রক্তপিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। অলক্তকও লাক্ষাসদৃশ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ব্যঙ্গ (মেচেতা) রোগনাশক।

অথ হরিদ্রা।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্না হলদী যোষিৎ-প্রিয়া হট্টবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্দোষমেহাস্র-শোথপাণ্ডুব্রণাপহা॥

হলুদ।

হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হট্টবিলাসিনী এইগুলি এবং রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার নাম। হরিদ্রা—কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক, বর্ণকর এবং ইহা ত্বগ্দোষ, মেহ, রক্তদুষ্টি, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণরোগনাশক।

অথ বনহরিদ্রা আম্রগন্ধিহরিদ্রা চ।

অরণ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ।
আম্রগন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা।
পিত্তঘ্নমধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডূবিনাশিনী॥

বনহরিদ্রা ও আম-আদা।

বন-হরিদ্রার কন্দ, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবস্থেয়। আম্রগন্ধি হরিদ্রা অর্থাৎ আম-আদা—শীতবীর্য্য, বায়ুজনক, পিত্তনাশক, মধুর-তিক্তরস এবং কণ্ডূনাশক।

অথ দারুহরিদ্রা।

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারুকপীতকম্।
দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ॥

দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু হরিদ্রু, পীতদারু ও পীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর। দারুহরিদ্রা সাধারণ হরিদ্রার ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগ বিনাশক।

অথ রসাঞ্জনম্।

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্ত্বা যদা ঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তন্নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥
রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্॥
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম-বিষনেত্রবিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

দারুহরিদ্রার কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাঞ্জন কহে। রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এইগুলি রসাঞ্জনের পর্য্যায় শব্দ। ইহা নেত্রের পরম হিতকর, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন, ব্রণদোষহারক এবং ইহা শ্লেষ্মা, বিষদোষ ও নেত্রবিকার নিবারক।

অথ বাকুচী।

অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা।
শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ॥
সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা।
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী॥
বিষ্টম্ভঘ্নী হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
রূক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠ-মেহজ্বরক্রিমিপ্রণুৎ॥
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ-কফানিলহরং কটু।
কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুষু॥

সোমরাজী ।

অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা সোমা, পূতিফলী, সোম-বল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী, এইগুলি সোম-রাজীর নাম। ইহা মধুর-তিক্তরস, কটু-বিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক শীতল, রুচি-কারক, সারক, রুক্ষ, হৃদ্য এবং শ্লেষ্মা, রক্ত-পিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনা-শক। সোমরাজীবীজ—পিত্তবৰ্দ্ধক, কটুরস, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক এবং ইহা কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগপ্রশমক।

অথ চক্রমর্দ্দঃ ।

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি ॥
চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদদ্রুক্রিমীন্ হরেৎ ॥
হন্ত্যুষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠ-কণ্ডুদদ্রু বিষানিলান্।
গুল্মকাসক্রিমিশ্বাস-নাশনং কটুকং স্মৃতম্ ॥

চাকুন্দে ।

চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট এইগুলি, চাকুন্দের নাম। চাকুন্দে—লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, হৃদ্য, হিম এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও ক্রিমি বিনাশক। চক্রমর্দ্দের ফল—উষ্ণ, কটু এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস নিবারক।

অথাতিবিষা ।

বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা ॥
বিষা সোষ্ণা কটু স্তিক্তা পাচনা দীপনা হরেৎ
কফপিত্তাতিসারাম-বিষকাসবমিক্রিমীন্ ॥

আতইচ ।

বিষ, অতিবিষ, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষ, ভঙ্গুরা ও ঘুণ-বল্লভা, এই সকল অতিবিষার প্রসিদ্ধ নাম। অতিবিষ—উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমিবিনাশক।

অথ লোধ্রঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ ।

লোধ্রস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা।
দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধ্রঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ ॥
জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ।
লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্‌জ্বরাতীসারশোথহৃৎ ॥

লোধ ও পটিয়া লোধ ।

লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব, এই কয়েকটি লোধ্রের প্রসিদ্ধ নাম। পট্টিকা লোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদন এই কয়েকটি পটিয়া-লোধের প্রসিদ্ধ নাম। লোধ্র—ধারক, লঘু, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতীসার ও শোথবিনাশক।

অথ লশুনঃ ।

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্।
অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ ॥
পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ ॥
কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ।
নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ ॥
বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্গুণবেদিভিঃ।
রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ ॥
রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ।
বলবর্ণকরো মেধা-হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ ॥

হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি॥
মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্।
ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়ো গুড়ম্।
রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্ নিরন্তরম্॥

লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক, এই কয়েকটি রশুনের প্রসিদ্ধ নাম। রসুন—মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়, এই পঞ্চ রসযুক্ত; ছয় রসের মধ্যে কেবল ইহা অম্লরস-বিহীন; অতএব একটি রসে উন (হীন) বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুররস আছে।

রশুন—পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটু-মধুর রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোধক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন এবং ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলাবরোধ, গুল্ম, অরুচি কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

রসোনসেবী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস, এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক। কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এই সকল রসোনভোজী ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, সুতরাং উহা পরিত্যাজ্য।

অথ পলাণ্ডুঃ।

পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু বুধৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ॥
স্বাদুঃ পাকে রসেঽস্বাদুঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।
হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ॥

পেঁয়াজ।

পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এই সকল পেঁয়াজের প্রসিদ্ধ নাম। পলাণ্ডু—রসোনের ন্যায় গুণযুক্ত; বিশেষতঃ মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, কফকারক ও নাতিপিত্তকর। ইহা কেবল বায়ুনাশক। পেঁয়াজ বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ ভল্লাতকম্।

ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুষ্করোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ।
তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ॥
ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্ম-শোফানাহজ্বরক্রিমীন্॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা।
বৃন্তমাকন্দরং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ।
ভল্লাতকং কষায়োষ্ণং শুক্রলং মধুরং লঘু।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্।
হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্র-বহ্নিমান্দ্যক্রিমিব্রণান্॥

ভেলা।

ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ এই কয়েকটি ভল্লাতকের নামান্তর। ভল্লাতকের পাকাফল—মধুরবিপাক, লঘু, কষায়-মধুর রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক। ভল্লাতকের মজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক। ভল্লাতকবৃন্ত—মধুররস, পিত্তঘ্ন, কেশের উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ভল্লাতক-কষায়-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণ নাশক।

অথ ভঙ্গা।

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ॥

তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ-মদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
মদনোদ্দীপনী নিদ্রা-জননী হর্ষদায়িনী॥
ধনুঃস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্।
প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বীং হন্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ॥

সিদ্ধি।

ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী মাদিনী, বিজয়া, ও জয়া, এই কয়েকটি সিদ্ধির পর্য্যায়। সিদ্ধি—কফনাশক, তিক্তরস, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, মোহজনক, মদকারক এবং স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক, আনন্দদায়ক এবং ধনুঃস্তম্ভ, জলত্রাস, বিসূচী, মদাত্যয়, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধা নিবারক।

অথ খাখসঃ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ।
স্যাৎ খাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং [illegible] লঘু।
গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ [illegible] কাসহৃৎ।
ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং [illegible] বর্দ্ধনম্।
মুহুর্মোহকরং [illegible] সেবনাৎ [illegible]।

ঢেঁড়া।

তিলভেদ, খসতিল ও খাখস, এই কয়েকটি পোস্তফলের (ঢেঁড়ার) নামান্তর। পোস্তফলের বল্কল—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত-কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন, কাসনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, স্বরবর্দ্ধক, মোহজনক ও রুচিকারক। ইহা দীর্ঘকাল সেবনে পুংস্ত্ব [illegible] হয়।

অথ অহিফেনম্।

উক্তং খসফলক্ষীরমাফুকমহিফেনকম্।
আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।
আক্ষেপশমনং নিদ্রা-জননং মদকারি চ।
স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতীসারনুৎ পরম্॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতিবারণম্।
তথা খসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়মিত্যপি॥

আফিং।

পোস্তফলের ক্ষীরকে (আঠাকে) আফুক ও অহিফেন বলা যায়। আফিং—শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপ-নিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, স্বেদজনক, বেদনাশমক এবং ইহা মূত্রাতীসার, কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারক। খসফলের বল্কলও অহিফেন-তুল্য গুণকারী।

অথ খাখসবীজম্।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি।
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ।
শময়ন্তি কফং তানি জনয়ন্তি সমীরণম্॥

পোস্তদানা।

খসবীজ ও খাখসতিল, এই দুইটি পোস্তদানার নামান্তর মাত্র। পোস্তদানা—বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, [illegible] গুরু, কফনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক।

অথ সৈন্ধবম্।

সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্।
সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ॥

সৈন্ধব শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ, এই কয়েকটি সৈন্ধব লবণের নামান্তর। সৈন্ধব লবণ—মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষনাশক।

অথ রৌমকম্।

শাকম্ভরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকং তথা।
গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

শাম্ভারিলবণ ।

শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমক, শাম্ভারিলবণের এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ। শাম্ভারিলবণ—লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

অথ সামুদ্রম্ ।

সামুদ্রং যৎ তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ।
সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্ ॥
সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ।
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতিশীতলম্ ॥

পাঙ্গালবণ ।

সামুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব, এই সকল পাঙ্গলবণের নামান্তর। পাঙ্গালবণ—মধুর বিপাক, ঈষৎ তিক্ত-মধুর-রস, গুরু, নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, অগ্নিপ্রদীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহী, কফকারক, বাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ এবং অরুক্ষ।

অথ বিড়ম্ ।

বিড়ং পাকঞ্চ কৃতকং তথা দ্রাবিড়নাসুরম্।
বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনম্ ॥ *
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ-হৃদ্রুগ্গৌরবশূলনুৎ ॥

বিট্‌লবণ ।

বিড়, পাক, কতক, দ্রাবিড় ও আসুর, এই কয়েকটি বিট্‌লবণের নামান্তর। বিট্‌লবণ—ক্ষারযুক্ত, ঊর্দ্ধগত কফের ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূল নাশক।

* ঊর্দ্ধং কফমধো বাতং সক্ষারয়েদিত্যর্থঃ ॥

অথ সৌবর্চ্চলম্ ।

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাক্যঞ্চ তন্মতম্।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্ ॥
সুস্নেহং বাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ ॥

সচললবণ ।

সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য, এই কয়েকটি সচললবণের নামান্তর। সচললবণ—রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকারক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূলবিনাশক।

অথ ঔদ্ভিদম্ ।

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যৎ তৎ ভূমিতঃ স্বয়ম্।
ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শীতলং বাতনাশনম্ ॥

পাংশুলবণ ।

পাংশুলবণ ভূমি হইতে স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদলবণ ইহার নামান্তর। ঔদ্ভিদলবণ—ক্ষারযুক্ত, গুরু, কটুরস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য এবং বায়ুনাশক।

অথ চণকাম্লম্ ।

চণকাম্লকমত্যুষ্ণং দীপনং দন্তহর্ষণম্।
লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ ॥

চণকাম্লক—অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপক, দন্তহর্ষজনক, ঈষৎ লবণরসযুক্ত অম্লরস, রুচিকারক এবং ইহা শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধ নাশক।

নরসারঃ ।

নরসারো নৃসারশ্চ নৃসাদর ইতি স্মৃতঃ।
পটুঃ প্রবৃত্তিশীলানাং দ্রাবণঃ শোথহৃদ্বিমঃ ॥
যকৃদ্দোষে জ্বরে প্লীহ্নি শিরঃশূলেঽর্ব্বুদাদিষু।
স্তনরোগে রক্তপিত্তে কাসে ভগ্নাময়ে তথা।
যোনিব্যাপৎসু চ জ্ঞেয়ো নরসারঃ সুখাবহঃ ॥

নিশাদল।

নরসার, নৃসার ও নৃসাদর এইগুলি নিশাদলের পর্য্যায়। নিশাদল—লবণাস্বাদ, ইহা প্রবর্ত্তনশীল শারীরিক পদার্থসমূহের (কফ পিত্ত মল মূত্র স্বেদাদির) স্রাবক, শোথঘ্ন ও শীতল। যকৃৎ-দোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে এবং স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস, ভগ্নরোগ ও যোনিব্যাপৎ-রোগে নিশাদল প্রয়োগ করিতে হয়।

অথ যবক্ষারঃ, স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ, সুবর্চ্চিকশ্চ।

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ।
স্বর্জ্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ॥
কথিতঃ স্বর্জ্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকঃ।
যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ॥
নিহন্তি শূলবাতাম-শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
পাণ্ড্বর্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্॥
স্বর্জ্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৃৎ।
সুবর্চ্চিকা স্বর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোরা।

পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই কয়েকটি যবক্ষারের নামান্তর। স্বর্জ্জিকাক্ষারকে ক্ষার, কপোত ও সুখবর্চ্চক বলে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, সুবর্চ্চিক স্বর্জ্জিকাক্ষার-ভেদমাত্র। যবক্ষার—লঘু, স্নিগ্ধ, অতিসূক্ষ্ম-স্রোতোগামী, অগ্নির দীপক এবং ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ বিনাশক। স্বর্জ্জিকাক্ষার—যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা গুল্ম এবং শূলবিনাশক। সুবর্চ্চিকা—স্বর্জ্জিকাক্ষারের তুল্য গুণযুক্ত জানিবে।

অথ টঙ্গণম্।

সৌভাগ্যং টঙ্গণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে
টঙ্গণং বহ্নিকৃদ্রুক্ষং কফহৃদ্ বাতপিত্তকৃৎ॥
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূঢ়গর্ভবিকর্ষণম্॥

সোহাগা।

সৌভাগ্য, টঙ্গণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক, এই কয়েকটি সোহাগার নামান্তর। সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্ত্তক, বলকারক, মূঢ়গর্ভাকর্ষক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক।

অথ ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ।

স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্।
টঙ্গণেন যুতং তৎ তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্।
মিলিতন্তু গুণকৃদ্বিশেষাদ্ গুল্মহৃৎ পরম্॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষারদ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটি ক্ষারের যে যে গুণ পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, দুইটি অথবা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই সেই গুণকর হয় জানিবে, বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগ নাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

অথ ক্ষারাষ্টকম্।

পলাশবজ্রিশিখরি-চিঞ্চার্কতিলনালজাঃ।
যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্।
ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্॥

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব, এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং স্বর্জ্জিকাক্ষার এই আটটিকে ক্ষারাষ্টক বলে। ক্ষারাষ্টক—অগ্নিগুণবিশিষ্ট; ইহা গুল্ম ও শূল-বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অথ চুক্রম্।

চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্রসাম্লং শুক্তমিত্যপি।
চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্॥

শূলগুল্মবিবন্ধাম-বাতশ্লেষ্মহরং সরম্ ।
বমিতৃষ্ণাস্তবৈরস্য-হৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যহৃৎ ॥

অম্লবেতস ।

চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত, চুক্রের এই কয়েকটি পর্য্যায় । চুক্র—অত্যন্ত অম্ল-রসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিসন্দীপক, অতিশয় পাচক, সারক এবং ইহা শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কফ, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য বিনাশক ।

ইতি হরীতক্যাদিবর্গঃ ।

অথ কর্পূরাদিবর্গঃ ।

অথ কর্পূরঃ ।

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ ।
সুরভির্ম্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ ॥
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ ॥
বেদনাহারকঃ কাম-শান্তিকৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ ॥
কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্কাপক্কপ্রভেদতঃ ।
পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্ ॥

কর্পূর শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সিতাভ্র, হিমবালুক ও ঘনসার এই গুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায় । কর্পূর—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত-রস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, কামশান্তিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দুর্গন্ধ, আক্ষেপ, বেদনা ও শুক্রমেহনাশক । কর্পূর পক্ক ও অপক্ক ভেদে দুই প্রকার । তন্মধ্যে পক্ক কর্পূর অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর অধিক গুণবিশিষ্ট ।

অথ চীনাক-কর্পূরঃ ।

চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ ।
কুষ্ঠকণ্ডুবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ ॥

চীনাক নামক কর্পূর কফনাশক, তিক্তরস এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি নাশক ।

অথ কস্তূরী ।

মৃগনাভির্ম্মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ ।
কস্তূরিকা চ কস্তূরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা ॥
কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্ ।
কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তূরী ত্রিবিধা স্মৃতা ॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ ।
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তূরী হ্যধমা মতা ॥
কস্তূরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষহৃৎ ॥
আক্ষেপহরণী স্বেদ-জননঃ কামদীপনঃ ।
হিক্কাঘ্নো মূত্রলো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ ॥

মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তূরিকা, কস্তূরী ও বেধমুখ্যা এই কয়েকটি কস্তূরীর প্রসিদ্ধ নাম । কামরূপী, নৈপালী এবং কাশ্মীরী ভেদে কস্তূরী তিন প্রকার । তন্মধ্যে কামরূপী কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ, নৈপালী নীলবর্ণ,

এবং কাশ্মীরী কস্তুরী কপিলবর্ণ। যে সকল কস্তুরী কামরূপে জন্মে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। নেপাল প্রদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশে যাহা জন্মে, তাহা নিকৃষ্ট। কস্তুরী—কটু-তিক্ত-রস, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ ও শোষরোগ নাশক। অধিকন্তু ইহা আক্ষেপনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কানিবারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ মাদক।

অথ লতাকস্তূরিকা।

লতাকস্তূরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যা চ্ছেদনী শ্লেষ্ম-তৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ।

লতাকস্তূরিকা—তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকারক, ছেদক, শ্লেষ্মঘ্ন, পিপাসানাশক এবং বস্তিগতরোগ ও মুখরোগ নাশক।

অথ খট্টাশী।

গন্ধমার্জ্জারবীর্য্যন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ।
কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধি স্বেদগন্ধনুৎ॥

গন্ধগোকুল বীজ।

খট্টাশী—বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, সুগন্ধি এবং ইহা কফ বায়ু কণ্ডু কুষ্ঠ নাশ ও শরীরের দুর্গন্ধনাশক।

অথ চন্দনম্।

শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রীস্তৈলপর্ণিকঃ।
গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥
স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্।
গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোষবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

চন্দন শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি এই কয়েকটি চন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। যে চন্দনের আস্বাদ তিক্ত কষ পীতবর্ণ, যাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ ও উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটর সংযুক্ত, সেই চন্দন উৎকৃষ্ট। চন্দন—শীতবীর্য্য রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক, লঘু এবং ইহা শ্রান্তি শোষ বিষ শ্লেষ্মা তৃষ্ণা পিত্ত রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক।

অথ পীতচন্দনম্।

কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্।
কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাদ্ব্যঙ্গনাশনম॥

কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক, এই গুলি পীতচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। পীতচন্দন রক্তচন্দন তুল্য গুণদায়ক, বিশেষতঃ ব্যঙ্গ- (মেচেতা) নাশক।

অথ রক্তচন্দনম্।

রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্॥
রক্তং শীতং গুরু স্বাদু চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্র্যং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্॥

রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এই কয়েকটি রক্তচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। রক্তচন্দন—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-মধুর-রস, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বমি, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষ নাশক।

অথ পত্তঙ্গম্।

পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তূরঞ্চ কুচন্দনম্॥
পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দনবদ্বেত্ত্যং বিশেষাদ্দাহনাশনম্॥
চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ।
গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ॥

বকম কাষ্ঠ ।

পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন, এইগুলি বকমের পর্য্যায় । বকম—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্ত, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও রক্তনাশক ; ইহা রক্তচন্দনের তুল্য গুণকারক, বিশেষতঃ দাহনাশক ।

সর্ব্বপ্রকার চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধে বিভিন্ন । ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব-পূর্ব্বোক্ত চন্দন গুণেতে শ্রেষ্ঠ ।

অথাগুরু ।

অগুরু প্রবরং লৌহং রাজার্হং যোগজং তথা ।
বংশিকং ক্রিমিজঞ্চাপি ক্রিমিজগ্ধমনার্য্যকম্ ॥
অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্ ।
লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ ॥
কৃষ্ণং গুণাধিকং তৎ তু লৌহবদ্বারি মজ্জতি ।
অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ ॥

অগুরু, প্রবর, লৌহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্য্যক, এইগুলি অগুরুর পর্য্যায় । অগুরু—উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-রস, ত্বকের হিতকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, শীত, বায়ু ও কফ নাশক । কৃষ্ণ অগুরু অধিক গুণবিশিষ্ট, ইহা জলে ফেলিয়া দিলে লৌহের ন্যায় মগ্ন হইয়া যায় । অগুরু হইতে উৎপন্ন স্নেহও কৃষ্ণ অগুরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট ।

অথ দেবদারু ।

দেবদারু স্মৃতং দারু ভদ্রদার্ব্বিন্দ্রদারু চ ।
মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ ॥
দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ ।
বিবন্ধাধ্মানশোথামতন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ ।
প্রমেহপীনসশ্লেষ্মকাসকণ্ডুসমীরনুৎ ॥

দেবদারু, দারু, ভদ্রদারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ, এইগুলি দেবদারুর পর্য্যায় । দেবদারু—লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নষ্ট করে ।

অথ সরলঃ ।

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাৎ তথা সুরভিদারুকঃ ।
সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসো লঘুঃ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষি-রোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ ।
কফানিলস্বেদদাহ-কাসমূর্চ্ছাব্রণাপহঃ ॥

সরলকাষ্ঠ ।

সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু, এই কয়েকটি সরলকাষ্ঠের প্রসিদ্ধ নাম । সরলকাষ্ঠ—মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, কফ, বায়ু, ঘর্ম্ম, দাহ, কাস মূর্চ্ছা ও ব্রণ বিনাশক ।

অথ তগরম্ ।

কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং নহুষং নতম্ ।
অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্ ॥
তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্ ।
বিষাপস্মারশূলাক্ষি-রোগদোষত্রয়াপহম্ ॥

তগরপাদুকা ।

তগরপাদুকা দুই প্রকার । এক প্রকারের পর্য্যায়—কালানুসার্য্য, তগর, কুটিল, নহুষ ও নত । অপর প্রকারের পর্য্যায়—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ । এই উভয় প্রকার তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা বিষ, অপস্মার, শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক ।

অথ পদ্মকম্ ।

পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাৎ তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্ ।
পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু ।
বীসর্পদাহবিস্ফোট-কুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ ।
গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ ॥

পদ্মকাষ্ঠ।

পদ্মক ও পদ্মগন্ধি এবং পদ্মবাচক শব্দ, এইগুলি পদ্মকাষ্ঠের নামান্তর। পদ্মকাষ্ঠ—কষায়-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচিকারক এবং ইহা বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও পিপাসা নাশক।

অথ গুগ্‌গুলুঃ।

গুগ্‌গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ।
কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষং পলঙ্কষঃ॥
মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ॥
ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ॥
কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মাণিক্যসন্নিভঃ।
হিরণ্যাখ্যস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্॥

গুগ্‌গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখল, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই কয়েকটি গুগ্‌গুলুর পর্য্যায়। ইহা পঞ্চ প্রকার, যথা—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। তন্মধ্যে মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ভ্রমর ও অঞ্জনসদৃশ বর্ণ, মহানীল গুগ্‌গুলু নামানুরূপ লক্ষণ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত নীলবর্ণ, কুমুদাখ্য গুগ্‌গুলু কুমুদের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, পদ্মজাতীয় গুগ্‌গুলু মাণিক্যতুল্য আভাযুক্ত এবং হিরণ্যাখ্য গুগ্‌গুলু সুবর্ণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট; পঞ্চ প্রকার গুগ্‌গুলুর এই পঞ্চপ্রকার লক্ষণ কথিত হইল।

মহিষাক্ষো মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ।
হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্ত্যারোগ্যকরৌ পরৌ॥
বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি॥

মহিষাক্ষ ও মহানীল, এই দুই জাত গুগ্‌গুলু হস্তীর পক্ষে হিতজনক। অশ্বদিগের পক্ষে কুমুদ ও পদ্ম এই দুই জাতি মঙ্গলকর ও আরোগ্যজনক এবং কনক (হিরণ্যাখ্য) গুগ্‌গুলু মনুষ্যগণের পক্ষে বিশেষ হিতকারক; কখন কখন মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলুও মনুষ্যের হিতকারী হয়।

গুগ্‌গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
কষায়ঃ কটুকঃ পাকে কটূ রুক্ষো লঘুঃ পরঃ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্‌বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ।
দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥
মেদোমেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্।
পিড়কাগ্রন্থিশোফার্শো-গণ্ডমালাক্রিমীন্ জয়েৎ॥
মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা।
তিক্তত্বাৎ কফজিৎ তেন গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্বদোষহা॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বতিলেখনঃ।
স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্বজম্বুফলোপমঃ॥
নূতনো গুগ্‌গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ।
শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ॥
পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলুর্বীর্য্যবর্জ্জিতঃ॥
অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্।
মদ্যং রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্‌গুণার্থী পুরসেবকঃ॥

গুগ্‌গুলু—বিশদ, তিক্ত-কটু-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্বরপ্রসাদক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, বলকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি বিনাশক।

গুগ্‌গুলু মধুরতা দ্বারা বায়ু নষ্ট করে, কষায় রস দ্বারা পিত্ত নষ্ট করে এবং তিক্ত রস দ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং গুগগুলু ত্রিদোষ-নাশক। নূতন গুগ্‌গুলু—মাংসবর্দ্ধক ও শুক্র-জনক। পুরাতন গুগ্‌গুলু—অত্যন্ত লেখন-গুণযুক্ত।

নূতন গুগ্‌গুলু স্নিগ্ধ, সুবর্ণ বর্ণ, পক্বজম্বুফল-সদৃশ, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকৃতবর্ণ ও বীর্য্যবিহীন।

যে ব্যক্তি গুগ্‌গুলু সেবনে ফল প্রার্থনা করেন, তিনি অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, অজীর্ণে ভোজন (বা অপক্ব দ্রব্য জন), মৈথুন,

পরিশ্রম, রৌদ্র, মন্ত ও ক্রোধ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবেন।

অথ সরলনির্য্যাসঃ।

শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ।
শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তবরঃ সরঃ॥
পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষি-স্বররোগকফাপহঃ।
রক্ষোঘ্নঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্য-যূককণ্ডুব্রণপ্রণুৎ॥

তাপিণতৈল।

শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক, এই কয়েকটি সরলবৃক্ষরসের (তাপিণতৈলের) নামান্তর। তাপিণ—মধুর-তিক্ত-কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন, এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কফ, ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, যূক (উকুনাদি কীট), কণ্ডূ ও ব্রণনাশক।

অথ রালঃ।

রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ।
দেবধূপো যক্ষধূপস্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ॥
রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্রস্বেদবীসর্প-জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ।
গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাশ্রী-শূলাতীসারনাশনঃ॥

ধূনা।

রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ ও সর্ব্বরস, এইগুলি ধূনার নামান্তর। ধূনা—শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-কষায় রস, ধারক এবং ইহা বাতাদি দোষত্রয়, রক্তদুষ্টি, স্বেদ, বীসর্প জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধক্ষত, অলক্ষ্মী, শূল ও অতীসার নাশক।

অথ কুন্দুরুঃ।

(সুগন্ধিদ্রব্যং শল্লকীনির্য্যাসঃ)।
কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি।
কুন্দুরুর্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্ত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ।
জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মী-মুখরোগকফানিলান্॥

(কুন্দুরু সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ইহা শল্লকী-নির্য্যাস)। কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ, এই কয়েকটি কুন্দুরুর পর্য্যায়। কুন্দুরু—মধুর-তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, চর্ম্মের হিতকারক এবং ইহা জ্বর, ঘর্ম্ম, গ্রহদোষ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও বায়ু নাশক।

অথ শিহ্লকঃ।

শিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাদ্‌যতো যবনদেশজঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতস্তথা চ কপিনামকঃ॥
শিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ।
বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ স্বেদকুষ্ঠ-জ্বরদাহগ্রহাপহঃ॥

শিলারস।

শিলারস যবনদেশে উৎপন্ন হয়, এই হেতু ইহাকে তুরুষ্ক বলে। শিহ্লক, কপিতৈল এবং কপিবাচক সমস্ত শব্দ শিলারসের নাম। শিলারস—কটু-মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কণ্ঠশোধক এবং ইহা ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষ নাশক।

অথ জাতীফলম্।

জাতীফলং জাতীকোশং মালতীফলমিত্যপি।
জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্॥
নিহন্তি মুখবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমিকাসবমিশ্বাস-শোষপীনসহৃদ্রুজঃ॥

জায়ফল।

জাতীফল, জাতিকোশ ও মালতীফল, এই কয়েকটি জাতীফলের পর্য্যায়। জায়ফল—তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, মলসংগ্রাহক, স্বরপ্রসাদক এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণবর্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট করে।

অথ জাতীপত্রী।

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ॥
কফকাসবমিশ্বাস-তৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা।
বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী॥

জৈত্রী।

চিকিৎসকগণ জাতীফলের ত্বক্‌কে জাতীপত্রী (জয়িত্রী) বলিয়া থাকেন। জৈত্রী—লঘু, তিক্ত-মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বর্ণপ্রসাদক, মুখ-বৈশদ্যকারক এবং ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি, বিষ ও দৌর্গন্ধ্য বিনাশক।

অথ লবঙ্গম্।

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্।
লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্।

লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক, এই কয়েকটি লবঙ্গের পর্য্যায়। লবঙ্গ—কটু-তিক্ত-রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে।

অথ স্থূলৈলা।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ।
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রূক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র-কণ্ডূশ্বাসতৃষাপহা।
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্বমিকাসনুৎ॥

বড় এলাইচ।

এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি এই কয়েকটি বড় এলাইচের নাম। বড় এলাইচ—কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, বস্তিগত-রোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে।

অথ সূক্ষ্মৈলা।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস-কাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা॥

ছোট এলাইচ।

সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি, এই কয়েকটি ছোট এলাইচের প্রসিদ্ধ নাম। ছোট এলাইচ—কফ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক। ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য এবং লঘু।

অথ সুরাপ্রিয়ম্।

সুরাপ্রিয়ং বৃত্তফলং তত্ত্বাপুষ্পাভিধং মতম্।
শ্লেষ্মোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা॥
ঔপসর্গিকমেহঘ্নং শুক্রমেহং সুদারুণম্।
শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥

কাবাব চিনি।

সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল এই দুইটি কাবাবচিনির নামান্তর। ইহা বাতপ্রশমক, কফনিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্দ্ধক এবং ইহা দারুণ ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক।

অথ ত্বক্‌পত্রম্।

ত্বক্‌পত্রং বরাঙ্গং স্যাদ্ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটম্।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রূক্ষকম্॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃ-ক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ॥

তজ্।

ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট ও ত্বচ এই কয়েকটি তজের নাম। ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু-মধুর-তিক্ত রস, রুক্ষ, পিত্ত-বর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, আমদোষ, অরুচি, হৃদ্রোগ, বস্তিগতরোগ, বাতজনিত অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্রনাশক।

অথ ত্বক্।

ত্বক্ স্বাদ্বী তু গুড়ত্বক্ স্যাৎ তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা॥

দারুচিনি।

ত্বক্, স্বাদ্বী, গুড়ত্বক, দারুসিতা, এই কয়েকটি দারুচিনির নামান্তর। দারুচিনি—মধুর-তিক্ত-রস, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, সুগন্ধি, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা মুখশোষ ও তৃষ্ণাবিনাশক।

অথ পত্রকম্।

পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্।
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু।
নিহন্তি কফবাতার্শো-হৃল্লাসারুচিপীনসান্॥

তেজপত্র।

পত্র ও তমালপত্র এবং পত্রপর্য্যায়ক শব্দ তেজপত্রের পর্য্যায়। তেজপত্র—কিঞ্চিৎ মধুর-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস বিনাশক।

অথ নাগকেশরঃ।

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥
নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রূক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদ-চ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্।
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্তবিষাপহম্॥

নাগেশ্বর।

নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চনবাচক শব্দ নাগেশ্বরের পর্য্যায়। নাগেশ্বরপুষ্প—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক এবং ইহা জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দুর্গন্ধ, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক।

অথ ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে।

ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জ্জাতকমুচ্যতে।
তদ্বয়ং রোচনং রূক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ।
লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্॥

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক।

গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র, এই তিনটি সমভাগে একত্রিত করিলে তাহাকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক বলা যায়। এই উভয়ই—রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্ত-বর্দ্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ বায়ু ও বিষনাশক।

অথ কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্।
কুঙ্কুমং পারসীকং যন্মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥

জাফরাণ।

কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিত

বাচক শব্দ কুঙ্কুমের পর্য্যায়। যে কুঙ্কুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশর-বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি; সেই কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট। যে কুঙ্কুম বাহ্লীক প্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুরবর্ণ, কেতকীপুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও স্থূলকেশর-বিশিষ্ট, সেই কুঙ্কুম মধ্যম এবং পারস্যদেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ ও স্থূলকেশর-সংযুক্ত; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কুঙ্কুম-তিক্ত-কটু রস, স্নিগ্ধ, বর্ণপ্রসাদক এবং শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষ নিবারক।

অথ গোরোচনা ।

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা।
বিষালক্ষ্মীগ্রহোন্মাদ-গর্ভস্রাবক্ষতাস্রহৃৎ॥

গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা, এইগুলি গোরোচনার প্রসিদ্ধ নাম। গোরোচনা—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বশীকরণ-ক্ষম, মঙ্গলজনক, কান্তিবর্দ্ধক এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ নিবারক।

অথ নখদ্বয়ম্ ।

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধং তচ্চক্রকারকম্।
নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্রজ্বরকুষ্ঠহৃৎ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্।
অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধ্যহরং প্রোক্তং মনীষিভিঃ॥

নখ ও নখী।

নখকে ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এবং স্বল্পনখকে নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী বলে। নখ ও নখী এই উভয়—গ্রহদোষ, কফ, বায়ু, রক্তদোষ, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, অলক্ষ্মী ও মুখে দুর্গন্ধনাশক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণকারক, মধুর-কটু রস এবং কটু-বিপাক।

অথ বালকম্ ।

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ।
বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্।
হল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥

বালা।

বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ ও উদীচ্য এইগুলি এবং কেশবাচক ও অম্বুবাচক শব্দ, বালার নাম। বালা—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক এবং ইহা হল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ, আমদোষ ও অতীসারনাশক।

অথ বীরণম্ ।

আদ্যো বীরণং বীরতরং বীরং বহুমূলকম্।
বীরণং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তি-মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ্রদাহব্রণাপহম্॥

বেণা।

বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক, এই কয়েকটি বেণের প্রসিদ্ধ নাম। বেণা—পাচক, শীতবীর্য্য, লঘু, স্তম্ভনকারক, মধুর ও তিক্তরস এবং ইহা বমন, জ্বর, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্ত, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণনাশক।

অথোশীরম্ ।

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ।
অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি॥
উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্বান্তি-মদঘ্নং কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-দাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্॥

বেণামূল।

বেণার মূলকে উশীর বলে। নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক, এই কয়েকটি

উশীরের নামান্তর। বেণার মূল—পাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভনকারক, লঘু, তিক্ত-মধুর-রস এবং ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ নাশক।

অথ জটামাংসী।

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।
মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা ॥
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
লেপনাদ্রুক্ষতাং হন্তি জ্বরং চর্ম্মাময়ং গদম্ ॥

জটামাংসী।

জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা, তপস্বিনী ও মাংসী এই কয়েকটি জটামাংসীর পর্য্যায়। জটামাংসী—তিক্ত-মধুর-কষায় রস, মেধাজনক, বলবৰ্দ্ধক, কান্তিকারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা ত্রিদোষ, রক্তদুষ্টি, দাহ, বীসর্প ও কুষ্ঠরোগ নিবারক। জটামাংসী গাত্রে লেপন করিলে রুক্ষতা, জ্বর ও চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

অথ শৈলেয়ম্।

শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু।
কণ্ডুকুষ্ঠাশ্মরীদাহ-বিষহৃদ্গুদরক্তহৃৎ ॥

শৈলেয়।

শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক, এই কয়েকটি শিলাপুষ্পের প্রসিদ্ধ নাম। শিলাপুষ্প—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, লঘু এবং ইহা কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ এবং গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে।

অথ মুস্তকো নাগরমুস্তকশ্চ।

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্।
কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোঽপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ ॥
ভদ্রমুস্তশ্চ গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ ॥
মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্।
কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড্জ্বরারুচিজন্তুহৃৎ ॥
অনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্যতে।
তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্ ॥

মুস্তা ও নাগরমুস্তা।

মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসকলিঙ্গে এবং মুস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। মেঘপর্য্যায়ক শব্দসমূহ এবং কুরুবিন্দ মুস্তকের নামান্তর। নাগরমুস্তাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক বলে। মুস্তা—কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, ধারক, অগ্নি দীপক, পাচক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি বিনাশক। যে মুস্তক অনূপদেশে জন্মে, তাহাই প্রশস্ত। অনূপদেশসম্ভূত নাগরমুস্তক তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অথ শটী।

কচ্চুরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চ্চুরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ ॥
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ।
উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যহৃৎ ॥

।

কচ্চুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী এই কয়েকটি শটীর পর্য্যায়। শটী—অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কটু-তিক্ত রস, সুগন্ধযুক্ত, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ ও ক্রিমি নাশক। ইহা দ্বারা গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নিবারিত হয়।

অথ মুরা।

মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা।
মুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
জ্বরাসৃগ্ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী ॥

মুরামাংসী (একাঙ্গী)।

মুরা, গন্ধকুটি, দৈত্যা, সুরভি ও তাল-পর্ণিকা, এই কয়েকটি মুরামাংসীর নাম। ইহা তিক্ত-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, রক্ষোঘ্ন এবং পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতাবেশ, কুষ্ঠ ও কাসরোগ নাশক।

অথ গন্ধপলাশী।

(সুগন্ধিদ্রব্যমিদং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধম্)

শঠী পলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গান্ধারিকা গন্ধবধূর্ব্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥
ভবেদ্গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকাহনুষ্ণাস্যমলনাশিনী।
শোথকাসব্রণশ্বাস-শূলহিধ্মাগ্রহাপহা।

গন্ধপলাশী।

গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। শঠী, পলাশী, ষড়্গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ ও পৃথুপলাশিকা, এই কয়েকটি গন্ধপলাশীর পর্য্যায়। গন্ধপলাশী—কষায়-তিক্ত-কটু-রস, মলসংগ্রাহক, লঘু তীক্ষ্ণ, অনুষ্ণ, মুখমল-শোধক এবং ইহা শোথ, কাস, ব্রণ শ্বাস, শূল, হিধ্মা ও গ্রহদোষ নাশক।

অথ প্রিয়ঙ্গুর্গন্ধপ্রিয়ঙ্গুশ্চ।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গন্ধফলা শ্যামা বিষ্বক্সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥
প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানলপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্বেদদাহজ্বরাপহা॥
বান্তিভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্যবিনাশিনী।
গুল্মতৃড়্বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা॥
তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ॥

প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, বিষ্বক্সেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া এবং মহিলাবাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর নাম। প্রিয়ঙ্গু—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমন, ভ্রান্তি, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহ নাশক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত। প্রিয়ঙ্গুর ফল—মধুর কষায় রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরু, বলবর্দ্ধক, ধারক, বিবন্ধজনক, আধ্মানকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

অথ রেণুকা।

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥
রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী।
বলাসবাতনিরুক্তা-তৃট্কণ্ডুবিষদাহনুৎ॥

রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা, এই কয়েকটি রেণুকার পর্য্যায়। রেণুকা—কটু-বিপাক, তিক্ত-কটু-রস, অনুষ্ণ, লঘু, পিত্ত-বর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, পাচন, গর্ভস্রাব এবং কফ ও বায়ুর প্রকোপ নিবারক, তৃষ্ণা, কণ্ডূ, বিষ ও দাহ নাশক।

অথ গ্রন্থিপর্ণম্।

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুষ্পঞ্চ গুচ্ছকম্।
নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥
গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
কফবাতবিষশ্বাস-কণ্ডুদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥

গেঁটেলা।

গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক, এই কয়েকটি গেঁটেলার নাম। গ্রন্থিপর্ণ—তিক্ত-কটু-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কণ্ডূ ও দুর্গন্ধ নাশক।

অথ স্থৌণেয়কম্।

স্থৌণেয়কং বর্হিবর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্।
শীর্ণং রোমশুকঞ্চাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥
স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ।
মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড্‌দাহ-দৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্॥

(স্থৌণেয়ক গ্রন্থিপর্ণের অপর জাতি, ইহা কিঞ্চিৎ সুগন্ধযুক্ত)। বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ, এই কয়েকটি স্থৌণেয়কের প্রসিদ্ধ নাম। স্থৌণেয়ক—কটু, মধুর, তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ নাশক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক ও রক্ষোঘ্ন এবং ইহা জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক নাশক।

অথ তালীশম্।

তালীশপত্রং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচিগুল্মাগ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥

তালীশপত্র।

তালীশ, পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র, এইগুলি তালীশপত্রের নামান্তর। তালীশপত্র—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক।

অথ কঙ্কোলম্।

কঙ্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্।
কঙ্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্।
আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগ-কফবাতাময়াপহম্॥

কাকলা।

কঙ্কোল, কোলক ও কোষফল, এই কয়েকটি কাকলার প্রসিদ্ধ নাম। কঙ্কোল—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, রুচিজনক, মুখ-দুর্গন্ধনিবারক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কফ, বায়ুরোগ ও অন্ধতা নষ্ট করে।

অথ গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ।

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা।
গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী।

গন্ধকোকিলা—স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, কফঘ্ন ও সুগন্ধি। গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্য গুণযুক্ত।

অথ লামজ্জকম্।

লামজ্জকং সুনালং স্যাদমৃণালং লবং লঘু।
ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্॥
লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ।
ত্বগাময়স্বেদকৃচ্ছ্র-দাহপিত্তাস্ররোগনুৎ॥

লামজ্জক।

(লামজ্জক উশীরের ন্যায় পীতবর্ণ একপ্রকার তৃণ)। সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক, এই কয়েকটি লামজ্জকের নামান্তর। লামজ্জক—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, লঘু, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, ঘর্ম্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

অথ এলবালুকম্।

এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্।
এল্ববালুকমেলালু কপিত্থপত্রমীরিতম্॥
এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তি কণ্ডুব্রণচ্ছর্দ্দি-তৃট্‌কাসারুচিহৃদ্রুজঃ।
বলাসবিষপিত্তাস্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্॥

এলবালুক।

(এলবালুক কঙ্কোল সদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট।) এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এল্ববালুক, এলালু ও কপিত্থপত্র এই কয়েকটি এলবালুকের পর্য্যায়। এলবালুক—কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা কণ্ডু, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি,

হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমি নাশ করে।

অথ কৈবর্ত্তমুস্তকম্।

কুটন্নটং দাসপুরং বালেয়ং পরিপেলবম্।
প্লবগোপুরগোনর্দ্দ-কৈবর্ত্তমুস্তকানি চ॥
মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্রাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্।
বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্॥
কফপিত্তাস্রবীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষপ্রণুৎ॥
(ইয়ন্ত বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষস্থ ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ।)

কৈবর্ত্তমুতা।

কুটন্নট, দাসপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনৰ্দ্দ ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই কয়েকটি উহার (কেওট মুতার) প্রসিদ্ধ নাম। বিতুন্নক—মুস্তকসদৃশ কোমলাবরণ-বিশিষ্ট ও শুক্লবর্ণ। ইহা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-কটু-রস, কান্তি-প্রদ এবং কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ প্রশমক।

অথ স্পৃক্কা।

স্পৃক্কাসৃক্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ
সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটিবর্ষা লঙ্কোপিকেত্যপি॥
স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষনুৎ।
কুষ্ঠকণ্ডুবিষস্বেদ-দাহাশ্রীজ্বররক্তজিৎ॥

স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কো-পিকা, এই কয়েকটি পিড়িংশাকের প্রসিদ্ধ নাম। পিড়িংশাক—মধুর-তিক্ত-রস, শীত-বীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ঘর্ম্ম, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তজ ব্যাধি বিনাশক।

অথ পর্পটী।

পর্পটী রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী।
জতুকৃষ্ণাগ্নিসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী।
পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘুঃ।
বিষব্রণহরী কণ্ডুকফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥

(পর্পটী একপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য; ইহা উত্তর প্রদেশে জন্মে।) পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী, পর্পটীর এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ। পর্পটী—কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, রক্ত পিত্ত ও কুষ্ঠবিনাশক।

অথ নলিকা।

নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা সুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তহৃৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্র-কুষ্ঠকণ্ডুজ্বরাপহা॥

(নলিকা এক প্রকার গন্ধদ্রব্য; উত্তর-প্রদেশে প্রসিদ্ধ। ইহার আকৃতি প্রবালসদৃশ)। নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী, এই কয়েকটি নলিকার (নালুক) নাম। নলিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, পিপাসা, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বর বিনাশক।

অথ প্রপৌণ্ডরীকম্।

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্।
পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্॥
চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফপ্রণুৎ॥

প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ড-রীয়ক, এই কয়েকটি পুণ্ডরীয়কের প্রসিদ্ধ নাম। পুণ্ডরীয়ক—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, মধুর-বিপাক, বর্ণপ্রসাদক, পিত্তঘ্ন এবং কফহারক।

ইতি কর্পূরাদিবর্গঃ॥

অথ গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

অথ গুড়ূচী।

গুড়ূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতাঽমৃতবল্লরী।
ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥
জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী।
চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী।
চন্দ্রহাসা বয়ঃস্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা॥
গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী॥
দোষত্রয়ামতৃড়্দাহ-মেদঃকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলাকুষ্ঠবাতাস্র-জ্বরক্রিমিবমীন্ হরেৎ।
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ॥

গুলঞ্চ।

গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা, এই গুলি গুলঞ্চের পর্য্যায়।

গুলঞ্চ—কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেদ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগ নাশক।

অথ তাম্বূলম্।

তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্॥
বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু।
বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্॥

পান।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটি তাম্বুলের নামান্তর। তাম্বুল—বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়-তিক্ত-কটু-রস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং ইহা কফ, মুখদুর্গন্ধ, মল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

অথ গাম্ভারী।

গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥
কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুমিকাপি চ।
কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ।
দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষজিৎ।
দোষতৃষ্ণামশূলার্শো-বিষদাহজ্বরাপহা॥
তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্।
বাতপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রবিবন্ধনুৎ॥
স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লং বিশুদ্ধিকৃৎ।
হন্যাদ্দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্॥

গাম্ভার।

ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা এই কয়েকটি গাম্ভারীর নামান্তর। গাম্ভারী—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নির দীপক, পাচক, মেধাজনক, ভেদক এবং ইহা ভ্রান্তি, শোষ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শঃ, বিষ, দাহ ও জ্বরনাশক।

গাম্ভারীফল—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কেশের হিতকারক, রসায়ন, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, শোধনকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদুষ্টি, ক্ষয়, মূত্রাবরোধ, দাহ, রক্তপিত্ত ও ক্ষত-বিনাশক।

অথ পাটলিঃ, ঘণ্টাপাটলিশ্চ।

পাটলিঃ পাটলামোঘা মধুদূতী ফলেরুহা।
কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যলিবল্লভা॥

তাম্রপুষ্পী চ কথিতাপরা স্যাৎ পাটলা সিতা।
মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা॥
পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা।
অরুচিশ্বাসশোথাস্র-চ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী॥
পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ।
পিত্তাতিসারহৃৎ কণ্ঠ্যং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ॥
(কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে)।

পারুল ও ঘণ্টাপারুল।

পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী বা কাচস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী, এই কয়েকটী পারুলের নামান্তর। অপর একজাতি পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ। মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা উহার পর্য্যায়। পারুল—কষায়-তিক্ত-রস, অনুষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং ইহা অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদুষ্টি, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণা নাশক।

পারুলের পুষ্প—কষায়-মধুর-রস, শীত-বীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী এবং কফ রক্তদোষ পিত্ত ও অতিসার নাশক এবং কণ্ঠশোধক। পারুলের ফল—হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক।

অথাগ্নিমন্থঃ।

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা॥
অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুনুদ্বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
পাণ্ডুনুৎ কটুকস্তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥

গণিয়ারি।

অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী ও বৈজয়ন্তিকা, এই কয়েকটি গণিয়ারির নামান্তর। গণিয়ারি—শোথঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ বায়ু ও পাণ্ডুরোগ নিবারক।

অথ শ্যোনাকঃ।

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকট্বঙ্গটুণ্টুকাঃ।
মণ্ডুকপর্ণপত্রোর্ণ-শুকনাসকুটন্নটাঃ॥
দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ॥
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাসপ্রণাশনঃ॥
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্।
হৃদ্যং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্।
গুল্মার্শঃক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্॥

শোনা।

শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর এই কয়েকটি শ্যোনা-পর্য্যায়ক শব্দ। শ্যোনাক—অগ্নি-প্রদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্ত-রস, শীত-বীর্য্য, ধারক এবং বায়ু কফ পিত্ত ও কাস নাশক।

শোনার অপক্ক ফল—রুক্ষ, বাতঘ্ন, কফ-হারক, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-মধুর-রস, রুচি-কারক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি নাশক। পাকা ফল—গুরু ও বায়ু প্রকোপ কারক।

অথ শালিপর্ণী।

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা।
বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥
শালিপর্ণী গরচ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষদোষত্রয়হরা বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী॥
তিক্তা বিষহরা স্বাদুঃ ক্ষতকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

শালপাণী।

শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, এই কয়েকটি শালপাণীর পর্য্যায় শব্দ। শালপাণী—পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্ত-মধুর-রস। ইহা দুষীবিষ-সেবনজনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ত্রিদোষ, বিষ, ক্ষত, কাস ও ক্রিমি নাশক।

অথ পৃশ্নিপর্ণী।

পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্‌পর্ণী চিত্রপর্ণ্যঙ্ঘ্রিপর্ণ্যপি।
ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনির্গুহা॥

পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা।
হন্তি দাহজ্বরশ্বাস-রক্তাতীসারতৃড়্বমীঃ॥

চাকুলে।

পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রি-পর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনি, ও গুহা এই কয়েকটি চাকুলের প্রসিদ্ধ নাম। চাকুলে—ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, সারক এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতীসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

অথ বৃহতী।

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী।
হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোটী দুষ্প্রধর্ষিণী॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতজিৎ।
কটুতিক্তাস্যবৈরস্য-মলারোচকনাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥

বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুষ্প্রধর্ষিণী, এই কয়েকটী বৃহতীর পর্য্যায়। বৃহতী—ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশক।

অথ কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥
ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে।
শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা॥
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী।
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-শ্বাসজ্বরকফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়াক্রিমিহৃদাময়ান্॥
তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু॥
হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডু-কাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্।
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী।

কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদি-গ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী, কণ্টকারীর এই কয়েকটি পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতী-পদবাচ্য। শ্বেত কণ্টকারীকে শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী বলে। কণ্ট-কারী—সারক, তিক্ত-কটু-রস, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক এবং ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি, ও হৃদ্রোগ নিবারক।

বৃহতীদ্বয়ের ফল—কটু-তিক্ত-রস, কটু-বিপাক, শুক্রস্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নি-কারক ও লঘু, এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, মেদ, ক্রিমি ও জ্বর নাশক। শ্বেতকণ্টকারীও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ।

অথ গোক্ষুরঃ।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকস্ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি।
পলঙ্কষা শ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা॥
গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ।
মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ।
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ॥

গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্টক, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা, এই কয়েকটি গোক্ষুরের পর্য্যায়। গোক্ষুর—শীতবীর্য্য, মধুর রস, বল-কারক, মূত্রাশয়-শোধক, অগ্নির দীপক, শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ইহা অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বায়ু-নাশক।

অথ জীবন্তী।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যানামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়না বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ॥

জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধু-স্রাব, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী, এই

কয়েকটি জীবন্তীর পর্য্যায়। জীবন্তী—শীত-বীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক এবং লঘু।

অথ মুদ্গপর্ণী।

মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা।
কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা॥
মুদ্গপর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ।
দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ।

মুগানী।

মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা, এই কয়েকটি মুগানীর প্রসিদ্ধ নাম। মুগানী—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক, লঘু এবং ইহা ক্ষত, শোথ, জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ ও অতীসার বিনাশক।

অথ মাষপর্ণী।

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিক
পাণ্ডুর্লোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোথ-বাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥

মাষাণী।

মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এই কয়েকটি মাষাণীর নামান্তর। মাষপর্ণী—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, ধারক এবং ইহা শোথ, বায়ু, পিত্তজ্বর ও রক্তদোষ বিনাশক।

অথ শুক্লরক্তৈরণ্ডৌ।

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ।
পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ॥
বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে।
রক্তোঽপরো রুবুকঃ স্যাদুরুবূকো রুবুস্তথা॥
ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ।
এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ॥
শূলশোথকটীবস্তি-শিরঃপীড়োদরজ্বরান্।
ব্রধ্নশ্বাসকফানাহ-কাসকুষ্ঠামমারুতান্॥
এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্॥
বাতারাগ্রদলং গুল্ম-বস্তিশূলহরং পরম্।
কফবাতক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি॥
এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্।
যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্॥
তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ॥

শ্বেত ভেরেণ্ডা ও লাল ভেরেণ্ডা।

শুক্ল এরণ্ডকে (শ্বেত ভেরেণ্ডাকে) আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক বলে। রক্ত এরণ্ডকে (লাল ভেরেণ্ডাকে) রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক কহে।

শুক্ল ও রক্ত এই উভয়বিধ এরণ্ডই মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহারা শূল, শোথ, কটীশূল, বস্তিশূল, শিরঃশূল, জঠর, জ্বর, ব্রধ্ন, কফদুষ্টি, আনাহ, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, আমদোষ ও বায়ু নাশ করিয়া থাকে।

এরণ্ডপত্র—বায়ু, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকচ্ছ্র-নাশক এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। এরণ্ড-বৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমলপত্র—গুল্ম, বস্তিশূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ-নাশক।

এরণ্ডফল—অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, অগ্নির দীপক এবং ইহা গুল্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর ও অর্শোরোগ নাশক।

এরণ্ডের মজ্জা—মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও জঠররোগ নিবারক।

অথ শুক্লরক্তার্কৌ।

শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালর্কঃ প্রতাপসঃ॥

রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ।
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলস্তথাস্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অর্কদ্বয়ং সরং বাত-কুষ্ঠকণ্ডুবিষব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ-শ্লেষ্মোদরশকৃৎক্রিমীন্॥
অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্।
অরোচকপ্রসেকার্শঃ-কাসশ্বাসনিবারণম্॥
রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শোবিষং * হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥
ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম্॥

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ।

শ্বেত আকন্দকে শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক ও প্রতাপস বলে। রক্ত আকন্দকে অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত কহে। সূর্য্য-বাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ, উদর ও পুরীষক্রিমি বিনাশক।

শ্বেত আকন্দের পুষ্প—শুক্রজনক, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক এবং ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদি স্রাব), অর্শঃ, কাস ও শ্বাস নিবারক।

রক্ত আকন্দের পুষ্প—মধুর-তিক্ত-রস ও ধারক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শঃ, বিষ (পাঠান্তরে—ইন্দুরের বিষ) ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা গুল্ম ও শোথের পক্ষে হিতকারক।

আকন্দের আটা—তিক্ত-লবণ-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক, আকন্দের আটা শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

অথ সেহুণ্ডঃ।

সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।
সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া॥
সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান-কফগুল্মোদরানিলান্॥

* আখোর্বিষমিতি পাঠান্তরম্।

উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃ-শোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথজ্বরপ্লীহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ॥
উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্।
হিতমেতদ্বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ॥

মনসাসিজ।

সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া, এই কয়েকটি মনসা বৃক্ষের পর্য্যায়। মনসাবৃক্ষ (সিজবৃক্ষ)—বিরেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, কটুরস ও গুরু এবং ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরাধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষনাশক। মনসাসিজের আটা—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। ইহা গুল্মরোগির, কুষ্ঠরোগির, উদররোগির ও চিররোগির পক্ষে হিতজনক বিরেচক ঔষধ।

অথ শাতলা [সেহুণ্ডভেদঃ।]

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা।
তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি॥
শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ।
তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ॥

শাতলা মনসার জাতিবিশেষ। সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকষা, এই কয়েকটি শব্দ শাতলার পর্য্যায়। শাতলা—তিক্তরস, কটুবিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু এবং ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক।

অথ লাঙ্গলী।

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি।
বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ॥
কলিহারী সরা কুষ্ঠ-শোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী॥

ঈশলাঙ্গলা।

কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা ও গর্ভনুৎ, এই কয়েকটি ঈশলাঙ্গলার নামান্তর। ঈশলাঙ্গলা—সারক, ক্ষারগুণ, তিক্ত-কটু কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ, শূল, কফ, ক্রিমি ও গর্ভনাশক।

অথ শ্বেতরক্তকরবীরৌ।

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ।
দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা।
করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্র-কোপকুষ্ঠব্রণাপহম্॥
বীর্য্যোষ্ণং ক্রিমিকণ্ডুঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্॥

শ্বেতকরবী ও লালকরবী।

করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক, এই কয়েকটি শ্বেতকরবীর এবং রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়, এই কয়েকটি রক্তকরবীর নামান্তর। শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী এই উভয়ই তিক্ত-কষায়-কটু-রস, ব্রণে লঘুতা-সম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য এবং নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, ক্রিমি ও কণ্ডূ বিনাশক। ইহা ভক্ষণ করিলে বিষের ন্যায় শরীরের অহিত সম্পাদন করিয়া থাকে।

অথ ধুস্তূরঃ।

ধুস্তূরো ধূর্ত্তধুত্তূরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ।
দেবিকা কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ।
মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ।
ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নি-বাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ॥
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ।
উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্ম-কণ্ডূক্রিমিবিষাপহঃ॥

ধুতূরা।

ধুস্তূর, ধূর্ত্ত, ধুত্তূর, উন্মত্ত, দেবিক কিতব, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন, এই কয়েকটি এবং কনক-বাচক সমস্ত শব্দ ধুতূরার পর্য্যায়। ইহার ফলকে মাতুলপুত্র কহে। ধুতূরা—মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক, কষায়-মধুর-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং ইহা যূকা ও লিক্ষা নামক ক্রিমি (উকুনাদি কীটবিশেষ), জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, কণ্ডূ, ক্রিমি ও বিষনাশক।

অথ বাসকঃ।

বাসকো বাশিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদাটরূষোঽটরূষকঃ॥
আটরূষো বৃষো নাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ।
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥

বাসক, বাশিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, বৃষ ও সিংহপর্ণ, এই কয়েকটি বাসকের পর্য্যায়। বাসক—বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়-রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

অথ পর্পটঃ।

পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ।
কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ॥
পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-ভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

ক্ষেতপাপ্‌ড়া।

পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক এবং পাংশু-পর্য্যায় ও কবচ নামক শব্দ, ক্ষেতপাপ্‌ড়ার নামান্তর। ক্ষেতপাপ্‌ড়া—পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহ নাশক, ধারক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং লঘু।

অথ নিম্বঃ ।

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি ॥
নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্কাস-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ ॥
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ ॥
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ ॥
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্ ।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ ॥

নিম ।

পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস, এই কয়েকটি নিম্বের পর্য্যায়। নিম—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক, অহৃদ্য এবং ইহা শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও প্রমেহনাশক। নিম্বপত্র—চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক। নিম্বফল—তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও প্রমেহ নাশক।

অথ মহানিম্বঃ ।

মহানিম্বঃ স্মৃতো দ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ ।
কেশামুষ্টির্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোঽক্ষীব ইত্যপি ॥
মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ ।
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শো-মূষিকাবিষনাশনঃ ॥

ঘোড়ানিম ।

দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশামুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব এই কয়েকটি মহানিম্বের পর্য্যায়। মহানিম্ব—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়-রস ও ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, ভ্রম, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ ও ইন্দুরবিষ নাশক।

অথ পারিভদ্রঃ ।

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্ম্মন্দারঃ পারিজাতকঃ ।
পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্ম-শোথমেদঃক্রিমিপ্রণুৎ ॥
পত্রন্তু পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্ ॥

পালিধা ।

পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক এই কয়েকটি পালিধার পর্য্যায়। পারিভদ্র—বায়ু, কফ, শোথ, মেদ ও ক্রিমি বিনাশক। পারিভদ্রপত্র—পিত্তজ রোগ ও কর্ণরোগ বিনাশক।

অথ কাঞ্চনারঃ ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ ।
কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ ।
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চাশ্মন্তকঃ স্বল্পকেশরী ॥
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ ।
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ ॥
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্ ।
রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ ॥

লাল কাঞ্চন ও শ্বেত কাঞ্চন ।

কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক, এই কয়েকটী লাল কাঞ্চনের নামান্তর। কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী এইগুলি শ্বেত কাঞ্চনের নাম। কাঞ্চনার—শীতবীর্য্য, ধারক, কষায়রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক। শ্বেত কাঞ্চনও লাল কাঞ্চনের ন্যায় গুণযুক্ত। ঐ উভয়ের পুষ্প—লঘু, রুক্ষ, ধারক এবং পিত্ত, রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

অথ শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ ।

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রুতীক্ষ্ণ-গন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ ।
তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ ॥
শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ ।
দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ॥

সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ ।
চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুক্রিমীন্ ॥
মেদোঽপচীবিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ ॥
শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্দাহকৃদ্ভবেৎ ।
প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ ॥
মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্দীপনঃ সরঃ ।
শিগ্রু বল্কলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিহৃৎ ॥
চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্ ।
অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোঽর্ত্তিনুৎ ॥

সজিনা।

শ্যাম শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে সজিনা তিন প্রকার। শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক এইগুলি সজিনার পর্য্যায়। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ বলে এবং রক্ত সজিনাকে মধুশিগ্রু বলিয়া থাকে। সজিনার গুণ যথা— ইহা-কটু-মধুর-তিক্ত-রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নির দীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্ত-প্রকোপক, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, বায়ু, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদোদোষ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গলগণ্ড ও ব্রণ নাশক।

শ্বেত শোভাঞ্জনও উক্তগুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

রক্ত-শোভাঞ্জনও উক্তগুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা অগ্নিপ্রদীপক এবং সারক। সজিনার বল্কল ও পত্রের স্বরস বেদনা প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

সজিনার বীজ—চক্ষুর হিতকর তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিষঘ্ন, অবৃষ্য এবং কফ ও বায়ু নাশক; ইহার নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ শ্বেতপুষ্পা নীলপুষ্পা।

অপরাজিতা।

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে ॥
কুষ্ঠমূত্রত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে।
কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে ॥

শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প ভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুক্রান্তা, এই কয়েকটী অপরাজিতার নামান্তর। শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা, এই উভয় প্রকার অপরাজিতাই তিক্তবিপাক, কষায়-কটুরস, মেধাজনক, শীতবীর্য্য, কণ্ঠশোধক, চক্ষুর প্রসন্নতাকারক, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশ করে।

অথ সিন্দুবারঃ।

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্ধুবারকঃ।
নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা ॥
সিন্দুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ।
কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূলশোথামমারুতান্ ॥
ক্রিমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্ম-জ্বরান্ নীলাপি তদ্বিধা।
সিন্দুবারদলং জন্তু-বাতশ্লেষ্মহরং লঘু ॥

নিসিন্দা।

শ্বেতনিসিন্দার নাম—সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্ধুবারক। নীল সিন্দুবারের নাম নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা। শ্বেত সিন্দুবার (নিসিন্দা)—স্মৃতিপ্রদ, তিক্ত-কষায়-কটু-রস, লঘু, কেশের ও চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা শূল, শোথ, আমদোষ, বায়ু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, কফ ও জ্বরনাশক। নীল সিন্দুবারও শ্বেত সিন্দুবার সদৃশ গুণদায়ক। সিন্দুবারপত্র—লঘু এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু ও কফ নাশক।

অথ কুটজঃ।

কুটজঃ কূটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি ॥
ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ।
কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ।
অর্শোঽতিসারপিত্তাস্র-কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ ॥

কুড়্চি।

কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম, এই কয়েকটি কুড়্চির সংস্কৃত নাম। কুড়্চি—কষায়-কটুরস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য এবং ইহা অর্শঃ, অতিসার, পিত্ত-রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠ নাশক।

অথ করঞ্জঃ।

করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্বকঃ।
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ॥
স চোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ।
করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ।
কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শো-ব্রণক্রিমিকফাপহঃ॥
তৎপত্রং কফবাতার্শঃ-ক্রিমিশোথহরং পরম্।
ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু॥
তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃক্রিমিকুষ্ঠজিৎ।
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽপি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ॥

করঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ।

করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্বক, এই কয়েকটি করঞ্জের পর্য্যায়। ঘৃতপূর্ণ নামক অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে নাটাকরঞ্জ কহে। প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক তাহার পর্য্যায়। করঞ্জ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিব্যাপৎ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফ নাশক। করঞ্জপত্র—কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। করঞ্জফল—কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ বিনাশক। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জও করঞ্জ সদৃশ গুণযুক্ত।

অথ করঞ্জী।

উদকীর্য্যাস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্গ্রন্থা হস্তিবারুণী।
মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা॥
করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী।
বীর্য্যোষ্ণা বমিপিত্তার্শঃ-ক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ॥

ডহরকরঞ্জ।

অপর এক প্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে ভাষায় ডহরকরঞ্জ বলে। উদকীর্য্য, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা উহার পর্য্যায়। ডহরকরঞ্জ—স্তম্ভন কারক, তিক্ত কষায় রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি, পিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ বিনাশক।

অথ গুঞ্জা শ্বেতা রক্তা চ।

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা।
রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা॥
কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাঙ্গারবল্লরী।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাদ্ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্।
নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূব্রণং হরেৎ।
ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ॥

শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ।

শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে কুঁচ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ কুঁচকে উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এবং রক্তবর্ণ কুঁচকে কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও অঙ্গারবল্লরী বলে। এই উভয় প্রকার গুঞ্জাই—কেশহিত, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ডূ, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

অথ কপিকচ্ছুঃ।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী।
অজরা কণ্ডুরাঽব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥
লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
কপিকচ্ছুর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী।
তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্॥

আলকুশী।

কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী, এই কয়েকটি আলকুশীর পর্য্যায়। আলকুশী—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-তিক্তরস, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, বায়ুনাশক, বলকারক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। আলকুশীর বীজও—বায়ুনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ মাংসরোহিণী।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকষা কৃশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে।
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা॥

চামারকষা।

অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কৃশা, প্রহারবল্লী, বিকশা ও বীরবতী, এই কয়েকটি মাংসরোহিণীর পর্য্যায়। মাংসরোহিণী—বৃষ্য, সারক এবং ত্রিদোষঘ্ন।

অথ টঙ্কারী।

টঙ্কারী বাতজিৎ তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ।
শোথোদরব্যথাভঙ্গী হিতা কোঠবিসর্পিণাম্॥

টেপারী।

টঙ্কারী—বাতঘ্ন, তিক্তরসযুক্ত, কফনাশক, অগ্নির দীপক, লঘু, শোথ ও উদর রোগনাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগে হিতকর।

অথ বেতসঃ।

বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
বেতসঃ শীতলো দাহ-শোথার্শোযোনিরুক্প্রণুৎ।
হন্তি বীসর্পকৃচ্ছ্রাস্র-পিত্তাশ্মরীকফানিলান্॥

বেত।

বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত, এই কয়েকটি বেতসের পর্য্যায়। বেতস—শীতবীর্য্য এবং ইহা দাহ, শোথ, অর্শঃ, যোনিব্যাপৎ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ু নাশক।

অথ জলবেতসঃ।

নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।
জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠঘ্নো বাতকোপনঃ॥

নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ ও নাদেয় এই তিনটী জলবেতসের পর্য্যায়। জলবেতস—শীতবীর্য্য, কুষ্ঠরোগঘ্ন এবং ইহা বায়ুপ্রকোপক।

অথেজ্জলঃ।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥

হিজল।

ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ, হিজলবৃক্ষের এই কয়েকটি পর্য্যায়। হিজল—জলবেতসের তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা বিষঘ্ন।

অথাঙ্কোঠঃ।

অঙ্কোটো (ঠো) দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥
রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ।
বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ॥
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

আকোড়।

অঙ্কোট (অঙ্কোঠ), দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক, এইগুলি আকোড়ের পর্য্যায়। অঙ্কোট—কটু-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক এবং ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষ, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, ইন্দুরবিষ ও সর্পবিষবিনাশক। অঙ্কোটফল—শীতবীর্য্য, মধুর রস, কফঘ্ন, শরীরের পুষ্টিকারক, গুরু, বল-

কারক, রেচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

অথ বলাচতুষ্টয়ম্।

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যালকাপি চ।
মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥
ততোঽন্যাতিবলা ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা।
গাঙ্গেরুকী নাগবলা সৈবা হ্রস্বগবেধুকা॥
বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র-পিত্তাস্রক্ষতনাশনম্॥
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং শীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ॥
হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্॥

বেড়েলা।

বলা চারি প্রকার, যথা—বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা। বলাকে বাট্যালিকা বাট্যা ও বাট্যালকা; মহাবলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী; অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা, এবং নাগবলাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা বলে। এই চতুর্বিধ বলাই শীতবীর্য্য, মধুর-রস, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষত নাশক। বলামূলের ছালচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতীসার বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত এবং বিপথ-গামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলা-চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ লক্ষ্মণা।

পুত্রকাকাররক্তাল্প-বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা।
লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেৎ।
কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

লক্ষ্মণা পুত্রকাকার অল্প অল্প রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত এবং বনযমানীর ন্যায় ইহার আকৃতি। ইহা নিশ্চয়ই পুত্রোৎপাদক বলিয়া মুনিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

অথ স্বর্ণবল্লী।

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা॥

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী, এই কয়েকটি স্বর্ণবল্লীর পর্য্যায়। স্বর্ণবল্লী শিরোরোগ ও ত্রিদোষ নাশক এবং ইহা স্তন্যবর্দ্ধক।

অথ কার্পাসী।

কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে।
কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী॥
তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্॥
তৎ কর্ণপিড়কানাদ-পূযস্রাববিনাশনম্।
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥

কাপাস।

কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা, এই কয়েকটি কাপাসের পর্য্যায়। কার্পাস—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসপত্র—বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং ইহা কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ-পূয-স্রাবের শান্তিকারক। কার্পাসবীজ—স্তন্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক এবং গুরু।

অথ বংশঃ।

বংশস্ত্বক্সারঃ কর্ম্মারস্ত্বচিসারস্তৃণধ্বজঃ।
শতপর্ব্বা শতফলো বেণুর্মস্করতেজনাঃ॥
বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ॥
তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ॥

বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, শতফল, বেণু, মস্কর ও তেজন,

এই কয়েকটি বংশের পর্য্যায়। বংশ (বাঁশ)—সারক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস, মূত্রাশয়-শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, ব্রণ ও শোথনাশক। বংশাঙ্কুর—মধুর-কটু-কষায়-রস, কটু-বিপাক, রুক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্ত-বর্দ্ধক। বাঁশের ফল—সারক, রুক্ষ, কষায়রস, কটুবিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক।

অথ নলঃ।

নলঃ পোটগলঃ শূন্য-মধ্যশ্চ ধমনস্তথা।
নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ।
উষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তি-দাহপিত্তবিসর্পজিৎ॥

নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন, এই কয়েকটি নলের পর্য্যায়। নল—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, হৃদ্রোগ, বস্তিগত দোষ, যোনিব্যাপৎ, দাহ, পিত্ত ও বীসর্প নাশক।

অথ ভদ্রমুঞ্জো মুঞ্জশ্চ।

ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ।
মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ॥
মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা।
দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্র-মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষিরোগজিৎ।
দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলাস্বপযুজ্যতে॥

রামশর ও শর।

ভদ্রমুঞ্জকে (রামশরকে) শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন বলে এবং মুঞ্জকে (শরকে) মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল কহে। এই উভয় প্রকার শরই মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য এবং দাহ, তৃষ্ণা, বীসর্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। ইহা মেখলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অথ কাশঃ।

কাশঃ কাশেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরসস্তথা।
ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ॥
কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র-ক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ॥

কেশে।

কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল, এই কয়েকটি কেশের পর্য্যায় শব্দ। কেশে—মধুর-তিক্ত রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, সারক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিত্তজনিত রোগ বিনাশক।

অথ এরকা।

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবিগুন্দ্রা শরীতি চ।
এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী॥

হোগলা।

এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী, এই কয়েকটি এরকার পর্য্যায়। এরকা (হোগলা)—শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুর প্রকোপক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

অথ কুশদ্বয়ম্।

কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ॥
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্প্রদরাস্রজিৎ॥

কুশ।

কুশ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকারের পর্য্যায়—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ। অপর প্রকারের পর্য্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই উভয় প্রকার কুশই—ত্রিদোষনাশক, মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষ নাশক।

অথ কত্তৃণম্।

কত্তৃণং রৌহিষং দেব-জগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা।
ভূতিকং ধ্যাম পৌরঞ্চ শ্যামকঃ ধূমগন্ধিকম্॥
রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি।
হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্র-শূলকাসকফজ্বরান্॥

রামকর্পূর।

কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক, এই কয়েকটি কত্তৃণের পর্য্যায়। কত্তৃণ (রামকর্পূর)—কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্তদোষ, শূল, কাস, কফ ও জ্বরনাশক।

অথ ভূস্তৃণম্।

গুহ্যবীজন্তু ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্।
ভূস্তৃণন্তু ভবেচ্ছত্রো মালাতৃণকমিত্যপি॥
ভূস্তৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু।
বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্।
অবৃষ্যং বহুবিট্কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্॥

গন্ধতৃণ।

গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূস্তৃণ, ছত্র ও মালাতৃণ, এই কয়েকটি গন্ধতৃণের পর্য্যায়। ভূস্তৃণ—কটু-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ-বীর্য্য, বিরেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নির দীপক, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখশোধক, অবৃষ্য, মলবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত ও রক্তের দুষ্টিকারক।

অথ নীলদূর্ব্বা।

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা॥
নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ।
কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্॥

নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী, এই কয়েকটি নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায় রস এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগ নাশক।

অথ শ্বেতদূর্ব্বা।

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে।
শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী॥
তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র-তৃট্পিত্তকফদাহহৃৎ॥

গোলোমী ও শতবীর্য্যা, এই দুইটি শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর। শ্বেতদূর্ব্বা—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, ব্রণনাশক, ওজোবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য এবং ইহা বিসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহ নাশক।

অথ গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহ-দ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ॥
তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী।
দাহতৃষ্ণাবলাসাস্র-পিত্তকুষ্ঠজ্বরাপহা॥

গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক, এই কয়েকটি গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর। গণ্ডদূর্ব্বা—শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, বায়ুবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

অথ বারাহীকন্দঃ।

বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
অনূপে স ভবেদ্ দেশে বরাহ ইব লোমবান্॥
বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্টী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
বারাহবদনা গৃষ্টির্বরেত্যপি কথ্যতে।
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা॥
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী॥

চামার আলু।

বারাহীকন্দ অনূপদেশে উৎপন্ন হয়। উহাতে শূকরের ন্যায় লোম থাকে। বিদারী,

স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্টী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা, এই কয়েকটি বারাহীকন্দের (চামার-আলুর) পর্য্যায়। বারাহীকন্দ—মধুর-রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, স্তন্যজনক, শুক্রজনক, শীত-বীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, ওজোবর্দ্ধক, বল-কারক, বর্ণপ্রসাদক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও দাহ নাশক।

অথ মূষলীকন্দঃ।

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মূষলী পরিকীর্ত্তিতা।
মূষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলং তথা॥

তালমূলী।

মূষলী তালমূলীর পর্য্যায়। তালমূলী—মধুর-তিক্ত-রস, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টি-কারক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা অর্শঃ ও বায়ুনাশক।

অথ শতাবরী মহাশতাবরী চ।

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরী।
নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী।
মহাশতাবরী চান্যা শতমূলূর্দ্ধকণ্টিকা।
সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী॥
শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী।
মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতীসারজিৎ॥
শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ।
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী।
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শো-গ্রহণীনয়নাময়ান্॥

শতমূলী ও মহাশতমূলী।

শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী এই কয়েকটি শতমূলীর পর্য্যায়। শতমূলী, ঊর্দ্ধ-কণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী, এই কয়েকটি মহাশতাবরীর নামা-ন্তর। শতাবরী—গুরু, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, রসায়ন, মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিজনক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক ও বল-কারক এবং ইহা গুল্ম, অতিসার, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ ও শোথনাশক। মহাশতাবরী—শীতবীর্য্য, মেধাজনক, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন এবং অর্শঃ গ্রহণী ও নেত্ররোগ নাশক।

অথাশ্বগন্ধা।

গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্ম-শ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্ত-কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥

অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা, অশ্বাহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী, এইগুলি এবং যে সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধ শব্দ থাকিবে, সেই সমস্ত শব্দ অশ্বগন্ধার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা—বায়ু, কফ, শ্বিত্ররোগ, শোথ ও ক্ষয়রোগ নাশক, বলকারক, রসায়ন, তিক্তকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ পাঠা।

পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডুবিষশ্বাস-ক্রিমিগুল্মগরব্রণান্॥

আকনাদি।

পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপ-চেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বর-তিক্তিকা, এই কয়েকটি আকনাদির পর্য্যায়। আকনাদি—উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ, লঘু এবং ইহা বায়ু, কফ, শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডূ, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণ নাশক।

অথ শ্বেতত্রিবৃৎ।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ।
সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ॥
শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরহৃৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম-পিত্তশোথোদরাপহা॥

শ্বেত তেউড়ী।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী, এই কয়েকটি শ্বেত তেউড়ীর নামান্তর। শ্বেত-তেউড়ী—বিরেচক, মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ এবং ইহা বায়ু, পিত্তজ্বর, কফ, পিত্ত, শোথ ও উদররোগনাশক।

অথ কৃষ্ণত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা।
মসূরবিদলা কালা কৈষিকা কালমেষিকা॥
শ্যামা ত্রিবৃৎ ততো হীন-গুণা তীব্রা বিরেচনী।
মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তি কণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী॥

কৃষ্ণ তেউড়ী।

শ্যামা ত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও কালমেষিকা, এই কয়েকটি কৃষ্ণ তেউড়ীর পর্য্যায়। কৃষ্ণ তেউড়ী শ্বেত তেউড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ; কিন্তু ইহা তীক্ষ্ণবিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কণ্ঠশোষকারক।

অথ লঘুদন্তী বৃহদ্দন্তী চ।

লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্যাদুদুম্বরপর্ণ্যপি।
তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণপ্রিয়া॥
বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকুলকঃ।
দ্রবন্তী সম্বরী চিত্রা প্রত্যক্‌পর্ণ্যাকপর্ণ্যপি॥
বৃষোপচিত্রা ন্যগ্রোধী প্রত্যক্‌শ্রেণ্যাখুপর্ণ্যপি।
দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্॥
গুদাঙ্কুরাশ্মশূলার্শঃ-কণ্ডুকুষ্ঠবিদাহনুৎ।
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র-কফশোথোদরক্রিমীন্॥
ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্র-গরশোথকফাপহম্॥

(দন্তী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে যাহার পত্র উড়ুম্বর-পত্র সদৃশ, তাহাকে লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ডপত্র সদৃশ, তাহাকে বৃহদ্দন্তী বলে)। বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকুলক, এইগুলি লঘুদন্তীর পর্য্যায়। দ্রবন্তী, সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যক্‌পর্ণী, অর্কপর্ণী, বৃষা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যক্‌শ্রেণী ও আখুপর্ণী এই কয়েকটি বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়।

দন্তীদ্বয়—সারক, কটুরস, কটু-বিপাক, অগ্নির দীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শোবলি, অশ্মরী, শূল, অর্শঃ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমি বিনাশক। লঘুদন্তীর ফল—মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং রক্তদোষ, শোথ ও কফনাশক।

অথ জয়পালঃ।

জয়পালো দন্তীবীজং বিখ্যাতং তিন্তিড়ীফলম্।
জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ॥

জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিন্তিড়ীফল, এই কয়েকটি জয়পালের পর্য্যায়। জয়পাল—গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং পিত্ত ও কফনাশক।

অথেন্দ্রবারুণীদ্বয়ম্।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী।
বারুণী চাপরাপ্যুক্তা সা বিশালা মহাফলা॥
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারু মৃগাদনী॥
গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্॥
শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠ-গুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ।
প্রমেহমূঢ়গর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্॥

রাখালশশা।

ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী ও বারুণী. এইগুলি রাখালশশার পর্য্যায়। অপর একপ্রকার রাখাল শশা আছে, তাহার

নাম—বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগের্ব্বারু ও মৃগাদনী। ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্র বারুণীই—তিক্তরস, কটু-বিপাক, সারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষ নাশক।

অথ নীলী।

নীলী তু নীলিনী তূণী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা॥
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা॥
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্।
আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম॥

নীল।

নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা, এই কয়েকটি নীলের পর্য্যায়। নীলী—রেচক, তিক্তরস, কেশের হিতকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মোহ, ভ্রম, উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মদরোগ ও উদ্ধত বিষ নাশক।

অথ শরপুঙ্খাঃ।

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র-শ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ॥

প্লীহশত্রু, শরপুঙ্খার নামান্তর। ইহার আকৃতি নীলীবৃক্ষ সদৃশ। শরপুঙ্খা—তিক্ত-কষায়-রস, লঘু এবং ইহা যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নাশক।

অথ যবাসো দুরালভা চ।

যাসো যবাসো দুস্পর্শো ধন্বযাসঃ কুনাশকঃ।
দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী।
গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া দুরভিগ্রহা॥
যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তস্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ।
কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাসৃক্‌কুষ্ঠকাসজিৎ॥
তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্র-বমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
যবাসস্তু গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা॥

যবাস ও দুরালভা।

যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও দুরভিগ্রহা এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। যবাস—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, সারক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং ইহা কফ, মেদ, মত্ততা, ভ্রান্তি, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। দুরালভাও যবাসতুল্য গুণযুক্ত।

অথ মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ।

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা।
শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা॥
মহাশ্রাবণিকাখ্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা।
কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাতিতপস্বিনী॥
মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্র-ক্রিমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুনুৎ॥
শ্লীপদারুচ্যপস্মার-প্লীহমেদো গুদার্ত্তিহৃৎ।
মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈরুক্তা মহর্ষিভিঃ॥

মুণ্ডিরী ও ভূঁইকদম্ব।

মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা, এই কয়েকটি মুণ্ডিরীর পর্য্যায়। মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি ভূঁইকদম্বের পর্য্যায়। মুণ্ডিতিকা—কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুর-রস, লঘু, মেধাজনক এবং ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও গুহ্যস্থ ব্যাধি বিনাশক। মহামুণ্ডীও মুণ্ডীর ন্যায় গুণযুক্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

অথাপামার্গঃ।

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ।
মর্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ।
পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দি-কফমেদোঽনিলাপহঃ।
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শঃ-কণ্ডুশূলোদরাপচীঃ॥

আপাং।

অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী, এই কয়েকটি আপাঙ্গের পর্য্যায়। অপামার্গ—সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা বমি, কফ, মেদ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শঃ, কণ্ডু, শূল, উদর, ও অপচী বিনাশক।

অথ রক্তাপামার্গঃ।

রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্ত-ফলো ধামার্গবোঽপি চ।
প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥
অপামার্গোঽরুণো বাত-বিষ্টম্ভী কফকৃদ্ধিমঃ।
রুক্ষঃ পূর্ব্বগুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥
অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্।
বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

লাল আপাং।

বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী, এই কয়েকটি রক্ত অপামার্গের পর্য্যায়। রক্ত অপামার্গ—বায়ু-বর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক, কফকর, শীতবীর্য্য ও রুক্ষ। ইহা শ্বেত অপামার্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণযুক্ত।

আপাংবীজ—মধুররস, মধুর-বিপাক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তপিত্ত প্রসাদক।

অথ কোকিলাক্ষঃ।

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা॥
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লপিত্তলস্তথা।
তিক্তো বাতামশোথাশ্ম-তৃষ্ণারুচ্যনিলাস্রজিৎ॥

কুলেখাড়া।

কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা, এই কয়েকটি কোকিলাক্ষের পর্য্যায়। কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-অম্ল-তিক্ত-রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্ত নাশক।

অথাস্থিসংহারঃ।

গ্রন্থিমানস্থিসংহারো বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্।
উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ।
রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্ব্বল্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ॥
কাণ্ডং ত্বগ্‌বিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া
মাষার্দ্ধং দ্বিদলমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্।
সম্পিষ্টং তদনু ততস্তিলস্য তৈলে
সম্পক্বং বটকমতীব বাতহারি॥

হাড়ভাঙ্গা।

গ্রন্থিমান, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা, এইগুলি হাড়ভাঙ্গার পর্য্যায়। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন-অস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, ক্রিমিঘ্ন, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক। ইহার ত্বক্ ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ অর্দ্ধ মাষা ও তুষরহিত দাইল সিকি মাষা একত্র পেষণ করিয়া তিল-তৈলে পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে, এই বটক অতিশয় বাতনাশক।

অথ গন্ধপ্রসারণী।

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী।
সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটম্ভরা॥
প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥

গন্ধভাদুলে।

প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা, এই কয়েকটি গন্ধভাদুলের পর্য্যায়। গন্ধভাদুলে—গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, ভগ্নসংযোজক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন, তিক্তরস, এবং ইহা বাতরক্ত ও কফনাশক।

অথ শারিবাদ্বয়ম্।

(কৃষ্ণশারিবা)

ইয়ং জম্বুকবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকা।
কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা॥

(শুক্লশারিবা)

ইয়মপি জম্বুকবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি।
ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী।
স্ফোটা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা॥

শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে, শাশ্বতেন শারিবানাম্নে সারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ। তদ্‌যথা—

শারিবায়াং নিশি শ্যামা শ্যামৌ চ হরিতাসিতাবিতি।
সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্॥
দোষত্রয়াস্রপ্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্॥
ঔপদংশিকরোগঘ্নং সর্ব্বচর্ম্মবিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

শ্যামালতা ও অনন্তমূল।

সারিবা দুই প্রকার, কৃষ্ণ ও শ্বেত। এই উভয়বিধ শারিবার সাধারণ নাম শ্যামা এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণ শারিবার পত্র জামপত্রের ন্যায়, ইহা সুগন্ধি। কলঘণ্টিকা, গোপী ও গোপবধূ ইহার পর্য্যায়।

শ্বেত শারিবার পত্রও জামপত্রের ন্যায়। এই লতার অভ্যন্তরে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থবিশেষ থাকে। ইহার পর্য্যায়—ধবলা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, গোপবল্লী, লতাস্ফোতা ও চন্দনা।

শারিবাদ্বয়—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, মলরোধক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ রোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতীসার, ঔপদংশিক-বিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি-পারদসেবন জাত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

অথ ঘৃতকুমারী।

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।
কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী॥
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ।
গুল্মপ্লীহযকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ।
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্॥

কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা, এই কয়েকটি ঘৃতকুমারীর নামান্তর। ঘৃতকুমারী—ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-রস, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, বিষ, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্ম্মরোগ নাশক।

অথ শ্বেতপুনর্নবা।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা।
কটুঃ কষায়ানুরসা পাণ্ডুঘ্নী দীপনী পরা।
শোফানিলগরশ্লেষ্মহরী ব্রণোদরপ্রণুৎ॥

পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্না ও দীর্ঘপত্রিকা, এই কয়েকটি শ্বেত পুনর্নবার নামান্তর। শ্বেত-পুনর্নবা—কটুরস, কষায়ানুরস, পাণ্ডুরোগঘ্ন, অগ্নির অত্যন্ত দীপক এবং ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, ব্রণ ও উদররোগ নাশক।

অথ রক্তপুনর্নবা।

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা।
শোথঘ্নী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বর্ষকেতুঃ কঠিল্লকঃ॥
পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম-পিত্তরক্তবিনাশিনী॥

অপর একপ্রকার পুনর্নবা আছে, তাহা রক্তবর্ণ। রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক, এই কয়েকটি রক্ত-পুনর্নবার পর্য্যায়। রক্ত-পুনর্নবা—তিক্ত-রস, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, লঘু, বায়ুবর্দ্ধক, সারক এবং ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি-বিনাশক।

অথ ভৃঙ্গরাজঃ।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ॥
ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তিক্তো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ॥
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

ভীমরাজ।

ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন, এই কয়েকটি ভীমরাজের পর্য্যায়। ভীমরাজ—কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক, দন্তের দৃঢ়তা-সম্পাদক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বাতশ্লেষ্মার নাশক।

অথ শণপুষ্পী।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ।
শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ॥

শণপুষ্পীর অপর নাম ঘণ্টা, ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়। শণপুষ্পী—কটু-তিক্ত-রস বমনকারক এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ ত্রায়মাণা।

বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা।
ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা।
জ্বরহৃদ্রোগগুল্মার্শো-ভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ॥

বলাডুমুর।

বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অনুজা, এই কয়েকটি বলাডুমুরের পর্য্যায়। ত্রায়মাণা (বলাডুমুর)—কষায়-তিক্ত-রস, সারক, এবং ইহা পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রম, শূল ও বিষ প্রশমক।

অথ মূর্ব্বা।

মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রবা।
মধুলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি॥
মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ।
ত্রিদোষতৃষ্ণাহৃদ্রোগ-কণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা॥

মূর্ব্বা।

মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী, এই কয়েকটি মূর্ব্বার পর্য্যায়। মূর্ব্বা—সারক, গুরু, মধুর-তিক্ত-রস এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, প্রমেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

অথ কাকমাচী।

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী।
কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা॥
তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ।
কটুর্নেত্রহিতা হিক্কা-চ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী॥

কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী, এই কয়েকটি কাকমাচীর পর্য্যায়। কাকমাচী—ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটু-রস, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর, প্রমেহ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

অথ কাকনাসা।

কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা।
কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ।
কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ॥

কাকঠুঁটী।

কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা, এই কয়েকটি কাকঠুঁটীর পর্য্যায়। কাকনাসা—কষায়-তিক্ত-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, কফনাশক, বমনকারক এবং ইহা শোথ, অর্শঃ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ নাশক।

অথ কাকজঙ্ঘা।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা।
পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা॥
কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র-ব্রণকণ্ডুবিষক্রিমীন্॥

কেউয়াঠেঙ্গা।

কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এই কয়েকটি কাকজঙ্ঘার পর্য্যায়। কাকজঙ্ঘা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কণ্ডু, বিষ ও ক্রিমি নাশক।

অথ নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা।
নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রিমীন্॥

নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। নাগপুষ্পী—রুচিকারক, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমি নাশক।

অথ মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা।
মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ।
রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠ-ব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ॥
মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ।
দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিব্রণবিষাপহম্॥

মেড়াশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ক শব্দ। মেষশৃঙ্গী—তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, কটুবিপাক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও অক্ষিশূল নাশক। মেষশৃঙ্গীর ফল—তিক্তরস, অগ্নির দীপক, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

অথ হংসপদী।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্পদাহাতীসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণীঃ॥

গোয়ালে লতা।

হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা, ইহারা একার্থবাচক শব্দ। হংসপদী—গুরু, শীতবীর্য্য এবং রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতীসার, লূতাবিষ, ভূতাবেশ ও অগ্নিরোহিণী রোগ বিনাশক।

অথ সোমলতা।

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী॥

সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া, এই কয়েকটি সোমলতার নাম। সোমলতা—ত্রিদোষনাশক, কটু-তিক্ত রস এবং রসায়ন।

অথাকাশবল্লী।

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী।
খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা।
তুবরাগ্নিকরী বল্যা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী॥

আলক লতা।

আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লরীও বলিয়া থাকেন। আকাশবল্লী (আলক লতা)—ধারক, তিক্ত-কষায়-রস, পিচ্ছিল, অগ্নি-বর্দ্ধক, হৃদ্য, নেত্ররোগঘ্ন এবং পিত্ত কফ ও আম নাশক।

অথ পাতালগরুড়ী।

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ॥

পাতালগরুড়ী।

ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড়, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পাতালগরুড়ী—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথ বন্দা।

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষ-ভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।
বন্দাকঃ শীতলস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে॥
মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্র রক্ষোব্রণবিষাপহঃ॥

বাঁদরা।

বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা, এই কয়েকটি বন্দার পর্য্যায়। বন্দাক (বাঁদরা)—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, মঙ্গলকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

অথ বটপত্রী।

বটপত্রী তু কথিতা মোহিন্যৈরাবতী বুধৈঃ।
বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা॥

বড় পাথরকুচি।

বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী এবং ঐরাবতী বলিয়া থাকেন। ইহা পাষাণভেদী-বিশেষ। বটপত্রী—কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিব্যাপৎ ও মূত্ররোগ নাশক।

অথ হিঙ্গুপত্রী।

হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বীকা পৃথুকা পৃথুঃ।
হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃ শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা॥

রাঁধুনী।

হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বীকা, পৃথুকা ও পৃথু এই কয়েকটি রাঁধুনীর নাম। হিঙ্গুপত্রী, (রাঁধুনী)—রুচিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরস এবং ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিগত-রোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, গুল্ম ও বায়ু নাশক (ইহার পত্র হিঙ্গুপত্র সদৃশ)।

অথ বংশপত্রী।

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিণ্ডা হিঙ্গুঃ শিবাটিকা।
হিঙ্গুপত্রী গুণৈস্তুল্যা বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা॥

বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। বংশপত্রী—হিঙ্গুপত্রীর তুল্য গুণদায়ক।

অথ মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্য-গন্ধা মৎস্যাদনীতি চ।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ॥
লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী॥

মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। মৎস্যাক্ষী—মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক এবং ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ সর্পাক্ষী।

সর্পাক্ষী স্যাৎ তু গণ্ডালী তথা নাড়াকপালকঃ।
সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা ক্রিমিনিকৃন্তনী।
বৃশ্চিকোন্দুরসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপিণী॥

গন্ধনাকুলী।

সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকপালক, এই কয়েকটি সর্পাক্ষীর পর্য্যায়। সর্পাক্ষী (গন্ধ-

নাকুলী :—কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, ক্রিমিঘ্ন এবং ইহা বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নাশক।

অথ শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খপুষ্পী তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপি চ।
শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যায়ুষ্যা মানসরোগহৃৎ॥
রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা।
দোষাপস্মারভূতাশ্রী-কুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ॥

শঙ্খাহুলী।

শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা, এই কয়েকটি শঙ্খাহুলীর পর্য্যায়। শঙ্খপুষ্পী—সারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বল-প্রদায়ক, অগ্নির দীপক এবং ইহা মানসিক ব্যাধি, ত্রিদোষ, অপস্মার, ভূতদোষ, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক।

অথার্কপুষ্পা।

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্ম্মা পয়স্যা জলকামুকা।
অর্কপুষ্পা ক্রিমিশ্লেষ্ম-মেহচিত্তবিকারজিৎ॥

অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জল-কামুকা, এই কয়েকটি অর্কপুষ্পীর পর্য্যায়। অর্কপুষ্পী—ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনোবিকার নাশক।

অথ লজ্জালুঃ।

লজ্জালুঃ স্যাচ্ছমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা।
রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরিকেত্যপি॥
লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

লজ্জাবতী লতা।

লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। লজ্জালু—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনিরোগ নাশক।

অথ অলম্বুষা।

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা।
অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্তকফাপহা॥

ফুল শোঁকা।

অলম্বুষা, খরত্বক্ ও মেদোগলা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। অলম্বুষা—লঘু, মধুররস এবং ইহা ক্রিমি, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ দুগ্ধিকা।

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
দুগ্ধিকোষ্ণা গুরু রুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী॥
স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥

ক্ষীরুই।

দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। দুগ্ধিকা—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, গর্ভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদুক্ষীর, কটু-তিক্ত-মধুর-রস, মলমূত্র-সংগ্রাহক, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি নাশক।

অথ ভূম্যামলকী।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ।
বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যজটাপি চ॥
ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডূক্ষতাপহা॥

ভুঁই-আমলা।

ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও বহুজটা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। ভুঁই-আমলা—বায়ুবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত-নাশক।

অথ ব্রাহ্মী মণ্ডূকপর্ণী চ।

ব্রাহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী।
মণ্ডূকপর্ণী মণ্ডূকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী ॥
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা।
কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী ॥
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী ॥

ব্রাহ্মী ও থুলকুড়ী।

ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্ক, সোমবল্লী ও সরস্বতী এই কয়েকটি ব্রাহ্মীর পর্য্যায়। আর মণ্ডূকপর্ণী, মণ্ডূকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী, এই কয়েকটি মণ্ডূকপর্ণীর নামান্তর। ব্রাহ্মী—সারক, শীত-বীর্য্য, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, লঘু, মেধাজনক, স্পর্শে শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিপ্রদ এবং ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বর নাশক। মণ্ডূকপর্ণীও ব্রাহ্মীর ন্যায় গুণকারক।

অথ দ্রোণপুষ্পী।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা।
দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদূ-রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ।
সতীক্ষ্ণলবণা স্বাদু-পাকা কট্বী চ ভেদিনী।
কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ ॥

ঘলঘসিয়া।

দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা, এই কয়েকটি ঘলঘসিয়ার পর্য্যায়। দ্রোণপুষ্পী—গুরু, লবণ-মধুর-কটু রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আমদোষ, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমি নাশক।

অথ সুবর্চ্চলা।

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাঽপরা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥
সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ ॥
অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ।
নিহন্তি কফপিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্র-যোনিরুক্‌ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ ॥

হুড়হুড়ে।

সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা, এই কয়েকটি প্রথম প্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায়। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, সারক, গুরু, সক্ষারকটুরস, বিষ্টম্ভী এবং কফ ও বায়ুনাশক; ইহা পিত্তকর নহে। দ্বিতীয় প্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায়—ব্রহ্মসুবর্চ্চলা। ইহা তিক্ত-কষায়-কটু-রস, উষ্ণ-বীর্য্য, সারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, রক্ত-পিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপৎ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নাশক।

অথ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

বন্ধ্যাকর্কোটকা দেবী কন্যা যোগেশ্বরীতি চ।
নাগারির্নক্রদমনা বিষকণ্টকিনা তথা ॥
বন্ধ্যাকর্কোটকা লঘ্বী কফনুদ্ ব্রণশোধিনী।
সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী ॥

তিৎকাকরোল।

বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী, এই কয়েকটি তিৎকাঁকরোলের পর্য্যায়। বন্ধ্যা-কর্কোটকী—লঘু, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষ নাশক।

অথ মার্কণ্ডিকা।

মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী ॥
মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরী উর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী।
বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী ॥

কাকরোল।

মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদু-রেচনী, এই কয়েকটি মার্কণ্ডিকার পর্য্যায়।

মার্কণ্ডিকা—বমন বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃকায় শোধন করে। ইহা কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম ও উদররোগ নাশক।

অথ দেবদালী।

দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরাগরী।
দেবতাড়ো বৃত্তকোশস্তথা জীমূত ইত্যপি॥
পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী॥
দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ।
নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমিজ্বরান্॥
দেবদালীফলং তিক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মবিনাশনম্।
স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্॥

ঘোষা।

দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃত্তকোশ ও জীমূত, এই কয়েকটি দেবদালীর পর্য্যায়। ইহা ঘোষাভেদ। অপর প্রকার পীতবর্ণ দেবদালী আছে, তাহার পর্য্যায়—খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী। দেবদালী—তিক্ত-রস, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং ইহা কফ, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, হিক্কা, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

দেবদালীফল—তিক্তরস, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কফ, ক্রিমি, গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বায়ু নাশক।

অথ জলপিপ্পলী।

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা।
কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

কাঁচড়া ঘাস।

জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। জলপিপ্পলী—হৃদয়গ্রাহী, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কটু-কষায়-রস, কটুবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণ নাশক।

অথ গোজিহ্বা।

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্ব্বিকা খরপর্ণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ॥
হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ।
কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা॥

গোজিয়া শাক।

গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। গোজিহ্বা (গোজিয়া শাক)—বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ধারক, কফ-পিত্তনাশক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, কোমল, তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক এবং মেহ, কাস, রক্তদোষ, ব্রণ ও জ্বরনাশক।

অথ নাগদমনী।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥
বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্রব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥
উদরাধ্মানশমনী কোষ্ঠশোধনকারিণী।
সর্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী।
জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥

নাগদনা।

নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী, এই কয়েকটী নাগদনার পর্য্যায়। নাগদনা—কটু-তিক্ত-রস, লঘু, কফপিত্তনাশক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ ও জালগর্দ্দভ নিবারক, উদরাধ্মান-প্রশমক, কোষ্ঠবিশোধক, বিষনাশক ও গ্রহদোষ নিবারক। নাগদনা সর্ব্বত্র জয়কারক এবং ধন ও সুমতিপ্রদ।

অথ বেল্লন্তরঃ ।

বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ
শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ ।
স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ
স্যাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এব বৃক্ষঃ ॥
বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্তস্তৃষ্ণাকফাপহঃ ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ ॥

বীরতরু ।

বেল্লন্তর, ইহা জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ, গাঢ়লোহিত বা নীলবর্ণ হয়; আকৃতি জাতিপুষ্পসদৃশ; পত্র শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত, ইহা জলবিরহিত স্থানে জন্মে। বেল্লন্তর বৃক্ষ রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা, কফ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বায়ুরোগ নাশক।

অথ ছিক্কনী ।

ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা ।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ ।
বাতরক্তহরী কুষ্ঠ-ক্রিমিবাতকফাপহা ॥

হাচুটী ।

ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণ-দুঃখদা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। হাচুটী—কটুরস, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বায়ু ও কফ নাশক।

অথ কুকুন্দরঃ ।

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্কুরদ্রুম্ মৃদুচ্ছদঃ ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ ॥
রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ ।
তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ ॥

কুকুর-শোঁকা ।

কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রু ও মৃদুচ্ছদ, এই কয়েকটি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়। কুকুন্দর—কটু-তিক্ত-রস এবং জ্বর, রক্তদোষ ও কফ নাশক। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতিসার ও ঘোর দাহ প্রশমিত হয়। কুকুন্দরের কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ সুদর্শনা ।

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা ।
সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোথাস্রবাতজিৎ ॥

পদ্ম গুলঞ্চ ।

সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। সুদর্শনা—মধুররস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নাশক।

অথাখুপর্ণী ।

আখুপর্ণী ত্বাখুকর্ণী পর্ণিকা ভূদরীভবা ।
আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ ।
বিপাকে কটুকা মূত্র-কফাময়ক্রিমিপ্রণুৎ ॥

ইন্দুরকাণী ।

আখুপর্ণী, আখুকর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরী-ভবা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। আখু-কর্ণী—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, কটুবিপাক এবং ইহা মূত্র, কফ ও ক্রিমিরোগ-নাশক।

অথ ময়ূরশিখা ।

ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মধুচ্ছদা ।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥

ময়ূরশিখা, সহস্রাহি ও মধুচ্ছদা, এই কয়েকটি ময়ূরশিখার নাম। ময়ূরশিখা—লঘু; ইহা পিত্ত, কফ ও অতিসার নাশক।

ইতি গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ॥

অথ পুষ্পবর্গঃ।

অথ কমলম্।

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥
কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোট-বিষবীসর্পনাশনম্॥
বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্।
রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্॥
ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎপলাদিকম্॥

পদ্ম।

পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। কমল—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস এবং ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বীসর্প নাশক। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ এবং নীলপদ্মকে ইন্দীবর কহে। শ্বেতপদ্ম শীতবীর্য্য, মধুর-রস এবং ইহা কফপিত্তনাশক। রক্তোৎপল প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত।

অথ পদ্মিনী।

মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা।
পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী মধুরা লবণা চ সা।
পিত্তাসৃক্‌কফনুদ্রূক্ষা বাতবিষ্টম্ভকারিণী॥

মূল, নাল, পত্র, পুষ্প ও ফল এই সমস্ত অংশসংযুক্ত পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী ও কমলিনী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পদ্মিনী—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-লবণ-রস, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রুক্ষ। ইহা বাতজনক ও বিষ্টম্ভকারক।

অথ পদ্মস্য নবপত্রাদি।

সংবর্ত্তিকা নবদলং বীজকোশস্তু কর্ণিকা।
কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ॥
পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিসমিতি স্মৃতম্।
সংবর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্‌প্রণুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী।
পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
মুখবৈশদ্যকৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ॥
কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ।
কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষশোথজিৎ॥
মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্‌গুরু।
দুর্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্।
সংগ্রাহি মধুরং রূক্ষং শালূকমপি তদ্‌গুণম্॥

পদ্মের নূতন পত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, পুষ্পরসকে মকরন্দ এবং নালকে মৃণাল ও বিস বলা যায়।

সংবর্ত্তিকা—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস, এবং ইহা দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহ্যব্যাধি ও রক্তপিত্তনাশক।

পদ্ম। কর্ণিকা—তিক্ত-কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, মুখবৈশদ্যকারক, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্ত নাশক।

কিঞ্জল্ক—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, রক্তার্শঃ, বিষ ও শোথ নাশক।

মৃণাল—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্যবর্দ্ধক, বায়ুজনক,

কফকারক, মলসংগ্রাহক, মধুর-রস ও রুক্ষ এবং ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক। পদ্মের মূলও মৃণালতুল্য গুণযুক্ত।

অথ স্থলকমলম্।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা।
পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা॥

স্থলপদ্ম।

পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। স্থলপদ্ম—অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কফ, বায়ু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষ নাশক।

অথ কুমুদম্।

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।
কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্॥

হেলা।

শ্বেতকুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব কহে। কুমুদ—পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ মধুর-রস, আহ্লাদজনক এবং শীতবীর্য্য।

অথ কুমুদিনী।

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ।
সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈঃ সকুমুদিনী বুধৈঃ॥
পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ॥

সুঁদী।

কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। মূলাদি সর্ব্বাঙ্গের সহিত একত্র মিলিত কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায়। পূর্ব্বে পদ্মিনীর যে সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে।

অথ কহ্লারম্।

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকম্।
কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্॥

লালসুঁদী।

সৌগন্ধিক, কহ্লার, হল্লক ও রক্তসন্ধ্যক, এই কয়েকটি কহ্লারের পর্য্যায়। কহ্লার—শীতবীর্য্য, ধারক, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুক্ষ।

অথ বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ।

বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাচ্ছৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ।
বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ॥
দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষকৃৎ।
শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু।
স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত-রক্তজ্বরহরং পরম্॥

পানা ও শেওলা।

জলকুম্ভীকে বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা বলে এবং শেওলাকে শৈবাল ও শৈবল বলা যায়। জলকুম্ভী (পানা)—শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কটু-রস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ, এবং ইহা রক্তদুষ্টি, জ্বর ও শোষনাশক। শৈবাল (শেওলা)—কষায়-তিক্ত-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও জ্বর নাশক।

অথ শতপত্রী।

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা রুক্ষাতিমঞ্জুলা॥
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ্বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী॥

শ্বেত গোলাপ।

শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। শ্বেত-গোলাপ—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষঘ্ন, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটু-রস এবং পাচক।

অথ বাসন্তী।

নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

নবমল্লিকা।

নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী এইগুলি নবমল্লিকার পর্য্যায়। বাসন্তী—শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্তরস, এবং ইহা ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ বার্ষিকী।

শ্রীপদী ষট্‌পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা।
বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা।
কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্‌গুণং স্মৃতম্।

বেলফুল।

শ্রীপদী, ষট্‌পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা, এই কয়েকটি বেলফুলের পর্য্যায়। বেলফুল—শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগ নাশক। ইহার তৈলেরও উক্তরূপ গুণ জানিবে।

অথ জাতী স্বর্ণজাতী চ।

জাতির্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা।
চেতকী হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা॥
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ।
শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তি-বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ।
তৎকুড্মলং ব্রণং কুষ্ঠং হন্তি নেত্রাময়ং তথা॥

জাতি (চামেলী)।

জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদ্যগন্ধা, এই কয়েকটি জাতীর নাম। পীতবর্ণ জাতীকে স্বর্ণজাতী বলে। উভয় প্রকার জাতীই—তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন, এবং ইহা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ বিষ, কুষ্ঠ, বায়ু ও রক্তদোষ নাশক। ইহার কুট্‌মল (কুঁড়ি)—ব্রণ, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ নাশক।

অথ যূথিকা।

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।
যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু॥
মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্।
ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষি-শিরোরোগবিষাপহম্॥

যূঁইফুল।

যূথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা, এই কয়েকটি যূথীর নামান্তর। পীতবর্ণ যূথীপুষ্পকে হেমপুষ্পিকা বলে। যূথীপুষ্পীদ্বয়—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কটু-মধুর-কষায় রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক এবং ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষ নাশক।

অথ চম্পকঃ।

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধ-ফলীতি কথিতা বুধৈঃ॥
চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্র-কফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥

চাঁপা।

চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প, এই কয়েকটি চাঁপাফুলের নামান্তর। চাঁপার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধফলী বলিয়া থাকেন। চাঁপা—কটু-তিক্ত-কষায় মধুর রস ও শীতবীর্য্য। ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ বকুলঃ।

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরকস্তথা।
বকুলস্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ।
কফপিত্তবিষশ্বিত্র-ক্রিমিদন্তগদাপহঃ॥
মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্।
স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং ফলমুচ্যতে॥

বকুলগাছ।

বকুল, মধুগন্ধ ও সিংহকেশর এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। বকুল—কটু-কষায়-রস, কটুবিপাক, অনুষ্ণ, গুরু এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগ নাশক। ইহার ফল—মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, বিশদ ও দন্তের স্থিরতাকারক।

অথ বকঃ।

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলা বকো বসুঃ।
বকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥
যোনিশূলতৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ॥

পদ্মবক।

শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বক ও বসু, এই কয়েকটি বক-পুষ্পের নাম। বক-পুষ্প—ঈষদুষ্ণ, কটু-তিক্ত-রস এবং ইহা কফ-পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, পিপাসা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ কদম্বঃ।

কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।
কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ।
সরো বিষ্টম্ভকৃদ্রূক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়, এই কয়েকটি কদম্বের পর্য্যায়। কদম্ব—মধুর-কষায়-লবণ-রস, শীতবীর্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, স্তন্য ও বায়ু জনক।

অথ মল্লিকা।

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ।
বাতপিত্তাস্যদৃগ্ব্যাধি-কুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্॥

মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী, এই কয়েকটি মল্লিকার পর্য্যায়। মল্লিকা-পুষ্প—উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটু-রস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণ নাশক।

অথ মাধবী।

মাধবী স্যাৎ তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥
মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা।
মদগন্ধা কষায়া চ দাহশোষব্রণাপহা॥

মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব, এই কয়েকটি মাধবীর পর্য্যায়। মাধবীপুষ্প—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, ত্রিদোষনাশক, মদগন্ধ এবং দাহ, শোষ ও ব্রণ নাশক।

অথ কেতকঃ সুবর্ণকেতকী চ।

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী॥
কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী॥

কেয়াফুল।

কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ, এই কয়েকটি কেয়াফুলের পর্য্যায়। সুবর্ণকেতকী উহার ভেদমাত্র। লঘুপুষ্পা এবং সুগন্ধিনী সুবর্ণকেতকীর নামান্তর। কেতকী—কটু-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু এবং কফনাশক। সুবর্ণকেতকী—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও চক্ষুর হিতকারক।

অথ কর্ণিকারঃ।

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।
কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ॥
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথ-শ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ॥

ছোট সোন্দাল।

কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল, এই কয়েকটি ছোট সোন্দালের পর্য্যায়। কর্ণি-

কার—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, শোধন (বমন-বিরেচনাদি) কারক, লঘু, রক্ষক, সুখপ্রদ এবং ইহা শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠ নাশক।

অথাশোকঃ।

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ডিপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥
অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ॥

অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডিপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট এই কয়েকটি অশোকের পর্য্যায়। অশোক—শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-রস, ধারক, বর্ণপ্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথাম্লাটনঃ।

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি।
কুরণ্টকো বর্ণপুষ্প স এবোক্তো মহাসহঃ।
অম্লাটনঃ কষায়োঽম্লঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ।

আয়না (বাণপুষ্প, ঝাটিবিশেষ।

অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এই কয়েকটি আয়নার পর্য্যায়। অম্লাটন—কষায়-মধুর-তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য ও স্নিগ্ধ।

অথ সৈরেয়ঃ।

সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহাচরঃ সহচরঃ স চ ঝিণ্ট্যপি কথ্যতে॥
কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্রক্তে কুরুবকঃ স্মৃতঃ।
নীলে বাণা দ্বয়োরুক্তো দাসী আর্ত্তগলশ্চ সঃ॥
সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্র-কফকণ্ডুবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরোঽনম্লঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥

ঝাটি।

সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টী এই কয়েকটি ঝিণ্টীর পর্য্যায়। পীতঝিণ্টীকে কুরণ্টক, রক্তঝিণ্টীকে কুরুবক, নীলঝিণ্টীকে বাণা, এবং নীল ও পীতঝিণ্টীকে দাসী ও আর্ত্তগল বলে। ঝিণ্টী—কুষ্ঠ, বায়, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডু ও বিষ নাশক, তিক্ত-মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ অম্ল, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

অথ কুন্দম্।

কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্বিষপিত্তনুৎ॥

কুঁদ।

কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প, এই কয়েকটি কুন্দের নাম। কুন্দপুষ্প—শীতবীর্য্য, লঘু এবং কফ, শিরোরোগ, বিষ ও পিত্তনাশক।

অথ মুচুকুন্দঃ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রক প্রতিবিষ্ণুক।
মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া-পিত্তাস্রবিষনাশন।

মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক, এই কয়েকটি মুচুকুন্দের পর্য্যায়। মুচুকুন্দ—শিরোরোগ, রক্তপিত্ত ও বিষ নাশক।

অথ বন্ধুকঃ।

বন্ধুকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।
বন্ধুকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ॥

বাধুলি।

বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক, এই কয়েকটি বাধুলির পর্য্যায়। বন্ধুক—কফকারক, ধারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু।

অথ ওড্রপুষ্পম্।

ওড্রপুষ্পং জপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।
জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥

জবাফুল।

ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা, এই গুলি জবাফুলের পর্য্যায়। জবা দ্বিবিধ; শ্বেত ও লোহিত। জবাপুষ্প—ধারক, কেশের হিতকারক, কফ ও বায়ু নাশক।

অথাগস্তিঃ।

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ।
অগস্তিঃ পিত্তকফজিচ্চতুর্থকহরো হিমঃ।
রূক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

বকফুল।

অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম, এই কয়েকটি বকপুষ্পের পর্য্যায়। বকপুষ্প—পিত্ত, কফ, চতুর্থকজ্বর ও প্রতিশ্যায় নাশক। ইহা শীতবীর্য্য, রূক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও তিক্তরস।

অথ তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ।

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপেতরাক্ষসী গৌরী শূলঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছাস্র-পার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভি, এই কয়েকটি তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী—কটু-তিক্ত-রস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট।

অথ মরুবকঃ।

মারুতোঽথো মরুবকো মরুরপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥
মরুবকোঽগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ।
কটুপাকরসো রুচ্যস্তিক্তো রূক্ষঃ সুগন্ধিকঃ॥

মারুত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ, এই কয়েকটি মরুবক-পুষ্পের নাম। মরুবক-পুষ্প—অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু, কটুবিপাক, কটু-তিক্ত-রস, রুচিকারক, রূক্ষ ও সুগন্ধি এবং ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক।

অথ দমনকঃ।

উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ।
গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটো বিনীতঃ কুলপত্রকঃ॥
দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ।
গ্রহণীবিষকুষ্ঠাস্র-ক্লেদকণ্ডুত্রিদোষজিৎ॥

দোনা।

দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলপত্রক, এই কয়েকটি দমনক-পুষ্পের নাম। দোনা—কষায়-তিক্ত-রস, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক ও সুগন্ধি এবং ইহা গ্রহণী, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্লেদ, কণ্ডূ ও ত্রিদোষনাশক।

অথ বর্ব্বরী।

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা।
পর্ণাসস্তত্র কৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকৌ॥
কালমালঃ করালশ্চ মালুকঃ কৃষ্ণমল্লিকা।
তত্র শুক্লেঽর্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্ততোঽপরঃ॥
বর্ব্বরীত্রিতয়ং রূক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ।
তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্র-কণ্ডুক্রিমিবিনাশনম্॥

বাবুই তুলসী।

বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাস এই কয়েকটি বর্ব্বরীর (বাবুই তুলসীর) নাম। কঠিঞ্জর, কুঠেরক,

কালসার, করাল, মালুক ও কৃষ্ণমল্লিকা, এই কয়েকটি কৃষ্ণবর্ব্বরীর পর্য্যায়। অর্জ্জক শুক্ল-বর্ব্বরীর নাম। অন্য জাতীয় বর্ব্বরীকে বটপত্র কহে। এই ত্রিবিধ বর্ব্বরীই—রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘুপাকী, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদুষ্টি, কণ্ডূ, ক্রিমি ও বিষদোষ নাশক।

ইতি পুষ্পবর্গঃ।

অথ বটাদিবর্গঃ।

অথ বটঃ।

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥
বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥

বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি, এই কয়েকটি বটের নাম। বট—শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, বর্ণপ্রসাদক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ ও যোনি-দোষনাশক।

অথ পিপ্পলঃ।

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ।
গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥

অশ্বত্থ।

বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন, এই কয়েকটি অশ্বত্থের নাম। অশ্বত্থ—দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষ নাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনিবিশোধক।

অথ পিপ্পলভেদঃ।

পারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলুঃ।
গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনসুপার্শ্বকঃ॥
পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ ক্রিমিশুক্রকফপ্রদঃ।
ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ॥

পলাশপিপুল।

পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্শ্বক, এই কয়েকটী পলাশপিপুলের নাম। পারীষ—দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ এবং ইহা ক্রিমি, শুক্র ও কফ-জনক। ইহার ফল অম্ল-মধুর-রস, মূল কষায়রস এবং মজ্জা মধুর-রস।

অথ নন্দীবৃক্ষঃ।

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্বনস্পতিঃ॥
নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদুস্তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ।
কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ॥

গয়া অশ্বত্থ।

নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি, এই কয়েকটি নন্দীবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ—লঘু, মধুর-তিক্ত-কষায়-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য,

কটুবিপাক, ধারক এবং ইহা বিষ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

অথোদুম্বরঃ।

উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ।
উদুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

যজ্ঞডুমুর।

উদুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেমদুগ্ধক, এই কয়েকটি যজ্ঞডুমুরের সংস্কৃত নাম। যজ্ঞডুমুর—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক, মধুর-কষায়-রস, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

অথ কাকোদুম্বরিকা।

কাকোদুম্বরিকা ফল্গুম লপুর্জ্জঘনেফলা।
মলপূঃ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্তব্রণশ্বিত্র-কুষ্ঠপাণ্ড্বর্শঃকামলাঃ॥

কাকডুমুর।

কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলপূ ও জঘনেফলা, এই কয়েকটি কাকডুমুরের নাম। কাকডুমুর—স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলা নাশক।

অথ প্লক্ষঃ।

প্লক্ষো জটী পর্কটী চ পর্কটা চ ব্রিয়ামপি।
প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ।
দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তজিৎ॥

পাকুড়।

প্লক্ষ, জটী, পর্কটী ও পর্কটা, এই কয়েকটি পাকুড়ের নাম। পাকুড়—কষায়-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক।

অথ শিরীষঃ।

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ।
শুকপুষ্পঃ শুকতরুর্ম্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ॥
শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ।
দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ॥

শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়, এই কয়েকটি শিরীষ বৃক্ষের নাম। শিরীষবৃক্ষ—মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, ঈষদুষ্ণ, লঘু, এবং ইহা দোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষ নাশক।

অথ ক্ষীরিবৃক্ষাঃ পঞ্চবল্কলঞ্চ।

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্॥
ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ।
রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পশ্বয়নাশনাঃ॥
শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ।
ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লঘু।
বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘু লেখনম্॥
(কেচিৎ তু পারীষস্থানে শিরীষম্, বেতসমপরে পঠন্তি।)

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীষ (পলাশ-পিপুল) ও পাকুড়—এই পাঁচটিকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং ইহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলা যায়। (পারীষস্থলে কেহ শিরীষ, কেহ বা বেতসও বলিয়া থাকেন।)

ক্ষীরিবৃক্ষ—শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়রস, স্তন্যজনক, ভগ্নাস্থিসংযোজক এবং ইহা যোনিরোগ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

পঞ্চবল্কল—শীতবীর্য্য, ধারক এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্প নাশক।

ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র—শীতবীর্য্য, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-রস, লেখন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, বিষ্টম্ভ ও উদরাধ্মান নাশক।

অথ শালঃ।

শালস্তু সর্জ্জকার্শ্যাশ্ব-কর্ণিকাঃ শস্যসম্বরঃ।
অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্‌ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্।
ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ॥

শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর, এই কয়েকটি শালের পর্য্যায়। শালবৃক্ষ—কষায়রস এবং ইহা ব্রণ, ঘর্ম্ম, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন, বিদ্রধি, বাধির্য্য, যোনিরোগ ও কর্ণরোগ নাশক।

অথ শালভেদঃ।

সর্জ্জকোঽন্যোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ।
অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি।
কফপাণ্ডুশ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্॥

ঝাজিশাল।

সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচপত্রক, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। সর্জ্জক,—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণ নাশক।

অথ শাকবৃক্ষঃ।

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ স্যাৎ স্থিরসারো গৃহদ্রুমঃ।
খরপত্রঃ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠঃ শরপত্রোঽর্জ্জুনোপমঃ॥
শাকবৃক্ষঃ সরঃ স্বাদুর্দাহপিত্তশ্রমাপহঃ।
কষায়ঃ কফহৃদ্রুক্ষো বল্যো জ্বরহরো মতঃ॥

সেগুনগাছ।

শাক, ক্রকচপত্র, স্থিরসার, গৃহদ্রুম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, শরপত্র ও অর্জ্জুনোপম, এই গুলি একপর্য্যায়ক শব্দ। সেগুনগাছ—মধুর-কষায়-রস, সারক, রুক্ষ, বলকর এবং ইহা জ্বর, দাহ, কফ, পিত্ত ও শ্রম নাশক।

অথ শল্লকী।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা।
মহেরুণা কুন্দুরুকী সল্লকী চ বহুস্রবা॥
শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা॥

শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, সল্লকী ও বহুস্রবা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। শল্লকী—কষায় রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, অতীসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণ নাশক।

অথ শিংশপা।

শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ।
কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥
শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী।
উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃ-কুষ্ঠশ্বিত্রবমিক্রিমীন্।
বস্তিরুগ্‌ব্রণদাহাস্র-বলাসান্ গর্ভপাতিনী॥

শিশু।

শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। শিংশপা—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভপাতক এবং ইহা শোষ, মেদঃ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তি-বেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

অথ ককুভঃ।

ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ॥
ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ।
মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ॥

অর্জ্জুন।

ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল এবং অর্জ্জুন-পর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ, ককুভ বৃক্ষের নাম। অর্জ্জুন—শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-রস এবং ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ, ব্রণ, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথাসনঃ।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প-শ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥

পিয়াশাল।

বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন, এই কয়েকটি এক-পর্য্যায়ক শব্দ। পিয়াশাল—কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, গুহ্যক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক এবং ইহা চর্ম্মের হিতকারক, কেশের উপকারক ও রসায়ন।

অথ খদিরঃ।

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচিপ্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমিমেহজ্বরব্রণান্॥
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

খয়ের।

খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয়, এই কয়েকটি খদিরের পর্য্যায়। খদির—শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায়-রস এবং ইহা কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

অথ শ্বেতখদিরঃ।

খদিরঃ শ্বেতসারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্ককঃ।
কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ॥

পাপ্‌ড়ি খয়ের।

খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কক, এই কয়েকটি পাপ্‌ড়ি খয়েরের নাম। শ্বেত-খদির—বিশদ, বর্ণপ্রসাদক এবং মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক।

অথেরিমেদঃ।

ইরিমেদো বিট্‌খদিরঃ কালস্কন্ধোঽরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডূবিষশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠবিষব্রণান্॥

গুয়ে-বাব্‌লা।

ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক, এইগুলি গুয়ে-বাব্‌লার নাম। ইরিমেদ—কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডূ, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষজ ক্ষত নাশক।

অথ রোহিতকঃ।

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ।
রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ॥

রোড়া।

রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্পক, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। রোহীতক—প্লীহনাশক, রুচিকারক এবং রক্তপ্রসাদক।

অথ বব্বূলঃ।

বব্বূলঃ কিঙ্কিরালঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাতঃ সপীতকঃ।
স এব কথিতস্তজ্জ্ঞৈরাভা ষট্‌পদমোদিনী॥
বব্বূলঃ কফকুদ্‌গ্রাহী কুষ্ঠক্রিমিবিষাপহঃ।
বব্বূলস্তু নির্য্যাসো গ্রাহী পিত্তানিলাপহঃ॥
রক্তাতীসারপিত্তাস্র-মেহপ্রদরনাশনঃ।
ভগ্নসন্ধায়কঃ শীতঃ শোণিতস্রুতিবারণঃ॥

বাব্‌লা।

বব্বূল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, পীতক, আভা ও ষট্‌পদমোদিনী, এই কয়েকটি বাব্‌লার পর্য্যায়। বাব্‌লা—ধারক। ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক। বাব্‌লার আঠা—

মলসংগ্রাহক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য ও ভগ্নসন্ধায়ক এবং ইহা রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, মেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব নিবারক।

অথারিষ্টকঃ।

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ।
অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহঘ্নো গর্ভপাতনঃ॥

রীঠা।

অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন এই গুলি রীঠার সংস্কৃত নাম। অরিষ্টক (রীঠা)—ত্রিদোষ-নাশক, গ্রহদোষঘ্ন এবং গর্ভপাতক।

অথ পুত্রজীবঃ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ॥

জিয়াপুতা।

পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টিপুষ্প ও অর্থসাধক, এই কয়েকটি জিয়াপুতার সংস্কৃত নাম। পুত্রজীব—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ, কফঘ্ন, বাতনাশক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য এবং মধুর-লবণ-কটু-রস।

অথেঙ্গুদঃ।

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহব্রণবিষক্রিমীন্।
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥

ইঙ্গুদী।

ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ইঙ্গুদী—কুষ্ঠ, ভূতাদি গ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূল নাশক; ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস এবং কটুবিপাক।

অথ জিঙ্গিনী।

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্য্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী॥
কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ।
তমালশালবদ্বেদ্যো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ॥

জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী, এই কয়েকটি জিঙ্গিনীর নাম। (জিঙ্গিনী, শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ।) জিঙ্গিনী—মধুর-কষায়-কটু-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য্য ও ব্রণশোধক। ইহা ব্রণ, হৃদ্রোগ, বায়ু ও অতীসার নাশক। জিঙ্গিনী তমাল ও শালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং দাহ ও বিস্ফোট-নাশক।

অথ তূণী।

তূণী তুন্নক আপীনস্তূণিকঃ কচ্ছপস্তথা।
কুবেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ॥
তূণী রক্তা কটুঃ পাকে কষায়া মধুরো লঘুঃ।
তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ॥

তুঁদ গাছ।

তূণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছপ, কুবেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক, এই কয়েকটি তুঁদগাছের পর্য্যায়। তূণী—রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্ত-রস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ ভূর্জ্জপত্রঃ।

ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জশ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ।
ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরুক্পিত্তরক্তজিৎ।
কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ॥

ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুলবল্কল, এই কয়েকটি ভূর্জ্জপত্রের নাম। ভূর্জ্জপত্র—কষায়-রস; ইহা ভূতগ্রহ, কফ, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, রাক্ষস, মেদোদোষ ও বিষ নাশক।

অথ পলাশো হস্তিকর্ণপলাশশ্চ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্ঞিয়ো রক্তপুষ্পকঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ॥
পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ।
কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষ-গ্রহণ্যর্শঃক্রিমীন্ হরেৎ।
তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিক্তং কষায়কম্॥
বাতলং কফপিত্তাস্র-কৃচ্ছ্রজিদ্গ্রাহি শীতলম্।
তৃড়্দাহশমকং বাতরক্তকুষ্ঠহরং পরম্॥
ফলং লঘূষ্ণং মেহার্শঃ-ক্রিমিবাতকফাপহম্।
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদরপ্রণুৎ॥
তদ্ভেদে স্যাৎ কিংশুলুকঃ কিঙ্কুলো হস্তিকর্ণকঃ।
হস্তিকর্ণঃ পরং বৃষ্যো মেধায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ॥

পলাশ ও হস্তিকর্ণ পলাশ।

পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পলাশ—অগ্নি-দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণ-নাশক, গুল্মঘ্ন, কষায়-কটু-তিক্ত--রস, স্নিগ্ধ, গুহ্যজাত রোগনাশক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বাতাদিদোষ, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ ও ক্রিমি নাশক।

পলাশপুষ্প—স্বাদু-তিক্ত-কষায়-রস, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ, বাত-রক্ত ও কুষ্ঠ নাশক।

পলাশফল—লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর-রোগ নাশক।

আর এক প্রকার বৃহৎ-পত্র পলাশ আছে, তাহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। কিংশুলুক, কিঙ্কুল ও হস্তিকর্ণ এই তিনটি হস্তিকর্ণ পলাশের পর্য্যায়। ইহা অত্যন্ত বৃষ্য এবং মেধা আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধক।

অথ শাল্মলিঃ।

শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥
শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্র-হারিণী রক্তপিত্তজিৎ॥
শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধবসাধিতম্।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফপিত্তাস্রজিদ্ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

শিমুল।

শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ু, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী, এই কয়েকটি শিমুলের নাম। শিমুল—শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, রসায়ন, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত নাশক।

শিমুল ফুল—ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য প্রদর রোগ নষ্ট হয়। ইহা মধুর-কষায় রস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, সংগ্রাহী, বাত-জনক এবং কফ, পিত্তদুষ্টি ও রক্তদুষ্টির নাশক।

অথ মোচরসঃ।

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকোঽপি চ।
মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

মোচরস (শিমুলের আঠা)।

শাল্মলির নির্য্যাসকে মোচরস বলে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্য্যাস, এই কয়েকটী মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস—শীতবীর্য্য, ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়-রস এবং ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহ নাশক।

অথ কূটশাল্মলিঃ।

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ।
কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ॥
ভেদ্যকঃ প্লীহজঠর-যকৃদ্‌গুল্মবিষাপহঃ।
ভূতানাহবিবন্ধাস্র-মেদঃশূলকফাপহঃ॥

বক্তরোহিতক।

কুৎসিত শাল্মলিকে রোচন ও কূটশাল্মলি বলে। কূটশাল্মলি—তিক্ত-কটু-রস, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বাতশ্লেষ্মদোষ, প্লীহা, উদর, যকৃৎ, গুল্ম, বিষ, ভূতগ্রহ, আনাহ বিবন্ধ, রক্তদোষ, মেদঃ, শূল ও কফ নাশক।

অথ ধবঃ।

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃ-পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ।
মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্॥

পাওরা।

ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর, এই কয়েকটি ধববৃক্ষের পর্য্যায়। ধব—শীত-বীর্য্য, মধুর-কষায়-রস এবং ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফ নাশক। ইহার ফল—অল্প মধুর-রস।

অথ ধন্বঙ্গঃ।

ধন্বঙ্গস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ।
ধন্বঙ্গঃ কফপিত্তাস্র-কাসহৃৎ তুবরো লঘুঃ।
বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃদ্ ব্রণরোপণঃ॥

ধামনাগাছ।

ধন্বঙ্গ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও সুতেজন এই কয়েকটি ধামনার পর্য্যায়। ধন্বঙ্গ—কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কাশ নাশক, কষায়রস, লঘু, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, রুক্ষ, ভগ্ন-সন্ধানকারক ও ব্রণরোপক।

অথ করীরঃ।

করীরঃ ক্রকরোঽপত্রো গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ।
করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ।
দুর্নামকফবাতাম-গরশোথব্রণপ্রণুৎ॥

করীর, ক্রকর, অপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ এই কয়েকটি এক পর্য্যায়। (ইহা মরুভূমি-জাত উষ্ট্রপ্রিয় তীক্ষ্ণকণ্টকান্বিত বৃক্ষবিশেষ।) করীর—কটু-তিক্তরস, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণবীর্য্য, ভেদন এবং ইহা অর্শঃ, কফ, বায়ু, আমদোষ, গরদোষ, শোথ ও ব্রণ নাশক।

অথ শাখোটঃ।

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ।
শাখোটো রক্তপিত্তার্শো-বাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥

শেওড়া গাছ।

শাখোট, পীতফলক, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। শেওড়া—রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বায়ু, কফ ও অতীসার নাশক।

অথ বরুণঃ।

বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকোঽগ্নিদীপনঃ।
বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্।
নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-ক্রিমীংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥

বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও অগ্নি-দীপন, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। বরুণ—পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, কষায়-মধুর-তিক্ত-কটু-রস, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, মূত্রকচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত ও ক্রিমি নাশক।

অথ কটভী।

কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।
কটভী তু প্রমেহার্শো-নাড়ীব্রণবিষক্রিমীন্॥

হস্ত্যাক্ষা কফকুষ্ঠঘ্নী কটূরুক্ষা চ কীর্ত্তিতা।
তৎফলং তদ্‌গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ ॥

কাঁটা-শিরীষ।

কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর, এই কয়েকটি কাঁটা-শিরীষের পর্য্যায়। কটভী—প্রমেহ, অর্শঃ, নাড়ীব্রণ, বিষ, ক্রিমি, কফ ও কুষ্ঠনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস এবং রুক্ষ। কটভীর ফলও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ কফ ও শুক্র নাশক।

অথ মোক্ষঃ।

মোক্ষস্তু মোক্ষকোঽপি স্যাদ্ গোলীঢ়ো গোলিহস্তথা।
ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ ক্ষারবৃক্ষো দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ ॥
মোক্ষকঃ কটুকস্তিক্তো গ্রাহ্যুষ্ণঃ কফবাতজিৎ
বিষমেদোগুল্মকণ্ডু-বস্তিরুক্‌ক্রিমিশুক্রনুৎ।

ঘণ্টাপারুলি।

মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ়, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ ও ক্ষারবৃক্ষ, এই কয়েকটি ঘণ্টা-পারুলির নাম। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দুই প্রকার। মোক্ষক—কটু-তিক্তরস, ধারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, মেদঃ, গুল্ম, কণ্ডু, বস্তিবেদনা, ক্রিমি ও শুক্রনাশক।

অথ জলশিরীষিকা।

শিরীষিকা টিটিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শো-হরী বারিশিরীষিকা ॥

জলশিরীষ।

জলশিরীষের পত্র শিরীষপত্রের ন্যায়, ইহা জলে জন্মে। শিরীষিকা, টিটিণিকা, দুর্ব্বলা ও অম্বুশিরীষিকা এইগুলি উহার নামান্তর। অম্বুশিরীষিকা—ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শঃ বিনাশক।

অথ শমী।

শমীঃশক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী শিবাফলা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ :সাত্ত্বিকা স্মৃতা ॥
শমী তিক্তা কটুঃ শীতা ক চনী লঘুঃ ॥
কফকাস- শ্বাস-কুষ্ঠার্শঃক্রিমিজিৎ ।॥

শাঁইগাছ।

শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবা-ফলা, মঙ্গল ও লক্ষ্মী, এই কয়েকটি শমীর পর্য্যায়। ক্ষুদ্র শমীকে শমীর বলে। শমী—তিক্ত-কটু-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, রেচক, লঘু এবং ইহা কফ, কাস, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমি নাশক।

অথ সপ্তপর্ণঃ।

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ।
সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ।
দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ ॥

ছাতিম্।

সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ, এই কয়েকটি ছাতিমের নাম। ছাতিম—ব্রণ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও গুল্ম নাশক, অগ্নিপ্রদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস এবং সারক।

অথ তিনিশঃ।

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রুর্বঞ্জুলস্তথা।
তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ।
তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডুক্রিমিপ্রণুৎ ॥

জারুলগাছ।

তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল, এই কয়েকটি জারুলের পর্য্যায়। তিনিশ—কষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদঃ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও

অথ ভূমীসহঃ ।

ভূমীসহো দ্বারদারুর্বরদারুঃ খরচ্ছদঃ ।
ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ ॥

ভূমীসহ, দ্বারদারু, বরদারু ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটি ভূমীসহের নামান্তর। ভূমীসহ—শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক।

শেফালিকা ।

শেফালী কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতকফাপহা ।
জ্বরঘ্নী দীপনী বল্যা সন্ধিবাতবিনাশিনী ॥

শিউলী ।

শিউলিপাতা—কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক, জ্বরঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকারক, বলজনক ও সন্ধিবাতবিনাশক।

ইতি বটাদিবর্গঃ ॥

অথাম্রাদিফলবর্গঃ ।

অথাম্রঃ ।

আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ ॥
আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ ।
অসৃগ্দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্গ্রাহি বাতলম ॥
আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ ।
তরুণস্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ ॥
আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্ ।
অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ ॥
পক্কন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্ ।
গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্ ॥
কষায়ানুরসং বহ্নি-শ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্ ।
তদেব বৃক্ষসম্পক্কং গুরু বাতহরং পরম্ ॥
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপণম্ ।
আম্রং কৃত্রিমপক্কঞ্চ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্ ॥
রসস্যাম্লস্য হীনত্বান্মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ ।
চূষিতং তৎ পরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু ॥
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্বাতপিত্তহরং সরম্ ।
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ ॥
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ ।
তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ ॥
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্ ।
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্ ॥
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্ ॥

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ
রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা
করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ ॥
এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরামপরং ন তু ।
মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ ॥
শুণ্ঠ্যম্বসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে ।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ ॥

আম্র ।

আম্র, চূত, রসাল, সহকার, অতিসৌরভ, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এই কয়েকটি আম্রের পর্য্যায়। আম্রপুষ্প (বোল)—অতীসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

কচি আম—কষায়-অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। তরুণ আম্র অর্থাৎ কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আম্রপেশী (আমচুর) বলে। আম-

চূর—অম্ল-মধুর-কষায় রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

পাকা আম—মধুর রস, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণ-প্রসাদক, শীতবীর্য্য, কষায়ানুরস এবং অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্তকর নহে। গাছপাকা আম—মধুরাম্লরস, গুরুপাক, অত্যন্ত বায়ু-নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কৃত্রিম পক্ব আম্র—অম্লরস-বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্ত-নাশক। পর্য্যুষিত আম্র অর্থাৎ পক্ব আম্র বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বায়ু-পিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে। পক্ব আম্রের গালিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক। আম খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, রুচিকারক, চির-পাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়), মধুর রস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য ও বায়ুনাশক। দুগ্ধ-সংযুক্ত আম্র—শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুর রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বায়ু-পিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক।

অতিশয় আম ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি, বদ্ধ-গুদোদর ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, অতএব অত্যন্ত আম্রভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ অম্লরসযুক্ত আম-সম্বন্ধে জানিবে, মধুররসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে নহে, যেহেতু মধুর আম্রের চক্ষুর হিত-কারিতাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুণ্ঠীর কাথ পান অথবা সচল লবণের সহিত জীরা সেবন কর্ত্তব্য।

আম্রাবর্ত্তঃ।

পরস্তু সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ধর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥

আমট (আমসত্ত্ব)।

সুপক্ব আম্রের রস ন্যাক্‌ড়ায় ছাঁকিয়া কোন কাপড়ে বিস্তারপূর্ব্বক লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে, শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপে লেপন করিবে, এই প্রকার পুনঃ পুনঃ লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। যখন পুরু হইবে, তখন আম্রাবর্ত্ত প্রস্তুত হইল জানিয়া কাপড় হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে।

আম্রাবর্ত্ত (আমসত্ত্ব)—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক এবং রুচিকারক। ইহা সূর্য্যসন্তাপে পক্ব হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে।

অথাম্রবীজম্।

আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ॥

আম্রবীজ—ঈষৎ অম্লসংযুক্ত কষায় মধুর রস, ইহা বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

অথ নবপল্লবম্।

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্॥

নব আম্রপল্লব—রুচিকারক এবং কফ ও পিত্ত নাশক।

অথাম্রাতকঃ।

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতন।
আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্॥
পক্বন্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্।
তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত-ক্ষতদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

আমড়া।

আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম ও কপীতন এই কয়েকটি আমড়ার সংস্কৃত নাম। অপক্ব

আম্রাতক—অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকারক ও সারক। পক্ক আম্রাতক—কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তি কারক, কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু, বলকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

অথ রাজাম্রঃ।

শাকাসষ্টক আম্রাতঃ কামাহ্বো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রং তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু।
গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্ম-বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ॥

রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাহ্ব ও রাজ-পুত্রক, এই কয়েকটি রাজামের নামান্তর। রাজাম—কষায়-মধুর রস, বিশদ (অপিচ্ছিল), শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, রুক্ষ, বিবন্ধ ও আধ্মান জনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

অথ কোশাম্রঃ।

কোশাম উক্তঃ ক্ষুদ্রামঃ ক্রিমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ।
কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্র-পিত্তব্রণকফাপহঃ॥
তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্বন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ॥

কেওড়া।

কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমিবৃক্ষ ও সুকোশক, এই কয়েকটি কেওড়ার নাম। কোশাম্র—কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফ নাশক। কোশাম্রের অপক্ক ফল—ধারক, বায়ুনাশক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক। কোশাম্রের পক্ক ফল—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও বায়ু-নাশক।

অথ পনসঃ।

পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনসোঽতিবৃহৎফলঃ।
পনসং শীতলং পক্বং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্।
তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্॥
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু।
দাহকৃন্মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্॥
পনসোদ্ভববীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ।
গুরূণি বদ্ধবিট্কানি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ॥
মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ॥

কাঁটাল।

পনস, কণ্টকিফল, পনশ ও অতিবৃহৎফল এই কয়েকটি কাঁটালের সংস্কৃত নাম। পাকা কাঁটাল—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টি-জনক, মধুর-রস, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। অপক্ক-কাঁটাল (এচোড়)—বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, কষায়-মধুর-রস, গুরু, দাহজনক, বলকারক এবং ইহা কফ ও মেদের বর্দ্ধক। কাঁটালের বীজ—শুক্র-বর্দ্ধক, মধুর-রস, গুরু, মলরোধক ও মূত্র-নিঃসারক। কাঁটালের মজ্জা—শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

গুল্মরোগাক্রান্ত ও মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কাঁটাল অহিতকর।

অথ লকুচঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ডহুরিত্যপি।
আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃৎ তথা॥
মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয়রক্তকৃৎ।
শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্॥
সুপক্বং তৎ তু মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তকৃৎ।
কফবহ্নিকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ॥

ডেলো মান্দার।

লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু, এই কয়েকটি ডেলো মান্দারের নাম। অপক্ক ডেলো—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষজনক, রক্তকোপক, শুক্রঘ্ন, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর অহিতকর। পাকা ডেলো—অম্ল-মধুর-রস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত,

কফ, অগ্নি ও বিষ্টম্ভ কারক, রুচিকর ও শুক্রজনক।

অথ কদলী।

কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা।
মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্গুরু॥
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃড়্ দাহ-ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ।
পক্বং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥
মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা—
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণাস্তেঽধিকা ভবন্তি।
নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্॥

কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা, এই কয়েকটি কদলীর নাম। কাচা কলা—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, কফঘ্ন, গুরু, স্নিগ্ধ এবং ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ু নাশক। পাকাকলা—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংসবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহ নাশক।

মাণিক্য, মর্ত্ত্য (মর্ত্তমান), অমৃত ও চম্পকাদি জাতিভেদে কদলী অনেক প্রকার; সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বাহুল্যরূপে অবস্থিতি করে। তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘু।

অথ চির্ব্ভিটম্।

চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্।
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্বন্তূষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥

কাঁকুড় ও ফুটী।

চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ ও গোরক্ষকর্কটী, এই কয়েকটি চির্ভিটের নাম। অপক্ব চির্ভিট (কাঁকুড়)—মধুররস, রুক্ষ, গুরু, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা চির্ভিট (ফুটী)—উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ নারিকেলঃ।

নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং
নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি
বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্ভিঃ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥
নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জূরস্য শিরাংসি তু।
কষায়স্নিগ্ধমধুর-বৃংহণানি গুরূণি চ॥

নারিকেল।

নারিকেল, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল, এই কয়েকটি নারিকেলের পর্য্যায়। নারিকেল-ফল—শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, বলকর এবং ইহা বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক। কোমল নারিকেল—পিত্ত-জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক। নারিকেল পরিণত হইলে গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী হয়। ডাবের জল—শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসানাশক, পিত্তঘ্ন, মধুর-রস এবং বস্তিশোধক।

নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক (মেতী) কষায়-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু।

অথ কালিন্দম্।

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিন্দং গ্রাহি দৃক্পিত্ত-শুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু।
পক্বঞ্চ সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥

তরমুজ।

কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এই কয়েকটি তরমুজের নাম। অপক্ক তরমুজ—

ধারক, শীতল, গুরু এবং ইহা দৃষ্টি পিত্ত ও শুক্র নাশক। পক্ব তরমুজ—ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথ খর্ব্বুজম্।

দশাঙ্গুলস্তু খর্ব্বুজং কথ্যন্তে তদগুণা অথ।
খর্ব্বুজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু॥
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্।
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ।
রক্তপিত্তকরং তৎ তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্॥

খরমুজ।

খর্ব্বুজকে দশাঙ্গুল বলে। খর্ব্বুজ—মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর-রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক। যে সকল খর্ব্বুজ সক্ষার-অম্ল-মধুর-রস, তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র কারক।

অথ ত্রপুষম্।

ত্রপুষং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্॥
ত্রপুষং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্‌ক্লমদাহজিৎ।
স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্॥
তৎ পক্বমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ।
তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ॥

শশা।

ত্রপুষ, কণ্টকিফল, সুধাবাস ও সুশীতল, এই কয়েকটি শশার পর্য্যায়। কচি শশা—নীলবর্ণ, লঘু, মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, ক্লম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্ত নাশক। পাকা শশা—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ু নাশক। শশার বীজ—মূত্রকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ এবং পিত্তদোষ, রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

অথ গুবাকঃ।

খপুরঃ পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু।
ফলং পূগীফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্॥
পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥
আর্দ্রং তদ্‌গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্॥

সুপারি।

খপুর, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এই কয়েকটি সুপারির পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ বলা যায়। পূগীফল—গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়-রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচি-কারক এবং মুখের বিরসতানাশক। অপক্ক সুপারীফল—গুরু, অভিষ্যন্দী এবং অগ্নি ও দৃষ্টি নাশক। স্বিন্ন পূগফল—ত্রিদোষনাশক। যে পূগফলের মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

অথাতৃপ্যম্।

আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজমপি স্মৃতম্॥
আতৃপ্যং তৃপ্তিজননং বলপুষ্টিকরং পরম্।
শীতলং স্বাদু হৃদ্যঞ্চ বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥
রক্তবৃদ্ধিপ্রশমনং দাহঘ্নং রক্তবর্দ্ধনম্।
শ্লেষ্মলং তর্শমনং বান্ত্যুৎক্লেশনিবারণম্॥

আতা।

আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ও বহুবীজ, এই কয়েকটি আতার পর্য্যায়। আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল, মধুর-রস, হৃদ্য, রক্তবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক। ইহা বাত-পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও বমনবেগনিবারক।

অথ পারেবতম্।

পারেবতস্তু রৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্।
মধুফলমমৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহ্বম্॥
পারেবতন্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি
বৃষ্যং তৃষাজ্বরবিদাহহরঞ্চ হৃদ্যম্॥

মূর্চ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষবিনাশকারি
স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীর্য্যদায়ি॥
মহাপারেবতঞ্চান্যৎ স্বর্ণপারেবতং তথা।
সাম্রাণিজং খারিকঞ্চ রক্তরৈবতকঞ্চ তৎ॥
বৃহৎ পারেবতং প্রোক্তং দ্বীপজং দ্বীপখর্জ্জুরে।
মহাপারেবতং গৌল্যং বলকৃৎ পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং মূর্চ্ছাজ্বরঘ্নঞ্চ পূর্ব্বোক্তাদধিকং গুণৈঃ॥

পেয়ারা।

পারেবত, রৈবত, আরেবত, রৈবতক, মধুফল, অমৃতফল ও পারেবতক, এই সাতটী পেয়ারার পর্য্যায় শব্দ। পেয়ারা—মধুর রস, বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও শুক্র-জনক এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ বিনাশক। আর এক প্রকার পেয়ারা আছে, তাহা অতি বৃহৎ ও গোলাকার। মহাপারেবত, স্বর্ণ-পারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎ পারেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখর্জ্জুর, এই গুলি বড় পেয়ারার পর্য্যায়। ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশক এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

অথ পারীশফলম্।

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্।
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্।
পারীষক্ষীরযোগেন প্লীহা গুল্মশ্চ নশ্যতি॥

পেঁপে।

পেঁপে—শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিদীপক, পাচক, সারক, মধুর-রস ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক। পেঁপের দুই এক ফোঁটা আঠা, কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পূরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

অথ বহুনেত্রম্।

বহুনেত্রফলঞ্চাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সরম্।
বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মলং তর্পণং গুরু॥

আনারস।

আনারসের সংস্কৃত নাম বহুনেত্র। আনা-রস—অম্ল-মধুর-রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বাতনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক।

অথ তালঃ।

তালস্তু লেখ্যপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ॥
পক্বং তালফলং পিত্ত-রক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দি শুক্রদম্।
তালমজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ॥
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ।
তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং যদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষজিৎ॥

তাল।

তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত, এই কয়েকটি তালের পর্য্যায়। পক্বতাল—পিত্ত, রক্ত ও কফ বর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্রজনক এবং ইহা তন্দ্রাজনক, অভিষ্যন্দী ও শুক্রবর্দ্ধক। তালের কোমল মজ্জা—কিঞ্চিৎ মদকারক, লঘু, কফবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং সারক। তালের নূতন রস (তাড়ী) অত্যন্ত মত্ততাজনক। তাহা অম্লী-ভূত হইলে পিত্তবর্দ্ধক ও বাতদুষ্টিনাশক হইয়া থাকে।

অথ বিল্বঃ।

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালূরশ্রীফলাবপি।
বালং বিল্বফলং বিল্ব-কর্কটী বিল্বপেশিকা॥
গ্রাহিণী কফবাতাম-শূলঘ্নী বিল্বপেষিকা।
বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু॥
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্।
পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥

বেল।

বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল, এই কয়েকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। কচিবেলকে

বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেসিকা বলে। কচি বেল—ধারক এবং ইহা কফ, বায়ু, আমদোষ ও শূল নাশক। অন্যবচনোক্ত গুণ যথা, কচি বেল—ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায় তিক্ত-রস উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা বায়ু ও কফনাশক। পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, পূতিবায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধু-রস ও অগ্নিমান্দ্যকর।

অথ কপিত্থঃ।

কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ।
কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥
কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্।
পক্বং গুরু তৃষাহিক্কা-শমনং বাতপিত্তজিৎ।
স্বাদম্লং তুবরং কণ্ঠ-শোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্॥

কয়েৎ বেল।

কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ, এই কয়েকটি কয়েৎবেলের সংস্কৃত নাম। অপক্ব কয়েৎবেল—ধারক, কষায়রস, লঘু ও লেখনগুণযুক্ত। পাকা কয়েৎবেল—গুরু, অম্ল-কষায়-রস, কণ্ঠশোধক, ধারক, দুষ্পাচ্য এবং পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক।

অথ নারঙ্গঃ।

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাৎ ত্বক্‌সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ।
নারঙ্গং মধুরাম্লং স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।
অপরন্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতকৃৎ সরম্॥

নারাঙ্গীলেবু।

নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়, এই কয়েকটি নারাঙ্গী-লেবুর নাম। নারাঙ্গী-লেবু—অম্ল-মধুর-রস, অগ্নির দীপক ও বায়ু-নাশক। অপর এক প্রকার নারাঙ্গী লেবু আছে, তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

অথ মজ্জফলম্।

কীটাবাসো মজ্জফলং গ্রাহি বল্যং জ্বরাপহম্।
শোণিতস্রুতিহৃৎ হন্তি মুখদন্তগতান্ গদান্॥
শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি যোনিকন্দং সুদারুণম্।
অতিসারং মহাঘোরং গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্॥

মাজুফল।

কীটাবাস ও মজ্জফল এই দুইটী মাজুফলের নাম। মাজুফল—গ্রাহী, বলকারক, জ্বরঘ্ন ও রক্তস্রাবরোধক। ইহা মুখ ও দন্তগত রোগ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, যোনিকন্দ, অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা রোগ নাশক।

অথ তিন্দুকঃ।

তিন্দুকঃ স্ফূর্জ্জকঃ কাল-স্কন্ধশ্চ শিতিসারকঃ।
স্যাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু।
পক্বং পিত্তপ্রমেহাস্র-শ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরু॥

গাব

তিন্দুক, স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ ও শিতিসারক, এই কয়েকটি গাবের সংস্কৃত নাম। অপক্ব গাব—ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পাকা গাব—মধুর-রস, গুরু এবং ইহা পিত্ত, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফ নাশক।

অথ কুপীলুঃ।

তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ।
কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ॥
কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ॥
কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু।
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্॥

কুঁচিলা।

তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু

ও মর্কটতিন্দুক এই কয়েকটি কুঁচিলার পর্য্যায়। কুঁচিলা—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, মদকারক, লঘু, বেদনানাশক, ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক।

জম্বূঃ।

জম্বুস্তু সুরভিপত্রা নীলফলা শ্যামলা মহাস্কন্ধা।
রাজার্হা রাজফলা শুকপ্রিয়া মেঘমোদিনী চ নবাহ্বা॥
জম্বুবৃক্ষস্তু তুবরো গ্রাহী মধুরপাচকঃ।
মলস্তম্ভকরো রুক্ষো রুচিকৃৎ পিত্তদাহহা॥
অম্লঃ কণ্ঠ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-শোষাতীসারকাসহা।
রক্তদোষং কফং চৈব ব্রণং চৈব বিনাশয়েৎ॥
ফলঞ্চ তুবরং চাম্লং মধুরং শীতলং মতম্।
রুচ্যং রুক্ষং গ্রাহকং চ লেখনং কণ্ঠদূষকম্॥
মলস্তম্ভকরং বাতকারকং কফপিত্তনুৎ।
আধ্মানকারকং প্রোক্তং পূর্ব্বৈর্বৈদ্যৈর্মনীষিভিঃ॥
তন্মজ্জা মধুরো গ্রাহী বিশেষান্মধুমেহহা।
তদঙ্কুরা হিমা রুক্ষা গ্রাহকাধ্মানকারকাঃ॥

জাম।

জম্বু, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মেঘমোদিনী এই নয়টি জামের পর্য্যায়।

জামছাল—অম্ল-কষায়-মধুর-রস, সংগ্রাহী, পাচক, মলস্তম্ভক, রুক্ষ, রুচিজনক ও কণ্ঠের হিতকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস, শোষ, অতীসার, কাস, রক্তদোষ, কফদুষ্টি ও ব্রণ বিনাশ করে। জামফল—অম্ল-মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, রুক্ষ, গ্রাহক, লেখন, কণ্ঠদূষক, মলস্তম্ভক, বায়ুজনক, উদরাধ্মান-কারক ও কফপিত্ত-নাশক। ইহার মজ্জা—মধুর রস, গ্রাহী, বিশেষতঃ মধুমেহ-নাশক। জামের অঙ্কুর—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক ও উদরাধ্মানকারক।

অথ ক্ষুদ্রজম্বূঃ।

ক্ষুদ্রজম্বূঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা।
জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্রদাহজিৎ॥

ছোট জাম।

ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্রজম্বুর পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজম্বু—ধারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহ নাশক।

অথ ফলেন্দ্রঃ।

ফলেন্দ্রঃ কথিতো নন্দো রাজজম্বুর্মহাফলাঃ।
তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বূরপি স্মৃতা।
রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্॥

গোলাপজাম।

ফলেন্দ্র, নন্দ, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। রাজজম্বু (গোলাপজাম)—মধুর-রস, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুচিকারক।

অথ বদরা।

পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধূর্বদরী কোলমিত্যপি।
ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ॥
অজপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা।
পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ॥
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্।
বৃংহণং পিত্তদাহাস্র-ক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্॥
সৌবীরং লঘু সম্পক্বং মধুরং কোলমুচ্যতে।
কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্॥
কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্।
কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ॥
অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্।
স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ॥

কুল।

কর্কন্ধু শব্দ, পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গই হয়। কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর ও বদর এই গুলি বড় কুলের এবং অজপ্রিয়া, কুহা, কোলী ও বিষমোভয়কণ্টকা, এই কয়েকটি ছোট কুলের পর্য্যায়।

কুল অনেক প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে—

যে কুল পচামান অবস্থাতেই মধুর-রস হয় এবং আয়তনে বৃহৎ, তাহাকে সৌবীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাষায় নারিকুলে কুল বলা যায়। নারিকুলে কুল—শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক।

যে বদরী সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং যাহা সম্যক্ পাকিলে মধুর-রস হয়, তাহাকে কোল বলে। কোলাখ্য বদর—ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবদ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারক।

ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু বলা যায়। কর্কন্ধু—ঈষৎ মধুর-কষায়-তিক্ত-রসান্বিত অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

শুষ্কবদরী—ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা ক্লান্তি ও রক্তদোষ নাশক।

অথ পানীয়ামলকম্।

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্।
প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়জিজ্জ্বরঘাতি চ॥

পানী আমলা।

প্রাচীনামলককে লোকে পানী-আমলা বলে। প্রাচীনামলক—ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন।

অথ লবলী।

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীফলমর্শোঘ্নং-কফপিত্তহরং গুরু।
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥

নোয়াড়্।

সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। লবলী-ফল—অশ্মরী, অর্শঃ, কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, বিশদ, রুচিকারক, রুক্ষ এবং অম্ল-মধুর-কষায়-রস।

অথ করমর্দ্দঃ।

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা।
তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা॥
করমর্দ্দিদ্বয়ং বামমম্লং গুরু তৃষাহরম্।
উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্॥
তৎ পক্বং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ॥

করম্‌চা।

করমর্দ্দ, সুষেণ ও কৃষ্ণপাকফল, এই কয়েকটি করম্‌চার সংস্কৃত নাম। অপর এক প্রকার করমর্দ্দ আছে, তাহার ফল, ইহা অপেক্ষা ছোট; তাহাকে করমর্দ্দিকা বলে। এই দ্বিবিধ করমর্দ্দই অপক্ব অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, পিপাসানাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং রক্ত-পিত্ত ও কফ জনক। পক্ব অবস্থায় মধুররস, রুচিকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক।

অথ পিয়ালঃ।

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ।
রাজাদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্ধনুষ্পটঃ॥
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্॥
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ॥

পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পিয়াল—পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। পিয়ালফল—মধুর-রস, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও পিপাসা নাশক। পিয়ালমজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, হৃদয়-গ্রাহী, অতিশয় দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী এবং আমবর্দ্ধক।

অথ ক্ষীরিকা।

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ।
ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু।
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তি-ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্য ও ক্ষীরিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ক্ষীরিকা-ফল—শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

অথ বিকঙ্কতঃ।

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।
বিকঙ্কতফলং পক্কং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ॥

বৈঁচী।

বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ, এই কয়েকটি বৈঁচীর সংস্কৃত নাম। পাকা বিকঙ্কতফল—মধুররস; ইহা বাতাদি সমস্ত দোষনাশক।

অথ কমলবীজম্।

পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু॥
বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্।
কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পদ্মবীজ।

পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পদ্মবীজ—শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-তিক্ত-রস, গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, গর্ভসংস্থাপক, কফজনক, বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, ধারক এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ নাশক।

অথ মখান্নম্।

মখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি।
মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥

মাখ্না।

মখান্ন, পদ্মবীজাভ ও পানীয়ফল, এই তিনটি একপর্য্যায়ক শব্দ। মখান্ন—পদ্মবীজ-সদৃশ গুণকারক।

অথ শৃঙ্গাটকম্।

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি॥
শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্ম-প্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পানীফল।

শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল, এই কয়েকটি পানীফলের সংস্কৃত নাম। পানীফল—শীতবীর্য্য, কষায়-মধুর-রস, গুরু, পুষ্টিকারক, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ ও দাহনাশক।

অথ কুমুদবীজম্।

উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্।
ভবেৎ কুমুদ্বতীবীজং স্বাদু রুক্ষং হিমং গুরু॥

পণ্ডিতগণ, কুমুদবীজকে কৈরবিণীফল বলিয়া থাকেন। কুমুদবীজ—মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরু।

অথ মধূকঃ।

মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজে তু মধূলকঃ॥
মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্॥
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্॥

মৌল।

মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠীল, এই কয়েকটি মৌল বৃক্ষের নাম। জলজ মৌলকে মধূলক বলে। এই উভয়ের

পুষ্প—মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক। মৌলফল—শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক ও অহৃদ্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়-নাশক।

অথ পরূষকম্।

পরূষকন্তু পরূষমল্পাস্থি চ পরাপরম্।
পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু॥
তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র-জ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ॥

ফল্‌সা।

পরূষক, পরূষ, অল্পাস্থি ও পরাপর, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। অপক্ব পরূষক-ফল—অম্ল-কষায়-রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। পক্ব পরূষক ফল—মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক।

অথ তূদঃ।

তূদস্তূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ।
তূলং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্।
তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ॥

তুঁত।

তূদ, তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পাকা তুঁতফল—গুরু, মধুর-রস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও বায়ু-নাশক। অপক্ব তুঁতফল—গুরু, সারক, অম্ল রস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্তপিত্তকারক।

অথ দাড়িমঃ।

দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ।
তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকম্॥
তৎ তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্‌দাহজ্বরনাশনম্।
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥

দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক, এই কয়েকটি দাড়িমের নাম। দাড়িম ফল রস-ভেদে তিন প্রকার; যথা—মধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। তন্মধ্যে মধুর দাড়িম—বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখরোগ নাশক এবং তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায়রস, ধারক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলবর্দ্ধক। অম্লমধুর দাড়িম—অগ্নিদীপ্তি-কারক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্ল দাড়িম—পিত্তবর্দ্ধক, অম্লরস, কফ ও বায়ু নাশক।

অথ বহুবারঃ।

বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ।
শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ॥
বহুবারো বিষস্ফোট-ব্রণবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
মধুরস্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ॥
ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ।
তৎ পক্বং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু॥

চাল্‌তা।

বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক, এই কয়েকটি চাল্‌তার নাম। বহুবার—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, বীসর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস, ইহা কেশের হিতকারক। অপক্ব বহুবার ফল—বিষ্টম্ভী, রুক্ষ এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। পাকা বহুবার-ফল—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীর্য্য ও গুরু।

অথ কতকম্।

পয়ঃপ্রসাদি কতকং কতং কতফলঞ্চ তৎ।
কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরম্॥
বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥

নির্ম্মলীফল।

পয়ঃপ্রসাদী, কতক, কত ও কতফল, এই কয়েকটি নির্ম্মলীফলের নাম। কতকফল—চক্ষুর হিতকর, জলের নির্ম্মলতাকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস ও গুরু।

অথ দ্রাক্ষা।

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা॥
দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্॥
কোষ্ঠমারুতকৃদ্‌বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাস-বাতবাতাস্রকামলাঃ।
কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসংমোহ-দাহশোষমদাত্যয়ান্॥
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥
বৃষ্যা স্যাদ্গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ॥
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বী সাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ।
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা॥

কিস্‌মিস্, আঙ্গুর।

দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী, এই কয়েকটি দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পাকা দ্রাক্ষা—সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, মধুরবিপাক, কষায়-মধুর-রস, স্বরপ্রসাদক, মলমূত্রনিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবৰ্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিজনক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয়রোগ নাশক। অপক্ক দ্রাক্ষা—অপেক্ষাকৃত অল্প-গুণযুক্ত, ইহা গুরু, অম্লরস ও রক্তপিত্তকারক। গোস্তনী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মনক্কা—শুক্রবৰ্দ্ধক, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক।

অল্প-বীজসংযুক্ত ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে কিস্‌মিস্ বলে, উহা—মনক্কার তুল্য গুণবিশিষ্ট।

পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা—লঘু, অম্লরস এবং কফ ও অম্লপিত্তকারক।

করমর্দ্দিকা পর্ব্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণকারক।

অথ ক্ষুদ্রখর্জ্জূরী পিণ্ডখর্জ্জূরী চ।

ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা।
তথা স্কন্ধফলা কাক-কর্কটী স্বাদুমস্তকা॥
পিণ্ডখর্জ্জূরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ।
খর্জ্জূরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্ত্যতে।
খর্জ্জূরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু।
তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ্বল্যং বান্তিবাতকফাপহম্।
জ্বরাতিসারক্ষুত্তৃষ্ণা-কাসশ্বাসনিবারকম্॥
মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।
মহদ্ভিশ্চ গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জূরিকা স্মৃতা॥
খর্জ্জূরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ॥

খেজুর, পিণ্ডখেজুর ও সোহারা।

ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র খর্জ্জূরীর নাম। অপর এক প্রকার খর্জ্জূর পশ্চিম প্রদেশে জন্মে, উহাকে পিণ্ডখর্জ্জূরিকা বলে। আর এক প্রকার খর্জ্জূর দ্রাক্ষার ন্যায় আকৃতিমান্, উহা দ্বীপান্তর হইতে আগত, এখন পশ্চিম প্রদেশে জন্মে, যাহা হিন্দী ভাষায় সোহারা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিনপ্রকার খর্জ্জূর—শীতবীর্য্য, মধুর-রস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবৰ্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, বায়ু, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয় রোগ নাশক। ক্ষুদ্রখর্জ্জূরিকা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট। খর্জ্জূরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির দীপক, বলকর এবং শুক্রবৰ্দ্ধক।

অথ সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুরীভেদঃ)

সুনেপালী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা।
সুনেপালী শ্রমভ্রান্তি-দাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তহৃৎ ॥

সুনেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুর-বিশেষ)—শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ বাতাদঃ।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্‌গুরুঃ ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্‌ ॥

বাদাম।

বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল, এই কয়েকটি বাদামের নাম। বাদাম—উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু। বাদামের মজ্জা—মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফকারক। ইহা রক্তপিত্তরোগির পক্ষে হিতজনক নহে।

অথ সেবম্‌।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিত্তিকাফলম্‌।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্‌গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ ॥

সেউফল।

মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিত্তিকা ফল এই কয়েকটি সেউফলের পর্য্যায়। সেবফল—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অথামৃতফলম্‌।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্‌ হরেদ্‌ দোষান্‌।
দেশেষু মুদ্গলানাং বহুলং তল্লভ্যতে লোকৈঃ ॥
(বদক্সান-কাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষু নাসপাতি ইতি প্রসিদ্ধম্‌)।

নাসপাতি।

বদক্‌সান কাবুল প্রভৃতি দেশে অমৃতফল, নাসপাতি নামে প্রসিদ্ধ। অমৃতফল—লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক। ইহা মোগলদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

অথ পীলুঃ।

পীলুস্তু গুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ ॥

পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। পীলু—কফঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। মধুর-তিক্ত-রসান্বিত পীলু ত্রিদোষনাশক। তাহা অতি উষ্ণবীর্য্য নহে।

অথাক্ষোটঃ।

পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
অক্ষোটকোঽপি বাতাদ-সদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ ॥

আখরোট্‌।

অক্ষোট ও কর্পরাল এই দুইটি, পর্ব্বত-জাত পীলুর (আখ্‌রোটের) নাম। আখ্‌-রোট—বাদামের তুল্য গুণদায়ক, ইহা কফ ও পিত্ত কারক।

অথ বীজপূরঃ।

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু ॥
রক্তপিত্তহরং কণ্ঠ-জিহ্বাহৃদয়শোধনম্‌।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্‌ ॥

টাবালেবু।

বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক, এই কয়েকটি টাবালেবুর নাম। টাবালেবু—অম্ল-মধুর-রস, অগ্নির দীপক, লঘু, রক্তপিত্ত-

নাশক, কণ্ঠ জিহ্বা ও হৃদয় শোধনকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা নাশক।

অথ মধুকর্কটী।

বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা॥

বাতাবি লেবু।

অন্য একপ্রকার বীজপূর আছে, তাহাকে মধুর ও মধুকর্কটী বলে। মধুকর্কটী (বাতাবি)—মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম নাশক।

অথ জম্বীরদ্বয়ম্।

জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভ-জম্ভীর-জম্ভলাঃ।
জম্বীরমুক্তং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ॥
শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ।
আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়া-বহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ।
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারিণী॥

জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল, এই কয়েকটি জম্বীরের নাম। জম্বীর (গোঁড়া-লেবু)—উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস এবং বায়ু, কফ, বিবন্ধ, শূল, কাস, কফোৎক্লেশ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক। ক্ষুদ্র জম্বীরও উক্ত-প্রকার গুণদায়ক, ইহা তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

অথ নিম্বুঃ।

নিম্বুঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীর্ত্তিতম্।
নিম্বুকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু॥

অন্যচ্চ—

নিম্বুকং ক্রিমিসমূহনাশনং তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহম্।
বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্॥
ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্।
গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

কাগ্‌জী ও পাতিলেবু।

নিম্বু নিম্বুক ও নিম্বূক, এই তিনটি একার্থ-বাচক শব্দ। নিম্বু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং নিম্বুক ও নিম্বূক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ জানিবে। নিম্বুক—অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক ও লঘু।

নিম্বু—ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্লরস, উদর-রোগনাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল-রোগে হিতকর; যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিত-জনক। ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, বিষদুষ্টি, গলরোগ, বদ্ধগুদ ও বিসূচিকারোগে প্রযোজ্য।

অথ মিষ্টনিম্বুঃ।

মিষ্টনিম্বুফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দি-হরং বল্যঞ্চ বৃংহণম॥

কমলা লেবু।

মিষ্টনিম্বুফল—মধুররস, গুরু, কফোৎ-ক্লেশী এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমি নাশক। ইহা বলকারক ও পুষ্টিজনক।

অথ কর্ম্মরঙ্গম্।

কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালঃ স্যাৎ বৃহদম্লো রুজাকরঃ।
কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ॥

কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর, এই কয়েকটি কামরাঙ্গার সংস্কৃত নাম। কাম-রাঙ্গা—শীতবীর্য্য, ধারক, অম্ল-মধুর-রস এবং কফ ও বায়ু নাশক।

অথাম্লিকা।

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী কাচতিন্তিড়ী॥
অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত-হরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্বা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

তেঁতুল।

অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী ও কাচতিন্তিড়ী, এই কয়েকটি তেঁতুলের সংস্কৃত নাম। কাঁচা তেঁতুল—অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক; ইহা রক্ত পিত্ত ও কফজনক। পাকা-তেঁতুল—অগ্নির দীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ ও বায়ু নাশক।

অথ ম্লেচ্ছাম্লিকা।

ম্লেচ্ছাম্লিকা পারসীক-ফলং তদ্রোচনং সরম্॥

আলুবোখারা।

ম্লেচ্ছাম্লিকা ও পারসীকফল, এই দুইটী আলুবোখারার নাম। আলুবোখারা—রুচিকারক ও অল্প বিরেচক।

অথাম্লবেতসঃ।

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ।
অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥
হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্।
রুক্ষং বিণ্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্॥
হিক্কানাহারুচিশ্বাস-কাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ।
কফবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ।
চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লোহসূচীদ্রবত্বকৃৎ॥

থৈকল।

অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধী ও সহস্রনুৎ, এই কয়েকটি অম্লবেতসের পর্য্যায়। অম্লবেতস—অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নির দীপক, পিত্তবর্দ্ধক, রোমহর্ষজনক এবং রুক্ষ। ইহা হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ বমি, কফরোগ ও বায়ুরোগ-নাশক। ইহা ছাগমাংসের দ্রবত্বসম্পাদক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ছাগমাংস সহজে দ্রবীভূত হয়। অম্লবেতস চণকাম্ল সদৃশ গুণকারক; ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রবীভূত হয়।

অথ বৃক্ষাম্লম্।

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্॥
পক্বন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু।
অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ।
তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্ম-শূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ॥

মহাদা।

বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক, এই কয়েকটি মহাদার পর্য্যায়। অপক্ব বৃক্ষাম্ল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কফকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। পক্ব বৃক্ষাম্ল—গুরু, ধারক, কটু-কষায় অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, কফজনক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা পিপাসা, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিনাশক।

অথ চতুরম্লপঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্।

অম্লবেতসবৃক্ষাম্ল-বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ।
চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ॥

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহজ্জম্বীর ও কাগ্‌জী-লেবু এই চারিটীর সংযোগকে চতুরম্ল এবং এই চতুরম্লের রহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলে।

ইতি ফলবর্গঃ॥

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ।

অথ স্বর্ণম্।

স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্।
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্॥
চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ।
জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি॥
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভম্।
তারশুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ॥
তচ্ছ্বেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহে ছেদেঽসিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্॥
সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তিবাগ্বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ॥

বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং
রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণ-
মশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

অসম্যঙ্মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্যত্নতস্ততঃ॥

সোনা।

স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত, এই কয়েকটি সুবর্ণের পর্যায়। যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষে কুঙ্কুমসদৃশ; যাহা রূপা ও তামাবর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও ভারযুক্ত, সেই স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত ও স্তরবৎ; যাহা দগ্ধ করিলে ও ছেদন করিলে অসিতবর্ণ, কষে শ্বেতবর্ণ, লঘু ও দলে পুরু থাকিলেও পাত করিবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য। সুবর্ণ—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পাদক এবং ইহা স্থাবর-বিষ, জঙ্গম-বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও যক্ষ্মারোগ নাশক।

অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, গ্লানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

অথ রজতম্।

রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে ছেদে ঘনক্ষমম্।
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্॥
কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু।
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্॥
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্॥

তারং শরীরস্য করোতি তাপং
বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্।
বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং
মহাগদান্ পোষয়তি হ্যশুদ্ধম্॥

রূপা।

রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ, এই কয়েকটি রূপার পর্যায়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ ও কোমল, যাহা দগ্ধ বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, যাহা আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিতে ফাটিয়া না যায়, যাহা চন্দ্রের ন্যায় বিপুল প্রভা সম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত, লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও

আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট। রূপা—শীতবীর্য্য, অম্ল-কষায়-মধুর-রস, মধুরবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখন-গুণযুক্ত। ইহা বায়ু, পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট করে।

অশোধিত রৌপ্য শরীরের ধ্বংসকারক ও তাপজনক; ইহা শুক্র, বল, বীর্য্য ও শরীরের পুষ্টি বিনাশক এবং মহৎ রোগ সমূহের উৎপাদক।

অথ তাম্রম্।

তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতম্।
রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লোহনাগোজ্‌ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে॥
কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥
তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥
পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং কৃমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ॥
একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেঽষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ।
বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা॥

তামা।

তাম্র, ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয় ও ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্যপর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ তাম্রের পর্য্যায়। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট, চিক্কণ, কোমল, ঘাতসহ এবং লৌহ ও সীসক বর্জ্জিত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যাহা কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্তব্ধ, লৌহ ও সীস মিশ্রিত এবং আঘাত লাগিলে যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা অপকৃষ্ট। তাম্র—কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্ল-রস, কটুবিপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত ও অল্প বৃংহণ; এবং ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূল প্রশমক। অশোধিত তাম্র—বিষ অপেক্ষাও অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক, যেহেতু, বিষে একটি দোষ, অবিশুদ্ধ তাম্রে—ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, বমনবেগ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আটটি দোষ বিদ্যমান আছে; অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করিবে।

অথ বঙ্গম্।

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপু প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি।
ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে॥
উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকন্ত্ববরং মতম্।
রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥
সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥

রাঙ্।

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট, এই কয়েকটি বঙ্গের পর্য্যায়। বঙ্গ দুই প্রকার; যথা—ক্ষুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। বঙ্গ—লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাস রোগ নাশক। সিংহ যেরূপ হস্তিসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গও তদ্রূপ সমস্ত প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সুখদায়ক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা-সম্পাদক ও নিশ্চয়ই মানবের পুষ্টিবিধায়ক।

অথ যসদম্।

যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।
যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

দস্তা।

দস্তাধাতু বঙ্গ সদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ। দস্তা—কষায়-তিক্ত-রস, শীত-

বীর্য্য, চক্ষুর হিতসম্পাদক এবং ইহা কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

অথ সীসম্।

সীসং ব্রধ্নঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।
সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্॥
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি
ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি
মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ॥
পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ
কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্।
কণ্ডুং প্রমেহানিলসাদশোথ-
ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ।
('নাগনামকম্' নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি।)

সীসক।

সীসক, ব্রধ্ন, বপ্র ও যোগেষ্ট এবং নাগ-বাচক সমস্ত শব্দ সীসকের পর্য্যায়। সীসক—বঙ্গের তুল্য গুণকারক। ইহা প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকারী। এই সীসক জারণপূর্ব্বক সতত সেবন করিলে শতনাগের তুল্য বল এবং রোগসমূহের নাশ, জীবনীশক্তির বৃদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, কাম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে।

অজারিত বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে অতি কষ্টতম কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডু, প্রমেহ, বায়ু-রোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দরাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

অথ লৌহম্।

লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী।
গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা॥
অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু।
লোহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু॥
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ।
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥
ষণ্ডত্বকুষ্ঠামরমৃত্যুদং ভবেদ্‌হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্॥
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ॥

লৌহ।

লৌহ অস্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও ক্লীব-লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। লোহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স, এই কয়েকটি লৌহের পর্য্যায়। লৌহের সাতটি দোষ; যথা—গুরুতা, কঠিনতা, উৎক্লেদকারিতা, মূর্চ্ছাজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ এবং দুর্গন্ধ। লৌহ—তিক্ত-মধুর-কষায়-রস, সারক, শীত-বীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ নাশক। লৌহের মল অর্থাৎ মণ্ডুর লৌহতুল্য গুণদায়ক। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস ও বিবিধ রোগের প্রকোপ হয়। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

লৌহ-সেবী ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন।

অথ সারলোহম্।

অম্লাভূচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপয়েৎ।
লোহে স্যুরণ সূক্ষ্মাণি তৎ সারমভিধীয়তে॥
লোহং সারাহ্বয়ং হন্যাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্।
অর্দ্ধমর্দ্ধাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যপোহতি॥

সারলৌহ।

অম্ললেপন করিলে যে লৌহাঙ্গগুলি পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র হয়, তাহাকে সারলৌহ বলা যায়। সারলৌহ—গ্রহণী, অতীসার, অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত,

পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস নাশক।

অথ কান্তলোহম্।

যৎপাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে
হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্ববল্কঃ।
তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং
কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলোহং তদুক্তম্॥
গুল্মোদরার্শঃশূলামমামবাতং ভগন্দরম্।
কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ॥
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্।
সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলোহং ন সংশয়ঃ।
বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

কান্তলৌহ।

যে লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জলে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসৃত না হয় এবং যাহাতে হিঙ্গু ভাজিলে হিঙ্গু নিজ গন্ধ ত্যাগ করে, নিম্ববল্কল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ তপ্ত করিলে ফাঁপিয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না এবং যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে সেই ছোলা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কান্তলৌহ বলে।

কান্তলৌহ গুল্ম, উদর, অর্শ, শূল, আম দোষ, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, শিরোরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনাশ করে। ইহা বল, বীর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক।

অথ মণ্ডূরম্।

ধ্মায়মানস্ত লৌহস্ত মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
লোহসিংহানিকা কিট্টং সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে।
যল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্॥

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর বলে। লোহসিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান, ইহারা মণ্ডূরের পর্য্যায়। মণ্ডূর—লৌহসদৃশ গুণযুক্ত। যে লৌহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডূরেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথোপধাতবঃ।

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণ-মাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু॥
উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি কিন্ত্বেষু তে গৌণাস্তত্তদংশাল্পভাবতঃ॥

উপধাতুও সাতটি; যথা—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতিয়া, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর, এবং শিলাজতু। যে যে ধাতুর যে যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের উপধাতুরও সেই সেই গুণ জানিবে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অল্প, যেহেতু উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকম্।

স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ॥
কিঞ্চিৎসুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্।
উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎস্বর্ণগুণান্বিতম্॥
যথা চ কাঞ্চনাভাবে দাপয়েৎ স্বর্ণমাক্ষিকম্।
কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণাস্ততঃ।
ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ॥
স্বর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্॥
অর্শঃ শোথং বিষং কণ্ডূং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ॥

তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু, ইহারা স্বর্ণমাক্ষিকের পর্য্যায়। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণধাতুর উপধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে। স্বর্ণমাক্ষিকে স্বর্ণের গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবস্থিতি করে, এ কারণ স্বর্ণের অভাবে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং স্বর্ণ অপেক্ষা অল্পগুণ

হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে যে স্বর্ণের গুণমাত্র অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকা প্রযুক্ত অপরাপর গুণও ইহাতে আছে। স্বর্ণমাক্ষিক—মধুর-তিক্ত-রস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক। অবিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক—মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অথ তারমাক্ষিকম্।

তারমাক্ষিকমন্যত্তু তদ্ভবেদ্রজতোপমম্।
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্॥
অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণং স্মৃতম্॥
ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ॥
স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠপাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডূং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্।
গণ্ডমালাং ব্রণপূর্ব্বকাংশ্চ করোতি তারাক্ষিকমশুদ্ধম্॥

তারমাক্ষিক রূপার উপধাতু, ইহা রূপার তুল্য গুণযুক্ত। কিঞ্চিৎ রূপা সংশ্লিষ্ট থাকা প্রযুক্ত ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। রূপা অপেক্ষা অপ্রাধান্য হেতু গুণেও তাহা অপেক্ষা অপ্রধান। তারমাক্ষিকে যে, কেবল রূপার গুণ সকল অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও আছে। তারমাক্ষিক—কিঞ্চিৎ তিক্ত-মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক। অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক যেরূপ মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বলনাশক, বিষ্টম্ভী এবং নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে, অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিকও তদ্রূপ কার্য্যকারী জানিবে।

অথ তুত্থম্।

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।
তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ॥
কিঞ্চিত্তাম্রগুণং তদ্ধি বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ।
তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু॥
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তদ্‌গুণম॥

তুতে।

তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক, ইহারা তুঁতিয়ার পর্য্যায়। তুঁতিয়া তাম্রের উপধাতু। কিঞ্চিৎ-তাম্রাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার গুণ তাম্রের তুল্য, কিন্তু অপ্রাধান্য হেতু ইহাতে তাম্রের গুণ সকল অতি অল্প পরিমাণে আছে, এবং বক্ষ্যমাণ অপরাপর গুণ সকলও ইহাতে অবস্থিতি করে। তুঁতিয়া—সক্ষার কটু-কষায় রস, বমনকারক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। খর্পরও তুঁতিয়ার ন্যায় গুণকারক।

অথ কাংস্যম্।

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্।
উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ॥
কাংস্যস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
কাংস্যং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রূক্ষং কফপিত্তহরং পরম্॥

কাঁসা।

তাম্র ও বঙ্গ এই উভয় ধাতুর সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, একারণ উহাকে উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যাইতে পারে। কাংস্য, ঘোষ ও কংসক, এই কয়েকটি কাঁসার সংস্কৃত নাম। কাঁসার গুণ, তাহার উপাদান কারণের

তুল্য জানিবে, কিন্তু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ-প্রভাবে ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। কাঁসা—কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, রুক্ষ এবং ইহা কফ-পিত্তনাশক।

অথ পিত্তলম্ ।

পিত্তলন্ত্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতিব্র হ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ ॥
রীতিরুপধাতুঃ স্যাৎ তাম্রস্য যসদস্য চ।
পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
রীতিকাযুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে।
শোধনং পাণ্ডুরোগঘ্নং ক্রিমিঘ্নং নাতিলেখনম্ ॥

পিত্তল ও রাজপিত্তল।

পিত্তল, আরকূট, আর ও রীতি, এই কয়েকটি পিত্তলের পর্য্যায়। রাজপিত্তলকে রাজরীতি, কপিলা, ব্রহ্মরীতি ও পিঙ্গলা বলে। পিত্তল তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু। পিত্তলের গুণ, তাহার উপাদান কারণের তুল্য, কিন্তু সংযোগপ্রভাবে তাহাতে অপরাপর গুণও অবস্থিতি করে। উভয়বিধ পিত্তলই—রুক্ষ, তিক্ত-লবণ-রস, শোধনকারক, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমি নাশক। ইহা অতিশয় লেখনগুণযুক্ত নহে।

অথ সিন্দূরম্ ।

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজম্।
সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্ ॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহম্।
ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥

সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ, এই কয়েকটি সিন্দূরের পর্য্যায়। ইহা সীসকের উপধাতু, এ কারণ উহার গুণ সীসকের ন্যায় এবং অপর দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। সিন্দূর—উষ্ণবীর্য্য, বীসর্পঘ্ন, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক, বিষাপহারক, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক এবং ব্রণরোপক।

অথ শিলাজতু ।

নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্ ॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্ব্বিধম্।
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি ॥
গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্।
শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্ ॥
ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেদোঽশ্মশর্করাঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্ ॥
অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরক্রিমীন্।
সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ ॥
মধুরং কটু তিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ।
রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ ॥
তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে।
লৌহং জটায়ুপক্ষাভং তৎ তিক্তং লবণং ভবেৎ।
বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্ ॥

গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত পর্ব্বত হইতে যে ধাতুর সার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলা যায়। শিলাজতু চারিপ্রকার, যথা—সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। অদ্রিজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈল-ধাতুজ,* এই কয়েকটি শিলাজতুর পর্য্যায়। শিলাজতু—কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটু-বিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং ইহা কফ, মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমি নাশক।

সৌবর্ণ-শিলাজতু—জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য এবং কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু—পাণ্ডুবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুরবিপাক। তাম্র শিলাজতু—ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। লৌহ-শিলাজতু—জটায়ুর পক্ষ সদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই লৌহ শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ রসঃ।

রসায়নার্থিভিলোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
অতো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ॥
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।
চপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ॥
পারদঃ ষড়্রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ॥
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ॥

পারা।

রসায়নার্থী ব্যক্তিগণ কর্তৃক পারদ আস্বাদিত (সেবিত) হয় বলিয়া ইহাকে রস বলে। পারদকে ধাতুও বলা যায়। পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস ও সূত এবং শিব-বাচক যাবতীয় শব্দ পারদের পর্য্যায়। পারদ—মধুরাদি ছয়-রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত শুক্রকারক, চক্ষুর বলপ্রদ ও সর্ব্বরোগ নাশক। বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক।

অথোপরসাঃ।

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঞ্জনং টঙ্কণং
রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্।
কাসীসং রসকং কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকং
সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্‌গুণৈঃ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, চুম্বক, ফট্‌কিরি, শঙ্খ, খড়ি, গেরিমাটী, হীরাকস, খর্পর, কড়ি, বালুকা, বোল, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্যে রসের কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলা যায়।

অথ হিঙ্গুলম্।

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং চিত্রাঙ্গং চূর্ণপারদম্।
দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ।
হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্‌গুণবানুত্তরোত্তরম্॥
চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ স পীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥
ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্।
হিঙ্গুলং তস্য সূতঞ্চ শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ॥

হিঙ্গুল।

হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ, এই গুলি হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার, যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ নামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক। চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাপুষ্পসদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

শোধিত হিঙ্গুল—তিক্ত-কষায়-কটু-রস, এবং ইহা চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক।

ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরু যন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ, সুতরাং পুনরায় তাহার শোধন করিবে না।

অথ গন্ধকঃ।

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি।
সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বলবসাপি চ॥
চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ।
রক্তো হেমক্রিয়াসুক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে॥
ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্লভঃ।
গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ॥
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডুবিসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ॥
অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং
করোতি তাপং বিষমং শরীরে।
সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ
শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্॥
("শ্রেষ্ঠঃ" হেমক্রিয়াদিষু সর্ব্বত্র প্রশস্ততরঃ।)

গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলবসা এই কয়েকটি গন্ধকের নাম। গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিতবর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ এবং ব্রণবিলেপন কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক, স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

গন্ধক—কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক ও রসায়ন এবং ইহা কণ্ডূ, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক।

অপরিশুদ্ধ গন্ধক—কুষ্ঠজনক, দেহের সন্তাপ কারক এবং ইহা সৌখ্য, রূপ, বল, ওজোধাতু ও শুক্রের নাশক এবং রক্তদুষ্টি কারক।

অথাভ্রম্।

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম।
মুক্তত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম॥
অজ্ঞানাদ্ভক্ষণং তস্য সংকুষ্ঠপ্রদায়কম্।
দর্দ্দুরন্ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম॥
গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ।
নাগস্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফূৎকারং পরিমুঞ্চতি॥
তদ্ভক্ষিতমবশ্যস্তু বিদধাতি ভগন্দরম।
বজ্রন্তু বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ।
সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ॥
অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্।
দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্॥
অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-প্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ॥
রোগান্ হন্তি দ্রঢয়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব।
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্॥
পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নৃণাং
কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্।
হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধ-
মভ্রত্বসিদ্ধং গুরুতাপদং স্যাৎ॥

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অভ্র আছে। তন্মধ্যে পিনাক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দলসঞ্চয় হয় অর্থাৎ স্তবকাকারে সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। দর্দ্দুর নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা গোল গোল আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই জাতীয় অভ্র ভক্ষণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। নাগাভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎকার সদৃশ শব্দ হয়, উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দররোগ জন্মে। বজ্রাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কোন প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। উহা অন্য সকল প্রকার অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্র—ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু নিবারক। উত্তরদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্র অত্যন্ত সত্ত্ববান ও গুণদায়ক। দক্ষিণ পর্ব্বতজাত অভ্র অল্পসত্ত্বসম্পন্ন ও অল্পগুণযুক্ত।

অভ্র—কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক এবং ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমিনাশক।

জারিত অভ্র নিত্য সেবিত হইলে তাহা রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, বীর্য্যবর্দ্ধক, দীর্ঘায়ুঃ ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুত্রজনক, অকাল-মৃত্যুনাশক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

অশোধিত অভ্র—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদ্গত ও পার্শ্বগত বেদনা উৎপাদক। অসিদ্ধ অভ্র গুরু ও শরীরের সন্তাপ উৎপাদক।

অথ হরিতালম্।

হরিতালন্তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রঞ্চাভ্রপত্রবৎ॥
পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্ গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্।
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথা গুরু॥

স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।
হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্বিষম্।
কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্॥
হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাং
সৃজতি চ বহুতাপানঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্।
বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যা-
দিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্॥

হরিতাল, তাল, আল ও তালক, এই কয়েকটি হরিতালের নাম। হরিতাল দুই প্রকার, পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল গুণে শ্রেষ্ঠ; পিণ্ডসংজ্ঞক হরিতাল উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। পত্রাখ্য হরিতাল—সুবর্ণবর্ণ, ভারবহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডাখ্য হরিতাল—স্তরহীন, পিণ্ডসদৃশ, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক। হরিতাল—কটু-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, কেশ ও ব্রণ নাশক।

অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল শরীরের লাবণ্যনাশক, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং ইহা বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদক।

অথ মনঃশিলা।

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥
মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

মনছাল।

মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি, এই কয়েকটি মনঃশিলার নাম। মনঃশিলা—গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, কটুতিক্তরস, স্নিগ্ধ এবং ইহা বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ ও রক্তদোষ নাশক। অবিশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি হয় এবং নিশ্চয়ই ক্রিমি, মলমূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পীতিকা।

পীতিকারুণনাগশ্চ সা স্যাদ্ ব্রণনিসূদনী।

মুদ্রাশঙ্খ।

পীতিকা ও অরুণনাগ, এই দুইটি মুদ্রাশঙ্খের নাম। ইহা ঈষৎ পীত বা অরুণবর্ণ। মুদ্রাশঙ্খ ক্ষত নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ সৌবীরম্।

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কপোতাঞ্জনমিত্যপি।
তৎ তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্॥
বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥
স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরং তৎ তু পাণ্ডুরম্।
স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ॥
কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি ছর্দ্দিবিষাপহম্।
সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ॥
স্রোতোঽঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ।
কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্॥

নীলসুর্ম্মা ও শ্বেতসুর্ম্মা।

অঞ্জন, যামুন ও কপোতাঞ্জন, এই তিনটি স্রোতোঽঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঽঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঽঞ্জন বল্মীকের শিখর-তুল্য আকৃতি বিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরদেশে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। সৌবীরাঞ্জন স্রোতোঽঞ্জনের তুল্য, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ।

স্রোতোঽঞ্জন—মধুর-কষায়-রস, চক্ষুর হিতকারক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং ইহা বমি, বিষ,

স্নিগ্ধ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক। সৌবীরাঞ্জনও স্রোতোঽঞ্জনসদৃশ গুণদায়ক, কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঽঞ্জনই উৎকৃষ্ট।

অথ টঙ্কণঃ।

টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ॥
(অয়মুপরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ।)

সোহাগা।

সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা কফঘ্ন ও বাতপিত্তজনক।

অথ স্ফটী।

স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা।
দৃঢ়রঙ্গা রঙ্গদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে॥
স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী॥

ফট্‌কিরি।

স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা এই কয়েকটি ফট্‌কিরির নাম। ফট্‌কিরি—কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, যোনিসঙ্কোচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বীসর্পরোগ নাশক।

অথ রাজাবর্ত্তঃ।

রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ।
রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ॥

রাজাবর্ত্ত (স্ফটিকবিশেষ)—কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং ইহা প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ চুম্বকঃ

চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লোহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ॥

যে কান্ত দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কান্তপাষাণ ও চুম্বক বলে। চুম্বক—লেখন, শীতবীর্য্য এবং ইহা মেদ, বিষ ও গরদোষ নাশক।

অথ গৈরিকং স্বুবর্ণ-গৈরিকঞ্চ।

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা।
স্বুবর্ণ-গৈরিকস্ত্বন্যৎ ততো রক্ততরং হি তৎ॥
গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফহিক্কাবিষাপহম্॥

গেরিমাটী।

গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ এই কয়েকটি গেরিমাটীর সংস্কৃত নাম। গৈরিক দুই প্রকার—সামান্য গৈরিক ও স্বুবর্ণ গৈরিক। সামান্য গৈরিক অপেক্ষা স্বুবর্ণ-গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ। এই উভয় প্রকার গৈরিকই—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা দাহ, পিত্ত, রক্ত-দোষ, কফ, হিক্কা ও বিষ নাশক।

অথ খটী গৌরখটী চ।

খটিকা কঠিনী চাপি লেপনী চ নিগদ্যতে।
খটিকা দাহজিচ্ছ্রাস্ত্রা মধুরা বিষশোথজিৎ॥
লেপাদেতদ্‌গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা।
খটী গৌরখটী দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে॥

খড়ী।

খটিকা, কঠিনী ও লেখনী, এই কয়েকটি খড়ীর সংস্কৃত নাম। খটিকা—মধুররস ও শীতল; ইহা লেপনে দাহ বিষ ও শোথ নষ্ট করে। ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার ন্যায় গুণদায়ক হয়। খটিকা দুই প্রকার। সামান্য খটী ও গৌর-খটী, ইহারা উভয়েই তুল্যগুণ।

অথ বালুকা।

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম-শর্করা শীতলাপি চ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী॥

বালুকা, সিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা, এই কয়েকটি বালুকার নাম। বালুকা—লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত বিনাশক।

অথ খর্পরীতুত্থম্।

খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যৎ তদ্রসকং স্মৃতম্।
যে গুণাস্তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ॥

খর্পরীতুত্থক তুঁতিয়ার ভেদমাত্র। রসক ইহার নামান্তর। তুঁতিয়ার যেরূপ গুণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অথ কাশীশম্।

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি।
তদেব কিঞ্চিৎ পীতন্তু পুষ্পকাশীশমুচ্যতে॥
কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা।
বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্র-নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

হীরাকস্।

কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ, এই কয়েকটি হীরাকসের সংস্কৃত নাম। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ কাশীশকে পুষ্পকাশীশ বলে। হীরাকস্—অম্ল-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কেশের হিতকর এবং ইহা বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগ নাশক।

অথ সৌরাষ্ট্রী।

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাঙ্ক্ষী মৃত্তালকসুরাষ্ট্রজে।
আঢ়কী চাপি সা খ্যাতা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা।
স্ফটিকায়া গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাঙ্ক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা, এই কয়েকটি সৌরাষ্ট্রীর নাম। ফট্‌কিরির যে গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকাতেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে।

অথ কৃষ্ণমৃত্তিকা।

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্র-প্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥

কৃষ্ণমৃত্তিকা—ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ চূর্ণম্।

চূর্ণোঽস্ত্রী চূর্ণকং বাত-শ্লেষ্মমেদঃ-প্রশান্তিকৃৎ।
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ গ্রহণীঞ্চ ব্রণং ক্রিমীন্॥
চতুষ্কমিতে চূর্ণে তোয়ে পঞ্চ শরাবকে।
ক্ষিপ্তে চূর্ণোদকং তৎ স্যাৎ প্রহরদ্বয়সংস্থিতম্॥
সদুগ্ধং চূর্ণসলিলং মধুমেহে হিতং মতম্।
অম্লপিত্তে চ শূলে চ পথ্যমপ্যৌষধঞ্চ তৎ॥

চূণ।

চূর্ণ ও চূর্ণক এই দুইটি চূর্ণের সংস্কৃত নাম। চূর্ণ—বাতশ্লেষ্মা, মেদোরোগ, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা পরিমিত চূর্ণ, দশ সের জলে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে চূর্ণোদক প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণোদক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মধুমেহরোগে উপকার হয়। ইহা অম্লপিত্ত ও শূলরোগে পথ্য ও ঔষধ।

অথ কর্দ্দমঃ।

কর্দ্দমো দাহপিত্তাস্রশোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ॥

কর্দ্দম—দাহ, পিত্তজ রোগ ও শোথনাশক; শীতবীর্য্য এবং সারক।

অথ বোলম্।

বোলং গন্ধরসং প্রাণ-পিণ্ডগোপরসাঃ সমাঃ।
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্॥
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ দাহস্বেদত্রিদোষজিৎ।
জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥

গন্ধবোল।

বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস, এই কয়েকটি বোলের পর্য্যায়। বোল—রক্ত-

নাশক, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, অগ্নির দীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্ত রস, গর্ভাশয়-বিশোধক এবং ইহা দাহ, স্বেদ, ত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠ নাশক।

অথ কঙ্কুষ্ঠম্।

কঙ্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্।
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটুষ্ণং বর্ণকারকম্।
ক্রিমিশোথোদরাধ্মান-গুল্মানাহকফাপহম্॥

কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক, এই কয়েকটি কঙ্কুষ্ঠের নাম। কঙ্কুষ্ঠ—রেচক, তিক্ত-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণপ্রদ এবং ইহা ক্রিমি, শোথ, উদর, আধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফ নাশক।

অথ রত্নানাং নিরুক্তিঃ।

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

ধনাভিলাষী সমস্ত লোকই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয়, এ কারণ শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন।

অথ রত্নানাং নিরূপণম্।

রত্নং গারুত্মতং পুষ্প-রাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

রত্ন নয়টি, যথা—হীরা, গারুত্মত (পান্না), পুষ্পরাগমণি, মাণিক্য (পদ্মরাগ), ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি), গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল।

অথ হীরকঃ।

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ।
স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥
পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ॥
শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ॥
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ॥
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ॥
তেষ্বপি স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ॥
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ॥
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা।
পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর, এই কয়েকটি হীরার নাম। হীরক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ, এই চারি প্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্র নামে কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ (শ্বেতবর্ণ হীরক) প্রশস্ত, ইহা সমস্ত ক্রিয়াতে সিদ্ধিদায়ক; ক্ষত্রিয়জাতি (রক্তবর্ণ) হীরক রোগনাশক এবং জরা ও অকালমৃত্যু নিবারক, বৈশ্য-জাতীয় (পীতবর্ণ) হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক এবং শূদ্রজাতীয় (কৃষ্ণবর্ণ) হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। স্ত্রী, পুং ও নপুংসকভেদেও হীরকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যথা—যে হীরক সুন্দর-গোলাকার, সম্পূর্ণফলপ্রদ, জ্যোতির্ম্ময়, বৃহত্তর এবং রেখা বা বিন্দুবিহীন, তাহাকে পুংজাতি; যে হীরক রেখা বা বিন্দু সমন্বিত ও ষট্কোণ, তাহাকে স্ত্রীজাতীয় এবং যে হীরক তিনটি কোণ সমন্বিত ও সুদীর্ঘ,

তাহাকে নপুংসক জাতীয় বলে। এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে রসবন্ধনকারিদিগের পক্ষে পুরুষজাতীয় হীরক উৎকৃষ্ট, স্ত্রীজাতি হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভাসম্পাদক ও সুখ-প্রদায়ক এবং নপুংসক জাতীয় হীরক বীর্য্য-বিহীন, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীজাতীয় হীরক ও ক্লীবলোকদিগকে নপুং-সক-জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুং-জাতীয় হীরক সকলেরই ব্যবহারোপযোগী ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অশোধিত ও অমারিত হীরক—কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব উৎপাদক; অত-এব উহা শোধনমারণপূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অথ মারিতবজ্রগুণাঃ।

আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥

মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ুঃ, শরীরের পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ হরিন্মণিঃ।

গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ॥

গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ এবং হরিন্মণি, এই কয়েকটি পান্নার নাম।

অথ মাণিক্যম্‌।

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্‌।

মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, এই কয়েকটি মাণিক্যের পর্য্যায়।

অথ পুষ্পরাগঃ।

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্বাচস্পতিবল্লভঃ॥

পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ, এই কয়েকটি পুষ্পরাগ মণির নাম।

অথেন্দ্রনীলং গোমেদশ্চ।

নীলং অথেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্‌॥

নীল ও ইন্দ্রনীল, এই দুইটি ইন্দ্রনীলমণির এবং গোমেদ ও পীতরত্ন, এই দুইটি গোমেদ মণির নাম।

অথ বৈদূর্য্যম্‌।

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্‌॥

বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ, এই গুলি বৈদূর্য্যমণির পর্য্যায়।

অথ মৌক্তিকম্‌।

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ॥
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্‌জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।
মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদম্‌॥
মুক্তা কষায়া স্বাদ্বী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী।
বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজ-যক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী।
স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাদ্‌ গ্রহপাপনুৎ॥

মুক্তা।

মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল, এই কয়েকটি মুক্তার পর্য্যায়। শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বেণু, এই কয়েকটি মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান্‌। মুক্তা—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলকারক ও শরীরের পুষ্টিসম্পাদক এবং ইহা কষায়-মধুররস, বল ও পুষ্টি কারক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, বিষ ও রাজযক্ষ্মা নাশক। ইহা স্ত্রীদিগের কান্তি ও রতি বৃদ্ধি করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপের নাশ হয়।

অথ প্রবালঃ।

প্রবালোঽস্ত্রী ভৌমরত্নং রক্তাকারো লতামণিঃ।
বিদ্রুমোঽঙ্গারকমণী রক্তাঙ্গাম্ভোধিবল্লভৌ॥
প্রবালো মধুরোঽম্লশ্চ কষায়শ্চ সরো হিমঃ।
চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তাদি-দোষঘ্নঃ কাসনাশনঃ॥
ধৃতোঽসৌ যোষিতাং বীর্য্য-কান্তিকৃদ্রতিবর্দ্ধনঃ।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনো গ্রহদোষনিবর্হণঃ॥

পর্য্যা।

ভৌমরত্ন, রক্তাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি রক্তাঙ্গ ও অম্ভোধিবল্লভ, এই গুলি প্রবালের পর্য্যায়। প্রবাল—মধুর-অম্ল-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফপিত্তাদি দোষনাশক ও কাসহর। প্রবাল অঙ্গে ধারণ করিলে স্ত্রীলোকদিগের বীর্য্য, কান্তি ও রতি বর্দ্ধন করে। ইহা পাপ অলক্ষ্মী এবং গ্রহদোষ নাশক।

অথ রত্নানাং গুণাঃ।

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুম ধুরাণি সরাণি চ।
চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ॥
মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ॥
মাণিক্যন্তরুণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগো-
র্মাহেয়স্য তু বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্।
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনে-
র্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে॥

শোধিত সমস্ত রত্নই ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য্য ও বিষনাশক। অঙ্গধৃত রত্ন—মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহ-দোষ নাশক।

রবিগ্রহের প্রতীকারার্থ মাণিক্য, সোম-গ্রহের প্রতীকার নিমিত্ত সুজাত ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলগ্রহের প্রতীকার নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের সন্তোষার্থ পান্না, বৃহস্পতির সন্তোষার্থ পুষ্পরাগ, শুক্রের সন্তোষার্থ হীরক, শনিগ্রহের সন্তোষার্থ নির্ম্মল ইন্দ্রনীলমণি, রাহু-গ্রহের সন্তোষ নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের সন্তোষ জন্য বৈদূর্য্য মণি ব্যবহার করিবে।

অথোপরত্নানাং নিরূপণম্।

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ।
মুক্তাশুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥

কাচ, কর্পূরাশ্ম, মুক্তাশুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতি অনেক প্রকার উপরত্ন আছে।

গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

রত্নের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, উপ-রত্নেরও গুণ তদ্রূপ জানিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রত্ন অপেক্ষা উপরত্নে ঐ সকল গুণ কিছু ন্যূনভাবে অবস্থিতি করে।

অথ বিষাণি।

বিষস্তু গরলং ক্ষ্বেড়ন্তস্য ভেদানুদাহরে।
বৎসনাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥

বিষ, গরল ও ক্ষ্বেড়, এইগুলি বিষের পর্য্যায়। বিষ নয় প্রকার, যথা—বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র।

অথ বৎসনাভঃ।

সিন্ধুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা।
যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥

যে বিষবৃক্ষের পত্র নিসিন্দাপত্রের তুল্য ও যাহার আকৃতি বাছুরের নাভির ন্যায় হয় এবং যে বিষবৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বৎসনাভ বিষ বলা যায়।

অথ হারিদ্রঃ।

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ॥

যে বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূল সদৃশ, তাহার নাম হারিদ্র বিষ।

অথ সক্তুকঃ।

যদ্গ্রন্থিঃ সক্তুকৈনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ ॥

যে বিষবৃক্ষের গ্রন্থিসমূহ সক্তুকতুল্য চূর্ণ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার নাম সক্তুক।

অথ প্রদীপনঃ।

বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ।
মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ ॥

যে বিষ রক্তবর্ণ, দীপ্তিশীল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং যাহা সেবিত হইলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রদীপন বিষ বলে।

অথ সৌরাষ্ট্রিকঃ।

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে ॥

সৌরাষ্ট্রিক বিষ সুরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়।

অথ শৃঙ্গিকঃ।

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥

দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন—যে বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিলে সেই গাভীর দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম শৃঙ্গিক বিষ।

অথ কালকূটঃ।

দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ ॥
নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কৌঙ্কণে মলয়ে ভবেৎ ॥

প্রবাদ আছে, দেব-দৈত্যের যুদ্ধে দেবতা কর্ত্তৃক আহত পৃথুমালী দৈত্যের যে রক্ত পতিত হইয়াছিল, ঐ রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষাকৃতি একটি বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষবৃক্ষের নির্য্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া থাকেন। উহা শৃঙ্গবের, কোঁকণ ও মলয় দেশে উৎপন্ন হয়।

অথ হালাহলঃ।

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ ॥
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোঙ্কণেঽপি চ জায়তে ॥

যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষা সদৃশ ও গুচ্ছাকার এবং যাহার পত্র তালপত্রবৎ, যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ বলে। ইহা কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয়, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি এবং কোকণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়।

অথ ব্রহ্মপুত্রঃ।

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাৎ তথা ভবতি সারতঃ।
ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে ॥
ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ।
বৈশ্যঃ পীতোঽসিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে।
বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দষ্টাবধায় হি ॥
বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্‌যোগবাহি মদাবহম্ ॥
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ ॥

ব্রহ্মপুত্র নামক বিষবৃক্ষের বর্ণ এবং সারভাগ কপিলবর্ণ। উহা মলয় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জাতিভেদে এই বিষ চারিপ্রকার। যাহা পাণ্ডুরবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ, যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়, যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য এবং

যে বিষ কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্রজাতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ রসায়ন কার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীর-পোষণে ও বৈশ্য কুষ্ঠবিনাশনে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।

বিষ—প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণযুক্ত (অগ্রে উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়), বিকাশিগুণান্বিত (ওজোধাতু শোষণানন্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়), অগ্নিগুণাধিক্যপ্রদ, বাতঘ্ন, কফনাশক, যোগবাহী (যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে) এবং মত্ততাজনক। (তমোগুণাধিক্য প্রযুক্ত বুদ্ধিবিনাশক)।

ঐ বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণপ্রদ, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বিষের তীব্রতর যে সকল অনিষ্ট-জনক দুর্গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শোধন করিলে তাহার বীর্য্য কমিয়া যায়। অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অথামৃতম্।

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী চামৃতং বিষনামকম্।
অমৃতং তিক্তকটুকং স্বেদনং মূত্রলমেব চ।
আগ্নেয়ং বেদনাঘ্নঞ্চ সাদনং শূলনাশনম্।
অভিঘাতরুজং হন্তি বীসর্পং কফজান্ গদান্॥
বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোত্তবং জ্বরম্।
আমবাতং মহাঘোরং হৃদ্রোগমপি দারুণম্॥

মিঠাবিষ।

নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃত ও বিষবাচক সমস্ত শব্দ মিঠাবিষের নামান্তর। মিঠাবিষ—তিক্তকটুরস, স্বেদজনক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বেদনানাশক, অবসাদক ও শূলনাশক। ইহা দ্বারা অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কফজ ও বাতজ রোগসমূহ, সন্নিপাতজ জ্বর, উৎকট আমবাত ও দারুণ হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

অথোপবিষাণাং নিরূপণম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনো ধুস্তূরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥

আকন্দের আটা, মনসাসিজের আটা, ঈশলাঙ্গলা, করবী, কুঁচ, অহিফেন ও ধুস্তূর এই সাতটি উপবিষ।

ইতি ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ।

অথ ধান্যবর্গঃ।

অথ শালিধান্যস্য লক্ষণম্।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ॥

যে সকল হৈমন্তিক ধান্য কণ্ডন অর্থাৎ ছাঁটন ব্যতীতও শ্বেতবর্ণ, তাহাদিগকে শালি ধান্য কহে।

অথ তেষাং গুণাঃ।

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চসঃ।
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ।
অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা॥

শালিধান্যের গুণ।

শালিধান্য সমূহ—মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতা কারক, লঘুপাকী, রুচিকর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু ও কফের কিঞ্চিৎ বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক ও মূত্রবর্দ্ধক।

অথ রক্তশালের্গুণাঃ।

রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড়্জ্বরাপহঃ॥
বিষব্রণশ্বাসকাস-দাহনুদ্বহ্নিপুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥

দাউদখানির গুণ।

শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালিধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রকারক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহ নিবারক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্য, রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত।

অথ ষষ্টিকানাং লক্ষণং গুণাশ্চ।

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।
ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ॥

ষষ্টিক ধান্যসমূহের লক্ষণ ও গুণ।

গর্ভস্থ অবস্থাতেই যে ধান্য পক্ব হয়, তাহাকে ষষ্টিক ধান্য কহে। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং ইহা শালিধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

অথ ষষ্টিকায়া গুণাঃ।

ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ।
স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী।
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে॥

ষাটিধান্যের গুণ।

ষষ্টিক-ধান্যসমূহের মধ্যে ষাটিধান্য শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, মৃদু-বীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং ইহা রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত। অন্যান্য ষষ্টিক ধান্য সকল ইহা অপেক্ষা অল্পগুণ।

অথ শূকধান্যগুণাঃ।

অথ যবঃ।

যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ।
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রূক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ।
বহুবাতমলো বর্ণ-স্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ॥
কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ-পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ।
পীনসশ্বাসকাসোরু-স্তম্ভলোহিততৃট্প্রণুৎ॥

যবের গুণ।

যব—কষায়-মধুর-রস, শীতল, লেখন-গুণযুক্ত, মৃদুবীর্য্য, ব্রণরোগে তিলের ন্যায়

হিতকর, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং ইহা কণ্ঠরোগ, চর্ম্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদঃ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণা নাশক।

অথ গোধূমস্য গুণাঃ।

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ॥
(কফপ্রদো নবীনো ন তু পুরাণঃ)।

গোধূমের গুণ।

গোধূম—মধুররস, শীতবীর্য্য, বাতপিত্ত-নাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণরোগে হিতকর, রুচিজনক এবং ইহা শরীরের স্থিরতা-সম্পাদক। (নূতন গোধূমই কফকারক, পুরাতন গোধূম কফকর নহে)।

অথ মুদ্গস্য গুণাঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥
মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ।
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

মুগের গুণ।

মুদ্গ—রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফপিত্ত-হারক, শীতবীর্য্য, মধুররস, অল্পবায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। বনজ মুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানা প্রকার মুগ আছে। ইহারা পূর্ব্বাপরক্রমে লঘু অর্থাৎ রক্তবর্ণ মুগ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মুগ লঘু, শ্বেতবর্ণ মুগ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। কিন্তু সুশ্রুত বলেন, হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি মুনিগণেরও সেই মত।

অথ মাষস্য গুণাঃ।

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥
ভিন্নমূত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥
কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ॥

মাষকলায়ের গুণ।

মাষকলায়—গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের অত্যন্ত উপচয়-কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূল নাশক। মাষকলায়, দধি, বেগুণ ও মৎস্য এই চারিটি দ্রব্যই কফপিত্ত-কারক।

অথ রাজমাষস্য গুণাঃ।

রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণঃ সরঃ।
রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যো ভূরিবলপ্রদঃ॥
শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ॥

বরবটীর গুণ।

বরবটী—গুরু, মধুর-কষায়-রস, তৃপ্তি-কারক, সারক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, রুচিপ্রদ, স্তন্যজনক ও অতীব বলকারক। ইহা শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ ভেদে তিন প্রকার হয়। তাহার মধ্যে যে গুলির দানা বড়, সেই গুলিই উৎকৃষ্ট জানিবে।

অথ মসূরগুণাঃ।

মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্রূক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ॥

মসূরের গুণ।

মসুর—মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরনাশক।

অথাঢ়কীগুণাঃ।

আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ।
গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ॥

অড়হরের গুণ।

অড়হর—কষায়-মধুর-রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

অথ চণকগুণাঃ।

চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ।
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ॥
স চাঙ্গারেণ সংভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্গুণঃ।
আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শুষ্কভৃষ্টোঽতিরূক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপনঃ।
স্বিন্নঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভকরো মতঃ॥
আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তরক্তহরো হিমঃ।
কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ॥

ছোলার গুণ।

ছোলা—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, কষায়রস, বিষ্টম্ভী, বাতজনক এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ কফ ও জ্বর নাশক। অঙ্গারভৃষ্ট এবং তৈলভৃষ্ট ছোলাও উক্তবিধ গুণযুক্ত। ছোলা জলে ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রুচিজনক হয়। শুষ্কভর্জ্জিত ছোলা অত্যন্ত রুক্ষ, বাতপ্রকোপক ও কুষ্ঠজনক। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফ নাশক। ছোলার সূপ অর্থাৎ ডাল উদরের ক্ষোভকারক। অপক্ব ও কোমলতর ছোলা—রুচিকারক, শীতবীর্য্য, কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ কলায়গুণাঃ।

কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ॥

মটরের গুণ।

মটর—মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য।

অথ ত্রিপুটগুণাঃ।

ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্।
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ॥

খেসারীর গুণ।

খেসারী—মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, অতীব রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য এবং ইহা খঞ্জতা ও পঙ্গুতা কারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

অথ কুলত্থগুণাঃ।

কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ।
লঘুর্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্।
হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্র-দাহানাহান্ সপীনসান্।
স্বেদসংগ্রাহকো মেদো-জ্বরক্রিমিহরঃ পরঃ॥

কুলথ কলায়ের গুণ।

কুলথকলায়—কটুবিপাক, কষায়রস, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্মরোধক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদোরোগ, জ্বর ও ক্রিমি নাশক।

অথ তিলগুণাঃ।

তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ।
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ॥

বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ।
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ॥
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্লো মধ্যমঃ সিতঃ।
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥

তিলের গুণ।

তিল—কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, গুরু, কটু ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্ত-নাশক, বলকর, কেশ্য, শীতলস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, অল্পমূত্রকারী, মলসংগ্রাহক, বাতঘ্ন এবং অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রকর। শুক্লতিল মধ্যমগুণযুক্ত। রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত অল্পগুণযুক্ত।

অথাতসীগুণাঃ।

অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুর্ব্বী চোষ্ণা বলপ্রদা।
পাকে কট্বী চ তিক্তা চ কফবাতব্রণাপহা॥
পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ।
পর্ণমস্যাঃ কাসকফ-বাতহৃদ্ বীজকং তথা॥

মসিনার গুণ।

মসিনা—তিক্ত-মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বলপ্রদ, কটুবিপাক এবং ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠশূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ ও ব্রণরোগ নাশক। ব্রণে মসিনার পুলটিস দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। মসিনাপত্র, কাস, কফ ও বায়ুনাশক। মসিনাবীজও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত।

অথ সর্ষপগুণাঃ।

সর্ষপঃ কটুকঃ স্নেহস্তন্তুভশ্চ কদম্বকঃ।
গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে॥
সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠকোঠক্রিমিগ্রহান্।
যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ॥

সরিষার গুণ।

সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক এই গুলি সরিষার নাম। গৌরসর্ষপকে পণ্ডিত-গণ সিদ্ধার্থ কহেন। সর্ষপ—তিক্ত-কটু-রস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফবাত-বিনাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি ও গ্রহদোষ নাশক। রক্ত ও গৌর বর্ণভেদে সর্ষপ দ্বিবিধ। উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্যগুণ, তবে রক্তসর্ষপ অপেক্ষা গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

অথ রাজিকাগুণাঃ।

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণ-গন্ধা ক্ষুজ্জনিকাসুরী।
ক্ষবঃ ক্ষুতাভিজনকঃ ক্রিমিহৃৎ কৃষ্ণসর্ষপঃ॥
রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডুকুষ্ঠকোঠক্রিমীন্ হরেৎ।
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা॥

রাইসর্ষপের গুণ।

রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী, এইগুলি রাইসর্ষপের এবং ক্ষব, ক্ষুতাভি-জনক, ক্রিমিহৃৎ ও কৃষ্ণসর্ষপ এইগুলি কৃষ্ণবর্ণ রাইসর্ষপের নাম। রাইসর্ষপ—কফপিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকারক, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিকারক এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমি নিবারক। কৃষ্ণসর্ষপও উক্তবিধ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা অতিতীক্ষ্ণ।

অথ নূতন-পুরাতন-ধান্য-যব-গোধূমাদীনাং গুণাঃ।

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্।
তৎ তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ॥
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
নতু ত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্॥
এতেষু যবগোধূম-তিলমাষা নবা হিতাঃ।
পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথাগুণকারিণঃ॥

(পুরাণা বর্ষদ্বয়াদুপরি-স্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বস্থান্ প্রতি হিতাঃ। পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ।)

নূতন ও পুরাতন ধান্য, যব ও গোধূম-প্রভৃতির গুণ।

নূতন ধান্য—মধুররস, গুরু ও শ্লেষ্মকর। সংবৎসরোষিত ধান্য লঘু হয় বলিয়া সুপথ্য। সকল ধান্যই একবৎসরের পুরাতন হইলে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বীর্য্য পরিত্যাগ করে না। একবৎসরের পর ক্রমশঃ বীর্য্য ত্যাগ করিতে থাকে।

যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতন হিতকর, পুরাণ অর্থাৎ দুই বৎসর অতিক্রম করিলে বিরস ও রুক্ষ হয় এবং পূর্ব্ববৎ গুণ থাকে না। (নূতন যব-গোধূমাদি সুস্থদেহী ব্যক্তির এবং পুরাতন যবগোধূমাদি পথ্যভোজিদিগের পক্ষে প্রশস্ত)।

অথ ক্ষুদ্রধান্যম্।

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্।
ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥
মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্।
বাতকৃদ্ বদ্ধবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥

ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য, এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্রধান্য—ঈষদুষ্ণ, কষায়-মধুর-রস, কটুবিপাক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ নাশক।

অথ কঙ্গুঃ।

স্ত্রিয়াং কঙ্গুপ্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা।
পীতা চতুর্বিধা কঙ্গুস্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা॥
কঙ্গুস্তু ভগ্নসন্ধান-বাতকৃদ্বৃংহণী গুরুঃ।
রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ভৃশম্॥

কাঙ্নীধান বা কাঙ্নীদানা।

কঙ্গুধান্য চারি প্রকার, যথা—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত। ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই শ্রেষ্ঠ। প্রিয়ঙ্গু ও কঙ্গু এই দুইটী ইহার পর্য্যায়।

কাঙ্নীদানা—ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাতজনক, বৃংহণ, গুরুপাক, রুক্ষ, অতিশয় শ্লেষ্মনাশক ও অশ্বগণের বিশেষ হিতকর।

অথ শ্যামা।

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ॥

শ্যামা ধান।

ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতজনক ও কফ-পিত্তনাশক।

অথ কোদ্রবঃ।

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ।
কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ॥
উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্॥

কোদো ধান্য।

কোদ্রব ও কোরদূষ এই দুইটী কোদো-ধানের এবং উদ্দাল ও বনকোদ্রব এই দুইটী বনজ কোদোধান্যের নামান্তর। কোদো ধান্য—বাতজনক, সংগ্রাহী, শীতল ও পিত্ত-কফনাশক। বনজ কোদ্রব—উষ্ণবীর্য্য, গ্রাহী এবং অত্যন্ত বাতজনক।

অথ পবনালঃ।

পবনালো হিমঃ স্বাদু-লোহিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ।
অবৃষ্যস্তুবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ॥

দেধান বা জনার।

ইহা শীতল ও মধুর-কষায়-রস, লোহিত-বর্ণ, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, ক্লেদ-জনক ও লঘু।

ইতি ধান্যবর্গঃ॥

অথ শাকবর্গঃ।
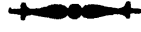
অথ শাকানাং গুণাঃ।

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ॥
শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং
বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং
হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥
শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগা-
স্তে হেতবো দেহবিনাশনায়।
তস্মাদ্বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু
কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ॥

শাকের সাধারণ গুণ।

প্রায় সমস্ত শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলজনক এবং মল ও বায়ু নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি বিনষ্ট করে। এবং ইহা অকালে বার্দ্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু, অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন। অম্লেও প্রায় এই সকল দোষ বর্ত্তমান থাকে।

অথ বাস্তুকদ্বয়স্য গুণাঃ।

বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্।
দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্।
সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃ-ক্রিমিদোষত্রয়াপহম্॥

বেতো শাকের গুণ।

বেতো শাক দুই প্রকার, উভয় প্রকার বেতো শাকই—মধুররস, ক্ষারযুক্ত, কটুবিপাক, অগ্নি-প্রদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং ইহা প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ পোতকীগুণাঃ।

পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ।
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রাশুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥

পুঁইশাকের গুণ।

পুঁইশাক—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ু ও পিত্ত নাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক।

অথ তণ্ডুলীয়গুণাঃ।

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

চাঁপানটে শাকের গুণ।

চাঁপানটে—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলমূত্র-প্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদুষ্টি ও বিষ নাশক।

অথ পালঙ্ক্যা গুণাঃ।

পালঙ্ক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস-পিত্তরক্তবিষাপহা॥

পালঙ্ শাকের গুণ।

পালঙ্ শাক—বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং ইহা মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

অথ কালশাকগুণাঃ।

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ।
বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্॥

কালশাকের গুণ।

নাড়িক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক এই তিনটি কালশাকের পর্য্যায়। কালশাক—মলাদির প্রবর্ত্তক, রুচিকর, বায়ুজনক, কফ ও শোথ নাশক, বলকারক, মেধাবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্ত-নাশক ও শীতবীর্য্য।

অথ পট্টশাকগুণাঃ।

নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥

পাটশাক—রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক।

অথ কলম্বীগুণাঃ।

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলমী শাকের গুণ।

কলমীশাক—স্তনদুগ্ধজনক, মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ লোণীবৃহল্লোণীগুণাঃ।

লোণী রূক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ।
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী॥
ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ।
বাগ্দোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ।
শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা॥

ছোট ও বড় লুণে শাকের গুণ।

ছোট লুণে—রুক্ষ, গুরু, অগ্নিদীপক, অম্ল-রস, লবণাস্বাদ এবং ইহা অর্শোরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষ নাশক।

বড় লুণে,—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক এবং ইহা শোথ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহা দ্বারা কফ, পিত্ত, চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

অথ চাঙ্গেরীগুণাঃ।

চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ-কুষ্ঠাতিসারনাশিনী॥

আমরুলের গুণ।

আমরুল—অগ্নিদীপক, রুচিকর, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অম্লরস এবং ইহা কফ, বাত, গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসার নিবারক।

অথ চুক্রাগুণাঃ।

চুক্রা ত্বম্লতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী॥

চুকাপালঙের গুণ।

চুকাপালঙ্—অত্যম্ল-মধুর-রস, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। ইহা বেগুণের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচি-জনক হয়।

অথ হিলমোচিকাগুণাঃ।

শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥

হেলেঞ্চাশাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশক।

অথ সুনিষণ্ণগুণাঃ।

শাকো জলাম্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে।
সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ॥
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ।
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ॥

সুষুণিশাকের গুণ।

সুষুণিশাক—সজল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিটি দল, তজ্জন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী

বলে। সুষুণি—শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বীর্য্যকারক, রুচিপ্রদ এবং ইহা মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রম নিবারক।

অথ মূলকপত্রগুণাঃ।

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্।
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ॥

মূলার পত্রের গুণ।

মূলার নূতন পত্র—পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি স্নেহের সহিত সম্যক্‌রূপে পাক করা হইলে ত্রিদোষনাশক, কিন্তু সিদ্ধ না হইলে কফপিত্তবর্দ্ধক হয়।

অথ যবানীশাকগুণাঃ।

যবানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ॥

যোয়ান শাকের গুণ।

যোয়ান শাক—অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, বায়ু ও কফ নাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-রস, লঘু, পিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক।

অথ পটোলপত্রগুণাঃ।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

পল্‌তার গুণ।

পল্‌তা—পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগ নিবারক।

অথ কাসমর্দ্দগুণাঃ।

কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাপ্রণুৎ।
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু॥

কালকাসিন্দের গুণ।

কাসমর্দ্দ পত্র—রুচিজনক, বৃষ্য এবং কাস, বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। ইহা পাচক, মধুররস, কণ্ঠশোধক, সংগ্রাহী ও লঘু এবং বিশেষতঃ কাস ও পিত্তদুষ্টি নাশক।

অথ চণকশাকগুণাঃ।

রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ্দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুদ্দন্তশোথহৃৎ॥

ছোলাশাকের গুণ।

ছোলাশাক—রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফ-বাতবর্দ্ধক, অম্লরস, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত ও দন্তশোথ নিবারক।

অথ কলায়শাকগুণাঃ।

কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ॥

মটরশাকের গুণ।

মটরশাক—ভেদক, লঘু, তিক্তরস ও ত্রিদোষ নাশক।

অথ সর্ষপশাকগুণাঃ।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষজিৎ।
সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্॥

সর্ষপশাক—ঈষৎ ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু-মধুর-রস, মলমূত্রবর্দ্ধক, গুরু, অম্লবিপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষনাশক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। ইহা সমস্ত শাক হইতে নিকৃষ্ট।

অথ ভদ্রবল্লীগুণাঃ।

ভদ্রবল্লী শীততিক্তা কটু বিষমশোফহৃষ্টপাদিকা।
ব্রণং তথাময়ং নাড়ী-ব্রণমেষা বিনাশয়েৎ॥

হাপরমালীর গুণ।

ভদ্রবল্লী, শীতভীরু, ভূমিমণ্ড ও অষ্টপাদিকা এইগুলি হাপরমালীর পর্য্যায়। হাপরমালী—ভগ্ন, ক্ষত ও নাড়ীব্রণে প্রযুক্ত হয়।

অথ হস্তিশুণ্ডীগুণাঃ।

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা।
শুণ্ডী কটূষ্ণা তথোক্তা চ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ॥

হাতীশুঁড়ার গুণ।

হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা, এই গুলি হাতীশুঁড়ার পর্য্যায়। হাতীশুঁড়া—কটু, উষ্ণ ও সন্নিপাতজ্বর-নাশক।

অথ মুক্তবর্চোগুণাঃ।

মুক্তবর্চ্চাস্তথা রুদ্রা বাস্তিকৃচ্চ বিরেচনী।
কাসশ্বাসগরঘ্নী চ জ্বরহৃৎ কফবাতনুৎ॥
এতস্যাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ।
পায়ুলেপাৎমলোৎসারী কথো বালেষু যুজ্যতে॥

মুক্তবর্ষী, মুক্তবরী বা বিড়ালহাঁচির গুণ।

মুক্তবর্চ্চা ও রুদ্রা এই দুইটি মুক্তবর্ষীর পর্য্যায়। মুক্তবর্ষী—বমনকারক, বিরেচক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষরোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার রস পান করিলে কফ নির্গত ও বমন হইয়া থাকে। মুক্তবর্ষী বাটিয়া গুহ্যদেশে লেপন করিলে বিরেচন হয়। শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

অথাগস্তিপুষ্পস্য গুণাঃ।

অগস্তিকুসুমং শীতং চতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ।
পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্॥

বকপুষ্পের গুণ।

বকপুষ্প—শীতবীর্য্য, চতুর্থক জ্বরনাশক, রাত্র্যান্ধ্য-(রাত্‌কাণা)-নিবারক, তিক্ত-কষায় রস, কটুবিপাক এবং ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাত প্রশমক।

অথ কদলীপুষ্পগুণাঃ।

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥

মোচার গুণ।

মোচা—স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, গুরু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় বিনাশক।

অথ শোভাঞ্জনপুষ্পগুণাঃ।

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথকৃৎ।
ক্রিমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ।
মধুশিগ্রোস্তুক্ষিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

শজিনাপুষ্পের গুণ।

শজিনাপুষ্প—কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথকারক এবং ইহা ক্রিমি, কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

রক্তশজিনাপুষ্প—চক্ষুর হিতকর এবং রক্তপিত্তেরও প্রসাদক।

অথ কুষ্মাণ্ডগুণাঃ।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতো-রোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

কুমড়ার গুণ।

কুমড়া—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক। কচিকুমড়া—পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম (মাঝারি) কুমড়া,—কফকারক। পক্ক কুমড়া—নাতিশীতল, সক্ষার-মধুররস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্ব্বদোষ-প্রশমক।

অথালাবুগুণাঃ।

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

লাউয়ের গুণ।

লাউ—মধুররস, হৃদ্য, গুরু, শুক্রকারক, রুচিপ্রদ, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

অথ কটুতুম্বী।

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সা তুম্বী চ মহাফলা।
কটুতুম্বী হিমাহৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা॥
তিক্তা কটুবিপাকা চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥

তিত্ লাউয়ের গুণ।

ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা, এই কয়েকটি তিতলাউয়ের সংস্কৃত নাম। তিতলাউ—শীতবীর্য্য, অরুচিকারক, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং ইহা পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বর বিনাশক।

অথ কর্কটীগুণাঃ।

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ।
রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্বা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

বড় কাঁকুড়ের গুণ।

অপক্ক বড় কাঁকুড়—শীতল, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, মধুররস, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড়—তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক।

অথ চিচিণ্ডগুণাঃ।

চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণেঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥

চিচিঙ্গের গুণ।

চিচিঙ্গে ফল—বাতপিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষরোগির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। চিচিঙ্গে পটোল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

অথ কারবেল্লগুণাঃ।

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥

করোলা ও উচ্ছের গুণ।

করোলা—শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, তিক্ত এবং ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি নাশক। ইহা বাতকারক নহে। উচ্ছের গুণ করোলার ন্যায়, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিদীপক ও লঘু।

অথ মহাকোশাতকী।

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

ধুঁধুলের গুণ।

মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ, এই কয়েকটি মহাকোশাতকীর নাম। মহাকোশাতকী—স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক।

অথ ধামার্গবগুণাঃ।

রাজকোশাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

ঘোষাফলের (ঝিঙ্গার) গুণ।

ঝিঙ্গা—শীতল, মধুররস, কফবাতকারক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমি নিবারক।

অথ পটোলগুণাঃ।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়ক্রিমীন্॥
পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ।
নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ।:
দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বৎ তিক্তা পটোলিকা॥

পটোলের গুণ।

পটোল—পাচক, হৃদ্য, শুক্রকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক। ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক, নাল (ডাঁটা)—কফঘ্ন এবং পত্র—পিত্তনাশক ও ফল (পটোল) ত্রিদোষঘ্ন। তিক্তপটোলিকাও উক্তবিধ গুণযুক্ত।

অথ বিম্বীফলগুণাঃ।

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্‌॥

কুন্দুরুকীর গুণ।

বিম্বীফল—মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু, রক্তপিত্তপ্রশমক, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ এবং বিবন্ধ ও আধ্মান কারক।

অথ শিম্বীগুণাঃ।

শিম্বীদ্বয়ং মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥

শিমের গুণ।

শিম—দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুররস। শিম—শীতবীর্য্য, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক।

অথ বৃশ্চিকালীগুণাঃ।

বৃশ্চিকালী বৃশ্চিপত্রী বিষঘ্নী নাগদন্তিকা।
সর্পদংষ্ট্রামবা কালী চোষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা॥
কটুস্তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদ্‌বক্ত্র‌পরিশোধিনী।
বলকৃদ্রক্তপিত্তঘ্নী কাসশ্বাসপ্রণাশিনী।
বিষঘ্নী রোচনী বহ্নি-মান্দ্যানুজ্বরনাশিনী॥

বিছুটীর গুণ।

বৃশ্চিকালী, বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমবা, কালী ও উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, এই সকল বিছুটীর নাম। বিছুটী—কটুতিক্তরস, হৃদয়শোধন, মুখপরিষ্কারক, বলকারক, বিষঘ্ন ও রুচিপ্রদ। বিছুটী—রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর নিবারক।

অথ শোভাঞ্জনফলগুণাঃ।

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মসন্দীপনং পরম্‌॥

সজিনা ডাঁটার গুণ।

ইহা মধুর-কষায়-রস, অতীব অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

অথ বৃন্তাকগুণাঃ।

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্‌।
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু॥
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু॥
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্‌।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্‌।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্‌॥
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥

বেগুণের গুণ।

বেগুণ—মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মবিনাশক। কচি বেগুণ—কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বেগুণ—পিত্তকারক ও গুরু। অঙ্গারদগ্ধ বেগুণ—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, মেদঃ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক। দগ্ধবেগুণ (বেগুণপোড়া) লবণ ও তৈল মিশ্রিত হইলে, গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আর এক প্রকার শ্বেত বেগুণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বেগুণ হইতে হীনগুণযুক্ত, কিন্তু অর্শোরোগে বিশেষ হিতকারক।

অথ ডিণ্ডিশ-শাকগুণাঃ।

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

ঢেঁড়শের গুণ।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক, শীতবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, মূত্রজনক ও অশ্মরীপ্রশমক।

অথ কর্কোটকীগুণাঃ।

কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী॥

কাঁকরোলের গুণ।

কাকরোল—মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক এবং ইহা কটু-বিপাক ও অগ্নিদীপক।

অথ বিদারীকন্দগুণাঃ।

বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী।

ভূঁই কুমড়া।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলের বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনী-শক্তিবর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্ত-দোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।

অথ শূরণগুণাঃ।

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ॥
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ॥

ওলের গুণ।

ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়-কটু-রস, কণ্ডূকারক, বিষ্টম্ভী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, লঘু এবং ইহা কফ, অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শোরোগে সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা হিত-কর নহে। সন্ধানযোগ-প্রাপ্ত শূরণ অধিক গুণদায়ক।

অথালুকগুণাঃ।

আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং শুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

আলুর সাধারণ গুণ।

আলু—শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরু, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্ত-নাশক, কফানিলবৰ্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্য বর্দ্ধক।

অথালুকীগুণাঃ।

আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী।
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা॥

লাল আলুর গুণ।

লাল আলু—বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, হৃদয়গতকফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।

অথ মূলকগুণাঃ।

লঘু মূলং কটুকং স্বাদুচ্যং লঘু চ পাচনম্॥
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্।
নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয়প্রদম্।
স্নেহসিদ্ধং তদেব স্যাদ্ দোষত্রয়বিনাশনম্॥

মূলার গুণ।

মূলা, ছোট ও বড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে ছোট জাতীয় মূলা—কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বর-প্রসাদক এবং ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ কণ্ঠরোগ, ও নেত্ররোগ-বিনাশক। বড়জাতীয় মূলা—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। ইহা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষনাশক হয়।

অথ গৃঞ্জনগুণাঃ।

গৃঞ্জনং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো-গ্রহণীকফবাতজিৎ॥

গাজরের গুণ।

গাজর—মধুর-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্ত-পিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, কফ ও বায়ু নাশক।

অথ কদলীকন্দগুণাঃ।

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ।
বহ্নিকৃদ্দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ॥

কদলীকন্দের গুণ।

কদলীকন্দ—শীতবীর্য্য, বলকর, কেশ্য, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুর-রস ও রুচিকারক।

অথ কদলীদণ্ডগুণাঃ।

যোনিদোষহরো দণ্ডঃ কাদল্যোঽসৃগ্দরং জয়েৎ।
রক্তপিত্তহরঃ শীতঃ রুক্ষ্যোঽগ্নিপ্রবর্দ্ধনঃ॥

থোড়ের গুণ।

থোড়—শীতবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং ইহা যোনিদোষ, অসৃগ্দর ও রক্তপিত্ত-নাশক।

অথ মাণকন্দগুণাঃ।

মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।

মাণকচুর গুণ।

মাণকচু,—শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং ইহা পিত্ত ও রক্ত নাশক।

অথ কসেরুগুণাঃ।

কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্॥

কেশুরের গুণ।

কেশুর দুই প্রকার। দ্বিবিধ কেশুরই শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-রস, গুরু, মলসংগ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মাজনক. অরুচিকারক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, দাহ ও নেত্র-রোগ নাশক।

অথ সংস্বেদজশাকানি।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছত্রং শিলীন্ধ্রকম্।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে।
গুরবশ্ছর্দ্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ॥
শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশগোবৃক্ষসম্ভবাঃ।
নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥

ভূঁইছাতা।

ভূমিতে, গোময়ে, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে স্বেদজশাক উৎপন্ন হয়। ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক উহার পর্য্যায়। সকল প্রকার স্বেদজশাকই—শীতবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু এবং ইহা বমি, অতীসার, জ্বর ও কফরোগ জনক। যে সকল ছত্রক শুচিপ্রদেশে, কাষ্ঠে, বংশে, গোময়ে ও বৃক্ষে সমুদ্ভূত হয় এবং যাহা শ্বেতবর্ণ, তাহা অতিশয় দোষকারক নহে, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত ছত্রকই দোষকর।

ইতি শাকবর্গঃ।

অথ মাংসমৎস্যবর্গঃ।

অথ মাংসস্য নামানি গুণাশ্চ।

মাংসন্তু পিশিতং ক্রব্যামিষং পললং পলম্।
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ॥

মাংসের সাধারণ নাম ও গুণ।

মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল, এইগুলি মাংসের নামান্তর। সমস্ত মাংসই—বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিকারক, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

অথ মাংসভেদঃ।

মাংসবর্গো দ্বিধা প্রোক্তো জাঙ্গলানূপভেদতঃ॥

মাংসবর্গ দুই প্রকারে বিভক্ত; যথা—জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস।

অথ জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

মাংসবর্গেঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ।
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি।
প্রসহা অপ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ॥
জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরা লঘবস্তথা।
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ।
মূকতাং মিন্মিনত্বঞ্চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা।
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দি-প্রমেহমুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ন্ত্যনিলাময়ান্॥

জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ।

জাঙ্গলজাতি আট প্রকার,—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য। জাঙ্গল মাংস—কষায়-মধুররস, রুক্ষ, লঘু, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মূকতা, মিন্মিনত্ব, গদ্গদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত।

অথানূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপজাতয়ঃ॥
আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।
শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥

আনূপমাংসের লক্ষণ ও গুণ

কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য, এই পাঁচ প্রকার আনূপ মাংস। আনূপ মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, মাংসবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী ও সুপথ্য।

অথ বর্ত্তকমাংসগুণাঃ।

বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ।
সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তিকাল্পগুণা ততঃ॥

বটের মাংসের গুণ।

বর্ত্তক—অগ্নিকারক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষনাশক। স্ত্রীবর্ত্তক উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

অথ লাবমাংসগুণাঃ।

লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্দ্ধা মতা বুধৈঃ।
পাংশুলো গৌরকো বাপি পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা॥
লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা গ্রাহিকা হিতাঃ॥
পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ।
গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ॥

পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বাতকফাপহঃ।
দর্ম্মরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়হরো হিমঃ॥

লাবমাংসের গুণ।

বিষ্কিরবর্গের মধ্যে লাবপক্ষী চারি প্রকার; —পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ম্মর। লাবমাংস—অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন, সংগ্রাহী ও সুপথ্য। পাংশুললাবের মাংস—শ্লেষ্মকর, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌরলাবের মাংস—অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষনাশক। পৌণ্ড্রক লাবমাংস—পিত্তকারক, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক। দর্ম্মরলাবমাংস—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগের নাশক।

অথ কৃষ্ণ-গৌর-তিত্তিরিগুণাঃ।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোঽন্যো গৌরতিত্তিরিঃ।
তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসজ্বরহরস্তস্মাদ্ গৌরোঽধিকো গুণৈঃ॥

তিত্তিরি পক্ষী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্রবিচিত্রবর্ণ তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি কহে। তিত্তিরি—বলপ্রদ, মলসংগ্রাহক এবং ইহা হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারক। গৌর তিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

অথ হারীতঃ।

হারীতো রক্তকণ্ঠঃ স্যাদ্ধরিতোঽপি স কথ্যতে।
হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ।
স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ॥

হরিয়াল, হল্‌ল ঘুঘু।

হারীত, রক্তকণ্ঠ ও হরিত, এইগুলি হারীতপক্ষীর নাম। হারীতমাংস—রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত-শান্তিকর, কফঘ্ন, ঘর্ম্মকারক, স্বরবিশুদ্ধিকারক ও অল্প বায়ুজনক।

অথ চটকগুণাঃ।

কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্ম-চটকস্ত্বতিশুক্রলঃ॥

চড়াই পক্ষীর গুণ।

চড়াই—শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রজনক, কফকারক ও সন্নিপাতপ্রশমক। গৃহচটক অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

অথ কুক্কুট-বন্যকুক্কুট-গুণাঃ।

কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্ গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্ বল্যো রুক্ষঃ কষায়কঃ॥
আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তক্ষয়বমি-বিষমজ্বরনাশনঃ॥

মোরগ, মুরগী ও বন্যমুরগীর গুণ।

মুরগী—পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, বলকর, রুক্ষ ও কষায়রস। বনজাত কুক্কুট—স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নিবারক।

অথ পারাবতগুণাঃ।

পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥

পায়রার গুণ।

পায়রা—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ।

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুর্ব্বণ্ডানি পক্ষিণাম্॥

পক্ষি-ডিম্বের গুণ।

পক্ষিডিম্ব—অনতিস্নিগ্ধ, বলকর, মধুররস, মধুরবিপাক, বাতঘ্ন, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ ছাগমাংসগুণাঃ।

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥
অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্।
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্॥
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্॥
মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্গুরু।
স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ॥
বৃদ্ধস্য বাতলং রূক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
ঊর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্॥

ছাগমাংসের গুণ।

ছাগমাংস—লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুররস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস—পীনসনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর। কচি ছাগমাংস—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। খাসী-ছাগের মাংস—কফজনক, গুরু, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বৃদ্ধ এবং ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস—বাতজনক ও রূক্ষ। ছাগমুণ্ড—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিপ্রদ।

অথ মেষমাংসগুণাঃ।

মেষস্য মাংসং পুষ্টৌ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু।
তস্যৈবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্॥

মেষমাংসের গুণ।

মেষমাংস—পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু। খাসী মেষের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

অথৈড়কগুণাঃ।

এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ।
মেদঃ পুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহম্।
পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্ বাতব্যাধিবিনাশনম্॥

দুম্বা মাংসের গুণ।

দুম্বামাংস—মেষমাংসসদৃশ গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছোদ্ভব মেদ ও মাংস—হৃদ্য, শুক্র-জনক, শ্রমনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতব্যাধি নাশক।

অথ হরিণমাংসগুণাঃ।

হরিণঃ শীতলো বদ্ধ-বিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥

হরিণ মাংসের গুণ।

হরিণমাংস—শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। (হরিণ—তাম্রবর্ণ)।

অথ কুরঙ্গমাংসগুণাঃ।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ॥

কুরঙ্গমাংস—বৃংহণ, বলকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গুরুপাক, মধুররস, বাতনাশক, সংগ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফকারক। (ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎকায় হরিণকে 'কুরঙ্গ বলে)।

অথ ন্যঙ্কুমাংসগুণাঃ।

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ॥

ন্যঙ্কু মৃগমাংস—মধুররস, লঘু, বলকারক বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক। (অনেক-শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে ন্যঙ্কু বলে)।

অথ শশমাংসগুণাঃ।

শশঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী রূক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ॥
বহ্নিকৃৎ কফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ।
জ্বরাতিসারশোষাস্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ॥

খরগোশমাংসের গুণ।

খরগোশ-মাংস—শীতবীর্য্য, লঘু, সংগ্রাহক, রুক্ষ, মধুররস, সর্ব্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক, কফ, পিত্ত, সর্ব্ববিধ বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতীসার, শোষ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাস রোগ নাশক।

অথ কচ্ছপমাংসগুণাঃ।

কচ্ছপো বলদো বাত-পিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ

কচ্ছপমাংসের গুণ।

কচ্ছপমাংস—বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং পুংস্ত্বকারক।

অথ সদ্যোহতস্য মাংসস্য গুণাঃ।

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্
বয়স্যং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্বিবর্জ্জয়েৎ ॥

টাট্কা মাংসের গুণ।

সদ্যোহত জীবের মাংস অমৃতের ন্যায় ব্যাধিনাশক। ইহা বয়ঃস্থাপক, পুষ্টিকারক এবং সাত্ম্য। পর্য্যুষিত (বাসি) মাংস ত্যাজ্য।

অথ মাংসানাং স্থানভেদে গুণভেদঃ।

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু।
পরার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ ॥
দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্।
পক্ষক্ষেপাদ্ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে ॥
গুরূণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্।
উরঃস্কন্ধোদরং কুক্ষী পাদৌ পাণী কটী তথা ॥
পৃষ্ঠত্বগ্‌যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্ ॥
লঘু বাতকরং মাংসং খগানাং ধান্যচারিণাম্।
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্ ॥
ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্ ॥
বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্ ॥
তুল্যজাতিষ্বল্পদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ।
অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ ॥

পক্ষিগণের মধ্যে পুরুষজাতির এবং চতুষ্পদ প্রাণিদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ। পুরুষ জাতীয়ের দেহের নিম্নার্দ্ধ ও স্ত্রীজাতির দেহের ঊর্দ্ধাংশ লঘু এবং প্রায় সমস্ত প্রাণিরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক হয়। কিন্তু পক্ষিজাতির দেহের মধ্যাংশ সর্ব্বদা পক্ষক্ষেপ হেতু লঘু হইয়া থাকে। পক্ষিগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু। প্রাণিদিগের বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পদ, হস্ত, কটী, পৃষ্ঠ, ত্বক্, যকৃৎ ও অন্ত্র এইগুলি উত্তরোত্তর গুরু। ধান্যভোজী পক্ষিদিগের মাংস লঘুপাক ও বাতজনক। মৎস্যাশী পক্ষীর মাংস পিত্তজনক, বাতঘ্ন ও গুরুপাক। ফলভোজী পক্ষীর মাংস শ্লেষ্মকর, লঘুপাক ও রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীর মাংস, বৃংহণ, গুরু ও বায়ুনাশক। বৃহৎকায় প্রাণিদিগের মধ্যে তজ্জাতীয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণির মাংস হিতকর এবং অল্পদেহ প্রাণিদিগের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়, তাহার মাংস প্রশস্ত।

অথ মৎস্যসামান্যগুণাঃ।

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥
ব্যায়ামাধ্বরতানাঞ্চ বাতার্ত্তানাঞ্চ পূজিতাঃ।
মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগা বাতসমুদ্ভবাঃ ॥

মৎস্যের সাধারণ গুণ।

সকল মৎস্যই সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও কফপিত্তজনক। ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত ও বাতার্ত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মৎস্য হিতকর। মৎস্যাশী মানব বাতজরোগে আক্রান্ত হন না।

অথ বৃহন্মৎস্যগুণাঃ।

মহাপ্রমাণা গুরবঃ শুক্রলা বদ্ধবর্চসঃ ॥

বড় মৎস্য—গুরু, শুক্রজনক ও মলরোধক।

অথ ক্ষুদ্রমৎস্যগুণাঃ।

ক্ষুদ্রমৎস্যাস্তু লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ॥

ক্ষুদ্র মৎস্য—লঘু, মলসংগ্রাহক ও গ্রহণী-রোগে হিতকর।

অথ রোহিতমৎস্যগুণাঃ।

রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ॥
কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্ব্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্রোহিতমুণ্ডকম্॥

রোহিতমৎস্যের গুণ।

সর্ব্বপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য শ্রেষ্ঠ। ইহা বৃষ্য, অর্দ্দিতরোগনাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, বাতঘ্ন ও অনতিপিত্ত-কারক। রোহিতমুণ্ড—ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারক।

অথ কাতলমৎস্যগুণাঃ।

কাতলো গুরুপাকী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণস্ত্রিদোষনুৎ॥

কাৎলামাছের গুণ।

কাৎলামাছ—গুরুপাক, মধুররস ও উষ্ণ-বীর্য্য। ইহা ত্রিদোষনাশক।

অথ মৃদ্গিলমৎস্যগুণাঃ।

মৃদ্গিলস্তু গুণৈস্তৈস্তৈঃ প্রায়ো রোহিতমৎস্যবৎ॥

মিরগালমৎস্যের গুণ।

মিরগাল মাছও প্রায় রুইমাছের তুল্য গুণকারক।

অথ পাঠীনগুণাঃ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ॥

বোয়াল মাছের গুণ।

বোয়াল মাছ—শ্লেষ্মকর ও বলকারক। ইহা দ্বারা পিত্ত ও রক্ত দূষিত এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বোয়ালমাছ নিদ্রাশীল ও মাংস-ভোজী।

অথ শৃঙ্গীমৎস্যগুণাঃ।

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥

শিঙ্গি মাছের গুণ।

শিঙ্গি মাছ—বাতশান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্ম-প্রকোপক, তিক্ত-কষায়-রস, লঘু ও রুচিকারক।

অথ ইল্লিশমৎস্যগুণাঃ।

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
পিত্তহৃৎ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্ব্বল্যোঽনিলাপহঃ॥

ইলিশ মৎস্যের গুণ।

ইলিশ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিৎ লঘু, বলকর ও বায়ুনাশক।

অথ ভাকুটমৎস্যগুণাঃ।

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।
আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ॥

ভেট্‌কী মাছের গুণ।

ভেট্‌কীমাছ—মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্র-জনক, শ্লেষ্মকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচি-কারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্ত নাশক।

অথ সিলিন্দমৎস্যগুণাঃ।

সিলিন্দঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ॥

সিলন মৎস্যের গুণ।

সিলন মৎস্য—শ্লেষ্মকর, বলবর্দ্ধক, মধুর-বিপাক, গুরু, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য ও আম-বাতকারক।

অথ শকুলীমৎস্যগুণাঃ।

শকুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা ॥

শাল্‌মাছের গুণ।

শালমাছ—মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও কষায়-মধুররস।

অথ গর্গরমৎস্যগুণাঃ।

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্‌বাতজিৎ কফকোপনঃ ॥

গাগর মৎস্যের গুণ।

গাগর মাছ—কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, বাতনাশক ও কফপ্রকোপক।

অথ কবিকামৎস্যগুণাঃ।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎপিত্তকরী বাত-নাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

কই মাছের গুণ।

কই মাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, কফপ্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অথ বর্ম্মিমৎস্যগুণাঃ।

বর্ম্মিমৎস্যো গুরুর্বৃষ্যঃ কষায়ো রক্তপিত্তহা ॥

বাইন্ মাছের গুণ।

বাইন্ মাছ—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস ও রক্তপিত্তনাশক।

আড়িমৎস্যগুণাঃ।

আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপনঃ ॥

আড়্ মাছের গুণ।

আড়্মাছ—গুরু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ মদ্গুরমৎস্যগুণাঃ।

মদ্গুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ ॥

মাগুর মাছের গুণ।

মাগুরমাছ—মধুররস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, শুক্রকারক ও গুরু।

অথ ত্রিকণ্টকমৎস্যগুণাঃ।

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রুক্ষো দীপনঃ কফজিল্লঘুঃ ॥

টেঙ্‌রামাছের গুণ।

টেঙ্‌রা মাছ—পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘু।

অথ প্রোষ্ঠীমৎস্যগুণাঃ।

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা কফবাতজিৎ।
স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা ॥

পুঁঠীমাছের গুণ।

পুঁঠীমাছ—তিক্ত-কটু-মধুর রস, শুক্রজনক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক, মুখরোচক ও লঘু।

অথ বৃহচ্ছফরীমৎস্যগুণাঃ।

স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী শ্রেষ্ঠা প্রোষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।

বড় পুঁঠীমাছের গুণ।

বড়পুঁঠী—স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক।

অথ ভল্লকীমৎস্যগুণাঃ।

ভল্লকী মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।

ভেলেমাছের গুণ।

ভেলেমাছ—মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু।

অথ চিত্রফলমৎস্যগুণাঃ।

চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ ॥

চিতল্‌মাছের গুণ।

চিতল্‌মাছ—গুরু, মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

অথ কুলিশমৎস্যগুণাঃ।

কুলিশো মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ো দীপনো মতঃ।
বল্যঃ স্নিগ্ধো লঘুগ্রাহী হিতো বাতে চ রোচকঃ॥

বেলেমাছের গুণ।

বেলেমাছ—কষায়-মধুররস, হৃদ্য, অগ্নি-দীপক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা বায়ুরোগে হিতকর ও রুচিজনক।

অথ বায়ুষমৎস্যগুণাঃ।

বায়ুষো মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধকঃ।

কাল্‌বোস্‌মাছের গুণ।

কাল্‌বোস্‌মাছ—মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টি-কারক ও ধাতুবর্দ্ধক।

অথ শকুলমৎস্যগুণাঃ।

শকুলো মধুরো গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ॥

শোল্‌মাছের গুণ।

শোল্‌মাছ—মধুররস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্তপিত্তনাশক ও গুরু।

অথ চিঙ্গড়মৎস্যগুণাঃ।

চিঙ্গড়স্তু গুরুগ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ।
মেদঃপিত্তাস্রজিদ্ বৃষ্যো রোচনঃ কফবাতলঃ॥

চিঙ্গ্‌ড়ীমাছের গুণ।

চিঙ্গ্‌ড়ীমাছ—গুরু, মলসংগ্রাহক, মধুররস, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফবাতবর্দ্ধক এবং ইহা মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

অথ শকলীমৎস্যগুণাঃ।

শকলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।
গুর্ব্বী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষকোপনা॥

পিপ্‌লেশোলমৎস্যের গুণ।

পিপ্‌লেশোল—রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই মৎস্য গুরুপাক, মধুরবিপাক, ভেদক ও দোষপ্রকোপক।

অথ চন্দ্রকমৎস্যগুণাঃ।

চন্দ্রকস্ত্বনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ॥

চাঁদামাছের গুণ।

চাঁদামাছ—অনভিষ্যন্দী, মধুররস ও বলবর্দ্ধক।

অথ চম্পকুন্দমৎস্যগুণাঃ।

চম্পকুন্দো গুরুর্বৃষ্যো মধুরো বাতপিত্তজিৎ।
শুক্রলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ॥

চাপিলা (খয়্‌রা) মাছের গুণ।

খয়্‌রামাছ—গুরু, পুষ্টিবর্দ্ধক, মধুররস, বাতপিত্তনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, স্নেহন ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ দণ্ডিকমৎস্যগুণাঃ।

দণ্ডিকঃ কফজিৎ তিক্তো বাতপিত্তহরো লঘুঃ।

ডান্‌কুনিমাছের গুণ।

ডান্‌কুনিমাছ—তিক্তরস, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

অথ মদ্গুরীমৎস্যগুণাঃ।

মদ্গুরী মধুরা হৃদ্যা বাতঘ্নী শ্লেষ্মলা গুরুঃ॥

মৌরলামাছের গুণ।

মৌরলা—মধুররস, হৃদ্য, বাতনাশক, শ্লেষ্ম-কারক ও গুরু।

অথ ফলিমৎস্যগুণাঃ।

ফলিঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনঃ॥

ফলুইমাছের গুণ।

ফলুইমাছ—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ খলিশমৎস্যগুণাঃ।

খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
রুক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ॥

খলিশ মাছের গুণ।

খলিশমাছ—বলকারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও কিঞ্চিৎ আম বিনাশক।

অথ গড়কমৎস্যগুণাঃ।

গড়কো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ॥

গড়ই (ল্যাটা) মাছের গুণ।

ল্যাটামাছ—কষায়-মধুর-রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও লঘু।

অথ পর্ব্বতমৎস্যগুণাঃ।

পর্ব্বতো বাতহা স্নিগ্ধঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ॥

পাবদামাছের গুণ।

পাবদামাছ—বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

অথ বাচমৎস্যগুণাঃ।

বাচঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মলো বাতপিত্তজিৎ॥

বাচামাছের গুণ।

বাচামাছ—মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর ও বাতপিত্তনাশক।

অথ গবাটীমৎস্যগুণাঃ।

গবাট্যজীর্ণজননী গুর্ব্বী শ্লেষ্মপ্রকোপনী॥

পাঁকালমাছের গুণ।

পাঁকালমাছ—অজীর্ণকারক, গুরু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

অথ মৎস্যাণ্ডগুণাঃ।

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥

মাছের ডিমের গুণ।

মৎস্যডিম্ব—অত্যন্ত শুক্রকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্দ্ধক, গ্লানিকারক, মেহনাশক এবং কফ ও মেদ বর্দ্ধক।

অথ শুষ্কমৎস্যগুণাঃ।

শুষ্কমৎস্যা নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড়্‌বিবন্ধিনঃ॥

শুকটীমাছের গুণ।

নূতন শুকটী মাছ—বলকারক, দুষ্পাচ্য ও মলবদ্ধতাকারক।

অথ দগ্ধমৎস্যগুণাঃ।

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনঃ॥

পোড়ামাছের গুণ।

পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহা গুণে শ্রেষ্ঠ।

অথ কূপাদিজমৎস্যগুণাঃ।

কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্র-কুষ্ঠশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনাঃ।
সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ॥
নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
রক্তপিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চ্চসঃ॥
চৌণ্ড্যাঃ পিত্তকরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ।
তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ।
তাড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্ম্মতিদৃক্করাঃ॥

কূপাদিজ মৎস্যের গুণ।

কূপজাত মৎস্য—শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্ম জনক। সরোবরজাত মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকর ও বায়ুনাশক।

নদীজাত মৎস্য—বৃংহণ, গুরু, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও অল্প পুরীষজনক। চৌণ্ড্রজাত মৎস্য—পিত্তজনক, স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘু ও শীতবীর্য্য। তড়াগজাত মৎস্য—গুরুপাক, বৃষ্য, শীতল, বলজনক ও মূত্রকারক। নির্ঝরজাত মৎস্য—তড়াগজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা বল আয়ু বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ইতি মাংসমৎস্যবর্গঃ।

অথ বারিবর্গঃ।

অথ পানীয়গুণাঃ।

পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহং
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলং
লঘ্বচ্ছং রসকারণন্তু গদিতং পীযূষবজ্জীবিনাম্॥

জলের গুণ।

জল—ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ ও নিদ্রা নাশক, বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সর্ব্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ; ইহা মধুরাদি ছয় রসের কারণ। প্রাণিগণের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ।

অথ করকাজলস্য গুণাঃ।

দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥
করকাজং জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ।
কৃত্রিমা তু দৃষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ॥

করকাজলের ও বরফের গুণ।

দিব্যবায়ু ও তেজঃ সংযোগে যে জল পাষাণখণ্ডবৎ সংহত হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা যায়। শিলাজল অমৃতের ন্যায় গুণকারক। ইহা রুক্ষ, বিশদ, গুরুপাক, স্থিরগুণ, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক ও কফবায়ুবর্দ্ধক। কৃত্রিম শিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট

অথ বৃষ্টিজলস্য গুণাঃ।

বার্ষিকং ত্বহন্ বৃষ্টং ভূমিস্থমহিতং জলম্।
ত্রিরাত্রমুষিতং তৎ তু প্রসন্নমমৃতোপমম্॥

বর্ষাকালে সদ্যোবৃষ্ট, ভূমিপতিত জল অহিতজনক। কিন্তু উহা তিন রাত্রি পরে নির্ম্মল ও অমৃততুল্য হইয়া থাকে।

অথ জলস্য পানবিধিঃ।

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

জলপান-বিধি।

অত্যধিক জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না করিলে অন্ন পরিপাক হয় না। অতএব আহারকালে বারংবার অল্প অল্প করিয়া জলপান করিবে; ইহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ।

মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেঽন্নে তমকে বমথৌ তথা।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে॥

শীতল জলপানের বিষয়।

মূর্চ্ছারোগ, পিত্তপ্রকোপ, তাপাদিহেতুক উষ্ণতা, দাহ, বিষদোষ, রক্তদোষ, মদাত্যয়, শ্রম, ভ্রম, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, বমি ও ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তে শীতল জল পান প্রশস্ত।

অথ শীতলজলপাননিষেধঃ।

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥
অরুচিগ্রহণীগুল্ম-শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শীতল জলপান নিষেধ।

পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গলগ্রহ, উদরাধ্মান, স্তিমিতকোষ্ঠ, সদ্যোবমনবিরেচনাদি শোধন ক্রিয়ার পর, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি ও হিক্কা প্রভৃতি রোগে এবং ঘৃতাদি স্নেহপানের পর শীতল জল পান করিবে না।

অথাল্পজলপানস্য বিষয়াঃ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্॥

অল্প জলপানের বিষয়।

অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জ্বর, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

অথ জলপানস্যাবশ্যকতা।

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বারয়েৎ॥

জলপানের আবশ্যকতা।

অতি দুঃসহ প্রবল পিপাসা সদ্যঃপ্রাণঘাতিনী, অতএব তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষার্ত্ত ব্যক্তি পানীয় জল না পাইলে মোহপ্রাপ্ত হয় ও মোহ হেতু প্রাণত্যাগ করে। এই জন্য সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কখনও তাহা নিবারণ করিবে না।

অথ প্রশস্তং জলম্।

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

প্রশস্ত জলের লক্ষণ।

যে জলে কোন প্রকার গন্ধ নাই এবং মধুরাম্লাদি কোন রস ব্যক্ত নাই, যাহা অতিশয় শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও হৃদয়গ্রাহী, সেই জল গুণকারক।

অথ নিন্দিতজলম্।

পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণ-শৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্॥
কলুষং ছন্নমম্ভোজ-পর্ণনীলীতৃণাদিভিঃ।
দুর্দ্দর্শমনসংস্পৃষ্টং সৌরচান্দ্রমরীচিভিঃ॥
অনার্ত্তবং বার্ষিকন্তু প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্।
ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্বদোষপ্রকোপণম্॥
তৎকুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্।
কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দ-কণ্ডুগণ্ডাদিকং তথা॥

নিন্দিত জল।

যে জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিশিষ্ট, পত্র শৈবাল ও কর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত; যাহা জলজ পত্র নীলিকা ও তৃণাদি

দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কলুষিত; যাহা কুদেশজাত, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট; যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাঘাদি কালে বৃষ্ট, সদ্যো ভূমিপতিত ও ব্যাপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ এই জল ত্রিদোষের প্রকোপক। ঐ প্রকার জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দনামক নেত্ররোগ, কণ্ডু ও গলগণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অথ দুষ্টজলস্য নির্দ্দোষীকরণোপায়ঃ।

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূরজাতিপুন্নাগ-পাটলাদিসুবাসিতম্॥
শুচিসান্দ্রপটস্রাবৈঃ ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতম্।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্দোষবর্জ্জিতম্॥
পর্ণমূলবিসগ্রন্থি-মুক্তাকনকশৈবলৈঃ।
গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্॥

দুষ্ট জলের নির্দ্দোষীকরণ।

দুষ্টজল অগ্নিতে সিদ্ধ বা রৌদ্রে তপ্ত করিবে কিংবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, বালুকা অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত তপ্ত করিয়া উক্ত জলে নিমজ্জিত করিবে এইরূপ সাতবার করিবে। পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রিমি সকল বহির্গত হইয়া যাইবে। অনন্তর কনক-মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছ ও দোষবর্জ্জিত করিয়া লইবে। জলপ্রসাদক দ্রব্য যথা—পর্ণমূল, মৃণালগ্রন্থি, মুক্তা, স্বর্ণ, শৈবাল, গোমেদ (মণিবিশেষ) ও পরিষ্কৃত বস্ত্র।

কালবিশেষে বিহিতজলবিশেষঃ।

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তৎ তু তড়াগজম্।
ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌঞ্জং হিতং মতম্॥
বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথৌদ্ভিদম্।
আষাঢে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ॥
ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌঞ্জমেব চ।
কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ।

পৌষমাসে সরোবরের জল, মাঘে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌঞ্জের জল, বৈশাখে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদের জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে মেঘের জল, ভাদ্রে কূপের জল, আশ্বিনে চৌঞ্জের জল এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল জলই প্রশস্ত।

অথ পীতস্য জলস্য পাককালঃ।

আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধমাত্রস্ত শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥

পীতজলের পাককাল।

কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং তাহা গরম অবস্থায় পান করিলে সিকি প্রহরে পরিপাক হয়। জল পরিপাকের এই তিনটি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইতি বারিবর্গঃ।

অথ দুগ্ধবর্গঃ।

অথ গোদুগ্ধস্য গুণাঃ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতুমলস্রোতঃ-কিঞ্চিৎক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

গব্যদুগ্ধের গুণ।

গব্যদুগ্ধ—মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃসমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতাকারক, গুরু এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

অথ মহিষীদুগ্ধগুণাঃ।

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মাহিষ দুগ্ধের গুণ।

মাহিষ দুগ্ধ—গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

অথ ছাগীদুগ্ধগুণাঃ।

ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং বিদুঃ॥

ছাগদুগ্ধের গুণ।

ছাগদুগ্ধ—কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বর নাশক। ছাগের অল্পকায়ত্বহেতু এবং তাহারা কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্প জল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

অথ মেষীদুগ্ধগুণাঃ।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণং চাশ্মরীপ্রণুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥

ভেড়ার দুগ্ধের গুণ।

ভেড়ার দুগ্ধ—লবণ-মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীহারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কেশের হিতকারক, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ কাস ও বায়ুরোগে হিতকর।

অথ ঘোটকীদুগ্ধগুণাঃ।

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্।
অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা॥

ঘোটকীদুগ্ধের গুণ।

ঘোটকীদুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণ, বলকারক, শোষরোগ-শান্তিকর, বায়ু , অম্ল-লবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু। অখণ্ডিতক্ষুর বিশিষ্ট সমুদায় প্রাণীর দুগ্ধও এইরূপ।

অথ গর্দ্দভীদুগ্ধগুণাঃ।

শ্বাসবাতহরং সাম্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ।
কফকাসহরং বাল-রোগঘ্নং গর্দ্দভীপয়ঃ॥

গর্দ্দভীদুগ্ধের গুণ।

গর্দ্দভীদুগ্ধ—অম্ল-লবণরস, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বাল্যাবস্থার রোগনাশ করিয়া থাকে।

অথোষ্ট্রীদুগ্ধগুণাঃ।

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
ক্রিমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথোদরহরং সরম্॥

উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ।

উষ্ট্রীদুগ্ধ—লঘু, স্বাদু, লবণাস্বাদ, দীপন ও সারক। ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদর রোগ নিবারিত হয়।

অথ নারীদুগ্ধগুণাঃ।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্॥

নারীদুগ্ধের গুণ।

নারীদুগ্ধ—লঘু, শীতল, দীপন, বায়ু, পিত্ত এবং চক্ষুঃশূল ও অভিঘাত নাশক। ইহা নস্য ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠোপযোগী।

অথ ধারোষ্ণাদিদুগ্ধগুণাঃ।

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ॥
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরুশ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গবাম্ হিবর্জ্জিতম্॥
নারীক্ষীরস্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিমম্।
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্তু পিত্তনুৎ॥
অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ॥
জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্॥

ধারোষ্ণাদিদুগ্ধের গুণ।

ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ—বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। [গাভীদোহন কালে দুগ্ধ স্বভাবতঃ গরম থাকে, তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে]। ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধই প্রশস্ত, কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মাহিষ দুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয়, মেষীদুগ্ধ শৃতোষ্ণ অবস্থায় (জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল হইলে গুণকারক হয়। গব্য ও মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন সমস্ত কাঁচা দুগ্ধ—অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মা ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য। নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা সিদ্ধ অহিতকর। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ, বীর্য্যকারক ও বলবৰ্দ্ধক হয়।

অথ সন্তানিকা-গুণাঃ।

সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্রলা॥

দুগ্ধের সরের গুণ।

দুগ্ধের সর—গুরু, শীতবীর্য্য, রতিশক্তি-বৰ্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা কফ, বল ও শুক্র-জনক।

অথ খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধগুণাঃ।

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্।
সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্।
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্॥

খণ্ডাদি-মিশ্রিত দুগ্ধের গুণ।

খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ—কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিছরী সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র-নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৰ্দ্ধক।

অথ দুগ্ধসেবনস্য সময়বিশেষে গুণাঃ।

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো
মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্।
বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েহক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং
রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতম্॥

বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত সর্ব্বথা
ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ ॥
বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্‌ক্তে হি যন্নরঃ।
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ ॥
দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে।
মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ ॥

সময়বিশেষে দুগ্ধপানের গুণ।

পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধপান করিলে শরীরের পুষ্টি, ক্ষয়রোগে দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শুক্রের বর্দ্ধন এবং রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন, নানাদোষের নাশ ও চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া, কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিবে। অজীর্ণ-আশঙ্কায় কিছু ক্ষণ শয়ন করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া পাত্রে অবশেষ রাখা উচিত নহে। যে ব্যক্তি দিবসে বিদাহী অন্ন পান ভোজন করে, তজ্জনিত বিদাহশান্তির নিমিত্ত তাহার রাত্রিকালে কেবল দুগ্ধ পান করা উচিত। কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুগ্ধপ্রিয় ও দীপ্তানল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকারক; যেহেতু দুগ্ধ সেবনে সদ্যঃ শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ।

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্ ॥

মথিত দুগ্ধের গুণ।

মথিত ঈষদুষ্ণ গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ, লঘু, বৃষ্য এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

অথ নিন্দিতং দুগ্ধম্।

বিবর্ণং বিরসঞ্চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণ-যুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্ যতঃ ॥

যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও গ্রথিত (ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া) এবং যাহা অম্ল অথবা লবণসংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে; কারণ এতাদৃশ দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

পীযূষকিলাটক্ষীরশাকতক্রপিণ্ডমোরটানাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

ক্ষীরং তৎকালসূতায়া ঘনং পীযূষমুচ্যতে।
নষ্টদুগ্ধস্য পক্বস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ ॥
অপক্বমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎপয়ঃ।
দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা ॥
দ্রবভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে।
নষ্টদুগ্ধভবং নীরং মোরটং জেজ্জড়োঽব্রবীৎ ॥
পীযূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ।
তক্রপিণ্ডঃ ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ ॥
গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ।
দীপ্তাগ্নীনাং বিনিদ্রাণাং বিদধৌ চাতিপূজিতাঃ ॥
মুখশোষতৃষাদাহ-রক্তপিত্তজ্বরপ্রণুৎ।
লঘুবলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎ সিতাযুতঃ ॥

সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ঘন দুগ্ধকে পীযুষ কহে। নষ্টদুগ্ধকে পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিলে তাহাকে কিলাট বলে। অপক্বাবস্থাতেই যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক বলে। দধি বা তক্রের সংযোগে যে দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে বান্ধিয়া দ্রবাংশহীন করিলে তাহাকে তক্রপিণ্ড (ছানা) কহা যায়। নষ্টদুগ্ধ সম্ভূত জলকে জেজ্জড় মোরট বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পীয়ষ কিলাট ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড ইহারা—বৃষ্য বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মকর, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং বিদ্রধিরোগে ঐ সকল দ্রব্য অতি পূজিত। মোরট (ছানার জল) মুখশোষ-তৃষ্ণা-দাহ-রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। চিনি সংযুক্ত করিয়া খাইলে ইহা—লঘু, বলকর ও রোচক হইয়া থাকে।

ইতি দুগ্ধবর্গঃ।

অথ দধিবর্গঃ।

অথ দধিগুণাঃ।

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥

দধির গুণ।

দধি—উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অম্লবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফ বর্দ্ধক। দধি—মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতক-জ্বর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ গোদধিগুণাঃ।

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যং রুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্।
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্।

গব্য দধির গুণ।

গব্যদধি—অতি মধুররস, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ।

অথ মাহিষদধিগুণাঃ।

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষকম্॥

মাহিষ দধির গুণ।

মাহিষদধি—অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, বাতপিত্তনাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রকারক, গুরু ও রক্তদূষক।

অথ ছাগদধিগুণাঃ।

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ-ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্॥

ছাগ দধির গুণ।

ছাগদধি—অত্যন্ত সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত।

অথ শর্করাদিসহিতদধিগুণাঃ।

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।
সগুড়ং বাতনুদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু॥

চিনি ও গুড় সংযুক্ত দধির গুণ।

চিনিমিশ্রিত দধি—শ্রেষ্ঠ এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক। গুড়যুক্ত দধি—বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক।

অথ রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ।

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গযূষং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা॥
শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাপ্যঘৃতান্বিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈব তৎ॥

রাত্রিতে দধি ভোজন নিষেধ।

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। অন্য সময়েও ঘৃত, চিনি, মুদ্গযূষ, মধু বা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটির সহিত মিশ্রিত না করিয়া দধি খাইবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দধিপান করিবে। অগ্ন্যাদি দ্বারা উষ্ণ করিয়া দধি পান করিবে না। গ্রন্থান্তরেও

উক্ত আছে, রাত্রিতে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জলসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোত্থ রোগে দধি সেব্য নহে।

অথ সরস্য মস্তুনশ্চ লক্ষণং গুণাশ্চ।

দধ্নস্ত্পরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্তিতি॥
সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
সোঽম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্।
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্॥

দধির সর ও মাতের গুণ।

দধির উপরিস্থ স্নেহসমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত্ বলে। দধির সর—মধুররস, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা বায়ু ও অগ্নি নাশক। ঐ সর অম্লরসান্বিত হইলে বস্তি-শোধক এবং পিত্ত ও কফের বর্দ্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত্—ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, অন্নাভিলাষজনক, স্রোতঃসমূহের শোধনকারক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য ও প্রীতিজনক। ইহা শীঘ্রই সঞ্চিত মল বিরেচিত করিয়া থাকে।

ইতি দধিবর্গঃ।

অথ তক্রবর্গঃ।

অথ তক্রম্।

ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্॥
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিদ্ বর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা॥
ঘোলস্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ॥
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্॥
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ॥
কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্।
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্॥
ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥
উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাহরী।
বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥

ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা, এই পাঁচটি তক্রের ভেদ। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে; সরবিহীন নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছপদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা যায়।

চিনিসংযুক্ত ঘোল রসালের ন্যায় গুণকারী।

ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, কষায়-অম্ল-মধুর-রস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণ-বীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর; পরন্তু তক্র লঘু বলিয়া ধারক; বিপাকে মধুর হয় বলিয়া তাহা পিত্তপ্রকোপক নহে; কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, অবিকাশিত্ব এবং রুক্ষতা হেতু তক্র কফ নষ্ট করিয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্র সেবন করিলে কোন রোগগ্রস্তও হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপান মানবগণের সুখপ্রদ হয়।

উদশ্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ু নাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক হইয়া থাকে।

অথোদ্ধৃতঘৃতস্তোকোদ্ধৃতঘৃতানুদ্ধৃত-ঘৃতানাং তক্রাণাং গুণাঃ।

সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতং ঘৃতং তস্মাদ্‌গুরু বৃষ্যং কফাবহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্॥

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা উহা অপেক্ষা গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় না, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফজনক হইয়া থাকে।

অথ দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে চ তক্রবিশেষাঃ।

বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্।
পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং সব্যোষমধিকে কফে॥
হিঙ্গুজীরযুক্তং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্।
ভবেদতীব বাতঘ্নমর্শোঽতিসারহৃৎ পরম্॥
রুচিদং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্॥

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী ও সৈন্ধব-সমন্বিত অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত। পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত মধুররসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য। কফ-উপশমের নিমিত্ত ত্রিকটু-সংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য। হিঙ্গু জীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল—অত্যন্ত বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, বস্তিগত শূল-নাশক; ইহা অর্শঃ ও অতীসার বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে গুড়ের সহিত এবং পাণ্ডুরোগে চিতামূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য।

অথাপক্বতক্রগুণাঃ।

তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ।
পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্বমেব প্রযুজ্যতে॥

অপক্বতক্র—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পক্ব তক্র—পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

অথ তক্রসেবননিমিত্তানি।

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥
তৎ তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দি-প্রসেকবিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো-মূত্রগ্রহভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্॥

শীতকাল, মন্দাগ্নি, বায়ুরোগ, অরুচিরোগে এবং স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। ইহা গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতীসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগতরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অথ তক্রস্যাবিষয়াঃ।

নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপৈত্তিকে॥

ক্ষতরোগে, গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে, মূর্চ্ছারোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে এবং রক্তপিত্তে তক্রপ্রয়োগ করিবে না।

অথ গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ।

যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ॥

গব্য দধি প্রভৃতি আট প্রকার দধির যেরূপ গুণ কথিত হইয়াছে, তজ্জাত তক্রেরও সেই সেই গুণ জানিবে।

ইতি তক্রবর্গঃ।

অথ নবনীতবর্গঃ।

অথ নবনীতস্য নামানি গুণাশ্চ।

মৃক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্।
নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্-ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥

মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। মাখন ইহার প্রচলিত নাম।

গব্যনবনীত—হিতজনক, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শঃ, অর্দ্দিত বায়ু ও কাস নাশক। নবনীত বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী, বিশেষতঃ ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।

অথ মাহিষনবনীতগুণাঃ।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

মাহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ইহা দাহ, পিত্ত ও শ্রম নাশক।

অথ পয়সো নবনীতস্য গুণাঃ।

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম॥

দুগ্ধোদ্ভূত নবনীত—চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্ত নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীর্য্য।

অথ সদ্যঃসমুদ্ধৃতনবনীতগুণাঃ।

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ॥

সদ্য উদ্ধৃত নবনীত—মধুর রস, ধারক, শীতবীর্য্য, লঘু ও মেধাজনক। অল্প তক্রাংশ-সংযুক্ত থাকায় এই নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্ল রস হইয়া থাকে।

অথ চিরন্তননবনীতগুণাঃ।

সক্ষারকটুকাম্লত্বাচ্ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্॥

বহুকালোৎপন্ন নবনীত—গুরু, কফকারক ও মেদোবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষারসংযুক্ত কটু-অম্লরস বলিয়া বমি, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইতি নবনীতবর্গঃ।

অথ ঘৃতবর্গঃ।

অথ ঘৃতস্য নামানি গুণাশ্চ।

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্॥
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্‌গুরু।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদ-শূলানাহব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ-ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ॥

ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ঘৃত—রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলজনক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষ-নাশক।

অথ গব্যঘৃতস্য গুণাঃ।

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

গব্যঘৃত—চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুক্র-জনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজো-ধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, অলক্ষ্মী-(দৌর্ভাগ্য) বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ। ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ মাহিষঘৃতগুণাঃ ।

মাহিষস্ত ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্ ।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে ॥

মাহিষ ঘৃত—মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ু-নাশক, শীতবীর্য্য, কফকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং বিপাকে মধুর ।

অথ ছাগঘৃতগুণাঃ ।

আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্ ।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু ॥

ছাগঘৃত—অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মরোগে হিতকর ।

অথৌষ্ট্রঘৃতগুণাঃ ।

ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষকৃমিবিষাপহম্ ।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্ ॥

উষ্ট্রঘৃত—কটুবিপাক, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ইহা শোষ, ক্রিমি, বিষদোষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক ।

অথাবিকঘৃতগুণাঃ ।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্ব্বরোগবিনাশনম্ ।
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্ ।
চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষনিবারণম্ ॥

মেষীঘৃত—লঘুপাক, সর্ব্বরোগঘ্ন, অস্থি-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, জঠরাগ্নির উত্তেজক এবং ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাতদোষনাশক ।

অথ নারীঘৃতগুণাঃ ।

কফেঽনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্ ।
চক্ষুষ্যমাজ্যং স্ত্রীণাং বা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্ ॥

নারীদুগ্ধজাত ঘৃত—চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, বায়ু, যোনিব্যাপৎ, রক্তদুষ্টি ও পিত্তে হিতকারক ; ইহা অমৃততুল্য গুণকারী ।

অথাশ্বীঘৃতগুণাঃ

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নের্লঘু পাকে বিষাপহম্ ।
তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্বড়বাঘৃতম্ ॥

ঘোটকীদুগ্ধজাতঘৃত—দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধি-কারক, লঘুপাক, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগ নাশক । (গর্দ্দভ প্রভৃতি একশফ জন্তুর ঘৃতও উক্তবিধ গুণযুক্ত) ।

অথ দুগ্ধঘৃতস্য গুণাঃ ।

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ ।
নিহন্তি পিত্তদাহাস্র-মদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্ ॥

দুগ্ধমন্থনোদ্ভূত ঘৃত—ধারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ু নাশক ।

অথ হ্যস্তনদধিজঘৃতগুণাঃ ।

হবির্হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্ ।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্ ।
বলকৃদ্বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্ ॥

গতদিবসীয় ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলা যায়। হৈয়ঙ্গবীন—চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক । ইহা জ্বরে অত্যন্ত উপকার করে ।

অথ পুরাণঘৃতস্য গুণাঃ ।

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্ ॥
যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্ ॥

সংবৎসরোষিত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলা যায়। পুরাতন ঘৃত—ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমির-রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। উপরি উক্ত সমস্ত

ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইবে।

অথ নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ।

যোজয়েন্নূতনমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥

ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

অথ ঘৃতপ্রয়োগস্যাবিষয়াঃ।

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে।
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহু মন্যতে॥

রাজযক্ষ্মা, কফজরোগ, আমজন্য রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দাগ্নি, এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে।

ইতি ঘৃতবর্গঃ॥

অথ মূত্রবর্গঃ।

অথ গোমূত্রগুণাঃ।

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ-ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ-কণ্ডূক্ষিমুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতাম-বস্তিরুক্‌কুষ্ঠনাশনম্।
কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ॥
কণ্ডূকিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্
গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান।
কাসং সকুষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্
গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি॥
সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥
প্লীহোদরশ্বাসকাস-শোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্।
শূলগুল্মরুজানাহ কামলপাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ॥

গোমূত্র—সক্ষার কটু-তিক্ত-কষায়-রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধা-জনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাসরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক।

গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে, গোমূত্র পান করিলে কণ্ডু, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতীসার, বাতরোগ, মূত্রা-ঘাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সকল মূত্র হইতে গোমূত্রই শ্রেষ্ঠ, অতএব যে স্থলে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কেবল “মূত্র” বলিয়া কথিত হইবে, সে স্থলে গোমূত্র প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে, গোমূত্র—কষায়-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশক; গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি মূত্রবর্গঃ॥

অথ তৈলবর্গঃ।

অথ তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্।

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তৎ তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্॥

তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়। সকল প্রকার তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল বায়ুনাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথ তিলতৈলগুণাঃ।

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বলবর্ণকরং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্।
বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়বিশোধনম্।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃশূল-নাশনং লঘুতাকরম্।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥
ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতে ক্ষতপিচ্ছিতে।
ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নি-দগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে॥
তথাভিহতনির্ভুগ্ন-মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে।
বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে।
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে॥
(ননু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ)
রুক্ষাদিদুষ্টপবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্যদা।
রসোঽসম্যগ্‌বহন্ কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্॥
তেষু প্রবেষ্টুং সরত্ব-সৌক্ষ্ম্যস্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ।
তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্॥
ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণ-সরত্বৈর্মেদসঃ ক্ষয়ম্।
শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্॥
দ্রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ।
গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্॥
ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলপক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্॥

তিলতৈল—গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সরগুণান্বিত, শুক্রজনক, বিকাশি-গুণযুক্ত, বিশদগুণান্বিত, ঈষৎ কষায় সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-রস, মধুর-বিপাক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, বাতঘ্ন, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শশীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত-জনক, লেখন-গুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ী, ব্রণঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল ও শিরঃশূলাপহারক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক। তিলতৈলাভ্যঙ্গে চর্ম্মের কেশের ও চক্ষুর হিতসাধন হয়, কিন্তু ভোজনদ্বারা অহিত হইয়া থাকে। উহা ছিন্ন, ভিন্ন, সন্ধিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহত ও নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিক্ষত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অক্ষিপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিলতৈল প্রশস্ত।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক বস্তুতে কিরূপে বৃংহণ ও লেখন এই বিরোধী গুণ থাকিতে পারে? তদুত্তরস্থলে বলা যাইতেছে যে, যৎকালে রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া স্রোতঃসমূহকে সঙ্কোচিত করে, তখন সম্যক্ প্রকারে রস প্রবাহিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তাদি বৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত শরীরের কৃশতা হইয়া থাকে। সরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্ব গুণ থাকা প্রযুক্ত তিলতৈল স্রোতোমার্গে প্রবেশ করিয়া রসবহন করিতে সমর্থ হয়, একারণ কৃশব্যক্তির পক্ষে তৈল পুষ্টিকারক হইয়া থাকে।

ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও সরগুণ দ্বারা তৈল ক্রমে ক্রমে মেদোধাতুর ক্ষয় করিয়া থাকে, একারণ, তৈলকে লেখন গুণসম্পন্ন বলা যায়।

তৈল ব্যবহার দ্বারা পুরীষ শীঘ্র রুদ্ধ হয়, একারণ উহাকে গ্রাহী এবং স্খলিত মল বিরেচিত হয়, একারণ উহাকে সারক বলা যাইতে পারে।

পক্কঘৃত এক বৎসরের অধিক হইলে হীনবীর্য্য হয়, কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, যত অধিক দিন স্থায়ী হইবে, ততই তাহার গুণাধিক্য হইবে।

অথ সার্ষপতৈলগুণাঃ।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকম্॥
কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহম্।
কণ্ডূকুষ্ঠক্রিমিশ্বিত্র-কোঠদুষ্টব্রণপ্রণুৎ।
তদ্বদ্রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ॥

সর্ষপতৈল—অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, কৃশতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। ইহা কফ, মেদ বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণ নাশক। কৃষ্ণ ও আরক্ত রাইসর্ষপসম্ভূত তৈল উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

অথ তুবরীতৈলগুণাঃ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্বিষহৃৎ কণ্ডু-কুষ্ঠকোঠক্রিমিপ্রণুৎ।
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্॥

বাইসরিষার তৈল।

তুবরীতৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, মেদোদোষ, ব্রণ ও শোথ নাশক।

অথাতসীতৈলগুণাঃ।

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥
মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্‌দোষহৃদ্‌ঘনম্॥
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে।
অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশান্তয়ে॥

মসিনাতৈল।

মসিনার তৈল—অগ্নিগুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, চক্ষুর অহিতকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্দ্ধক, মধুররস, ধারক, ত্বগ্‌দোষনাশক ও ঘন। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অনুপানে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত ইহা প্রযোজ্য।

অথ কুসুম্ভতৈলগুণাঃ।

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্বাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুষ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদম্॥

কুসুমবীজের তৈল।

কুসুম্ভতৈল—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিদাহী, চক্ষুর অহিতজনক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফ প্রদায়ক।

অথ খসবীজতৈলগুণাঃ।

তৈলন্তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্।
নাশয়েৎ কফবাতৌ চ স্বাদুপাকরসঞ্চ তৎ॥

পোস্তদানার তৈল।

পোস্তের তৈল—বলজনক, পুষ্টিকারক, গুরু, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

অথৈরণ্ডতৈলগুণাঃ।

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্॥

কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্।
বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুকং সরম্॥
বিষমজ্বরহৃদ্রোগ-পৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলনুৎ।
হন্তি বাতোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাকটীগ্রহান্॥
বাতশোণিতবিড়্বন্ধ-ব্রধ্নশোথামবিদ্রধীন্।
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তায়মেরণ্ডস্নেহকেশরী॥

ভেরেণ্ডার তৈল—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, গুরু, পুষ্টিকারক, চর্ম্মের হিতসম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-কটুরস, সূক্ষ্ম, যোনি ও শুক্র-শোধক, আমগন্ধি, মধুরবিপাক, সারক এবং ইহা বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটীগ্রহ, বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ ও অপক্ক বিদ্রধি নাশক। এই এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই শরীর-বনচারি-আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা।

অথ রালতৈলগুণাঃ।

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্।
কুষ্ঠপামাক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥

ধূনার তৈল।

ইহা বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, খোস্‌পাচড়া, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্ম জন্য রোগ বিনাশ করে।

শীতাংশু-তৈলম্।

কর্পূরতৈলং দ্বৈপেয়ং সৌগন্ধিকমথৈলকম্।
শীতাংশুতৈলং পর্ণোত্থং শ্যাবতৈলমপি স্মৃতম্॥
শীতাংশুতৈলমাক্ষেপ-শমনং বায়ুনাশনম্।
স্বেদনং শূলহৃচ্চোগ্রং জ্বরঘ্নং কফনুৎ পরম্॥
আমবাতে তথাধ্মানে জ্বরে চ শিরসো গদে।
দন্তরোগে চ ভগ্নে চ দ্বৈপেয়ং পরিযুজ্যতে॥

কাজিপুট তৈল।

কর্পূরতৈল, দ্বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, শীতাংশুতৈল, পর্ণোত্থ ও শ্যাবতৈল, এই গুলি কাজিপুট তৈলের সংস্কৃত নাম। কাজিপুট তৈল—আক্ষেপনাশক, বায়ুশান্তিকর, স্বেদ-জনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য্য, জ্বরঘ্ন ও কফ নাশক। ইহা আমবাত, উদরাধ্মান, জ্বর, শিরঃপীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রযোজ্য।

অথ সর্ব্বতৈলগুণাঃ।

তৈলং স্বযোনিগুণকৃদ্বাগ্‌ভটেনাপিদং মতম্।
অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিবৎ॥

বাগ্‌ভট বলেন, যে যে দ্রব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই সেই তৈল তত্তদ্ দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে, অতএব যে সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের গুণ উপাদান-কারণের তুল্য বুঝিতে হইবে।

ইতি তৈলবর্গঃ।

অথ সন্ধানবর্গঃ।

অথ মদ্যম্।

মদ্যং বহুবিধং প্রোক্তং তন্নাম মদিরা সুরা।
বারুণীরা মহানন্দা তত্ত্বকারণমাণিকাঃ ॥
অমৃতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু।
হলিপ্রিয়া দেবসৃষ্টা কামিনী কপিশীত্যপি ॥

মদ্য।

মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মাণিকা, অমৃতা, মাধবী, মত্তা, মদনী, মোদিনী, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী ও কপিশা প্রভৃতি শব্দ, মদ্যের পর্য্যায়। মদ্য অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

অথ গৌড়ী।

ধাতকী গুড়মুখ্যা যা গৌড়ী সা মদিরোচ্যতে।
তীক্ষ্ণোষ্ণা মধুরা গৌড়ী বাতঘ্নী বলপিত্তকৃৎ।
কান্তিতৃপ্তিকরী পথ্যা বহ্নিকামপ্রদীপনী ॥

ধাইফুল ও গুড় প্রভৃতি দ্বারা সন্ধান-ক্রিয়োক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মদিরাকে গৌড়ী বলে। গৌড়ীমদিরা—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, বায়ুনাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, পথ্য, বহ্নিবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

অথ মাধ্বী।

মধ্বাদিবিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে।
নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিলনিসূদনী।
কামলাপাণ্ডুগুল্মার্শঃ-প্রমেহপ্লীহঘাতিনী ॥

মধু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায়। মাধ্বী—অতি উষ্ণ, মধুররস এবং বায়ু, পিত্ত, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ ও প্লীহা রোগ নাশক।

অথ পৈষ্টী।

কৃতা বহুবিধৈর্ধান্যৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে।
কটূম্লা বাতকফহৃৎ তীক্ষ্ণা গৌড়ীসমা চ সা ॥

বহুবিধ ধান্য দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে পৈষ্টী বলে। ইহা কটু ও অম্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গৌড়ীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অথ কাদম্বরী।

কাদম্বরীতি কথিতা নানাদ্রব্যকদম্বজা।
কাদম্বরী সুমধুরা শ্রমপিত্তপ্রণাশিনী ॥

নানা দ্রব্যকৃত মদিরার নাম কাদম্বরী। ইহা সুমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তঘ্ন।

অথ মাধূকী।

মধূকপুষ্পজাতা যা মাধূকী সা নিগদ্যতে।
মাধূকী মাদিনী বল্যা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধনী ॥

মউলফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধূকী বলে। ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকারক ও কামবর্দ্ধক।

অথ মৈরেয়ী।

মালূরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা।
মৈরেয়ী বাতহৃদ্ বল্যা জরঘ্নী বহ্নিদীপনী ॥

বিল্বমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধান-ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে। মৈরেয়ী সুরা—বায়ুনাশক, বলকর, জ্বরঘ্ন ও অগ্নিপ্রদীপক।

অথ মার্দ্বীকম্।

মৃদ্বীকাভিঃ কৃতং মদ্যং মার্দ্বীকমিতি চোচ্যতে।
মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরত্বাত্তথা।
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে॥
মধুরং তদ্ধি রূক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষ-বিষমজ্বরনাশনম্॥

মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা) কৃত যে মদ্য, তাহাকে মার্দ্বীক বলে। মার্দ্বীক—মধুররস, রূক্ষ, কষায়ানুরস, লঘু, লঘুপাকী, সারক, শোষ ও বিষমজ্বর নাশক। ইহা অবিদাহী ও মধুর-রসান্বিত বলিয়া পণ্ডিতেরা রক্তপিত্তরোগেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অথ সর্ব্বেষাং সুরাণাং সামান্যগুণাঃ।

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ॥
বধবন্ধপরিক্লেশ-দুঃখানাঞ্চাববোহনম্।
পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্॥
বহুদুঃখস্য চ স্তাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

মদ্যের সাধারণ গুণ।

মদ্য—রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বর-পরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাদক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয় শোক শ্রান্তি নিবারক, নষ্টনিদ্র-ব্যক্তিগণের নিদ্রাপ্রদায়ক, বাক্‌শক্তি-বিহীন-দিগের বাক্যপ্রবর্ত্তক, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তি-গণের নিদ্রানিবারক, মলাদি-রোধ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবন্ধনাশক, বধ বন্ধ ও ক্লেশোৎ-পাদক-কার্য্যহেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর ও প্রীতিবর্দ্ধক। বহুদুঃখ, ক্ষত ও শোকোপহত চিত্ত ব্যক্তির, যথাবিধি নিষেবিত মদ্যই, তত্তদ্-দুঃখের বিস্মারক ও কিয়ৎকাল বিশ্রামপ্রদ।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্ নিশাময়॥
প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ।
বাদ্যগীতপ্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥
ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন শক্তিহৃৎ।
সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ স সুখো মদঃ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎ সুখং প্রথমে মদে।
তস্যোপমা জগত্যত্র কচিদেব ন দৃশ্যতে॥
মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তো সজ্জতি বা মুহুঃ।
যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলায়নমেব চ॥
স্থানপানান্নসাংকথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥
তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদারুরিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি॥
কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্।
যদবস্থো ন জানাতি কোঽবস্থাং তং ব্রজেদ্ বুধঃ॥
মদ্যোপহতবিজ্ঞানো বিমুক্তঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥

পীয়মান-মদ্যকৃত মদাবস্থা তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহানি অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলা যায়। পীয়মান মদ্যের এই তিন প্রকার মদের (মত্ততাজননী শক্তির) বিষয় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পান ভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, বাদ্য গীত হাস্য ও বিবিধ কথার প্রবর্ত্তক, ইহা দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য্যসম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ইহাতে সুখনিদ্রা ও সুখ-প্রবোধ হয়। ফলতঃ প্রথম মদ অতিশয় সুখপ্রদ। অধিক কি, প্রথম মদে যেরূপ সুখ সঞ্জাত হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি ও মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত হয়। কখন কখন ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার লীন হইয়া যায়। যুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, স্খলিতভাবে চলিয়া বেড়ান এবং অবস্থান

পান ভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্য্যয় যোজনা এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়মদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃতচিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতসদৃশ হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তি রমণীয় বিষয় সমস্ত বা বন্ধুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে উদ্দেশে মদ্যপান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখ-দুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সত্ত্বগুণ-বিযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দূষ্য, নিন্দনীয় ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

মুখকর্ণাক্ষিরোগেষু বেদনায়াং স্তনাময়ে।
বৃদ্ধৌ ব্রণে তথা ভগ্নে বহির্দ্দত্তং প্রযুজ্যতে॥

মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনরোগ, বৃদ্ধিরোগ, ব্রণরোগ ও ভগ্নস্থানে মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যায়।

অথ সীধুঃ।

ইক্ষোঃ পক্বৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥
বিবন্ধাধ্মানশোফার্শঃ-প্রমেহান্ শ্লৈষ্মিকাময়ান্।
তস্মাদল্পগুণঃ শীত-রসঃ পুষ্টিবলপ্রদঃ॥

সির্কা।

পক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পক্বরস-সীধু ও অপক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস-সীধু বলা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পক্বরস সীধুই শ্রেষ্ঠ। উহা স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিকর, বলবর্দ্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বাত-পিত্তকর, হৃদ্য, সুস্নিগ্ধকারক ও রোচক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধিসমূহে উপকারক। শীতরস-সীধু, পক্বরস-সীধু অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

অথ গুড়শুক্তম্।

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষতে॥

গুড় মিশ্রিত জল, তিলতৈল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল এই সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহা যায়।

অথাসবারিষ্টয়োর্লক্ষণম্।

যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টং ক্বাথসাধ্যঃ স্যাৎ তয়োর্ম্মানং পলোন্মিতম্॥
আপ্লাব্য সুরয়া সম্যগ্ দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
সপ্তাহান্তে পরিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
এষোঽরিষ্টাভিধানেন ভিষগ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ॥

আসব ও অরিষ্ট লক্ষণ।

অপক্ব ঔষধ ও জল দ্বারা সিদ্ধ মদ্যকে আসব কহে এবং ক্বাথসিদ্ধ মদ্যের নাম অরিষ্ট। সুরাতে দ্রব্য সমস্ত আলোড়িত করিয়া সপ্তাহান্তে তাহা ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইতে হয়। সেই দ্রবাংশকে অরিষ্ট কহে। যে যে দ্রব্য সুরাতে মিশ্রিত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে পাওয়া যায়।

অথ কাঞ্জিকস্য সাধনং গুণাশ্চ।

তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলঞ্চ
প্রগৃহ্য চাম্লং বিধিবদ্ বিধায়।
দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামা-
স্তং সপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ॥
ততস্তু কল্কং সকলং নিরস্যেৎ
তৎ কাঞ্জিকং কথ্যত আরনালম্।
তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ
দাহজ্বরঘ্নং কফবাতনাশি॥

কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্।
ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র জালিঃ প্রদীয়তে॥

কাঁজি।

সাড়ে বার সের ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া একটি আচ্ছাদিত পাত্রে সাত দিন রাখিবে। পরে অন্ন সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিত ভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাঞ্জিক। কাঞ্জিকের অপর নাম আরনাল। ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বর নাশক, কফঘ্ন ও বায়ু-শান্তিকারক। কাঁজি—মুখরোচক, রুচিজনক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক, শূলঘ্ন, অজীর্ণনাশক, বিবন্ধাপহারক এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক। কাঁজি যে স্থানে অপ্রাপ্ত হইবে, সেস্থলে তৎপরিবর্ত্তে জালি প্রদান করিবে।

অথ ধান্যাম্লম্।

প্রস্থং ষষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
আধারভাণ্ডং সংরুধ্য ভূমের্গর্ভে নিধাপয়েৎ॥
পক্ষাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ॥
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্।
অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ॥

ধান্যাম্ল।

সতুষ আশুধান্য /২ সের কুট্টিত করিয়া একটি পাত্রে /৮ সের জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রটি আবৃত করত ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে, পক্ষান্তে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম ধান্যাম্ল। শালি ও কোদ্রবাদি ধান্য হইতেও ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়।

ধান্যাম্ল ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া তৃপ্তিপ্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা অরুচি ও বাতরোগে এবং আস্থাপনে প্রযোজ্য।

অথ শ্যামপর্ণীগুণাঃ।

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যাম-পর্ণ্যতন্দ্রী স্ত্রিয়াম্মুভে।
শ্লেষ্মারিপত্রং কফহৃৎ স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রতিশ্যায়হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাসসংহরণং বহ্নি-দীপনং জাড্যনাশনম্।
ফাণ্টোঽস্য সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা॥

চা।

শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী এইগুলি চার সংস্কৃত নাম। ইহার পত্র—কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায়-নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার ফাণ্ট চিনির সহিত সেবনে শরীর নীরোগ হইয়া থাকে।

ইতি সন্ধানবর্গঃ।

অথ মধুবর্গঃ।

অথ মধু।

মধুমাক্ষিকমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসারঘ্যমীরিতম্।
মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বান্তপুষ্পরসোদ্ভবম্ ॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্ ॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রিমীন্ ॥
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস-হিক্কাতিসারবিড়্গ্রহান্।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তৎ তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্ ॥

মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ্য, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্পরসোদ্ভব, এই কয়েকটি মধুর নামান্তর। মধু—শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎকষায়সংযুক্ত মধুররস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, শরীরের কোমলতাসম্পাদক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতঃসমূহের বিশোধক, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদঃ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতীসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।

অথ মধুভেদাঃ।

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥

জাতিভেদে মধু আট প্রকার, যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল।

অথ মাক্ষিকম্।

মক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ।
তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু।
কামলার্শঃক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্ ॥

পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মক্ষিকাকে মধুমক্ষিকা বলে; তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক বলা যায়। মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

অথ ভ্রামরম্।

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্পদেভ্যোঽলিভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥
ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎ পিচ্ছিলং হিমম্ ॥

প্রসিদ্ধ ষট্পদ-ভ্রমর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাকার ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর মধু বলে। ভ্রামর-মধু—রক্তপিত্তনাশক, মূত্ররোধক, গুরু, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দি, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য্য।

অথ ক্ষৌদ্রম্।

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ।
গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্ ॥

কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে; তৎকৃত মধুই ক্ষৌদ্র বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, ইহা কপিলবর্ণ। ক্ষৌদ্রমধু—মাক্ষিক-মধুর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা প্রমেহনাশক।

অথ পৌত্তিকম্।

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরাঃ প্রায়ো মহাপীড়িকা-
বৃক্ষায়াস্তরুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে।
তাস্তজ্জৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা
তুল্যং যন্মধু তদ্বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্॥
পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ।
বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ॥

মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক এক প্রকার মধুমক্ষিকা বৃহৎ বৃক্ষের কোটরাভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত করে, পণ্ডিতগণ উহাকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন। তৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় মধুকে বনেচরগণ পৌত্তিক মধু বলিয়া থাকে। পৌত্তিক মধু—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তদূষক, দাহজনক, বাতবর্দ্ধক, বিদাহি, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতি সংশোষক।

অথ ছাত্রম্।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে।
কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্॥
ছাত্রং কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু।
স্বাদুপাকং ক্রিমিশ্বিত্র-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ।
ভ্রমতৃণ্মোহবিষহৃৎ-তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্॥

কপিল ও পীতবর্ণ এক প্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা প্রায়ই হিমালয় প্রদেশের বনে ছত্রাকার মৌচাক প্রস্তুত করে; ঐ চাক্ হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়। ছাত্রমধু—কপিল-পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুরবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষ নাশক। ছাত্রমধু—তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট।

অথার্ঘ্যম্।

মধূকবৃক্ষনির্য্যাসং জরৎকার্ব্বাশ্রমোদ্ভবম্।
স্রবত্যার্ঘ্যং তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ।
আর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যৎ তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ॥
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ॥

জরৎকারু মুনির আশ্রম-জাত মধূক বৃক্ষের নির্য্যাসকে আর্ঘ্য বলা যায়, মালবদেশে উহাকে শ্বেতক বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তীক্ষ্ণতুণ্ডবিশিষ্ট পীতবর্ণ ষট্পদসদৃশ একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ্য কহে, তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত। আর্ঘ্যমধু—চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, কফ ও পিত্ত বিনাশক, কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অথৌদ্দালকম্।

প্রায়ো বল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ।
কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্যাদৌদ্দালকং মধু॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ॥

কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বল্মীক (উইএর ঢিপী) মধ্যে বাস করে, এই মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ অল্প পরিমিত যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক বলা যায়। ঔদ্দালক মধু—রুচিকারক, স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষ নাশক, অম্লকষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

অথ দালম্।

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্ যৎ তু পত্রোপরিস্থিতম্।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধু কীর্ত্তিতম্॥
দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্।
কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ।
অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকম্॥

যে মধু পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। দালমধু—অম্ল-মধুর-কষায় রস, কিন্তু তাহার কষায়রস অল্প ও মধুররস অধিক।

ইহা লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহ নাশক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক এবং গুরুভার অর্থাৎ ওজনে ভারী।

অথ পদ্মমধু।

অরবিন্দাহৃতঃ শীতো মকরন্দোঽতিবৃংহণঃ।
ত্রিদোষশমনঃ সর্ব্ব-নেত্রাময়নিসূদনঃ॥

পদ্মমধু—শীতবীর্য্য, অতিশয় বৃংহণ, ত্রিদোষনাশক ও ইহা সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

অথ নবপুরাণমধুগুণাঃ।

নবং মধু ভবেৎ পুষ্ট্যৈ নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্।
পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসংবৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ।

নূতন মধু—পুষ্টিকারক ও সারক। ইহা তাদৃশ কফনাশক নহে। পুরাতন মধু—ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মধু চিনি বিশেষতঃ গুড় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলেই পুরাণত্ব প্রাপ্ত হয়।

অথ মধুনঃ শীতলস্য গুণাধিক্য-মুষ্ণতায়া নিষেধঃ।

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ।
গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু॥
বিষান্বয়াৎ তদুষ্ণস্তু দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥

সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতেও রস আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, অতএব মধু শীতলই গুণকারক। বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণ মধু অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিবে না। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে মধু সেবন বা উষ্ণকালে মধু সেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের ন্যায় অপকার করে।

অথ মধূচ্ছিষ্টম্।

ময়নস্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্।
মধ্বাধারো মদনকং মধুষিতমপি স্মৃতম্॥
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ॥

মোম্।

ময়ন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থ, মধ্বাধার, মদনক ও মধুষিত, এই কয়েকটি মোমের সংস্কৃত নাম। মোম্—কোমল, স্নিগ্ধ, ভূতাপসারক, ব্রণরোপক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বায়ু, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তদোষ নাশক।

ইতি মধুবর্গঃ।

অথেক্ষুবর্গঃ।

অথেক্ষুঃ।

ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ।
গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যাঃ কফপ্রদাঃ।
স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ॥

ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ, এই কয়েকটি শব্দ ইক্ষুর পর্য্যায়। ইক্ষু—রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক এবং শীতবীর্য্য।

অথ বালযুববৃদ্ধেক্ষুগুণাঃ।

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ।
যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ।
রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ॥

কচি ইক্ষু—কফকারক, মেদোবর্দ্ধক ও প্রমেহজনক। মধ্যম ইক্ষু—বায়ুনাশক, মধুররস, ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ-ইক্ষু—বল ও বীর্য্য বর্দ্ধক এবং ক্ষত ও রক্তপিত্ত নাশক।

অথ দন্তপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥

দন্তচর্ব্বিত ইক্ষুরস—রক্তপিত্তনাশক, চিনির ন্যায় বীর্য্যবান্, অবিদাহী এবং কফবর্দ্ধক।

অথ যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

মূলাগ্রজন্তুগ্রন্থ্যাদি-পীড়নান্মলসঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎকালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্‌যান্ত্রিকো রসঃ॥

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস—মূল, অগ্রভাগ, জন্তু ও গ্রন্থি প্রভৃতির সহিত ইক্ষু নিষ্পীড়িত হওয়ায় ও তাহাতে মলাদি সংযুক্ত থাকায় এবং কিছুকাল পাত্রে থাকাপ্রযুক্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ কারণ যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, বিদাহী, বিষ্টম্ভী এবং গুরু হয়।

অথ পর্য্যুষিতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টো হ্যম্লো বাতাপহো গুরুঃ।
কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ॥

বাসি ইক্ষুরস—অহিতকারী, অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, কফ ও পিত্ত বর্দ্ধক, শোষজনক, ভেদক এবং অত্যন্ত মূত্রবর্দ্ধক।

অথ পক্বস্যেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

পক্বো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ॥

অগ্নিপক্ব ইক্ষুরস—গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎপিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম ও আনাহ নাশক।

অথেক্ষুরসবিকারাণাং গুণাঃ।

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড়্‌দাহ-মূর্চ্ছা-পিত্তাস্রনাশনাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ।
বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ॥

ইক্ষুবিকার—গুরুপাক, মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, সারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, বায়ু, মোহ ও বিষদোষ নাশক।

অথ ফাণিতম্।

ইক্ষো রসস্তু যঃ পক্কঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ।
বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্॥

মাৎগুড়।

কিঞ্চিৎ গাঢ় ও বহুদ্রব বিশিষ্ট পক্ক ইক্ষু-রসকে ফাণিত কহে। ফাণিত—গুরু, অভিষ্যন্দি, পুষ্টিকারক, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শ্রমাপহারক এবং মূত্র ও বস্তি-শোধন কারক।

অথ মৎস্যণ্ডী।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা॥

সারগুড়।

ঈষৎ দ্রবভাবাপন্ন গাঢ়তর পক্ক ইক্ষুরসকে মৎস্যণ্ডী (সারগুড়) বলে। ইহা ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়-কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষ নাশক।

অথ গুড়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দৃঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ॥
গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃ-কফক্রিমিবলপ্রদঃ॥

ইক্ষুরস অগ্নিসংযোগে পরিপাক হইয়া লোষ্ট্র (মৃৎখণ্ড) সদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে, তাহাকে গুড় বলে। গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকেও গুড় বলিয়া থাকে। গুড়—শুক্র-বর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক, ইহা অতিশয় পিত্তনাশক নহে এবং গুড়—মেদঃ, কফ, ক্রিমি ও বলপ্রদায়ক।

অথ পুরাণগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং রক্তের প্রসন্নতাকারক।

অথ নবীনগুড়স্য গুণাঃ।

গুড়ো নবঃ কফশ্বাস-কাসক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ॥
শ্লেষ্মাণমাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ
পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ।
শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং
দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায়॥

নূতন গুড়—কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি এবং অগ্নি বর্দ্ধক। আর্দ্রকের সহিত গুড় সেবন করিলে কফ নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুণ্ঠীর সহিত সেবিত হইলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব গুড় ত্রিদোষনাশক।

অথ খণ্ডগুণাঃ।

খণ্ডস্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্।
বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্॥

খাঁড়গুড়—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও পিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমন নাশক।

অথ শর্করাগুণাঃ।

খণ্ডস্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥

অতি শ্বেতবর্ণ বালুকাকার খণ্ডকে শর্করা অথবা সিতা বলে, প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চিনি বলা যায়। চিনি—অতিশয় মধুররস,

রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বর নাশক।

অথ পুষ্পসিতাসিতোপলয়োগু র্ণাঃ।

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥

ফুলচিনি ও মিছরি।

পুষ্পসিতা (ফুলচিনি)—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু। সিতোপলা (মিছরি) সারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

ইতি ইক্ষুবর্গঃ।

অথ কৃতান্নবর্গঃ।

অথ ভক্তম্।

সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাংস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতণ্ডোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম॥

অন্ন।

তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া স্ফীত হইলে তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। সুসিদ্ধ হইলে ফেন গালিয়া ফেলিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়। ঈষদুষ্ণ অন্ন বিশদ ও অধিক গুণবান্। অন্ন—অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের মণ্ডযুক্ত অন্ন—শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকারক ও কফপ্রদ।

অথ দালী।

দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ॥
সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ।
নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥

দাইল্।

দাইল্ জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গু প্রভৃতির সহিত পাক করিলে, তাহাকে সূপ (দাইল্) কহে। দাইল্—বিষ্টম্ভী ও রুক্ষ এবং ইহা অতিশয় শীতবীর্য্য। তুষ রহিত দাইল্ ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়।

অথ কৃশরাগুণাঃ।

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তাঃ সলিলে সিদ্ধাঃ কৃশরা কথিতা বুধৈঃ॥
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভ-মলমূত্রকরী স্মৃতা॥

খিচুড়ী।

চাউল ও দাইল্ একত্র লবণ, হিঙ্গু, আর্দ্রক প্রভৃতির সহিত পাক করিলে খিচুড়ী প্রস্তুত হয়। ইহা শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য এবং বুদ্ধি, বিষ্টম্ভ, মল ও মূত্রকারক।

অথ ক্ষীরিকা।

দুগ্ধেঽর্দ্ধপক্বে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ।
তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা॥
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্॥

পায়স।

নির্জ্জল দুগ্ধ অর্দ্ধপক করিয়া তাহার সহিত ঘৃতম্রক্ষিত তণ্ডুল পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল

উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে তাহাতে চিনি এবং ঘৃত সংযুক্ত করিলে পায়স প্রস্তুত হয়। পায়স—দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, জঠরাগ্নি ও বায়ু বিনাশক।

অথ নারিকেলক্ষীরী।

নারিকেলং তনূকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ।
সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎ পচেন্মৃদুনাগ্নিনা॥
নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

অমৃতকেলি।

নারিকেল কুরিয়া লইয়া তাহা গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃত সহ একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী বলে। নারিকেলক্ষীরী—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক।

অথ লোপস্ত্রী।

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তচালনয়া তস্যা লোপস্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যোপরি বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যাঃ সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে॥
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥
মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্।
পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ॥

শ্বেতগোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে তাহা ছাটিয়া যন্ত্রে পেষণ পূর্ব্বক চালিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা (ময়দা, সুজি) বলে। ময়দা জল দ্বারা কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার লোপস্ত্রী (লেচী বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্ত চালনা দ্বারা সম্যক্ রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে সেই দ্রব্য একটি অধোমুখ ঘটের উপরে বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে মণ্ডক (লোপস্ত্রী) বলে। এই মণ্ডক দুগ্ধ ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষু বিকারের সহিত অথবা সুসিদ্ধ মাংস ও তক্রবটকের সহিত ভক্ষণ করিবে। মণ্ডক—পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুর-বিপাক, মলরোধক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

অথ পোলিকা।

বুধ্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ।
স্বেদয়েত্তপকে তাস্তু পোলিকাং জগদুর্ব্বুধাঃ।
তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ॥

পাত্‌লা রুটির গুণ।

ময়দার অতি পাত্‌লা পর্পটী প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাত্‌লা করিয়া বেলিয়া তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া লইলে তাহাকে রুটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই রুটির গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

অথ লপ্সিকাগুণাঃ।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ক্ষিপেল্লবঙ্গং মরিচাদিকম্।
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা।
স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্॥

মোহনভোগের গুণ।

ময়দা বা সুজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি মসলা প্রক্ষেপ দিলে মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। ইহা পুষ্টি-কারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্ত-বিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরু, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

অথ রোটী।

শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে।
রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী।
বাতঘ্নী কফকৃদ্গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা॥

শুষ্ক গোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করত তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে সিদ্ধ দ্রব্যকে রোটী বলা যায়। রোটিকা—বলকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং গুরু। ইহা প্রবলাগ্নি-মানবগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অথাঙ্গারকর্কটী।

শুষ্কগোধূমচূর্ণস্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ।
বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ॥
অঙ্গারকর্কটী জ্ঞেয়া বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফকৃদ্বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ॥

শুষ্কগোধূমচূর্ণ অল্প জলের সহিত গাঢ়ভাবে মর্দ্দন এবং তাহা বটকাকৃতি করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে অল্পে অল্পে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে অঙ্গারকর্কটী বলে। ইহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্নির দীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক এবং পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ বিনাশক।

অথ বেষ্টনিকা।

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণ-গর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ।
রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বুধৈঃ॥
ভবেদ্বেষ্টনিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যানিলাপহা।
উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্॥
ভিন্নমূত্রমলা স্তন্য-মেদঃপিত্তকফপ্রদা।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥

দালপুরী।

ময়দার মধ্যে মাষকলায়ের দাইল বাটা দিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেষ্টনিকা (দালপুরী) বলিয়া থাকেন। বেষ্টনিকা—বলকারক, ধাতুপোষক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিজনক, গুরু, শরীরের উপচয়কারক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক ও মূত্রপ্রবর্ত্তক, স্তনদুগ্ধজনক, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তকারক, কফপ্রদ এবং অর্শঃ, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণাম শূলবিনাশক।

অথ পর্পটী।

ধূমসীরচিতা হিঙ্গু-হরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ।
জীরকস্বর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তনূকৃত্য চ বেল্লিতাঃ॥
পর্পটাস্তে সদাঙ্গার-ভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ।
দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ॥
মৌদ্গাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ।
চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ।
স্নেহভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ॥

পাঁপর।

ধূমসীর (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, জীরা ও স্বর্জ্জিকা মিলিত করত অতিশয় পাত্‌লা করিয়া রোটী বেলিয়া উহাকে অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে পর্পটী বা পাঁপর বলা যায়। পাঁপর—অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। মুগের দাইল দ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত করা যায়, তাহাও ধূমসীকৃত পাঁপরের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে, মুদ্গকৃত পাঁপর উহা অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক। ছোলাদ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার গুণযুক্ত। উপরি উক্ত সর্ব্বপ্রকার পাঁপরই ঘৃতাদি স্নেহদ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহা মধ্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ পূরিকা ।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্ত্যা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ ।
তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতপোলিকা ॥
তত্তৈলেন পক্বা সা পূরিকা কথিতা বুধৈঃ ।
রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা ॥
চক্ষুস্তেজোহরা চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী ।
তৈরেব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তজিৎ ॥

কচুরী ।

মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত করিবে, তৎপরে উহা ময়দার মধ্যে পূরিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল দ্বারা পাক করিবে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পুরিকা বা কচুরী বলিয়া থাকেন। কচুরী— মুখরোচক, মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দূষক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। উহা তৈল দ্বারা না ভাজিয়া ঘৃতপক্ক করিলে চক্ষুর হিতকারক এবং রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে।

অথ মাষবটকাঃ ।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্তাং লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ ।
কৃত্বা বিদধ্যাদ্বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ ॥
বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ ।
বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহাঃ ।
বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্মকারিণোহত্যগ্নিপূজিতাঃ ॥

বড়া ।

মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে পেষণ করত লবণ, আদা ও হিঙ্গুমিশ্রিত করিয়া বড়া প্রস্তুত করিবে, অনন্তর তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুষ্ক হইলে নামাইবে, ইহাকে বটক অথবা বড়া বলা যায়। বড়া—বলকারক, শরীরের উপচায়ক, বীর্য্য-বর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্দিতবায়ুনাশক, বিবন্ধভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

অথ মাষবটী ।

মাষাণাং পিষ্টিকা হিঙ্গু-লবণার্দ্রকসংস্কৃতা ।
তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ ॥
ভর্জ্জিতাস্তপ্ততৈলেন্তা অথবাম্বুপ্রয়োগতঃ ।
বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্যা রুচিদা ভৃশম্ ॥

বড়ী ।

তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষিত এবং তাহা হিঙ্গু লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিয়া একখানা বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে, পরে সেই সকল বড়ী উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তপ্ততৈলে ভাজিয়া লইবে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই মাষবটক—বটক তুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকারক।

অথ কুষ্মাণ্ডকবটী ।

কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকাগুণা ।
বিশেষাৎ পিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ ॥

কুমড়া বড়ী ।

কুমড়াবড়ী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ীর ন্যায় গুণ-যুক্ত। বিশেষ এই যে, উহা রক্তপিত্ত নাশক ও ল ।

অথ মুদ্গবটী ।

মুদ্গানাং বটিকা তদ্বদ্রচিতা সাধিতা হিতা ।
পথ্যা রুচ্যা তথা লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা ॥

মুগের বড়ী, পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে প্রস্তুত ও পাক করিবে। ইহা হিতকর, রুচিজনক, লঘু এবং মুগের দালের ন্যায় গুণদায়ক হয়।

অথ শুদ্ধমাংসগুণাঃ ।

পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ ।
তত্র হিঙ্গুহরিদ্রাঞ্চ ভর্জ্জয়েৎ তদনন্তরম্ ॥
ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎ খণ্ডিতং ধ্রুবম্ ।
ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ ॥

সিদ্ধযোগাৎ জলং দত্ত্বা লবণঞ্চ পচেৎ ততঃ।
সিদ্ধে জলেন সম্পিষ্য বেশবারং পরিক্ষিপেৎ॥
অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্।
শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্॥

একটী পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে। পরে ছাগাদির অস্থিবিহীন মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ধৌত করিবে। অনন্তর উহা নিঙড়াইয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে বেশবার (বাটনা) জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ প্রস্তুত মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায়। শুদ্ধমাংস—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষপ্রশমক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক।

অথ তলিতমাংসম্।

শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্‌প্রসাধিতম্।
পুনস্তদাজ্যে সংভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
তলিতং বলমেধাগ্নিমাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ।
তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্॥

শুদ্ধমাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই তলিতমাংস বলিয়া থাকেন। তলিতমাংস—বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্র বৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক।

অথ শূল্যমাংসম্।

কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া।
ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ॥
তৎ তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ॥
শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং হি তৎ॥

ছাগলাদির যকৃৎ প্রভৃতি কোমল মাংসে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা শলাকায় গ্রথিত করত ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাকে পাকবিদ্‌ব্যক্তিগণ শূল্য-মাংস বলিয়া থাকেন। শূল্যমাংস—অমৃততুল্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, বলকারক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক।

অথ মাংসশৃঙ্গাটকম্।

শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে।
লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্দ্রকসংযুতম্॥
এলাজীরকধান্যাক-নিম্বুরসসমন্বিতম্।
ঘৃতে সুগন্ধে তদ্ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণপূরিতম্।
পুনঃ সর্পিষি সংভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ॥
মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্‌গুরু।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্॥

শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা, এলাচ, জীরা, ধনিয়া ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণ বলেন। এই পূরণ অন্তর্নিহিত করত ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া) প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহাকেই মাংসশৃঙ্গাটক বলে। মাংসশৃঙ্গাটক—রুচিপ্রদ, শরীরের উপচয়কারক, বলজনক, গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, কফাপহারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

অথ মাংসরসঃ।

সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ।
প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্॥
বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্।
স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্।
শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্॥

মাংসরস—রুচিকারক, প্রীতিজনক এবং শ্রান্তি শ্বাস ক্ষয় বায়ু ও পিত্ত নাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্পশুক্রাবশিষ্ট, বিশ্লিষ্ট বা ভগ্ন সন্ধি অথবা বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছুদিগের পক্ষে প্রশস্ত। যাহাদিগের স্মরণশক্তি, ওজোধাতু ও বল হীন হইয়াছে; যাহারা জ্বররোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত, হীনস্বর এবং যাহারা দর্শন ও শ্রবণশক্তির প্রাখর্য্য ও দীর্ঘায়ুঃ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকারক।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ।
গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পূর্ব্বাচার্য্যগণ মাংসপাক করিবার বহুবিধ প্রকারভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এস্থলে সেই সকল প্রকারভেদ কথিত হইল না।

অথ মণ্ডঃ।

সমিতা মর্দ্দয়েদাজ্যের্জলেনাপি চ সন্নয়েৎ।
তস্তাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥
মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ।
পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতঃ।
সমিতাশর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে।
প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেঽপি চেৎ তদ্গুণাঃ স্মৃতাঃ॥

গজা।

প্রথমতঃ ঘৃত দ্বারা ময়দাকে মাখিয়া পশ্চাৎ অল্প জল দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক উহার বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃত দ্বারা পাক করিবে, তদনন্তর তাহা এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এই প্রকারে সাধিত দ্রব্যকে মণ্ড (গজা) বলা যায়। মণ্ড—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ময়দা, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের ন্যায় গুণদায়ক জানিবে।

অথ কর্পূর-নালিকা।

ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃত্বালম্বং পুটং ততঃ।
লবঙ্গোষণকর্পূর-যুতয়া সিতয়ান্বিতম্॥
পচেদাজ্যেন সিদ্ধৈষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা।
মণ্ডেন সদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা॥

ঘৃতবহুল ময়দার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া (মুখবন্ধ করত) ঘৃতে পাক করিবে, ইহাকে কর্পূরনালী বলা যায়। কর্পূরনালী—মণ্ডসদৃশ গুণকারক।

অথ ফেনিকা।

সমিতায়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তিং দীর্ঘাং সমাচরেৎ।
তাস্তু সন্নিহিতাং দীর্ঘাং পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ॥
বেল্লয়েদ্বেল্লনেনৈতা যথৈকা পর্পটা ভবেৎ।
ততশ্চ ছুরিকয়া তাস্তু সংলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ॥
ততস্তু বেল্লয়েদ্ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ।
শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ॥
ততঃ সংবৃত্য তল্লোপত্রীং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্।
পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপত্রীং যথা স্যাম্মণ্ডলাকৃতিঃ॥
ততস্তাং সুপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ পুটাঃ।
সুগন্ধয়া শর্করয়া তদুদ্ধূলনমাচরেৎ॥
সিদ্ধেয়া ফেনিকা নাম্নী মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ।
ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

খাজা।

ঘৃতবহুল ময়দা দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাতি একখান পিড়ির উপর স্থাপিত করিয়া বেলন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরী দ্বারা সংলগ্নভাবে কর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় বেলিতে লইবে, তৎপরে শট্টক দ্বারা (শালিতণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক বলে) ঐ রোটী লেপন করিয়া

সংবৃত করত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া লইবে। পরে ঐ রোটী ঘৃতে পাক করিলে ফাটা ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে, উহাকে সুগন্ধ-যুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করত উদ্ধৃত করিয়া রাখিবে। এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফেনিকা বা খাজা বলে। ইহার গুণ মণ্ডকের তুল্য, বিশেষ এই যে, মণ্ডক অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুগুণযুক্ত।

অথ শষ্কুলী।

সমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।
আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎ সিদ্ধা শষ্কুলী ফেনিকাগুণা॥

লুচী।

ঘৃতাক্ত ময়দার লোপত্রী (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া উহাকে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে। এইরূপে সাধিত দ্রব্যকে শষ্কুলী (লুচী) বলা যায়। শষ্কুলী খাজার ন্যায় গুণকারী।

অথ মুদ্গমোদকঃ।

মুদ্গানাং ধূমসীং সম্যক্ গোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা।
কটাহস্থ ঘৃতস্যোর্দ্ধং ঝর্ঝরং স্থাপয়েৎ ততঃ॥
ধূমসীন্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেজ্‌ঝর্ঝরোপরি।
পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপক্কান্ সমুদ্ধরেৎ॥
সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্।
লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো জ্বরহৃদ্বল্যস্তর্পণো মুদ্গমোদকঃ॥

মতিচুর।

মুদ্গকৃত ধূমসী (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাশিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে মুদ্গকৃত ধূমসী বলে) নির্ম্মল জল দ্বারা দ্রব করিয়া গুলিবে, পরে কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া তাহার উপরি ভাগে একখান ঝাঝ্‌রি ধারণ করিবে। তদনন্তর (ঘৃত সম্যক উষ্ণ হইলে) ঐ দ্রবীভূত ধূমসী ঝাঝ্‌রিতে ফেলিবে, তাহা হইতে যে বিন্দু বিন্দু অংশ কড়াতে পতিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ভর্জ্জিত পদার্থ চিনির রসে ফেলিয়া হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মুদ্গমোদক বা মতিচুর বলে। মতিচুর—লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরঘ্ন, বলজনক এবং তৃপ্তিকর।

অথ বেশন-মোদকঃ।

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যা বেশনমোদকাঃ।
তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা।
বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফাপহাঃ॥

বেশনের মিঠাই।

মুদ্গমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বেশন দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ। বেশন-মোদক—বলকারক, লঘু, শীতল, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক।

অথ কুণ্ডলিনী।

নূতনং ঘটমানীয় তস্যান্তঃ কুশলো জনঃ।
প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্যম্লেন প্রলেপয়েৎ॥
দ্বিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্।
ঘৃতমর্দ্ধশরাবঞ্চ গোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ॥
আতপে স্থাপয়েৎ তাবদ্যাবদ্যাতি তদম্লতাম্।
ততস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিদ্রে ভাজনে তু তৎ॥
পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎ সন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ।
পুনঃপুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্।
তাং সুপক্কাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে।
কর্পূরাদিসুগন্ধঞ্চ স্থাপয়িত্বোদ্ধরেৎ ততঃ॥
এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা রুচ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী॥

জিলিপী।

পাকনিপুণ ব্যক্তি একটি নূতন হাড়ী আনাইয়া তাহার মধ্যদেশ, অৰ্দ্ধপ্ৰস্থ পরিমিত অম্ল দধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, একপ্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসের ঘৃত একত্র চট্‌কাইয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ

করিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে। রৌদ্রসন্তাপে উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে একটা পাত্রে ঘৃত চাপাইবে, ঘৃত সম্যক্‌রূপে তপ্ত হইলে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্ল পদার্থ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মণ্ডলাকৃতি করত ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। তাহা সুপক্ক হইলে উত্তোলন করিয়া কর্পূরাদি-সুগন্ধীকৃত চিনির তরল রসে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিবে। তাহাকেই কুণ্ডলিনী বলে, ভাষায় জিলিপী বলা যায়। জিলিপী—পুষ্টিকারক, কান্তিজনক, বলপ্রদ, ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, রুচিকারক এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসম্পাদক।

অথ জালিঃ।

আমমাম্রফলং পিষ্টং রাজিকালবণান্বিতম্।
ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরুচ্যতে॥
জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধিনী।
মন্দং মন্দস্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধিনী॥

আচার।

অপক্ক আম্রফল পেষণ করত উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজাহিঙ্গু মিলিত করিয়া পবিত্ররূপে চট্‌কাইয়া লইলে তাহাকে জালি বলা যায়। জালি—জিহ্বার কুণ্ঠত্বনাশক ও কণ্ঠশোধক। ইহা অল্প অল্প করিয়া সেবন করিলে রুচিজনক এবং অগ্নিদীপক হইয়া থাকে।

অথ যবশক্তবঃ।

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥
কফপিত্তশ্রমক্ষুৎতৃড়্-ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ।
প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্॥

যবের ছাতু—শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, লঘু, সারক, কফ ও পিত্ত নাশক, রুক্ষ ও লেখন গুণযুক্ত। উহা তরল দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুররস, রুচিকর ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল হয় এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগ বিনাশক হইয়া থাকে। রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়াম পরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে যবের ছাতু বিশেষ উপকারী।

অথ চণকযবশক্তবঃ।

নিস্তুষৈশ্চণকৈর্ভৃষ্টৈস্তুল্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ॥

তুষরহিত ভাজা ছোলা ও ভাজা যব তুল্যাংশে লইয়া যে ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মকালে ভক্ষণ করিলে অতিশয় উপকার হয়।

অথ ধানা।

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্।
ধানাঃ স্যুর্দুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্‌প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেহকফচ্ছর্দ্দি-নাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

তুষবিরহিত ভাজা যবকে ধানা বলে। ধানা—দুষ্পাচ্য, রুক্ষ, পিপাসাজনক, গুরু এবং প্রমেহ, কফ ও বমি নাশক।

অথ লাজাঃ।

যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানিতি মনীষিণঃ॥
লাজাঃ স্যুর্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্র-মেহমেদস্তৃষাপহাঃ॥

খৈ।

যে সকল ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, সেই সকল সতুষধান্য ভর্জ্জন করিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ লাজ বলিয়া থাকেন; ইহাকে ভাষায় খৈ বলা

যায়। খৈ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসা নাশক।

অথ কুল্মাষঃ।

অৰ্দ্ধস্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ।
কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে শব্দশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ।
কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ॥

ঘুঘ্‌নিদানা।

গোধূম অথবা ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অৰ্দ্ধসিদ্ধ করিলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, শব্দশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুল্মাষ বলিয়া থাকেন, ভাষায় ইহাকে ঘুঘ্‌নিদানা বলা যায়। ঘুঘ্‌নিদানা—গুরু, রুক্ষ, বায়ুবৰ্দ্ধক এবং মলভেদক।

অথ তিলপিষ্টম্।

পললন্তু সমাখ্যাতং সৈক্ষবং তিলপিষ্টকম্।
পললং মলকৃদ্বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
বৃংহণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং মূত্রাধিক্যনিবর্ত্তকম্॥

তিলকুটা।

তিলকল্ক এবং গুড়াদি ইক্ষুবিকার মিশ্রিত করত যে সকল ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পলল বা তিলকুটা বলে। পলল—মলবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্তশ্লেষ্মবৰ্দ্ধক এবং বায়ু ও মূত্রাধিক্য নাশক।

অথ তণ্ডুলঃ।

তণ্ডুলো মেহজন্তুঘ্নঃ সনবস্তত্তিদুর্জ্জরঃ॥

চাউল—মেহঘ্ন ও ক্রিমিনাশক, কিন্তু নূতন চাউল অতিশয় দুষ্পাচ্য।

ইতি কৃতান্নবর্গঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রব্যগুণপ্রকরণম্।

অথ পরিভাষা-প্রকরণম্।

অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥

অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত অনুক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে।

অথ মানসূত্রম্।

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া॥
তৎ তু মতভেদান্নানাবিধং ভবতি॥

মানপরিজ্ঞান ভিন্ন কখনই ভেষজ দ্রব্যের যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রয়োগকার্য্যার্থ পরিভাষিক পরিমাণ লিখিত হইতেছে।

এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তন্মধ্যে যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে লেখা যাইতেছে।

অথ মানপরিভাষা।

ষটসর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ॥
মাষস্তু পঞ্চভিঃ ষড়্‌ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ।
দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্‌বিধো মতঃ॥
চরকস্ত তু মাষস্তু দশগুঞ্জাভিরেব চ।
চরকস্ত তু চার্দ্ধেন সুশ্রুতস্ত তু মাষকঃ॥
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে।
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে।
ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রক্ষণঃ স নিগদ্যতে॥
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকঃ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্॥
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা।
করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ॥

উড়ুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে॥
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা।
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরাম্রং চতুর্থিকা।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ॥
অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা॥
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢকম্।
ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ॥
চতুর্ভিরাঢকৈর্দ্রোণঃ কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানশ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ॥
দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥
গোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলাপলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈষ বিনিশ্চয়ঃ॥
মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বঃ প্রস্থ আঢকঃ।
রাশির্দ্রোণী খারা চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ॥
গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্॥
প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানং তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্॥

অন্যচ্চ—

কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥

অপরঞ্চ—

কুড়বেঽপি ক্বচিদ্দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে॥
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্যতে।
শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥

অস্যাপবাদঃ।

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী-
বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসং নাগবলা সহাচরপুরা হিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশো
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ॥

৬ সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা (রতি), ৫ রতিতে ১ মাষা হয়, কিন্তু কোন মতে ৫, কোন মতে ৬, কোন মতে ৭, কোন মতে ৮, কোন মতে ১০ ও কোন মতে ১২ রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে। চরকের মতে ১০ রতিতে, সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে মাষা; কিন্তু এক্ষণে ১২ রতি অর্থাৎ ৵০ আনায় মাষা ধরা যায়। ৪ মাষায় ১ শাণ; শাণকে ধরণ ও টঙ্ক কহে। ২ শাণে ১ কোল (তোলা), কোলের অপর নাম ক্ষুদ্রক, বটক ও দ্রঙ্ক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ, কর্ষের নামান্তর—পাণি-মাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর। ২ কর্ষে অর্দ্ধপল, অর্দ্ধপলকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ শুক্তিতে ১ পল, পলের পর্য্যায়—মুষ্টি, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ পলে ১ প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ কুড়বে ১ মাণিকা, অর্থাৎ ১ শরাব বা অষ্টপল। ২ শরাবে ১ প্রস্থ। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ইহার অন্য নাম—ভাজন, কংস, পাত্র অর্থাৎ চতুঃষষ্টিপল। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, দ্রোণের পর্য্যায় যথা—কলস, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দ্রোণে ১ সূর্প বা কুম্ভ, অর্থাৎ চতুঃষষ্টি শরাব। ২ সূর্পে ১ দ্রোণী বা বাহ বা গোণী। ৮ গোণীতে ১ খারী ৪০৯৬ পল। ২০০০ পলে ১ ভার। ১০০ পলে ১ তুলা। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি চারি গুণ অধিক অর্থাৎ ৪ মাষায় ১ টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ অক্ষ ইত্যাদি।

গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব কি আর্দ্র (কাঁচা) কি শুষ্ক সকল দ্রব্যেরই পরিমাণ সমান সমান। কিন্তু প্রস্থ হইতে দ্রব ও আর্দ্র বস্তু দ্বিগুণ পরিমাণে গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন দ্রব বা কাঁচা বস্তু ১ প্রস্থ লইতে বলিলে ১ প্রস্থ (৴২ সের) না লইয়া ২ প্রস্থ (৴৪ সের) লইতে হইবে; কিন্তু তুলা মানের দ্বিগুণ কখন গৃহীত হয় না।

শাস্ত্রান্তরোক্তি, যথা—কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পলের উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু কুড়ব পরিমাণেরও কখনও দ্বিগুণ গ্রহণ করা যায়। যেমন দন্তীঘৃতে দ্বিগুণ লওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং পরিভাষা অনিত্যা। শাস্ত্রদর্শনানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নারিকেল গ্রহণে কুড়ব স্থলে ৮ পল লইতে হইবে।

শুষ্কদ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ বলিয়া আর্দ্রদ্রবের অর্দ্ধেক লওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার অপবাদ।—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, খেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদালে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটী, গুগ্‌গুলু, হিঙ্গু, আদা ও ইক্ষুজাত গুড়াদি, ইহারা আমাবস্থাতেই গ্রহণীয়, অথচ ইহাদের দ্বৈগুণ্য লওয়া যায় না।

অথ দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বম্।

শুষ্কং নবীনং যদ্দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু।
আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং দদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড়ঘৃতক্ষৌদ্র-ধান্যকৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ॥

ঔষধার্থ নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে, আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ লইতে হইবে। গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই, সকল কার্য্যে নূতনই প্রশস্ত।

স্নেহঃ সিদ্ধো গুড়াদিশ্চ গুণহীনোঽব্দতো ভবেৎ।
স্নেহাজ্যাঃ পূর্ববীর্য্যাঃ স্যুরা চতুর্মাসতঃ পরম্॥
অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
তৈলে বিপর্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ॥
(তৈলমত্র তিলভবং ন সর্ষপাদিস্নেহসামান্যপরম্)।

অন্যচ্চ—

গুণহীনঃ ভবেদ্ বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম।
মাসদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ ॥
হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরাৎ পরম্।
হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা ॥
ঔষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুর্নির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্।
পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ ॥
(হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যা ইতি তৈলমত্র কটুতৈলং তন্নিষ্পাদিতদশমূলতৈলাদি চ জ্ঞেয়ং নান্যৎ; অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বমিতি বচনাৎ)।

পক্ক স্নেহ পদার্থ ও পক্ক গুড়াদি এক বৎসরের পর গুণহীন হয়। স্নেহাদি পদার্থ (ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা) ১৬ মাস পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্কঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হয়। কিন্তু পক্ক বা অপক্ক তৈলে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এক বৎসরের পর ইহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে। তৈল শব্দে এখানে তিলতৈল বুঝিতে হইবে। স্নেহাদি সদৃশ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধ সকল দুইমাস এবং গুড়িকা লেহ ও লঘুপাক ঔষধী সকল এক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্ক সার্ষপতৈল ও তন্নিষ্পাদিত দশমূলাদি তৈল এক বৎসরের পর আর বীর্য্যবিশিষ্ট থাকে না। আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ পুরাতন হইলেই ভাল হয়।

ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ।
অনুক্তমপি যুক্তং যদ্ যোজয়েৎ তত্র তদ্বুধঃ ॥

কোন গণের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ থাকে, তাহার মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে অযুক্ত হয়, তাহা হইলে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক তাহা ত্যাগ করিবেন এবং গণোক্ত না হইলেও যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন।

অথৌষধদ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্।

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্।
ফলন্তু দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্চ দলস্তথা ॥

যে স্থলে ঔষধ দ্রব্যাদি গ্রহণের বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, তথায় খদিরাদির সার, নিম্বাদির ছাল, দাড়িমাদির ফল ও পটোলাদির পত্র গ্রহণ করিবে।

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ—

ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ।
তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাৎ ত্রিফলাদিতঃ ॥

শার্ঙ্গধরও বলিয়াছেন—বটাদি বৃক্ষের ত্বক্, বীজকাদির (সাল ও আসন প্রভৃতি বৃক্ষের) সার, তালীশাদির পত্র ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়।

অন্যচ্চ—

মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ।
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ॥
নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে তন্ত্রে দ্রব্যাণাং যত্র যাদৃশঃ।
তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ ॥

যে সকল মূল বৃহৎ ও যাহাদের অভ্যন্তরে কাষ্ঠ আছে, সেই সকল মূলের কাষ্ঠভাগ ত্যাগ করিয়া ত্বকই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র মূল হইলে সকল অংশই লইবে। শাস্ত্রে অনুক্ত স্থলেই দ্রব্যাদি গ্রহণের ঐরূপ নিয়ম জানিবে, কিন্তু শাস্ত্রে যে যে দ্রব্যের যে যে অঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবে, সেই সেই অঙ্গই অবশ্য লইতে হইবে; যেমন অমৃতাদি পাচনে নিম্বপত্র লইবার উল্লেখ আছে, তথায় নিম্বের ছাল না লইয়া নিম্বের পত্রই গ্রহণীয়।

ফলেষু পরিপক্কং যদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্ ॥
ফলেষু সরসং যৎ স্যাদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্ ॥
ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।
ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাত-ব্যালকীটাদিদূষিতম্ ॥
অকালজং কুভূমিজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ ॥
(পাকাতীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্)।

বিল্ব ভিন্ন সমুদায় ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিল্বফল অপক্কই বিশিষ্ট গুণকারক।

সকল ফলের মধ্যে সরস ফলই গুণদায়ক, কিন্তু দ্রাক্ষা, বিল্ব ও শিবাদির অর্থাৎ হরীতকী আমলকী প্রভৃতির শুষ্ক ফলই গুণকর হইয়া থাকে।

যে যে ফলের যে যে গুণ উক্ত হইল, সেই সেই ফলের মজ্জারও সেই সেই গুণ জানিবে।

যে সকল ফল হিম, অগ্নি, দূষিত বায়ু, হিংস্রকজন্তু ও কীটাদিকর্ত্তৃক দূষিত, অথবা অকালজাত কিংবা কুভূমিতে জাত বা অতিশয় পক্কতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন, তাহা ভক্ষণ করিবে না।

গোপালতাপসব্যাধ মালাকারবনেচরান্।
পৃষ্ট্বা নামানি জানীয়াদ্ভেষজানাঞ্চ শাস্ত্রতঃ॥

শাস্ত্রে যে সকল ভেষজের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম—রাখাল, তপস্বী, ব্যাধ, মালাকার ও বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

শরত্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্।
বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ॥

শরৎকালে সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত সরস ঔষধ সকল উদ্ধৃত করিবে। বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ সকল বসন্তের অবসানে আহরণীয়।

অথ ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষাবসন্তয়োঃ।
ত্বক্‌কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তু কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ত্বক্ কন্দ ও ক্ষীর (আটা), হেমন্তে সার এবং যে যে ঋতুতে যে যে ফল ও পুষ্প জন্মে, সেই সেই ঋতুতে সেই সেই ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিবে।

অথ সামান্যোক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্।

পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্।
শকৃদ্রসে গোময়রসশ্চন্দনে রক্তচন্দনম্॥
সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্।
মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ॥
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে।
স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ॥
জাঙ্গলানাং বয়ঃস্থানাং চর্ম্মলোমনখাদিকম্।
হিত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং সাস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম্॥
পক্তব্যমাজমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ।
হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী চ্ছাগী বীর্য্যহীনাঃ স্বভাবতঃ॥
কাশিরাজমতেনৈব চ্ছাগমেব নপুংসকম্।
অভাবাদপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ॥
বন্ধ্যা চ্ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ।
স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তাক্তং নতু পুংসাং বিধীয়তে॥
পিত্তাত্মিকাঃ স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাস্তু পুরুষা মতাঃ।
ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ॥

যে স্থলে বিশেষ উল্লেখ না থাকিবে, তথায় পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধব-লবণ এবং মূত্র বলিলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃত প্রয়োগে গব্যই প্রশস্ত। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি, পক্ষির মধ্যে পুংজাতি গ্রাহ্য। ঘৃত তৈল পাকে বয়ঃপ্রাপ্ত জাঙ্গল পশুদিগের চর্ম্ম রোম ও নখাদি ত্যাগ করিয়া খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংস সকল অস্থির সহিত গ্রহণ করিবে। সকল চতুষ্পদ পশুরই স্ত্রীজাতি গ্রাহ্য, কিন্তু ছাগলের নপুংসক গ্রহণীয়। এবং শৃগাল ও ময়ূরের মাংস পাক করিতে হইলে পুংজাতির মাংস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ময়ূরী, শৃগালী ও ছাগী ইহারা স্বভাবতঃ বীর্য্যহীনা। নপুংসক ছাগল না পাইলে এবং অপেক্ষা করিবারও সময় না থাকিলে, বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গোমূত্র লইতে হইলে গাভীরই লইবে, কারণ স্ত্রীজাতি পিত্তাত্মিকা ও

তাহাদের মূত্র তীক্ষ্ণ, পুংজাতি সৌম্য অতএব গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। যাহাদের দুগ্ধ মূত্র ও পুরীষ লইতে হইবে, তাহাদের আহার জীর্ণ হইবার পরে ঐ সকল দ্রব্য লইবে, অজীর্ণসত্ত্বে লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অথানুক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্।

কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ।
ভাগেঽনুক্তে তু সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে তু মৃন্ময়ম্।
দ্রবেঽনুক্তে জলং বিদ্যাৎ সর্ব্বত্রৈবং বিনিশ্চয়ঃ॥

কালের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে প্রভাত, উদ্ভিদের কোন্ অঙ্গ লইতে হইবে বলা না থাকিলে মূল, দ্রব্যসমূহের ভাগ অনুক্ত হইলে সকলের সমান সমান ভাগ, পাত্রবিশেষের অনুক্তিতে মৃন্ময় পাত্র এবং দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিলে জল বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্রই এই নিয়ম জানিবে।

অথাভাবে দ্রব্যগ্রহণম্।

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণগুড়ো মতঃ॥
পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্।
সংশুষ্কং নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতনগুড়ৈষিণা॥
ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো রসো মাসুর এব বা॥
সিতাভাবে তু খণ্ডঃ স্যাচ্ছাল্যভাবে চ ষষ্টিকঃ।
অসম্ভবে চ দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে॥
ন ভবেদ্ দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ।
সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী॥
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে সিহলীজটা।
প্রয়োগে যত্র লৌহঃ স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ॥
সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে।
তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যসর্ষপো মতঃ॥
চবিকা-গজপিপ্পল্যো পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতে।
অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে॥
নিতাং মুঞ্জাতকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে।
কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবেঽপি নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্‌বরৈঃ॥
মুক্তাভাবে শুক্তিচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা।
(বজ্রে বৈক্রান্তমিষ্যতে।)
কর্কটশৃঙ্গিকাভাবে মাষাম্বু চেষ্যতে বুধৈঃ।
ধান্যকাভাবতো দদ্যাচ্ছতপুষ্পাং ভিষগ্‌বরঃ॥
বারাহীকন্দকাভাবে চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিন্যা ক্রবতে সদা॥

ঔষধ প্রস্তুত করণে যদি কোন দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে তদ্গুণ-বিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যথা—মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারি প্রহর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুদ্গ বা মসুর যূষ, চিনির অভাবে খাঁড়, শালি ধান্যের অভাবে ষষ্টিক ধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারী ফল, দাড়িমের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাম্ল (মহাদা), সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সামান্য সরিষা, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণী, মুঞ্জাতকস্থলে তালমাতি, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুক চূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুণি কিংবা কড়ি), কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মাষাম্বু, ধনের অভাবে শুল্‌ফা, বারাহীকন্দের অভাবে চামার আলু ও মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনীর ত্বক্ গ্রহণীয়।

সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে।
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ॥
পুষ্পাভাবে ফলঞ্চাপং বিড়ঙ্গভেদে বিধত্তং ফলম্।
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে॥
রাস্নাভাবে চ বন্দাকো জীরাভাবে চ ধান্যকম্।
কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে॥
রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্বাথং প্রযোজয়েৎ।
মেদাভাবেঽশ্বগন্ধা স্যান্মহামেদে চ শারিবা॥
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী বিদারিকা।
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা॥
কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্।
রোহিতকস্যোঽভাবে পিচুমর্দ্দস্য গৃহ্যতে॥
দেয়া মৃগমদাভাবে পূতিকা তদ্গুণা বুধৈঃ।
কপোতং সর্ব্বমাংসানাং তুল্যং গুণকরং স্মৃতম্॥
মাংসক্বাথাপরিপ্রাপ্তৌ যূষো মৌদ্গঃ প্রদীয়তে।
ধেন্বাঃ প্রভূতবৎসায়াঃ ক্ষীরং কৃৎস্নপয়োগুণম্॥

যত্র যদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ।
গ্রাহ্যং তদ্গুণসাম্যাৎ তু ন তত্র কাপি দূষণম্॥

এইরূপ সুবর্ণ অথবা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধব লবণের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিট্‌লবণ, পুষ্পাভাবে কচিফল, উদরাময়ে বিল্বফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, রাস্নার অভাবে বাদ্‌রা (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুতা, রসাঞ্জনের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার কাথ, মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধি স্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, মৃগনাভির পরিবর্ত্তে খটাশী, সকল মাংসের স্থলে কপোতমাংস (যেহেতু কপোত মাংস সমস্ত মাংসের গুণপ্রদ) মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ এবং সকল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্রকঢ়-বৎসা গাভীর দুগ্ধ প্রদান করা যাইতে পারে। কোন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে কোনটির অভাব হইলে তদ্গুণ-বিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

অন্যচ্চ—

লবণে সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনে রক্তচন্দনম্।
চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ।
কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্॥
পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব হি গৃহ্যতে॥
শকৃদ্রসে গোময়কং মূত্রে গোমূত্রমিষ্যতে॥

এইরূপ লবণ বলিলে সৈন্ধব লবণ এবং চন্দন বলিলে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। কিন্তু চূর্ণ, লেহ, আসব ও স্নেহে শ্বেতচন্দন, এবং কষায় ও প্রলেপে রক্তচন্দন প্রযোজ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, পুরীষ-রস ও মূত্র উক্ত হইলে তত্তদ্ দ্রব্য গব্য বুঝিতে হইবে।

অথ পঞ্চ কষায়াঃ।

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ কাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ।
জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্॥

কষায় পাঁচ প্রকার। যথা—স্বরস, কল্ক, কাথ, হিম ও ফাণ্ট। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটি অপেক্ষা পর পরটি যথাক্রমে লঘুতর।

অথ স্বরসঃ।

সদ্যঃকৃষ্ট-দ্রব্যস্য বস্ত্রনিষ্পীড়নাৎ।
যো রসস্তন্নির্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

আর্দ্র দ্রব্য সদ্যঃ কুট্টিত করিয়া বস্ত্র কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহাকে স্বরস কহে।

অন্যচ্চ—

আদায় শুষ্কং দ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে।
জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে॥

অথবা যদি কাঁচা দ্রব্যের স্বরস পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট গ্রহণ করিবে। ইহা স্বরসের তুল্য।

অপরঞ্চ—

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে।
অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ ভবেদ্ বা রস উত্তমঃ॥

কিংবা অদ্ধসের পরিমিত চূর্ণ দ্বিগুণ জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক অহোরাত্র রাখিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাও উত্তম স্বরস সদৃশ গুণকর।

অথ স্বরসভেদাৎ পুটপাকবিধিঃ।

পুটপাকস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ।
অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া॥
দ্রব্যমাপোথিতং জম্বু-বটপত্রাদিসম্পুটে।
বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা॥
মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলিমাত্রকম্।
দহেৎ পুটাগ্নিনা ভূমৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা॥

পুটপক কল্কের স্বরস গৃহীত হয় বলিয়া পুটপাকের নিয়ম বলা যাইতেছে। ঔষধ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে এবং অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে অগ্নির তাপে মৃত্তিকা-লেপ লোহিতবর্ণ হইলেই পুটপাক সিদ্ধ হইয়াছে, জানিবে।

অথ কল্কঃ।

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্।
তদেব সূরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে॥
আবাপস্তথ প্রক্ষেপস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে।
কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া।
সিতাং গুড়ং সমং দদ্যাদ্ দ্রবা দেয়াশ্চতুর্গুণাঃ॥

কাঁচা অথবা সজল শুষ্ক দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটি কল্কের পর্য্যায়। কল্কে ঘৃত মধু ও তৈল দিতে হইলে দ্বিগুণ, চিনি ও গুড় দিতে হইলে কল্কের সমান এবং দ্রবপদার্থ দিতে হইলে চারিগুণ দিতে হয়।

অথ ক্কাথবিধিঃ।

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে ক্কাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্॥
কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্।
ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ॥
চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধ্বং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্।
শৃতঃ পাক্যবর্দ্ধমান্ কোষ্ণঃ মৃদ্বগ্নিসাধিতম্।
শৃতঃ ক্কাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে॥

কুট্টিত এক পল দ্রব্য ষোল গুণ জল সহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে জলের পরিমাণ ষোলগুণ, পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ এবং কুড়বের পর প্রস্থ পর্য্যন্ত ৪ গুণ জল দিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে সিদ্ধ করিবার বিধি। শৃত, কষায় ও নির্য্যূহ এই তিনটি শব্দ ক্কাথের পর্য্যায়।

পানে ক্কাথ্যাদিদ্রব্যব্যবস্থা।

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ম্।
দত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

পানীয় পাচনের নিয়ম।

দশ রতিতে যে মাষা, তাহারই আট মাষায় তোলা ধরিয়া সেইরূপ দুই তোলা ঔষধ দ্রব্য ১৬ গুণ অর্থাৎ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। (কিন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকগণ ১ তোলা ও ১ টাকার ওজন সমান করিবার নিমিত্ত ১২ রতিতে মাষা ধরিয়া থাকেন)।

ক্কাথে ক্ষিপেৎ সিতাংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ।
বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মধু স্মৃতম্॥
জীরকং গুগ্‌গুলুং ক্ষারং লবণঞ্চ শিলাজতু।
হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চৈব ক্কাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ॥
ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রঞ্চান্যদ্ দ্রবং তথা।
কল্কং চূর্ণাদিকং ক্কাথে নিক্ষিপেৎ কর্ষসম্মিতম্॥
ততোপবিশ্য বিশ্রান্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
ঔষধং হেমরজত-মৃদ্ভাজনোপরিস্থিতম্॥
পিবেৎ প্রসন্নহৃদয়ঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্।
বিধায়াচম্য সলিলং তাম্বূলাদ্যুপসেবয়েৎ॥

ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাত-জনিত রোগে চারি অংশের এক অংশ, পিত্ত-জনিত রোগে আট অংশের এক অংশ ও কফ-জনিত রোগে ১৬ অংশের একাংশ চিনি ব্যবহার করিবে, কিন্তু মধু প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাতজনিত রোগে ষোল অংশের এক অংশ, পিত্তজনিত রোগে আট অংশের এক অংশ এবং কফজনিত রোগে চারি অংশের এক অংশ, মধু প্রয়োগ করিবে।

জীরা, গুগ্‌গুলু, যবক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু ও ত্রিকটু (শুঠ, পিপুল, মরিচ) এই কয়েকটি, ক্কাথে প্রয়োগ করিতে হইলে এক শাণ (॥০ তোলা) মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র অথবা অন্য কোন প্রকার দ্রবপদার্থ, কিংবা কল্ক ও চূর্ণ

প্রভৃতি ক্বাথে প্রক্ষেপ দিতে হইলে এক কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণে দিবে।

প্রশস্ত ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক নেত্র ও বদনের বিকৃতি না করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সুবর্ণ, রৌপ্য বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ সেবন করিবে, তদনন্তর ঔষধের পাত্রটিকে অধোমুখে রাখিয়া জল দ্বারা মুখ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক তাম্বুলাদি মুখশোধক দ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

অথ হিমবিধিঃ।

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্।
নিশোষিতং হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ॥

কুট্টিত এক পল দ্রব্য ছয় পল জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে তাহাকে হিম বা শীতকষায় কহে।

প্রসঙ্গান্মন্থবিধিঃ।

জলে চতুষ্পলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ॥

মৃত্তিকাপাত্রে ১ পল কুট্টিত দ্রব্য চারি পল শীতল জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে মন্থন করিয়া লইলে মন্থ প্রস্তুত হয়। ইহাও শীতকষায় তুল্য। মাত্রা—২ পল।

অবান্তরভেদাৎ তণ্ডুলোদকম্।

তণ্ডুলং কণ্ডনং কৃত্বা পলং গ্রাহ্যং হি তণ্ডুলাৎ।
চতুর্গুণং জলং দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি।
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা॥

এক পল পরিমিত আতপতণ্ডুল সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ৪ পল জলে ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। ইহার মাত্রা—শীতকষায়ের ন্যায়।

অথ ফাণ্টঃ।

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎ পটাৎ।
সোঽয়ং চূর্ণো দ্রবঃ ফাণ্টো তিবগ্ ভিরভিধীয়তে॥

কুট্টিত ১ পল দ্রব্য মৃৎপাত্রে অর্দ্ধসের উষ্ণ জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়॥

প্রসঙ্গাদুষ্ণোদকম্।

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা।
অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ॥
শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি॥

অগ্নিসন্তাপে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ কিংবা অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে অথবা কেবল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে তাহাকে উষ্ণোদক বলা যায়। ইহা শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদোরোগনাশক এবং বস্তিশোধক ও অগ্নিদীপক। রাত্রিকালে ইহা পান করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

ক্বাথাদেরবান্তরভেদাল্লেহাদিকমাহ—

ক্বাথাদেঃ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া।
সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ।
দ্রবং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ॥
সুপকে তন্তুমত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্।
স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রা গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ॥

ক্বাথাদিকে পুনঃ পাক করিলে যে ঘন পদার্থ জন্মে, তাহাকে অবলেহ, লেহ ও প্রাশ বলে। চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি, গুড় সংযোগে প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় ও দ্রবপদার্থের সহিত প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বত্র চূর্ণের চতুর্গুণ দ্রবপদার্থ দিয়া পাক করিবে। অবলেহ সুপক্ক হইলে তন্তুবিশিষ্ট

হয়, জলে নিক্ষেপ করিলে স্থির হইয়া থাকে (গলিয়া যায় না), চাপিলে মুদ্রাবৎ চিহ্ন এবং উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়।

অথ চূর্ণবিধিঃ।

অত্যন্তশুষ্কং যদ্‌দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্।
তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে॥

অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। রজঃ ও ক্ষোদ, চূর্ণের পর্য্যায়।

চূর্ণস্য পাকনিষেধঃ।

প্রায়ো ন পাকশ্চূর্ণানাং ভূরিচূর্ণস্য তেন হি।
আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বল্পস্য পাকমাগতে॥

(আসন্নপাকে উপস্থিতপাকে নতু পাকমাপন্নে. তথা অতিপ্রচুরচূর্ণানাং প্রবেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বল্পস্য চূর্ণস্য পাকান্তে কদুষ্ণদশায়াং প্রক্ষেপ ইতি)।

চূর্ণ ঔষধের পাক করা উচিত নহে, কারণ পাক দ্বারা চূর্ণ ঔষধ নির্ব্বীর্য্য হয়। কিন্তু চূর্ণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে মোদকাদি দ্রব্যের আসন্নপাকে অর্থাৎ পাকসমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রক্ষেপ দিবে, কারণ তাহা না হইলে চূর্ণ সকল ঔষধের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইবে না। চূর্ণপদার্থ যদি অল্প হয়, তবে পাক সমাপ্ত হইলে ঈষদুষ্ণ মোদকাদির সহিত মিশ্রিত করিবে।

অথ বটকাবিধিঃ।

বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নাম বটকা বটী।
মোদকো গুড়িকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করা তথা।
গুগ গুলুর্বা-ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥
(তত্র বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ)
কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন কচিদ্ গুগ্‌গুলুনা বটীম্।
দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ॥
সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণো গুড়ঃ।
চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুর্মধু তৎসমম্।
দ্রবস্তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ॥

এক্ষণে বটকার বিষয় বলা যাইতেছে। তাহার পর্য্যায়—বটকা, বটী, মোদক, গুড়িকা, পিণ্ডী, গুড় ও বর্ত্তি। মোদকপাকের নিয়ম প্রায় অবলেহের ন্যায়। প্রথমতঃ গুড়, শর্করা অথবা গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক করিয়া আসন্ন পাকে চূর্ণ ঔষধ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কখন কখন গুগ্‌গুলু অগ্নিতে পাক না করিয়া কেবল কোন দ্রব পদার্থ ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করা যায়। মোদকে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি ও দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়। গুগ্‌গুলু ও মধু চূর্ণের সমান এবং দ্রবপদার্থ চূর্ণের দ্বিগুণ।

অথাণুবটিকাবিধিঃ।

ধাত্বাদীনামুদ্ভিদাং বা চূর্ণমুক্তে দ্রবৈঃ প্লুতম্।
অনুক্তে তোয়যোগেন বিমর্দ্দ্য বিদধীত চ॥
যবসর্ষপগুঞ্জাদি-প্রমাণা বটিকা ভিষক্।
অনির্দ্দিষ্টবটী সিদ্ধৌ প্রায়ো গুঞ্জাত্মিকা মতা।
তৎসেবনং যথাদোষমনুপানেন যুজ্যতে॥

ধাতু উপধাতু ও উদ্ভিদের চূর্ণ শাস্ত্রোক্ত দ্রবপদার্থ দ্বারা অথবা অনুক্ত স্থলে কেবল জল দ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দন করিয়া যব, সর্ষপ ও গুঞ্জা পরিমিত বটী করিবে। কিন্তু যে স্থলে বটীর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না থাকিবে, তথায় প্রায় গুঞ্জা--(রতি)--পরিমিত বুঝিতে হইবে। ইহা দোষ বিবেচনা করিয়া যথা-যোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই বটিকাকে অণুবটিকা বা বটী কহে।

অথ ভাবনাবিধিঃ।

দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥
ভাব্যদ্রব্যসমং কাথ্যং কাথ্যাদষ্টগুণং জলম্।
অষ্টাংশশেষিতঃ কাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা॥
দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ।
ইহং ভাবনাবিধিঃ॥

যে পরিমিত দ্রবে চূর্ণ সকল সিক্ত হয়, চূর্ণের ভাবনাক্রিয়ায় দ্রবের তাহাই পরিমাণ জানিবে। ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ক্বাথ্য দ্রব্য ভাব্য দ্রব্যের (যাহাকে ভাবনা দিতে হইবে) সমান পরিমাণে লইয়া আটগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। চূর্ণ দ্রব্য জল বা ক্বাথাদি দ্রবপদার্থে ভিজাইয়া প্রতিদিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং প্রতি রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করাকে ভাবনা কহে। বিশেষ বিধি না থাকিলে ৭ দিন ঐ রূপ ভাবনা দেওয়া বিধি।

অথ মাত্রাবিধিঃ।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥
উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে।
জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথ্যৌষধেষু চ॥

(পলমত্র সৌশ্রুতমিতি শ্রীরসঃ। সৌশ্রুতপলং চরকস্যার্দ্ধপলম। ত্রিভিরক্ষৈরিতি চরকস্য ত্রিভিস্তোলৈঃ। পলার্দ্ধেনেতি চরকে কর্ষেণৈকেন, যুগপ্রভাবাজ্জঘন্যা এব সর্ব্বে, অতএব জঘন্যা মাত্রা সর্ব্বেষাং দাতব্যা।)

মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; বাতাদি দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগ করিবে। তবে স্নেহপদার্থ, ক্বাথ্য-পদার্থ, স্বরস, গুড়িকা ও কাঞ্জিকাদি ঔষধে সাধারণতঃ যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রবলাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—মাত্রা ১ পল, মধ্যমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—৩ তিন অক্ষ, এবং অধমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে—অর্দ্ধপল নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধবৈদ্যগণ এই স্থলে সৌশ্রুত মান ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সুশ্রুতের ১ পল চরকের অর্দ্ধপল, অতএব এস্থলে সুশ্রুতের একপল চারি তোলা। তিন অক্ষ তিন তোলা, অর্দ্ধপল ২ তোলা। কারণ সুশ্রুতের ৫ রতিতে মাষা এবং চরকে ১০ রতিতে মাষা; অতএব সুশ্রুতের পরিমাণ অপেক্ষা চরকের পরিমাণ দ্বিগুণ। কলিযুগে সকলেরই অগ্নি ও বল অতি অল্প, তজ্জন্য সকলেরই পক্ষে জঘন্য অর্থাৎ অল্প মাত্রা প্রযোজ্য।

গুঞ্জামাত্রং রসং দেবি হেম জীর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
তারং ত্রিগুঞ্জকং প্রোক্তং রবিজীর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্॥
লৌহাভ্রনাগবঙ্গানাং খর্পরস্য শিলাজতোঃ।
ষড়্‌গুঞ্জাপ্রমিতা মাত্রা মলোপরসমাষিকম্॥
কাংস্যপিত্তলয়োর্মানং ভক্ষয়েৎ তাম্রজীর্ণবৎ।
যবমাত্রং বিষং দেবি গুঞ্জামাত্রন্তু কুষ্ঠিনে॥
বজ্রং যবদ্বয়মিতং তালকং যবসপ্তকম্।
অতো বুদ্ধ্বা ভিষগ্‌দদ্যাৎ প্রায়ো মাত্রেতি কীর্ত্তিতা॥

এস্থলে শোধিত এবং জারিত ধাত্বাদির মাত্রাও সঙ্ক্ষেপে কথিত হইতেছে। শোধিত পারদ ও জারিত স্বর্ণের মাত্রা ১ রতি, রৌপ্যের মাত্রা ৩ রতি, তাম্রের মাত্রা ২ রতি এবং লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, খর্পর ও শিলাজতুর মাত্রা ৬ রতি। মল-ধাতু ও উপরসের মাত্রা ১ মাষা। কাঁসা ও পিতলের মাত্রা ২ রতি। বিষের মাত্রা ১ যব, কিন্তু কুষ্ঠরোগীকে ১ রতি পরিমিত দেওয়া যাইতে পারে। হীরক ২ যব মাত্রায় এবং হরিতাল ৭ যব মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে ইহাদের মাত্রা কথিত হইলেও বিবেচক ভিষক্‌ বল, বয়স ও অগ্ন্যাদি লক্ষ্য করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন।

অথ ভৈষজ্যসেবনকালবিধিঃ।

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্।
ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং * ভক্তৈস্তৈবান্তরেঽপি চ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্ম্মুহুরিতি স্মৃতাঃ।
কালা দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ॥
বলিনো মহতো ব্যাধেরভুক্তে ভেষজং হিতম্।

---

* সামুদ্গং ভেষজং বিদ্যাদন্নস্যাদ্যাবসানয়োঃ॥

সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্।
মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ॥
সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিষাম্।
ভক্তোপরিষ্টাচ্ছস্তঞ্চ ঊর্দ্ধজত্রুবিকারিণাম্॥
সমুদ্গে বর্চ্চসাং মুদ্গাং দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্॥
ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ।
তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্॥
গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাহ্যসন্ধুধিয়ামপি॥
গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্।
মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বাসকাস-তৃষ্ণার্ত্তচ্ছর্দ্দিরোগিণাম্॥

অভক্ত, পূর্ব্বভক্ত, মধ্যভক্ত, সভক্তক, ভক্তানন্তর, সামুদ্গ*, ভোজনমধ্যবর্ত্তী, প্রতিগ্রাস, গ্রাসান্তর ও মুহুর্ম্মুহুঃ এই দশ প্রকার ঔষধসেবনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগী বলবান্ এবং ব্যাধি প্রবল হইলে অভক্ত অর্থাৎ অনাহারে ঔষধসেবন হিতকারী। পূর্ব্বভক্ত অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে সেবিত ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক ও হিতজনক। মধ্যভক্ত (ভোজনের মধ্যকালে সেবিত) ঔষধ মধ্যদেহগত রোগনাশক, সভক্ত (অন্নের সহিত সেবিত) ঔষধ সুকুমার প্রকৃতি, ঔষধদ্বেষী ও বালকদিগের পক্ষে হিতকর। ভক্তানন্তর অর্থাৎ ভোজনের পর সেবিত ঔষধ ঊর্দ্ধজত্রুরোগে প্রশস্ত। কোষ্ঠগত বিবন্ধ রোগে এবং দীপ্তাগ্নি ও বলবান্ রোগীর পক্ষে সামুদ্গ ঔষধ হিতকর। মধ্যদেহ সম্বন্ধীয় রোগে ভোজনদ্বয়ের মধ্যে ঔষধসেবন হিতকর। হীনাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে প্রতিগ্রাসে ঔষধসেবন উপকারী। কুষ্ঠ ও মেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ঔষধ প্রশস্ত। শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও বমি রোগে বারংবার ঔষধসেবন আবশ্যক।

অন্যচ্চ—

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্।
কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে।
সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি॥

* ভোজনের আদি ও অন্তে সেবিত ঔষধকে সামুদ্গ কহে।

শাস্ত্রান্তরে ঔষধ-সেবনের কাল পাঁচ প্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবা-ভোজন-কালে, সায়ং-ভোজন-কালে, মুহুর্ম্মুহুঃ ও রাত্রিকালে।

অথ প্রথমকালঃ।

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ।
লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ॥

পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপে এবং বিরেচন বমন ও লেখনার্থে প্রাতঃকালে আহার না করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয়।

দ্বিতীয়ঃ কালঃ।

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে।
অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ॥
সমানবাতে বিগুণে মন্দেঽগ্নাবগ্নিদীপনম্।
দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্॥
ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ।
হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ॥

অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধ সেবন প্রশস্ত। অরুচিতে নানা প্রকার খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিজনক ঔষধ সেবনীয়। সমান বায়ু দূষিত এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজনক্রিয়ার মধ্যে সেবন করিবে। ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে ভোজনের শেষে এবং হিক্কা, আক্ষেপক ও কম্পে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধসেবন করিতে হয়।

তৃতীয়ঃ কালঃ।

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি।
গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে॥
প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যন্তু ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে।
ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ॥

স্বরভঙ্গাদিকারক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংভোজনের প্রতিগ্রাসান্তরে ঔষধ

সেবনীয়। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে সান্ধ্য ভোজনের পর ঔষধ সেব্য।

চতুর্থঃ কালঃ।

মুহুর্মুহুশ্চ তৃট্‌ছর্দ্দি-হিক্কাশ্বাসগরেষু চ।
সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ॥

তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাসরোগ ও বিষদোষে মুহুর্মুহুঃ অন্নের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য।

পঞ্চমঃ কালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা।
পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমনার্থে রাত্রিতে ঔষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়।

অথ ক্ষীরাদিপাকঃ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষং কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥
ক্ষীরমস্ত্বারনালানাং পাকো নাস্তি বিনাম্ভসা।
সম্যক্ পাকং ন গচ্ছন্তি তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্॥
(এতৎ তু বচনং কেবলক্ষীরাদিপকপাচনাদৌ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদৌ নাস্ত্যত্র; ঘৃততৈলাদিপাকে অত্র দ্রবান্তরমস্ত্যেব। তৈলাদিপাকে যত্র চতুর্গুণং ক্ষীরমেবাস্তি ন তত্র দ্রবান্তরমস্তি তত্র কণ্ঠোক্তত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে যথা অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ।)

যে দ্রব্যের সহিত ক্ষীর পাক করিতে হইবে তাহার ৮ গুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জল ব্যতিরেক দুগ্ধ, দধিমস্ত ও কাঁজির পাক হয় না, তজ্জন্য চারিগুণ জল দিয়া পাক করা বিধি। ঘৃত তৈলাদিতে যে দুগ্ধ পাক করিতে হয়, সে স্থলে এ নিয়ম নহে; কেবল ক্ষীরাদিসিদ্ধ পাচন অর্থাৎ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদি পাচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে।

ঘৃততৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে।
জ্ঞাতব্যং তদিহাচার্য্যৈর্ভাগতো দ্বিগুণেন হি॥

ঘৃত তৈল অথবা অপর যোগাদিতে যদি কোন দ্রব্য দুই বার উক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের দুই ভাগ লইতে হইবে।

অথ মাংসরসসাধনম্।

দ্রব্যাতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতো দ্বিগুণং পয়ঃ।
পাদস্থং সংস্কৃতং জ্ঞেয় ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে॥
পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্।
মাংসস্য বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে॥

ঔষধ দ্রব্যের সহিত মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে দ্রব্যের দ্বিগুণ মাংস ও সকলের দ্বিগুণ জল দিয়া একত্র পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে মাংসরস প্রস্তুত হয়। মাংসরস ঘন করিতে হইলে ১ প্রস্থ জলে ১২ পল মাংস, তরল করিতে হইলে ৬ পল মাংস (চারিসের জলে) পাক করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। আর অতি তরল মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ১ পল সিদ্ধ মাংস পেষণ করিয়া বটক করিবে, পরে সেই বটক সকল ঘৃতাদিতে ভাজিয়া পূর্ব্ববৎ জলে পাক করিয়া স্বচ্ছতর রস প্রস্তুত করিবে।

অথ স্নেহপাকস্য সাধারণো বিধিঃ।

আদৌ সঞ্চারয়েৎ কাথং দুগ্ধং কল্কং ততঃ পরম্।
ততোঽস্থং সুরভিদ্রব্যমেষ স্নেহবিধির্মতঃ॥

স্নেহপাক করিতে হইলে প্রথমে কাথ, তৎপরে দুগ্ধ ও তারপর কল্ক সহ তৈলাদি পাক করিবে। শেষে ছাঁকিয়া গন্ধদ্রব্য সহ পাক করিবে।

অথ তৈলমূর্চ্ছা-বিধিঃ।

—:*:—

তত্রাদৌ তিল-তৈলমূর্চ্ছা।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ
পক্কং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ তু যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব।
মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈর্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ
সূচীপুষ্পাজ্ঘ্রিনীরৈরুপহতিমথিতৈর্গন্ধযোগং জহাতি॥
তৈলস্যেন্দুকলাংশিকস্তু বিকসাভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ
যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনীহ্রীবেরলোধ্রান্বিতাঃ।
সূচীপুষ্পবটাবরোহনলিকাস্তত্তাশ্চ পাদাংশিকা-
দুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈলমরুণং সদ্‌গন্ধমাকুর্ব্বতে॥

দৃঢ়তর লৌহকটাহে মন্দ মন্দ অগ্নি দ্বারা তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈল নিষ্ফেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমশঃ তৈলে দিবে। পরে পেষিত সজল মঞ্জিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার মূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সকল দ্রব্য জল সহ শিলাপিষ্ট করিয়া তৈলে দিবে। পুনরায় ঐ তৈলে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে মূর্চ্ছা-দ্রব্য কহে।

উক্ত দ্রব্যের পরিমাণ এই, তেলের ষোড়শাংশ মঞ্জিষ্ঠা এবং অপরাপর দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ; অর্থাৎ যদি তৈল ১৬ সের হয়, তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠা ১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য এক পোয়া করিয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়। তৈলের সহিত কাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত ছাঁকিয়া ফেলিবে।

অথ কটুতৈলমূর্চ্ছা।

যবঃস্থারজনীমুস্ত-বিল্বদাড়িমকেশরৈঃ।
কৃষ্ণজীরকহ্রীবের-নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ॥
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রয়োজয়েৎ।
অরুণাদ্বিপলং তত্র তোয়ক্কাঢ়কসম্মিতম্।
কটুতৈলং পচেৎ তেন হ্যামদোষহরং পরম্॥

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কটুতৈলও মূর্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমে হরিদ্রা, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে আমলা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুক ও বহেড়া এই সকল মূর্চ্ছনদ্রব্য পূর্ব্ববৎ দিবে। ⁄৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া ও অন্যান্য প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে।

অথৈরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা।

বিকসা মুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা।
হ্রীবেরবনখর্জ্জুর-বটশুঙ্গানিশাযুগম্॥
নলিকা ভেষজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্।
প্রস্থে দেয়ং শুক্তিমিতং মূর্চ্ছনে দধি কাঞ্জিকম্॥

এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য যথা—মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নলিকা, কেয়ার ঝুরি, দধি ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা, তৈল চারি সের। মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা করিবে।

অথ ঘৃতমূর্চ্ছা।

পথ্যাধাত্রীবিভীতৈর্জলধররজনীমাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ
দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলকপরিমিতৈর্মন্দমন্দানলেন।
আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজ-
স্তস্মাদামোপদোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি॥

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে ঘৃত পাক করিলে ঘৃত যখন নিষ্ফেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে ছোলঙ্গ লেবুর রস, তদনন্তর হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মুতা এই সকল

দ্রব্য পূর্ব্ববৎ ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। চারি সের ঘৃতের মূর্চ্ছন করিতে হইলে মূর্চ্ছাদ্রব্য সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের।

স্নেহসাধনে ক্বাথ্যজলাদেঃ পরিমাণম্।

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েৎ তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ॥
চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেঽষ্টগুণং জলম্।
মৃদ্বাদিক্বাথ্যসংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ।
অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্॥

অনুক্তস্থলে স্নেহপাকার্থ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা—ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল হইলে চারি গুণ জলে, কঠিন অথবা নাতিমৃদু নাতিকঠিন হইলে আট গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে স্নেহ পাক করিবে। ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হয়, এইরূপ হিসাব করিয়া ক্বাথ্য দ্রব্য লইবে।

অন্যচ্চ—

কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্।
তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবদ্দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ॥
প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্।
তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা॥

অপরে বলেন—কর্ষ হইতে পল পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ১৬ গুণ জল, তদূর্দ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ জল এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত চারি গুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। আর অনুক্ত স্থলে তুলাপরিমিত অর্থাৎ ১২॥০ সের ক্বাথ্যে দ্রোণ পরিমিত অর্থাৎ ৬৪ সের জল দিবে। এইরূপ যে স্থলে কেবল ৬৪ সের জলের উল্লেখ থাকিবে, তথায় ১২॥০ সের ক্বাথ্য দ্রব্য দিতে হইবে, ইহা বুঝিবে।

অনির্দ্দিষ্টপ্রমাণানাং স্নেহানাং প্রস্থ ইষ্যতে।
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্॥
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহসিদ্ধৌ দ্রবেঽনুক্তে সর্ব্বত্রাম্বুশ্চতুর্গুণম্।
গন্ধদ্রব্যাণি চেচ্ছন্তি কল্কস্যার্দ্ধাংশিকানি চ॥

কি পরিমাণে স্নেহ পাক করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, চারি সের পরিমাণে স্নেহ পাক করা বিহিত এবং জল, স্নেহ ও কল্কদ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ না থাকিলে কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ স্নেহ ও স্নেহের চতুর্গুণ জল লওয়া আবশ্যক। আর কোন্ দ্রবপদার্থ দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে, তাহা লিখিত না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বত্রই ৪ গুণ জল দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে। স্নেহপাকে কল্কের অর্দ্ধেক গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতে হয়।

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকন্তু কথ্যতে।
তোয়াদীনামনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রব্যান্তরেণ যোগে তু ক্ষীরং স্নেহসমং বিদুঃ॥

স্নেহপাক বিষয়ে যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল একমাত্র দুগ্ধেরই উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যদি কেবল দুগ্ধ দিয়াই স্নেহ পাক করিতে হয়, তাহা হইলে স্নেহের চারিগুণ দুগ্ধ দিতে হইবে। আর যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকে, তবে স্নেহের সমান দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যচ্চ—

স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যোঃ পাকো যত্রেরিতঃ কচিৎ।
জলং চতুর্গুণং তত্র বীর্য্যাধানার্থমাবপেৎ॥
ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্।
সম্যক্ পাকো ন জায়েত তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্॥

কেহ বলেন, যে স্থলে স্বরস দুগ্ধ বা দধি দিয়া স্নেহ পাক করিতে বলা থাকে, তথায় জলের উল্লেখ না থাকিলেও, স্নেহের বীর্য্যাধানার্থ উক্ত দুগ্ধাদির সহিত চতুর্গুণ জল দিয়া স্নেহ পাক করা কর্ত্তব্য। কারণ কেবল দুগ্ধাদি দ্বারা স্নেহ পাক করিলে, তাহাদের গাঢ়তা প্রযুক্ত কল্কদ্রব্যের রস ভালরূপ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং স্নেহের পাক সম্যক্

প্রকারে নিষ্পন্ন হয় না। অতএব অমুক্ত স্থলেও চারিগুণ জল দেওয়া অতি আবশ্যক।

পঞ্চ প্রভৃতি যত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসংবিধৌ।
তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

স্নেহপাক বিষয়ে যেখানে চারির অধিক দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকিবে, তথায় প্রত্যেক দ্রবপদার্থ স্নেহের সমান, আর এক হইতে চারি পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রবপদার্থ। স্নেহের চারিগুণ দিতে হইবে।

অম্বুক্বাথরসৈযত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্।
কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্॥

কেবল জল দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ ও ক্বাথ দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ।
কল্কাচ্চ সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্॥
(কল্কাৎ কল্কদ্রব্যাচ্চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থম্।)

দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে, কল্কদ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ এবং কল্কদ্রব্য পেষণার্থ কল্কের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রোদিতঃ ক্বচিৎ।
ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে।
কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে॥
(কেবলে দ্রবে ক্বাথেতরেস্মিন্ স্বরসাদিরূপে।)

কেবল ক্বাথ দ্বারা যেখানে স্নেহপাকের বিধি থাকে, তথায় বুঝিতে হইবে যে, ঐ ক্বাথ্যেরই কল্ক দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইবে। কল্ক ব্যতিরেকেও স্নেহ পাক করা যায়, তথায় কেবল দ্রব দ্বারা অর্থাৎ স্বরসাদি দ্বারা পাক করিতে হইবে।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশঞ্চ পুষ্পকল্কং প্রযুজ্যতে॥

স্নেহপাকে পুষ্প যদি কল্কদ্রব্য হয়, তাহা হইলেও স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে এবং পুষ্পকল্ক: স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

আদৌ কল্কঃ প্রদাতব্যো গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম্।
তৈলমূর্চ্ছায়াং দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্।
গন্ধচন্দনকর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্॥

অগ্রে কল্কপাক, তদনন্তর গন্ধদ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া তৈল নামাইবে। পরে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ এই গন্ধদ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে।

অথ স্নেহপাকস্য কালনিয়মঃ।

মূর্চ্ছা স্যাৎ সপ্তভিঃ সিদ্ধা রাত্রিভির্বুধসম্মতা।
ব্রীহিপাণ্যঙ্গয়োঃ পাকঃ সদ্যঃ সিধ্যতি নান্যথা॥
স্যাৎ পাকঃ পয়সো দ্বাভ্যাং স্বরসাদেস্তু ত্রিভিঃ।
দধিকাঞ্জিক তক্রাণাং সিদ্ধো ভবতি পঞ্চভিঃ॥
মূত্রাদীনামেকরাত্রাৎ ততঃ কল্কস্য সপ্তভিঃ।
গন্ধানাং পঞ্চভিস্ত্বেষঃ স্নেহপাকে ক্রমোঽপায়ম্॥

তৈলাদির মূর্চ্ছাক্রিয়া ৭ দিনে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মূর্চ্ছাদ্রব্য সমস্ত পাকানন্তর ৭ রাত্রির পর ছাঁকিয়া ফেলিবে। অনন্তর ব্রীহি প্রভৃতির ক্বাথ সহ ও তৎপরে মাংসাদির ক্বাথের সহিত স্নেহপাক কর্ত্তব্য। ইহাদের সহিত এক এক দিবসের মধ্যেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। পরে দুগ্ধ সহ দুই দিন; স্বরস ও ক্বাথের সহিত ৩ দিন; দধি, কাঁজি ও তক্রের সহিত ৫ দিন এবং মূত্রাদির সহিত ১ দিন পাক করা নিয়ম। তৎপরে কল্কপাক, ইহা ৭ সাত দিনে সম্পন্ন করিতে হয় অর্থাৎ কল্ক পাকের ৭ দিন পরে উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। সর্ব্বপশ্চাৎ গন্ধপাক, গন্ধদ্রব্যের সহিত পাক পাঁচ দিনে সম্পন্ন হয়।

অথ স্নেহপাকপরিজ্ঞানম্।

বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদ্ যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ।
শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা॥

যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা॥
স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা।
ঈষৎস্বরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ॥
মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে।
ঈষৎকঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ॥
তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাদ্দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ।
আমপক্বশ্চ নির্ব্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ॥

কল্কপদার্থ অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দহীন হয়, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। যখন তৈলে ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে ফেন নিবৃত্ত হয় এবং যথোপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়, তখন জানিবে স্নেহপাক নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্নেহপাক তিন প্রকার,—মৃদু, মধ্য ও খর। কল্কদ্রব্য ঈষৎ স্বরস থাকিলে মৃদু, নীরস অথচ কোমল থাকিলে মধ্য ও ঈষৎ কঠিন থাকিলে খর পাক জানিবে। তাহার অতিরিক্ত পাককে দগ্ধপাক কহে, দগ্ধপাক দাহকর ও নিষ্প্রয়োজন। আমপক্ব স্নেহ নির্ব্বীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর ও গুরু।

নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
অভ্যঙ্গার্থং খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্॥

নস্যার্থ মৃদুপাক, অভ্যঙ্গার্থ খরপাক, এবং মধ্যপাক সকল কর্ম্মেরই উপযোগী।

ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে।
প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতাস্তেতে বিশেষাদ্গুণসঞ্চয়ম্॥

ঘৃত, তৈল ও গুড়াদির পাক একদিবসে সমাপন করিবে না। ঘৃতাদি উষিত অর্থাৎ অধিক দিন সিদ্ধ হইলে বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

অথ ধাতূনাং সংখ্যা নিরুক্তিশ্চ।

স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥
বলীপলিতখালিত্য-কার্শ্যাবল্যজ্বরাময়ান্।
নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, দস্তা, সীসক ও লৌহ এই সাতটী ধাতু পার্ব্বত্যপ্রদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ বা রক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে।

(সকল ধাতুই জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমতঃ স্বর্ণের শোধনবিধি কথিত হইতেছে। স্বর্ণশোধনের নিয়মানুসারে রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এবং মাক্ষিক প্রভৃতি উপধাতু সকলও শোধন করিয়া লইবে)।

অথ সুবর্ণস্য শোধনবিধিঃ।

পত্রলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতূনাং শোধনং ভবেৎ॥

স্বর্ণশোধনের নিয়ম যথা,—স্বর্ণের অতি পাত্‌লা পাত্ প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তপ্ত তপ্তই উহা যথাক্রমে তৈলে, তক্রে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে নিষিক্ত করিবে। অর্থাৎ এক এক বার পোড়াইবে, আর এক এক বার তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলেই সুবর্ণ শোধিত হইয়া থাকে।

অথ সুবর্ণস্য মারণবিধিঃ।

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্লে কৃত্বা তু গোলকম্।
উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ॥
ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃপুনঃ॥

শোধিত স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা উত্তমরূপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমান শোধিত পারদ দিয়া একত্র মাড়িয়া একটি গোলক করিবে। একখানি কটোরিয়ায় ঐ গোলক

স্থাপন করিয়া গোলকের নীচে ও উপরে তৎ-পরিমিত গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং আর একখানি কটোরিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া উভয় মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ৩০ খানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পারদ সহ মর্দ্দিত ও গন্ধক দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া পুটপাক দিবে। ১৪ বার এইরূপ ক্রিয়া করিলে স্বর্ণ নিরুথ ভস্ম হইবে।

অথ সুবর্ণভস্মানুপানম্।

মৎস্যপিত্তস্য যোগেন স্বর্ণং তৎকালদাহজিৎ।
ভৃঙ্গযোগাচ্চ তদ্‌বৃষ্যং দুগ্ধযোগাদ্ বলপ্রদম্॥
পুনর্নবাযুতং নেত্র্যং ঘৃতযোগে রসায়নম্।
স্মৃত্যাদিকৃদ্ বচাযোগাদ্ কান্তিকৃৎ কুঙ্কুমেন চ॥
পয়সা রাজযক্ষ্মঘ্নং নির্বিষ্যা চ বিষং হরেৎ।
শুণ্ঠীলবঙ্গমরিচৈস্ত্রিদোষোন্মাদনাশকৃৎ॥

স্বর্ণভস্ম, মৎস্যপিত্ত সহ সেবিত হইলে তৎকাল-দাহনাশক, ভীমরাজ রসের সহিত সেবিত হইলে বীর্য্যকর, দুগ্ধযোগে বলপ্রদ ও রাজযক্ষ্মনাশক, পুনর্নবারসযোগে দৃষ্টিবর্দ্ধক, ঘৃতযোগে রসায়ন, বচযোগে বুদ্ধি স্মৃতি ও মেধাকর, কুঙ্কুমযোগে কান্তিকারক, নির্ব্বিষী (মুস্তক সদৃশ তৃণবিশেষ) যোগে বিষহারক এবং শুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষ ও উন্মাদনাশক হয়।

অথ রৌপ্যস্য মারণবিধিঃ।

বিধায় পিষ্টিং সূতেন রজতস্যাথ মেলয়েৎ।
তালং গন্ধং সমং পশ্চান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
দ্বিত্রিপুটৈর্ভবেদ্ ভস্ম যোজ্যমেবং রসাদিষু॥

রৌপ্যের অতি পাত্‌লা পাত্‌ পারদের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে রৌপ্যের সমপরিমিত হরিতাল ও গন্ধক একত্রে লেবুর রসে মাড়িয়া উহা দ্বারা উক্ত রৌপ্যপিণ্ড স্বর্ণমারণের বিধি অনুসারে পুটপাক দিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যাইবে।

অথ রৌপ্যভস্মানুপানম্।

সিতয়া হন্তি দাহাস্থং বাতপিত্তং ফলত্রিকাৎ।
ত্রিসুগন্ধ্যা প্রমেহাদি রজতং হন্ত্যসংশয়ম্॥

রজতভস্ম চিনি সহ সেবিত হইলে দাহাদিনাশক, ত্রিফলাযোগে বাতপিত্তহর, ত্রিসুগন্ধি (এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র) যোগে প্রমেহাদি রোগ নিবারক হয়।

অথ তাম্রম্।

ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে।
একো দোষো বিষে স্পষ্টো দোষাস্তাম্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ভ্রমো মূর্চ্ছা বিদাহশ্চ উৎক্লেদঃ শোষবান্তয়ঃ।
অরুচিশ্চিত্তসন্তাপ এতে দোষা বিষোপমাঃ॥

বিষকেই কেবল বিষ বলে না, অশুদ্ধ তাম্রও একটি ভয়ঙ্কর বিষ। কারণ বিষে কেবল একটি দোষ আছে, অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ, বমন, শোষ, বমনবেগ, অরুচি ও চিত্তসন্তাপ এই আটটি বিষোপম দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ তাম্রস্য মারণবিধিঃ।

জম্বীররসসংপিষ্ট-রসগন্ধকলেপিতম্।
তাম্রপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈর্ম্রিয়তে ধ্রুবম্।
সূতাভাবে ভিষগ্‌যুক্ত্যা বাত্র হিঙ্গুলমর্পয়েৎ॥

কজ্জলীকৃত পারদ ও গন্ধক গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দিত করিয়া তাম্রপত্রে লেপ দিয়া শরাব মধ্যে তিনবার পুটপাক দিবে, তাহাতে তাম্র জারিত হইবে। রসগন্ধকের অভাবে চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে অর্থাৎ লেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল মাড়িয়া তাম্রপত্রে লেপ

দিয়া পুট পাক করিবে। তাহাতেও তাম্র জারিত হইবে।

মারিততাম্রস্যামৃতীকরণম্।

অথ সংমারিতং তাম্রমম্লেনৈকেন মারয়েৎ।
তদ্ গোলং শূরণস্যান্তা রুদ্ধা সর্ব্বত্র লেপয়েৎ॥
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ।
বান্তিং ভ্রান্তিং বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন॥

জারিত তাম্রের অমৃতীকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে কখন বমি, ভ্রম ও বিরেক হইবে না এবং উহা সর্ব্বরোগহর হইবে। অমৃতীকরণের নিয়ম এই—উক্ত প্রকারে জারিত তাম্র কোন একটী অম্ল রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং সেই গোলক একটী ওলের গর্ভে নিহিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে।

অথ বঙ্গস্য মারণবিধিঃ।

বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ।
দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিংশ্চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ॥
প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকাম্।
তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবম্ *॥
অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিক্ষিপেৎ।
এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

খোলায় বা লৌহকটাহে প্রয়োজন মত বঙ্গ দিয়া অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিবে। পরে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানী-চূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালভস্ম ও অশ্বত্থছালভস্ম ক্রমশঃ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ক্রমাগত হাতা দ্বারা নাড়িবে। এইরূপে বঙ্গ ভস্ম হইলে ধৌত করিয়া তাহাকে অঙ্গারশূন্য করিবে।

* চিঞ্চাত্বগুদ্ভবমিতি চিঞ্চায়াস্ত্বগ্ভস্ম, এবমশ্বত্থ-বল্কলোদ্ভবং ক্ষারং প্রদেয়মিতি রসেন্দ্রটীকা।

অথ বঙ্গভস্মানুপানম্।

কর্পূরসার্দ্ধং মুখগন্ধনাশং
জাতীফলৈঃ পুষ্টিকরং নরাণাম্॥
তুলসীপত্রসংযুক্তং প্রমেহং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
ঘৃতেন পাণ্ডুরোগঞ্চ টঙ্কণৈর্গুল্মনাশকম্॥
হরিদ্রয়া রক্তপিত্তং মধুনা বলবৃদ্ধিকৃৎ।
খণ্ডয়া সহ পিত্তঘ্নং নাগবল্ল্যা চ বন্ধনম্॥
পিপ্পল্যা চাগ্নিমান্দ্যঘ্নং নিশয়া চোর্দ্ধশ্বাসহৃৎ।
চম্পকস্বরসেনৈব দুর্গন্ধং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥
নিম্বুকস্বরসেনাঢ্যং দেহে দহনশান্তয়ে।
কস্তূরীসহ বঙ্গস্য ভক্ষণাদ্ বীর্য্যস্তম্ভনম্॥
খদিরক্বাথযোগেন চর্ম্মরোগবিনাশকৃৎ।
পূগীফলস্য সার্দ্ধেন চাজীর্ণং নাশয়েৎ ক্ষণাৎ॥
লশুনৈর্বাতভূপীড়াং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
সমুদ্রফলসংযোগান্নিশুণ্ড্যা সহ ভক্ষণাৎ॥
কুষ্ঠং নাশয়তে ক্ষিপ্রং সিংহনাদে মৃগা ইব।
আঘাটজটিলাযোগাৎ ষণ্ডত্বং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

বঙ্গভস্ম কর্পূরের সহিত সেবিত হইলে মুখদৌর্গন্ধ্য, তুলসীপত্রের সহিত প্রমেহ, ঘৃতের সহিত পাণ্ডুরোগ, সোহাগার খৈএর সহিত গুল্ম, হরিদ্রার সহিত রক্তপিত্ত ও ঊর্দ্ধশ্বাস, খাঁড়ের সহিত পিত্তদুষ্টি, পানের সহিত মলমূত্র-বিবন্ধ, পিপুলের সহিত অগ্নিমান্দ্য, চম্পকরসের সহিত দুর্গন্ধ, লেবুর রসের সহিত দেহতাপ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথের সহিত চর্ম্মরোগ, সুপারির সহিত অজীর্ণ, রশুনের সহিত বাতব্যাধি, সমুদ্রফল ও নিসিন্দার সহিত কুষ্ঠরোগ এবং অপামার্গের সহিত সেবিত হইলে ক্লৈব্য নাশ করে। ইহা জায়ফলের সহিত সেবিত হইলে পুষ্টিকর, মধুর সহিত বলবর্দ্ধক এবং কস্তূরী সহ সেবিত হইলে বীর্য্যস্তম্ভকর হয়।

অথ মহাসেতুঃ।

একঃ সূতো দ্বিধা বঙ্গং সর্ব্বাদ্দ্বিগুণগন্ধকঃ।
কুপীপক্বো মহাসেতুর্বঙ্গস্থানেঽথবা বিধুঃ॥

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ বঙ্গ ও ছয় ভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিলে মহাসেতু

প্রস্তুত হয়। বঙ্গের অভাবে কর্পূর দেওয়া যাইতে পারে। (ইহা মেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।)

অথ যশদস্য স্বরূপম্।

যশদং গিরিজং তস্য দোষাঃ শোধনমারণে।
বঙ্গস্যেব হি বোদ্ধব্যা গুণাংশ্চ গণয়ামাথ॥
যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

দস্তা ধাতু পর্ব্বতজ। ইহার দোষ এবং শোধন মারণ বঙ্গের ন্যায়। জারিত দস্তা—কষায়-তিক্তরস, শীতল, কফপিত্তনাশক, চক্ষুর বিশেষ উপকারক এবং ইহা মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

অথ যশদস্যানুপানম্।

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ।
অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরং ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ॥

দস্তা পুরাতন গব্য ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে নেত্রের হিতকর, তাম্বূলের সহিত সেবিত হইলে মেহনাশক, গণিয়ারির সহিত সেবিত হইলে অগ্নিকর, ত্রিসুগন্ধ অর্থাৎ এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষহর হয়।

অথ সীসকস্য শোধনবিধিঃ।

তস্য সাহজিকা দোষা বঙ্গস্যেব নিদর্শিতা।
শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্ভির্গদিতং পুরা॥

সীসকের স্বাভাবিক দোষ এবং শোধনবিধি বঙ্গের ন্যায়।

অথ সীসকস্য মারণবিধিঃ।

সীসকং সযবক্ষারং লৌহপাত্রে বিপাচিতম্।
ক্ষারং পুনঃপুনর্দেয়ং যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥
রক্তবর্ণং ভবেদ্ যাবৎ তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥

লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র পাক করিবে। সীসক যে পর্য্যন্ত ভস্ম না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ যবক্ষার দিবে এবং যতক্ষণ রক্তবর্ণ না হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে ভস্ম সকল জল দ্বারা ধৌত করিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সীসকভস্ম পীতবর্ণ হইবে।

অথাস্যৈবাপরো বিধিঃ।

নাগং খর্পরকে নিধায় কুনটীচূর্ণং দদীত দ্রুতে।
নিম্বুনীরসুগন্ধকেন পুটিতং ভস্মীভবেৎ সত্বরম্॥

কোন পাত্রে সীসক রাখিয়া তাহাকে অগ্নিসন্তাপে গলাইবে। দ্রবীভূত হইলে উহাতে মনঃশিলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইবে। পরে শীতল অবস্থায় উহার সহিত গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া পুটপাক করিবে। তাহাতে সীসক কৃষ্ণবর্ণ ভস্মরূপে পরিণত হইবে।

অথ লৌহস্য নিষেকবিধিঃ।

যথোদিতেন বিধিনা লৌহপত্রং বিশোধ্য চ।
নিষিঞ্চেল্লৌহদোষাণাং বিনাশায় ভিষগ্বরঃ॥
ক্ষীরারনালগোমূত্র-ত্রিফলাক্বাথবারিণি।
লৌহমুষ্ণং মনাক্তপ্তং ত্রেধা ত্রেধা বিধানতঃ॥
নিষেকে ত্রিফলা লৌহাৎ কর্ত্তব্যাষ্টগুণা সদা।
চতুর্গুণং ফলাৎ তোয়মর্দ্ধভাগাবশেষিতম্।
ক্ষীরাদিত্রয়মানন্তু লৌহাদ্ দ্বিগুণমিষ্যতে॥

যথোক্তপ্রকারে লৌহপত্র বিশোধিত করিয়া তাহার নিষেকক্রিয়া কর্ত্তব্য। শোধিত লৌহ বারংবার ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঞ্জিক, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। নিষেক কার্য্যে ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম

এইরূপ—লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা এবং ত্রিফলার চতুর্গুণ জল, একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে নিষেকার্থ গ্রহণ করিবে।

অথ লৌহস্য মারণবিধিঃ।

বিশোধিতময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেণ বিমর্দ্দয়েৎ
শতশস্তৎ পুটেদ্বহ্নৌ মৃতমেবং ভবেদ্ ধ্রুবম্‌॥

বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্রসহ মর্দ্দন করিয়া ১০০ এক শতবার গজপুটে পাক করিবে; ইহাতেই লৌহ ব্যবহারোপযোগী ভস্ম হইবে।

অথ লৌহস্য পুটবিধিঃ।

শতাদিস্তু সহস্রান্তঃ পুটো দেয়ো রসায়নে।
দশাদিশতপর্য্যন্তো গদে পুটবিধির্মতঃ॥
বাজীকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চপঞ্চশতাধিকঃ।
পুটাদ্দোষবিনাশঃ স্যাৎ পুটাদেব গুণোদয়ঃ॥
ম্রিয়তে চ পুটাল্লৌহং পুটাংস্তস্মাৎ সমাচরেৎ।
যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহবো যদি।
তথা তথা বিবর্দ্ধন্তে গুণাঃ শতসহস্রশঃ॥

রসায়নের জন্য একশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত লৌহের পুটপাক দিবে। রোগনিবারণের জন্য দশ হইতে একশত পর্য্যন্ত এবং বাজীকরণার্থ সহস্রাধিক পুট প্রশস্ত। (কিন্তু কোন মতে বাজীকরণের জন্য দশ হইতে পাঁচশত পুট দিবারও বিধি আছে।) পুটপাকেই লৌহের দোষ বিনাশ, পুটপাকেই গুণের উদয় এবং পুটপাকেই জারণ হইয়া থাকে, অতএব, অধিক সংখ্যক পুটপাক দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যত অধিক পরিমাণে পুটপাক দিবে, লৌহের শক্তিও তত পরিমাণে অর্থাৎ শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইবে।

অথ লৌহভস্মানুপানম্‌।

শূলে হিঙ্গুঘৃতান্বিতো মধুযুতো কৃষ্ণা পুরাণজ্বরে
বাতে সাজ্যরসোনকঃ শ্বসনকে ক্ষৌদ্রান্বিতং ত্র্যূষণম্‌।
শীতে ব্যাললতাদলং সমরিচং মেহে বরা সোপলা
দোষাণাং ত্রিতয়েঽনুপানমুদিতং সক্ষৌদ্রমার্দ্রোদকম্‌॥
ঘৃতেন বাতিকে দেয়ং মধুনা পিত্তকে জ্বরে।
শ্লেষ্মপিত্তে চার্দ্রকেণ নির্গুণ্ড্যা শীতবাতকে॥
শুণ্ঠী বাতে সিতা পিত্তে কফে কৃষ্ণা ত্রিজাতকম্‌।
সন্ধিরোগে বরা মেহে প্রোক্তং লৌহানুপানকম্‌॥

শূলরোগে লৌহভস্মের অনুপান—হিং, ঘৃত ও মধু। পুরাণ জ্বরে পিপ্পলী। বাতরোগে ঘৃত ও রসুন। শ্বাস রোগে মধু ও ত্র্যূষণ (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ)। শীতে ব্যালপত্র (বিছুটী) ও মরিচ। মেহে ত্রিফলা ও চিনি। সন্নিপাতে মধু ও আদার রস। বাতজ্বরে ঘৃত। পিত্তজ্বরে মধু। শ্লেষ্মপিত্তজ্বরে আদার রস। শীতবাতরোগে নিসিন্দা। বাতে শুণ্ঠী। পিত্তে চিনি। কফে পিপুল। সন্ধিরোগে ত্রিজাতক (মিলিত এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি)। মেহ রোগে ত্রিফলা।

অথ মণ্ডূরম্‌।

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতিবর্ষকম্‌।
অধমং ষষ্টিবর্ষীয়মতো হীনং বিষোপমম্‌॥
ভস্ত্রাগ্নৌ তপ্তমণ্ডূরং সপ্তধা গোজলে ক্ষিপেৎ।
চূর্ণীকৃত্য প্রযোক্তব্যং পুটাদ্ দশগুণং ভবেৎ॥

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে। শতাধিক বর্ষের মণ্ডূর শ্রেষ্ঠ, অশীতিবর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম, ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর নিকৃষ্ট এবং ইহা অপেক্ষা অল্প দিনের মণ্ডূর বিষোপম। ভস্ত্রা (হাপর, আগুনকরা জাঁতা) দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে মণ্ডূর পোড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া পুটপাক করিবে।

অন্যচ্চ—

গোমূত্রে ত্রিফলা ক্কাথ্যা তৎকাথে সেচয়েচ্ছনৈঃ।
লৌহকিট্টং সুতপ্তস্তু যাবজ্জীর্য্যতি তৎ স্বয়ম্॥
তজ্জীর্ণং গ্রাহয়েৎ পেষ্যং মণ্ডূরঞ্চ প্রযোজয়েৎ।
যল্লৌহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্॥
স্বর্ণাদ্যভাবে লৌহং স্যাদ্মণ্ডূরং তদভাবতঃ।
যে গুণা মারিতে লৌহে তে গুণা মৃতকিট্টকে।
তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ॥

গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্কাথে সুতপ্ত মণ্ডূর পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা মণ্ডূর জীর্ণ হইলে তাহা পেষণ করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে। যে লৌহের যে গুণ, তাহার মলেরও সেই গুণ জানিবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ এবং লৌহের অভাবে মণ্ডূর প্রয়োগ করিবে। জারিত লৌহের যে গুণ, জারিত মণ্ডূরেরও সেই গুণ; অতএব রোগশান্তির জন্য সর্ব্বত্র লৌহ-স্থানে মণ্ডূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অথ স্বর্ণাদিলৌহান্তানাং ধাতূনাং সাধারণো মারণোপায়ঃ।

শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা॥

স্বর্ণ হইতে লৌহ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতুর মারণের সাধারণ উপায় এই—মনঃশিলা গন্ধক ও আকন্দের আঠার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া গজপুটে ১২ দ্বাদশবার পাক করিবে।

অথ জারিতধাতূনাং বর্ণানি।

স্বর্ণং চম্পকবর্ণাভং কৃষ্ণত্বং তারতাম্রয়োঃ।
কাংস্যং ধূসরবর্ণং স্যান্নাগঃ পারাবতপ্রভঃ॥
বঙ্গং শুভ্রত্বমায়াতি তীক্ষ্ণং জম্বুফলোপমম্।
অভ্রকং চেষ্টিকাভং স্যাজ্জারিতানাং বর্ণনির্ণয়ঃ॥

জারিত ধাতুবর্ণ।

জারিত স্বর্ণ চম্পকপুষ্প সদৃশ, রৌপ্য ও তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, কাংস্য ধূসরবর্ণ, সীসক পারাবতবর্ণতুল্য, বঙ্গ শুভ্রবর্ণ, লৌহ জম্বুফলসদৃশ অর্থাৎ স্নিগ্ধকৃষ্ণ এবং অভ্র ইষ্টকবর্ণ সদৃশ হয়।

অথোপধাতূনাং শোধনমারণপ্রকারঃ।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ।

মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ॥
চালয়েল্লৌহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্।
ভবেৎ ততস্তু সংশুদ্ধিং স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি॥

তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধব লবণ, টাবা অথবা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া লৌহ পাত্রে পাক করিবে। পাককালে ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহ পাত্র যখন লোহিতবর্ণ হইবে, তখন জানিবে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকমারণবিধিঃ।

কুলখস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ।
তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, কুলথ কলাইয়ের ক্কাথে বা তিল তৈলে অথবা তক্রে কিংবা ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে জারিত হইবে।

অথ স্বর্ণমাক্ষিকভস্মানুপানম্।

অনুপানং মরা প্রোক্তং যেন সার্দ্ধং হি মাক্ষিকম্।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও মধু এই সকল স্বর্ণমাক্ষিকের অনুপান।

অথ তারমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ।

কর্কোটমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জম্বীরজৈর্দ্দিনম্।
ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্॥

কাঁকরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গোঁড়ালেবুর রসে ভিজাইয়া এক একদিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হয়।

অথাস্য মারণবিধিঃ।

স্বর্ণমাক্ষিকবদ্ বৈদ্যো মারয়েৎ তারমাক্ষিকম্॥

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় ইহার মারণক্রিয়া জানিবে।

অথ বিমলশুদ্ধিঃ।

জম্বীরস্য রসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসেস্তথা।
রম্ভাতোয়ে বিপাচ্যো বা বস্ত্রং বিমলশুদ্ধয়ে॥

লেবুর রসে বা মেষশৃঙ্গীরসে কিংবা কদলীমূলরসে দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে বিমলের বিশুদ্ধি হয়।

অথ বিমলভস্মানুপানম্।

বিষব্যোষবরাজ্যেন বিমলঃ সেবিতো যদি।
ভগন্দরাদিকা রোগা নৃণাং গচ্ছন্তি দুস্তরাঃ॥

পদ্মকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ঘৃতের সহিত বিমল সেবিত হইলে ভগন্দরাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগ সকল নাশ করে।

অথ তুত্থস্য শোধনবিধিঃ।

জম্বীরজরসৈঃ পিষ্টং তুত্থং লঘুপুটে পচেৎ।
ত্রিদিনং মস্তুনা ভাব্যং ততো যোগেষু যোজয়েৎ॥

গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন ও লঘুপুটে পাক করিয়া তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলে তুঁতে বিশোধিত হয়।

অথ কাংস্যস্য রীতেশ্চ শোধনমারণবিধিঃ।

কাংস্যপিত্তলয়োঃ শুদ্ধিমৃতিশ্চ তাম্রবদ্ ভবেদ্॥

কাঁসা ও পিত্তলের শোধন ও মারণপ্রণালী তাম্রের ন্যায় জানিবে।

অথ সিন্দূরস্য শোধনবিধিঃ।

দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ॥

পণ্ডিতেরা বলেন যে, দুগ্ধ ও অম্লরসে ভাবনা দিলে সিন্দূরের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ শিলাজতু-শোধনবিধিঃ।

শিলাজতু সমানীয় সূক্ষ্মং খণ্ডং বিধায় চ।
নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্ণীয়াদ্ বস্ত্রগালিতম্।
স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ॥
উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎ ক্ষিপেদন্যপাত্রকে।
এবং পুনঃপুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু॥
ভবেৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমং ভবেৎ।
নির্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥

শিলাজতু অতি সূক্ষ্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া এক প্রহর কাল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া কোন মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে এবং সেই জলের উপর যে পদার্থ ভাসমান হইবে, তাহা অন্য পাত্রে রাখিবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ গৃহীত শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে লিঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত হয় এবং উহা হইতে ধূম নির্গত হয় না। এইরূপ শিলাজতু সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

অথ শিলাজতুনোঽনুপানম্।

এলাপিপ্পলিসংযুক্তং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্ররোধং হন্তি মেহং তথা ক্ষয়ম্॥

এলাইচ ও পিপ্পলীসংযুক্ত ১ মাষা পরিমিত শিলাজতু সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মেহ ও ক্ষয় রোগ নিবারিত হয়।

অথ সত্ত্ববিনির্গমবিধিঃ।

লাক্ষামীনাপয়শ্ছাগং টঙ্কণং মৃগশৃঙ্গকম্।
পিণ্যাকং সর্ষপাঃ শিগ্রুগুঞ্জোর্ণা গুড়সৈন্ধবম্॥
যবতিক্তাঘৃতং ক্ষৌদ্রং যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ।
এভির্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ধাতবো গাঢ়বহ্নিনা।
মূষাধ্মাতাঃ প্রজায়ন্তে মুক্তসত্ত্বা ন সংশয়ঃ॥

লাক্ষা, গণ্ডদূর্ব্বা, ছাগদুগ্ধ, সোহাগা, হরিণ-শৃঙ্গ, তিলকল্ক, সর্ষপ, সজিনাবীজ, কুঁচ, উর্ণা, গুড়, সৈন্ধবলবণ, যবতিক্তা, ঘৃত ও মধু ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় একত্র চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত ও মূষামধ্যগত করিয়া তীব্র অগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে, ধাতু হইতে খাদ সমস্ত পৃথগ্-ভূত হইয়া যায়।

অথ রসপ্রকরণম্।

অথ রসলক্ষণম্।

অন্তঃ সুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো
মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিম-প্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ
চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধৌ॥

যে পারদের অন্তর্ভাগ নীলাভ এবং বহির্ভাগ মধ্যাহ্ন সূর্য্যসম উজ্জ্বল, ঔষধকার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। যাহা ধূম্র বা পাণ্ডুর, অথবা বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট, তাহা পরিত্যাজ্য।

অথ পারদস্য নিসর্গা দোষাঃ।

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥
ব্রণং কুষ্ঠং তথা মূর্চ্ছাং দাহং বীর্য্যস্য নাশনম্।
মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমান্নৃণাম্॥
তস্মাদ্রসস্য সংশুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ ভিষজাং বরঃ।
শুদ্ধোঽয়মমৃতং সাক্ষাদ্দোষযুক্তো রসো বিষম্॥

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি এই আটটা পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই অষ্টবিধ দোষ যথাক্রমে ব্রণ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, দাহ, বীর্য্যনাশ, মরণ, জড়তা ও স্ফোটক এই সকল রোগ উৎপাদন করে অর্থাৎ নাগ দোষে ব্রণ, বঙ্গ দোষে কুষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে ৮টি দোষে আটটি রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব পারদ শোধিত না করিয়া কদাচ ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে না। শোধিত পারদ সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ ও দোষযুক্ত পারদ বিষবৎ অনিষ্টকারী জানিবে।

অথ সপ্ত কঞ্চুকাঃ।

পর্প টী পাটলী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা।
অন্ধকারী তথা ধ্বাংক্ষী বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত কঞ্চুকাঃ॥

পর্পটী, পাটলী, ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকারী ও ধ্বাংক্ষী এই সাতটী পারদের কঞ্চুক দোষ।

অথ পারদস্য শোধনবিধিঃ।

সোর্ণৈর্নিশেষ্টকাধূম-জম্বীরঃস্বভিরাদিনম্।
মর্দ্দিতঃ কাঞ্জিকৈর্ধৌতো নাগদোষং রসস্ত্যজেৎ॥
বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং বিমুঞ্চতি।
রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্॥
চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তুরস্ত্রিফলা বিষনাশিনী।
কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি অসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ॥
প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্।
উদ্ধৃত্যোষ্ণারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
এবং সংশোধিতঃ সূতঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ॥

পারদের আট প্রকার দোষের প্রত্যেক দোষ নিবারণার্থ যে যে পদার্থ উল্লিখিত হইতেছে, তাহাদের সহিত প্রত্যেক বার ঘৃত-কুমারীর রস মিশ্রিত করিতে হইবে। প্রত্যেক বারের পদার্থ-পরিমাণ যেন ঘৃতকুমারীর সহিত পারদের ষোড়শাংশ হয়। যদিও পারদের এক এক দোষ দূরীকরণার্থ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ দ্বারা এক এক দিন মর্দ্দন করিবার বিধান আছে, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ প্রত্যেক বারে সাত সাত দিন করিয়া মর্দ্দন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেকবার মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এক্ষণে যে দোষ পরিহারার্থ যে দ্রব্যের দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। মেষলোম, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ,

ঝুল ও গোঁড়া লেবুর রস দ্বারা মর্দ্দনে নাগ দোষ; রাখাল শশা ও ধলা আঁকড়ার মূলের ছাল চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বঙ্গদোষ; সোঁদাল ফলের মজ্জা দ্বারা মর্দ্দনে মলদোষ, চিতামূলের চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বহ্নিদোষ; কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা মর্দ্দনে চাঞ্চল্য দোষ; ত্রিফলাকাথ দ্বারা মর্দ্দনে বিষদোষ; ত্রিকটু দ্বারা মর্দ্দনে গিরিদোষ ও ত্রিকণ্টক (কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর) দ্বারা মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পারদের অষ্টদোষ ও সপ্ত কঞ্চুক দূরীকৃত হয়।

অথ মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ।

মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ।
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলাগ্নিঃ চিত্রকো বিষং হন্তি।
তস্মাদেভির্মিশ্রৈর্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত॥

পারদের যে আট প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মলদোষ অগ্নিদোষ ও বিষদোষ এই তিনটী প্রধান অর্থাৎ বিশেষ অনিষ্টকারী। অতএব অন্ততঃ এই তিন দোষের শান্তি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঘৃতকুমারীর দ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতা দ্বারা বিষদোষ নষ্ট হয়। অতএব উক্ত দোষত্রয় নিবারণের জন্য ঘৃতকুমারী, ত্রিফলাচূর্ণ ও চিতামূল চূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা সাতবার করিয়া পারদ মর্দ্দন করিবে।

অথ সর্ব্বদোষহরঃ সংক্ষিপ্তশোধনবিধিঃ।

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ
কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ।
ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো
দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে॥

ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে পারদ তিন দিন মর্দ্দিত হইলে সর্ব্বদোষবিমুক্ত হয়।

অথ রসস্যাষ্টকর্ম্মাণি।

স্বেদনং মর্দ্দনঞ্চৈব মূর্চ্ছনোত্থাপনং তথা
পাতনং বোধনঞ্চৈব নিয়ামনমতঃ পরম্।
দীপনঞ্চেতি সংস্কারাঃ সূতস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, ঊর্দ্ধাদি-পাতন, বোধন, নিয়ামন ও দীপন এই আট প্রকার পারদের সংস্কার। শোধনানন্তর পারদের এই অষ্টবিধ সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্বেদনম্।

রসং চতুর্গুণে বস্ত্রে বদ্ধা দোলাকৃতং পচেৎ।
দিনং ব্যোষবরাবহ্নি-কন্যাকল্কে সকাঞ্জিকে।
দোষশেষাপনুত্ত্যর্থমিদং স্বেদনমুচ্যতে॥

একখানি ন্যাকড়া চারিভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে বাঁধিবে এবং একটী হাঁড়ী, কাঞ্জিকপূর্ণ করিয়া তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চিতা ও ঘৃতকুমারীর কল্ক স্থাপন করিবে। পরে ঐ হাঁড়ীর মুখে একটী কাষ্ঠিকা রাখিয়া তাহাতে উক্ত পারদ পোট্টলী বাঁধিয়া হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে পারদের শোধনানন্তর যে দোষ থাকে, তাহা নিবারিত হয়।

মর্দ্দনম্।

গৃহধূমেষ্টকাজাজী-দগ্ধোর্ণাগুড়সৈন্ধবৈঃ
সকাঞ্জিকৈঃ ষোড়শাংশৈর্মর্দ্দনং ত্রিদিনং শুভম্॥

ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোম ভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঞ্জিক এই সকল দ্রব্য মিলিত পারদের ষোড়শাংশ লইয়া তদ্দ্বারা উক্ত পারদ মর্দ্দন করিবে।

মূর্চ্ছনম্।

অব্যভিচরিত-ব্যাধি-ঘাতকত্বং মূর্চ্ছনা।
ত্র্যূষণত্রিফলাবন্ধ্যা-কন্দৈঃ কুমারিকান্বিতৈঃ।
চিত্রকোর্ণানিশাক্ষার-কন্যার্ককনকদ্রবৈঃ॥

সূতং কুনেন সুনেণ বারান্ সপ্তাভিমর্দ্দয়েৎ।
তথা সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎ সপ্তাপি কঞ্চুকান্॥

যে ক্রিয়া দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধি-ঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বন্ধ্যাকর্কোটকীমূল, কণ্টকারী ও বৃহতী ইহাদের কাথ, মেষলোম এবং চিতা, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপত্র ও ধুতুরা ইহাদের রস দ্বারা ৭ বার মৰ্দ্দন করিলে পারদের কঞ্চুকদোষ বিদূরিত হয়।

উত্থাপনম্।

মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈশ্চ পিষ্টৈরাত্রিপাদিকৈঃ।
পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে ইত্থমুত্থাপনং মতম্॥

পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী-রস এই উভয় দ্রব্য দ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিয়া পাতনাযন্ত্রে নিহিত করিবে। ইহাকে পারদের উত্থাপন কহে।

অথ বিবিধপাতনম্।

ঊর্দ্ধপাতনম্।

ভাগাস্ত্রয়ো রসস্যার্কভাগমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
জম্বীরদ্রবযোগেন যাবদায়াতি পিণ্ডতাম্॥
তৎ পিণ্ডং তলভাণ্ডস্থমূর্দ্ধভাণ্ডে জলং ক্ষিপেৎ।
কৃত্বালবালং কেনাপি ততঃ সূতং সমুদ্ধরেৎ।
ঊর্দ্ধপাতনমিত্যুক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতশোধনে॥

তিনভাগ পারদ ও একভাগ তাম্র একত্রে গোঁড়া লেবুর রসে মৰ্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ঐ পিণ্ড একটী হাঁড়ীর মধ্যে স্থাপন করিয়া আর একটী হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখে তাহার উপর চাপা দিবে এবং উভয়ের সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা এরূপভাবে লিপ্ত করিবে, যেন তাহার অভ্যন্তর হইতে ধূম বহির্গত না হয়। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া নিম্ন-ভাণ্ডে অগ্নিসন্তাপ ও ঊর্দ্ধভাণ্ডে জল দিবে। জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল প্রদান করিবে। এইরূপ জল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নভাণ্ডস্থ পারদ ঊর্দ্ধভাণ্ডের তলদেশে সংলগ্ন হইবে। ইহাকে ঊর্দ্ধপাতন কহে।

অধঃপাতনম্।

ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভিলবণাসুরিসংযুতৈঃ।
নষ্টং পিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্॥
গতো দীপ্তৈরধঃপাতমুপলৈস্তস্য কারয়েৎ।
যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি॥

ত্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতা, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ ইহাদের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যখন উহা পঙ্কবৎ হইবে, তখন তদ্দ্বারা ভূধরযন্ত্রের ঊর্দ্ধস্থ স্থালী লিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র ভূগর্ভে নিখাত করিয়া উপরিভাগ প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধভাণ্ড সংলগ্ন পারদ নিম্নপাত্রস্থ জলে পতিত হইবে। ইহার নাম অধঃপাতন।

তির্য্যক্‌পাতনম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্‌মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ॥
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ॥

একটী ঘটে শোধিত পারদ ও অপর ঘটে জল রাখিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক উভয় ঘটের মিলিত মুখদ্বয়ে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। পরে যে ঘটে পারদ আছে, তাহার নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে ঐ পারদ অপর ঘটস্থ জলে পতিত হইবে। ইহাকে তির্য্যক্‌পাতন কহে।

বোধনম্।

কদর্থনেনৈব নপুংসকত্বমেবং ভবেদস্য রসস্য পশ্চাৎ।
বীর্য্যপ্রকর্ষায় চ ভূর্জ্জপত্রে বদ্ধো জলে সৈন্ধবচূর্ণগর্ভে॥

উদ্ধাদিপাতনের দ্বারা পারদ ষণ্ডভাবাপন্ন হয়। পরে বীর্য্যাধিক্যের জন্য পারদকে ভূর্জ্জ-পত্রে বদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাতে পারদের ষণ্ড-ভাব দূরীভূত হইয়া বীর্য্যবত্তা জন্মে। ইহাকে পারদের বোধন কহে।

নিয়ামনম্।

সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যাভৃঙ্গাজকনকাম্বুভিঃ।
ত্রিদিনং মর্দ্দিতঃ সূতো নিয়মাৎ স্থিরতাং ব্রজেৎ।

গন্ধনাকুলী (রাস্নাভেদ), তেঁতুল ছাল, তিৎকাঁকরোল, ভীমরাজ, পদ্ম ও কনকধুতুরা, ইহাদের কাথে নিয়মপূর্ব্বক ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই নিয়ামন কহে।

দীপনম্।

কাসীসং পঞ্চলবণং রাজিকা মরিচানি চ।
ভূশিগ্রুবীজমেকত্র টঙ্গণেন সমন্বিতম্॥
আলোড্য কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাকাদ্দিনৈস্ত্রিভিঃ।
দীপনং জায়তে সম্যক্ সূতরাজস্য জারণে॥
অথবা চিত্রকদ্রাবৈঃ কাঞ্জিকে ত্রিদিনং পচেৎ॥

হীরাকস, পঞ্চলবণ, রাইসর্ষপ, মরিচ, সজিনাবীজ ও টঙ্গণ ইহাদিগকে মর্দ্দিত ও কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া নিয়মানুসারে তিনদিন পারদকে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। অথবা চিতার কাথ ও কাঁজি একত্রিত করিয়া তৎসহ দোলাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ইহাকে দীপন কহা যায়।

অনুবাসনম্।

দীপিতং রসরাজন্তু জম্বীররসসংযুতম্।
দিনৈকং ধারয়েদ্ ঘর্ম্মে মৃৎপাত্রে বা শিলোদ্ভবে॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দীপিত পারদকে গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকা কিংবা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এক দিন রৌদ্রে রাখিলে, তাহাকেই পারদের অনুবাসন কহে।

বিড়কথনম্।

বিড়মত্র প্রবক্ষ্যামি সাধয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
শঙ্খচূর্ণং রবিক্ষীরৈশ্চাতপে ভাবয়েদ্দিনম্॥
তদ্বজ্জম্বীরজৈর্দ্রাবৈর্দিনৈকং ধূমসারকম্।
সুবর্চ্চলমজামূত্রৈঃ কাথ্যং যামচতুষ্টয়ম্॥
কণ্টকারী চ সংকাথ্যা দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ।
সর্জ্জিক্ষারতিন্তিড়ীকং কাসীসঞ্চ শিলাজতু॥
জম্বীরোত্থদ্রবৈর্ভাব্যং পৃথক্ যামচতুষ্টয়ম্।
জৈপালবীজং ত্বগ্‌হীনং মূলকানাং দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
সৈন্ধবং টঙ্গণং গুঞ্জা শিগ্রুমূলদ্রবৈর্দ্দিনম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাংশঞ্চ মর্দ্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
তদ্গোলং রক্ষয়েদ যত্নাদ বিড়োঽয়ং বাড়বানলঃ।
অনেন মর্দ্দয়েৎ সূতং গ্রসতে তপ্তখল্লকে।
স্বর্ণাভ্রাদীনি লোহানি যথেষ্টানি চ মারয়েৎ॥

বিড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হই-তেছে। শঙ্খচূর্ণ আকন্দ আঠায় ও ঝুল গোঁড়ালেবুর রসে এক দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। সৌবর্চ্চললবণ ছাগমূত্রে ৪ প্রহর ও কণ্টকারী নরমূত্রে একদিন সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সাচিক্ষার, তেঁতুলছাল, হীরাকস ও শিলাজতু ইহাদিগকে গোঁড়ালেবুর রসে ৪ প্রহরকাল পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। জয়পালবীজের শাঁস মূলার রসে এবং সৈন্ধব লবণ, সোহাগার খৈ ও গুঞ্জা সজিনামূলের ছালের রসে এক দিন ভাবনা দিবে; পরে এই সমস্ত দ্রব্য সমাংশ লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। এই গোলক যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয়। তপ্তখল্লে ইহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে সেই মর্দ্দিত পারদ যথেষ্ট স্বর্ণ, লৌহ ও অভ্রাদি ধাতু সকলকে গ্রাস করিয়া জারিত করে।

অথ হিঙ্গুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ।

নিম্বপত্ররসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকম্।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্বাথ পাত্যং পাতনযন্ত্রকে॥
তং সূতং যোজয়েৎ পশ্চাৎ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্।

(নিম্বপত্ররসৈরথবা জম্বীররসৈঃ হিঙ্গুলং যামমাত্রকং মর্দ্দয়িত্বা তদ্ হণ্ডিকামধ্যে নিধায় তদুপরি উত্তানং শরাবং দত্ত্বা লেপয়িত্বা চ তত্র শরাবে ত্রিংশদ্বারং জলং দেয়ং। উষ্ণং হেয়ং। এবম্প্রকারেণ সূতঃ শরাবপৃষ্ঠে লগ্নঃ দূষণগণবিনির্ম্মুক্তশ্চ ভবেৎ, স নির্ম্মলঃ সূতঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজ্যঃ।

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা গোঁড়ালেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং সেই হাঁড়ির মুখে একখানি শরাব উত্তান ভাবে চাপা দিয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। অনন্তর শরাব উপর কিঞ্চিৎ জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিবে, শরার জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে। এইরূপে ত্রিশ বার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাতে হিঙ্গুলস্থ পারদ ঊর্দ্ধে উঠিয়া শরার পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইবে। সেই পারদ নাগাদি অষ্টদোষ ও সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বকর্ম্মে প্রযোজ্য।

অথ ষড়্গুণবলিজারণবিধিঃ।

সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে
দত্ত্বা বলিং মৃদ্ঘটিতেঽল্পভাণ্ডে।
তৈলাবশেষেঽত্র রসং নিদধ্যান-
মধ্যার্দ্ধকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ॥
আষড়্গুণং গন্ধকমল্পমল্পং
ক্ষিপেদসৌ জীর্ণবলির্বলী স্যাৎ।
রসেষু সর্ব্বেষু নিয়োজিতোঽয়-
মসংশয়ং হন্তি গদং জবেন॥

বালুকাযন্ত্র মধ্যে একটী মৃন্ময় পাত্রে পারদের সম পরিমিত গন্ধক রাখিয়া পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে উহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে পুনরায় তাহাতে গন্ধক চূর্ণ দিবে। এবং ঐ গন্ধক গলিয়া গেলে আর কিঞ্চিৎ গন্ধক দিবে। এইরূপে পারদের ছয়গুণ গন্ধক প্রদত্ত হইলে পর বালুকাযন্ত্র নামাইয়া ভাণ্ডটী তুলিয়া লইবে এবং তাহাতে একটী ছিদ্র করিয়া পারদ নিষ্কাশিত করিবে। এই রূপ প্রক্রিয়ার নাম ষড়্গুণবলি (গন্ধক) জারণ, এইরূপে বিশোধিত পারদ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বরোগঘ্ন। এই ষড়্গুণবলিজারণ পারদের বিশেষ মূর্চ্ছা জানিবে।

অথ রসস্য মারণবিধিঃ।

পৃথক্ সমং সমং কৃত্বা পারদং গন্ধকন্তথা।
নরসারং ধূমসারং স্ফটিকং যামমাত্রকম্॥
নিম্বুরসেন সংমর্দ্দ্য কাচকূপ্যাং নিবেশয়েৎ।
মুখে পাষাণখটিকাং দত্ত্বা মুদ্রাং প্রলেপয়েৎ॥
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈঃ পৃথক্ সংশোষ্য বেষ্টয়েৎ।
সচ্ছিদ্রায়াং মৃদঃ স্থাল্যাং কূপিকাং তাং নিবেশয়েৎ॥
পূরয়েৎ সিকতাপূরৈরাগলং মতিমান্ ভিষক্।
নিবেশ্য চুল্ল্যাং দহনং মন্দং মধ্যং খরং ক্রমাৎ॥
প্রজ্বাল্য দ্বাদশং যামং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
ক্ষোদয়িত্বা তু মুক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বলিং ত্যজেৎ॥
অধঃস্থং রসসিন্দূরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
ইতি রসসিন্দূরম্।

সমান সমান পরিমাণে পারদ, গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও ফট্‌কিরি এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে এক প্রহর মাড়িয়া কাচকূপী অর্থাৎ বোতল মধ্যে রাখিবে। পরে বোতলের মুখে এক খণ্ড খড়ি দিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সেই বোতলটী প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে ক্রমশঃ সাত বার ঐ প্রকার লিপ্ত ও শুষ্ক করিবে। অনন্তর একটী ছিদ্রবিশিষ্ট হাঁড়ির মধ্য ভাগে ঠিক ঐ ছিদ্রের উপরেই ঐ বোতল স্থাপন করিয়া বালুকা দ্বারা বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া তাহাকে ১২ প্রহর ক্রমশঃ মন্দ, মধ্য ও খর অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। এইরূপে পাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধলগ্ন মুক্তাভ গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ রসসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

অথান্যঃ প্রকারঃ।

নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ।
মৃন্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্॥

পানের রসে পারদ মর্দ্দিত করিয়া কাকরোল মূলের গর্ভে স্থাপন পূর্ব্বক এক মৃন্ময় মূষায় পুটপাক করিলেই ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

অথ কর্পূররসস্য বিধিঃ।

শুদ্ধসূতসমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ।
ইষ্টিকা খটিকা তদ্বৎ স্ফটিকা সিন্ধুজন্ম চ॥
বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকা।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ॥
এভিশ্চূর্ণৈর্ম্মর্দ্দিতং সূতং যাবদ্ যামচতুষ্টয়ম্।
তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ॥
তস্যাঃ স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্।
সবস্ত্রখটিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্॥
সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ ভূয়ো ভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ।
সম্যগ বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ॥
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্ যন্ত্রং রক্ষেদ্ যত্নাদহর্নিশম্॥
শনৈরুদ্ঘাটয়েদ্ যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্।
কর্পূরবৎ শুভ্রবিমলং গৃহ্ণীয়াদ্ গুণাকরম্।
ইদ্ দেবকুসুমচন্দনকস্তূরীকুঙ্কুমৈর্যুতম্।
পাদন্ হরতি ফিরঙ্গব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি॥
বিন্দতি বহ্নেদীপ্তিং পুষ্টিং বীর্য্যং বলং বিপুলম্।
রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্॥

কর্পূর রস প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে পারদের সংক্ষিপ্ত শোধন করা কর্ত্তব্য। পারদের সমপরিমাণে গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ি, ফট্‌কিরি, সৈন্ধবলবণ, উঁয়ীমৃত্তিকা, ক্ষারীলবণ, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা অর্থাৎ লালমাটী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এবং এই সকল চূর্ণ দ্বারা পারদকে ৪ প্রহর কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ সংবলিত পারদ একটা স্থালীর মধ্যে রাখিয়া সেই স্থালীর মুখে আর একটি স্থালী উপুড় করিয়া চাপা দিবে। উভয় মুখের মিলন স্থল কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া শুকাইয়া লইবে, এইরূপে দুই তিন বার লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া উহাকে চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে এবং চারি দিন নিরন্তর অগ্নিসন্তাপ দিয়া পঞ্চদিনে অহোরাত্র অঙ্গারোপরি স্থাপন করিয়া রাখিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ঊর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ শুভ্র রস গ্রহণ করিবে। ইহার গুণ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা লবঙ্গ, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমের সহিত সেবন করিলে সোপদ্রব ফিরঙ্গব্যাধি (গরমি রোগ) সত্বর প্রশমিত হয় এবং ইহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি, বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ সিন্দূররসঃ।

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াদ্ ভিষগ্ ভাগচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ কৃত্রিমগন্ধকম্॥
অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি।
তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতিযত্নতঃ।
তয়া বারত্রয়ং সম্যক্ কাচকূপীং প্রলেপয়েৎ॥
মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ।
তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা বসং পচেৎ॥
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্॥

শোধিতপারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক ১ ভাগ অথবা পারদের অর্দ্ধ ভাগ শুদ্ধ গন্ধক, একদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এবং কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা একটা কাচকূপী লিপ্ত করিবে। লেপ শুষ্ক হইলে পুনরায় উহা দ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে তিন বার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহার মধ্যে ঐ কজ্জলী রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্বক নিরন্তর ৪ চারিদিন অগ্নিসন্তাপ দিবে, এইরূপে পাক সমাপ্ত হইলে কূপীর ঊর্দ্ধসংলগ্ন সিন্দূরসদৃশ রস গ্রহণীয়।

অথ পীতভস্মনো বিধিঃ।

মর্দ্দয়েদ্ রসগন্ধৌ চ হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ম্।
ভূধাত্রিকারসৈর্বাপি পর্য্যন্তং দিনসপ্ততঃ॥
বিশুষ্য বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ।
দিনমেকং দহেদগ্নৌ মন্দং মন্দং নিশাবধি॥
এবং নিষ্পদ্যতে পীতঃ শীতঃ সূতস্তু গৃহ্যতে।
পর্ণখণ্ডেন তদ্‌গুঞ্জাং ভক্ষয়েৎ শ্রূয়তাং মম॥
ক্ষুদ্বোধং কুরুতে পূর্ব্বমুদরাণি বিনাশয়েৎ।
জ্বরাণাং নাশনঃ শ্রেষ্ঠস্তদ্বৎ শ্রীসুখকারকঃ॥
হৃদয়োৎসাহজনকঃ সুরূপতনয়প্রদঃ।
বলপ্রদঃ সদা দেহে জরানাশনতৎপরঃ॥
অঙ্গভঙ্গাদিকং দোষং সর্ব্বং নাশয়তি ক্ষণাৎ।
এতস্যাপরঃ সূতো রসাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাৎ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া হাতিশুঁড়ার অথবা ভুঁই আমলার রসে সাতদিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া একটী মূষায় স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে একদিন মন্দ মন্দ অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। তাহাতে পারদ ভস্মীভূত ও পীতবর্ণ হইবে। ইহা পানের সহিত গুঞ্জাপরিমাণে সেব্য। এই পীতভস্ম ক্ষুধাকারক, উদর ও জ্বর রোগের মহৌষধ, শ্রী ও সুখদায়ক, হৃদয়োৎসাহজনক, বলপ্রদ, জরানাশক এবং অঙ্গভঙ্গাদিরোগের আশু নিবারক। ইহা অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসও কহে।

অথ কৃষ্ণরসঃ।

লৌহপাত্রেঽথবা তাম্রে পলৈকং শুদ্ধগন্ধকম্।
মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতে তস্মিন্ শুদ্ধসূতপলত্রয়ম্॥
ক্ষিপ্ত্বা চালয়েৎ কিঞ্চিল্লৌহদর্ব্ব্যা পুনঃপুনঃ।
গোময়ে কদলীপত্রং তস্যোপরি চ ঢালয়েৎ।
হন্ত্যেবং গন্ধবদ্ধস্তু সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

লৌহ অথবা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে ১ পল শুদ্ধ গন্ধক রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে, তাহাতে ৩ পল শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতা দ্বারা পুনঃপুনঃ নাড়িবে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোময়ের উপর স্থাপিত একখানি কদলীপত্রে উহা ঢালিয়া অপর একটী কদলীপত্র-বেষ্টিত গোময়পোট্টলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবে, এইরূপে কৃষ্ণরস প্রস্তুত হইবে। ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
লক্ষণং ভস্মসূতানাং শ্রেষ্ঠং স্যাদুত্তরোত্তরম্॥

শ্বেতভস্ম (রসকর্পূর), পীতভস্ম, রক্তভস্ম (রসসিন্দুর) ও কৃষ্ণভস্ম এই চতুর্ব্বিধ পারদভস্ম যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

অথ রসতালকস্য বিধিঃ।

রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশঙ্খী সমাংশতঃ।
সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
পীতাভং জায়তে পাকাদ রসতালকসংজ্ঞিতম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং বহ্নের্বীর্য্যস্তম্ভনমুত্তমম্॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বিবিধং বাতশোণিতম্।
বলমায়ুষ্করং মেধ্যং পরমেতদ্রসায়নম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লালদারুমুজ এই চারি দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটী কাচকূপীর ভিতর পূরিয়া (রসসিন্দুর পাকের ন্যায়) বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ায় পীতবর্ণ রসতালক নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা পাককালে অতি অল্প অংশ বোতলের গলদেশে লগ্ন হয় এবং অবশিষ্ট সমস্তই বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। রসতালক—জ্বরঘ্ন, অগ্নিসন্দীপক, বীর্য্যস্তম্ভক, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক, বলকারক, আয়ুষ্কর, মেধাজনক ও রসায়ন। ইহা এক যব মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

অথ কজ্জলীকরণবিধিঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্।
নিশ্চন্দ্রং কজ্জলীভূতং ততো যোগেষু যোজয়েৎ॥
পৃথগ্ যোগেষু যত্রোক্তৌ সমৌ পারদগন্ধকৌ।
তত্র ভাগদ্বয়ং যোজ্যং কজ্জলস্যেতি নিশ্চয়ঃ॥
যাবান্ স্যাদধিকঃ সূতাৎ তাবন্তং গন্ধকং পুনঃ।
ক্ষিপেদ্ যোগে বিধানজ্ঞো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

যত্র সূতোঽধিকো যোগে গন্ধপাষাণতো ভবেৎ।
তত্র তৎসানতঃ কুর্য্যাদাদাবেব হি কজ্জলম্॥

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমান পরিমাণে লইয়া উহাকে একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, পারদকণা অদৃশ্য হইয়া উহা কজ্জলসদৃশ হইলে ঔষধ-কার্য্যে প্রযোজ্য হইবে। কোন ঔষধে যখন সমপরিমাণে পারদ ও গন্ধক লইবার ব্যবস্থা থাকিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুইভাগ কজ্জলী গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যে ঔষধে পারদ অপেক্ষা গন্ধকের ভাগ অধিক উক্ত থাকিবে, তথায় পূর্ব্ববৎ কজ্জলী লইয়া অতিরিক্ত গন্ধকাংশ যোগ করিলেই চলিবে।

মনে কর, কোন ঔষধে একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক লইবার বিধান আছে, তথায় দুইভাগ কজ্জলী ও একভাগ গন্ধক লইলেই চলিবে। কিন্তু যেখানে গন্ধক অপেক্ষা পারদের ভাগ বেশী থাকিবে, সেখানে অগ্রে সেই পরিমিত পারদ ও গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

অথ গন্ধকস্য শোধনবিধিঃ।

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ॥
বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

একখানি লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে উহা দুগ্ধে ঢালিবে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধক বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ বিশুদ্ধ গন্ধকই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

অথ গন্ধকস্য তৈলম্।

অর্কক্ষীরেঃ স্নুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লেপ্যন্তু সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং প্রলেপয়েৎ॥
তদ্বর্ত্তির্জ্বলিতা দণ্ডে ধৃতা ধার্য্যা হ্যধোমুখী।
তৈলং পতত্যধঃপাত্রে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ॥

অন্যচ্চ—

আবর্ত্তমানে পয়সি দত্ত্বা গন্ধকজং রজঃ।
তজ্জাতদধিজং সর্পির্গন্ধতৈলং বদন্তি হি।
গন্ধতৈলং গলৎকুষ্ঠং হন্তি লেপাচ্চ ভক্ষণাৎ॥

গন্ধক হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম—আকন্দ অথবা সিজের আঠায় এক খণ্ড বস্ত্র সাতবার সিক্ত করিবে এবং নবনীতের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া সেই গন্ধক দ্বারা উক্ত বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে গন্ধকলিপ্ত বস্ত্র কোন কাষ্ঠের দণ্ডে জড়াইয়া একটী বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া কোন ভাণ্ডের উপর অধোমুখে ধরিবে। তাহা হইলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু তৈল ভাণ্ড মধ্যে পতিত হইবে। ইহারই নাম গন্ধক তৈল।

অন্য প্রকার—

দুগ্ধ আবর্ত্তন করিবার সময় উহাতে গন্ধক চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং সেই দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃতকেও গন্ধক-তৈল বলিয়া থাকে। গন্ধক-তৈল লেপন বা পান করিলে গলৎকুষ্ঠও নিবারিত হয়।

অথ গন্ধকানুপানম্।

মোচাফলেন রুগ্‌দোষং চিত্রকেণ মহাবলম্।
আটরুষকষায়েণ ক্ষয়কাসান্ জয়েদ্ ভৃশম্॥
মন্দানলত্বং জয়তি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্।
ঊর্দ্ধগান্ সকলান্ রোগান্ হন্তি শীঘ্রং সুগন্ধকঃ॥

শুদ্ধ গন্ধক সেবনের অনুপান। বিশুদ্ধ গন্ধক কদলীর সহিত সেবিত হইলে চর্ম্ম-রোগ, চিতার সহিত সেবিত হইলে বল-হীনতা, বাসকক্বাথের সহিত সেবনে সুদারুণ ক্ষয় ও কাস, ত্রিফলাক্বাথের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য ও ঊর্দ্ধদেহগত যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়।

অথ হিঙ্গুল-শোধনবিধিঃ।

অম্লবর্গদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দরদো মাহিষেণ চ।
দুগ্ধেন সপ্তধা পিষ্টঃ শুদ্ধীভূতো বিশুধ্যতি॥

অন্যচ্চ—

মেষীদুগ্ধেন দরদমম্লবর্গৈর্বিভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্॥

অম্লবর্গ ও মাহিষ দুগ্ধ দ্বারা অথবা অম্লবর্গ ও মেষীদুগ্ধ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

অথাভ্রশোধন-বিধিঃ।

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্ বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রন্তু তৎ কৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ।
ভাবয়েদষ্টযামং তদ্ এবমভ্রং বিশুধ্যতি॥

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নটেশাকের ও কোন প্রকার অম্ল-দ্রব্যের রসে আট প্রহর ভাবনা দিলে অভ্র বিশুদ্ধ হয়।

অথ ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ।

পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে।
ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ॥
কম্বলাদ্গলিতং সূক্ষ্মং বালুকাসদৃশঞ্চ যৎ।
তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে॥

যে পরিমিত শোধিত অভ্র, তাহার চতুর্থাংশ শালিধান্য লইয়া উভয়কে একত্র কম্বলে বদ্ধ করিয়া তিনদিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা সদৃশ যে অভ্র কণা নির্গত হইবে, তাহারই নাম ধান্যাভ্র, তাহাই মারণযোগ্য।

অথাভ্রমারণবিধিঃ।

গব্যাং মূত্রেণ ধান্যাভ্রং মর্দ্দয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
শরাবসংপুটে রুদ্ধ্বা পুটেদ্ যত্নাৎ সহস্রশঃ॥

ধান্যাভ্র গোমূত্রে মর্দ্দিত ও শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃ পুটপাক করিলে ভস্ম হইবে। সহস্রপুটিত অভ্র বিশেষ গুণকারক এবং ইহাই ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

তথাভ্রকস্যামৃতীকরণম্।

ত্রিফলায়াঃ কষায়স্তু পলান্যাদায় ষোড়শ।
গোঘৃতস্য পলান্যষ্টৌ মৃতাভ্রস্য পলান্ দশ॥
একীকৃত্য লৌহপাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
তদেব জীর্ণমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল, গব্য ঘৃত ৮ পল, জারিত অভ্র ১০ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সেই অমৃতীকৃত অভ্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে ব্যবহার করিবে।

অথাভ্রভস্মানুপানানি।

অভ্রকন্তু নিশাযুক্তং পিপ্পলীমধুনা সহ।
বিংশতিঞ্চ প্রমেহাণাং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
অভ্রকং হেমসংযুক্তং ক্ষয়রোগবিনাশনম্।
রৌপ্যহেমাভ্রকঞ্চৈব ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্॥
অভ্রকঞ্চ হরীতক্যা গুড়েন সহ যোজিতম্।
পলাশর্করয়া যুক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলাক্তেন চাতুর্জ্জাতং সশর্করম্।
মধুনা লেহয়েৎ প্রাতঃ ক্ষয়ার্শঃপাণ্ডুনাশনম্॥
গুড়ূচীসত্ত্বখণ্ডাভ্যাং মিশ্রিতং মেহনাশনম্।
এলাগোক্ষুরভূধাত্রী-সিতাগব্যেন মিশ্রিতম্॥
প্রাতঃসংসেবনান্নিত্যং মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তং ভ্রমজীর্ণজ্বরাপহম্॥
মধুত্রিফলয়া যুক্তং দৃষ্টিপুষ্টিকরং মতম্।
মুক্তাসত্ত্বযুতং ব্যোম ব্রণানাঞ্চ বিনাশনম্॥
ভল্লাতকযুতং ব্যোম অর্শোদোষনিবারণম্॥
নাগরং পৌষ্করং ভার্গী গগনং মধুনা সহ।
অশ্বগন্ধাযুতং শাদেষ্বাস্যাদিনিবারণম্॥
চাতুর্জ্জাতং সিতা চাভ্রং পিত্তরোগনিবারণম্।
কট্‌ফলং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রং শ্লেষ্মরোগনিবারণম্॥
সর্জ্জক্ষারযুতঞ্চাভ্রমগ্নিবৃদ্ধিকরং পরম্।
মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীমপি নাশয়েৎ॥
গোক্ষীরক্ষীরকন্দাভ্যাং বলবৃদ্ধিকরং পরম্।
বিজয়ারসসংযুক্তং শুক্রস্তম্ভকরং পরম্।
লবঙ্গমধুসংযুক্তং ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্॥

গোক্ষীরশর্করাযুক্তং পিত্তরোগবিনাশনম্।
অভ্রকং বিধিসংযুক্তং পথ্যযোগেন যোজিতম্।
বেল্লব্যোষসমন্বিতং ঘৃতযুতং বল্লোন্মিতং সেবিতং
দিব্যাভ্রং ক্ষয়পাণ্ডুসংগ্রহণিকাশূলঞ্চ কুষ্ঠাময়ম্।
সর্ব্বশ্বাসগদং প্রমেহমরুচিং কাসাময়ং দুর্দ্ধরং
মন্দাগ্নিং জঠরব্যথাং পরিহরেচ্ছেষাময়ান্ নিশ্চিতম্॥
বলীপলিতনাশঃ স্যাজ্জীবেচ্চ শরদাং শতম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জরামৃত্যুবিনাশনম॥

হরিদ্রাচূর্ণ পিপুল ও মধুসহ অভ্রভস্ম সেবন করিলে বিংশতিপ্রকার প্রমেহ এবং স্বর্ণ-ভস্ম সহ সেবিত হইলে ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়। ইহা রৌপ্যভস্ম ও স্বর্ণভস্ম সহ সেবিত হইলে ধাতুপোষক হইয়া থাকে। হরীতকীচূর্ণ ও গুড়সহ কিংবা এলাইচচূর্ণ ও চিনি সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, চাতুর্জ্জাত, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে ক্ষয়, অর্শঃ ও পাণ্ডু রোগ নষ্ট করে। মেহ রোগে গুলঞ্চের সার ও চিনি সহ, মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগে প্রাতঃকালে এলাচ, গোক্ষুর, ভূঁই-আমলা, চিনি ও গব্যদুগ্ধ সহ; নব ও জীর্ণ-জ্বরে পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ; দৃষ্টিহীনতারোগে ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু সহ; ব্রণরোগে মূর্ব্বাক্বাথ সহ; অর্শোরোগে ভেলার মুটি সহ; বাত-ব্যাধিতে শুঁঠ, পুষ্করমূল, বামুনহাটী ও অশ্ব-গন্ধা ইহাদের ক্বাথ ও মধু সহ; পিত্তদুষ্টিতে চাতুর্জ্জাত ও চিনি সহ; শ্লেষ্মজরোগে কাম্-ফল, পিপুল ও মধুসহ এবং মূত্রাঘাত, মূত্র-কৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও অগ্নিমান্দ্যরোগে সমস্ত ক্ষারের সহিত অভ্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। ইহা ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ও গব্য দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বলবর্দ্ধক, সিদ্ধির রস বা ক্বাথ সহ সেবনে শুক্রস্তম্ভক, লবঙ্গ ও মধু সহ ধাতুবর্দ্ধক এবং গব্য-দুগ্ধ ও চিনি সহ পিত্তরোগনাশক হয়। ইহা যথোপযুক্ত পথ্য সহ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে বিবিধ রোগ নষ্ট করে। বিড়ঙ্গচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃত সহ ২ রতি মাত্রায় অভ্রভস্ম সেবন করিলে ক্ষয়াদি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বলী, পলিত, জরা ও মৃত্যু নষ্ট হইয়া থাকে।

অথ তালকস্য শোধনবিধিঃ।

শুদ্ধং স্যাৎ তালকং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ।
চূর্ণোদকে ততস্তৈলে ভস্মীভূতো ন দোষকৃৎ॥

হরিতাল দোলাযন্ত্রে প্রথমতঃ কুষ্মাণ্ডের জলে তদনন্তর চূর্ণের জলে, তৎপরে তৈলে ক্রমশঃ এক প্রহর কাল পাক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধিত হরিতাল চূর্ণ দোষকর নহে।

অন্যচ্চ—

তালকং বংশপত্রাখ্যং চূর্ণোদকবিভাবিতম্।
সপ্তভির্বাসরৈঃ শুদ্ধং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে॥

বংশপত্রাখ্য হরিতাল চূর্ণের জলে সাত দিন ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে শোধিত হরিতাল সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

অথ তালকস্য মারণবিধিঃ।

সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন তু।
খল্লে বিমর্দ্দয়েদেকং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ॥
ততঃ পুনর্নবাক্ষারৈঃ স্থাল্যা অর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ।
তত্র তদ্গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ॥
আকণ্ঠং পিঠরং তস্য পিধানং ধারয়েন্মুখে।
স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ॥
দিনান্যস্তরশূন্যানি পঞ্চ বহ্নিং প্রদাপয়েৎ।
এবং তন্ম্রিয়তে তালং মাত্রা তস্যৈব রক্তিকা।
অনুপানান্যনেকানি যথাযোগ্যং প্রযোজয়েৎ॥

শোধিত বংশপত্রাখ্য হরিতাল পুনর্নবা-রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক ও গোলাকৃতি করিয়া লইবে এবং একটী স্থালীর অর্দ্ধ-ভাগ পুনর্নবাক্ষার দ্বারা পূর্ণ করত তাহাতে ঐ হরিতালপিণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ক্ষাররাশি নিক্ষেপ করিয়া স্থালীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। পরে স্থালীর মুখে একখানি শরাব স্থাপনপূর্ব্বক লেপ দিয়া রুদ্ধ

করিবে এবং ঐ স্থালী চুল্লিকার উপর স্থাপন করিয়া নিরন্তর পাঁচদিন তাহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। অগ্নি যেন ক্রমশঃ তীব্রতর হয়, এই প্রক্রিয়া দ্বারা হরিতাল জারিত হইবে। ইহার মাত্রা—১ রতি। ব্যাধি ও অবস্থানুসারে নানাবিধ অনুপানের সহিত সেব্য।

অথ রসমাণিক্যম্।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্না চাম্লেন বা পুনঃ॥
শোষয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েৎ তণ্ডুলাকৃতি।
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বদরীপল্লবোত্থেন কল্কেন লেপয়েদ্ভিষক্।
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভং ভবেদ্ধ্রুবম্।
তদ্রক্তিদ্বিতয়ং খাদেদ্ ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্॥
সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে।
স্ফুটিতং গলিতং যচ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্॥
নাড়ীব্রণং ব্রণং কুষ্ঠমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্।
নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্তি সুদারুণান্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্রাখ্য শোধিত হরিতাল কুমড়ার জলে সাতবার কিংবা তিনবার ভাবনা দিবে এবং দধি বা কোন অম্লরসেও পুনর্ব্বার সাত-বার কিংবা তিন বার ভাবনা দিতে হইবে; পরে তাহা শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে, তদনন্তর ঐ হরিতাল ১ খানি শরাবে স্থাপিত ও অপর একখানি শরার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উভয় শরাবের সন্ধিস্থান কুলপত্রের কল্ক দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরাব-পুট বালুকাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া যে পর্য্যন্ত পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত উহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। শীতল হইলে দেখিবে উহা মাণিক্যাভ হইয়াছে। ইহার নাম রস-মাণিক্য। দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত এই রসমাণিক্য ২ রতি মাত্রায় সেবিত হইলে দলিত গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপ-দংশ, বিচর্চ্চিকা, মুখরোগ, নাসারোগ, দারুণ-ক্ষত, পুণ্ডরীক, চর্ম্মাখ্যরোগ, বিস্ফোটক ও মণ্ডল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

অথ হরিতালভস্মানুপানম্।

সর্ব্বরক্তবিকারেষু দেয়মাম্রহরিদ্রয়া।
মুস্তালাহলজীরাভ্যামপস্মারহরং পরম্॥
সমুদ্রফলযোগেন দকোদরবিনাশনম্।
দেবদালীরসেযুক্তং ভগন্দরহরং পরম্॥
ফিরঙ্গদোষজং রোগং জাতং হন্তি সুদুস্তরম্।
বীসর্পমণ্ডলং কণ্ডুং পামাবিস্ফোটকং তথা।
বাতরক্তকৃতান্ রোগানন্যানপি বিনাশয়েৎ॥

হরিতালভস্ম আম-আদার সহিত সেবিত হইলে সর্ব্বপ্রকার রক্তবিকার, মুস্তা ও জীরার সহিত সেবিত হইলে অপস্মার, সমুদ্র-ফলযোগে জলোদর এবং ঘোষালতা যোগে ভগন্দর, ফিরঙ্গরোগ (গর্‌মী), বীসর্প, মণ্ডল, কণ্ডু (চুলকনা), পামা (খোস্ পাঁচড়া), বিস্ফোটক ও বাতরক্তকৃত বিবিধ রোগ নাশ করিয়া থাকে।

অথ হরিতালাচ্ছেতবীর্য্যাকর্ষণবিধিঃ।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রেণ তালে ভস্মীকৃতে তু।
লভ্যতে শ্বেতবীর্য্যং যৎ তন্মাত্রা সর্ষপোন্মিতা।
তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবলপ্রদম্।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রে হরিতাল ভস্ম করিলে তাহা হইতে এক প্রকার শ্বেতবীর্য্য পাওয়া যায়, চলিত ভাষায় ইহাকে সেঁকো বলে। ইহার মাত্রা—১ সর্ষপ। ইহা ব্যবহার করিলে জ্বর ও অজীর্ণ বিনষ্ট এবং কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অথ মনঃশিলা-শোধনবিধিঃ।

চূর্ণতোয়ৈর্মনোগুপ্তা সপ্তকৃত্বো বিভাবিতা।
শুদ্ধিমায়াতি নিতরাং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে॥

মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া চূণের জলে ৭ বার ভাবনা দিলে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়।

অথাঞ্জন-শোধনবিধিঃ।

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্‌।
দিনৈকমাতপে শুষ্কং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

সুর্ম্মাকে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে ভাবিত করিয়া একদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়।

অন্যচ্চ—

ত্রিফলাবারিণা শোধ্যং তদ্দ্বয়ং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
ভৃঙ্গরাজরসৈর্বাপি স্রোতঃসৌবীরকং শুচি॥

ত্রিফলার ক্বাথে অথবা ভীমরাজের রসে ভাবনা দিলে স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়।

অথ টঙ্কণশুদ্ধিঃ।

গোময়েনাবৃতষ্টঙ্কঃ শুদ্ধিমায়াত্যসংশয়ম্‌।
অথবা বহ্নিযোগেন স্ফুটিতঃ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ॥

সোহাগা গোময়ে আবৃত করিয়া রাখিলে অথবা অগ্নিতে পোড়াইয়া খৈ করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। শেষোক্ত নিয়মই প্রচলিত। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক এবং বায়ু ও পিত্ত জনক।

অথ রাজাবর্ত্ত-শোধনমারণবিধিঃ।

গোবিন্দো মাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসেন চ।
বিশুধ্যতে ম্রিয়তে চ পুটিতো নাত্র সংশয়ঃ॥

টাবালেবু ও আদার রসে গোবিন্দমণি অর্থাৎ রাজাবর্ত্ত ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয় এবং বিশোধিত রাজাবর্ত্ত পুটপাকে জারিত হইয়া থাকে।

অথ সর্ব্বোপরসানাং সাধারণ-শোধনবিধিঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেবদালিকা।
শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্‌॥
এষামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ।
ভাবয়েদম্লবর্গৈশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ॥
ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলাযন্ত্রে দিনং সুধীঃ।
এবং শুধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তা উপরসা হি যে॥

সমুদয় উপরস শোধনের সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে। হুড়্‌হুড়ে, শকরকন্দ আলু, কদলীমূল, ঘোষালতা, সজিনা, ঝিঙ্গা, তিক্ত কাঁকরোল, কাকমাচী ও বালা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর রস এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, পঞ্চলবণ ও অম্লবর্গ এই সমুদায় দ্বারা একদিন ভাবনা দিয়া ঐ সকল দ্রব্যের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে সকল উপরস বিশুদ্ধ হয়।

অথ চুম্বক-শোধন-মারণ-বিধিঃ।

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবয়েল্লোহকর্ষকম্‌।
দোলাযন্ত্রে পচেদ্‌ যুক্ত্যা ত্রিফলাসলিলে ততঃ॥
গোমূত্রেণ ততঃ পিষ্ট্বা বরাক্বাথেন বা ভিষক্‌।
পুটেৎ তং সপ্তধা তেন মৃতিরস্য প্রজায়তে॥
এবং শুদ্ধো মৃতো বল্যো পুষ্টিকৃদ্‌ বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।
জ্বরঘ্নো রক্তজননো রক্তপিত্তং ক্ষয়ং তথা॥
প্রমেহান্‌ বিংশতিং হন্তি কাসান্‌ শ্বাসান্‌ সুদারুণান্‌।
শুক্রদোষং রজোদোষং ক্লৈব্যং হৃদয়বেপনম্‌॥

চুম্বককে অগ্রে বকপত্রের রসে ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিধি-পূর্ব্বক পাক করিবে। তদনন্তর গোমূত্র বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মিলিত করিয়া ৭ সাত বার পুটপাক করিবে। ইহাতে চুম্বক হইবে। এইরূপে শোধিত ও মৃত চুম্বক বল ও পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, রক্তজনক এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বিংশতিপ্রকার মেহ, সুদারুণ কাস ও শ্বাস, শুক্রদোষ, রজোদোষ, ক্লৈব্য ও হৃৎকম্প নিবারক।

অথ স্ফটিকশোধনবিধিঃ।

স্ফটিকা নির্ম্মলা শ্বেতা শ্রেষ্ঠা স্বাচ্ছোধনং কচিৎ।
ন দৃষ্টং শাস্ত্রতো লোকা বহ্নাবুৎফুল্লয়ন্তি হি॥

নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ ফট্‌কিরি শ্রেষ্ঠ; ইহার শোধনবিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লোকে ইহাকে অগ্নিতে স্ফুটিত করিয়া ব্যবহার করে।

অথ শঙ্খশোধনবিধিঃ।

অম্লৈঃ সকাঞ্জিকৈঃ শঙ্খো দোলাস্বিন্নঃ সুশুধ্যতি॥

অম্লবর্গ ও কাঁজি দিয়া দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে শঙ্খ বিশুদ্ধ হয়।

অথ মৌক্তিকশুক্তের্জলশুক্তেশ্চ শোধনবিধিঃ।

শোধনং শঙ্খবৎ তস্যা মৃতিঃ প্রোক্তা কপর্দ্দবৎ।

মৌক্তিক-শুক্তি ও জল-শুক্তির শোধন শঙ্খের ন্যায় এবং মারণ কপর্দ্দকের ন্যায় জানিবে।

অথ সমুদ্রফেনশুদ্ধিঃ।

সমুদ্রফেনঃ সংপিষ্টো নিম্বুতোয়েন শুধ্যতি॥

সমুদ্রফেন কাগ্‌জি লেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলে বিশোধিত হয়।

অথ খটিকা।

খটিকা দ্বিবিধা জ্ঞেয়া শ্বেতা চ মলিনা তথা।
মৃদুপাষাণসদৃশী খটী শুভ্রাধিকা মতা॥

খড়ি দুই প্রকার; এক প্রকার শ্বেত ও অপর প্রকার মলিন। শ্বেত খড়ি মৃদুপাষাণ-সদৃশী ও উৎকৃষ্টা।

অথ গৈরিক-শোধনবিধিঃ।

গৈরিকস্তু গবাং দুগ্ধৈর্ঘর্ষিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
অথবা কিঞ্চিদাজ্যেন ভৃষ্টং শুদ্ধং প্রজায়তে॥

গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিলে অথবা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইলে গৈরিক বিশোধিত হয়।

অথ কাসীস-শোধনবিধিঃ।

সকৃদ্ভৃঙ্গাম্বুনা সিদ্ধং কাসীসং নির্ম্মলং ভবেৎ॥

ভৃঙ্গরাজরসে একবার সিদ্ধ করিলে হিরাকস বিশোধিত হয়।

অথ খর্পর-শোধনবিধিঃ।

দোলাযন্ত্রেঽপি গোমূত্রে সপ্তাহং খর্পরং পচেৎ।
তস্য শুদ্ধির্ভবেদেবং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥

দোলাযন্ত্রে গোমূত্র সহ সাত দিন পাক করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয়। এইরূপ বিশোধিত খর্পরই মারণযোগ্য। (খর্পর তুঁতের প্রকারভেদ)।

অথ খর্পরমারণবিধিঃ।

খর্পরং লৌহপাত্রস্থং চুল্ল্যাং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ॥
গলিতে সৈন্ধবং চূর্ণং দত্ত্বা দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
ভূয়ঃ পলাশদণ্ডেন যাবদ্ভস্মীভবেৎ তু তৎ॥

লৌহপাত্রে করিয়া চুল্লীর উপরে অগ্নি-জ্বালে খর্পর পাক করিবে। গলিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিবে এবং ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত পলাশ-দণ্ড দ্বারা উহা আলোড়িত করিবে। ইহাতে খর্পর ভস্ম হইবে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহাতে ভুঁইকদম্বের রস দিতে বলেন।)

অথ খর্পরস্যানুপানম্।

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ।
অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরং ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ॥

খর্পর পুরাতন ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে চক্ষুর হিতকর, তাম্বূলের সহিত প্রমেহ-নাশক, গণিয়ারির সহিত অগ্নিকর ও ত্রিসু-গন্ধির [এলাইচ তেজপত্র ও দারুচিনি] সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষনাশক হয়।

অথ কপর্দ্দক-শোধনবিধিঃ।

বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

কাঁজিতে এক প্রহর সিদ্ধ করিলে কপর্দ্দক (কড়ি) বিশোধিত হয়।

অথ কপর্দ্দক-মারণবিধিঃ।

অঙ্গারাগ্নৌ স্থিতা ধ্মাতা সম্যক্ প্রোৎফুল্লিতা যদা।
স্বাঙ্গশীতা মৃতা সা তু পিষ্ট্বা সম্যক্ প্রযোজয়েৎ॥

অঙ্গারাগ্নিতে কপর্দ্দক দগ্ধ করিলে যখন তাহা পুড়িয়া খৈয়ের মত হইবে, তখন জানিবে উহা জারিত হইয়াছে। ঐ জারিত কপর্দ্দক শীতল হইলে সম্যক্ প্রকারে পেষণ করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে।

অথ কঙ্কুষ্ঠ-শোধনবিধিঃ।

কঙ্কুষ্ঠং কাঞ্জিকে স্বিন্নং যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

কাঁজিতে এক প্রহর সিদ্ধ করিলে কঙ্কুষ্ঠ বিশোধিত হয়।

অথ সৌরাষ্ট্রী-শোধনবিধিঃ।

ঘর্ষিতা গব্যদুগ্ধেন সৌরাষ্ট্রী শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া লইলে সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা শোধিত হয়।

অথ সর্ব্বরত্নানাং শোধনবিধিঃ।

শুধ্যত্যম্লেন মাণিক্যং জয়ন্ত্যা মৌক্তিকং তথা।
বিদ্রুমং ক্ষারবর্গেণ তার্ক্ষ্যং গোদুগ্ধতঃ শুচি॥
পুষ্পরাগং সৈন্ধবে চ কুলত্থক্বাথসংযুতে।
তণ্ডুলীয়জলে বজ্রং নীলং নীলীরসেন চ॥
রোচনাভিশ্চ গোমেদং বৈদূর্য্যং ত্রিফলাজলৈঃ।
এতাস্তেষু সংস্বিন্নাস্ত্বাশু শুধ্যন্তি দোলয়া॥

অম্লরসে মাণিক্য (পদ্মরাজ), জয়ন্তীর রসে মৌক্তিক, ক্ষীরবর্গে প্রবাল, গোদুগ্ধে গারুত্মত, সৈন্ধবযুক্ত কুলত্থক্বাথে পুষ্পরাগ, নটেশাকের রসে হীরক, নীলের রসে নীলকান্তমণি, গোরোচনার জলে গোমেদ, ত্রিফলার ক্বাথে বৈদূর্য্যমণি, দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে এই সকল রত্ন আশু বিশোধিত হয়।

অথ রত্নমারণবিধিঃ।

কুলত্থদ্রবসংপিষ্টৈঃ শিলাতালকগন্ধকৈঃ।
বজ্রং বিনান্যরত্নানি ম্রিয়ন্তেঽষ্টপুটৈঃ খলু॥

মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক ইহাদিগকে কুলত্থক্বাথে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নকে আটবার পুটপাক দিলে নিশ্চয়ই জারিত হয়।

অথ হীরকস্য বিশেষশোধনবিধিঃ।

কুলত্থকোদ্রবক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ।
ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্বিশুধ্যতি॥

হীরককে কণ্টকারীমূলের অন্তর্নিহিত করিয়া কুলত্থ কলাই ও কোদোধান্যের ক্বাথে দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিলে উহা বিশোধিত হয়।

অথ হীরকমারণবিধিঃ।

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্বাথে কৌলত্থজে ক্ষিপেৎ।
তপ্ততপ্তং পুনর্বজ্রং ভবেদ্ ভস্ম ত্রিসপ্তধা॥

হিঙ্গু ও সৈন্ধব সংযুক্ত কুলত্থকলায়ের ক্বাথ একটী পাত্রে রাখিবে, এবং হীরক অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে উক্ত ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ একুশবার করিলেই হীরক জারিত হইবে।

অথ শেষরত্নানাং সাধারণ-শোধন-মারণবিধিঃ।

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ।
মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকং শোধনং ভবেৎ॥

কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচয়েৎ।
প্রত্যেকং সপ্তবেলঞ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ॥
মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ।
ক্ষণাদ্ বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥

হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নের শোধন ও মারণের সাধারণ নিয়ম এই—দোলাযন্ত্রে জয়ন্তী পত্রের রসে এক প্রহর পাক করিয়া লইলে মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন সকল বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধনানন্তর তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত তপ্ত ঘৃতকুমারীর রসে, নটে শাকের রসে ও স্তনদুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিলে জারিত হয়।

অথোপরত্নানি।

বৈক্রান্তং পেরোজাখ্যঞ্চ কাচঃ স্ফটিকমেব চ।
নীলপীতাদিমণয়োঽপ্যন্যে বিষহরা হি যে॥
বহ্ন্যাদিস্তম্ভকা যে চ তে সর্ব্বেঽপি পরীক্ষকৈঃ।
উপরত্নেষু গণিতা মণয়ো লোকবিশ্রুতাঃ॥

বৈক্রান্ত, পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও নীল পীতাদি বর্ণের কোন কোন মণি এবং যাহারা বিষহর, যাহারা অগ্ন্যাদির স্তম্ভকারক, সেই সকল লোকবিখ্যাত মণিকে রত্নপরীক্ষকেরা উপরত্ন মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন।

অথোপরত্নানাং সাধারণ-শোধন মারণবিধিঃ।

রত্নবচ্চোপরত্নানি শোধয়েন্মারয়েৎ তথা॥

উপরত্নের সাধারণ শোধন ও মারণ রত্নের ন্যায় জানিবে।

অথ বৈক্রান্তস্য বিশেষশোধনং মারণঞ্চ।

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং মারণঞ্চৈব তস্য তৎ।
হয়মূত্রেণ তৎ সেচ্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা॥
ততশ্চোত্তরবারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গপিণ্ডকে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধা মূষাপুটে পাচ্যমুদ্ধৃত্য পিণ্ডকৈঃ পুনঃ॥
লিপ্ত্বা রুদ্ধা পুটে পাচ্যং সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ॥

(বৈক্রান্তশোধনমারণাদিকমাহ-বৈক্রান্তমিতি। বৈক্রান্তং দগ্ধহীরকং, তদ্‌বজ্রবচ্ছোধনীয়ং মারণীয়ঞ্চ। মতান্তরে তু একবিংশতিবারং ধ্মাতং তদ্ হয়মূত্রেণ সেচয়েৎ, ততঃ উত্তরবারুণ্যা মূলপত্রফলপুষ্পবল্কলরূপং পঞ্চাঙ্গং নিষ্পিষ্য গোলকং কৃত্বা তন্মধ্যে তৎ সংশুদ্ধং বৈক্রান্তং নিধায় মূষাপুটে পচেৎ। এবং বারং বারং কুর্য্যাৎ, যাবদ্ ভস্মতাং যাতি)।

বৈক্রান্তের (দগ্ধ হীরকের) শোধন ও মারণ হীরকের ন্যায় জানিবে। মতান্তরে—বৈক্রান্তকে একুশবার পোড়াইবে এবং প্রত্যেক বার অশ্বমূত্রে নিষিক্ত করিবে। অনন্তর রাখালশশার মূল পত্র পুষ্প ফল ও বল্কল এই পঞ্চাঙ্গকে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং পিণ্ডমধ্যে ঐ শোধিত বৈক্রান্ত নিহিত করিয়া মূষাপুটে পাক করিবে। যে পর্য্যন্ত না ভস্মীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত বার বার এই প্রণালীতে পাক করিবে।

অথ বিষশোধনবিধিঃ।

কৃত্বা চণকসংস্থানং গোমূত্রে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
অথবা ত্রৈফলে ক্বাথে বিষং শুধ্যতি পাচিতম্॥
দোলায়াং ত্রিফলাক্বাথে ছাগীক্ষীরে চ পাচিতম্।
গোমূত্রপূর্ণপাত্রে চ দোলাযন্ত্রে বিষং পচেৎ॥
দশতোলকমানেন চাহ্নো বেদ্যো দিবানিশম্।
বিষভাগাংশ্চণকবৎ স্থূলান্ কৃত্বা তু ভাজনে॥
তত্র গোমূত্রকং দত্ত্বা প্রত্যহং নিত্যনূতনম্।
শোষয়েৎ ত্রিদিনাদূর্দ্ধং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ।
প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেন তদ্বিধম্॥

বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে অথবা ত্রিফলার কাথে তিন দিন ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়। কিংবা দশ তোলক পরিমিত বিষ ত্রিফলার কাথে বা ছাগদুগ্ধে বা গোমূত্রে দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিয়া লইলেও বিশোধিত হয়। অথবা বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে তিনদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, কিন্তু প্রতিদিন নূতন নূতন গোমূত্র দিতে হইবে। তিন দিনের পর উহা উদ্ধৃত করিয়া

প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে, এই রূপে শোধিত বিষ উপযুক্ত পরিমাণে প্রযোজ্য।

অথ তেষাং মারণবিধিঃ।

সমটঙ্কণসংপিষ্টং মৃতমিত্যুচ্যতে বিষম্॥

সমপরিমিত সোহাগার সহিত পিষ্ট উক্ত বিষকে জারিত বিষ বলে।

প্রসঙ্গাৎ কৃষ্ণসর্পবিষ-শোধনম্।

বিষেষু জঙ্গমাখ্যেষু গ্রাহ্যং নাগোদ্ভবং বিষম্।
হন্তি চৈব মহাশ্রেষ্ঠং ত্রিদোষক্ষপণং ক্রমাৎ॥
দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নিসমোপমম্।
সন্নিপাতপ্রতীকার-প্রভাবপ্রভুরুচ্যতে॥
নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্।
আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যবদ্ভবেৎ॥

জঙ্গম বিষের মধ্যে কৃষ্ণসর্পোদ্ভব বিষই গ্রাহ্য। এই বিষ ত্রিদোষনাশক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সন্নিপাতবিনাশক। কৃষ্ণসর্পবিষ গোমূত্রে সংযুক্ত করত তিনদিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ ও বীর্য্যকর হয়।

মতান্তরম্—

যুনো বলবতো গ্রাহ্যং কৃষ্ণসর্পাদ্ বিষং নবম্।
ততঃ সার্ষপতৈলেন সংপ্লুতং পরিশোষয়েৎ॥
পর্ণতোয়ৈর্মুনিতরোস্তুলসীপত্রজৈ রসৈঃ।
কাথেনাপি চ কুষ্ঠস্য ভাবয়েৎ তৎ ত্রিধা ত্রিধা॥
তদেব সর্ব্বথা যোজ্যং নাবিশুদ্ধং কদাচন।
বিষমপ্যমৃতঞ্চৈবং মৃতসঞ্জীবনং পরম্॥

যুবা ও বলবান্ কৃষ্ণসর্পের নূতন বিষ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ যাহার বিষ এক বার গৃহীত (ভাঙ্গা) হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার বিষ লইবে না। সর্পবিষকে প্রথমতঃ সার্ষপতৈলে আপ্লুত করত শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে পানের রসে, বকবৃক্ষের ছালের বা পত্রের রসে, তুলসী পত্রের রসে ও কুড়ের কাথে যথাক্রমে ৩ তিন বার করিয়া ভাবনা দিলে উহা বিশুদ্ধ হইবে। এইরূপে বিশোধিত বিষই সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অবিশুদ্ধ বিষ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে। বিষত্ব থাকিলেও শোধিত বিষ অমৃতস্বরূপ এবং সন্নিপাতাদি জ্বরে মৃতকল্প ব্যক্তিও ইহা দ্বারা জীবিত হইয়া থাকে।

অথোপবিষাণাং শোধনবিধিঃ।

পঞ্চগব্যেষু শুদ্ধানি দেয়ান্যুপবিষাণি চ॥

উপবিষ সকল পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অথ জৈপালাদীনাং কতিপয়ানাং বিশেষশোধনম্।

জৈপালং নিস্তুষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ।
অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুঞ্জ্যাচ্চ রসকর্ম্মণি॥

তুষরহিত জয়পাল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তদন্তর্গত জিহ্বাসদৃশ পাতলা পত্র বাহির করিয়া ফেলিবে এবং দোলাযন্ত্রে গোদুগ্ধ সহ পাক করিয়া লইবে। ইহাতে জয়পাল বিশোধিত হয়।

অথ লাঙ্গলী-শুদ্ধিঃ।

লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং গোমূত্রভাবিতা॥

একদিন গোমূত্রে ভাবনা দিলে লাঙ্গলী বিশোধিত হয়।

অথ ধুস্তূর-শোধনবিধিঃ।

ধুস্তূরবীজং গোমূত্রে চতুর্যামোষিতং পুনঃ।
খণ্ডিতং নিস্তুষং কৃত্বা যোগেষু বিনিযোজয়েৎ॥

ধুতুরার বীজকে নিস্তুষ ও খণ্ডিত করিয়া চারিপ্রহর গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে বিশোধিত হয়।

অথাহিফেন-শোধনবিধিঃ ।

অহিফেনং শৃঙ্গবের-রসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা ।
শুদ্ধং যুক্তেষু যোগেষু যোজয়েৎ তদ্বিধানতঃ ॥

আদার রসে একুশবার ভাবনা দিলে অহিফেন শোধিত হয়, এইরূপে শোধিত অহিফেন যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

অথ মাতুলানী-শোধনবিধিঃ ।

বব্বূলত্বক্কষায়েণ ভঙ্গাং সংস্বেদ্য শোষয়েৎ ।
গোদুগ্ধৈর্ভাবনাং দত্ত্বা শুষ্কাং সর্ব্বত্র যোজয়েৎ ॥

বাবলার কাথে মাতুলানী (সিদ্ধিকে) স্বিন্ন ও শুষ্ক করিবে। তদনন্তর গোদুগ্ধে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়। বিশোধিত বিজয়া ঔষধার্থ প্রযোজ্য।

অথ বিষমুষ্টি-শোধনবিধিঃ ।

কিঞ্চিদাজ্যেন সংভৃষ্টো বিষমুষ্টির্বিশুধ্যতি ॥

কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে কুঁচিলা বিশোধিত হয়।

অথ দারুমূষাদীনাং শোধনবিধিঃ ।

দারুমূষারক্তশল্যাদীনাং শোধনং হরিতালবৎ জ্ঞেয়ম্ ॥

দারুমুজ ও লাল দারুমুজ প্রভৃতির শোধন হরিতালের ন্যায় জানিবে।

অথ গোদন্ত-শোধনবিধিঃ ।

গোদন্তং ডমরৌ যন্ত্রে গোময়োপরি সংস্থিতে ।
নাগবল্লীদলে ক্ষিপ্ত্বা পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্ ॥
অনেন বিধিনা চূর্ণং গৃহীত্বা পরিশোধিতম্ ।
মন্দেঽগ্নাবতিসারে চ জ্বরে জীর্ণে বলক্ষয়ে ॥
কুষ্ঠেষু কফরোগেষু পীনসেঽপি চ বৃদ্ধিষু ।
যথাব্যাধ্যনুপানেন মাত্রয়া চ প্রযোজয়েৎ ॥

ডমরুযন্ত্রে কিছু গোময় ও ঐ গোময়োপরি একটি পান রাখিয়া, তদুপরি গোদন্তস্থাপন পূর্ব্বক ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রকারে বিশোধিত গোদন্ত-চূর্ণ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, জীর্ণজ্বর, দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, কফরোগ, পীনস ও বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

অথ ভল্লাতকস্য শোধনবিধিঃ ।

ভল্লাতকানি পক্বানি সমানীয় ক্ষিপেজ্জলে ।
মজ্জন্তি যানি তত্রৈব শুদ্ধ্যর্থং তানি যোজয়েৎ ।
ইষ্টকাচূর্ণনিকরৈর্ঘর্ষণান্নির্ব্বিষং ভবেৎ ॥

পক্ক ভল্লাতকের ফল সকল জলে নিক্ষেপ করিলে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেই গুলিই শোধনযোগ্য। ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিলে তাহারা নির্বিষ হইয়া বিশুদ্ধ হইবে।

অথান্যেষাং বীজানাং সাধারণ-শোধনবিধিঃ ।

বীজমাদৌ সমাদায় রৌদ্রযন্ত্রে বিশোষয়েৎ ।
ঈষৎসৈন্ধবযুক্তেন দ্রবেণ যত্নতঃ সুধীঃ ।
অপামার্গস্য বা তোয়ৈর্বৃদ্ধিদ্য-বীজশোধনম্ ॥

মতান্তরম্ ।

বৃদ্ধদারকবীজস্য পক্বং দোলাকৃতং পচেৎ ।
দুগ্ধপূর্ণেষু পাত্রেষু ততঃ শুধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
অপামার্গকষায়েণ নিম্ববীজং বিশোধয়েৎ ।
শিগ্রু কার্পাসবীজানি চাপামার্গস্য বীজকম্ ॥
যত্নেন শোধনং তেষাং ন দদ্যাৎ সৈন্ধবং ততঃ ।
শিক্তা কোষাতকী দন্তী পটোলী চেন্দ্রবারুণী ॥
কটুতুম্বী দেবদালী কাকতুণ্ডী চ শুধ্যতি ।
ধাত্রীফলরসেনৈব মহাকালস্য শোধনম্ ॥
করঞ্জযুগ্ময়োর্বীজং ভৃঙ্গরাজেন শোধয়েৎ ।
গুঞ্জাদিসর্ব্ববীজানাং নরমূত্রৈঃ পটুং বিনা ॥

বিদ্ধড়কের বীজ ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে অথবা অপামার্গের কাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। অথবা দুগ্ধপূর্ণপাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বিদ্ধড়কবীজ শোধিত করিবে। লেবুর বীজ, সজিনাবীজ, কার্পাসবীজ ও অপামার্গবীজ

অপামার্গের ক্বাথে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে লবণ দিতে হইবে না। কটুকী, শ্বেত ঘোষা-বীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখাল শশার বীজ, তিৎ লাউবীজ, ঘোষাবীজ, কাকচুঁটাবীজ ও মাকালফল, ইহারা আমলকীর রসে এবং ডহরকরঞ্জবীজ ও নাটাকরঞ্জবীজ, চীন-বাজের রসে শোধিত হইয়া থাকে। আর গুঞ্জাদি সর্ব্বপ্রকার বীজকে কেবল নরমূত্র দ্বারা শোধন করিতে হয়; লবণ দিতে হয় না।

অথ গুগ্‌গুলু-শোধনবিধিঃ।

কাথে হি দশমূলস্য চোষ্ণে প্রক্ষিপ্য গুগ্‌গুলুম্‌।
আলোড্য বস্ত্রপূতং তৎ চণ্ডাতপবিশোষিতম্‌।
ঘৃতাক্তং পিণ্ডিতং কুর্য্যাচ্ছুদ্ধিমায়াতি গুগ্‌গুলুঃ॥

অন্যচ্চ—

অমৃতায়াঃ কষায়েণ শোধয়িত্বাথ গুগ্‌গুলুম্‌।
গৃহ্লীয়াদাতপে শুষ্কং ভথাবকরবর্জ্জিতম্‌॥

অন্যচ্চ—

দুগ্ধে বা ত্রিফলাক্বাথে দোলাযন্ত্রবিপাচিতঃ।
বাসসা গালিতো গ্রাহ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গুগ্‌গুলুঃ॥

গুগ্‌গুলুর কেশ ও মলাদি বিক্ষেপপূর্ব্বক উহাকে উষ্ণ দশমূলের ক্বাথে নিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে শুকাইয়া ঘৃতাক্ত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ইহাতে গুগ্‌গুলু বিশোধিত হয়। অথবা গুলঞ্চক্বাথে নিষিক্ত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লইলেও ইহা শুদ্ধ হয়। কিংবা গুগ্‌গুলুকে গোদুগ্ধে বা ত্রিফলা-ক্বাথে দোলা-যন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

অথ নখী-শোধনবিধিঃ।

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলৈঃ।
নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃন্ময়েন তু॥
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ।
গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(চণ্ডী মহিষী। উক্তং হি—মহিষী সোচ্যতে চণ্ডী সৌরভী চ নিগদ্যতে ইতি। অস্যা গোময়ং মলমিত্যর্থঃ। কিন্তু গোময়েনাপ্যুৎস্বেদ উক্তঃ, যথাহ—গোবিট্‌কাঞ্জিক-চিঞ্চিকাম্বুসুস্বিন্নেতি। তিন্তিড়ীজলৈরিতি তিন্তিড়ীফল-সলিলৈরিত্যর্থঃ। অলাভে মৃন্ময়েনেতি কৃষ্ণমৃত্তিকা-মিশ্রিতজলেনেত্যর্থঃ।)

মহিষের পুরীষ-নিঃসৃত রসে বা কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা কৃষ্ণ-মৃত্তিকাজলে কিংবা গোময়-রসে নখী সিদ্ধ করণানন্তর ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই ইহা বিশুদ্ধ হয়।

অথ হিঙ্গু-শোধনবিধিঃ।

অঙ্গারস্থে লৌহপাত্রে সঘৃতে রামঠং ক্ষিপেৎ।
চালয়েৎ কিঞ্চিদারক্ত-বর্ণং যোগেষু যোজয়েৎ॥

প্রদীপ্ত অঙ্গারের উপর লৌহপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ভাজিয়া লইবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন ঈষৎ রক্তবর্ণ হইবে, তখনই নামাইতে হইবে। এইরূপে শোধিত হিঙ্গু ঔষধার্থ প্রয়োজ্য।

অথ নরসার-শোধনবিধিঃ।

নরসারো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ।
দোলাযন্ত্রেণ যত্নেন ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে॥

চূণের জলে দোলাযন্ত্রে নিশাদলকে পাক করিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।

অন্যচ্চ—

নরসারং বিনিক্ষিপ্য তোয়েঽত্যুষ্ণে বিমর্দ্দ্য চ।
পৃথুনা বাসসা চাথ স্রাবয়েদখিলং জলম্‌॥
শীতীভূতে জলে তস্মিন্‌ গৃহ্লীয়াৎ তমধোগতম্‌।
এবং বিশোধিতং সর্ব্ব-কার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ॥

নিশাদল অত্যুষ্ণজলে মর্দ্দন করিয়া মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ঐ জল কোন পাত্রে রাখিবে। জল শীতল হইলে দেখিবে, উহার

তলায় নিশাদল দানা রূপে সংযত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বিশোধিত নিশাদলই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

অথ রসাঞ্জনশোধনবিধিঃ।

তোয়েঽত্যুষ্ণে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্য্যাদ্ রসাঞ্জনম্।
বাসসা স্রাবয়িত্বাথ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা॥
এবং বিশোধিতং সর্ব্ব-কার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ।
বিশুদ্ধং নাশয়েদ্ ব্যাধীন্ নাবিশুদ্ধং কদাচন॥

অত্যুষ্ণ জলে রসাঞ্জন দ্রব করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ রসাঞ্জনই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

অথ যবক্ষারঃ।

যবশূকভবে ক্ষারে ক্ষিপ্ত্বা প্রস্থোন্মিতে জলম্।
দ্রোণমানমথাস্তস্তং সক্ষারং পৃথুবাসসা॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ তীব্রেণ বহ্নিনা।
নিঃশেষে সলিলে তস্মিন্ যবক্ষারোঽবশিষ্যতে॥

যবের শূক (শূয়া) দগ্ধ করিয়া তাহার /২ সের পরিমিত ভস্ম লইয়া ৬৪ সের জলে গুলিবে এবং একখানি মোটা কাপড় দ্বারা ঐ জল একুশবার ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাকপাত্রে যবক্ষার অবশিষ্ট থাকিবে।

মতান্তরম্।

গঙ্গাতীরমৃদং বিলোড্যসলিলে সংস্রাব্য বস্ত্রেণ চ
তোয়েঽস্মিংস্তৃণরাশিভস্মনিখিলং নিক্ষিপ্য তৎ তাপয়েৎ।
ভূয়োঽস্মিন্ পরিগালিতে চ বিধিনা গাঢ়ীকৃতে বহ্নিনা
যাবক্ষারকণাঃ পরস্পরযুতা জায়ন্ত ইত্যদ্ভুতম্॥
অন্যস্থা অপি মৃত্তিকাঃ সলবণা ভূমের্বিগৃহ্যাম্বুনা
সংলোড্যোদ্ভিদভস্মভিঃ পরিপচেদ্ বিস্রাব্য যত্নাৎ ততঃ।
এতেনাপি চ লভ্যতে সুবিমলঃ প্রাগ্বদ্ যবক্ষারক-
স্তং সংশোধ্য বিধানতো বিমলধীর্যোগেষু দদ্যাদ্ ভিষক্॥

গঙ্গাতীরের কিংবা অন্যস্থানের লবণাক্ত মৃত্তিকা জলে গুলিয়া তাহার সহিত তৃণ অথবা অন্য কোন উদ্ভিদ্-ভস্ম মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। কিয়ৎক্ষণ পাকের পর তাহা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে যবক্ষারের কণা সকল নিম্নে সঞ্চিত হইবে। কেহ কেহ ইহাকে সোরা বলিয়া থাকেন।

অথাস্য শোধনবিধিঃ।

অত্যুষ্ণসলিলে ক্ষারং দ্রবীকুর্য্যাদ্ বিমর্দ্দ্য তম্।
শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্ণীয়াৎ তমধোগতম্॥
এবং সংশোধিতঃ ক্ষারঃ শীতলো জ্বরবেগহৃৎ।
ঔপসর্গিকমেহে চ শ্বাসকৃচ্ছ্রে সুদারুণে॥
মসূরিকায়াং রোমান্তি-জ্বরে শোথে প্রশস্যতে।
আমবাতে চ পিত্তাস্রে কৃচ্ছ্রাদিষ্বপি শস্যতে॥

অত্যুষ্ণ জল সহ উক্ত যবক্ষার মর্দ্দন করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিবে। পরে জল শীতল হইলে তাহার নিম্নসঞ্চিত যবক্ষার গ্রহণ করিবে। যবক্ষার শীতবীর্য্য ও জ্বরবেগনাশক। ইহা ঔপসর্গিক মেহ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মসূরিকা, রোমান্তীজ্বর (হাম্ জ্বর), শোথ, রক্তস্রাব, আমবাত রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

অথ পুটপাকবিধিঃ।

—:॰:—

মহাপুটম্।

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে।
বনোপলসহস্রেণ পূরিতে পুটমৌষধম্॥
কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি ধারয়েৎ।
বনোপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ॥
বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহাপুটমিতি স্মৃতম্॥

সংপ্রতি ধাত্বাদির মারণোপযোগী পুটবিধি কথিত হইতেছে।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই দুইহস্ত পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ১০০০ খানি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর পুটনৌষধগর্ভ মুষা স্থাপন

করিয়া তদুপরি আর ৫০০ খানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নি প্রদান করিবে। গর্ত্তস্থ সমুদয় ঘুঁটে যখন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে, তখন উহা হইতে মূষা বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ পুটকেই মহাপুট কহে।

গজপুটম্।

সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে।
বনোপলসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ॥
পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে।
অধোহর্দ্ধানি করণ্ডানি অর্দ্ধান্যুপরি নিক্ষিপেৎ॥
এতদ্ গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্।
সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ॥

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই ৩০ অঙ্গুলি পরিমিত (২৪ অঙ্গুলে এক হাত হয়। সপাদ হস্ত অর্থাৎ ত্রিশ অঙ্গুলি-পরিমিত) একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহাতে ৫০০ খানি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর পূর্ব্ববৎ পুটনৌষধ-বিশিষ্ট মূষা স্থাপন করিয়া তদুপরি আর ৫০০ খানি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নি প্রদান করিবে। যখন সমুদায় ঘুঁটে পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন তাহা হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ পুটের নাম গজপুট। এস্থলে গজের পরিমাণ, প্রমাণ ব্যক্তির ৩০ অঙ্গুলের পরিমাণের সমান।

অন্যচ্চ—

গজপ্রমাণগম্ভীরং শুষিরং ক্রমশস্ততম্।
বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা॥
এবং বিধায় যত্নেন বিশিরস্ককরীয়বৎ।
তস্য পাদত্রয়ং সম্যক্ পুরয়িত্বা বনোপলৈঃ॥
ভৈষজ্য-কোষ্ঠিকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
বনোপলৈঃ সংবৃণুয়াদেতদ্ গজপুটং স্মৃতম্॥
(অত্র পাদোনহস্তদ্বয়প্রমাণো গজঃ॥)

আর একপ্রকার গজপুট লিখিত হইতেছে। একগজ অর্থাৎ ১৸০ হস্ত পরিমিত গভীর এমন একটী গর্ত্ত করিবে, যেন তাহার মুখভাগের ব্যাস ২ বিতস্তি এবং ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তল ভাগের ব্যাস ৩ বিতস্তি হয়। অর্থাৎ একটা বাঁশের কোঁড়ের মস্তকটা কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, এই গর্ত্তের আকৃতিও সেইরূপ হইবে। গর্ত্তের তিনভাগ বিল ঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঔষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার কতকগুলি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া গর্ত্তের অবশিষ্ট সিকিভাগ পূর্ণ করিবে। তৎপরে উহাতে অগ্নিপ্রদান করিবে। এস্থলে ১৸০ পৌণে দুই হস্তে ১ গজ ধৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গজপুটই এতদ্দেশে প্রচলিত।

বরাহপুটম্।

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বরাহমুচ্যতে॥

যে গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ এক অরত্নি মাত্র (মুটম হাত), সেই গর্ত্তে যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটম্।

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কণ্ডটিৎ কৌক্কুটং পুটম্॥

যে গর্ত্তের সকল দিকের পরিমাণই ১৬ অঙ্গুলি, তাহাতে যে পুট দেওয়া যায়, তাহাকে কৌক্কুটপুট বলা যায়।

কপোতপুটম্।

যৎ পুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ।
কপোতপুটমেতৎ তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ॥
(এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্।)

গর্ত্তে ৮ খানি বিলঘুঁটে দ্বারা যে পুট প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা তাহাকে কপোতপুট কহেন। ইহাই লঘুপুট নামে খ্যাত।

গোবরপুটম্।

বৃহদ্ভাণ্ডস্থিতৈর্যস্মে গোবরৈর্দীয়তে পুটম্।
তদ্ গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতভস্মকৃৎ॥

গোষ্ঠান্তর্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কচূর্ণিতগোময়ম্।
গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে॥

একটি বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে ঔষধযন্ত্র স্থাপন করিয়া গোবর দ্বারা পুটপ্রদান করিবে। ইহাকেই গোবরপুট কহে। এই পুটে পারদ ভস্ম করা যায়। গোষ্ঠমধ্যস্থ যে সকল গোময় গরুর খুরে কুট্টিত হয়, তাহা শুষ্ক ও চূর্ণিত করিলেই তাহাকে গোবর কহা যায়। রস-সাধন বিষয়ে এই গোবরই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ভাণ্ডপুটম্।

বৃহদ্ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মধ্যে মূষাং বিধারয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ ভাণ্ডং তদ্ ভাণ্ডপুটমুচ্যতে॥

তুষপূর্ণ একটী বৃহৎ হাঁড়ীতে মূষা স্থাপন ও অগ্নি প্রদান করিয়া হাঁড়ীটি মুদ্রিত করিবে। ইহাকেই ভাণ্ডপুট কহে।

ইতি পুটবিধিঃ।

অথ যন্ত্রবিধিঃ।

কবচীযন্ত্রম্।

নাতিহ্রস্বাং কাচকূপীং ন চাতিমহতীং দৃঢ়াম্।
বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃত্য সমন্ততঃ॥
সংলিপ্য মৃদুমৃৎস্নাভিঃ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা।
নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছাদয়েৎ ততঃ॥
কঠিন্যা দৃঢ়য়া বাপি পচেদ্ যন্ত্রে বিধানতঃ।
কবচীযন্ত্রমেতদ্ধি রসাদিপচনে মতম্॥

নিতান্ত ছোটও না হয়, অত্যন্ত বড়ও না হয়, এইরূপ একটি মাঝারি শক্ত বোতলের সর্ব্বাবয়ব কর্দ্দমাক্ত নেকড়া দ্বারা বেষ্টিত এবং কোমল মৃত্তিকা দ্বারা পরিলিপ্ত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। পরে ইহার অভ্যন্তরে ঔষধদ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকাদি যন্ত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। আবশ্যক হইলে বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম কবচীযন্ত্র। ইহা দ্বারা পারদাদির পাকক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

বালুকাযন্ত্রম্।

ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥

এক বিতস্তি গভীর, এমন একটি হাঁড়ীর মধ্যে ঔষধগর্ভ কূপিকা স্থাপন করিয়া সেই হাঁড়ীতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। যখন বালুকা দ্বারা কূপিকার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, তখন ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া ঔষধ পাক করিবে। ইহারই নাম বালুকাযন্ত্র।

(বালুকাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

লবণযন্ত্রম্।

অন্তঃকৃতরসালেপাৎ তাম্রপাত্রমুখস্য চ।
লিপ্ত্বা মৃল্লবণেনৈব সন্ধিং ভাণ্ডতলস্য চ॥
তস্তাণ্ডং পটুনাপূর্য্য ক্ষারৈর্ব্বা পূর্ব্ববৎ পচেৎ।
এবং লবণযন্ত্রং স্যাদ্ রসকর্ম্মণি শস্যতে॥

একটি তাম্র নির্ম্মিত হাঁড়ীর অভ্যন্তর ভাগ পারদ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাঁড়ীর মুখে অন্য একটি হাঁড়ী স্থাপন করিয়া উভয়ের

সন্ধিস্থলে মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা লেপ দিবে। পরে উপরিস্থ হাঁড়ি লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূরণ করিয়া জ্বাল দিবে। ইহার নাম লবণযন্ত্র।
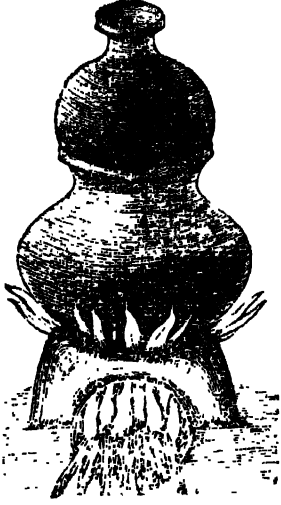
(লবণযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দোলাযন্ত্রম্‌।

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্য পূরয়িত্বার্দ্ধমাত্রকম্‌।
সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধা ভেষজপোট্টলীম্‌।
স্বেদয়েচ্চান্তরগতাং দোলাযন্ত্রমিদং স্মৃতম্‌॥

(দোলাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দ্রবদ্রব্য দ্বারা একটি হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া হাঁড়ীর মুখে একটি কাষ্ঠিকা রাখিবে। পরে সেই কাষ্ঠিকায় বদ্ধ একগাছি সূত্রে পাচ্য ঔষধ পোট্টলী বান্ধিয়া হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে দোলাযন্ত্র কহে।

বিদ্যাধরযন্ত্রম্‌।

অধঃস্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ তন্মুখোপরি।
স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্‌ নিরুধ্য মৃদ্‌মৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্‌॥
স্বাঙ্গশীতং ততো যন্ত্রাদ্‌গৃহ্নীয়াদ্রসমুত্তমম্‌।
বিদ্যাধরাভিধঃ যন্ত্রমেতৎ তজ্‌জ্ঞৈরুদাহৃতম্‌॥

(বিদ্যাধরযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী হাঁড়ীর মধ্যে পারদ রাখিয়া ঐ হাঁড়ীর উপর অপর একটি হাঁড়ী ঊর্দ্ধমুখ করিয়া বসাইয়া, উভয়ের সান্ধিস্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, উহা চুল্লীর উপর বসাইবে। উপরের হাঁড়ীতে জল থাকিবে। নিম্নে ক্রমাগত ৫ প্রহর জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইলেই ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল দিবে। এইরূপ বারংবার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পরে

অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যখন সমুদায় শীতল হইবে, তখন উপরের হাঁড়ীর তল-সংলগ্ন পারদ অতি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্রই বিদ্যাধর যন্ত্র নামে অভিহিত। (গ্রন্থান্তরে ইহা পাতালযন্ত্র নামে অভিহিত।)

স্বেদনযন্ত্রম্।

সাম্বুস্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ।
পিধায় পচ্যতে যন্ত্রং তদ্‌যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্॥

(স্বেদনযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী জলপূর্ণ স্থালীর মুখ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া সেই বস্ত্রের উপর স্বেদ্য দ্রব্য রাখিয়া এবং শরা ঢাকা দিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদনযন্ত্র বলে।

ডমরুযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাৎ তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে॥

ডমরুযন্ত্রও বিদ্যাধর যন্ত্রের ন্যায়, তবে ইহাতে উপরিস্থ হাঁড়ী, অধোমুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুইটী হাঁড়ীর মুখই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে।
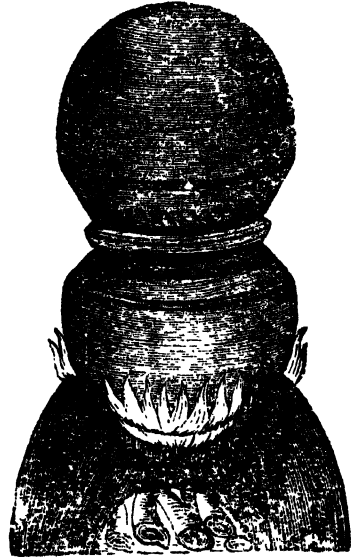
(ডমরুযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

বকযন্ত্রম্।

ভাণ্ডে চার্দ্ধপ্রমাণেন দ্রব্যং স্থাপ্যং প্রযত্নতঃ।
তন্মুখে ছিনলীযন্ত্রং সংস্থাপ্য চ নিরোধয়েৎ॥
পশ্চাম্মন্দাগ্নিং প্রজ্বাল্য জলং দত্ত্বোর্দ্ধযন্ত্রকে।
তৎ তপ্তং নলিকাদ্বারা নিঃসার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥
নীচস্থনলিকাবক্ত্রে ভাণ্ডং স্থাপ্যং দ্বিতীয়কম্।
তস্মিন্নর্কশ্চ সংধার্য্যো গৃহ্নীয়াৎ তং বিশেষতঃ॥
বকযন্ত্রমিদং খ্যাতং তেজোযন্ত্রাভিধঞ্চ তৎ॥
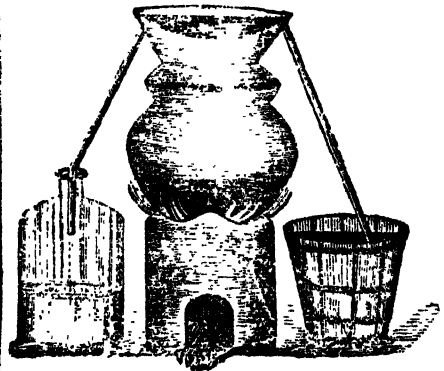
(বকযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধভাগ ভেষজদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে অপর একটী ছিনল-

বিশিষ্ট পাত্র স্থাপিত এবং উহাদের সংযোগস্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ পাত্রের যে নলটি দ্বারা বাষ্প পরিচালিত হইবে, সেই নলটি নিম্নে ও যেটি দ্বারা জল নিঃসারিত হইবে, সেইটি উপরে সংযোজিত করিবে এবং তাহাদের প্রান্তদ্বয় এক একটি পাত্রমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। তৎপরে উপরিস্থ পাত্রে জল রাখিয়া নিম্নস্থ হাঁড়িতে মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে। অগ্নিসন্তাপে জল উষ্ণ হইলেই তাহাতে শীতল জল ঢালিয়া উষ্ণ জল নল দ্বারা পুনঃপুনঃ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ভেষজদ্রব্যের বাষ্প সকল উত্থিত এবং তাহা শৈত্যসংযোগে অর্ক অর্থাৎ আরকরূপে পরিণত হইয়া নল দ্বারা আসিয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ইহাকেই বকযন্ত্র বা তেজোযন্ত্র বলা যায়।

নাড়িকাযন্ত্রম্।

বিনিধায় ঘটে দ্রব্যং কনীয়াংসমধোমুখম্।
ঘটমন্যং মুখে তস্য স্থাপয়িত্বোভয়োর্মুখম্ ॥
মৃদ্বস্ত্রৈঃ সমালিপ্য নাড়িকাং বিনিবেশয়েৎ।
যন্ত্রাৎ কুণ্ডলিতাং ভিত্ত্বা জলদ্রোণীং মহত্তমাম্ ॥
আধারভাণ্ডপর্য্যন্তং ততশ্চুল্ল্যাং নিধারয়েৎ।
অধস্তাজ্জ্বালয়েৎ বহ্নিং যাবদ্ বাষ্পো বিনেদধঃ ॥
গৃহ্নীয়াদাধারগতং নির্ম্মলং রসমুত্তমম্।
নাড়িকাযন্ত্রমেতদ্ধি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
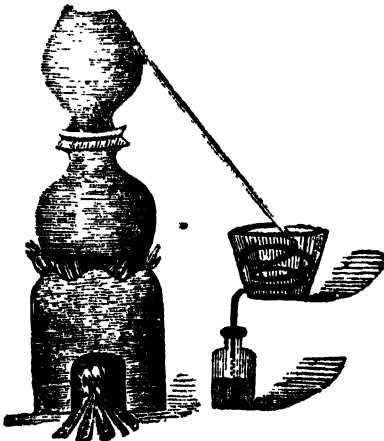
(নাড়িকাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটী ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং কলসদ্বয়ের পরস্পর সংলগ্ন মুখদ্বয় কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র হইতে একটি কুণ্ডলীকৃত নল শীতল জল পূর্ণ একটি বৃহৎ দ্রোণী ভেদ করিয়া গিয়া আধারভাণ্ডে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চুল্লীর উপর যন্ত্র বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে কলসস্থ ভেষজদ্রব্যের বাষ্প নল পরিবেষ্টন করিয়া এবং জলদ্রোণীর নিকট শৈত্যসংযোগে ঘনীভূত হইয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ঐ পরিস্রুত রস গ্রহণীয়। এই যন্ত্র দ্বারা মৌরি গোলাপ প্রভৃতির আরক চোয়ান হইয়া থাকে। ইহার নাম নাড়িকাযন্ত্র।

পাতালযন্ত্রম্।

হস্তপ্রমাণং নিম্নঞ্চ গর্ত্তং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
তস্মিন্ ভাণ্ডঞ্চ সংস্থাপ্য তথান্যৎ পাত্রমাহরেৎ ॥
তস্মিন্নৌষধবর্গঞ্চ দত্ত্বান্যঞ্চ শরাবকম্।
মুখে সংস্থাপ্য ছিদ্রাণি কৃত্বা চৈব শরাবকে ॥
শরাবসহিতং পাত্রং গর্ত্তস্থে ভাজনে ন্যসেৎ।
সন্ধিলেপং ততঃ কৃত্বা গর্ত্তমাপূর্য্য মৃৎস্নয়া ॥
পশ্চাদগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
পশ্চাৎ তৎপাত্রমধ্যস্থং পাত্রং যুক্ত্যা সমাহরেৎ ॥
তদন্তঃস্থঞ্চ তৎ তৈলং গৃহ্নীয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
পাতালাখ্যমিদং যন্ত্রং ভাষিতং শম্ভুনা স্বয়ম্ ॥
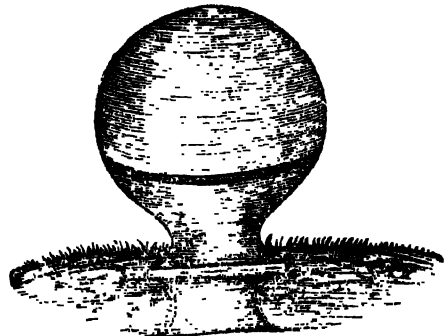
(পাতালযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

এক হস্ত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে একটী ভাণ্ড স্থাপন করিবে এবং

অপর একটি হাঁড়ী ঔষধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একখানি সচ্ছিদ্র শরাব চাপা দিবে। পরে এই হাঁড়ীটি গর্ত্তস্থিত ভাণ্ডের উপর উপুড় করিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উভয়ের মুখ, মধ্যস্থিত শরাবের সহিত মিলাইয়া তাহাদের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তাহার পর মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া উপরিস্থ হাঁড়ীর উপর অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে, গর্ত্তস্থ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহার মধ্যস্থিত ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহাকে পাতাল-যন্ত্র কহে।

বারুণীযন্ত্রম্।

ঊর্দ্ধে তোয়সমাযুক্তং জলদ্রোণীবিবর্জ্জিতম্।
তোয়সংবেষ্টিতাধারঋজুনাড়ীসমন্বিতম্।
যন্ত্রং তদ্‌বারুণীসংজ্ঞং সুরাসাধনকর্ম্মণি॥

অন্যচ্চ—

বীজ-দ্রব্যং ঘটে দত্ত্বা সংছাদ্যান্যেন তন্মুখম্।
মৃদা মুখং বিলিপ্যাথ নাড়ীং বংশাদিসম্ভবাম্॥
যন্ত্রাদাধারগাং কৃত্বা স্রাবয়েদ্ বিধিনা রসম্।
বারুণীযন্ত্রমেতদ্ধি সুরাসংসাধনে শুভম্॥
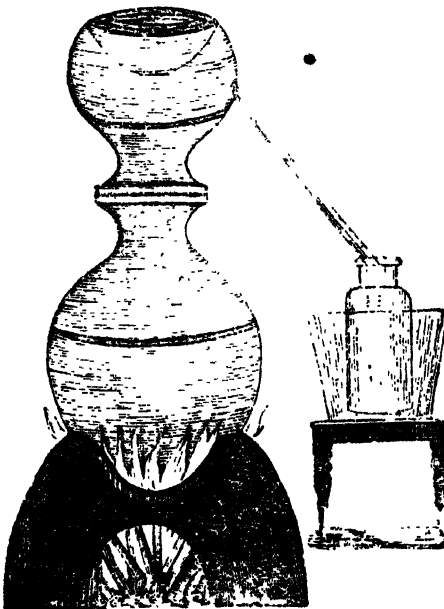
(বারুণীযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

উল্লিখিত নাড়িকাযন্ত্র, ঊর্দ্ধে জলসংযুক্ত ও সরল নল বিশিষ্ট হইলে তাহাকে বারুণীযন্ত্র কহে। বারুণীযন্ত্রে নাড়িকা যন্ত্রের ন্যায় দ্রোণী থাকে না। এই যন্ত্রের আধার-ভাণ্ড জল-পাত্রের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা সুরা প্রস্তুত করা যায়।

অন্যপ্রকার বারুণীযন্ত্র—

একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটি ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া চাপা দিয়া উভয়ের মুখ-সন্ধি মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে এবং বাঁশ প্রভৃতি কোন দ্রব্যের নলের এক মুখ ঐ কলসে ও অন্য মুখ আধারভাণ্ডে সংযোজিত করিয়া ঐ আধারভাণ্ড কোন জলপাত্রে স্থাপন করিবে। এইরূপ যন্ত্র দ্বারা সহজে সুরা চোয়ান যায়।

ভূধরযন্ত্রম্।

যন্ত্রং ডমরুবদ্বাথ তুল্যং বিদ্যাধরেণ বা।
ভূগর্ত্তে তৎ সমাধায় চোর্দ্ধমাকীর্য্য বহ্নিনা॥
অধঃস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্বা সূতকং তত্র পাতয়েৎ।
এতদ্ ভূধরযন্ত্রং স্যাৎ সূতসংস্কারকর্ম্মণি॥
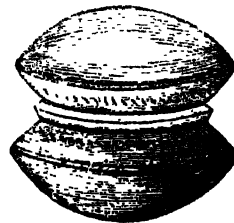
(ভূধরযন্ত্রের প্রতিরূপ)

ভূধরযন্ত্র, ডমরু বা বিদ্যাধর যন্ত্রের ন্যায়। ইহার নিম্ন স্থালীতে জল থাকে। এই যন্ত্র ভূগর্ত্তে নিহিত করিয়া ঊর্দ্ধে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ইহা দ্বারা পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রম্।

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ॥
রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ॥
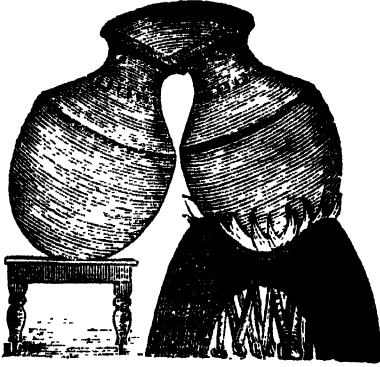
(তির্য্যক্পাতনযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

দুইটি ঘট তির্য্যগ্ভাবে রাখিয়া উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঘটদ্বয়ের একটিতে পারদ ও অপরটিতে জল থাকে। পারদাধার-ঘটের নিম্নে জ্বাল দিতে হয়। অগ্নি-সন্তাপে পারদ দ্বিতীয় ঘটে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তির্য্যক্পাতন কহে এবং এই যন্ত্রকে তির্য্যক্পাতন যন্ত্র কহা যায়।

ইষ্টকাযন্ত্রম্।

মধ্যে গর্ত্তসমাযুক্তামিষ্টকাং কারয়েৎ ভিষক্।
গর্ত্তে চৈব সমাদায় তস্তাং সূতাদিকং ন্যসেৎ॥
দত্ত্বোপরি শরাবঞ্চ সন্ধিং মৃল্লবণৈর্লিপেৎ।
তদূর্দ্ধে সিকতাং কিঞ্চিদ্ দত্ত্বা দেয়ং পুটং লঘু॥
ইষ্টকাযন্ত্রমেতদ্ধি জারয়েদ্ গন্ধকাদিকম্॥
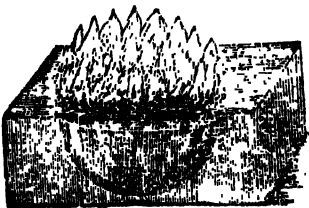
(ইষ্টকাযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

একখানি ইষ্টকের মধ্যাংশে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পারদাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ইষ্টকখানি ভূগর্ত্তে স্থাপন করিয়া সেই ইষ্টকের গর্ত্তে একখানি শরা চাপা দিবে। শরা ও ইষ্টকের সংযোগ স্থানে লবণযুক্ত মৃত্তিকার লেপ দিবে। পরে শরার উপরে কিঞ্চিৎ বালুকা দিয়া লঘু পুট দিবে। ইহার নাম ইষ্টকাযন্ত্র। এই যন্ত্রে গন্ধকাদি জারিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠিকযন্ত্রম্।

ষোড়শাঙ্গুলবিস্তীর্ণং হস্তমাত্রায়তং সমম্।
ধাতুসত্ত্বনিপাতার্থং কোষ্ঠিকং পরিকীর্ত্তিতম্॥
বংশখদিরমাধূক-বদরীদারুসম্ভবৈঃ।
পরিপূর্ণং দৃঢ়াঙ্গারৈরধোবাতেন কোষ্ঠকে।
মাত্রয়া জ্বালমার্গেণ জ্বালয়েচ্চ হুতাশনম্॥
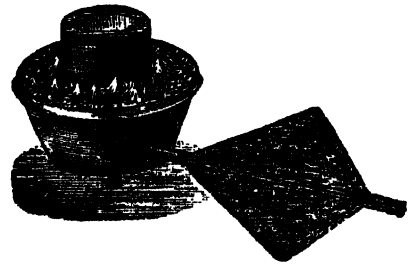
(কোষ্ঠিকযন্ত্রের প্রতিরূপ)।

কোষ্ঠিকযন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও এক হস্ত আয়তন বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্রসাহায্যে ধাতু সকলের মলাদি দূরীকৃত করা যায়। বংশ, খদির, মৌল বা কুলকাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা এই যন্ত্রের উপরিভাগ পূর্ণ করিয়া ভস্ত্রাদি দ্বারা অধোভাগে বায়ু সঞ্চালনে উপরিস্থিত অঙ্গার-উদ্দীপ্ত করা যায়।

কচ্ছপযন্ত্রম্।

জলপূর্ণপাত্রমধ্যে দত্ত্বা খর্পরস্তু বিস্তীর্ণম্।
তদুপরি রসবিস্থিতিঃ স্থাপ্যঃ সূতো মৃদঃ কুণ্ড্যাম্॥

লঘুলোহকোটরিকয়া কৃতপটুম্ৎসন্ধিলেপমাম্বায়।
দেয়া তদুপরি সিকতা চৈকাঙ্গুলিপরিমাণাপি।
তৎ খর্পরং পৃথ্যাঙ্গারকবনোপলেনোপচিতম্॥

(কচ্ছপযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটি বিস্তীর্ণ খর্পর বা পাত্র ভাসাইয়া, তাহার উপর একটি মূষা স্থাপন করিয়া, তাহাতে পারদাদি রাখিবে। পরে সেই মূষাটী একটি লৌহনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা আবরিত করিবে। সন্ধিস্থানে লবণ-মৃত্তিকার লেপ দিয়া সেই পাত্রকে বালুকা দ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমাণে আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পর যে পাত্রটী ভাসান হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট ভাগ বিলঘুঁটে ও অঙ্গারে আবৃত করিবে। এই যন্ত্রকে কচ্ছপযন্ত্র বলে।

তপ্তখল্লযন্ত্রম্।

লৌহো নবাঙ্গুলঃ খল্লো নিম্নত্বে চ ষড়ঙ্গুলঃ।
মর্দ্দকোঽষ্টাঙ্গুলশ্চৈব তপ্তখল্লাভিধোঽপ্যয়ম্॥
কৃত্বা খল্লাকৃতিং চুল্লীমঙ্গারৈঃ পরিপূরিতাম্।
তস্যাং নিবেশিতং খল্লং পার্শ্বে ভস্ত্রিকয়া ধমেৎ॥

(প্রথম প্রকার—তপ্তখল্লযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

অন্যচ্চ—

অজাশকৃৎতুষাগ্নিঞ্চ ভূগর্ত্তে ত্রিতয়ং ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি স্থিতং খল্লং তপ্তখল্লমিতি স্মৃতম্॥

তপ্তখল্ল—লৌহনির্ম্মিত, নয় অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল গভীর হইবে। ইহার ঘর্ষণীর (নোড়ার) পরিমাণ আট অঙ্গুল। খল্লাকৃতি একটী চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অঙ্গারাগ্নি রাখিবে, পরে তদুপরি খল্ল স্থাপন করিয়া ভস্ত্রিকা (জাঁতা) দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত করিবে। ইহার নাম তপ্তখল্ল।

মতান্তর—একটি গর্ত্ত ছাগবিষ্ঠা ও তুষ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া তদুপরি খল্ল স্থাপন করিবে।
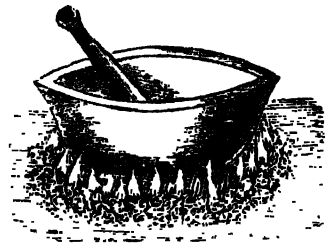
(দ্বিতীয় প্রকার—তপ্তখল্লযন্ত্রের প্রতিরূপ।)

অথ মূষা-নিরূপণম্।

অন্ধমূষা তু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা।
সৈব ছিদ্রান্বিতা মধ্যে গম্ভীরা সারণোচিতা॥
দ্বৌ ভাগৌ তুষদগ্ধস্য একা বল্মীকমৃত্তিকা।
লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগিকম্॥
নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং তেন মূষাং সুসম্পুটাম্॥
শোষয়িত্বা রসং ক্ষিপ্ত্বা তৎকল্কৈঃ সংনিরোধয়েৎ।
বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সম্যক্ পারদসাধিতা॥

অন্ধমূষা যন্ত্র গোস্তনাকৃতি করিতে হয়। এই মূষাই মধ্যে সচ্ছিদ্র হইলে গম্ভীরা সারণা যন্ত্রের কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। (সারণা—পারদশোধনের যন্ত্রবিশেষ)। অর্দ্ধদগ্ধ তুষ ২ ভাগ, উইমৃত্তিকা ১ ভাগ, মণ্ডুর ১ ভাগ ও শ্বেতপ্রস্তরচূর্ণ ১ ভাগ, এই সকল উপাদানের সহিত কিছু মনুষ্যকেশ মিশ্রিত করিয়া ছাগ-

দুগ্ধে ২ প্রহরকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মূষা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উহা শুকাইয়া লইবে। মূষার মধ্যে পারদ রাখিয়া তাহার উপর অপর একটি মূষা (মূচী) চাপা দিয়া উভয়ের সংযোগস্থল, ঐ মূষা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বোক্ত উপাদান দ্রব্য দ্বারাই সংরুদ্ধ করিবে। এই অন্ধমূষাই বজ্রমূষা নামে খ্যাত।

ইতি যন্ত্রবিধিঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পরিভাষা-প্রকরণম্ ।

অথ রোগিপরীক্ষা-প্রকরণম্ ।

সাধারণপরীক্ষাবিধিঃ ।

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্ ।
আয়ুরাদি দৃশা স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম্ ॥
(তত্র দর্শনং নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্ত্তব্যম্ ।)

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই তিন প্রকারে রোগিকে পরীক্ষা করিবে। দর্শন দ্বারা রোগির আয়ুঃ ও রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতোষ্ণ-মৃদু-কাঠিন্যাদি ও নাড়ী-পরীক্ষণ; এবং প্রশ্ন দ্বারা উদরের লাঘব বা গৌরব, তৃষ্ণা বা অতৃষ্ণা, ক্ষুধা বা অক্ষুধা ও বলাবলাদির পরীক্ষা করিবে। নেত্র, জিহ্বা ও মূত্রাদির দর্শন কর্ত্তব্য।

তত্রাদৌ নাড়ীপরীক্ষামাহ—

অথ নাড়ীপর্য্যায়াঃ ।

স্নায়ুর্নাড়ী রসা হিংস্রা ধমনী ধামনী ধরা ।
তন্তুকী জীবনজ্ঞানা শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ ॥

স্নায়ু, নাড়ী, রসা, হিংস্রা, ধমনী, ধামনী, ধরা, তন্তুকী ও জীবনজ্ঞানা এই শব্দগুলি নাড়ীর নামান্তর জানিবে।

অথ পরীক্ষাপ্রকারঃ ।

নাড়ীমঙ্গুষ্ঠমূলাধঃ স্পৃশেদ্দক্ষিণগে করে ।
জ্ঞানার্থং রোগিণো বৈদ্যো নিজদক্ষিণপাণিনা ॥

চিকিৎসক, রোগজ্ঞানার্থ নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, পুরুষরোগির দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলিস্থ মূলের ঠিক নিম্নভাগে নাড়ী স্পর্শ করিবে।

স্ত্রীণাং ভিষগ্বামহস্তে বামে পাদে চ যত্নতঃ ।
শাস্ত্রেণ সম্প্রদায়েন তথা স্বানুভবেন চ ॥
পরীক্ষেদ্যত্নতোঽভ্যাসাদেব জায়তে ॥

স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও বামপদে নাড়ী পরীক্ষণীয়া। পরীক্ষাকালে শাস্ত্রোপদেশ ও রোগী কিরূপ সম্প্রদায়ের লোক, ইহা বিবেচনা করিয়া স্বকীয় অনুমান দ্বারা অতি যত্নপূর্ব্বক রোগ নিশ্চয় করিবে। পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা যেমন রত্ন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, নাড়ীপরীক্ষাও তদ্রূপ অভ্যাসায়ত্ত জানিবে।

নপুংসকস্য তু স্ত্রীপুংসয়োরন্যতরাকারপ্রকটতামপেক্ষ্য পরীক্ষা কার্য্যা। স্ত্রীনপুংসকশ্চেদ্ বামে, পুংনপুংসকশ্চেদ্ দক্ষিণে ইত্যর্থঃ।

নপুংসকদিগের আকার-ভেদানুসারে নাড়ী পরীক্ষা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নপুংসক স্ত্রীর আকৃতি বিশিষ্ট হইলে বাম হস্তে; পুরুষের আকৃতি বিশিষ্ট হইলে দক্ষিণ হস্তে পরীক্ষা করিবে

অঙ্গুষ্ঠস্য তু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী।
তস্যা গতিবশাদ্বিদ্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্॥

অঙ্গুষ্ঠমূলে যে জীবসাক্ষিণী ধমনী আছে, তাহারই গতিবিশেষ দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য জানিবে।

প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্।
সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ॥
সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশালিনঃ।
ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যঙ্নাড়ী ন বুধ্যতে॥
তৈলাভ্যঙ্গে রতেরন্তে ভোজনান্তে তথৈব চ।
উদ্বেগাদিষু নাড়ী চ ন সম্যগববুধ্যতে॥

প্রাতঃকালে নাড়ীপরীক্ষার্থ চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইবেন। প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত কাল। (এই কালে নাড়ী স্নিগ্ধভাবাপন্ন থাকে। মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণতান্বিতা হয়, সুতরাং জ্বরবেগ-সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আর সায়াহ্নে নাড়ী ধাবমানা হয়, তজ্জন্য নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না)। সদ্যঃস্নাত, সুপ্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, আতপক্লান্ত ও ব্যায়াম দ্বারা শ্রান্তদেহ ব্যক্তির নাড়ীও সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তৈলাভ্যঙ্গকালে, রতিক্রিয়ার পর, ভোজনান্তে ও উদ্বেগাদির সময়ে নাড়ীর প্রকৃত গতির বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

সব্যেন সাচিদৃঢ়কূর্পরভাগভাগ-
পীড়্যাথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিকাত্রয়েণ।
অঙ্গুষ্ঠমূলমধি পশ্চিমভাগমধ্যে
নাড়ী প্রভঞ্জনগতিঃ সততং পরীক্ষ্যা॥

নাড়ীপরীক্ষাকালে পরীক্ষক স্বীয় বাম কর দ্বারা রোগীর কূর্পরভাগের অর্থাৎ কনুয়ের মধ্যস্থিত নাড়ীটি আপীড়ন করিয়া, রোগীর পরীক্ষণীয় হস্তটী বক্ররূপে ধারণপূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা, রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে (যে স্থলে ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে, তাহার প্রান্তভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমিত স্থলে) নাড়ী পরীক্ষা করিবে। (রোগ হইবে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত সুস্থ অবস্থাতেও নাড়ী পরীক্ষা করা বিধেয়। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করা সাধারণ নিয়ম, তবে নিজের নাড়ী নিজে পরীক্ষা করিতে হইলে বামহস্ত দ্বারা, স্ত্রীলোক পরীক্ষক হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারা যায়; যৎকালে নাড়ী পরীক্ষা করা যায়, সেই সময়েও যেন নাড়ীর আপীড়ন না থাকে, এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।)

বারত্রয়ং পরীক্ষেত ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুক্তয়েৎ।
বিমৃশ্য বহুধা বুদ্ধ্যা রোগব্যক্তিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

একবার দেখিলে নাড়ীপরীক্ষা ভালরূপ হয় না; তজ্জন্য অতি বিবেচনাপূর্ব্বক এক একবার নাড়ীপরীক্ষা করিবে ও ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ তিনবার করিয়া রোগের তত্ত্ব নিরূপণ করিবে।

অঙ্গুলীত্রিতয়ৈঃ স্পৃষ্ট্বা ক্রমাদ্দোষত্রয়োদ্ভবাম্।
মন্দাং মধ্যগতিং তীক্ষ্ণাং ত্রিভির্দোষৈস্তু লক্ষয়েৎ॥

ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দোষজ্ঞাপক এই তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা নাড়ী স্পর্শ করিয়া, দোষভেদানুসারে তাহার মন্দ, মধ্য ও তীক্ষ্ণ গতি লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ নাড়ীর মন্দ গতি দ্বারা কফপ্রকোপ, মধ্যগতি দ্বারা বাতপ্রকোপ এবং তীক্ষ্ণগতি দ্বারা পিত্ত-প্রকোপ বিবেচনা করিবে।

পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে।
বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে॥

পিত্তকোপে নাড়ীর গতি মধ্যমাঙ্গুলিতে কফকোপে অনামিকায় এবং বাতকোপে তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

অথ সুস্থস্য নাড়ীগতিলক্ষণম্।

ভুজগগমনপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিরা।
প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেঽপ্যুষ্ণতান্বিতা।
সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা॥

ভূ-লতার (কেঁচোর) গতির ন্যায় সুস্থ-নাড়ীর গতি। স্বভাবতঃ নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়াহ্নে ধাবমান ও রাত্রিতে বেগবিবর্জ্জিত থাকে।

অথ নাড়ীস্পন্দন-সংখ্যা।

ষষ্ট্যা স্পন্দাস্তু মাত্রাভিঃ ষট্‌পঞ্চাশদ্ ভবন্তি হি।
শিশোঃ সদ্যঃপ্রসূতস্য পঞ্চাশৎ তদনন্তরম্‌॥
চত্বারিংশৎ ততঃ স্পন্দাঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ যৌবনে ততঃ।
প্রৌঢ়ত্বেকোনত্রিংশৎ স্যুর্বার্দ্ধক্যেঽষ্টৌ চ বিংশতিঃ॥
পুংসোঽতিস্থবিরস্য স্যুরেকত্রিংশদতঃপরম্‌।
যোষিতাং পুরুষাণাঞ্চ স্পন্দাস্তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রৌঢ়ানাং রমণীনান্তু দ্ব্যধিকাঃ সম্মতা বুধৈঃ।
দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চার-কালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকৈঃ॥
তৈঃ পলং স্যাৎ তু তৎষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥

এক্ষণে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা লিখিত হইতেছে। ৬০টী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ পরিমিত কালে অর্থাৎ ১ পলে সদ্যঃপ্রসূত বালকের নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ৫৬ বার। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে উহার হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমে ৫০ ও ৪০ বার হইয়া যৌবনকালে ৩৬ বার হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় ২৯ ও বার্দ্ধক্যে ২৮ বার মাত্র স্পন্দন হইয়া থাকে। পরে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন স্পন্দন-সংখ্যা ৩১ বার। বয়সভেদে যে সকল স্পন্দন সংখ্যা লিখিত হইল, তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই বিষয়ে জানিবে। উভয় জাতির স্পন্দন-সংখ্যা সমান, কেবল প্রৌঢ়াবস্থায় স্ত্রীজাতির নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা পুরুষদিগের অপেক্ষা ২ বার অধিক, অর্থাৎ প্রৌঢ় পুরুষদিগের স্পন্দনসংখ্যা প্রতিপলে ২৯ বার ও প্রৌঢ় স্ত্রীদিগের ৩১ বার জানিবে।

একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা বা নিমেষ বলা যায়। ১০ মাত্রায় এক প্রাণ, ৬ প্রাণে ১ পল ও ৬০ পলে ১ দণ্ড হয়। অতএব ১ মাত্রা কাল এক পলের ৬০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ এক বিপল।

অথ দোষজনাড়ীগতি-লক্ষণম্‌।

বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দ্বং সন্নিপাতং তথৈব চ।
সাধ্যাসাধ্যবিবেকঞ্চ সর্ব্বং নাড়ী প্রকাশয়েৎ॥

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক এবং সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি যাবতীয় রোগভেদ, নাড়ীগতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতাদ্বক্রগতির্নাড়ী পিত্তাদুৎপ্লুত্য গামিনী।
কফান্মন্দগতির্জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতম্‌॥

অন্যচ্চ—

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী।
স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ॥

বাতকোপে নাড়ীর বক্রগতি, পিত্তকোপে লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়ার ন্যায় চঞ্চলগতি, শ্লেষ্মকোপে মন্দগতি এবং দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ-প্রকোপে তত্তদ্দোষানুসারে মিশ্রগতি হয়। সন্নিপাতেও দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনেন নাড়ীম্‌।
পিত্তে চ কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ॥
রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ।
কুক্কুটাদের্গতিং ধত্তে ধমনী কফসঙ্গিনী॥

বায়ু দ্বারা নাড়ীর গতি সর্প ও জোঁকাদির গতির ন্যায় বক্র, পিত্ত দ্বারা কাক, লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমানা, এবং শ্লেষ্ম দ্বারা রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত ও কুক্কুটাদির ন্যায় দোলায়মানা ও মৃদুমন্দ হইয়া থাকে।

মুহুঃ সর্পগতির্নাড়ী মুহুর্ভেকগতিস্তথা।
তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতপিত্তাধিকে স্ফুটা।
বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ॥

বাতপিত্তাধিক্যে নাড়ী মুহুর্ম্মুহুঃ সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে ও মুহুর্ম্মুহুঃ ভেকের ন্যায়

উল্লম্ফনগতিতে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিস্থলে স্ফুটতরভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সর্পহংসগতিং তদ্বদ্বাত-শ্লেষ্মবতীং বদেৎ।
অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ।
বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকত্বতঃ॥

বাতশ্লেষ্মাধিক্য নাড়ী, কখন সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে, কখন হংসের ন্যায় মন্দগতিতে অনামিকা ও তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

মণ্ডুকাদিগতিং নাড়ীং ময়ূরাদিগতিং তথা।
পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ॥
মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে।
উৎপ্লুত্য মন্দং চলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে॥

পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী, কখন মণ্ডূকাদির ন্যায় উল্লম্ফন-গতিতে, কখন ময়ূরাদির ন্যায় মন্দমন্দ-গতিতে, মধ্যমা ও অনামিকায় প্রব্যক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়।

কাষ্ঠকুট্টো যথা কাষ্ঠং কুট্টতে চাতিবেগতঃ।
স্থিত্বা স্থিত্বা তথা নাড়ী সন্নিপাতে ভবেদ্ধ্রুবম্।
অঙ্গুলিত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সন্নিপাততঃ॥

কাটঠোকরা পক্ষী যেমন থাকিয়া থাকিয়া অতিদ্রুতবেগে কাষ্ঠ কুট্টন করে, তদ্রূপ সান্নিপাতিক নাড়ী থাকিয়া থাকিয়া তিন অঙ্গুলিতেই দ্রুতবেগে আঘাত করিতে থাকে।

কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগা ভবেৎ।
ত্রিদোষপ্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিষগ্বরৈঃ॥

সান্নিপাতিক রোগে নাড়ী কখন মন্দ মন্দ, কখন শীঘ্র শীঘ্র গমন করে।

যদা যং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ।
তথা হি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বুধ্যতে॥

নাড়ী যখন যে ধাতু প্রাপ্ত হয়, তখন যদি সেই ধাতুর প্রকৃতি অনুসারে গমন করে, তাহা হইলে ব্যাধি সুখসাধ্য জানিবে।

স্পন্দতে চৈকমানেন ত্রিংশদ্বারং যদা ধরা।
স্বস্থানেন তদা নূনং রোগী জীবতি নান্যথা॥

নাড়ী যদি স্বস্থানে থাকিয়া এক প্রকার গতিতে ত্রিশবার স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগী রক্ষা পাইবে।

ভুক্তস্য বান্তস্য চ মেদুরস্য নিদ্রারতস্যাতি তথা রিরংসোঃ।
কফাকুলস্যাতিসুখে রতস্য স্থৌল্যং দধানা শিথিলং প্রয়াতি॥

মেদস্বী ব্যক্তির এবং আহারান্তে, বমনান্তে, নিদ্রান্তে, রমণান্তে ও সুখভোগান্তে, নাড়ী স্থূল হইয়া শিথিল ভাবে গমন করে। বহুকফবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীও ঐরূপ জানিবে।

অথ জ্বরপূর্ব্বরূপে।

অঙ্গগ্রহণে নাড়ীনাং জায়ন্তে মন্থরাঃ প্লবাঃ।
প্লবঃ প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে॥

জ্বরোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ অঙ্গে বেদনা উপস্থিত হইলে, নাড়ী ভেকাদির ন্যায় লাফাইয়া মন্থরভাবে ২।১ বার গমন করে। দাহজ্বর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নাড়ীর ঐ প্রকার গতি ধারাবাহিক হইতে থাকে।

জ্বরবেগে চ ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ॥

জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণা ও বেগবতী হয়।

বাতজ্বরে।

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে॥

বায়ুর সঞ্চয়কালে বাতজ্বর হইলে নাড়ী সৌম্যা (অকঠিন), সূক্ষ্মা, স্থিরা (অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে ইহার স্পন্দন উপলব্ধ হয়), মন্দা অর্থাৎ স্পন্দন উপলব্ধ হইলেও অস্পন্দ-গতি হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপ কালে বাতিকজ্বর হইলে নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্র-গতি হয়।

বক্রা চ চপলা শীত-স্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ॥

বাতজ্বরে ধমনী শীতল এবং সর্প জলৌ-কাদির ন্যায় বক্র অথচ চপল গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরে ।

ভূতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ ।
শীঘ্রমাহননং নাড্যাঃ কাঠিন্যাচ্চ চলা তথা ॥

পিত্তের সঞ্চয় কালে পিত্তজ্বর হইলে, নাড়ী পরিপূর্ণা, সরলা (গ্রন্থিশূন্যা অর্থাৎ জাড্যাদি-রহিতা), দীর্ঘা ও শীঘ্রগামিনী হয়। পিত্তের প্রকোপকালে পৈত্তিকজ্বর হইলে নাড়ী কঠিনা হইয়া এরূপ দ্রুতবেগে গমন করে, বোধ হয় যেন উহা ভেদ করিয়া উর্দ্ধে স্পন্দন করিতেছে ।

কফজ্বরে ।

নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মকোপতঃ ॥

কফের প্রকোপকালে শ্লৈষ্মিক-জ্বর হইলে, নাড়ী তন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, মরালাদির ন্যায় মন্থরগতি ও উষ্ণোদক-সিক্ত রজ্জুর ন্যায় শীতল হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্বর-সম্বন্ধহেতু নিতান্ত শীতল হয় না ।

মন্দা চ সুস্থিরা শীতা পিচ্ছিলা শ্লেষ্মলে ভবেৎ ॥

কফজ জ্বরে নাড়ী, শীতল ও পিচ্ছিল হয়, এবং স্থিরভাবে মন্দ মন্দ গমন করে ।

বাতপিত্তজ্বরে ।

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা ॥

বাতপিত্ত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল (অর্থাৎ বানরের ন্যায় সদা অস্থিরগতি), তরল (অর্থাৎ কদাচিৎ দোলায়মানগতি) এবং স্থূল ও কঠিন হইয়া থাকে ।

অন্যচ্চ—

বক্রা চ ঈষচ্চপলা কঠিনা বাতপিত্তজা ॥

অপর লক্ষণ ।

বাতপৈত্তিক নাড়ী বক্র, ঈষচ্চপল ও কঠিন হইয়া থাকে ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে ।

ঈষচ্চ দৃশ্যতে তৃষ্ণা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা ।
নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলা ।
রুক্ষবাতভবে তস্য নাড়ী স্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা ॥

বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে নাড়ী ঈষদুষ্ণ ও মন্দগতি হয়, কিন্তু যদি শ্লেষ্মার ভাগ অল্প এবং বায়ুর ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে নিরন্তর খরবেগ ও রুক্ষ হইয়া থাকে। আর রুক্ষ-বাতে নাড়ী পিণ্ডাকৃতি অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতিপ্রায় হয় ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ।

সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবা ॥

পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও মন্দবেগ হয় ।

প্রসঙ্গাদাহ—

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা ভৃশম্ ।
তদা নূনং মনুষ্যস্য রুধিরাপূরিতা মলাঃ ॥

নাড়ী যদি সন্তাপিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলি স্থলে বহন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, রুধিরকোপে বাতাদিঃদোষ পূর্ণ হইয়াছে ।

অথ মৃত্যুনাড়ীপরীক্ষা ।

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা
স্থিত্বা স্থিত্বা বহতি ধমনী যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা ।
নিত্যং স্থানাৎ স্খলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্ যা
ভাবৈরেবংবিধবহুবিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা ॥

যে সান্নিপাতিক নাড়ী কখন মন্দ মন্দ ভাবে, কখন শিথিল শিথিল ভাবে, কখন ত্রস্তব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুলভাবে, কখন থাকিয়া থাকিয়া, কখন অদৃশ্যভাবে, কখন বা অতি সূক্ষ্মভাবে গমন করে এবং যাহা স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে কখন চ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার তৎস্থান স্পর্শ করে, তাহা মৃত্যুনাড়ী জানিবে ।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মাণমাবিভ্রতীং
সস্থানভ্রমণং মুহুর্বিদধতীং চক্রাদিরূঢামিব।
তীব্রত্বং দধতীং কদাচিদপি বা সূক্ষ্মত্বমাতম্বতীং
নো সাধ্যাং ধমনীং বদন্তি মুনয়ো নাড়ীগতিজ্ঞানিনঃ॥

নাড়ী যদি প্রথমে পিত্তগতি, পরে বায়ু-গতি, তৎপরে শ্লেষ্ম-গতি ধারণ করে, এবং চক্রাদিস্থিত বস্তুর ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ ভ্রাম্যমাণা হয়, এবং কখন তীব্রভাবে ও কখন সূক্ষ্মভাবে গমন করে, তাহা হইলে সেই নাড়ী প্রাণ-ঘাতিনী জানিবে।

মহাদাহেঽপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা।
নানাবিধগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥

যাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ, কিন্তু নাড়ী শীতল এবং যাহার দেহ শীতল, অথচ নাড়ী উষ্ণ, কিংবা যাহার নাড়ীর গতি নানাপ্রকার তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণান্নাড়ী।
সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে॥
পতিতঃ সন্ধিভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
শাম্যতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্॥

ক্রমাগত ভারবহন ও মূর্চ্ছা, ভয়, শোক ইত্যাদি আগন্তু কারণে নাড়ী অতি নিঃস্পন্দ হইলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ঐ নাড়ী পুনর্ব্বার উদিত হইয়া চেতনা আনয়ন করে। আর উচ্চ স্থান হইতে পতন, ভগ্নাস্থির সন্ধান (হাড় বসান), মলভেদ ও অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রক্ষয়, এই সকল কারণে নাড়ী স্পন্দহীন হইলেও তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিবে না।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদাঃ।
ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিৎ তত্র দূষণম্॥

উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত, শোক বা হিম দ্বারা অভিভূত হইলে, নীরোগ নাড়ীও স্পন্দহীন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই।

ক্ষণাদ্ গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গং শোথবর্জ্জিতম্॥

যাহার নাড়ী দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ আবার শান্তবেগ হয়, তাহার জীবন একসপ্তাহ কাল জানিবে। কিন্তু তাহার অঙ্গে শোথ থাকিলে এ নিয়ম খাটিবে না।

হিমবদ্বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাম্।
ত্রিদোষস্পর্শং ভজতাং তদা মৃত্যুর্দিনত্রয়াৎ॥

সান্নিপাতিক জ্বরদাহে সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ী যদি তুষারের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে তিন দিনের পর তাহাদের মৃত্যু জানিবে।

নিরাশ্রয়া দক্ষিণে পাদে তথা চেষ্টা বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং জ্ঞেয়ো দিনচতুষ্টয়ম্॥

পুরুষের দক্ষিণপদে ও দক্ষিণ করে সুতরাং স্ত্রীর বামপদে ও বামকরে যে নাড়ী পরীক্ষণীয়া, তাহা যদি উভয় স্থানেই মুখে অর্থাৎ তর্জ্জনীনিবেশস্থলে বহন করে, তবে রোগী চারিদিন মাত্র জীবিত থাকিবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধেনাপি নাড়িকা।
ন স জীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিম্॥

যাহার নাড়ী যবার্দ্ধমাত্র স্বস্থান ত্যাগ করে, সে রোগী রক্ষা পায় না। তিনদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

গতিঃ ভ্রমরকল্পেন বহেদেকদিনেন তু॥

যাহার নাড়ীর গতি ভ্রমরের ন্যায়, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন উড়িবার সময় ক্ষণকাল এক স্থানে স্থির থাকিয়া গুন্ গুন্ করিয়া চলিয়া যায়, পরক্ষণেই আবার সেই স্থানে আসিয়া গুন্ গুন্ করিতে থাকে, তদ্বৎ যাহার নাড়ী পুনঃপুনঃ ঐ ভাবে যাতায়াত করে, তাহার জীবন এক দিন মাত্র।

কন্দে ন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্লগতি চাঙ্গুলৌ।
মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্॥

যাহার নাড়ী তর্জ্জনীনিবেশ স্থলে সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় না, এক একবার মাত্র অঙ্গুলিতে লাগে, তাহার মৃত্যু দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে জানিবে।

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য বিদ্যুদ্দ্যোত ইবেক্ষ্যতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥

যাহার নাড়ী মূলস্থানে মধ্যে মধ্যে এক একবার বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়, তাহার জীবন একদিন মাত্র জানিবে, দ্বিতীয় দিনে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয়।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা।
জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধিস্থিতিঃ॥

যাহার নাড়ী স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া এক একবার স্পন্দিত হয়, বা না হয়, এবং হৃদয়ে তীব্র জ্বালা থাকে, তাহার জীবনের স্থিতি সেই জ্বালাবধি জানিবে, অর্থাৎ তাহার জ্বালা নিবৃত্তি ও মৃত্যু এক সময়েই হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরার্দ্ধাদ্ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল অর্থাৎ তর্জ্জনী-নিবেশ স্থল ত্যাগ করিয়া, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিদ্বয়ে উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ-প্রহরের পর রোগির মৃত্যু জানিবে।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্ বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরেকাদ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ॥

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে সার্দ্ধ অঙ্গুলি অন্তরে, অর্থাৎ কেবল অনামিকার শেষার্দ্ধ-ভাগে স্পন্দিত হয়, তবে এক প্রহরের পর রোগির মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি।
ত্রিভিস্তু দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

যদি নাড়ী সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম অংশমাত্র ব্যাপিয়া চঞ্চলভাবে স্পন্দিত হয় এবং মধ্যমার অবশিষ্ট পাদত্রয়ে ও অনামিকার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থাকে, তবে তিন দিবসের মধ্যে রোগির মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী কোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

নাড়ী যদি ঈষদুষ্ণ ও বেগবতী হইয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমার একচতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে চারি দিবসের মধ্যে রোগির মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী মন্দমন্দা যদা ভবেৎ।
পঞ্চভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা॥

যাহার নাড়ী পূর্ব্ববৎ সম তর্জ্জনী ও মধ্যমার একচতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া মন্দ মন্দ ভাবে স্পন্দিত হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই পাঁচ দিবসের মধ্যে হইবে, জানিবে।

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ ধমন্যা নোপজায়তে।
তৎস্থচিহ্নস্য সত্ত্বেঽপি নাসাধ্যত্বমিতি স্থিতিঃ॥

নাড়ী যে পর্য্যন্ত স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল ত্যাগ না করে, কিংবা যে পর্য্যন্ত স্বস্থানে থাকার চিহ্নমাত্রও উপলব্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত অসাধ্য মনে না করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ভূতজ্বরে সেক তীব্রাতিবেগা
নাস্তি নাড্যো হি যথাস্থিতাস্তাঃ॥

ভূতজ্বরে নাড়ীর গতি সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় বেগবতী হইয়া থাকে। আপচ সন্তাপ থাকায়, উষ্ণজলসিক্ত রজ্জুর ন্যায় নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়।

ঐকাহিকেন ক্বচন প্রদূরে ক্ষণান্তগামী বিষমজ্বরেণ।
দ্বিত্র্যাহিকে বাথ তৃতীয়তুর্য্যে গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ॥

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কখন অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করে, আবার ক্ষণকাল পরেই স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ক, তৃতীয়ক কিংবা চতুর্থক জ্বরে নাড়ী সন্তপ্ত হইয়া ক্রমে ভ্রমর ন্যায় গমন করে। এইরূপ অসাধ্য লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলেও অসাধ্য মনে করিবে না, কারণ এই অবস্থায় নাড়ী উষ্ণ থাকে; অসাধ্য হইলে উষ্ণ থাকে না।

ক্রোধজে সঙ্গলগ্নাঙ্গা সমাঙ্গা কামজে জ্বরে।
উষ্ণা বেগধরা নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে॥

ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীতে সংলগ্ন হইয়া গমন করিয়া থাকে। কামজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত একীভূত হইয়া ধাবিত হয়। এবং জ্বরপ্রকোপবশতঃ উহা উষ্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে।

উদ্বেগক্রোধকালেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ।
ভাবে ক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্যসত্তমৈঃ॥

উদ্বেগ, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা, শ্রম ও অভিলাষাদি অবস্থাবিশেষে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী।
জ্বরে কামার্ত্তিরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরাঃ॥

জ্বরের অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মন্দগতি এবং কামাতুর হইলে বিকলা হয়, অর্থাৎ ইষ্টবস্তু প্রাপ্ত না হইলে লোকে যেমন ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে গমন করে, জ্বরে কামাতুর হইলে নাড়ীও তেমনই চঞ্চলভাবে ধাবিত হইয়া থাকে।

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ।
নানাপ্রকারগমনা শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে॥

শ্রমজনক কার্য্যে, ভ্রমণে, অধ্যয়নাদি চিন্তায় ও ধননাশ জন্য শোকে, বিজ্বর অবস্থাতেও নাড়ীর গতি নানা প্রকার হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাদাহ—

পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে চ লগুড়াকৃতিঃ।
ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ॥
রম্ভাগুড়বটাহারে রুক্ষশুষ্কাদিভোজনে।
বাতপিত্তার্ত্তিরূপেণ নাড়ী বহতি নিষ্ক্রমম্॥
মধুরে বর্হিগমনা তিক্তে স্যাদ্ ভূলতাগতিঃ
অম্লে কোষ্ণা প্লবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা॥
কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রুতা।
এবং দ্বিত্রিচতুর্য্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা॥
অম্লৈশ্চ মধুরান্নৈশ্চ নাড়ী শীতা বিশেষতঃ।
চিপিটৈভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ॥
কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দা চ নাড়িকা।
মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধে শীতা বলীয়সী॥
গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ।
দ্রবেঽতিকঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে॥
দ্রবদ্রব্যস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপি চ।
ক্ষুদ্রে পৃথগ্ গ্রন্থিলেব পুষ্টে পুষ্টেব জায়তে॥

তৈলাদি স্নেহ পদার্থ ও গুড় খাইলে নাড়ী স্থূল হয়। মাংসাহারে নাড়ী লগুড়ের ন্যায় কঠিন ও উঁচু হইয়া স্পন্দন করে। দুগ্ধাহারে মন্দগতি; শর্করাদি মধুর দ্রব্য ভোজনে ভেকবৎ প্লবগতি হয়। রম্ভা গুড় ও বড়া এবং রুক্ষ (নিঃস্নেহ) ও চিপিটকাদি শুষ্ক দ্রব্য ভোজনে নাড়ী বাতপৈত্তিক রোগের ন্যায় কখন সর্পগতি, কখন বা ভেক গতি হইয়া থাকে। মিষ্ট রসে নাড়ী ময়ূরের ন্যায়, তিক্তরসে কেঁচোর ন্যায়, অম্লরসে ঈষদুষ্ণ হইয়া ভেকের ন্যায়, এবং কটুরসে ভিঙ্গার ন্যায় গমন করিয়া থাকে। কষায় রসে নাড়ী কঠিন ও ম্লান (জড়বৎ), লবণরসে সরল ও দ্রুতগতি হয়। এইরূপ দুই তিন বা চারি প্রকার দ্রব্য যুগপৎ সেবন করিলে নাড়ী নানাবিধ গতিবিশিষ্ট হয়। অম্ল ও মধুরান্ন দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী অত্যন্ত শীতল, চিপিটক ও ভৃষ্ট (ভাজা) দ্রব্য খাইলে স্থিরা ও মন্দগতি হয়। কুষ্মাণ্ড ও মূলা ভোজনে নাড়ী মন্দগতি হইয়া থাকে। দুগ্ধপানে শীতল ও বলবতী এবং গুড়, ক্ষীর ও পিষ্টকাহারে নাড়ী স্থির ও মন্দগতি হইয়া থাকে। মাংসভোজনে নাড়ী স্থিরগতি, দ্রবদ্রব্যে নাড়ী অতি কঠিন ও কঠিন দ্রব্যে কোমল হয়, এবং দ্রবদ্রব্যের কাঠিন্য থাকিলে নাড়ী কোমলও হয়, কঠিনও হয়। ক্ষুদ্র দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী পৃথক্ ও গ্রন্থিযুক্ত হয়। পুষ্টিকর দ্রব্যে নাড়ী পুষ্ট হইয়া থাকে।

অজীর্ণে তু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া।
প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে।
পক্বাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেৎ তু যা।
লঘ্বী ভবতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা॥

অপক্ব ও পক্ব উভয়বিধ অজীর্ণ রোগেই নাড়ী কঠিন হয়, এবং উভয় পার্শ্বে মন্দ মন্দ গমন করে। সুজীর্ণ হইলে নাড়ী কোমল জড়তাশূন্য ও দ্রুতগামিনী হয়; পক্বাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীন হয়, এবং মন্দ মন্দ গমন

করে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যধাতুক্ষয়জ্ঞানম্।

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ।
মন্দেঽগ্নৌ শীততাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতিস্তথা॥

অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় হইলে ধমনী অতিশয় মন্দগামিনী হয়। অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী শীতল ও হংসের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গ দাহ—

লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বলবতী মতা॥

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী বলবতী এবং লঘু, অর্থাৎ পুষ্টও নহে, ক্ষীণও নহে।

পাদেন হংসগমনা করে মণ্ডুকসংপ্লবা।
তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহে অথবা গ্রহণীগদঃ॥

যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ন্যায় এবং করস্থ নাড়ী ভেকের ন্যায় গমন করে, তাহার অগ্নিমান্দ্য বা গ্রহণীরোগ বুঝিতে হইবে।

ভেদেন শান্তা গ্রহণীগদেন নির্ব্বীর্য্যরূপা ত্বতিসারভেদে।
বিলম্বিকায়াং প্লবগা কদাচিদামাতিসারে পৃথুলা জড়া চ॥

সংগ্রহগ্রহণীরোগে ভেদান্তে নাড়ী শান্তবেগ, অতিসারে ভেদের পর নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ অতি মন্দগামিনী, বিলম্বিকারোগে ভেদ হইলে ভেকের ন্যায় প্লবগামিনী এবং আমাতিসারে ভেদান্তে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

নিরোধে মূত্রশকৃতোর্বিড়্গ্রহে স্থিতরাশ্রিতে।
বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎ ক্রমাঃ॥

কেবল মল বা মূত্র অথবা মলমূত্র উভয়ই রুদ্ধ হইলে, কিংবা ইচ্ছা পূর্ব্বক রুদ্ধ করিলে, অথবা বিসূচিকা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি দ্বারা উদর বিষ্টব্ধ হইলে, নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয়, এবং বিষ্টম্ভ হেতু নাড়ী বক্র ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ীগরিষ্ঠতা॥

আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে নাড়ী গুরু (ভার) ও কঠিন হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্রবেন
সদাতিবক্রা হি শিরা বহন্তী।
জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন
সামেন শূলেন চ পুষ্টিরূপা॥

বাতশূলে বায়ুর প্রখরতা বশতঃ ধমনী সর্ব্বদাই অতিশয় বক্রগতিতে গমন করে। পিত্তশূলে উহা জ্বালাময়ী অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণা হয় এবং আমশূলে নাড়ী পুষ্টিযুক্তা হইয়া থাকে।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপা সা সুতপ্তা চামদূষিতা॥

প্রমেহ রোগে নাড়ী গ্রন্থিরূপা অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে গাঁইটের ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহাতে আমদোষ থাকিলে নাড়ী সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে।

উৎপিৎসুরূপা বিষরিষ্টিকালে বিষ্টম্ভগুল্মেন চ বক্ররূপা।
অত্যর্থবাতেন অধঃ স্ফুরন্তী উত্তানভেদিন্যসমাপ্তিকালে॥

বিষভক্ষণ করিলে অথবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, বিষ যখন শরীরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া অরিষ্টলক্ষণ প্রকাশ করে, তখন নাড়ী অপরিনিষ্ঠরূপে অর্থাৎ চঞ্চলভাবে গমন করে। বিষ্টম্ভ ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়, কিন্তু বাতাধিক্যবশতঃ অধোদিকে স্পন্দিত হইয়া তির্য্যগ্‌ভেদিনী হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নাড়ী উত্তানভেদিনী হইয়া (চিৎ হইয়া) লতার ন্যায় ঊর্দ্ধগামিনীও হয়। কখন কখন বা তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধাধোভাবেও গমন করে।

গুল্মেন কম্পোঽথ পরাক্রমেণ
পারাবতস্যেব গতিং করোতি॥
(উন্মাদাদাবপ্যেবমেব ক্রমঃ)।

গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল হয় এবং পারাবতের ন্যায় প্রবলবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। উন্মাদাদিরোগেও নাড়ীর গতি এইরূপই হইয়া থাকে।

ব্রণেঽতিকঠিনে দেহে প্রযাতি পৈত্তিকং ক্রমম্ ।
ভগন্দরানুরূপেণ নাড়ীব্রণনিবেদনে ।
প্রযাতি বাতিকং রূপং নাড়ী পাবকরূপিণী ॥

ব্রণরোগের অপক্কাবস্থায় নাড়ীর পৈত্তিক গতি হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ রোগে ধমনী অতিশয় উষ্ণ হয় এবং বাতিকনাড়ীর ন্যায় গমন করে।

বান্তস্য শল্যাভিহতস্য জন্তো-
র্বেগাবরোধাকুলিতস্য ভূয়ঃ ।
গতিং বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র-
মরালমালেব কফোল্বণেন ॥

বমন করিলে, কিংবা শস্ত্রাদি দ্বারা আহত হইলে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণে কাতর হইলে, নাড়ীর গতি, কফপ্রকোপ হেতু গজেন্দ্র ও মরালাদির ন্যায় হইয়া থাকে অর্থাৎ নাড়ী স্থূল ও মন্দগামিনী হইয়া থাকে।

দোষসাম্যাচ্চ সাদৃশ্যাদনুক্তাস্বপি রুজাস্বপি।
জ্ঞাতব্যা ধমনীধর্ম্মা যুক্তিভিশ্চানুমানতঃ ॥

জ্বরাদি কতকগুলি রোগে নাড়ীর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বলা হইল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া ভিষক্ যুক্তি ও অনুমান দ্বারা অনুক্ত রোগস্থলেও নাড়ীর কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বুঝিয়া লইবেন, অর্থাৎ কথিত রোগের বা দোষের সহিত অনুক্ত যে রোগের বা দোষের সাদৃশ্য থাকিবে, তাহাতেও নাড়ীর অবস্থা তদ্রূপই হইবে, জানিবে।

যো রোগিণঃ করং স্পৃষ্ট্বা স্বকরং ক্ষালয়েদ্ যদি।
রোগাস্তস্য বিনশ্যন্তি পঙ্কঃ প্রক্ষালনে যথা ॥

প্রক্ষালন দ্বারা পঙ্ক যেরূপ অপনীত হয়, সেইরূপ বৈদ্য যদি রোগির হস্ত দেখিয়া নিজ হস্ত ধৌত করেন, তাহা হইলে রোগির রোগও অপনীত হইয়া থাকে।

উপসংহারমাহ—

কচিৎ প্রকরণোল্লেখাৎ কচিদৌচিত্যমাত্রতঃ ।
কচিদ্দেশাৎ কচিৎ কালাৎ সঙ্কীর্ণগদনির্ণয়ঃ ॥
নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে ।
তেন ধাষ্ট্যাদ্ময়োক্তং যৎ তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে প্রসিদ্ধা যস্য যা গতিঃ ।
সৈবোপমানমত্র স্যাৎ প্রাগদ্ধগুণযোগতঃ ॥
ন শাস্ত্রপঠনস্থাপি শশ্বদধ্যাপনাদপি ।
স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্ ॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগভ্যাসেনৈব গম্যতে ।
নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে ॥
নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্‌যোগাভ্যাসবদেকতঃ ।
নান্যথা শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি ॥

কোন স্থলে শাস্ত্রলিখিত প্রকরণানুসারে, কোথাও বা উপযুক্ততানুসারে, কোন বা দেশ এবং কাল অনুসারে সঙ্কীর্ণ রোগ সকল নির্ণয় করিতে হয়।

নাড়ীপরীক্ষার উপায় অতিসূক্ষ্ম, অতএব ধৃষ্টতা পূর্ব্বক আমি যাহা বলিলাম, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাতে সমাধান করিবেন।

জলচর, স্থলচর ও খেচর গণের, জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাহার যেরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই গতিই এই নাড়ীপরীক্ষার উপমানস্থল হইবে। কেবল নিরন্তর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা নাড়ীজ্ঞান হয় না, পুনঃপুনঃ নাড়ীস্পর্শনরূপ অভ্যাস দ্বারাই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে।

সম্যক্ প্রকারে নাড়ীজ্ঞান, কেবল অভ্যাস দ্বারাই জন্মে, তথাপি নাড়ীজ্ঞান, অতি পুণ্যসাপেক্ষ।

যোগাভ্যাসের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া নাড়ীজ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়, নতুবা বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ হইলেও নাড়ীজ্ঞানবিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারা যায় না।

অথ নেত্রপরীক্ষা।

নেত্রং স্যাৎ পবনাদ্রুক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্ ।
কোটরান্তঃপ্রবিষ্টঞ্চ তথা শুষ্কবিলোকনম্ ॥
হরিদ্রাখণ্ডবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা ।
দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎ পিত্তকোপতঃ ॥

চক্ষুর্ব্বণসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎ সলিলপ্লুতম্।
তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতির্হীনং বলান্বিতম্ ॥
নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়লক্ষণম্।
ত্রিদোষলিঙ্গসঙ্ঘেন তন্মারয়তি রোগিণম্ ॥
তন্দ্রামোহাকুলে শ্যামে নিভৃগ্নে চাতিরুক্ষকে।
রক্তবর্ণে চ সততং বিকৃতে ঘোরতারকে ॥
ক্ষণাদুন্মীলিতে চৈব ক্ষণাদেব নিমীলিতে।
বিলুপ্তকৃষ্ণতারে চ বহুবর্ণে চ তৎক্ষণাৎ।
ভবতো নয়নে চেত্থং সন্নিপাতে বিশেষতঃ ॥

বায়ুপ্রকোপ হইলে চক্ষুঃ রুক্ষ, ধূম্র বা অরুণবর্ণ, কোটরগত ও স্তব্ধদৃষ্টি; পিত্ত-প্রকোপে চক্ষুঃ রক্ত, হরিত বা হরিদ্রা বর্ণ, দীপালোকদ্বেষী ও দাহবিশিষ্ট; কফাধিক্যে স্নিগ্ধ, জলপ্লুত, শ্বেতবর্ণ, জ্যোতির্হীন ও বলান্বিত, দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয়-লক্ষণযুক্ত এবং সন্নিপাতে (ত্রিদোষ-প্রকোপে) চক্ষুদ্বয় তন্দ্রাকুলিত, মোহযুক্ত, শ্যামবর্ণ, কোটরগত, অতি রুক্ষ, রক্তবর্ণ, সতত বিকৃত, ঘোরতারাবিশিষ্ট, ক্ষণে ক্ষণে উন্মীলিত, ক্ষণে ক্ষণে নিমীলিত, বিলুপ্তকৃষ্ণতার এবং ক্ষণে ক্ষণে বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট হয়।

অথ জিহ্বাপরীক্ষা।

শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটিনা রসনানিলাৎ।
রক্তা শ্যাবা ভবেৎ পিত্তাল্লিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েঽধিকে।
সৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণা ॥

বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রপ্রভ, রুক্ষ ও স্ফুটন (ফাটা ফাটা) হয়। পিত্ত-প্রকোপে রক্ত বা শ্যাববর্ণ, কফপ্রকোপে লিপ্ত, আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ, দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয়লক্ষণযুক্ত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও কণ্টকবৎ খরস্পর্শ হয়।

অথাস্যপরীক্ষা।

বাতে লবণমাস্যং স্যাৎ পিত্তে তিক্তং কফে মধু।
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বজং জ্ঞেয়ং সন্নিপাতে ত্রিলিঙ্গকম্ ॥

মুখ বাতদোষে লবণ, পিত্তদোষে তিক্ত, কফদোষে মধুর এবং দ্বিদোষ-প্রকোপে তত্তদ্দোষানুসারে দুই রস ও ত্রিদোষ-প্রকোপে তিন রসের অনুভব বিশিষ্ট হয়।

অথ মূত্রপরীক্ষা।

পাশ্চাত্যরজনীযামে ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
উত্থাপ্য রোগিণং বৈদ্যো মূত্রোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ ॥
আদ্যধারান্তু সন্ত্যজ্য মধ্যধারাসমুদ্ভবম্।
শুভে কাচময়ে পাত্রে কৃতং মূত্রং পরীক্ষয়েৎ ॥
ভাস্করোদয়বেলায়াং প্রকাশস্থানকে ধৃতম্।
লোলয়িত্বা পুনঃ সম্যক্ ততো মূত্রং পরীক্ষয়েৎ ॥
তৃণেনাদায় তৈলস্য বিন্দুং মূত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
জায়ন্তে বুদ্বুদা যত্র বিকারঃ সোঽস্তি পিত্তজঃ ॥
স্নিগ্ধং শ্যাবারুণচ্ছায়ং বাতান্মূত্রং প্রজায়তে।
তাবদূর্দ্ধং বর্দ্ধতি তৈলবিন্দুযুতং তথা
মূত্রং শ্লেষ্মণি জায়েত সমং পল্বলবারিণা ॥

অন্যচ্চ—

বাতেন পাণ্ডরং মূত্রং সফেনং কফরোগিণাম্।
রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে মিশ্রিতং ভবেৎ ॥
সিদ্ধার্থ তৈলসদৃশং মূত্রং স্যাদামপিত্তজে।
তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ শ্যাববুদ্বুদসংযুতঃ ॥
বাতপিত্তোদ্ভবং মূত্রং জ্ঞাতব্যঞ্চ ভিষগ্বরৈঃ।
তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তশ্চতুর্দিক্ষু বিসর্পতি ॥
শ্লেষ্মবাতোদ্ভবং মূত্রং সৌবীরেণ সমং তথা।
পাণ্ডুরং শ্লেষ্মপিত্তে চ পিত্তে চৈব পরীক্ষয়েৎ ॥
সন্নিপাতেন কৃষ্ণঞ্চ বহুবর্ণঞ্চ জায়তে।
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং নিত্যং সহজপিত্তজম্ ॥
কফাৎ পল্বলপানীয়-তুল্যং মূত্রং প্রজায়তে।
সহবাতোদ্ভবং মূত্রং শ্বেতং রক্তং প্রজায়তে ॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং মূত্রং ঘনং শ্বেতং প্রজায়তে।
তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্ ॥
রক্তবাতেন রক্তং স্যাৎ কৌসুম্ভং পিত্ততো ভবেৎ।
অধো বহুলমারক্তং মূত্রমালোক্যতে যদা ॥
বদন্তি তদতীসার-লিঙ্গং তল্লিঙ্গবেদিনঃ।
জলোদরভবং মূত্রং ভবেদ্ ঘৃতকণোপমম্ ॥
অজামূত্রসমং মূত্রং জীর্ণজ্বরসমুদ্ভবম্।
মূত্রঞ্চ কৃষ্ণতাং যাতি ক্ষয়রোগো যদা ভবেৎ ॥
ক্ষয়রোগোদ্ভবে শ্বেতমসাধ্যং তচ্চ নির্দ্দিশেৎ।
প্রবর্ত্ততে যদা মূত্রং স্নিগ্ধং তৈলসমপ্রভম্ ॥
আহার উদরস্থশ্চ জীর্ণং যাতি তদা কিল।
ঊর্দ্ধং পীতমধ্যে রক্তং মূত্রং চেদ্রোগিণো ভবেৎ ॥
পিত্তপ্রকৃতিসম্ভূত-সন্নিপাতস্য লক্ষণম্।
বাতাধিকে সন্নিপাতে কৃষ্ণমধ্যং ভবেৎ তথা ॥

কফাধিকে সন্নিপাতে শুক্লমধ্যং ভবেৎ তদা॥
যস্যেক্ষুরসসঙ্কাশং মূত্রং নেত্রে চ পিঙ্গলে।
রসাধিক্যং বিজানীয়ান্ নির্দ্দিশেৎ তত্র লক্ষণম্॥

মূত্রপরীক্ষা।

বৈদ্য, চারিদণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে রোগিকে উত্থাপিত করিয়া মূত্র ত্যাগ করাইবে। প্রথম মূত্রধারা গ্রহণ করিবে না। মধ্য অবস্থায় যে মূত্র নির্গত হইবে, তাহা নির্ম্মল কাচপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিবে।

সূর্য্যোদয় হইলে, প্রকাশ্য স্থানে ধৃত ঐ মূত্র সম্যক্‌রূপে পুনঃপুনঃ আলোড়িত করিয়া পরীক্ষা করিবে।

একবিন্দু তৈল তৃণ দ্বারা উঠাইয়া মূত্রে নিক্ষেপ করিবে, যদি উহাতে বুদ্বুদ জন্মায়, তবে ঐ রোগ পিত্তজনিত জানিবে।

বাতিক দোষে মূত্র স্নিগ্ধ, শ্যাব (কৃষ্ণপীত) ও অরুণবর্ণ হইয়া থাকে এবং মূত্রের মধ্যে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, মূত্র তৈলবিন্দুযুক্ত হইয়া, বিন্দু বিন্দু আকারে উপরিভাগে উঠিতে থাকে।

শ্লেষ্মদোষে মূত্র পল্বলজলের (ডোবার জলের) তুল্য অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে।

প্রমাণান্তর—

বাতদোষে মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ, শ্লেষ্মদোষে ফেনযুক্ত, পিত্তদোষে রক্তবর্ণ ও দ্বন্দ্বজদোষে মিশ্রবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমপিত্ত-জনিত রোগে মূত্র শ্বেতসর্ষপ-তৈলের তুল্য হইয়া থাকে।

তৃণ দ্বারা তৈলবিন্দু মূত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, যদি তৈল শ্যাববর্ণ বুদ্বুদযুক্ত হয়, তবে চিকিৎসাবিশারদ পণ্ডিতগণ উক্ত মূত্রকে বাতপিত্ত দোষে দূষিত বলিয়া জানিবেন।

তৈলবিন্দু উক্তরূপে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সৌবীরের (কাঁজির) ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইয়া পড়ে, তবে মূত্র বাতশ্লেষ্মদোষে দূষিত বলিয়া জানিবে।

পিত্ত বা শ্লেষ্মপিত্তদোষে মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক দোষে মূত্র, কৃষ্ণ অথবা বহুবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির মূত্র সর্ব্বদা তৈলতুল্য হয়। কফপ্রকৃতির মূত্র পল্বলজলের তুল্য আবিল হয়। বাতপ্রকৃতির মূত্র শ্বেত এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র ঘন এবং শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র তৈলতুল্য হয়। রক্তবাতপ্রকৃতির মূত্র রক্তবর্ণ হয়, রক্তপিত্ত প্রকৃতির মূত্রের বর্ণ কুসুম ফুলের ন্যায় হয়। যখন কোন ব্যক্তির মূত্র অধিক এবং অধোভাগে আরক্ত দৃষ্ট হয়, তখন অতীসার-চিহ্নবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকে মূত্রাতিসার বলিয়া থাকেন।

জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতকণার ন্যায় হয়।

জীর্ণজ্বরে মূত্র অজামূত্রের ন্যায় হয়।

ক্ষয়রোগ কালে মূত্রের বর্ণ কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়রোগে মূত্র যদি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা অসাধ্য জানিবে।

উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের তুল্য প্রভাযুক্ত হয়।

যদি কোন রোগির মূত্র ঊর্দ্ধভাগে পীত এবং অধোভাগে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতের লক্ষণ জানিবে।

বাতাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের বর্ণ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয়। কফাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের মধ্য ভাগ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। যাহার মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ হয়, তাহার রসাধিক্য জানিবে।

অথ মলপরীক্ষা।

বাতস্য চ মলং কৃষ্ণং ততঃ পিত্তস্য পীতবিট্।
রক্তবর্ণং মলং কিঞ্চিন্মলং শ্বেতং কফোদ্ভবম্॥
আমং বা শ্লেষ্মজং প্রাহুর্মিশ্রিতং দ্বন্দ্বজং বদেৎ।
অপক্বং স্যাদজীর্ণে তু পক্বং স্বচ্ছমলং ভবেৎ।

অত্যগ্নৌ পীড়িতং শুষ্কং মন্দাগ্নৌ তু দ্রবীকৃতম্।
দুর্গন্ধং চন্দ্রিকাযুক্তমসাধ্যং মললক্ষণম্॥

মলপরীক্ষা।

বায়ুপ্রকোপে মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে পীত বা ঈষৎ রক্ত বর্ণ এবং কফপ্রকোপে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। এই কফোদ্ভব মলের অপর নাম আম। দুই দোষের লক্ষণবিশিষ্ট মলকে দ্বন্দ্বজ কহে। অজীর্ণে অপক্ব, জীর্ণে স্বচ্ছ, অত্যগ্নি রোগে শুষ্ক এবং অগ্নিমান্দ্যে মল পাত্লা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা চন্দ্রিকাযুক্ত (ময়ূরপিচ্ছাবৎ) হইলে রোগিকে অসাধ্য জানিবে।

অথ শব্দপরীক্ষা।

গুরুস্বরো ভবেৎ শ্লেষ্মা স্ফুটবক্তা চ পিত্তলঃ।
উভাভ্যাং রহিতো বাতঃ স্বরতশ্চৈব লক্ষয়েৎ॥

শ্লেষ্মার স্বর গুরু, পিত্তে স্পষ্ট এবং বায়ুতে নাতিগুরু ও নাতিস্পষ্ট হয়।

অথ স্পর্শপরীক্ষা।

পিত্তরোগী ভবেদুষ্ণো বাতরোগী চ শীতলঃ।
আর্দ্রঃ স ভবেৎ শ্লেষ্মা স্পর্শতশ্চৈব লক্ষয়েৎ॥

পিত্তরোগী উষ্ণস্পর্শ, বাতরোগী শীতল-স্পর্শ এবং কফরোগী আর্দ্রস্পর্শ হয়। এই গুলি স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিবে।

অথ বৈদ্যাদি-পাদ-চতুষ্টয়ম্।

ভিষগ্ দ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী এই চারিটি চিকিৎসা-ব্যাপারের অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥

আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শিতা, বহুদর্শিতা, ক্রিয়া-নৈপুণ্য ও পবিত্রতা, বৈদ্যের এই চারিটি গুণ থাকা আবশ্যক।

প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্॥
উদ্ভিজ্জমপরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ প্রাহুঃ পরমমৌষধম্॥

প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্পপরিমিত, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, গন্ধ-বর্ণ-রস-বিশিষ্ট ও কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতু প্রভৃতি যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে॥

শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচি ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত হয়।

স্মৃতির্নির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণা মতাঃ॥

যে রোগী আপনার পীড়ার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং যিনি রোগের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতে সমর্থ ও যে রোগী হীনসাহস না হয়, সেই রোগীই প্রকৃত চিকিৎসাযোগ্য।

দৃষ্টকর্ম্মা চ শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈদ্যঃ সিদ্ধিভাজনঃ।
একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্য এক পক্ষ ইব দ্বিজঃ॥

দৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ, এই উভয়ের কোন একটার অভাব হইলে বৈদ্য, একপক্ষ-বিহীন পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ॥

যে বৈদ্য নিয়মিত গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ বৈদ্য, অন্যকে তস্কর বলিয়া জানিবে।

আয়ুর্ব্বেদং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ম্।
বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে।

কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি॥

মলিন-বসন-পরিধারী, কর্কশভাষী, স্তব্ধ, কুগ্রামবাসী এবং স্বয়ং আগত (বিনা আহ্বানে সমাগত) এই পঞ্চ প্রকার বৈদ্য চিকিৎসা-বিষয়ে ধন্বন্তরিকল্প হইলেও কখনই সম্মানার্হ হইতে পারেন না।

উৎসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন বৈদ্যং পরিশঙ্কতে।
তস্মাৎ পুত্রবদেনঞ্চ পালয়েদাতুরং ভিষক্॥

রোগী স্বয়ং চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিবেন এবং বৈদ্যকে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। সেই হেতু চিকিৎসকও রোগীকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥

আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায়, ব্যাধি সেই চতুর্ব্বর্গপ্রদ আরোগ্যকে এবং ঐহিক মঙ্গল ও জীবনকে বিনষ্ট করে।

ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসাস্তথা।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ॥

ব্যাধি দুই প্রকার, যথা—শারীরিক ও মানসিক। জ্বর বা কুষ্ঠ প্রভৃতিকে শারীরিক এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক ব্যাধি বলে।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥

বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সমতার নামই আরোগ্য এবং ইহাদের বৈষম্যই ব্যাধি বলিয়া কথিত হয়। আরোগ্যের নামান্তর সুখ, ব্যাধির নামান্তর দুঃখ।

সাধ্যোঽসাধ্য ইতি ব্যাধির্দ্বিধাতোঽপি পুনর্দ্বিধা।
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাপ্যো যশ্চাপ্রতিক্রিয়ঃ॥

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ঐ ব্যাধি দুই প্রকার। এই সাধ্য ও অসাধ্য প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ হইয়া থাকে, যথা সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, এই দুই প্রকারই সাধ্য। যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা অপ্রতিকার্য্য এই উভয়কেই অসাধ্য কহা যায়।

যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যস্তু যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥

উপেক্ষিত হইলে সাধ্য ব্যাধিই যাপ্য এবং যাপ্যও অসাধ্য হয়। অসাধ্য ব্যাধি জীবন হরণ করে।

অথোপদ্রবলক্ষণম্।

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে।
যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ॥

রোগোৎপাদক দোষের অধিকতর প্রকোপ জনিত যে সকল অন্যান্য বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ উপদ্রব বলিয়া থাকেন।

অথারিষ্টলক্ষণম্।

রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে।
তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে॥

যে লক্ষণ দ্বারা রোগির মৃত্যু স্থির নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অরিষ্ট অথবা রিষ্ট বলা যায়।

অথ চিকিৎসালক্ষণম্।

যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে।
দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ॥

(ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। ব্যাধিহ্রিয়তেঽনয়েতি ব্যাধিহরণী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি সূত্রেণ করণার্থে ল্যুট্।)

তথা চ—

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥

যা হ্যুদীর্ণং শময়তি নাস্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ ॥
(ক্রিয়াত্র চিকিৎসা।)

যে ক্রিয়া ব্যাধিনাশিনী এবং দোষ, ধাতু ও মলের সমতাকারিণী, সেই ক্রিয়াকে চিকিৎসা বলা যায়।

যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসমূহ সমতা প্রাপ্ত হয়, সেই ক্রিয়াকেই ব্যাধির চিকিৎসা বলে এবং ঐরূপ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত।

যে চিকিৎসাদ্বারা উৎপন্ন রোগ নষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার রোগ-উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, সেই ক্রিয়াই চিকিৎসা শব্দের বাচ্য। কিন্তু যে ক্রিয়া দ্বারা এক রোগের প্রশম হইয়া অন্যরোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। এ স্থলে 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ চিকিৎসা বলিয়া জানিবে।

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥

যেরূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বেও উহা নির্ব্বাণ হইতে পারে, তদ্রূপ আয়ুঃসত্ত্বেও কারণবশতঃ মনুষ্যের প্রাণ নাশ হয়।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ ॥

ব্যাধির স্বরূপ অবগত হওয়া এবং বেদনা অর্থাৎ উপস্থিত কষ্টের নিবারণ করাই চিকিৎসকের চিকিৎসকত্ব, ইঁহারা আয়ুঃপ্রদাতা নহেন।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ ॥
ভিষজামবিধেয়শ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ ॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তি-বিহীন, বৈরী, বৈদ্যদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত ও চিকিৎসকের অবাধ্য, এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে বৈদ্যের চিকিৎসা করা বিধেয় নহে। কারণ ইহাদিগকে চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে বহুদোষভাগী হইতে হয়।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ ॥
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশস্ত্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ ॥
যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতিপ্রযত্নতঃ ॥

ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসা করিবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না, কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইলেও মহান্ বিকার উপস্থিত করিতে পারে। যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ অনায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতিপ্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ব্যাধিদিগের পক্ষেও তদ্রূপ।

অথ চিকিৎসাসূত্রম্।

অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মানবঃ।
তমেব কারয়েদ্ বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্ ॥

যে উপায় দ্বারা অস্বস্থ মানব স্বাস্থ্য লাভ করে, চিকিৎসক সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। কারণ স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই অভীপ্সিত।

অথ দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধিনিদানম্।

তত্তদ্বৃদ্ধিকরাহার-বিহারাতিনিষেবণাৎ।
দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ ॥

যে সকল আহার ও বিহার, বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু এবং মলের বৃদ্ধি করে, সেই সকল আহার বিহারের উপযোগাধিক্যই উহাদের বৃদ্ধির কারণ।

অথাতিবৃদ্ধানাং দোষাণাং লক্ষণানি।

বাতে বৃদ্ধে ভবেৎ কার্শ্যং পারুষ্যোষ্ণকামিতা।
গাঢ়ং মলং বলক্ষানিং গাত্রস্ফূর্ত্তিবিনিদ্রতা ॥
বিণ্মূত্রনেত্রগাত্রাণাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্।
শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তে বৃদ্ধেঽল্পমূত্রতা ॥

বিড়াদিশৌল্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা।
সন্ধিশৈথিল্যমুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে॥

বায়ু অধিক বর্দ্ধিত হইলে শরীর কৃশ ও পরুষ (খরস্পর্শ), উষ্ণাভিলাষ, মলের গাঢ়তা, দৌর্ব্বল্য, গাত্রস্ফূর্ত্তি (লোমাঞ্চ) ও নিদ্রাহীনতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্ত অধিক বর্দ্ধিত হইলে মল, মূত্র, নেত্র ও গাত্র পীতবর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষীণ, শীতাভিলাষ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রাল্পতা এই সকল লক্ষণ এবং কফ অতিবর্দ্ধিত হইলে মলমূত্রাদির শুক্লতা, শৈত্য, গাত্রগৌরব, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিসমূহের শৈথিল্য, উৎক্লেদ ও মুখপ্রসেক এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথাতিবৃদ্ধানাং ধাতূনাং লক্ষণম্।

রসে বৃদ্ধেঽন্নবিদ্বেষো জায়তে গাত্রগৌরবম্।
মুখপ্রসেকশ্ছর্দ্দিশ্চ মূর্চ্ছা সাদো ভ্রমঃ কফঃ॥
প্রবৃদ্ধং রুধিরং কুর্য্যাদ্ গাত্রমারক্তবর্ণকম্।
লোচনঞ্চ তথা রক্তং শিরাং পূরয়তেঽপি চ॥

অন্যচ্চ—

রক্তন্তু কুরুতে বৃদ্ধং বিসর্পপ্লীহবিদ্রধীন্।
কুষ্ঠং বাতাস্রকং গুল্মং শিরাপূর্ণত্বকামলে।
গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মদো দাহশ্চ জায়তে।
ব্যঙ্গাগ্নিসাদসংমোহ-রক্তত্বঙ্নেত্রমূত্রতাঃ।
গুদমেঢ্রাস্যপাকার্শঃ-পিড়কামশকাস্তথা।
ইন্দ্রলুপ্তাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দরাঃ সন্তাপঃ করাঙ্ঘ্রিষু॥
শময়েদ্রক্তবৃদ্ধ্যুত্থান্ রক্তস্রুতিবিরেচনৈঃ।
মাংসবৃদ্ধস্তু গণ্ডৌষ্ঠ-স্ফিগুপস্থোরুবাহুষু।
জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে বৃদ্ধিং তথা গাত্রস্য গৌরবম।
উদরে পার্শ্বয়োর্বৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদয়স্তথা।
দৌর্গন্ধ্যং স্নিগ্ধতা গাত্রে মেদোবৃদ্ধৌ ভবেদিতি॥

অন্যচ্চ—

প্রবৃদ্ধং কুরুতে মেদঃ শ্রমমল্পেঽপি চেষ্টিতে।
তৃট্স্বেদগলগণ্ডৌষ্ঠ-রোগমেহাদিজন্ম চ॥
শ্বাসং স্ফিগ্জঠরগ্রীবা-স্তনানাং লম্বনং তথা।
বৃদ্ধান্যস্থীনি কুর্ব্বন্তি অস্থীন্যন্যানি চাস্থিষু।
আচরন্তি তথা দন্তান্ বিকটান্ মহতস্তথা॥
মজ্জবৃদ্ধৌ সমস্তাঙ্গ-নেত্রগৌরবমাচরেৎ।
শুক্রাশ্মরী শুক্রবৃদ্ধৌ শুক্রস্যাতিপ্রবর্ত্তনম্॥

অন্নবিদ্বেষ, গাত্রের গুরুতা, মুখপ্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অবসাদ, ভ্রম, কফাধিক্য এইগুলি অতিবৃদ্ধ রসের লক্ষণ। রক্ত অতিবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শরীর ও নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, শিরা সকল রক্তপূর্ণ, এবং বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, কামলা, গাত্রগৌরব, নিদ্রা, মত্ততা, দাহ, ব্যঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, মোহ, ত্বক্ নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা, গুহ্যদেশে পাক, মেঢ়পাক, আস্যপাক, অর্শঃ, পিড়কা, মশক, ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, হস্ত ও পদে সন্তাপ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগ সকল রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। মাংস অতিবর্দ্ধিত হইলে গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ, উরু, বাহু ও জঙ্ঘা এই সকল স্থান মাংসল ও গাত্রগৌরব এবং মেদ অতিবর্দ্ধিত হইলে উদর ও পার্শ্বদ্বয়ের বৃদ্ধি, কাসশ্বাসাদি পীড়া, গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও স্নিগ্ধতা হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মেদ বর্দ্ধিত হইলে অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, গলগণ্ড, ওষ্ঠরোগ, মেহাদি ও শ্বাস রোগ জন্মে, এবং স্ফিক্, জঠর, গ্রীবা ও স্তনদ্বয় লম্বিত হয়। অস্থি বর্দ্ধিত হইলে অস্থিসমূহে অন্য অস্থির উৎপত্তি হয় এবং দন্ত সকল বৃহৎ ও বিকট হইয়া থাকে। মজ্জবৃদ্ধি হইলে সমস্ত অঙ্গ ও নেত্রদ্বয় ভার বোধ হয়। শুক্রবৃদ্ধি হইলে শুক্রাশ্মরী ও শুক্রের অতিস্রাব হইয়া থাকে।

অথাতিবৃদ্ধানাং মলাদীনাং লক্ষণানি।

মলপ্রবৃদ্ধাবাটোপো জায়তে জঠরে ব্যথা।
মূত্রে বৃদ্ধে মুহুর্মুহুঃ প্রবৃত্তি আধ্মানং বস্তিবেদনা॥
স্বেদে বৃদ্ধে তু দৌর্গন্ধ্যং ত্বচি কণ্ডূশ্চ জায়তে।
আর্ত্তবাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চার্ত্তবে ভবেৎ॥
অঙ্গমর্দ্দশ্চ জায়েত লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবেঽধিকে।
স্তনয়োরতিপীনত্বং ক্ষীরস্রাবো মুহুর্মুহুঃ॥
তোদশ্চ তত্র ভবতি স্তন্যাধিক্যস্য লক্ষণম্।
উদরাদিপ্রবৃদ্ধিস্তু বৃদ্ধে গর্ভেঽভিজায়তে।
স্বেদস্তু গর্ভবত্যাঃ স্যাৎ প্রসবে ব্যসনং মহৎ॥

মল বর্দ্ধিত হইলে আটোপ (উদরে বেদনার সহিত গুড়্গুড়্ শব্দ) ও পেটে ব্যথা; মূত্র বর্দ্ধিত হইলে বারংবার মূত্রত্যাগ, আধ্মান ও বস্তিদেশে বেদনা; স্বেদ বর্দ্ধিত হইলে গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও কণ্ডু; আর্ত্তব বর্দ্ধিত হইলে আর্ত্তবের অতিস্রাব, তাহাতে দুর্গন্ধ, এবং অঙ্গমর্দ্দ; স্তন্যাধিক্যে স্তনদ্বয়ে অতি পীনতা, বারংবার দুগ্ধস্রাব ও স্তনদ্বয়ে সূচী-বেধবৎ বেদনা; গর্ভ বর্দ্ধিত হইলে উদরাদির বৃদ্ধি, গর্ভিণীর স্বেদ ও প্রসবে বিপত্তি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

অথাতিবৃদ্ধানাং দোষাদীনাং হ্রাসনম্।

তত্তদ্হ্রাসকরাহার-বিহারপরিসেবনৈঃ।
দোষধাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্॥
পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরম্।
তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতম্॥

যে সকল আহার বিহার দ্বারা দোষ ধাতু ও মলসমূহের হ্রাস হয়, সেই সকল আহার বিহার সেবন করিবে। পূর্ব্বপূর্ব্ব দোষাদি অতি বর্দ্ধিত হইলে পর পর দোষাদিকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, এজন্য অতিপ্রবৃদ্ধ দোষাদির হ্রাস করা শ্রেয়ঃ।

দোষধাতুমলানাং-ক্ষয়স্য নিদানানি।

অসাত্ম্যান্নসদাক্রোধ-শোকচিন্তাভয়শ্রমৈঃ।
অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি॥
বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভিঘাততঃ।
দোষাণামথ ধাতূনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ॥

অসাত্ম্য অন্নভোজন, সর্ব্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি সংশোধন, বেগধারণ, সাহস ও অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মলসমূহের ক্ষয় হয়।

তেষাং ক্ষীণানাং লক্ষণানি।

বাতক্ষয়েঽল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা।
পিত্তক্ষয়েঽধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ॥
সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহঃ কফক্ষয়ে।
হৃৎপীড়া কণ্ঠশোষশ্চ ত্বক্ শূন্যা তৃড়্রসক্ষয়ে॥
শিরা শ্লথা হিমাম্লেচ্ছা ত্বক্পারুষ্যং ক্ষয়েঽসৃজঃ।
গণ্ডৌষ্ঠকন্ধরাস্কন্ধ-বক্ষোজঠরসন্ধিষু॥
উপস্থপ্রোথপিণ্ডীষু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা।
তোদো ধমন্যঃ শিথিলা ভবেয়ুর্মাংসসংক্ষয়ে॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনাং শূন্যতা তনুরুক্ষতা।
প্রার্থনা স্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে॥
অস্থিশূলং তনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তত্রুটিস্তথা।
অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্ বৈদ্যৈঃ সর্ব্বৈরুদাহৃতম্॥
শুক্রাল্পত্বং পর্ব্বভেদস্তোদঃ শূন্যত্বমস্থিনি।
লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে॥
শুক্রক্ষয়ে রতেঽশক্তির্ব্যথা শেফসি মুষ্কয়োঃ।
চিরেণ শুক্রসেকঃ স্যাৎ সেকে রক্তাল্পশুক্রতা॥

বায়ু-ক্ষয় হইলে আলস্য বাক্যাল্পতা ও সংজ্ঞাহীনতা; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মার আধিক্য অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাহীনতা এবং কফক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, শরীর রুক্ষ, দাহ ও সন্ধি সকল শিথিল হয়। রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কণ্ঠশোষ, ত্বকে শূন্যতাবোধ ও পিপাসা; রক্তক্ষয়ে শিরাসমূহ শ্লথ, শীতল দ্রব্যে ও অম্ল দ্রব্যে ইচ্ছা এবং ত্বকের পরুষতা। গণ্ড, ওষ্ঠ, গলদেশ, স্কন্ধ, বক্ষঃ, উদর, সন্ধিস্থল, উপস্থ, প্রোথ (পাছা) ও পিণ্ডীতে (পায়ের ডিম) শুষ্কতা, গাত্রের রুক্ষতা, সূচীবেধবদ্ বেদনা এবং ধমনী সকলের শিথিলতা এই গুলি মাংসক্ষয়ের লক্ষণ। প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, শরীরের রুক্ষতা, স্নিগ্ধমাংসে অভিলাষ, এই গুলি মেদঃক্ষয়ের লক্ষণ। অস্থিসমূহে শূল, শরীরের রুক্ষতা, নখ ও দন্তের ক্ষয়, এইগুলি অস্থিক্ষয়ের লক্ষণ। শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, তোদ, অস্থিসমূহে শূন্যতাবোধ, এই গুলি মজ্জক্ষয়ের এবং রমণকার্য্যে অসামর্থ্য, লিঙ্গে ও কোষে বেদনা, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং অল্প রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব, এই সকল শুক্র-ক্ষয়ের লক্ষণ।

অথ মলাদীনাং ক্ষয়লক্ষণানি ।

পুরীষস্ত ক্ষয়ে পার্শ্বে হৃদয়ে চ ব্যথা ভবেৎ ।
সশব্দস্যানিলস্যোর্দ্ধগমনং কুক্ষিসংবৃতিঃ ॥
মূত্রক্ষয়েঽল্পমূত্রত্বং বস্তৌ তোদশ্চ জায়তে ।
স্বেদনাশস্ত্বচো রৌক্ষ্যং চক্ষুষোরপি রুক্ষতা ॥
স্তব্ধাশ্চ রোমকূপাঃ স্যুর্লিঙ্গং স্বেদক্ষয়ে ভবেৎ ।
আর্ত্তবস্য স্বকালে চাভাবস্তস্যাল্পতাথবা ॥
জায়তে বেদনা যোনৌ লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবক্ষয়ে ।
অভাবঃ স্বল্পতা বা স্যাৎ স্তন্যস্য ভবতস্তথা ॥
ম্লানৌ পয়োধরাবেতল্লক্ষণং স্তন্যসংক্ষয়ে ।
অনুন্নতো ভবেৎ কুক্ষির্গর্ভস্যাস্পন্দনং তথা ॥
ইতি গর্ভক্ষয়ে প্রাজ্ঞৈর্লক্ষণং সমুদাহৃতম্ ॥

মলক্ষয় হইলে পার্শ্বদ্বয়ে ও হৃদয়ে বেদনা, বায়ুর সশব্দে ঊর্দ্ধগমন ও উদরের সঙ্কোচ; মূত্রক্ষয় হইলে মূত্রের অল্পতা ও বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা; স্বেদক্ষয়ে ঘর্ম্মাভাব, ত্বক্ ও চক্ষুর্দ্বয়ের রুক্ষতা ও রোমকূপ সমূহের স্তব্ধতা; আর্ত্তবক্ষয়ে ঋতুকালে ঋতু না হওয়া বা অল্প হওয়া ও যোনিতে বেদনা, স্তন্যক্ষয়ে স্তন্যের অভাব বা অল্পতা ও স্তনদ্বয় ম্লান; এবং গর্ভক্ষয় হইলে কুক্ষিদেশের অনুন্নতি ও গর্ভের অস্পন্দন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

অথ ক্ষীণানাং দোষাদীনাং বর্দ্ধনোপায়ঃ ।

দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি মানবঃ ।
তত্তৎসংবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি ॥
যদ্যদাহারজাতন্তু ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ ।
তস্য তস্য স লাভেন তত্তৎক্ষয়মপোহতি ॥
ওজস্তু বর্দ্ধতে নৃণাং সুস্নিগ্ধৈঃ স্বাদুভিস্তথা ।
বৃষ্যৈরন্যৈর্বিশেষাৎ তু ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ ॥

দোষ ধাতু মল বা বল ক্ষীণ হইলে তত্তৎদোষাদির বর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং তত্তৎ দোষ ও ধাতু প্রভৃতির বর্দ্ধক অন্নপান প্রদান করিলে তাহাদের ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্নিগ্ধ ও মধুররস দ্রব্য এবং বৃষ্যদ্রব্য বিশেষতঃ ক্ষীর ও মাংসরস প্রভৃতি সেবনে ওজঃ বর্দ্ধিত হয় ।

অথ স্বস্থলক্ষণম্ ।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥
(সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা । আত্মাত্র শরীরম্ ।)

যাহাদের বাতাদি দোষ, অগ্নি ও ধাতু সকলের সমতা আছে, যাহারা সমক্রিয় অর্থাৎ শরীরের অনুরূপ কার্য্যকারী, এবং যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাদিগকে সুস্থ বলে ।

তন্ত্রান্তরেঽপি—

বিণ্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতা কাঙ্ক্ষান্নপানে রুচি-
র্ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাববোধে সুখম্ ।
গৃহ্নীতে বিষয়ান্ যথাস্বমুচিতান্ বৃত্তিং মনোবৃত্তিতঃ
স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তোরিদং লক্ষণম্ ॥
(রুচিঃ শরীরকান্তিঃ) ।

মল, মূত্র, বাতাদি দোষ ও রসাদি ধাতুসমূহের সমতা, অন্ন ও পানীয়ে অভিলাষ, রুচি, (শরীরের কান্তি), ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, তজ্জন্য পুষ্টি, সুখে নিদ্রা ও জাগরণ, ইন্দ্রিয় সকলের যথোপযুক্ত বিষয় গ্রহণ ও মনোযোগের সহিত কার্য্য, এই চতুর্দ্দশ প্রকার স্বস্থব্যক্তির লক্ষণ ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রোগিপরীক্ষাপ্রকরণম্ ।

সমাপ্তমিদং পূর্ব্বার্দ্ধম্ ।

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহঃ।

পরার্দ্ধম্।

অথ চিকিৎসা-প্রকরণম্।

অথ জ্বরাধিকারঃ।

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধ-রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ।
জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্‌দ্বন্দ্ব-সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ॥

জ্বরোৎপত্তি—মহাদেব, দক্ষাপমানে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতেই জ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। জ্বর আট প্রকার, যথা—পৃথগ্‌জ অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ; দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

অথ জ্বরসংপ্রাপ্তিঃ।

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যূরসানুগাঃ॥

অবিহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বক্ উষ্ণ হইয়া থাকে।

অথ জ্বরলক্ষণম্।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্‌যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥

যে রোগে, একদা ঘর্ম্মরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা লক্ষিত হয়, তাহার নাম জ্বর। “কিন্তু সন্তাপই জ্বরের প্রধান লক্ষণ”।

অথ জ্বরচিকিৎসা-সাধারণবিধিঃ।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্যতে।
ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ॥

যে স্থলে দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) প্রাবল্য কিংবা খর্ব্বতা বুঝিতে পারা না যায়, সে স্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্ন-স্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়াম-কষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ফাণ্টাদীনাং প্রয়োগস্তু ন নিষিদ্ধঃ কদাচন॥

নবজ্বরে দিবা-নিদ্রা, স্নান, তৈলাদি-মর্দ্দন, গুরু অন্নভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু সেবন, ব্যায়াম ও কষায় পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু ফাণ্টাদির প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ নহে।

ন দ্বিরহ্নো ন পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন।
ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥
ক্রোধ-প্রবাত-ভোজ্যানি বর্জ্জয়েৎ তরুণজ্বরী।
শোষচ্ছর্দ্দিমদান্ মূর্চ্ছা-ভ্রমতৃষ্ণাহ্যরোচকান্।
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ॥

দ্বিভোজন, প্রাতে ও রাত্রিতে ভোজন, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক এবং গুরুপাক ভোজন করা তরুণজ্বরে কর্ত্তব্য নহে। জলাভিষেক, গাত্রে চন্দনাদি প্রলেপ, স্নেহপান, অভ্যঙ্গ, সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন বস্তি ও শিরোবিরেচন-রূপ সম্যক্ শোধন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতলজল, ক্রোধ, অধিক বায়ু-সেবন ও ভোজ্য দ্রব্য, তরুণজ্বরী এই সমুদয় পরিবর্জ্জন করিবে। উল্লিখিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ না করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাতমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥
ব্যজনস্থানিলস্তৃষ্ণা-স্বেদমূর্চ্ছাশ্রমাপহঃ।
নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুরূষ্ণবসনাবৃতঃ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি বায়ুশূন্য গৃহে বাস করিবে; কারণ তদ্দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হয়। বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখা দ্বারা বাতাস করিবে। পাখার বায়ু—তৃষ্ণা, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা ও শ্রম অপনোদন করে। তরুণ জ্বরে স্থূল ও উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখিবে।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘনপাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

পীড়া অল্পদোষবিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্ঘন, মধ্যবিধ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষবিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষ বিশিষ্ট হইলে শোধন (বিরেচনাদি) ব্যবস্থেয়। শোধন ক্রিয়াদ্বারা মল সমস্ত একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়। (কিন্তু রোগির অবস্থা ও বলাবল বিবেচনা করিয়া এবং যে যে স্থলে শোধন নিষেধ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া কর্ত্তব্য।)

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

আমযুক্ত দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) আমাশয়স্থ হইয়া অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের রসবহ এবং ঘর্ম্মবহ পথ সকলকে অবরোধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। এই জন্য নবজ্বরে উপবাস দেওয়া উচিত।

অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্॥

দোষ ও অগ্নি স্বস্থানে অবস্থিত না হওয়াতে জ্বর উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবস্থায় লঙ্ঘন দিলে দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ, অগ্নিবৃদ্ধি, ভোজনে ইচ্ছা, রুচি ও শরীরের লঘুতা জন্মিয়া থাকে।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

রোগির বল বিবেচনা করিয়া উপবাস করাইবেন। বলক্ষয়কারী লঙ্ঘন অনুচিত, কারণ বলাধানই আরোগ্যের প্রধান অবলম্বন; এবং আরোগ্যের জন্যই এই চিকিৎসাক্রম উক্ত হইয়াছে।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য-শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

যখন অধোবায়ু মল ও মূত্র প্রবর্ত্তিত, গাত্র লঘু, হৃদয় উদ্গার কণ্ঠ ও মুখ বিশুদ্ধ, তন্দ্রা ও ক্লান্তি অপগত, ঘর্ম্ম উদ্গত, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত রুচি সঞ্জাত এবং চিত্ত প্রসন্ন হইবে, তখনই জানিবে, রোগিকে যথোপযুক্ত উপবাস দেওয়ান হইয়াছে, আর অধিক লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই, তখন বলরক্ষার নিমিত্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিবে।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

অতিরিক্ত উপবাসে রোগির হস্তাদিতে খালধরা, সর্ব্বশরীরে বেদনা, কাস, মুখশোষ, অক্ষুধা, অরুচি, তৃষ্ণা, দর্শন ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস, মনের চাঞ্চল্য ও উদ্গারাদির বাহুল্য, মোহ এবং শরীরের দুর্ব্বলতা ও অগ্নির তেজোহ্রাস হইয়া যায়।

কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
কণ্ঠাস্যহৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্ হীনলঙ্ঘনে॥

উপবাস অপূর্ণ হইলে কফোৎক্লেশ (বমনের নিমিত্ত কফের উপস্থিতি), হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), মুহুর্ম্মুহুঃ ষ্ঠীবন (হৃদয় হইতে কফ নির্গম), তন্দ্রা এবং কণ্ঠ মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধ-কামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥

ধাতুক্ষয়কৃতজ্বর, নিরাম বাতজ্বর এবং ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রমজনিত জ্বর ভিন্ন অন্য জ্বরের প্রথমাবস্থায় উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎ তু মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা-মুখশোষভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে ন বৃদ্ধে ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

কিন্তু বায়ুগ্রস্ত এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তিকে, বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বলকে উপবাস দেওয়াইবে না। বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে লঘু পথ্য দিবে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভটঃ॥

বাগ্‌ভট কহিয়াছেন, আহার বা স্নানাদি করিয়া জ্বর হইলে, রোগী যদি বমনার্হ হয়, অর্থাৎ শিশু, দুর্ব্বল ও গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে বমন করানই প্রশস্ত।

কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ॥

আমাশয়স্থ কফপ্রধান জ্বরকারক দোষ সকল যদি উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ এবং রোগীও যদি বমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত সময়ে বমন করাইবে।

অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত নবজ্বরে বমন করাইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ (মলমূত্ররোধক রোগ) ও মোহ জন্মিয়া থাকে।

যথর্ত্তু পক্বপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্।
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥

যে যে ঋতুতে যে যে প্রণালীমতে জল পাকের ব্যবস্থা আছে, তদ্রূপ জল সিদ্ধ করিয়া রোগিকে অল্পপরিমাণে খাইতে দিবে। (অথবা

সকল ঋতুতেই অর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবশিষ্ট করিয়া জল প্রদান করিবে)। অতিশয় তৃষ্ণায় জল না খাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব রোগিকে প্রাণধারণোপযোগী অল্প জল পান করিতে দিবে।

তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্ বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাপি শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণানিবারণার্থ রোগিকে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। মদ্যপানজনিত বা পৈত্তিক জ্বরে, নিম্নলিখিত ষড়ঙ্গ অথবা মুস্তক প্রভৃতি তিক্তদ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, ঐ জল শীতল হইলে পানার্থ প্রয়োগ করিবে। (ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাক-শক্তি বর্দ্ধিত হয়)।

অথ ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণার মূল, রক্ত-চন্দন, বালা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা কুটিয়া ৴৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴২ সের থাকিতে নামাইবে এবং বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসাজ্বর প্রশমিত হইবে।

জ্বরিতং ষড়হেহতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েৎ তু তম্॥
সপ্তাহাৎ পরতোহস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥

ছয় দিনের পর অর্থাৎ জ্বরের সপ্তম দিবসে রোগিকে লঘু পথ্য দিয়া, তৎপর দিন পাচন বা শমন কষায় পান করাইবে। অর্থাৎ সাত দিনের পর যদি রসের পরিপাক না হয়, অথচ মল-মূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পাচন কষায়, আর যদি মল মূত্রাদির নিঃসরণ এবং রসেরও পরিপাক হয়, তাহা হইলে শমন কষায় ব্যবস্থেয়। কিন্তু যদি রসের পরিপাক ও মলমূত্রাদির নিঃসরণ, উভয়ই না হয়, তাহা হইলে জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া যাহাতে দোষের পাক ও মলমূত্রের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ কষায় ব্যবস্থা করিবে। (রোগ যদি অতি ভয়ঙ্কর বা আশু মারাত্মক হয়, তাহা হইলে অচির জ্বরিতকেও লঘুবীর্য্য ঔষধ দিবার বিধান আছে, তথায় সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ১৬ গুণ জল দ্বারা কাথ্য সিদ্ধ করিয়া (অনুক্ত স্থলে কাথ্য দ্রব্য দুই তোলা লইবে) চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে, তাহাকে কষায়, কাথ বা পাচন বলা যায়)।

অথামপচ্যমানপক্কজ্বর-লক্ষণানি।

লালাপ্রসেকো হৃল্লাস-হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্য-বৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্।
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্॥

চিকিৎসার জন্য জ্বরের অপক্ক, পচ্যমান এবং পক্ক লক্ষণ বিবেচনা করিবে। লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, হৃদয়ের অশুদ্ধি অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাধিক্য, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরি-পাক, মুখের বিরসতা, গাত্রগুরুতা, ক্ষুধানাশ, মূত্রবাহুল্য, শরীরের স্তব্ধতা ও অতিশয় জ্বর-বেগ এই সকল লক্ষণ জ্বরের অপক্কাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অপক্কজ্বরে ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে, ঔষধ সেবন করিলে জ্বরের বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়।

জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্॥

অত্যন্ত জ্বরবেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলনির্গম ও বমনবেগ এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের পচ্যমান অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষুৎ ক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম্॥

ক্ষুধা, শরীরের কৃশতা, গাত্রের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, বায়ু পিত্ত কফ ও মলের নিঃসরণ, এবং অষ্টাহকাল এইগুলি জ্বরের পক্ক লক্ষণ।

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ।
যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ॥

রোগির অবস্থাবিশেষে কখন বমন, কখন উপবাস, কখন কখন বমন ও উপবাস, এই সকল দ্বারা সম্যক্‌রূপে দোষের পরিপাক হইলে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু একেবারে গুরুদ্রব্য ভোজন করিতে না দিয়া প্রথমতঃ মণ্ড, তৎপরে যবাগূ (পেয়া ও বিলেপী এই দ্বিবিধ যবাগূ এস্থলে যথাক্রমে ব্যবহার্য্য বুঝিতে হইবে) দেওয়া উচিত, অপিচ যে যে জ্বরে যে যে ঔষধের বিধি আছে, সেই সেই ঔষধ দ্বারা অথবা দোষের প্রকোপ বুঝিয়া যে যে ঔষধ যে যে দোষের পাচক, সেই সেই ঔষধ দ্বারা উক্ত মণ্ডাদি সিদ্ধ করিতে হইবে।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্।
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ॥

ক্ষুধার্ত্ত জ্বররোগী অগ্নির অল্পতা হেতু প্রথমে পিপুল ও শুঁঠের কাথে প্রস্তুত লাজপেয়া (খেএর মণ্ড) ভক্ষণ করিতে পারিবে, যেহেতু তাহা জ্বরনাশক এবং অনায়াসেই জীর্ণ হয়।

পেয়াং বা রক্তশাল্যীনাঃ পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ॥

রোগির পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) ও মস্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কণ্টকারী এই উভয় ঔষধের সহিত রক্তশালি (দাউদ্‌খানি) তণ্ডুলের 'পেয়া' প্রস্তুত করিয়া তাহাকে আহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বরনাশ হয়।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাং জ্বরী।
মৃদ্বীকাপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ॥

যদি জ্বরাক্রান্ত রোগির কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে, দ্রাক্ষা, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা এবং শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত 'পেয়া' প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যা লঘীয়স্যা গুর্ব্ব্যা তাভ্যাং সধান্যয়া।
কণয়া যূষপেয়াদি-সাধনং স্যাদ্‌যথাক্রমম্॥
বাতপিত্তে বাতকফে ত্রিদোষে শ্লেষ্মপিত্তজে।
যবাগূঃ স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নী ব্যাঘ্রীদুঃস্পর্শগোক্ষুরৈঃ॥

বাতপিত্তজ্বরে লঘুপঞ্চমূলের সহিত, বাত-শ্লেষ্মজ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত, সান্নিপাতিক জ্বরে লঘু ও বৃহৎ উভয়ের অর্থাৎ দশমূলের সহিত এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ধনে ও পিপুলের সহিত যূষ পেয়াদি পাক করিয়া রোগিকে আহার করিতে দিবে। কণ্টকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর ইহাদের সহিত সিদ্ধ পেয়াদিও ত্রিদোষঘ্ন।

কর্ষার্দ্ধং বা কণাশুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্।
বিনীয় পাচয়েদ্‌যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্॥

কল্ক-সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের পরিভাষা, যথা—পিপুল ও শুঁঠ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য দুই তোলা (মধ্যবীর্য্য দ্রব্য ৪ তোলা) এবং মৃদুবীর্য্যসম্পন্ন দ্রব্য ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত চারিসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কল্কসাধ্য যবাগূ পাক করিবে এবং যদ্যপি রোগির অগ্নির বল অধিক থাকে, তবে বিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত নিয়মে আবশ্যক মত ৮ আটসের কি তদধিক জল দ্বারা যথা-প্রয়োজন যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।

ষড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতা।

ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বে ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার বিধান যেরূপ কথিত হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে।

যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ।

রোগী যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারিবে, তাহার চারিভাগের একভাগ তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে। তণ্ডুলগুলি অর্দ্ধচূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সিক্থকৈ-রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্ব্বহুসিক্থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥

যবাগূ তিন প্রকার; মণ্ড পেয়া ও বিলেপী; যাহাতে সিক্থক (সিটা) নাই অথচ তরল, সেই যবাগূকে মণ্ড কহে। যে যবাগূতে সিক্থক অল্প এবং তরলভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া কহে; যাহাতে সিক্থক অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকে, সেই যবাগূকে বিলেপী কহে।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী তু চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি।
অষ্টাদশগুণে তোয়ে যূষঃ শাঙ্গধরেরিতঃ॥

তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তাহার পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। নয়গুণ জল দিয়া বিলেপী, উনিশগুণ জল দিয়া মণ্ড, একাদশ গুণ জল দিয়া পেয়া এবং আঠারগুণ জল দিয়া যূষ পাক করিবে।

পাংশুধানে যথা বৃষ্টিঃ ক্লেদয়ত্যতিকর্দ্দমম্।
তথা শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে যবাগূঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধিনী॥

যেমন ধূলিরাশিতে বৃষ্টি পতিত হইলে অতিশয় কর্দ্দম জন্মে, সেইরূপ প্রবল শ্লেষ্মাবস্থায় যবাগূ সেবন করিলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাধিকে।
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূরহিতা জ্বরে॥

মদাত্যয়গ্রস্ত ব্যক্তির জ্বররোগে, নিত্য মদ্যপায়িব্যক্তির জ্বরে, গ্রীষ্মকালীন জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বরে যবাগূ অতিশয় অহিতকারী।

তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ।
জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥
দ্রবেণালোড়িতান্তে স্যাত্তর্পণং লাজশক্তবঃ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্বরে যবাগূ না দিয়া অগ্রে দ্রাক্ষা দাড়িম প্রভৃতি জ্বরনাশক ফলের রসে লাজচূর্ণ (খৈএর গুঁড়া) এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করত আহার করিতে দিবে। এইরূপ আহারকে তর্পণ কহে।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফসমুদ্ভবে।
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥
রসো মাংসরসঃ, তেন উপসিক্ত ওদনো রসৌদনঃ।

পরিশ্রম, উপবাস ও বায়ুজন্য জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন সিক্ত করিয়া আহার করিতে দিবে। কফজ্বরে মুদ্গযূষের (মুগের ডাইলের যূষের) সহিত অন্ন ব্যবস্থেয়। পৈত্তিক জ্বরে মুদ্গযূষসংযুক্ত অন্ন শীতল করিয়া চিনি সহযোগে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ।
যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥

পুরাতন রক্তশালি (দাউদখানি) প্রভৃতি ধান্য ও ষষ্টিক (ষাইট্) ধান্য জ্বরনাশক। অতএব ইহা দ্বারা যবাগূ অন্ন ও খৈ প্রস্তুত করিয়া জ্বররোগিকে আহার করিতে দিবে।

মুদ্গামলকযূষস্তু বাতপিত্তাত্মকে হিতঃ।
হ্রস্বমূলকযূষস্তু কফবাতাত্মকে হিতঃ।
নিম্বকুলকযূষস্তু হিতঃ পিত্তকফাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে আমলকীর সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে কচিমূলার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নিম্ব ও পলতার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ হিতকারী।

মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমুকুষ্টকান্।
আহারকালে যূষার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

জ্বররোগিকে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলায় ও বনমুগ এই সকল দাইলের যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্।
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

পটোলপত্র, বার্ত্তাকু, পটোল, করলা, কাঁক্‌রোল, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গোজিয়াশাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চের পত্র, এই সকল দ্রব্য

পাক করিয়া জ্বররোগিকে আহার করিতে দিবে।

জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽথবা॥

জ্বররোগির আহারে অরুচি হইলেও তাহাকে অনাহারে না রাখিয়া বা কুপথ্য ভোজন না করাইয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করাইবে। কারণ ক্ষুধার সময়ে আহার না করিলে বা কুপথ্য আহার করিলে তাহার শরীরক্ষয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥

অরুচি উপস্থিত হইলে টাবালেবুর কেশর, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে মুখে ধারণ করিলে অথবা আমলকী, দ্রাক্ষা ও চিনি এই সকল দ্রব্যের কল্ক মুখমধ্যে রাখিলে অরুচি নষ্ট হইয়া থাকে।

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥

রোগির পক্ষে যাহা সুপথ্য, তাহা যদি পুনঃপুনঃ ভোজন করাতে অথবা বিস্বাদ হওয়াতে রোগির অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে রন্ধনশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিবিধ প্রকার কল্পনা করিয়া যাহাতে উহা মুখপ্রিয় হয়, এরূপ করিয়া পাক করত রোগিকে ভোজন করিতে দিবে।

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।
শ্লেষ্মক্ষয়বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা॥

জ্বরাক্রান্ত অথবা জ্বরমুক্ত রোগিকে দিনান্তে (অপরাহ্নে) লঘু ভোজন করাইবে। কারণ তৎকালে শ্লেষ্মক্ষয় হওয়াতে অগ্নির উষ্মা ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতঃ ক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ॥

জলপানের অন্তে ও উপবাসের পরে সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে। আর ক্ষীণশরীর, অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত, ভুক্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন অবিধেয়।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং
হন্যাৎ তদাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদুভিশ্চ পীতং
গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥

আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্নহীন ঔষধের বীর্য্য অধিক প্রকাশ পায়, সুতরাং তদ্দ্বারা শীঘ্র নিশ্চয়ই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ তাহাতে উহাদের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয় ও বলক্ষয় হইয়া থাকে।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুৎ তৃষ্ণা সুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গার-শুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোমতা, শরীরের সুস্থতা ও লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা ও উদ্গারের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইয়া, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শরীরের ক্লান্তি দাহ ও অবসন্নতা হয় এবং ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, চিত্তচাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতঞ্চ তথৌষধং সশেষেঽন্নে।
ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইতেই আহার করিলে অথবা অন্ন সম্যক্ পরিপাক না হইতে হইতেই ঔষধ সেবন করিলে, পীড়ার উপশম হয় না, প্রত্যুত অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাৎ
অন্নাবৃতং ন চ মুহুর্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্ভুক্তসেবিতমথৌষধমেতদেব
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধশিশুভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ॥

বৃদ্ধ, শিশু ও ভীরুস্বভাব ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই সেবিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাতে বলহানি হয় না, এবং ঐ ঔষধ, ভক্ষিত দ্রব্য দ্বারা আবৃত থাকাতে পুনঃপুনঃ মুখ দ্বারা নির্গত হইতেও পারে না।

অথ জ্বর-পূর্ব্বলক্ষণম্।

শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ।
ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাৎ তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।
পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচির্ভবেৎ॥
রূপৈরন্যতরাভ্যান্ত সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ।
সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে॥

বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের সজলতা, শীত বাত ও আতপাদিতে বারংবার ইচ্ছা বারংবার দ্বেষ, হাই উঠা, অঙ্গবেদনা, শরীরে ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, আনন্দাভাব ও অধিক শীত এই সকল লক্ষণ বা ইহাদের কতকগুলি, সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলা যায়। আর বাতিকজ্বর হইবার পূর্ব্বে উক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত অত্যন্ত জৃম্ভা (হাই উঠা), পিত্তজ্বরের পূর্ব্বে নয়নের দাহ, কফজ্বর হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি এবং বাতপিত্তজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও চক্ষুর্দাহ, বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নে অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভা, চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা ভাবি-বাতজাদি বিশেষ বিশেষ জ্বরের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ বলে।

অথ জ্বরপূর্ব্বরূপ-চিকিৎসা।

পূর্ব্বরূপে প্রযুঞ্জীত জ্বরস্য লঘুভোজনম্।
লঙ্ঘনং বা যথাদোষং বিরেকং বাতিকে পুনঃ॥
পায়য়েৎ সর্পিরেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বিরেচনম্।
মৃদু প্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজে তু বিধীয়তে॥
দ্বন্দ্বজে তু দ্বয়ং কুর্য্যাদ্বুদ্ধ্বা সর্ব্বন্তু সর্ব্বজে॥

জ্বরের উপক্রমে দোষের বলাবল ও রোগির অবস্থা বুঝিয়া লঘু ভোজন বা উপবাস দেওয়ান অথবা বিরেচন কর্ত্তব্য। বাতিকজ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশুদ্ধ ঘৃত পান, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় মৃদু বমন বিধেয়। দ্বন্দ্বজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় উক্ত উভয়বিধ ও ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ত্রিবিধ ক্রিয়াই ব্যবস্থেয়।

অথ সাধারণ-জ্বরচিকিৎসা।

ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধনে ও পটোলপত্রের ক্বাথ জরঘ্ন, পাচক, ভেদক, অগ্নির উদ্দীপক, কফনাশক ও বাতপিত্তের অনুলোমক। ইহা সাধারণ জ্বরে প্রযোজ্য।

বৃশ্চীরাদি।

বৃশ্চীর-বিল্ব-বর্ষাভূ-পয়ঃ সোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশেষং তৎ পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও রক্তপুনর্নবা মিলিত ২ তোলা লইয়া ১৬ তোলা দুগ্ধ ও ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, রোগিকে পান করাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী ধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ধনিয়া, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন; ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ দূরীভূত হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতপিত্তে জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

সোঁদালের আঠা, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী; এই কাথ রোগিকে পান করাইলে আমদোষ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা সংযুক্ত ত্রিদোষ-সংসৃষ্ট জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নিপ্রদীপক ও পরিপাচক।

পথ্যাদি (আরোগ্যপঞ্চকম্)।

পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
পাচনং সারকমুক্তং মুনিভির্জীর্ণজ্বরে সামে॥

হরীতকী, সোঁদাল, কট্‌কী, তেউড়ী এবং আমলকী এই পাঁচটাকে জলে সিদ্ধ করিলে যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাই পথ্যাদি। মুনিরা বলেন, আমযুক্ত জীর্ণজ্বরে এই কষায় পাচন ও সারক। (উপরি কথিত আরগ্বধাদি ও পথ্যাদি এই দুইটি কষায়কে আরোগ্য-পঞ্চক কহে)।

মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ।

পক্ত্বা জ্বরে কষায়ং বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ।
সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভম্॥

ক্ষেত্পাপড়া ও মুতা; অথবা শুঁঠ, ক্ষেত্পাপড়া ও দুরালভা, ইহার কাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

শিংশপাদি।

উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ।
তৎ ক্ষীরশেষং কথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

জল হইতে দ্বিগুণ দুগ্ধসহ শিশুকাষ্ঠ ও বেণার মূল সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। ইহা সকল প্রকার জ্বরনাশক।

অথ বাতজ্বর-লক্ষণম্।

বেপথুর্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণম্।
নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্বক্ত্র-বৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা।
শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবন্ত্যনিলজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে—কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরাগমের বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা ও ঔষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচি না হওয়া), দেহের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে শূলবেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভণ (হাই উঠা) এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথ বাতজ্বর-চিকিৎসা।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য কাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে।
পাচনং পিপ্পলীমূল-গুড়ূচীবিশ্বজোঽথবা॥

বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি এই পাঁচটি গাছের শিকড়ের ছাল মিলিত ২ তোলা; অথবা পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, ।৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বাদিপঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা।
কুস্তুম্বুরুসমো হোষ কষায়ো বাতিকে জ্বরে॥

পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, আমলকী এবং ধনিয়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, এই ক্বাথ সেবনে বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠ্যাদিপাচনম্।

বিশ্বভেষজকৈরাত-কুস্তবিন্দগুড়ূচিকাঃ।
পাচনং স্মৃতমেতেষাং দেয়ং পবনজে জ্বরে॥

বাতিকজ্বরে দোষের পরিপাকার্থ শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, এই পাচনটি ব্যবস্থা করিবে।

গুড়ূচ্যাদিপাচনম্।

গুড়ূচীপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং স্মৃতম্।
দদ্যাদ্বাতজ্বরে পূর্ণ-লিঙ্গে সপ্তমবাসরে॥

বাতিক জ্বরের সপ্তম দিবসে সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গুলঞ্চ পিপুলমূল ও শুঁঠ ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

শঠ্যাদিকষায়ঃ।

শঠীনিশাদ্বয়ং দারু শুণ্ঠী পুষ্করমূলকম্।
এলা গুড়ূচী কটুকা পর্পটশ্চ যবাসকঃ॥
শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলং তথৈব চ।
ক্বাথমেষাং পিবেৎ কোষ্ণং সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ দ্রুতং হন্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ, কুড়, এলাইচ, গুলঞ্চ, কট্‌কী, ক্ষেত্‌পাপড়্‌, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী, চিরতা ও দশমূল, ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

দর্ভমূলাদিকষায়ঃ।

দর্ভং বলা গোক্ষুরকং পচেৎ পাদাবশেষিতম্।
শর্করাঘৃতসংযুক্তং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্॥

দর্ভমূল (কুশ কাস বা উলুমূল), বেড়েলা ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ।।০ অর্দ্ধ সের; শেষ ১০ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথে চিনি ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

শ্রীফলাদিকষায়ঃ।

শ্রীফলং সর্ব্বতোভদ্রা কাশ্মরী চ শোণকঃ।
তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলশী স্থিরা॥
রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ।
মুস্তাবলামৃতাবালং দ্রাক্ষা যাসঃ শতাহ্বিকা॥
এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতজ্বরম্।
সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥

বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শ্যোনাছাল, গণিয়ারিছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপাণি, রাস্না, পিপুল, পিপুলমুল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শুল্‌ফা; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সোপদ্রব বাতিকজ্বর নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হয়। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ যোগ।

ভূনিম্বাদিকষায়ঃ।

ভূনিম্বমুস্তাজলকণ্টকারী-দ্বয়ামৃতাগোক্ষুরনাগরাণাম্।
সশালপর্ণীদ্বয়পৌষ্করাণাং ক্বাথং পিবেদ্বাতভবজ্বরার্ত্তঃ॥

চিরতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণি, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কষায় পান করিলে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

দুরালভাদিকষায়ঃ।

দুরালভানাগরতিক্তপাঠা-শঠীবৃষৈরণ্ডজটাকষায়ঃ।
পীতঃ সশূলং শময়েজ্জ্বরঞ্চ সশ্বাসকাসং পবনপ্রসূতম্॥

বাতিক জ্বরে গাত্রকামড়ানি, কাস ও শ্বাস থাকিলে দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী, আকনাদি, শঠী, বাসক ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বিশ্বাদিকষায়ঃ।

বিশ্বামৃতাগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ম্ মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্।
ক্বাথোঽথ কুস্তুম্বুরুদেবদারু-ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমুল, ইহাদের ক্বাথ যে পান করিবে, তাহার বাতিকজ্বর কেন থাকিবে? ধনিয়া, দেবদারু, কণ্টকারী এবং শুঁঠ, এই পাচন বাতজ্বরের সুন্দর ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদিকষায়ঃ।

পঞ্চমূলীবলারাস্নাকুলত্থৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ।
কাথো হন্ত্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্॥

বৃহৎ পঞ্চমূল (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারি ছাল), বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, ইহাদের কাথ পান করিলে শিরঃকম্প, সন্ধিস্থলবেদনা ও বাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কণাদিকষায়ঃ।

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা-নিদিগ্ধিকাসিন্দুকভূমিনিম্বৈঃ।
সমুস্তকৈরাচরিতঃ কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্ত॥
জ্বরং মরুৎকোপসমুদ্ভবং তথা বলাসজঞ্চানলমন্দতাঞ্চ।
কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং শ্বেদঞ্চ হিক্কাঞ্চ হিমত্বমোহান্॥

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুতা, ইহাদের কাথ পান ও সুপথ্য ভোজন করিলে বাতিকজ্বর, কফজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠ ও হৃদয়রোধ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, হিমাঙ্গতা ও মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

কাকোল্যাদিকষায়ঃ।

কাকোলী বৃহতী মুস্তা কুষ্ঠং দারু বৃষা মতা।
শুণ্ঠীকাথঃ সিতাযুক্তো হন্তি বাতজ্বরং পরম্॥

কাকোলী, বৃহতী (বা কণ্টকারী), মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রন্থ্যাদিকষায়ঃ।

গ্রন্থিকং পর্পটী বাসা ভার্গী বিশ্বা গুড়ূচিকা।
এভিঃ সুসাধিতং তোয়ং তীব্রবাতজ্বরাপহম্॥

পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, বাসক, বামুনহাটী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ তীব্র বাতজ্বর নাশক।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ।

শালপর্ণী বলা দ্রাক্ষা গুড়ূচী সারিবা তথা।
আসাং কাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্॥

শালপাণি, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথ সেবনে তীব্র বাতজ্বর নিবারিত হয়।

শতপুষ্পাদিঃ।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা।
কুস্তুম্বুরুণি নলদং মুস্তঞ্চৈবাণ্ড সাধয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ কাথোঽনিলাত্মকে॥

শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধনে, বেণামূল ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের কাথ, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্যাদিকষায়ঃ।

কাশ্মরীসারিবাদ্রাক্ষা-ত্রায়মাণামৃতাভবঃ।
কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশনঃ॥

গাম্ভারী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে বাতজ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাদিকষায়ঃ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরাকলসীবিশ্বৈঃ কাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি চাকুলে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ বাতজ্বরনাশক।

পিপ্পল্যাদিকষায়ঃ।

পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষা-শতপুষ্পাহরেণুভিঃ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাৎ পবনজজ্বরম্॥

পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুলফা ও রেণুকা ইহাদের কাথে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

মরিচাদিকষায়ঃ।

মরিচং রুচকং শুণ্ঠী কিরাতঞ্চ হরীতকী।
পিপ্পলী কটুকী চৈব বাতজ্বরবিনাশনম্॥

মরিচ, লবণ, শুঁঠ, চিরতা, হরীতকী, পিপুল ও কটকী, ইহাদের কাথ বাতজ্বরনাশক।

শতাবরীস্বরসঃ।

সদ্যো বাতজ্বরং হন্তি শতাবর্য্যমৃতারসঃ।
সমাসাৎ সগুড়ঃ পীতো বলহীনস্য দেহিনঃ॥

শতমূলী ও গুলঞ্চের রসে, পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুর্ব্বল রোগিরও সদ্যই বাতিকজ্বর উপশমিত হয়।

অথ পিত্তজ্বর-লক্ষণম্।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ।
কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা।
পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥

পিত্তজ্বরে—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসারবৎ তরল-মলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি, এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক অর্থাৎ এই সকল স্থানে ক্ষত হওয়া, আর ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপবাক্য-কথন, মুখতিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং মল মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা ও গাত্রঘূর্ণন এই সকল লক্ষিত হয়।

অথ পিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

তিক্তাদি পাচনম্।

তিক্তামুস্তাযবৈঃ পাঠাকট্‌ফলাভ্যাং সহোদকম্।
পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

পিত্তজ্বরে—কট্‌কী, মুতা, যবতণ্ডুল, আক্‌নাদি ও কট্‌ফল, ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে দোষের পরিপাক হয়।

কট্‌ফলাদি পাচনম্।

কট্‌ফলেন্দ্রযবাম্বষ্ঠা-তিক্তামুস্তৈঃ শৃতং জলম্।
পাচনং দশমেঽহ্নি স্যাৎ তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্॥

তীব্র পিত্তজ্বরের দোষপাকার্থ দশমদিবসে কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী ও মুতা ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

দুঃস্পর্শাদিকষায়ঃ।

দুঃস্পর্শ-বাসা-কটুকা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্বকৃতঃ কষায়ঃ।
পীতো হি পিত্তপ্রভবং সদাহং জ্বরং জয়েদাশু সিতাসমেতঃ॥

দুরালভা, বাসক, কট্‌কী, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু ও চিরতা ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদাহ পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

পর্পটাদিকষায়ঃ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥

একমাত্র ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্বাথই পিত্তজ্বর নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, তাহার সহিত যদি রক্তচন্দন, বালা ও শুঁট যোগ করিয়া ক্বাথ করা যায়, সেই ক্বাথ যে অবশ্যই পিত্তজ্বর নিবারণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ।

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃতমালকঃ।
পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ॥
মুখশোষপ্রলাপান্তর্দাহমূর্চ্ছাভ্রমপ্রণুৎ।
পিপাসা-রক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ॥

দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী ও ক্ষেত-পাপ্‌ড়া ইহাদের ক্বাথে সোঁদালের আঁঠা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর ও তদুপদ্রব মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও পিপাসা নিবারিত হয়। ইহা ভেদক ও রক্তপিত্তের প্রশমক।

পটোলাদিকষায়ঃ।

পটোলযবধান্যাক-মধুকং মধুসংযুতম্।
হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীম্॥

পিত্তজ্বরে দাহ ও প্রবল পিপাসা থাকিলে পটোলপত্র, যব, ধনে ও যষ্টিমধু ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিকষায়ঃ।

হ্রীবেরচন্দনোশীর-ঘনপর্পটসাধিতম্।
দদ্যাৎ তু শীতলং বারি তৃড়্‌বৃদ্ধিজ্বরদাহনুৎ॥

বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপ্ড়ার কাথ, শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, উগ্র পিপাসা ও দাহ প্রশমিত হয়।

কলিঙ্গাদিপাচনম্।

কলিঙ্গং কটুফলং মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী।
শৃতং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, মুতা, আক্নাদি ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বরে দোষের পরিপাক হয়।

বিশ্বাদি-কষায়ঃ।

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীর-ঘনচন্দনসাধিতম্।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ॥

শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দনের কাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিকষায়ঃ।

গুড়ূচী ভূমিনিম্বশ্চ বালং বীরণমূলকম্।
লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বাসা চ পর্পটঃ॥
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্।
সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥

গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অগুরু-কাষ্ঠ, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ও ক্ষেতপাপ্ড়া এই সকলের কাথ প্রাতঃকালে মধুসহ সেবন করিলে উপদ্রব-সংযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

কিরাতাদিকষায়ঃ।

কিরাতামৃতধান্যাক-চন্দনোশীরপর্পটৈঃ।
সপদ্মকৈঃ কৃতঃ ক্বাথো হন্তি পিত্তভবং জ্বরম্॥
দাহতৃষ্ণাভ্রমারুচিমূৎক্লেশং বমথুং ক্লমম্॥

চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপ্ড়া ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের কাথ পান করিলে পৈত্তিকজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমি ও ক্লান্তি (দোষজ-গ্লানি) নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ।

দ্রাক্ষাচন্দনপদ্মানি মুস্তাতিক্তামৃতাপি চ।
ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযবপর্পটাঃ॥
পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা।
মধুকং কুলকং চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা॥
এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমম॥
মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপ্ড়া, ফলসা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা ও ধনে ইহাদের কাথ পান করিলে নিশ্চয়ই পিত্তজ্বর এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, কাস, শ্বাস ও বমনবেগ প্রশমিত হয়।

যবপটোলম্।

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্দাহনাশনঃ॥

পিত্তজ্বর যদি প্রবল হয়, এবং তাহাতে যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, তাহা হইলে পটোল পত্র ও যবের চাউল মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

দুরালভাদিকষায়ঃ।

দুরালভাপর্পটকপ্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্ববাসা-কটুরোহিণীনাম্।
জলং পিবেচ্ছর্করয়াবগাঢ়ং তৃষ্ণাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপ্ড়া প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উহা মধুরীকৃত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রশমিত হয়।

ধান্যশর্করা ।

বাসিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্ ।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূরপ্ররূঢ়মপি ॥

পিত্তজ্বরে যদি প্রবল অন্তর্দ্দাহ থাকে, তাহা হইলে ৪ তোলা ধনে, ১৬ তোলা জলে (ব্যবহার অর্দ্ধমাত্রায়) সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই বাসি জল চিনির সহিত পান করিতে দিবে, তাহাতে প্রবল অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হইবে ।

আম্রাদিফাণ্টঃ ।

আম্রজম্বুকিসলয়ৈর্বটশুঙ্গপ্ররোহকৈঃ ।
উশীরেণ কৃতঃ ফাণ্টঃ সক্ষৌদ্রো জ্বরনাশনঃ ॥
পিপাসাচ্ছর্দ্দ্যতীসারান্ মূর্চ্ছাং জয়তি দুস্তরাম্ ॥

আম ও জামের কচিপাতা, বটশুঙ্গ (বটের অবিকসিত পত্র) এবং বটাঙ্কুর ও বেণার মূল, ইহাদের ফাণ্ট (কষায় বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, বমি, অতিসার ও প্রবল মূর্চ্ছা উপশমিত হয় ।

শতধৌতঘৃতম্ ।

শতধৌতঘৃতস্য লেপতো দবথুর্শমুপৈতি তৎক্ষণাৎ ।
অথবা পিচুমর্দ্দপত্রজ-স্বরসপ্রোত্থিত-ফেনলেপতঃ ॥

শতধৌত ঘৃত অথবা নিমপাতার রস ফেনাইয়া সেই ফেনা গাত্রে মাখাইলে তৎক্ষণাৎ দাহ নিবারিত হয় ।

পলাশস্য বদর্য্যা বা নিম্বস্য মৃদুপল্লবৈঃ ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্ত্যাদ্দাহযুতং জ্বরম্ ॥

পলাশ, কুল বা নিমের কচি কচি পাতা কাঁজিতে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয় ।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টা চ ধাত্রী লেপাচ্চ দাহনুৎ ।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্তি হয় ।

জিহ্বাতালুগলক্লোম-শোষে মূর্দ্ধ্নি তু দাপয়েৎ ।
কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতম্ ॥

জিহ্বা, তালু, গল ও ক্লোম শুষ্ক হইলে টাবালেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তালু-শোষ প্রভৃতি নিবারিত হয় । (এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, জীর্ণ জ্বরেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, কারণ তরুণ জ্বরে প্রদেহাদির নিষেধ আছে) ।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ ।
উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্র-কাংস্যাদিপাত্রং বিনিধায় নাভৌ ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা ॥

পিত্তজ্বর-সন্তপ্ত রোগির পক্ষে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য । পিত্তজ্বরিকে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) শোয়াইয়া তাহার নাভির উপরে একটি বড় তাম্র বা কাংস্য পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে শীতল জলধারা পাতিত করিবে । এইরূপ করিলে আশু দাহ নিবারণ হইবে ।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা ॥

পলাশ বৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে । অথবা কুলের বা নিম্বের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত মন্থন করিয়া তদুৎপন্ন ফেনা লইয়া রোগির গাত্রে মর্দ্দন করিলে শীঘ্র দাহশান্তি হয় ।

অথ গোতক্রসংসিক্ত-শীতলীকৃতবাসসা ।
কাঞ্জিকার্দ্রপটেনাব-গুণ্ঠনং দাহনাশনম্ ॥

পিত্তপ্রকোপহেতু প্রবল দাহ হইলে গব্য তক্রে অথবা কাঞ্জিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া গাত্রে জড়াইয়া দিবে, তাহাতেও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে ।

অথ কফজ্বর-লক্ষণম্ ।

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা ।
শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ ॥
নাত্যুষ্ণগাত্রতা ছর্দ্দিরঙ্গসাদোঽবিপাকিতা ।
গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা ।
প্রতিশ্যায়োঽরুচিঃ কাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা ॥

কফজ্বরে, স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃত বৎ প্রতীতি), জ্বরের মন্দবেগ, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, মল মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, ভুক্তবান্ ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনভিলাষ, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন, অঙ্গাবসাদ, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, বমনভাব, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, প্রতিশ্যায় (মুখ নাসিকা হইতে জলস্রাব), অরুচি ও কাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ কফজ্বর-চিকিৎসা।

মাতুলুঙ্গশিফাদ্যং কণাদিকঞ্চ।

মাতুলুঙ্গশিফা-বিশ্ব-ব্রাহ্মীগ্রন্থিকসম্ভবম্।
কফজ্বরেঽম্বু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম্॥

টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, ব্রাহ্মীশাক ও পিপুল মূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্বাথ অথবা পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ কফ-জ্বরে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে আমদোষের পরিপাক হইবে। পিপ্পল্যাদিগণ পূর্ব্বখণ্ডে সুশ্রুতোক্তগণে লিখিত হইয়াছে।

মধুপিপ্পলী।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, প্লীহা ও হিক্কা থাকিলে পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত।

পিপ্পল্যাদ্যবলেহঃ।

পিপ্পলীং ত্রিফলাঞ্চাপি সমভাগাং জ্বরী লিহন্।
মধুনা সর্পিষা বাপি কাসী শ্বাসী সুখী ভবেৎ।

কট্‌ফলাদ্যবলেহঃ। (চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।)

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
শ্বাসকাস-জ্বরহরো লেহোঽয়ং কফনাশনঃ॥

কফজ্বরে কাস ও শ্বাস থাকিলে পিপুল-চূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু বা ঘৃতের সহিত, অথবা কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়া-শৃঙ্গী ও পিপুলচূর্ণ তুল্যাংশে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইবে। কট্‌ফলাদ্যবলেহকে চাতুর্ভদ্রাবলেহিকাও কহে।

ঊর্দ্ধজত্রুগরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা।
অধোরোগহরী যা তু সা পূর্ব্বং ভোজনান্মতা॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ বক্ষঃ ও গ্রীবাসন্ধির উপরিভাগস্থ রোগনাশার্থ অবলেহ সায়ং কালে এবং জত্রুর অধোগত রোগনিবারণার্থ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গাবলেহঃ। (কট্‌ফলাদিলেহঃ।)

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী কারবী তথা।
কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বাণি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসেলিহ্যান্মধুনা বা কফজ্বরী।
কাসশ্বাসারুচিচ্ছর্দ্দি-শ্লেষ্মানিলনিবৃত্তয়ে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি এবং শ্লেষ্মা ও অনিল দুষ্টি নিবারণার্থ কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইহাদের চূর্ণ, সমভাগে লইয়া আদার রস বা মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে।

সিন্ধুবারকাথঃ।

সিন্ধুবারদলক্বাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ॥

কফজ্বরে জঙ্ঘার দৌর্ব্বল্য ও শ্রবণশক্তির অল্পতা হইলে, নিসিন্দাপাতার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

বাসাদিকষায়ঃ ।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহৃৎ ॥

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর ও তদুপদ্রব কাস প্রশমিত হয়।

নিম্বাদিকষায়ঃ ।

নিম্ববিশ্বামৃতাদারু-শঠীভূনিম্বপৌষ্করম্ ।
পিপ্পল্যো বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরম্ ॥

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী ও বৃহতী ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরনাশক।

মরিচাদিকষায়ঃ ।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা ।
চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সগ্রন্থি বচা শিবা ॥
কণ্টকারী জটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ ।
এবাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ ॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিম, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর ও তাহার উপদ্রব প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদিকষায়ঃ ।

নিদিগ্ধিকাচ্ছিন্নরুহোপকুল্যা বিশ্বৌষধৈঃ সাধিতমম্বুপীতম্ ।
হন্তি জ্বরশ্বাসবলাসকাস-শূলাগ্নিমান্দ্যং জঠরানিলঞ্চ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, কফজ্বর কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু বিনষ্ট হয়।

কটুক্যাদিক্বাথঃ ।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচাম্ ।
কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতম্ ।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে ॥

কট্‌কী, চিতা, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পল্‌তা, ইহাদের ক্বাথে অল্প মরিচচূর্ণ ও অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়। কোন কোন তন্ত্রকারের মতে কট্‌কী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটি যোগ, এবং কুড় হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যোগ অর্থাৎ অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে এক একটি যোগ।

তিক্তাদিকষায়ঃ ।

তিক্তানিম্ববিষাঘোষ-শক্রাহ্বাভিঃ শৃতং জলম্ ।
পিবেৎ কফজ্বরং হন্তি হিক্কা-কাস-সমন্বিতম্ ॥

কট্‌কী, নিম, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে হিক্কা ও কাসসংযুক্ত কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাদিঃ ।

ত্রিফলাপটোলবাসা-চ্ছিন্নরুহাতিক্তরোহিণীষড়্‌গ্রন্থাঃ ।
মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলীবাসকস্য বা ক্বাথঃ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, বাসক, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক; ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ্বর নিহত হয়।

মুস্তাদ্য-পাচনম্ ।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী ।
পরূষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বর-বিনাশনঃ ॥

মুতা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী ও ফল্‌সার ক্বাথ পানে কফজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কটুত্রিকাদ্যঃ ।

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী ।
কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরম্ ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কট্‌কী এবং ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরিকে সেবন করাইতে দিবে।

ভূনিম্বাদিঃ ।

ভূনিম্বনিম্বপিপ্পল্যঃ শঠী শুণ্ঠী শতাবরী ।
গুড়ূচী বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরম্ ॥

চিরতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী ইহাদের কাথ সেবনে কফজ্বর নিবারিত হয়।

অথ বাতপিত্তজ্বর-লক্ষণম্।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা।
কণ্ঠাস্যশোষো বমথূ রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ॥

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তকবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, পর্ব্বভেদ (পর্ব্বস্থানে ভঙ্গবৎবেদনা) ও জৃম্ভা এইগুলি বাতপিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

অথ বাতপিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

---*---

নিদিগ্ধিকাদিক্কাথঃ।

নিদিগ্ধিকাবলারাস্না-ত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ।
মসূরবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরকলায় (কাহার মতে শ্যামালতা), ইহাদের ক্বাথ পানে বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

নবাঙ্গঃ কষায়ঃ।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ আশু বাতপিত্তজ্বর নষ্ট করে।

গুড়ূচ্যাদিঃ ক্বাথঃ।

গুড়ূচীনিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই গুড়ূচ্যাদি কষায় পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং সকল প্রকার জ্বর, হৃল্লাস (বমির বেগ), অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়। (দাহ ও পিপাসা অধিক থাকিলে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিতে বলেন)।

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম-নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য-পাঠাধান্যাব্দরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনঃ॥
বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ॥

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধনে, মুতা ও কট্কী, ইহাদের কষায়ে পিপ্পলীচূর্ণ ।৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। মল মূত্র ও বায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক স্থলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ঘনচন্দনাদি।

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকত্বমৃণালপটোলদলং সজলম্।
শৃতশীতসিতান্বয়ি পিত্তহরং জ্বরছর্দ্দিতৃষারুচিদাহহরম্॥

মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্কী, বেণার মূল, পটোলপত্র ও বালা মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—চিনি ।৹ তোলা, শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে জ্বর, পিত্ত, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদিকষায়ঃ।

ত্রিফলাশাল্মলীরাস্না-রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ।
শৃতমম্বু হরেৎ তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

ত্রিফলা, শিমুলমূল, রাস্না, সোঁদালফল ও বাসক, ইহাদের কাথ বাতপিত্তজ্বরনাশক।

আরগ্বধাদিকষায়ঃ ।

আরগ্বধফলং মুস্তং যষ্টীমধুকমেব চ।
উশীরমভয়া চৈব হরিদ্রা দারুসাহ্বয়া ॥
পটোলং পিচুমর্দ্দঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।
এষাং পীতঃ কষায়স্তু বাতপিত্তভবে জ্বরে ॥

সোঁদালফল, মুতা, যষ্টিমধু, উশীর, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পল্‌তা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কট্‌কী; ইহাদের ক্বাথ বাত-পিত্তজ্বরে হিতকর।

পঞ্চভদ্রকষায়ঃ ।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্ ॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, চিরতা ও শুঠ, এই পঞ্চভদ্রের কাথও বাতপিত্তজ্বরে প্রশস্ত।

মধুকাদি।

মধুকং শারিবে দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলম্।
কাশ্মরীং পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরম্ ॥
পরূষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেদুষ্ণমবারিণি।
মধুলাজসিতাযুক্তং তৎ পীতমুষিতং নিশি ॥
বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণামূর্চ্ছাবমিভ্রমান্।
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, ফল্‌সা ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে চালুনিজলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাতে মধু চিনি ও খৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তাহাতে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, গাত্রঘূর্ণন ও রক্তপিত্ত নিবারিত হইবে।

মুস্তাদিঃ ।

মুস্তপর্পটকোৎপল-কিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ।
শর্করয়া ৮ দীয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ ॥

মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নীলসুঁদি, চিরতা, সুগন্ধি বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কষায় চিনি সহ পান করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। বহুবার ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

কিরাতাদিঃ ।

কিরাততিক্তামলকীশঠীনাং
দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাম্।
ক্বাথঃ সুশীতো গুড়সংযুতঃ স্যাৎ
সপিত্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ ॥

চিরতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঠ এবং গুলঞ্চ, এই ক্বাথ শীতল করিয়া গুড়সহ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর আশু নিবারিত হয়।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-লক্ষণম্ ।

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা।
মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও পিত্ত দ্বারা তিক্ত হয় এবং তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা ও মুহুর্ম্মুহু দাহ এবং মুহুর্ম্মুহুঃ শীত এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা।

কণ্টকার্য্যাদিকষায়ঃ ।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-কাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পল্‌তা ও কট্‌কী; ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরঘ্ন এবং দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল নাশক।

পটোলাদিঃ।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতা গণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দি-জ্বরকণ্ডুবিষাপহঃ॥

পল্তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কটকী, আক্নাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং অরুচি বমি কণ্ডূ ও বিষদোষ নিবারক।

অমৃতাষ্টকঃ।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পল্তা, কটকী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনবেগ, বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ নিবারণ হয়।

চাতুর্ভদ্রক-পাঠাসপ্তকৌ।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে।
পাঠোদীচ্যমৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে যদি শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তাহা হইলে চিরতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের ক্বাথ, এবং পিত্তাধিক্য থাকিলে পাঠাসপ্তক অর্থাৎ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের সহিত আক্নাদি, বালা ও বেণার মূল এই তিনটি যোগ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাসাস্বরসঃ।

সপত্রপুষ্পবাসায়া রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ।
কফপিত্তজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলম্॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাক্রান্ত রোগির যদি রক্তপিত্ত ও কামলা দোষ থাকে, তাহা হইলে পত্র ও পুষ্প সহ বাসকের রস বাহির করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চতিক্তকষায়ঃ।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সপুষ্করৈশ্চৈব কিরাততিক্তম্।
পিবেৎ কষায়ন্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা এই পঞ্চতিক্তের ক্বাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর সম্যগ্রূপে নিবারিত হয়।

পটোলাদি।

পটোলযবধন্যাক-মুদ্গামলকচন্দনম্।
পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে জ্বরে তৃটচ্ছর্দ্দিদাহনুৎ॥

পিত্তজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বরে তৃষ্ণা, বমি ও দাহ থাকিলে, পল্তা, যব, ধনে মুগ, আমলকী ও রক্তচন্দনের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

কটুকীচূর্ণম্।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকীং কোষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥

কটকীচূর্ণ ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর-লক্ষণম্।

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রাগৌরবমেব চ।
শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি), পর্ব্বভেদ, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ, জ্বরের মধ্যবেগ অর্থাৎ নাতিতীক্ষ্ণ নাতিমৃদু বেগ এই গুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা।

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রূক্ষনির্ম্মিতান্।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্।
হৃত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি॥

খর্পরভৃষ্ট-পটস্থিত-কাঞ্জিকসিক্তো হি বালুকাস্বেদঃ।
শময়তি বাতকফাময়-মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্॥
বীক্ষ্য স্বেদবিধিং কুর্য্যাৎ স্বেদনং বালুকাদিভিঃ।
সর্ব্বাঙ্গে যদি বা যত্র বেদনা সংপ্রজায়তে॥
শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে।
সংজাতমার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্‌বিরতির্ম্মতা॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগিকে রুক্ষ স্বেদ দিবে, তাহাতে স্রোতঃসকল মৃদু, অগ্নি স্বস্থানে প্রত্যাগত এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার স্তব্ধতা বিনষ্ট হইয়া জ্বর নিবারিত হয়। খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক কাঁজিতে সিক্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়া, মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি নিবারিত হয়। যদি সর্ব্বাঙ্গে বা কোন অঙ্গবিশেষে বেদনা থাকে, তাহা হইলে বেদনাস্থানে বালুকাস্বেদ দিবে। শীত, শূল, স্তব্ধতা ও গাত্রগৌরব নিবারিত ও স্রোতঃ সকলের মৃদুতা হইলে স্বেদক্রিয়া রহিত করিবে।

আমজ্বরে বাতবলাসজে বা কফোত্থিতে মারুতসম্ভবে বা।
ত্রিদোষজে স্বেদমুদাহরন্তি স্তম্ভপ্রমোহাঙ্গরুজাপ্রশান্ত্যৈ॥

বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আমজ্বরে স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও গাত্রবেদনা শান্তির জন্য স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনম্।
বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥

২ তোলা পিপুলের ক্বাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ এবং প্লীহজ্বর নিবারিত হয়। ইহা অনভিষ্যন্দি ও অগ্নির দীপক।

মুস্তনাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্।
কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্॥

মুতা, শুঁঠ ও চিরতা, এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, সেই ক্বাথ বায়ু, শ্লেষ্মা ও আমদোষের শমক, পাচক এবং জ্বরনাশক।

পঞ্চকোলম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
দীপনীয়ঃ শৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥
কোলমাত্রোপযোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে প্রযোজিত হয় বলিয়া, ইহার নাম পঞ্চকোল।

নিম্বাদিঃ।

নিম্বামৃতাবিশ্বদারু কট্‌ফলং কটুকা বচা।
কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
পর্ব্বভেদশিরঃশূল-কাসারোচকপীড়িতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে পর্ব্বভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি থাকিলে নিম্বাদি অর্থাৎ নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল কটকী ও বচ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ
কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে।
সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুক্‌করে
জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের কষায় সেবন করিলে, বাতশ্লেষ্মোল্বণ জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। ইহা সান্নিপাতিকজ্বরেও প্রশস্ত।

দশমূলী-কষায়ঃ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে যদি বাতাদি দোষের সম্যক্ পরিপাক না হয় এবং অতিনিদ্রা, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও কাস থাকে, তাহা হইলে দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পটোলাদি।

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফার্ত্তিশূলে সশ্বাসকাসারুচিবিড়্‌বিবন্ধে।
হিতং জলং দীপনপাচনঞ্চ পটোলশুণ্ঠীযবপিপ্পলীনাম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণা, বেদনা, কাস, শ্বাস, অরুচি ও মলবদ্ধতা থাকিলে, পলতা, শুঁঠ, যব ও পিপুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথ অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুড়ূচী সদুরালভা।
কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দি-দাহশোষজ্বরাপহঃ॥

এই জ্বরে অরুচি, বমি, দাহ ও শোষ থাকিলে মুতা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভার কাথ সেবন করাইবে।

দার্ব্বাদি-কষায়ঃ।

দারু পর্পটভার্গীব্দ-বচাধান্যককট্‌ফলৈঃ।
সাভয়াবিশ্বপূতীকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গুমধুৎকটঃ॥
কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষগলগ্রহান্।
শ্বাসকাসপ্রসেকাংশ্চ হন্ত্যাৎ তরুমিবাশনিঃ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে হিক্কা, শোষ, গলবদ্ধতা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক থাকিলে দেবদারু, ক্ষেতপাপড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ, ইহাদের কাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। বজ্রপাতে যেমন তরু বিনষ্ট হয়, এই কাথ পানেও তদ্রূপ বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং হিক্কাদি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাদি পাচনম্।

পথ্যাকুস্তুম্বরী মুস্তা শুণ্ঠী কট্‌তৃণপর্পটম্।
সকট্‌ফলবচা ভার্গী দেবাহ্বং মধু-হিঙ্গুমৎ॥
কফবাতজ্বরেষ্বেব কুক্ষিহৃৎপার্শ্ববেদনাঃ।
কণ্ঠাময়াস্যশ্বয়থু-শ্বাসকাসান্নিযচ্ছতি॥

হরীতকী, ধনে, মুতা, শুঠ, গন্ধতৃণ, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌ফল, বচ, বামুনহাটী, দেবদারু, ইহাদের কাথে মধু ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও তদানুষঙ্গিক কুক্ষি হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, গলরোগ, মুখশোথ, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

অথ সান্নিপাতিকজ্বর-লক্ষণম্।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা।
সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে॥
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ।
তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ॥
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্।
ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ॥
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা।
স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ॥
কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্।
কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্॥
মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ।
চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ॥

সন্নিপাতজ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি সন্ধি ও মস্তক বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ আবিল (ঘোলাটে) রক্তবর্ণ বিস্ফারিত বা অতি কুটিল, কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শোঁয়া) দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপভাষণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বাসদৃশ খরস্পর্শ, অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের অস্নোদিগমণ, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অতি অল্প পরিমাণে নির্গম, দোষপূর্ণত্ব হেতু শরীরের নাতিকৃশত্ব, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠ (বোল্‌তা-দষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের) ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন সমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথন, মুখনাসাদি স্রোতঃ সকলের পাক, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণত্ব হেতু বাতাদি দোষের অতি বিলম্বে পরিপাক, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

——:*:——

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ॥

সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রযোজ্য।

এই জ্বরে অগ্রে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস ও কফ দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শমতা করিবে।

লঙ্ঘনম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদ্বারোগ্যদর্শনাৎ॥
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্॥
(আদিশব্দাৎ বালুকাস্বেদাদিগ্রহণম্।)

সন্নিপাতজ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা যতদিন না আরোগ্য দর্শন হয়, তত দিন উপবাস করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত দোষের শক্তি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত রোগী উপবাস সহ্য করিতে পারিবে। দোষের ক্ষয় হইলে আর উপবাস ও বালুকাস্বেদাদি সহিতে পারিবে না।

কফোল্বণে শীতাঙ্গাদৌ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্মুহুর্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্॥
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ।
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ॥
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যুত্তাপং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে॥
প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া॥

শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইলে, স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাতের শান্তি হয় না। অতএব সান্নিপাতিকজ্বরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মনুষ্যদিগের দেহ জলময় হয়, সুতরাং অগ্নি-ক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সন্নিপাতজ্বরের, সবিষ ও নির্ব্বিষ বহুবিধ ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। নানা প্রকার প্রতিকার করাতেও যাহার সংজ্ঞা লাভ না হয়, তাহার পদতল বা ললাট অগ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

নস্যানি।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥
মধুকসারসিন্ধূত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥
ষড়্গ্রন্থিসৈন্ধবকণাঃ সমধুকসারাঃ
পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ।
নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং
তন্দ্রাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্॥
লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্॥
সিতকুক্কুটিকাণ্ডজজল-পানান্নস্যাদপ্যঞ্জনাচ্চ।
দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশু শমমেতি॥
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্।
অন্যদ্বা সিন্ধুবিহিতং তীক্ষ্ণং নস্যং প্রযোজয়েৎ॥
তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রমুচ্যতে।
শিরোহৃদয়কণ্ঠাস্য-পার্শ্বরুক্ চোপশাম্যতি॥

সৈন্ধব লবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। (ইতি সৈন্ধবাদি নস্য)।

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে সংজ্ঞালাভ হয়। (ইতি মধুকসারাদি নস্য)।

পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মৌলসার ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদয় চূর্ণের সম-পরিমিত মরিচচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া নস্য লইলে অচেতনত্ব, তন্দ্রা, প্রলাপ ও শিরোগুরুত্ব আশু নিবারিত হয়।

রসুন ও মরিচ পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কফনাশ হয়। কালকুক্কুটের ডিম্বমধ্যস্থ তরলাংশ পান করিলে বা তাহার নস্য লইলে অথবা অঞ্জন দিলে দুঃসাধ্য প্রবল সন্নিপাতও আশু প্রশমিত হয়।

টাবালেবুর রস, আদার রস ও ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট ও সচল) ঈষদুষ্ণ করিয়া

নস্য প্রদান করিবে, অথবা সিদ্ধিস্থানোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত এবং মস্তক হৃদয় কণ্ঠ মুখ ও পার্শ্বদেশের বেদনা প্রশমিত হইবে।

নিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃপুনঃ॥
তেনাস্য হৃদয়াচ্ছেষ্মা মন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ।
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে॥
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা-নিদ্রাকাসগলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি॥
সকৃদ্দ্বিস্ত্রিচতুঃ কুর্য্যাদ্ দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভৈষজং সন্নিপাতিনাম্॥
আর্দ্রকস্বরসমুক্তং কৃত্বা সৈন্ধবাদিচূর্ণমনুরূপং দত্বা নিষ্ঠীবনমুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ॥

সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) আদার রসে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ ও পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা রোগির হৃদয়, মন্য', পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ হইতে, অতি লীন ও শুষ্ক শ্লেষ্মাও আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া যাইবে। তাহাতে দেহ লঘু হইবে এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও নেত্রের গুরুতা, শরীরের জড়তা ও বমনভাব প্রশমিত হইবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার কিংবা চারিবার পর্য্যন্তও নিষ্ঠীবন করা যাইতে পারে। ইহা সন্নিপাত-রোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ঈষদুষ্ণ আদার রসে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধবাদি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অষ্টাঙ্গাবহেলিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিযচ্ছতি॥
ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মণি।
বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোঽবার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অব-লেহন করিলে সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ঊর্দ্ধগ শ্লেষ্ম-হরণার্থ স্বেদাদি উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে, মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। কারণ মধু ও উষ্ণতা পরস্পর বিরোধী।

অঞ্জনম্।

(শিরীষাদ্যঞ্জনম্।)

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রোগির চৈতন্য হয়। (কোন কোন মতে শিরীষবীজ হইতে সৈন্ধব পর্য্যন্ত একটি যোগ এবং রসুন হইতে বচ পর্য্যন্ত আর একটি যোগ।)

অশ্বরাহবয়পতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধুসংযুতম্।
অঞ্জনাদ্ বোধয়েন্মুগ্ধং তন্দ্রিতং সন্নিপাতিনম্॥

আরসুলার নাদি মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছিত, তন্দ্রিত, সান্নিপাতিক রোগির চৈতন্য লাভ হয়।

কণ্টকার্য্যাদিপাচনম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারু চ।
এভিঃ শৃতং পাচনং স্যাৎ সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

কণ্টকারী, বৃহতী, শুঁঠ, ধনে ও দেবদারু, ইহাদের পাচন সর্ব্বজ্বরনাশক।

দশমূলম্।

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারী-পাটলাগণিকারিকাঃ।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্

বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্॥

বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি মিলিত এই পাঁচটিকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা অগ্নির দীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। আর শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর মিলিত এই পাঁচটিকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহা বাতপিত্তনাশক ও বৃষ্য। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহা যায়। দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়।

দ্বাদশাঙ্গঃ।

দশমূলীকষায়স্তু সপৌষ্করকণান্বিতঃ।
সন্নিপাতে জ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে॥

কাস ও শ্বাস উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কুড় ও পিপুল, এই দ্বাদশাঙ্গ ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা
ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ
শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ॥

দীর্ঘকালের জ্বরে বা বাতশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিকজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কিরাততিক্তাদি গণ অর্থাৎ চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই চতুর্দ্দশাঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বিরেচন আবশ্যক হইলে সেই ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীমূল চূর্ণ (ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা) মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

দশমূলী শঠী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভম্।
ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী॥
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও বমি থাকিলে পূর্ব্বোক্ত দশমূল শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কষায় পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত জ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদ্যো গণঃ।

মুস্তপর্পটকোশীর-দেবদারুমহৌষধম্।
ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নীলী কম্পিল্লকস্ত্রিবৃৎ॥
কিরাততিক্তকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী।
মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে॥
অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতন্বা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে॥

মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া উশীর, দেবদারু, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, দুরালভা, বননীল, কমলাগুঁড়ি, তেউড়ী, চিরতা, আক্‌নাদি, বেড়েলা, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, ইহাদিগকে মুস্তাদ্য গণ বলা যায়। ইহার অন্য নাম অষ্টাদশাঙ্গ। ইহা সন্নিপাতজ্বরনাশক। পিত্তপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে, মন্যাস্তম্ভে, উরোঘাতে এবং হৃদয় পার্শ্ব ও শিরোবেদনায় ইহা বিশেষ হিতকর।

দ্বাত্রিংশাঙ্গঃ।

ভার্গীভূনিম্বনিম্বা ঘনকটুকবচা-ব্যোষবাসাবিশালা-
রাস্নানন্তাপটোলী-সুরতরুরজনী-পাটলাতিন্দুকৈশ্চ।
ব্রাহ্মীদার্বীগুড়ূচী ত্রিবৃতমতিবিষা-পুষ্করব্রাহ্মমাণৈ-
র্বাগ্রাসিংহীকলিঙ্গৈস্ত্রিফলশঠিযুতৈঃ কল্পিতস্তুল্যভাগৈঃ॥
ক্বাথো দ্বাত্রিংশনামা ত্রিভিরধিকদশান্ সন্নিপাতান্ নিহন্তি
শূলং কাসাদিহিক্কা-শ্বসনগদরুজাধ্মানবিধ্বংসকারী।
ঊরুস্তম্ভান্ত্রবৃদ্ধী গলগদমরুচিং সর্ব্বসন্ধিগ্রহার্ত্তিং
মাতঙ্গৌঘান্ নিহন্ত্যান্মৃগারিপুরিহ চেদ্ রোগজালং তথৈব॥

বামুনহাটী, চিরতা, নিম, মুতা, কট্‌কী, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশসা, রাস্না, শ্যামালতা (বা অনন্তমূল), ঝিঙ্গা, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুল, গাব, ব্রাহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ী, আতইচ, কুড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শঠী, এই ৩২টি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর, শূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, উদরাধ্মান, ঊরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিসমূহের বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহত্যাদিগণঃ।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী॥
বৃহত্যাদিগণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী এই বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং তদুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়।

শট্যাদিগণঃ।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥
এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসে তন্দ্রাঞ্চ শস্যতে॥

শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঠ, আক্‌নাদি, চিরতা ও কট্‌কী। এই শট্যাদিগণের ক্বাথ সন্নিপাতজ্বরনাশক এবং কাস শ্বাস হৃদ্ব্যথা পার্শ্ববেদনা ও তন্দ্রা রোগে হিতকর।

বৃহৎকট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটী ভৃঙ্গকণাদ্বয়ম্॥
তিক্তাভয়াম্বুকৈরাতং ভার্গী রামঠকং বলা।
দশমূলী কণামূলং নিঃক্বাথ্য ক্বাথমুত্তমম্॥
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ধনুমুখাময়ান্।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আক্‌নাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামুনহাটী, ধলা আঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, গলরোগ, কর্ণমূলশোথ, হনুগ্রহ, মুখরোগ, বাতশ্লেষ্মজ্বর, কাস, শিরোরোগ, শিরোগুরুত্ব ও কফবাতজ বধিরতা বিনষ্ট হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

সন্ধ্যস্থিশিরসাং শূলং প্রলাপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্ দ্ব্যনুগে তৃষ্ণাকণ্ঠাস্যশুষ্কতা॥

সন্ধি অস্থি ও মস্তকে শূলবদ্ব্যথা, প্রলাপ, দেহের গৌরব, ভ্রম, পিপাসা এবং কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা এই সকল লক্ষণ বাতোল্বণ-হীন-পিত্তশ্লেষ্ম সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশিত হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকষায়ঞ্চ দদ্যাদ্বাতোত্তরে জ্বরে।
ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্॥

বাতোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অত্যুষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ বৃহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কট্‌ফলাদিকষায়ঃ।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
দেবদার্ব্বভয়াশৃঙ্গী-কণাভূনিম্বনাগরৈঃ॥
ভার্গীকলিঙ্গকটুকা-শঠীকটতৃণধান্যকৈঃ।
সমাংশৈঃ সাধিতঃ কাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসৈর্যুতঃ॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্তি মন্যাগলাশ্রয়ম্।
কফবাতজ্বরং শ্বাসং কাসং হিক্কাং হনুগ্রহম্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং কফাত্মকম্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং বৃদ্ধিঞ্চ কফমেদসোঃ॥

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শঠী, কটতৃণ (মাদুরকাটিবিশেষ) ও ধনে ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে বাতোল্বণ ও কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বর এবং কর্ণমূল-শোথ, শ্বাসকাসাদি রোগ সকল প্রশমিত হয়।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃষ্ণা বলক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি॥

মল ও মূত্রের রক্তবর্ণতা এবং দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা এইগুলি পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

—:*:—

পরূষকাদি।

পরূষকাণি ত্রিফলা দেবদারু সকট্‌ফলম্।
চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী॥
পৃশ্নিপর্ণীশৃতস্ত্বেভিরুষিতঃ শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥

ফল্‌সা, ত্রিফলা, দেবদারু, কটফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে তাহার কাথ করিবে এবং সেই কাথ শীতল হইলে প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদি।

চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী।
পৃথক্‌পর্ণীসমং সিদ্ধমুষিতং শীতলং জলম্।
পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্॥

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে কাথ করিয়া শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। তাহাতেও পিত্তোল্বণ সন্নিপাত জ্বর নিবারিত হইবে।

কিরাতাদিসপ্তকম্।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা ও মৃণাল, ইহাদের কাথ হিতকর।

কফোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

আলস্যারুচিহৃল্লাস-দাহবম্যরতিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রাকাসেন চাদিশেৎ॥

আলস্য, অরুচি, বমনবেগ, দাহ, বমি, অস্থিরতা, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস, এই সকল লক্ষণ কফোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ হইয়া থাকে।

কফোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

কফোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত বৃহত্যাদি ও বৃহৎকট্‌ফলাদির কাথ প্রয়োগ করিবে।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসোঽতিরুক্।
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে॥

ভ্রম, পিপাসা, দাহ, শরীরে ভার বোধ ও মস্তকে অতিশয় ব্যথা, এই গুলি বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ সন্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
তৎক্বাথো মধুনা হন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরম্॥

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে, বাতপিত্ত-হর ও বৃষ্য স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা-পিপাসাদাহহৃদ্ব্যথাঃ।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে ব্যাধৌ লিঙ্গং পিত্তানুগে বিদুঃ॥

শৈত্য, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ ও হৃদয়ে ব্যথা, এই সমস্ত লক্ষণ বাতকফোল্বণ হীনপিত্ত সান্নিপাতিক জ্বরের জানিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহুর্বাতশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে চাতুর্ভদ্রক অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্।

ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।
মন্দবাতে ব্যবস্থন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে॥

বমন, শৈত্য, মুহুর্মুহুর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও অস্থিবেদনা এই লক্ষণ গুলি পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হীন-বাত সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

পর্পটং কট্‌ফলং কুষ্ঠমুশীরং চন্দনং জলম্।
নাগরং মুস্তকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যোবাং শৃতং হিতম্।
তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে॥

ক্ষেতপাপড়া, কট্‌ফল, কুড়, উশীর, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে তৃষ্ণা দাহ ও অগ্নিমান্দ্যে হিতকর।

(সান্নিপাতিক জ্বরে দোষত্রয়ের মধ্যে একের হীনাবস্থা অপরের মধ্যাবস্থা ও অন্যের প্রবলাবস্থা দৃষ্ট হইলে, সাধারণ সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসোক্ত দশমূল, চতুর্দ্দশাঙ্গ ও অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি ক্বাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।)

ত্র্যুল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে—

—:*:—

যোগরাজঃ।

নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা॥
শর্করা কটুকা মুস্তা গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ।
কিরাততিক্তমমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা॥
যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
সন্নিপাতসমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ॥

শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিম্ব, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কটকী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, চিরতা, (দুই ভাগ গ্রহণার্থ মূলে কিরাত ও তিক্ত পৃথক্ পঠিত হইয়াছে, অতএব চিরতা ২ ভাগ লইবে।) গুলঞ্চ, দশমূল ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে তাহা ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত করে।

শীতাঙ্গাদি-ত্রয়োদশসন্নিপাতজ্বরেষু শীতাঙ্গস্য চিকিৎসামাহ—

ভাস্বমূলং জীরকব্যোষভার্গী ব্যাঘ্রী শুণ্ঠী পুষ্করং গোজলেন।
সিদ্ধং সদ্যঃ শীতগাত্রার্ত্তিমোহশ্বাসশ্লেষ্মোদ্রেককাসান্ নিহন্তি॥
কর্কোটিকাকন্দরজঃ কুলত্থঃ কৃষ্ণাবচাকট্‌ফলকৃষ্ণজীরৈঃ।
কিরাততিক্তানলকট্‌ফলাদ্যুপথ্যাভিরুদ্বর্ত্তনমত্র শস্তম্॥

শীতাঙ্গচিকিৎসা—আকন্দমূল, জীরক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামুনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও কুড়; এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবন করিলে শীতগাত্রতা, মোহ, শ্বাস, শ্লেষ্মোদ্রেক এবং কাস আশু বিনষ্ট হয়।

পীতঘোষার মূল, কুলথকলাই, পিপুল, বচ, কট্ফল, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, চিতার মূল, কট্ফল, বালা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

অথ তন্দ্রিকস্য চিকিৎসা।

ক্ষুদ্রামৃতাপৌষ্করনাগরাণি শৃতানি পীতানি শিবাযুতানি।
শুণ্ঠীকণাগস্তিরসোষণানি নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি॥

কণ্টকারী গুলঞ্চ কুড় শুঁঠ এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করত ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং তাহাতে হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আর শুঁঠ, পিপুল, বকপুষ্পরস ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র বাটিয়া নাসাতে নস্য দিবে। ইহাতে তন্দ্রা নষ্ট হয়।

অথ প্রলাপকস্য চিকিৎসা।

সতগরবরতিক্তারেবতাম্ভোদতিক্তা-
নলদতুরগগন্ধাভারতীহারহূরাঃ।
মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্পীসুপক্বাঃ
প্রলপনমুপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ॥

তগর, ক্ষেতপাপ্ড়া, সোঁদাল, মুতা, কট্কী, নলদ (লামজ্জক—নির্গন্ধ উশীর, তদভাবে বেণার মূল); অশ্বগন্ধা, ভারতী (ব্রহ্মযষ্টি), হারহূরা (দ্রাক্ষা), শ্বেতচন্দন, দশমূল ও শঙ্খপুষ্পী (শঙ্খিনী লতা); এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে প্রলাপ নষ্ট হয়।

অথ রক্তনিষ্ঠীবিনশ্চিকিৎসা।

রোহিষধন্বযবাসকবাসা-পর্পটগন্ধলতাকটুকাভিঃ।
শর্করয়া সমমেষ কষায়ঃ ক্ষতনিষ্ঠীবিন উত্তমুপায়ঃ॥

রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), দুরালভা, বাসক, ক্ষেতপাপ্ড়া, গন্ধলতা (প্রিয়ঙ্গু) ও কট্কী; ইহাদের কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

পদ্মকচন্দনপর্পটমুস্তং জাতিকজীবকচন্দনবারি।
ক্বাথকনিম্বযুতং পরিপক্বং বারি ভবেদিহ শোণিতহারি॥

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা, জাতীপুষ্প, জীবক, চন্দন, গন্ধবালা, যষ্টিমধু ও নিমছাল, ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তোদ্গম নিবারণ হইয়া থাকে।

ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা।

তুরঙ্গগন্ধা লবণোগ্রগন্ধা-মধূকসারোষণমাগধীভিঃ।
বস্তাম্বুশুণ্ঠীলশুনান্বিতাভির্নস্যং কৃশাং ভুগ্নদৃশং করোতি॥

অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও লসুন তুল্যভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া নাসিকাতে নস্য দিলে ভুগ্ননেত্র রোগের উপশম হয়।

অথাভিন্যাসজ্বর-লক্ষণম্।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃস্রোতোঽনুগামিনঃ।
আমান্বিবৃদ্ধা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ॥
জনয়ন্তি মহাঘোরমভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ম্।
স্রস্তৌ নেত্রে প্রসুপ্তিঃ স্যান্ন চেষ্টাং কাঙ্ক্ষিদীহতে॥
নচ দৃষ্টির্ভবেৎ তস্য সমর্থা রূপদর্শনে।
ন ঘ্রাণং নচ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুধ্যতে॥
শিরো লোঠয়তেঽভীক্ষ্ণমাহারং নাভিনন্দতি।
কূজতি তুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে॥
অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে।
প্রত্যাখ্যাতঃ স ভূয়িষ্ঠঃ কশ্চিদেবাত্র সিধ্যতি॥

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয়, বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃসমূহে গমন করিয়া আমরসের

সহিত মিলিত হইয়া চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করত অতি কঠিন ও ভয়ঙ্কর অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণ শক্তি রহিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না ও কাহারও শব্দ বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কিছুই আহার করিতে চাহে না, নিরন্তর সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব করে। কথা ত কহেই না—যদি কহে, তাহাও অতি অল্প। এই রোগী বিশেষরূপে ত্যাজ্য, কদাচিৎ কেহ বা এই ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করে।

নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্॥

অভিন্যাসজ্বর সান্নিপাতিক জ্বরেরই প্রবল অবস্থাবিশেষ মাত্র। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। অভিন্যাস এবং সন্নিপাতজ্বর ক্ষীণধাতুগত হইলে তাহাকে হতৌজা কহে। সুশ্রুতে উক্ত আছে—

অভিন্যাসন্তু তং প্রাহুর্হতৌজসমথাপরে।
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে জগুঃ॥

সেই অভিন্যাস জ্বরকেই কেহ কেহ হতৌজা কহেন। সন্নিপাতজ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য, কেহ কেহ অসাধ্যও বলেন।

অথাভিন্যাসজ্বর-চিকিৎসা।

---*---

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ।
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেঽপি ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্॥

সন্নিপাতজ্বরে যে রোগী প্রলাপ বাক্য কহে ও কম্পিত হয়, তাহার পক্ষে বৃংহণ (সন্তর্পণক্রিয়া) নিষিদ্ধ এবং সে যদি তৃষ্ণা ও দাহে অভিভূত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিবে না।

কারব্যাদিঃ ক্বাথঃ।

কারবীপুষ্করৈরণ্ড-ত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ।
দশমূলা শঠী শৃঙ্গী যাসো ভার্গীপুনর্নবাঃ॥
তুল্যা মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্॥

কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শটী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ পান করিলে স্রোতঃ সকল বিশুদ্ধ এবং অতি উৎকট অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয়।

শৃঙ্গ্যাদিক্বাথঃ।

শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজী-কণাভূনিম্বপর্পটৈঃ।
দেবদারুবচাকুষ্ঠ-বাসকট্ফলনাগরৈঃ॥
মুস্তধন্যাকতিক্তেন্দ্র-যবপাঠাহরেণুভিঃ।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ॥
বিশালারগ্বধারিষ্ট-শটীবাকুচিকাফলৈঃ।
বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বী-যমানীদ্বয়সংযুতৈঃ॥
সমাংশৈর্বিহিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসান্বিতঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ॥
প্রমোহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্ব্বানুপদ্রবান্॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, চিরতা, ক্ষেতপাপ্ড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্ফল, শুঁঠ, মুতা, ধনে, কট্কী, ইন্দ্রযব, আক্নাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতা, রাখালশসা, সোন্দাল, নিম্ব, শঠী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে উৎকট অভিন্যাস জ্বর ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রব প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গাদিঃ।

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্বিল্ব-ব্যাঘ্রীপাঠোরুবূকজঃ।
ক্বাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসানাহশূলনুৎ।

টাবালেবু, পাষাণভেদী, বিল্বমূল, কণ্টকারী, আকনাদি ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে। তাহাতে ঘোরতর অভিন্যাস জ্বর, আনাহ ও শূল রোগ বিনষ্ট হইবে।

কণ্ঠরোধকফশ্বাস-হিক্কাসন্ন্যাসপীড়িতঃ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূল্যম্ভসা পিবেৎ॥

কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা ও সন্ন্যাস রোগে পীড়িত হইলে দশমূলের ক্বাথে টাবালেবুর ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হইবে।

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ।
ঘর্ষেজ্জিহ্বাং জড়াং সিন্ধু-ত্র্যূষণৈঃ সাম্লবেতসৈঃ॥
উচ্ছুষ্কাং স্ফুটিতাং জিহ্বাং দ্রাক্ষয়া মধুপিষ্টয়া।
লেপয়েৎ সঘৃতক্বাস্তং সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে॥

সন্নিপাত জ্বরে ঘর্ম্ম হইলে কুলথ কলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মাখাইবে। জিহ্বার জড়তা হইলে থৈকল, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ একত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফুটিত হইলে মুখ ঘৃতাক্ত করিয়া মধুপিষ্ট কিস্‌মিস্‌ দ্বারা জিহ্বা লেপন করিবে।

কাকজঙ্ঘাজটা নিদ্রাং জনয়েচ্ছিরসি স্থিতা।

কাকজঙ্ঘার (কেউয়া ঠেঙ্গার) মূল মস্তকে ধারণ করিলে রোগির নিদ্রা হইবে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥
রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ।
প্রদেহৈঃ কফবাতঘ্নৈর্বমনৈঃ কবলগ্রহৈঃ॥
কুলত্থকট্‌ফলে শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশিকৈঃ।
সুখোষ্ণৈর্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ॥
গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী বচাকট্‌ফলকাঞ্জিকম্।
কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাম্॥
সুখোষ্ণদশমূলেন প্রলেপোঽপি মহাফলঃ।
বীজপুরকমূলানি চাগ্নিমন্থং তথৈব চ॥
সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলে শ্বয়থুনাশনম্॥

সন্নিপাত জ্বরাবসানে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ হয়, সেই শোথে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়।

কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাঘৃতাদি পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মঘ্ন প্রলেপ, বমন ও কবল ব্যবস্থা করিবে। কুলথ কলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া (অগ্নিস্বিন্ন সিজপত্র রসে) পেষিত ও সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

গেরিমাটী, পাঙ্গালবণ, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও কর্ণমূল-শোথ নিবারিত হয়। দশমূলের সুখোষ্ণ প্রলেপও বিশেষ উপকারী। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চৈ ও চিতামূল সমাংশে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিলে গলশোথ প্রশমিত হয়।

অথাগন্তুজ্বর-লক্ষণম্।

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ।
আগন্তুর্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ॥
শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এব চ।
ভক্তারুচিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া॥
ওষধিগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্বমথুস্তথা।
কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্॥
হৃদয়ে বেদনা চাস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি।
ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ॥
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে।
ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনম্॥
কামশোকভয়াদ্বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ।
ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ॥

আগন্তুজ্বর। শস্ত্র লোষ্ট্র মুষ্টি বা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, অভিচার অর্থাৎ নিরপরাধ ব্যক্তির মারণার্থে শ্যেনাদি যাগবিশেষ, অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহের ও কামাদির সম্বন্ধ এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, এই সকল কারণে

আগন্তু জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিঘাতাদি যে যে কারণে বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপ হয়, সেই সেই কারণোদ্ভূত আগন্তু জ্বরেও তত্তদ্দোষের অনুবন্ধ থাকে।

বিষকৃত জ্বরে—মুখের শ্যাববর্ণতা, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ওষধিবিশেষের আঘ্রাণে যে জ্বর হয়, তাহাতে—মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অভিমত কামিন্যাদির অপ্রাপ্তি জন্য যে কামজ জ্বর হয়, তাহাতে—চিত্তভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও গাত্রশোষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং ভয় শোক ও কোপ জনিত জ্বরে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপ জনিত জ্বরে—মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে উদ্বিগ্ন-চিত্ততা, হাস্য, রোদন ও কম্প হইয়া থাকে।

কামজ, শোকজ ও ভয়জ জ্বরে—বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে বাত, পিত্ত, কফ, এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আর যে ভূতগ্রহের আশ্রয়ে জ্বর হয়, সেই ভূতের হাস্য রোদনাদি যে লক্ষণ, তাহাও প্রকাশ পায়।

অথাগন্তুজ্বর-চিকিৎসা।

অভিঘাতজ্বরে যুঞ্জ্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাম্।
কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং যথাদোষমথাপি বা॥

অভিঘাত জন্য আগন্তুজ্বরে উষ্ণবর্জ্জিত ক্রিয়া, কষায় মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের উপযোগ এবং বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ॥

অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) ও অভিশাপ হইতে জ্বর হইলে হোম, প্রায়শ্চিত্ত, বলি ও মঙ্গলানুষ্ঠানাদি দ্বারা এবং উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্য হেতু জ্বর হইলে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি-সৎকার প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

ওষধিগন্ধবিষজৌ বিষপিত্তপ্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈস্তিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈর্ভিষক্॥

ওষধিগন্ধ ও বিষ জনিত আগন্তুজ্বর, বিষ ও পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং নিম্নলিখিত সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় দ্বারা নিবারিত করিবে।

চাতুর্জ্জাতককর্পূরং কক্কোলাগুরুকুঙ্কুমম্।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥

চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর ও তেজপত্র), কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, ইহাদিগকে সর্ব্বগন্ধ কহে।

ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেব চ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ॥
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ॥
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুদ্ভবঃ॥

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা, কাম্য অর্থ প্রদান ও হিতবাক্য কথন এবং কাম শোক ও ভয় জনিত জ্বরে আশ্বাসপ্রদান, ইষ্টবস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন ও হর্ষোৎপাদন কর্ত্তব্য। কামোদয়ে ক্রোধজ্বর, ক্রোধোদয়ে কামজ্বর এবং কাম ও ক্রোধের উদয়ে ভয়জ ও শোকজ জ্বর নিবারিত হয়।

ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ।
জয়েদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃসান্ত্বৈশ্চ মানসম্॥

বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন (মন্ত্রপূত সর্ষপাদি দ্বারা অভিহনন) দ্বারা ভূতাবেশজনিত জ্বর এবং সান্ত্বনা দ্বারা মানসিক জ্বর প্রশমিত করিবে।

অথ বিষমজ্বর-লক্ষণম্ ।

দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্ ॥
(সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্ ॥)
সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ।
মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ ॥
কুর্য্যাচ্চতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্ ॥
সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে ॥
অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে।
অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্রএককালং প্রবর্ত্ততে ॥
তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ ॥
কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্ ॥
কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ।
বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ ॥
চতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ।
জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ ॥
বিষমজ্বর এবান্যশ্চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ।
মধ্যেঽহনী জ্বরয়ত্যাদাবন্তে চ মুঞ্চতি ॥
নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি।
স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী ॥
প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ।
মন্দজ্বরবিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ ॥

যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি দ্বারা হঠাৎ জ্বর নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদি দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া অনতিবল হইয়া থাকে ; পরে আহার বিহারাদির অনিয়ম ঘটিলে সেই অনতিবল দোষ পুনর্ব্বার বলবান্ হইয়া রসরক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে। (কখন কখন প্রথম হইতেই বিষম জ্বর হইতে দেখা যায়)। ইহা সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকাদি নামে অভিহিত।

বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহা লিখিত হইতেছে ;—দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত, রক্তস্থ হইয়া সতত, মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থিমজ্জগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই চতুর্থক জ্বর অতি ভয়ঙ্কর, যমরূপী ও নানারোগসঙ্কুল।

যে জ্বর সাত দিন, দশ-দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিংবা কেবল দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতেই দুই বার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক (দ্বৈকালিক)।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে একবার মাত্র হইয়া থাকে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক এবং যাহা প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে, তাহাকে চতুর্থক কহে। কেহ কেহ ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরকে বিষমজ্বর কহিয়া থাকে।

তৃতীয়ক জ্বর পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইলে উৎপন্ন হইবার সময় প্রথমে ত্রিক (কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধি) স্থানে, বাতশ্লেষ্মোল্বণ হইলে পৃষ্ঠে এবং বাতপিত্তোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। চতুর্থক জ্বর শ্লেষ্মোল্বণ হইলে অগ্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

যে জ্বর, মধ্যের দুই দিন ক্রমাগত ভোগ করিয়া আদি ও অন্ত দুই দিন বিরত থাকে, তাহাকে চতুর্থক-বিপর্য্যয় কহে। চতুর্থক-বিপর্য্যয়ও বিষম জ্বর।

বাতবলাসক জ্বরে, রোগী শ্লেষ্ম-বহুল, জড়প্রায়, রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট ও অবসন্ন হয়। এই জ্বর নিত্যই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে। প্রলেপক নামে আর এক প্রকার জ্বর আছে, তাহাতে রোগির শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ বোধ হয়, এই জ্বর মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু জ্বরকালে শীতানুভব হয়। এইরূপ জ্বর যক্ষ্মা রোগে হইয়া থাকে।

অথ বিষমজ্বর-জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

বিষমাশ্চ জ্বরাঃ সর্ব্বে সন্নিপাতসমুদ্ভবাঃ।
অথোল্বণস্তু দোষস্তু তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতম্‌॥

সকল প্রকার বিষমজ্বরই সান্নিপাতিক, তাহাদের মধ্যে যে জ্বরে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে।

বাতপ্রধানং সর্পির্ভির্বস্তিভিঃ সানুবাসনৈঃ।
বিরেচনঞ্চ পয়সা সর্পিষা সংস্কৃতেন চ॥
বিষমং তিক্তশীতৈশ্চ জ্বরং পিত্তোত্তরং জয়েৎ॥
বমনং পাচনং রুক্ষমন্নপানঞ্চ লঙ্ঘনম্‌।
কষায়োষ্ণঞ্চ বিষমে জ্বরে শস্তং কফোত্তরে॥

বাতপ্রধান বিষমজ্বরে ঘৃতপান ও স্নেহ-বস্তি ব্যবস্থা করিবে। পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে দুগ্ধপান বা বিরেচক-ঔষধ-সিদ্ধ ঘৃত পান দ্বারা বিরেচন করাইবে এবং তিক্ত ও শীত-বীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধান বিষমজ্বরে বমন, পাচন, রুক্ষ অন্ন পান, লঙ্ঘন এবং কষায় ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রশস্ত।

মহৌষধাদি পাচনম্‌।

মহৌষধগ্রন্থিকতালপর্ণী-মার্কণ্ডিকারগ্বধবালপথ্যাঃ।
সক্ষারমেষাং বিষমজ্বরে চ হিতং শৃতং পাচন-রেচনঞ্চ॥

শুঁঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতা বিশেষ, কাকরোল ভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর।

পটোলাদিঃ।

পটোলযষ্টীমধুতিক্তরোহিণী-
ঘনাভয়াভির্বিষমজ্বরঘ্নঃ।
কৃতঃ কষায়স্ত্রিফলামৃতাবৃষৈঃ
পৃথক্‌ পৃথগ্‌ বা বিষমজ্বরাপহঃ॥

পল্‌তা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুতা ও হরীতকী ইহাদের কাথ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক এই সকল দ্রব্যের কাথ কিংবা মিলিত সমস্ত দ্রব্যের কাথ বিষমজ্বরনাশক।

বিষমজ্বরঘ্ন-ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গীপর্পটবিশ্ববাসককণাভূনিম্বনিম্বামৃতা-
মুস্তাধন্বকভেকজৈশ্চ দশভির্নিঘ্নন্তি সর্ব্বজ্বরান্‌।
জীর্ণান্‌ ধাতুগতাংস্তথাতিবিষমান্‌ সোপদ্রবান্‌ দারুণান্‌
কাথোঽয়ং যদি কুম্ভবাসরমিদং দদ্যাদ্‌ যমাত্রঙ্কিতা॥

বামুনহাটী, ক্ষেত্‌পাপড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপ্পলী, চিরতা, নিম, গুলঞ্চ, মুতা ও দুরালভা, মিলিত এই দশটী দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, ধাতুগতজ্বর ও সোপদ্রব উৎকট বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

মধুকাদিঃ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমৃণালকম্‌।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ কাথঃ সমধুশর্করঃ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্‌।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্‌॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র। পূর্ব্ববৎ কাথ; প্রক্ষেপ—মধু ২ মাষা, চিনি ২ মাষা। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি সুদারুণ জ্বর বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তামলকগুড়ূচী-বিশ্বৌষধকণ্টকারিকাকাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্বিষমজ্বরং হন্তি॥

মুতা, আমলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী, ইহাদের পূর্ব্ববৎ কাথ; প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ২ মাষা, মধু ২ মাষা। ইহা বিষমজ্বরনাশক।

ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গ্যব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের-
পথ্যাকণাহ্বদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাত-
জীর্ণজ্বরশ্বয়থুশীতকবহ্নিসাদান্‌॥

বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপ্পলী, বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের পূর্ব্ববৎ কাথ।

ইহা বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

বৃহদ্‌ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতং দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ্ ভিষক্॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
সন্ততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

বামুনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ, ইহাদের কষায় পান করিলে ধাতুগত সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীত সংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

দাস্যাদিঃ।

দাসীদারুকলিঙ্গলোহিতলতাশ্যামাকপাঠাশঠী-
শুণ্ঠ্যোশীরকিরাতকুঞ্জরকণাত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ।
বল্লীধান্যকনাগরাব্দসরলৈঃ শিগ্রুস্থসিংহীশিবা-
ব্যাঘ্রীপর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং তং ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্।
শীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে॥

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুণ্ঠি, উশীর, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্ট-কারী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্ত-মূল, গুলঞ্চ ও কুড়; ইহাদের ক্বাথে ॥০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষম জ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমি সহিত জ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর, সতত, চতুর্থক, ভূতজ এবং দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বীকলিঙ্গমঞ্জিষ্ঠা-ব্যাঘ্রীদারুগুড়ূচিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটং শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী॥
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধিনাগরং পদ্মকং শঠী।
রামাটরূষঃ সরলং ত্রায়মাণান্বিসন্ধিকম্॥
ভূনিম্বারুকরং পাঠা কুশং কটুকরোহিণী।
মাগধী ধান্যকঞ্চেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সততাদ্যং সুদারুণম্॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথা চ দৈর্ঘরাত্রিকম্॥
শীতং কম্পং ভৃশং দাহং কার্শ্যং ঘর্ম্মস্রুতিং বমিম্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্॥
শোষং হন্যাৎ তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্।
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, শ্যামালতা, শিউলীছোপ, গজপিপ্পলী, ক্ষুদ্রা, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুণ্ঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রাম বাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়যোড়া, চিরতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিপুল ও ধনে, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ; প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা। এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, সতত্ক প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর, অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ, দৈর্ঘরাত্রিক, এই সকল জ্বর; শীত, কম্প, অত্যন্ত দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক ইত্যাদি নানাবিধ রোগ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হয়।

পঞ্চকষায়াঃ।

কলিঙ্গকঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী।
পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বং পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্।
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ॥
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥

ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কীর কাথ সন্তত জ্বর; পল্‌তা, অনন্তমূল, মুতা, আক্‌নাদি ও কট্‌কীর কাথ সতত জ্বর; নিমছাল, পল্‌তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযবের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠের কাথ তৃতীয়ক জ্বর; এবং গুলঞ্চ আমলকী ও মুতার কাথ চতুর্থক জ্বর নাশ করে।

তৃতীয়কজ্বরঘ্ন-মহৌষধাদিঃ।

মহৌষধামৃতামুস্ত-চন্দনোশীরধান্যকৈঃ।
কাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, উশীর ও ধনে, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয়। (ইহা সিদ্ধফল)।

উশীরাদিঃ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচী ধান্যনাগরম্।
অম্ভসা কথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে॥

তৃতীয়ক জ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে উশীর, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠের কাথ, চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ। (তৃতীয়কজ্বরে)

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকাঃ শ্যামাকস্ত্রিফলা বৃষঃ।
কাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

পল্‌তা, নিমছাল, কিস্‌মিস্‌, শ্যামালতা, ত্রিফলা ও বাসকের কাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসাদিঃ। (চতুর্থকে)

বাসাধাত্রীস্থিরাদারু-পথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ কাথশ্চাতুর্থিকবিনাশনঃ॥

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, তাহাতে চতুর্থক জ্বর নিবারিত হইবে।

মুস্তাদিঃ। (চতুর্থকে)

মুস্তাপাঠাশিবাকাথশ্চাতুর্থিকজ্বরাপহঃ।
দুগ্ধেন ত্রিফলা পীতা হন্তি চাতুর্থকং জ্বরম্॥

মুতা, আক্‌নাদি ও হরীতকীর কাথ, কিংবা দুগ্ধের সহিত ত্রিফলা কাথ (বা কল্ক) পান করিলে চাতুর্থিক জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদিঃ। (চতুর্থকে)

পথ্যাস্থিরানাগরদেবদারু-ধাত্রীবৃষৈরেবকথিতঃ কষায়ঃ।
সিতোপলামাক্ষিকসংপ্রযুক্তশ্চাতুর্থকং হন্ত্যচিরেণ পীতঃ॥

হরীতকী, শালপাণি, শুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চতুর্থক জ্বর আশু নিবারিত হয়।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যগ্‌ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ॥০ তোলা, পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত বলেন, কৃষ্ণজীরা অল্প ভাজিয়া লইবে)।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ
বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ॥

রসুন (দগ্ধ করিয়া তাহা) তিলতৈলের সহিত বাটিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে শীঘ্র বিষমজ্বর ও ভয়ঙ্কর বাতরোগ নিবারিত হয়।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ।

হরীতকী বহেড়া ও আমলকী, সমভাগে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ।

কাকজঙ্ঘা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃশ্নিপর্ণী ত্বপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরজোঽষ্টমঃ॥
এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ॥

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী লতা, চাকুলে, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাঁদের মধ্যে কোন একটি গাছের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লাল সূতায় বান্ধিয়া হস্তে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্॥

রবিবারে আপাঙ্গের মূল, সাতগাছি লাল সূতা দিয়া কটিতে বাঁধিলে শীঘ্র তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট হয়।

উলুকদক্ষিণং পক্ষং সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
বধ্নীয়াদ্ বামকর্ণে তু হরত্যৈকাহিকং জ্বরম্॥

পেঁচার দক্ষিণ পক্ষ সাদা সূতায় বান্ধিয়া বাম কর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কর্কটস্য বিলোদ্ভূতমৃদা তত্তিলকং কৃতম্।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

কর্ণস্য মলজালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
জ্বালয়েৎ তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ॥
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে॥

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকা করিয়া তিলতৈলের সহিত জ্বালাইয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবে, চক্ষুর্দ্বয়ে ঐ কজ্জলের অঞ্জন লইলে ত্র্যাহিক জ্বর শান্ত হয়।

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসা ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥
(জয়ন্ত্যাঃ শ্বেতজয়ন্ত্যা ইত্যুপদেশঃ।)

শ্বেত জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর প্রশমিত হয়।

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ।
নস্যং সর্পিঃসমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থিকং জয়েৎ॥

শিরীষ কুসুমের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাটিয়া ঘৃত সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

চাতুর্থিকহরং নস্যং মুনিদ্রুমদলাম্বুনা॥

বকপত্রের রসের নস্য লইলেও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

শৈলূষমণ্ডনরজঃ পুরুষানুরূপং
শুক্লাঙ্গবৎসসুরভীপয়সা নিপীতম্।
আদিত্যবারভবপালিদিনে নরাণাং
চাতুর্থিকং হরতি কষ্টমপি ক্ষণেন॥

রবিবারে পালার দিবসে বিশুদ্ধ হরিতাল শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত (১ রতি) মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

শ্বেতার্ককরবীরস্য চাশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ।
পীতং তণ্ডুলতোয়েন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের কিংবা করবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৬ রতি মাত্রায় চালুনি জলে বাটিয়া পান করিলে চতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

অম্লোটজসহস্রেণ দলেন সুকৃতাং পিবেৎ।
পেয়াং ঘৃতপ্লুতাং জন্তুশ্চাতুর্থকহরীং ত্র্যহম্॥

আমরুলের সহস্রটি পত্রের সহিত দ্বিগুণ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃত সহ তিন দিন সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

কাকমাচীভবং মূলং কর্ণে বদ্ধং নিশাজ্বরম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥

কাকমাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায়, নিশ্চয়ই রাত্রিজ্বর বিদূরিত হয়।

মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকম্।
আর্দ্রকৈঃ সহ ভুঞ্জীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

ভৃঙ্গরাজের মূল সপ্ত খণ্ড করিয়া এক এক খণ্ড আদার সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণাম্বরদৃঢ়াবদ্ধ-গুগ্‌গুলুলূকপুচ্ছজঃ।
ধূপশ্চাতুর্থিকং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ॥

ভৃঙ্গরাজাদির রসে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু ও পেচকের পুচ্ছ দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া তাহার ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলেও চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গধূপঃ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

গুগ্‌গুলু, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত এই অষ্টাঙ্গের ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলে বিষমজ্বর প্রশান্ত হয়।

অপরাজিতো ধূপঃ।

পুরধ্যামবচাসর্জ্জ-নিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ॥

গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিম্বপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নিবারিত হয়।

অজাদি-ধূপঃ।

অজায়াশ্চর্ম্মরোমাণি বচাকুষ্ঠপলঙ্কষাঃ।
নিম্বপত্রাণি মধু চ ধূপনং জ্বরনাশনম্॥

ছাগের চর্ম্ম ও লোম এবং বচ, কুড়, গুগ্‌গুলু, নিমপাতা ও মধু, এই সকল দ্রব্যের ধূপ বিষমজ্বরনাশক।

সহদেব্যাদি-ধূপঃ।

সহদেবীবচাভদ্রা-নাকুলীভিঃ প্রধূপনম্।
প্রদেহোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদেভির্বা জ্বরশান্তয়ে॥

গন্ধভাদুলে, বচ, মুতা ও রাস্না, ইহাদের ধূপ, প্রদেহ বা উদ্বর্ত্তন বিষমজ্বরনাশক।

মাহেশ্বর-ধূপঃ।

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ।
গব্যাস্থানি তথা ধ্যামং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী॥
সর্ষপং নিম্বপত্রাণি পিচ্ছাহিকঞ্চুকং তথা।
মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ॥
দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থিতুষাস্তথা।
ছাগগোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ।
উদূখলে তু সংকুট্য স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে শুভে॥
ঘ্রাণমাত্রেণ ধূপোঽয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি।
ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ॥
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্।
এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায় ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত; এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার ধূপ প্রয়োগ করিবে। সেই ধূপ গ্রহণ করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়। যে গৃহে ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় সর্প, পিশাচ ও রাক্ষস থাকিতে পারে না।

অথ শীতপূর্ব্ব-দাহপূর্ব্ব-জ্বরলক্ষণম্।

বিদগ্ধেঽন্নরসে দেহে শ্লেষ্মপিত্তে ব্যবস্থিতে।
তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্রজায়তে॥
কায়ে দুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ।
তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ॥
কায়ে শ্লেষ্মা যদা দুষ্টঃ পিত্তকান্তে ব্যবস্থিতম্।
শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ॥
ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে।
তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ॥
করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থং দাহমতীব চ।
তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ॥
দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি-জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ॥
দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ॥

যদি আহার-রস পরিপাক না হইয়া দূষিত হয় এবং যদি দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা বিভাগানুসারে অর্থাৎ হরগৌরীরূপে কিংবা নরসিংহ-আকারে শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে অবস্থিত

থাকে, তাহা হইলে যে ভাগে পিত্ত থাকে, দেহের সেই ভাগ উষ্ণ এবং যে ভাগে শ্লেষ্মা থাকে, সেই ভাগ শীতল হয়।

যদি দুষ্ট পিত্ত কোষ্ঠে এবং শ্লেষ্মা হস্তে ও পাদে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রোগির শরীর উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল হয়। আর যদি ইহার বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ কোষ্ঠে দুষ্ট শ্লেষ্মা ও হস্ত-পদে দুষ্ট পিত্ত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে শরীর শীতল ও হস্ত পদ উষ্ণ থাকে।

যদি দুষ্ট শ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বকৃস্থ অথবা ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে শীত জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে এবং কিছু ক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্মানিলের বেগ কমিয়া যায়, তখন শেষে পিত্ত দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহাকে শীত-পূর্ব্ব জ্বর কহে। আর সেই প্রকারে দুষ্ট পিত্ত যদি ত্বকৃস্থ বা ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে দাহ জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দবেগ হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু, শেষে শীত জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে দাহ-পূর্ব্ব জ্বর কহে। এই দাহ-পূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইহা দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহ-পূর্ব্ব জ্বর অতি কষ্টপ্রদ ও কৃচ্ছ্রসাধ্যতম।

অথ শীতপূর্ব্ব-দাহপূর্ব্ব-জ্বরচিকিৎসা।

শীতপূর্ব্বজ্বরে—

ভদ্রাদিকষায়ঃ।

ভদ্রাধন্যাকশুণ্ঠীভিগু'ড়ূচীমুস্তপদ্মকৈঃ।
রক্তচন্দনভূনিম্ব-পটোলবৃষপৌষ্করৈঃ॥
কটুকেন্দ্রযবারিষ্ট-ভার্গীপর্পটকৈঃ সমম্।
কাথং প্রাতর্নিষেবেত সর্ব্বশীতজ্বরাপহম্॥

কট্‌ফল, ধনে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পল্‌তা, বাসক, কুড়, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বামুনহাটী ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শীতজ্বর নিবারিত হয়।

শীতপূর্ব্বজ্বরে—

ঘনাদিকষায়ঃ।

ঘননিম্বমহৌষধামৃতা-কটুবার্ত্তাকিপটোলবৎসকৈঃ।
বিহিতং মধুনা যুতং পিবেৎ কিল শীতজ্বরশান্তয়ে শৃতম্॥

মুতা, নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, তিৎবেগুন, পল্‌তা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে শীতজ্বর প্রশান্ত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে—

বিভীতকাদিকষায়ঃ।

বিভীতো ব্যাধিঘাতশ্চ কটুকী ত্রিবৃতাভয়া।
কাথো হন্ত্যং তৃষাদাহ-বিষমজ্বরনাশকৃৎ॥

বহেড়া, সোন্দাল, কট্‌কী, তেউড়ী ও হরীতকী; ইহাদের কাথ পান করিলে দাহপূর্ব্ব বিষমজ্বর এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে—

মহাবলাদিকষায়ঃ।

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং
কাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং
বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ॥

পাতালগরুড়ী লতার মূল ও আতইচের কাথ দুই তিন দিন সেবন করিলে দাহ শীত ও কম্পযুক্ত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্তা স্যাৎ ক্রিয়া বাতবলাসকে॥
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দাহতৃষ্ণাসমন্বিতে।
পয়ঃ পীযূষসদৃশং নবে তু বিষোপমম্॥
চন্দনাদ্যং হিতং তৈলং শোষাধিকারকীর্ত্তিতম্।
তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥

বাতবলাসক-জ্বরে বাতশ্লেষ্ম-জ্বরোক্ত চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণকফ-জীর্ণজ্বরে দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে, জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ অমৃততুল্য, কিন্তু নূতন জ্বরে

উহা বিষোপম। শোথাধিকারোক্ত চন্দনাদি তৈল ও নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অথ জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽপবা॥
পিপ্পলীমধুসংমিশ্রং গুড়ূচীস্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বরকফপ্লীহ-কাসারোচকনাশনম্॥

গুলঞ্চের ক্বাথে অথবা স্বল্পপঞ্চমূলের (বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারি ছালের) ক্বাথে ৵০ আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের স্বরস, পিপুলচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলেও জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হইয়া থাকে

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং
ক্বাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥
ঊর্দ্ধ্বগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে।
পিত্তানুবন্ধে সন্ত্যাজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু॥

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে দুই মাষা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ঊর্দ্ধগ রোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

রাত্রিজ্বরে—

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্॥
নিশাভবং জ্বরং বাত-কফপিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্॥

গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ৵০ আনা ও মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিঃ।

দ্রাক্ষামৃতা শটী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্।
নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সদুরালভঃ॥
উশীরং ধান্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা।
পুষ্করং পিচুমর্দ্দশ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং শৃতম্॥
জীর্ণজ্বরারুচিশ্বাস-কাসশ্বয়থুনাশনম্॥

জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আক্‌নাদি, চিরতা, দুরালভা, উশীর, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিম্ব, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

প্লীহজ্বরে—

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেৎ তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্।
এতস্য পানমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥
(নিদিগ্ধিকাগণঃ—স্বল্পপঞ্চমূলম্।)

নিদিগ্ধিকাদিগণ (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), হরীতকী ও রোড়া, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ মাষা ও পিপুলচূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে; তাহাতে প্লীহজ্বর নিবারিত হইবে।

অস্থিকর্কটপঞ্চাঙ্গং শুণ্ঠ্যা চিরজ্বরপ্রণুৎ॥
অস্থিকর্কটস্য মূলবল্কলপত্রপুষ্পফলং সংকুট্য পোটলীং বদ্ধা দগ্ধ্বা রসং গৃহীত্বাতঃ (২ তোলা) শুণ্ঠ্যা পেয়ঃ।

হাড়কাঁকড়ার মূল ছাল পত্র পুষ্প ও ফল কুটিয়া পুটুলী বান্ধিয়া পোড়াইবে। ইহার

নিঃসৃত রস ২ তোলা লইয়া শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, তাহাতে বহুকালের জ্বর নিবারিত হইবে।

গুড়ূচী পর্পটো ভেক-পর্ণী চ হিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনী, হেলেঞ্চা ও পল্‌তা পুটপাকে ইহাদের রস বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া ঐ রস ২ তোলা পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণ বাতপিত্ত-জ্বর নিবারিত হয়।

মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালীদলজো রসঃ॥

শেফালীপত্রের রস মধু দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

অথ রসাদিধাতুগতজ্বর-লক্ষণম্।

গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈন্যঞ্চাপ্যুপজায়তে॥
রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ।
প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম্॥
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্রপুরীষতা।
উষ্মান্তর্দ্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে॥
ভৃশং স্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেব চ।
দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানির্মেদঃস্থে চাসহিষ্ণুতা॥
ভেদোঽস্থ্নাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেব চ।
বিক্ষেপণঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে॥
তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা।
অন্তর্দ্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মচ্ছেদশ্চ মজ্জগে॥
মরণং প্রাপ্নুয়াৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে।
শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ॥

রসাদি সপ্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ—জ্বর বিশেষরূপে রস-ধাতুকে প্রাপ্ত হইলে, দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

জ্বর রক্তগত হইলে, মুখ হইতে অল্প অল্প রক্তোদ্গিরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বর মাংসগত হইলে, জঙ্ঘামাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মল-মূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বর মেদোগত হইলে, অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জ্বর অস্থিগত হইলে, অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরেচন, বমন ও হাত-পা-ছোড়া, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে, অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়-চ্ছেদবৎ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

শুক্রগত জ্বরে পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্র ক্ষরিত হয়। এই জ্বরে রোগির মৃত্যুই হইয়া থাকে।

অথ রসাদিধাতুগতজ্বর-চিকিৎসা।

রসস্থে চ জ্বরে তস্মিন্ কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে।
সেকসংশমনালেপ-রক্তমোক্ষাস্ত্বসৃগগতে॥
তীক্ষ্ণান্ বিরেকাংশ্চ তথা কুর্য্যান্মাংসগতে জ্বরে।
মেদঃস্থে রেচনং স্বেদো বমনঞ্চ প্রশস্যতে।
অস্থিস্থে মর্দ্দনং স্বেদো মজ্জশুক্রগতং ত্যজেৎ॥

জ্বর রসধাতুগত হইলে বমন ও লঙ্ঘন; রক্তগত হইলে জলসেক, সংশমন, প্রলেপন ও রক্তমোক্ষণ; মাংসগত হইলে তীক্ষ্ণ বিরেচন; মেদোগত হইলে বমন, বিরেচন ও স্বেদ; অস্থিগত হইলে মর্দ্দন ও স্বেদ কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর মজ্জগত বা শুক্রগত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

রসরক্তাশ্রিতঃ সাধ্যো মাংসমেদোগতশ্চ যঃ।
অস্থিমজ্জগতশ্চাপি শুক্রস্থস্তু ন সিধ্যতি॥

রস রক্ত মাংস ও মেদোগত জ্বর সাধ্য; অস্থি-মজ্জগত জ্বরও কদাচিৎ সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু শুক্রগত জ্বর কখনই সাধ্য হয় না।

অথ জ্বরস্যোপদ্রবাঃ।

শ্বাসো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতিসারবিড্‌গ্রহাঃ।
হিক্কাকাসাঙ্গদাহাশ্চ জ্বরস্যোপদ্রবা দশ॥

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ এই ১০ দশটি জ্বরের উপদ্রব।

সপ্তাতোপদ্রবো ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন স্যাচ্চিকিৎসকৈঃ।
ব্যাধৌ শান্তে প্রশাম্যন্তি সদ্যঃ সর্ব্বেঽপ্যুপদ্রবাঃ॥
অতো ব্যাধিং জয়েদ্ যত্নাৎ পূর্ব্বং পশ্চাদুপদ্রবম্।
ভিষগ্‌যোঽকুশলঃ সোঽত্র জয়েৎ পূর্ব্বমুপদ্রবম্॥
তেষপি প্রচুরেষু প্রাগ্‌ নাশয়েদাশুকারিণম্।
মূলব্যাধিং জয়েৎ পূর্ব্বং জ্ঞেয়ো যো বা ভবেদ্ বলী।
অবিরোধেন বা কুর্য্যাদুভয়োরপি চ ক্রিয়াম্॥

ব্যাধির শান্তি হইলেই উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে, অতএব উপদ্রব সকল প্রকাশ হইলেও চিকিৎসকের ব্যাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অগ্রে যত্নপূর্ব্বক রোগের প্রতীকার করা উচিত। যে চিকিৎসক অনভিজ্ঞ, সেই প্রথমে উপদ্রবের শান্তি করিতে চেষ্টা করে। যদি প্রচুর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও অগ্রে সকলের প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া তাহাদের মধ্যে যেটি আশু বিপজ্জনক, প্রথমে তাহারই শান্তি করিবে। ব্যাধিসঙ্কর স্থলে অগ্রে মূল ব্যাধি বা যেটি বলবান্ সেইটির প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। যদি মূল ব্যাধির ও উপদ্রবের শান্তি একেবারেই করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উভয়ের এরূপ চিকিৎসা করিবে, যেন পরস্পর-বিরোধী না হয়।

অথ জ্বরোপদ্রব-চিকিৎসা।

শ্বাসোপদ্রব-চিকিৎসা।

সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী
শৃঙ্গী ভার্গী পুষ্করং রোহিণী চ।
সাকং শঠ্যা শৈলমল্যাশ্চ বীজং
শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতে দশাঙ্গঃ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলপত্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কট্‌কী, শটী ও শৈলমলীর বীজ (কৈকেয়া, হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ), এই দশাঙ্গ কাথ শ্বাসোপদ্রব-নিবারক।

মধুনা কৃষ্ণাকট্‌ফল-কর্কটশৃঙ্গীভবং চূর্ণম্।
শ্বাসাময়ে মহোগ্রে লীঢ়্বা লোকঃ সুখী ভবতি॥

পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উগ্র শ্বাস প্রশমিত হয়।

বন্যোপলাগ্নিতাপিত-দাত্রস্যাগ্রেণ পঞ্জরে দাহঃ।
অপহরতি শ্বাসাময়মসংশয়ং ভাষিতং মুনিভিঃ॥

বিলঘুঁটের অগ্নিতে দাত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাজরায় দাগ দিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছোপদ্রব-চিকিৎসা।

আদ্রকস্য রসেনস্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ।
অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ॥
শীতাম্বুসাক্ষিসেকঃ সুরভির্ধূপঃ সুগন্ধি পুষ্পঞ্চ।
মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ॥

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্য এবং সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচচূর্ণ এই দ্রব্যত্রয় মধুর সহিত মিলাইয়া তাহার অঞ্জন দিবে। আর চক্ষুতে শীতল জলসেক, সুরভিধূপ প্রদান, সুগন্ধি পুষ্পাঘ্রাণ, মৃদু মৃদু তালবৃন্ত ব্যজন ও কচি কদলীপত্র স্পর্শ মূর্চ্ছাপনোদনে প্রশস্ত।

অরুচ্যুপদ্রব-চিকিৎসা।

অরুচৌ তু শৃঙ্গবেরজরসকৈঃ সোষ্ণৈঃ সিন্ধুজৈঃ কবলঃ।
সিন্ধুত্থমাতুলুঙ্গীফলকেশরধারণং বক্ত্রে॥

জ্বরে অরুচি উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব-লবণের সহিত আদার রস গরম করিয়া তাহা অথবা সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ করিবে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্।
ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যে তু ধারয়েৎ॥

ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর বা চিনির সহিত আমলকী ও দ্রাক্ষার কল্ক মুখে ধারণ করিলে অরুচি নিবারিত হয়।

বমনোপদ্রব-চিকিৎসা।

ক্বাথো গুড়ূচ্যাঃ সমধুঃ সুশীতঃ
পীতঃ প্রশান্তিং বমনস্য কুর্য্যাৎ।
বিণ্মক্ষিকাণাং মধুনাবলীঢা
সচন্দনা শর্করয়ান্বিতা বা॥

গুলঞ্চের ক্বাথ সুশীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমনোপদ্রবের শান্তি হয়। মধু, চন্দন অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিলেও বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণোপদ্রব-চিকিৎসা।

দন্তশঠবীজপূরক-দাড়িমবদরৈঃ সচুক্রকৈর্ব্বদনে।
লেপো জয়তি পিপাসামথ রজতগুটী মুখান্তঃস্থা॥

কয়েৎবেল, টাবালেবু, দাড়িম্, কুল ও মহাদা (অম্লদ্রব্য বিশেষ), এই সকল দ্রব্য বাটিয়া মুখে লেপ দিলে, অথবা রজত গুটিকা মুখাভ্যন্তরে ধারণ করিলে পিপাসা দূরীভূত হইয়া থাকে।

শীতং পয়ঃ ক্ষৌদ্রযুতং নিপীতমাকণ্ঠমাশ্বেব তদুদ্বমেচ্চ।
তর্ষপ্রকর্ষপ্রশমায় বক্ত্রে দদ্যাদ্ গদক্ষৌদ্রবটাগ্রলাজান্॥

প্রবল পিপাসা শান্তির জন্য, শীতল জল মধুর সহিত আকণ্ঠ পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। কুড়, বটাঙ্কুর ও খৈ চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলেও পিপাসার শান্তি হয়।

অতিসারোপদ্রব-চিকিৎসা।

বৎসাদনীবৎসকবারিবাহ-বিশ্বস্তরা নিম্ববিষাঃ সবিশ্বাঃ।
জ্বরেঽতিসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতাবৎসকবারিবাহাঃ॥

গুলঞ্চ, কুড়্চিছাল, মুতা, চিরতা, নিমছাল, আতইচ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়্চিছাল ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্বরায় অতিসারোপদ্রব নিবৃত্তি পায়।

পাঠাদিপাচনম্।

পাঠামৃতাপর্পটমুস্তবিশ্বা-কিরাততিক্তেন্দ্রযবান্ বিপাচ্য।
পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্বান্ জ্বরাতিসারানপি দুর্নিবারান্॥

আক্নাদিমূল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা, আতইচ, চিরতা ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। ইহা পান করাইলে ভয়ানক জ্বরাতিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

বিড়্গ্রহোপদ্রব-চিকিৎসা।

বিড়্গ্রহে বাতজিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদস্রানুলোমনম্।
মলং প্রবর্ত্তয়েদাশু তীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ॥

জ্বরে মলবিবদ্ধতা উপদ্রব উপস্থিত হইলে বায়ুর অনুলোমক ও শান্তিকর ক্রিয়া সকল করিবে এবং গুহে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা মল নির্গত করাইবে। ময়নাফলাদি ঔষধ দ্বারা যে বর্ত্তি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহে।

পথ্যারগ্বধতিক্তা-ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে দদ্যাদাশ্বেব বিড়্গ্রহঃ শাম্যেৎ॥

জীর্ণজ্বরে মলবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোন্দালের আঠা, কট্কী, তেউড়ী ও আম-

লকী, ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে, তাহাতে মলবিবদ্ধতা দূর হইবে।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

দেবদালী স্বর্ণপুষ্পং গুড়েন গুড়িকা কৃতা।
গুদমধ্যে প্রদেয়েষা পাতয়েচ্চ মহাগদম্॥
অধশ্চ সামমায়াতি পুনঃ সা দীয়তে গুদে।
প্রক্ষাল্য বারিণা চৈনাং বারং বারং প্রদাপয়েৎ॥
অনেন ক্রমযোগেণ মলমামং বিরেচনম্।
জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ম্॥

ঘোষাফল ও সোন্দাল সমভাগে একত্র গুড় দিয়া মৰ্দ্দন করিয়া লম্বাকৃতি বটক প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিয়া নির্গত করিলে আম নির্গত হইবে। পুনরায় উক্ত বর্ত্তি জলে ধৌত করিয়া গুহ্যদেশে প্রদান করিবে, এইরূপ বারংবার করিবে। ইহাতে আম ও মল নির্গত হইয়া শরীর নিরাময় ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইবে।

হিক্কোপদ্রব-চিকিৎসা।

নীরেণ সিন্ধুত্থরজোঽতিসূক্ষ্মং
নস্তঞ্চ নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্।
শুণ্ঠী হঠাদ্বা সিতয়া সমেতা
ধূপোঽথবা হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ॥

জ্বরে হিক্কা হইলে, জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণের অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠীচূর্ণের নস্ত কিংবা নাসিকায় হিঙ্গুর ধূম গ্রহণ করিবে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ হিক্কাং ছর্দ্দিঞ্চ নাশয়েৎ॥

অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ ও তাহা জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়।

শুষ্কস্যাশ্বপুরীষস্য ধূপো হিক্কাং নিবারয়েৎ।
অপি সর্ব্বাত্মিকাঞ্চৈব যোগরাড়য়মীরিতঃ॥

শুষ্ক অশ্বপুরীষের ধূম গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক হিক্কাও নিবারিত হয়।

কাসোপদ্রব-চিকিৎসা।

কাসে কণা কণামূলং কলিদ্রুমফলং রজঃ।
সবিশ্বভেষজং লিহ্যান্মধুনা বা বৃষারসম্॥

জ্বরে কাসোপদ্রব উপস্থিত হইলে পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন কিংবা বাসকের রস মধু সহ পান করিলে কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাশুবিধারিতম্॥

ঘৃতাভ্যক্ত বহেড়া গোবরের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করত সেই বহেড়া মুখে ধারণ করিলে কাসোপদ্রব বিনষ্ট হয়।

বিভীতকত্বঙ্মরিচং লবঙ্গং সর্ব্বৈঃ সমানং খদিরস্য সারম্।
বব্বূলজক্বাথকৃতা বটীয়ং মুখস্থিতা কাসহরা ক্ষণেন॥

বহেড়ার ছাল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম খদির; এই সকল দ্রব্য বাবলার ক্বাথে বটী করিয়া মুখে ধারণ করিলে আশু কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

দাহোপদ্রব-চিকিৎসা।

দাহাধিকারলিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্।
পরং জ্বরাবিরুদ্ধং যন্মুখ্যো নাশ্যো জ্বরো যতঃ॥

দাহোপদ্রব-নিবারণার্থ দাহাধিকারোক্ত চিকিৎসা করিবে; পরন্তু সেই চিকিৎসা যেন জ্বরের অবিরোধী হয়, যে হেতু জ্বর ও দাহের মধ্যে জ্বরই প্রধান নাশ্য।

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

সুদর্শন-চূর্ণম্।

কালীয়কস্তু রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বো গ্রন্থিকং বালকং শঠী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলং সেন্দ্রযবং বহ্নী দার্ব্বী কুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা॥

যমাশুতিবিষা বিশ্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রকপটোলকম্॥
কলসী চৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বদ্রব্যস্য চার্দ্ধন্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
এতৎ সুদর্শনং নাম জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ॥
যথা সুদর্শনং চক্রং দানবানাং নিসূদনম্।
তথা জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদমেব নিগদ্যতে॥

কৃষ্ণাগুরু (অভাবে অগুরু), হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, দুরালভা, কাক্ড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঠ, বলাডুমুর, ক্ষেতপাপ্ড়া, নিমছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বামূল, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাবীজ, সুঁদি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, উশীর, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্কী, চিতামূল, পল্তা ও চাকুলে, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং এই সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ। মাত্রা—৵০ আনা হইতে আধ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, সৌম্য কিংবা তীক্ষ্ণবীর্য্যোত্থিত জ্বর, অন্তর্বেগ বা বহিঃস্থ জ্বর, স্থানদোষজ অথবা জলদোষজ জ্বর ও বিরুদ্ধ-ঔষধ-সেবনজনিত জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাধ্যাসাধ্য জ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয়।

আমলক্যাদি চূর্ণম্।

আমলং চিত্রকং পথ্যা পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা।
চূর্ণিতোঽয়ং গণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ভেদী রুচিকরঃ শ্লেষ্ম-জেতা দীপনপাচনঃ॥

আমলকী, চিতা, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগচূর্ণ সর্ব্ববিধজ্বরনাশক এবং ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিকর ও পাচক।

জ্বরভৈরব-চূর্ণম্।

নাগরং ত্রায়মাণা চ পিচুমর্দ্দো দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী॥
পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী।
মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দনমুস্তকম্॥
কুটজস্য ফলং বল্কং যষ্টীমধুকচিত্রকম্।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষা চ কটুরোহিণী॥
মুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা।
মরিচকাম্লিকা বিল্বং বালং পঞ্চসু পর্পটা॥
তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম্।
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তদর্দ্ধং প্রক্ষিপেৎ তস্য চূর্ণং ভূনিম্বসম্ভবম্॥
মাত্রামস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞন্তু জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মানসানপি নাশয়েৎ॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা।
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
অগ্নিমান্দ্যং যকৃৎপ্লীহ-পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
উদরাণ্যগ্রবৃদ্ধিঞ্চ রক্তপিত্তং ত্বগাময়ম্॥
ক্ষয়থুঞ্চ শিরঃশূলং বাতাময়রুজাপহম্।
জ্বরভৈরবসংজ্ঞন্তু ভৈরবেণ কৃতং শুভম্॥

শুঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপ্ড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলকী, চাকুলে, পটোল-

পত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে; পরে সমষ্টিচূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া ইহার মাত্রা প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—৵০ আনা হইতে ॥০ অর্দ্ধতোলা। ইহার নাম জ্বরভৈরব চূর্ণ। এই মহৌষধ সেবনে সুদর্শনচূর্ণের বঙ্গানুবাদে লিখিত সর্ব্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়, অধিকন্তু উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল, বাতব্যাধি ও বাতিক শূল প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণম্।

লৌহাভ্রটঙ্কণং তাম্রং তালকং বঙ্গমেব চ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্॥
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচা চ রজনীদ্বয়ম্।
উশীরং চিত্রকং দেব-কাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্॥
জীবকর্ষভকাগ্রাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্রং কটুত্রয়ম্॥
গুড়ূচীত্বগ্‌ধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী।
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টীমধু সমং সমম্॥
ভাগাচ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্।
তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্।
এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং জ্বরনাগময়ূরকম্॥
প্রাতর্ম্মিলিতং খাদ্যং যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।
সন্ততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং জ্বরম্।
দাহশীতজ্বরং ঘোরং চাতুর্থাদিবিপর্য্যয়ম্॥
জীর্ণঞ্চ বিষমং সর্ব্বং প্লীহানমুদরং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
ভ্রমং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ শূলানাহৌ ক্ষয়ং তথা।
যকৃতং গুল্মশূলঞ্চ আমবাতং নিহন্তি চ॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানু-পার্শ্বানাং শূলনাশনম্।
অনুপানং শীতজলং ন দেয়মুষ্ণবারিণা॥

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, উশীর, চিতামূল, দেবদারু, পলতা, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের চিনি, ধনে, কট্‌কী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, বালা, বেলছাল, যষ্টিমধু; প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনি শাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ। সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর এবং প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শূল, কাস, আমবাত, যকৃৎ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ অনুপান—শীতল জল। মাত্রা—১ মাষা হইতে ২ মাষা।

নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ।

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে॥

রস-চিকিৎসায় দোষের সামতা-নিরামতা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল, ইহাদের কিছুই বিচার আবশ্যক করে না।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা।
সর্ব্বং তস্যোপহাসায় ধর্ম্মহীনো যথা বুধঃ॥

সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রসক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ থাকিলে, ধর্ম্মহীন পণ্ডিতের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

অনুপানৈ রসা যোজ্যা দেশকালানুসারিভিঃ।
দোষঘ্নৈর্ম্মধুনা বাপি কেবলেন জলেন বা॥
(রসা ইত্যুপলক্ষণম্, অন্যান্যপি ভেষজানি যোগ্যানুপানৈর্দেয়ানি)।

রসঘটিত ঔষধ সকলের অনুপানার্থ দেশ, কাল ও দোষের বলাবল অনুসারে দোষঘ্ন দ্রব্য বিধান করিবে; অথবা মধু কিংবা কেবল জল সহ ঔষধ সেবন করিবে। অন্যান্য ঔষধের পক্ষেও এই নিয়ম।

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা।
জলসেকাবগাহাদ্যৈর্বলিনস্তে তু নান্যথা॥

রসজনিতবিদাহে শীততোয়াভিষেকো
মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণদধি সিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভো
মধুরশিশিরপানং শীতবস্তুচ্চ শস্তম্॥

শম্ভুপ্রোক্ত যে সকল রস মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত, সেই সকল রস সেবনের পর জলসেচন ও অবগাহন ক্রিয়া করিলে ঔষধের বল বর্দ্ধিত হয়। রস সেবনে বিদাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদি অনুলেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সংযুক্ত টাট্‌কা দধি সেবন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীতক্রিয়া হিতকর।

হিঙ্গুলেশ্বরঃ।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলীং হিঙ্গুলং বিষম্।
দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া * বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে॥

পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি (ব্যবহার অর্দ্ধরতি) মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

শীতভঞ্জী-রসঃ।

রসহিঙ্গুলগন্ধঞ্চ জৈপালং সম্মিতং ত্রিভিঃ।
দন্তীক্বাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ রক্তিকাদ্বয়ম্।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্ যামমাত্রতঃ॥
শর্করাদধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুর্মুদ্গরসো হিতঃ।
শীতভঞ্জীরসো নাম্না সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ, একত্র দন্তীক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান— আদার রস। ইহা সেবনে মহাঘোর নবজ্বর উপশমিত হয়। ঔষধসেবনান্তে ইক্ষু, মুগের যুষ কিংবা শীতল জল সেবন করা কর্ত্তব্য। চিনি ও দধির সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

* গুঞ্জার্দ্ধং মধুনা দেয়মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তরুণজ্বরারিঃ।

জৈপালগন্ধং বিষপারদঞ্চ
তুল্যং কুমারীস্বরসেন মর্দ্দ্যম্।
অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন
খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ॥
দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা
ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি।
জাতে বিরেকে বিগতজ্বরঃ স্যাৎ
পটোলমুদ্গাম্বুনিষেবণেন॥

জয়পাল, গন্ধক, বিষ ও পারদ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। তরুণজ্বারি নামক এই ঔষধ জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে প্রযোজ্য। ইহা সেবনে বিরেচন হইলে জ্বরত্যাগ হইবে। পথ্য—পটোল ও মুদ্গযূষ।

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদি-নবজ্বরহরং পরম্॥
আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধু-যুক্তঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতৈর্দ্দাক্ষ দধি পথ্যং রুচৌ দদেৎ॥
(হেম্নঃ ধুস্তূরস্য)

তাম্রভস্ম ও মিঠাবিষ সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে শতবার ভাবনা দিয়া আধ রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহা আদার রস, চিনি ও সৈন্ধব সহ সেবন করিলে নবজ্বর ও সন্নিপাতাদি জ্বর নিবারিত হয়। পথ্য—ইক্ষু, দ্রাক্ষা, চিনি, শশা ও দধি প্রভৃতি।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

পিপ্পলীং জাতিকোষঞ্চ পারদং গন্ধকং বিষম্।
বারিণা মর্দ্দয়েৎ খল্লে রক্তিকার্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥
স্বচ্ছন্দভৈরবো নাম ভৈরবেণ বিনির্ম্মিতঃ।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়িত্রী ও পিপ্পলী, সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ-

রতি পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয়। (অবিরাম জ্বরে স্বচ্ছন্দভৈরব দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।)

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ।

সগন্ধটঙ্কং রসতালকঞ্চ বিমর্দ্দ্য সংভাবয় মীনপিত্তৈঃ।
দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাদ্ বৃন্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যম্।
নবজ্বরেভাঙ্কুশনামধেয়ঃ ক্ষণেন ঘর্ম্মোদ্গমমাতনোতি॥

সোহাগা, গন্ধক, পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া মর্দ্দিত করত রোহিতমৎস্যের পিত্তে ২ দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা—২ রতি। পথ্য—বেগুন, ঘোল ও অন্ন। এই নবজ্বরেভাঙ্কুশ সেবনে অল্প সময়ের মধ্যে ঘর্ম্মোদগম হইয়া নবজ্বর প্রশমিত হয়।

নবজ্বরেভসিংহঃ।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকম্।
মরিচং পিপ্পলীং বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ॥
অৰ্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ম্।
শৃঙ্গবেরাম্বুপানেন দদ্যাদ্গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্॥
নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থে গ্রহণীগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অৰ্দ্ধ ভাগ (কেহ কেহ বলেন সমষ্টির অৰ্দ্ধেক বিষ)। একত্র জলে দুই দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

নবজ্বরহরবটী।

রসগন্ধৌ বিষং শুন্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ।
পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতম্॥
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পীরসৈঃ পুটেৎ।
বটীং মাষমিতাং কুর্য্যাদ্ ভক্ষয়েৎ নূতনে জ্বরে॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া দ্রোণপুষ্পীর (ঘলঘসিয়ার) রসে মর্দ্দন করিবে এবং পুটপাক করিয়া মাষকলায়ের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা নূতন জ্বরে প্রযোজ্য।

নবজ্বরারিরসঃ।

একভাগো রসো ভাগ-দ্বয়ঞ্চ শুদ্ধগন্ধকম্।
গরলস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্ভাগা হিমাবতী॥
জৈপালকপঞ্চভাগো নিম্বুদ্রববিমর্দ্দিতঃ।
ক্রিমিঘ্নপ্রমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ॥
শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা দিনে দিনে।
জীর্ণজ্বরে তথাজীর্ণে সমে বা বিষমেঽপি বা॥
নিহন্ত্যসৌ জ্বরং সর্ব্বং দাবো বনমিবানলঃ॥

পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ, জয়পাল ৫ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য কাগ্‌জি লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত প্রত্যহ ১ বটী সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিচ্ছিন্ন হয়। ইহা সম বা বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর ও অজীর্ণে প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ বিষঞ্চ জয়পালকম্।
কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকম্॥
অস্য মাত্রা প্রযোক্তব্যা গুঞ্জাত্রয়সমা ততঃ।
সর্ব্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ॥
নাশয়েচ্ছ্বাসকাসঞ্চ হৃগ্নিসাদং বিশেষতঃ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খৈ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্ব-

বিষজ্বর, শ্বাস ও কাস বিশেষতঃ আমবাত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। এই ঔষধ পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষস্যৈকস্তথা ভাগো মরিচং পিপ্পলীকণঃ।
গন্ধকস্ত তথা ভাগো ভাগঃ স্যাট্টঙ্গণস্ত বৈ॥
সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাদ্ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমানাং বটীং চরেৎ॥
জম্বীরস্ত রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েদ্বিষক্।
রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা॥
গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতম্।
মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে॥
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্ত রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে॥
জম্বীররসযোগেন অজীর্ণজ্বরনাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
তীব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটীচতুষ্টয়ম্॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধক্ষীণেষু চার্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা।
অতিক্ষীণেঽতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চাপ্যবয়স্তপি॥
তূর্য্যামাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসারনিশ্চিতা।
নবজ্বরে মহাঘোরে যামৈকান্নাশয়েজ্জ্বরম্॥
মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
(অক্ষীণে চ কফাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে।
সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্॥)
অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
অনুপানবিশেষেণ নিহন্তি সকলান্ গদান্॥

বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জল সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগপরিমাণে বটিকা করিবে। এস্থলে জম্বীররসে হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লইতে হইবে। যদি এই ঔষধে ১ ভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুলের আবশ্যক হইবে না। বিষও গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার অনুপান—সাধারণতঃ মধু। বাতজ্বরে দধির মাত, সন্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণ জ্বরে জম্বীররস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ বটী। কিন্তু স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের অর্দ্ধমাত্রা ২ বটী এবং অতি বৃদ্ধ, অতি শিশু ও অতি ক্ষীণ রোগির পক্ষে ১ বটী। (যদি কফাধিক্য না থাকে এবং রোগী ক্ষীণ না হয়, তবে ডাবের জল ও চিনি সহ সেবন বিধেয়; তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হইবে।) এই মৃত্যুঞ্জয় রস সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক।

রত্নগিরিরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রহাটকম্।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকম্॥
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যঃ চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্॥
শিগ্রুবাসকনির্গুণ্ডী-বচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ।
ক্ষুদ্রামৃতাজয়ন্তীভির্মুনিব্রহ্মীহতিক্তকৈঃ॥
কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিবারং ত্রিধা ত্রিধা।
রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্॥
যন্ত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষমাত্রং রসস্ত বৈ॥
কৃষ্ণাধান্যসমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অয়ং রত্নগিরির্নাম রসো যোগস্ত বাহকঃ॥

বিশুদ্ধপারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ, বৈক্রান্ত সিকি ভাগ, এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন ও পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে; পরে চূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের রসে ক্রমে ক্রমে (প্রত্যেকের রসে ৩ বার) ভাবনা দিবে; যথা—সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রহ্মীশাক, চিরতা ও ঘৃতকুমারী। অনন্তর মূষাতে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে লঘু পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা নবজ্বরে ব্যবস্থেয়। মাত্রা—১ মাষা (ব্যবহার ২ রত্তি)। অনুপান—পিপুল ও ধনের কাথ। ইহা সেবনে অতি সত্বর নবজ্বর উপশমিত হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্
নৈকুম্ভবীজান্বথ দন্তিবারিণা।
পিষ্ট্বাস্ত গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহা
জলেন সার্দ্ধং সিতয়া প্রযোজিতা॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পালবীজ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য দন্তীমূলের ক্বাথে (দন্তী ১০ ভাগ, ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, সেই ক্বাথে) মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে নবজ্বর উপশমিত হয়। অনুপান—চিনির জল।

অগ্নিকুমাররসঃ।

মরিচোগ্রাকুষ্ঠমুস্তৈঃ সর্ব্বৈরেব সমং বিষম্।
পিষ্ট্বা চার্দ্রকরসেনৈব বটিকা রক্তিকামিতা॥
আমজ্বরে প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টয়া।
আর্দ্রকস্ত রসেনাপি নিগুণ্ড্যাশ্চ কফজ্বরে॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আদ্রকস্ত চ বারিণা।
অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে সদশমূলকঃ॥
গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ দশমূল্যাতিসারকে।
সামে চ ধান্যশুণ্ঠীভ্যাং পক্বে চ কুটজং মধু॥
সন্নিপাতজ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকবারিণা।
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলগুড়ান্বিতম্॥
পীত্বা বটিদ্বয়ং রোগী স্বাস্থ্যং সমুপগচ্ছতি।
সর্ব্বেষামেব রোগাণামামদোষপ্রশান্তয়ে॥
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ॥

মরিচ ২ মাষা, বচ ২মাষা, কুড় ২ মাষা, মুতা ২ মাষা, বিষ ৮ মাষা। আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমজ্বরে প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত মধু, কফজ্বরে আদার রস বা নিসিন্দাপত্ররস, পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গচূর্ণ, শোথে দশমূলের কাথ, গ্রহণীরোগে শুণ্ঠীচূর্ণ, অতিসারে দশমূলের কাথ, আমাতিসারে ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ, পক্বাতিসারে কুড়চিকাথ ও মধু, সন্নিপাতজ্বরের প্রথমাবস্থায় পিপুল ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস, শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। দুইটি বটিকা সেবনে রোগী স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়। সকল রোগে আমদোষ শান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার রস।

চণ্ডেশ্বরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং মর্দ্দয়েদেকযামকম্।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্॥
নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসৈঃ পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
গুঞ্জৈকার্দ্রেরসেনৈব দত্তো হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ।
বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্ম-দ্বিদোষজমপি ক্ষণাৎ॥
সুশীতলজলে স্নানং ভূসার্থে ক্ষীরভোজনম্।
আত্রক্ষ পনসঞ্চৈব চন্দনাগুরুলেপনম্॥
এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
এষ চণ্ডেশ্বরো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। স্নানাদি শৈত্য ক্রিয়া ও দুগ্ধাদি সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়।

জয়াবটী।

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকম্।
বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্।
চণকাভা বটী কার্য্যা খ্যাতজ্ঞয়া যোগবাহিকা॥
জয়াবটিকায়াং জয়ন্তীমূলচূর্ণং তুল্যাংশং দেয়ম্, যোগবাহিকত্বাৎ, এবং জয়ন্তীবটিকায়ামপি।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জয়ন্তীমূলচূর্ণ সর্ব্বসমান, একত্র ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যোগবাহিকা। অনুপান-বিশেষে জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন।

জয়ন্তী বটিকা।

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশপত্রকম্।
মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজামূত্রেণ তুল্যকম্।
বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা॥

বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী ও নিমপাতা, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়ন্তীমূলচূর্ণ; ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ (জয়াবটিকার ন্যায়) বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকাও যোগবাহিকা, অনুপানবিশেষে জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন। যথা—দুগ্ধ সহ সেবনে পিত্তজ্বর, মরিচচূর্ণ ও মধু সহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যোগবাহিকা জয়া জয়ন্তী।

জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা।
মুদ্গামলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্রা মরিচান্বিতা।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরনুদ্ ঘৃতৈঃ।
সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষৈর্গবাং মূত্রেণ শীতকম্॥
চন্দনস্য কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরাপহা।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেণ চ কাসজিৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পাণ্ডুবিনাশিনী।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ॥
অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ॥
হন্ত্যাশু কাকণং কুষ্ঠং তল্লেপেন চ তদ্ধ্রুবম্।
দ্বিনিষ্কং কেতকীমূলং পিষ্ট্বা তোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহ্বয়ম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ॥
লোধ্রং মুস্তাভয়া তুল্যং কটুফলঞ্চ জলৈঃ সহ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেচ্চানু মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোষ্ণজলৈঃ সহ।
ত্রিদোষোত্থং হরেদ্ গুল্মং রসো বানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ হন্তি শুণ্ঠ্যা ভগন্দরম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীপ্রণুৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ।
রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যনুৎ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ঘৃষ্ট্বা স্তন্যেন চাঞ্জনম্॥
স্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥

জয়ন্তী বটী বা জয়া বটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ইহাতে মুগের অথবা আমলকীর যূষ পথ্য দিবে, কিন্তু উক্ত যূষে ঘৃত প্রদান করিবে না। জয়া বা জয়ন্তী বটী ও আনন্দভৈরব রস মধু এবং মরিচের গুঁড়া সহ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। এই জয়া ও জয়ন্তী বটী ঘৃত সহ বিষম জ্বরে, মধু ও ত্রিকটু চূর্ণ সহ সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, গোমূত্র সহ শীতজ্বরে, রক্তচন্দনের কাথ সহ রক্তপিত্ত জ্বরে, মধু সহ কাসরোগে, দুগ্ধ সহ পাণ্ডুরোগে এবং তণ্ডুলোদক সহ অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা গোমূত্র সহ সেবনে বা প্রলেপে কাকণ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৮ মাষা কেয়ার মূল জল সহ বাটিয়া তৎসহ এই ঔষধদ্বয় সেবন করিলে সুরামেহ শমিত হয়। এই ঔষধদ্বয় মধু সহ সেবন করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনের পর লোধ, মুতা, হরীতকী ও কট্‌ফল সমভাগে কাথ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। জয়া বটী ও জয়ন্তী বটী বা আনন্দভৈরব রস গুড়মিশ্রিত ঈষদুষ্ণজল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত গুল্ম নিবারিত হয়, ভগন্দররোগে শুঁঠচূর্ণ সহ, গ্রহণীরোগে ঘোল সহ ঔষধদ্বয় সেবন করাইবে। আনন্দভৈরব রস, জয়া বা জয়ন্তী বটী শীতল জল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধদ্বয় ভৃঙ্গরাজের রস সহ সেবন করিলে রাত্র্যন্ধতা এবং স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্বদোষোত্থ চক্ষুঃস্রাব ও মাংসবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ।

বিষটঙ্কবলিম্লেচ্ছ-দন্তীবীজং ক্রমাদ্বৃধং।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥

বল্লো ব্যোষেণ চার্দ্রস্থ রসেন সিতয়াথবা।
দন্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা ॥
হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসিক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভোক্তব্যং রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি ॥
(ম্লেচ্ছং তাম্রং হিঙ্গুলমিত্যন্তে)

বিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র বা হিঙ্গুল ৪ ভাগ ও দন্তীবীজ ৫ ভাগ; এই সমস্ত দন্তীর ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস; অথবা শুঁঠ, পিপুল মরিচ এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ ও চিনি। ইহা সেবনে নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, শূল, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমিজ রোগ সকল নিবারিত হয়। তক্রের সহিত পথ্য প্রয়োগ করিবে।

জ্বরধূমকেতুঃ।

ভবেৎ সমং সূতসমুদ্রফেন-হিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিঘস্রমার্দ্রাম্বুণায়ং জ্বরধূমকেতুঃ ॥

পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক, এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করত আদার রসে ৩ দিন কাল মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীরামরসঃ।

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচঞ্চ ত্রিভিঃ সমম্।
বীজং নৈকুম্ভকং মর্দ্দ্যং দন্তীক্বাথেন যামকম্।
দ্বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টম্ভানিলমামজ্বরং জয়েৎ ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ, একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা সেবনে আমজ্বর, শূল, বিষ্টম্ভ ও বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বররসঃ।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
সিন্ধুবাররসৈঃ পশ্চাদ্ভাবয়েদেকবিংশতিম্ ॥
তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বরবিনাশনম্।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ।
অনুপানমার্দ্ররসঃ প্রচণ্ডেশ্বরসংজ্ঞকঃ ॥

বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা পাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে, পরে তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। মস্তকের উদ্বেগ থাকিলে তৈল মর্দ্দন করাইবে এবং তক্রসংযুক্ত পথ্য দিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৈদ্যনাথবটী।

শাণং গন্ধমথো রসস্য চ তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং
তিক্তাচূর্ণমথাক্ষমেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ।
পশ্চাৎ তৎ সুষবীরসেন নতুবা নাথেঽমলে ত্রৈফলে
সংশোষ্যা গুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্যত্নতঃ ॥
জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন সুষবীপত্রস্য পর্ণস্য বা
একদ্বিত্রিচতুঃ ক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কদুষ্ণাম্বুনা ॥
হন্তি শূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডুতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্।
রেচনে চ দধিশুক্তভোজনং বৈদ্যনাথসুকুমাররেচনম্ ॥

পারদ ।৷০ আধ তোলা, গন্ধক ।৷০ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর কটকীচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস কিংবা উচ্ছে-পাতার রস ও ঈষদুষ্ণ জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১টী হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে যে কোন প্রকার শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা বালকদিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ।

বিষহিঙ্গুলজৈপাল-টঙ্গণং ক্রমবর্দ্ধিতম্।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যো জ্বরবিনাশনঃ ॥

বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জয়পাল ৩ ভাগ ও সোহাগা ৪ ভাগ; এই সমস্ত একত্র জলে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সত্বর জ্বর নিবারিত হয়।

উদকমঞ্জরীরসঃ।

সূতো গন্ধষ্টঙ্কণঃ সোষণঃ স্যাঁ-
দেতৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ।
ভূয়ো ভূয়ো ভাবয়েচ্চ ত্রিরাত্রং
বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা॥
সম্যক্‌তাপে বারিভক্তং সতক্রং
বৃন্তাকাঢ্যং পথ্যমত্র প্রদিষ্টম্।
আম্লায়োগ্রং হন্তি সামং প্রভাবাৎ
পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি বারিপ্রয়োগঃ॥

(শর্করাত্র বিষম্। অত্র শর্করাস্থানে মনঃশিলায়াং চন্দ্রশেখরো ভবতি।)

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, সোহাগার খৈ ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা ও মিঠাবিষ ৪ মাষা, সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিবস (২৪ প্রহর) রোহিতমৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান— আদার রস। ঔষধ সেবন করিয়া অধিক গরম বোধ হইলে বারিভক্ত (ভিজাভাত) তক্র ও বেগুন পথ্য দিবে। পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলেরপটি দিবে। ইহা দ্বারা আমজ্বর শীঘ্র নষ্ট হয়। (ইহাতে মিঠাবিষের পরিবর্ত্তে মনঃশিলা দিলে চন্দ্রশেখর রস হয়।)

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্কং পিপ্পলী বিষমেব চ।
জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীরাদ্ভির্বিমর্দ্দিতম্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি প্রদেয়ং সান্নিপাতিকে।
কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ ও জায়ফল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরনৃসিংহো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং ভল্লাতকস্তথৈব চ।
বজ্রীক্ষীরসমাযুক্তমেকত্র চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
মৃত্তিকাভাজনে স্থাপ্যং মুদ্রিতঞ্চ বিচক্ষণৈঃ।
অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ তত্র প্রহরদ্বয়সংখ্যয়া॥
শীতলং খল্লয়েৎ তত্র ভাবনা চ প্রদীয়তে।
ভৃঙ্গরাজরসৈরত্র গণ্ডদূর্ব্বাভবৈ রসৈঃ॥
চিত্রকস্য রসেনাপি ভাবনা দীয়তে পুনঃ।
পশ্চাৎ তচ্চূর্ণয়েদ্‌যত্নাৎ কূপিকায়াঞ্চ ধারয়েৎ॥
জ্বর উৎপদ্যতে যস্য চতুর্থে চাপরে পুনঃ।
মাষৈকশ্চ রসো দেয়স্তৎক্ষণান্নাশয়েজ্জ্বরম্॥
জ্বরে শান্তে পরং পথ্যং দেয়ং মুদ্গৌদনং পয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও ভেলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মনসাসিজের আঠায় মাড়িয়া মৃৎপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক ২ প্রহর কাল পুটপাক করিবে। পরে শীতল হইলে তুলিয়া ভীমরাজ, গেঁটে দূর্ব্বা ও চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিবে এবং চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ১ মাষা পরিমাণে চাতুর্থকাদি জ্বরে প্রয়োগ করিবে। জ্বর নিবারিত হইলে মুদ্গযূষ, অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে।

অচিন্ত্যশক্তী রসঃ।

রসগন্ধকয়োগ্রাহ্যং প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
ভৃঙ্গকেশাখ্যনির্গুণ্ডী-মণ্ডূকীপত্রসুন্দরাঃ॥
শ্বেতাপরাজিতামূলং শালিঞ্চকাণমারিষম্।
সন্ধ্যাবর্ত্তঃ সিতশ্চৈষাং চতুর্মাষকসম্মিতৈঃ॥
প্রত্যেকং স্বরসৈঃ খল্ল-শিলায়ামবধানতঃ।
স্বর্ণমাক্ষিকমাষঞ্চ দত্ত্বা মরিচমাষকম্॥
নেপালতাম্রদণ্ডেন দৃষ্ট্বা তৎ কজ্জলদ্যুতি।
বটী মুদ্গোপমা কার্য্যা চ্ছায়াশুষ্কা তু রক্ষিতা॥
প্রথমে বটিকাস্তিস্রঃ কৃত্বা নবশরাবকে।
ততঃ খসর্পণং সূর্য্যং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ॥
বারিণা গোলয়িত্বা তু পাতুং দেয়ঞ্চ রোগিণে।
স্বেদোপবাসরহিতে ক্লান্তে চাত্যবলে তথা॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি বটীযুগ্মং বটীমেকাং তৃতীয়কে।
যাবন্ত্যো বটিকা দেয়াস্তাবজ্জলশরাবকম্॥

তৃষ্ণায়াঞ্চ রসং দদ্যাজ্জাঙ্গলানাং জলং যথা।
মুদ্গাপদধিসংযুক্তং ভক্তং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্॥
লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ।
পথ্যমগ্নিবলং বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা।
শিরশ্চলনশূলাদৌ তৈলং নারায়ণাদি চ॥

পারদ ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে ও শ্বেতহুড়হুড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া স্বরস লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্রদণ্ড দ্বারা মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। পরে ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নবজ্বরে স্বেদে ও উপবাসে ক্লান্ত এবং অতি দুর্ব্বল রোগির পক্ষে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্টফলদায়ক। প্রথম দিবসে ৩ বটী, দ্বিতীয় দিবসে ২ বটী ও তৃতীয় দিবসে ১ বটী শীতল জল সহ সেবন করাইবে। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে শীতলজল ও জাঙ্গল পশু বা লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের রস সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দধি ও অন্ন। শিরঃকম্প ও শিরঃশূল থাকিলে বিবেচনা পূর্ব্বক নারায়ণাদি তৈল মস্তকে মর্দ্দন বিধেয়।

ত্রৈলোক্যডুম্বুররসঃ।

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পালতিক্তা
পথ্যা ত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজং সমাংশম্।
সংমর্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জ-
স্ত্রৈলোক্যডুম্বুররসোঽভিনবজ্বরঘ্নঃ॥
(অত্র বিষতিন্দুকজং মধুরতিন্দুকফলজম্।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, জয়পাল, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ীমূল ও কুঁচিলা সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মধু সহ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয়।

গদমুরারিঃ।

রসবলিশিলালৌহব্যোষতাম্রাণি তুল্যা-
ন্যথ সদরদনাগং ভাগমেতৎ প্রদিষ্টম্।
ভবতি গদমুরারিশ্চাম্বু গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ
ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যম্॥
অত্র শিলা মনঃশিলা, ছান্দসত্বাদ্ হ্রস্বঃ।

রস, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসক, এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে কঠিন আমজ্বর অতিশীঘ্র প্রশমিত হয়।

জ্বরঘ্নী বটিকা।

একো ভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলী শিবা।
আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ॥
ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী।
একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ॥
মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সন্তোজ্বরে বুধঃ।
ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটিকা মতা॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা, কটুতৈলে শোধিত গন্ধক ও রাখালশশার ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ ভাগ, একত্র রাখালশশার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গুলঞ্চ রস। ইহাতে সন্তোজ্বর নিবারিত হয়।

শীতারিরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং টঙ্গণঞ্চ সমং সমম্।
পারদাদ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্‌ভস্ম শর্করাপি চ *।
প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জম্বীরৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জস্তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥
(* শীতারিরসে শর্করা বিষম্)।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, টঙ্কণ ১ ভাগ, খোসাবিহীন জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ,

মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুলের ছালভস্ম ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীররসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—উষ্ণজল।

জ্বরহরী বটী।

সীসকং রসসিন্দূরং হরিতালং বিষং সমম্,
একত্র মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ ॥
জ্বরবিচ্ছেদকালে চ সিতয়া সহ ভোজয়েৎ।
দ্বিত্রিবটীপ্রয়োগেণ জ্বরশান্তির্ন সংশয়ঃ ॥

শোধিত সীসক, হরিতাল, বিষ এবং রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত সর্ষপের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরবিচ্ছেদ কালে (দুই ঘণ্টা অন্তর) একটি করিয়া ২।৩ টী বটী চিনির সহিত প্রয়োগ করিলে জ্বরশান্তি হয়।

সান্নিপাতিক-জ্বরাদৌ।

মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ।

গন্ধোংশৌ লশুনাম্ভোভির্ম্মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্।
তদম্ভোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎ প্রতিবোধয়েৎ ॥
মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকম্ ॥

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া রসুনের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। রসুনের রসের সহিত ইহার নস্য দিলে রোগির চেতনালাভ হয়। মরিচ সংযোগে ইহা তন্দ্রা ও প্রলাপ নাশ করে।

নস্যভৈরবঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষাগ্নিং টঙ্কণং খর্পরং সমম্।
সপ্তোষমর্কদুগ্ধেন দিনং সংমর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্ ॥
অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরম্ ॥

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার খৈ, খর্পর এবং ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য একদিন আকন্দের আঠায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। আকন্দের আঠার সহিত ইহার নস্য দিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

উন্মত্তরসঃ।

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যং ত্রিকটুকং ক্ষিপেৎ ॥
উন্মত্তাখ্যো রসো নাম নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ।
সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোঽভ্যুদ্ধরতি রোগিণম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোঽর্হতি ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে (কজ্জলী করিয়া) ধুতুরাফলের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সমান ত্রিকটুচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধের নস্য গ্রহণ কালে সান্নিপাতজ জ্বর নিবারিত হয়। যে ব্যক্তি সান্নিপাতিক রোগিকে রোগমুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম না করা হয় এবং তিনি কোন্ সম্মানেরই বা অযোগ্য?

বমনপ্রয়োগঃ।

কুমারীমূলকঞ্চৈকং পিবেৎ কোষ্ণজলেন হি।
বমনেন জ্বরং হন্তি বিষমং সুচিরন্তনম্ ॥

ঘৃতকুমারীর মূল ২ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বমন হইয়া বহুকালের বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

অঞ্জনভৈরবঃ।

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্।
সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্ববারিণা চ সুপেষিতম্।
নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুদ্ধতম্ ॥

পারদ, লৌহ, পিপুল ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ৩ গুণ জয়পাল; একত্র মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে

সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কুলবধূঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুত্থকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
রসেনৈবোত্তরবারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণম্।
এষা কুলবধূর্নাম জলৈঘৃষ্ট্বা প্রদাপয়েৎ॥
(অত্র তস্য তুল্যাংশমিতি একভাগতুল্যম্। যদ্যপি নস্যমিত্যুক্তং তথাপ্যঞ্জনেন ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ॥)

রসসিন্দূর, সীসক, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে, প্রত্যেকটী তুল্যাংশ লইয়া রাখালশশার স্বরসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া চণকপরিমাণ বটিকা করিবে। জলে ঘর্ষণ করিয়া ইহার নস্য লইলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হইবে। (মূলে নস্যের উল্লেখ থাকিলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ কুলবধূরস অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।)

শ্রীবেতালো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়েত কজ্জলম্॥
গুঞ্জামাত্রপ্রমাণেন হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকম্।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
দন্তপঙ্‌ক্তির্দৃঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে।
চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিযোজয়েৎ॥
ম্লানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালং যমদূতনিবারকম্॥
(চলিতে স্ববিষয়গ্রহণাশক্তে।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাদি উপশমিত হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্ররসঃ।

রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
টঙ্কণং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশসমমৃতং তথা॥
সর্ব্বপাদসমোপেতং মহিষীপিত্তমর্দ্দিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রযোক্তব্যং সন্ন্যাসজ্ঞানসঙ্গমে॥
সহস্রকলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
ইক্ষুমুদ্গারসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেপ্সিতম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক তুল্যাংশ, সর্ব্বসমান বিষ; এই সমুদয় দ্রব্য, সমষ্টির চতুর্থাংশ মহিষীপিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে একটু ক্ষত করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে। ইহাতে সান্নিপাতিক বিকারে অজ্ঞানতাদোষ বিনষ্ট হয়। মস্তকে প্রচুর শীতলজল সেক করিবে ও রোগিকে ইক্ষু প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিষ ব্যবহার করিতে দিবে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ।

রসগন্ধকয়োর্মাষৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ।
শক্রক্ষ মুষলী চৈব ধুস্তূরকেশরাজকম্॥
দেবদালী জয়ন্তী চ তথা মণ্ডূকপর্ণিকা।
এষাং পত্ররসৈঃ শাণৈঃ শিলায়াং খল্লয়েৎ পুনঃ॥
শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা স্বনেকা রাজিকোপমা।
ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকম্॥
পথ্যে তু নারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ॥

কজ্জলী ২ মাষা (।০ আনা) লইয়া কুড়চি, তালমূলী, ধুতূরা, কেশুর্ত্তে, ঘোষালতা, জয়ন্তী এবং থানকুনী, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার অর্দ্ধতোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া শ্বেতসর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাতিকজ্বর প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনে গরম বোধ হইলে নারিকেলের জল খাইতে দিবে।

সৌভাগ্যবটী।

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণব্যোষাভয়াঙ্কামলা-
নিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ।
নিগুণ্ডীযুগভৃঙ্গরাজকবৃষাপামার্গপত্রোল্লসৎ-
প্রত্যেকস্বরসেন সিদ্ধগুড়িকা হন্তি ত্রিদোষোদয়ম্॥
যেষাং শীতমতীব দেহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং
নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুগ্ধং মনঃ।
শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্চ্ছারুচীতৃড্‌জ্বরং
তেষাং বৈ পরিহৃত্য মৃত্যুবদনাৎ প্রত্যানয়েজ্জীবনম্॥

সোহাগার খৈ, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট্, সচল ও সাম্ভার লবণ, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা (মতান্তরে শেফালিকা) পরে ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের পাতার রসে ভাবনা দিয়া (২ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে ঘোর নিদ্রাদি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক বিকার নিবারিত হয়।

চক্রী।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ধুস্তূরং মরিচং তথা।
শোধিতঞ্চ তথা তালং মাক্ষিকঞ্চ সমাংশিকম্॥
দন্তীকাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা।
সাধ্যাসাধ্যান্ নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। (অনুপান—আদার রস)। ইহা সেবনে সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

চক্রী।

(মতান্তরে।)

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদং
দেবীবীজযুতং সুশোধিতমিতং জৈপালবীজোত্তমম্।
দন্তীমূলযুতং সমাগধিফলং সর্ব্বং সমাংশং নয়েৎ
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্দ্য চার্দ্রকরসৈর্গুঞ্জাপ্রমাণং রসম্॥
দদ্যাদ্ঘোরতরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্র্যাহ্বয়ং
তন্দ্রাদাহসমন্বিতে চ তৃষয়া সম্পীড়িতে মানবে॥

বিষ, মরিচ, হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে তন্দ্রা, দাহ ও পিপাসা যুক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবী বটী।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্কণং মৃতশুল্বকম্।
ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্॥
এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়ারসৈঃ।
মর্দ্দয়েচ্চণকাভা তু বটিকানন্দভৈরবী॥
ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্।
সদ্যোঘং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণম্॥

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, ধুতুরার বীজ ও হিঙ্গুল, এই সমুদয় তুল্যাংশে লইয়া সিদ্ধির কাথে ভাবনা দিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সংযুক্ত আকন্দমূলের কাথ। ইহা সেবনে দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

মৃতোত্থাপনো রসঃ।

শুদ্ধং সূতং দ্বিধাগন্ধং শিলা চ বিষহিঙ্গুলম্।
মৃত * কান্তাভ্রতাম্রায়স্তালকং মাক্ষিকং সমম্॥
অম্লবেতসজম্বীর-চাঙ্গেরীণাং রসেন চ।
নিশুণ্ডীহস্তিশুণ্ড্যোশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্॥
রুদ্ধা তু ভূধরে পাচ্যং দিনান্তে তৎ সমুদ্ধরেৎ।
চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং হিঙ্গুব্যোষার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সকর্পূরানুপানং স্যান্মৃতস্যোত্থাপনে রসে॥
পীড়িতং সন্নিপাতেন গতং বাপি যমালয়ম্।
তৎক্ষণাজ্জীবয়ত্যেষ পথ্যং ক্ষীরৈঃ প্রযোজয়েৎ॥
(* কান্তমিতি অভ্রবিশেষণম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা, বিষ, হিঙ্গুল, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া অম্লবেতস, গোঁড়ালেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ভূধরযন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। পরে চিতামূলের কাথে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় সদৃশ বটী করিবে। অনুপান—কর্পূর, হিঙ্গু ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত আদার রস। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাত জ্বর উপশমিত হয়।

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলস্য বিশুদ্ধস্য সার্দ্ধতোলচতুষ্টয়ম্।
গন্ধকস্য বিষস্যাপি প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্॥
সমাষকদ্বয়ঞ্চৈব কনকাৎ তোলকত্রয়ম্।
মাষৈকাধিকতোলৈকং টঙ্গণস্য তথৈব চ॥
সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্বটীশ্ছায়াবিশোষিতাঃ।
গুঞ্জৈকপরিমাণাস্তু কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
একাস্তু ভক্ষয়েৎ তাসাং গোলয়িত্বার্দ্রকদ্রবৈঃ।
ঘোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ॥

হিঙ্গুল ৪॥০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ১ মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ১ মাষা, এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

সূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধকনাগঞ্চ বিষং স্থাবরজঙ্গমম্।
মাৎস্যবারাহমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ॥
(মাত্রয়া আর্দ্রকরসেন খাদেৎ। সাতিসারে সন্নিপাতে বিশেষতো দেয়ঃ।)

পারদ, গন্ধক, সীসক, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ; এই সমুদয় একত্র করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে, শূকরের পিত্তে, ময়ূরের পিত্তে এবং ছাগপিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। (অতিসারসংযুক্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ঔষধ সেবনান্তে মস্তকে শীতল জল দিবে এবং অন্যান্য শৈত্য ক্রিয়া করিবে।)

সূচিকাভরণো রসঃ।

(মতান্তরে।)

অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
পঞ্চপিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ॥
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাতকুলান্তকৃৎ।
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধিভক্তকম্॥
(সহস্রশো দৃষ্টফলেয়ং বটিকা)।

কাঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৩ ভাগ; একত্র করিয়া রোহিতমৎস্য, বরাহ, মহিষ, ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। ইহা সেবনান্তে তিলতৈল মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতলক্রিয়া করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগিকে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

বৃহৎসূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধকনাগাভ্রং বিষং স্থাবরজঙ্গমম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃপেটীজলেন চ॥
ত্রয়োদশসন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে।
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
পয়ঃপেটীশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্।
তথা সুভর্জ্জিতং মাংসং লেপনং তিলচন্দনৈঃ।
রোগিণো যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, সীসা, অভ্র, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগ পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—নারিকেলজল। ইহা সেবনে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, ত্রিদোষজন্য কাস, বিসূচিকা ও অতিসার উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির গাত্রে তিলতৈল ও চন্দনাদি লেপন করিয়া দিবে এবং নারিকেল, দধি ও রোগির প্রিয় আহার্য্য সকল সেবন করিতে দিবে।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খল্লে তং কজ্জলীকৃতম্।
অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্ম সমং সমম্॥
বিষতালবরাটী চ শিলা হিঙ্গুলচিত্রকম্।
হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা ত্র্যূষণং হেমমাক্ষিকম্॥

চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদ্দ্রাবৈরার্দ্রকস্য দিনত্রয়ম্।
নিগু ণ্ডীবিজয়াদ্রাবৈস্ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ॥
কাচকূপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রকে পচেৎ।
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ।
মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ॥।
(নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ॥)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কজ্জলী করিয়া ইহার সহিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণ-মাক্ষিক, চিতামুল, হাতিশুঁড়ার মুল, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ (কাহারও মতে ত্রিকটু মিলিত ১ তোলা) প্রত্যেকেই গন্ধকতুল্য; আদা, নিসিন্দা এবং সিদ্ধি ইহাদের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুটিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা সংলিপ্ত কাচকূপীতে (শিশিতে বা বোতলে) উপরি লিখিত ঔষধ স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর কাল পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া আদার রসে পুনরায় ভাবনা দিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। (আবশ্যকবোধে ২ রতি মাত্রাতে সেবনীয়। ঔষধসেবনে অতিরিক্ত গরম হইলে শীতলক্রিয়া বিধেয়।) ইহা সেবনে মৃতপ্রায় সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীও সুস্থতা লাভ করে। (সন্নিপাতঘ্ন ঔষধের মধ্যে এইটি শ্রেষ্ঠ।)

পানীয়-বটিকা।

রসমাষকচত্বারি ইষ্টকাগুণ্ডকে গ্রহঃ।
শোধয়িত্বা ততঃ শোধ্যং তীক্ষ্ণপর্ণে তথার্দ্রকে॥
স্বর্ণধুস্তূরসম্বে চ বৃদ্ধদারদ্রবে তথা।
কন্যকানিজসত্ত্বে চ রসশোধনমুত্তমম্॥
গন্ধকং রসতুল্যন্তু প্রক্ষাল্য তণ্ডুলাম্বুনা।
কৃত্বা তৈলসমং দর্ব্ব্যাং নির্ব্বাপ্য চিত্রকদ্রবে॥
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহচূর্ণস্য মাষকম্।
স্বর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ॥
কৃত্বা কণ্টকবেধ্যন্তু তাম্রং কজ্জললেপিতম্।
মুহূর্ত্তং ধম্যতস্তাম্রং দ্রুতং চূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥
একীকৃত্য তু তৎ সর্ব্বং ততঃ প্রস্তরভাজনে।
মর্দ্দয়েৎ তাম্রদণ্ডেন দত্ত্বা চৈষাং নিজদ্রবম্॥
প্রথমে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে শ্রীমসুন্দরঃ।
তৃতীয়ে ভৃঙ্গরাজশ্চ চতুর্থে ভেকপর্ণিকা॥
পঞ্চমে চ নিমুন্দারঃ ষষ্ঠে চ রসপুর্ত্তিকা।
সপ্তমে পারিভদ্রশ্চ অষ্টমে রক্তচিত্রকঃ॥
শক্রাশনঞ্চ নবমে দশমে কাকমাচিকা।
একাদশে তথা নীলা দ্বাদশে হস্তিশুণ্ডিকা॥
অমীষামৌষধানান্তু প্রত্যেকস্তু পলত্রয়ম্।
মর্দ্দয়েৎ তু প্রযত্নেন দ্বাদশাহেন সাধকঃ॥
ততঃ পারদমানন্তু দত্ত্বা ত্রিকটুগুণ্ডকম্।
বটিকাং রাজিকাতুল্যাং ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ॥
ততঃ শম্বুকজে পাত্রে কর্ত্তব্যা বটিকা ত্রিয়ম্।
শরাবে শঙ্খপাত্রে বা কৃত্বা সলিলগোলিতম্॥
অত্যন্তদোষদুষ্টায় জ্ঞানশূন্যায় রোগিণে।
উর্দ্ধযোনিং সমভ্যর্চ্চ্য প্রদদ্যাদ্ বটিকাদ্বয়ম্॥
চক্রয়েৎ তং ততঃ পশ্চাদ্রসং স্থূলপটাদিভিঃ॥
মলমূত্রাগমাৎ সদ্যঃ স সাধ্যো ভবতি দ্রুতম্॥
দধ্যন্নন্তু ততো দদ্যাৎ পিবেদ্বারি যথেচ্ছয়া।
দদ্যাদ্বাতহরং তৈলমভ্যঙ্গায় সদৈব হি॥
চিরজ্বরে পিবেদ্বারি পঞ্চমূলাপ্রসাধিতম্।
গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং গদী॥
পিবেৎ পর্পটজং বারি ঘোরে কম্পজ্বরে তথা।
তথা জ্বরাতিসারে চ জীরকস্য জলং পিবেৎ॥
মন্দাগ্নৌ কামলায়াঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীগদে।
কাসে শ্বাসে সদা কার্য্যা পানীয়বটিকা ত্রিয়ম্॥

পারদ ৪ মাষা লইয়া প্রথমতঃ ইষ্টকচুর্ণে মর্দ্দন করিবে। পরে ইষ্টকচুর্ণ ফেলিয়া দিয়া কামরাঙ্গা, আদা, কনকধুতুরা, বীজতাড়ক-মূল ও ঘৃতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে মর্দ্দন করিবে। অপর পাত্রে ৪ মাষা গন্ধক তণ্ডুলজলে প্রক্ষালন করিয়া লৌহপাত্রে অগ্নি সন্তাপে গলাইবে; গলিত গন্ধক চিতাপাতার রস দিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত পারদ ও ৪ মাষা গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া সূক্ষ্ম ও শোধিত তাম্রপত্রে ঐ কজ্জলী লেপন করিবে। কজ্জলীলেপিত তাম্রপত্র পুটে পাক করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্ম হইয়া যাইবে। লৌহ ১ মাষা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও উক্ত প্রকারে ভস্মীভূত তাম্র ৪ মাষা একত্র তাম্র দণ্ডে মর্দ্দন করিয়া কেশুরে, গিমে শাক, ভৃঙ্গ-রাজ, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, লতাফট্কী, নিম-পাতা, লাল চিতা, সিদ্ধি, কাকমাচী, নীলবৃক্ষ

ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল রসে যথাক্রমে ১২ দিন ভাবনা দিবে। পরে তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক রাইসর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরে অজ্ঞানাবস্থায় দুই বটিকা সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনান্তে বাতহর তৈলাদি মর্দ্দন ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। ইহার অনুপান—চিরজ্বরে পঞ্চমূলীর কাথ, রক্তগ্রহণীতে আতইচের কাথ, ঘোরতর কম্পজ্বরে ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস ও জ্বরাতিসারে জীরা ভিজার জল।

সিদ্ধফলায়াঃ পানীয়বটিকায়া বিধিঃ।

অনাথনাথো জগদেকনাথঃ শ্রীলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসন্নঃ।
জগাদ পানীয়বটীং সুপট্বীং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ॥
জয়ার্কস্বরসঞ্চৈব নিশুণ্ডী বাসকং তথা।
বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তকচিত্রকৌ॥
ব্রহ্মীবনকার্পাসঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ।
দন্তী চ ত্রিবৃতা চৈব তথারগ্বধপত্রকম্॥
সহদেবামরং ভণ্টী তথা ত্রিপুরভণ্টিকা।
মণ্ডূকপর্ণী পিপ্পল্যৌ দ্রোণপুষ্পকবায়সী॥
গুঞ্জাকিনী কেশরাজস্তথা যোজনমল্লিকা।
আসারণেতি বিখ্যাতো ধুস্তূরঃ কনকস্তথা॥
ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা শ্বেতাপরাজিতা।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব রসমাকৃষ্য ভাজনে॥
একৈকঞ্চ রসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েল্লৌহদণ্ডতঃ।
চণ্ডাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং তত্র পুনঃ ক্ষিপেৎ॥
স্নুহীক্ষীরঞ্চার্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈব চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃপুনঃ॥
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্।
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ॥
দগ্ধহীরকাতিবিষাং কোচিলামভ্রকং তথা।
পারদং শোধিতঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাধুরম্॥
হরিতালং বিষঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা।
প্রত্যেকঞ্চ চতুর্মাষং সর্ব্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ॥
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরীস্বরসেন চ॥
উত্থাপ্য ভেষজং দৃষ্ট্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্।
তিলপ্রমাণা গুড়িকাঃ কারয়েন্মতিমান্ ভিষক্॥
ত্রিদোষজনিতো বৈদ্য-মুক্তোঽপি বহুসম্মতঃ।
লজ্জনৈর্ব্বালুকাস্বেদৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ॥
সংপূজ্য করুণাধারং প্রণম্য চ খসর্পণম্।
শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশতিং বটিকাঃ পিবেৎ॥
পীতবদ্ভেষজং পশ্চাদ্ বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
রসলগ্নং বপুর্জ্ঞাত্বা দত্ত্বাম্বারি সুশীতলম্॥
শরাবপ্রতিমং বারি পাতব্যং পুনঃপুনঃ।
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহঞ্চৈব সুদারুণম্॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ বিড়্গ্রহঞ্চাশ্মরীং জয়েৎ।
মূত্ররোগবিবন্ধে তু দাতব্যং ক্ষারসংযুতম্॥
পঞ্চতৃণকৃতকাথং দাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ।
পানীয়বটিকা হেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা॥
লোকানামুপকারায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, ডহরকরঞ্জ, হুড়হুড়ে, চিতা, বামুনহাটী, বনকার্পাস, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোন্দালপত্র, ডানকুনি, অমরকন্দ, ভাঁট, বড় ভাঁট, থানকুনি, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, দ্বলঘসিয়া, কাকমাচী, কুঁচ, কেশুর্ত্তে, হাফরমালী, আলাকুশী, কনকধুতূরা, সিদ্ধি ও শ্বেত অপরাজিতা; ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস যথাক্রমে এক এক কর্ষ (২ তোলা) লইয়া প্রস্তরপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত ক্রমে সিজের আঠা, আকন্দের আঠা ও বটের আঠা ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে এবং মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর পারদ ॥০ আধ তোলা গন্ধক ॥০ আধ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে দগ্ধ হীরক, আতইচ, কুঁচিলা, অভ্র, শৃঙ্গীবিষ, হরিতাল, গরল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেক ৪ মাষা (॥০ তোলা) করিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত করত আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে ও তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ২০টী বটিকা আদার রসে বা জলে গুলিয়া সেবনের নিয়ম কথিত আছে, কিন্তু এখনকার সময়ে ২।৩ বটিকা সেবন করান হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পুনঃপুনঃ শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর ও অন্যান্য রোগ সত্বর বিনষ্ট

হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে দুগ্ধ ও পঞ্চতৃণমূলের পাচন সহ এই ঔষধ সেবনীয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং সূতার্দ্ধবিষসংযুতম্। *
সমস্তং মর্দ্দয়েৎ তাল-মূলীনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ ॥
পূরয়েৎ কূপিকান্তশ্চ † মুদ্রয়িত্বা বিশোষয়েৎ।
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা তু শোষয়েৎ ॥
পুটেৎ কুম্ভীপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গৃহীত্বা কূপিকামধ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ দিনং ততঃ ॥
অজাজী জীরকং হিঙ্গু-সর্জ্জিকাটঙ্গণৈর্যুতম্।
গুগ্গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা ॥
মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ।
এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে ॥
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরম্।
দদ্যাৎ নবজ্বরে তীব্রে কোষ্ণং বারি পিবেদনু ॥
প্রাণেশ্বরো রসো নাম্না সন্নিপাতপ্রকোপজিৎ।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে ॥
বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনম্।
তাপোদ্রেকস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্ ॥
ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, বিষ ৷৷০ আধ তোলা, এই সকল দ্রব্য তালমূলীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা কাচকূপিকা সাতপুরু বেষ্টন করিয়া ঐ কূপিকায় ঔষধ স্থাপন করত মুখ বন্ধ করিবে এবং শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে কুম্ভীপুটে ঐ কূপিকা রাখিয়া পুট দিবে। শীতল হইলে কূপিকা উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গু, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, গুগ্গুলু, পঞ্চ-লবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য মিলিত ঔষধের সমভাগ লইয়া ইহা-দের সর্ব্বসমষ্টির দশগুণ জলে অষ্টমাংশ ক্বাথ করিয়া তাহা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পাঁচ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহা সন্নিপাতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তীব্র নবজ্বরে উষ্ণজল সহ সেবনীয়। যে জ্বরে প্রথমে দাহ হইয়া পরে শীত হয়, সেই জ্বরে প্রাণেশ্বর ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ভোজন দিবে এবং তাহার গাত্রে চন্দনাদি লেপন করাইয়া দিবে। তাহাতে তাপাধিক্য নিবারিত ও বল বর্দ্ধিত হইবে এবং রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

* মৃতাভ্রং বিষসংযুতমিতি বা পাঠঃ ॥
† কূপিকেতি কাচকূপিকা ॥

রসরাজেন্দ্রঃ।

পলং শুদ্ধস্য সূতস্য পলং তাম্রময়োরজঃ।
অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধকতালকম্ ॥
পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ আর্দ্রকস্য রসেন চ ॥
মাৎস্যবারাহমায়ূর-চ্ছাগমাহিষপিত্তকৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্ ভিন্নভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্ভসা তথা।
সিদ্ধোঽয়ং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসারসসংযুতম্।
মেঘধারাপ্রবাহেণ ধারিতং বারি মস্তকে ॥
অনিবার্য্যো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা ॥
ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকঞ্চ দাপয়েৎ ॥
ঈশ্বরেণ হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ।
পাবকেন যথা শীতমনেন চ তথা জ্বরঃ ॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ, এই সমুদায় প্রত্যেক ১ পল করিয়া লইয়া, একত্র কাকমাচীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া রোহিত মৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিবে, পরে ত্রিকটুর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—তুলসী পাতার রস। ঔষধ সেবনান্তে রোগির মস্তকে শীতল জল ঢালিবে এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে চিনির পানা ও একবার মাত্র দধির সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

স্বেদশৈত্যারিরসঃ।

তাম্রশুণ্ঠ্যর্কমূলানি দ্বিনিষ্কাণি পৃথক্ পৃথক্।
ত্র্যক্তং পঞ্চলবণাৎ পলং পিষ্ট্বা পুটং দদেৎ ॥

গন্ধেশশঙ্খভস্মানি বেদনিষ্কমিতানি চ।
দেবদালীরসৈঃ পিষ্ট্বা ত্রিদিনং কেকিপিত্ততঃ ॥
স্বেদশৈত্যাপনুত্ত্যর্থং বল্লমাত্রাং প্রযোজয়েৎ।
দধ্না সুসর্দ্দয়েৎ পাত্রে জলযোগং সমাচরেৎ।
পথ্যং ঘৃতং সিন্ধু মুদ্গা ইক্ষুঃ খর্জ্জূরগোস্তনী ॥

তাম্রভস্ম, শুঁঠ ও আকন্দমূল প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ মিলিত ৮ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাক দিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইয়া ঘোষালতার রস সহ পেষণ করিয়া ময়ূরের পিত্তে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় দধির সহিত সেবন করিলে, যুগপৎ ঘর্ম্মনির্গম ও শীতানুভব নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে মস্তকে জলধারা দেওয়া আবশ্যক। পথ্য—ঘৃত, সৈন্ধব লবণ, মুদ্গযূষ, ইক্ষু, খর্জ্জুর ও দ্রাক্ষা।

পঞ্চবক্ত্র রসঃ।

গন্ধেশটঙ্কমরিচং বিষং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং বিমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রো ভবেদ্ রসঃ ॥
আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ।
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদ্দোষনাশনঃ ॥

গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ, এই সকল দ্রব্য ধুস্তূরামূলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে আদার রস সহ সেবন করিলে ঘোর সন্নিপাতিক জ্বর ও তদ্দোষ নিবারিত হয়।

সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং তাম্রং মরিচং পিপ্পলী বিষম্।
শুণ্ঠী কনকবীজঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
বিজয়াপত্রতোয়েন ত্রিদিনং ভবয়েৎ সুধীঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন অর্ককাথং পিবেদনু ॥
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চ বিশেষতঃ ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঁঠ ও কনকধুস্তূরাবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিদ্ধির কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস ও আকন্দের কাথ। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাত উপশমিত হয়।

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো রসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানু-রসৈর্বিমর্দ্দ্যাষ্টদিনানি ঘর্ম্মে।
রসাষ্টভাগস্বমৃতঞ্চ দত্ত্বা দ্ বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ ॥
পিত্তৈশ্চ সম্ভাবিত এষ দেয়স্ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ ॥

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া ৮ দিন চিতার রসে মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে পারার ৮ ভাগের ১ ভাগ বিষ উহার সহিত মিশাইয়া চিতার রসে অল্প মর্দ্দন পূর্ব্বক পঞ্চ প্রকার পিত্ত দ্বারা (মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পিত্ত গ্রহণীয়) ভাবনা দিবে। ইহা সন্নিপাত-জ্বরে প্রযোজ্য। ত্রিদোষরূপনীহার-বিনাশনে এই ঔষধ সূর্য্যসদৃশ।

প্রতাপতপনো রসঃ।

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং সূতকং লৌহটঙ্কণম্।
খর্পরং সাচিকাক্ষারং মাঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্ ॥
রসেন মর্দ্দিতং পিণ্ডং নিগুণ্ডীহস্তিশুণ্ডয়োঃ।
অষ্টযামং পচেৎ কূপ্যাং নিরুধ্য সিকতাহ্বয়ে ॥
ততঃ সিদ্ধং সমাদায় রক্তিকামার্দ্রকেণ চ।
সন্নিপাতবিনাশায় প্রতাপতপনো রসঃ।
দধিভক্তং তথা দুগ্ধং ছাগমাংসঞ্চ ভোজয়েৎ ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার খৈ, খর্পর, সাচিক্ষার, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে অষ্টপ্রহর পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ১ রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ-সেবী রোগিকে দুগ্ধ দধি সহ অন্ন এবং ছাগমাংসরস প্রভৃতি পথ্য দিবে।

ঘোরনৃসিংহরসঃ।

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃতলৌহকম্।
ত্রিভাগং মৃতবঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।
চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ॥
গরলঞ্চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্রতুল্যকঃ।
এতৎ সর্ব্বসমং দেয়ং বিষমাখ্যং (বিষমুষ্টিং) তথৈব চ॥
এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ূর-ঘৃষ্টিপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্।
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপে ততঃ॥
দাপয়েদ্ বটিকামেকাং পয়ঃপেটারসেন চ।
ত্রয়োদশসন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে॥
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
পয়ঃপেটাশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্।
ঘোরনৃসিংহনামায়ং রসানামুত্তমো রসঃ॥

তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুঁচিলা ২২ ভাগ ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর ইহাদের পিত্তে এবং চিতার রসে এক-প্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত এক এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

সূতং গন্ধকটঙ্কণং শুভবিষং ধুস্তূরবীজং কটূন্
নীত্বা ভাগযথোত্তরং দ্বিগুণিতঞ্চোন্মত্তমূলাম্বুনা।
কুর্য্যান্মাষবটীং সুখাতিসুখদাং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়ে-
দেষ শ্রীশিবশাসনাৎ প্রজনিতঃ সূতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ॥
নারিকেলসিতাযুক্তং বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।
মধুনা শ্লেষ্মপিত্তোত্থং জ্বরং সংনাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং নাশয়েদ্রার্দ্রনীরতঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ, ধুস্তূরাবীজ ১৬ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ, এই সমুদায় ধুস্তূরা মূলের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনি সহ বাত-পৈত্তিক জ্বর, মধুসহ পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর এবং আদার রস সহ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষং সূতকগন্ধৌ চ পিত্তং মৎস্যময়ূরয়োঃ।
আজবারাহপিত্তে চ মহিষ্যাশ্চাপি যোজয়েৎ॥
হরিতালঞ্চ সন্যোষং বানরীবীজসংযুতম্।
অপামার্গং চিত্রমূলং জয়পালঞ্চ কল্পয়েৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাংশেন অজামূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
মাষেণ সদৃশী কার্য্যা বটিকা সন্নিষগ্বরৈঃ॥
মহাজ্বরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেঽপি চ।
মজ্জগতে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
অসাধ্যে মানবে যুঞ্জ্যাদেকাহজ্বরনাশিনী।
জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে॥
অজীর্ণে মূর্চ্ছনাভাবে শ্লেষ্মভাবেঽতিদুর্জ্জয়ে।
শোথকামলপাণ্ড্বাদি-সর্ব্বরোগাপহারকঃ।
সন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়ো জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ।
ভৃঙ্গরাজরসেনায়ং রসরাজঃ প্রদীয়তে॥
নির্ব্বাতনির্জ্জনস্থানে বহুবস্ত্রসমাবৃতে।
প্রস্বেদঃ ক্ষণমাত্রেণ জায়তে চিহ্নমীদৃশম্॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ দহ্যমানঃ পুনঃপুনঃ।
এবং চিহ্নং সমালোক্য বদেন্নৈরুজ্যমাতুরে॥
পথ্যং যদ্যাচতে রোগী তদ্দাতব্যং প্রযত্নতঃ।
দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্বিচক্ষণৈঃ॥
এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শম্ভুনা প্রেরিতো ভুবি।
কৃপয়া সর্ব্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ॥

বিষ, পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতামূল ও জয়পাল, এই সমুদায় দ্রব্য শিলাতে পেষণ করিয়া ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া মাসকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস। ইহা সেবনে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রভূত শীত-যুক্ত সান্নিপাতিক জ্বরের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অপরন্তু ইহা দ্বারা জলোদর, অজীর্ণ, পাণ্ডু,

প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে মোটা কাপড়ে আবৃত করিয়া নির্জ্জন ও নির্ব্বাত স্থানে রাখিবে। যখন দেখিবে, রোগী মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেছে ও তাহার গাত্রে অপর্য্যাপ্ত দাহ হইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। তৎকালে রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পথ্য দিবে। দধি সহ অন্ন এবং শীতল দ্রব্য প্রভৃতি নির্ভয়ে ব্যবহার করান যাইতে পারে।

সন্নিপাতভৈরবঃ।

রসং বিষং গন্ধকঞ্চ হরিতালং ফলত্রয়ম্।
জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্রসীসাভ্রলৌহকম্॥
অর্কক্ষীরং লাঙ্গলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমেব চ।
সমং কৃত্বা রসেনৈষাং ত্রিংশদ্‌বারঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥
অর্কঃ শ্বেতোঽলম্বুষা চ সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ কারবী।
কাকজঙ্ঘা শোণকশ্চ কুষ্ঠং ব্যোষবিকঙ্কতম্॥
সূর্য্যমণিশ্চন্দ্রকান্তো নিগুণ্ডী চ মহাজটা।
ধুস্তুরদন্তীপিপ্পল্যো দশাষ্টাঙ্গ্যমিদং শুভম্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং দত্ত্বা তোয়ং চতুর্গুণম্।
শিষ্টৈকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিষ্যতে॥
ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিষ্যতে।
ততশ্চ বটিকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ॥
রসোঽয়ং শ্রীসন্নিপাত-ভৈরবো জ্বরনাশনঃ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমং তথা।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকমপি ধ্রুবম্॥
জ্বরঞ্চ জলদোষোত্থং সর্ব্বদোষসমাকুলম্।
ভৈরবস্য প্রসাদেন জগদানন্দকারিণী॥

সর্ব্বং চূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদিপিপ্পলীমূলান্তানা-মষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসামগ্রীতুল্যানাং চতুর্গুণ-জলৈকগুণশিষ্টকাথেন ত্রিংশদ্‌বারমাতপে ভাবনীয়ম্। প্রতিবারং যত্নেন শোষয়িত্বা কলায়প্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা ব্যাধ্যনুরূপমার্দ্রকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ। বিরেকাদনন্তরং শুণ্ঠীজীরকতোয়প্রক্ষালিতমন্নং দদ্যাৎ। অজাতে বিরেকে পুনরপি রসং দদ্যাৎ। ব্যাধিনিবৃত্তৌ কদাচিদ্ বাত-পীড়ায়াং বাতচিকিৎসা কার্য্যা।

রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, ধুতুরাবীজ, তাম্র, সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আঠা, লাঙ্গলী ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত ভাব্য দ্রব্য সকলের কাথে ৩০ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—শ্বেত আকন্দমূল, মুণ্ডিরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শ্যোণাছাল, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বৈঁচ, রক্তসূর্য্যমণিপুষ্প, শ্বেত সূর্য্যমণিপুষ্প, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতুরা, দন্তী ও পিপুলমূল। এই ঔষধ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়সন্নিপাতভৈরবঃ।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃ সমম্।
দারুমুষঞ্চ গরলং সর্ব্বস্য সমহিঙ্গুলম্॥
মুদ্গপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
সন্নিপাতে বটীমেকামার্দ্রদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ॥
রসো মহাপ্রভাবোঽয়ং সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বৎসনাভ ৩ ভাগ, দারমুজ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

কালাগ্নিভৈরবো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্রবৈঃ।
ভাবিতঞ্চ বিশোষ্যাথ চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশিকং বিষম্।
হিঙ্গুলং রসভাগঞ্চ দ্বৌ ভাগৌ কনকস্য চ॥
বাণভাগোঽত্র গোদন্তো বাণভাগা মনঃশিলা।
টঙ্গণং নেত্রভাগঞ্চ ঋতুভাগঞ্চ খর্পরম্॥
ব্রহ্মভাগঞ্চ জৈপালং নেত্রভাগং হলাহলম্।
মাক্ষিকঞ্চাগ্নিভাগঞ্চ লৌহং বঙ্গঞ্চ ভাগকম্॥
সর্ব্বান্ খল্লোদরে ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরেণার্কস্য মর্দ্দয়েৎ।
দশমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকম্॥
পঞ্চমূলকষায়েণ তথৈব চ বিমর্দ্দয়েৎ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা বলং জ্ঞাত্বা প্রযোজয়েৎ॥
সর্ব্বং ত্রিদোষজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
পূর্ব্ববদ্ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ॥

পথ্যং শাল্যোদনং দেয়ং দধিভক্তসমন্বিতম্।
কালাগ্নিভৈরবো নাম রসোঽয়ং ভূরিপূজিতঃ ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া তাহা গোক্ষুররসে মর্দ্দিত, ভাবিত ও শুষ্ক করণানন্তর অতি চিক্কণ চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণ সহ চূর্ণতুল্য তাম্র, তাম্রের অষ্টাংশ বিষ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ, গোদন্তহরিতাল ৫ ভাগ, মনঃশিলা ৫ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগ, খর্পর ৬ ভাগ, জয়পাল ১ ভাগ, হলাহল ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দশমূলের কাথে ও পঞ্চমূলের কাথে ক্রমে এক এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সুদারুণ সন্নিপাত উপশমিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে পূর্ব্ববৎ দধ্যন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং শৈত্য ক্রিয়া করিবে।

বড়বানলঃ।

কান্তকং সূতং হরিতালগন্ধং
সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ।
নীলাঞ্জনং তুথকমেব রূপ্যং
ভস্মপ্রবালানি বরাটকাশ্চ ॥
বৈক্রান্তশম্বুকসমুদ্রশুক্তি
সর্ব্বাণি চৈতানি সমানি কুর্য্যাৎ।
সূতং ভবেদ্ দ্বাদশভাগকঞ্চ
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন বিমর্দ্দয়েচ্চ ॥
দিনত্রয়ং বহ্নিরসৈস্ততশ্চ
নিবেশয়েৎ তাম্রজসম্পুটে তৎ।
মৃদা চ সংলিপ্য রসং পুটেৎ তদ্-
রসস্ততঃ স্যাদ্বড়বানলাখ্যঃ ॥
তৎপাদভাগেন বিষং নিযোজ্য
কৃশানুতোয়েন পচেৎ ক্ষণং তৎ।
বাতপ্রধানে চ কফপ্রধানে
নিযোজয়েৎ ত্র্যূষণচিত্রযুক্তম্ ॥
দোষত্রয়োত্থেঽপি চ সন্নিপাতে
বাতাধিকত্বাদিহ সূতকোক্তঃ ॥

কান্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, নীলাঞ্জন, তুঁতে, রূপা, প্রবাল, কড়ি, বৈক্রান্ত, শম্বুক ও সমুদ্রের ঝিনুক ভস্ম; এই সকল দ্রব্য সমানপরিমাণে লইবে এবং দ্বাদশভাগ পারদ লইয়া সিজের আঠা ও আকন্দের আঠা সহ মর্দ্দন করিবে। অনন্তর চিতামূলের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপুটে রুদ্ধ করিবে; পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাক দিবে। অনন্তর উক্ত ঔষধ সহ সিকি ভাগ বিষ মিশাইবে এবং চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া পুনঃ পাক করিবে। মাত্রা—২ হইতে ৪ রতি। ইহা দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়। অনুপান—চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ।

বৃহদ্বড়বানলো রসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা।
অভ্রকং বৎসনাভঞ্চ দারু জঙ্গমজং বিষম্ ॥
জৈপালং সার্দ্ধশতকং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য মর্দ্দয়েৎ।
মাৎস্যমাহিষমায়ুর-চ্ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ ॥
বটিকাং শীততোয়েন কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বড়বানলনামায়ং নারিকেলজলেন বৈ।
ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ত্তো মৃত্যুস্তস্যামুখী ভবেৎ ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ, দারমুজ, কালসর্পবিষ প্রত্যেক এক এক তোলা, জয়পালবীজ ১৫০ টী, এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া মাৎস্য, মাহিষ, মায়ূর ও ছাগ পিত্তে ভাবনা দিবে এবং শীতল জলে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনে ঘোরসন্নিপাতে মৃত্যুমুখে পতিত রোগীও স্বাস্থ্যলাভ করে।

সন্নিপাতবড়বানলো রসঃ।

রসাষ্টকোঽমৃতং সপ্ত স্যাৎ ষষ্ঠো গন্ধতালয়োঃ।
দন্তীবীজানি ষড়্ভাগাঃ পঞ্চভাগস্তু টঙ্কণম্ ॥
চত্বারি ধূর্ত্তবীজস্য ব্যোষস্য ত্রিগুণো ভবেৎ।
এতানি বহ্নিমূলস্য কাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্।
বড়বানলসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতহরঃ পরঃ ॥

পারদ ৮ ভাগ, বিষ ৭ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, দন্তীবীজ ৬ ভাগ, সোহাগার খৈ ৫ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৪ ভাগ ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ৩ ভাগ, এই সমুদায় চিতামূলের কাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বচ্ছন্দনায়কঃ।

(*অভিন্যাসে।)

সূতগন্ধকলৌহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েৎ ত্র্যহম্।
সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নিগুণ্ডী তুলসী গিরিকর্ণিকা॥
অগ্নিবল্যার্দ্রকং বহ্নিবিজয়া জয়য়া সহ।
কাকমাচীরসেনৈষাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাদ্ বালুকাযন্ত্রগং দিনম্।
বিপচেচ্চূর্ণিতং খাদেন্মাষৈকঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
নিগুণ্ডীদশমূলানাং কষায়ং সোষণং পিবেৎ।
অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মুদ্গঞ্চ পথ্যমত্র প্রয়োজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে ; যথা—হুড় হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেত চিতামূল, আদা, রক্ত চিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিত্ত। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। আদার রস সহ ইহার চূর্ণ ১ মাষা পরিমাণে সেবনীয় (ব্যবহার ২ রতি)। পশ্চাৎ মরিচ চূর্ণসংযুক্ত নিসিন্দার পাতা ও দশমূলের কাথ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনে অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ছাগীদুগ্ধ ও মুদ্গযূষ রোগিকে পথ্য দিবে।

সিংহনাদরসঃ।

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিক্ষিপেৎ।
শুদ্ধসূতং সমঞ্চাভ্রং ভাগীত্রাবং তয়োঃ সমম্॥
নিগুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুখং * তুল্যং প্রদাপয়েৎ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবৎ যাবচ্ছুষ্কং দ্রবং স্বয়ম্॥
বিষপাদযুতঃ সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকঃ।
অনুপানং পিবেদ্ ব্যাঘ্রী-কাথং পুষ্করচূর্ণিতম্॥

* তুল্যমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

লৌহপাত্রে ২ তোলা গন্ধক রাখিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া, উহাতে পারদ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তুঁতে ২ তোলা (রসেন্দ্রসার-সংগ্রহের মতে তুঁতে দিবার প্রয়োজন নাই), বামুনহাটীর রস ৪ তোলা ও নিসিন্দা পাতার রস ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে এবং মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে দ্রব শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা বিস মিশ্রিত করিবে এবং একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—১ রতি অনুপান—কুড়চূর্ণসংযুক্ত কণ্টকারীর কাথ। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

রসবিষগন্ধকটঙ্কণ-তাম্রযবক্ষারকং ব্যোষম্।
তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা শতং বারান্॥
সংমর্দ্দ্য রক্তিকমিতা বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ।
শুণ্ঠীপিষ্টেন চ সমমেকাং দ্বে বাথবা তিস্রঃ॥
সংপ্রাশ্য নারিকেলা-জলমনুপেয়ং প্রযুঞ্জীত।
ভেদানন্তরমেব প্রক্ষালিতভক্তং তক্রমুপযোজ্যম্॥
শেষাৎ সৈন্ধবজীরং তক্রং পথ্যঞ্চ প্রযোক্তব্যম্।
প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণং বিষমঞ্চ॥
প্লীহানকাধ্মানং কাসশ্বাসং বহ্নিমান্দ্যম্।
চিন্তামণী রসোঽয়ং কিল নিয়তং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, যবক্ষার, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী, এই সমুদায় একশত বার মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আবশ্যক বোধে ১ টী ২টি বা ৩টী বটিকা শুণ্ঠীচুর্ণ সহ সেবন করিয়া ডাবের জল পান করিবে। ভেদ হইলে অন্ন ধৌত করিয়া তক্র সহ পথ্য দিবে এবং শেষে সৈন্ধব লবণ জীরা প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া তক্র পান

করাইবে। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

(মতান্তরে)

শুতং গন্ধকমভ্রকং হুবিমলং সূতার্দ্ধভাগং বিষম্
তত্রাংশং জয়পালমম্বুমৃদিতং তদ্‌গোলকং বেষ্টিতম্।
পত্রৈস্ত্রি-ভুজঙ্গবল্লিজনিতৈর্নিক্ষিপ্য খাতে পুটম্
দত্বা কুক্কুটসংজ্ঞকং সহ দলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ॥
ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতম্
গুঞ্জা নাগরসিন্ধুচিত্রকযুতং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েৎ।
শূলং সংগ্রহণীগদং সজঠরং দধ্যন্নসংসেবিনাম্
তাপে সেচনকারিণাং গদবতাং সূতস্য চিন্তামণেঃ॥
অয়মেব রসো দেয়ো মৃতকল্পে গদাতুরে।
সন্নিপাতে তথা বাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে॥
অগ্নিমান্দ্যে গ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাতিস্বক্তৌ তথা।
শোথে দুর্নাম্নি চাধ্মানে বাতে সামে নবজ্বরে॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, বিষ ॥০ তোলা, জয়পাল।০ আনা; এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটি পান দিয়া বেষ্টন ও কুট্টিত বস্ত্রমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া ঐ পান তিনটির সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার জয়পাল অৰ্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিবে এবং জল সহ মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও চিতার পাতার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর ও অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা দ্বিভাগঞ্চ ভুজঙ্গমম্।
কালকূটঞ্চ ষড়্‌ভাগং ভাগৈকং তালকং তথা॥
গোদন্তং গগনং তুত্থং শিলাগন্ধকটঙ্গণম্।
জয়পালোন্মত্তদন্তী করবীরঞ্চ লাঙ্গলী॥
পলাশমূলজৈর্নীরৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্।
চিত্রমূলকষায়েণ চার্দ্রকস্য চ বারিণা॥
মাৎস্যমাহিষমায়ূর-চ্ছাগবারাহজৌঃশুভম্।
প্রত্যেকং দশধা মর্দ্দ্যং শিলাখল্লে চ সংক্ষয়াৎ॥
ধান্যদ্বয়াং বটীং কুর্য্যাচ্ছুষ্কবস্ত্রেণ ধারয়েৎ।
দাতব্যঞ্চানুপানেন নারিকেলোদকেন চ॥
তাম্বূলঞ্চ ততো দদ্যাদ্ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্।
তিলতৈলং সদা স্নানং ঘৃতমৎস্যাদিভোজনম্।
শীতান্নং দধিসংযুক্তং পুরাণান্নঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥

রসসিন্দুর ৩ ভাগ, সর্পবিষ ২ ভাগ, কাঠ বিষ ৬ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোদন্ত, অভ্র, তুঁতে, মনঃশিলা, গন্ধক, সোহাগার খৈ, জয়পালবীজ, ধুতুরাবীজ, দন্তীমূল, করবীর মূল ও ঈশলাঙ্গলা প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদয় দ্রব্য পলাশমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চিতামূলের কাথ, আদার রস, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, ছাগপিত্ত, বরাহপিত্ত ও ঢোঁড়াসাপের পিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের পিত্ত দ্বারা দশবার মর্দ্দন করিয়া ২ ধান পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনেও শৈত্যক্রিয়া এবং ঘৃত মৎস্যাদি ভোজন বিধেয়। এই ঔষধ দ্বারা সন্নিপাত নিবারিত হয়।

কফকেতু রসঃ।

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গণং সমভাগকম্।
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্যমার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
বারত্রয়ং রক্তিকাঞ্চ বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
প্রাতঃ সায়ঞ্চ বটিকা-স্বয়মার্দ্রকবারিণা॥
কফকেতুঃ কণ্ঠরোধং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ।
পীনসং কফজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্॥

শঙ্খভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খৈ, প্রত্যেক এক এক ভাগ, বিষ ৫ ভাগ; এই সমুদয় একত্র আদার রসে ৩ বার মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে কফজন্য কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়ঃ কফকেতু রসঃ।

টঙ্গণং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ভাবনাত্রয়ম্॥

গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রকস্বরসৈর্যুতম্।
পীনসে শ্বাসকাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে॥
কফরোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতুরয়ং রসঃ॥

সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও কাঠবিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা পীনসাদি কফরোগনাশক।

স্বল্পকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জাতীকোষফলং তথা।
মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তূরী চ সমাংশিকা।
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে॥

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে ব্যবস্থেয়।

বৃহৎকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

মৃগমদশশিসূর্য্যা ধাতকী শূকশিম্বী
রজতকনকমুক্তা বিদ্রুমং লৌহপাঠাঃ।
ক্রিমিরিপুঘনবিশ্বা বারিতালাভ্রধাত্রী
রবিদলরসপিষ্টঃ কস্তুরীভৈরবোঽয়ম্॥
কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
দ্বন্দ্বজান্ ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্।
অভিচারকৃতাংশ্চৈব তথা শক্রকৃতান্ পুনঃ।
নিহন্যাদ্ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাংস্তথা॥ *
বিশ্বচূর্ণজীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ।
আমাতিসারং গ্রহণীং জ্বরাতীসারমেব চ॥
অগ্নিদীপ্তিকরঃ শান্তঃ কাসরোগনিকৃন্তনঃ।
ক্ষপয়েদ্ ভক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকম্॥
জীর্ণজ্বরং নূতনং বা দ্বিকালীনঞ্চ সন্ততম্।
প্রক্ষিপ্তং ভৌতিকং বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকম্।
পাক্ষাহিকং ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং তথা।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া আকন্দ পাতার রসে মর্দ্দন করিবে এবং ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়।

শ্লেষ্মকালানলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃতভাস্রকম্।
তুত্থং মনোহ্বা তালঞ্চ কটুফলং ধূর্ত্তবীজকম্॥
হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্ দন্তী কটুত্রিকম্।
ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্গণং সমভাগিকম্॥
মু হীক্ষীরেণ বটিকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বিজ্ঞায় কোষ্ঠং কালঞ্চ যোজয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ॥
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ।
জীর্ণজ্বরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতে কফোল্বণে॥
বলাসপ্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতুং বাতাত্মকং নয়েৎ।
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কটফল, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, এই সমুদায় একত্র সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফোল্বণ সন্নিপাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

শ্রীকালানলো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ টঙ্গণঞ্চ মনঃশিলা।
হিঙ্গুলং গরলং দারু-বিষং তাম্রঞ্চ তৎসমম্॥
বিড়ালপদমাত্রন্তু সর্ব্বং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবনায় চ দাতব্যং লাঙ্গলীমূলকং তথা॥
ঘোষামূলং তথা দেয়ং মূলং লোহিতচিত্রকম্।

* ইতঃ পরং সার্দ্ধচতুঃশ্লোকং কচিদধিকং দৃশ্যতে।

অপুষ্পফলভূধাত্রী-মূলং ভ্রমররন্ধ্রকম্॥ *
বরাহমহিষৌ ছাগো ময়ূরো মৎস্য এব চ।
এতেষাঞ্চ দদেৎ পিত্তমার্দ্রকস্য রসেন চ॥
প্রত্যেকং মর্দ্দিতং শুষ্কং কণামাত্রাপ্রমাণতঃ॥
* ভ্রমরোহত্র ভ্রমরেষ্টা ভার্গীত্যর্থঃ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কৃষ্ণসর্পবিষ, দারুমুজ বিষ ও তাম্র প্রত্যেকে ১ কর্ষ (২ তোলা) মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিয়া কণিকা মাত্রায় বটিকা করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—লাঙ্গলীমূল, ঘোষালতার মূল, রক্তচিতার মূল, কচি ভুঁই আমলা, বামুনহাটী ও আকন্দের মূল, ছাগাদি পঞ্চপিত্ত এবং আদার রস। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক বিকার প্রশমিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী।

গুড়ং দ্রোণসমং গ্রাহ্যং বৎ দৃঢ়ং পুরাতনম্।
বাবরীত্বচমাদায় দাপয়েৎ পলবিংশতিম্॥
দাড়িমং বৃষমোচঞ্চ বরাক্রান্তারণা তথা।
অশ্বগন্ধা-দেবদারু বিল্বশ্যোণাকপাটলাঃ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
বিশালা বদরী চিত্রং স্বয়ংগুপ্তা পুনর্নবা॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা উদূখলে।
সুগভীরে চ মৃদ্ভাণ্ডে তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ॥
গুড়সংগোলনং কৃত্বা এতৈঃ সংপূরয়েদ্বুধঃ।
মুখে শরাবকং দত্বা রক্ষয়েদ্ দিনবিংশতিম্॥
ষোড়শাদ্দিবসাদূর্দ্ধং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
পূগপ্রস্থদ্বয়ঞ্চাত্র কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
ধুস্তূরং দেবপুষ্পঞ্চ পদ্মকোশীরচন্দনম্।
শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্॥
শঠী মাংসী ত্বগেলা চ সজাতীফলমুস্তকম্।
গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মেথী মেষী চ চন্দনম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
মৃন্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে॥
যথাবিধিপ্রকারেণ চালনং দাপয়েদ্ বুধঃ।
বুদ্ধিমান্ সৌজলং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎ সুরাম্॥
এতন্মদ্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতুবয়ঃক্রমম্।
দেহদার্ঢ্যকরং পুষ্টি-বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
সন্নিপাতে জ্বরে ঘোরে বিসূচ্যাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শীতে দেহে প্রযোক্তব্যং মৃতসঞ্জীবনী সুরা॥

বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলাছাল ২০ পল, দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শ্যোণছাল, পারুলছাল; শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাখালশশার মূল, কুল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেক কুট্টিত ১০ পল, জল ২৫৬ সের, এই সমুদায় একত্র একটী গভীর মৃৎপাত্রে (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাব দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। ১৬ দিবস পরে উহাতে কুট্টিত সুপারি ৮ সের, ধুস্তূরামূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, রক্তচন্দন, শুল্ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেটেলা, শুঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন প্রত্যেকে ২ পল, এই সমুদায় কুট্টিত করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় জালার মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ৪ দিন পরে ঐ সমুদায় যথাবিধানে বকযন্ত্রে চুয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাতজ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। অপরন্তু ইহা দ্বারা দেহের কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়।

রসেশ্বরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং গৃহীত্বা তৎপাদভাগং রবিতারহেম্নঃ।
ভস্মীকৃতং যোজয় মর্দ্দয়াথ দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে॥
বিষঞ্চ দত্বাত্র কলাপ্রমাণমজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ।
বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য দদীত বহ্নি-কটুত্রয়ার্দ্রস্বরসপ্রযুক্তম্॥
তৈলেন চাভ্যক্তবপুশ্চ কুর্য্যাৎ স্নানং জলেনৈব সুশীতলেন।
যাবত্তরেদ্ দুঃসহমস্য শীতং মূত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ॥
পথ্যং যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য মুদ্গাচণং দধিভক্তকঞ্চ।
অন্নং দদীতাদ্রকমত্র শাকং দিনাষ্টকং স্নানমিদঞ্চ পথ্যম্॥
রসেন্দ্রচিন্তামণাবস্য সন্নিপাতসূর্য্য ইতি সংজ্ঞা।

রস ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য চিতার রসে তিন দিন ভাবনা

দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগ প্রভৃতি পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, চিতার রস, এবং ত্রিকটুচূর্ণ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দধি ও অম্ল প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং রোগিকে উত্তম রূপে তৈল মাখাইয়া সুশীতল জলে এরূপে স্নান করাইবে, যেন তাহাতে রোগির কম্প এবং মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে।

অর্কমূর্ত্তীরসঃ।

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং
সূতং দ্বিভাগং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধম।
বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন ত্র্যহং
দিনত্রয়ঞ্চাত্র বিষং কলাংশম্॥
বিক্ষিপ্য পিত্তৈঃ পরিভাবিতোঽয়ং
রসোঽর্কমূর্ত্তির্ভবতি ত্রিদোষে॥

তাম্রস্য পাত্রে তু দিনৈকমাত্রং নিম্বুরসেনাপি চ পিত্তবর্গৈঃ।
ক্ষুদ্রার্দ্রকোত্থেন রসেন সূতস্ত্রিদোষদাবানল এষ সিদ্ধঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্র্যূষণযুক্তমস্য দদ্যাত্ চিত্রার্দ্ররসেন বাপি।
নাসাপুটে চাপি নিয়োজনীয়া গুঞ্জাস্য শুণ্ঠীমরিচেন যুক্তা॥

(যদি তাম্রপাত্রে জম্বীরাদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ, তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি)।

লৌহ, লৌহের অষ্টাংশ তাম্র, দুই ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক; এই সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিন চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া পঞ্চপ্রকার পিত্ত দ্বারা ভাবিত করিবে। ইহার নাম "অর্কমূর্ত্তি রস"। আর যদি ইহাকে তাম্রপাত্রে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার লেবুর রস, পিত্তবর্গ, কণ্টকারী ও আদার রস, এই সকল দ্বারা ভাবনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে "ত্রিদোষদাবানল" রস প্রস্তুত হয়। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত চিতার রস অথবা আদার রস। ইহা ১ রতি মাত্রায় শুঁঠ ও মরিচ চূর্ণ সহ নস্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ।

তালেন বঙ্গং শিলয়া চ নাগং
রসৈঃ সুবর্ণং রবিতাম্রপত্রম্।
গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্ব্বং
পুটে মৃতং যোজয় তুল্যভাগম্॥
তত্তুল্যসূতং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধং
তুত্থঞ্চ গন্ধেন সমানভাগম্।
নিম্বূত্থতোয়েন বিমর্দ্দ্য সর্ব্বং
গোলং প্রকৃত্যাথ মৃদা বিলিপ্য॥
পুটঞ্চ দত্ত্বাথ বিমর্দ্দয়েদ্বৈনং
গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুনীরৈঃ।
বিষঞ্চ দত্ত্বাথ কলাপ্রমাণ-
মীষৎ কৃশানূত্থরসৈঃ পচেৎ তু॥
পিত্তৈস্তথা ভাবিত এষ সূত-
স্ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ।
বল্লং দদীতাস্য চ পূর্ব্বযুক্ত্যা
দাহোত্তরে তং মধুপিপ্পলীভিঃ॥
মুদ্গাশ্চ শাল্যন্নমিহ প্রশস্তং
পথ্যং ভবেৎ কোষ্ণমিদং দিনান্তে॥

হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলার সহিত সীসক, রসের সহিত স্বর্ণ তাম্র ও রৌপ্যপত্র, গন্ধকের সহিত লৌহ জারণ করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুটে পাক করিবে। ইহাদের সকলের সমান ভাগ লইবে। এবং তৎপরিমিত পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক দ্বিগুণ তুঁতে, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া যথানিয়মে পুটপাক করিবে। অনন্তর উহাতে সমান গন্ধক দিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ উহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত ও চিতার রসে সিক্ত করিয়া পাক করিবে। পরে মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দাহপ্রধান জ্বরে মধু ও পিপ্পলীর সহিত সেবনীয়। অপরাহ্ণে রোগিকে মুগের ডাল ও শালি তণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবে।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো-রসঃ।

অপামার্গস্য মূলানাং চূর্ণং চিত্রকমূলজৈঃ।
বঙ্কলৈর্মর্দ্দয়িত্বা চ রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥

তেন সূতসমং গন্ধমভ্রকং পারদং বিষম্।
টঙ্কণং তালকঞ্চৈব মর্দ্দয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
ত্রিদিনং মুষলীকন্দৈর্ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মরক্ষিতম্।
মুষাঞ্চ গোস্তনাকারামাপূর্য্যোপরি ঢক্কয়েৎ॥
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।
রসতুল্যং লৌহভস্ম মৃতবঙ্গমহিস্তথা॥
মধুকসারজলদং রেণুকং গুগগুলুং শিলাম্॥
চাম্পেয়ঞ্চ সমাংশং স্যাদ্ ভাগার্দ্ধং শোধিতং বিষম্॥
তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভাবয়েদ্ বিষনীরতঃ।
আতপে সপ্তধা তীব্রে মর্দ্দয়েদ্ ঘটিকাদ্বয়ম্॥
কটুত্রয়কষায়েণ কনকস্য রসেন চ।
ফলত্রয়কষায়েণ মুনিপুষ্পরসেন চ॥
সমুদ্রফেননীরেণ বিজয়াপত্রবারিণা।
চিত্রকস্য কষায়েণ জ্বালামুখ্যা রসেন চ।
প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎ পিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
সর্ব্বস্য সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ॥
বিমর্দ্দ্য ভক্ষয়িত্বা চ রক্ষয়েৎ কূপিকোদরে।
গুঞ্জৈকং বহ্নিনীরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা॥
দত্ত্বাচ্চ রোগিণে তীব্র-মৌঢ্যবিস্মৃতিশান্তয়ে।
ক্ষুরেণ তালুমাহত্য ঘর্ষয়েদার্দ্রনীরতঃ॥
নোদ্ঘটতে যদা দন্তাস্তদা কুর্য্যাদমুং বিধিম্।
সেচয়েন্মন্ত্রবিদ্ বৈদ্যো বারাং কুম্ভশতৈর্নরম্॥
ভোজনেচ্ছা যদা তস্য জায়তে রোগিণঃ পরম্।
দধ্যোদনং সিতাযুক্তং দত্ত্বাৎ তক্রং সজীরকম্॥
পানে পানং সিতাজাতং যদিচ্ছেত দদীত তৎ।
এবং কৃতে ন শান্তিঃ স্যাৎ তাপস্য চ রুজস্য চ॥
সচন্দ্রং চন্দনরসালেপনং কুরু শীতলম্।
যূথিকামল্লিকাজাতী-পুন্নাগবকুলাবৃতাম্॥
বিধায় শয্যাং তত্রস্থং লেপনৈশ্চন্দনৈর্মুহুঃ।
হাবভাববিলাসোক্তৈঃ কটাক্ষচকলেক্ষণৈঃ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচাপীড়ৈঃ কামিনীপরিরম্ভণৈঃ।
রম্যবীণানিনাদোক্তৈর্গায়নৈঃ শ্রবণামৃতৈঃ॥
পুণ্যশ্লোককথাভিশ্চ সন্তাপহরণং কুরু।
দত্ত্বাদ্ বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধুজৈঃ সহ বহ্নিভিঃ॥
দত্ত্বাৎ কণামাক্ষিকাভ্যাং কামলাহ্বয়পাণ্ডুষু।
তত্তদ্রোগানুপানেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সন্নিপাতহরঃ পরঃ॥

কুট্টিত আপাঙ্গের মূল ও চিতামূলের বল্কল একত্র মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাহার রস বাহির করিয়া লইবে। পশ্চাৎ ঐ রসের সমান পরিমাণে রস, গন্ধক, অভ্র, বিষ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য লইয়া ঐ দ্রব্যের সহিত মিলিত করত ৭ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে ৩ দিন তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে উহা মুষামধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা সহিত বস্ত্রদ্বারা ৭ পুরু বেষ্টন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। আর লৌহ, বঙ্গ, সীসক মণ্ডলসার, মুতা, রেণুকা, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে রসের সমান, অর্দ্ধভাগ বিষ, এই সকল দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিয়া শৃঙ্গীবিষের কাথে সাত বার তীব্র রৌদ্রে ভাবনা দিয়া দুই দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর ত্রিকটুর কাথে, ধুস্তূরার রসে, ত্রিফলার কাথে, বকপুষ্প-রসে, সমুদ্রফেনের জলে, সিদ্ধি ভিজার জলে, চিতার কাথে ও ঈশ্‌লাঙ্গলার রসে এবং পঞ্চ-পিত্তে প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, পরে সকলের সমান পরিমাণে বিষ মিলিত করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ পূর্ব্ব-লিখিত পারদাদির সহিত এই মর্দ্দিত দ্রব্য সমস্ত মিলিত করিয়া যথানিয়মে কাচ কূপিকায় স্থাপন করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে চিতার অথবা আদার রসের সহিত সেবনীয়। সেবনে অসমর্থ হইলে, রোগির তালুদেশ ক্ষুরের দ্বারা ক্ষত করিয়া ঐ স্থানে আদার রসের সহিত এই ঔষধ ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে দধ্যন্ন, চিনি ও জীরকচূর্ণ মিশ্রিত তক্র প্রভৃতি যথোপযুক্ত আহার্য্য প্রদান করিবে। তাহাতে তাপ ও রুজার শান্তি না হইলে রোগির গাত্রে চন্দনাদি লেপন ও তাহার আহ্লাদজনক ইচ্ছামত শ্লোকোক্ত অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। ইহা উপযুক্ত অনু-পানের সহিত সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

মৃগমদাসবঃ।

মৃতসঞ্জীবনী গ্রাহ্যা পঞ্চাশৎপলসম্মিতা।
তদর্দ্ধং মধু সংগ্রাহ্যং তোয়ং মধুসমং তথা॥
কস্তূরীকুড়বং তত্র মরিচং দেবপুষ্পকম্।
জাতীফলং পিপ্পলী ত্বগ্ ভাগান্ দ্বিপলিকান্ ক্ষিপেৎ॥
ভাণ্ডে সংস্থাপ্য রুদ্ধ্বা চ নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
বিসূচিকায়াং হিক্কায়াং ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে।
বীক্ষ্য কোষ্ঠং বলঞ্চৈব ভিষক্ মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ পল ; এই সমুদায় একত্র করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রযোজ্য।

মধ্য-জীর্ণ-বিষম-জ্বরাদৌ

জ্বরমাতঙ্গকেশরী রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্।
কটুত্রয়ং তথা পথ্যা ক্ষারৌ দ্বৌ সৈন্ধবং তথা॥
নিম্বস্য বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেব চ।
এষাং মাষমিতো ভাগো গ্রাহ্যঃ প্রতিসুসংস্কৃতঃ॥
দ্বিমাষং কানকফলং বিষঞ্চাপি দ্বিমাষিকম্।
নিগুণ্ডীস্বরসেনাপি শোষয়েৎ তৎ প্রযত্নতঃ।
সার্দ্ধরক্তিপ্রমাণেন বটী কার্য্যা সুশোভনা।
সর্ব্বজ্বরহরা চৈষা ভেদিনী দোষনাশিনী॥
আমাজীর্ণপ্রশমনী কামলাপাণ্ডুরোগহা।
বহ্নিদীপ্তিকরী চৈষা জঠরাময়নাশিনী॥
উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যা হিতকারিণী।
ভাষিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গকেশরী॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পালবীজ ২ মাষা ও বিষ ২ মাষা; এই সকল দ্রব্য যথাযোগ্য শোধনাদি করিয়া ও একত্র মাড়িয়া নিসিন্দা পাতার রসে ভাবনা দিতে হইবে। ১৷৹ দেড় রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও জঠররোগ উপশমিত হয়। ইহা ভেদক, অগ্নির দীপক ও দোষনাশক।

রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারী রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং বিষঞ্চ দরদং পৃথক্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ষার্দ্ধং লবঙ্গং মরিচং পলম্॥
শুদ্ধং কনকবীজঞ্চ পলদ্বয়মিতং তথা।
ত্রিবৃতাকর্ষমেকঞ্চ ভাবয়েদ্দন্তিকদ্রবৈঃ॥
সপ্তধা চ ততঃ কার্য্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা।
জ্বরমুরারিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ॥
অত্যন্তাজীর্ণপূর্ণে চ জ্বরে বিষ্টম্ভসংযুতে।
সর্ব্বাঙ্গগ্রহণী গুল্মে চামবাতেঽম্লপিত্তকে॥
কাসশ্বাসে যক্ষ্মরোগেঽপ্যুদরে সর্ব্বসম্ভবে।
গৃধ্রস্যাং সন্ধিমজ্জস্থে বাতে শোথে চ দুস্তরে॥
যকৃতি প্লীহরোগে চ বাতরোগে চিরোত্থিতে।
অষ্টাদশকুষ্ঠরোগে সিদ্ধো গহননির্ম্মিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কেহ কেহ বলেন জয়পাল ১৬ তোলা), তেউড়ী ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ ও আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়।

শ্রীজ্বরমুরারিঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কণং নাগরাভয়া।
জয়পালসমাযুক্তং সদ্যো জ্বরবিনাশনম্॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং জয়পালচূর্ণম্, সর্ব্বং পিষ্ট্বা কলায়প্রমাণা বটী কার্য্যা।)

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, শুঁঠ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজ চূর্ণ, জলে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সদ্যঃ জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চন্দ্রশেখরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
চতুস্তুল্যা শিলা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ॥

ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকং হনু॥
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ ও সোহাগার খৈ ১ ভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত মনঃশিলা একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিয়া এবং ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও শীতল জল। ইহা সেবনে অত্যুগ্র পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বর তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়।

জ্বরভৈরবো রসঃ।

ত্রিকটুত্রিফলাটঙ্গ-বিষং গন্ধকপারদম্।
জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্দ্যং দ্রোণপুষ্পীরসৈর্দিনম্॥
তাম্বূলেন সমং প্রাতঃ খাদেদ্ গুঞ্জামিতাং বটীম্।
মুদ্গযূষং শিখরিণী পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥
নবজ্বরং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
দিনৈকেন নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং জ্বরভৈরবঃ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, সোহাগার খৈ, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র ঘলঘসিয়ার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ নবজ্বর জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর অতি সত্বর উপশমিত হয়। রোগিকে মুদ্গযূষ ও শিখরিণী (সরবৎ) পথ্য দিবে।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতগন্ধকান্।
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্॥
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পীরসেন বা।
শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে জ্বরেঽজীর্ণে তথৈব চ।
মন্দেঽগ্নৌ বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে।
প্রয়োজ্যো ভিষজা সম্যগ্ রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥

পারদ ৪ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ ও জায়ফল ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান—পানের রস আদার রস, অথবা ঘলঘসিয়া পাতার রস। ইহা সেবনে জ্বর, শীতজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, বিসূচিকা, পীনস ও শিরোরোগ উপশমিত হয়।

জ্বরকেশরী।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ।
জয়পালং সমং কৃত্বা ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ।
নারিকেলাম্বুনা চাপি সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
নারিকেলজলং শস্তং কর্ষত্রয়ং পিবেদনু।
সিতয়া চ সমং পীতা পিত্তজ্বরবিনাশিনী॥
মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাতজ্বরাপহা।
পিপ্পলীজীরকাভ্যাঞ্চ দাহজ্বরবিনাশিনী।
জ্বরকেশরিনামায়ং রসো জ্বরবিনাশনঃ॥

বিশুদ্ধ পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পালবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করত ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে, কিন্তু বালকের পক্ষে সর্ষপ প্রমাণ। ইহা ৬ তোলা ডাবের জলসহ সকল জ্বরে প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সন্নিপাতে মরিচের সহিত এবং দাহজ্বরে পিপ্পলী ও জীরা সহ সেবন করিতে হইবে।

বিদ্যাধরো রসঃ।

রসো গন্ধকতাম্রং ত্রিকটু কটুকাটঙ্গণবরা-
ত্রিবৃদ্দন্তীহেমদ্রুমশিবিষমেতৎ সমমিদম্॥
সমস্তৈস্তুল্যং স্যাদ্ বিমলজয়পালোত্তবরজ
স্ততঃ স্নুক্ক্ষীরেণ প্রগুণমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ॥

দ্বিগুঞ্জাস্য প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলম্
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণিগুদকীলোদ্ভবরুজঃ।
মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদম্
বিবন্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্‌কী, সোহাগার খৈ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, তেউড়ীমূল, দন্তীবীজ, ধুস্তূরবীজ, আকন্দমূল ও বিষ, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সিজের আঠায় ও দন্তীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া এবং মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সামজ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী, গুদকীলোদ্ভব-শূল, বায়ুজন্য প্রবল শূল, অজীর্ণ, ক্রিমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্লীহা ও যকৃৎ নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধামৃতঞ্চৈব সমং শুদ্ধঞ্চ টঙ্গণম্।
মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু যাবৎ স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
নকুলারিমুখে ক্ষিপ্ত্বা মৃদা সংবেষ্টয়েদ্বহিঃ।
স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে পাত্রে ঊর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ॥
ভাণ্ডবক্তুং নিরুধ্যাথ চতুর্যামং হঠাগ্নিনা।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলীম্॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
বামভাগে জ্বরং হন্তি তৎক্ষণাল্লোককৌতুকম্॥
কুর্য্যাদ্দক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ।
গোপ্যাদ্ গোপ্যতমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসোঽয়ং কথিতো ভুবি॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করত কৃষ্ণসর্পের মুখে পূরিয়া ও কাদা দ্বারা লেপন করিয়া লবণপূর্ণ মৃদ্ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে ঐ মৃদ্ভাণ্ডের মুখ আবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নিতে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। মৃদ্ভাণ্ড শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ইহা ১ রতি মাত্রায় নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। ইহার নস্য লইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গের জ্বর দূরীভূত হইয়া দক্ষিণাঙ্গের জ্বর নিবারিত হয়। ইহা অতি গুহ্যতম ঔষধ।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্।
রসতুল্যং বিষং যোজ্যং মরিচং পঞ্চধা বিষাৎ॥
কট্‌ফলং দন্তীবীজঞ্চ প্রত্যেকং মরিচোন্মিতম্।
জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্।
মাষৈকেণ নিহন্ত্যাশু জ্বরং জীর্ণং ত্রিদোষজম্॥
(অস্য মাষামাত্রাং শর্করয়া সংনীয় গিলিত্বা কিঞ্চিৎ জলং পিবেৎ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, কট্‌ফল ৫ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ, একত্র জল সহ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে চিনির সহিত গিলিয়া একটু জল পান করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। ইহা বিরেচক ঔষধ।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

(মতান্তরে)

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং বীজং কনকসম্ভবম্।
মহৌষধং টঙ্গণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্॥
ভৃঙ্গরাজাম্বুনা সর্ব্বং মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ।
গুঞ্জাপ্রমাণাং খাদেৎ তাং যথাদোষানুপানতঃ॥
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম্না বিষমজ্বরনাশনঃ।
জ্বরাতিসারমন্দাগ্নীন্ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

পারদ, গন্ধক, ধুতুরাবীজ, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, হরিতাল ও বিষ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধান করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার ও মন্দাগ্নি সত্বর দূরীভূত হয়।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং কর্ষমানং নয়েদ্বুধঃ।
মহৌষধং টঙ্গণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্॥
রসার্দ্ধং মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
ত্রিদিনং ভাবনাং দত্ত্বা চতুর্থে বটিকাং ততঃ॥
কুর্য্যাচ্চণকমাত্রাঞ্চ পিপ্পলীমধুসংযুতঃ।
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম বিষমজ্বরনাশনঃ॥
(মহৌষধাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং রসার্দ্ধম্।)

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ এক তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। চতুর্থ দিবসে চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষ-চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম জ্বরাষ্টকনিসূদনঃ॥
(ব্যোষং মিলিত্বা দ্বিগুণম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৩ ভাগ, শুঁঠ পিপুল মরিচ মিলিত ১২ ভাগ (প্রত্যেক ৪ ভাগ), একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গোঁড়ালেবুর শাঁস ও আদার রস অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

(মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং রূপ্যমেব চ *।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥
জম্বীরতুলসীচিত্র-বিজয়াতিন্তিড়ীরসৈঃ।
এভির্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জলে খল্লগহ্বরে॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাস্তু কারয়েৎ॥
মহাগ্নিজননী চৈষা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্রিদোষপ্রভবং জ্বরম্॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গিরিমাটী, সোহাগার খৈ ও রৌপ্য ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়ালেবু, তুলসীপাতা, চিতামুল, সিদ্ধিপাতা ও তেঁতুলপাতা ইহাদের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে ও ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয় এবং অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জ্বরনাশক ঔষধের মধ্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশবটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণাম্।
ত্বচং জৈপালকং কুষ্ঠং ভূনিম্বং মুস্তকং পৃথক্॥
চূর্ণয়িত্বা সমাংশস্তু কজ্জল্যা সহ মেলয়েৎ।
নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসে চাপি আর্দ্রকস্য রসে তথা॥
ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
বটিকাং ভক্ষয়িত্বা তু বস্ত্রস্যৈকং কারয়েৎ॥
এষা জ্বরাঙ্কুশবটী সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতং তথা।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব বা।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

পারদ এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, জয়পালের ছাল, কুড়, চিরতা ও মুতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী

* মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং দন্তীবীজকমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

সেবনান্তে বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

জ্বরারি-অভ্রম্।

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জিকা।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ॥
অভ্রং জ্বরারিনামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
বিষমাখ্যং জ্বরং হন্তি ধাতুস্থং বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্রমাংসং সশোথকম্॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
অত্র তাম্রাসহত্বে তাম্রস্থানে টঙ্কং গ্রাহ্যমিত্যুপদেশঃ।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধুতূরাবীজ ২ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। দোষাদি বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, ধাতুগত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাংস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদিলৌহম্।

রক্তচন্দনহ্রীবের-পাঠোশীরকণাশিবা-
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতম্।
লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
ত্রিমদং মুস্তকচিত্রকবিড়ঙ্গম্। সর্ব্বসমমিতি দ্বাদশ-দ্রব্যসমং লৌহং। রক্তিদ্বয়ং মধুনা লিহেৎ, পশ্চাৎ মুস্তাম্বুচর্ব্বণং কর্ত্তব্যং বৃদ্ধোপদেশাৎ॥

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, উশীর, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, সুঁদীফুল, আমলকী, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ, এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ মিশ্রিত ও জলে মর্দ্দিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ উপদেশ দেন যে, ঔষধসেবনান্তে মুস্তক চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য।

চূড়ামণিরসঃ।

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকম্।
শুদ্ধং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ॥
জলেন পিষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ।
ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবম্॥
কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতং তথা।
কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবম্॥
শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলং গলগ্রহম্।
বাতপিত্তসমুদ্ভূতাং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাম্॥
আমবাতং কটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্।
অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিকঞ্চ যৎ॥
তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।
চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য জলে গাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ধাতুস্থ, সন্নিপাতজ, কামশোকোদ্ভূত, ত্রিদোষজনিত ও বিষম জ্বর, কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গগত শূল, শিরোরোগ, কর্ণ-দন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্তজ গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নিবারিত হয়। এই চূড়ামণি রস শিবনির্ম্মিত।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ।

সুবর্ণসিন্দূরং স্বর্ণং লৌহং তারং মৃগাণ্ডজম্।
জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকম্॥
কর্পূরং গগনঞ্চৈব চোচং মুষলতালকম্।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু তুরঙ্গঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্॥
বিক্রমং জম্মসূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা।
রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ॥

খল্বে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ।
নিশুণ্ডীজিকাবাসা-রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥

স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, মৃগনাভি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্তপাষাণ (চুম্বক পাথর) ও তুঁতে, প্রত্যেক ৪ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা পাতা, বামুনহাটী, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে অথবা কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। (এক রতি মাত্রায় বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

ভানুচূড়ামণিঃ।

সুবর্ণং রসসিন্দূরং প্রবালং বঙ্গমেব চ।
লৌহং তাম্রং তেজপত্র-যমানীবিশ্বভেষজম্॥
সৈন্ধবং মরিচং কুষ্ঠং খদিরং দ্বিহরিদ্রকম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা রক্তিদ্বয়প্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাত, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সমুদায় সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়।

জ্বরান্তকো রসঃ।

ভাস্করো গন্ধকঃ শর্ব্বো দেবী বিহঙ্গতীক্ষ্ণকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্॥
ভূনিম্বাদিগণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।
চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা।
আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বরমপোহতি॥

তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল সমাংশে লইয়া ভূনিম্বাদিগণের কাথে (চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী ও দশমূলের দশ খানা) ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার আমজ্বর, তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর, ভূতোত্থ জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্তু তৎসমম্।
দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবঙ্গেশ্চ ব্যোমচূর্ণঞ্চ তৎসমম্॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেজ্জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্॥
অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাতিদুস্তরম্।
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ আধ্মানেঽনিলসম্ভবে॥
অতিসারেঽর্দ্দিতে* চৈব অরোচকনিপীড়িতে।
জরাম্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরব্যপোহকঃ॥
* ছর্দ্দিতে চ ইতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তুরবীজ, প্রত্যেক এক এক ভাগ; তাম্র, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ২ ভাগ, গোঁড়ালেবুর শস্যে ও আদার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চাতুর্থিক চাতুর্থকবিপর্য্যয় অসাধ্য ও সাধ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং তদুপসর্গ—অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বাতাধ্মান, অতিসার ও অরুচি প্রভৃতি অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরসঃ।

(মতান্তরে)

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্।
ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ॥
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং ছায়াপালিতম্।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ ত্বজীর্ণে শস্যতে সদা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা দেয়মার্দ্রকবারিণা॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমানাংশ লইয়া দ্রোণপুষ্পী পাতার রসে মর্দ্দিত ও ভাবিত এবং ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা—১ রতি বা ২ রতি। অনুপান—আদার রস। অজীর্ণযুক্ত জ্বরে প্রশস্ত। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহজ্জ্বরচিন্তামণিঃ।

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকম্।
হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমম্॥
মুক্তামাক্ষিককাশীশং শিলা চ টঙ্কণং সমম্।
কর্পূরঞ্চ সমং দত্ত্বা ভাবনা সপ্তসপ্তকম্॥
ভার্গী বাসা চ নির্গুণ্ডী নাগবল্লী জয়ন্তিকা।
কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা॥
আর্দ্রকঞ্চ ততো দদ্যাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকম্।
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও কর্পূর এই সমুদায় সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনাদ্রব্য যথা—বামুনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, করোলা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্নবা ও আদা; ইহাদের যথাসম্ভব স্বরস অথবা কাথ। (১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর (বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও বিষমজ্বর), কাস, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রশমিত হয়।

ত্রিপুরারিরসঃ।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং রসং তাম্রঞ্চ গন্ধকম্।
লৌহমভ্রং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্॥
রসার্দ্ধং মৃতরূপ্যঞ্চ শৃঙ্গবেরাম্বুমর্দ্দিতম্।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং সিতয়ার্দ্ররসেন বা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বারিদোষভবং তথা।
প্লীহানমুদরং শোথমতীসারং বিনাশয়েৎ।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু শঙ্করস্ত্রিপুরং যথা॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক সমানাংশে লইয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ রৌপ্য মিশ্রিত করিবে, পরে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—চিনি, মধু অথবা আদার রস। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্লীহা, উদর, শোথ ও অতিসার প্রশমিত হয়।

জ্বরাশনিরসঃ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্॥
লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকম্॥
পর্ণেন সহ দাতব্যো রসো রক্তিকসম্মিতঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্॥
কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিম্।
ধাতুস্থং প্রবলং দাহং জ্বরং দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ ও লৌহসম অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। পুনর্ব্বার পারদতুল্য মরিচচূর্ণ মিশ্রণ

এবং মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, প্রবলদাহ, ত্রিদোষজ জ্বর, শ্বাস ও কাস সত্বর উপশমিত হয়।

জ্বরকালকেতুরসঃ।

রসং বিষং গন্ধকতাম্রকঞ্চ মনঃশিলাঙ্করতালকঞ্চ।
বিমর্দ্য বল্লীপয়সা সমাংশং গজাহ্বয়েং তত্র পুটং বিদধ্যাৎ॥
দ্বিগুঞ্জমস্যৈব মধুপ্রযুক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোগ্রম্।
পুরা ভবান্যৈ কথিতো ভবেন নৃণাং হিতায় জ্বরকালকেতুঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলার মুটি ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করত গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। মধু সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরারিরসঃ।

দরদবলিরসানাং শুল্বনাগাভ্রকাণাম্
শুভগবিটশিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্।
বিপিননৃপদলোত্থৈর্ভাবিতং শোষয়েৎ তৎ
দিবসদশসমাপ্তৌ রক্তিকৈকাঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েদস্য চার্দ্রকস্য রসৈর্যুতাম্।
দন্তমাত্রো জ্বরং হন্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে।
সর্ব্বশূলবিনাশী চ কফপিত্তবিনাশনঃ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সোন্দাল পাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিবে, অনন্তর ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সত্বই জ্বর নিবারিত হয়। পরন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার শূল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং বর্দ্ধিত কফপিত্তের বিনাশক।

শ্রীরসরাজঃ।

ভাগৈকং রসরাজস্য ভাগশ্চ হেমমাক্ষিকাৎ।
ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়ো মতাঃ॥
তালকাষ্টাদশ ভাগাঃ শুল্বং স্যাদ্ ভাগপঞ্চকম্।
ভল্লাতকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
বজ্রীক্ষীরপ্লুতং কৃত্বা দৃঢ়ে মৃন্ময়ভাজনে।
বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লয়েৎ সুদৃঢ়ং পুনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ।
রসরাজঃ প্রসিদ্ধোঽয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ ও ভেলা ৩ ভাগ; এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া সিজের আঠায় আপ্লুত করিবে; পরে একটী সুদৃঢ় মৃদ্ভাণ্ডের মধ্যে ঐ ঔষধ গুলি রাখিয়া শরাব দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে। অনন্তর চুল্লীতে স্থাপন করিয়া ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ।

সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্।
নিগুণ্ডীস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েৎ পর্ণে জ্বরং হন্তি মহাদ্ভুতম্॥

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ সমভাগে লইয়া নিসিন্দা পাতার রসে ও আদার রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় পানের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে অতি আশ্চর্য্যরূপে জ্বর উপশমিত হয়।

বিশ্বেশ্বররসঃ।

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে।
অশ্বত্থজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে॥

নিদিগ্ধিকারসে কাক-মাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ।
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক এবং খর্পর সমভাগে লইয়া অশ্বত্থমূলের রসে, কুলমূলের রসে, কণ্টকারীর রসে ও কাচমাচীর রসে প্রত্যেকে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২।৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিতে . ২ . রাত্রিজ্বরের অ.. উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুদ্রাঘোটকো রসঃ।

পারদো গন্ধকশ্চৈব ত্রিক্ষারং লবণত্রয়ম্।
গুগ্‌গুলুর্বৎসনাভঞ্চ প্রত্যেকন্তু দ্বিমাষিকম্॥
কৃষ্ণোন্মত্তজটানীরৈর্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
গোক্ষুরেন্দ্রকমারীষ-করঞ্জচিত্রতেজিকা—॥
ভূকুকুরকবল্লীভিস্ত্রিফলাবৃহতীরসৈঃ।
মর্দ্দিতা বটিকা কার্য্যা কৃষ্ণলাফলসন্নিভা॥
ততো বটীদ্বয়ং দত্ত্বা যত্নৈঃ শাট্যাদিভির্বৃতঃ।
রসঃ সর্ব্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রান্ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, গুগ্‌গুলু ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা লইয়া কৃষ্ণধুস্তুরমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কাঁটানটে, ডহরকরঞ্জ, চিতামূল, লতাফট্‌কী, ভূমিঝিণ্টা, ত্রিফলা ও বৃহতী, ইহাদের যথাসম্ভব কাথে ও স্বরসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দুই বটী সেবন করিবে। বটিকা সেবনের পর বস্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারী রসঃ।

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বৈরতিবিষা সমা।
রসস্ত দ্বিগুণং লৌহং রৌপ্যং লৌহাদ্বিভাগসম্মিতম্॥
পিচুমর্দ্দরসেনাপি বিষ্ণুক্রান্তারসেন চ।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাত্রয়োম্মিতাঃ॥
হন্ত্যাদতিবিষাকাথ-সংযুতোঽয়ং রসোত্তমঃ।
ত্র্যাহিকাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ রক্ষাংসীব রঘূদ্বহঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আতইচ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ ও রৌপ্য অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় নিমছালের রসে এবং অপরাজিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আতইচের কাথ। ইহা সেবনে ত্র্যাহিকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

চাতুর্থকারী রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্র-হরিতালং সমাংশিকম্।
রসার্দ্ধপ্রমিতং হেম সর্ব্বং খল্লোদরে ক্ষিপেৎ॥
কৃষ্ণধুস্তূরপয়সা মুনিপুষ্পরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
চম্পকত্বাবযোগেণ সেবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ।
চাতুর্থকাদীন্ নিখিলান্ নিহন্ত্যাশ্বিষমজ্বরান্॥
(ত্র্যাহিকারিশ্চাতুর্থকারিশ্চ রসো জ্বরবিরামে প্রযোজ্য ইতি বৃদ্ধবৈদ্যাঃ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ; এই সমুদায় একত্র করিয়া কৃষ্ণধুতুরা ও বক-ফুলের রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। চাঁপাছালের রস ইহার অনুপান। ইহা সেবনে চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়। (বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপরি উক্ত ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি এই দুইটি ঔষধ জ্বরবিরামে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন)।

বাতপিত্তান্তকরসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুস্তার্ক-তীক্ষ্ণমাক্ষিকতালকম্।
গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ॥
ধাত্রীশতাবরীদ্রাবৈরেভিঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ।
দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিতাক্ষৌদ্রযুতা বটী॥

মাষমাত্রা নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্।
দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ।
সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিকাথসিতাযুতম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মুক্তা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিবে এবং যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী ও ভূঁইকুমড়া ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান— চিনি ও মধু। ইহাতে বাতপৈত্তিক জ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা যষ্টিমধুর কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররসঃ।

মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
তারং তাপ্যঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা।
গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষারাবী স্থূরবল্লী চ শোথঘ্নী গণিকারিকা।
ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সতিক্তা তু সুদর্শনা॥
অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা সূর্পপর্ণী প্রসারণী।
প্রত্যেকস্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
মহাগ্নিকারকো রোগসঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
গ্রহণীং ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে॥

মূর্চ্ছিত পারদ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবনা দিবে। (প্রথমে পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য মিলিত করিতে হইবে।) ভাবনাদ্রব্য যথা— ক্ষীরুই, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূঁই আমলা, ঘোষালতা, কট্‌কী, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশ্‌লাঙ্গলা, লতাফট্‌কী, মুগানি ও গন্ধভাদুলে। ইহা পানের সহিত ৪ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, সশোথ পাণ্ডু কামলা, গ্রহণী, উপদ্রবযুক্ত ক্ষয়রোগ ও রোগসঙ্কর অতি আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হইয়া থাকে।

কল্পতরু-রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েৎ পঞ্চভিঃ পিত্তৈঃ ক্রমশঃ পঞ্চবাসরম্॥
নিগুণ্ডীস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবাসরম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা ছায়য়া পরিশোষিতা।
ততঃ সপ্তবটী যোজ্যা যাবন্ন ত্রিগুণা ভবেৎ॥
বয়োঽগ্নিদোষকং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বরৈঃ।
অনুপানকোষ্ণজলং কজ্জলীপিপ্পলীযুতম্॥
পানাবশেষে প্রস্বাপ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
ঘর্ম্মাভ্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
রোগিণং স্বাপয়িত্বা তু ভোজয়েৎ সসিতং দধি।
এষ কল্পতরুর্নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ॥
অসাধ্যং চিরকালোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
হন্তি জ্বরাতিসারৌ চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলাম্।
শোথং শ্বাসকাসে চ শূলযুক্তে নরে তথা॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পঞ্চপিত্ত (বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমাছ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে) দ্বারা যথাক্রমে ৫ দিন, নিসিন্দা পাতার রসে ৭ দিন, আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ক্রমশঃ ২১টী পর্য্যন্ত বটিকা সেবন করাইবে। বটিকা সেবনান্তে ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে। ঘর্ম্মোদ্গমের পর শয্যা ত্যাগ করিয়া চিনি সহ কিঞ্চিৎ দধি পান করিবে। ইহার

অনুপান—কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবনে অসাধ্য ও চিরোত্থিত জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

কল্পতরু-রসঃ।

(মতান্তরে)

শুদ্ধং শঙ্করশুক্রমক্ষতুলিতং মায়ারিনারারজ-
স্তদ্বৎ তাবদুমাপতিস্ফুটগলালঙ্কারবস্তু স্মৃতম্।
তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবৎ তথা টঙ্গণম্
শুণ্ঠী ত্র্যক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পালসংখ্যাক্ষকম্॥
বিষাদিবস্তূনি শিলোপরিষ্টাদ্ বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ।
ততস্তু খল্লে রসগন্ধকৌ চ চূর্ণঞ্চ তদ্‌যামযুগং বিমর্দ্দ্যম্॥
কল্পতরুর্নামধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ।
সমীরণশ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্তু স্মৃতা গুঞ্জৈকা॥
আর্দ্রকেণ সমমেষ ভক্ষিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরম্।
শ্বাসকাসমুখসেকশীততা-বহ্নিমান্দ্যবিসূচীশ্চ নাশয়েৎ॥
নস্তেনাশ্বেব হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাম্।
মোহং মহান্তমপি চ প্রলাপং ক্ষবথুগ্রহম্॥

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক অক্ষ-(২ তোলা)-পরিমিত। বিশুদ্ধ মনঃশিলা, তারমাক্ষিক ও সোহাগা প্রত্যেক ২ তোলা, শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা এবং মরিচ ২০ তোলা পরিমাণে লইতে হইবে। পারদ ও গন্ধক ভিন্ন আর সমস্ত বস্তু প্রথমতঃ শিলাতে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উক্ত চূর্ণ পারদ ও গন্ধক সহকারে ২ প্রহর কাল মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—এক কুঁচ। ইহা একটী প্রধান ঔষধ। ইহার নাম যেরূপ, গুণও তদ্রূপ। ইহাতে বাতজ ও শ্লেষ্মজ ব্যাধির শান্তি হয়। এই রস আদার রসের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের শান্তি হয়। ইহার নস্য লইলে কফজ ও বাতজ শিরঃপীড়া, মহামোহ, প্রলাপ এবং ক্ষবথুগ্রহের শান্তি হয়।

বিদ্যাবল্লভো রসঃ।

রসম্লেচ্ছশিলাতালাশ্চন্দ্রদ্ব্যগ্ন্যর্কভাগিকাঃ।
পিষ্ট্বা তান্ সুষবীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ॥
রুদ্ধং শরাবে সংরুধ্য বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
স্ফুটন্তি ব্রীহয়ো যাবৎ তচ্ছিরঃস্থাঃ শনৈঃ শনৈঃ॥
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং দ্বিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ হন্তি তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ, উচ্ছেপাতার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পরে উহা শরার মধ্যে নিহিত ও মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে করিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। পাকপরিজ্ঞানার্থ বালুকাযন্ত্রের উপর কতকগুলি ধান্য স্থাপন করিবে, যখন ধান্যগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই জানিবে, পাক সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মাত্রা—৪ রতি (ব্যবহার ২ রতি)। অনুপান—চিনি। ইহা সেবনে বিষমজ্বর মাত্রই উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও অম্লাদি ভোজন নিষেধ।

শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্কণং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপি তৎসমম্॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ॥
কিরাততিক্তককাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতম্।
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং তথা।
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ॥
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা।
নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ॥
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ।
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক ৵০ আনা, স্বর্ণ ।০ আনা, (মতান্তরে ২ তোলা) লৌহ ৵০ আনা ও রৌপ্য ৵০ আনা; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া ধুতূরাপত্রের রসে, শেফালীপত্রের রসে, দশমূলের কাথে ও চিরতার কাথে প্রত্যেকে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে যে কোন-প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বল এবং পুষ্টির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষড়াননো রসঃ।

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং দরদং পিপ্পলীং বিষম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে যামঞ্চ গুড়ূচীরসৈঃ॥
মধুনা মর্দ্দয়িত্বা তু গুঞ্জামাত্রং লিহেৎ সদা।
জ্বরে মন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ॥
জ্বরে বৈষমাতরুণে জীর্ণজ্বরে বিশেষতঃ।
মুদ্গান্নং মুদ্গযূষং বা তক্রভক্তঞ্চ কেবলম্॥
নারিকেলোদকং দেয়ং মুদ্গপথ্যং বিশেষতঃ।
ষড়াননো রসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পিত্তল, কাংস্য, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ, ইহাদের সমভাগ লইয়া ১ প্রহর কাল গুলঞ্চের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সাধারণ জ্বর, বাতপিত্তজ্বর, তরুণজ্বর, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর ও মন্দাগ্নি উপশমিত হয়। এই বটিকা সেবনের পর রোগিকে মুগের যূষ, তক্র ও নারিকেল জল পথ্য দিবে।

বসন্তমালতীরসঃ।

স্বর্ণং মুক্তা দরদমরিচং ভাগবৃদ্ধ্যা প্রদিষ্টম্
খর্পরস্থাষ্টৌ প্রথমমখিলং মর্দ্দয়েন্ম্রক্ষণেন।
যাবৎ স্নেহো ব্রজতি বিলয়ং নিম্বুনীরেণ তাবদ্
গুঞ্জাদ্বন্দ্বং মধুচপলয়া মালতী প্রাগ্‌বসন্তা॥
সেবিতেঽয়ং হরেৎ তূর্ণং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
ব্যাধীনন্যাংশ্চ কাসাদীন্ প্রদীপ্তং কুরুতেঽনলম্॥

স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, খর্পর ৮ ভাগ; এই সমুদায় প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মাখন সহ মর্দ্দন করিয়া পাতিলেবুর রসে তাবৎ কাল মর্দ্দন করিবে, যাবৎ মাখনের স্নেহ ভাগ বিলুপ্ত না হইয়া যায়। ২ রতি পরিমাণে এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর ও কাস প্রভৃতি অন্যান্য রোগ উপশমিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ।

পারদং গন্ধকং তুল্যং মৃতার্দ্ধং জীর্ণতাম্রকম্।
তাম্রতুল্যং মাক্ষিকঞ্চ লৌহং সর্ব্বসমং নয়েৎ॥
জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেনৈব কোকিলাক্ষরসেন চ।
বাসকার্দ্র পর্ণরসৈঃ পঞ্চধা চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
পৃথক্ কলায়মানাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।
বিষমজ্বরান্তনামায়ং বিষমজ্বরনাশনঃ॥
বহ্নিদীপ্তিকরো হৃদ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
চক্ষুষ্যো বৃংহণো বৃষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরুজাপহঃ॥

পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, লৌহ ৬ ভাগ, এই সমুদায় জয়ন্তীপাতার রসে, কুলেখাড়ার রসে, বাসকের রসে, আদার রসে ও পানের রসে যথাক্রমে পাঁচবার করিয়া ভাবনা দিয়া মটর পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়, অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, হৃদ্য, বল ও পুষ্টিকারক।

পুটপাকবিষমজ্বরান্তকো লৌহঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং সূতাঙ্ঘ্রি হেমভস্মকম্॥
লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥ *
মুক্তা শঙ্খং † শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণাহিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥

* বঙ্গঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেদিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ। ব্যবহারস্তু পূর্ব্বেণৈব।

† মুক্তা শঙ্খমিত্যত্র মুদ্রাশঙ্খমিতি কেচিৎ পঠন্তি ব্যবহরন্তি চ।

জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র তৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ।
বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ-পারদ এক তোলা, গন্ধক ১ তোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, ইহার সহিত স্বর্ণ সিকি তোলা; লৌহ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; বঙ্গ, গেরিমাটী (রসেন্দ্রসারের মতে গেরিমাটী দিতে হয় না), প্রবাল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা; মুক্তা, শঙ্খ ও ঝিনুকভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা; এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া উপরে মাটির লেপ দিবে। পরে ঐ ঝিনুক ২০।২৫ খানি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থ করিয়া পুট দিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা—২ রতি; অনুপান—পিপুল-চূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মেহরোগ, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ।

গন্ধকং পারদঞ্চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্।
শঠী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা॥
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্কণং গজপিপ্পলী।
জাতীকোষাজমোদে চ লৌহং যাসলবঙ্গকম্॥
ধুস্তূরবীজং জৈপালং কট্‌ফলং চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকৈরেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ।
বিল্বমূলরসং দত্ত্বা চার্কচিত্রকদন্তকাঃ॥
শিখরী কাঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা।
ধুস্তূরকৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রকপিপ্পলী॥
কণ্টকার্য্যাদ্রয়োশ্চৈব মূলান্যেতানি দাপয়েৎ।
এষাং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্॥
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
চতুর্ব্বিধবটীং খাদেৎ নিত্যমার্দ্রকবারিণা॥
উষ্ণতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব শিরোরোগাংশ্চ দারুণান্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্মনিসূদনঃ।
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনঃ॥
পঞ্চ পাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিশ্চৌল্যাময়াপহঃ।
সোদাবর্ত্তঃ জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহঃ॥
যথা শুষ্কেন্ধনে বহ্নিস্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ।
শ্লেষ্মাময়িকৃপাহেতো রসেন্দ্রো মুনিভাষিতঃ।
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্রগুড়িকা স্মৃতা॥

গন্ধক, পারদ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়), হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, গজপিপ্পলী, জৈত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতুরাবীজ, জয়পালবীজ, কট্‌ফল ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র প্রস্তর খলে মর্দ্দন করিয়া বিল্ব, আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাং, লঘু জীবন্তী, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতুরা, কৃষ্ণজীরা (ইহার কাথ গ্রহণীয়), পালিধা, পিপুল ও কণ্টকারী, ইহাদের মূলের ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে এবং ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও উষ্ণ জল। জ্বর, শিরোরোগ, শ্লৈষ্মিক বিকার প্রভৃতি বহুবিধ রোগ ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

পর্পটীরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসেন চ।
মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ ক্ষিপেৎ॥
লৌহপাত্রে চ বিপচেচ্চালয়েৎ লৌহচাটুনা।
তৎ ক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে॥
পশ্চাচ্চ চূর্ণয়েৎ খল্লে নির্গুণ্ড্যা ভাবয়েদ্ দিনম্।
জয়ন্ত্যাত্রিফলাকন্যা-বাসাভার্গীকটুত্রিকৈঃ॥
ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্।
অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পট্যাখ্যো মহারসঃ॥
চতুর্গুঞ্জামিতো ভক্ষ্যঃ সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ।
পথ্যাশুণ্ঠ্যমৃতাকাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ভীমরাজের রসে মর্দ্দন

করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে জারিত তাম্র ও লৌহভস্ম লইয়া উক্ত কজ্জলী সহ একত্র লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং কোন লৌহদণ্ড দ্বারা বারংবার নাড়িবে। গলিয়া বেশ মিশ্রিত হইলে গোময়োপরি কদলীপত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর ঢালিয়া যথানিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামুনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি পরিমাণে ব্যবহার করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের অনুপানার্থ হরীতকী, শুঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ ব্যবহার করিবে।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

পল কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীমূলমেব চ॥
নারায়ণী তথা নাগ-বলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলং বীজমেব চ॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরাংশ্চতুর্ব্বিধান্।
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ং ভগন্দরম্॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥
গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
উদরকর্ণনাসাক্ষি-মুখবৈকৃত্যমেব চ।
কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ-স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ।
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি।
বারিভক্তসুরাসীধু-সেবনাৎ কামরূপধৃক্॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ।
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্বতাম্॥
নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছন্ মত্তবারণবিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা।
রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ।
অভ্যাসাদ্ যস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

রসগন্ধককর্পূরজাতীকোষজাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাঢ়ীয়াস্তু রসগন্ধকয়োর্মিলিত্বা পলার্দ্ধং, কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং কর্ষং, জাতীকোষফলয়োর্মিলিত্বা কর্ষং, বৃদ্ধদারকবীজাদিনবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা কর্ষ ইত্যাহুঃ।

অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী জায়ফল, প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলা মূল, গোক্ষুরবীজ, হিজলবীজ প্রত্যেক দুই তোলা; (মতান্তরে—পারদ, গন্ধক, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, বীজতাড়ক প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য মিলিত ২ তোলা), এই সমুদায় পানের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অনুপানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও নানাবিধ রোগ উপশমিত করে। ধাতুক্ষয়ে মাংসপিষ্ট ও দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থেয়।

মহারাজবটী।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
বৃদ্ধদারকবঙ্গঞ্চ লৌহং কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ॥
স্বর্ণং তাম্রং কর্পূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষপাদিকম্।
শক্রাশনং বরী চৈব শ্বেতসর্জ্জলবঙ্গকম্॥
কোকিলাক্ষং বিদারী চ মুষলী শূকশিম্বিকম্।
জাতীফলং তথা কোষং বলা নাগবলা তথা॥
মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ।
পিষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ॥
মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে।
ধাতুস্থাংশ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা ॥
বলপুষ্টিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা।
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ ॥
ঊর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকম্।
মহারাজবটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্ব্বদা ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বিঙ্কড়কবীজ, বঙ্গ ও লৌহ প্রত্যেক এক তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কর্পূর প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়া, ভুমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আলকুশীবীজ, জায়ফল, জৈত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষ-চাকুলে প্রত্যেক সিকিতোলা পরিমিত; এই সমুদায় একত্র তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং কাস ও শ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা দেহের বল ও পুষ্টি সাধন করিয়া রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ ॥
কিরাততিক্তকং বালং * কটুকা কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্ ॥
লৌহতুল্যং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ ॥
বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্ম-দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্।
জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষমং রোগসঙ্করমেব চ ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাষিতম্ ॥

* বালমিত্যত্র পাঠেতি রসেন্দ্রসারসংগ্রহধৃতঃ পাঠঃ।

চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, উশীর, দেবদারু, চিরতা, বালা (পাঠান্তরে আকনাদি), কটকী, কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টি যত হইবে, সেই পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত করিবে। পরে জল সহ মর্দ্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস নিবারিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা ॥
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥
গুঞ্জাদ্বয়াং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
বিষমজ্বরভূতোত্থ-জ্বরং প্লীহানমেব চ ॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব তথা সংবৎসরোত্থিতম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও প্লীহা নিশ্চয়ই উপশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

(মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্ ॥
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ।
পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেন চ ॥
গুড়ুচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥
পুনর্নবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ।
রক্তিকাদ্বিক্রমেণৈব বটিকাঃ কারয়েদ্ভিষক্ ॥

পিপ্পলীগুড়সংযুক্তা বটিকা জ্বরনাশিনী ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্ ॥
বিবিধং বাতিদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবং তথা ।
সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
কাষোদ্ভবং [illegible] কামশোকভবং তথা ।
ভূতবেশজ্বরঞ্চৈব কফদোষভবং তথা ॥
অভিঘাতজ্বরঞ্চৈবমভিচারসমুদ্ভবম্ ।
[illegible] মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্ ॥
[illegible] নিয়তং শীতপূর্ব্বং জ্বরম্ ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু [illegible] ।
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ ঘৃতসংযুতম্ ॥
ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ ।
মৈথুনং বর্জ্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং দুর্লভং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, জারিত কান্তলৌহ ৮ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করোলাপাতার রসে, দশমূলের কাথে, ক্ষেতপাপ্‌ড়ার কাথে, ত্রিফলার কাথে, গুলঞ্চের রসে, পানের রসে, কাকমাচীর রসে, নিসিন্দাপাতার রসে এবং পুনর্নবা ও আদার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই মহৌষধ সেবনে যে-কোন প্রকার জ্বরই হউক না কেন, সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে এবং ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান—পুরাতন গুড় ও পিপুলচূর্ণ। শালিতণ্ডুলের অন্ন ও পায়রা প্রভৃতি পক্ষিমাংস পথ্য। সম্পূর্ণ বললাভ না করা পর্য্যন্ত মৈথুনাদি নিষিদ্ধ। কুষ্মাণ্ড, কাক্‌রোল প্রভৃতি ককারাদি নামক দ্রব্য অপথ্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং তারমভ্রকম্ ।
লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্ ॥
ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যাস্ত কন্যয়া ।
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মঞ্চাপি প্রমেহনুৎ ।
জীর্ণজ্বরহরশ্চাপি উন্মাদস্য নিকৃন্তনঃ ।
সর্ব্বরোগহরশ্চাপি নারিদোষনিবারণঃ ॥

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ১ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও [illegible] অনুপান—[illegible]। [illegible] সেবনে ক্ষয়রোগ, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, উন্মাদ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাম্ ।
মৃতসূতং হেম তারং লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রকম্ ॥
তালসত্ত্বং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালকম্ ।
সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
নির্গুণ্ডী নাগবল্লী চ কাকমাচী সপর্পটা ।
ত্রিফলা কারবেল্লাক দশমূলী পুনর্নবা ।
গুড়ূচী বৃষকঞ্চাপি সভৃঙ্গাকেশরাজক ।
এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্ ।
গুঞ্জামানাং বটীং কুর্য্যাচ্ছায়াশুষ্কাং প্রযত্নতো ভিষক্ ।
পিপ্পলীগুড়কেনৈব লেহয়েৎ বটিকাং শুভাম্ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বিরামং সামমেব চ ।
সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবং তথা ॥
সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ।
অভিঘাতাভিচারোত্থং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ ॥

কজ্জলী, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের যথাসম্ভব স্বরসে বা কাথে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। ভাবনাদ্রব্য যথা,—নিসিন্দা পাতা, পান, কাকমাচী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ত্রিফলা, করোলাপাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে। এক রতি প্রমাণ বটিকা।

অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহম্।

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
হেমভস্ম তু পাদৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যলৌহকম্॥
অভ্রং শিলাজতু চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকম্।
কেশরাজমপামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকম্॥
বরাঙ্গবল্কলঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গুড়ূচীচূর্ণমেব চ॥
কণ্টকারী রসোনঞ্চ ধান্যকং জীরকদ্বয়ম্।
চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দার্ব্বীমিন্দ্রযবমেব চ॥
কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ।
দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদার্দ্রকৈরসৈঃ॥
মাষার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ম্মধুনা মধুরীকৃতম্।
জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজম্॥
সাধ্যাসাধ্যবিচারোঽত্র নৈব কার্য্যো ভিষগ্বরৈঃ।
অন্তর্ধাতুগতঞ্চাপি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ভূতোত্থং শ্রমজঞ্চাপি সন্নিপাতজ্বরং তথা।
অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥
গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পঃ পলায়তে।
তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে॥
বলদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্দাগ্নিনাশনং পরম্।
বীর্য্যস্তম্ভকরঞ্চৈব কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ॥
সদা তু রমতে নারীং ন বীর্য্যং ক্ষয়তাং ব্রজেৎ।
প্রমেহং বিবিধঞ্চৈব বিবিধাং গ্রহণীং তথা॥
অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বব্যাধিং বিনাশয়েৎ॥

(বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহে তোলকমিতি রসাদিফলান্তং প্রত্যেকং তোলকভাগম্, হেমভস্ম তু পাদৈকমিতি এক-ভাগাপেক্ষয়া পাদৈকম্। বরাঙ্গবল্কলং গুড়ত্বক্। গুড়ূচী-চূর্ণমিত্যত্র গুড়ূচীসত্ত্বমিতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। রসোনং রসোনকন্দং তচ্চ দুগ্ধেন পরিশোধিতং গ্রাহ্যম্। ভাবয়ে-দার্দ্রকদ্রবৈরিতি আর্দ্রকরসৈঃ সপ্তবারং ভাবয়েৎ।)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, স্বর্ণ সিকি-তোলা, লৌহ অর্দ্ধতোলা, রৌপ্য অর্দ্ধতোলা, অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুর্ত্তে, আপাং, লবঙ্গ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চিনি, কণ্টকারী, রশুন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রসে সপ্তাহ মর্দ্দনান্তে অর্দ্ধমাষা (ব্যবহার ২।৩ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে মধু সহ সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত ও বলবীর্য্যাদি অসাধারণ রূপে বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।

শস্তোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ,
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুগং ভাগোঽর্কসংখ্যাম্বিতঃ।
খল্লে তৎ পরিমর্দ্দিতং রবিজলৈর্গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ।
সিংহাহ্বয়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ॥
পথ্যঞ্চ দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ সিন্ধুত্থপথ্যামধুনা সমেতম্।
গন্ধানুলেপো হিমতোয়পানং দুগ্ধঞ্চ দেয়ং গুড়দাড়িমঞ্চ॥

বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, সমুদায়ে এই ১২ তোলা দ্রব্য আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জ্বর নাশ হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া শীত-ক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

শীতভঞ্জীরসঃ।

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্কণগন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্ল্যা রসৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দয়েৎ তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন তৎ পচেৎ সিকতাহ্বয়ে॥
যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ।
তাম্রপাত্রং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সমম্॥
শীতভঞ্জীরসো নাম দ্বিগুঞ্জং বাতিকজ্বরে।
দাতব্যং পর্ণখণ্ডেন মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্॥

অত্র রসকং খর্পরম্। শুদ্ধতাম্রং ষট্‌তোলকং তেন নির্ম্মিতং তাম্রখল্লং প্রত্যেকং তোলমিতেন পারদাদিষড়্-দ্রব্যেণ লিপ্তম্ অধোমুখং কৃত্বা স্থাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রা-ন্তরেণাচ্ছাদ্য বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিং নিরুধ্য চ উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্য্য তদুপরি ব্রীহীন্ দত্ত্বা চুল্ল্যাং

নিবেশ্য তাবদগ্নিজ্বালা দাতব্যা যাবদ্ ব্রীহয়ো ন স্ফুটন্তি, স্ফুটিতেষু তেষু ব্রীহিষু রসঃ সিদ্ধো ভবতি। পশ্চান্মরিচচূর্ণং ষট্তোলকম্ সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা অস্য দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন সহ ভক্ষয়েদিত্যুপদেশঃ।

৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ তাম্রে একটী খল প্রস্তুত করিবে। অনন্তর পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খৈ ও গন্ধক এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করোলাপত্র-(উচ্ছেপত্র)-রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রখলের উদরভাগ সিকি অঙ্গুল পরিমাণে লিপ্ত করিবে। পশ্চাৎ ঐ খল একটী হাঁড়ীর মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটি পাত্র ঢাকা দিয়া বদরীপত্র-কল্কে সন্ধিস্থল লিপ্ত করিবে এবং তাহা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরিভাগে কতকগুলি ধান্যাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর ধান্য সকল ফুটিলে চুল্লী হইতে উহা নামাইয়া ঔষধ উদ্ধার করিয়া উহার সহিত ৬ তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা দুই রতি পরিমাণে পানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিক্রমকেশরীরসঃ ।

শুল্বমেকং দ্বিধা তারং মর্দ্দয়েদ্ বিধিবদ্ ভিষক্ ॥
পশ্চাদ্ বিষং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা তু ভাবয়েৎ।
একবিংশতিবারাংশ্চ নিম্পাকবল্কলদ্রবৈঃ ॥
রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুঞ্জামাত্রো জ্বরান্তকৃৎ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসো বিক্রমকেশরী ॥

তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ লেবুমূলের বল্কলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

মেঘনাদো রসঃ ।

* তারং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
ক্বাথেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
ষড়্ভিঃ পুটৈর্ভবেৎ সিদ্ধো মেঘনাদো জ্বরাপহঃ।
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন বিষমজ্বরনাশনঃ ॥
অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ ॥
সর্ব্বজ্বরাতিসারঘ্নং ক্বাথমস্যানুপায়য়েৎ।
তরুণং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহঞ্চ নাশয়েৎ ॥

রূপা, কাঁসা, তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, একত্র লাল কাঁটানটের ক্বাথে মাড়িয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। পানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। জ্বরাতিসারে শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ, কুড়্চিছাল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ অনুপানে ঔষধ (মেঘনাদ রস) সেবন করাইবে। ইহাতে তরুণজ্বর, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ নিবৃত্ত হয়।

শীতারী রসঃ ।

কুষ্মাণ্ডক্ষারচূর্ণোদকতিলজপৃথক্পাচিতং শুদ্ধতালং
তুল্যং সূতেন পিষ্ট্বা ত্রিদিবসমসকৃৎ কারবেল্লদ্রবেণ।
ক্ষিপ্ত্বা তৎ খর্পরান্তর্দিনপতিপিহিতং রুদ্ধমপ্যন্ধয়েৎ তং
নীরন্ধ্রং চূর্ণপথ্যাগুড়লবণপটীমৃত্তিরপ্যন্তরালম্ ॥
তদ্বালুকাপূর্ণঘটে বিদধ্যাচ্ছনৈঃ পচেৎ তাবদুপর্য্যমুষ্য।
ব্রীহির্বিবর্ণত্বমুপৈতি যাবৎ ততস্তু শীতং বিদধীত চূর্ণম্ ॥
সিদ্ধং তচ্চ সমাদদীত তুলসীতোয়েন বল্লোন্মিতং
পশ্চাৎ ক্ষৌদ্রকণাসিতাজ্যপয়সা কুর্য্যাদনুপানং গদী।
ভুঞ্জীতাথ পয়োঽন্নমুদ্গসহিতং সাজ্যঞ্চ হন্ত্যাশু গাং
তাপং কালবশেন সঞ্চিতময়ং শীতারিনামা রসঃ ॥

কুষ্মাণ্ডক্ষার, চূণের জল, তিলের ক্ষার; এই সমুদায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত ও করোলাপাতার রসে তিন দিবস

* আরং কাংস্যম্, অভ্রং কাংস্যমিতি চ বহুবিধপাঠোঽস্য পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

ক্রমাগত পেষিত করিয়া শরাবে স্থাপিত করিবে। ঐ শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকা দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; যন্ত্রের উপরি স্থাপিত ধান্য স্ফুটিত হইলে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। তুলসীপত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধ অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। ইহাতে সঞ্চিত জ্বর নষ্ট হয়।

জ্বরশূলহরো রসঃ।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্।
তত্রাধোবদনাং তাম্র-পাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্ল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ।
যামদ্বয়ং ততস্তস্তু রসপাত্রং সমাহরেৎ॥
চূর্ণয়েদ্ রক্তিযুগলং তৃতীয়ং বা বিচক্ষণঃ।
তাম্বূলীদলযোগেন দদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরেষ্বমুম্॥
জীরসৈন্ধবসংলিপ্ত-বক্ত্রায় জ্বরিণে হিতম্।
স্বেদোদ্গমো ভবত্যেব দেবি সর্ব্বেষু পাপ্মসু॥
চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বরম্।
সাধারণং সন্নিপাতং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী দ্বারা একটি তাম্রপাত্র পাদাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ প্রলিপ্ত করত অধোমুখে ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া আচ্ছাদন করিবে। সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে এই কজ্জলীলিপ্ত পাত্র চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে মাত্রা—২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধব লবণ চর্ব্বণান্তে পানের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

জীবনানন্দাভ্রম্।

বজ্রাভ্রং মারিতং কৃত্বা কর্ষযুগ্মং বিচূর্ণিতম্।
জীরং কনকবীজঞ্চ কর্ষং বাসারসেন চ॥
কণ্টকারীরসেনৈব ধাত্রীমুস্তরসেন চ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক্ পৃথক্॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা প্রযোজিতা।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং বমিম্॥
রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাসকাসকৌ।
অরুচিং শূলহৃল্লাসাবর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ॥
জীবনানন্দনামেদমভ্রং বৃষ্যং বলপ্রদম্।
রসায়নবরং শ্রেষ্ঠমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা, ধুতুরা-বীজ ২ তোলা; একত্র চূর্ণ করিয়া বাসক, কণ্টকারী, আমলা, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত যথাসম্ভব রসে বা ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

মকরধ্বজঃ।

স্বর্ণদলং পলমেকং রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্।
রসস্তু দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ।
বালুযন্ত্রে চ সংস্থাপ্য ক্রমাদ্ দিনত্রয়ং পচেৎ॥
স্বাঙ্গশীতং সমাদায় পুষ্পারুণরজঃসমম্।
যবমাত্রং প্রদাতব্যমহিবল্লীদলেন চ॥
এতদভ্যাসতশ্চৈব জরামরণনাশনম্।
অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্॥
জ্বরং ত্রিদোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

অতি পাতলা স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ১২৮ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র ও পারদ একত্র মাড়িয়া পরে গন্ধক সহ মিশ্রিত করিয়া, উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি সমতল বোতলে পূরিয়া বোতলটি কুট্টিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ৩ দিনের পর শীতল অবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা এক যব।

অনুপানবিশেষে ইহা দ্বারা বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গন্ধক-কজ্জলী-বিধিঃ।

কণ্টকারী সিন্ধুবারস্তথা পুতিকরঞ্জকম্।
এতেষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে॥
প্রক্ষেপ্যং গন্ধকং তত্র জ্বালং মৃদ্বগ্নিনা দদেৎ।
গন্ধকে স্নেহতাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ॥
মিশ্রীকৃত্য ততো হ্যাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ।
আমর্দ্দয়েৎ তথা তৎ তু যথা স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
তস্যস্তু রক্তিকামস্য মাষকং জীরকস্য চ।
মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদনু।
ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্॥
ক্ষয়ে চ্ছাগভবং ক্ষীরং প্রদদ্যাদনুপানকম্।
রক্তাতীসারে কুটজ-মূলবল্কলজং রসম্॥
রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুডুম্বরভবং জলম্।
সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধককজ্জলীকৃতঃ।
আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চায়ং মৃতঞ্চাপি প্রবোধয়েৎ॥

কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের রস একটি মাটির খোলায় রাখিয়া চুল্লিকায় স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে গন্ধকসমান পারদ নিক্ষেপ করিবে, উভয়ে মিশ্রিত হইলে সত্বর নামাইয়া মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী এক রতি, জীরকচূর্ণ ৵০ আনা, সৈন্ধবলবণ ৵০ আনা একত্র করিয়া একটি পানের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর সন্নিপাত জ্বরে উষ্ণজল, বমিতে চিনির পানা, আমে পুরাতন গুড়, ক্ষয়রোগে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুড়্চিমূলের ছালের ক্বাথ, রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস সেবন করিবে। এই গন্ধককজ্জলী সর্ব্বরোগহর ও আয়ুর্বর্দ্ধক। ইহা অন্ত্যাবস্থাতেও সংজ্ঞাজনক।

লৌহাসবঃ।

লৌহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলঞ্চ যমানিকা।
বিড়ঙ্গং মুস্তকং চিত্রং চতুঃসংখ্যপলং ক্ষিপেৎ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং পৃথক্।
দদ্যাদ্ গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
লৌহাসবমমুং মর্ত্ত্যঃ পিবেদ্বহ্নিকরং পরম্॥
পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্।
প্লীহাময়ং জ্বরং জীর্ণং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল প্রত্যেক ৪ পল, মধু ৵৮ সের, গুড় সাড়ে বার সের, জল ১২৮ সের; এই সমুদয় ঘৃতকুম্ভে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ আবদ্ধ করিয়া একমাস কাল রাখিয়া দিবে, ইহাকে লৌহাসব কহে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শোবেদনা, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, অরোচক, গ্রহণী ও হৃদ্রোগ উপশমিত হয়।

অমৃতারিষ্টঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলাশতং তথা।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥
শীতে তস্মিন্ রসে পূতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ।
অজাজীষোড়শপলং পর্পটস্য পলদ্বয়ম্॥
সপ্তপর্ণং ত্রিকটুকং মুস্তকং নাগকেশরম্।
কটুকাতিবিষে চেন্দ্র-যবঞ্চ পলসম্মিতম্॥
একীকৃত্য ক্ষিপেত্তত্র নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
অমৃতারিষ্ট ইত্যেষ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

গুলঞ্চ সাড়ে বার সের, মিলিত দশমূল সাড়ে বার সের, ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথে ৩৭॥০ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণজীরা ৵২ সের, ক্ষেতপাপড়া ৵।০ পোয়া, ছাতিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কট্কী, আতইচ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেক ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবদ্ধমুখ ভাণ্ডে এক মাস কাল রাখিবে।

ইহাতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

অথ ঘৃতপ্রকরণম্।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈল ঙ্ঘনৈর্ল ঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্॥

পূর্ব্বোক্ত কষায় পান, বমন, লঙ্ঘন ও লঘু ভোজনাদি দ্বারা রুক্ষতাহেতু যাহাদিগের জ্বরের শান্তি হইতেছে না, তাহাদিগের পক্ষে ঘৃত পান বিধেয়।

নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ॥
যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু।
বলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ॥

(চরকে দশাহের পর ঘৃতপান ব্যবস্থা লিখিত আছে, এস্থলে তাহার অপবাদ ব্যবস্থা হইতেছে।) দশাহ অতীত হইলেও যদি কফ প্রবল থাকে এবং নিয়মিত রূপে লঙ্ঘন করান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘৃতপান ব্যবস্থেয় নহে, সে স্থলে জ্বরের লঘুতা পর্য্যন্ত শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং আহারার্থ মাংসের রস পথ্য দিবে। কারণ মাংসরস ভোজনে বলবৃদ্ধি হইলে দুষ্ট বাতাদি দোষত্রয় নিগৃহীত হইয়া থাকে।

মাংসার্থমেণলাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্॥
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্ মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাৎ তানপি কালবিৎ॥

আহারার্থ এণ (মৃগবিশেষ) ও লাবাদি পক্ষির মাংস ব্যবস্থা করিবে। কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, বক ও বটের পক্ষির মাংস, গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক আহারার্থ বিধি দেন না। কিন্তু লঙ্ঘন প্রযুক্ত জ্বরে যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া ঐ সকল মাংস ব্যবস্থা করিবেন।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গকাস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা॥
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি॥
ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ শিরঃশূলমরোচকম্।
অংসাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সংনিযচ্ছতি॥
পিপ্পল্যাদ্যমিদং কাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে॥

যথাবিহিত মূর্চ্ছিত ঘৃত ⁄৪ সের, জল ১৬ সের (কেহ কেহ দুগ্ধ ১৬ সের দিতে বলেন)। কল্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, উশীর, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁই-আমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর ও কণ্টকারী ইহাদের সর্ব্বসমষ্টি ⁄১ এক সের। যথাবিধানে পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও কাস প্রভৃতি উপশমিত হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূথৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্।
সর্পিঃপ্রস্থং শৃতং প্লীহ-বিষমজ্বরগুল্মনুৎ॥
অত্র দ্রবান্তরেঽনুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥

মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ পল; পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা সেবনে, বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা উপশমিত হয়।

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্।

দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎ সিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্॥

দশমূল /৬ সের, পাকার্থ জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা। দুগ্ধ /৪ সের, ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে বিষমজ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

বাসাদ্যঘৃতম্ ।

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥
পিপ্পলীমূলমৃদ্বীকা-চন্দনোৎপলনাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেদ্ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্ ॥

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বলাডুমুর ও দুরালভা এই সকল ক্বাথ্য দ্রব্য মিলিত /৪ সের, পাকার্থ জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। দুগ্ধ /৮ সের, ঘৃত /৪ সের, যথাবিহিত নিয়মে পাক করিবে। (পাক বিষয়ে মতভেদ আছে, কাহারও মতে উক্ত ক্বাথ ১৬ সের ও দুগ্ধ /৮ সের, এই ২৪ সের দ্রবে ঘৃত পাক করিবে)। যখন শেষ পাকের লক্ষণ সম্যগ্রূপে প্রকাশ পাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে জীর্ণ জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি-ঘৃতানি ।

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃষস্য চ।
মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা এই পাঁচটি দ্রব্যের প্রত্যেকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত পঞ্চ প্রকার ঘৃতও জ্বরনাশক।

অথ তৈলপ্রকরণম্ ।

—:*:—

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), প্রলেপ, স্নেহ ও স্নানাদি, এই সকল স্থলবিশেষে শীতল ও স্থলবিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্যমার্গগত জ্বর আশু প্রশমিত এবং শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদি সম্পন্ন হয়।

অঙ্গারক-তৈলম্ ।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী ॥
আরণালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥

যথাবিধ মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী; সৈন্ধব লবণ, কুড়; রাস্না, জটা-মাংসী ও শতমূলী মিলিত /১ সের; যথা-নিয়মে পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। (পরে তাহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।) এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক-তৈলম্ ।

শুষ্কমূলাদিকস্যাগ্নৈরগ্নৈরঙ্গারকস্য চ।
পক্বং তৈলং জ্বরহরং শোষপাণ্ড্বাময়াপহম্ ॥
বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমত্র চতুর্গুণম্ ॥
(শুষ্কমূলাদিযথা—শুষ্কমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ);

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের। পাকার্থ—কাঞ্জি ১৬ সের। কল্কার্থ—শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু,

রাস্না, শুণ্ঠী এবং অঙ্গারক-তৈলোক্ত সমুদায় কল্কদ্রব্য, সর্ব্বসমষ্টিতে /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডু রোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষাহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-কল্কৈস্তৈলং বিপাচিতম্।
ষড়্গুণেনারনালেন দাহশীতজ্বরাপহম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের। কাঁজি ২৪ সের। কল্কার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

মহালাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসাঢকে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ ভিষক্।
মস্ত্বাঢকসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ॥
শতপুষ্পাং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকম্।
কটুকাং মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ॥
মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানিকং।
দ্রব্যৈরেতৈস্তু তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব প্রশমং নয়েৎ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কণ্ডূদৌর্গন্ধ্যগৌরবম্॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীশূলং গাত্রাণাং কুট্টনং তথা।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্বগ্রহবিনাশনম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ।
লাক্ষায়াঃ ষড়্গুণং তোয়ং দত্ত্বৈকবিংশবারকম্॥
পরিস্রাব্য জলং গ্রাহ্যং কিংবা ক্বাথং যথোচিতম্॥
লাক্ষা /৩ সের, জল ১৮ সের, লাক্ষাং কুট্টয়িত্বা দোলাযন্ত্রেণ একবিংশতিবারান্ পরিস্রাব্য তজ্জলং গ্রাহ্যম্ ১৬ সের, যদবশিষ্টং তৎ ত্যাজ্যম্।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের (লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা লাক্ষা /৩ সের, জল ১৮ সের, লাক্ষা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ঐ ১৮ সের জলে মিশাইয়া তাহা দোলাযন্ত্রে ২১ বার ছাঁকিয়া সেই লাক্ষাজল ১৬ সের লইবে।) দধির মাত্ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে তাহাতে বিধানানুসারে শিলারস, নখী ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎপিপ্পল্যাদিতৈলম্।

পিপ্পলী মুস্তকং ধান্যং সৈন্ধবং ত্রিফলা বচা।
যমানী চাজমোদা চ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ভূনিম্বারিষ্টপত্রাণি মহানিম্বং নিদিগ্ধিকা॥
গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণী চ বৃহতী দন্তীচিত্রকৌ।
দার্ব্বী হরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী॥
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধিকাঞ্জিকতক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা॥
স্নেহমাত্রাসমৈরেভিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধমেতৎ প্রযোক্তব্যং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবম্।
সততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।
সর্ব্বান্ তান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদ্যমিদং শুভম্॥

কল্কার্থ—পিপুল, মুতা, ধনে, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বচ, যমানী, বন-যমানী, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, দ্রাক্ষা, রাখালশশার মূল, শালপাণি, গোক্ষুর, চিরতা, নিমপাতা, ঘোড়ানিমছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেত-পাপড়া, গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, দধির মাত, কাঁজি, তক্র, টাবালেবুর রস, প্রত্যেক /৪ সের। তৈল পাক সমাপ্ত হইলে সুগন্ধের জন্য সুগন্ধিদ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

ষট্‌কট্‌বরতৈলম্।

সুবর্চ্চিকানাগরকুষ্ঠমূর্ব্বা-লাক্ষানিশালোহিতযষ্টিকাভিঃ।
তৈলং জ্বরে ষড়্‌গুণতক্রসিদ্ধমভ্যঙ্গনাচ্ছীতবিদাহনুৎ স্যাৎ॥
(দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্‌বরমিষ্যতে।)

কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুঠ, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত /১ সের। মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, তক্র ২৪ সের। এই সমুদায়ে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়। এই স্থলে সারবিশিষ্ট দধির তক্র ব্যবহার্য্য।

মহাষট্‌কট্‌বরতৈলম্।

শুক্তারনালৈদধিমস্তুতক্রৈঃ ফলাম্বুভাগেন সমং হি তৈলম্।
কৃষ্ণাদিকল্কৈর্মৃদুবহ্নিসিদ্ধমভ্যঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্॥
ঐকাহিকদ্বিত্রিচতুর্থকানাং মাসার্দ্ধমাসদ্বয়মাসিকানাম্।
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং তৈলন্তু ষট্‌কট্‌বরকং মহৎ স্যাৎ॥
কৃষ্ণাদিগণো যথা—
কৃষ্ণাচিত্রকষড়্‌গ্রন্থা বাসকং বিকসা ঘনম্।
গ্রন্থিকৈলে চাতিবিষা রেণুকঞ্চ কটুত্রয়ম্॥
যমানী গোস্তনী ব্যাঘ্রী ভূনিম্বঃ বিশ্বচন্দনম্।
ভার্গী শ্যামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ব্বা সজীরকা॥
সর্ষপং হিঙ্গু কটুকী বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশকম্।
এষ কৃষ্ণাদিকো নাম গণো জ্বরবিনাশনঃ॥

মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, তক্র /৪ সের, গোঁড়ালেবুর রস /৪ সের। কল্কার্থ—কৃষ্ণাদিগণ যথা—পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণি, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটুকী ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় মিলিত /১ সের। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাদিতৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
হ্রীবেরং পুষ্করং রাস্না কপিবল্লী কটুত্রয়ম্॥
পাঠা চেন্দ্রযবশ্চৈব লবণত্রয়সংযুতম্।
বাসকার্কশ্যামাদারু-মহাকালফলং তথা॥
দধিমস্ত্বারনালেন কৈরাতেন চ সংপচেৎ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় তৈলপ্রস্থে বিপাচয়েৎ॥
নিপুভুক্তজ্বরঞ্চৈব সন্ততং সততং তথা।
ধাতুস্থমস্থিমজ্জস্থং জ্বরং সর্ব্বং ব্যপোহতি॥
কামলাং গ্রহণীঞ্চৈব চাতিসারং হলীমকম্।
প্লীহপাণ্ডুশ্বয়থুঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
নাস্তি তৈলং বরঞ্চাস্মাজ্জ্বরদর্পবুলান্তকম্॥

মূর্চ্ছিত কটুতৈল /৪ সের, দধির মাত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, চিরতার কাথ /৪ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বালা, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়), রাস্না, গজপিপ্পলী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বাসকছাল, শ্বেত আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈলম্।

কৈরাতস্য তুলামানং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
কটুতৈলস্য পাত্রার্দ্ধং তেনৈব সাধয়েদ্ভিষক্॥
মূর্ব্বালাক্ষাদ্বয়কাথঃ কাঞ্জিকং দধিমস্তু চ।
এতানি তৈলতুল্যানি কল্কানেতাংশ্চ সংপচেৎ॥
ভূনিম্বঃ শ্রেয়সী রাস্না কুষ্ঠং লাক্ষেন্দ্রবারুণী।
মঞ্জিষ্ঠা চ হরিদ্রে দ্বে মূর্ব্বা মধুকমুস্তকম্॥
বর্ষাভূঃ সৈন্ধবং মাংসী বৃহতী চ তথা বিড়ম্।
হ্রীবেরং শতমূলী চ চন্দনং ক[illegible]রোহিণী॥
হয়গন্ধা শতাহ্বা চ রেণুকা সুরদারু চ।
উশীরং পদ্মকং ধান্যং পিপ্পলী চ বচা শঠী॥
ফলত্রিকং যমান্যৌ দ্বে শৃঙ্গী গোক্ষুর এব চ।
পর্ণ্যৌ দ্বে তরুণীমূলং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্॥
মহানিম্বশ্চ হবুষা যবক্ষারো মহৌষধম্।
এষাং কর্ষদ্বয়ং ক্ষিপ্ত্বা সাধয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥

যথাহিবর্গং বিনিহন্তি তাক্ষ্যো
যথা চ ভাস্বাংস্তিমিরস্য সঞ্চয়ম্।
তথৈব সর্ব্বং জ্বরবর্গমেত-
দভ্যঙ্গমাত্রেণ নিহন্তি তৈলম্॥
সন্ততং সততাদীংশ্চ নিখিলান্ বিষমজ্বরান্।
প্লীহাশ্রিতান্ সশোথান্ বা প্রমেহং জ্বরমেব চ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণকরং পরম্।
পাণ্ড্বাদীন্ হন্তি রোগাংশ্চ কিরাতাদ্যমিদং বৃহৎ॥

কটু তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—চিরতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মূর্ব্বামূল /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের, লাক্ষার কাথ /৮ সের; কাঁজি /৮ সের; দধির মাত /৮ সের। কল্কার্থ—চিরতা, গজপিপ্পলী, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশশার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রেণুক, দেবদারু, উশীর, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপ্পলী, বচ, শঠী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপর্ণি, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা। পাক শেষ হইলে যথাবিধি গন্ধদ্রব্য প্রদাতব্য। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চন্দনাদ্যমগুর্ব্বাদ্যং তৈলং চরককীর্ত্তিতম্।
তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্॥

চরকোক্ত চন্দনাদ্য ও অগুর্ব্বাদ্য তৈল অথবা নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদি তৈলাদি।

চন্দন-শৈলেয়ভদ্রশ্রিয়কালানুসার্য্যতুঙ্গী-কালীয়ক-পদ্ম-পদ্মকোশীর—শারিবা—মধুকপ্রপৌণ্ডরীক-নাগ-পুষ্পোদীচ্যবন্য-পদ্মোৎপল—নলিন-কুমুদ—সৌগন্ধিক—পুণ্ডরীকশতপত্র—বিস-মৃণালশালূকশৈবাল—কশেরুকানন্তাকুশকাশেক্ষু—দর্ভশরনল-শালিমূল-জম্বু-বেত্র—বেতস-বানীর-গুন্দ্রা—ককুভাশনাশ্বকর্ণ-স্যন্দন—বাতপোথ—শাল-তালধবতিনিশ—খদির-কদর—কদম্ব-কাশ্মর্য্যফলসর্জ্জ—প্লক্ষবটকপীতনোড়ুম্বরাশ্বত্থ—ন্যগ্রোধ—লোধ্র-ধাতকী-দূর্ব্বেৎকট—শৃঙ্গাটক—মঞ্জিষ্ঠা-জ্যোতিষ্মতী—পুষ্কর-বীজক্রৌঞ্চাদন-বদর-কোবিদার—কদলী—সংবর্ত্তকারিষ্টকশত-পর্ব্বা-শীত-কুম্ভিকা-শতাবরী-শ্রীপর্ণী-রোহিণী—শ্রাবণী—মহা-শ্রাবণী-শীত—পাকোদনপাকী-কালাগোলোপয়স্যা-বিদারী-জীবকর্ষভক—ক্ষুদ্রসহা—মেদামহামেদা—মধুরসর্ষ্যপ্রোক্তা—তৃণশূন্য-মোচরসাটরূষক—বকুল—কুটজপাটলা—নিম্বশাল্মলীনারিকেল-খর্জ্জুর-মৃদ্বীকা-পিয়াল—প্রিয়ঙ্গুধন্বনাত্মগুপ্তা-মধূকানামন্যেষাঞ্চ শীতবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ দ্বিগুণিতপয়সা তেষামেব চ কল্কেন কষা-য়ার্দ্ধমাত্রং মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েৎ তৈলম্। এতৎ তৈলমভ্যঙ্গা-দেব সদ্যোদাহজ্বরমপনয়তি, এতৈরেব চৌষধৈঃ সুশ্লক্ষ্ণ-পিষ্টৈঃ সুশীতৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতৈরেব চ শৃত-শীতং সলিলমবগাহপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত॥

রক্তচন্দন, শৈলেয়, শ্বেতচন্দন, শৈলজ, ভণ্ডী, কালীয়কাষ্ঠ, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, শ্যামালতা, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, নাগেশ্বর, বালা, বন্য গণ (পঞ্চাশন্মহাকষায়োক্ত দশটি বলহিত দ্রব্য), ঈষল্লোহিত পদ্ম, নীলোৎপল, নলিন (সহস্রপত্র পদ্ম), কুমুদ, সৌগন্ধিক (সুঁদি), শ্বেতপদ্ম, শতপত্র পদ্ম, বিস, মৃণাল (পদ্মাদির কন্দপ্রভব ক্ষুদ্র মৃণাল), শালূক, শৈবাল, কেশুর, অনন্তমূল, কুশমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, শরমূল, নলমূল, শালিধান্য-মূল, জামছাল, বেত্র, বেতস (পানীয়ামলক), বানীর (বেতসভেদ), গুলঞ্চ, অর্জ্জুন, অশন (পীতশাল), অশ্বকর্ণ (ক্ষুদ্রশাল), নেমিবৃক্ষ, কিংশুক, শাল, তাল, ধব, তিনিশ, খদির, শ্বেত খদির, কদম্ব, গাম্ভারীফল, ময়নাফল, বৃহৎ শাল বৃক্ষ, পাকুড়, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, লোধ, ধাইফুল, দূর্ব্বা, ইকড়, শিঙ্গেড়া, মঞ্জিষ্ঠা, লতাফট্‌কী, পদ্মবীজ, ঘেঁচু, কুল, রক্তকাঞ্চন, কদলী, মুতা, নিম, শতপর্ব্বা (দূর্ব্বাবিশেষ), কুম্ভাড়লতা (কুমুরে লতা), শতমূলী, গাম্ভারী, রক্তমুণ্ডিরী, শ্বেতমুণ্ডিরী, কট্‌কী, বেড়েলা, নীলঝিণ্টী, নীলী, পীত-বেড়েলা, ক্ষীরকাকোলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মেদা, মহামেদা, মূর্ব্বা, ঋষ্যপ্রোক্তা (পীতবেড়েলা বা আলকুশী), মল্লিকা, মোচরস, বাসক, বকুল, কুড়চি,

পলতা, নিমছাল, শিমুলছাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, মৃদ্বীকা, পিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, ধম্বনবৃক্ষ, আলকুশী, মৌল এবং অন্যান্য শীতবীর্য্য দ্রব্য; এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাহার ক্বাথ করিবে; এই ক্বাথ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমিত তিল-তৈল, তৈলের দ্বিগুণ গব্য দুগ্ধ ও উক্ত দ্রব্য সমূহের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সত্বঃ দাহজ্বর প্রশমিত হয়। ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শরীরে তাহার প্রলেপ দিলেও দাহজ্বর নিবারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের অবগাহ ও পরিষেক করিলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

অগুর্ব্বাদি তৈলাদি।

অগুরু-কুষ্ঠ—তগর—নলদপত্রশৈলেয়ক—ধ্যামকহরেণুক-স্থৌণেয়কক্ষেমকৈলাবরাঙ্গ—দলপুরতমালপত্র—ভূতিকরৌহিষ-সরল-শল্লকী—দেবদার্ব্বগ্নিমন্থবিল্বশ্যোণাক—কাশ্মর্য্যপাটলা-পুনর্নবাবৃহতীকণ্টকারিকাবৃশ্চীর—শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণী—মাষপর্ণী—মুদ্গপর্ণী—গোক্ষুরকৈরণ্ড—শোভাঞ্জনকবরুণার্কচিরবিল্ব-তিল্বকশঠীপুষ্করমূলগণ্ডীরোরুবূক—পত্তূরাক্ষীর-শ্মন্তকশিগ্রু-মাতুলুঙ্গ-মূষকপর্ণী-তিলপর্ণী—পীলুপর্ণী—মেষশৃঙ্গীহিংস্রাদন্তশঠৈরাবতক—ভল্লাতকাস্ফোতক-কাণ্ডীরাত্মগুপ্তা—কাকজঙ্ঘাকাকরঞ্জ—ধান্যকাজমোদাপৃথ্বীকা—সুমুখসুরসকরককণ্ডীর-কুঠেরক—কালমালক—পর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক—ভূস্তৃণ-শৃঙ্গবের-পিপ্পলী—সর্ষপাশ্ব—গন্ধারাস্নারুহাবরোহাবলাতিবলা—গুড়ূচী-শতপুষ্পাশীতবল্লীনাকুলী—গন্ধনাকুলীশ্বেতজ্যোতিষ্মতীচিত্রকাধ্যণ্ডাম্লচাঙ্গেরীতিল—বদরকুলত্থমাষাণামেবং বিধানামন্যেষাঞ্চোষ্ণবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ তেষামেব চ কল্কেন সুরাসৌবীরকতুষোদকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডারনালকটুরপ্রতিবিনীতেন তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ, তেন সুখোষ্ণেন তৈলেনোষ্ণাভিপ্রায়িণং জ্বরিতং সততমভ্যজ্যাৎ। তস্য শীতজ্বরঃ প্রশাম্যতি। এতৈরেব চ শৃতং সুখোষ্ণং সলিলমবগাহার্থং পরিষেকার্থঞ্চ প্রযুঞ্জীত শীতজ্বরপ্রশমনার্থমিতি।

কৃষ্ণাগুরু, কুড়, তগরপাদিকা, বেণা, তেজপত্র, শৈলেয়ক, গন্ধতৃণ, রেণুক, গেঁটেলা, হরিদ্রা, বড় এলাইচ, প্রিয়ঙ্গুপত্র, গুগ্গুলু, তমালপত্র, যমানী, রোহিষ (কতৃণ বিশেষ), সরলকাষ্ঠ, শিলারস, দেবদারু, গণিয়ারি, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল-ছাল, পুনর্নবা, কণ্টকারী, বৃহতী, শ্বেত পুনর্নবা, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণি, মুগানি, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, সজিনা, বরুণ, আকন্দ, নাটা-করঞ্জ, লোধ, শঠী, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), দূর্ব্বা, রক্তএরণ্ডমূল, বকম, রঞ্জনবৃক্ষ, লৌহচুর, রক্তসজিনা, মাতুলুঙ্গ, দন্তী, রক্ত-চন্দন, পীলুপর্ণী, মেষশৃঙ্গী, কালিয়া কড়া, জম্বীর, হাতিশুঁড়া, ভেলা, হাপরমালী, শ্বেত-দূর্ব্বা, আলকুশী, মাকড়া গাব, শরমূল, ডহর-করঞ্জ, ধনে, বনযমানী, ছোট এলাইচ এবং সুমুখ-সুরস-করক-কণ্ডীর-কুঠেরক ও কাল-মালক এই সকল বিশেষ তুলসী, হাঁচুটি, ফণিজ্ঝক (তুলসী ভেদ), উলুমূল, শুঠ, পিপুল, সর্ষপ, অশ্বগন্ধা, রাস্না, রুহা (স্বনাম খ্যাত), বটাবরোহ, বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গুলঞ্চ, শুলফা, শীতবল্লী, নাকুলী, গন্ধনাকুলী, শ্বেতাপরাজিতা, জ্যোতিষ্মতী (ঘোষাভেদ), চিতা, আলকুশী, আমরুল, তিল, কুল, কুলত্থ ও মাষকলায় এই সমস্ত এবং এই প্রকার অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য ঔষধ সমূহের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের কষায় ও কল্ক এবং সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধিমণ্ড, কাঞ্জীক, কটূর (তক্র); এই সকল দ্রব্য পরিভাষানুসারে যথামাত্রায় লইয়া যথা-বিধানে ইহাদের সহিত ১৬ সের তৈল পাক করিবে। পরে এই তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া উষ্ণাভিপ্রায় অর্থাৎ শীতার্ত্ত জ্বরিত ব্যক্তিকে নিত্য মর্দ্দন করিতে দিবে। উক্ত দ্রব্য সকল উত্তমরূপে পেষণ ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া শীতজ্বরিত ব্যক্তির গাত্রে মাখাইবে। এবং উক্ত দ্রব্য সমূহের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পরিষেক ও সেই জলে রোগিকে স্নান করাইবে। তাহাতে শীতজ্বর প্রশমিত হইবে।

যবচূর্ণার্দ্ধকুড়বং মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলেন তু।
তৈলপ্রস্থঃ শতগুণে কাঞ্জিকে সাধিতো জয়েৎ॥
জ্বরং দাহং মহাবেগমঙ্গানাঞ্চ প্রহর্ষনুৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের, যবচূর্ণ ৴।০ পোয়া, মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা, ৪০০ সের কাঞ্জিক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর ও তদানুষঙ্গিক দাহ, মহাবেগ ও অঙ্গের প্রহর্ষ [গা শিহরিয়া উঠা] প্রশমিত হয়।

সর্জ্জকাঞ্জিকসংসিদ্ধং তৈলং শীতাম্বুমর্দ্দিতম্।
জ্বরদাহাপহং লেপাৎ সদ্যো বাতাস্রদাহনুৎ॥

তিল তৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ—ধূনা ৴১ সের, ১৬ সের কাজি দ্বারা পাক করিবে। ঐ পক্ক তৈল শীতল জলে উত্তমরূপে মন্থন করিয়া গাত্রে মাখিলে জ্বর ও তজ্জনিত দাহ এবং বাতরক্ত জনিত দাহ নিবারিত হইবে।

অথ দুগ্ধপ্রকরণম্।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥
চতুর্গুণেনাম্ভসা চ শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যো জ্বরং জয়েৎ॥
ভেষজসিদ্ধমপি-যদাহ—
জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্॥

জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ হিতকর হয়। কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধ বিষবৎ প্রাণনাশক হইয়া থাকে। চতুর্গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে জ্বর নিবৃত্ত হয়। ধারোষ্ণ বা শীতল দুগ্ধ পানেও সদ্যঃ জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত যথাযথ ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তাহা উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় সেবন করিলে সমুদায় জীর্ণ জ্বরের শান্তি হয়।

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ॥

স্বল্প পঞ্চমূলী ২ তোলা বস্ত্রে বন্ধন করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও বহুকালের জ্বর উপশমিত হয়।

ক্ষীরপাকবিধিঃ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ॥

দুগ্ধপাকের নিয়ম এই—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিতে হইবে, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল, সমুদায় একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাক সমাপ্ত হইবে।

ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রী-গুড়নাগরসাধিতম্।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বরহরং পয়ঃ॥

গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, শুঁঠ মিলিত ১ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা। দুগ্ধাবশেষ পাক করিবে, প্রক্ষেপ গুড় ৷৷০ তোলা। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্ররোধ, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়।

শীতং বোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্।

যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ যে দোষের যে ঔষধ, সেই দোষে সেই দ্রব্যসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা যথেচ্ছ অথবা পৈত্তিকে ও বাতপৈত্তিকে শীতল এবং বাতিকে ও বাতশ্লৈষ্মিকে উষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিবে।

এরণ্ডমূলসিদ্ধং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে॥

জ্বরে পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে এরণ্ডমূলসিদ্ধ দুগ্ধ উপকারী।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

নবজ্বরেঽপথ্যম্।

স্নানং বিরেকং সুরতং কষায়ং
ব্যায়ামমভ্যঞ্জনমহ্নি নিদ্রাম্।
দুগ্ধং ঘৃতং বৈদলমামিষঞ্চ
তক্রং সুরাং স্বাদু গুরু দ্রবঞ্চ।
অন্নং প্রবাতং ভ্রমণং ক্রুধঞ্চ
ত্যজেৎ প্রযত্নাৎ তরুণজ্বরার্ত্তঃ॥

স্নান, বিরেচন, মৈথুন, কষায় রস, ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, দাল, মৎস্যাদি, তক্র, সুরা, মধুররস, গুরু ও তরল দ্রব্য, অন্ন, পূর্ব্ববায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন, ভ্রমণ ও ক্রোধ এই সকল তরুণজ্বরে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

মধ্যজ্বরে পথ্যম্।

পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনকারবেল্লম্।
বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলং কর্কোটকং মূলকপূতিকে চ॥
মুদ্গৈর্মসূরৈশ্চণকৈঃ কুলত্থৈর্মকুষ্টকৈর্বা বিহিতশ্চ যূষঃ।
পাঠামৃতাবাস্তুকতণ্ডুলীয়-জীবন্তিশাকানি চ কাকমাচী॥
দ্রাক্ষাকপিত্থানি চ দাড়িমানি বৈকঙ্কতান্যেব পচেলিমানি।
লঘূনি সাত্ম্যানি চ ভেষজানি পথ্যানি মধ্যজ্বরিণামমূনি॥

পুরাতন মেটে ধান্য ও শালিধান্য, বেগুন, সজ্‌নে ডাঁটা, করোলা, বেতের অগ্রভাগ, কেলেকোঁড়া, পটোল, কাঁক্‌রোল, ছোটমূলা, নাটার ডগি, মুগ, মসুর, ছোলা, কুলথকলাই ও বনমুগ ইহাদের যূষ, আক্‌নাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটে শাক, জীবন্তী শাক, কাকমাচী, কিস্‌মিস, কয়েতবেল, দাড়িম, বৈচি, এই সকল দ্রব্য এবং স্বয়ংপক্ব, লঘু ও সাত্ম্যদ্রব্য মধ্যজ্বরিদিগের পথ্য।

পুরাণজ্বরে পথ্যম্।

বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ
নস্যঞ্চ ধূমোঽপ্যনুবাসনঞ্চ।
সিরাব্যধঃ সংশমনং প্রদেহোঽ-
ভ্যঙ্গাবগাহঃ শিশিরোপচারঃ॥
এণঃ কুলিঙ্গো হরিণো ময়ূরো
লাবঃ শশস্তিত্তিরিকুক্কুটৌ চ।
ক্রৌঞ্চঃ কুরঙ্গঃ পৃষতশ্চকোরঃ
কপিঞ্জলো বর্ত্তককালপুচ্ছৌ॥
গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ
হরীতকী পর্ব্বতনির্ঝরাম্ভঃ।
এরণ্ডতৈলং সিতচন্দনঞ্চ
দ্রব্যাণি সর্ব্বাণি পুরেরিতানি॥
জ্যোৎস্নাপ্রিয়ালিঙ্গনমপ্যয়ং স্যাদ্
গণঃ পুরাণজ্বরিণাং সুখায়॥

বিরেচন, বমন, অঞ্জন, নস্য, ধূমপান, পিচকারী, সিরাবেধ, রোগোপশমক ঔষধ সেবন, প্রলেপ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, অবগাহন, শিশির সেবন, এবং কৃষ্ণসার, হরিণ, চড়ুই, ময়ূর, লাব, শশ, তিত্তির, কুক্কুট, বক, কুরঙ্গ, চিত্রহরিণ, চকোর, চাতক, বটের, কালপুচ্ছ এই সমস্ত প্রাণির মাংস, গব্য ও ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃত, হরীতকী, পর্ব্বতের ঝরণার জল, এরণ্ডতৈল, শ্বেতচন্দন, জ্যোৎস্না, প্রিয়জনের আলিঙ্গন ও মধ্যজ্বরোক্ত দ্রব্য সমূহ পুরাতনজ্বরে হিতজনক

জ্বরেঽপথ্যম্।

বমিবেগং দন্তকাষ্ঠমসাত্ম্যমতিভোজনম্।
বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিদাহীনি গুরূণি চ॥
দুষ্টাম্বু ক্ষারমম্লানি পত্রশাকং বিরূঢ়কম্।
নলদম্বু চ তাম্বূলং কালিন্দং নৈকুচং ফলম্॥
আড়ৎমৎস্যং পিণ্যাকং ছত্রকং পিষ্টবৈকৃতম্।
অভিষ্যন্দানি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ॥

বমির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত ঘর্ষণ, অননুকূল দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, বিরুদ্ধ বিদাহী ও গুরুদ্রব্য আহার, দূষিত জল পান, ক্ষারদ্রব্য, অম্ল, শাক, অঙ্কুরিত শস্য, লেবু, পান, তামাক, ডেলোমান্দার, আড়্‌মৎস্য, তিলকল্ক, বেঙ্গছাতা, পিষ্টক ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্য ভোজন জ্বরিত ব্যক্তি বর্জ্জন করিবে এবং ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণাদি কার্য্য জ্বর মুক্তির পর বলবান্ না হওয়া পর্য্যন্ত আচরণ করিবে না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাধিকারঃ।

অথ জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

অথ জ্বরাতিসার-নিদানম্।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার-
স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ।
দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবা-
জ্জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

জ্বরাতিসার একটি স্বতন্ত্র রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগের সম্মিলনকে জ্বরাতিসার কহে। যথা—

যদি পিত্তজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসার রোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, দোষ ও দূষ্য পদার্থের সমতাহেতু ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার কহা যায়।

জ্বরাতীসারয়োরুক্তং নিদানং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
তৎ স্যাজ্জ্বরাতিসারস্য তেন নাত্রোদিতং পুনঃ॥

জ্বর ও অতিসারের পৃথক্ পৃথক্ যে নিদান বলা হইয়াছে; সেই উভয়বিধ মিলিত নিদানই জ্বরাতিসারের জানিবে, অর্থাৎ যে যে কারণে জ্বর ও অতিসার হয়, সেই কারণদ্বয় মিলিত হইয়াই জ্বরাতিসার রোগ আনয়ন করে। অতএব এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করা হয় নাই।

অথ জ্বরাতিসার-চিকিৎসা।

জ্বরাতীসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্।
ন তন্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্যতঃ॥
প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনন্ত্বতিসারনুৎ।
অতোঽন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎপরস্পরম্॥
তৎস্তো প্রতিকুর্ব্বীত বিশেষোক্তচিকিৎসিতৈঃ॥

জ্বর ও অতিসার রোগে যে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতিসার রোগে, সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে না, করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায় ভেদক, কিন্তু অতিসারঘ্ন ঔষধ ধারক, সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্বরহর ঔষধ দ্বারা অতিসারের বৃদ্ধি এবং অতিসারনাশক ধারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারে যে বিশেষ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া রোগের প্রতিকার করিবে।

জ্বরাতীসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে।
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ॥

জ্বরাতিসাররোগির পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন এবং পাচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কারণ জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগই আম অর্থাৎ অপক্ক রসসম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা আম রসের পরিপাক হওয়ায় রোগের লাঘব হয়।

জ্বরাতিসারে পেয়াদি ক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ॥

জ্বরাতিসারে লঙ্ঘিত ব্যক্তির পক্ষে পেয়াদিক্রম হিতজনক, অর্থাৎ প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া পরে উপযুক্ত পেয়া ও মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

উৎপলষট্‌কম্।

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ।
পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-নাগরোৎপলধান্যকৈঃ॥

জ্বরাতিসাররোগিকে, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল ও ধনে এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া, শুদ্ধ সেই পেয়া অথবা দাড়িমাদির রসে উহা ঈষদম্লীকৃত করিয়া পান করিতে দিবে।

পাঠাদিঃ।

পাঠেন্দ্রযবভূনিম্ব-মুস্তপর্পটকামৃতাঃ।
জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥

জ্বরাতিসারের আমাবস্থায় আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হইবে।

কুটজাদিঃ।

কুটজো নাগরং মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা।
এভিঃ কৃতং পিবেৎ কাথং জ্বরাতিসারনাশনম্॥

কুড়্চিছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ ইহাদের কাথ সেবনে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

ধান্যশুণ্ঠী।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্॥

জ্বরাতিসারে প্রথম অবস্থায় আমদোষের পরিপাক ও অগ্নির উদ্দীপ্তি জন্য ধনে ও শুঁঠের কাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর, অতিসার ও উদরের কামড়ানি প্রশমিত হয়।

নাগরাদিঃ।

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশক।

হ্রীবেরাদি।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-বিল্বনাগরধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্।
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের কাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, শূল (পেট্কামড়ানি) ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা সরক্ত সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচ্যাতিবিষাধান্য-শুণ্ঠীবিল্বাম্বুবালকৈঃ।
পাঠাভূনিম্বকুটজ-চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, উশীর ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

উশীরাদি।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্॥
হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

উশীর, বালা, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়। ইহা দ্বারা সাতিবেদন, সরক্ত, সজ্বর ও বিজ্বর অতিসার, অরুচি ও মলের পিচ্ছিলতা এবং বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমূল্যাদি।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্বহ্রীবের-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥

(যদ্যপি "পঞ্চমূলীতু সামান্যাৎ যোজ্যা পৈত্তে কনীয়সী। মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মোত্তরে হিতা" ইতি বৃন্দেনোক্তম্ তথাপ্যত্র স্বল্পপঞ্চমূলামেব ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

স্বল্পপঞ্চমূল, (শালপাণি চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়্চিছাল ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, শূল এবং সুদারুণ শ্বাস ও কাস বিনষ্ট করে। (যদিও স্বল্পপঞ্চমূল পিত্তাধিক্যে এবং মহৎ পঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মাধিক্যে অর্থাৎ পৈত্তিক অতিসারে স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারে মহৎ পঞ্চমূল ব্যবস্থেয়, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এস্থলে স্বল্প পঞ্চমূলই ব্যবহার করিয়া থাকেন।)

বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলীশৃঙ্গবের-শৃঙ্গাটকঞ্চটং ঘনম্।
জম্ব্বাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা ॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ফলং তথা।
ধান্যাকং ধাতকীক্বাথং বিষাজীরকসংযুতম্ ॥
পিবেজ্জ্বরাতিসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে ॥

বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শুঁঠ, পানিফলপত্র, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের ক্বাথে আতইচ চূর্ণ ২ মাষা ও জীরক চূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে সরক্ত বা রক্তবিহীন জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাতিবিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বুযবাসকম্।
জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥
বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা ॥
দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকার্দ্ধাভিভাষিতৌ।
জ্বরাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহনাশনৌ ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, বালা, দুরালভা। অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটুকী, গজপিপ্পলী। কিংবা গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী। এই যোগত্রয়ের ক্বাথ জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহারা সিদ্ধফল।

নাগরামৃতভূনিম্ব-বিল্ববালকবৎসকৈঃ।
সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতিসারহৃজ্জলম্ ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও উশীর ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতিসারনাশক।

মুস্তকবিল্বাতিবিষা-পাঠাভূনিম্ববৎসকৈঃ ক্বাথঃ।
মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতিসারৌ জয়েদ্ ঘোরৌ ॥

মুতা, বেলশুঁঠ, আতইচ, আকনাদি, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঘোর জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়।

ঘনজলপাঠাতিবিষা-পথ্যোৎপলধান্যরোহিণীবিশ্বৈঃ।
সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমস্তঃ সাতীসারং জ্বরং জয়তি ॥

মুতা, বালা, আকনাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনে, কটুকী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতিসারনাশক।

বিল্বপঞ্চকম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ॥
অতিসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্ ॥

জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের ত্বক্ ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা।

কলিঙ্গবিল্বজম্ব্বাম্র-কপিত্থং সরসাঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্‌ফলং শুকনাসিকাম্ ॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥
ছায়াশুষ্কান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
রক্তপ্রসাদনা হ্যেতে শূলাতীসারনাশনাঃ ॥

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের ও আমের আঁটির শস্য, কয়েতবেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামারকষা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের শুঙ্গা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া ২ তোলা (ব্যবহার ২ মাষা) পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও উদরের কামড়ানি নিবৃত্ত হয়।

উৎপলাদিচূর্ণম্।

উৎপলং দাড়িমত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতিসারশান্তয়ে ॥

নীলোৎপল, পদ্মকেশর ও দাড়িমফলের ত্বক্ একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণম্।

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসকত্বচঃ।
সর্ব্বমেকত্র সংযুক্তা পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতিসারনাশনম্॥
প্রমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্লীহানমেব চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

ব্যোষ (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ তণ্ডুলোদকের (চালুনি জলের) সহিত পান অথবা মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মল সংগ্রাহক। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎ কুটজাবলেহঃ।

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা পলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
দাড়িমাতিবিষালোধ্রং শাল্মলীবেষ্টসর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।
রক্তস্রুতিং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাম্॥
অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি।
(অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্)।

কুড়্‌চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা,—আকনাদি মূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুতা, দাড়িমফলের ত্বক্, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধূনা, রসাঞ্জন, ধনে, উশীর ও বালা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। শীতল হইলে ৵৹ পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শঃ, তৃষ্ণা, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলোদক।

তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহৎকুটজাবলেহঃ।

(গ্রহণীগদে দ্রষ্টব্যোঽয়ম্।)

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপ্রস্থকং পচেৎ॥
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্॥
এলা পাঠা ত্বচং শৃঙ্গী জাতীফলমুরিকাঃ।
শতাবাতিবিষাক্ষারং কাকোলী চ রসাঞ্জনম্॥
শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টিঃ সমঙ্গা রক্তচন্দনম্।
বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্ব্বাম্রপল্লবং তথা॥
এষামঙ্গসমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
সিদ্ধে হতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ॥
খাদয়েৎ কর্ষমাত্রস্তু অনুপানবিধিং শৃণু।
অনুপানং প্রদাতব্যং দধিমস্তু যথোচিতম্॥
চম্পককদলীমূল-দ্রবসং কর্ষমাত্রতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
রোগং রক্তাতিসারঞ্চ চিরকালসমুদ্ভবম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
(শোথাতীসারে কেবলে বাতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্)।

কুড়্‌চি মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথের সহিত চিনি ২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘনীভূত হইলে লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আক্‌নাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, জাম-

পত্র ও আমপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ৮০ অর্দ্ধ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দধির মাত, ছাগদুগ্ধ, চম্পকমূলের রস বা কদলীমূলের রস ২ তোলা। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা চিরোত্থিত রক্তাতিসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটী।

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
মৃতসঞ্জীবনা খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা॥
মুদ্গকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী।
পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতিসারনাশিনী।
বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে॥

পিপ্পলী ১ ভাগ, বৎসনাভ (কাষ্ঠবিষ) ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জাম্বীর লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া মুগার বীজতুল্য বটিকা করিবে। সেই বটী শীতল জল সহ সেব্য, ইহা জ্বরাতিসারনাশক। বিসূচিকা ও দারুণ সন্নিপাতজ্বরেও মৃতসঞ্জীবনী প্রযোজ্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ।

গন্ধেশাভ্র প্রত্যেকং ভাগমেকং ভাগিকম্।
সর্জ্জিক্ষারঃ টঙ্কণং যবক্ষারো লবণানি চ॥
বরাকটুকমিন্দ্রযবজীরকচিত্রকযমানিকাঃ।
সহিঙ্গু বীজসারান্তঃ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
মাষৈকং ভক্ষয়েদস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতম্॥
উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাৎ তত্র পলত্রয়ম্।
জ্বরাতিসারেঽতিসারে কেবলে বা জ্বরেঽপি চ॥
ঘোরে ত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামস্থিশামনে।
বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে॥

গন্ধক, পারদ ও অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা, প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী করিবে। অনুপান—পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজলপান ব্যবস্থেয়। ইহা অতি প্রবল জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কনকসুন্দরো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্কণং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্ বল্যা তক্রৌদনং চরেৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ ও ধুস্তুরবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র ভিজান জলে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, তীব্রজ্বর, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। পথ্য—দধি বা তক্রের সহিত অন্ন।

কনকপ্রভা বটী।

সুবর্ণবীজং মরিচং মরালং
পারদং কণা টঙ্কণকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়াদ্রিতিদিনং বিমর্দ্য
গুঞ্জাপ্রমাণং বটিকাং বিদধ্যাৎ॥
অতিসারগ্রহণ্যাং জ্বরাগ্নি-
মান্দ্যং নিহন্ত্যাং কনকপ্রভেয়ম্।
দধ্যোদনং পথ্যমনুষ্ণবারি
মাংসং ভজেৎ তিত্তিরিলাবকানাম্॥

ধুতুরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিপ্পলী, সোহাগার খৈ, বিষ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্র ভিজান জলে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কনকপ্রভা নামে অভিহিত। এই বটিকা সেবনে অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, অনুষ্ণ জল ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষির মাংস।

গগনসুন্দরো রসঃ।

টঙ্কণং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
ভূম্ভিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্কম্।
ত্রিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জরাতীসারমুল্বণম্॥
পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো হ্যেষ রসো গগনসুন্দরঃ॥

সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র সমপরিমাণে লইয়া ক্ষীরুইএর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—শ্বেতধুনা ২ রতি ও মধু। ইহা সেবনে প্রবল জ্বরাতিসার, নানা-প্রকার রক্তস্রাব ও আমশূল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য—তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ।
ধাতকাতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী জীরকবালকম॥
যমানী ধান্যকং বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতম।
কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বালদাড়িমম॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসম্।
রুদ্ধ্বা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং* মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥
ষট্প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ ধ্রুবম্।
নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা॥
যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী।
ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমম্।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্॥

* ক্ষণমিতি দণ্ডচতুষ্টয়ম্।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ সিকি ভাগ এবং সর্ব্বতুল্য জারিত অভ্র। ধুতুরা-পত্রের রসে ও গন্ধনাকুলীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে; এবং ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, কয়েতবেল ও কচি দাড়িম, এই ১৬টী দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে; সেই ক্বাথে উপরি উক্ত মর্দ্দিত পারদাদি দ্রব্য তিন দিন ভাবনা দিয়া উহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদিত করত সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া, মৃদু অগ্নি দ্বারা চারিদণ্ড বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ মৃতসঞ্জীবন রস নামে অভিহিত। মাত্রা—৪ রতি (বৃদ্ধবৈদ্যের ব্যবহার ১ রতি)। ঔষধ সেবন করিয়া শুঁঠ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনে, কুড়চির ছাল, হরীতকী, ধাই-ফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও মোচরস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ ও লেহনরূপ অনুপান সেবন করিলে সাধ্যাসাধ্য সকল প্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

জ্বরাতিসারের বিশেষ কোন পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট নাই। জ্বর ও অতিসারোক্ত পথ্যা-পথ্যই বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

অথাতীসারাধিকারঃ।

অথাতীসার-নিদানম্।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণ-দ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈর্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ॥
স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্বিষৈর্ভয়ৈঃ
শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতি-পানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তু-পর্য্যয়ৈঃ॥
জলাভিরমণৈর্বেগ-বিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ।
নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে॥
সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ
শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃপ্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু-
র্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্বিধং তং বদন্তি॥

গুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অতি উষ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থূল ও অতিশীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন (ক্ষীরমৎস্যাদি একত্র ভোজন), অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বদিনাহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, অপক্ক অন্ন ভোজন ও বিষমাশন এবং বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহার্থ স্নেহাদি ক্রিয়ার অতিযোগ কিংবা মিথ্যাযোগ, স্থাবর বিষ ভক্ষণ, ভয়, শোক এবং দুষ্ট জল ও দুষ্ট মদ্যের অতিপান, সাত্ম্যবিপর্য্যয় অর্থাৎ অনভ্যস্ত ও দেহের প্রতিকূল আহার বিহারাদি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যতিক্রম, অধিক জলক্রীড়াদি, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ, এই সকল কারণে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে।

শরীরস্থ দূষিত রস, রক্ত, জল, স্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্তাদি জলীয় ধাতু সকল, অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া অতিশয় নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহার নাম অতিসার।

আমপক্বক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পক্বামলক্ষণম্॥

সকল প্রকার অতিসারেই অগ্রে আম ও পক্ব লক্ষণ অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ অতিসার রোগের আমাবস্থার ও পক্বাবস্থার ক্রম অবলম্বন ব্যতীত চিকিৎসাই চলিতে পারে না। যদি আম ও পক্বের ক্রম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করা যায় অর্থাৎ আমাতিসারে ধারক ও পক্বাতিসারে লঙ্ঘনাদি পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব অগ্রে আম ও পক্ব লক্ষণ জানা কর্ত্তব্য।

আমপক্ব লক্ষণম্।

মজ্জত্যামা গুরুত্বাদ্ বিট্ পক্বা তূৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রবসংঘাত-শৈত্যশ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ॥

আমাতিসারে পুরীষ, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে গুরুত্বহেতু মগ্ন হইয়া যায় এবং পক্বাতিসারে মগ্ন হয় না। কিন্তু পুরীষ অত্যন্ত দ্রব, অধিক সংহত, অত্যন্ত শীতল বা কফদূষিত হইলে পক্ব পুরীষও জলে নিমগ্ন হয়। অত্যন্ত দ্রব পুরীষ জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

আমপক্বয়োরপরলক্ষণম্।

শকৃদ্ দুর্গন্ধি সাটোপ-বিষ্টম্ভার্ত্তিপ্রসেকিনঃ।
বিপরীতং নিরামন্তু কফাৎ পক্বঞ্চ মজ্জতি॥

আমাতিসারে উদর মধ্যে সবেদন গুড় গুড় শব্দ, কামড়ানির সহিত অল্প অল্প মলনির্গম, লালা দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ ও মলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে; নিরাম অবস্থায় ইহার বিপরীত হয়। কফাতিসারে কফের গুরুত্ব-প্রযুক্ত পক্বাবস্থাতেও পুরীষ জলে মগ্ন হয়।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে ॥
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ-কুষ্ঠগুল্মোদরজ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মান-গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা ॥

আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ-সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বহুরোগ উৎপাদন করে।

ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষোঽতিনিঃস্রুতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ ॥

কিন্তু অতিসাররোগে যদি অধিক পরিমাণে মল ভেদ ও দোষের প্রবল প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে যদি রোগির ধাতু ও বল ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে; কারণ তখন কেবল পাচক ঔষধ দিলে অধিক মলনিঃসরণ হেতু রোগির মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অতএব আমও স্তম্ভনীয়।

পক্বোঽনকুপ্রতীসারো গ্রহণীমার্দ্দবাদ্ যদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ ॥

গ্রহণীনাড়ীর মৃদুতাবশতঃ পক্কাতিসারে যখন অনবরত পুরীষ নির্গত হয়, তখন শীঘ্র ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

অথামাতীসার-চিকিৎসা।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘু ভোজনম্ ॥

আমাবস্থায় প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপ লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘনের পর মণ্ড ও পেয়াদি দ্রব অথচ লঘু পথ্য প্রদান করিবে। (অতিসারে যে দ্রবপদার্থের নিষেধ আছে, তাহা দুগ্ধাদি অবিহিত দ্রব্য জানিবে, পেয়াদি নিষিদ্ধ নহে।)

লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বা ন চান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ।
সমুদীর্ণদোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়ত্যপি ॥

সবল রোগির পক্ষে অতিসাররোগে একমাত্র লঙ্ঘন যেমন উপকারী, এরূপ উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। লঙ্ঘন দ্বারা অতিবৃদ্ধ দোষের প্রশমন ও পরিপাক উভয়ই হইয়া থাকে।

হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্যশৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে।
যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ ॥

অতিসাররোগির পিপাসা থাকিলে বালা ও শুঁঠ কিংবা মুতা ও ক্ষেতপাপড়া অথবা মুতা ও বালা, ইহাদের দ্বারা সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। এবং ক্ষুধাশান্তির জন্য উপযুক্ত ভোজনকালে লঘু অন্ন প্রদান করিবে।

ঔষধসিদ্ধাঃ পেয়া লাজা বা ভক্তেঽতীসারহিতাঃ।
[illegible] মণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষঃ ॥

পূর্ব্বে যে দ্রব অথচ লঘু পথ্য দিবার বিধি কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

বক্ষ্যমাণ শালপর্ণ্যাদি বা ধান্যপঞ্চকাদি ঔষধে সিদ্ধ পেয়া, খৈএর ছাতু, বস্ত্রপ্রস্রুত মণ্ড, পেয়া ও মসূরযূষ অতিসারে হিতকর।

শুষ্কা পিণ্ডা খরা ভৃষ্টা [illegible] বিপর্য্যয়াৎ।
শক্তুনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাৎ লেহিকা ॥

খৈএর ছাতু যদি জলসংযুক্ত হইয়া কঠিন পিণ্ডাকার হয়, তাহা হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে, কিন্তু যদি অধিক জলসংযোগে উহাকে অবলেহবৎ করা যায়, তাহা হইলে লঘু হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ।

শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ॥

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারির পক্ষে শালপাণি বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলে দ্বারা সাধিত

এবং দাড়িমের রসে ঈষদম্লীকৃত পেয়া হিতকর।

> ধান্যপঞ্চকসংসিদ্ধো ধান্যবিশ্বকৃতোহথবা।
> আহারো ভিষজা যোজ্যো বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
> বাতপিত্তে পঞ্চমূল্যা কফে বা পঞ্চকোলকৈঃ॥

বাতশ্লেষ্মাতিসারিকে ধান্যপঞ্চকের সহিত অথবা কেবল ধনে ও শুঁঠ এই ঔষধদ্বয়ের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহার করিতে দিবে। বাতপিত্তাতিসারিকে স্বল্পপঞ্চমূলের এবং শ্লেষ্মাতিসারিকে পঞ্চকোলের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ দিবে। (ধনে শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই পাঁচটিকে ধান্যপঞ্চক এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটিকে স্বল্পপঞ্চমূল আর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই পাঁচটিকে পঞ্চকোল কহে।)

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি।

> শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
> বলাশ্বদংষ্ট্রাবিল্বানি পাঠানাগরধান্যকম্।
> এতদাহারসংযোগে হিতং সর্বাতিসারিণাম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আকনাদি, শুঁঠ ও ধনে, এই সকল ঔষধের সহিত সাধিত পেয়া, সকল প্রকার অতিসাররোগির পক্ষেই হিতজনক।

> ধান্যোদীচ্যশৃতং তোয়ং তৃষ্ণাদাহাতিসারনুৎ।
> আভ্যামেব সপাঠাভ্যাং সিদ্ধমাহারমাচরেৎ॥

অতিসার রোগির যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, তাহা হইলে ধনে ও বালা, অথবা ধনে, বালা ও আকনাদি, ইহাদের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহারার্থ দিবে।

> স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোহতিসার্যতে।
> অভয়াপিপ্পলীকল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ॥

অতিসাররোগে যাহার অল্প অল্প অথবা বিবদ্ধ (গুটলে) মল নির্গত হয় এবং উদরে কামড়ানি থাকে, তাহাকে হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ।

> ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
> আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
> ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পিত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ॥

অতিসাররোগে আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা নিবারণার্থ এবং দোষপাক ও বহ্নিদীপনার্থ ধান্যপঞ্চকের ক্বাথ পান করিতে দিবে। কিন্তু পিত্তাতিসারে ধান্যপঞ্চক না দিয়া ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিবে। ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটিকে ধান্যচতুষ্ক কহে।

> নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
> তৃষ্ণাতিসারশূলঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥

অতিসারে তৃষ্ণা এবং উদরে শূলবৎ বেদনা থাকিলে, শুঁঠ, আতইচ, মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথদ্বয় লঘু এবং আমদোষের পাচক ও অগ্নির দীপক।

> পাঠাবৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্।
> এতদামসমুত্থানমতীসারং সবেদনম্।
> কফাত্মকং সপিত্তঞ্চ বর্চো বধ্নাতি চ ধ্রুবম্॥

আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে আমজন্য অতিসার ও বেদনা এবং সকফাপিত্ত মলভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

> পয়স্যুৎক্বাথ্য মুস্তানাং বিংশতিং ত্রিগুণে হ্যপাঃ।
> ক্ষীরাবশিষ্টং তৎ পীতং হন্যাদামং সবেদনম্॥

২০টা মুতার পরিমাণ যত, তাহার ৮ গুণ ছাগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া, তাহাতে ঐ ২০টা মুতা সিদ্ধ করিবে; যখন জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধাবশেষ হইবে, তখন উহা নামাইয়া এবং মুতাগুলি ফেলিয়া দিয়া

ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহাতে আম ও তজ্জনিত বেদনা দূরীভূত হয়।

বৎসকাদি-ক্বাথঃ।

বৎসকাতিবিষাশুণ্ঠী-বিল্বহিঙ্গুযবাম্বুদৈঃ।
চিত্রকেণ যুতৈঃ ক্বাথ আমাতীসারনাশনঃ॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিতা; ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমাতীসার নষ্ট হয়।

পথ্যাদি-কষায়ঃ।

পথ্যাদারুবচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ।
আমাতিসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ॥

আমাতীসারনাশার্থ হরীতকী, দেবদারু বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

যমান্যাদি।

যমানীনাগরোশীর-ধনিকাতিবিষাঘনৈঃ।
বালবিল্বদ্বিপর্ণীভির্দীপনং পাচনং ভবেৎ॥

অগ্নির দীপ্তি ও আমের পরিপাক জন্য যমানী, শুঁঠ, উশীর, ধনে, আতইচ, মুতা, কচি বেলশুঁঠ, শালপাণি ও চাকুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কলিঙ্গাদি।

কলিঙ্গাতিবিষা হিঙ্গু পথ্যা সৌবর্চ্চলং বচা।
শূলস্তম্ভবিবন্ধঘ্নং পেয়ং দীপনপাচনম্॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চল লবণ ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শূলবৎ বেদনা, স্তম্ভ ও মলের বিবদ্ধতা নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

কঙ্কটাদি।

কঙ্কটদাড়িমজম্বু-শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পাণিফলপত্র, বালা, মুতা, ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ সেবনে অতি বেগবান অতিসার রুদ্ধ হয়।

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥
সামে শূলে চ রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥
(বহুশো দৃষ্টফলোঽয়ম্।)

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের ত্বক্, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আকনাদি মিলিত ২ তোলা, জল ।।০ সের, শেষ ৵০ অৰ্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—মধু অৰ্দ্ধ তোলা। ইহা আম, শূল (কামড়ানি), রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নিবারণ করে। ইহা অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্র্যূষণাদিচূর্ণম্।

ত্র্যূষণাতিবিষাহিঙ্গু-বলাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
পীত্বোষ্ণেনাম্ভসা হন্যাদামাতিসারমুদ্ধতম্॥
অথবা পিপ্পলীমূল-পিপ্পলীদ্বয়চিত্রকান্।
সৌবর্চ্চলবচাব্যোষ-হিঙ্গুপ্রতিবিষাভয়াঃ॥
পিবেৎ শ্লেষ্মাতিসারার্ত্তশ্চূর্ণিতাংশ্চোষ্ণবারিণা।
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেদামেষু বুদ্ধিমান্।
ষড়ঙ্গযবাগূন্ পিপ্পল্যাদিং প্রযোজয়েৎ॥

প্রবল আমাতিসারে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গু, বেড়েলা, সচল লবণ ও হরীতকীচূর্ণ অথবা পিপ্পলীমূল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ, শ্লেষ্মাতিসারে সচল লবণ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, আতইচ ও হরীতকীর চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। সুবুদ্ধি ভিষক আমাতিসারে সুশ্রুতোক্ত হরিদ্রাদি বা বচাদি গণের ক্বাথ এবং সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদি গণের সহিত ষড়ঙ্গ ও যবাগূ প্রয়োগ করিবেন। (হরিদ্রাদিগণ যথা—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু। বচাদি গণ যথা—বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও শুঁঠ। পিপ্পল্যাদিগণ যথা—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল,

চ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, জীরক, বামুনহাটী, মহানিম, হিঙ্গু, কটকী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ এবং মূর্ব্বা)।

খড়যূষঃ।

তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরী মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্কঃ খড়যূষোঽয়মযং কাম্বলিকোঽপরঃ।
দধ্যম্লো লবণস্নেহ-তিলমাষসমন্বিতঃ॥

খড়যূষপাকের বিধি। ঘোল ৮ সের, কয়েতবেল ও আমরুলশাক প্রত্যেক চারি বা ছয় তোলা এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা সমুদায়ে ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের ডাল পাক করিলে যে যূষ হয়, তাহাকে খড়যূষ কহে। এই খড়যূষকে দধি দ্বারা অম্লীকৃত এবং লবণ, তৈল, তিল ও মাষ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে কাম্বলিক নামক যূষ প্রস্তুত হয়।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণম্।

শুণ্ঠীপ্রাতিবিষাহিঙ্গু-মুস্তাকুটজচিত্রকৈঃ।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামাতিসারনাশনম্॥

শুঁঠ, আতইচ, হিঙ্গু, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমাতীসার নিবারিত হয়।

হরীতক্যাদিচূর্ণম্।

হরীতকী প্রতিবিষা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বচা।
হিঙ্গু চেতি কৃতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল লবণ, বচ এবং হিঙ্গু, ইহাদের চূর্ণও উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

অথ বাতাতীসার-লক্ষণম্।

অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ।
শকৃদামং সরুক্শব্দং মারুতেনাতিসাৰ্য্যতে॥

বাতাতিসারে, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষ ও অপক্ক মল, গুহ্যদ্বারে শব্দ ও বেদনা জন্মাইয়া অতি অল্প অল্প অথচ মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয়।

অথ বাতাতীসার-চিকিৎসা।

পূতিকাদি-কষায়ঃ।

পূতিকো মাগধী শুণ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী।
পক্কাম্বুনা পিবেৎ সায়ং বাতাতীসারশান্তয়ে॥

বাতাতিসারশান্তির জন্য করঞ্জ, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সায়ংকালে ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি-কষায়ঃ।

পথ্যা দারু বচা শুণ্ঠী মুস্তা চাতিবিষামৃতা।
ক্বাথ এষাং হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুল্বণম্॥

প্রবল বাতাতিসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

বচাদি-কষায়ঃ।

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ।
শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে॥

বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ বাতাতিসারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পঞ্চমূলীবলাবিশ্ব-ধান্যকোৎপলবিল্বজৈঃ।
বাতাতীসারিণে দেয়াস্তক্রেণাম্লতমেন বা॥

বায়ুজনিত অতিসারে বৃহৎ বা স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেড়েলা, শুঁঠ, ধনে, উৎপল ও বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্য তক্র, কাঁজি বা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। (তক্র ও কাঁজি দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে অর্দ্ধ পরিমিত জল প্রদেয়)।

পাঠাদি চূর্ণম্।

পাঠা বচা ত্রিকটুকং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
উষ্ণাম্বুনা বিনিঘ্নন্তি শ্লেষ্মাতীসারমুল্বণম্॥

আকনাদি, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড় ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে প্রবল শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা।
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

হিং, সৌবর্চ্চল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও বচ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

বব্বূলাদিযোগঃ।

বব্বূলপত্রং সংপিষ্টং রাত্রৌ জীরদ্বয়ং হিতম্।
কর্ষমাত্রং ভবেদ্ভক্ষ্যং কফাতিসারনাশনম্॥

বাব্‌লাপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

পথ্যাদি চূর্ণম্।

পথ্যা পাঠা বচা কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণী।
চূর্ণমুষ্ণাম্ভসা পীতং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, চিতা ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার প্রশান্ত হয়।

অথ ত্রিদোষাতীসার-লক্ষণম্।

বরাহস্নেহমাংসাম্বু-সদৃশং সর্ব্বরূপিণম্।
কৃচ্ছ্রসাধ্যমতীসারং বিদ্যাদ্ দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

সান্নিপাতিক অতিসারে, উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়; অধিকন্তু ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বিবৎ বা মাংস প্রক্ষালন-জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার অতি কষ্টসাধ্য।

অথ ত্রিদোষাতীসার-চিকিৎসা।

—:*:—

সমঙ্গাদি-কষায়ঃ।

সমঙ্গাতিবিষামুস্তা বিশ্বং হ্রীবেরধাতকী।
কুটজত্বক্‌ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥

বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়্‌চির ছাল ও ফল এবং বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদি-কষায়ঃ।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্ববর্হিষ্ঠ-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদুস্তরম্॥

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাত ও কফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা এবং কুড়্‌চির ছাল ও ফল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূলোপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

অবেদনং সুসম্পক্বং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্।
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ॥

বেদনাহীন এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন ও নানা-বর্ণ বিশিষ্ট পক্কাতিসারে অগ্নির দীপ্তি থাকিলে পুটপাক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কুটজপুটপাকঃ।

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তুজগ্ধ-
মাদায় তৎক্ষণমতীব চ পোথয়িত্বা।
জম্বুপলাশপুটতণ্ডুলতোয়সিক্তং
বদ্ধং কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্॥
সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে প্রদদ্যাৎ।

কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ
সর্ব্বাতিসারহরণে স্বয়মেব রাজা ॥
স্বরসস্তু গুরুণাত্তন পুটপাকপলং পিবেৎ।
পুটপাকস্তু পাকোঽয়ং বহিরক্ষণবর্ণতা ॥

কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে এরূপ সরস ও পুরু কুড়চি মূলের ছাল লইয়া সদ্যঃ কুট্টিত এবং তাহা তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন এবং কুশ দ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ যখন অরুণ বর্ণ হইবে, তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত (২ তোলা পরিমাণে) সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ।

শ্যোনাক-পুটপাকঃ।

ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য কাশ্মীরপত্রবেষ্টিতম্।
মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষবকূলয়েৎ ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় যত্নতঃ।
শীতীকৃতং মধুযুতং পায়য়েদুদরাময়ে ॥

শোনাছাল পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং ঐ পিণ্ড গাম্ভারীপত্রে পূর্ব্ববৎ বেষ্টন, কুশ দ্বারা বন্ধন ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। ঐ রস শীতল হইলে মধু সহ পান করিতে দিবে। ইহাতে সুদারুণ উদরাময় প্রশমিত হয়।

কুটজলেহঃ।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিড়সৈন্ধবপিপ্পলী-।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজী-চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্ ॥
লিহ্যাদ্ বদরমাত্রং তচ্ছীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্ ॥

কুড়চির ছাল ১২॥০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ গাঢ় হইলে, উহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া লইবে। ১ তোলা (ব্যবহার ॥০ তোলা) মাত্রায় মধুর সহিত লেহনীয়। ইহাতে পক্ব, অপক্ব, নানাবর্ণ ও বেদনাযুক্ত অতিসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কুটজাষ্টকঃ।

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ
সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ সুপূতে পলসংমিতানি
শ্লক্ষ্ণানি পিষ্ট্বা সহ শাল্মলেন ॥
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং
বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেৎ তু তাবদ্
দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ ॥
পীতস্ত্বসৌ কালবিদা জলেন
মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি।
নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতিসারমুগ্রং
কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা ॥
দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং
পিত্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি।
অসৃগ্দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং
নিহন্ত্যবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্ ॥
(তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা ॥)

মনাক্ দর্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং শাল্মল্যাদিচূর্ণং প্রক্ষেপ্যম্, শাল্মল্যাদীনাং প্রত্যেকং পলমানত্বম্। শাল্মলং শাল্মলীনির্য্যাসঃ, অগ্নিমান্দ্যে কোষ্ণজলেন শৃতশীতেন ইত্যন্যে; বস্তিশুদ্ধৌ অন্নমণ্ডেন, রক্তে ছাগদুগ্ধেন ইতি ভানুদাসঃ।

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, লেহবৎ ঘন হইলে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—মোচরস, আক্‌নাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল, প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার

অতিসার, রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর ও অনেক প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যে ঈষদুষ্ণ অথবা শৃত-শীতল জল,- বস্তিদোষে অন্নমণ্ড এবং রক্তস্রাবে ছাগীদুগ্ধ।

অথ শোকজাতীসার লক্ষণম্।

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য
বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ।
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েৎ তস্য রক্তং
তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তীপ্রকাশম্॥
নির্গচ্ছেদ্বৈ বিড়্বিমিশ্রং হ্যবিড়্বা
নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ।
শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং
রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ॥

যে ব্যক্তি ধনক্ষয় বা বন্ধু বিয়োগাদি-জনিত শোকে কাতর ও তজ্জন্য অল্পাহারী, তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্র-গল-নাসাদিগত জল) ও উষ্মা (দেহতেজঃ) কোষ্ঠে গমন-পূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে। সেই গুঞ্জাফল-(কুঁচ্) সদৃশ লোহিতবর্ণ রক্ত, মল মিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া গুহদ্বার দিয়া নির্গত হয়। উহা মল-মিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ ও মল-রহিত হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টপ্রদ। কারণ শোকাপনোদন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঔষধ দ্বারা কিরূপে ব্যাধির শান্তি হইবে? রোগোৎপাদক হেতুর পরিত্যাগ ভিন্ন কেবল ঔষধ দ্বারা কোন ব্যাধিই প্রশমিত হইতে পারে না।

অথ শোকাদিজাতীসার-চিকিৎসা

ভয়শোকসমুদ্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ বাতাতিসারবৎ।
তয়োর্বাতহরা কার্য্যা হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্রিয়া॥

ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতীসারের ন্যায় জানিবে। এই উভয়-বিধ অতিসারে পূর্ব্বোক্ত বাতহরা ক্রিয়া এবং হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাসন কর্ত্তব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি-কষায়ঃ।

পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যকোৎপলনাগরৈঃ।
বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্তা-দারুপাঠাকলিঙ্গকৈঃ।
মরিচেন সমাযুক্তং শোকাতীসারনাশনম্॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, উৎপল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আক্‌নাদি ও কুড়্চির ছাল, ইহাদের ক্বাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকাতিসার নিবারিত হয়।

অথ শোথাতীসার-চিকিৎসা।

শোথঘ্নীন্দ্রযবাঃ পাঠা শ্রীফলাতিবিষাঘনাঃ।
কথিতাঃ সোষণাঃ পীতাঃ শোথাতীসারনাশনাঃ॥

শোথঘ্নী (পুনর্নবা), ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি-মূল, বেলশুঁঠ, আতইচ, মুতা, প্রত্যেক ঔষধ ২৭ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা শেষ রাখিয়া মরিচচূর্ণ ১০ রতি সহ পান করিবে। ইহাতে শোথাতীসার নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাতিবিষা মুস্তং দারু পাঠা কলিঙ্গকম্।
মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশনম্॥

অতিসারে যদি শোথ হয়, তাহা হইলে বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আক্‌নাদি ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিতে দিবে।

অথ দ্বিদোষজাতীসার-চিকিৎসা।

দ্বিদোষলক্ষণৈর্বিদ্যাদতীসারং দ্বিদোষজম্।
তেষাং চিকিৎসা প্রোক্তৈব বিশিষ্টা চ নিগদ্যতে॥

যে অতিসারে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ প্রায়, তাঁহাকে দ্বিদোষজ অতিসার বলা যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অতিসারের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে এক্ষণে দ্বিদোষজ অতিসারের বিশেষ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মাতীসার-চিকিৎসা।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমঃ।
এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহৃৎ॥

মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়্‌চিছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

সমঙ্গাদিঃ।

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাম্রাস্থ্যম্ভোজকেশরম্।
বিল্বং মোচরসং লোধ্রং কুটজস্য ফলত্বচৌ॥
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন কষায়ং কল্কমেব বা।
শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিযচ্ছতি॥

বেড়েলামূল (বা বরাহক্রান্তা), ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্মকেশর; কিংবা বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়্‌চির ছাল ও ফল, ইহাদের কষায় অথবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কল্ক পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কুটজাতিবিষা মুস্তং হরিদ্রাপর্ণিনীদ্বয়ম্।
সক্ষৌদ্রশর্করং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে কুড়্‌চির ছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণি ও চাকুলে ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে।

অথ বাতশ্লেষ্মাতীসার-চিকিৎসা।

চিত্রকাদিঃ।

চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বলা বিল্বং সমাগরম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চিতা, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়্‌চির ছাল ও ফল এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মাতিসারনাশক।

অথ বাতপিত্তাতীসার-চিকিৎসা।

কলিঙ্গাদিঃ।

কলিঙ্গকবচা মুস্তং দারু সাতিবিষং সমম্।
কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী॥

বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগিকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমথ্যাত্রয়ম্।

পিপ্পলীং নাগরং ধান্যং ভূতিকঞ্চাভয়াং বচাম্।
হ্রীবেরভদ্রমুস্তানি বিল্বং নাগরধান্যকম্॥
পৃশ্নিপর্ণী শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা।
তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্॥
কফে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সংজ্ঞা প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে পাচনদীপনে॥

কফোল্বণ অতিসারে পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ মিলিত ২ তোলা; পিত্তোল্বণ অতিসারে বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা; বাতোল্বণ অতিসারে চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা; যথানিয়মে কাথ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই যোগত্রয়কে শাস্ত্রে প্রমথ্যা কহে। যথা—পিপ্পল্যাদি প্রমথ্যা,

হ্রীবেরাদি প্রমথ্যা ও পৃশ্নিপর্ণ্যাদি প্রমথ্যা। হ্রীবেরাদি প্রমথ্যাই ধান্যপঞ্চক। প্রমথ্যা শব্দটী বৈদ্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা।

অথ রক্তাতীসার-লক্ষণম্।

পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে।
তদোপজায়তেঽতীক্ষং রক্তাতিসার উল্বণঃ॥

পৈত্তিক অতিসার হইলে বা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অত্যন্ত পিত্তকর দ্রব্য সকল নিরন্তর আহার করা যায়, তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার জন্মে।

অথ রক্তাতীসার-চিকিৎসা।

---*---

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনম্॥

রক্তাতিসারে যদি আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে দগ্ধ বেল গুড়ের সহিত খাইতে দিবে।

শল্লকীবদরীজম্বু-পিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ।
পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ॥

শল্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়ালছাল, আমছাল বা অর্জ্জুনছাল, বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধু সহ ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহারা প্রত্যেকেই রক্তাতিসারনাশক।

চন্দনকল্কঃ।

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
রক্তাতিসারজিদ্রক্ত-পিত্ততৃড়্দাহমেহনুৎ॥

মধু, চিনি ও চন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মেহ নষ্ট হয়।

কুটজদাড়িম-কষায়ঃ।

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িম্ববৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্॥

কচি দাড়িম ফলের ত্বক্ ও কুড়্চিছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসার সদ্যঃ নিবারিত হয়।

জম্ব্বাম্রামলকানাঞ্চ পল্লবানথ কুট্টয়েৎ।
সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ।
তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্॥

জামের, আমের ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া, তাহার রস, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বিল্বং ছাগপয়ঃসিদ্ধং সিতামোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণসংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্॥

কিঞ্চিৎ জলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধে বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যের ব্যবহার এই যথা—বেলশুঁঠ ৮ মাষা, চিনি ১ মাষা, মোচরস ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মিলিত ১ মাষা এবং বেলশুঁঠ সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত ছাগীদুগ্ধ। ইহাতে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

জ্যেষ্ঠাম্বুনা তণ্ডুলীয়ং পীতঞ্চ সসিতামধু।

কাঁটানটের মূল ২ মাষা, চাউনি জলের সহিত পেষণ করিয়া উহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্‌জয়েৎ।
রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ॥

শতমূলী ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করত, দুগ্ধ পান করিলে অথবা উহার ক্বাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলেও রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

কুটজত্বক্কৃতঃ ক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ।
লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্ ভবেৎ॥

যথানিয়মে কুড়্চিছালের ক্বাথ করিবে; সেই ক্বাথ পুনঃপাক দ্বারা ঘনীভূত করিয়া তাহাতে আতইচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন

করিতে দিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়। ইহা প্রবল রক্তাতিসারের একটি মহৌষধ।

কুটজস্য পলং গ্রাহ্যমষ্টভাগজলে শৃতম্।
তথৈব বিপচেৎ ভূয়ো দাড়িমোদকসংযুতম্॥
যাবচ্চৈব লসীকাভং শৃতং তচ্ছুপকল্পয়েৎ।
তস্যার্দ্ধকর্ষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্।
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যোর্যাতি ন গোচরম্॥

কুড়্চির ছাল ১ পল, ৮ পল জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে নামাইবে; এবং ঐ ক্বাথের সহিত উক্ত নিয়মে প্রস্তুত দাড়িমের ক্বাথ সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, যখন ঘনীভূত হইয়া লসীকাভ হইবে, তখন নামাইবে। উহার ১ তোলা তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অবশ্য মরণীয় রক্তাতিসাররোগীও রোগমুক্ত হয়।

কৃষ্ণতিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাভাগসংযুতঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥

কৃষ্ণতিল বাটিয়া তাহার সহিত চতুর্থাংশ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

পয়স্যর্দ্ধোদকে চ্ছাগে হ্রীবেরোৎপলনাগরৈঃ।
পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা॥

অর্দ্ধেক জল বিশিষ্ট ছাগদুগ্ধে বালা, উৎপল ও মুতার অথবা কেবল চাকুলের সহ পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিলেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্।

রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলং ত্বচম্।
ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
ক্ষৌদ্রযুতং প্রণুদতি রক্তাতিসারমুল্বণম্।
মন্দং দীপয়তে চাগ্নিং শূলঞ্চাপি নিবর্ত্তয়েৎ॥

রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, ধাইফুল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তণ্ডুল-জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত ও আমশূল নিবৃত্ত হয়।

নিঃক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ
সম্যক্ পলদ্বিতয়মম্বুচতুঃশরাবে।
তৎপাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ং
ক্ষীরে পলদ্বয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ॥
প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে।
রক্তাতিসারী তং লীঢ়। নৈরুজ্যমধিগচ্ছতি॥

কুড়্চির ছাল ২ পল, জল /৪ সের, শেষ /১ সের, এই ক্বাথে ছাগদুগ্ধ ২ পল মিশ্রিত করিয়া উহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। পরে দুগ্ধাবশেষ হইয়া শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

বটারোহস্ত সংপিষ্য শ্লক্ষ্ণং তণ্ডুলবারিণা।
তং পিবেৎ তক্রসংযুক্তমতীসাররুজাপহম্॥

বটের ঝুরি চালুনি জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তক্র সহ পান করিলে অতিসার রোগ নিবারিত হয়।

তণ্ডুলজলপিষ্টাঙ্কোঠমূলককর্ষাদ্ধপানমপহরতি।
সর্ব্বাতীসারগ্রহণীরোগসমূহঞ্চ মহাঘোরম্॥

আঁকড়মূল তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগসমূহ প্রশমিত হয়।

কল্কঃ কোমলবব্বূল-দলাৎ পীতোঽতিসারহা॥

বাবলার কচিপাতা বাটিয়া খাইলেও অতিসার বিনষ্ট হয়।

বিশল্যাকরণীক্বাথশ্চাথবা কুক্কুরদ্রুজঃ।
নয়েচ্ছেদ্বিনিতস্রাবং রক্তাতিসারমুল্বণম॥

এনটী আয়াপানার পাতার ক্বাথ বা কুকুরশোঁকার (কুক্‌শিমে) পাতার রস পান করিলে রক্তস্রাব ও প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি॥
নবনীতং মধুযুতং লিহেদ্বা সিতয়া সহ।
নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্॥
মধুপাদং সিতাৰ্দ্ধাংশং নবনীতং চতুর্গুণম্॥

রক্তাতিসারে দাহ তৃষ্ণা ও প্রমেহ রোগ থাকিলে চিনি, মধু ও শ্বেতচন্দন তণ্ডুল জলের

সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে ঐ সকল উপদ্রব ত্বরায় নিবারিত হইবে। অথবা মধু ১ মাষা, চিনি ২ মাষা, নবনীত ৪ মাষা, কিংবা নাগকেশর ৪ মাষার সহিত নবনীত ২ তোলা ভক্ষণ করিলে রক্তভেদ নিবারিত হয়।

নারায়ণ-চূর্ণম্।

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিশ্বঞ্চাতিবিষা চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ॥
গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা॥
জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
মন্দানলং প্রমেহঞ্চ গুদজঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণভাষিতম্॥

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চির ছাল সর্ব্বচূর্ণসমান; এই সমুদায় একত্র করিয়া গুড় কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

গুদদাহে প্রপাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা।
সেকাদিকং প্রশংসন্তি চ্ছাগেন পয়সাপি বা।
গুদভ্রংশে প্রকর্ত্তব্যা চিকিৎসা তৎপ্রকার্ত্তিতা॥

গুহ্যদেশে দাহ ও প্রপাক থাকিলে (গুহ্য দেশ পাকিলে) পল্তা ও যষ্টিমধুর কাথ অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা গুহ্যদ্বারে পরিষেকাদি করিবে; এবং ক্ষুদ্ররোগে গুদভ্রংশের যে চিকিৎসা উক্ত হইবে, তাহাও করিবে।

অথাতিসারসাধারণ-চিকিৎসা।

বিল্বাদিঃ।

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ।

পটোলযবধন্যাক-কাথঃ পীতঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ॥

পটোল, যব ও ধনের কাথ শীতল করিয়া সেই কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অতিসার ও বমি নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিঃ।

প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনমুস্তাখ্যং পায়য়েৎ তু যথাবলম্।
তৃষ্ণাতিসারচর্দ্দিঘ্নং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা॥

অতিসারে তৃষ্ণা ও বমি থাকিলে প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও মুতা চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীর-বটশুঙ্গাবরোহকম্।
রসঃ কাথোঽথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্॥
ছর্দ্দিং জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াম্।
নাশয়ত্যচিরাদ্ধন্তি প্রবৃত্তিং বানেকহেতুকাম্॥

জামের ও আমের কচিপাতা, উশীর, বটশুঙ্গ ও বটের ঝুরি ইহাদের রস, কাথ অথবা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা ও দারুণ পিপাসা বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা নানাকারণ-জাত অতিসারও প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিল্বঃ
সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে চ সশোণিতে চ
চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে॥

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে আম, শূল ও রক্তবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরধাতকীলোধ্র-পাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ।
ধান্যকাতিবিষামুস্ত-গুড়ূচীবিশ্বনাগরৈঃ॥
কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোত্থিতম্।
অরোচকামশূলাস্র-জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, লজ্জালু-লতা, ইন্দ্রযব, ধনে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ চিরজ অতিসার, অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বরনাশক এবং দোষপাচক।

দশমূলশুণ্ঠী।

দশমূলীকষায়েণ বিশ্বকল্কসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে॥

দশমূলের কাথে ২ তোলা শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

অহিফেনযোগঃ।

অহিফেনং সুসংভৃষ্টং খর্পরে মৃদুবহ্নিনা।
পক্কাতিসারশমনং ভেষজং নাস্ত্যতঃ পরম্॥

মৃদু অগ্নিতে অহিফেন উত্তমরূপে ভাজিয়া পক্কাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহার তুল্য অতিসার-নিবারক ঔষধ আর নাই। মাত্রা—১ বা ॥০ রতি। শিশুদের ।০ সিকি রতি বা তাহার কম। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতিসারে বিশেষতঃ।
ছাগং তদ্বদ্ ভেষজৈঃ সিদ্ধং দেয়ং বা বারিসাধিতম্॥

পুরাতন উদরাময়ে দুগ্ধ অমৃততুল্য, বিশেষতঃ অতিসারঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ জীর্ণাতিসারের পরম ঔষধ। অথবা ছাগদুগ্ধ তিন গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্॥
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং বিনাশয়েৎ॥

আমলকী বাটিয়া রোগির নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তন্মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। তাহাতে নদীবেগোপম অতিসার নিবৃত্ত হইবে।

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দদ্যাৎ প্রলেপনম্।
দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্॥

ঐরূপ জায়ফল বাটিয়া নাভিস্থলে প্রলেপ দিলে দুর্নিবার ও অনিবারিত অতিসার নিবারিত হয়।

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কল্কেন মতিমান্ ভিষক্।
নদীবেগোপমং ঘোরমতিসারং নিবারয়েৎ॥

আমের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও অতিবেগবান্ প্রবল অতিসার প্রশমিত হয়।

অথ প্রবাহিকালক্ষণম্।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং
নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য।
প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং
প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

অহিতাহারে বায়ু প্রকুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অল্পে অল্পে বারংবার অধঃপ্রেরণ করে। এই রোগে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন দ্বারা সমল কফ নিঃসারিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রবাহিকা কহিয়া থাকেন।

অথ প্রবাহিকা-চিকিৎসা।

(আমাশয়রোগ।)

বাল্যং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥

প্রবাহিকা রোগে পেটের কাম্‌ড়ানি ও বায়ু বিবদ্ধ থাকিলে কাঁচাবেল-পোড়া, গুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঁঠ এই কয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে উপকার দর্শে।

পঞ্চস্যা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা অথবা মরিচচূর্ণ ২ মাষা, অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবনে করিলে দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কল্কঃ স্যাদ্বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরোঽম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্॥

কচি বেলপোড়ার শস্য এবং তৎসম নিস্তুষ তিলকল্ক সমভাগে লইয়া দধির সরে অম্লীকৃত এবং স্নেহসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়, ইহার নাম খড়যোগ।

বিশ্বোষণং গুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহণে॥

বেলশুঁঠ, মরিচ, ইক্ষুগুড় ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তিলতৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয়।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্যক্কথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥

প্রবাহিকারোগী সসার দধি (যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই) ও মধুর সহিত, অথবা দুগ্ধ মধ্যে সুতপ্ত ক্ষেপ করত সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত, পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি সেবন করিলেও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমঞ্চামবিপক্কতাঞ্চ॥

প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং আম ও পক্ক লক্ষণ অতিসারের ন্যায় জানিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক অতিসারের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

লবঙ্গাভ্রযোগঃ।

কুটজং দাড়িমঞ্চৈব কদলীমোচমেব চ।
কর্কটং তালমূলী চ জম্ব্বাম্রযোস্ত্বচা সহ॥
শৃঙ্গাটকং বটশুঙ্গা সর্জ্জবল্কলমেব চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ সংগৃহ্য চ পৃথক্ পৃথক্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
তদ্রসং পুনরেবাথো পক্তব্যং দর্ব্বীপ্রলেপনম্॥
তত্র প্রক্ষেপণার্থায় দ্রব্যমেতৎ সুচূর্ণিতম্।
লবঙ্গং জীরকং জাতী-ফলঞ্চাতিবিষা সমম্॥
এলা মধুরিকা চৈব খদিরং ভৃঙ্গমেব চ।
শাল্মলীমোচকং বিল্বং সর্জ্জস্য রসমেব চ॥
এতেষাং পলমানেন চাভ্রকং পলমেব চ।
সর্ব্বঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
লবঙ্গাভ্রকযোগোঽয়ং রক্তাতিসারনাশনঃ।
শোথাতীসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

কুড়্চিছাল, দাড়িমফলের ছাল, মোচা, কাঁচড়াদাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের শুঙ্গ ও শালছাল প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; পরে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, এলাইচ, মৌরি, খদির, দারুচিনি, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধুনা ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তাতিসার, শোথাতিসার এবং সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গদ্রাবকঃ।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
ধাতকী মোচকং জীর-লোধ্রমিন্দ্রযবং তথা॥
বালকং সর্জ্জকঃ শৃঙ্গী সৈন্ধবং নাগরং কণা।
বাট্যালকং যবক্ষারমহিফেনং রসাঞ্জনম্॥
এতেষাং তুল্যভাগানি লবঙ্গানি প্রদাপয়েৎ।
খাখসীস্বরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্॥
লবঙ্গদ্রাবকং নাম সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
মন্দাগ্নিং নাশয়েচ্ছীঘ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্।
নরাণাঞ্চ হিতার্থায় বিশ্বামিত্রেণ নির্ম্মিতঃ॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, ধাইফুল, মোচরস, জীরা, লোধছাল, ইন্দ্রযব, বালা, ধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য লবঙ্গ, এই

সকল দ্রব্য পোস্তঢেঁড়ির রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। এই লবঙ্গদ্রাবক নামক ঔষধ সেবনে শ্লোকোল্লিখিত অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

অতিসারে রসপ্রয়োগঃ।

অতিসারবারণো রসঃ।

দরদঃ কৃতকর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুতম্।
সর্ব্বাতীসারশমনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্॥

শোধিত হিঙ্গুল, পক্ক কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য আফিং-ভিজা জলে ভাবনা দিয়া এক রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎকনকসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্কণং তথা।
স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দিনার্দ্ধকম্॥
সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ।
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকম্॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খৈ ও কাল ধুতুরাবীজ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া বামুনহাটীর রসে ২ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে পারদের সমান জারিত অভ্র মিশাইয়া লইবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে উগ্র পিত্তাতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ।

শুদ্ধঞ্চ তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলম্।
কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতম্॥
জাতীকোষমুরাপত্রং শঠীতালীশকেশরম্।
ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্মিতম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ॥

শোধিত হরিতাল, লৌহ ও অভ্র, প্রত্যেক এক এক পল; কর্পূর, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ মাষা; জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া (২ রতি মাত্রায়) প্রাতঃকালে সেবন করিলে নানাপ্রকার অতিসার, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, শূল ও পরিণামশূল নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ।

অহিফেনবটিকা।

অহিফেনং সখর্জ্জূরং ঘৃষ্ট্বা গুঞ্জৈকমাত্রকম্।
রক্তস্রাবমতীসারমতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ॥

আফিং ও পিণ্ডখর্জ্জুর একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবল অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলঞ্চ খর্জ্জূরমহিফেনং তথৈব চ।
সমভাগানি সর্ব্বাণি নাগবল্লীরসেন চ॥
বল্লমাত্রা বটী কার্য্যা দেয়া তক্রানুপানতঃ।
অতিসারং জয়েদ্ ঘোরং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥

জায়ফল, পিণ্ডখর্জ্জুর ও আফিং সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র। ইহা সেবনে অগ্নিতে আহুতির ন্যায় ঘোর অতিসার প্রশমিত হয়।

কারুণ্যসাগরো রসঃ।

ভস্মসূতাব্দিধা গন্ধং তথা বিষং মৃতাভ্রকম্।
দিনং সার্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ॥
রসৈস্তর্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
ত্রিক্ষারপঞ্চলবণ-বিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ॥
সবিড়ঙ্গৈস্তুল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ।
মাষমাত্রং দদীতাস্য ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে॥

সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে॥
নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, জারিত অভ্র দুইভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সর্ষপতৈলে একদিন মর্দ্দন করিয়া একপ্রহর কাল বালুকা-যন্ত্রে অথবা মৃৎকর্পট লিপ্ত পুটে পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজমূলের রস দিয়া মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ একপ্রহর কাল পাক করিবে। ইহার সহিত ত্রিক্ষার (যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা-ক্ষার), পঞ্চলবণ (কাল লবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট্ ও সচল লবণ), বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ সম-ভাগে (প্রত্যেক রসসিন্দূরের সমান) মিশাইয়া মাষপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সজ্বর বা বিজ্বর, শূলযুক্ত, শোণিতোদ্ভব, নিরাম অথবা শোথযুক্ত সর্ব্ব-প্রকার অতিসার ও গ্রহণী বিনষ্ট হয়। অনুপান বিনাও ইহাদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকম্।
যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকম্॥
কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গু পটুকপঞ্চকম্।
বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জ-রসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
ঘৃষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা; যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতা প্রত্যেক দুই তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অতিসার প্রশমিত হয়।

অমৃতার্ণবঃ।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্গণং শটী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ॥
বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকযূষেণ বিজয়াশণবীজতঃ॥
মধুনাচ্ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলীমোচকরসৈঃ কণ্টকদ্রবেণ বা॥
অতীসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্॥
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ।
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥
ধান্যজীরকযূষেণেতি যূষযোনিত্বাৎ প্রচুরত্বাৎ মুদ্গং প্রদাতব্যম্।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যেক এক তোলা; ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া এক মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ধনে, জীরা ও মুগের (একত্র) যূষ, সিদ্ধি, শণবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীপুষ্পের (মোচার) রস অথবা কাঁচড়ার রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতীসার ও মূলের লিখিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বরঃ।

সৈন্ধবং ত্রিফলাঞ্চৈব যমানীং বিল্বপেশিকাম্।
গৃহধূমং গৃহীত্বা চ প্রত্যেকং সমভাগিকম্॥
জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ।
খাদেৎ তোয়ানুপানেন সর্ব্বাতীসারশান্তয়ে॥

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ ও গৃহধূম (ঝুল) এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করত একমাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার উপশমিত হয়।

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণম্॥
মোচং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ।
বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলম্॥

এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণন্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
একাং কুটজমূলত্বক্-কষায়েণ প্রযোজয়েৎ॥
আমাতিসারং হরতি কুরুতে বহ্নিদীপনম্।
মধুনা বিল্বশুণ্ঠ্যৈব রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ।
জাতীফলরসো হ্যেষ গ্রহণীগদহারকঃ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতূরাবীজ, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িমফলের খোসা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র-ভিজা জলে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—কুড়্চিমূলের ছালের ক্বাথ। ইহা সেবনে আমাতিসারের নাশ ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্তগ্রহণীতে বেলশুঁঠের ক্বাথ ও মধু অনুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঁঠ ও ধনের ক্বাথের সহিত এই বটী প্রয়োজ্য।

অভয়নৃসিংহো রসঃ।

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্কণং সমম্।
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্॥
আফুকং সর্ব্বতুল্যাং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ॥
ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্।
সর্ব্বরূপমতীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
রসোহভয়নৃসিংহোঽয়মতীসারে সুপূজিতঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), জীরা, সোহাগার খৈ, গন্ধক, অভ্র, পারদ প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান আফিং; এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে ত্রিদোষজ অতিসার ও সংগ্রহগ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ।

দরদং মরিচং টঙ্কমমৃতং মাগধীসমম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টন্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্॥
লেহয়েন্মধুনা চানু কুটজস্য ফলত্বচোঃ।
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দধ্যাজং তক্রমেব চ।
পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঔষধসেবনান্তে ইন্দ্রযবচূর্ণ ও কুড়্চিমূলের ছালচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ অতীসার উপশমিত হয়। পথ্য—ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে জল দিবে। রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন হিতকর।

(তন্ত্রান্তরোক্তঃ) আনন্দভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কণং গন্ধকং সমম্।
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামকদ্বয়ম্॥
কাসশ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥
(যথাব্যাধ্যনুপানং দেয়ম্)।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জামির লেবুর রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতীসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োজ্য। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

কর্পূর-রসঃ।

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ।
জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতীসাররোগিণে।
গ্রহণীষট্প্রকারে চ রক্তাতিসার উল্বণে॥
(অত্র কেচিৎ টঙ্কণমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি।)

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (কেহ কেহ ইহার সহিত ১ ভাগ সোহাগার খৈ মিশ্রিত করেন)। জ্বরাতীসার, অতীসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণী রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে।

কুটজারিষ্টঃ।

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
মধুকপুষ্পকাশ্মর্য্যোর্ভাগান্ দশপলোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশেষেঽবশেষিতম্।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।
জ্বরান্ প্রশময়েৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥

কুড়্চি-মূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬৷০ সের, মউলফুল ১০ পল, গাম্ভারীছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের; এই ক্বাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে দুর্নিবার গ্রহণী রক্তাতীসার ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়।

অহিফেনাসবঃ।

তুলাং মধুকমদ্যস্য শুভে ভাণ্ডে পরিক্ষিপেৎ।
ফণিফেনস্য কুড়বং মুস্তকং পলসম্মিতম্।
জাতীফলং কেন্দ্রযবং তথৈলাং তত্র দাপয়েৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডং মাসমাত্রং যত্নতঃ পরিরক্ষয়েৎ।
হন্ত্যতীসারমত্যুগ্রং বিসূচীমপি দারুণাম্॥

মউলফুলের মদ্য ১২॥০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল। এই সকল দ্রব্য একটি আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচী রোগও নিবারিত হয়।

বব্বূল্যাদ্যরিষ্টঃ।

তুলাদ্বয়ন্তু বব্বূল্যাশ্চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
দ্রোণশেষে রসে শীতে গুড়স্য ত্রিতুলাং ক্ষিপেৎ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং কৃষ্ণাঞ্চ দ্বিপলাংশিকাম্।
জাতীফলানি কক্কোলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্॥
লবঙ্গং মরিচঞ্চৈব পলিকান্যুপকল্পয়েৎ।
মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বব্বূল্যরিষ্টকো জয়েৎ।
ক্ষয়ং কুষ্ঠমতীসারং প্রমেহশ্বাসকাসকান্॥

বাব্লার ছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁকলা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস আবৃতপাত্রে রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার ও মূলের লিখিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

গ্রহণ্যাং যে রসা বাচ্যাস্তেঽতিসারে নিযোজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ॥

গ্রহণীরোগে যে সকল রস উক্ত হইবে, তৎসমুদয় প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা শিবের আজ্ঞা।

স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনম্।
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ॥

অতিসাররোগী স্নান, তৈলমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, ব্যায়াম এবং অগ্নিসন্তাপ পরিত্যাগ করিবে।

ষড়ঙ্গঘৃতম্।

বৎসকস্য চ বীজানি দার্ব্ব্যাশ্চ ত্বচ উত্তমাঃ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ লাক্ষা কটুকরোহিণী॥
ষড়্ভিরেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্।
অতীসারং জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্॥

ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রার ত্বক্, পিপুল, শুঠ, লাক্ষা ও কটকী, এই ছয়টী দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায়, পেয়া ও মণ্ডের সহিত সেবন করিলে অতি উৎকট ত্রিদোষজ অতিসারও শীঘ্র নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অতীসারে পথ্যানি।

বমনং লঙ্ঘনং নিদ্রা পুরাণাঃ শালিষষ্টিকাঃ।
বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মসুরতুবরীরসঃ।
শশৈণলাবহরিণ-কপিঞ্জলভবা রসাঃ।
সর্ব্বে ক্ষুদ্রঝষাঃ শৃঙ্গী খল্লিশো মধুরালিকা॥
তৈলং ছাগঘৃতক্ষীরে দধি তক্রং গবামপি।
দধিজং বা পয়োজং বা নবনীতং গবাজয়োঃ॥
নবং রম্ভাপুষ্পফলং ক্ষৌদ্রং জম্বুফলানি চ।
ভব্যং মহার্দ্রকং বিল্বং শালূকঞ্চ বিকঙ্কতম্॥
কপিত্থং বকুলং বিল্বং তিন্দুকং দাড়িমদ্বয়ম্।
তালকং কঙ্কটদলং চাঙ্গেরী বিজয়ারুণা॥
জাতীফলঞ্চ হ্রীবেরং জীরকং গিরিমল্লিকা।
কুস্তুম্বুরু মহানিম্বঃ কষায়ঃ সকলো রসঃ।
অন্নপানানি সর্ব্বাণি দীপনানি লঘূনি চ॥

বমন, লঙ্ঘন, নিদ্রা, পুরাতন আমন ধান্যের ও ষেটেধান্যের তণ্ডুল, বিলেপী, খৈয়ের মণ্ড, মসুর ও অড়হরের যূষ; শশক, লাব, কৃষ্ণসার, হরিণ ও চাতক পক্ষির মাংস; শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্য; তিলতৈল, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত, গব্যদধি, গব্যতক্র, গাভীর কিংবা ছাগীর দুগ্ধজাত বা দধিজাত মাখন, অচিরজাত মোচা ও কলা, মধু, জামফল, চালিতা, আম আদা, শুঁঠ, শালুক, বৈঁচি ফল, কয়েতবেল, বকুলফল, বেল, গাবফল, অম্ল ও মিষ্ট দাড়িম, কচি তাল, কাঁচড়াদাম, আমরুল শাক, সিঞ্চি, রক্তবর্ণশাক, জায়ফল, বালা, জীরা, কুড়চিছাল, ধনে, ঘোড়ানিম, সর্ব্বপ্রকার কষায় রস এবং সর্ব্বপ্রকার লঘু ও অগ্নিদীপক অন্নপান অতীসাররোগে হিতকর।

অতিসারেঽপথ্যানি।

স্বেদোঽঞ্জনং রুধিরমোক্ষণমম্বুপানং
স্নানং ব্যবায়মপি জাগরধূমনস্যম্।
অভ্যঞ্জনং সকলবেগবিধারণঞ্চ
রুক্ষাণ্যসাত্ম্যমশনঞ্চ বিরুদ্ধমন্নম্॥
গোধূমমাষযববাস্তুককাকমাচী-
নিষ্পাবকন্দমধুশিগ্রু রসালপূগম্।
কুষ্মাণ্ডতুম্বিবদরং গুরু চান্নপানং
তাম্বূলমিক্ষুগুড়মদ্যমুপোদিকা চ॥
দ্রাক্ষাম্লবেতসকলং লশুনঞ্চ ধাত্রী
দুষ্টাম্বু মস্তু গুহবারি চ নারিকেলম্।
সংস্নেহনং মৃগমদোঽখিলপত্রশাকং
ক্ষারঃ সরাণি সকলানি পুনর্নবা চ॥
এর্ব্বারুকং লবণমম্লমপি প্রকোপি-
বর্গোঽতিসারগদপীড়িতমানবেষু॥

স্বেদক্রিয়া, অঞ্জনপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, অধিক জলপান, স্নান, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, নস্যগ্রহণ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, মলমূত্রাদির বেগধারণ; এবং রুক্ষ, অনভ্যস্ত ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, গোধূম, মাষকলাই, যব, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, শিম, আলু প্রভৃতি কন্দ, সজিনার ডাঁটা, আম, সুপারি, কুষ্মাণ্ড, লাউ, কুল, গুরু অন্ন পান, তাম্বূল, ইক্ষু, গুড়, মদ্য, পুঁইশাক, দ্রাক্ষা, থৈকল, লশুন, আমলকী, দূষিত জল, দধির মাত, কাঁজি, নারিকেল, স্নেহদ্রব্য, মৃগনাভি, যাবতীয় পত্র শাক, ক্ষারদ্রব্য, বিরেচক দ্রব্য, পুনর্নবা, কাকুড়, লবণ ও অম্লদ্রব্য অতিসাররোগে অপথ্য জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽতিসারাধিকারঃ।

অথ গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

—*()**()*—

অথ গ্রহণীরোগ-নিদানম্।

অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ॥
একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি॥
পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্।
গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ॥

অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে কিন্তু অগ্নির বল ভালরূপ হয় নাই এরূপ অবস্থায়, যদি কুপথ্য করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া, গ্রহণীনামক নাড়ীকে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে।

সেই গ্রহণী নাড়ী, অগ্নিমান্দ্য-কুপিত-বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা মিলিত ত্রিদোষে দুষ্টা হইয়া, ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ক অবস্থায় অথবা অতি দুর্গন্ধযুক্ত পক্ক অবস্থায় বারংবার নিঃসারিত করে। গ্রহণীরোগে মল কখন বা বদ্ধ কখন বা তরল হয়। এবং উদর ব্যথা করিতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া এই রোগ হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ইহাকে গ্রহণী রোগ কহিয়া থাকেন।

—

অথ গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

—

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
লঙ্ঘনৈর্দীপনীয়ৈশ্চ সদাতীসারভেষজৈঃ।
দোষং সামং নিরামঞ্চ বিদ্যাদত্রাতিসারবৎ।
অতিসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ॥

গ্রহণী-(অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী)-গত রোগে অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অতিসারের ন্যায় ইহাতে দোষের সামতা ও নিরামতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং অতিসারোক্ত বিধানানুসারে লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥

অপক্ক রস শরীরব্যাপক হইলে, অগ্রে রোগির আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পরে লঙ্ঘন পাচন এবং পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়াদি লঘু পথ্য ও অগ্নির উদ্দীপক যোগ সকল ব্যবস্থা করিবে।

কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরী-তক্রদাড়িমসাধিতা।
পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী॥

কয়েৎবেল, বেল, আমরুলশাক ও দাড়িমের খোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা লইয়া তক্রের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া গ্রহণী-রোগিকে পথ্য দিবে। বাতপ্রধান গ্রহণীরোগে স্বল্প পঞ্চমূল সিদ্ধ পেয়া হিতকর। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ॥

গ্রহণীরোগে তক্র বিশেষ উপকারী। ইহা লঘু বলিয়া অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক ও সুপথ্য। পাকে মধুররস হয় বলিয়া তক্র পিত্তপ্রকোপক নহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণগুণযুক্ত, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর। এবং মধুর, অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ুনাশক। সদ্যোজাত তক্র বিদাহী নহে।

—

চিত্রকগুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্॥

সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণাম্যত্র যোজয়েৎ ॥

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, ঔদ্ভিদ ও করকচলবণ), ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চৈ; এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া টাবালেবুর বা অম্ল-দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া (১ মাষা পরিমাণে) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক।

শুণ্ঠীং সমুস্তাতিবিষাং গুডুচীং
পিবেজ্জলেন ক্বথিতাং সমাংশাম্।
মন্দানলত্বে সততামতায়া-
মামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ ॥

অগ্নিমান্দ্যে, আমকোষ্ঠে ও আমগ্রহণীতে শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যকাতিবিষোদীচ্য-যমানীমুস্তনাগরম্।
বলা দ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্দীপনপাচনম্ ॥

অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরিপাকার্থ ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

অথ বাতজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

কটুতিক্তকষায়াতি-রুক্ষসংদুষ্টভোজনৈঃ।
প্রমিতানশনাত্যধ্ব-বেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ ॥
মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংছাদ্য কুরুতে গদান্।
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা ॥
কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুৎ তৃষ্ণা তিমিরঃ কর্ণয়োঃ স্বনঃ।
পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবা-রুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা ॥
হৃৎপীড়াকার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা।
গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা ॥
জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
স বাতগুল্মহৃদ্রোগ-প্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ ॥
চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ।
পুনঃপুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ ॥

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ ও সংযোগাদিবিরুদ্ধ ভোজন (যেমন যুগপৎ ক্ষীর-মৎস্য ভোজন ইত্যাদি), অল্প ভোজন, উপবাস, অধিক পথ পর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও মৈথুন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করত বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্ত দ্রব্য, অতি কষ্টে এবং অম্লরসে পরিপাক পায়। ইহাতে শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দ এবং পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্কিস্থান) ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ ভেদ বমি, হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি ষড়্বিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনেই স্পৃহা, মনের অবসাদ এবং কাস ও শ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতজগ্রহণীরোগে, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইবার সময় বা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান হয়। কিন্তু আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা রোগের আশঙ্কা করে এবং কখন দ্রব, কখন বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট অল্প অল্প অপক্ব মল, শব্দের সহিত অতি কষ্টে পুনঃপুনঃ বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করিয়া থাকে।

অথ বাতজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

জ্ঞাত্বা তু পরিপক্বঞ্চ বাতজং গ্রহণীগদম্।
দীপনৈর্ভেষজৈঃ পক্বৈঃ সর্পির্ভিঃ সমুপাচরেৎ ॥

বাতজ গ্রহণীরোগ পরিপক্ব হইয়াছে, ইহা লক্ষণ দ্বারা জানিয়া, অগ্নির উদ্দীপক ঔষধপক্ব ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ।

শালপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যশুণ্ঠীশৃতং পয়ঃ।
আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ।

শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ গ্রহণী-

রোগ এবং তদুপদ্রব—উদরাধ্মান ও শূলবদ্-বেদনা প্রশমিত হয়।

অথ পিত্তজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্ল-ক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্।
আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্॥
সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্।
পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠ-দাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ॥

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহারে বিদাহ জন্মে), অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ত, প্রতপ্ত জলের ন্যায়, অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে *; তাহাতেই পিত্তজ গ্রহণীরোগ জন্মে।

পিত্তগ্রহণীরোগী দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসায় কাতর হয় এবং নীল বা পীতবর্ণ দ্রব মল ত্যাগ করে, আর তাহার শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

পিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

তিক্তাদি-কষায়ঃ।

তিক্তাম্রাতিবিষারসাঞ্জনধাতকীভিঃ
পথ্যেন্দ্রযবঘনকৌটজত্বগ্‌ভিঃ।
ক্বাথো হরেদ্বহুবিধং গ্রহণীবিকারং
পিত্তোদ্ভবং সগুদশূলমতিপ্রবৃদ্ধম্॥

কটুকী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুথা, কুড়্‌চিছাল ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে নানাপ্রকার অতি-প্রবল পৈত্তিক গ্রহণীরোগ ও তদুপদ্রব—গুহ্যশূল প্রশমিত হয়।

* এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি; অতএব পিত্তরোগে অগ্নি বর্দ্ধিত না হইয়া কেন বিনষ্ট হয়? তজ্জন্যই বলা হইয়াছে, প্রতপ্ত জল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়াও যেমন দ্রবাধিক্যবশতঃ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়, তদ্বৎ দ্রববহুল পিত্তও অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে।

শ্রীফলাদিকল্কঃ।

শ্রীফলশলাটুকল্কো নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ।
গ্রহণীগদমত্যুগ্রং তক্রভুজা তু শীলিতো জয়তি॥

কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠের গুঁড়ার সহিত বেলশুঁঠ, সেবন এবং তক্রপান করিলে, অতি উগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

নাগরাদ্য-চূর্ণম্।

নাগরাতিবিষামুস্তং ধাতকীঞ্চ রসাঞ্জনম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং বিল্বং পাঠাং তিক্তকরোহিণীম্॥
পিবেৎ সমাংশকং চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিত্তজে গ্রহণীদোষে রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
অর্শাংস্যথ গুদশূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্।
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্॥
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।
কেচিদষ্টগুণতোয়েন প্রাহুস্তণ্ডুলভাবনাম্॥

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রক্তভেদ হইলে শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ গুহ্যশূল ও প্রবাহিকা নিবারিত হয়। কুটিত তণ্ডুল ৬ বা ৮ গুণ জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া পরে ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। মাত্রা—॥০ আধতোলা পর্য্যন্ত।

অথ কফজগ্রহণীরোগ-নিদানম্।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদি-ভোজনাদতিভোজনাৎ।
ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ॥
তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দিরোচকাঃ।
আস্যোপদেহমাধুর্য্য-কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ॥
হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু।
দুষ্টো মধুর উদ্গার সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণম্।
ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্ট-গুরুবর্চ্চঃপ্রবর্ত্তনম্।
অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন এবং

দিবা ভোজনের অব্যবহিত পরেই শয়ন, এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। এই শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক পায়, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও মিষ্ট হইয়া থাকে, রোগী হৃদয়কে ঘনদ্রব-পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া মনে করে, এবং কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল ও অলস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বমনবেগ, বমন, অরুচি, কাস, ষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও গুরুতা, বিকৃত ও মধুর উদ্গার, অবসন্নতা, স্ত্রীতে প্রীতির অভাব এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত, গুরু (যাহা জলে ডুবিয়া যায়) ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মলভেদ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

চাতুর্ভদ্র-কষায়ঃ।

গুড়ূচ্যতিবিষাশুণ্ঠী-মুস্তৈঃ কাথঃ কৃতো জয়েৎ।
আমানুষক্তাং গ্রহণীং গ্রাহী দীপনপাচনঃ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের কাথ আমগ্রহণীরোগনাশক, তরল মলের সংগ্রাহক, অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

শঠ্যাদি-চূর্ণম্।

শঠীব্যোষাভয়াঃ ক্ষারৌ গ্রন্থিকং বীজপূরকম।
লবণাম্লাম্বুনা পেয়ং শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে॥

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পিপুলমূল ও বীজপূরক (ছোলঙ্গলেবু), ইহাদের চূর্ণ লবণ ও অম্লরসের সহিত সেবন করিবে।

রাস্নাদি-চূর্ণম্।

রাস্না পথ্যা শঠী ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
গ্রন্থিকং মাতুলুঙ্গঞ্চ সমমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পিবেদুষ্ণেন তোয়েন শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে॥

রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, করকচ, বিট্, সচল ও কাললবণ), পিপুলমূল ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে কফগ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

সমূলাং পিপ্পলীং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ।
মাতুলুঙ্গাভয়ারাস্নাঃ শঠীমরিচনাগরম্॥
কৃত্বা সমাংশং তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা।
শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীদোষে বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
এতেরেবৌষধৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ পেয়ং সমারুতে॥

পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিট্লবণ, সচললবণ, ঔদ্ভিদ ও সমুদ্রলবণ, টাবালেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। পিপুলমূলাদি উপরি উক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বাতিক গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃচ্ছ্রেণ কঠিনত্বেন যঃ পুরীষং বিমুঞ্চতি।
সঘৃতং লবণং তস্য পায়য়েৎ ক্লেশশান্তয়ে॥

যে রোগী কাঠিন্যহেতু অতি কষ্টে মল ত্যাগ করে, তাহাকে লবণমিশ্রিত গব্যঘৃত পান করিতে দিবে।

বিড়ং যমানী বিষ্টম্ভে পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

মল বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিলে যোয়ান ও বিট্লবণ উষ্ণজলের সহিত খাওয়াইবে।

বাতপিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

মুণ্ড্যাদি-গুড়িকা।

মুণ্ডী শতাবরী মুস্তা বানরী ছিন্নিকামৃতা।
যষ্টিকং সৈন্ধবং তুল্যং সূক্ষ্মচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
চূর্ণস্য দ্বিগুণং দেয়া বিজয়া মৃদুভর্জ্জিতা।
ঘৃতস্নিগ্ধে পচেদ্ভাণ্ডে দুগ্ধং দশগুণং গবাম্॥

যাবৎ পিণ্ডত্বমাপন্না তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতন্মধুযুতং হন্যাদ্ গ্রহণীং বাতপিত্তজাম্॥

বড় থুলকুড়ি, শতমূলী, মুতা, আলকুশী-বীজ, ক্ষীরুই, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, অম্ল ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ দ্বিগুণ; এই সকল দ্রব্য দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ঘৃতাক্ত ভাণ্ডে পাক করিবে; যতক্ষণ না পিণ্ডাকার হয়, ততক্ষণ অল্প অল্প জ্বাল দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উহা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বাতপিত্তজ-গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইবে।

বার্ত্তাকুগুড়িকা।

চতুঃপলং সুহীকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকুকুড়বঞ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধা রসেন বার্ত্তাকোর্গুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ।
ভুক্তং ভুক্তং পচন্ত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ।
বিসূচিকাপ্রতিশ্যায়-হৃদ্রোগশমনাশ্চ তা মতাঃ॥

সিজের ডালের মজ্জা ৪ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট্ এই লবণত্রয় ৩ পল, শুষ্ক বেগুন অর্দ্ধসের, আকন্দমূল ৮ পল, চিতামূল ২ পল, এই সমুদায় একত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ ও বেগুনের রসে মর্দ্দিত করিয়া গুড়িকা করিবে। আহারান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্নের পরিপাক এবং বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের নাশ হয়।

বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

—:*:—

বাতশ্লেষ্মাধিকে যোজ্যা কুটজাদ্যবলেহিকা।
পর্পটীরসগুঞ্জাষ্টৌ লিহেন্মধ্বাজ্যকেন বা॥
সহিঙ্গু জীরকং ব্যোষং লিহ্যাদ্ধি ভক্ষয়েদনু।
গ্রহণ্যাং কফবাতোত্থাং শময়েৎ তক্রভোজনে॥

বাতশ্লেষ্মোল্বণ গ্রহণীরোগে কুটজাদি অবলেহ ব্যবস্থা করিবে। অথবা ঘৃত ও মধুর সহিত ৮ রতি পর্পটী-রস লেহন করিতে দিবে। লেহনান্তে হিং, জীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ ২ মাষা পরিমাণে খাওয়াইবে, এবং তক্র পান করাইবে। তাহাতে বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণী রোগ প্রশমিত হইবে।

কর্পূরাদি-চূর্ণম্।

কর্পূরগ্রন্থিপর্ণং রাম্না লবণানি হরীতকী।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং মাতুলুঙ্গং সমং সমম্॥
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্লৈষ্মিকং গ্রহণীদোষং সবাতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাম্না, পঞ্চ লবণ, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজনিত গ্রহণী-দোষ নষ্ট হয়। ইহা বল বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

তালীশাদি-বটী।

তালীশপত্রচবিকামরিচানাং পলং পলম্।
কৃষ্ণাতন্মূলয়োর্দ্বে দ্বে পলে শুণ্ঠীপলং ত্রয়ম্॥
চাতুর্জাতমুশীরঞ্চ কর্ষাংশং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
চূর্ণাচ্চ ত্রিগুণেনৈব গুড়েন বটিকা কৃতা॥
ভক্ষয়েৎ তু পলার্দ্ধঞ্চ বাতশ্লেষ্মোত্থিতে গদে।
উৎকটাং গ্রহণীং ছর্দ্দিং কাসং শ্বাসং জ্বরারুচী।
শোথগুল্মোদরং পাণ্ডুং তালীশাদ্যেন নাশয়েৎ॥
মণ্ডযূষরসারিষ্ট-মস্তুপেয়াপয়োঽনুপঃ॥

তালীশপত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক এক পল, পিপুল ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ পল, শুঁঠ তিনপল এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র) ও বেণা-মূল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণিত ও তিন গুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণীরোগ, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদররোগ ও পাণ্ডু-রোগ প্রশমিত হয়। এই বটিকা সেবনান্তে মণ্ড, মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি অনুপান করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

মুষল্যাদি-যোগঃ।

মুষলীং পেষয়েৎ তক্রেণাথবা তণ্ডুলোদকৈঃ।
কর্ষৈকং ভোজয়েচ্চানু পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥

তক্রে বা তণ্ডুলোদকে তালমূলী পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। পথ্য—তক্র ও অন্ন।

অথ ত্রিদোষগ্রহণী-নিদানম্।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্ট-হেতুলিঙ্গসমাগমে।
ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥

উপরি উক্ত বাতজাদি গ্রহণীরোগের কারণ ও লক্ষণসমূহ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ বলা যায়।

ত্রিদোষজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বজায়াং গ্রহণ্যান্তু সামান্যো বিধিরিষ্যতে॥

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সাধারণ বিধি আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমুদায় মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চপল্লবম্।

জম্বুদাড়িমশৃঙ্গাট-পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ।
পক্কং পর্য্যুষিতং বাল-বিল্বং সগুড়নাগরম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাম্॥

জাম, দাড়িম, পানিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পল্লব সহ কচি বেল জলে সিদ্ধ করিয়া, পরদিন ঐ বাসি বেল গুড় ও কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়। (বেল ভোজনানন্তর ঐ বেল-সিদ্ধ জল অনুপান করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন। রক্ত থাকিলে শুঁঠচূর্ণ দিবে না)।

অথ সংগ্রহগ্রহণী-লক্ষণম্।

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং তথা।
দ্রবং ঘনং সিতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ॥
আমং বহু সপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনম্।
পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথ মুঞ্চতি॥
দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্চ সা।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী।
সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা॥

সংগ্রহগ্রহণীরোগে কাহারও মাসান্তর, কাহারও পক্ষান্তর, কাহারও দশাহান্তর, কাহারও বা নিত্য নিত্যই দ্রব, ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বহুপরিমিত অপক্ক মল (চম্‌কা ভেদ) হয়। ভেদ হইবার কালে শব্দ হয় এবং উদরে ও কটিদেশে মন্দ মন্দ বেদনা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও অঙ্গাবসাদ এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। সংগ্রহগ্রহণী রোগ দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। আম ও বায়ু দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়।

সংগ্রহগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা।

মসূরযূষ সংপীতঃ [illegible] নাগরবিল্বয়োঃ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি কল্কেন বৃহতী তথা।

মসূরকলায়ের যূষ অথবা তক্রের সহিত শুঁঠ ও বেলশুঁঠের কল্ক কিংবা বৃহতী সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নষ্ট হয়।

কামচারমণ্ডূরম্।

লৌহকিট্টরজো লৌহে ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতম্।
লৌহঘৃষ্টং রজো যাবৎ কৃষ্ণচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্॥
তাভ্যাং তুল্যো গুড়ো দেয়ঃ সংগ্রহগ্রহণীহরম্।
আমবাতাম্লপিত্তঘ্নং রসপুষ্ট্যগ্নিকারকম্॥

কামচারপ্রয়োগোঽয়ং যোগসিদ্ধেন কীৰ্ত্তিতঃ।
মণ্ডূরবিধয়ঃ প্রাগ্যো হনুপানে প্রশস্যতে ॥
(কিঞ্চিৎ রসপর্পটীং প্রক্ষিপ্যাপি কারয়ন্তি বৃদ্ধাঃ)।

লৌহপাত্রে মণ্ডূর চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহার অর্দ্ধাংশ পিপুল-চূর্ণ একত্র মিশাইয়া উভয়ের সমভাগ গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সংগ্রহ-গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। অনুপান—মসূর কলায় ও বেলশুঁঠের ক্বাথ। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ঔষধে কিঞ্চিৎ রসপর্পটী মিশ্রিত করিতে বলেন)।

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠাবিল্বানলব্যোষ-জম্বুদাড়িমধাতকী-।
কটুকাতিবিষামুস্তা-দার্ব্বীভূনিম্ববৎসকৈঃ ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।
সক্ষৌদ্রঞ্চ পিবেচ্ছর্দ্দি-জ্বরাতিসারশূলবান্।
হৃদ্রোগগ্রহণীদোষারোচকানলসাদজিৎ ॥

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামের আঁঠি, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়্‌চি-মূলের ছাল চূর্ণ সর্ব্বসমান, এই সমুদায় উত্তম-রূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে বমি, জ্বরাতী-সার ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্।

যমানীপিপ্পলীমূল-চাতুর্জাতকনাগরৈঃ।
মরিচাগ্নিজলাজাজী-ধান্যসৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ ॥
বৃক্ষাম্লধাতকীকৃষ্ণা-বিল্বদাড়িমতিন্দুকৈঃ।
ত্রিগুণৈঃ ষড়্‌গুণসিতৈঃ কপিত্থাষ্টগুণৈঃ কৃতঃ ॥
চূর্ণোঽতিসারগ্রহণী-ক্ষয়গুল্মগলাময়ান্।
কাসং শ্বাসারুচিং হিক্কাং কপিত্থাষ্টমিদং জয়েৎ ॥

যমানী, পিপুলমূল, চাতুর্জাতক (দারু-চিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর), শুঁঠ, মরিচ, রক্তচিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁঠ, দাড়িম ও গাব, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক তিন তিন ভাগ; চিনি ছয় ভাগ ও কয়েৎবেল চূর্ণ আট ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা নিবারিত হয়।

স্বল্পগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

মুস্তসৈন্ধবশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববালকৈঃ ॥
আম্রবীজমতিবিষা লজ্জা চেতি সুচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্ ॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্ ॥
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ।
এতদ্‌গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধকম্ ॥

মুতা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়্‌চিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাহ-ক্রান্তা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী অতীসার ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

মহাগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িমং দলমেব চ।
সমুস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জশ্বেতঞ্চ ধাতকী ॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভূনিম্বনিম্বকম্।
জম্বু রসাঞ্জনঞ্চৈব কুটজস্য ফলং তথা ॥
পাঠা সমঙ্গা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজ-চূর্ণং দেয়ং সমং সমম্ ॥
কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণসমং মতম্।
এতদ্ গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্ ॥
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্ ॥
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।

অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ ॥

বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুতা, আতইচ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ সর্ব্বচূর্ণের সমান। একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, অন্নমণ্ড বা মধু। ইহা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

বৃহদ্‌গঙ্গাধর-চূর্ণম্।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
সমঙ্গা নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্ ॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং বৃহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্ ॥
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্ ॥

বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িম ফলের ছাল, কুড়্‌চি ছাল এবং পারদ, গন্ধক (কজ্জলী) প্রত্যেক সমভাগ। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান—তক্র (বা আতপতণ্ডুলোদক)। ইহা সেবন করিলে জ্বর, গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। (মাত্রা—এক আনা পর্য্যন্ত।)

বৃদ্ধগঙ্গাধর-চূর্ণম্।

মুস্তারলুকশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবালকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববৎসকৈঃ ॥
আম্রবীজং সমঙ্গাতি-বিষাযুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ।
মধুতণ্ডুলপানীয়ং পীতং হন্তি প্রবাহিকাম্ ॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং হন্তি বেগতঃ।
বৃদ্ধং গঙ্গাধরং চূর্ণং কৃষ্ণাদ্ গীর্ব্বাণবাহিনীম্ ॥

মুতা, শোনা, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, আম্রবীজ, বরাহক্রান্তা ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চাউলধৌত-জল ও মধু সহ সেবন করিলে প্রবাহিকা, সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পলবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠা চ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযববালকম্ ॥
ধান্যং সর্জ্জরসঃ শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্ ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥
নানাবর্ণমতীসারং সশোথং পাণ্ডুকামলাম্।
ইদমষ্টীলিকাং হন্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্ ॥
হৃল্লাসমম্লপিত্তঞ্চ সশূলং সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, ধুনা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। (অনুপান—তণ্ডুলের জল ও মধু, বা ছাগদুগ্ধ)। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (মাত্রা—১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত)।

বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা ॥
জাতীকোষফলাজাজী-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশকেশরম্ ॥
চিত্রকশ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্বিশ্বমেব চ।
ত্বগেলাপিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা ॥
সমঙ্গা বৎসকঃ শুণ্ঠী দাড়িমং যবশূকজম্।
বিল্বং সর্জ্জরসঃ ক্ষারঃ সামুদ্রং টঙ্কণং তথা ॥
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্ব্বাম্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধগন্ধকপারদম্ ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ॥

সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্।
বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সান্নিপাতিকীম্॥
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চপীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
জ্বরারোচকমন্দাগ্নিং কাসং শ্বাসং বমিং তথা।
অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহ-শোথাতীসারপীনসান্॥
আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুল-মূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ দাড়িম ফলের ত্বক্, যবক্ষার, নিমছাল, ধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা, কুড়্চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী, এবং শোধিত অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান—মধু বা তণ্ডুলোদক। ইহাতে উৎকট গ্রহণী, সর্ব্ব-প্রকার অতিসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্।
অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্॥
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্বগোক্ষুরম্।
জাতীকোষফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা॥
শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্গণং কৃষ্ণজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধনীয়কম্।
রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্॥
উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নেদীপনং পরম্।
শীততোয়ানুপানৈর্ব্বা বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্॥
আমাতিসারগ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি।
শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাসং বিশেষতঃ।
লবঙ্গাদ্যং মহাচূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ॥

আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গাদ্যানুপানতঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে॥

লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (বেণার মূল, কেহ কেহ বলেন জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরি, মেথী, সোহাগার খৈ, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শর্করা, লবঙ্গ, শীতল জল বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গ্রহণী অতি-সার প্রভৃতি মূলোক্ত নানা রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পনায়িকা-চূর্ণম্।

ত্রিশাণং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যূষণং পিচুঃ।
গন্ধকান্মাষকা অষ্টৌ চত্বারো মাষকা রসাৎ॥
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শাণ-ত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।
খাদেন্মিশ্রীকৃতাচ্ছাণমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্॥
মাষকাদিক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্।
অত্যন্তাগ্নিকরঞ্চৈতদ্ ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
প্রসিদ্ধযোগিনী-নারী-প্রোক্তং চূর্ণং রসায়নম্॥

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১৷৷০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক দুই তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধি পত্র ৯৷৷০ তোলা; এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধনীয়। অনুপান—কাঁজি। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্।

চিত্রকস্ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্॥

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রকগন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ঞ্চাজমোদা পায়দো গজপিপ্পলী॥ *
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্ত চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্।
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্ত গুণ্ডকম্।
মন্দাগ্নিকাসদুর্নাম-প্লীহপাণ্ডুচিরজ্বরান্॥
প্রমেহশোথবিষ্টম্ভ-সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
সর্ব্বাতীসারহরণং সর্ব্বশূলনিসূদনম॥
আমবাতগদোচ্ছেদি সূতিকাতঙ্কনাশনম্।
নচ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ॥
যান্ ন হন্যাদসৌ সিদ্ধো গুণ্ডকো নায়িকাকৃতঃ।
বার্যান্নমাষমভ্যঙ্গ-স্নানং পিশিতভোজনম্॥
কাঞ্জিকাম্লং সদা পথ্যং দগ্ধমীনস্তথা দধি।
কাষ্ঠমপ্যুদরে তস্য ভক্ষণাদ্‌যাতি জীর্ণতাম্॥

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, (কোন কোন গ্রন্থে ইন্দ্রযব, আতইচ, ধনে, চৈ ও জায়ফল এই কয়টি অধিক দ্রব্য লইতে বলা হইয়াছে), ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বসমান; একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—বিড়ালপদ অর্থাৎ ২ তোলা। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দেন)। পথ্য—জলধৌত অন্ন, মাষকলায়, অভ্যঙ্গ, স্নান, কাঞ্জিক, দধি, মাংস ও দগ্ধমৎস্য প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি হয় এবং গ্রহণী প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্কণং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং মুস্তকঞ্চ চিত্রকং করিপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যতিবিষা তথা॥
শিগ্রুজং শাল্মলী চৈব অহিফেনং পলাশকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ॥ *
ধাতুবৃদ্ধিবয়োবৃদ্ধি-বলপুষ্ট্যগ্নিকারকম্।
মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, ত্রিকটু, জাতিফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, চিতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনাবীজ, শিমুল, অহিফেন ও পলাশ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চিনি সহ প্রতিদিন ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে সংগ্রহগ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা ধাতুবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণম্।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্।
হরিদ্রে পাকলঞ্চৈব বচা মুস্তবিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি ত্রীণি গৃহধূমকম্॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং সিদ্ধচূর্ণকং সমম্।
মাষদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।
সর্ব্বাতীসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
আমাতিসারমখিলং বিশেষাচ্ছ্বয়থুং জয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডুপ্লীহচিরজ্বরান্।
গ্রহণীশার্দ্দূলং চূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও কাল লবণ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ ও গৃহধূম (ঝুল), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। সর্ব্বচূর্ণের সমান সিদ্ধিচূর্ণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে শালিতণ্ডুলোদক

* ইতঃ পরং "কলিঙ্গাতিবিষা ধান্যং চব্যং জাতীফলং সমম্" ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, তৃষ্ণা, নানাবর্ণ ও নানাবিধ বেদনাযুক্ত পক্কাপক্ক সকল প্রকার অতীসার, বিশেষতঃ আমাতীসার, শোথ, অসাধ্য গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, প্লীহা ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।

জীরকাদ্যং চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্কণং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধকপারদৌ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ।
জীরকাদ্যমিদং চূর্ণমগস্ত্যেন প্রকাশিতম্॥

জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়্‌চিমূলের ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ। এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে দুর্নিবার গ্রহণীরোগ ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—৬ রতি।

অজাজ্যাদি-চূর্ণম্।

পলদ্বন্দ্বমজাজ্যাস্তু পলৈকং যবশূকজম্।
অম্বুদং দ্বিপলং জ্ঞেয়ং ফণিফেনপলং তথা॥
অর্কমূলভবং চূর্ণং চতুঃপলমিতং স্মৃতম্।
অজাজ্যাদিকমেতদ্ধি হন্ত্যুগ্রং গ্রহণীগদম্॥
সরক্তমথ নীরক্তমতিসারং সুদারুণম্।
জ্বরাতিসারং শময়েৎ বিসূচীং ঘোররূপিণীম্॥

জীরা ২ পল, যবক্ষার ১ পল, মুতা ২ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূল ৪ পল, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে সরক্ত অথবা রক্তহীন অতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ উপশমিত হয়। মাত্রা—২ রতি।

কঞ্চটাবলেহঃ।

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ
সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃতপাদশেষে।
ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দত্ত্বাৎ
চূর্ণানি ধীরো বিধিবৎ তদেষাম্॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকাহিবিষাক্ষার-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্॥
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ।
সর্ব্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
আমপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্।
বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাৎ শূলমরোচকম্॥

কঞ্চটতালমূল্যোঃ প্রত্যেকং প্র ৮ জল শং ১৬ শেষ শং ৪, সিতাষ্টপলং দত্ত্বা পক্ত্বা সমঙ্গাদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ; শীতে মধুপলচতুষ্টয়মিতি গোপালদাসঃ, মধুনঃ পলদ্বয়মিত্যন্যে।

কাঁচ্‌ড়াদাম ⁄১ সের, তালমূলী ⁄১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে চিনি ⁄১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আক্‌নাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু এক পোয়া (মতান্তরে অর্দ্ধসের) মিলিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা, দোষ বল ও কাল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ-বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

দশমূল-গুড়ঃ।

দশমূলীপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্॥

আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং দত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ।
লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু ভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্॥
দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ।
দত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ।
হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি॥
অর্শং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা।
মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভং গুদজানি চ।
জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব॥

দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে পুরাতন গুড়, ১২॥০ সের ও আদার রস /৪ সের, একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মুটা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চৈ ও পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণ-গুড়ঃ।

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্য-ব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ॥
বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযমানী-পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ।
দত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরগ্নেইতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোঽয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ॥
ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়েত্তাত্র মনাক্ তৈলে চিকিৎসকাঃ।
অত্রোক্তমানসাধর্ম্ম্যাৎ ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্॥

আমলকী রস ১২ সের, পুরাতন গুড় /৬।০ সের, তিল তৈল ৮ পল, তেউড়ী চূর্ণ ৮ পল। প্রথমে তেউড়ীচূর্ণ উক্ত তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে সেই তেউড়ীসমন্বিত তৈল, আমলকীর রস ও গুড় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষ, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতামূল, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা—।০ তোলা। এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথাদি রোগ নষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ।

কুষ্মাণ্ডকানাং কৃটানাং সুস্বিন্নং নিষ্কুলত্বচাম্।
সর্পিঃপ্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানি চ॥
ত্রিফলা চাজমোদা চ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্।
একৈকস্য পলঞ্চৈব ত্রিবৃদষ্টপলং ভবেৎ॥
তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব তু।
প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ সমেতস্তু রসস্যামলকস্য চ॥
যদা দর্ব্বীপ্রলেপস্তু তদৈনমবতারয়েৎ।
যথাশক্তি গুড়ং কুর্য্যাৎ কর্ষকর্ষার্দ্ধমানতঃ॥
অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তস্তু জয়েদিমান্।
দুর্ব্বারান্ গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠান্যর্শোভগন্দরান্॥
জ্বরমানাহহৃদ্রোগ-গুল্মোদরবিসূচিকাঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্॥
প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দদ্রুশ্চর্ম্মদলীমকান্।
কফপিত্তানিলান্ সর্ব্বান্ প্রকোপাংশ্চ ব্যপোহতি॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
গুড়কুষ্মাণ্ডকো নাম বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥

সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য ১২॥০ সের, ঘৃত /৪ সের। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৮ পল। তিলতৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ১২ সের। এই সমুদায় দ্রব্য যথাবিধি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। মাত্রা—১ তোলা। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

মুস্তকাদ্যো মোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমান্যৌ দ্বে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা॥
শতপুষ্পা বরী ধান্যং চাতুর্জাতং তথা তুগা।
মেথী জাতীফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
মুস্তকং ষট্‌পলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা।
গ্রহণীং হন্ত্যতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অজীর্ণমামদোষঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
পুষ্টিং দেহস্য জনয়েদ্বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধিকৃৎ।
বলাপলিতদৌর্ব্বল্যং ক্ষপয়েৎ কৃশতামপি॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরি, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। শীতল জলের সহিত সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগের নাশ, শরীরের পুষ্টি এবং বল, বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীকামেশ্বরো মোদকঃ।

সম্যঙ্‌মারিতমভ্রকং কটফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা
মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ।
রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং
হৈমী নাগবলা কচুরমদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং
চাতুর্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শঠী বালকম্।
শাল্মল্যস্ত্রিফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্॥
কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ
সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবাদ্যকরণং শুদ্ধেঽপ্যয়ং কামিনাম্।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্॥
কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো
দুর্নামগ্রহণীপ্রমেহনিবুহশ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ।
নিত্যানন্দকরো বিশেষকবিতাবাচাং বিলাসোদ্ভবং
ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিত্যোৎসবঃ॥
অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ
সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ।
বৃদ্ধানাং মদনস্য বর্দ্ধনকরঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে
সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্॥

তন্ত্রান্তরেঽস্য মহাকামেশ্বরসংজ্ঞা॥

জারিত অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, মাষকলাই, তিলতণ্ডুল, ধনে, হুবলে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ১ তোলা। সিদ্ধিচূর্ণ ৪৫ তোলা, চিনি ১৮০ তোলা। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত বা মধু দিয়া মোদক বান্ধিবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি খাইবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অতিসারাদি বিবিধ রোগের শান্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।

কামেশ্বরো মোদকঃ।

ধাত্রীসৈন্ধবকুষ্ঠকট্‌ফলকণা শুন্ঠীযমানীদ্বয়ং
ষষ্ঠীজীরকযুগ্মধান্যকশটীশৃঙ্গীবচাকেশরম্।
তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাজমোদৈঃ সমং
চূর্ণীকৃত্য মনাক্ স্ববীজসহিতং ভৃষ্টা তু শক্রাশনম্॥
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং
যত্নাদ্ ভিষক্ নিক্ষিপেৎ,
ক্ষৌদ্রৈশ্চাপি ঘৃতৈঃ প্রশস্তদিবসে
কুর্য্যাৎ শুভান্ মোদকান্।
কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্ ভর্জ্জিতান্
গোপ্যোঽয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ॥
আধিব্যাধিহরঃ ক্ষতক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ
স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ।
কাসশ্বাসবলাসরোগনিচয়প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং
প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ॥

গ্রহগণপরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ
কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ।
বিগতসকলভীতির্গীতবাদ্যাঙ্গনীতি-
র্ভবতি ভুবি স দেবো যেন ভুক্তঃ প্রযত্নাৎ॥
রহসি যুবতিখেলাসম্পুটাকর্ষহর্ষাদ্
গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন।
যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে
সুরতরভসমুচ্চৈর্ন্তৃকামং প্রকামম্॥
যস্মান্নব্যবৃহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্
যস্মাদুন্মদদাক্ষিণাত্যযুবতীসম্ভোগকৌতূহলী।
যস্মাৎ কাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া
শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ॥
এষ গ্রহণ্যামপি প্রশস্তঃ।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জ্জিত সবীজসিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে। পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া এক তোলা প্রমাণ মোদক করিবে। পরে ভাজা তিলচূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বল বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মেথীমোদকঃ।

ত্রিকটুত্রিফলামুস্তা-জীরকদ্বয়ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশকেশরং পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা।
জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূরচন্দনম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতনগুড়েন চ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিদ্ খাদেদগ্নিবলং প্রতি।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সামে মেদে মহৌষধম্॥
বলবর্ণকরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্॥
পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্।
স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ জাতাং তালফলোপমৌ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নরাণাঞ্চৈব পুত্রদঃ।
ভাষিতঃ কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণ সমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহা অগ্নিকারক এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ।

বৃহন্মেথীমোদকঃ।

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচপিপ্পলী।
কট্‌ফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয়পুষ্করম্॥
যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়মেব চ।
জাতীফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রী-দুলবঙ্গকম্॥
শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টীমধুকপদ্মকম্।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকঃ কার্য্যো ঘৃতমাক্ষিকসংযুতঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষানুপানতঃ।
হন্তি মন্দানলান্ সর্ব্বানামদোষং বিশেষতঃ॥
মহাগ্নিজননং বৃষ্যমামবাতনিসূদনম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশমনং সর্ব্বারুচিবিনাশনম্।
মেথীমোদকনামেদং পতঞ্জলিমুনের্মতম্॥

ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঠ, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধব লবণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চৈ, মৌরি ও দেব-

দারু প্রত্যেক চূর্ণ সমান; সর্ব্বসমান মেথী-চূর্ণ। চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া লইবে। প্রাতঃ-কালে সেবনীয়। দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

জীরকাদিমোদকঃ।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্॥
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষফলে তথা॥
ধান্যকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জাতলবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা॥
টঙ্গণং কুন্দুরুযষ্টী তুগা কঙ্কোলবালকম্।
গাঙ্গেরুস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলঞ্চৈব কটুকা পদ্মনালুকে॥
এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
শর্করামধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্॥
খাদেৎ কর্ষসমং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ।
রক্তাতিসারেঽতিসারে প্রযোজ্যঃ বিষমজ্বরে॥
সশব্দং ঘোরগম্ভীরং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ।
অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা॥
বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলমরোচকম্।
ভাষিতং কৃষ্ণনাথেন জন্তূনাং হিতকারণম্॥

জীরকচূর্ণ প্ল ৮ বিজয়াবীজচূর্ণং প্ল ৪ লৌহাদিনালুকা-ন্তানাং প্রত্যেকং কর্ষঃ ১, সর্ব্বদ্বিগুণা সিতা, ঘৃত-মধুভ্যাং বন্ধনম্।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জ্জিত ও বস্ত্রগালিত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরি, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরুখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেল-শুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ; সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকশেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার—৷৷০ তোলা) প্রাতঃকালে সেবনীয়। অনুপান—শীতল জল। জীরকাদি মোদক সেবন করিলে সর্ব্ব-প্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহজ্জীরকাদি-মোদকঃ।

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্পলী।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্রমেলা চ কেশরম্॥
শুণ্ঠী লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দনম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষফলে তথা॥
যষ্টী মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী।
ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ।
সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
কর্পূরং বনিতা চৈব কুন্দুখোটিং সমাংশিকাম্॥
লৌহকাভ্রকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং দেয়ং ভৃষ্টজীরস্য চূর্ণকম্॥
সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষবলানলম্।
গব্যং সশর্করঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেব চ।
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুষ্কুলানাঞ্চ দেহিনাম্॥
পুষ্পকৃৎ পুত্রকৃচ্চৈব বলবর্ণকরঃ পরঃ।
সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।
দাহং সার্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ যৎ।
অয়ং সর্ব্বগদোচ্ছেদী জীরকাদ্যো হি মোদকঃ॥

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরি, জটামাংসী, মুতা, সচললবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধব লবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরুখোটী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান ভর্জ্জিত জীরক চূর্ণ। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গব্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিসার, প্রদর ও সূতিকাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারমোদকঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্ পত্রং নাগকেশরম্।
জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্‌ফলং পুষ্করং শঠী॥
ত্রিকটু বিল্বকং ধান্যং জাতীফললবঙ্গকম্।
কর্পূরং কান্তলৌহঞ্চ শৈলজং বংশলোচনা॥
এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকম্।
সমঙ্গাতিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ॥
অস্য চূর্ণসমা মেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ।
শর্করামধুসংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
কর্ষমেকং প্রমাণন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন আজেন পয়সাথবা॥
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ।
আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্॥
বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি গ্রহণীদোষনাশনম্॥
উদাবর্ত্তগুল্মরোগোদরাময়বিনাশনম্॥

বেণার মূল, বালা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাকের পর মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে (অৰ্দ্ধ তোলা পরিমাণে) সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতি কঠিন গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পচুক্র-সন্ধানম্।

যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে।
দ্বিগুণং গুড়মধ্বারনালদস্ত ক্রমাদ্ বিদুঃ॥

পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত (অথবা তক্র কিংবা দধি) ৮ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিবস রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্তুর নাম শুক্ত বা চুক্র। (উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। অন্যান্য ঋতুতে বৃহচ্চুক্রের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্টকাল রাখিতে হইবে।)

বৃহচ্চুক্রসন্ধানম্।

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়তস্তুষজলাৎ প্রস্থত্রয়ং চাম্লতঃ
প্রস্থার্দ্ধং দধিতোহম্লমূলকপলান্যষ্টৌ গুড়াদ্ মানিকে।
মান্যৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাৎ দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে
দ্বে কৃষ্ণোষণয়োর্নিশাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে॥
স্নিগ্ধে ধান্যযবাদিরাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েৎ
গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষাসু পুষ্পাগমে।
ষট্ শীতেহষ্টদিনান্যতঃপরমিদং বিস্রাব্য সংচূর্ণয়েৎ
চাতুর্জ্জাতপলেন সংহৃতমিদং শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ॥

হস্ত্যাদ্বাতকফামদোষজনিতান্ নানাবিধানাময়ান্
দুর্নামানি চ শূলগুল্মজঠরান্ হন্ত্যানলং দীপয়েৎ॥

একটি দৃঢ় স্নিগ্ধ কলসে তণ্ডুলোদক ৴৪ সের, কাঁজি বার সের, অম্ল দধি ৴২ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি ৴২ সের ও গুড় ৴২ সের একত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ত্বক্‌রহিত খণ্ড খণ্ড আদা ৴২ সের, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক দুই পল; এই সকল প্রদান করিয়া শরাব ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া ধান্য বা যবাদি রাশির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। গ্রীষ্মকালে তিনদিন, শরৎকালে তিনদিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধৃত করিয়া এবং দ্রবাংশ ছাঁকিয়া তৎসহ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র। এই শুক্ত মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট করে।

তক্রারিষ্টঃ।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশিকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
তক্রকংসাসুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথগুল্মার্শঃ-ক্রিমিমেহোদরাপহম্॥

যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক এক পল; একত্র চূর্ণিত ও ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ।

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকো ঘনঃ।
বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রঃ পাঠা ধাত্র্যেলবালুকম্॥
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা।
মাংসী ত্বগেলা পত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরম্॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাৎ গুড়তুলাত্রয়ম্॥
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলা ভবেৎ।
এতান্যেকত্র সংযোজ্য মৃদো ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া।
ক্ষয়ং গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতাং তথা।
অর্শাংসি নাশয়েচ্চৈত্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্॥

পিপুল, মরিচ, চৈ, হরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আক্‌নাদি, আমলকী, এলবালুক, বেণার মূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের, গুড় ৩৭৷৷০ সের, ধাইফুল দশ পল, দ্রাক্ষা ৬০ পল; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা পান করিলে গ্রহণী প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

আয়ামকাঞ্জিকম্।

বাটান্ত দদ্যাদ্ যবশক্তুকানাং
পৃথক্ পৃথক্ চাঢ়কসংমিতস্য।
মধ্যপ্রমাণানি চ মূলকানি
দদ্যাচ্চতুঃষষ্টি সুকল্পিতানি॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ প্রাপ্য ঘটে সুধৌতে
দদ্যাদিদং ভেষজজাতযুক্তম্।
ক্ষারদ্বয়ং তুম্বুরুবস্তগন্ধা
ধনীয়কং স্যাদ্ বিড়সৈন্ধবঞ্চ॥
সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু শিবাটিকাঞ্চ
চব্যঞ্চ দদ্যাদ্ দ্বিপলপ্রমাণম্।
ইমানি চান্যানি পলোন্মিতানি
বিজর্জ্জরীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেচ্চ॥
কৃষ্ণামজাজীমুপকুঞ্চিকাঞ্চ
তথাম্লবেতং কারবিচিত্রকঞ্চ।
পক্ষস্থিতোঽয়ং বলবর্ণদেহ-
বয়স্করোঽতীববলপ্রদশ্চ॥

কান্ জীবয়ামীতি যতঃ প্রবৃত্ত-
স্তৎকাঞ্জিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
আয়ামকালং জরয়েচ্চ ভুক্ত-
মায়ামিকেতি প্রবদন্তি চৈনম্ ॥
তকেবদং গুল্মমথ প্লিহানম্
হৃদ্রোগমানাহমরোচকঞ্চ ॥
মন্দাগ্নিতাং কোষ্ঠগতঞ্চ শূল-
মর্শোবিকারান্ সভগন্দরাংশ্চ ॥
বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্ব্বান্
সংসেব্যমানং বিধিবন্নরাণাম্ ।

(নিস্তুষদরদলিতযবে চতুর্দ্দশগুণজলদানাৎ সাধিতো মণ্ডঃ বাট্যঃ তস্য প্র ৬৫ যবশক্তু প্র ৬৪) ।

নিস্তুষ কুট্টিত যব চতুর্দ্দশ গুণে জলে সিদ্ধ করিলে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকে বাট্য কহে। সেই বাট্য ৴৮ সের, যবের ছাতু ৴৮ সের, মধ্যবিধ মূলা (খণ্ড খণ্ড) ৬৪ টা; এই সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কৃত কলসে রাখিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল দিয়া পশ্চাৎ লিখিত দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিবে। যথা—যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুম্বুরু, বনযমানী, ধনে, বিট্, সৈন্ধব, সচল লবণ, হিঙ্গু, বংশপত্রী ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল; পিপুল, জীরা, স্থূলকৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা, ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক পল। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিবস কলসের মধ্যে রাখিবে। ঐ বিকৃত বস্তুকে আয়ামকাঞ্জিক কহে। আয়াম শব্দের অর্থ একপ্রহর কাল, এক প্রহরের মধ্যে ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম আয়ামকাঞ্জিক। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ ।

গ্রহণীকপাটো রসঃ ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফললবঙ্গয়োঃ ।
প্রত্যেকং শাণমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্ ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ ।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্ ॥
দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণীরোগনাশনঃ ।
পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরম্ ।
গ্রহণীকপাটনামা রসঃ পরমদুর্লভঃ ॥

পারদ, গন্ধক, জায়ফল, লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা; একত্র উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া হুড়হুড়ে বিল্বপত্র ও পানীফল পত্র ইহাদের প্রত্যেকের একপল পরিমিত রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দুই রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিল্বপত্ররসের সহিত সেবনীয়। পথ্য—দধির সহিত অন্ন। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

গ্রহণীকপাটো রসঃ ।

টঙ্কণক্ষারগন্ধাখ্য-রসো জাতীফলং তথা ।
বিল্বং খদিরসারশ্চ জীরকং শ্বেতধূনকম্ ॥
কপিকচ্ছুকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্ ।
এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
বিল্বপত্রককার্পাস-ফলং শালিঞ্চহুঞ্চিকা ।
শালিঞ্চমূলং বুটজ-ত্বচং কণ্টপত্রকম্ ॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্ ॥
দধিদদ্যাত্ ততঃ পেয়ং পলমাত্রপ্রমাণতঃ ।
অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ ॥
আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্ ।
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ ॥
কুষ্মাণ্ডাকুমৎস্যাঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে ।
জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বাস্তি প্রদাপয়েৎ ॥

সোহাগার খৈ, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, বেলশুঁঠ, খদির, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমূল, কুড়চিছাল ও কাঁচড়াপত্রের যথাসম্ভব রসে ও কাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তিন দিবস ঔষধ সেবনীয়;

ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধ পোয়া দধির মাত্ পান করা কর্ত্তব্য। রক্তস্রাবকর দ্রব্য সেবন করিবে না। ইহাতে বায়ুর কার্য্য দেখিলে বিবেচনা পূর্ব্বক তৈল-জল ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে আমশূল, গ্রহণী ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

সংগ্রহগ্রহণীকপাটঃ।

মুক্তা স্বর্ণং রসগন্ধটঙ্গ-
মভ্রং কপর্দ্দোঽমৃততুল্যভাগম্।
সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচূর্ণমত্র
ভাব্যঞ্চ গল্লেণ্ডবিষাদ্রবেণ॥
গোলঞ্চ কৃত্বা মৃদ্বকর্পটস্থং
সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ।
সর্ব্বাঙ্গশীতো রস এষ ভাব্যো
ধুস্তূরবহ্ন্যামুষলীদ্রবৈশ্চ॥
লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ
সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকবাটঃ।
বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তং
পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ॥
কফোত্তরায়াং বিজয়াবাসেন
কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাম্।
ক্ষয়শ্বাসে চোর্শসি ষট্প্রকারে
সামাতিসারেঽরুচিপীনসে চ॥
মেহে চ কৃচ্ছ্রে গতধাতুবর্দ্ধনে
গুঞ্জাদ্বয়ং প্রাতি নরাময়ঘ্নম্॥

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র, কড়িভস্ম, বিষ প্রত্যেক ১ তোলা; শঙ্খ-ভস্ম আটতোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া আতইচের কাথে ভাবনা দিয়া গোলাকৃতি করিয়া দুই প্রহর পুটপাক দিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর শীতলাবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুতুরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাতাধিক্যে ঘৃত, মরিচ; পিত্তাধিক্যে মধু, পিপ্পলী; এবং কফা-ধিক্যে সিদ্ধিভিজা জল বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা।

জাতীফলং দেবপুষ্পমজাজীকুষ্ঠটঙ্কণম্।
বিড়ং ত্বগেলা ধুস্তূরবং ফণিফেনং সমং সমম্॥
প্রসারণীরসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকা কৃতা।
যথাদোষানুপানেন সেবিতা গ্রহণীং হরেৎ॥
নানাবর্ণমতীসারং দারুণাঞ্চ প্রবাহিকাম্।
নাম্না গ্রহণীশার্দ্দূল-বটিকা গ্রাহিণী পরম্॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খৈ, বিটলবণ, গুড়ত্বক, এলাইচ, ধুতুরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দোষানুসারে বেলশুঁঠের কাথ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রসগন্ধকলৌহানি শঙ্খটঙ্গণরামঠম্।
শঠীতালীশমুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবম্॥
ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফললবঙ্গকম্॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমম্।
ছাগীদুগ্ধেন বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা॥
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
বটী গজেন্দ্রসংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতিসারনাশিনী।
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষে॥
শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং ক্রিমিং জয়েৎ॥
মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটিবর্দ্ধনম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব লবণ, দাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা (অভাবে রক্তচন্দন), তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ ও ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহাতে গ্রহণী, জ্বরাতীসার, শূল, অম্লপিত্ত ও গুদভ্রংশ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

রোগির বয়স ও অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া কিংবা যুক্তিপূর্ব্বক মাত্রাবৃদ্ধি করিবে।

স্বল্প-গ্রহণীকপাটো রসঃ।

দরদং গন্ধপাষাণং তুগাক্ষীর্য্যহিফেনকম্।
তথা বরাটিকাভস্ম সর্ব্বং ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
রক্তিকাযুগ্মমানেন চ্ছায়াশুষ্কাং বটীং চরেৎ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি রক্তাতিসারমুল্বণম্॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্‌গ্রহণীকবাটো রসঃ।

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকঃ।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্॥
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মধ্যপুটেনৈব ততঃ উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ॥
বলারসৈঃ সপ্তধৈবমপামার্গরসৈস্ত্রিধা।
লোধপ্রতিবিষামুস্তধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ॥
প্রত্যেকমেষাং স্বরসৈর্ভাবনা স্যাৎ ত্রিধা ত্রিধা।
মাষমাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচেন্তথা॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কপাটো গ্রহণীরোগে রসোঽয়ং বহ্নিদীপনঃ॥
সারো—লৌহঃ।

রূপা, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ, এই সমুদায় কয়েতবেল পাতার রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া হরিণশৃঙ্গের অভ্যন্তরে নিহিত করত গজপুটে পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া বেড়েলার রসে সাত বার এবং আপাং, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ মাষা (২ রতি ব্যবহার) প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও মরিচ চূর্ণ। ইহা সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের শান্তি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

অগস্তিসূতরাজো রসঃ।

রসবলিসমভাগং তুল্যহিঙ্গুলযুক্তং
দ্বিগুণকনকবীজং নাগফেনেন তুল্যম্।
সকলবিহিতচূর্ণং ভাবয়েদ্ ভৃঙ্গনীরে-
র্গ্রহণিজলধিশোষে সূতরাজো হ্যগস্তিঃ॥

কজ্জলী ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুস্তুরাবীজ ২ ভাগ, অহিফেন ৪ ভাগ, এই সকল ভীমরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

অগ্নিসূনুরসঃ।

ভাগো দগ্ধকপর্দ্দকস্য চ তথা শঙ্খস্য ভাগদ্বয়ং
ভাগো গন্ধকসূতয়োর্মিলিতয়োঃ পিষ্ট্বা মরীচাদপি।
ভাগস্য ত্রিতয়ং নিযোজ্য সকলং নিম্বুরসে চূর্ণিতং
নাম্না বহ্নিসুতো রসোঽয়মচিরান্মান্দ্যং জয়েদ্দারুণম্॥
ঘৃতেন খণ্ডাৎ সহ ভক্ষিতেন
ক্ষীণান্ নরান্ হস্তিসমান্ করোতি।
সমাগধীচূর্ণঘৃতেন লীঢ়্বা
নরঃ প্রমুচ্যেদ্‌গ্রহণীবিকারান্॥
শোষজ্বরারোচকশূলগুল্মান্
পাণ্ডূদরার্শোগ্রহণীবিকারান্।
তক্রানুপানো জয়তি প্রমেহান্
যুক্ত্যা প্রযুক্তোঽগ্নিসুতো রসেন্দ্রঃ॥

কড়িভস্ম ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ২ ভাগ, কজ্জলী ১ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সকল কাগজী লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। ঘৃত ও চিনির সহিত ইহা সেবন করিলে ক্ষীণ মানব হস্তিতুল্য স্থূল ও বলবান্ হয়। গ্রহণীরোগে ছোট এলাইচের গুঁড়া ও ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। তক্র অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে শোষ, জ্বর, অরোচক শূল, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্কণং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্॥

চিত্রকস্থ কষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা।
নাশয়েন্মাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতম্ ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান অভ্র। চিতার কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

জাতীফলাদ্যা বটী।

জাতীফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্।
ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেনকস্থ গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্ ॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধুপ্রযুক্তাং গ্রহণীগদেষু।
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈর্যুক্ত্যা বিদধ্যাদতিসারবৎসু ॥
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু পক্বেষপক্বেষু গুদাময়েষু।
পথ্যং সদধ্যোদনমত্র দেয়ং রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ ॥

জায়ফল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরাবীজ ১ তোলা, অহিফেন দুই তোলা; এই সমুদায় একত্র গন্ধভাদুলে পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে অনুপান—মধু। অতিসারযুক্ত অন্যান্য রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি ও অন্ন।

জাতীফলাদ্যা বটিকা।

বিশুদ্ধসূতস্য * চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ঞ্চ।
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ ॥
জাতীফলং শাল্মলিবেষ্টমুস্তং সটঙ্গণং সাতিবিষং সজীরম।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ-প্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ্বিভাবয়েৎ পত্রভবৈরমীষাম্।
ইন্দ্রাশিকেন্দ্রাশনকঃ সজম্বুঃ জয়ন্তিকা দাড়িমকেশরাজৌ ॥
অবিদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যগ্বটিকা বিধেয়া।
কোলাস্থিমানা চ বহুপ্রকারং সামং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্ ॥
কুর্য্যাদ্ বিশেষাদনলাবলম্বং কাসঞ্চ পক্বাত্মকমম্লপিত্তম্।
হন্যং নিহন্তি গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং মর্ত্ত্যস্য জীর্ণগ্রহণীমসাধ্যাম্ ॥

চিরোদ্ভবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টিং
শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্ ॥
আমান্বুবন্ধস্ত্বতিসারমুগ্রং জয়েদ্ ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যম্ ॥
বিবর্জ্জনীয়াস্ত্বিহ ভৃষ্টমৎস্যা মৎস্যস্তথা পাণ্ডরবর্ণ এব।
রম্ভাফলং মূলমথৌদনঞ্চ বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র।
জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া
যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা ॥
অনেকসন্তাপিতমর্ত্ত্যলোকা নানাবিধব্যাধিপয়োধিনৌকা ॥

পারদ ৪ মাষা, গন্ধক ৪ মাষা, (কেহ কেহ ইহার সহিত অভ্র ৪ মাষা দিতে বলেন) একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগা, আতইচ, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, বিষ ১ মাষা; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধিপত্র, জামপত্র, জয়ন্তীপত্র, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়াপত্র, আক্‌নাদিপত্র ও ভৃঙ্গরাজপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালে ভাজা মৎস্য, পাণ্ডরবর্ণ মৎস্য, রম্ভা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল নিতান্ত অপথ্য জানিবে।

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকে। *
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ ॥
মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ।
ঘনপঙ্কে বহির্লিপ্তা পুটমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥
গুঞ্জাষট্‌কপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্ ॥
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্ ॥
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্।
পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ ॥
যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সামাং ত্যজন্তি তে।
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ ॥

---

* অত্র অভ্রস্য সূতস্যেত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

* সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈব চ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ।

রসগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিনা পাকেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

রসগন্ধকয়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, জাতিফলাদীনামপি চতুর্থাংশং প্রত্যেকং কর্ষঃ। কজ্জলীং জলেন পঙ্কবৎ কৃত্বা লৌহদর্ব্বিকায়াং স্বেদয়িত্বা ততঃ সর্ব্বমেকীকৃত্য জলেন পিষ্ট্বা একস্মিন্ মুক্তাগৃহে ঔষধং সংস্থাপ্য অপরেণাচ্ছাদ্য কদলীপত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ঘনপঙ্কেন আলিপ্য করীষাগ্নেমধ্যে সংস্থাপ্য যদা বহিরারক্ততা ভবেৎ তদৈবাকৃষ্য গ্রাহ্যঃ। যথাব্যাধ্যনুপানং, রক্তিকাঃ ষট্ খাদ্যাঃ। বালকানামুদরাময়াদাবতিপ্রশস্তম্

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে এবং তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র (কেহ কেহ ইহার সহিত নিসিন্দাপত্র ও এলাইচ চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা দিতে বলেন) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিনুক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন ও পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৬ রতি পর্য্যন্ত। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকারোগ, কাস, শ্বাস, বালরোগ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। বিশেষতঃ ইহা বালকগণের উদরাময়াদি রোগে অত্যন্ত উপকার করে। এই ঔষধ পাক না করিয়া প্রস্তুত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামে অভিহিত হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা।

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসংমিতৈঃ॥
খল্লয়েৎ তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ।
নিগুণ্ডীমণ্ডূকীশ্বেতা-কুচেলাগ্রীষ্মসুন্দরৈঃ॥
ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাশনকেৎকটৈঃ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ তাং গ্রহণীগদে॥
সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ।
বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ॥
দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্।
দাতব্যা গুড়িকাঃ সপ্ত রোগিণে গ্রহণীগদে॥
অম্বুতক্রাদিসেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু।
শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা।
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাবিতা লিখিতাপি চ॥

অর্দ্ধ তোলা পারদ লইয়া কাঁজি, চিতার রস ও ত্রিফলার ক্বাথে শোধন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ২ মাষা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহা যথাক্রমে নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেত অপরাজিতা, আকনাদি, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, জয়ন্তী, সিদ্ধিপত্র ও 'ওকড়া প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা পরিমিত রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে একবারে ৭ বটিকা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—দধির মাৎ। পথ্য—তক্রাদি। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

খসর্পণ-বটী।

পথ্যেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামপারধুনকেন চ।
শোধিতং পারদস্যৈব তদর্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্।
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েৎ তৎ তু ভেষজৈঃ॥
সিন্ধুবারদলরসে মণ্ডূকপর্ণিকারসে।
কেশরাজরসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরকে রসে॥
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ সোমরাজীরসে তথা।
রক্তচিত্রকপত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্॥
রসমানসমানেন চ্ছায়ায়াং শোষয়েদ্ ভিষক্।
সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তুসমাপ্লুতাঃ।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং কোষ্ঠশুদ্ধিনিবৃত্তয়ে॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
অগ্নিদাঢ্যকরং শ্রেষ্ঠমামপর্পটিকাহ্বয়ম্॥

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুল দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা একত্র মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতা পত্র, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করত সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। দধির মাতের সহিত ৭ বটী সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। দধির সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

অভ্রবটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নিগুণ্ডীশ্চিত্রকস্য চ॥
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা।
মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ।
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
কলায়পরিমাণাস্তু খাদেৎ তাস্তু প্রযত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্।
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এব প্রয়োগরাট্।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেহভ্ররসায়নাৎ॥
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ॥
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

শুদ্ধরসকর্ষঃ ১, শুদ্ধগন্ধককর্ষঃ ১; কজ্জলীং কৃত্বা জারিতাভ্রকর্ষঃ ১, মরিচচূর্ণকর্ষঃ ১, টঙ্গণক্ষারতো ১, মিশ্রীকৃত্য কেশরাজাদীনাং স্বরসকর্ষঃ ১, ততশ্ছায়াশুষ্কাং বটীং কারয়েৎ।

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত অভ্র ২ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থুল্কুড়ি, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা ও পান, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অতিসার, জ্বর, বাতশ্লেষ্মব্যাধি ও ক্ষয়কাস প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

গ্রহণীকপাটো রসঃ।

গিরিজাভববীজকজ্জলীং পরিমর্দ্দ্যার্দ্ররসেন শোষিতা।
কুটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমর্দ্দ্য মিশ্রিতা॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
অজাক্ষীরেণ দাতব্যং ক্বাথেন কুটজস্য বা॥
যূষং দেয়ং মসূরস্য বারি ভক্তঞ্চ শীতলম্।
দধ্না সহ পুনর্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ম্॥
বর্দ্ধয়েদ্দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা।
নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাৎ কুক্ষিমার্দ্দবম্॥

গন্ধক ও পারদের কজ্জলী আদার রসে মাড়িয়া শোষণ করিবে। পুনরায় দ্বিগুণ কুড়চিভস্মের সহিত মিশ্রিত করিবে। মর্দ্দিত হইলে ৪ গুঞ্জা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ কিংবা কুড়চির কাথ। পথ্য—মসুরের যূষ, জল ও শীতল অন্ন। প্রথম গ্রাসে দধির সহিত ২ রতি পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে দশ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ক্রমশঃ ২ রতি করিয়া কমাইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ উপশমিত হয়।

বিজয়া বটিকা।

হাটকং রজতং তাম্রং যদ্যত্র পরিদীয়তে।
বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগনিসূদনী॥

গ্রহণীকপাট রসে স্বর্ণ, রজত ও তাম্র দিলে বিজয়া বটিকা প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্বরোগবিনাশক।

পীযূষবল্লীরসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গণম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরকধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং শুভম্॥
জাতীফলং বিশ্ববিল্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বসমং গুড়ম্।
অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসারমুল্বণম্॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগকম্।
জ্বরাসারোচকচ্ছর্দ্দি-গুদভ্রংশং সুদারুণম্॥
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
প্লীহগুল্মোদরানাহং সূতিকারোগসঙ্করম্।
অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসাদ্ধেনাত্র সংশয়ঃ॥
পীযূষবল্লী বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা।
কশ্যপায় দদেঽশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ॥
ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ।
পরম্পরাপ্রাপ্ত এষ রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, গুড়ত্বক্, জায়ফল, শুঠ, বেলশুঠ, ধুতুরাবীজ, দাড়িম-ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। বেল পোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয়। ইহা রক্তাতীসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদরাদি নানা রোগে ব্যবস্থেয়।

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলাটঙ্কণরামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানীবিশ্বসৈন্ধবম্॥
লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ॥
সূর্য্যবৎ তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ।
অষ্টাদশবটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্।
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা-যকৃৎপাণ্ডুত্বকামলাম্॥
হৃচ্ছূলং কণ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ।
কটিশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্টশূলকম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রমেহকম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্।
জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্॥
দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং তুড়্গদ্গদমূকতাম্।
মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্॥
উরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্।
কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্॥
স্থৌল্যঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণি চ।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা।
বলকর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগী দার্ঢ্যমাপ্নোতি স্যাদ্ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক এক পল, মরিচ ২ পল, এই অষ্টাদশ দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া (অর্দ্ধমাসা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ।

রসগন্ধকলোহাভ্রং নাগং চিত্রং ত্রিবৃৎ সমম্।
টঙ্গং জাতীফলং হিঙ্গু ত্বগেলাব্দলবঙ্গকম্॥

তেজপত্রমজাজী চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং তথা মরিচতাম্রয়োঃ॥
নিরুত্থকমৃতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসৈস্তথা॥
ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেদ্ যথোচিতম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ দুর্নামগ্রহণীং জয়েৎ।
আমাজীর্ণপ্রশমনঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ।
নাশয়েদৌদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥
গ্রন্থান্তরেঽস্য রাজবল্লভ ইতি সংজ্ঞা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামুল, তেউড়ীমুল, সোহাগার খৈ, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, মুতা, লবঙ্গ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১২ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য আদার ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা (ব্যবহার অর্দ্ধ মাষা) প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়া বিনষ্ট হয়।

পূর্ণকলা বটিকা।

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিল্বকম্।
বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠাজীরকধান্যকম্॥
রসাঞ্জনং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু ফলং তথা।
অভ্রাংশঞ্চ ফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্॥
ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলা কণ্টদাড়িমম্।
শৃঙ্গাটং কেশরো জম্বু দধিমস্ত জয়ন্তিকা॥
কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।
দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিষেবিতা॥
ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী।
শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী।
ভ্রমচ্ছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
পূর্ণকলাবটিকায়াং ঘনং মুস্তকম্। এষামভ্রান্তানাং প্রত্যেকং কর্ষমানম্। ফলং ত্রিফলা। তচ্চ প্রত্যেকং তোলকত্রয়মিতি। পঞ্চমূলী স্বল্পা পঞ্চমূলী।

পারদ, গন্ধক, মুতা, লৌহ, ধাইফুল, বিল্ব, বিষ, কুড়চিবীজ, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক তিন তোলা, থানকুনী, স্বল্পপঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়াদাম, দাড়িম, পাঁনিফল, নাগকেশর, জাম, দধির মাত, জয়ন্তী, কেশুর্ত্তে, ভীমরাজ প্রত্যেক ২ তোলা; একত্র করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—ঘোল। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বজ্রকপাটো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব অহিফেনং সমোচকম্।
ত্রিকটুত্রিফলা চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ॥
ভঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ॥

পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া সিদ্ধি ও ভীমরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। ৩ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে অসাধ্য গ্রহণীরোগও উপশমিত হয়।

বড়বামুখো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রটঙ্গণম্।
সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জিসৈন্ধবনাগরম্॥
অপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ।
প্রত্যেকং সূততুল্যাং স্যাদম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ॥
হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পুটেল্লঘু।
মাষমাত্রঃ প্রদাতব্যো রসোঽয়ং বড়বামুখঃ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণীং জ্বরম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, মারিত তাম্র, অভ্র, সোহাগা, করকচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, শুঁঠ এবং অপামার্গ পলাশ ও বরুণের ক্ষার প্রত্যেক বস্তু পারদের সমান গ্রহণ করিয়া কাঁজিতে মর্দ্দিত করিবে। পরে হাতশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘু পুট দিবে। পরিমাণ ১ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে গ্রহণী, জ্বর ও সংগ্রহগ্রহণী উপশমিত হয়।

হংসপোট্টলী।

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্গণং বিষম্।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্

কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক ও শোধিত পারদ সমভাগ, একত্র পেষণ করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দিত করিবে। ১ মাষা প্রমাণ বটিকা। ঔষধ সেবনান্তে মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত একত্র লেহন করিবে। পথ্য—তক্র ও অন্ন। ইহাতে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীবজ্রকপাটঃ।

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যাভ্রটঙ্গণম্।
জয়ন্তীভৃঙ্গজম্বীর-দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দিনত্রয়ম্॥
যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ।
শীতে জয়ারসসমৈঃ শাল্মলীবিজয়াদ্রবৈঃ॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা বজ্র-কপাটঃ স্যাদ্ রসোত্তমঃ।
মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, গণিয়ারি, বচ, অভ্র, সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জম্বীরের রসে তিন দিন পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত এবং তাহা লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক শরা ঢাকা দিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে অর্দ্ধ প্রহর কাল অল্প আগুনে স্বেদ দিবে। শীতল হইলে সিদ্ধিপত্র, শিমুল ও হরীতকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ২ মাষা বা ৩ মাষা পরিমাণে মধু সহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

শম্বূকাদি-বটিকা।

দগ্ধশম্বূকসিন্ধূত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
নিষ্কৈকেণ নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদম্॥

দগ্ধ শামুক ও সৈন্ধবলবণ, সমান ভাগ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ৪ মাষা পরিমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে বাত সংগ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভো রসঃ।

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলা টঙ্গরামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্॥
লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধকমেব চ।
মরিচং ত্রিবৃতং রূপ্যং প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতম্॥
ধাত্রীরসে বটীং কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
হন্তি শূলং তথা গুল্মমামবাতং সুদারুণম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকম।
শিরঃশূলং কটীশূলমানাহমষ্ঠশূলকম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রবাহিকাম্।
নৃপবল্লভরাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রূপা প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে গ্রহণ ও আমলার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম, আমবাত, শূল, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, ভগন্দর, উপদংশ, অতীসার, অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

মহারাজনৃপবল্লভঃ।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গং রজতহাটকম্।
গ্রন্থিযমানিকা চোচং তাম্রং নাগরটঙ্গণম্॥
সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসম্।
শৃঙ্গী কর্পূরকঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতম্॥
মাষদ্বয়ং রামঠং স্যান্মরিচানাং চতুষ্টয়ম্।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতম্॥
নাভিশাখং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষম্।
কর্ষষট্কং সত্রিমাষং শুক্লৈলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ॥
বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্ব্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জামিতং খাদেৎ সামাহগ্রহণীং জয়েৎ॥
শম্ভুনা নির্ম্মিতো হ্যেষ পূর্ব্ববদ্ গুণকারকঃ।
নাম্না মহারাজপূর্ব্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, তাম্র, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর প্রত্যেক

দ্রব্য ১ মাষা, হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচচূর্ণ ৪ মাষা, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খনাভি ও বিডঙ্গ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা, বিষ ২ মাষা, ছোট এলাইচ ১২ তোলা ৩ তিন মাষা, বিট্‌লবণ ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শম্ভুনির্ম্মিত এই মহারাজ নৃপবল্লভ রস সেবন করিলে আনাহযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। ইহা রাজবল্লভ-রসের ন্যায় গুণকারক।

মহারাজনৃপতিবল্লভরসঃ।

বর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকম্।
মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ॥
মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্কণং শৃঙ্গমেব চ।
রসিকাং দন্তীমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
যবানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকম্।
সিন্ধূত্থং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষম্॥
পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ।
তোলদ্বয়ং ত্রিবৃক্‌চূর্ণং লবঙ্গং তজ্জচূর্ণম্॥
জাতীকোষফলঞ্চৈব বরাঙ্গকঞ্চ তৎসমম্।
সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগঞ্চ বিড়ঙ্গং তত্র মিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্ যৎ ত্রুটিকঞ্চ তৎসমম্।
ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা।
মাতুলুঙ্গরসেন পশ্চাদ্‌ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ দশরক্তিকাম্॥

মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধা-
মামানুবন্ধাং ক্রিমিপাণ্ডুরোগম্।
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ
গুল্মোদরপ্লীহ-ভগন্দরঞ্চ॥
অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্
সোমং সশূলাষ্টকমেব হন্তি।
সাজীর্ণবিষ্টম্ভবিসর্পদাহং
বিলম্বিকাঞ্চাপালসং প্রমেহম্॥
কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাসশোষং
হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

কান্তলৌহ ৬ তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, তেউড়ী-চূর্ণ ২ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, তেজপত্রী ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা ও দারুচিনি ৮ তোলা; মিলিত এই সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ; এবং বিট্‌লবণ সহ উক্ত সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। দশরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমানুবন্ধ সংগ্রহণীরোগ, ক্রিমি, পাণ্ডুরোগ হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত, বমন, প্লীহা, ভগন্দর, অর্শঃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয়।

দুগ্ধবটী।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং গগনং লৌহতালকম্।
হিঙ্গুলং শাল্মলীক্ষারমহিফেনং সমাংশকম্॥
মার্দ্দয়িত্বা বটীং দুগ্ধেন সহ দাপয়েৎ।
গোদুগ্ধং সলবণং পথ্যং শোধিতং সৈন্ধবং জলম্॥
হন্তি শোথং গ্রহণীঞ্চ সুদারুণান্।
জ্বরাষ্টবিধং হন্তি সত্য এব ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া দুগ্ধ দিয়া মর্দ্দন করত অর্দ্ধযব পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধ সহ সেবনে প্রবল শোথ, সুদারুণ গ্রহণীরোগ ও অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধসেবন কালে জল পান নিষিদ্ধ। রোগীর পিপাসা হইলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। যদি লবণ ও জল দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সৈন্ধবলবণ কেশুরিয়া রসে ভর্জ্জিত করিয়া ও জল উষ্ণ করিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

দুগ্ধবটী।

(মতান্তরে)

অমৃতং ভানুভাগঞ্চ তৎসমমহিফেনকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ সর্ব্বাদ্দিগুণমভ্রকম্॥
দুগ্ধেন বটিকাং কৃত্বা দ্বিগুঞ্জা চ প্রমাণতঃ।
দুগ্ধেন চ সদা ভক্ষ্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং বিষমজ্বরম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তমম্লপিত্তং নিহন্ত্যলম্॥

মিঠাবিষ ১২ ভাগ, অহিফেন ১২ ভাগ, কান্তলৌহ ৬ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুণ অভ্র, ইহাদিগকে দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী দুগ্ধ দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহাতে বহুদিনের গ্রহণীরোগ, শোথ, বিষমজ্বর ও অম্লপিত্ত নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

লৌহপর্পটী।

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ।
শুদ্ধলৌহস্য চূর্ণস্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
একীকৃত্য ততো যত্নাল্লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্।
ঘৃতপ্রলিপ্তদর্ব্ব্যান্তু স্বেদয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রবীভূতং সমাকৃষ্য ঢালয়েৎ কদলীদলে।
চূর্ণীকৃত্য সুখার্থায় পথ্যভুগ্ ভিষজে প্রদাপয়েৎ॥
শীতোদকানুপানং বা কাথং বা ধান্যজীরয়োঃ।
রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ॥
সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদ্রোগাদর্শনম্।
সূতিকাঞ্চ জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমতিদুস্তরাম্॥
আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ॥
আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
এবমাদ্যংস্তথা রোগান্ পরাণি বিবিধানি চ॥
হন্ত্যনেন প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুখী।
জীবেদ্ বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ।
আমবাতপ্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা।
প্রাতরুত্থায় সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কজ্জলী করত তাহার সহিত দুই তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলীপত্রে ঢালিয়া পূর্ব্ববৎ পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার কাথ। ঔষধসেবন কালে বিদাহী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা ও মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, সূতিকা, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলকসংযুতম্।
শিলায়াং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্যাৎ বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা॥

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিবে। পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। ইহাতে গ্রহণীরোগ, যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌ গন্ধকতোলকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং
লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্।
পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতৈকৈকতো
দর্ব্ব্যা বাদরবহ্নিনাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে।

রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ।
লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষ্যক্রিয়ালৌহবদ্
গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ॥
নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে ছুষ্টদুর্নামকাদৌ
ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বরভবকসিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি।
বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী
তুন্দং দীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি॥

(রসদলং গন্ধকার্দ্ধমিত্যর্থঃ। দীর্ঘাতিসারে চিরোত্থিতাতিসারে)।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া অপর লৌহপাত্রে (হাতা প্রভৃতিতে) স্থাপন পূর্ব্বক কুলকাষ্ঠের মৃদু অগ্নিতে পাক করত কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতপর্পটী কহে। মাত্রা—২ রতি। লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮।৯ রতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। ১ সপ্তাহ সেবন করিলে নানাবিধ গ্রহণীরোগ, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া নষ্ট হয়।

রসপর্পটী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্।
রসগন্ধকপর্পটিকা-পরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভবে।
আর্দ্রকরসে চ সূতং পত্রস্বরসেন কাকমাচ্যাশ্চ॥
মগ্নমুদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুদ্ধং করেণ গৃহ্ণীয়াৎ।
প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা॥
শুকপুচ্ছসমচ্ছায়ো নবনীতসমদ্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে॥
কৃত্বা ভস্ত্রং গন্ধকমতিকুশলঃ ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্।
তদ্ ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাদ্ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে॥
নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্।
পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্॥

শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা।
তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবন্ন কণোঽপি দৃশ্যতে সূতে॥
পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতং যত্নেন।
নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্য বিলাপ্য তৈলসমম্॥
সদ্যো-গোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মুনি।
লৌহাস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্॥
পশ্চাৎ পর্পটীরূপা পর্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে।
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ॥
সমুদিতপাত্রে ভরণাবদনীয়া পর্পটী মনুজৈঃ।
জীরকগুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ বাতলে জঠরে॥
জীরকহিঙ্গো রসেন শুনুপানং সলিলধারয়া কাযম্।
রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষণমাত্রেণ তু নাম্বুসঃ পানম্॥
প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিনমেকৈকবৃদ্ধিতো ভক্ষ্যম্।
দশগুঞ্জাপরিমাণান্নাধিকমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি॥
বাতাতপকোপমনশ্চিন্তনমাহারসময়বৈষম্যম্।
ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানমহিতমত্যন্তম্॥
শাকে স্তোকং সর্পিঃ জীরকধন্যাকবেশবারৈশ্চ।
সিদ্ধং ঘৃতেন রন্ধনমেতদনানি শালয়ো ভক্ষ্যাঃ॥
কৃষ্ণং বার্ত্তাঙ্গফলম্ বিদ্ধকর্ণা চ বাস্তুকম্।
অক্ষতমুদগাঃ সহিতঃ নালদলসহিতং পটোলঞ্চ॥
ক্রমুকফলশৃঙ্গবেরৌ ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ।
লাবকবর্ত্তকতিত্তিরিময়ূরমাংসঞ্চ হিততরং ভবতি॥
মদ্গুররোহিতমানাবদনয়ো কৃষ্ণমৎস্যাশ্চ।
নীরক্ষীরং ব্যঞ্জনমদনীয়ং পক্বদলঞ্চ॥
রম্ভাফলদলবল্কলমূলানাং বর্জ্জনং কার্য্যম্।
তিক্তং নিম্বাদিকমপি নাদ্যং নৈষং তথাম্লঞ্চ॥
আনূপমাংসজলচরপত্রিপলঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যম্।
স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গড়কশ্চ কুষ্মাণ্ডম্॥
নাম্লং ন দধি শাকং পর্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্।
গুড়খণ্ডশর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ।
ন দলং ন ফলং ন লতাপাদনীয়া কারবেল্লস্য॥
স্তোকং ঘৃতমিহ ভক্ষ্যং পথ্যে সাকাঙ্ক্ষমুত্থানম্।
ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্যকার্য্যং মহানিশায়াঞ্চ॥
সমজলমিশ্রং পক্বং ক্ষীরং যদ্বাধিকজলপক্বঞ্চ।
কথমপি ভোজনসময়াতিক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ॥
বমনে চ নারিকেলসলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতব্যম্।
স্বপ্নে জাতে রমিতে বিরেকতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্॥
ন জায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা।
অশক্তির্বিনির্বিনিমন্তকশূলদৈন্যৈর্নমবধার্য্যা॥
কিং বহু বাচাং রোগী যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ।
পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভূয়॥
বিহিতাকরণে চাপ্যামবিহিতকরণে চ রোগাণ্যন্নানাম্।
ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টাঃ প্রামাণিকৈর্বহুশঃ॥

তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং ভোজনে নিপুণৈঃ।
এবমিয়ং ক্রিয়মাণা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্ ॥
অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ।
কামলপাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঙ্কাতিদারুণং হন্তি ॥
গুল্মজলোদরভস্মকযোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশোথাদিরোগাংশ্চ ॥
ইয়মম্লপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া।
অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু ॥
রসগন্ধকপর্পটিকা স্বপবাধ্য ব্যাধিসংঘাতম্।
বলীপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে ॥
ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাপকরণাচ্চ।
মর্ত্ত্যানামমৃতঘটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি ॥
শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে।
রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষ্যা তেনাতিসিদ্ধিদা ভবতি ॥
নৃণাং সরুজাং ক্রামিয়মারোগ্যং সততশীলিতা কুরুতে।
শ্রীবৎসাঙ্কবিনির্ম্মিতা সম্যগ্রসপর্পটী শ্রেষ্ঠা ॥
উক্তমেব হি কর্ত্তব্যং নানারোগভয়া তথা।
ঔষধক্রিয়য়োরত্র কর্ত্তব্যা চোত্তরক্রিয়া ॥
প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্রপালবলিং ন্যসেৎ।
কৃতমঙ্গলকঃ প্রাতর্যোগিনীনামতঃ পরম্ ॥

অত্র পারদস্য নৈসর্গিকদোষত্রয়শোধনমবশ্যং কার্য্যম্। যদুক্তম্—
মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ।
মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ ॥
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্।
তস্মাদেভির্যত্নাৎ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত সপ্তৈবম্ ॥ ইতি

গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী, তস্যা দ্রবরসেন মর্দ্দনম্। ত্রিফলায়া চূর্ণেন খল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মর্দ্দনম্। তদেব নৈসর্গিকদোষাপহারকং ... 'হত্বা' দত্রনাচতুষ্টয়েন মূর্চ্ছনমধিগন্তব্যম্।

পর্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার প্রণালী এই—আট তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হয়, ইহাতে পারদের মলদোষ দূরীকৃত হয়, এইরূপ ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মর্দ্দন করিলে বিষদোষ নিবৃত্ত হয়। পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ড-পত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এই পারদ পর্পটী ক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। ইহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়; যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তি-শালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করত ধূলিবৎ চূর্ণিত করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলা-ইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপ মাত্র গন্ধক কঠিনীভূত হইয়া যাইবে। ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোবৎ করিবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ অদৃশ্য না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। চূর্ণ সকল কজ্জলসদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। পরে সদ্যঃ সংগৃহীত গোময় রাশির উপর একখানি কচি কলাপাতা পাতিয়া অপর একখানি কলাপাতার মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পূরিয়া পুটলী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপাত্রে ঢালিয়া প্রস্তুত পুটলী দ্বারা চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা লইবে না। পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকাসদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইল জানিবে। মূলোক্ত নক্ষত্রাদিতে পর্পটী প্রস্তুত ও সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় মূলোক্ত দেবতাদিগের পূজা করিবে। বাতোদর রোগে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্গুর সহিত সেবনীয়। পর্পটী ভক্ষণান্তে শীঘ্র জলপান করা অকর্ত্তব্য। প্রথম দিবসে

২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করত ১০ রতি পর্য্যন্ত করিবে। দশ রতির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম।

পর্পটী ব্যবহার কালে বায়ু সেবন, রৌদ্র-সেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহার-সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন, এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ঘৃত ও সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনের বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তুকশাক, কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, পটোল, সুপারি, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষির মাংস, মাগুর, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, এই সমুদায় আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদির এবং জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক, করোলা, এবং কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক মৎস্য নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। গুড়, চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকার ও ইক্ষু ভক্ষণীয় নহে। ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক, যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করা কর্ত্তব্য। কদাচিৎ ভোজন-সময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করা উচিত। ক্ষুধা হইয়াছে কি না বিশেষরূপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্‌ঝিন্ দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, রোগির যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে বা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

পর্পটী সেবনে গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, গুল্ম, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বপ্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই— রোগিকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরির সহিত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতে দেওয়া যায়। লবণ ও জল প্রভৃতি অপর সমস্ত দ্রব্য একেবারে পরিত্যাজ্য। অসহ্য তৃষ্ণায় ডাবের জল ব্যবস্থেয়।

বিজয়-পর্পটী।

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণমিত্থায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং ততো উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ॥
তস্য গন্ধং পলঞ্চৈবং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
সূতার্দ্ধং ভস্মরৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্॥
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্।
বদরাঙ্গারবহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে।
আদ্যয়োর্দৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে॥
মৃদৌ ন সম্যগ্‌ভঙ্গঃ স্যান্মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ।
খরে লঘু ভবেদ্ ভঙ্গো রূক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণচ্ছবিঃ॥
মৃদুমধ্যো তথা খাদ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ।
জরাব্যাধিশতাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ॥
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্॥
আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ।
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্‌রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্॥
রক্তিকাদিক্রমাদ্ বৃদ্ধির্ভক্ষ্যা নৈব দশোপরি।
আরোগ্যদর্শনং যাবৎ তাবদ্ধ্রাসস্ততঃ পরম্॥
অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকালব্যতিক্রমঃ।
ঘৃতসৈন্ধবধন্যাক-হিঙ্গুজীরকনাগরৈঃ॥
শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে স্বাদ্বম্লমাক্ষিকম্।
কৃষ্ণমৎস্যেন মুদ্গেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ॥
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যে রোহিতমদ্গুরৌ।
পটোলপত্রঞ্চ তথা কৃষ্ণবার্ত্তাকুজালিকা॥
সুস্বিন্নপূগৈস্তাম্বুলৈর্লাভে কর্পূরসংযুতৈঃ।
ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥

ঝিঞ্ঝিনীতি শিরঃশূলে বিরেকে বমথৌ তথা।
তৃষ্ণাদাহাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্।
নারিকেলপয়ঃ পেয়ং নির্ভয়ং ক্ষীরমেব চ।
স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীদলম্।
বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং তিক্তং শাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্।
কদলীফলপত্রাজি-ত্রপুষালাবুকর্কটী॥
কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি।
ন পশ্যেন্ন স্পৃশেদ্ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি॥
দৈবাৎ যদি স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্॥
আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্।
অতিসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্॥
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহানঞ্চ জলোদরম্।
পক্তিশূলঞ্চাম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্॥
জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥

গন্ধককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার বা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পুনর্ব্বার ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ॥০ তোলা, মুক্তা ॥০ আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে দ্রব করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। কজ্জলীর (পর্পটীর) আভা, ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় হইলে, পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। কজ্জলীর পাক তিন প্রকার,—মৃদু, মধ্য ও খর। মৃদু ও মধ্য পাকে পারদ দৃষ্ট হয়, খরপাকে হয় না, মৃদুপাক হইলে উত্তমরূপে ভগ্ন হয় না, মধ্যপাকে রৌপ্যবৎ খণ্ড হয়, খরপাকে লঘু এবং রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ হয়। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটী সেবনীয়, খরপাক পর্পটী—বিষসদৃশ। ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ১০ রতির অধিক সেবনীয় নহে। রোগের উপশম হইলে ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম করা অবিধেয়। ধনে, হিঙ্গু, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্যে অম্ল মধুর দ্রব্য ও মধু ব্যবস্থেয়। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে শশক ও ছাগমাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত, মাগুর ও কৃষ্ণ মৎস্য এবং পল্তা, মুদ্গযূষ, কাল কাঁচ বেগুন ভক্ষণীয়। সিদ্ধ সুপারি ও কর্পূর সংযোগে তাম্বূল চর্ব্বণ করা উচিত। আহারকালের ব্যতিক্রম বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মস্তক ঝিন্‌ঝিন্ করিলে এবং ভেদ, বমন, তৃষ্ণা ও পিত্তবৃদ্ধি হইলে নির্ভয়ে নারিকেল জল পান করাইবে। যদি স্বপ্নে রেতঃক্ষরণ হয়, তাহা হইলে নির্ভয়ে নারিকেল জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। নিম্ব প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, শাক, অম্ল, কাঁজি, সুরা, কদলীফল, শশা, লাউ, কাঁকুড়, কুম্‌ড়া ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জীবনেচ্ছা থাকিলে স্ত্রীলোকের দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত পরিহার্য্য। যদি নিতান্ত অবশতাপ্রযুক্ত স্ত্রীসঙ্গম ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে যথাবিধানে তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার্য্য বহুকালসঞ্চিত গ্রহণীরোগ, আমশূল, অতীসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানা ব্যাধি নষ্ট হইয়া, দেহের পুষ্টি, রতিশক্তিবৃদ্ধি, বলীপলিতরাহিত্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা বিজয়পর্পটী।

রসং বজ্রং হেম তারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্॥

দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্।
আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতিদারুণম্॥
প্রবাহিকাং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্।
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহগুল্মজলোদরম্॥
পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
জীর্ণেঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥
প্রাতঃকরোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥
জরাব্যাধিসমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্॥

পারদ, হীরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ ও গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহার গুণাদি পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায়।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ।

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ ষড় দীর্ঘনিস্বনাৎ॥
ত্র্যংশং বলের্বরাট্যাশ্চ টঙ্গণো রসপাদিকঃ।
পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মূষামধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্ত্রং নিরোধয়েৎ।
গর্ত্তেঽরত্নিপ্রমাণে তু পুটেৎ ত্রিংশদ্ বনোপলৈঃ।
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ।
ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ॥
এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ঘৃতমাক্ষিকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ॥
মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ॥
অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ ক্ষয়থৌ পাণ্ডুকে গদে।
সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎপ্লীহাদিকেষু চ॥
বাতপিত্তকফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষু চ।
দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ২ মাষা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করত মূষা রুদ্ধ করিবে। পরে ক্ষুদ্র পুটে ৩০ খানি বিল ঘুঁটের অগ্নিতে যথাবিধানে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। অনন্তর ঔষধ গ্রহণ করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি। ঘৃত, মধু ও ২৯টী মরিচের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, অতিসার, গ্রহণীরোগ ও শোথ প্রভৃতি নানা-রোগ বিনষ্ট হয়।

বিল্বগর্ভ-ঘৃতম্।

মসূরস্য কষায়েণ বিল্বগর্ভং পচেদ্ ঘৃতম্
হন্তি কুক্ষ্যাময়ান্ সর্ব্বান্ গ্রহণীপাণ্ডুকামলাঃ॥
কেবলং ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গক্বাথো ব্যুষ্টস্তু দোষলঃ॥

ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থ—বেলশুঁঠ /১ সের। ক্বাথার্থ—মসুর দাইল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। একত্র যথারীতি পাক করিয়া ঘৃতাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবনে কুক্ষিস্থ সর্ব্বপ্রকার রোগ; বিশেষতঃ গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়। ব্রীহি ও প্রাণ্যঙ্গ ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সদ্যঃ ব্যবহার করিবে। বাসি হইলে দূষিত হয়।

শুণ্ঠীঘৃতম্।

বিশ্বৌষধস্য গর্ভেণ দশমূলজলে শৃতম্.
ঘৃতং নিহন্ত্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীসামতাময়ম্॥

শুণ্ঠীর কল্ক ও দশমূলের ক্বাথ সহ পূর্ব্বোক্ত-রূপ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ এবং আমযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

নাগরঘৃতম্।

ঘৃতং নাগরকল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥

ঘৃত /৪ সের; উত্তমরূপে চূর্ণিত শুঁঠ /১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বায়ুর অনুলোম হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রককাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ।
গুল্মশোথোদরপ্লীহ-শূলার্শোঘ্নং প্রদাপনম্॥

চিতার কাথ ও কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া খাইলে গ্রহণী, গুল্ম, উদর, শোথ, প্লীহা, শূল ও অর্শঃ নিবারিত হয়।

বিল্বাদিঘৃতম্।

বিল্বাগ্নিচব্যার্দ্রকশৃঙ্গবের-কাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্।
সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোত্থ-শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্ বরিষ্ঠম্॥

বেলশুঁঠ, চিতা, চৈ, আদা ও শুঁঠ ইহাদের কাথ ও কল্ক এবং ছাগদুগ্ধ, এই সকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণীজনিত শোথ, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না * চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥
(* দধিসাহচর্য্যাচ্চাঙ্গেরীস্বরসশ্চতুর্গুণঃ)।

ঘৃত ⁄৪ সের, আমরুলের রস ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল-মূল, চিতামূল, চৈ, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত ⁄১ সের। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পান করিলে গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মরিচাদ্যং ঘৃতম্।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যমানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধবচব্যক।
সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ॥

এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীরসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্।
বিষ্টম্ভমামদৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্নাম সভগন্দরম্।
কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥

গব্য ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ—দশমূল মিলিত ⁄৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, সচল, বিট্, সৈন্ধব, করকচ লবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধপল। এই ঘৃত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, প্লীহা ও কাস প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহাষট্পলকং ঘৃতম্।

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষাং বিড়ম্।
অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমৌদ্ভিদম্।
কৃষ্ণাজাজীং সভূতীকং কল্কীকৃতপলার্দ্ধিকম্।
আর্দ্রকস্বরসং চুক্রং ক্ষীরমস্ত্বারনালকম্॥
দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমিপ্লীহোদরাজীর্ণ-জ্বরকুষ্ঠপ্রবাহিকাঃ।
বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্যাচ্ছূলমরোচকম্॥
পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্ব্বল্যং গ্রহণীগদম্।
মহাষট্পলকং নাম বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ঘৃত ⁄৪ সের, দশমূলের কাথ ⁄৪ সের, আদার রস ⁄৪ সের, চুক্র ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, দধির মাত ⁄৪ সের ও কাঁজি ⁄৪ সের। কল্কার্থ—সচল লবণ, পঞ্চকোল (মিলিত), সৈন্ধবলবণ, হবুষা, বিট্ লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, পাঙ্গা লবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। শুদ্ধ এই ঘৃত বা অন্নের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা ক্রিমি, জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থেয়।

বিল্বতৈলম্।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারনালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ॥
ধাতকী বিল্বকুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামক্ষপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতিসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশকম্।
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥
কফবাতোত্তবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্॥
মক্কল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি তারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতি খ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের। কাথার্থ—বেলশুঁঠ /৬।০ সের, দশমূল (মিলিত) /৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটুকী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের :৪ তোলা; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও সূতিকারোগ প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং বারিবাহঞ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্॥
বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্।
শুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী॥
তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং ত্বচঃ কুটজশল্কলম্॥
যমানী জীরকঞ্চৈষাং কর্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেণাম্লেন বা॥
কুটজত্বক্কষায়েণ ধান্যকক্বথিতেন বা।
বুদ্ধা দোষগতিং তৎ তু কথ্যাম্বৌষধবারিণা॥
এতন্ম সম্যগনবয়ং বলিপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেব হি॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুল্বণম্।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যাযোগে বিপাচয়েৎ।
সায়ং স্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যুষঃ রাজসংসদি॥
বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্।
গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্॥
গর্ভস্রস্তে প্রকর্ত্তব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণার মূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটুকী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, (বা ভীমরাজ), কেশুরে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়্চিছাল, যমানী, জীরা, প্রত্যেক ২ তোলা। কাথার্থ—কুড়চিছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অথবা ধনে ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অথবা তক্র ১৬ সের, অথবা দোষানুসারে অন্য কোন গ্রহণীরোগনাশক দ্রব্যের কাথ ১৬ সের। উপরি উক্ত সমুদায় কাথ ও তক্র সহ তৈল পাক করিতে হয় না; রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা যে কোন একটি কাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্‌গ্রহণীমিহির-তৈলম্।

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহ্যং কল্কং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
কুটজং ধান্যকঞ্চৈব গ্রাহ্যং পলশতং পৃথক্॥
তয়োঃ ক্বাথং পচেদ্দ্রোণে জলপাদাবশেষিতম্।
একীকৃত্য পচেদ্বিদ্বান্ কল্কং কর্ষমিতং পৃথক্॥
ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
লবঙ্গং বালকঞ্চৈব শৃঙ্গাটকরসাঞ্জনম্॥
নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ূচীন্দ্রযবং তথা।
প্রিয়ঙ্গু কটুকী পদ্ম-কেশরং তগরং তথা॥
শরমূলং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজং পুনর্নবা।
আম্রজম্বুকদম্বানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ॥
গ্রহণীং হন্তি তচ্ছীঘ্রং শোথপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যযোগেণ পাচয়েৎ।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুড়্‌চি-ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলপত্র, রসাঞ্জন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুতে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

দাড়িমাদ্যং তৈলম্।

দাড়িমত্বগ্‌জলং ধান্যং বৎসকস্য ত্বচং তথা।
প্রত্যেকমাঢকং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেৎ পৃথক্॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢকসম্মিতম্।
পচেৎ তৈলাঢকে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং চব্যজীরকসৈন্ধবম্।
চাতুর্জাতং মধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্॥
জাতিকোষফলে ধান্যং যমান্যৌ বালকং তথা।
কণ্টকারিবিশ্বা ভেকী শৃঙ্গাটং বৃহতীদ্বয়ম্॥
আম্রত্বগ্‌ধন্বনঃ পর্ণী সমঙ্গেন্দ্রযবং বরী।
ধাতকী বিল্বমোচঞ্চ মুষলী বৎসকং বলা॥
শ্বদংষ্ট্রা লোধ্রপাঠাশ্চ কাষ্ঠং খাদিরমেব চ।
অত্বং শাল্মলীত্বক্ চ সর্ব্বমর্দ্ধপলোন্মিতম্॥
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধন্তি ক্ষুদ্রগদান্ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
অর্শাংসি ষড়্‌বিধান্যেব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দাড়িমের ত্বক্ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বালা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধনে /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কুড়্‌চির ছাল /৮ সের, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চই, জীরা, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরি, জটা-মাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফলপত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণি, চাকুলে, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেল-শুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, কুড়্‌চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদির-কাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শিমুলছাল প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, এই সকল কল্ক দ্রব্য তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণীরোগ, প্রমেহ ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যম্।

গ্রহণীর পথ্যাপথ্য, অতিসারের পথ্যা-পথ্যের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

অথার্শোরোগাধিকারঃ।

অথার্শোরোগ-নিদানম্।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ।
অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি বিদ্যাদ্গুদবলিত্রয়ে॥
দোষাস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্।
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ॥
কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ।
প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম॥
লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ।
শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসাং মতঃ॥
কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ।
দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্॥
বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজম্।
পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাম্॥
মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ।
অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ॥
প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্।
শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্॥
হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ।
সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণং সমম্॥
বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ।
কার্শ্যমুদ্গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্কতা॥
গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ।
পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে॥
গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ।
ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষদাঃ পরুষাঃ খরাঃ॥
মিথো বিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ।
বিম্বীখর্জ্জূরকর্কন্ধু-কার্পাসীফলসন্নিভাঃ॥
কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ।
শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরু-বঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ॥
ক্ষবথূদ্গারবিষ্টম্ভ-হৃদ্গ্রহারোচকপ্রদাঃ।
কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ॥
তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্।
রুক্ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে॥
কৃষ্ণত্বঙ্নখবিণ্মূত্রনেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।
গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-সম্ভবস্তত এব চ॥
পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ।
তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ॥
শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ড-জলৌকোবক্ত্রসন্নিভাঃ।
দাহপাকজ্বরস্বেদ-তৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ।
সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণ-পীতরক্তামবর্চ্চসঃ।
যবমধ্যা হরিৎপীত-হারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ॥
শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ।
উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধ-স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ॥
পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ।
করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ॥
বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ু-বস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ।
সশ্বাসকাসহৃল্লাস-প্রসেকারুচিপীনসাঃ॥
মেহকৃচ্ছ্রশিরোজাড্য-শিশিরজ্বরকারিণঃ।
ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ॥
বসাভসকফপ্রাজ্য-পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ।
ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ॥
সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ॥

গুহ্যদেশ হইতে ভিতরের দিকে যে একটি স্থূল নাড়ী আছে, তাহার ৪॥০ অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুদ কহে। সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটি বলিবিশিষ্ট। সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, সংবরণী নামে প্রথমা বলি; তাহার উপরে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি; তদূর্দ্ধে ১॥০ অঙ্গুলি পরিমিত অংশ, প্রবাহণী নাম্নী তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে।

অর্শোরোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ (যাহা দেহের উৎপত্তির সহিত উৎপন্ন)।

বাতাদি দোষত্রয় ত্বক্, মাংস, রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া, গুহ্যদেশে ও নাসা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। এই সকল মাংসাঙ্কুরকেই অর্শঃ কহিয়া থাকে। এই প্রকরণে কেবল গুহ্যার্শোরোগের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য আহার, অতি অল্প ভোজন অথবা মাত্রা-হীন ভোজন, তীক্ষ্ণমদ্যপান, অতিমৈথুন, উপবাস,

শীতলদেশ এবং হেমন্তাদি শীতকাল, ব্যায়াম, শোক, প্রবলবায়ু ও আতপসেবন, এই গুলি বাতার্শোরোগের হেতু।

কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণ দেশ ও উষ্ণকাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া এবং বিদাহী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য যে সকল পানীয় অন্ন ও ঔষধ, তৎসমস্তই পিত্তোল্বণ অর্শোরোগের হেতু।

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় ও সুখজনক আসনে আসক্তি, পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু সেবন, শীতল দেশ ও শীতল কাল এবং চিন্তারাহিত্য এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের হেতু।

দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণসংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শঃ নির্দ্দেশ করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সকল হেতুই ত্রিদোষজ অর্শের জানিবে। এই ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ, সহজ অর্শের লক্ষণের সমান জানিবে।

অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা— ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় উদর ভার, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে গুড়্ গুড়্ শব্দোৎপত্তি, কৃশতা, উদ্গারবাহুল্য, জঙ্ঘার অবসাদ, অসম্যক্‌মলনির্গম এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও উদর-রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা।

বতোল্বণ অর্শঃ স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনা বিশিষ্ট, ম্লানভাবাপন্ন, ধূম্র বা অরুণ বর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল (ধূলিস্পর্শবৎ), কর্কশ (গোজিহ্বাস্পর্শবৎ), খর (কাঁকরোল ফলবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের বা খর্জ্জুরের ন্যায়, কাহারও আকার কুলের ন্যায়, কাহারও আকার বনকার্পাসী-ফলের ন্যায়, কাহারও আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কাহারও আকার বা শ্বেতসর্ষপের সদৃশ হইয়া থাকে।

বাতার্শোরোগে—মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটী, উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা, হাঁচি, উদ্গার, উদরভার, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয় রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পিচ্ছিল, ফেনবিশিষ্ট, বদ্ধ গুট্‌লে মল অল্প অল্প নির্গত হয়। মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনা ও শব্দ হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও বক্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ ও অষ্ঠীলারোগ জন্মিতে পারে।

পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুর সকল নীলাগ্র রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, তরলরক্তস্রাবী, আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল ও লম্ববান, শুকের জিহ্বা, যকৃতের খণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, যবের ন্যায় স্থূলমধ্য ও উষ্ম-বিশিষ্ট। ইহাতে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্মাগম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও মোহ উপস্থিত হয় এবং নীল পীত বা রক্তবর্ণ, তরল ও অপক্ক মলভেদ হইয়া থাকে। রোগির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র ও বক্ত্র, হরিত পীত (হরিতাল) বা হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়।

* সুশ্রুত গ্রন্থে সহজ অর্শের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—মাংসাঙ্কুর সকল দুর্দ্দর্শন, কর্কশ, অরুণ বা পাণ্ডুবর্ণ ও বিকট অন্তর্মুখবিশিষ্ট হয়। রোগী কৃশ, অল্পাহারী, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রজাঃ, ক্ষীণরেতাঃ, ক্ষীণ-স্বর, ক্রোধালু, অল্পাগ্নি এবং চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকা ও শিরো-রোগে পীড়িত, তদ্ভিন্ন অন্ত্রকূজন আটোপ হৃদয়লেপ ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা উপদ্রুত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের অঙ্কুর সকল মহামূল, ঘন অর্থাৎ নিবিড়াবয়ব, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ, অনম্র, বর্ত্তুলাকৃতি, গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ অনুভূত, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডূবিশিষ্ট ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গো-স্তনসদৃশ। এই অর্শে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া। এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখস্রাব বা গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার-গ্রহণ্যাদি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকা-লক্ষণাক্রান্ত, বসাসদৃশ কফমিশ্রিত বহু মলের নির্গম, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও অর্শের অঙ্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। রোগির ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শেও সেই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অথার্শোরোগ-চিকিৎসা।

—*—

দুর্নাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষারশস্ত্রাগ্নি-সাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে॥

অর্শোরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার; যথা:—ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, শস্ত্রপ্রয়োগ ও অগ্নিপ্রয়োগ। চারি প্রকার চিকিৎসার মধ্যে ঔষধ-চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অনুপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ॥

যে সকল অনুপান, ঔষধ ও ভোজ্যাদি দ্রব্য বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্যই অর্শোরোগির নিত্য সেব্য।

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি-ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥

শুষ্কার্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপাদি ক্রিয়া বিধেয়। যে অর্শে রক্তস্রাবাদি হয়, তাহাতে রক্তপিত্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

শস্ত্রৈর্বাথ জলৌকাভিঃ প্রোচ্ছূনকঠিনার্শসঃ।
শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃপুনঃ॥

যদি অর্শের মাংসাঙ্কুর স্ফীত বা কঠিন হয় এবং তাহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে অস্ত্র বা জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

শ্লেষ্মার্শসো গুদে পার্শ্বে রক্তমোক্ষং জলৌকয়া।
কৃত্বা চার্করসৈর্লেপো দাহো বাত্রাপি শস্যতে॥

শ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে গুহ্যনাড়ীর পার্শ্বে জোঁক ধরাইয়া রক্তমোক্ষণ করত আকন্দ-রসের লেপ দিবে। ইহাতে দাহও প্রশস্ত।

স্নুক্‌ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্।
কোশাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥

মনসা সিজের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে অথবা ঘোষাফলচূর্ণ দ্বারা বলি ঘর্ষণ করিলে উহা খসিয়া যায়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্॥

আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত-লাউএর কচি পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল সমাংশে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করত বলিতে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অর্শের শ্রেষ্ঠ প্রলেপ।

অর্শোঘ্নী গুদগা বর্ত্তিগুড়ঘোষাফলোদ্ভবা।
জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ॥

পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক

করত বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি গুহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। ঘোষা-লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হইয়া থাকে।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলেৰ্ব্বেদনা কচিৎ॥

একটি বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহমধ্যে প্রয়োগ করিলে বলি সকল পড়িয়া যায়, এবং বলিপাতজনিত বেদনা থাকে না। ইহা অর্শের সিদ্ধ ঔষধ।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
সুধাদুগ্ধার্কদুগ্ধৈর্ব্বা লেপোহয়ং গুদজং হরেৎ॥
হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্।
এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হ্যর্শসামন্তকারকঃ॥

মনসাসিজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা সর্ষপতৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতাচূর্ণ মিলাইয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে উহা খসিয়া যায়।

শূরণং রজনী বহ্নিষ্টঙ্কণং গুড়মিশ্রিতম্।
পিষ্ট্বারনালকেলে পো হন্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি॥

ওল, হরিদ্রা, চিতা, সোহাগার খৈ, ইহা-দের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত ও কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে মহান্ শ্লৈষ্মিক অর্শঃ নিবারিত হয়।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো ধ্রুবম্॥

বীজ সহিত তিতলাউ কাঁজিতে পেষিত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও অর্শঃ সমূলে উন্মূলিত হয়।

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরে পুনঃপুনঃ।
বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ॥

হরিদ্রাচূর্ণ-সংযুক্ত সীজের আঠায় কার্পাস-সূত্র পুনঃপুনঃ ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা অর্শের বলি দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিলে উহা ছিন্ন হইয়া পড়ে।

তুম্বীবীজং সৌবর্চ্চলস্য কাঞ্জীপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ॥

তিতলাউএর বীজ ও সাচলার লবণ, সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া তিনটী গুড়ী প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়ী গুহে প্রয়োগ করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়। পথ্য—মাহিষদধি।

মহাবোধিপ্রদেশস্য পথ্যাকোষাতকীরজঃ।
কফেন * লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্ত্তিমসংশয়ম্॥
* কফেনেত্যত্র সফেনমিতি পাঠান্তরম্।

মহাবোধি প্রদেশের (মগধে প্রসিদ্ধ) হরীতকীচূর্ণ ও ঘোষাফলচূর্ণ থুথু মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে নিশ্চয়ই লিঙ্গার্শঃ নিবারিত হয়। (কেহ বলেন, সমুদ্রফেন জলে ঘসিয়া তৎসহ উক্ত চূর্ণদ্বয় মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।)

অপামার্গস্য জটাক্ষারো হরিতালেন সংযুতঃ।
লেপেন লিঙ্গসম্ভূতমর্শো নাশয়তি ধ্রুবম্॥

আপাংমূলের ক্ষার ও হরিতাল সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে লিঙ্গার্শঃ বিনষ্ট হয়।

বাতাতীসারবদ্ভিন্ন-চ্ছোংস্যর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্তবিধানেন গাঢ়বিট্কানি চাসকৃৎ॥

অর্শোরোগে তরল মল হইলে বাতাতি-সারের ন্যায় এবং কঠিন মল হইলে উদাবর্ত্তের বিধানে চিকিৎসা করিবে।

বিড্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্॥
তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব চ।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহতাঃ॥

অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানী-চূর্ণ ও বিটলবণ সহ তক্র পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে তক্রের ন্যায় উপকারী আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। দোষানুসারে সস্নেহ বা রুক্ষ তক্র প্রযোজ্য অর্থাৎ বায়ুজন্য হইলে সস্নেহ (মাখন সহিত), শ্লেষ্মজন্য হইলে রুক্ষ (মাখন রহিত) তক্র প্রয়োগ করিবে। তক্র সেবনে অর্শঃ একবার প্রশমিত হইলে আর কখন হয় না।

নাগেন নলিকাং কৃত্বা ঘৃতসৈন্ধবলেপিতাম্।
গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে॥

মলরোধ হইলে একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ করিলে মলরোধের প্রশান্তি হয়।

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ॥

চিতামূলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা একটি কলসীর অভ্যন্তর ভাগ প্রলিপ্ত করিবে। উহা শুষ্ক হইলে সেই কলসীতে দধি পাতিয়া বা ঘোল মন্থন করিয়া তাহা পান করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কচ্ছূকণ্ডুরুজাপহা।
গুদজান্ নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া॥

হরীতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ নিবারিত হয়। ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক এবং কচ্ছূ (খোস্ পাঁচড়া) ও কণ্ডুনাশক।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্॥

ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ, কিঞ্চিৎ পিপ্পলী চূর্ণ অথবা তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়সংযোগে সেবন করিলে অর্শঃ প্রশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমকারক।

তিলারুষ্করসংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্॥

তিল ১ তোলা এবং ভেলার মুটাচূর্ণ ২ রতি একত্র সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহা অর্শোরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কুষ্ঠরোগনাশক।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা।
পরূষকস্য তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে॥

হরীতকী, কৃষ্ণতিল (খোসাশূন্য), আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে ফল্‌সাছালের রস সহ সেবন করিলে অর্শের শান্তি হয়।

গোমূত্রব্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্।
পঞ্চকোলকযুক্তং বা তক্রমর্শে প্রদাপয়েৎ॥

হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন তাহা গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। কিংবা পঞ্চকোলচূর্ণসংযুক্ত তক্র অর্শোরোগিকে সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে॥

বন্য ওল অভাবে গ্রাম্য ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন।
তদ্ঘৃতভৃষ্টং যুক্তং গুড়েন বা তৃপ্তিতো যোঽত্তি॥
পিবতি চ নূনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতিবৃদ্ধগুদজানি।
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ॥

ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ৬ গুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া সেই ক্ষারজলে কতকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করত ঘৃতে ভাজিবে। পরে যথোপযুক্ত গুড়ের সহিত সেই বার্ত্তাকু তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিয়া তক্র পান করিবে। এইরূপ সাত দিন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ (জন্মাবধি জাত) অর্শও নিবারিত হয়।

অসিতানাং তিলানাং প্রাক্ প্রকুঞ্চং শীতবার্যনু।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদাঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্॥

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮ তোলা পরিমাণে খাইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ শীতল জলপান করিলে অর্শঃ বিনষ্ট, দন্ত দৃঢ় ও দেহ পুষ্ট হয়।

শৃঙ্গবের-ক্বাথঃ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপযোগিকঃ॥

কফজ অর্শে নিত্য শুঁঠের ক্বাথ সেবন করা কর্ত্তব্য।

অথ রক্তার্শোলক্ষণম্।

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ।
বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসন্নিভাঃ॥

হেত্বর্থং দুষ্টমুক্ষ গাঢ়বিট্কপ্রপীড়িতাঃ ।
স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ ॥
ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ ।
হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ ।
বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধো বায়ুর্ন বর্ত্ততে ॥

রক্তার্শের লক্ষণ, পিত্তার্শের লক্ষণের ন্যায় জানিবে। ইহার মাংসাঙ্কুর সকলের আকৃতি বটাঙ্কুরসদৃশ; বর্ণ কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত। ইহারা মলের কাঠিন্যবশতঃ পেষিত হইলে, সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্তস্রাব করে এবং সেই রক্তের অতিস্রাব হেতু রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত এবং বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না।

অথ রক্তার্শশ্চিকিৎসা।

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবদ্ভিষক্ ।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলানাহাবসৃগ্‌গদাঃ ॥

রক্তার্শঃ হইলে প্রথমেই রক্তস্রাব-নিবারক কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, দুষ্ট রক্ত বন্ধ করিলে শূল, আনাহ ও বীসর্পাদি রক্তদুষ্টিজনিত নানা পীড়াদি জন্মাইতে পারে।

শক্রক্বাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিশ্বাশলাটবঃ ।
যোজ্যা রক্তার্শসেস্তদ্বজ্জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্ ॥

কুড়্চির অথবা বেলশুঁঠের ক্বাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রক্তার্শোরোগিকে পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

চন্দনাদিক্বাথঃ।

চন্দনাকিরাততিক্তক-ধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ ॥

রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুতা (মতান্তরে শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ অথবা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মূল ও নিমের ক্বাথ পান করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

লাজৈঃ পেয়া পীতা চুক্রিকাকেশরোৎপলৈঃ সিদ্ধা ।
সা হন্ত্যস্রস্রাবং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্ ॥

আমরুলশাক, নাগকেশর ও উৎপল এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ অথবা বেড়েলা ও চাকুলের সহিত সিদ্ধ লাজপেয়া পান করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ ।
দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ ॥

রক্তার্শোরোগিকে প্রতিদিন মাখন ও নিস্তক্ কৃষ্ণতিল, বা মাখন, পদ্মকেশর (কাহারও মতে নাগকেশর) ও চিনি কিংবা দধির সরকৃত তক্র খাইতে দিবে। তাহাতে রক্তার্শঃ নিবারিত হইবে।

সমঙ্গোৎপলমোচাহ্ব-তিরীটতিলচন্দনৈঃ ।
ছাগক্ষীরং প্রযোক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্ ॥

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, পট্টিকা লোধ, তিল, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ছাগদুগ্ধে অলোড়িত করিয়া অথবা ক্ষীরপাক বিধানে পাক করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্ ।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্ বিমুচ্যতে ॥

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে অথবা প্রাতঃকালে ছাগদুগ্ধ পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্ ।
সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ ॥

পদ্মকেশর, মধু, টাট্কা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং
বস্তাপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে ।
সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং
যোগোহয়মুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ ॥

পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা, এক ছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্ত-স্রুতিমাশু নিযচ্ছতি॥

কুড়্চির ছাল ।৹ তোলা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্।
পিবেদ্রক্তার্শসম্ভূতং সসিতং দাড়িমং রসম্॥

শতমূলী ২ তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা দাড়িমরস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা।
পীতো রক্তার্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥

আপাঙ্গের বীজ চালুনিজলে বাটিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই রক্তার্শঃ বিনষ্ট হয়।

অশ্বগন্ধাদিধূপঃ।

অশ্বগন্ধাথ নির্গুণ্ডী বৃহতী পিপ্পলী ঘৃতম্।
ধূপোঽয়ং স্পর্শমাত্রেণ হ্যর্শসাং শমনে হলম্॥

অশ্বগন্ধা, নিসন্দে, বৃহতী, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে নিশ্চয়ই অর্শঃ প্রশমিত হয়।

অর্কমূলাদিধূপঃ।

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকঃ।
মার্জ্জারচর্ম্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোঽর্শসাং হিতঃ॥

আকন্দের মূল, শাঁইপাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চাম্ড়া এবং ঘৃত ইহাদের ধূম, অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

রালচূর্ণস্তু তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্তু চ।
ধূপদানেন বুক্ত্যার্শো-রক্তস্রাবো নিবর্ত্ততে।
রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপনম্॥

সর্ষপতৈলযুক্ত ধূনার ধূম গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। রক্তস্রাবনিবারণার্থ গুহ্যদেশে কর্পূরের ধূপ দিবে।

ধুস্তূরাদিঃ।

ধুস্তূরস্য ফলং পক্বং পিপ্পলীনাগরাভয়াঃ।
বালকং গুড়সংযুক্তং ভক্ষ্যং গুগ্ ষ্টকং নিশি।
সিতামধ্বাজ্যৈঃ কর্ষৈকং পিবেৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

পাকা ধুতুরার ফল, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে সেবন করিলে পৈত্তিকার্শঃ প্রশমিত হয়। (বৃদ্ধ বৈদ্যেরা ৶৹ আনা হইতে ।৹ আনা পরিমাণে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন।)

দেবদালীযোগঃ।

দেবদালীকষায়েণ শৌচমাচরতাং নৃণাম্।
কিংবা তদ্ধিমসেবাভিঃ কুতঃ স্যুর্গুদজাঙ্কুরাঃ॥

ঘোষালতার কাথে বা ঘোষালতা ভিজা জলে যে শৌচক্রিয়া করে, তাহার কেন অর্শোঽঙ্কুর জন্মিবে?

ভল্লাতামৃতযোগঃ।

গুড়ূচা লাঙ্গলী শৃঙ্গী মুণ্ড গুঞ্জা চ কেতকী।
সপ্তানাং পত্ররসৈর্ম্মর্দ্দ্যং বালভল্লাতবীজকম্।
দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
ভল্লাতামৃতযোগোঽয়ং পিত্তজার্শাংসি নাশয়েৎ॥

গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বড় থুল-কুড়ি, গুঞ্জা ও কেতকী, ইহাদের পত্রের রসে কচি ভেলার বীজ একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার পিত্তজ অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদিচূর্ণম্।

চিরবিল্বাগ্নিসিন্ধূত্থ-নাগরেন্দ্রযবারলুন্।
তক্রেণ পিবতোঽর্শাংসি নিপতন্ত্যসৃজা সহ॥

করঞ্জফলের শাঁস, চিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনা, ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তের সহিত অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণম্।

লবণোত্তমবহ্নিকলিঙ্গযবান্-
চিরবিল্বমহাপিচুমর্দ্দযুতান্।
পিব সপ্তদিনং মথিতালুলিতান্
যদি মর্দ্দিতুমিচ্ছসি পায়ুরুহান্॥

সৈন্ধবলবণ, চিতা, ইন্দ্রযব, চহরকরঞ্জমূল ও মহানিম্বছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তক্রে আলোড়িত করিয়া সাতদিন সেবন করিলে বাতার্শঃ নিবারিত হয়।

মরিচাদি চূর্ণম্।

মরিচং পিপ্পলী কুষ্ঠং সৈন্ধবং জীরনাগরম্।
বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি পথ্যাবহ্ন্যজমোদকম্॥
এতেষাং কারয়েচ্চূর্ণং চূর্ণাদ্দ্বিগুণং গুড়ম্।
খাদেৎ কর্ষমিতঞ্চাপি পিবেদুষ্ণজলং ততঃ।
সর্ব্বাণ্যর্শাংসি নশ্যন্তি বাতজানি বিশেষতঃ॥

মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ ২ তোলা ও গুড় ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ বিশেষতঃ বাতার্শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে। (শূরণমোদক ও বাহ-শাল গুড় বাতার্শের বিশেষ ঔষধ)।

সমশর্করং চূর্ণম্।

শুণ্ঠী কণামরিচনাগদলত্বগেলং
চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য-
কাসারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু॥

ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ, এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্বচূর্ণ-সমান চিনি মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্।

ঘনসারো লবঙ্গঞ্চ এলা ত্বক্ নাগকেশরম্।
জাতীফলমুশীরঞ্চ নাগরং কৃষ্ণজীরকম্॥
কৃষ্ণাগুরু তুগাক্ষীরী মাংসী নীলোৎপলং কণা।
চন্দনং তগরং বালং কক্কোলঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি সর্ব্বভ্যোঽর্দ্ধং সিতা ভবেৎ।
কর্পূরাদ্যমিদং চূর্ণং বাতার্শোনাশনং পরম্॥
রোচনং তর্পণং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং বলপ্রদম্।
হৃদ্রোগং বাতিরোগঞ্চ কাসহিক্কাঞ্চ পীনসম্॥
যক্ষ্মাণং তমকশ্বাসমতীসারবলক্ষয়ম্।
গুল্মহারুচিগুল্মাদীন গ্রহণীমপি নাশয়েৎ॥

কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, জায়ফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কালজীরা, কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলপদ্ম, পিপুল, চন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাঁকলা, এই সমুদয় দ্রব্যকে একত্র চূর্ণিত করিবে, সকলের অর্দ্ধেক চিনি গ্রহণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা রুচিজনক, বলকারী, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন ও তর্পণ। এই ঔষধ সেবনে শ্লোকোক্ত হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, অতীসার, গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিজয়চূর্ণম্।

ত্রিকত্রয়বচাহিঙ্গু-পাঠাক্ষারনিশাদ্বয়ম্।
চব্যতিক্তাকলিঙ্গাগ্নি-শতাহ্বালবণানি চ॥
গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোঽষ্টাবিংশতির্মতঃ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ততো বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
এনচ্চূর্ণযুক্তস্তু সদা বিজয়তে নরঃ।
কাসং হন্যাৎ তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্॥
হিক্কাশ্বাসপ্রমেহাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগতাম্।
আমাশয়মুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদং ক্রিমীন্॥
অন্যে চ গ্রহণীদোষা যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্।
অপ্রজানান্তু নারীণাং প্রজাবর্দ্ধনমেব চ।
বিজয়ো নাম চূর্ণোঽয়ং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ॥

ত্রিকটু, (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী), ত্রিজাত* (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র), বচ, হিং,

* কেহ কেহ ত্রিজাত স্থানে ত্রিমদ অর্থাৎ মুথা বিড়ঙ্গ ও চিতা গ্রহণ করেন। তাঁহারা অগ্নি শব্দে ভেলা অর্থ করিয়া থাকেন।

আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কটকী, ইন্দ্রযব, অগ্নি (চিতা), গুলফা, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ) পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী, এই ২৮ পদ ঔষধ প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান অথবা এরণ্ড তৈলের সহিত লেহন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগ সমূহ উপশমিত হয়।

দশমূল-গুড়ঃ।

দশমূলাগ্নিদন্তীনাং প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলদ্রোণেন সংক্বাথ্য পাদশেষে সমুদ্ধরেৎ ॥
গুড়ং পলশতঞ্চৈব সিদ্ধে শীতে বিমিশয়েৎ।
ত্রিবৃতায়াঃ রজঃপ্রস্থমর্দ্ধং পিপ্পলীরজঃ ॥
ঘৃতভাণ্ডে স্থিতং খাদেৎ কর্ষমাত্রং দিনে দিনে।
দশমূলগুড়ঃ খ্যাতঃ শময়েদর্শআময়ম্।
অজীর্ণং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বরোগহরং পরম্ ॥

দশমূল, চিতা ও দন্তী প্রত্যেক ৫ পল লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং উহাতে ১২॥০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। পাকসমাপনানন্তর উহা শীতল হইলে তেউড়ী চূর্ণ ৴২ সের ও পিপুলচূর্ণ ৴১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অর্শঃ অজীর্ণ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ।

ত্রিবৃৎ তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী।
গবাক্ষীমুস্তবিশ্বাহ্ব-বিড়ঙ্গানি হরীতকী ॥
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরুষ্করাৎ।
ষট্‌পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য চ ষোড়শ ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
পূতন্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যোদ্ভাত্রিগুণো গুড়ঃ ॥
লেহং পচেৎ তু তং তাবৎ যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ॥
ত্রিবৃৎতেজোবতীকন্দ-চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলাত্বঙ্মরিচক্ষাপি গজাহ্বক্ষাপি ষট্‌পলম্ ॥
দ্বাত্রিংশৎপলমেবাত্র চূর্ণং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ ॥
পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ ॥
দীপয়েদ্ গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণমপকর্ষতি।
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আঢ্যবাতে তথৈব চ ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাপি দৃষ্টো বারসহস্রশঃ ॥
ভবন্ত্যেনং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ।
আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ ॥
রসায়নবরশ্চৈব মেধাজনন উত্তমঃ।
গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং দুর্নামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

গজাহ্বং নাগকেশরচূর্ণম্। অত্রানুপানমনুক্তমপি কোষ্ণাম্বুনা বাতকফে পিত্তাদৌ ক্ষীরাদিনা জ্ঞেয়ম্। ন চাত্র ভল্লাতকপ্রবেশাৎ কোষ্ণং জলমনর্হমিতি শঙ্কনীয়ম্। যতো ভল্লাতকযোগে কোষ্ণজলস্য নিষেধো ন ভল্লাতকযোগমাত্রে। তথা চোক্তম—কোষ্ণোদকস্যানুপানঞ্চ স্নেহ নাগথ শস্যতে। ঘৃতে ভল্লাতকস্নেহাতৃতে তোয়ং সুশীতলম্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ। বৃদ্ধাস্তু শীততোয়েন বারংবস্থি ইতি শিবদাসঃ।

তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশশার মূল, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়কমূল ৬ পল, বনওল ১৬ পল, ক্বাথার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, উক্ত ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১২৩ পল মিলাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে তেউড়ীমূল, চই, বনওল ও চিতামূল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এলাইচ, গুড়ত্বক্, মরিচ ও নাগকেশর ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণে দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা। (অনুপান—বাতশ্লৈষ্মিক অংশে ঈষদুষ্ণ জল, পিত্তজ অর্শে দুগ্ধাদি। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহা শীতল জল সহ সেবন করিতে বলেন।) ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংসরসাদি সেব্য। বারংবার দেখা গিয়াছে যে, ইহা সেবনে সম্ভব সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ প্রশমিত হইয়া লোক দীর্ঘজীবী হয়, ইহা শুক্র বলকর ঔষধ।

অগস্তিমোদকঃ।

হরীতকীনাং ত্রিপলং ত্রীণ্যাত্রাণি কটুত্রিকম্।
ত্বক্‌পত্রকঞ্চার্দ্ধপলং গুড়স্যাষ্টপলং মতম্॥
অগস্তিমোদকানেতান্ কল্পিতান্ পরিভক্ষয়েৎ।
শোথার্শোগ্রহণীদোষ-কাসোদাবর্ত্তনাশনম্॥

হরীতকী ৩ পল, ত্রিকটু ৩ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, গুড় /১ এক সের; এই সকল একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, অর্শঃ, গ্রহণী, কাস ও উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ভল্লাতকাদি-মোদকঃ।

ভল্লাতকং তিলং পথ্যা চূর্ণং গুড়সমন্বিতম্।
মোদকং ভক্ষয়েৎ কর্ষং মাসাৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

ভেলার মুটী, তিল, হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া ২ তোলা (বৃদ্ধমতে ।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত) পরিমাণে এক মাস সেবন করিলে পিত্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

নাগরাদি-মোদকঃ।

সনাগরারুষ্করবৃদ্ধদারকম্
গুড়েন যো মোদকমত্ত্যুদারকম্।
অশেষদুর্নামকরোগদারকং
করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকম্॥
চূর্ণে চূর্ণসমো জ্ঞেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ॥

শুঁঠ, ভেলার মুটী এবং বিদ্ধড়কবীজ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, দ্বিগুণ গুড় সহ মোদক পাক করিবে। ৪ মাষা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবন করিলে বহুকালোদ্ভূত অর্শঃ নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। চূর্ণে চূর্ণসমান গুড় এবং মোদকে তাহার দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়।

স্বল্প-শূরণমোদকঃ।

মরিচমহৌষধচিত্রক শূরণভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্বসমো গুড়ভাগঃ সেব্যোহয়ং মোদকঃ সিদ্ধফলঃ॥
জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্।
নিঃশেষয়তি শ্লীপদমবশ্যমর্শাংসি নাশয়ত্যাশু॥

মরিচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনওল ১৬ ভাগ ও গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করত ১ তোলা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবন করিলে জঠররোগ, গুল্ম, শূল, শ্লীপদ এবং অর্শোরোগ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বৃহচ্ছূরণ-মোদকঃ।

শূরণষোড়শভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তিম্ রিচস্য ততোহপি চার্দ্ধেন॥
ত্রিফলা কণা সমূলা তালীশারুষ্করক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ॥
ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভূঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোহয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ।
গুরুবৃষ্যভোজ্যরহিতৈর্দ্বিতরৈর্বৃপদ্রবং কুর্য্যাৎ॥
ভস্মকমনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য প্রয়োগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ॥
অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্ব্বিনাপ্যর্শসাংমেষঃ॥
শ্বয়থুশ্লীপদগরজিদ্‌গ্রহণীঞ্চ কফবাতসম্ভূতাম্।
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষত্বঞ্চ॥
হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্মপ্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানঞ্চাথ গং হন্তীতি রসায়নং পুংসাম্॥

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, তালীশপত্র, ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়ক ১৬ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা সহ মিলাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল সহ ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন কালে গুরু ও বলকর পথ্য ব্যবহার করিবে। শস্ত্র ও ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও এই ঔষধ দ্বারা অর্শঃ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শোথ, শ্লীপদ, গ্রহণী, প্লীহা, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানারোগ

নিবারিত এবং অগ্নি ও বল বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধিত হয়। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন।

কাঙ্কায়ন-মোদকঃ।

পথ্যা পঞ্চ পলান্যেকমজাজ্যা মরিচস্য চ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরাঃ॥
পলাভিবৃদ্ধাঃ ক্রমশো যবক্ষারপলদ্বয়ম্।
ভল্লাতকপলান্যষ্টৌ কন্দস্তু দ্বিগুণো মতঃ॥
দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং বটকানক্ষসম্মিতান্।
কৃত্বৈনং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তক্রমন্বোঽম্বু বা পিবেৎ॥
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যেব গ্রহণীপাণ্ডুরোগনুৎ।
কাঙ্কায়নেন শিষ্যেভ্যঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
ভিষগ্জিতমিতি প্রোক্তং শ্রেষ্ঠমর্শোবিকারিণাম্।

হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুল-মূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, চিতামূল ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, ভেলা ৴১ সের, ওল ৴২ সের, এই সমুদায় ঔষধের চূর্ণ ও তাহার দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার ৬ কিংবা ৮ মাষা) বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ১ বটী সেবন করিয়া উপযুক্ত ঘোল বা শীতল জল পান করিবে। ইহাতে মন্দাগ্নি, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। শস্ত্র-প্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতি-রেকেও ইহাতে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

মাণিভদ্রো মোদকঃ।

বিড়ঙ্গসারামলকাভয়ানাং
পলং পলং স্যাৎ ত্রিবৃতাত্রয়ঞ্চ।
গুড়স্য ষড়্দ্বাদশভাগযুক্তা
মাসেন ত্রিংশদ্ গুড়কা বিধেয়াঃ।
নিবারণে যক্ষবরেণ সৃষ্টঃ
স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে।
অয়ং হি কাসক্ষয়কুষ্ঠনাশনো
ভগন্দরপ্লীহজলোদরার্শসাম্।
যথেষ্টচেষ্টান্নবিহারসেবী
অনেন বৃদ্ধস্তরুণো ভবেচ্চ॥

বিড়ঙ্গের শস্য ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, তেউড়ী ৩ পল ও গুড় ৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই দ্বাদশ পল অর্থাৎ ৴১৷৹ সের ঔষধগুলিকে ত্রিংশৎ অংশে বিভক্ত করত ত্রিংশৎটি বটিকা করিবে। (ইহাতে এক একটি বটী ১ কর্ষ ৯ মাষা ৬ রতি পরিমিত হইবে।) প্রত্যহ এক একটি সেবনীয়। ব্যবহার ৮ বা ১০ মাষা। যক্ষবর বিনির্ম্মিত এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ, কাস, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে পারা যায়।

প্রাণদা গুড়িকা।

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষং ত্বগমৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ত্তিতা।
পূর্ব্বং ভক্ষ্যা চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্॥
মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেদনু।
হন্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজান্যপি॥
বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোত্থানি চ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে॥
বিষমজ্বরে চ মন্দেঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ।
ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা।
শ্বাসকাসপরীতানামেষা স্যাদমৃতোপমা।
শুণ্ঠ্যাঃ স্থানেঽভয়া দেয়া বিড়্গ্রহে পিত্তপায়ুজে॥
প্রাণদায়াং সিতা দেয়া চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা।
অম্লপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যং গুড়জাতুরে॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ শ্লেষ্মভবে পলম্।
পলদ্বয়ন্তু নিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্॥
(পক্তেনং গুড়িকাঃ কার্য্যা গুড়েন সিতয়াথবা।
পরং হি বহ্নিসংসর্গাল্লঘিমানং ভজন্ত তাঃ॥)
[চতুর্থমিতি চতুর্থাং পূরণং পলমেকং, ন তু পলচতুষ্টয়ম্॥]
* বিষজ্বরে ইতি বা পাঠঃ।

শুঠ ৩ পল, মরিচ ১ পল, পিপুল ২ পল, চৈ ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা,

ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা (কেহ এলাইচ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন) পুরাতন গুড় ৩০ পল; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গুড়িকা সেবন করিবে। অনুপান—মণ্ড, মাংস-রস, যূষ, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য, পিত্তার্শে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সহজ অর্শঃ ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি সকল প্রকার অর্শঃ, গুল্ম এবং বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু ক্রিমি, হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শ্বাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়। গুড় অথবা চিনি সহ অগ্নিতে পাক করিয়া এই গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদি অনুপানের মাত্রা—শ্লেষ্মজরোগে ৮ তোলা, বাতজরোগে ১৬ তোলা, পিত্তজরোগে ২৪ তোলা।

নাগার্জ্জুনপ্রয়োগঃ।

ত্রিফলা পঞ্চলবণং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দ্দফলানি চ॥
বলা চাতিবলা চৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চ্চলা।
এতৎ সম্ভৃতসম্ভারং করঞ্জস্বরসেন তু॥
পিষ্ট্বা তু গুড়িকাং কৃত্বা বদরাস্থিসমাং বুধঃ।
একৈকাং তাং সমুদ্ধৃত্য রোগে রোগে পৃথক্ পৃথক্॥
উষ্ণেন বারিণা পীতা শান্তমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।
অর্শাংসি হন্তি তক্রেণ গুল্মমম্লেন নির্হরেৎ॥
জন্তুদষ্টঞ্চ তোয়েন ত্বগ্দোষং খদিরাম্বুনা।
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ তোয়েন হৃদ্রোগং তৈলসংযুতা।
ইন্দ্রস্বরসসংযুক্তা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যঃ শূলহরী স্মৃতা॥
কপিত্থতিন্দুকানাস্তু রসেন সহ মিশ্রিতা।
বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি পানাশনপ্রয়োগতঃ॥
গোশকৃদ্রসসংযুক্তা হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বশঃ।
শ্যামাকষায়সহিতা জলোদরবিনাশিনী॥
অরুচ্ছন্দং জনয়তি ভুক্তস্যোপরি ভক্ষিতা।
অক্ষিরোগেষু সর্ব্বেষু মধুনা ঘৃষ্য চাঞ্জয়েৎ।
স্নেহমাত্রেণ নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী।
ব্যবহারে তথা দ্যূতে সংগ্রামে মৃগয়াদিষু।
সমালভ্য নরো হ্যেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, করকচ, ঔদ্ভিদ ও সৌর্ব্বচল লবণ), কুড়, কট্কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিম-ফল, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও হুড়হুড়ে; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া করঞ্জছালের রস সহ মাড়িয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহ প্রয়োগ করিতে হয়। অগ্নিমান্দ্য রোগে উষ্ণজল সহ সেবনে অগ্নি সন্দীপিত হয়। অর্শোরোগে ঘোলসহ, গুল্মরোগে কাঁজি সহ, জন্তুর দংশন-জনিত বিষরোগে জল সহ, চর্ম্ম-রোগে খদির কাষ্ঠের ক্বাথ সহ, মূত্রকৃচ্ছ্রে জল সহ, হৃদ্রোগে তিলতৈল সহ, সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বৃষ্টির জল সহ, শূলরোগে ছোলঙ্গ লেবুর রস সহ, বিষরোগে কয়েত্‌বেল অথবা গাব্‌গাছের রস সহ, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে গোময়রস সহ ও জলোদর রোগে তেউড়ীর ক্বাথ সহ সেবন করিবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি নষ্ট হয়। ইহা মধুতে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ প্রদররোগে সদ্যঃ ফল প্রদান করে।

দন্ত্যরিষ্টম্।

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাং তত্র দাপয়েৎ।
রসে চতুর্থশেষে তু পূতশীতে প্রদাপয়েৎ॥
তুলাং গুড়স্য তৎ তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে।
তন্মাত্রয়া পিবন্ নিত্যমর্শোভ্যো বিপ্রমুচ্যতে॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।
দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিদং বিদুঃ।
পাত্রং স্নিগ্ধাদিসক্তং ধাতকীলোধ্রলেপিতে॥

দন্তীমূল ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল উভয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা; এই সকল ঔষধ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাককালে পেষিত হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক ৮ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। চতুর্থভাগ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহাতে গুড় ১২॥০ সের দিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৪ দিন রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নিত্য সেবন করিলে অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক। বাহ্যিক ও লোধ লেপিত পাত্রে আরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

কুটজালেহঃ।

কুটজত্বক্পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ ক্বাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলে তথা॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বচামতিবিষাং বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
মধুনঃ কুড়বং দত্ত্বা ঘৃতস্য কুড়বং তথা॥
এষ লেহঃ শময়তি চার্শো রক্তসম্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
যে চ দ্বন্দ্বজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি।
অনুপানং ঘৃতং দত্ত্বা মধু তক্রং জলং পয়ঃ।
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উত্তমঃ॥

কুড়চিছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া শেষ ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে ৩০ পল পুরাতন গুড় ও ৮ পল ঘৃত মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইলে ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ, ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে এবং নামাইয়া শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান—ঘৃত, মধু, ঘোল, ছাগদুগ্ধ কিংবা শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার রক্তার্শঃ, রক্তপিত্ত, অতীসার, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও কামলা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

মাণশূরণাদ্যং লৌহম্।

মাণশূরণভল্লাতত্রিবৃদ্দন্তীসমন্বিতম্।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তমায়ো চূর্ণার্শোনাশনম্॥

মাণ, ওল, ভেলার মুটী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ অর্থাৎ চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব-চূর্ণ-সমান লৌহভস্ম, (মাত্রা—১ মাষা)। ইহা সেবন করিলে অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখং লৌহম্।

ত্রিবৃচ্চিত্রকনির্গুণ্ডীস্নুহীমুণ্ডিরিকাস্তথা।
ভাগোহষ্টপালিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলদ্বয়ং ত্রিফলায়া যোগং বর্দ্ধয়েৎ পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলং পঞ্চ বিংশৎকুড়বং জলম্॥
ত্রিতোঽর্দ্ধশেষং ন্যাসি বিকল্কং ন্যাসা বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্য চূর্ণিতম্॥
পলৈশ্চতুর্ব্বিংশত্যা চাম্লবেতসয়োরপি।
ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে॥
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্॥
পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনাম্।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ॥
দুর্নামপাণ্ডুশ্বয়থু-কুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্।
অকালপলিতং হন্যাদামবাতং গুদাময়ম্॥
ন স রোগোঽস্তি যঞ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্।
করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ॥

তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডিরিফল ও ভুঁই আমলা প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ২৪ পল উষ্ণ করিয়া উহাতে স্বর্ণমাক্ষিক বা মনঃশিলা দ্বারা

শোধিত কিংবা বৈচিমূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ পল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহাতে উক্ত পরিস্রুত ক্বাথ এবং চিনি ১২ পল দিবে, ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ ৩ পল ও ত্রিকটু-চূর্ণ প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলা-চূর্ণ ৫ পল ও শিলাজতু ১ পল দিবে। শীতল হইলে তৎপরদিন উহাতে মধু ১২ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪ মাষা। ইহা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকারক ঔষধ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অর্শঃ, শোথ ও প্লীহাদি প্রশমিত হয়। দুগ্ধ ও মাংসাদি বলকর এবং গুরু দ্রব্য ব্যবহার করিবে। করীর (বাঁশের কোঁড়) ও কাঞ্জিক প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। (এই ঔষধ রসায়নোক্ত অমৃতসার লৌহের নিয়মে সেবন করিতে হয়।)

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষ-ত্রিফলাসুরদারুচব্যভুনিম্বম্।
মাগধীমূলং মুস্তং সশটীবচং মাক্ষিকঞ্চৈব।
লবণক্ষারনিশাযুগ-বৃস্তম্বুরুগজকণাতিবিষাঃ॥
কর্ষাংশকাস্তেব সমানি কুর্য্যাৎ
পলাষ্টকঞ্চাশ্মজতো বিদধ্যাৎ।
নিষ্প্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব॥
সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা
নিকুম্ভকুম্ভাত্রগুর্গাক্ষযুক্তম্।
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা
অর্শাংসি নির্ণাশয়তে যতেব॥
ভগন্দরং পাণ্ডুককামলাঞ্চ
নির্দ্দিষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্।
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ॥
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্ম-
মেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা।
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ॥
শুক্রানুপানস্ত্বথ মস্তুপান-
মাজো রসো জাঙ্গলজো রসো বা।
পয়োঽথবা শীতজলানুপানং
বদেন নাগস্তরগো জবেন॥
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ
কান্ত্যা রতীশো ধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু॥
শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রসাদে-
নাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ॥
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
(বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্।
কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্॥
অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্বরঃ।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্॥
ভক্ষ্যং বৃদ্ধ্যা যথাযুক্তি যাবন্মাষচতুষ্টয়ম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্॥)

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল ১ পল, তেউড়ী ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ মিলিত ১ পল। গুগ্‌গুলু এবং শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র, দধির মাত, ছাগমাংস-রস, জাঙ্গল-মাংসরস, ঘৃত, শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে এই ঔষধে ৪ তোলা পারদ ও ৪ তোলা গন্ধক অথবা কেবল রসসিন্দূর ১ পল দেওয়া ব্যবস্থেয়। কেহ কেহ ১ পল অভ্রও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। প্রথমে ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত মধু ও ঘৃত সহ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয়)।

রস-প্রয়োগঃ।

রসগুড়িকা।

রসস্তু পাদিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
গঙ্গাপালঙ্কজরসে ঘর্ষয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
রক্তিমাত্রা গুদার্শোঘ্নী বহ্নের্দীপনী ॥

রসসিন্দুর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র প্রত্যেক ৩ ভাগ, গঙ্গা পালঙ্গের (গাঙ্গরাই) রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুহ্যার্শঃ নিবারিত হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখো রসঃ।

মৃতসূতার্কহেমাভ্র-তীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকম্।
মাক্ষিকং সমং ভাগং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্ ॥
অন্ধমূষাগতং সম্যক্ ততঃ পাচ্যং দৃঢ়াগ্নিনা।
চূর্ণিতং মিশ্রমাষাং খাদেৎ তক্রাশনাং হিতম্।
রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ ॥

রসসিন্দুর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ সমস্ত দ্রব্যকে অন্ধমূষার মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত একমাস কাল সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য অর্শও প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুঠারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মৃতলৌহঞ্চ তাম্রকম্।
প্রত্যেকং দ্বিপলং দন্তী ত্র্যূষণং শূরণং তথা ॥
শুভ্রা টঙ্কণযবক্ষার-সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্।
পলাষ্টকং স্নুহীক্ষীরং দ্বাত্রিংশচ্চ পলাং গবাং ॥
তাং নিক্ষিপ্য পচেদগ্নৌ মাষদ্বয়মিতং বটীঃ।
রসশ্চার্শঃকুঠারোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ ॥

শোধিত পারদ ৮ তোলা; শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা; লৌহ, তাম্র, দন্তী, ত্রিকটু ও ওল প্রত্যেক ১৬ তোলা; বংশলোচন, সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব ৪০ তোলা; মনসাসিজের আঠা ৵১ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৷৵৪ সের গোমূত্র সহ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

চক্রাখ্যো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রবৈক্রান্তং তাম্রং কাংস্যং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন দিনং ভল্লাতকৈর্দ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েৎ যত্নতঃ পশ্চাদ্ বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাম্।
ভক্ষণাদ্ গুদজান্ হন্তি বন্ধজান্ সর্ব্বজানপি ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, দগ্ধহীরক, তাম্র, কাংস্য, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সকল দ্রব্যের সমান গন্ধক। ভেলার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দুই কুঁচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। (টীকাকার এই ঔষধে ১ ভাগ ভেলা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন)।

চঞ্চৎকুঠারো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্।
ত্রিকটু দন্তীং তথৈকৈকং ষড়্ভাগং লাঙ্গলস্য চ ॥
ক্ষারসৈন্ধবটঙ্গানাং প্রত্যেকং ভাগপঞ্চকম্।
গোমূত্রস্য চ দ্বাত্রিংশৎ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ ॥
যাবত্তৎ পিণ্ডিতং সর্ব্বং তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মাষদ্বয়ং ততঃ খাদেদ্ দিবাস্বপ্নাদি বর্জ্জয়েৎ।
রসশ্চঞ্চৎকুঠারোঽয়মর্শসাং কুলনাশনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ২ ভাগ, ত্রিকটু, দন্তী, কুড় প্রত্যেক ১ ভাগ, ঈষলাঙ্গলা ৬ ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব, সোহাগা প্রত্যেক ৫ ভাগ, গোমূত্র ও সিজের আঠা ৩২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ২ মাষ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিলাগন্ধকবটকঃ।

শিলাগন্ধকয়োশ্চূর্ণং পৃথগ্ভৃঙ্গরসাপ্লুতম্।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
অর্শসশ্চানুলোম্যার্থং হতাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
রক্তিকাদ্বিতয়ং খাদেৎ কুষ্ঠাদিরহিতো নরঃ॥

মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভীমরাজের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। পরে ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদি-বটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা।
শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্কণং তথা॥
সমং সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ জম্বাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ।
জাতীফলবটিকেয়মর্শোঽগ্নিমান্দ্যনাশিনী॥

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতূরাবীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

পঞ্চানন-বটী।

মৃতসূতাভ্রলৌহানি মৃতার্কগন্ধকৈঃ সহ।
সর্ব্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্॥
বন্যশূরণকন্দোত্থৈর্দ্রবৈঃ পলপ্রমাণতঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ মাষমাত্রং পিবেদ্ঘৃতৈঃ॥
ভক্ষণাদ্ হন্তি সর্ব্বাণি চার্শাংসি চ ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যেঽপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা।
কুষ্ঠরোগং নিহন্ত্যাশু মৃত্যুরোগবিনাশিনী॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, জারিত তাম্র এবং গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, ভেলা ৫ তোলা; এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমিত বন্য ওলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত। মহাদেব বলিয়াছেন—এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

নিত্যোদ্রিতরসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহাভ্র-বিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাত-ফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দ্রবৈঃ শূরণকন্দোত্থৈর্ভাব্যং পল্লে দিনত্রয়ম্।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যে রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ।
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ॥

শোধিত রস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক, ইহাদিগের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান ভেলা, একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ওল এবং মাণের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা—১ মাষা। (কেহ বলেন, মাষকলাই প্রমাণ)। অনুপান—ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গো রসঃ।

গন্ধং রসেন্দ্রং মৃতলৌহকিট্টং ফলত্রয়ং ত্র্যূষণবহ্নিভৃঙ্গম্
কৃত্বা সমং শাল্মলিকাগুড়ূচী-রসেন যামত্রিতয়ং বিমর্দ্দ্য।
নিষ্কপ্রমাণং গদিতানুপানৈঃ সর্ব্বাণি চার্শাংসি হরেদ্রসস্তু॥

গন্ধক, পারদ, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভীমরাজ এই সমস্ত দ্রব্য শিমুল ও গুলঞ্চের রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

কাসীসাদ্যতৈলম্।

কাসীসং দন্তিসিন্ধূত্থ-করবীরাগ্নিভিঃ পচেৎ।
তৈলমর্কপয়োমিশ্রমভ্যঙ্গাৎ পায়ুকীলজিৎ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /১ সের। কল্কার্থ—হিরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, করবীমূল ও চিতা মিলিত এক পোয়া। যথাবিধি পাক করিয়া এই তেলে কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করত অর্শের মাংসাঙ্কুরে মাখাইলে অর্শঃ দূরীভূত হয়।

বৃহৎকাসীসাদ্যতৈলম্।

কাসীসং সৈন্ধবং কৃষ্ণা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ লাঙ্গলী।
শিলাভিদশ্বমারশ্চ দন্তী জন্তুঘ্নচিত্রকম্ ॥
তালকং কুনটী স্বর্ণক্ষীরী চৈতৈঃ পচেদ্ভিষক্।
তৈলং স্নুহ্যর্কপয়সা গবাং মূত্রং চতুর্গুণম্ ॥
এতদভ্যঙ্গতোঽর্শাংসি ক্ষারেণৈব পতন্তি হি।
ক্ষারকর্ম্মকরং হোতন্ন চ সন্দূষয়েদ্বলিম্ ॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হিরাকস, সন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশ্‌লাঙ্গলা, পাষাণভেদী, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, স্বর্ণক্ষীরী, মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা মিলিত /১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বলিসমূহ নিপতিত হয়। ইহা ক্ষারের কার্য্য করে অর্থাৎ ক্ষারপ্রয়োগে যেরূপ বলি পড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই তৈল মর্দ্দনেও বলি খসিয়া গিয়া থাকে। ইহা বলিকে দূষিত করে না।

উদাবর্ত্তপরীতা যে যে চাত্যর্থং বিরুক্ষিতাঃ।
বিলোমবাতাঃ শূলার্ত্তাস্তেম্বিষ্টমনুবাসনম্ ॥

অর্শোরোগী উদাবর্ত্তাক্ত, অত্যন্ত বিরুক্ষিত, বিলোমবাত ও শূলার্ত্ত হইলে তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত পিপ্পল্যাদি তৈলের অনুবাসন হিতকর।

পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্।

পিপ্পলীং মধুকং বিল্বং শতাহ্বাং মদনং বচাম্।
কুষ্ঠং শঠীপুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ ॥
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
অর্শসাং মূঢবাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্ ॥
গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যুরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণে রুজম্ ॥
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্।
উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েত্তেনানুবাসনাৎ ॥

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্‌ফা, ময়না, বচ, কুড়, শঠী, পুষ্করমূল, চিতা ও দেবদারু। এই তৈলের অনুবাসনে গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুহ্যশোথ ও মল-বাত-বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

উদকষট্‌পলকং ঘৃতম্।

সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ পলিকৈস্ত্রিগুণোদকৈঃ।
সমং ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং জ্বরার্শঃপ্লীহকাসনুৎ ॥

গব্যঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক ৮ তোলা। জল ১২ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে অর্শঃ, জ্বর, প্লীহা ও কাস নিবারিত হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি।
সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যসংশয়ম্ ॥

গব্যঘৃত /৪ সের, পলাশবৃক্ষের ছাল অন্তর্ধূমে ক্ষার করিয়া যথাবিধি প্রস্তুত ক্ষারজল /১২ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত /১ সের। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অর্শের বলি সকল নিশ্চয়ই পতিত হয়।

চব্যাদিঘৃতম্।

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ।
যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে ॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
শকৃদ্বাতানুলোম্যার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে ॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি ॥

ঘৃত /৪ সের, দধি /১৬ সের, বীর্য্যাধানার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—চৈ, ত্রিকটু, আকনাদি, যবক্ষার, ধনে, যমানী, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বেলছাল ও হরীতকী মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক

সমাপন করিয়া এই ঘৃত পান করিলে মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং গুদভ্রংশাদি রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

কুটজাদ্যঘৃতম্।

কুটজফলবল্ককেশর-নীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলরক্তার্শসাং ভৈষজ্যং॥

ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, কুড়্চি-ছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুল, মিলিত ৴১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সশূল রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

সুনিষণ্ণক-চাঙ্গেরীঘৃতম্।

অবাক্‌পুষ্পী বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকঃ।
ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-শুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ॥
কষায় এষাং পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং দেবদারু চ॥
কলিঙ্গাঃ শাল্মলং পুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্‌ফলং চিত্রকো মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষাস্থিরাঃ॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কং সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা।
বিল্বং মোচরসঃ পাঠা ভাগাঃ কর্ষসমাঃ পৃথক্॥
চতুঃপ্রস্থশৃতপ্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ।
ত্রিংশৎ পলানি প্রস্থে দ্বে বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ।
সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথাদিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদর্শঃস্বতীসারে রক্তস্রাবে ত্রিদোষজে।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলে গুদাশ্রয়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দেহগ্নাবরুচাবপি॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্॥

অপামার্গ, বড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গা প্রত্যেক দুই দুই পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবন্তী, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতা, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাহক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আকনাদি প্রত্যেক দুই দুই তোলা। সুষুনিশাকের স্বরস ৴৪ সের ও আমরুলের রস ৴৪ সের। এই সকল সহিত ৴৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পান করিলে অর্শঃ, অতীসার, রক্তস্রাব, প্রবাহণ, গুদভ্রংশ, বিবিধ পিচ্ছাস্রাব, অল্প অল্প পুনঃপুনঃ মলনিঃসরণ, গুহ্যদেশস্থ শোথ ও শূল, মূত্রগ্রহ, বাতবিবন্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিনষ্ট হয়। ইহা বল বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। বিবিধ অন্নপানের সহিত অথবা কেবল মাত্র এই নির্দ্দোষ ঘৃত সেব্য।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অর্শোরোগে পথ্যানি।

বিরেচনং লেপনরক্তমোক্ষ-ক্ষারাগ্নিকর্ম্মাণ্যথ রক্তশালিঃ।
পুরাতনো লোহিতশালিষষ্টিকঃ শালিঃ কুলত্থো যবপিষ্টকং চ।
পটোলবার্ত্তাকুসুবর্ণকন্দ-শূরণ-শুনিষণ্ণ।
জীবন্তিকা তণ্ডুলীয়ো মুদ্গো বাস্তূকপালক্যপুনর্নবা চ॥
ককোলকং চামলকং কপিত্থং যবক্ষারাদিতক্রং চাপি।
ভল্লাতকো সর্ষপতৈলগোমূত্রসৌবীরকমৌদ্ভিদাপি।
ব্যাখ্যাত্যন্নপানাদি বহ্নিকরং চার্শসেদ্ভবং॥

বিরেচন, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ, ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ, রক্তশালি, পুরাতন লোহিত শালি ধান্য ও ষষ্টিক ধান্য, যব, কুলত্থ কলায়, পটোল, শালিঞ্চশাক, বার্ত্তাকু, চিতা, পুনর্নবা, ওল, বেতোশাক, জীবন্তীশাক, তোপ, মুগ, ছোট এলাচ, বেতোশাক, নবনীত, তক্র, কঙ্কোল, আমলকী, রক্তক শাক, কয়েতবেল, উষ্ট্রের মূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ, ভেলা, সর্ষপতৈল, গোমূত্র, সৌবীর, তুষোদক এবং বায়ুনাশক ও অগ্নিকারক সমস্ত অন্ন পান অর্শোরোগে হিতকর।

অর্শোরোগেষু পথ্যানি।

আনূপমাংসমিষং মৎস্যং পিণ্যাকং দধি পিষ্টকম্।
মাষান্ কর্ম্মীরং নিষ্পাবং বিম্বং তুম্বীমুপোদিকাম্॥
পক্বাম্রং শালুকং সর্ব্বং বিষ্টম্ভী ন গুরূণি চ।
আতপং জলপানানি বমনং বস্তিকর্ম্ম চ॥
বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি মারুতং পূর্ব্বদিগ্ভবম্।
বেগরোধং স্ত্রিয়ং পৃষ্ঠযানমুৎকটকাসনম্॥
যথাস্বং দোষলকান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বক্ষ্যতে রক্তপিত্তিনাম্।
রক্তার্শোরোগিণাং তত্তদপি বিদ্যাদ্বিশেষতঃ॥

অনূপদেশজাত-পশ্বাদির মাংস, মৎস্য, তিলবাটা, দধি, পিষ্টক, মাষকলাই, বাঁশের কোঁড়, সীম, বেল, লাউ, পুঁইশাক, পাকা আম, শালুক, বিষ্টম্ভী (যে সকলদ্রব্য আহার করিলে পেট জড়ভাব হয়) ও গুরুপাক দ্রব্য, রৌদ্রতাপ, জলপান, বমন, বস্তিকর্ম্ম (পিচ্‌কারী), সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, পূর্ব্বদিকের বায়ু, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসঙ্গ, অশ্বাদি জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ, উৎকটভাবে উপবেশন এবং অর্শোবৃদ্ধিকারক দোষযুক্ত অন্নাদি অহিতকারক। রক্তার্শোরোগে রক্তপিত্তের পথ্যাপথ্য বিশেষরূপে পালন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽর্শোরোগাধিকারঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাদি নিদানম্।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ॥
বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্।
করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্॥
সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্ বিপচ্যতে।
স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥
মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে।
তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

দোষের তারতম্যানুসারে জঠরাগ্নি চারিপ্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি হয়।

জঠরাগ্নি বিষম হইলে বাতজনিত, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তজনিত ও মন্দ হইলে কফজনিত রোগ সকল আনয়ন করে।

যে অগ্নি দ্বারা পরিমিত আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, তাহাকে সমাগ্নি; যাহা দ্বারা অত্যল্প আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না, তাহাকে মন্দাগ্নি; যাহা দ্বারা আহার কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখন বা হয় না, তাহাকে বিষমাগ্নি; আর যাহা দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি * কহে। উল্লিখিত চারিপ্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

* তীক্ষ্ণাগ্নি অতি প্রবল হইলেই তাহাকে ভস্মকাগ্নি কহে। মনুষ্যের কফ অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া, স্বকীয় উষ্মা দ্বারা অগ্নিস্থানে অগ্নির বল প্রদান করে। এইরূপে সমারুত-জঠরাগ্নি লব্ধবল হইয়া দেহকে বিকৃত এবং স্বকীয় অতিতীক্ষ্ণতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া ফেলে। রোগী যতবার যত আহার করে, ভস্মকাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকানন্তর অন্য পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু-সমুদায়কেও পাক

অথাগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা।

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনম্॥
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

জঠরাগ্নি রক্ষা করাই চিকিৎসার সার কর্ম্ম। শত দোষই কুপিত থাকুক, বা শত শত ব্যাধিই উপস্থিত হউক, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অগ্রে কায়াগ্নি রক্ষা করিবে। অগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্॥

সমাগ্নির রক্ষণ, বিষমাগ্নিতে বায়ু-দমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত-প্রতিকার এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মবিশোধন করা কর্ত্তব্য।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।
সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী॥

হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত নিত্য সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।

সমযবশূকমহৌষধ-চূর্ণং লীঢ়ং ঘৃতেন গোসর্গে।
কুরুতে ক্ষুধাং সুখোদকং পীতং বিশ্বৌষধং বৈকম্॥

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ, অথবা কেবল শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অম্লমণ্ডং পিবেদুষ্ণং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্।
বিষমোঽপি সমস্তেন মন্দো দীপ্যেত পাবকঃ॥

হিং ও সচল লবণের সহিত উষ্ণ অম্লমণ্ড পান করিলে, বিষমাগ্নি সম এবং মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥

করিতে থাকে। সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগে রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু জীর্ণমাত্রেই অত্যগ্নি হেতু অসহ্য তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে।

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক, অগ্নির দীপক, হৃদ্য ও সুপথ্য।

কপিত্থতক্রচাঙ্গেরী-মরিচাজাজি চিত্রকৈঃ।
কফবাতহরো গ্রাহী খড়ো দীপনপাচনঃ॥

কয়েৎবেল, তক্র, আমরুলশাক, মরিচ, জীরা ও চিতা, এই সকল দ্রব্যের খড়্যূষ কফবাতহর, মল-সংগ্রাহক (পাতলা মল গাঢ় করে), অগ্নিদীপক ও আমের পাচক।

বিশ্বাভয়াগুড়্চীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্।
পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্পত্রসুরভীকৃতম্॥
পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্॥

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে ষড়ূষণ অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও মরিচ এই ছয়টি দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া এবং সেই ক্বাথ দারুচিনি ও তেজপত্রে সুরভীকৃত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

বড়বানল-চূর্ণম্।

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধানি চূর্ণয়েৎ।
বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্॥

সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ; ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে অভিহিত।

বড়বামুখ-চূর্ণম্।

পথ্যানাগরকৃষ্ণা-করঞ্জবিল্বাগ্নিভিঃ সিতাতুল্যৈঃ।
বড়বামুখং বিজয়তে গুরুতরমপি ভোজনং চূর্ণম্॥

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, ডহরকরঞ্জার মূল, বেলশুঁঠ ও চিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে সর্ব্ব চূর্ণের সমান চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম

বড়বামুখ চূর্ণ। এই চূর্ণ সেবন করিলে গুরুতর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। (মাত্রা—৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত।)

সৈন্ধবাদি-চূর্ণম্।

সিন্ধূত্থপথ্যামগধোদ্ভববহ্নিচূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়, তদ্দ্বারা নূতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য পর্য্যন্ত ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং পথ্যা লবঙ্গং মরিচং কণা।
টঙ্কণং নাগরং চব্যং যমানী মধুরী বচা॥
দ্রব্যাণি দ্বাদশৈতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রাবৈস্ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নতঃ॥
ততো মাষদ্বয়ং চূর্ণং বারিণোষ্ণেন পায়য়েৎ।
সসৈন্ধবেন তক্রেণ মস্তুনা কাঞ্জিকেন বা।
সৈন্ধবাদ্যমিদং চূর্ণং সদ্যো বহ্নিং প্রদীপয়েৎ॥

সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চৈ, যমানী, মৌরি ও বচ এই ১২ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি॥

অজমোদাত্র যমানী, অত্রেরত্যন্তদীপনত্বাদিতি ভানুদাসগোপালদাসৌ। চূর্ণং ভক্তোপরি দত্ত্বা ঘৃতেন সন্ধায় গ্রাসত্রয়ং ভোজনীয়মিতি ভানুদাসঃ।

ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃত সহ সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি ও বাতরোগের নাশ হয়। ভানুদাস বলেন, অন্নের উপরিভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

স্বল্পাগ্নিমুখ-চূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ॥
এতদ্বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া।
পিবেদ্দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা॥
সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরং তথা।
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তে বিষং বা যেন ভক্ষিতম্॥
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শূলঘ্নং গুল্মনাশনম্।
কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্।
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, একত্র চূর্ণিত করিয়া লইবে। প্রসন্না (সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ), দধি, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। ইহা বায়ুনাশক এবং উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগে ব্যবস্থেয়।

বৃহদগ্নিমুখ-চূর্ণম্।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্॥
শটী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবস্তথা।
ধাত্রী জীরকবৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
অম্লবেতসমম্লীকা যবানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্॥

তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আর্দ্রকস্য রসেন চ।
অগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্॥
উপযুক্তং বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্ গদান্।
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুরজানি চ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদ্যাঘ্নাণ্যান্ রোগান্ নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥
সন্তাপ্যন্নানেতৎ ভুক্তং কৃত্বা শুভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্।
গোদোহমাত্রাৎ তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোষ্মকম্॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটি, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, হবুষা, সোঁদালফলের মজ্জা, তিলের নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সাজনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও উষ্ণীকৃত এবং গোমূত্রসিক্ত (শোধিত) মণ্ডুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিবস টাবালেবুর রসে, তিন দিবস শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এক পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া তাহাতে ইহার ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অজীর্ণ ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ভাস্করলবণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজীশুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলে চার্দ্ধভাগে চ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
জগতস্য হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
বাতগুল্মং নিহন্ত্যেতদ্ বাতশূলানি যানি চ॥
তক্রমস্তুসুরাসীধু-শুক্তকাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ॥
মন্দাগ্নেরগ্নিজননং শক্রো ভবেদশ্বো পাবকঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময়ভগন্দরান্॥
হৃদ্রোগমামদোষাংশ্চ বিবিধানুদরস্থিতান্।
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্॥
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়েদশনির্যথা॥
পত্রতালীশাদিযোগাদেব গন্ধাঢ্যং ন পুনরপরগন্ধদ্রব্যাদিপ্রক্ষেপঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, সচল লবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৮ পল, অম্ল দাড়িমফলের বীজ ৪ পল, অম্লবেতস ২ পল এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তক্র দধির মাত ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নানা পীড়া নষ্ট হয় এবং শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখলবণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু সৈন্ধবম্॥
ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
মৃত্পঙ্কেনানুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি॥
সুদগ্ধন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহ্নিকৃৎ পরম্।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-গুল্মার্শ পার্শ্বশূলনুৎ॥
(সর্ব্বং চূর্ণমেকীকৃত্য অস্য পঞ্চরক্তিকমুষ্ণোদকেন পিবেৎ।)

চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড় ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ, একত্র সিজবৃক্ষের আঠায়

ভাবনা দিয়া উহার কাণ্ডমধ্যে (ডালের মধ্যে) পূরিয়া পঙ্ক দ্বারা মৃদু লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে তুলিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অথ তীক্ষ্ণাগ্নি-চিকিৎসা।

নারীস্তন্যেন সংযুক্তাং পিবেদোড়ুম্বরীং ত্বচম্ ।
আভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধং পিবেদত্যগ্নিশান্তয়ে ॥
যৎ কিঞ্চিৎ গুরু মেধ্যঞ্চ শ্লেষ্মকারি চ ভেষজম্ ।
সর্ব্বং তদত্যগ্নিহিতং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা ॥

স্তন-দুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের ছাল ২ তোলা বাটিয়া পান করিলে, অত্যগ্নি প্রশমিত হয়। কিংবা নারী-দুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের কল্ক এবং তাহাতে অনুরূপ তণ্ডুল দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেই পায়স ভোজন করিলেও তীক্ষ্ণাগ্নি নিবারিত হয়। মহিষদুগ্ধাদি গুরু, মেধ্য, শ্লেষ্মকারী দ্রব্য ও ঔষধ এবং আহারান্তে দিবানিদ্রা তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

মুহুর্মুহুরজীর্ণেঽপি ভোজ্যান্যস্যোপকল্পয়েৎ ।
নিরিন্ধনোঽন্তরং লব্ধ্বা যথৈনং ন নিপাতয়েৎ ॥

আহার জীর্ণ না হইতে হইতেই তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে আহার দিবে, যেন অগ্নি অন্নাদিরূপ ইন্ধন-(কাষ্ঠ)-বিহীন ও প্রাপ্তাবসর হইয়া ধাত্বাদি শোষণপূর্ব্বক আতুরকে না নিপাত করে।

অথামাজীর্ণ-লক্ষণম্ ।

তত্রামে গুরুতোৎক্লেদঃ শোথো গণ্ডাক্ষিকূটগঃ ।
উদ্গারশ্চ যথাভুক্তমবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে ॥

পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণসমূহের মধ্যে আমাজীর্ণ রোগে দেহের গুরুতা, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদ্গার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্গার এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথামাজীর্ণাদিচিকিৎসা-বিধিঃ ।

তত্রামে বমনং কার্য্যং বিদগ্ধে লঙ্ঘনং হিতম্ ।
বিষ্টব্ধে স্বেদনং শস্তং রসশেষে শয়ীত চ ॥

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদন ও রসশেষাজীর্ণে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা কর্ত্তব্য।

অথামাজীর্ণ-চিকিৎসা।

বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে ।
কণাসিন্ধুবচাকল্কং পীত্বা চ শিশিরাম্বুনা ॥

বচ ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমি হইয়া আমদোষের শান্তি হয়। অথবা পিপ্পল সৈন্ধব ও বচ, ইহাদের কল্ক শীতল জলের সহিত পান করাইলেও আমাজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্ ॥

ধনে ও শুঁঠের কাথ আমাজীর্ণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমাজীর্ণ ও তজ্জনিত শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয় এবং মূত্রাশয় বিশোধিত হইয়া থাকে।

ভবেদ্ যদা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্ ।
বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বা ভুঞ্জীত শঙ্কং মিতমন্নকালে ॥

যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ, শীতল জলের সহিত পান করিয়া যথাসময়ে পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

গুড়েন শুণ্ঠীমথবোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমং বা ।
আমেষজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ ॥

গুড় ও শুঁঠ-চূর্ণ কিংবা গুড় ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা গুড় ও হরীতকীচূর্ণ অথবা গুড় ও দাড়িমচূর্ণ সেবন করিলে আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।।
আমসন্নোহনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥

ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা নিবন্ধন উদরে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলেও তৎকালে বেদনা নিবারক কোন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তখন পাচকাগ্নি আমাচ্ছাদিত থাকায় কি বাতাদিদোষ, কি ঔষধ, কি আহার, কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

অথ বিদগ্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্।

বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ।
উদ্গারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে॥

বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত নানাবিধ পীড়া, ধূমনির্গমবৎ অম্লোদ্গার, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথ বিদগ্ধাজীর্ণ-চিকিৎসা।

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং
শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তৎ হ্যস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্ত-
মাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ॥

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতলজলপানে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জলের শৈত্য ও দ্রবত্ব হেতু পিত্তও প্রশমিত এবং অধোদেশে নীত হইয়া থাকে।

বিদহ্যতে যস্য চ ভুক্তমাত্রং
দহ্যেত হৃৎকোষ্ঠগলঞ্চ যস্য।
দ্রাক্ষাসিতামাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং
লীঢ়্বাভয়াং বৈ স সুখং লভেত॥

ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য হৃদয়, কোষ্ঠ ও গলা জ্বালা করে, তাহা হইলে হরীতকী ও কিস্‌মিস্ একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রব সকল নিবারিত হইবে।

হরীতকী ধান্যতুষাদসিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধবসম্প্রযুক্তা।
সোদ্গারধূমং ভৃশমপ্যজীর্ণং বিজিত্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ॥

হরীতকী ও পিপ্পলী, ধান্যতুষোদকে (সন্ধানবিশেষ) অভাবে কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে, ধূম নির্গমবৎ উদ্গার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্যঃ ক্ষুধার উদয় হয়।

অথ বিষ্টব্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্।

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনাঃ।
মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহোঽঙ্গপীড়নম্॥

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে শূল, উদরাধ্মান, বাতকৃত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও অঙ্গবেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ রসশেষাজীর্ণ-লক্ষণম্।

রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধিগৌরবে॥

রসশেষাজীর্ণে অন্নবিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা হইয়া থাকে।

অথ বিষ্টব্ধরসশেষাজীর্ণ-চিকিৎসা।

বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্।
রসশেষে দিবাস্বপ্নো লঙ্ঘনং বাতবর্জ্জনম্॥

বিষ্টব্ধাজীর্ণে অর্থাৎ অজীর্ণতাহেতু উদর স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলে, স্বেদক্রিয়া ও লবণমিশ্রিত জল পান ব্যবস্থেয়। রসশেষাজীর্ণে অর্থাৎ অন্নরসের সম্পূর্ণ পরিপাক না হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত স্থানে অবস্থানাদি কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামপ্রমদাধ্বযানকর্ম্মক্লান্তানতীসারিণঃ
শূলশ্বাসবতস্তৃষ্ণাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্।
ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনঃ
রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥
রসশেষাজীর্ণে দিবানিদ্রাং পথ্যম্ ঔষধম্। বহ্নিরভুক্ত্বা।
...

রসশেষাজীর্ণে দিবানিদ্রাই প্রধান ঔষধ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরও দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী,—যাহারা সর্ব্বদা ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গ, পথপর্য্যটন বা অশ্বাদিযানে গমন হেতু ক্লান্ত-দেহ; যাহারা অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা ও বায়ুরোগার্ত্ত, যাহারা ক্ষীণ, ক্ষীণ-কফ, অতি-তৃষ্ণার্ত্ত, রাত্রিজাগরিত, নিরাহার, যাহারা শিশু বা বৃদ্ধ, তাহাদিগকেও যথেচ্ছরূপে দিবানিদ্রা যাইতে দিবে।

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ।
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণপ্রণাশনম্॥

হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা উদর প্রলিপ্ত করিয়া দিবসে নিদ্রা গেলে, সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপিপ্পলিসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলং পিবেৎ।
মস্তুনোষ্ণোদকেনাপি বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
আধ্মানং বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চললবণ সমভাগে লইয়া তাহাদের চূর্ণ, দোষ বুঝিয়া দধির মাত্ বা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। তাহাতে চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, অরুচি, উদরাধ্মান, বাতগুল্ম ও শূল প্রশমিত হয়।

সুকুমারমোদকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবাঃ।
ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাশ্চ কার্ষিকম্।
দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্॥
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম্।
বাতাজীর্ণপ্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্।
উদাবর্ত্তানাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ, কটকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, দন্তীচূর্ণ ১ কর্ষ, তেউড়ী চূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল। মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম সুকুমার মোদক। ইহা সেবন করিলে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ নিবারিত হয়।

গুড়াষ্টকম্।

ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণামূলং বিচূর্ণিতম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সম্মিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শোথোদাবর্ত্তশূলঘ্নং প্লীহপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং শোথ, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম গুড়াষ্টক।

দুর্জরং সংত্যজেৎ সর্ব্বং নিশায়ামশনন্তথা।
অজীর্ণী মন্দবহ্নিশ্চ ভক্ষয়েৎ সুজরং লঘু॥

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে পীড়িত ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার দুষ্পাচ্য আহার ও রাত্রিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া সুপাচ্য ও লঘুদ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যমাহ—

অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্।
কদলস্য তু পাকায় বুধৈরপি ঘৃতং হিতম্।
ঘৃতস্য পরিপাকায় জম্বীরস্য রসো হিতঃ॥
নারিকেলফলতালবীজয়োঃ পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিদুঃ।
ক্ষীরমেব সহকারপাচনং চারমজ্জনি হরীতকী হিতা॥
মধুকমালুরবনুপাদনাং পরূষগজ্জুরকপিত্থকানাম্।
পাকায় পেয়ং পিচুমর্দ্দবীজং ঘৃতেঽপি তক্রেঽপি তদেব পথ্যম্॥

খর্জ্জুরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধং কুত্র চ ভদ্রমুস্তম্।
যজ্ঞাঙ্গবোধিদফলেষু শস্তং প্রক্তে তথা পর্য্যুষিতং প্রণীতম্॥
তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপ্যকস্তু চিপিটে কণাযুতঃ।
ষষ্টিকা দধিজলেন জীর্য্যতে কর্কটী চ সুমনেষু জীর্য্যতে॥
গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদ্গা-
পাকো ভবেজ্‌ঝটিতি মাতুলপুত্রকেণ।
খর্জ্জূরিকাবিসকশেরুসিতাসু শস্তং
শৃঙ্গাটকে মধুকফলেষ্বপি ভদ্রমুস্তম্॥
কঙ্গুশ্যামাকনীবারা কুলথাশ্চাবিলম্বিতম্।
দধ্নো জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু॥
পিষ্টান্নং শীতলং বারি কৃশরাং সৈন্ধবং পচেৎ।
মাষেণ্ডরীং নিম্বুফলং পায়সং মুদ্গযূষকঃ॥
বটো বেশবার'লবঙ্গেন ফেনী
সমং পর্পটঃ শিগ্রুবীজেন যাতি।
কণামূলতো লড্ডুকাপুপসক্তু-
প্রপাকো ভবেচ্ছুক্লতিলযবাগ্বা চ॥

অনন্তর বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জন্য অজীর্ণে বিশিষ্ট পাচন দ্রব্য বলিতেছেন।

কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া অজীর্ণ হইলে ঘৃত খাইলে পরিপাক হয়। ঘৃতের পরিপাকার্থ জম্বীর রস উৎকৃষ্ট। নারিকেল ও তাল আঁটির পরিপাকের জন্য তণ্ডুল ভোজন করিবে। আমের পাচক দুগ্ধ। পিয়ালফলের মজ্জা হরীতকী দ্বারা পরিপাক হয়। মউল, বিল্ব, পিয়াল, ফল্‌সা, খর্জ্জূর, কয়েতবেল, এই সকল দ্রব্যের পরিপাক জন্য নিম্ববীজ খাইবে। ঘৃতে এবং তক্রে নিম্ববীজই পথ্য। খর্জ্জুর এবং পানিফলের সম্বন্ধে শুণ্ঠি প্রশস্ত। কোন স্থলে ভদ্রমুস্তকও (নাগরমুথা) প্রশস্ত। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থফল, পাকুড়ফল পরিপাকের জন্য পর্য্যুষিত (বাসি) জল পান করিবে। তণ্ডুল পাকের জন্য দুগ্ধ, দুগ্ধপাকের জন্য যমানী, চিপিটক পরিপাকের জন্য পিপ্পলীযুক্ত যমানী এবং ষাষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকার্থ দধিমস্তু প্রশস্ত। বাকুড় পরিপাকে সুমন (অর্থাৎ গোধূম) শ্রেষ্ঠ। গোধূম, মাষকলাই, চণক, সতীন (বর্ত্তুল কলাই), মুগ, এই সমস্ত দ্রব্যকে শীঘ্র মাতুলপুত্রক (ধুস্তূরবীজ) জীর্ণ করে। বনখর্জ্জুর, বিস (মৃণালবিশেষ), কেশুর, সিতা, পানিফল এবং মধুফল (বৈঁচি) পরিপাকার্থ নাগরমুথাই শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্যামাক (শ্যামা ঘাসের বীজ), নীবার এবং কুলথকলাই দধিমস্তু দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়। কাঁজি দ্বারা বৈদল (দাউল) পরিপাক হয়। পিষ্টান্ন শীতল জলে পরিপাক হয়, দ্বিদলমিশ্রিত অন্ন অর্থাৎ খিচুড়ি সৈন্ধব লবণে পরিপাক হয়, কাগজী লেবুতে মাষেণ্ডরী (মাষখণ্ড বিকৃতি) পরিপাক হয়। মুদ্গযূষে পায়স পরিপাক হয়। বটক (বড়া) ও বেশবার লবঙ্গ দ্বারা পরিপাক হয়। ফেনী (খাজা) ও পাঁপর সজিনার বীজে জীর্ণ হয়, পিপ্পলের মূল লাড়ু পরিপাক করে। অপূপ ও সক্ত্বাদি (পানক বিশেষ) তিলমিশ্রিত যবাগূ দ্বারা পরিপাক হয়।

অথ সাধারণ-চিকিৎসা।

লবঙ্গাদ্যং মোদকম্।

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতীফলং ত্বগা॥
কট্‌ফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্।
কক্কোলমগুরুশ্চৈব উশীরঞ্চাভ্রকং তথা॥
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা।
ধাত্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্॥
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিযোজয়েৎ।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু অম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্দ্ধনম্॥
গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ অতীসারং সুদুর্জ্জয়ম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুথা, জটামাংসী, যব-

তণ্ডুল, ধনে, শুলফা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ। সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃতাদি-মোদকম্।

ত্রিবৃদ্দন্তীকণামূলং কণা বহ্নিঃ পলং পলম্।
সর্ব্বতুল্যামৃতা শুণ্ঠী গুড়েন সহ মোদকম্।
কর্ষৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্যাগ্নিং কুরুতে ধ্রুবম্॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল, চিতামূল; প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চসার ৫ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ৫ পল, গুড় ৩০ পল। মোদক করিয়া লইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে অগ্নি অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। মাত্রা—৷৷০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

হরীতকী-প্রয়োগঃ।

হরীতকীশতং প্রাহ্যং তক্রেঃ সিদ্ধঞ্চ কারয়েৎ।
যত্নাদ্ বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণানীমানি পূরয়েৎ॥
ষড়ূষণং পঞ্চপটূ যমানীদ্বয়মেব চ।
ত্রিক্ষারং হিঙ্গু দিব্যঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রাম্লেনাপি ভাবয়েৎ
লিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
খাদয়েদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্।
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্॥
গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

১০০টী হরীতকী, উপযুক্ত তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজ সকল নিষ্কাশন করিয়া লইবে। পরে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু ও লবঙ্গ প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী সকলের মধ্যে পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকী সকল আমরুলের রসে এবং লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। এক একটি হরীতকী সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, গুল্ম ও শূলাদি নানা রোগ উপশমিত হয়।

অমৃতহরীতকী।

তক্রে সমুৎস্বেদ্য শিবাশতানি
তদ্বীজমুদ্ধৃত্য চ সুকৌশলেন।
ষড়ূষণং পঞ্চ পটূনি হিঙ্গু
ক্ষারাবজাজীমজমোদকঞ্চ॥
ষড়ূষণাদেস্ত্রিবৃদর্দ্ধভাগা
গণস্য দেয়াম্বরগালিতস্য।
বিভাব্য চূর্ণেন রজাংসমীনাং
ক্ষারেণ চুক্রস্য বীজনিবাসগর্ভে॥
সম্যক্ নিধায় চ বিশোষ্য তাসাং
হরীতকীমস্তমতাং নিষেবেৎ।
অজীর্ণমন্দানলজাঠরাময়ান্
সগুল্মশূলগ্রহণীগুদাঙ্কুরান্॥
বিবন্ধমানাহকরৌ [illegible]
তথামবাতংস্ত্বমৃতা হরীতকী॥

উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টী, ঘোলে সিদ্ধ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক তাহার আঁঠিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে, যেন তাহাতে হরীতকী ভাঙ্গিয়া না যায়। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কালজীরে ও যমানী; এই সকল চূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং ইহার অর্দ্ধভাগ তেউড়ীচূর্ণ দিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ চুকাপালঙ্গ দ্বারা ভাবনা দিয়া উক্ত শূন্যগর্ভ হরীতকীর মধ্যে পূরিবে এবং রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া পাত্র-মধ্যে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ এই হরীতকী একটি করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, জাঠর রোগ, গুল্ম, শূল, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শার্দ্দূলকাঞ্জিকম্।

শাল্মলী মূলবেষ্টেন [illegible]
[illegible] [illegible] হরীতকীম্॥

মহৌষধং যমানীঞ্চ ধান্যকং মরিচং তথা ।
জীরকঞ্চাপি হিঙ্গুঞ্চ কাঞ্জিকং সাধয়েদ্ ভিষক্ ॥
এষ শার্দ্দূলকো নাম কাঞ্জিকোঽগ্নিবলপ্রদঃ ।
সিদ্ধার্থতৈলসংভৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যপোহতি ॥
কাসং শ্বাসমতীসারং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ।
আমঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ বাতশূলং সবেদনম্ ॥
অর্শাংসি শ্বয়থুঞ্চৈব ভুক্তে পীতে চ মাত্রয়া ।
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্ ॥
সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া অষ্টগুণং কাঞ্জিকং চতুর্গুণজলেন পক্ত্বা কাঞ্জিকশেষমবতারয়েৎ । বুদ্ধ্বা মাত্রয়া দদ্যাৎ ।

পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতামূল, চৈ, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধনে, মরিচ, জীরা, হিঙ্গু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান ; চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ কাঞ্জিক ; কাঞ্জিকের চতুর্গুণ জল ; সমস্ত একত্র পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহার নাম শার্দ্দূলকাঞ্জিক। ইহা শ্বেতসর্ষপের তেলে সাঁতলাইয়া লইয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ, গুল্মরোগ, বেদনাযুক্ত বাতশূল, অর্শঃ ও শোথ নষ্ট হয়।

মুস্তকারিষ্টঃ ।

মুস্তকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্রোণেঽম্বুনঃ পচেৎ ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্ ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং যমানীং বিশ্বভেষজম্ ।
মরিচং দেবপুষ্পঞ্চ মেথীং বহ্নিঞ্চ জীরকম্ ॥
পলযুগ্মমিতং ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
সংস্থাপ্য মাসমাত্রন্তু ততঃ সংস্রাবয়েদ্ ভিষক্ ॥
অজীর্ণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্ ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

মুতা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩৭।০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল, জীরা, প্রত্যেক ২ পল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একমাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষারগুড়ঃ ।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলামর্কমূলং শতাবরীম্ ।
দন্তীং চিত্রকমাস্ফোতাং রাস্নাং পাঠাং সুধাং শঠীম্
পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ দগ্ধ্বা ভস্ম সমাবপেৎ ।
ত্রিগুণে দ্বিগুণে বাপি জলে দাপ্য চ গালয়েৎ ॥
ইদন্তং সাধয়েদ্ভূয়শ্চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ।
ততো গুড়তুলাং দত্ত্বা সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ॥
সিদ্ধং গুড়ন্তু বিজ্ঞায় চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ।
বৃশ্চিকালীং বিকাকোল্যৌ যবক্ষারং সমাবপেৎ ॥
এতে পঞ্চপলা ভাগাঃ পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ ।
হরীতকীং ত্রিকটুকং সর্জ্জিকাং চিত্রকং বচাম্ ।
হিঙ্গ্বম্লবেতসঞ্চাপি দ্বে পলে তত্র দাপয়েৎ ।
অক্ষপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্ যথাবলম্ ॥
অজীর্ণং জরয়ত্যেষ জীর্ণে সন্দীপয়ত্যপি ।
ভুক্তং ভুক্তং পচত্যাশু পাণ্ডুত্বমপকর্ষতি ।
প্লীহার্শঃশ্বয়থুঞ্চৈব শ্লেষ্মকাসমরোচকম্ ।
মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং কফে কণ্ঠোরসি স্থিতে ॥
মূত্রাণি চ প্রমেহাংশ্চ গুল্মাংশ্চাশু ব্যপোহতি ।
খ্যাতঃ ক্ষারগুড়ো হ্যেষ রোগানীকে প্রযোজয়েৎ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, দন্তী, চিতা, হাপরমালী, রাস্না, আকনাদি, সিজের মূল ও শটী, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া প্রত্যেককে অন্তর্দ্ধূমে দগ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার করিবে। পরে ঐ সমস্ত ক্ষারচূর্ণ ৬৪ সের জলে গুলিয়া ২১ বার ছাকিয়া লইবে এবং ঐ ক্ষারজল আগুনে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে, পরে উহাতে ১২।০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু আগুনে পাক করিবে। যখন উহা ঘনীভূত হইবে, তখন বিচুটি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও যবক্ষার প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল, হরীতকী, ত্রিকটু (মিলিত), সাচিক্ষার, চিতা, বচ, হিং ও অম্লবেতস প্রত্যেক এক এক পল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই

ক্ষারগুড় অজীর্ণনাশক ও অগ্নি উদ্দীপক। ইহা সেবন করিয়া বারংবার ভোজন করিলেও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, অর্শঃ, শ্লৈষ্মিক কাস, অরুচি, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থিত কফ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ক্ষারগুড় রোগিকে সেবন করিতে দিবে, কারণ ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক হইলেও স্বস্থ ব্যক্তির সেবনীয় নহে। যেহেতু ক্ষারগুড় সেবনে স্বস্থ ব্যক্তির সোমধাতু ক্ষয় হইয়া থাকে।

অথ বিসূচিকাদি-নিদানম্।

অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা॥
সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥
মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥
কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি॥
বাতবর্চোনিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি।
তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্য তু॥
দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং
প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য।
বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যা-
মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥

আম, বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ হইল, ইহাদিগের হইতেই বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচীর নিরুক্তি;—এই পীড়ায় অজীর্ণবশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়া গাত্র সকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া, বৈদ্যেরা ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চলিত ভাষায় ইহাকে ওলাউঠা কহে

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না, যাহারা ভক্ষ্যানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় ও অশনলোলুপ, ইহা তাহাদেরই হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, ভেদ, বমি, পিপাসা, শূলবদ্বেদনা, ভ্রম, হস্তপদে খালি ধরা, জৃম্ভা (হাই), গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল এই গুলি বিসূচীরোগের লক্ষণ।

অলসক রোগে, কুক্ষিতে অতি কষ্টদায়ক আধ্মান উপস্থিত হয়, রোগী যাতনায় আর্ত্তনাদ করে ও মূর্চ্ছা যায় এবং অজীর্ণবশতঃ কুক্ষিদেশস্থ বায়ু অধঃপ্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরিভাগে অর্থাৎ হৃদয় ও কণ্ঠাদি স্থানে বিচরণ করে, এই রোগে মল মূত্র বিশেষরূপ রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা ও উদ্গার হয়। ভুক্ত দ্রব্য অধঃ বা ঊর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া অপক্বাবস্থায় আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে বলিয়া, এই ব্যাধিকে অলসক কহে।

যে রোগে ভুক্তান্ন কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা দুষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক্ দিয়াই নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিলম্বিকারোগ কহিয়া থাকেন। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য।

দণ্ডালসক রোগে বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে কম্প, গাত্রবেদন, আনাহ ও শূল; পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, দাহ ও দাহাদি; কফের প্রাধান্য থাকিলে দেহের গুরুতা, বমি, বাগ্রোধ ও নিষ্ঠীবন হয় এবং বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ থাকিলে এমন কি মলরেচন একবারে বদ্ধ হইয়া যায়, তীব্রশূলাদি উপস্থিত হয় ও স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রোগে দোষত্রয় তির্য্যগ্গত হইয়া শরীরকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করে, তজ্জন্য ইহাকে দণ্ডালসক কহে। দণ্ডালসক রোগ অসাধ্য।

অথ বিসূচিকা চিকিৎসা।

পঞ্চ যোগাঃ।

জলপীতাপামার্গমূলং হন্তি বিসূচিকাম্।
সতৈলং কারবেল্লস্য পানমেষ্টি বিসূচিকাম্॥
বালমূলস্য তু ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
বিসূচীনাশনঃ শ্রেষ্ঠো জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনঃ॥
বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্ত্যচ্ছর্দ্দিং বিসূচিকাম্।
বিল্বনাগরকৈটর্য্য-ক্বাথস্তদ্বিকো গুণৈঃ॥

১। আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

২। উচ্ছে পাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হইয়া থাকে।

৩। কচিমুলার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়। ইহা বিসূচী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নির উদ্দীপক।

৪।৫। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফলের ক্বাথ বমন ও বিসূচিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিসূচিকায়াং বিশেষ-চিকিৎসা।

বিসূচিকায়াং ঘোরায়াং ভেদাধিক্যপ্রশান্তয়ে।
অহিফেনযুতং গ্রাহি ভেষজং সংপ্রযোজয়েৎ॥
ছর্দ্দিনেঽতিপ্রবৃত্তে তু ছর্দ্দিনক্ত বিধিহিতঃ।
সার্ষপেণ চ কল্কেন জঠরোর্দ্ধং প্রলেপয়েৎ।
তেনাপি প্রশমং যাতি বান্তির্বিসূচীসম্ভবা॥
নির্ম্মলং শীতলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
যুক্ত্যা মুহুর্ম্মুহুর্দ্দদ্যাৎ তৃষ্ণার্ত্তায় ভিষগ্বরঃ॥
বৃত্তফলং তোলমিতং তদর্দ্ধং মধুযষ্টিকম্।
তদর্দ্ধং কজ্জলী গ্রাহ্যা সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ॥
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমল্পাল্পং রোগিণং ভিষক্।
কদলীমূলজরসৈর্নস্তং হিক্কানিবারণম্।
গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশে বা রাজিকাকল্কলেপনম্।
মূত্রসঞ্জননার্থঞ্চ পদ্মায়াঃ পত্রজং রসম্॥
পায়য়েৎ সিতয়া সার্দ্ধং মূত্রস্ত রেচনং পরম্।
বটপত্রীং যবক্ষারং পিষ্ট্বা বস্তিং বিলেপয়েৎ॥
অঙ্গে তু শীতলীভূতে তেজস্বে ক্ষীণনাড়কে।
যোগ্যমাত্রাং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুরাম্॥
বৃহচ্চন্দ্রোদয়ঞ্চাপি মকরধ্বজসংজ্ঞকম্।
শতাহ্বেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ।
স্বেদেন প্রশমং যাতি তীব্রবেদনোদরসম্ভবা॥
আবিরৈর্ঘর্ষয়েদ্ গাত্রমথবা বিদ্রুমং রজঃ।
প্রবালভস্ম ঘর্ম্মনাশায় মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
শিরঃশূলে চ শিরসি নিক্ষেপ্যং তোয়ং সুশীতলম্।
সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ তাপো পাণিপাদয়োঃ।
সান্নিপাতে সমুৎপন্নে সান্নিপাতিকবৎ ক্রিয়া॥

বিসূচিকা রোগের ঘোরাবস্থায় ভেদাধিক্য-নিবারণের জন্য অহিফেনযুক্ত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বমন-নিবারণার্থ বমন চিকিৎসাধিকারোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে। সর্ষপের কল্ক দ্বারা উদরের ঊর্দ্ধভাগ প্রলিপ্ত করিলেও বমন নিবারিত হয়। রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরবাসিত নির্ম্মল সুশীতল জল, বিবেচনা পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে। কাবাবচিনি চূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ ॥০ তোলা, কজ্জলী ।০ আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে। তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে কদলীমূলের রসের নস্য দিবে। রাই-সরিষা বাটিয়া ঘাড়ে বা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিক্কা নিবারিত হয়। মূত্রসঞ্জননার্থ স্থলপদ্মের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে। পাথরকুচার পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। অঙ্গ শীতল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও বৃহৎ চন্দ্রোদয়াদি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিবে। উদরে বেদনা হইলে টার্পিন তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান (ফোমেণ্ট) করিবে। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে অথবা প্রবাল ভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল-নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করিবে। সংজ্ঞাজননার্থ হাতে পায়ে তাপ দিবে। বিকার উপস্থিত হইলে যথাবিধি বিকারের চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রতৈলসমন্বিতম্।
বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণম্॥

কুষ্ঠেত্যাদি। আতুরস্য তাৎকালিকী পীড়া মহতী, তদ্দহে চ তৈলং পক্তুমশক্যম্, অতঃ কিঞ্চিচ্চুক্রং তৈলঞ্চ দত্ত্বা কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কেন কদুষ্ণেন মর্দ্দনং কার্য্যমিত্যাভবৃদ্ধাঃ। তৈলপাকপক্ষে তু কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ পাদিকঃ, চুক্রঞ্চ চতুর্গুণম্। চক্রটীকা॥

বিসূচিকা রোগে খাইল্ ধরা ও পেটের বেদনা নিবারণার্থ কুড় ও সৈন্ধব লবণ, চুক্র (অভাবে কাঞ্জী) ও তিলতৈলের সহিত পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৈল পাক করিতে হইলে ১৪ সের চুক্র, কল্কার্থ কুড় ও সৈন্ধব মিলিত একপোয়া সহ এক সের তৈল পাক করিবে।

ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে
মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।
ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা
হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন॥

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ডহরকরঞ্জার ফল, হরিদ্রা ও টাবালেবুর মূল, জলে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

গুড়পুষ্পশিখরিতণ্ডুল-গিরিকর্ণিকাহরিদ্রাভিঃ।
অঞ্জনগুড়িকা বিলয়তি বিসূচিকাং ত্রিকটুসংযুক্তা॥

মহুয়া বৃক্ষের সার, আপাঙ্গের বীজ, শ্বেত অপরাজিতার মূল, হরিদ্রা ও ত্রিকটু; এই সকল দ্রব্যের গুঁড়িকা প্রস্তুত করিয়া, অঞ্জন দিলেও বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

ত্বক্পত্ররাস্নাগুরুশিগ্রুকুষ্ঠৈরম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচাশতাহ্বৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং খল্লিবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্বঞ্চ তদর্থকারি॥

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনা ছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা; এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া সেই পেষিত ঔষধ দ্বারা মর্দ্দন করিলে খাইল ধরা ও বিসূচিকা নিবারিত হয়। অথবা এই সকল দ্রব্যের উপযুক্ত কল্কের ও চারিগুণ কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলেও উক্ত উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিপাসায়াং তথোৎক্লেশে লবঙ্গাম্বু শস্যতে।
জাতীফলস্য বা শীতং শৃতং ভদ্রঘনস্য বা॥

বিসূচিকায় পিপাসা ও উৎক্লেশ নিবারণার্থ লবঙ্গ, জায়ফল বা ভদ্রমুতার সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

অথোৎক্লেশস্য লক্ষণম্।

উৎক্লিষ্টান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতঃ।
হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ॥

উৎক্লেশের লক্ষণ।—ইহাতে বমনোদ্বেগ হয়, অথচ ভুক্তান্ন নির্গত হয় না। মুখ-প্রসেক থুৎকার উদ্‌গিরণ হইতে থাকে এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে।

অথালসক-চিকিৎসা।

বমনস্ত্বলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা।
স্বেদো বর্ত্তির্লঙ্ঘনঞ্চ ক্রমশ্চাতোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

অলসকরোগে, প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান দ্বারা বমন করাইয়া পরে স্বেদপ্রদান, বর্ত্তিপ্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া করিবে।

করঞ্জনিম্বশিখরী-গুড়ূচ্যর্জ্জকবৎসকৈঃ।
পীতঃ কষায়ো বমনাদ্ঘোরাং হন্তি বিসূচিকাম্॥

ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ জল আকণ্ঠ পান করিলে বমি হইয়া বিসূচিকা (অলসক) রোগ বিনষ্ট হয়।

সরুক্ চানদ্ধমুদরমম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ॥
তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ।
স্বেদো ঘটৈর্বা বহুবাষ্পপূর্ণৈরুষ্ণৈস্তথাঙ্কৈরপি পাণিতাপৈঃ॥

উদর বেদনান্বিত ও আনদ্ধ (বায়ু দ্বারা কষিয়া ধরা) থাকিলে দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

অথবা যবচূর্ণ ও যবক্ষার তক্রে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিবে। কিংবা বোতলে অত্যুষ্ণ কাঞ্জিকাদি পূরিয়া উহার মুখ বন্ধ করত ঐ বোতল দ্বারা অথবা বস্ত্রাদির পোট্টলী বা হস্ততল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উদরে স্বেদ দিবে।

বিলম্বিকালসকয়োরয়মেব ক্রিয়াক্রমঃ।
অতএব তয়োরুক্তং পৃথঙ্ নৈব চিকিৎসিতম্॥

অলসক ও বিলম্বিকার চিকিৎসাক্রম একই প্রকার, তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ বলা গেল না। অলসক-বিধানানুসারে বিলম্বিকার চিকিৎসা করিবে।

রস-প্রয়োগঃ।

আদিত্যরসঃ।

দরদঞ্চ বিষং গন্ধং ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ লবণানি চ পঞ্চ বৈ॥
সর্ব্বমেতৎ কৃতং চূর্ণমম্লযোগেন সপ্তধা।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জার্দ্ধপ্রমিতা বুধৈঃ॥
রসো হ্যাদিত্যসংজ্ঞোঽয়মজীর্ণক্ষয়কারকঃ।
ভুক্তমাত্রং পাচয়তি জঠরানলদীপনঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জায়ফল, লবঙ্গ ও পঞ্চলবণ এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া অম্লরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অজীর্ণনাশক, ভুক্তান্নের সদ্যঃ পাচক ও জঠরাগ্নির দীপক।

বড়বানলো রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকং তৎসমং মতম্।
পিপ্পলী পঞ্চলবণং মরিচঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
ক্ষারত্রয়ং সমং সর্ব্বং চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
নিগুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈণৈব ভাবয়েদ্দিনমেকতঃ।
বড়বানলনামায়ং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

শোধিত পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা ক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পারদের সমান, একত্র চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। পরে ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশনো রসঃ।

গন্ধেশটঙ্গণৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগস্তু মরিচং জম্বাম্ভোমর্দ্দিতং দিনম্॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কৃত্বার্দ্রেণ প্রযোজয়েৎ।
শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
অজীর্ণে সন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় একত্র লেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

বৃহদ্ধুতাশনো রসঃ।

একদ্বিকদ্বাদশভাগযুক্তং যোজ্যং বিষং টঙ্গণমূষণঞ্চ।
হুতাশনো নাম হুতাশনস্য করোতি বৃদ্ধিং কফজিন্নরাণাম্॥

মিঠাবিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মরিচ ১২ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কফ নাশ হয়।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
ত্রিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে।
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্॥

শোধিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ; এই সকল দ্রব্য কণ্টকারী ফলের রসে ২১ বার ভাবনা

দিয়া ও উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকা নিবারিত হয়।

শ্রীরামবাণ-রসঃ।

পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতিকাফলমথার্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতম্॥
মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ।
সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকং সামবাতখরদূষণং জয়েৎ।
বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ॥

পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা, একত্র কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। জঠরাগ্নিদীপক এই রামবাণ রস সেবন করিলে সদ্যঃ সংগ্রহ-গ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণ, আমবাতরূপ খরদূষণ ও অগ্নিমান্দ্যরূপ রাবণ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্কণেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরীচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্কজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ।
বিসূচিকাজীর্ণসমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্ দ্বিবল্লং গ্রহণীগদে চ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, বিষ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র পাকা গোঁড়া-লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবন করিলে বিসূচিকা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্।
ফলত্রয়ং যবক্ষারং ব্যোষং পঞ্চ পটূনি চ॥
তাদৃশৈতানি সর্ব্বাণি রসতুল্যানি যোজয়েৎ।
সংমর্দ্দ্য সপ্তধা সর্ব্বং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
সংশোষ্য চূর্ণয়িত্বা তু ভক্ষয়েদ্রার্দ্রকাম্বুনা।
শাণমাত্রং বয়ো বীক্ষ্য নানাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
রসশ্চাগ্নিকুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।
মহাগ্নিকারকশ্চৈব কালভাস্করতেজসাম্॥
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগাঞ্ছোথং পাণ্ড্বাময়ং জয়েৎ।
দুর্নামগ্রহণীসাম-রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
যথেষ্টাহারচেষ্টস্তু নাত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ; ত্রিফলা, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কাললবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট্ ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক এক ভাগ করিয়া লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া আধ তোলা (ব্যবহার ২ রতি হইতে ৮ রতি পর্য্যন্ত) পরিমাণে আদার রসের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

পাশুপতো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং ত্রিভাগং তীক্ষ্ণভস্মকম্।
ত্রিভিঃ সমং বিষং দেয়ং চিত্রককাথভাবিতম্॥
ধূর্ত্তবীজস্য ভস্মাপি দ্বাত্রিংশদ্ভাগসংযুতম্।
কটুত্রয়ং ত্রিভাগং স্যাল্লবঙ্গৈলা চ তৎসমম্॥
জাতীফলং তথা কোষমর্দ্ধভাগং নিযোজয়েৎ।
তথার্দ্ধং লবণং পঞ্চ স্নুহ্যর্কৈরণ্ডতিন্তিড়ী॥
অপামার্গাশ্বথজঞ্চ ক্ষারং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
হরীতকীং যবক্ষারং সর্জ্জিকাং হিঙ্গু জীরকম্॥
টঙ্গণঞ্চ ঘৃতভুলাঞ্চাম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ।
ভোজনান্তে প্রযোক্তব্যো গুঞ্জাফলপ্রমাণতঃ॥
রসঃ পাশুপতো নাম সদ্যঃপ্রত্যয়কারকঃ।
দীপনঃ পাচনো হৃদ্যঃ সদ্যো হন্তি বিসূচিকাম্॥
তালমূলীরসেনৈব উদরাময়নাশনঃ।
মোচরসেনাতিসারং গ্রহণীং তক্রসৈন্ধবৈঃ॥
সৌবর্চ্চলকণাশুণ্ঠী-যুতঃ শূলং বিনাশয়েৎ।
অর্শো হন্তি চ তক্রেণ পিপ্পল্যা রাজযক্ষকম্॥
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু শুণ্ঠীসৌবর্চ্চলান্বিতঃ।
শর্করাধান্যযোগেন পিত্তরোগং নিহন্ত্যয়ম্॥
পিপ্পলীক্ষৌদ্রযোগেন শ্লেষ্মরোগঞ্চ তৎক্ষণাৎ।
অতঃ পরতরো নাস্তি ধন্বন্তরিমতো রসঃ॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, লৌহভস্ম ৩ ভাগ, সর্ব্বসমান বিষ, একত্র চিতার ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে ধুতুরার বীজভস্ম ৩২ ভাগ, ত্রিকটু তিন ভাগ, লবঙ্গ ১ ভাগ, এলাইচ ১ ভাগ, জায়ফল ও জয়িত্রী অর্দ্ধভাগ, পঞ্চলবণ প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; সিজু-ক্ষার, আকন্দক্ষার, এরণ্ডক্ষার, তেঁতুলছালের ক্ষার, অপামার্গের ক্ষার, অশ্বত্থের ক্ষার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; হরীতকী, যবক্ষার, সাচি-ক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, সোহাগা প্রত্যেক বস্তু এক এক ভাগ মিশাইয়া জম্বীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে গুঞ্জাপরিমিত বটিকা করিয়া আহারের পর সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নি-মান্দ্য ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। উদরাময় রোগে তালমূলীরসের সহিত, অতীসারে মোচরসের সহিত, গ্রহণীরোগে ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত এবং শূলরোগে সচল লবণ পিপুল ও শুঁঠ এই অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, পিপুল অনুপানে রাজযক্ষ্মা, শুঁঠ ও সচললবণ অনুপানে বাতরোগ, চিনি ও ধনে অনুপানে পিত্তরোগ এবং পিপুল ও মধু অনুপানে শ্লেষ্মরোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন, পাচন, হৃদ্য ও বিসূচিকাঘ্ন। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, পাশুপত রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অমৃতকল্পবটী।

শুদ্ধৌ পারদগন্ধৌ চ সমানৌ কজ্জলীকৃতৌ।
তয়োরর্দ্ধং বিষং শুদ্ধং তৎসমং টঙ্কণং ভবেৎ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিদিনং যত্নতঃ পুনঃ।
মুদ্গপ্রমাণা বটিকা কর্ত্তব্যা ভিষজাং বরৈঃ॥
বটীদ্বয়ং হরেৎ শূলমগ্নিমান্দ্যং সুদারুণম্।
অজীর্ণং জরয়ত্যাশু ধাতুপুষ্টিং করোতি চ॥
নানাব্যাধিহরা চেয়ং বটী গুরুবচো যথা।
অনুপানবিশেষেণ সম্যগ্‌গুণকরী ভবেৎ॥

সমান পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর অর্দ্ধেক বিষ ও বিষের সমান সোহাগা দিয়া একত্র ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট ও ধাতু পুষ্ট হয়।

অমৃতবটী।

অমৃতবরাটমরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ।
বটিকা মুদ্গসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী॥

বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৯ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

ক্ষুধাসাগরো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং রসো গন্ধো ভাগৈকং পূর্ব্ববদ্ বিষম্॥
পানীয়েন বটী কার্য্যা গুঞ্জামানা মনীষিভিঃ।
ভক্ষয়েদ্ বটিকামেকাং লবঙ্গৈঃ পঞ্চভিঃ সহ॥
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ সূর্য্যেণ নির্ম্মিতঃ।
আমবাতং তথা গুল্মং গ্রহণীমম্লপিত্তকম্।
মন্দাগ্নিং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যমিন্দ্রাশনস্তথা॥
পূর্ব্ববদ্ বিষমিতি পারদাদ্যুক্তভাগবৎ, তেনাত্র বিষস্য ভাগদ্বয়ম্।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, ত্রিক্ষার (সাচিক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগাক্ষার), পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ, এই সকলকে জল দিয়া মর্দ্দন করতঃ ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। মধু দিয়া মাড়িয়া লবঙ্গচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আমবাত, গুল্ম, গ্রহণী, অম্লপিত্ত ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

ভক্তবিপাকবটী।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা।
ত্রিবৃৎ দন্তী বারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্॥
পিপ্পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্।
রামঠং কটুকা চৈব * সৈন্ধবং সাজমোদকম্॥

* কটুকাপালীতি পাঠান্তরম্।

জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব তুলস্যাঃ স্বরসেন চ।
আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ খল্লপাত্রে চ নিস্মলে।
পেষয়িত্বা বটীং খাদেদ্ গুঞ্জাফলসমপ্রভাম্॥
ভক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে
মুহুর্মুহুর্বাঞ্ছতি ভোজনানি।
আমানুবন্ধে চ চিরাগ্নিমান্দ্যে
বিড়্বিগ্রহে পিত্তকফানুবন্ধে॥
শোথোদরে চার্শগদেঽপ্যজীর্ণে
শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে চ।
শস্তা বটী ভক্তবিপাকসংজ্ঞা
সুখং বিপাচ্যাশু নিরস্য কোষ্ঠম্॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটকী (পাঠান্তরে - কাটাগুড়কাউল), সৈন্ধব, বনযমানী, জাতীফল ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে, নিসিন্দাপত্রের রসে, হুর্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে) রসে এবং তুলসীপত্রের রসে রৌদ্রে একবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে খলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, শোথ, উদরাময়, অর্শঃ, অজীর্ণ, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অগ্নিতুণ্ডীরসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রয়ম্।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকম্॥
সৌবর্চ্চলবিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যূষণং সমম্।
বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে।
টঙ্কণং সমমিতি বা পাঠঃ।

পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও ত্রিকটু, (পাঠান্তরে—সোহাগার খৈ,) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান কুচিলা, সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করত মরিচসদৃশ বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবস্থেয়।

পঞ্চামৃতবটী।

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচানি চ।
সমভাগমিদং চূর্ণং চাঙ্গেরীরসমর্দ্দিতম্॥
মর্দ্দিতে হি রসে ভূয়ো জয়ন্তীসিন্ধুবারয়োঃ।
ভাবনাপি চ কর্ত্তব্যা গুঞ্জাপরিমিতা বটী॥
তপ্তোদকানুপানেন চতস্রস্তিস্র এব বা।
বহ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বটাঃ পঞ্চামৃতাস্তথা॥

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক, মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে; পুনরায় জয়ন্তী ও নিসিন্দা পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। রোগির অবস্থা বুঝিয়া ৩।৪ বটিকা উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অগ্নিরসঃ।

মরিচাব্দবচাকুষ্ঠং সমাংশং বিষমেব চ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা মুদ্গমাত্রস্তু কারয়েৎ॥
অয়মগ্নিরসো নাম সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
(সর্ব্বসমং বিষম্।)

মরিচ, মুতা, বচ ও কুড় প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, আদার রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

জ্বালানলো রসঃ।

ক্ষারদ্বয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমম্।
সর্ব্বতুল্যা জয়া দেয়া তদর্দ্ধং শিগ্রুবল্কলম্॥
এতৎ সর্ব্বং জয়াশিগ্রুবহ্নিমার্কবজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎ ত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা চার্দ্রদ্রবৈর্জ্বালানলো ভবেৎ।
পাচনো দীপনো হৃদ্যশ্চোদরাময়নাশনঃ॥

সাচিক্ষার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ,

সর্ব্বসমান সিদ্ধিপত্র এবং সিদ্ধির অর্দ্ধেক সজিনার ছাল প্রদান করিয়া ভাঙ, সজিনার ছাল, চিতা ও ভীমরাজ রস, প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। তৎপরে লঘুপুটে পাক করিবে। অনন্তর আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরাময় নাশ হয়। ইহা হৃদ্য, পাচক ও অগ্নিদীপক।

লবঙ্গাদি-বটী।

লবঙ্গশুণ্ঠীমরিচানি ভৃষ্ট-সৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি কৃত্বা।
ভাব্যাঙ্গপামার্গহুতাশবারা প্রভূতমাংসাদিকজারণায়॥

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতা মূলের কাথে ভাবনা দিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া যায়।

বৃহল্লবঙ্গাদি-বটী।

লবঙ্গজাতীফলধান্যকুষ্ঠং জীরদ্বয়ং ত্র্যূষণত্রৈফলঞ্চ।
এলাত্বচং টঙ্গবরাটভস্মং বচাজমোদা ভিড়সৈন্ধবঞ্চ॥
তদর্দ্ধকং পারদগন্ধকাভ্রং লৌহঞ্চ তুল্যং স্ববিচূর্ণ্য সর্ব্বম্।
তম্বাগবল্লীদলতোয়পিষ্টং বল্লপ্রমাণাং বটিকাঞ্চ কৃত্বা।
প্রাতর্বিদধ্যাদপি চোষ্ণতোয়ৈরিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারম্।
আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং জ্বরং তথা শ্লেষ্মভবং সশূলম্॥
কুষ্ঠাম্লপিত্তং প্রবলং সমীরং মন্দানলং কোষ্ঠগতঞ্চ বাতম্।
বটী লবঙ্গাদ্যা বহুপ্রণীতা তথা সবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রম্॥

লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, জীরা, কালজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, যমানী, বিট্ ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ১ ভাগ। পারদ, গন্ধক, অভ্র এই সকল অর্দ্ধভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ২ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, আমাশয়, জ্বর, কফজনিত শূল, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠস্থ বায়ুর বিনাশ হয়।

টঙ্গণাদি-বটী।

টঙ্গণনাগরপারদগন্ধা-গরলং মরিচং সমভাগযুতম্।
লকুচরসবরসৈশ্চণকপ্রতিমা গুড়িকা জনয়ত্যচিরাদনলম্॥

সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, বিষ ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সিন্ধুকামৃতম্।
শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য জম্বাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ।
বল্লমানা বটী কার্য্যা চাগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥
(অত্র সিন্ধুকঃ সিন্ধুবারঃ। ভট্টস্তু সৈন্ধবমিত্যাহ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, নিসিন্দা (কাহারও মতে সৈন্ধব), বিষ, শুঁঠ, ধুতূরার বীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করত অগ্নিমান্দ্যশান্তির জন্য ২ কুঁচপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

শঙ্খবটী। মহাশঙ্খবটী।

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্।
চিঞ্চিকাক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষগন্ধকপারদম্।
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ কাথৈর্নিম্পাকজৈ রসৈঃ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গে-*-র্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী॥
সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিগচ্ছতি।
ভুক্ত্বাকণ্ঠন্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্॥
তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী।
জ্বরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কুষ্ঠং শূলং প্রমেহকম্॥

* জম্বীরবীজপূরঞ্চ মাতুলুঙ্গকচুক্রকম্।
চাঙ্গেরী তিন্তিড়ী চৈব বদরী করমর্দ্দকম্।
অষ্টাবম্লস্য বর্গোঽয়ং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ॥
জাম্বীর, বীজপূরক, টাবালেবু, অম্লবেতস, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, এই আটটিকে অম্লবর্গ কহে।

বাতরক্তং মহাশোথং বাতপিত্তকফানপি।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥
নির্ম্মূলং দহতে শীঘ্রং তুলকং বহ্নিনা যথা।
লৌহবঙ্গযুতা সেয়ং মহাশঙ্খবটী স্মৃতা।
প্রভাতে কোষ্ণতোয়ানু-পানমেব প্রশস্যতে॥
(সিদ্ধফল।)

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের ক্বাথে, লেবুর রসে, বিশেষতঃ অম্লবর্গে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হয়। (২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে)। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, জ্বর, গুল্ম, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত, অর্শঃ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

শঙ্খবটী।

সার্দ্ধকর্ষং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ।
বিষং কর্ষত্রয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বতুল্যং মরীচকম্॥
দগ্ধশঙ্খঞ্চ তত্তুল্যং পঞ্চ কর্ষাণি নাগরাৎ।
সর্জ্জিকারামঠকণা-সিন্ধুসৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
সামুদ্রমৌদ্ভিদঞ্চৈব ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
বটী গ্রহণ্যম্লপিত্ত-শূলঘ্নী বহ্নিদীপনী।
বহ্নিমান্দ্যকৃতান্ রোগান্ সামদোষং বিনাশয়েৎ॥

পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সমান মরিচ এবং মরিচের সমান শঙ্খভস্ম, শুঁঠ ১০ তোলা, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, করকচলবণ, পাংশুলবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশ তোলা, ইহাদিগকে কাগজী লেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শঙ্খবটী।

চিঞ্চাক্ষারপলং পটুব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং
তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি।
হিঙ্গুব্যোষপলং রসামৃতবলী নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকারুক্‌পক্তিশূলাদিষু॥
পটুব্রজপলং পঞ্চলবণং মিলিত্বা পলং, হিঙ্গুশুণ্ঠী-পিপ্পলীমরিচানামপি মিলিত্বা পলং, রসবিষগন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষচতুষ্টয়ং, শঙ্খগেড়ুরাং বহ্নৌ ধ্মাত্বা নিম্বুরসে তপ্তাং নিক্ষিপেৎ, যাবচ্চূর্ণীভূয় অম্লরসে পততি; সর্ব্বচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বুরসেন রৌদ্রে তাবদ্ ভাবয়েদ্ যাবদম্লতা ভবতি।

তেঁতুলছাল ভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে বারংবার দগ্ধ করিয়া তপ্ত তপ্ত লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। চূর্ণবৎ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে), হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ মিলিত ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া অম্লাস্বাদ হইলে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষয়, গ্রহণীরোগ ও পরিণামশূলাদি রোগে প্রযোজ্য।

শঙ্খবটী।

দ্বৌ ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ সলবণৌ ব্যোষঞ্চ তুল্যং বিষং
চিঞ্চাশঙ্খচতুর্গুণং রসবরে লিম্পাকজাতে কৃতম্।
বারংবারমিদং সুপাকচরিতং লৌহং ক্ষিপেদ্ধিঙ্গুকং
ভৃষ্টং বঙ্গসমং সুমর্দ্দিতমিদং গুঞ্জাপ্রমাণা ভবেৎ॥
খ্যাতা শঙ্খবটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী
কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী।
বাতব্যাধিমহোদরাদিশমনী তৃষ্ণাময়োচ্ছেদিনী
সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ক্রিমিহরী দুষ্টাময়ধ্বংসিনী॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, তেঁতুলছাল ভস্ম ৪ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সাহত লৌহ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গু ও বঙ্গ প্রত্যেকের ১ তোলা, সমুদয় একত্র করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং শূল,

কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাতব্যাধি, উদররোগ, ক্রিমি ও অন্যান্য নানা পীড়া উপশমিত হয়।

মহাশঙ্খবটী।

পটুপঞ্চকহিঙ্গুশঙ্খচিঞ্চা-ভসিতব্যোষবলীশ্বরামৃতানি।
শিখিবৈশ্বরিকাম্লবর্গনিম্বু-ভূশভাব্যানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি।
মহাশঙ্খবটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকীর্ত্তিতা।
দীপনী পরমা হন্তি মহার্শোগ্রহণীমুখান্॥

পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ, বিষ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার কাথে, আপাঙ্গের কাথে, অম্লবর্গের রসে ও লেবুর রসে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধ অম্লাস্বাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আহারান্তে সেবন করিলে অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়।

মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং বহ্নিদন্তী-পারদং গন্ধকং কণা।
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্॥
অজমোদামৃতা হিঙ্গু ক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্।
সংচূর্ণ্য সমভাগন্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্॥
অম্লদ্রব্যেণ সংভাব্য বটী কোলাস্থিসম্মিতা।
অম্লদাড়িমতোয়েন নিম্পাকস্বরসেন চ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা।
তক্রমস্তুসুরাসীধু-কাঞ্জিকে কোদকেন বা॥
শশৈণাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু বড়বাগ্নিসমপ্রভম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং কুষ্ঠমেহভগন্দরম্।
প্লীহানমশ্মরীং শ্বাসং কাসং মহোদরক্রিমীন্॥
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধানুদরে স্থিতান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং, তেঁতুলছাল ভস্ম ইহাদের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা; এই সমুদয় অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। অম্লদাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, শ্বাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে। পথ্য—শশক ও এণ প্রভৃতি মাংসের যূষ।

অজীর্ণহরী বটী।

দন্তীবীজমকল্মষং সদহনং শুণ্ঠীলবঙ্গং সমং
গন্ধং পারদটঙ্গণঞ্চ মরিচং স্যাদ্বৃদ্ধদারো বিষম্।
খল্লে যামযুগং বিমর্দ্দ্য নিখিলং দন্তীরসৈর্ভাবনা
দেয়াঃ পঞ্চদশাপি নিম্বুকরসৈস্ত্রেধা ত্রিধা চিত্রকৈঃ॥
ত্রেধা চার্দ্রকজৈ রসৈঃ শুভমিয়া সপ্তৈব চাবেণিজৈঃ।
পশ্চাচ্ছুষ্ককলায়সম্মিতবটী কার্য্যা ভিষক্সত্তমৈঃ।
ক্ষুদ্বোধপ্রকরী ত্রিশূলশমনী জীর্ণজ্বরধ্বংসিনী
কাসারোচকপাণ্ডুতোদরগদপামাময়বাতনাশিনী॥
বস্ত্যাটোপহলীমকাময়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী
সিদ্ধেয়ন্তু মহোদধিপ্রকটিতা সদ্যাজীর্ণহরী সদা॥

বিশুদ্ধ দন্তীবীজ, চিতা, শুঁঠ, লবঙ্গ, গন্ধক, পারদ (কজ্জলী), সোহাগার খৈ, মরিচ, বৃদ্ধদারক, বিষ এই সকল সমভাগে খলে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া দন্তীরসে ১৫ বার, কাগজীলেবুর রসে ৩ বার, চিতার রসে ৩ বার, আদার রসে ৭ বার ও বীজপূরকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষুধা বর্দ্ধক এবং তিন প্রকার শূল, জীর্ণজ্বর, কাস, অরোচক, পাণ্ডু, উদররোগ, পামা, বায়ুরোগ, বস্তির আটোপ ও হলীমক প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে।

অজীর্ণারি-রসঃ।

শুদ্ধং সূতং গন্ধকঞ্চ পলমানং পৃথক্ পৃথক্।
হরীতকী চ দ্বিপলা নাগরস্ত্রিপলঃ স্মৃতঃ॥
কৃষ্ণা চ মরিচং তদ্বৎ সিন্ধূত্থং ত্রিপলং পৃথক্।
চতুষ্পলা চ বিজয়া মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ॥
পুটানি সপ্ত দেয়ানি ঘর্ম্মমধ্যে পুনঃপুনঃ।
অজীর্ণারিরয়ং প্রোক্তঃ সদ্যো দীপনপাচনঃ॥
ভক্ষয়েদ্দ্বিগুণং ভক্ষ্যাৎ পাচয়েদ্রেচয়েদপি॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরীতকী ২ পল, শুঁঠ ৩ পল, পিপুল ৩ পল, মরিচ ৩ পল, সৈন্ধব লবণ ৩ পল, সিদ্ধি ৪ পল, এই সকল দ্রব্য কাগ্‌জী লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রমধ্যে ৭ বার পুটপাক দিবে। এই অজীর্ণারি রস সদ্যঃ দীপন ও পাচক। দ্বিগুণ পরিমাণে আহার করিলেও ইহা দ্বারা উত্তম পরিপাক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

ভাস্করো রসঃ।

বিষং সূতং ফলং গন্ধং ত্র্যূষণং টঙ্কজীরকম্।
একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খমভ্রবরাটকম্॥
সর্ব্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরৈর্ভাবয়েদ্ দিনং।
সপ্তবাসরপর্য্যন্তং ততঃ স্যাদ্ ভাস্করো রসঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটীং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
তাম্বূলীদলযোগেন বটীং সংচর্ব্ব্য ভক্ষয়েৎ॥
শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
সদ্যোবহ্নিকরো হ্যেষ ভূতনাথেন ভাষিতঃ॥

বিষ, পারদ, ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ, সমুদায়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ; এই সমুদায় ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয়। সর্ব্বপ্রকার শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্যরোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে।

ক্রব্যাদ-রসঃ।

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যা-
চ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতমগ্নিযোগা-
দেরণ্ডপত্রেহথ নিবেশনীয়ম্॥
কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যাৎ
লৌহস্য পাত্রে দ্রবপূতমস্মিন্।
জম্বীরজং পঞ্চরসং পলানাং
শতং নিযোজ্যাগ্নিমথাল্পমল্পম্॥
জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ
সুপঞ্চকোলোত্থবারিপূরৈঃ।
সবেতসাম্লৈঃ শতমত্র দেয়ং
সমং রসস্যাঙ্কণজং সুভৃষ্টম্॥
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ
তৎ সপ্তবারং চণকাম্লকেন।
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো
রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ॥
মাষদ্বয়ং সৈন্ধবতক্রপীত-
মেতৎ সুধন্যং খলু ভোজনান্তে।
গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টং
ঘৃতানি সেব্যানি ফলানি চৈব॥
মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি
যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধ॥
কার্শ্যাগ্নিমান্দ্যবিবন্ধনো গরহরঃ সামানিলনির্ণাশনো
গুল্মপ্লীহজলোদরাদিশমনঃ শূলার্তিমূলাপহঃ।
পাণ্ডুশ্লেষ্মনিবর্হণো গ্রহণিকাসংসারবিধ্বংসনো
বাতশ্লেষ্মমহোদরাপহরণঃ ক্রব্যাদনামা রসঃ॥
(রস ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা। সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে মৃদুবহ্নিনা পর্পটীবৎ কার্য্যম্, ততো জম্বীররসপলশতেন শনৈঃ শনৈঃ পক্তব্যম্, রসে শুষ্কে পুনর্ভাবনা দাতব্যা; পঞ্চকোলক্বাথেন ৫০, অম্লবেতসক্বাথেন ৫০, ততঃ সর্ব্বদ্রব্যসমং ভৃষ্টটঙ্কণচূর্ণং ৪ পল, তদর্দ্ধং বিড়লবণং ২ পল, সর্ব্বদ্রব্যসমং মরিচচূর্ণং ১০ পল, ততশ্চণকশিশিরেণ সপ্ত ভাবনা দাতব্যা। ইতি কবিরাজপ্রভৃতয়ঃ।)

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া পর্পটীবৎ করিবে। পরে অপর লৌহপাত্রে জামীরের রস ১০০ পল দিয়া অল্পে অল্পে উক্ত পর্প্পটী পাক করিবে, রস নিঃশেষ হইলে ৫০ পল পঞ্চকোলের ক্বাথে ও ৫০ পল অম্লবেতসের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ পল সোহাগার খৈ, ২ পল বিট্‌লবণ ও ১০ পল মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করত চণকাম্লে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধবসংযুক্ত তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মাংস পিষ্টকাদি গুরুপাক আহার সকল দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায় এবং গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, শূল, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

প্রদীপনো রসঃ ।

রসনিষ্কং গন্ধনিষ্কং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনম্ ।
মানমর্দ্ধং প্রদাতব্যাং চুল্লিকালবণং ভিষক্ ॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমথাস্য মাষমাত্রকম্ ।
অজীর্ণে চাগ্নিমান্দ্যে চ দাতব্যো রসবল্লভঃ ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, প্রদীপন বিষ ২ তোলা ও চুল্লিকালবণ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপশমিত হয়।

মহোদধি-বটী ।

একৈকং বিষসূতঞ্চ জাতী টঙ্কং দ্বিকং দ্বিকম্ ।
কৃষ্ণাত্রয়ং বিশ্বষট্কং গন্ধং কপর্দ্দকং দ্বিকম্ * ॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ ।
মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ ॥

* দগ্ধং কপর্দ্দকং তথেতি রসেন্দ্রচিন্তামণিধৃতঃ পাঠঃ ।

বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কড়িভস্ম ২ তোলা (রসেন্দ্র চিন্তামণিকার গন্ধক না দিয়া কেবল কড়িভস্ম ৬ তোলা দিতে বলেন) ও লবঙ্গ ৫ তোলা ; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে নষ্ট অগ্নির পুনর্ব্বার দীপ্তি হয়।

বিজয়-রসঃ ।

রসস্যৈকং পলং দত্ত্বা নাগঞ্চ গন্ধকং পলম্ ।
ক্ষারত্রয়ং পলং দেয়ং লবঙ্গং পঞ্চপলকম্ ॥
দশমূলী জয়াচূর্ণং তদ্দ্রবেণ তু ভাবয়েৎ ।
চিত্রকস্য রসেনাথ ভৃঙ্গরাজরসেন তু ॥
শিগ্রুমূলদ্রবৈশ্চাপি ততো ভাণ্ডে নিরুধ্য চ ।
যামমাত্রং পচেদগ্নৌ মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ।
তাম্বুলীপত্রসংযুক্তং খাদেন্নিষ্কমিতং সদা ॥

পারদ ১ পল, সীসক ১ পল, গন্ধক ১ পল, সোহাগা ১ পল, যবক্ষার ১ পল, সাচিক্ষার ১ পল, লবঙ্গ ৫ পল, দশমূল ৫ পল, সিদ্ধি ৫ পল ; এই সকল দ্রব্য দশমূল-ক্বাথে ও সিদ্ধিরসে ৭ বার (অভাবে সিদ্ধি ভিজান জলে) চিতার রসে ৭ বার ভীমরাজের রসে ৭ বার ও সজিনার মূলের ছালের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। পরে ১ প্রহর অগ্নিতে পাক করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। ।।০ তোলা পরিমাণে পানের রসের সহিত সেব্য।

বীরভদ্রাভ্রকম্ ।

অভ্রকং পুটসংশ্রমারিতং বর্ব্বযুগ্মাতিনির্ম্মলীকৃতম্ ।
বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং চিত্রকস্বরসসাধুসিক্তকম্ ॥
শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটী কারিতা সকলরোগনাশিনী ।
ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ ॥
বহ্নিমান্দ্যমভিনাশ্য সত্বরং কারয়েৎ প্রখরপাবকোৎকরম্ ।
শ্বাসকাসবমিশোথকামলা-প্লীহগুল্মজঠরারুচিভ্রমান্ ॥
রক্তপিত্তযকৃদম্লপিত্তকং শূলকোষ্ঠগদান্ বিসূচিকাম্ ।
আমবাতবহুবাতশোণিতং দাহশীতবলহ্রাসকার্শ্যকম্ ॥
বিদ্রধিং জ্বরগরং শিরোগদং নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্ ।
হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং বীরভদ্রমতিনাম্যমুত্তমম্ ।
ভক্ষিতং বিবিধভক্ষ্যমাগতং কাষ্ঠসংঘমপি ভস্মতাং নয়েৎ ॥

সহস্রপুটিত অভ্র ২ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পান বা আদার কুচির সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, শোথ, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, আমবাত, নেত্ররোগ, শূল ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

রস-রাক্ষসঃ ।

তাম্রং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তীক্ষ্ণঞ্চ সৌবর্চ্চলং
তৎ সংমর্দ্দ্য দিনং নিধায় সিকতাকুম্ভেষু যামং ততঃ ।
স্বিন্নং তেদপি রক্তশাকিনিভবং ক্ষারং সমং ভাবয়েৎ
একীকৃত্য চ মাতুলুঙ্গকজলৈর্নাম্না রসো রাক্ষসঃ ॥

তাম্র, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, লৌহ ও সচল লবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে খলে এক দিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক

করিবে এবং তৎসহ রক্তপুনর্নবা-ক্ষার সমভাগে মিশ্রিত করত ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ নিবারিত হয়।

ত্রিফলা-লৌহম্।

ত্রিফলামুস্তবেল্লৈশ্চ সিতয়া কণয়া সমম্।
খরমঞ্জরীবীজৈশ্চ লৌহং ভস্মকনাশনম্॥

ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল, অপামার্গবীজ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শোধিত লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা তীক্ষ্ণাগ্নিনাশক।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্।

অভ্রং নিশ্চলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নতশ্চব্যং চিত্রকমিন্দ্রসুরকনকং মালূরপত্রাদ্রকম্।
মূলং পিপ্পলিসম্ভবং মধুরিকা নাগোহর্কমূলং পৃথক্‌
চৈষাং সম্বপলৈর্বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্গণম্॥
গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব বলিতং তৎপারিভদ্রদ্রবৈমন্দাগ্নিং চিরজাতগুল্মনিচয়ং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্।
ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকামলসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাম্
প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহিতং কুষ্ঠং মহারোচকম্॥
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামকং-
মামং বাতবিমিশ্রিতং নয়নজং রোগং সমুন্মূলয়েৎ।
বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা
সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্॥
পাষাণো যদি ভক্ষিতস্তদপি তং কুর্য্যাৎ মুহূর্তং পুনর্বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্॥

অভ্র ১ পল, চৈএর ক্বাথ ১ পল, চিতা, নিসিন্দা, ধুতুরা ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ও আদার রস ১ পল এবং পিপুলমুল, মৌরি, কদম্ব, আকন্দমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ২ তোলা সোহাগার খৈ মিশ্রিত করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পালিধার রস। ইহাতে মন্দাগ্নি, গুল্ম, শূল, অম্লপিত্ত, বমন, মসূরিকা, অলসক, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, যকৃৎ, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও মূত্ররোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, মেধাকর ও কান্তিপ্রদ।

অগ্নিঘৃতম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী
হিঙ্গু চব্যাজমোদা চ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
দ্বৌ ক্ষারৌ হবুষা চৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্।
দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুল্মোদরাপহম্।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীকাস-কফমেদোহনিলানপি॥
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
যে চ বস্তিগতা রোগা যে চ কুক্ষিসমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চৈ যমানী, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, সচল, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ), যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা, ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপ কুট্টিত কল্ক ৪ তোলা; দধি ৴৪ সের, কাঁজি ৴৪ সের, শুক্ত ৴৪ সের ও আদার স্বরস ৴৪ সের, এই সকল দ্রব্যের সহিত ৴৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিশেষ উপকারী। ইহাতে অর্শঃ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, বস্তি ও কুক্ষিগত রোগসমূহ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকরঘৃতম্।

পঞ্চমূলাভয়াব্যোষ-পিপ্পলীমূলসৈন্ধবৈঃ।
রাস্নাক্ষারদ্বয়াজাজী-বিড়ঙ্গশটিভির্ঘৃতম্॥
শুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ।
শুষ্কমূলককোলাম্বু-চুক্রিকাদাড়িমস্য চ॥
তক্রমস্তুসুরামণ্ড-সৌবীরকতুষোদকৈঃ॥
কাঞ্জিকেন চ যৎ পক্কং দীপনীয়কং ঘৃতম্।
শূলগুল্মোদরশ্বাস-কাসানিলকফাপহম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। ছোলঙ্গ লেবুর রস ৴৪ সের, আদার রস ৴৪ সের, তক্র ৴৪ সের, দধির মাত ৴৪ সের, সুরামণ্ড ৴৪ সের, সৌবীর ৴৪ সের, তুষোদক ৴৪ সের, কাঁজি

/৪ সের। কল্কার্থ—পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও শটী মিলিত /১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম ও উদর প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

অথাগ্নিমান্দ্যাজীর্ণাদিরোগে পথ্যানি।

শ্লৈষ্মিকে বমনং পূর্ব্বং পৈত্তিকে মৃদুরেচনম্।
বাতিকে স্বেদনঞ্চাথ যথাবস্থং হিতঞ্চ বৎ॥
নানাপ্রকারো ব্যায়ামো দীপনানি লঘূনি চ।
বহুকালসমুৎপন্নাঃ সূক্ষ্মা লোহিতশালয়ঃ॥
বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মণ্ডো মুদ্গরসঃ সুরা।
এণো বর্হী শশো লাবঃ ক্ষুদ্রমৎস্যশ্চ সর্ব্বশঃ॥
শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং বাস্তুকং বালমূলকম্।
লশুনং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং নবীনং কদলীফলম্॥
শোভাঞ্জনং পটোলঞ্চ বার্ত্তাকুং নলদম্ভ চ।
কর্কোটকং কারবেল্লং বাস্তুকঞ্চ মহার্দ্রকম্॥
প্রসারণী মেষশৃঙ্গং চাঙ্গেরী সুনিষণ্ণকম্।
ধাত্রীফলং নাগরঙ্গং দাড়িমং যবপর্পটাঃ॥
অম্লবেতসজম্বীর-মাতুলুঙ্গানি মাক্ষিকম্।
নবনীতং ঘৃতং তক্রং সৌবীরঞ্চ তুষোদকম্॥
ধান্যাম্লং কটুতৈলঞ্চ রামঠং লবণার্দ্রকম্।
যমানী মরিচং মেথী ধান্যকং জীরকং দধি॥
তাম্বূলং তপ্তসলিলং কটুতিক্তৌ রসাবপি।
মন্দানলেঽপ্যজীর্ণেঽপি পথ্যমেতৎ নৃণাং ভবেৎ॥

রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রথমে শ্লৈষ্মিক অজীর্ণে বমন, পৈত্তিক অজীর্ণে মৃদু বিরেচন ও বাতিক অজীর্ণে স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। নানাপ্রকার ব্যায়াম, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘুপাক দ্রব্য, অতীব পুরাতন সূক্ষ্ম রক্তশালিধান্য, বিলেপী (মণ্ডবিশেষ), খৈয়ের মণ্ড, অন্নমণ্ড, মুদ্গযূষ, সুরা, মৃগ, ময়ূর, খরগোশ, লাবপক্ষী, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, শালিঞ্চশাক, বেতের ডগি, বেতোশাক, কচি মুলা, লশুন, পাকা কুমড়া, অপক্ক কদলী, সজনে ডাঁটা, পটোল, বেগুন, লেবু, কাঁকরোল, করোলা, বৃহতী, বন-আদা, গন্ধ ভাদুলিয়া, মেড়াশিঙ্গী, আমরুল শাক, সুষুনি শাক, আমলকী, নারেঙ্গা লেবু, ডালিম, যবের মণ্ড; ক্ষেতপাপড়া, অম্লবেতস, গোঁড়ালেবু, ছোলঙ্গ লেবু, মধু, মাখন, ঘৃত, তক্র, সৌবীর, তুষোদক, ধান্যাম্ল, সর্ষপ তৈল, হিঙ্গু, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা, দধি, পান, গরম জল এবং কটু ও তিক্ত রস, এই সকল অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি রোগে পথ্য।

অগ্নিমান্দ্যাদাবপথ্যানি।

বিরেচনং মলমূত্রাপানবাতাদিবেগবিধারণম্।
অধ্যশনং সমশনং জাগরং বিষমাশনম্॥
রক্তস্রাবং সমস্তধান্যং মৎস্যং মাংসমুপোদিকাম্।
জলপানং পিষ্টকঞ্চ জাম্ববং সর্ব্বমালুকম্॥
কূর্চ্চিকাং মোরটং ক্ষীরং বিলাটিক প্রপাণকম্।
তালাস্থিশস্যং তালাং স্নেহনং দুষ্টবারি চ॥
বিরুদ্ধান্যাত্ম্যপানান্নং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ সর্ব্বাণি পরিবর্জ্জয়েৎ॥

বিরেচন, মল মূত্র ও অধোবায়ুর বেগধারণ, একত্র পথ্যাপথ্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন, বিষমভোজন (বহু অল্প বা অসময়ে ভোজন), রক্তমোক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার দাইল, মৎস্য, মাংস, পুদিনাশাক, অধিক জলপান, পিষ্টক, জাম, সর্ব্বপ্রকার আলু, ছানা, নষ্টদুগ্ধভব জল, ক্ষীর, তক্রকূর্চ্চিকা, অধিক সরবৎ, তালআঁটির শস্য, তালশাঁস, ঘৃততৈলাদি স্নেহদ্রব্য, দুষিত জল, দুগ্ধমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দেহের অননুকূল অন্ন ও পানীয়, বিষ্টম্ভী দ্রব্য (যাহা ভোজন করিলে উদর স্তম্ভিত হইয়া থাকে) ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

অথ ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

অথ ক্রিমি-নিদানম্।

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বহির্মলকফাসৃগ্বিড়্-জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ॥
নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থান-বর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রযাঃ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥
অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো
দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো
বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংস্তু॥
মাষপিষ্টান্নলবণ-গুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ।
মাংসমৎস্যগুড়ক্ষীর-দধিশুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ।
বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি॥
জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ।
ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্॥
কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ।
পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্গণ্ডূপদোপমাঃ॥
রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ।
শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে॥
অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ।
চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে॥
হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকম্।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহ-কার্শ্যক্ষবথুপীনসান্॥
রক্তবাহিশিরাস্থান-রক্তজা জন্তবোঽণবঃ।
অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ॥
কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ।
ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ॥
পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ।
বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ॥
তদাস্যোদ্গারনিশ্বাস-বিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ।
পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাব-পীতসিতাসিতাঃ॥
তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ।
সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি॥
বিড়্ভেদশূলবিষ্টম্ভ-কার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ।
রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডূর্বিমার্গগাঃ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রথমতঃ ক্রিমি দুই প্রকার অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্য ক্রিমি, কতকগুলি আভ্যন্তর ক্রিমি। জন্ম-ভেদে তাহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বহির্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি। আর নামভেদে তাহারা বিংশতি প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে। এই বিংশতি প্রকার নাম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

বাহ্য ক্রিমি সকল, গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের পরিমাণ আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা যূক ও লিক্ষা (লিকি) নামে অভিহিত। যূকগণ বহুপাদবিশিষ্ট, কৃষ্ণ-বর্ণ ও কেশাশ্রয়ী এবং লিক্ষা সকল সূক্ষ্ম, শ্বেতবর্ণ ও বস্ত্রাশ্রয়ী। এই বাহ্য ক্রিমিরা কোঠ, পিড়কা, কণ্ডূ ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

অজীর্ণে ভোজন, নিত্য মধুর ও অম্লরস ভোজন, দ্রব-দ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় ভোজন, ব্যায়ামপরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন, এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।

মাষ, পিষ্টক, অন্ন, লবণ, গুড় ও শাক ভক্ষণে পুরীষজ ক্রিমি; মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (আচার বিশেষ) ভোজনে কফজ ক্রিমি; এবং ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণভোজন ও শাকাদিভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মে।

আভ্যন্তর ক্রিমি সকল জন্মিলে জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অন্নদ্বেষ ও অতিসার এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজনিত ক্রিমি সকল আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরের ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতক-গুলি চর্ম্মলতাসদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলক (কেঁচো) সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের

ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। কফজ ক্রিমি জন্মিলে বমনবেগ, মুখ হইতে জলস্রাব, অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ু কর্ত্তৃক উদর ও মলমূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকা), কৃশতা, হাঁচি ও পীনস এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তজ ক্রিমি সকল, রক্তবাহি-শিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, পাদরহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। একমাত্র কুষ্ঠোৎপাদন করাই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম।

পুরীষজ ক্রিমি সকল পক্বাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখন অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগির উদ্গারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পুষ্টাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি স্থূল এবং কেহ শ্যাব, কেহ পীত, কেহ শ্বেত, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ। নামভেদে ইহারা পাঁচ প্রকার, যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে, মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডূ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথ ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা।

পারসীয়যমানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু॥

ক্রিমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি শীঘ্র নিপতিত হয়।

পারিভদ্রকপত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্য রসং বাপি পত্তূরস্যাথবা রসম্।
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্॥

পালিধা পত্রের রস, কেঁউ মূলের রস বা শালিঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্॥

পলাশবীজের রস মধুর সহিত পান করিলে কিংবা উহার বীজ বাটিয়া তক্রের সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্বাথং খর্জ্জুরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসজ্জননেশ্বরঃ॥
অপক্বং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরবৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুরজম্বুরোঃ॥
পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।
নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্॥
কম্পিল্লচূর্ণং কর্ষার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্।
সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ॥

খেজুর পাতার রস বাসি করিয়া মধুর সহিত বা কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে পুরীষজ ক্রিমি নিপতিত হয়। তিতলাউবীজচূর্ণ ঘোলের সহিত বা নারিকেল জল মধুর সহিত অথবা কমলাগুঁড়ি ১ তোলা (ব্যবহার ।০ আনা) মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নিশ্চয়ই নিপতিত হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ বল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্গদান্॥

খোরাসানী যমানী সৈন্ধবলবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিরোগ সকল নিবারিত হয়।

ভুক্তং বিড়ঙ্গচূর্ণং হি ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি ॥

একমাত্র বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ঘণ্টাকর্ণস্থ পত্রস্থ বস্তুনেত্রদলস্য বা।
স্বরসো মধুনা পীতঃ ক্রিমীন্ সদ্যো বিনাশয়েৎ ॥

ঘেঁটুপাতার অথবা আনারসের কচি পাতার রস কিঞ্চিৎ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রিমি সদ্যঃ মরিয়া যায়।

জলপীতা সোমরাজী ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি ।

জলের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্বাথো দাড়িমমূলস্য কটাণূন্ নাশয়েদ্ধ্রুবম্ ॥

দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মরিয়া যায়।

সুরসাদিগণং বাপি সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ ॥

ক্রিমিরোগে সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের কল্ক ও কষায়াদি প্রয়োগ করিবে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবক্ষার-কম্পিল্লকহরীতকীঃ।
পিবেৎ তক্রেণ সংপিষ্য সর্ব্বক্রিমিনিবৃত্তয়ে ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলাগুঁড়ি ও হরীতকী তক্রে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূল-শিগ্রুভির্মরিচেন চ।
তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নী সস্বর্জিকা ॥
পীতং বিল্বাম্বুতং হন্তি পক্কামাশয়গান্ ক্রিমীন্ ॥

অর্দ্ধজলাবশিষ্ট ঘোলে, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনা বীজ ও মরিচের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে সর্জ্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া উহা পান করিলে, কিংবা বিল্বমূত খাইলে আমাশয় ও পক্কাশয় গত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পলাশবীজেন্দ্রযবিড়ঙ্গনিম্ব-ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং পিবেদ্ যঃ।
দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি পলাশবীজেন যমানিকাং বা ॥

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতাচূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে ক্রিমি সকল নিপতিত হয়।

পারসীয়াদি-চূর্ণম্।

পারসীয়যমানিকা ঘনকণা শৃঙ্গীবিড়ঙ্গারুণা-
চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্।
কাসং নাশয়তি জ্বরঞ্চ জয়তি প্রোদ্ভূতাতিসারং জয়ে-
চ্ছর্দ্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিস্তু নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ ॥

খোরাসানী যমানী, মুতা, পিপুল, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ উত্তমরূপে চূর্ণ এবং সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, জ্বর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল উন্মূলিত হইয়া যায়।

কর্পূরেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ।
তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যূকাবিনাশনঃ ॥

ধুতুরাপাতার বা পানের রস, কর্পূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানি চ।
যূকালিক্ষাপ্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপস্তু মস্তকে ॥

নালিতার বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

দাড়িমাদি-কষায়ঃ।

দাড়িমত্বক্কৃতঃ ক্বাথস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ত্রিদিনাৎ পাতয়ত্যেব কোষ্ঠতঃ ক্রিমিজালকম্ ॥

দাড়িমছালের ক্বাথ কিঞ্চিৎ তিলতৈল সংযুক্ত করিয়া তিন দিন পান করিলে, কোষ্ঠ হইতে সমস্ত ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুস্তাদি-কষায়ঃ।

মুস্তাখুপর্ণীফলদারুশিগ্রু-
ক্বাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্
ক্রিমীন্ নিহন্যাৎ ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ ॥
(ফলমত্র ফলত্রিকম্)

মুতা, ইন্দুরকাণী, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে সকল প্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজ রোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমীণাং বিট্‌কফোত্থানামেতদুক্তং চিকিৎসিতম্।
রক্তজানান্তু সংহারং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসয়া॥

মলজাত ও কফজাত ক্রিমি সকলের চিকিৎসা উক্ত হইল। রক্তজাত ক্রিমি সকলের কুষ্ঠোক্তবিধানে চিকিৎসা করিবে।

পারিভদ্রাবলেহঃ।

(হরিদ্রাখণ্ডঃ।)

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধাঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥ *
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যদা দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণমাক্ষিপেৎ॥
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্।
যমানীদ্বয় সিন্ধূত্থং নিগুণ্ডীফলমেব চ॥
পাঠা বিড়ঙ্গকন্দেন পারিবাদ্বয়বাসকৌ।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা॥
অরিষ্টঃ সোমরাজী চ প্রত্যেকন্তু দ্বিকার্ষিকম্।
ততো মাষাষ্টকং ভক্ষেৎ তোয়ঞ্চানুপিবেন্নরঃ॥
ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্॥
শীতপিত্তং বিদ্রধিঞ্চ দদ্রুং চম্মদলং তথা।
অজীর্ণং কামলাং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরো হ্যেষ বলাপলিতনাশনঃ।
পারিভদ্রাবলেহোঽয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ॥
ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥
* দ্রবদ্বৈগুণ্যাদষ্টপলমিতি গ্রন্থকর্ত্তুর্ম্মতম্।

পালিদার রস /৪ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত /১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ /১ সের, এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, শীতপিত্ত, বিদ্রধি, পাণ্ডু, দদ্রু ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

রসপ্রয়োগঃ।

ক্রিমিকালানলো রসঃ।

বিড়ঙ্গং দ্বিপলঞ্চৈব বিষচূর্ণং তদর্দ্ধকম্।
লৌহচূর্ণং তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং শুদ্ধপারদম্॥
রসতুল্যং শুদ্ধগন্ধং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্॥
ধান্যজীরানুপানেন নাম্না কালানলো রসঃ।
উদরস্থং ক্রিমিং হন্যাদ্ গ্রহণ্যর্শঃসমন্বিতম্॥
অগ্নিদঃ শোথশমনো গুল্মপ্লীহোদরান্ জয়েৎ।
গহনানন্দনাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে॥

বিড়ঙ্গ ২ পল, বিষচূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ অর্দ্ধপল, লৌহচূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত পারদ এবং পারদের সমান শোধিত গন্ধক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। তৎপরে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ১৬ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ধনে ও জীরা। এই ঔষধ সেবনে ক্রিমি, গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, গুল্ম ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গরো রসঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজ-
মোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য
নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥
পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং
রসোঽয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ।
ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্
সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা

পলাশবীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এক মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধুসহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পর মুতার কাথ পান করিবে। ইহা সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ সকল নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিমিবিনাশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধমভ্রং লৌহং মনঃশিলা।
ধাতকী ত্রিফলা লোধ্রং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্॥
ভাবয়েৎ সপ্তধা সর্ব্বং শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ত্রিফলারসসংযুতাম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় ক্রিমিরোগোপশান্তয়ে।
বাতিকং পৈত্তিকং হন্তি শ্লৈষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষকম্।
ক্রিমিবিনাশনামায়ং ক্রিমিরোগকুলান্তকঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ত্রিফলা। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিহরো রসঃ।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবঞ্চাজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধঞ্চ দেবদাল্যা দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং শালপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক, এই সকল সমভাগে লইয়া হস্তিঘোষা ফলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনিসংযুক্ত শালপাণির রস বা কাথ। ইহা সেবন করিলে নিশ্চয় সমুদায় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

ক্রিমিরোগারি-রসঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মরিচং বিষমেব চ।
ধাতকী ত্রিফলা শুণ্ঠী মুস্তকং সরসাঞ্জনম্॥
ত্রিকটু মুস্তকং পাঠা বালকং বিল্বমেব চ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র স্বরসৈর্ভৃঙ্গকেস্ততঃ॥
বরাটিকাপ্রমাণেন ভক্ষণীয়ো বিশেষতঃ।
ক্রিমিরোগবিনাশায় রসোঽয়ং ক্রিমিনাশনঃ॥

পারদ, গন্ধক, মারিত লৌহ, মরিচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, মুতা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, মুতা, আকনাদি, বালা ও বিল্ব; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভীমরাজের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া কড়ি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়।

কীটমর্দ্দো রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টির্ব্রহ্মবীজং যথাক্রমগুণোত্তরম্॥
চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তকাথং পিবেদনু॥
(অত্র ব্রহ্মবীজং ভার্গীবীজম্)।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষমুষ্টি ৫ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—মধু ও মুতার কাথ। ইহা সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

ক্রিমিঘ্নো রসঃ।

ক্রিমিঘ্নং কিংশুকারিষ্ট-বীজং সূরসভস্মকম্।
বলম্বয়ঞ্চাখুপর্ণী-রসৈঃ ক্রিমিবিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, রসসিন্দুর এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ইন্দুরকাণির রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ কুচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গলৌহম্।

রসং গন্ধঞ্চ মরিচং জাতীফললবঙ্গকম্।
কণা তালং শুণ্ঠী বঙ্গং প্রত্যেকং ভাগসম্মিতম্॥

সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং বিড়ঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্।
লৌহং বিড়ঙ্গকং নাম কোষ্ঠস্থক্রিমিনাশনম্॥
দুর্নামমরুচিঞ্চৈব মন্দাগ্নিঞ্চ বিসূচিকাম্।
শোথং শূলং জ্বরং হিক্কাং শ্বাসং কাসং বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া তাহাতে সর্ব্বসমান লৌহ প্রদান করিবে। তৎপরে লৌহ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য একত্র করত তাহার সমান বিড়ঙ্গ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, অরুচি, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, শোথ, শূল, জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা।

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ স্যিন্দোবীজস্য ষট্ ক্রমাৎ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা সর্ব্বং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্।
খাদন্ পিপাসুস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে।
তাম্রপর্ণীকষায়ং বা প্রপিবেচ্ছর্করান্বিতম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৫ তোলা, কেঁউ ৬ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুরকাণির ক্বাথ চিনির সহিত পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কম্পিল্লকং তথা।
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্॥

ঘৃত /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—ত্রিফলা, তেউড়ী, বৃহৎ দন্তীমূলের ছাল, বচ, কমলাগুঁড়ি মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে সমুদায় ক্রিমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গঘৃতম্।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ঃ প্রস্থা বিড়ঙ্গপ্রস্থ এব চ।
দীপনং দশমূলঞ্চ * লাভতঃ সমুপাহরেৎ॥
পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ।
প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎ পরং ক্রিমিনাশনম্॥
বিড়ঙ্গঘৃতমেতদ্ধি লেহ্যং শর্করয়া সহ॥
(দীপনং পঞ্চকোলম্) * দ্বিপলং দশমূলঞ্চেতি পাঠান্তরম্॥

হরীতকী ১৬ পল, বহেড়া ১৬ পল, আমলকী ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল; পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ মিলিত ১৬ পল; দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গতৈলম্।

সবিড়ঙ্গগন্ধকশিলা-সিদ্ধং সুরভিজলেন কটুতৈলম্।
আজন্ম নয়তি নাশং লিক্ষাসহিতাংশ্চ যূকাংশ্চ॥
(শিলা মনঃশিলা। গন্ধকশিলাশব্দেন গন্ধক ইতি ভানুঃ)

কটুতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত /১ সের, একত্র পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকান্ নাশয়তি ধ্রুবম্॥

কটুতৈল /৪ সের, ধুতূরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতূরাপত্র /১ সের। একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে মাথার সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথ ক্রিমিরোগে পথ্যানি।

আস্থাপনং কায়শিরোবিরেচনং ধূমঃ কফঘ্নানি শরীরমার্জ্জনা।
চিরন্তনা বৈণবরক্তশালয়ঃ পটোলবেত্রাগ্ররসোনবাস্তুকম্॥

হুতাশমন্দারদলানি সর্ষপ-
নবীনমোচং বৃহতীফলান্যপি।
তিক্তানি নালীতদলানি মৌষিকং
মাংসং বিড়ঙ্গং পিচুমর্দ্দপল্লবম্ ॥
পথ্যা চ তৈলং তিলসর্ষপোদ্ভবম্
সৌবীরশুক্তঞ্চ তুষোদকং মধু।
পচেলিমং তালমরুষ্করং গবাম্
মূত্রঞ্চ তাম্বুলসুরামৃগাণ্ডজম্।
উষ্ট্রাণি মূত্রাজ্যপয়াংসি রামঠং
ক্ষারাজমোদা খদিরঞ্চ বৎসকম্।
জম্বীরনীরং সুষবী যবানিকা
সারাঃ সুরাহ্বাগুরুশিংশপোদ্ভবাঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো রসোঽপ্যয়ং
বর্গো নরাণাং ক্রিমিরোগিণাং সুখঃ ॥

গুহ্যে পিচকারি প্রদান, বিরেচন, নস্য, কফঘ্ন ক্রিয়া, ধূমপান, শরীরমার্জ্জনা, ধান্যের ও রক্তবর্ণ ধান্যের পুরাতন তণ্ডুল, পটোল, বেতাগা, রসুন, বেতো শাক, চিতার পাতা, পালিধা মাদারের পাতা, সর্ষপ, কলার মোচা, বৃহতীর ফল, তিক্তদ্রব্য, নালিতা পাতা, ইন্দুরের মাংস, বিড়ঙ্গ, নিম্বপত্র, হরীতকী, তিলের ও সর্ষপের তৈল, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত, তুষোদক, মধু, ধান্যাদি স্বয়ং পক্কদ্রব্য, পক্কতাল, ভেলা, গোমূত্র, পান, মদ্য, মৃগনাভি, উষ্ট্রের মূত্র, ঘৃত ও দুগ্ধ, হিং, যবক্ষার, বনযমানী, খয়ের, ইন্দ্রযব, লেবুর রস, করোলা শাক, যমানী, দেবদারু, অগুরুকাষ্ঠ ও শিশুকাষ্ঠের সার, তিক্ত কষায় ও ঝাল রস এই সকল ক্রিমি-রোগির হিতকর।

ক্রিমিরোগেঽপথ্যানি।

ছর্দ্দিঞ্চ তদ্বেগবিধারণঞ্চ
বিরুদ্ধপানাশনমহ্নি নিদ্রাঃ।
দ্রবঞ্চ পিষ্টান্নমজীর্ণতাঞ্চ
ঘৃতানি মাষান্ দধি পত্রশাকম্ ॥
মাংসং পয়োঽম্লং মধুরং রসঞ্চ
ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ ॥

বমন, বমনবেগ-ধারণ, বিরুদ্ধ পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, তরল দ্রব্য, পিষ্টক, অজীর্ণতা, ঘৃত, মাষকলায়, দধি, পত্রশাক, মাংস, দুগ্ধ, অম্লরস, মধুররস, ক্রিমিনাশেচ্ছু ব্যক্তির এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

অথ পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

অথ পাণ্ডুরোগ-নিদানম্।

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ।
চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ।
ব্যায়ামমম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্।
নিষেবমাণস্য প্রদূষ্য রক্তং দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি ॥
ত্বক্স্ফোটনষ্ঠীবনগাত্রসাদ-মৃদ্ভক্ষণপ্রেক্ষণকূটশোথাঃ।
বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥
ত্বঙ্মূত্রনয়নাদীনাং রুক্ষকৃষ্ণারুণাভতা।
বাতপাণ্ডাময়ে তোদ-কম্পানাহভ্রমাদয়ঃ ॥
পীতমূত্রশকৃন্নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ।
ভিন্নবিট্কোঽতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ ॥
কফপ্রসেকশ্বয়থু-তন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ।
পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্ত্বঙ্মূত্রনয়নাননৈঃ ॥
জ্বরারোচকহৃল্লাস-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ।
পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ ॥
মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ।
কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্ ॥
কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তঞ্চ রূক্ষয়েৎ।
পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীর্য্যৌজসী তথা।
পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্ ॥

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও মৃদ্ভক্ষণজ।

ব্যায়াম [ব্যায়াম স্থলে ব্যবায় এই পাঠও দৃষ্ট হয়, ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন), অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (লঙ্কা মরিচ ও রাইসর্ষপাদি) এই সকল বাহুল্যরূপে সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), মুখ দিয়া জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃদ্‌ভক্ষণের ইচ্ছা, অক্ষি-গোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা এবং অন্নের অপাক এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ত্বক্ মূত্র ও নয়নাদি রুক্ষ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ হয় এবং কম্প, সূচী-বেধবদ্‌ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ এবং মল মূত্র ও নেত্র অতি পীতবর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা মল নির্গম এই সকল লক্ষণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতি গুরুতা এবং ত্বক্ মূত্র নয়ন ও আননের শুক্লবর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে, উক্ত বাতাদি লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়। ইহাতে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ, বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়শক্তিনাশ, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

মৃত্তিকাভক্ষণশীল ব্যক্তির বাতাদি দোষ ত্রয়ের মধ্যে কোন একটা দোষ কুপিত হয় অর্থাৎ কষায়-রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ক্ষার-বিশিষ্ট মৃত্তিকা পিত্তকে ও মধুর-রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা কফকে কুপিত করিয়া থাকে। ভুক্ত মৃত্তিকা নিজ রৌক্ষ্য গুণে রসাদি ধাতুসমূহকে ও ভুক্ত অন্নকে রুক্ষ করিয়া তুলে এবং ঐ মৃত্তিকা অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃ সকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি, দীপ্তি, বীর্য্য ও সর্ব্বধাতুসার ওজঃপদার্থের বিনাশপূর্ব্বক শীঘ্র বল বর্ণ ও অগ্নি নাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

অথ পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা।

সাধ্যন্তু পাণ্ডাময়িনং সমীক্ষ্য
স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-
র্হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ॥

লক্ষণাদি দর্শন করিয়া পাণ্ডুরোগ সাধ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে স্নেহনার্থ প্রথমে রোগিকে কল্যাণক, পঞ্চগব্য ও মহাতিক্তাদি ঘৃত পান করাইবে। পরে বিরেচন ও মৃদু বমন দ্বারা উর্দ্ধাধঃ পরিশুদ্ধ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত হরীতকী-চূর্ণ বহুল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যৎ ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতান্ পিবেদ্ বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার ক্বাথে ও কল্কে সিদ্ধ ঘৃত, ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কসাধ্য ত্রৈফল ঘৃত অথবা বাতব্যাধ্যুক্ত তৈল্বক ঘৃত প্রযোজ্য; কিংবা তেউড়ী প্রভৃতি বৈরেচনিক-দ্রব্য-সংস্কৃত ঘৃত অথবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধশ্চ বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে তিক্তপ্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া, কফজ পাণ্ডুরোগে কটু রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্র পাণ্ডুরোগে মিশ্র চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী॥

পাণ্ডুরোগে গুড়ের সহিত হরীতকী নিত্য সেবন করা কর্ত্তব্য।

ত্রিফলাক্বথিতং তোয়ং সঘৃতঞ্চ সশর্করম্।
বাতপাণ্ড্বাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ভজেদ্ ধ্রুবম্॥

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার ক্বাথ নিত্য পান করিলে আশু উপকার হইয়া থাকে।

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ।
কফপাণ্ডৌ চ গোমূত্র-যুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্॥
নাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণাং পথ্যাং তথাশ্মজম্।
গুগ্গুলুং বাথ মূত্রেণ কফপাণ্ড্বাময়ী পিবেৎ॥
সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ॥

পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৫ মাষা ৪ রতি চিনির সহিত ১০ মাষা ৮ রতি তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কফজ পাণ্ডুরোগে, হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। সেই ক্লিন্ন হরীতকী গোমূত্রে পেষণ ও গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অথবা গোমূত্রের সহিত শুণ্ঠচূর্ণ ৪ মাষা ও লৌহভস্ম ১ মাষা, বা পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, ও হরীতকী চূর্ণ ২ মাষা, কিম্বা শুদ্ধ শিলাজতু ১ মাষা অথবা ঘৃত শোধিত গুগ্গুলু ৮ মাষা ব্যবস্থা করিবে। লৌহচূর্ণ সাত দিবস গোমূত্রে ভাবনা দিয়া উহা দুগ্ধের সহিত পান করিতে দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অয়স্তিলত্র্যূষণকোলভাগৈঃ
সর্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্।
তৈর্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽনুতক্রং
পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তঃ॥

লৌহচূর্ণ কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও কুলের আঁটীর শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্বসম শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক তক্র অনুপানে সেবন করিলে অতি কঠিন পাণ্ডু রোগও বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদিকষায়ঃ।

ফলত্রিকামৃতাবাসা-তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিম ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয়।

বাসাদি-কষায়ঃ।

বাসামৃতানিম্বকিরাততিক্ত-কষায়কোঽয়ং সমধুপ্রপীতঃ।
সকামলং পাণ্ডুমথাসৃপিত্তং হলীমকং হন্তি কফাদিরোগান্॥

বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, হলীমক ও কফজ রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম-যোগঃ।

অতিশুদ্ধময়োভস্ম সর্পির্মধুযুতং লিহেৎ।
পাণ্ডুরোগস্য নাশায় কামলায়াশ্চ সর্বদা॥

অতি বিশুদ্ধ (অন্যূন ৩০০ পুটিত) লৌহভস্ম ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতম্।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

পাণ্ডুরোগীর শোথ থাকিলে, মণ্ডুর বারংবার (সাতবার) অগ্নিতে সন্তপ্ত ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া ঐ শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৪ মাষা ৩ ভাগ করিয়া ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করত অন্নের সহিত সেবন করাইতে দিবে। অনুপান—তক্র কিংবা দুগ্ধ। ইহাতে পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অথ কামলা-নিদানম্।

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে।
তস্য পিত্তমসৃঙ্মাংসং দগ্ধ্বা রোগায় কল্পতে॥
হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্নখাননঃ।
রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ॥
দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্য-সদনারুচিকর্ষিতঃ।
কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥

যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপ পিত্তকর দ্রব্য সকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলা রোগ (ন্যাবা) উৎপাদন করে। এই কামলারোগে রোগির নেত্র, ত্বক্, নখ ও আনন অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মল-মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ এবং শরীর বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। রোগির ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ, দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ ও অরুচি হইয়া থাকে। সঞ্চিত বহু পিত্ত হইতে কামলার উৎপত্তি হয়। ইহা দুই প্রকার; এক প্রকার কোষ্ঠাশ্রয়া, অপর প্রকার রক্তাদিশাখাশ্রয়া।

অথ কামলা-চিকিৎসা।

কল্যাণকং পঞ্চগব্যং মহাতিক্তমথাপি বা।
স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগিণে॥
রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রযোজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা॥

পাণ্ডু ও কামলা রোগিকে কল্যাণক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত, অথবা মহাতিক্তক ঘৃত স্নেহনার্থ পান করিতে দিবে। তাহাকে স্নেহ পান করাইয়া প্রথমে পিত্তহরণার্থ রেচন, তৎপরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীপত্রকল্কং বা পিবেৎ তক্রেণ কামলী।

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয়।

গবাং পয়ঃ সনাগরং প্রিয়ে নিহন্তি কামলাম্॥

গব্যদুগ্ধ শুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলা কটুরোহিণী।
প্রলিহ্য মধুসর্পির্ভ্যাং কামলার্ত্তঃ সুখী ভবেৎ॥

লৌহচূর্ণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কট্কীচূর্ণ, ঘৃত এবং মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

নিশাচূর্ণং কর্ষমিতং দধ্নঃ পলমিতং তথা।
প্রাতঃ সংসেবনং কুর্য্যাৎ কামলানাশনং পরম্॥

হরিদ্রাচূর্ণ ২ তোলা, ৮ তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা বা নিমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রভাতে পান করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ।
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কামলারোগির নেত্রে ঘলঘসিয়ার রস অথবা হরিদ্রা, গোরমাটী ও আমলকী চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে কামলারোগ নিবারিত হয়।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্॥

কাকরোলমূলের রস অথবা পীত ঘোষাফল চূর্ণ বা ঘোষাফল জলে ঘসিয়া সেই জল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কামলা রোগের শান্তি হয়।

অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ॥

ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা রোগ সদ্য প্রশমিত হয়।

অয়োরজো ব্যোষবিড়ঙ্গচূর্ণং
নিশাদ্বয়ং বা ত্রিফলান্বিতাং বা।
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী॥

লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ অথবা দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহ কিংবা বিরেচনার্থ শর্করা ও তেউড়ীচূর্ণ অথবা শর্করা, তেউড়ী ও রাখালশশা বা গুড় ও শুঁঠ চূর্ণ কামলারোগে হিতকর।

তুল্যা অয়োরজঃপথ্যা-হরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাদ্ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্॥

লৌহচূর্ণ হরীতকী ও হরিদ্রা চূর্ণ, মধু এবং ঘৃতের সহিত অথবা হরীতকী চূর্ণ গুড় ও মধুর সহিত লেহন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লীঢ়া নিবারয়ন্ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি॥

আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে উৎকট কামলাও আশু নিবারিত হয়।

অথ কুম্ভকামলানিদানম্।

কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা॥

কালাধিক্যে কামলারোগ খরীভূত হইয়া কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

অথ কুম্ভকামলা-চিকিৎসা।

কুম্ভাখ্যকামলায়াস্তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।

কামলার চিকিৎসানুসারে কুম্ভকামলার চিকিৎসা করিবে।

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সন্তু
গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢং মধুনা চিরেণ
কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ আট বার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভকামলা রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

অথ হলীমক-নিদানম্।

যদা তু পাণ্ডোর্ব্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতঃ শ্যাবপীতকঃ।
বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ॥
স্ত্রীষহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচির্ভ্রমঃ।
হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

যখন পাণ্ডুরোগির বর্ণ হরিত, শ্যাব বা পীত হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব ঘটে, তখন পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অথ হলীমক-চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

মারিতঞ্চায়সং চূর্ণং মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম্।
খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তি হলীমকম্॥

জারিত লৌহচূর্ণ, খয়েরের কাথ ও মুস্তা চূর্ণের সহিত সেবন করিলে হলীমক রোগ নিবারিত হয়।

সিতাতিক্তাবলাযষ্টী-ত্রিফলারজনীযুতৈঃ।
লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমকনিবৃত্তয়ে॥

হলীমক-রোগ-শান্তির জন্য কটুকী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হলদি ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে।

যোগরাজঃ।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ॥
পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য লৌহস্য রজসস্তথা॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎসর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেণাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে॥
উড়ুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নি না
দিনে দিনে প্রয়োগেণ জীর্ণে ভোজ্যং যথেপ্সি
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থাংশ্চ কাকমাচীং কপোতকান্
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপম
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বর

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসম লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বজ্রবটকমণ্ডুরম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গমুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে সমুদ্ধরেৎ॥
ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেৎ তক্রেণ তক্রভুক্।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি চ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥
মণ্ডুরো বজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ॥
"নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডুরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডুরচূর্ণতঃ॥"

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৶৬ সের। আসন্নপাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সমুদায় আলোড়ন করিয়া (৪ মাষা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মূতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, অর্থাৎ সমুদায়ে ২৪ তোলা। তক্রভোজী হইয়া তক্র অনুপানে এই মণ্ডুর সেবন করিলে পাণ্ডু, কুম্ভকামলা ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাদিমণ্ডুরম্।

পুনর্নবা ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠীপিপ্পলীমরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।
পাণ্ডুশোথোদরানাহ-শূলার্শঃক্রিমিগুল্মনুৎ॥

শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৶৫ সের। আসন্নপাকে—পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মূতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুরম্।

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্।
যমানী জীরযুগ্মঞ্চ শটীধান্যকচব্যকম্॥
প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে।
পুনর্নবাষ্টগুণিতং ক্বাথং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং পাণ্ডুকামলাম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

অত্র সর্ব্বচূর্ণসমাংশং মণ্ডুরচূর্ণমিতি বৃদ্ধাঃ। গোমূত্র-পুনর্নবাক্বাথাভ্যাং মণ্ডুরাণাং পাকঃ, চূর্ণানাং প্রক্ষেপঃ, শীতে চ মধুনঃ।

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর (বৃদ্ধগণের মতে চূর্ণের সমান মণ্ডুর)। মণ্ডুর চূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবার কাথ। গোমূত্র ও পুনর্নবার কাথে মণ্ডুর চূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে লৌহাদি চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা

বিবেচনা মতে দিবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ্‌মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগাংশ্চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্॥
মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নি তু॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্।
মণ্ডূরবটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্॥
কুষ্ঠান্যজরকং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলামেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ॥
নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণিতঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, দারুহরিদ্রার ছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। অগ্রে গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে। ২ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায়, তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। মণ্ডূর সেবন কালে সুপথ্য দ্রব্য ভোজন এবং অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, মেহ, প্লীহা, প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ।

মানৈকৈকং ততঃ সূতং ষড়ভ্রং বসু লৌহকম্।
গন্ধকং ত্রিফলাব্যোষং চূর্ণং মোচরসস্য চ॥
মুষলী চামৃতাসত্বং প্রত্যেকং পঞ্চভাগিকম্।
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র ত্রিফলানাং কষায়কে॥
ভাবনা বিংশতির্দেয়া দশরাত্রং সুভাবনা।
শিগ্রুচিত্রকমূলাভ্যামষ্টধা চ পৃথক্ পৃথক্॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম রসো নিষ্কমিতো হিতঃ।
সিতয়া চ সমং ক্ষৌদ্রৈঃ শোথপাণ্ডুক্ষয়াপহঃ॥
জ্বরাতিসারসংযুক্ত-সর্ব্বোপদ্রবনাশনঃ॥

পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক বস্তু ৫ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার কাথে ১০ দিনে ২০ বার ভাবনা দিবে। পরে সজিনা ও চিতামূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আট বার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করত চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং উপদ্রবের সহিত জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শঙ্খটঙ্গবরাটঞ্চ* প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ॥
গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ॥
পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা।
কুণ্ডলী বাসকং দন্তী কাকমাচীন্দ্রবারুণী॥
বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা।
প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু॥
চতুর্দ্দশ বটীঃ খাদেচ্ছাগদুগ্ধানুপানতঃ।
গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ॥
হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্॥
শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলাগুল্মবিদ্রধান্।
শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রুকণ্ডুব্রণাপচীঃ।
দাহং তৃষ্ণামূরুস্তম্ভমামবাতং কটীগ্রহম্॥
যুক্ত্যা মন্থেন মণ্ডেন মুদ্গযূষেণ বারিণা।
গুড়ূচীত্রিফলাবাসা-কাথনীরেণ বা কচিৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ১ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বামুনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, শুলঞ্চ, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, রাখালশশা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, শালিঞ্চ ও ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ পল পরিমিত রসে তপ্তখল্লে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ

* বরাটিকা শঙ্খকঞ্চেতি বা পাঠঃ।

বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা সেবনীয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ১৪ দিন। সাধারণতঃ অনুপান—ছাগদুগ্ধ। অবস্থাবিশেষে মস্তু, অম্লমণ্ড, মুদ্গযূষ, গুড়ূচীর কাথ, ত্রিফলার কাথ বা বাসকের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবম্।
লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রয়ম্॥
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কণং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকস্তু সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ॥
চতুর্গুঞ্জাং বটিং খাদেদ্ বারিণা মধুনা সহ।
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা রুচিবদ্ধনম্।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদং তথা॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানি চ হলীমকম্।
শোথং শূলমুরুস্তম্ভং স গ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
বান্তিং মূর্চ্ছাং ভ্রমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্॥
জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্।
যাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলার্ত্তিরুজাপহম্॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সিজবৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু বা জল। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননবটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্গুলু।
জৈপালবীজং তুল্যাংশং ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্॥
ভক্ষয়েদ্ বদরাস্থ্যাভং শোথপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা॥
(অত্র সর্ব্বসমং জৈপালম্। ঘৃতেন প্রহরং সংমর্দ্দ্য স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাস্থিপ্রমাণং ভক্ষয়েৎ। দ্রোণপুষ্পীরসমনুপিবেৎ)।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্গুলু ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল বীজ চূর্ণ; একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া বদরাস্থি (ব্যবহার ২ রতি) প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। অনুপান—ঘলঘসিয়ার রস।

পাণ্ডুসূদনো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্গুলুম্।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথপ্রশান্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্গুলু এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পাণ্ডুসূদন রস সেবন কালে শীতল জল ও অম্ল বর্জ্জনীয়।

পাণ্ডুপঞ্চাননো রসঃ।

লৌহাভ্রকঞ্চ তাম্রঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চাব্যকং কৃষ্ণজীরকম্॥
চিত্রকঞ্চ নিশে দ্বে চ ত্রিবৃতা মাণমূলকম্।
কুটজস্য ফলং তিক্তা দেবদারু বচা ঘনম্॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষন্তু নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
সর্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং শুদ্ধমণ্ডূরচূর্ণকম্॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় উষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥
হলীমকং শোথপাণ্ডুমূরুস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ।
রসায়নবরশ্চৈষ বলবর্ণাগ্নিকারকঃ॥
যকৃতং প্লীহগুল্মঞ্চ সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ॥

লৌহ, অভ্র, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চৈ, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ ও মুতা, প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডূর, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে। উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়।

ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

আনন্দোদয়ো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচস্যাষ্টৌ টঙ্কণঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥
নষ্টমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্।
পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ॥
গুর্ব্বন্নমন্নমাষঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি॥
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহেঽস্য "লঘ্বানন্দরসঃ" ইতি সংজ্ঞা)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা, এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে ও অম্লদাড়িম ফলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সায়ংকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অচিরে অরুচি, পাণ্ডুরোগ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃতলতাদ্যং ঘৃতম্।

অমৃতলতারসকল্ক-প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিষঃ সর্পিঃ।
ক্ষীরচতুর্গুণমেতদ্ বিতরেচ্চ হলীমকার্ত্তেভ্যঃ॥

মাহিষ ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে শিলাপিষ্ট গুলঞ্চ ⁄১ সের ও গুলঞ্চের রস ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে হলীমক নিবারিত হয়। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

হরিদ্রাত্রিফলানিম্ব-বলামধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্॥

মাহিষ ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু মিলিত ⁄১ সের। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়।

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বাতিক্তানিশাযাস-কৃষ্ণাচন্দনপর্পটৈঃ।
ত্রায়ন্তীবৎসভূনিম্ব-পটোলাম্বুদদারুভিঃ॥
অক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
পাণ্ডুতাজ্বরবিস্ফোট-শোথার্শোরক্তপিত্তনুৎ॥

মাহিষ ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, কট্কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব, চিরতা, পটোলপত্র, মুতা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ, জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্।
মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্।
সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যাশু বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্॥

ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটী এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত ⁄১ সের। ঘৃত ⁄৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃতম্।

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তি-জ্বরমেহোদরাপহঃ॥

দশবর্ষস্থিত পুরাতন ঘৃত ⁄৪ সের, দ্রাক্ষার কল্ক ⁄১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই দ্রাক্ষাঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় (চারি ।০ আনা

হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ২ তোলা পর্য্যন্ত) পান করিলে পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, জ্বর, মেহ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা-তৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দারু প্রিয়ঙ্গুশ্চ দেবদারুহরেণুভিঃ॥
কুষ্ঠং পুনর্নবামূলং যমানী কারবী তথা।
এলা ত্বচং পদ্মকঞ্চ পত্রং নাগরকেশরম্॥
এষাঞ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা॥
রক্তপিত্তং প্রমেহাংশ্চ কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
কুরুতে চ পরাং কান্তিং প্রদীপ্তরুচিরানলম্।
তৈলং পৌনর্নবং নাম মলব্যাধীন্ নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ—পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুতা ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

—:*:—

পাণ্ডুরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দির্বিরেচনং জীর্ণ-যবগোধূমশালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কীমসূরাণাং যূষা জাঙ্গলজা রসাঃ॥
পটোলং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং তরুণং কদলীফলম্।
জীবন্তীক্ষুরমৎস্যাক্ষী গুড়ূচী তণ্ডুলীয়কম্॥
পুনর্নবা দ্রোণপুষ্পী বার্ত্তাকুল্লশুনদ্বয়ম্।
পক্কাম্রমভয়া বিম্বী শৃঙ্গীমৎস্যা গবাং জলম্॥
ধাত্রী তক্রং ঘৃতং তৈলং সৌবীরকতুষোদকে।
নবনীতং গন্ধসারো হরিদ্রা নাগকেশরম্॥
যবক্ষারো লৌহভস্ম কষায়াণি চ কুঙ্কুমম্।
যথাদোষমিদং পথ্যং পাণ্ডুরোগবতাং ভবেৎ॥

বমন, বিরেচন, পুরাতন যব, গম ও শালি-তণ্ডুল এবং মুগ, অড়হর ও মসূরের যূষ, জাঙ্গল মাংসরস, পটোল, পাকা কুম্‌ড়া, কচিকলা, জীবন্তীশাক, গোক্ষুর, হেলেঞ্চাশাক, গুলঞ্চ, নটে শাক, পুনর্নবা, দ্রোণপুষ্পী, বেগুণ, রশুন, পেঁয়াজ, পাকা আম, হরীতকী, তেলাকুচা, শিঙ্গী মাছ, গোমূত্র, আমলকী, তক্র, ঘৃত, তিলতৈল, সৌবীর, তুষোদক, মাখন, রক্ত-চন্দন, হরিদ্রা, নাগকেশর, যবক্ষার, লৌহভস্ম, কষায় দ্রব্য ও কুঙ্কুম দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল পথ্য পাণ্ডুরোগিদিগকে প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগেঽপথ্যানি।

রক্তস্রুতিং ধূমপানং বমিবেগবিধারণম্।
স্বেদনং মৈথুনং শিম্বী পত্রশাকানি রামঠম্॥
মাষোঽম্বুপানং পিণ্যাকস্তাম্বূলং সর্ষপাঃ সুরাঃ।
মৃদ্ভক্ষণং দিবাস্বপ্নস্তীক্ষ্ণানি লবণানি চ॥
সহ্যবিন্ধ্যাদ্রিজাতানাং নদীনাং সলিলানি চ।
সর্ব্বাণ্যম্লানি দুষ্টাম্বু বিরুদ্ধান্যশনানি চ।
গুর্ব্বন্নঞ্চ বিদাহীনি পাণ্ডুরোগবতাং বিষম্॥

রক্তমোক্ষণ, ধূমপান, বমিবেগধারণ (বমনবেগ উপস্থিত হইলে বমন না করা), স্বেদ, স্ত্রীসঙ্গ, শিম, পত্রশাক, হিঙ্গু, মাষকলায় অধিক জলপান, তিলাদির কল্ক, তাম্বূল, সর্ষপ, সুরা, মৃত্তিকাভক্ষণ, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণরস, সহ্য গিরি এবং বিন্ধ্যগিরিভব নদীর জল, সমস্ত অম্লদ্রব্য, দূষিতজল, বিরুদ্ধ ভোজন, গুরুদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য এই সমস্ত পাণ্ডুরোগি-দিগের পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

অথ রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ।

অথ রক্তপিত্ত-নিদানম্।

ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্ব-ব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ॥
পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্বিদহত্যাশু শোণিতম্।
ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা॥
ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ।
কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে॥
সদনং শীতকামত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ।
লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি॥
সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম।
শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকম্।
রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্।
মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম॥
সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্।
ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং পবনানুগম্।
দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবর্ত্ততে॥

আতপ, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অগ্নিতাপ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য, এই সমস্ত অতি-সেবিত হইলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, তীক্ষ্ণোষ্ণ-পূতিত্বাদি নিজগুণ দ্বারা রক্তকে শীঘ্র দূষিত করিয়া ফেলে। তদনন্তর সেই পিত্তদুষ্ট রক্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরূপ উর্দ্ধমার্গ দিয়া, অথবা লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যরূপ অধোমার্গ দ্বারা, কিংবা উর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হইয়া থাকে এবং অতিকুপিত হইলে সমস্ত লোমকূপ দিয়াও বহির্গত হয়।

রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অব-সন্নতা, শৈত্যাভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, বমি ও লৌহগন্ধি নিশ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তপিত্ত কফান্বিত হইলে ঘন, ঈষৎপাণ্ডু বর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত; বাতোল্বণ হইলে শ্যাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাতলা ও রুক্ষ রক্ত এবং পিত্তোল্বণ হইলে কষায়াভ (বট ও পটোলাদির কাথবৎ বর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণকৃষ্ণ বা আগারধূমবৎ (ঝুল) বর্ণ অথবা সৌবীরাঞ্জন সদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়।

শ্লেষ্মাদিদোষভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইল, তাহাদের দুই প্রকারের লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং তিন প্রকারেরই লক্ষণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া জানিবে।

কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উর্দ্ধমার্গগামী ও বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ-নিঃসারী এবং বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত উদ্ধাধঃ উভয়মার্গগামী হইয়া থাকে।

অথ রক্তপিত্ত-চিকিৎসা।

পিত্তাস্রং স্তম্ভয়েন্নাদৌ প্রবৃত্তং বলিনো যতঃ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে রক্তপিত্তের প্রবৃত্ত রক্ত প্রথমে বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ থাকিলে তাহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ আনয়ন করে।

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্॥
ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্।
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্॥

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যদি রোগির বল মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে প্রথমে অপতর্পণ (উপবাসাদি) কর্ত্তব্য। নতুবা অগ্রে তর্পণ (তৃপ্তিকর আহারাদি) ক্রিয়া করাইয়া পরে বিরেচন করাইবে। অধোগ

রক্তপিত্তে রোগিকে প্রথমে পেয়া পান করাইবে, পরে তাহার বল বিবেচনা করিয়া বমন করাইবে।

দ্রাক্ষামধুককাশ্মর্য্য-সিতাযুক্তং বিরেচনম্।
যষ্টীমধুকযুক্তঞ্চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতম্॥

রক্তপিত্ত পীড়ায়, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারী-ফল ও চিনি সংযুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং যষ্টিমধু ও মধুসংযুক্ত বমনকারক ঔষধ হিতকর।

লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাম্।
তর্পণং পাচনং লেহান্ সর্পীংষি বিবিধানি চ॥

লঙ্ঘন-ক্রিয়ার পর অল্প তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে; ক্রমে তর্পণ, পাচন, লেহ ও বিবিধ ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্র-লাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি॥
জলং খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-মধুকৈঃ সপরূষকৈঃ।
শৃতশীতং প্রযোক্তব্যং তর্পণার্থে সশর্করম্॥
(অত্র খর্জ্জুরাদিনা জলং ষড়ঙ্গবিধানেন কার্য্যম্। চঃ টীঃ)

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে ঘৃত, মধু ও খৈ চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য রোগিকে তর্পণার্থ ভোজন করিতে দিবে, অথবা পিণ্ড-খর্জ্জুর, কিস্‌মিস্ যষ্টিমধু ও ফল্‌সা ইহাদের ষড়ঙ্গপানীয় বিধি অনুসারে প্রস্তুত (মিলিত দ্রব্য ২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /২ সের) ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করাইবে, তাহাতে রক্তপিত্ত কালে প্রশমিত হইবে।

ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলী শর্করা মধু।
মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধ-রক্তপিত্তজ্বরাপহঃ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে জ্বর থাকিলে অরুণমূল তেউড়ী, শ্যামামূল তেউড়ী, ত্রিফলা এবং পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত (সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ) চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, সেই মোদক সেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হয়।

শালপর্ণ্যাদিনা সিদ্ধা পেয়া পূর্ব্বমধোগজে।
বমনং মদনোন্মিশ্রো মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ॥

অধোগ রক্তপিত্তে প্রথমে শালপর্ণ্যাদি স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথে পেয়া সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং বমনার্থ মদনাফল, মধু ও চিনি মিশ্রিত মন্থ (দ্রবদ্রব্যে আলোড়িত শক্তু) প্রয়োগ করিবে।

বিনা শুণ্ঠীং ষড়ঙ্গেন সিদ্ধং তোয়ঞ্চ দাপয়েৎ॥

রক্তপিত্তরোগীকে, জ্বরাধিকারোক্ত ষড়ঙ্গ-পানীয় পান করিতে দিবে, কিন্তু ষড়ঙ্গের শুঁঠ অঙ্গটী ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ দ্বারা জল সিদ্ধ করিতে হইবে।

ক্ষীণমাংসবলং বালং বৃদ্ধং শোষানুবন্ধিনম্।
অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

কৃশ, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ এবং শোষ-রোগান্বিত রক্তপিত্ত-রোগীকে কদাচ বমন বা বিরেচন করাইবে না, স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেৎ তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥

বাসকপত্র পুটপক্ব করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অটরূষকনির্য্যাসে প্রিয়ঙ্গুমৃত্তিকাঞ্জনে।
বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ॥

পুটপক্ব বাসকপাতার রসে প্রিয়ঙ্গু, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধ এই সকলের চূর্ণ ২ তোলা এবং মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাচূর্ণং সুকুতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তঞ্চ সিদ্ধমিদম্॥

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত লাক্ষা ৬ মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গু-
লোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি।
পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি হন্যাৎ
পিত্তাসৃজোর্বেগমুদীর্ণমাশু॥

বাসকের ক্বাথে উৎপল, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন ও পদ্মকেশর ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্তের প্রবল বেগ আশু নিবারিত হয়।

তালীশচূর্ণসহিতঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ।
কফপিত্ততমকশ্বাস-স্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ॥
অত্র বাসকস্বরসস্য পলম্, তালীশচূর্ণস্য মাষকদ্বয়ম্; মধু মাষচতুষ্টয়মিতি ব্যবহরন্তি। চক্র-টীঃ॥

বাসকপাতার রস ৮ তোলা, তালীশপত্র চূর্ণ।০ আনা ও মধু ॥০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে কফপিত্ত, তমকশ্বাস, স্বরভেদ ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

ধন্যাকাদি-হিমঃ।

ধন্যাকধাত্রীবাসানাং দ্রাক্ষাপর্পটয়োর্হিমঃ।
রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ॥

ধনে, আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্ ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি-ক্বাথঃ।

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃতা।
উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্ছেষাং ক্বাথং সমধুশর্করম্॥
পায়য়েৎ তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি।
রক্তপিত্তং জয়ত্যুগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা॥

বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী; ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে সদ্যঃ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

অটরূষকাদি-ক্বাথঃ।

অটরূষকমৃদ্বীকা-পথ্যাক্বাথঃ সশর্করঃ।
ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বাসক-ক্বাথঃ।

কেবলো বাসকক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা॥

একমাত্র বাসকের ক্বাথ মধু সহ পান করিলেই রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাসকস্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ॥

বাসকের রসে হরীতকী কিংবা পিপুল ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত সত্বর নিবারিত হয়।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ।
রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি॥

রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস রোগির যদি বাঁচিতে সাধ থাকে, এবং পরম ঔষধ বাসক যদি বিদ্যমান থাকে, তবে কেন তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হইবে? অর্থাৎ বাসক ঐ সকল রোগের মহৌষধ।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি।

ডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে অধোগ রক্ত আশু নিবারিত হয়।

মদয়ন্ত্যঙ্ঘ্রিজঃ ক্বাথস্তদ্বৎ সমধুশর্করঃ।

কাষ্ঠ-মল্লিকার মূলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অতসীকুসুমসমঙ্গা-বটাবরোহত্বগম্ভসা পীতা।
প্রশময়তি রক্তপিত্তং যদি ভুঙ্‌ক্তে মুদ্গযূষেণ॥

অতসীপুষ্প, বরাহক্রান্তা ও বটের ঝুরির ছাল পেষণ করিয়া তাহা জলের সহিত পান ও মুগের যূষ পথ্য করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পকোড়ুম্বরকাশ্মর্য্য-পথ্যাখর্জ্জুরগোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্॥

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ড-খর্জ্জুর অথবা দ্রাক্ষা ইহাদের কোন একটি পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে সকল প্রকার রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূণাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পচূর্ণন্তু মধুনা লীঢ়ং চারোগ্যমশ্নুতে॥

খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন ও শিমুলের পুষ্প চূর্ণ (বৃন্দের মতে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্প চূর্ণ) করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্ত-পিত্তরোগী আরোগ্য লাভ করে।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি বিলেপেন॥

সেতু যেমন জল বেগ বন্ধ করে, আম-লকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিতে পেষণ করত মস্তকে প্রলেপ দিলেও সেই রূপ নাসিকা হইতে রুধিরস্রাব বন্ধ হয়।

াণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং
সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্ বা
সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতং বা॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে, চিনির সহিত জলের বা দুগ্ধের নস্য প্রদান করিবে। অথবা চিনির সহিত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ইক্ষুরস পান (কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাসিকা দিয়া পান) করিতে দিবে।

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥

দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্র-কেশীর রস বা পলাণ্ডুর রস, ইহাদের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তপতন বন্ধ হয়।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যায়া বা সমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

দাড়িম-ফুলের রস, দূর্ব্বার রস সহ মিশ্রিত করিয়া বা আল্‌তার জল বা হরীতকীর জলের সহিত নস্য দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিশ্চয় নিবারিত হয়।

মেঢ্রগেহতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥

প্রস্রাব-দ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে, উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা তৃণ-পঞ্চমূল (কুশ, কাশ, শর, কৃষ্ণেক্ষু ও উলু-মূল) ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল /১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা
শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ
রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্তু
যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রযাতি॥

শতমূলী ও গোক্ষুর-মূলের সহিত অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগাণি ও মাষাণির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে মূত্র-মার্গ-নিঃসৃত যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কর্ম যদ্ ভাষিতং ময়া।
শ্রুত্যাদিভ্যঃ স্রুতে চাপি বাহ্যং তদ্ধি হিতং মতম্।
ভেষজং শমনধাত্বং সর্ব্বত্রাভ্যন্তরং সমম্॥

নাসা প্রবৃত্ত রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবা-রণার্থ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, তাহাদের বাহ্য প্রয়োগগুলি, কর্ণাদিমার্গের রক্তস্রাব নিবারণের পক্ষেও হিতকর জানিবে। অভ্য-ন্তর-প্রযোজ্য শমন ঔষধ সর্ব্বত্র সমান।

ছাগং পয়ো লোহিতচন্দনেন
বিল্বারুণাকৌটজবল্কলেন।
আভারসেনাপি বিপকমাশু
নিহন্তি পিত্তাস্রমধঃপ্রবাহি॥

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়্‌চির ছাল ও বাবলার আটা মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শীঘ্র অধোমার্গ-প্রসৃত রক্ত-পিত্তের শান্তি হয়।

মৃদ্বীকাং চন্দনং লোধ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ পিবেৎ ক্ষৌদ্র-বাসারসসমন্বিতম্॥
নাসিকামুখপায়ুভ্যো যোনিমেঢ্রাদিবেগিনম্।
রক্তপিত্তং স্রবন্তমপি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্॥
যচ্চ শস্ত্রক্ষতেনৈব রক্তং স্রবতি বেগতঃ।
তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যেবাবচূর্ণিতম্॥

কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসকরস ও মধু সহ সেবন করিলে, নাসিকা, মুখ, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ হইতে প্রস্রুত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। অস্ত্রাঘাতহেতু অতিবেগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্ষতস্থানে এই চূর্ণ লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

রক্তাতীসারযোগাংশ্চ পিত্তাস্রেঽধোবিসারিণি।
অসৃগ্দরহিতাংশ্চাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্॥

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রদর রোগাধিকারোক্ত ঔষধ সকল বিবেচনামতে প্রয়োগ করিবে।

জম্ব্বাম্রার্জ্জুনত্বক্ক্বথিতঞ্চ তোয়ং
করঞ্জবীজং মধুসর্পিষা চ।
মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ
পিষ্ট্বা পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন॥

জামছাল, আমছাল ও অর্জ্জুনছাল, ইহাদের ক্বাথ; ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করঞ্জবীজ চূর্ণ; এবং তণ্ডুলজলে পিষ্ট টাবালেবুর মূল ও পুষ্প; এই সমুদায় ঔষধ রক্তপিত্ত-নিবারক।

ধন্বজানামসৃগ্‌লিহ্যান্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্।
সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ॥

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশু-পক্ষির রক্ত মধুর সহিত পান করিতে দিবে। গ্রথিত রক্ত নিঃসৃত হইলে পায়রার বিষ্ঠা মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করাইবে।

উৎপলং কুমুদং পদ্মং কহ্লারং লোহিতোৎপলম্।
মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্-তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরো গণঃ॥

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু; ইহারা রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

উশীরাদি-চূর্ণম্।

(দাহ-তৃষ্ণাদৌ)

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্।
লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্॥
মুস্তা মধুককর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্।
কৃষ্ণাগুরুসমং চূর্ণং সিতা চাষ্টগুণা তথা।
রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

বেণার মূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাঁক্‌লা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন, তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাগুরু চূর্ণ; এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন ও দাহাদি নষ্ট হয়। (এই চূর্ণ ভক্ষণ করাইয়া ডুমুরের রস ৪ তোলা পান করিতে দিবে)।

এলাদি-গুড়িকা।

এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা।
সিতামধুকখর্জ্জুর-মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
শোষপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ॥

এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল; এই সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং বৃহৎ।
তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥
ততস্তস্য তুলাং নীত্বা পচেজ্জলতুলাদ্বয়ে।
তস্মিন্ নীরেঽর্দ্ধশিষ্টে তু যত্নতঃ শীতলীকৃতে॥
তানি কুষ্মাণ্ডখণ্ডানি পীড়য়েদ্ দৃঢ়বাসসা।
বস্ত্রতস্তজ্জলং নীত্বা পুনঃ পাকায় ধারয়েৎ॥
কুষ্মাণ্ডং শোষয়েদ্ঘর্ম্মে তাম্রপত্রে ততঃ ক্ষিপেৎ।
ক্ষিপ্ত্বা তত্র ঘৃতপ্রস্থং কুষ্মাণ্ডং তেন ভর্জ্জয়েৎ॥
মধুবর্ণং তদালোক্য তজ্জলং তত্র নিক্ষিপেৎ।
সিতায়াশ্চ তুলাং তত্র ক্ষিপ্ত্বা লেহবৎ পচেৎ॥
সুপক্বে পিপ্পলীশুণ্ঠী-জীরাণাং দ্বিপলে পৃথক্।
পৃথক্ পলার্দ্ধং ধন্যাকং পত্রৈলামরিচত্বচম্॥
চূর্ণমেষাং ক্ষিপেৎ তত্র ঘৃতার্দ্ধং ক্ষৌদ্রমাবপেৎ।
এতৎ পলমিতং খাদেদথবাগ্নিবলং যথা॥
খণ্ডকুষ্মাণ্ডলেহোঽয়ং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
পিত্তজ্বরং তৃষাং দাহং প্রদরং কৃশতাং বমিম্॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্।
নাশয়ত্যেব বৃদ্ধিঞ্চ বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ॥

পুরাতন স্থূলতর বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের বীজ, বীজাধার, ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কেবল শাঁস ১২॥০ সাড়ে বার সের গ্রহণ করিবে। পরে ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা নিঙড়াইয়া সেই জল পুনঃ পাকের নিমিত্ত রাখিয়া দিবে এবং কুষ্মাণ্ডগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া তাম্রপাত্রে ৴৪ সের ঘৃত চাপাইয়া তাহাতে ভাজিবে। যখন কুষ্মাণ্ডের বর্ণ মধুর ন্যায় হইবে, তখন সেই জল এবং চিনি ১২॥০ সাড়ে বার সের দিয়া একত্র লেহবৎ পাক করিবে। পরে পাক সমাপ্ত-প্রায় হইলে তাহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল এবং ধনে, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ৴২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। ইহার ১ পল মাত্রা। অথবা রোগির অগ্নিবলানুরূপ মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ, প্রদর, কৃশতা, বমি, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বলবর্দ্ধক ও শরীরের উপচায়ক।

বৃহৎকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং দৃঢ়ম্।
তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ॥
ততোঽতিসূক্ষ্মখণ্ডানি কৃত্বা তস্য তুলাং পচেৎ।
গোদুগ্ধস্য তুলামধ্যে মন্দেঽগ্নৌ বা পচেচ্ছনৈঃ॥
শর্করায়াস্তুলাং সার্দ্ধাং গোঘৃতং প্রস্থমাত্রকম্।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকঞ্চাপি কুড়বং নারিকেলতঃ॥
পিয়ালফলমজ্জানং দ্বিপলং চিরবীপলম্।
ক্ষিপেদেকত্র বিপচেল্লেহবৎ সাধ সাধয়েৎ॥
ভিষক্ সুপক্বমালোক্য জ্বলনাদবতারয়েৎ।
কোঞ্চে তত্র ক্ষিপেদেষাং চূর্ণং শানি যদাম্যহম্॥
একৈকশঃ শতপুষ্পায়া অথ সাবা সমানিকা।
গোক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ পথ্যা কপিকচ্ছুফলানি চ॥
সপ্তমী ত্বক্ চ সক্ষেমানক্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্।
ধান্যকং পিপ্পলী মুস্তমশ্বগন্ধা শতাবরী॥
তালমূলী নাগবলা বালকং পত্রকং শটী।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মেলা বৃহদেলিকা॥
শৃঙ্গাটকং পর্পটকং সর্ব্বং পলমিতং পৃথক্।
চন্দনং নাগরং ধাত্রী-ফলঞ্চাপি কশেরুকম্॥
প্রত্যেকং পঞ্চ কর্ষাণি চত্বার্য্যেতানি নিক্ষিপেৎ।
পলদ্বয়মুশীরস্য মসনস্যোষণস্য চ॥
কুষ্মাণ্ডস্যাবলেহোঽয়ং ভক্ষিতঃ পলমাত্রয়া।
কিংবা যথাবহ্নিবলং ভুক্ত্বা রোগান্ বিনাশয়েৎ॥
রক্তপিত্তং শীতপিত্তমম্লপিত্তমরোচকম্।
বহ্নিমান্দ্যং সদাহঞ্চ তৃষ্ণাং প্রদরমেব চ॥
রক্তার্শোঽপি তথা চ্ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
উপদংশং বিসর্পঞ্চ জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্॥
লেহোঽয়ং পরমো বৃষ্যো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ।
স্থাপনীয়ঃ প্রযত্নেন ভাজনে মৃন্ময়ে নবে॥

পুরাতন স্থূলতর কুষ্মাণ্ডের বীজ, বীজাধার, ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম খণ্ড খণ্ড শাঁস ১২॥০ সাড়ে বার সের গ্রহণ করিবে। পরে ১২॥০ সাড়ে বার সের গব্য দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর চিনি ১৮৸০ পৌনে উনিশ সের, গব্য ঘৃত ৴৪ সের, মধু ৴২

সের, নারিকেল এক সের, পিয়াল ফলের মজ্জা ২ পল, তিখুরী ১ পল; এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া লেহবৎ করিবে এবং নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। যথা—গুলফা ২ তোলা; ক্ষীরী (দুগ্ধফেনিকা পুষ্প) যমানী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, হরীতকী, আলকুশীবীজ ও দারু-চিনি প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা; ধনে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমুলী, গোরক্ষ-চাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল; রক্ত-চন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর প্রত্যেক ১০ তোলা; বেণার মূল, সোনরাজী ও মরিচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল। এই কুষ্মাণ্ডাবলেহ ১ পল অথবা অগ্নির বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, শীত-পিত্ত, অম্লপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, পিপাসা, প্রদর, রক্তার্শঃ, বমি, পাণ্ডুরোগ, কামলা, উপদংশ, বিসর্প, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই অবলেহ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, শরী-রের উপচায়ক ও বলকারক। মৃত্তিকানির্ম্মিত নূতন পাত্রে অতিযত্নে এই ঔষধ রাখিবে।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
কুষ্মাণ্ডপীড়নাৎ তোয়েনাঢ়কেন পুনঃ পচেৎ॥
যুক্তসর্পির্যদা পক্কস্তদা সিদ্ধেঽত্র নিক্ষিপেৎ।
পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ॥
ত্বগেলাপত্রমরিচ-ধন্যাকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তৎ তু দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ॥
তৎ পক্কং স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে দত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
কাসশ্বাসতমশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাজ্বরনিপীড়িতঃ।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥
উরঃসন্ধানকরণং বৃংহণং স্বরবোধনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্॥
পঞ্চামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ।
পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবান্ বাত্র রসো ভবেৎ।
অত্রাপি মুদ্রেয়া পাকো নিস্বচং নিষ্কুলীকৃতম্॥

ত্বগ্‌বীজাদিরহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড-শস্য কিঞ্চিৎ জল দিয়া উৎস্বিন্ন ও ক্ষৌমবস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিবে। পরে রৌদ্রে শোষিত ও শিলায় পেষণ করিয়া তাহার ১০০ পল, /৪ সের ঘৃত সহ তাম্রপাত্রে ভাজিবে; মধুবর্ণ হইলে তাহাতে কুষ্মাণ্ড জল ১৬ সের, চিনি ১২৷৷০ সের গুলিয়া দিয়া পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকের ২ পল, গুড়ত্বক্, এলা-ইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা—১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। কিন্তু অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষয়াদি নানারোগ প্রশমিত হয়। (পক্ষান্তরে—উক্ত কুষ্মাণ্ড স্বিন্ন করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে যে পরিমিত জল নির্গত হইবে, সেই জল দ্বারাই পাক করিবে। স্বতন্ত্র কুষ্মাণ্ডের রস দিবার প্রয়োজন নাই)।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাস্থং পলশতং খণ্ডং বাসাকাথাঢ়কে পচেৎ॥
মুস্তধাত্রীশুভাভার্গী-ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ত্রৈলেয়বিশ্বধন্যাক-মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ॥
পিপ্পলীকুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্।
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি॥

বাসক মূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহীত কুষ্মাণ্ড-শস্য ৫০ পল, /৪ সের সের ঘৃতে পূর্ব্ববৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ১০০ পল চিনি, উক্ত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ড শস্য এই তিন দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, এলবালুক, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ প্রত্যেকের ১ পল, পিপুল ৪ পল নিক্ষেপ করত উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে; শীতল হইলে /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

বাসাখণ্ডঃ ।

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে।
তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢকং ভিষক্ ॥
চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধাচ্ছতং তথা।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ ॥
কুড়বং পলমানন্ত চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী।
কাসশ্বাসপরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ ॥

(বাসকমূলস্ত শতপলমার্দ্রমেব গ্রাহ্যং, জলং শ ১০০ শেষ শ ২৫, হরীতকী চূর্ণ প্র ৬৪, শর্করা প্র ১০০, পিপ্পলীচূর্ণ প্র ২, মধুনঃ কুড়বমষ্টপলং দ্বৈগুণ্যাদিতি ভানুদাসঃ, চাতুর্জাতস্ত প্রত্যেকং পলম্। বাসাক্বাথে শর্করাপলশতং গোলয়িত্বা দর্ব্ব্যালোড়য়েৎ, আসন্নপাকে পিপ্পলীচূর্ণং চাতুর্জাতচূর্ণঞ্চ প্রক্ষেপ্যং, শীতীভূতে মধু প্রক্ষেপণীয়ম্)।

কাঁচা বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই ক্বাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে হরীতকীচূর্ণ /৮ সের দিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপুলচূর্ণ ২ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

রসপ্রয়োগাঃ।

অর্কেশ্বরঃ ।

মৃতার্কং মৃতবঙ্গঞ্চ মৃতাভ্রঞ্চ সমাক্ষিকম্।
অমৃতাম্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তকং পুটে পচেৎ ॥
বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
ভক্ষণাদ্বিনিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্ ॥

মারিত তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। অনুপান—বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস। মাত্রা—৪ রতি। ইহাতে সুদারুণ রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্তান্তকো রসঃ ।

মৃতাভ্রং মৃতলৌহঞ্চ মাক্ষিকং রসতালকম্ *।
গন্ধকঞ্চ ভবেৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতাদ্রবৈঃ ॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে সিতাক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
জ্বরং দাহং ক্ষতক্ষীণং তৃষ্ণাং শোষমরোচকম্ ॥

জারিত অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, রসতালক (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের টীকাকার বলেন—রসতালকের অর্থ হরিতাল) ও গন্ধক সমভাগ; ইহাদিগকে যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে চিনি

* রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশঙ্খীসমাগতম্।
সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।
পীতাভং জায়তে পাকাদ্ রসতালকসংজ্ঞিতম্ ॥
আত্রেয়-সংহিতা।

পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারুমুজ-বিষ, একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে চারি প্রহর কাল পাক করিলে পীতাভ যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই রসতালক কহে।

ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

রসামৃতরসঃ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ শিলাজতু।
চন্দনং গুড়ূচী দ্রাক্ষা মধুপুষ্পঞ্চ ধান্যকম্॥
কুটজস্য ত্বচং বীজং ধাতকী নিম্বপত্রকম্।
যষ্টীমধুসমাযুক্তং মধুশর্করয়ান্বিতম্॥
বিধিনা মর্দ্দয়িত্বা তু কর্ষমাত্রস্তু ভক্ষয়েৎ।
ধারোষ্ণপয়সা যুক্তং প্রাতরেব সমুত্থিতঃ॥
পিত্তং তথাম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বদোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ।
রসামৃতরসো নাম গহনানন্দভাষিতঃ॥

পারদ ১ ভাগ, পারদের দ্বিগুণ গন্ধক; মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ; ইহাদিগকে মধু ও চিনি সহ বিধিপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বদোষ বিনষ্ট হয়।

সুধানিধী রসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং
সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা
দদ্যাৎ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন॥
লৌহে পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা
রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহচূর্ণ সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। বটিকার পরিমাণ ১ রত্তি। অনুপান—ত্রিফলার কাথ। রক্তপিত্ত প্রশান্তির জন্য রাত্রিতে লৌহ পাত্রে গব্য দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কপর্দ্দকো রসঃ।

মৃতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসকুসুমদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তেন পূর্য্যা বরাটিকা॥
নিরুধ্য চান্ধমূষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ।
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ॥
গুঞ্জামাত্রং ঘৃতেনৈব ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
উড়ুম্বরং ঘৃতঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ।
কপর্দ্দকো রসো নাম রক্তপিত্তবিনাশনঃ॥

রসসিন্দূর কিংবা শোধিত পারদ, কার্পাসফুলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে অন্ধমূষায় পাক করিয়া উত্তোলন করত চূর্ণ করিবে এবং দ্বিগুণ মরিচচূর্ণ তাহার সহিত মিশাইবে। মাত্রা—১ রতি। প্রাতঃকালে ঘৃত সহ সেবন করিবে। অনুপান—ঘৃত ও যজ্ঞডুমুরের রস। ইহা রক্তপিত্তবিনাশক।

শর্করাদ্যং লৌহম্।

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্তয়ঃ।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তহরং পরম্॥

চিনি, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, (চিতা মুতা ও বিড়ঙ্গ) ইহাদের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করং লৌহম্।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদন্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে॥
তাম্রপাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ঘৃতভাজনে।
মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েৎ তীব্রমম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
পুষ্টিদং কান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্॥
(মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে, মুদ্রয়া পাকে জাতে লৌহাৎ পাদিকং বিড়ঙ্গ-নিকর-চূর্ণং প্রক্ষেপ্যং, শীতে মধু দেয়ম্।)

লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। অনুপান—নারিকেল জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবন করিলে তীব্র রক্ত-পিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় এবং কান্তি ও বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শতমূল্যাদি লৌহম্।

শতমূলীসিতাধান্য-নাগকেশরচন্দনৈঃ।
ত্রিকত্রয়তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরচ্ছর্দ্দি-রক্তপিত্তহরং পরম্॥

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল) ও কৃষ্ণতিল প্রত্যেক সমভাগ; সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা—১ মাষা। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্।

শতাবরী চ্ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকাবলাঃ।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা॥
ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
দিব্যৌষধিহতস্তাপি মাক্ষিকেণ হতস্ত বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্॥
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেৎ তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যজাজীপলং পলম্॥
ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচকেশরম্।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ॥

গুরুবৃষ্যান্নপানানি স্নিগ্ধং মাংসাদি বৃংহণম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পার্শ্বশূলং বিশেষতঃ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা॥
আনাহং শোণিতাস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রতিবর্দ্ধনম্।
আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ।
কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানি যোজয়েৎ॥
নারিকেলপয়ঃপানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্।
শুষ্কমূলকজীরাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্॥
ফলং বার্ত্তাকু পক্বাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদু দাড়িমম্।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রকুর্ব্বতা।
লৌহান্তরবদত্রাপি পুটনাদিক্রিয়েষ্যতে॥

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলার ত্বক্, বামুনহাটী, কুড় প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। মনঃশিলা বা স্বর্ণ-মাক্ষিক সংযোগে জারিত কান্ত লৌহ ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল; এই সমুদায় দ্রব্য উক্ত ক্বাথের সহিত লৌহ বা তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে বংশলোচন, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, কাকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল এবং ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান—গব্যদুগ্ধ। মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও কাস এবং অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত, প্রমেহ, প্লীহা, ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, চক্ষুষ্য, প্রীতিবর্দ্ধক, কান্তিকারক ও পুষ্টি-বর্দ্ধক। এই খণ্ডকাদ্য লৌহ সেবন কালে ছাগ, পায়রা, তিত্তিরি, ক্রকর (কর্কটিয়া), খরগোশ হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতির মাংস ভোজন, নারিকেলজল পান; সুষুণি, বেতো, জীরা প্রভৃতি শাক; শুষ্কমূলা, পটোল, বৃহতীফল,

বেগুন এবং পাকা আম, খর্জ্জুর, মিষ্ট দাড়িম প্রভৃতি ফল ভোজন করিবে এবং যে সকল দ্রব্যের আদিতে ক-বর্ণ আছে এরূপ দ্রব্য (কপোত কর্কোটাদি) ও আনূপ মাংস পরিত্যাগ করিবে।

উশীরাসবঃ।

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মরীং নীলমুৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠা ধন্বযাসকম্॥
পাঠা কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোড়ুম্বরং শটী।
পর্পটঃ পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকঃ॥
জম্বুঃ শাল্মলিনির্য্যাসঃ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে।
উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।
পাণ্ডুকুষ্ঠপ্রমেহার্শ-ক্রিমিশোথহরস্তথা॥

বেণার মূল, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শটী, ক্ষেতপাপড়া, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, পটোল-পত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল ও মোচরস প্রত্যেক এক পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু /৬।০ সের, জল ১২৮ সের। এই সমুদায় একত্র আবৃতপাত্র মধ্যে এক মাস রাখিবে। ঐ পাত্র প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমি প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ঘৃততৈলপ্রয়োগঃ।

বাসাঘৃতম্।

বাসাং সশাখাং সদলাং সমূলাং
কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতং তৎ
সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্॥

শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য ককুভস্য চ।
কষাযাদ্ভাৎ পুষ্পকল্কং প্রস্থে পলচতুষ্টয়ম্॥

বাসকের শাখা, ফল ও মূল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকপুষ্প ৪ পল। ঘৃত /৪ সের। পাকান্তে শীতল হইলে মধু ৮ পল মিলিত করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্তরোগ উপশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা।
সিতাং শীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকে॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বু তথাজক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্॥
তৎপানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে।
কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেৎ তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥
চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে তু পূরয়েৎ তেন চক্ষুষী।
মেঢ্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু তদ্ধিতম্।
রোমকূপপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥
(তণ্ডুলোদকচ্ছাগদুগ্ধয়োঃ প্রত্যেকং চাতুর্গুণ্যং, রক্তশালিতণ্ডুল শ ৪, জল শ ১৬, সংমর্দ্দ্য বস্ত্রপূতং গ্রাহ্যম্)॥

দাদখানি চাউল /৪ সের, ১৬ সের জলে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল লইবে। ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—দূর্ব্বাদল, শুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা চক্ষু পূরণ, মেঢ় ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাবে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গাত্রে মর্দ্দন ব্যবস্থেয়।

সপ্তপ্রস্থঘৃতম্।

শতাবরীপয়োদ্রাক্ষা-বিদারীক্ষ্বামলৈ রসৈঃ।
সর্পিষা সহ সংযুক্তৈঃ সপ্তপ্রস্থং পচেদ্ ঘৃতম্॥

শর্করাপাদসংযুক্তং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।
উরঃক্ষতে পিত্তশূলে চোষ্ণবাতেঽপ্যসৃগ্দরে।
বল্যমোজস্করং বৃষ্যং ক্ষয়হৃদ্রোগনাশনম্॥

শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদিগের রস প্রত্যেক ১ প্রস্থ করিয়া ৬ প্রস্থ; ঘৃত ১ প্রস্থ। যথাবিধি পাক করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ শর্করা মিশ্রিত করিয়া।০ সিকি তোলা হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বল, শুক্র ও ওজোবৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাদ্যং তৈলম্।

হ্রীবেরং নলদং লোধ্রং পদ্মকেশরপত্রকম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তা তথা শটী॥
চন্দনঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
ত্রিফলা শৃঙ্গবেরঞ্চ ভূতবাসত্বচস্তথা॥
আম্রাস্থিজম্বুসারাস্থি মূলং রক্তোৎপলস্য চ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।
রক্তপিত্তঞ্চ ত্রিবিধং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি তথা শ্বাসমুরঃক্ষতম্।
হ্রীবেরাদ্যমিদং তৈলং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের; দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শটী, রক্তচন্দন, আক্নাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আমের আঁটি, জামের আঁটি; রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দনে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

রক্তপিত্তে পথ্যানি।

অধোগতে চ্ছর্দ্দনমূর্দ্ধনির্গমে
বিরেচনং স্যাদুভয়ত্র লঙ্ঘনম্।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিকোদ্রব-
প্রিয়ঙ্গুনীবারযবপ্রসাতিকাঃ॥
মুদ্গা মসূরাশ্চণকাস্তুবর্য্যো
মুকুষ্টকাশ্চিঙ্গটবর্ম্মিমৎস্যাঃ
শশঃ কপোতো হরিণৈণলাব-
শরারিপারাবতবর্ত্তকাশ্চ॥
বকা উরভ্রাশ্চ সকালপুচ্ছাঃ।
কপিঞ্জলাশ্চাপি কষায়বর্গঃ।
গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ
ঘৃতং মহিষ্যাঃ পনসং পিয়ালম্॥
রম্ভাফলং কঙ্কটতণ্ডুলীয়-
পটোলবেত্রাগ্রমহার্দ্রকাণি।
পুরাণকুষ্মাণ্ডফলঞ্চ পক্ব-
তালানি তদ্বীজজলানি বাসা॥
স্বাদূনি বিম্বানি চ দাড়িমানি
খর্জ্জুরধাত্রীমিষিনারিকেলম্।
কশেরুশৃঙ্গাটমকুষ্ঠকরাণি
কপিত্থশালূকপরূষকাণি॥
ভূনিম্বশাকং পিচুমর্দ্দপত্রং
তুম্বী কলিঙ্গানি চ লাজশক্তুঃ
দ্রাক্ষা সিতা মাক্ষিকমৈক্ষবঞ্চ
শীতোদকঞ্চৌদ্ভিদবারি চাপি॥
সেকোঽবগাহঃ শতধৌতসর্পি-
রভ্যঙ্গযোগঃ শিশিরপ্রদেহঃ।
হিমানিলশ্চন্দনমিন্দুপাদাঃ
কথা বিচিত্রাশ্চ মনোঽনুকূলাঃ॥
ধারাগৃহং ভূমিগৃহং সুশীতং
বৈদূর্য্যমুক্তামণিধারণঞ্চ।
রক্তোৎপলাম্ভোরুহপত্রশয্যা
ক্ষৌমাম্বরঞ্চোপবনং সুশীতম্॥
প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানা-
মালিঙ্গনঞ্চাপি বরাঙ্গনানাম্।
পদ্মাকরাণাং সরিতাং হ্রদানাং
চন্দ্রোদয়ানাং হিমবদ্দরীণাম্॥
সুশীতলানাং গিরিনির্ঝরাণাং
শ্রুতিঃ প্রশস্তানি চ কীর্ত্তিতানি।
প্রকৃষ্টনীরং হিমবালুকা চ
মিত্রং নৃণাং শোণিতপিত্তরোগে॥

অধোগামি-রক্তপিত্তে বমন, উর্দ্ধগামি-রক্তপিত্তে বিরেচন, উর্দ্ধাধ উভয় দিগ্‌গামি-রক্তপিত্তে লঙ্ঘন, পুরাতন ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, কোদধান্য, কাঙ্গনিধান্য, উড়ীধান্য, যব, লাল উড়ীধান্য, মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, বনমুগ, চিঙ্গ্‌ড়িমাছ, বানি মাছ, শশক, ঘুঘু, হরিণ, এণ, লাবপাখী, পায়রা, শরারিপাখী, বক ও ভারই পাখির মাংস, মেষ, কালপুচ্ছ, কপিঞ্জল পাখী, কষায়বর্গ, গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, মাহিষঘৃত, কাটাল, পিয়াল ফল রম্ভাফল (কদলী), কাঁচড়া শাক, নটেশাক, পটোল, বেতাগ্র, বন আদা, পুরাণ কুমড়া, পাকা তাল, কচি তালের শাঁস ও জল, বাসক, মধুর রস, তেলাকুচা, দাড়িম, খর্জ্জুর, আমলকী, মৌরি, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, ভল্লাতক, কয়েতবেল, কুমুদাদির মূল, ফল্‌সা ফল, চিরতা, নিম্বপত্র, লাউ, ইন্দ্রযব, খৈএর ছাতু, কিস্‌মিস্‌, চিনি, মধু, ইক্ষুরস, শীতল জল, ঔদ্ভিদ জল, পরিষেচন, অবগাহন স্নান, শতধৌত-ঘৃত, তৈল মর্দ্দন, শীতল প্রলেপন, শীতল বায়ু, চন্দন, জ্যোৎস্না, মনের স্বাস্থ্যজনক বাক্য, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), শীতল ভূমিগৃহ, বৈদুর্য্যমণি, মুক্তা ধারণ, কদলীপত্রে এবং পদ্মকুমুদাদির পত্রে শয়ন, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, শীতল উদ্যানে বাস, প্রিয়ঙ্গু-চন্দন, ভূষিতা কামিনীগণের সহিত আলিঙ্গন, পদ্মপুষ্পযুক্ত নদী এবং হ্রদ (অকৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়) ও চন্দ্রোদয় কালীন হিমশীকর-সংযুক্ত শীতল পর্ব্বতগুহা, নির্ঝরের জল, সুশ্রাব্য গীত, বাদ্য, উৎকৃষ্ট জল ও কর্পূর এই সমস্ত রক্তপিত্তরোগির সুপথ্য।

রক্তপিত্তেঽপথ্যানি।

ব্যায়ামাধ্বনিষেবণং রবিকরস্তীক্ষ্ণানি কর্ম্মাণি চ
ক্ষোভো বেগবিধারণং চপলতা হস্ত্যশ্বযানানি চ।
স্বেদাস্রস্রুতিধূমপানসুরতক্রোধাঃ কুলত্থো গুড়ো
বার্ত্তাকুস্তিলমাষসর্ষপদধিক্ষারাণি কৌপং পয়ঃ॥
তাম্বূলং নলদম্বু মদ্যলশুনঃ শিম্বীবিরুদ্ধাশনং
কট্বম্লং লবণং বিদাহি চ গণস্ত্যাজ্যোঽস্রপিত্তে নৃণাম্॥

ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, রৌদ্র সেবন, তীক্ষ্ণক্রিয়া, ক্ষোভ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চঞ্চলতা, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, স্বেদ, রক্তস্রাব, ধূমপান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্রোধ, কুলথকলায়, গুড়, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সর্ষপ, দধি, ক্ষারদ্রব্য, কৌপ জল, তাম্বূল ভক্ষণ, নিম্ব, মদ্য, রশুন, শিম, বিরুদ্ধ ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসসংযুক্তদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, রক্তপিত্তরোগে এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ।

অথ রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণ-নিদানম্।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥
কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু।
অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ।
ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ॥

বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ, মৈথুন ও উপবাসাদি ধাতুক্ষয়কারক কর্ম্ম, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি মহাসাহসের কার্য্য ও বিষমাশন (অল্প, অধিক বা অকালে ভোজন) এই চারি প্রকার হেতু হইতে যক্ষ্মরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। তন্ত্রান্তরে যক্ষ্মরোগের বহুসংখ্যক হেতু উক্ত আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ই এই কারণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত জানিবে।

কফপ্রধান-বাতাদিদোষত্রয় দ্বারা রস-বাহিনী নাড়ী সকল রুদ্ধ হইলে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ রস সকল ধাতুর পোষক, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়াতে পোষকাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্ষয়কে অনুলোম-ক্ষয় কহে। আর অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রধাতু ক্ষীণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থাৎ শুক্রক্ষয় হইলে বায়ুপ্রকোপ হেতু তৎপূর্ব্বধাতু মজ্জা ক্ষয় এবং এবং মজ্জক্ষয়ে বায়ুর অতি কোপ হেতু তৎপূর্ব্ব ধাতু অস্থি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিলোমভাবে মেদ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রকার ক্ষয়কে বিলোম-ক্ষয় কহে। ধাতু ক্ষয় হওয়াতে মনুষ্যও শুষ্ক হইয়া যায়।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ।
জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ।
জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ॥
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ।
কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ॥

স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তে পদে সন্তাপ এবং সর্ব্বগত জ্বর এই তিনটি রাজযক্ষ্মার লক্ষণ।

যক্ষ্মরোগে বাতাধিক্য থাকিলে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ ও শূলবদ্‌বেদনা; পিত্তাধিক্য থাকিলে জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন এবং কফাধিক্য থাকিলে মস্তকের পরিপূর্ণতা (মাথাভার), অরুচি, কাস ও কণ্ঠের উদ্ধ্বংস (গলা সুড় সুড় করা, কার্ত্তিকের মতে উৎকাসিকা) এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা।

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎ কৃতং স্যাদ্বিষোপমম্॥
শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবিতম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী॥

বাতাদি বহু দোষে আক্রান্ত যক্ষ্মরোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে প্রথমে বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করান যাইতে পারে, কিন্তু রোগী ক্ষীণ-দেহ হইলে, উহা বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক হইয়া থাকে। যেহেতু মনুষ্যের বল শুক্রায়ত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত, অতএব শুক্র ও মল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর্ত্তব্য।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥

যদিও যক্ষ্মরোগে বমন বিরেচন নিষিদ্ধ, তথাপি দোষের আধিক্য থাকিলে অর্থাৎ শ্লেষ্মার প্রাবল্য অধিক হইলে বমন এবং পিত্তের প্রকোপ অধিক হইলে বিরেচনও

করান যাইতে পারে। কিন্তু রোগিকে অগ্রে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া অল্পস্নেহযুক্ত মৃদু বমন ও বিরেচন এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন তাহার শরীর ক্ষীণ না হয়।

শালিষষ্টিকগোধূম-যবমুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষি-মৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্॥
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ॥

এক বৎসরের পুরাতন শালিধান্য, ষাটিধান্য, গোধূম ও যব, মুদ্গ প্রভৃতির দাইল এবং মদ্য ও জাঙ্গল পশু-পক্ষির মাংস, যক্ষ্মরোগির পথ্য। শোষ-রোগির বলমাংস ক্ষীণ হইলে মাংসভোজি-পশুপক্ষির মাংস আহার করা বিধেয়; কারণ উহা বিশেষরূপ মাংসবর্দ্ধক।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজরসং পিবেৎ॥
তেন ষড় বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ।
দ্রব্যাত্তো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতোঽষ্টগুণং জলম্।
পাদস্থং সংস্কৃতঞ্চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে॥

(যবস্তু পলমিতঃ কুলথশ্চ। ছাগমাংসং পলচতুষ্টয়ং, জলমষ্টচত্বারিংশৎপলং, অবশিষ্টং দ্বাদশপলম্। ততঃ পলমিতে ঘৃতে সংস্করণীয়ম্। তত্র কর্ষমিতং সৈন্ধবং দেয়ম, সৌরভার্থং হিঙ্গু দেয়ম্। পিপ্পলীনাগরঞ্চ পৃথক্ মাষমিতং কল্কীকৃত্য দেয়ম্। বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু—পিপ্পলী শুণ্ঠ্যোঃ প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং, যবকুলথয়োস্তু প্রত্যেকং কর্ষঃ, দাড়িমামলকয়োরপি প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যম্। সমুদিতদ্রব্যাপেক্ষয়া মাংসং দ্বিগুণং গ্রাহ্যম্, সর্ব্বমেকীকৃত্য অষ্টগুণজলে ক্বথনীয়ম, তৎপাদস্থং ঘৃতেন সংস্কৃত্যোপযোজ্যমিত্যাহুঃ। চক্র-টী।)

যব ১ পল, কুলথ কলাই ১ পল, ছাগমাংস ৪ পল, জল ৪৮ পল। একত্র সিদ্ধ করিয়া ১২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে ১ পল ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহাতে ঐ রস সন্তলন করিবে এবং সৈন্ধব ২ তোলা, সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্গু, পেষিত পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এক এক মাষা দিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে এবং অম্লরস করিবার জন্য উহাতে দাড়িম ও আমলকীর কিছু রস দিবে। ইহার নাম ষড়ঙ্গ যূষ। এই যূষ সেবনে যক্ষ্মরোগির পীনসাদি ছয় প্রকার বিকার উপশমিত হয়।

পারাবতকপিচ্ছাগ-কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগ-দুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগসমূহ মধ্যে শয়ন, যক্ষ্মরোগির পক্ষে বিশেষ হিতকর।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে॥

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসমভাগে ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া দুগ্ধপান করিলে যক্ষ্মজনিত কৃশতা দূর হইয়া শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ঘৃতকুসুমরসালীঢ়ং ক্ষপং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্।
দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব॥

গোরক্ষচাকুলের মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্।
আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ॥

মস্তকের পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেত-চন্দন, একত্র বাটিয়া ঘৃত-সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনা প্রশমিত হয়।

বলা রাস্না তিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্।
পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্॥
বীরা বলা বিদারী চ কৃষ্ণগন্ধি পুনর্নবা।
শতাবরী পয়স্যা চ কত্তৃণং মধুকং ঘৃতম্॥
চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শস্তাঃ সংবৃদ্ধদোষাণাং শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্॥

বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত; অথবা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেত-

চন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত; কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা; অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাটিয়া অল্প উষ্ণ করত প্রলেপ দিলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের বেদনা নিবারিত হয়।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্।
বিশল্যকরণীকাথঃ কুকুরদ্দ্রবস্তথা॥

আল্তার জল ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা, অথবা আয়াপানের কাথ কিংবা কুকুশিমার রস পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

অথ ব্যবায়াদি হেতুকশোষ-নিদানম্।

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্য-ব্যায়ামাধ্বপ্রশোষিতান্।
ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণো লক্ষণৈঃ শৃণু।
ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ।
পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥
প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।
জরাশোষী কৃশো মন্দ-বীর্য্যবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ।
কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্ন-কাংস্যপাত্রহতস্বরঃ॥
ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ।
সংপ্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥
অধ্বশোষী চ স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।
প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ॥
ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ।
লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা॥
রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ॥

ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত এই সপ্ত কারণে সপ্ত প্রকার শোষরোগ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ব্যবায় দ্বারা যে শোষ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। ব্যবায় শোষরোগী, শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে অর্থাৎ লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য ও বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের অল্প ক্ষরণ এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হয়; এবং শুক্রক্ষয় হেতু বায়ু-প্রকোপে তাহার অস্থি মজ্জা প্রভৃতি ধাতু সকল বিলোমভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজনিতশোষরোগী প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তচ্চিন্তারত ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয়-লক্ষণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ব্যবায়শোষের যাবতীয় উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে।

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু যে শোষ হয়, তাহাকে জরাশোষ কহে। ইহাতে শরীরের কৃশতা, বীর্য্য বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্প, অরুচি, ভগ্ন কাংস্য-পাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব, শুষ্কমল ও রুক্ষদেহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধিক পথপর্য্যটন করাতে যে শোষরোগ হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। এই রোগে অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, অবয়ব সকল স্পর্শশক্তি-বিহীন এবং ক্লোম, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামজনিত শোষ রোগে, শিথিলাঙ্গতাদি অধ্বশোষলক্ষণসমূহ বাহুল্যভাবে লক্ষিত হয় এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

কোন বিশেষ ক্ষত নিবন্ধন রক্তস্রাব, বেদনা ও আহার যন্ত্রণা হেতু যে শোষ হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে। এই শোষ অসাধ্যতম।

ব্যবায়শোষ-চিকিৎসা।

ব্যবায়শোষিণং ক্ষীর-রসমাংসাজ্যভোজনৈঃ।
স্বকূলৈর্মধুরৈর্হৃদ্যৈর্জীবনীয়ৈরুপাচরেৎ ॥

ব্যবায় শোষ-পীড়িত রোগিকে দুগ্ধ, মাংসের রস, মাংস ও ঘৃত পথ্য এবং তদীয় হিতকর মধুর, হৃদ্য ও জীবনীয় ঔষধ প্রদান করিবে।

শোকশোষ-চিকিৎসা।

হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মধুরশীতলৈঃ।
দীপনৈর্লঘুভিশ্চান্নৈঃ শোকশোষমুপাচরেৎ ॥

শোকজনিত শোষ রোগে হর্ষোৎপাদন, আশ্বাস প্রদান, দুগ্ধ পান এবং স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, অগ্নিদীপক ও লঘু অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামশোষ-চিকিৎসা।

ব্যায়ামশোষিণঃ স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ।
উপাচরেজ্জীবনীয়ৈর্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেণ তু ॥

ব্যায়াম-জনিত শোষে ক্ষতক্ষয়-হিতকর স্নিগ্ধ-শীতল জীবনীয়গণ দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অধ্বশোষ-চিকিৎসা।

আস্থাসুখৈর্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈর্মধুরবৃংহণৈঃ।
অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষমুপাচরেৎ ॥

সুখোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল মধুর বৃংহণ অন্ন ও মাংসরস অধ্বশোষে হিতকর।

ব্রণশোষ-চিকিৎসা।

ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈর্দীপনৈঃ স্বাদুশীতলৈঃ।
ঈষদম্লৈরনম্লৈর্বা যূষৈর্মাংসরসাদিভিঃ ॥

স্নিগ্ধ অগ্নিদীপক স্বাদু ও শীতল আহার অথবা দাড়িমাদির রসে অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরস প্রদান করিয়া ব্রণশোষের চিকিৎসা করিবে।

অথোরঃক্ষত-নিদানম্।

ধনুষাযস্যতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্।
যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ ॥
বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ।
শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্ ॥
অধীয়ানস্য বাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্।
মহানদীর্বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ ॥
সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাতিপ্রনৃত্যতঃ।
তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা ॥
বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে।
স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ ॥
উরো বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে।
প্রপীড্যেতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে ॥
ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে।
জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্ভেদাগ্নিবধাবপি ॥
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ।
কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে।
স ক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ ॥

সতত জ্যারোপণ ধনুরাকর্ষণ ও গুরু-ভারবহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতি উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান বৃষ অশ্ব বা গজোষ্ট্রাদি দমনার্হ পশুকে বলপূর্ব্বক বিধারণ, শিলা (দীর্ঘ প্রস্তর) খণ্ড, কাষ্ঠ বা নির্ঘাত নামক অস্ত্রবিশেষের সবলে নিক্ষেপ, শত্রু-তাড়ন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে বা বহুদূর গমন, সন্তরণ দ্বারা বড় বড় নদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত ধাবন, দূর লম্ফন ও শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল কারণে এবং এই প্রকার অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে, বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে, অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম ও রুক্ষাল্পভোজন করিলে বায়ু কুপিত হওয়ায় উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধা-বিভক্তবৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্ব-দ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়।

ক্রমে বীর্য্য বল বর্ণ রুচি ও অগ্নির হীনতা, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিলাপ হইতে থাকে। কাসের সহিত পচা দুর্গন্ধ, শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রাস্থিল, সরক্ত কফ নিরন্তর বহু পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত হেতু বিশেষতঃ স্ত্রী-সেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃক্ষয়বশতঃ উরঃক্ষত-রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

অথোরঃক্ষত-চিকিৎসা।

উরো মত্বা ক্ষতং লাক্ষাং পয়সা মধুসংযুতাম্।
সদ্য এব পিবেজ্জীর্ণে পয়সাদ্যাৎ সশর্করম্॥

উরঃক্ষত হইয়াছে জানিতে পারিলে দুগ্ধ ও মধুর সহিত লাক্ষাচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

বলাদি-চূর্ণম্।

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা।
পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্॥

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্নবা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ অথবা ইহাদের কোন দ্রব্যের চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে, দুগ্ধের সহিত নিত্য সেবন করিলে উরঃক্ষত ও ক্ষয় রোগ প্রশমিত হয়।

জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্ষয়িণাং জ্বরদাহেষু স সর্ব্বোঽপি প্রশস্যতে॥

পূর্ব্বে জ্বরের যে সমস্ত শমনীয় ক্রিয়াবিধি উক্ত হইয়াছে, যক্ষ্মরোগির জ্বর-দাহেও সেই সমস্ত বিধি প্রশস্ত।

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ॥

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তদ্রোগোক্ত ব্যবস্থানুসারে করিবে। ঐ রোগ সকল প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ শোষ-চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অথ চূর্ণ-প্রকরণম্।

লবঙ্গাদি-চূর্ণম্।

লবঙ্গকক্কোলমুশীরচন্দনং
নতং সনীলোৎপলকৃষ্ণজীরকম্।
জলং সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং
কণা সবিশ্বা নলদং সহৈলয়া॥
তুষারজাতীফলবংশলোচনা-
সিতার্দ্ধভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষজিৎ॥
উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং
সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসারমুরঃক্ষতং নৃণাং
প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্॥

লবঙ্গ, কাঁকলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, কৃষ্ণজীরা, বালা, পিপ্পলী, অগুরু, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী, এলাচ, কর্পূর, জায়ফল ও বংশলোচন প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ, চিনি ৯৷৷৹ ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণ্যাদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, তৃপ্তিকারক, অগ্নির দীপক, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য-চূর্ণম্।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাশ্বগন্ধা-নাগবলা-পুষ্করাভয়াছিন্নরুহাঃ।
তালীশাদিসমেতা লেহ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং যক্ষ্মহরাঃ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ ও তালীশাদি (তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও চিনি) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মা রোগ উপশমিত হয়। (মাত্রা—/৹ হইতে ।৹ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য)।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণম্।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতৈরেতৈঃ সমং তীক্ষ্ণং মৃতং ভবেৎ॥
সংচূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রে নিত্যং যঃ সেবতে নরঃ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং মেহং পাণ্ডুরোগং ভগন্দরম্।
জ্বরং মন্দানলং শোথং সম্মোহং গ্রহণীং জয়েৎ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টিসম (৯ ভাগ) লৌহচূর্ণ মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া নিত্য সেবন করিবে। তাহাতে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস, জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইবে।

এলাদি চূর্ণম্।

এলা পত্রং নাগপুষ্পং লবঙ্গং
ভাগস্তেষাং দ্বৌ চ খর্জ্জুরকস্য।
দ্রাক্ষাযষ্টীশর্করাপিপ্পলীনাং
চত্বারস্তৎ ক্ষৌদ্রযুক্তং ক্ষয়ে স্যাৎ॥

এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ প্রত্যেকের এক এক ভাগ; পিণ্ডখর্জ্জুর দুই ভাগ; দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, চিনি ও পিপুল প্রত্যেকের চারিভাগ; এই সমুদয়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ক্ষয় রোগে প্রয়োগ করিবে।

জাতীফলাদি চূর্ণম্।

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তিলাঃ।
তালীশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা॥
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী ত্বগা।
এষামক্ষসমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতকসংহিতান্॥
পলানি সপ্ত ভঙ্গায়াঃ সিতা সর্ব্বসমা তথা।
এতচ্চূর্ণং জয়েৎ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসমরোচকম্॥
গ্রহণীমতীসারঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং সপীনসম্।
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ প্রতিশ্যায়াংশ্চ দুঃসহান্॥

জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে শিয়ালা ছোপ, কেহ কেহ বলেন তগর অভাবে পাতাড়ী), কৃষ্ণতিল, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, চিনি সর্ব্বচূর্ণের সমান। সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ মাষা।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্।

(হৃদয়দাহে।)

কর্পূরচোচককোল-জাতীফলদলাঃ সমাঃ।
লবঙ্গমাংসীমরিচ-কৃষ্ণাশুণ্ঠ্যো বিবর্দ্ধিতাঃ॥
চূর্ণং সিতাসমং হৃদ্যং সদাহক্ষয়কাসজিৎ।
বৈস্বর্য্যপীনসশ্বাস-চ্ছর্দ্দিকণ্ঠাময়াপহম্।
প্রযুক্তঞ্চান্নপানৈর্বা ভেষজদ্বেষিণাং হিতম্॥

কর্পূর, দারুচিনি, কাঁকলা, জায়ফল ও জয়িত্রী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং লবঙ্গ চূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসী চূর্ণ ৩ ভাগ, মরিচ চূর্ণ ৪ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৫ ভাগ ও শুঠচূর্ণ ৬ ভাগ; সর্ব্বচূর্ণসমান চিনি। একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ সেবনে দাহ, ক্ষয়, কাস, স্বরভঙ্গ, পীনস, শ্বাস, বমি ও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ঔষধদ্বেষী রোগির অন্ন পানের সহিত এই ঔষধপ্রযুক্ত হইলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ককুভত্বঙ্নাগবলা-বানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি।
পক্বং ঘৃতমধুযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্॥

অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও আলকুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, চিনি ৯ পল, দুগ্ধ ৴২ সের; এই সমস্ত যথানিয়মে পাক করিয়া তাহা ৪ তোলা ঘৃতে সন্তলন করিয়া লইবে। সুশীতল হইলে মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। তদ্দ্বারা যক্ষ্মাদি কাসরোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তদশাঙ্গঃ।

অশ্বগন্ধামৃতাভীরু-দশমূলীবলাবৃষাঃ।
পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ॥
অসমাসনির্দ্দেশাদিহ পুষ্করাতিবিষয়োঃ প্রক্ষেপ্যত্ব-মিতি বৃন্দটিপ্পনী।

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, ইহাদের ক্বাথে পুষ্করমূল ও আতইচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের রস।

ত্রয়োদশাঙ্গঃ।

ধন্যাকপিপ্পলীবিশ্ব-দশমূলীজলং পিবেৎ।
পার্শ্বশূলজ্বরশ্বাস-পীনসাদিনিবৃত্তয়ে॥

যক্ষ্মরোগে (বাতশ্লৈষ্মিকে) পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনসাদি উপদ্রব থাকিলে ধনে, পিপুল, শুঁঠ ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে, তাহাতে উক্ত উপদ্রব সকল নিবৃত্ত হইবে।

কৃষ্ণাদ্রাক্ষাসিতালেহঃ ক্ষয়হা ক্ষৌদ্রতৈলবান্।
মধুসর্পির্যুতো বাশ্ব-গন্ধাকৃষ্ণাসিতোদ্ভবঃ॥

পিপুল, দ্রাক্ষা ও চিনি এই দ্রব্যত্রয়, মধু ও তৈলের সহিত অথবা অশ্বগন্ধা, পিপুল ও চিনি, এইগুলি মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে ক্ষয়রোগে উপকার দর্শে।

সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্য-
চব্যাবিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ।
মাংসাদমাংসেষু ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং
শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতম্॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চৈ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সমান সমান চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা মাংসভোজী পশুপক্ষির মাংসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পিপুলের গুড়া ও মধু দিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়জনিত ক্ষীণতা নিবারিত হইয়া শীঘ্র বল-বৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

সিতোপলাদিলেহঃ।

সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলা ত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥

গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ; একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা ঐ চূর্ণ (ছাগদুগ্ধের সহিত) সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলীদ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥

বাসকের রস /৪ সের, অভাবে বাসকছাল /২ সের, ক্বাথার্থ—জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি /১ সের ও ঘৃত এক পোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ হইলে পিপুল চূর্ণ এক পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু /১ সের মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিঞ্ছর্করায়াঃ পলং শতম্॥

ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা॥
কটুকা শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্।
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধু পলাষ্টকম্॥
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বমিঞ্চৈবারুচিজ্বরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্বাসাবলেহকঃ॥

বাসক-মূলের ছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২৷৷০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুঁড়ি, চৈ, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে ৴১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে; শৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা (১ তোলা হইতে ২ তোলা) ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, শূল, জ্বর, বমি ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

(রসার্ণবস্থ)

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্বাসকস্য চ।
ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশচ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা॥
মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কণাচূর্ণং চতুঃপলম্।
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
মুরামাংসীমুশীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্।
ত্বগ্ভার্গীবালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লেহীভূতে বিনিক্ষিপেৎ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ॥
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং শ্লেষ্মপিত্তং বমিং তথা।
বৃহদ্বাসাবলেহোঽয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসক-মূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে ৴২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামুনহাটী, বালা, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত এক পোয়া দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাত্রা—২ তোলা।

অমৃতপ্রাশাবলেহঃ।

ক্ষীরে ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা ক্ষীরিণাঞ্চ তথা রসৈঃ।
পচেৎ সর্পিঃ সুপ্রস্থং মধুরৈঃ কর্ষসম্মিতৈঃ॥
দ্রাক্ষাদ্বিচন্দনোশীরৈঃ শর্করোৎপলপদ্মকৈঃ।
মধুকবকুসুমানন্তা-কাশ্মরীতৃণসংজ্ঞকৈঃ॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা।
পলার্দ্ধিকাংশ্চ সংচূর্ণ্য ত্বগেলাপত্রকেশরান্॥
বিনীয় তত্র সংলিহ্যান্মাত্রাং নিত্যং সুযন্ত্রিতঃ।
অমৃতপ্রাশমিত্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ক্ষীরমাংসাশিনাং হন্তি রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্॥
তৃষ্ণারুচিশ্বাসকাস-চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপ্রমর্দ্দনম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরঘ্নঞ্চ বল্যং স্ত্রীরতিবর্দ্ধনম্॥

যথাবিধানে মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, ইক্ষুচিনি, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, মউয়াফুল, অনন্তমূল, গাম্ভারী,

কুশমূল, কেশেমূল, শরমূল, উলুমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল প্রত্যেক ২ তোলা। গব্যদুগ্ধ ৴৪ সের, আমলকীর রস ৴৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। ক্ষীরিবৃক্ষ-সকলের কাথ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বেতস (পলাশ পিপুল) ও পাকুড় এই সকল মিলিত ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। এই সকল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে উষ্ণাবস্থায় ইক্ষুচিনি ৴৬।০ সওয়া ছয় সের, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও শীতলাবস্থায় মধু ৴২ সের মিশাইবে। অশ্বিনীকুমার-কীর্ত্তিত এই অমৃতপ্রাশ অবলেহ উপযুক্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

চ্যবনপ্রাশঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগাঞ্ছতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ।
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যোপরুন্ধ্যান্ন ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্ব-
মায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং
বলপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং
বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥
সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে দাতব্যা মৃদু ভর্জ্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রব্যং গতরসং ভবেৎ॥

বিল্বমূলছাল, গণিয়ারিছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, ভূঁইআমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, কৃষ্ণাগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভুমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল; শণ পোটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টা (অথবা ৭৸৴০ ছটাক)। এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাকিয়া লইবে এবং পোটুলী-বদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া, বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল তৈলে (একত্র মিশ্রিতে) অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরি ৫০ পল, উক্ত কাথজল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্ব্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ।

ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা রোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য, বায়ুর আনুলোম্য, আয়ুর্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধের যৌবনভাব হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবন কালে বাতাতপাদি বর্জ্জনীয়।

দ্রাক্ষারিষ্টঃ।

দ্রাক্ষাতুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
গুড়স্য দ্বিতুলাং তত্র ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
প্রিয়ঙ্গুমরিচং কৃষ্ণা বিড়ঙ্গঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ॥
পৃথক্ পলোন্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সমস্ততো ঘট্টয়িত্বা পিবেজ্জাতরসং ততঃ॥
উরঃক্ষতং ক্ষয়ং হন্তি কাসশ্বাসগলাময়ান্।
দ্রাক্ষারিষ্টাহ্বয়ঃ প্রোক্তো বলকৃন্মলশোধনঃ॥

দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ ও সমুদায় আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্টপানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত এবং মল বিশুদ্ধ হয়।

যক্ষারি লৌহম্।

মধুতাপ্যবিড়ঙ্গাশ্ম-জতুলৌহঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং লেহমিতি ভানুদাসঃ।) লৌহমিত্যত্র লোহ (অগুরু) মিতি বৃন্দধৃত পাঠঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ। ইহা ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহন করিলে উগ্র যক্ষ্মা নিবারিত হয়।

রাস্নাদি-লৌহম্।

রাস্নাশ্বগন্ধাকর্পূর-ভেকপর্ণীশিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈর্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্।
বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ॥
(শিলা শিলাজতু, মনঃশিলা ইতি কেচিৎ, গ্রন্থান্তরে অস্য যক্ষ্মান্তকলৌহ ইতি সংজ্ঞা।)

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। (ইহার অপর নাম যক্ষ্মান্তক লৌহ)। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি-বর্দ্ধক এবং দোষনাশক।

শিলাজত্বাদি লৌহম্।

শিলাজতুমধুব্যোষ-তাপ্যলৌহরজাংসি চ।
ক্ষীরেণ লেহিতস্যাশু ক্ষয়ঃ ক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥
(শিলাজত্বাদিলৌহে মধু যষ্টিমধু, তাপ্যং স্বর্ণমাক্ষিকং, লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্।)

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র ক্ষয় নিবারিত হয়।

বিন্ধ্যবাসি-যোগঃ।

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ॥
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্॥
চূর্ণযোগ এবায়ং ঘৃতমধুনোরশ্রুতত্বাৎ, অন্যে তু লেহ এবায়ং ঘৃতমধুভ্যাং বক্তব্যঃ লেহপ্রকরণবিহিতত্বাদিত্যাহুঃ। যুক্তঞ্চৈতদিতি শিবদাসঃ।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া

লইবে। ইহা সেবন করিলে উরঃক্ষত ও কণ্ঠ-রোগ সকল উপশমিত হয়। কেহ কেহ বলেন এই ঔষধে ঘৃত মধুর উল্লেখ না থাকায় ইহা এক প্রকার চূর্ণমাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা চূর্ণ নহে; বস্তুতঃ ঘৃত মধু দ্বারা কর্ত্তব্য লেহ। কারণ লেহপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। শিব-দাসের মতে শেষোক্ত মতই সমীচন।

কনকসুন্দরো রসঃ।

রসস্য তুর্য্যভাগেন হেমভস্ম প্রযোজয়েৎ।
মনঃশিলা গন্ধকঞ্চ তুত্থং মাক্ষিকতালকম্॥
বিষং টঙ্কণকং সর্ব্বং রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বমেকত্র খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে॥
জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থৈঃ পাঠায়া বাসকস্য চ।
অগস্তিলাঙ্গলাগ্নীনাং স্বরসৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ভাবয়িত্বা বিশোষ্যাথ পুনশ্চার্দ্রকবারিণা।
সপ্তধা ভাবয়িত্বা চ রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য রাজযক্ষ্মপ্রশান্তয়ে।
মধুনা পিপ্পলীভির্বা মরিচৈর্বা ঘৃতান্বিতম্॥
সন্নিপাতে প্রদাতব্যমার্দ্রকস্য রসেন বৈ।
জয়পালরজোভির্বা গুল্মিনে শূলরোগিণে॥
অম্লবর্জ্জং চরেৎ পথ্যং বল্যং হৃদ্যং রসায়নম্।
বর্জ্জয়েল্লবণং হিঙ্গু তক্রং দধি বিদাহি যৎ॥

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, মাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা, এই সকল দ্রব্য পারদের সমান প্রদান করিবে। জয়ন্তী, ভীমরাজ, আকনাদি, বাসক, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও চিতার রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া বিশুষ্ক করত পুন-র্ব্বার আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মধু ও পিপুলচূর্ণ কিংবা মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত ২ বা ৩ রতি পরিমিত বটিকা রাজযক্ষ্মরোগে প্রয়োগ করিবে। সন্নি-পাতগ্রস্ত রোগিকে আদার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। শূল ও গুল্মরোগে জয়-পাল চূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে অম্ল, লবণ, হিং, ঘোল, দধি এবং বিদাহী দ্রব্য সকল ত্যাগ করিয়া বল-কারক, হৃদ্য ও রসায়ন পথ্য সেবন করিবে।

বৃহচ্চন্দ্রামৃতো রসঃ।

রসগন্ধকয়োঃ গ্রাহ্যং কর্ষমেকং সুশোধিতম্।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ॥
কর্পূরং শাণকং দদ্যাৎ স্বর্ণং তোলকসম্মিতম্।
তাম্রঞ্চ তোলকং দদ্যাদ্ বিশুদ্ধং মারিতং ভিষক্॥
লৌহং কর্ষং ক্ষিপেৎ তত্র বৃদ্ধদারকজীরকম্।
বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরকঞ্চ বলা তথা॥
মর্কট্যতিবলা চৈব জাতীকোষফলে তথা।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জরসং তথা॥
শাণভাগং সমাদায় চৈকীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
মধুনা মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ।
ভক্ষয়েদ্বটিকামেকাং পিপ্পলীমধুনা সহ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা (মতান্তরে ২ তোলা), কর্পূর অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বীজতাড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া বীজ, বেড়েলা মূল, আল কুশী বীজ, গোরক্ষচাকুলে, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধূনা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য মধু সহ মর্দ্দন করিবে। পরে ৪ রতি প্রমাণ বটী করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ।
নবভাগোন্মিতৈস্তুল্যং লৌহপারদসিন্দুরম্॥
ছাগীদুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪।। ০ তোলা, রস-সিন্দুর ৪।।০ তোলা, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্ষয়কেশরী।

(মতান্তরে)

মৃতমভ্রং মৃতং সূতং মৃতং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
মৃতং নাগঞ্চ কাংস্যঞ্চ মণ্ডুরং বিমলং মৃতম্॥

বঙ্গং খর্পরকং তালং শঙ্খটঙ্গণমাক্ষিকম্।
বৈক্রান্তং কান্তলৌহঞ্চ স্বর্ণং বিদ্রুমমৌক্তিকম্॥
বরাটং মণিরাগঞ্চ রাজপট্টঞ্চ গন্ধকম্।
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য খল্লমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ॥
মর্দ্দয়েৎ ত্বগ্নিভানুভ্যাং প্রপুটেৎ ত্রিদিনং লঘু।
ভাবয়েৎ পুটয়েদেভির্ব্বারাংস্ত্রীংশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
মাতুলুঙ্গবরাবহ্নি স্বয়বেতসমার্কবৈঃ।
হয়মারার্দ্রকরসৈঃ পাচিতো লঘু বহ্নিনা॥
বাতপিত্তকফোৎক্লেশান্ জ্বরান্ সংমর্দ্দিতানপি।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গমারুতান্॥
সেবিতশ্চ সিতাযুক্তো মাগধ্যরজসা যুতঃ।
মধুকার্দ্রকসংযুক্তস্তদ্ব্যাধিহরণৌষধৈঃ॥
সেবিতো হন্তি রোগিণাং ব্যাধিবারণকেশরী।
ক্ষয়মেকাদশবিধং শোষং পাণ্ডুং ক্রিমিং জয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং মেহমেদোমহোদরম্।
অশ্মরীং শর্করাং শূলং প্লীহগুল্মং হলীমকম্।
সর্ব্বব্যাধিহরো বল্যো বৃষ্যো মেধ্যো রসায়নঃ॥

জারিত অভ্র, রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কাংস্য, মণ্ডূর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ, সোহাগা, মাক্ষিক, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, স্বর্ণভস্ম, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, কান্তপাষাণ (অভাবে হরিতাল) ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন করত চিতা এবং আকন্দরসে ভাবনা দিয়া তিন দিন মৃদু অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। অনন্তর পুট হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার চিতা ও আকন্দের রসে ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এইরূপ তিন বার করিতে হয়। পরে টাবালেবু (ছোলঙ্গলেবু), ত্রিফলা, চিতা, অম্লবেতস, ভীমরাজ, করবীর ও আদা প্রত্যেকের রসে তিনবার পৃথক্ করিয়া ভাবনা দিবে। অনুপান—চিনি, পিপুল, মধু ও আদার রস। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত, কফরোগ, জ্বর, সন্নিপাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ও একাঙ্গ বাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। এই ক্ষয়কেশরী একাদশ প্রকার ক্ষয়, শোষ, পাণ্ডু, ক্রিমি, কাস, পাঁচ প্রকার শ্বাস, মেহ, মেদ, উদর, অশ্মরী, শূল, প্লীহা, গুল্ম এবং হলীমক প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট করে। ইহা বলকারক, রোগনাশক, বৃষ্য, মেধ্য ও রসায়ন।

চূড়ামণিরসঃ।

দ্বিনিষ্কং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং হেম জারিতম্।
নিষ্কদ্বয়ং গন্ধকঞ্চ মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রবৈঃ॥
কুমারিকাদ্রবৈর্যামং ছাগদুগ্ধৈস্ত্রিযামকম্।
মুক্তাবিদ্রুমবঙ্গানাং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ॥
গোলকং পূরয়েদ্ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
মধুনা ক্ষয়রোগঘ্নং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।
অজাঘৃতঞ্চানুপিবেচ্ছর্করামধুসংযুতম্॥

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটীকে বদ্ধমুষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা মধুতে মাড়িয়া সেবন করিলে বাতপিত্তোদ্ভব ক্ষয়রোগ শান্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনি ও মধুসহ ছাগীঘৃত অনুপান করিবে।

মৃগাঙ্কো রসঃ।

স্যাদ্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু টঙ্গণম্॥
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন চ পেষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য মরিচৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ॥
পিপ্পলীদশকৈর্বাথ মধুনা লেহয়েদ্ বুধঃ।
পথ্যং স্থূলবুমাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ॥
দধ্যাজং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপকৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ॥
এলাজাতীমরীচৈস্তু সংস্কৃতৈরবিদাহিভিঃ।
বৃন্তাকং তৈলবিল্বাদি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তা-ভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ মাষা এই সমুদায় কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। পশ্চাৎ উহা শুষ্ক করিয়া মুষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা—৪ রতি। ১০টী মরিচ বা ১০টী পিপুলের সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। লঘু মাংসের রস, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি যক্ষ্মরোগির পথ্য। খাদ্য সকল এলাচ, জৈত্রী, মরিচ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধীকৃত করিয়া লইবে। অধিক ক্ষারদ্রব্য, হিং, বেগুন, তৈল, বিল্ব ও করোলা প্রভৃতি দ্রব্য পরিত্যাজ্য। স্ত্রীসম্পর্ক ও ক্রোধাদি একবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

মহামৃগাঙ্কো রসঃ।

নিরুত্থভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্।
দ্বিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্॥
মৃতভাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং তারভস্ম চতুর্গুণম্।
সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং মুঙ্গবারিণা।
তৎ ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে॥
লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ।
তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধ্বা পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্॥
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং চতুঃষষ্টিবিভাগতঃ।
বজ্রং বা তদভাবে তু বৈক্রান্তং ষোড়শাংশিকম্।
মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ
শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্।
বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ
সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ॥
অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ।
বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং শূরবিরোধি যৎ॥
যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং
মন্দাগ্নিং স্বরভেদকাসমরুচিং বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমম্।
অষ্টাবেব মহাগদান্ গরগদান্ পাণ্ড্বাময়ান্ কামলাং
পিত্তোত্থাংশ্চ সমগ্রকান্ বহুবিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ॥

নিরুত্থ ভস্ম স্বর্ণ ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ; এই সমুদায় টাবালেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মুষামধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে; শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরক মিশ্রিত করিবে; হীরকের অভাব হইলে সর্ব্ব চূর্ণের ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈক্রান্ত দিবে। তৎপরে উহা মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মরিচ ও ঘৃত, কিংবা পিপুলচূর্ণ। এই ঔষধ সেবন কালে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, জ্বরসমূহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা ও স্বরভেদাদি নানারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

রাজমৃগাঙ্করসঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃতত্রাম্রস্য* ভাগৈকং শিলাতালকগন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটীঃ পূরয়েৎ তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধ্বা মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশপিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মরিচৈকোনবিংশকৈঃ॥
সঘৃতৈর্দ্দাপয়েদ্ বাথ বাতশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে॥

* মৃততারস্যেতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র (পাঠান্তরে রৌপ্য) ১ তোলা, শিলাজতু (পাঠান্তরে মনঃশিলা) ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কাড়র মধ্যে পূরিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা-ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে।

পশ্চাৎ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। ১০টি পিপুল ও মধু অথবা ১৯টি মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেব্য। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

মহাভ্রবটী।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহং গন্ধকপারদম্।
সুনটা টঙ্কণক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্ ॥
গরলস্য তথা মাষ-চতুষ্কমেব চূর্ণয়েৎ।
তৎ সর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ ॥
দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাখ্যকস্য চ।
সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্য-রাজস্য শ্রীফলস্য চ ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধদারস্য তুম্বুরোঃ।
মণ্ডূকপর্ণীনির্গুণ্ডীপূতিকোন্মত্তকস্য চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চার্দ্রকস্য চ।
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাটরূষকস্য রসেন তু ॥
রসৈস্তাম্বূলবল্ল্যাশ্চ পলেনৈবং ভাবয়েৎ পৃথক্।
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ ॥
ততশ্চৈব বটিং কুর্য্যাৎ দদ্যাচ্চ যথোচিতাম্।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা ॥
সন্নিপাতজ্বরে ঘোরে বিবিধে বিষমজ্বরে।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু অর্শঃসু চ যক্ষ্মণি ॥
গ্রহণ্যাং চিরজাতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ।
শোথে শূলে তথানাহে স্ববরে চাম্লবাতকে ॥
মন্দানলেঽরুচৌ চৈব সর্ব্বজে শ্লেষ্মজে গদে।
পীনসেঽপীনসে চৈব পাদে পাদে বিশেষতঃ ॥
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা দ্বিবিধে চোভয়স্থিতে।
বাতবৃদ্ধৌ বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেঽপি চ ॥
অষ্টাস্বুদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্যতে।
অজীর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে স্থূলে তু যক্ষ্মণি ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মহাভ্রবটিকা সেয়ং পরং শ্রেষ্ঠা রসায়নে ॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা; বিষ ॥০ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র, কেশুরে, সোমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারি, বিদ্ধড়ক, তুম্বুরু, থুলকুড়, নিসিন্দা, নাটা, ধুতুরাপত্র, শ্বেত-অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পান ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটী করিবে। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

কাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমঞ্চাভয়া তারং কস্তূরী চ মনঃশিলা ॥
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমুদ্ভবম্ ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সত্য এব হি ॥
বলবৃদ্ধিং বীর্য্যবৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ।
শ্রীকরঃ পুষ্টিজননো নানারোগনিসূদনঃ।
গহনানন্দনাথোক্তো রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, মৃগনাভি ও মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা; জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া বল এবং বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্ ॥
কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতিকোষৈলবালুকম্।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ ॥
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য কেশরাজরসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্ ॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
অনুপানং প্রদাতব্যং যথাদোষানুসারতঃ ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র

মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগীদুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

কল্যাণসুন্দরাভ্রম্।

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটনৈঃ সুজীর্ণং
ধাত্রীপয়োদবৃহতীশতমূলিকেক্ষু।
বিল্বাগ্নিমন্থজলবাসককণ্টকারী-
শ্যোনাকপাটলিবলাশ্চ রসৈরমীষাম্॥
সংমর্দ্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ
গুঞ্জাসমা সুবলিতা বটিকা কৃতা চ।
যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষবলাসপিত্তং
শ্বাসং সমীরমরুচিং সকলাঙ্গসাদম্॥
শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দ্দশূলং
মেহং জ্বরং বিষমুরোগ্রহপাণ্ডুহিক্কাঃ।
কার্শ্যং ক্রিমিং বলবিনাশনমম্লপিত্তং
প্লীহাময়ং সহহলীমকমস্রগুল্মম্॥
তৃষ্ণামবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
বিস্ফোটকুষ্ঠনয়নান্তশিরোগদাংশ্চ।
মূর্চ্ছাং বমিং বিরসতাং বিনিহন্তি সদ্যঃ
কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুবৃষ্যম্।
মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং
নাশায় যক্ষ্মনিবহে কথিতং হরেণ॥

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, আমলকী, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারিপত্র, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী, শ্যোনা, পারুল ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অরুচি, শোষ, স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, মেহ, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, প্লীহা, রক্তগুল্ম, মূর্চ্ছা, গ্রহণী ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, রসায়ন ও বলকারক।

রসেন্দ্র-গুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্লয়েৎ তাবদ্ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ॥
জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গ-স্বরসেন সুভাবিতম্॥
চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডস্তু গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥

বক্ষ্যমাণ ক্ষুধাবতী গুড়িকোক্ত বিধানে শোধিত রস ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করত পিণ্ডবৎ করিবে, পরে উহা কাণ্‌ছিড়া ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধকচূর্ণ ১ পল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ছাগদুগ্ধ ২ পল ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। (অনুপান—ছাগদুগ্ধ কিংবা মধু ও বাসক পত্রের রস।) ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে ঔষধ সেবনীয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসরস। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্র-গুড়িকা।

কুমার্য্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিত্রকস্য রসৈঃ ক্রমাৎ।
শোধয়িত্বা পুনা রাজী-গৃহধূমহরিদ্রয়া॥
পরেষ্টকারজোভিশ্চ বোহ্লাপত্ররসেন চ। *
শৃঙ্গবেররসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃপুনঃ॥
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছায়য়েদ্ বসনে ঘনে।
কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্ বিজয়ারসে॥
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্।
জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ॥
সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমর্দ্ধং মরিচটঙ্কণম্।
মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবং তালকঞ্চাভ্রকং তথা॥

* বোহ্লাপত্ররসেন চেত্যত্র অলম্বুষকরসেন চ এবং শৃঙ্গবেররসেনাত্র ভৃঙ্গরাজরসেনেতি পাঠান্তরম্।

এতাংস্তু মিলিতান্ দত্ত্বা ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন কারয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্ ॥
জীর্ণেঽন্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
পাণ্ডুক্রিমিজ্বরহরী কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধিনী ॥

৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলাচূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, বোহ্নাপত্রের রস (পাঠান্তরে অলম্বুষ-রস) ও আদার রস (পাঠান্তরে ভীমরাজ রস) এই সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন ও জলে ধৌত করিয়া স্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কাণ্‌ছিড়া, কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ-রসে শোধিত গন্ধক ১ পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা এই সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে, ক্ষয়কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লোকেশ্বর-পোট্টলীরসঃ।

ভস্মসূতাচ্চতুর্ভাগাংশং মৃতস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ।
দ্বিগুণং গন্ধকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা ॥
পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্কণেন নিরুধ্য চ।
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা চ মৃন্ময়ে ॥
শোষয়িত্বা পুটে গর্ত্তেঽরত্নিমাত্রে পরাহ্নিকে।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বা তু বিন্যসেৎ ॥
এষ লোকেশ্বরো নাম বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পিপ্পলীমধুসংযুতম্ ॥
ভক্ষয়েৎ পয়সা ভক্ত্যা লোকেশঃ সর্ব্বদর্শিনঃ।
অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসে পিত্তে রসস্ত্বয়ম্ ॥
মরিচৈস্ত্রিদিনং দেয়ো ঘৃতযুক্তৈশ্চ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্।
লবণং বর্জ্জয়েৎ তত্র সাজ্যং দধি চ যোজয়েৎ ॥
একবিংশদিনং যাবৎ সঘৃতং মরিচং পিবেৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবদ্দেয়ং শয়ীতোত্তানপাদতঃ ॥

যে শুষ্কা বিষমানলৈঃ ক্ষয়রুজা ব্যাপ্তাশ্চ যেঽষ্ঠীলয়া
যে পাণ্ডুহতাঃ কুবৈদ্যবিধিনা যে শোষিণো দুর্ভগাঃ।
যে তপ্তা বিবিধৈর্জ্বরৈঃ শ্রমমদোন্মাদৈঃ প্রমাদং গতাস্তে সর্ব্বে বিগতাময়া হি পরয়া স্যুঃ পোট্টলীসেবয়া ॥

রসসিন্দূর ৪ ভাগ, শোধিত স্বর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, একত্র করিয়া চিতার রসে মর্দ্দিত করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দিয়া মুখ বন্ধ করত একটি চূর্ণপ্রলিপ্ত ভাণ্ডে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রলেপ দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং অরত্নিপ্রমাণ গর্ত্তে পাক করিতে দিবে; পাকানন্তর শীতল হইলে এক দিন পরে ঐ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া ঔষধ সকল চূর্ণ করিবে। মধু, পিপুল চূর্ণ ও দুগ্ধের সহিত ৪ রতি মাত্রায় সেব্য। কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, পিত্তদুষ্টি ও কাস থাকিলে মরিচ ও ঘৃতের সহিত তিন দিন সেবন করিবে এবং ঔষধ সেবনের পর চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে লবণ পরিত্যাগ করিয়া ঘৃত ও দধি ভক্ষণ করিবে এবং একুশ দিন ঘৃত ও মরিচচূর্ণ সেবন করিবে। মৃগাঙ্করসের পথ্যের ন্যায় পথ্য প্রদেয়। এইরূপ নিয়মে থাকিলে যাহারা বহুদিন হইতে ক্ষয়রোগ, অষ্ঠীলা, পাণ্ডু, শোষ, বিবিধ জ্বর ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়াছে, তাহারাও আরোগ্য লাভ করিবে। এমন কি অসাধ্য হইলেও এই ঔষধ সেবনে উক্ত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

হেমগর্ভ-পোট্টলীরসঃ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং তোলৈকং গন্ধকস্য চ ॥
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্দ্দিবামাত্রে সমুদ্ধরেৎ।
পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্কণেন বিলেপয়েৎ ॥
বরাটীং পূরয়েদ্ ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
বিচূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতে পোট্টলীং হেমগর্ভিকাম্।
মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জা-ভক্ষণাদ্ রাজযক্ষনুৎ ॥

রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই

দ্রব্যগুলি চিতার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে। এবং ভাণ্ডে পূরিয়া গজপুটে পাক করিতে দিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে মৃগাঙ্করসের ন্যায় সেবন করিবে। ইহাতে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্॥
শঙ্খং তুত্থঞ্চ তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ॥
টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তন্মুখমঙ্কয়েৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরুধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নিগুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
যক্ষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্ম্মরিচৈস্তথা।
মহারোগাষ্টকে * কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে।
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ।

রসসিন্দুর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খ-ভস্ম ও তুঁতে, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া চিতার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পূরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক ভাণ্ড আবৃত এবং লিপ্ত করত যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উত্তোলন পূর্ব্বক (বরাটিকার) সহিত চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—৪ রতি। মধু ও পিপুল চূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টাবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশৌ দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কণস্য চ।
মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খ-ভস্ম দেয়ং সমাংশিকম্॥
হেমভস্মার্দ্ধভাগেন সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।
নিম্ব-(নিম্ব)-দ্রবেণ সম্পিষ্য পিণ্ডিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
পশ্চাদ্গজপুটং দত্ত্বা সুশীতঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
হেমভস্মসমং তত্র [illegible] দরদং [illegible]॥
একত্র সংমর্দ্দ্য [illegible]
ততঃ পুঞ্জং [illegible] রসস্য [illegible]॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো [illegible]
বাতপিত্তজ্বরে [illegible]॥
অর্শাংসি গ্রহণীং [illegible] ভগন্দরম্।
নিহন্তি বাতজান্ [illegible] বিশেষতঃ॥
পিপ্পলীমধুসংযুক্তং [illegible]॥
ভক্ষয়েৎ [illegible]।
(সর্ব্বাঙ্গসুন্দরনামে রসে [illegible] মৌক্তিকাদীনি স্বর্ণান্তভাগানি) [illegible]।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ ভস্ম প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ, স্বর্ণভস্ম এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য কাগজীলেবুর রসে (পাঠান্তরে—নিমপাতার রসে) মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা তুলিয়া লইয়া লৌহ একভাগ ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মধুসংযুক্ত বা ঘৃতসংযুক্ত পিপুলচূর্ণ কিংবা পানের রস, চিনি অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাত, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

---

* বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠ-মেহোদরভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, অর্শঃ, ভগন্দর ও গ্রহণী এই আটটি পীড়াকে মহারোগ বলে।

পারাশর-ঘৃতম্।

যষ্টীবলাগুড়ূচ্যল্প-পঞ্চমূলীতুলাং পচেৎ।
শূর্পেঽপামষ্টভাগস্থে তত্র পাত্রং পচেদ্ ঘৃতম্ ॥
ধাত্রীবিদারীক্ষুরসে ত্রিপাত্রে পয়সোঽর্ম্মণে।
সুপিষ্টৈর্জীবনীয়ৈশ্চ পারাশরমিদং ঘৃতম্।
সশৈল্যং রাজযক্ষ্মাণমুন্মূলয়তি শীলিতম্ ॥

ঘৃত ১৬ সের। যষ্টিমধু, বেড়েলা, গুড়ূচী ও স্বল্প পঞ্চমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের; জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের; আমলকীর রস ১৬ সের; ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় গণ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই ঘৃত সেবনে যক্ষ্মা ও তদুপদ্রব প্রশমিত হয়।

অজাপঞ্চক-ঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্র-ক্ষীরৈর্দধ্না চ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্ ॥

ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ছাগ দধি ৪ সের, একত্র পাক করিয়া যবক্ষার চূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা—১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

বলাগর্ভং ঘৃতম্।

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
প্রস্থদ্বয়ে মাংসরসস্য চৈকে।
কল্কং বলায়াঃ সুনিযোজ্য গর্ভং
সিদ্ধং পয়ঃপ্রস্থযুতং ঘৃতঞ্চ ॥
সর্ব্বাভিঘাতোত্থিতপার্শ্বশূল-
ক্ষতক্ষয়োৎকাসহরং প্রদিষ্টম্ ॥

বলাগর্ভে ঘৃতে দশমূলমিলিত পলানি ৫০, জলশরাবাঃ ৩২, শেষশরাবাঃ ৮। ইতি বৃন্দটীকা।

ঘৃত ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৮ সের, (মিলিত দশমূল ৫০ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের) ছাগ-মাংসের ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত বেড়েলা ১ সের। যথা-নিয়মে পাক করিয়া সেই পক্ক ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শূল, ক্ষতক্ষয় ও উৎকাস নাশ হয়।

জীবন্ত্যাদ্যঘৃতম্।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্ ॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ ॥
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি ॥

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শটী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁই আমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই উৎকৃষ্ট ঘৃত পান করিলে একাদশবিধ রূপবিশিষ্ট যক্ষ্মা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

অমৃতপ্রাশঘৃতম্।

[illegible]কর্ষভকৌ মেদাং [illegible] শঠীম্।
চতুষ্পর্ণীং [illegible] বিদারীং [illegible]কে ॥
পুনর্নবে দ্বে [illegible] ।
যষ্টিং [illegible] বৃহতীং তথা ॥
শৃঙ্গাটকং [illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
ধাত্রীরস[illegible] ।
দত্ত্বা প্রস্থোন্মিতান্ ভাগান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করাশ্চতুঃ[illegible] ।
[illegible] ।
বিনায চূর্ণিতং [illegible] সদা [illegible] ॥
অমৃতপ্রাশ[illegible] ঘৃতং।
[illegible] ।
নষ্টশুক্র[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঠ, শটী, চতুষ্পর্ণী (শালপাণি, চাকুলে, মুগাণী, মাষাণী), মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কণ্টকারী, বৃহতী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী, শতমূলী, ঋদ্ধি, [illegible], বামুনহাটী, কিসমিস,

বৃহতী (পুনরুক্তি জন্য ২ ভাগ), পানিফল, ভুঁই আমলা, কাল ভুঁই কুমড়া, পিপুল, বেড়েলা, কুল, আখরোট, খেজুর, বাদাম ও অভিষুক (পেস্তা) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা (কুল ও আখ্‌রোট প্রভৃতি ফল না পাইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট অন্য ফল লওয়া যাইতে পারে)। আমলকী-রস, ভূমিকুষ্মাণ্ড-রস, ইক্ষুরস, ছাগমাংস-রস ও দুগ্ধ এই সকল প্রত্যেক /৪ সের হিসাবে লইয়া /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ঘৃত ছাঁকিয়া তাহাতে /৬৷৹ সওয়া ছয় সের চিনি; মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও নাগকেশর পুষ্প চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে /২ সের মধু তাহাতে দিবে। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত মানবের পক্ষে অমৃততুল্য। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত সেবন করিলে নষ্টশুক্র ও ক্ষতক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিপীড়িত, স্ত্রীসক্ত, কৃশ ও বর্ণ স্বরহীন ব্যক্তিগণ পরিপুষ্ট হয়। ইহা পুত্রপ্রদ।

বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টিশৈলেয়পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতি কেশরম্॥
পত্রং শৈলং মুরা মাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্॥
ত্বগ্রেণুনলিকাভিশ্চৈস্তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ-শ্বাসকাসবিনাশনম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ চারি সের। লাক্ষা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলারস, মুরা-মাংসী, জটামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, রেণুক ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুটিয়া ১৬ সের জল সহ পাক করিবে, পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি নিবারিত এবং বলবীর্য্যাদি বৰ্দ্ধিত হয়।

শোকং স্ত্রিয়ং ক্রোধমসূয়তাঞ্চ
ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ।
তথা দ্বিজাতংস্ত্রিদশান্ গুরুংশ্চ
বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়ৎ দ্বিজেভ্যঃ॥

যক্ষ্মরোগী শোক, স্ত্রীসঙ্গম, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করিবে। উদার অর্থাৎ ধর্ম্মের অবিরোধী ও মনের অনুকূল বিষয় সকল সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা এবং বেদোক্তরুদ্রস্তোত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুণ্যকথা সকল ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিবে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

রাজযক্ষ্মরোগে পথ্যানি।

মদ্যানি জাঙ্গলং পক্ষি-মৃগমাংসং বিশুষ্যতাম্।
মুদ্গ-ষষ্টিকগোধূম-যবশাল্যাদয়ো হিতাঃ॥
দোষাধিকস্য বমিনো মৃদুশুদ্ধ্যাদরো
গোধূমমুদ্গচণকারুণশালয়শ্চ।
ছাগাদিমাংসনবনীতপয়োঘৃতানি
ক্রব্যাদমাংসমপি জাঙ্গলজা রসাশ্চ॥
পক্কানি মোচপনসাম্রফলানি ধাত্রী
খর্জ্জুরপৌষ্করপরূষকনারিকেলম্।
শোভাঞ্জনঞ্চ কুলকং নবতালশস্যং
দ্রাক্ষাফলানি নিশয়োঽপি চ মাণিমন্থম্॥
সিংহাস্যপত্রমপি গোমহিষীঘৃতঞ্চ
চ্ছাগাশ্রয়াশ্চ তদবস্করমূত্রলেপঃ।
মৎস্যণ্ডিকা শিখরিণী মদিরা রসালা
কর্পূরকং মৃগমদঃ সিতচন্দনঞ্চ॥

অভ্যঙ্গনানি সুরভীণ্যনুলেপনানি
স্নানানি বেশরচনান্যবগাহনানি।
হর্ম্যাং স্রজঃ স্মরকথা মৃদুগন্ধবাহো
গীতানি লাস্যমপি চন্দ্ররুচো বিপঞ্চী॥
মুক্তামণিপ্রচুরভূষণধারণঞ্চ
হোমঃ প্রদানমমরদ্বিজপূজনানি।
*　　*　　*
হৃদ্যান্নপানমপি পথ্যগণঃ ক্ষয়েষু॥

মদ্য, জাঙ্গল দেশজাত পাখীর ও মৃগের মাংস, মুগ, ষষ্টিকতণ্ডুল, গম, যব ও শালিতণ্ডুল যক্ষ্মরোগির সুপথ্য। দোষাধিক বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ অতীক্ষ্ণ বমনাদি দ্বারা মৃদু শোধন হিতকর। গোধূম, মুগ, ছোলা, রক্তশালিতণ্ডুল, ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধোদ্ভব মাখন ও ঘৃত, মাংসাশী জন্তুর মাংস এবং জাঙ্গলদেশজ পশু পক্ষির মাংসরস, কলার মোচা, পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, আমলকী, খর্জ্জুর, পুষ্করমূল, পরূষফল, নারিকেল, সজিনা, পলতা, কাঁচতালের শস্য, দ্রাক্ষাফল, মৌরি, সৈন্ধবলবণ, বাসকপত্র, গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত, ছাগাশ্রয় এবং ছাগমল ও ছাগমূত্রের প্রলেপন, মৎস্যণ্ডিকা (গুড়বিশেষ), শিখরিণী, মদ্য, রসাল, কর্পূর, কস্তূরী, শ্বেতচন্দন, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), সুগন্ধি দ্রব্য (চন্দনাদি) অনুলেপন, স্নান, সুবেশ-বিন্যাস, অবগাহন স্নান, অট্টালিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক বাক্যশ্রবণ, মৃদুবায়ুসেবন, সঙ্গীতশ্রবণ, নৃত্য দর্শন, চন্দ্রের শোভা (জ্যোৎস্না), বীণাবাদ্য, মুক্তামণিনির্ম্মিত প্রচুর ভূষণ ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতাপূজা, ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা এবং হৃদয়গ্রাহী অন্নপানীয় এই সমস্ত রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে হিতকর।

রাজযক্ষ্মারোগেঽপথ্যানি।

বিরেচনং বেগবিধারণানি
শ্রমং স্ত্রিয়ং স্বেদনমঞ্জনঞ্চ।
প্রজাগরং সাহসকর্ম্ম-সেবা
রুক্ষান্নপানং বিষমাশনঞ্চ॥
তাম্বূলকালিঙ্গকুলত্থমাষ-
রসোনবংশাঙ্কুররামঠানি।
অম্লানি তিক্তানি কষায়কাণি
কটূনি সর্ব্বাণি চ পত্রশাকম্।
ক্ষারান্ বিরুদ্ধান্যশনানি শিম্বীং
কর্কোটকঞ্চাপি বিদাহি সর্ব্বম্।
বর্ঠিয়কং কৃষ্ণমপি ক্ষয়েষু
বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

বিরেচন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, নেত্রাঞ্জন, রাত্রি-জাগরণ, সাহসিক কর্ম্ম, রুক্ষ অন্নপান ও বিষমভোজন, তাম্বূল, তরমুজফল, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, রশুন, বাঁশের কোঁড়, হিঙ্গু, অম্লদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুদ্রব্য ও সকল প্রকার পত্রশাক, ক্ষারদ্রব্য, বিরুদ্ধভোজন, শিম, কাঁকরোল, বিদাহী দ্রব্য এবং কৃষ্ণতুলসী এই সকল রাজযক্ষ্মরোগে অপথ্য।

বৃন্তাকং কারবেল্লঞ্চ তৈলং বিল্বঞ্চ রাজিকাম্।
মৈথুনঞ্চ দিবানিদ্রাং ক্ষয়ী কোপং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ক্ষয়রোগী বেগুন, করোলা, তৈল, বেল, সর্ষপ, মৈথুন, দিবানিদ্রা ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ।

অথ কাসরোগাধিকারঃ।

অথ কাস-নিদানম্।

ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরূক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সম্ভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ।
নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো
মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ॥
পঞ্চকাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।
ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্॥
পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥

মুখ ও নাসাপথে ধূম বা ধূলির প্রবেশ, আমরসের ঊর্দ্ধগতি, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিমার্গগমন (দ্রুত ভোজনাদি হেতু শ্বাসপথে আহারের প্রবেশ), মলমূত্রাদির ও হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে কুপিত প্রাণবায়ু, দুষ্ট উদানবায়ুর অনুগত ও কফ পিত্তের সহিত মিলিত এবং ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া সহসা মুখ হইতে নির্গত হয়, ইহাকেই পণ্ডিতেরা কাসরোগ বলেন।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয় এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাস উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত জরানিবন্ধনও এক প্রকার কাস জন্মে, তাহা বাতাদি-দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। সকল প্রকার কাসই উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া শেষে ধাতুক্ষয়-কারক হইয়া উঠে।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠদেশ যবাদির শূয়া দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং গলার মধ্যে কণ্ডূ ও আহারদ্রব্য গিলনে কণ্ঠব্যথা হইয়া থাকে।

অথ বাতজকাস-নিদানম্।

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ।
প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব॥

বাতজ কাসে হৃদয়, শঙ্খদেশ (ললাটৈক-দেশ), পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বল স্বর ও ওজঃপদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ককাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ বাতজকাস-চিকিৎসা।
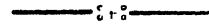
বাস্তুকো বায়স শাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ॥
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ।
শস্যতে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ॥
গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালিযবগোধূমষষ্টিকাঃ।
রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা ভোজয়েদ্ধিতান্॥

বাতকাসে বেতোশাক, কাকমাচী, কাঁচা মূলা, সুষুণি শাক, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহপদার্থ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়বিকার (মিছরি প্রভৃতি), দধি, কাঁজি, অম্লফল, প্রসন্না (সুরামণ্ড) মধুর, অম্ল ও লবণ রসাত্মক দ্রব্য হিতকর। গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহাদি) ও ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর মাংসরসের সহিত অথবা মাষকলায় ও আলকুশী বীজের যূষের সহিত যব, গম এবং ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন প্রশস্ত।

পঞ্চমূলাকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি॥

বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণের সহিত এবং মাংসের রসের সহিত অন্ন নিত্য ভোজন করিলে বাতজ কাস বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতাদিলেহঃ।

শটীশৃঙ্গীকণাভার্গী-গুড়বারিদযাসকৈঃ।
সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ॥
চূর্ণিতা বিশ্বদুঃস্পর্শা-শৃঙ্গীদ্রাক্ষাশটীসিতাঃ।
লীঢ়া তৈলেন বাতোত্থং কাসং জয়তি দারুণম্॥
ভার্গীদ্রাক্ষাশটীশৃঙ্গী-পিপ্পলীবিশ্বভেষজৈঃ।
গুড়তৈলযুতো লেহো হিতো মারুতকাসিনাম্॥
অত্র তৈলং কটু গ্রাহ্যম্। এবং বক্ষ্যমাণ-যোগেঽপি। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামুনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও দুরালভা; অথবা শুঁঠ দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটী ও চিনি; কিংবা বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়, এই তিনটি যোগ কটুতৈলের সহিত লেহন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়। এই যোগত্রয় বাত-কাসের প্রধান অবলেহ।

অথ পিত্তজকাস-নিদানম্।

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈ-
রভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ।
পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি
কাসেৎ সপাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

পৈত্তিক কাসে, হৃদয়ের দাহ, জ্বর, মুখের শোষ ও তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ-কটুস্বাদ-বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কাসকালে দাহ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথ পিত্তজকাস-চিকিৎসা।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্॥

পিত্তজ কাসে যদি কফ পাতলা হয়, তাহা হইলে বিরেচনার্থ মধুর দ্রব্যের সহিত অথবা জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্যের সহিত তেউড়ীচূর্ণ, কিন্তু কফ ঘন হইলে তিক্তরসের সহিত তেউড়ী-চূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ॥

মধুরদ্রব্য (অথবা জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্য) সংস্কৃত জাঙ্গল মাংস-রস, মুদ্গাদির যূষ ও তিক্ত শাকের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় যব, শ্যামাধান্য ও কোদো ধান্যের অন্ন, পৈত্তিক কাসে সুপথ্য।

কণ্টকারীযুগং দ্রাক্ষা-বাসাকচ্ছুরবালকৈঃ।
নাগরেণ চ পিপ্পল্যা কথিতং সলিলং পিবেৎ।
শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌মিস্, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপ্পলী, ইহাদের কাথ চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে পৈত্তিক কাস প্রশমিত হয়।

বলাদ্বিবৃহতীবাসা-দ্রাক্ষাভিঃ কথিতং জলম্।
পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্॥

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে পিত্তকাস নিবারিত হয়।

শরাদিপঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা।
কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্॥

শরমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল, কাসমূল ও শালিধান্যমূল, এই শরাদি পঞ্চমূল এবং পিপুল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের অর্দ্ধশৃত চারিগুণ কাথের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু ও চিনির সহিত, পিত্তকাসগ্রস্ত রোগিকে পান করিতে দিবে।

কাকোলীবৃহতীমেদা-যুগ্মৈঃ সবৃষনাগরৈঃ।
পিত্তকাসে রসক্ষীর-যূষাংশ্চাপ্যুপকল্পয়েৎ॥

পিত্তপ্রধান কাসরোগে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসক ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসরস, দুগ্ধ বা যূষ পাক করিয়া রোগিকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষামলকখর্জ্জুরং পিপ্পলীমরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসাপহং হ্যেতল্লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা॥

দ্রাক্ষা, আমলকী, পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপুল ও মরিচ, ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয়। (ক্ষারপাণির মতে এই

লেহ কফানুবন্ধ-পিত্তজকাসে প্রযোজ্য ; পিত্তজ কাসে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে মরিচের পরিবর্ত্তে চিনি দিতে হইবে।)

খর্জ্জুর-পিপ্পলী-দ্রাক্ষা-সিতালাজাঃ সমাংশিকাঃ।
মধুসর্পির্যুতো লেহঃ পিত্তকাসহরঃ পরঃ॥

পিণ্ডখর্জ্জুর, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, চিনি ও খৈ সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে পিত্তকাস প্রশমিত হয়।

শটীহ্রীবেরবৃহতী-শর্করাবিশ্বভেষজম্।
পিষ্ট্বা রসং পিবেৎ পূতং সঘৃতং পিত্তকাসনুৎ।
মধুনা পদ্মবীজানাং চূর্ণং পৈত্তিককাসনুৎ॥

শটী, বালা, কণ্টকারী (বৃহতীর অর্থ এখানে কণ্টকারী), চিনি ও শুঁঠ জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পিত্তকাস প্রশান্ত হয়। পদ্মবীজের চূর্ণ মধুর সহিত সেবনেও পিত্তকাস নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ কফজকাস-নিদানম্।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ।
অভক্তরুগ্‌গৌরবকণ্ডুযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফং কফেন॥

শ্লৈষ্মিককাসে রোগী শ্লেষ্মলিপ্তমুখ, অবসন্ন, শিরোবেদনাযুক্ত, কফপূর্ণদেহ, আহার-বিমুখ, দেহভারাক্রান্ত ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং তাহার নিরন্তর কাসবেগ হইয়া থাকে। কাসের সময় অতিশয় ঘন কফ নির্গত হয়।

অথ কফজকাস-চিকিৎসা।

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥

কফকাসগ্রস্ত রোগির বল থাকিলে প্রথমে তাহাকে বমন করাইয়া কটু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য কফনাশক যবান্ন ভোজন করাইবে।

পিপ্পলীক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ॥

পিপ্পলী ও যবক্ষার সংযুক্ত কুলথকলায়ের যূষ, অথবা মূলার যূষ কিংবা কটু (ঝাল) রসান্বিত মাংসের যূষ পান এবং ইহাদের সহিত লঘুপাক অন্ন আহার করিতে দিবে।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্যতে।
শ্বাসকাসজ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পৌষ্করং কট্‌ফলং ভার্গী বিশ্বপিপ্পলিসাধিতম্।
পিবেৎ ক্বাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হৃদ্‌গ্রহে॥

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও পিপুলের ক্বাথ পান করিলে কফোল্বণ কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্॥

মধুর সহিত আদার রস পান করিলে শ্বাস, কাস, সর্দ্দি ও কফ নিবারিত হয়।

পার্শ্বশূলে জ্বরে কাসে শ্বাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলাজলং পিবেৎ॥

শ্লেষ্মসমুদ্ভব কাসে শ্বাসে ও জ্বরে পার্শ্ব বেদনা থাকিলে দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

অথ ক্ষতজকাস-নিদানম্।

অতিব্যবায়ভারাধ্ব-যুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাচরেৎ॥
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাস-তৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥

অতি মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ-পর্য্যটন, যুদ্ধাশ্বগজের বিধারণ (বলপূর্ব্বক ধারণাদি) এই সকল কারণে শরীর রুক্ষীভূত

এবং বক্ষঃস্থলে (ফুস্‌ফুসে) ক্ষত হইলে বায়ু, সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাসরোগ উপস্থিত করে। এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ক-কাস, পরে কাসাভিঘাতে হৃদয়বিদারণহেতু রক্তনিষ্ঠীবন হয়। কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্‌ব্যথা, তীক্ষ্ণ স্চীবেধবদ্ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয় এবং পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ভঙ্গবৎ পীড়াদায়ক শূলবদ্রণা উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কাসিবার কালে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

অথ ক্ষতজকাস-চিকিৎসা।

ইক্ষিক্ষুবালিকা পদ্মং মৃণালোৎপলচন্দনম্।
মধুকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী॥
দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বচতুর্গুণা
লিহ্যাৎ তন্মধুসর্পির্ভ্যাং ক্ষতকাসনিবৃত্তয়ে॥

ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (কাশতৃণবিশেষ), পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, পদ্ম, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী প্রত্যেকে এক এক ভাগ, বংশলোচন দুইভাগ, চিনি সমস্ত দ্রব্যের চতুর্গুণ, এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করত লেহন করিলে ক্ষত কাস নিবারিত হয়।

অথ ক্ষয়জকাস-নিদানম্।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৄণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ।
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্॥
সগাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্
প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী।
শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু
প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়ম্॥
তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং
চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি॥

বিষম ও অসাত্ম্যকর ভোজন, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাব হেতু আত্মধিক্কার ও শোককরণ এই সকল কারণে পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া দেহ-ক্ষয়কর ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এই ক্ষয়জনিত কাসে গাত্র-শূল, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, দুর্ব্বল ও ক্ষীণমাংস হয় এবং কাসের সহিত পূযযুক্ত রক্ত-নিষ্ঠীবন করে। চিকিৎসকেরা এইরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়কাসকে অতি দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া বর্ণনা করেন।

অথ ক্ষয়জকাস-চিকিৎসা।

চূর্ণং ককুভত্বচঃ সাধু বাসকস্বরসভাবিতং বহুবারান্।
মধুঘৃতসিতোপলাভির্লীঢ়ং ক্ষয়কাসরক্তহরম্॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালচূর্ণ বাসকের রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মধু ঘৃত ও মিছরির সহিত লেহন করিলে ক্ষয়কাস ও রক্তোদ্গিরণ নষ্ট হয়।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা।
কণ্টকার্য্যাঃ কণায়শ্চ চূর্ণং মধুনা বা লিহেৎ॥

পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ পান অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্॥

ঘৃতাক্ত বহেড়া গোময়ের মধ্যে পূরিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিয়া উহা মুখমধ্যে ধারণ করিলে কাসের শান্তি হয়।

বাসকস্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

সুপথ্যভোজী হইয়া প্রতিদিন বাসকের রস মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত কাস বিশেষতঃ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসায়াঃ স্বরসং পুতং কণামাক্ষিকসংযুতম্।
অভ্যাসাম্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ॥

পুটপাকে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত উহা প্রতিদিন সেবন করিলে দুঃসাধ্য কাসরোগ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বাসকের কাথও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অথ কাসস্য সাধারণ-চিকিৎসা।

রুক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ।
ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ॥

রুক্ষদেহ ব্যক্তির বাতজ কাসে প্রথমে স্নেহপান, পিত্তজ কাসে ঘৃতপান এবং কফজ কাসে স্নেহ বিরেচন বিধেয়।

কট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলং কতৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া।
শৃঙ্গী পর্পটকং শুণ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শৃতম্॥
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে ক্ষয়ে শূলে শ্বাসে হিক্কাজ্বরেষু চ॥

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া মধু ও হিং সহ সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক কাস ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী-পদ্মকং দ্রাক্ষা সংপক্বং বৃহতীফলম্।
ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ শ্বাসকাসনিবর্হণঃ॥

পিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও সুপক্ব বৃহতী ফল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস ও কাস নিবারণ হয়।

হরীতক্যাদি-গুড়িকা।

হরীতকীনাগরমুস্তচূর্ণং
গুড়েন তুল্যং গুড়িকা বিধেয়া।
নিবারয়ত্যাশুবিধারিতেয়ং
শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণ (কেহ বলেন দ্বিগুণ) গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে প্রবল কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

মরিচাদি-গুড়িকা।

মরিচং কর্ষমাত্রং স্যাৎ পিপ্পলী কর্ষসম্মিতা।
অর্দ্ধকর্ষো যবক্ষারঃ কর্ষযুগ্মঞ্চ দাড়িমম্॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং যুঞ্জ্যাদষ্টকর্ষং গুড়েন হি।
শাণপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা বক্ত্রে বিধারয়েৎ।
অস্যাঃ প্রভাবাৎ সর্ব্বেঽপি কাসা যান্ত্যেব সংক্ষয়ম্॥

মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, দাড়িমের ছাল ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে ১৬ তোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইবে।

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং বিজেষ্টন॥

শুণ্ঠমূলা, চিতামূল ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেব চ।
অসাধ্যান্মুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাসযোগতঃ॥

মাংসাশী পশু পক্ষী ও ফিঙে পাখী প্রভৃতির মাংস প্রতিদিন আহার করিলে অসাধ্য কাস রোগ হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমপো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষঞ্চ।
মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্॥

সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিনির্ম্মুক্তাঃ।
অপি পূয়ং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্॥

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িম-বীজ-চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূযাদি পর্য্যন্ত নির্গত হয়, তাহাও উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করচূর্ণম্।

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং
ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দত্ত্বাৎ
পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য
রোগানিমানাশু বলান্নিহন্যাৎ।
কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্॥

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রমুখ নানারোগ নষ্ট হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলাত্বচৌ নাগপুষ্পং মরিচং টঙ্গণং কণা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা চূর্ণন্তু সিতয়া সমম্॥
গ্রহণ্যর্শোযক্ষ্মগুল্ম-রক্তপিত্তকফাপহম্।
কণ্ঠরোগারুচিহরং প্লীহরোগহরং পরম্॥

ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বর-চূর্ণ ৩ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৬ তোলা এবং চিনি ২১ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, যক্ষ্মা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ঠরোগ, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীহরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপারিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্ বিপচ্য সম্যক্ চরণাবশেষম্॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেতদগ্নৌ বিপকমুত্তার্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য তত্র॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপি চ ত্রিদোষম্॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ সপীনসশ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ।
যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগূপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ॥

মূল পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১০০ পল, শ্লথ-পোট্‌লী বদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০ টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথজলের সহিত পুরাতন গুড় ১০০ পল ও সিদ্ধ হরীতকী সকল বীজরহিত করিয়া একত্র পাক করিবে, লেহবৎ হইলে ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, চাতুর্জাত (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। (এই অবলেহ ৪ মাষা ও হরীতকী অর্দ্ধ খান এক এক মাত্রায় সেব্য)। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, উরঃক্ষত ও পীনস প্রভৃতি রোগ সকল নষ্ট হয়।

অগস্ত্যহরীতকী।

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকান্॥
ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্।
হরীতকীশতং ভদ্রং জলে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ॥
যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্।
পচেদ্ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথগ্ ঘৃতাৎ॥
তৈলাৎ সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ।
কুড়বং পলমানঞ্চ চাতুর্জ্জাতং সুচূর্ণিতম্।
লিহ্যাদ্দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ॥
তদ্ বলীপলিতং হন্যাদ্বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরান্॥

হন্যাৎ তথা গ্রহণ্যর্শো হৃদ্রোগারুচিপীনসান্।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥

দশমূল, আলকুশী-বীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল প্রত্যেক ২ পল, পোটুলীবদ্ধ যব ৴৮ সের ও উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টা এই সমস্ত ২৷ দুই মণ (৮০ সের) জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলি এক সের ঘৃতে ও এক সের তৈলে ভাজিয়া উক্ত কাথে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে ১২৷৷০ সাড়ে বার সের গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে পিপুল চূর্ণ অর্দ্ধ সের এবং দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে তাহাতে মধু এক সের প্রক্ষেপ দিবে। প্রত্যহ ২টী হরীতকী সহ ২ তোলা মাত্রায় এই লেহ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, অরুচি, পীনস ও বলীপলিত নাশ এবং বর্ণ, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

তুলামাদায় বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ গুড়ং শতপলং ক্ষিপেৎ॥
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটুত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তমেব চ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরকং কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী॥
শিবা তালীশধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেৎ তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্॥
অস্য মাত্রাং ততো লীঢ্বা তোয়মুষ্ণং পিবেন্নরঃ।
সর্ব্বকাসবিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ॥
রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা।
আনাহে বহ্নিমান্দ্যে চ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোঽয়ং লেহ উত্তমঃ॥

বাসক-মূলের ছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২৷৷০ সের। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চৈ, কট্কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ৴১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষশোষপ্লীহজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েদ্ গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরাঃ স্মৃতাঃ॥
(কেচিত্তু পৈত্তিকে শুভাং বংশলোচনাম্।
বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা॥)

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বক্ ৷৷০ তোলা, এলাইচ ৷৷০ তোলা, চিনি ৩২ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহার নাম তালীশাদ্য চূর্ণ। এই চূর্ণ সকল চিনির সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা অগ্নিযোগ হেতু চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, জ্বর, অতিসার, বমি ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ("পিপ্পলী শুভা" এই স্থানে কেহ কেহ বলেন যে, প্রবল পৈত্তিক কাসে "শুভা" পদে বংশলোচন গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যত্র উহা "পিপ্পলী" এই পদের বিশেষণ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।)

অথ ধূমপানবিধিঃ।

মনঃশিলালমধুক-মাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং তোহঞ্চ তস্যানু সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ॥
এষ কাসান্ পৃথগ্‌ দ্বন্দ্ব-সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।
শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্॥

মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফল এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা একখানি বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, তৎপরে একখানি শরাতে কুল কাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে ঐ বর্ত্তি নিক্ষেপ করিবে এবং আর একখানি ছিদ্র-বিশিষ্ট শরা উহার উপর ঢাকা দিয়া শরার ছিদ্রে একটি নল প্রবেশিত করিয়া দিবে। যখন নল দিয়া ধূম নির্গত হইবে, তখন সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ধূম-পানানন্তর গুড়-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। তিন দিবস এইরূপ ধূম পান করিলে পৃথক্ দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বদোষোদ্ভব যে সকল কাস শত শত ঔষধেও প্রশমিত না হয়, সে সমস্তও ইহাতে নিবারিত হইয়া থাকে।

মনঃশিলালিপ্তদলং বদর্য্যাতপশোষিতম্।
সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ সর্ব্বকাসনিবর্হণম্॥
মনঃশিলেত্যাদৌ বদর্য্যাতপশোষিতমিতি বদর্য্যাঃ মনঃশিলালিপ্তদলম্ আতপে শোষিতমিতি যোজনা। বদর্য্যাতপেতি অসিদ্ধবিধেরনিত্যত্বাৎ সন্ধিঃ। চক্র টীকা।

মনছাল জলে ঘষিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সেই কুল-পত্রের ধূম গ্রহণ করিয়া দুগ্ধপান করিলে সকল প্রকার কাস নিবারিত হয়।

অর্কচ্ছল্লশিলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্।
চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমস্য যোগবিৎ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বুলং পিবেদ্ দুগ্ধমথাপু বা।
কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি শান্তিমাশু ন সংশয়ঃ॥

আকন্দমূলের ছাল ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত ত্রিকটু উভয়ের অর্দ্ধভাগ, ইহাদের চূর্ণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পানানন্তর তাম্বুল ভক্ষণ এবং দুগ্ধ বা জল পান করিলে পঞ্চবিধ কাসই আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

মরীচশিলার্কক্ষীরৈর্বার্ত্তাকীং ত্বচমাশু ভাবিতাম্।
শুষ্কাং কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ কাসাঃ শমং যান্তি॥

মরিচ, মনঃশিলা ও আকন্দের আটা, ইহা-দের দ্বারা বেগুনের ছাল ভাবিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া যথাবিধি তাহার ধূম পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

রসপ্রয়োগঃ।

পঞ্চামৃত-রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ।
ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্॥
মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ॥
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা, এই সমুদয় লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান বহেড়া ফলের ছাল চূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাস নষ্ট হয়।

পুরন্দরবটী।

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধমেকধা কজ্জলীকৃতম্।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতম্॥
অজাক্ষীরেণ সম্ভাব্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সেব্যা শীতং তোয়ং পিবেদনু॥
কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধনী॥
ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদা স্যাদ্‌যোগসাধনী।
বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে॥

পারা ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া ও আম-

লকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত সেবন করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা দ্বারা কাস শ্বাস নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত এবং বয়ঃ স্থাপিত হয়।

চন্দ্রামৃতা বটী।

(চন্দ্রামৃতরসঃ।)

রসগন্ধকলোহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্কণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্যজীরকসৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ।
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্॥
একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।
নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা॥
ছাগীক্ষীরেণ মুণ্ডেন কেশরাজরসেন চ। *
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষসমুদ্ভবম্॥
রক্তনিষ্ঠীবনঞ্চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী॥
বলবর্ণকরী হেষা প্লীহগুল্মোদরাপহা।
আনাহক্রিমিহৃৎ পাণ্ডু-জীর্ণজ্বরবিনাশিনী॥
ইয়ং চন্দ্রামৃতা নাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা।
বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা।
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদয় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলথ-কলায়, মুণ্ডিরি ও কেশরাজ; ইহাদের কাহারও রস অথবা ছাগীদুগ্ধ। (কেহ কেহ পিপুল চূর্ণ মধু অথবা আদার রস ও মধু সহ সেবন করিতে বলেন)। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কাস, রক্তবমন, শ্বাস, জ্বর, দাহ, ভ্রম, গুল্ম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বর্ণকারক। এই ঔষধ সেবন করিয়া বাসক, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা ।৷৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া এই কাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

* পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা। ইতি পাঠান্তরমিদং দৃশ্যতে কচিৎ।

কাসান্তকো রসঃ।

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব শালপর্ণী চ ধান্যকম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রং মরীচকম্॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেন্মধুনা কাসশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণ সম মরিচচূর্ণ; একত্র মাড়িয়া ৪ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

কাসকুঠারঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং সব্যোষং টঙ্কণং তথা।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগা এই সকল একত্র করিয়া ২ কুঁচ পরিমিত বটী আদার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাস ও শিরোরোগ উপশমিত হয়।

কাসসংহারভৈরবো রসঃ।

রসগন্ধকতাম্রাভ্র-শঙ্খটঙ্গণলোহকম্।
মরিচং কুষ্ঠতালীশ-জাতীফললবঙ্গকম্॥
কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ।
ভেকপর্ণীকেশরাজ-নিগুণ্ডীকাকমাচিকা॥
দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দরমেব চ।
ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈ রসৈঃ॥
বটিকাং কারয়েদ্ বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বাতজং পিত্তজং কাসং শ্লৈষ্মিকং চিরকালজম্॥

নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
শ্রীমদ্‌গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ।
রসোহয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে।
বাসাশুণ্ঠীকণ্টকারী-কাথেন পায়য়েদ্ বুধঃ ॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রমরোচকম্।
বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নিদীপনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে একত্র করিয়া থুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ। ইহাতে সকল প্রকার কাস ও উগ্র শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক।

পিত্তকাসান্তকো রসঃ।

ভস্ম তাম্রাভ্রকান্তানাং কাসমর্দ্দরসৈঃ রসৈঃ।
ম স্তৈঃ বেতসাম্লৈশ্চ দিনং মর্দ্দ্যং সুপিণ্ডিতম্ ॥
নিষ্কার্দ্ধং পিত্তকাসান্তো ভক্ষয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ক্ষয়ঞ্চাপি নিহন্ত্যলম্ ॥

তাম্র, অভ্র ও কান্তলৌহ ভস্ম, কালকাসিন্দার ছালের রসে, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া সিকিতোলা পরিমাণে (ব্যবহার এক আনা) তিন দিন সেবন করিলে পিত্তকাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়।

অমৃতার্ণবরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্কণম্।
রাস্নাবিড়ঙ্গত্রিফলা-দেবদারু চ চিত্রকম্ * ॥
অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্ ॥

* কটুত্রিকমিতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল (পাঠান্তরে ত্রিকটু), গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—মধু। বাতকাসে প্রযোজ্য।

মহাকালেশ্বরো রসঃ।

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্ ॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলা নাগকেশরম্।
উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্ ॥
এতানি সমভাগানি মরিচং ত্রিগুণং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ ॥
শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতা ॥
তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ ॥
সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্।
মহাকালেশ্বরো হন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ ॥

লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতুরাবীজ ও শোধিত জয়পালবীজ প্রত্যেক ১ তোলা; মরিচ ৩ তোলা, সিদ্ধিপত্র-রসে (অভাবে সিদ্ধি-ভিজা জলে) ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বাল্য ও বৃদ্ধ অবস্থায় অর্দ্ধ রতি পরিমাণে প্রযোজ্য। যথাযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

জয়াগুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং বৎসকমেব চ।
বিড়ঙ্গং কেশরং মুস্তমেলাগ্রন্থিকরেণুকম্ ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং নৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে ॥
তিন্তিড়ীবীজমানেন প্রাতঃকালে চ ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্ ॥

অজীর্ণং গ্রহণীরোগং শূলং পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে॥
অরুচাবতিসারে চ সূতিকাতঙ্কপীড়িতে।
জয়াখ্যা নির্ম্মিতা হ্যেষা ভক্ষণীয়া সুরৈরপি॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়্চি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা ও শোধিত জয়পাল-বীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, গুড় দ্বিগুণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলবীজ পরিমাণে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, সূতিকারোগ ও বাতরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ॥
মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
মরিচস্যাপি সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
জয়ন্তী চিত্রকং মাণং ঘণ্টাকর্ণোঽথ মণ্ডুকী।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রকং তথা॥
সিন্দুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈর্বিভাবয়েৎ।
কলায়পরিমাণাস্তু গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
কফবাতাময়ানুগ্রানানাহং বিড়্বিবন্ধতাম্॥
অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডুকামলাম্।
রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রসাদনী॥
মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্।
ঘৃতপক্বং সদা ভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ।
(আর্দ্রকরসেন ভক্ষণম্)।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনছাল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ধুতূরাবীজ ও মরিচ, এই সমুদায় প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তী, চিতা, মাণ, ঘেঁটুকোল, থুল্কুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। (অনুপান—আদার রস)। ইহা সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন, জাঙ্গল মাংস ও অন্যান্য বলকর দ্রব্য। রুক্ষ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ভাগোত্তরগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ॥
পঞ্চভাগস্তথা বাসা ষড়্গুণা সপ্তভাগিকা।
ভাগী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারাংস্তু মধুনা গুড়িকাঃ কৃতাঃ॥
বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকান্তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রা-কাথং তদনু কৃষ্ণয়া॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা, বামুনহাটী ৭ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ ২১ বার বাব্লার আঠায় ভাবনা দিয়া মধু-সংযুক্ত করিয়া বহেড়াফলের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক গুড়িকা ভক্ষণীয়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কণ্টকারীর কাথ। ইহা সেবন করিলে কাস ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ
কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্।
মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরপ পৃথক্ তূর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্॥
এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চ তৎপ্রস্তদনু চ হি কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥
পানীয়ং পীতমস্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমেতান্ বিকারান্
কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ।
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্
ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্॥
পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্
হস্ত্যাদামাশয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্।

বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগ্যস্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ
পথ্যং মাংসৈশ্চ সুস্বৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ॥
ভোজ্যং গোজ্যং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং মুদা যৎ
শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ
স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ।
দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতপলিতপলিতো
মানবোঽস্য প্রসাদাৎ॥

কৃষ্ণাভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল প্রত্যেক ॥০ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ত্রিকটু প্রত্যেক ।০ আনা; এলাইচ, জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা এবং গন্ধক ১ তোলা, পারদ ॥০ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া সিদ্ধ-চণক-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পানের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বভৌমরসঃ।

জীর্ণং সুবর্ণং লৌহং বা যত্নাত্রৈব প্রদাপয়েৎ।
তদায়ং সর্ব্বরোগাণাং সার্ব্বভৌমো ন সংশয়ঃ॥

শৃঙ্গারাভ্রে স্বর্ণ বা লৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে সার্ব্বভৌম রস হয়।

বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রম্।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্গণং নাগকেশরম্।
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকম্॥
সুবর্ণঞ্চাপি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ।
শুদ্ধকৃষ্ণাভ্রচূর্ণন্তু চতুঃকর্ষং প্রযোজয়েৎ॥
তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসী ত্বগ্‌ধাত্রীপুষ্পিকা।
এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী॥
কর্ষদ্বয়মেতেষাঞ্চ পিপ্পলীকাথমর্দ্দিতম্।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমাযুতম্॥
অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাম্।
উদরাণি তথা শোথমানাহং জ্বরমেব চ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্যাদ্ যক্ষ্মাণমেব চ।
নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকম্॥
বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
এতস্যাভ্যাসমাত্রেণ নির্ব্যাধির্জায়তে নরঃ॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরাবীজ (কেহ কেহ বলেন সুবর্ণ), প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত। শোধিত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারি তোলা, একত্র করিয়া পিপুলের কাথে মর্দন করিবে। ইহা দারুচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, আনাহ, জ্বর, গ্রহণী, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে লোক নির্ব্যাধি হয়।

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্।

অভ্রস্যামলবারিভস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরুষস্থিরা
বিল্বশ্যোনকপাটলা-কলসিকাঃ সব্রহ্মযষ্ট্যাদ্রকাঃ।
চিত্রগ্রন্থিকগোক্ষুরং সচবিকং মার্গাম্লগুপ্তাখিতম্
স্বস্বৈর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈগুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্॥
কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং
শ্বাসং পীনসমেহগুল্মমরুচিং যক্ষ্মাম্লপিত্তং ক্ষয়ম্।
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাসং ক্রিমিং
ছর্দ্দিং পাণ্ডুহলীমকং গলগদং বিস্ফোটকং কামলাম্॥
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহানমর্শাংসি ষড়্
হন্যাদামকফোদ্ভবান্ গুরুগদান্ শ্রীডামরানন্দকম্।
বল্যং বৃষ্যমশেষদোষহরণং ধাতুপ্রদং কাসিনাং
মেধ্যং হৃদ্যরসায়নং হরমুখাজ্জ্ঞাত্বা ময়া ভাষিতম্॥

(আমলকী রসে জারিত) অভ্র ১ পল, কণ্টকারী, বাসকমূল, শালপাণি, বিল্বমূল, শোনামূল, পারুলমূল, চাকুলে, বামুনহাটী, আদা, চিতামূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চৈ, আপাঙ্গ ও আলকুশী ইহাদের প্রত্যেকের এক এক পল রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—অর্দ্ধ রতি। এই অভ্র কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট করে।

বিজয়ভৈরবরসঃ ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকতালকম্।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি গুড়ো দ্বিগুণ উচ্যতে॥
তিন্তিড়ীবীজমাত্রেণ প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ।
(বিজয়ভৈরবরসে অভ্রকতালকমিত্যত্র "বৎসকমেব চ" ইতি পাঠেহস্ত জয়া গুড়িকা ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, শোধিত জয়পালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ, গুড় দ্বিগুণ; এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—তেঁতুল বীজের ন্যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়। (এই ঔষধে অভ্র ও হরিতালের পরিবর্ত্তে কুড়চি দিলে ইহার জয়া গুড়িকা সংজ্ঞা হয়।)

কাসলক্ষ্মীবিলাসঃ ।

শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালার্দ্ধং রসগর্পরম্।
বঙ্গং তাম্রং ঘনং কান্তং কাংস্যং গন্ধং পলং পলম্॥
কেশরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্।
কুলত্থস্য রসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ॥
এলা জাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রলবঙ্গকম্।
যমানী জীরকশ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্॥
নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্॥
তৎপশ্চাদ্ বটিকা কার্য্যা চণকপ্রমিতা তথা।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমানস্রকাসনিবৃত্তয়ে॥
মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্।
ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্।
অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ॥
কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্।
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক ১ পল, খর্পর ৪ তোলা, একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলত্থকলাইয়ের কাথে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রসে ও কুলত্থকলায়ের কাথে মাড়িয়া চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবন করিলে রক্তকাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই ঔষধ সেবন কালে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধকর দ্রব্য সুপথ্য। শাক ও অম্ল প্রভৃতি এবং ভাজা দ্রব্য ও অগ্নিতাপ বর্জ্জনীয়।

মহোদধিঃ ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি গুড়ত্বকম্।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্॥
ভদ্রমুস্তং ত্রিকটুকং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলিকাম্বুভিঃ॥
মাত্রা চণকতুল্যা তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্।
হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জঠরাণি চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্মরীঞ্চ চতুর্ব্বিধাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে
নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, গুড়ত্বক্, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, ভদ্রমুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, রেণুক, আমলকী ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের

২ তোলা, সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজ-পিপ্পলীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া চণক-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, গ্রহণী, ভগন্দর, কপালিকা ও প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছামত আহারাদি করা যাইতে পারে।

সমশর্করলৌহম্।

লবঙ্গং কট্‌ফলং কুষ্ঠং যমানী ত্র্যষণং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥
চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জ্জাতং হরীতকী।
শটী কাঙ্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্॥
সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বমেকাকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।
নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ।
ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চৈ, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাঁক্‌লা, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি; সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। (মাত্রা—৩ মাষা।)

বসন্ততিলকরসঃ।

হেম্নো ভস্মকতোলকং ঘনযুগং লৌহাৎ ত্রয়ঃ পারদা-
চ্চত্বারো নিয়তাস্ত বঙ্গযুগলঞ্চৈকীকৃতং মর্দ্দয়েৎ।
মুক্তাবিদ্রুময়ো রসেন সমতা গোক্ষুরবাসেক্ষুণা
সর্ব্বং বালুকযন্ত্রগং পরিপচেদ্ যামং দৃঢ়ং সপ্তকম্॥
কস্তূরীঘনসারমর্দ্দিতরসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ
কাসশ্বাসসপিত্তবাতকফজিৎ পাণ্ডুক্ষয়াদীন্ হরেৎ।
(শূলাদিগ্রহণীং বিষাদিহরণো মেহাশ্মরীবিংশতিং)
হৃদ্রোগাপহরো জ্বরাদিশমনো বৃষ্যো বয়োবর্দ্ধনঃ
শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুঞ্জয়েনোদিতঃ॥
(নিয়তো গন্ধকঃ, ঘনসারং কর্পূরম্।)

স্বর্ণ এক তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা ও প্রবাল ২ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে সাত প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহা মৃগনাভি (৪ তোলা) ও কর্পূর (৪ তোলা) দ্বারা ভাবিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহা কাস ও ক্ষয়াদিরোগের মহৌষধ। মাত্রা—২ রতি।

কণ্টকারীঘৃতম্।

ঘৃতং সরাস্নাবলাব্যোষ-শ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্।
কণ্টকারীরসে সর্পিঃ পঞ্চকাসনিসূদনম্॥
কণ্টকারীরস ইতি কণ্টকারীস্বরসশ্চতুর্গুণ ইতি শিবদাসঃ।

ঘৃত ৴৪ সের। কণ্টকারীর রস অভাবে কণ্টকারীর ক্বাথ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর মিলিত ৴১ সের। এই ঘৃত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়।

বৃহৎ কণ্টকারীঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢকে।
ঘৃতপ্রস্থং বলাব্যোষ-বিড়ঙ্গশঠিচিত্রকৈঃ॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিল্বামলকপুষ্করৈঃ।
বৃশ্চীরবৃহতীপথ্যা-যমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ॥
দ্রাক্ষাপুনর্নবাচব্য-ধন্বযাসাম্লবেতসৈঃ।
শৃঙ্গীতামলকীভার্গী-রাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ॥
কল্কৈস্তু সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসে চ শস্যতে।
কণ্টকারীঘৃতং সিদ্ধং কফব্যাধিবিনাশনম্॥

মূল পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর স্বরস (বা ক্বাথ) ১৬ সের, ঘৃত ৴৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—বেড়েলা, ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ), বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচল লবণ, যবক্ষার, বেলমূল, আমলকী, পুষ্কর (অভাবে কুড়), শ্বেত পুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ভূঁই-আমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর; এই

সকল দ্রব্য /১ সের পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলঘৃতম্ ।

দশমূলীকষায়েণ ভাগীকল্কং পচেদ্ ঘৃতম্।
দক্ষতিত্তিরিনির্য্যূহে তৎ পরং বাতকাসনুৎ ॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৮ সের, এবং কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংসের মিলিত ক্বাথ /৮ সের। কল্কার্থ—পেষিত বামুনহাটী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়।

দশমূলাদ্যং ঘৃতম্ ।

দশমূলাঢকে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ।
পুষ্করাহ্বশটীবিল্ব-সুরসব্যোষহিঙ্গুভিঃ ॥
পেয়ানুপানং তৎ পেয়ং কাসে বাতকফাধিকে।
শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ ॥

ঘৃত /৪ সের। দশমূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, শটী, বিল্বমূল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ কাস ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস নিবারিত হয়। ঘৃতপানান্তে পেয়া পান কর্ত্তব্য।

দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্ ।

দশমূলীচতুঃপ্রস্থে রসে প্রস্থোন্মিতং হবিঃ।
সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু কল্কিতং সাধু সাধিতম্ ॥
কাসহৃৎপার্শ্বশূলঘ্নং হিক্কাশ্বাসনিবারণম্ ॥
কল্কং ষট্পলমেবাত্র গ্রাহয়ন্তি ভিষগ্‌বরাঃ ॥

ঘৃত /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল (প্রত্যেকে ৮ তোলা)। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কাস, হৃৎপার্শ্বশূল, হিক্কা ও শ্বাস প্রশান্ত হয়।

চন্দনাদ্যতৈলম্ ।

চন্দনাগুরুতালীশ নখং মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকম্।
মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দনম ॥
এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈ-স্তৈলাঢ়কপাত্রকং পচেৎ।
ভাগীবাসাকণ্টকারী-বাট্যালকগুড়ূচিকাঃ ॥
এষাং শতপলে ক্বাথ্যে সমভাগে জড়ীকৃতে।
পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম্ ॥
কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম ॥
আদৌ কল্কং প্রদাতব্যং গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম।
তৈলমুক্তাপ দাতব্যং শিলাক কুঙ্কুমং নখম্।
গন্ধচন্দনকর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্ ॥

তিলতৈল ৮ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। ক্বাথার্থ—বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা, গুলঞ্চ মিলিত ১২।॰ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই ক্বাথেই কল্ক পাক করিতে হয়। কল্কপাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। কল্কপাকান্তে গন্ধদ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ। তৈল নামা ইয়া সর্ব্বশেষে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা ও কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি, বর্দ্ধিত হয়। ইহা পাপ, অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নাশক।

বাসাচন্দনাদ্যতৈলম্ ।

চন্দনং রেণুকা পৃতিহয়গন্ধা প্রসারণী।
ত্রিসুগন্ধি কণামূলং নাগকেশরমেব চ ॥
মেদে দ্বে চ ত্রিকটুকং রাস্না মধুকশৈলজম্।
শটী কুষ্ঠং দেবদারু বানিতা চ বিভীতকম্ ॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ পচেৎ তৈলাঢ়কং ভিষক্।
বাসায়াশ্চ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥

লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব তৈশেন দধিমস্তুকম্।
চন্দনঞ্চামৃতা ভার্গী দশমূলং নিদিগ্ধিকা॥
এতেষাং বিংশতিপলং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে স্থিতে ক্বাথে তৈলং তেনৈব সাধয়েৎ॥
কাসান্ জ্বরান্ রক্তপিত্তং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
কামলাঞ্চ ক্ষতক্ষীণং রাজযক্ষ্মাণমেব চ॥
শ্বাসান্ পঞ্চবিধান্ হন্তি বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
তৈলং বাসাচন্দনাদি কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—বাসকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২০ পল, মোট ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, শটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দনে কাস, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা ও পঞ্চপ্রকার শ্বাস প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

কাসরোগে পথ্যানি।

স্বেদো বিরেচনং ছর্দ্দির্ধূমপানং সমাশনম্।
শালিষষ্টিকগোধূম-শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ॥
আম্রগুপ্তামাষমুদ্গা-কুলত্থানাং রসাঃ পৃথক্।
গ্রাম্যৌদকানূপধন্ব-মাংসানি বিবিধানি চ॥
সুরা পুরাতনং সর্পিশ্ছাগঞ্চাপি পয়ো ঘৃতম্।
বাস্তুকং বায়সীশাকং বার্ত্তাকুবালমূলকম্॥
কণ্টকারী কাসমর্দ্দো জীবন্তী সুনিসণ্ণকম্।
দ্রাক্ষা বিম্বী মাতুলুঙ্গং পৌষ্করং বাসকস্ত্রুটিঃ॥
গোমূত্রং লশুনং পথ্যা ব্যোষমুষ্ণোদকং মধু।
লাজা দিবসনিদ্রা চ লঘূন্যন্নানি যানি চ।
পথ্যমেতদ্‌যথাদোষমুক্তং কাসগদাতুরে॥

স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, পরিমিত আহার, শালিতণ্ডুল, ষষ্টিকতণ্ডুল, গোধূম, শ্যামাধান্য, যব, কোদোধান্য, আলকুশী, মাষকলায়ের যূষ, মুগের যূষ, কুলথ কলায়ের যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) মাংস, ঔদকমাংস, আনূপমাংস ও মরুদেশজ বিবিধ মাংস, মদ্য, পুরাণ ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচী, বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, জীবন্তী, সুসুণিশাক, দ্রাক্ষা, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ-লেবু, পুষ্করমূল, বাসক, ছোটএলাইচ, গোমূত্র, রসুন, হরীতকী, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল, মরিচ), গরমজল, মধু, খৈ, দিবানিদ্রা ও লঘুদ্রব্য, এই গুলি কাসরোগিকে দোষানুসারে পথ্যার্থ ব্যবস্থা করিবে।

কাসরোগেঽপথ্যানি।

বস্তিং নস্যমসৃঙ্‌মোক্ষং ব্যায়ামং দন্তঘর্ষণম্।
বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি বিবিধানি চ॥
শকৃন্মূত্রোদ্গারকাস-বমিবেগবিধারণম্।
আতপং দুষ্টপবনং রজোমার্গনিষেবণম্॥
মৎস্যং কন্দং সর্ষপঞ্চ তুম্বীফলমুপোদিকাম্।
দুষ্টাম্বু চান্নপানঞ্চ বিরুদ্ধাস্তশনানি চ।
গুরু শীতঞ্চান্নপানং কাসরোগী পরিত্যজেৎ॥

বস্তিক্রিয়া, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তধাবন, রৌদ্র, দূষিতবায়ু, ধূলি, পথপর্য্যটন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, বিবিধপ্রকার রুক্ষভোজন এবং মল মূত্র উদ্গার কাস ও বমির বেগধারণ, মৎস্য, কন্দশাক, সর্ষপ, লাউ, পুঁইশাক, দুষ্টজল, দূষিত অন্নপানীয়, বিরুদ্ধ গুরু কিংবা শীতল অন্নপানীয়, এই সকল কাসরোগির পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কাসরোগাধিকারঃ।

অথ হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ।

---*---

অথ হিক্কাশ্বাস-নিদানম্।

বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি-রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ।
শীতপানাশনস্থান-রজোধূমাতপানিলৈঃ॥
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ব-বেগাঘাতাপতর্পণৈঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে॥
অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা।
বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি॥
কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা।
হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ॥
পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ।
হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্॥
চিরেণ যমলৈর্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে
কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥
বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে।
ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলাৎ প্রধাবিতা॥
নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী।
অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা॥
মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে।
মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রবিকম্পিনী॥
মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমক-ক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা।
ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ॥
যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিষ্বগ্ ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ॥

বিদাহী (যাহা আহারে জ্বালা উপস্থিত হয়), গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ, কফজনক এবং শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাদি পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, ধনুরাকর্ষণাদি ব্যায়ামকর্ম্ম, গুরুভারবহন, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অনশনাদি অপতর্পণক্রিয়া এই সমস্ত কারণে হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ উৎপন্ন হয়।

বায়ু, কফানুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী নামে পাঁচ প্রকার হিক্কা উৎপাদন করে।

হিক্কারোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়াস্বাদ এবং আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দোৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অপরিমিত পান ও ভোজন দ্বারা বায়ু সহসা পীড়িত ও উর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমলবেগে অর্থাৎ যোড়া যোড়া প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে যমলা হিক্কা বলে।

যে হিক্কা, জত্রুমূল (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতে বিলম্বে বিলম্বে মন্দ মন্দ বেগে উদ্গত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা, নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃষ্ণাজ্বরাদি নানা উপদ্রব ঘটাইয়া অতি ঘোর গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা উদ্গত হইবার সময় সর্ব্বশরীর কম্পিত হয়, এবং বোধ হয় যেন, বস্তি হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই হিক্কা নিরন্তর উদ্গত হইতে থাকে।

যে সকল কারণে হিক্কা রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণই প্রবলতর হইলে অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাস ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। সেই এক মহাব্যাধি শ্বাস, বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণভেদে মহান্, উর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র এই পাঁচ প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কফোল্বণ বায়ু যখন প্রাণ ও উদানবহ স্রোতঃ সকলকে রুদ্ধ করিয়া, নিজে কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অর্থাৎ বিমার্গগত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখনই শ্বাস রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অথ হিক্কাশ্বাস-চিকিৎসা।

যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
ভেষজং পানমন্নং বা হিক্কাশ্বাসেষু তদ্ধিতম্॥

যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় কফবাতঘ্ন, বাতানুলোমক ও উষ্ণবীর্য্য, সে সমস্তই হিক্কা ও শ্বাসরোগে হিতকর।

হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধৈল বণযোগৈশ্চ মৃদু বাতানুলোমনম্।
উর্দ্ধাধঃশোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্॥

প্রথমে হিক্কারোগির উদরে এবং শ্বাস-রোগির হৃদয়ে সৈন্ধবলবণ-যুক্ত তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদান করিবে। রোগির বল থাকিলে বায়ুর অনুলোমক সংশোধন ঔষধ কিংবা লবণ-মিশ্রিত সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মৃদু বমন ও বিরেচন করাইবে, দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ সেবন করাইবে।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্।
কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাসীসং দধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুরমস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ॥

কুল অাঁটির শস্য, সৌবীরাঞ্জন ও খৈ। কট্‌কী ও স্বর্ণ-গৈরিক। পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁঠ। কয়েত বেলের শস্য ও হীরা কস্। পারুলের ফল ও পুষ্প। পিপুল ও খেজুরমাতি। এই ছয়টি যোগের প্রত্যেকটি মধুর সহিত সেবিত হইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্॥

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত বা শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তন-দুগ্ধে কিংবা আল্‌তার জলে গুলিয়া, অথবা রক্তচন্দন স্তনদুগ্ধে ঘষিয়া নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়।

মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ।
হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্॥

টাবালেবুর রস, মধু ও সচল (অভাবে সৈন্ধব) লবণের সহিত সেবন করিলে; অথবা শুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ৵৹ পোয়া, ৵১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্।
মুহুর্মুহুঃ প্রযোক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত বারংবার সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা।
নাগরং বা সিতাভার্গীং সৌবর্চ্চলসমন্বিতাম্॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগে বামুনহাটী ও শুঁঠ চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। শুঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সৌবর্চ্চল লবণ একত্র সেবনেও হিক্কা ও শ্বাস নিবারিত হয়।

প্রাণাবরোধতর্জ্জন-বিস্মাপনশীতবারিপরিষেকৈঃ।
চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ শময়েদ্ধিক্কাং মনোঽভিঘাতৈশ্চ॥

প্রাণবায়ুর অবরোধ (শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ), তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতল জল সেচন, বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ ও মনোভিঘাত (যাহা দ্বারা মন আহত হয়) এই সকল দ্বারা হিক্কা নিবারিত হয়।

প্রবালশঙ্খত্রিফলা-চূর্ণং ঘৃতমধুপ্লুতম্।
পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কানিবারণঃ॥

প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী চূর্ণ, ঘৃত এবং ম সহিত লেহন করিলে হিক্কা নিবা রিত হ ।

নারিকেলস্য পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ।
হিক্কাঞ্চ প্রবলাং হন্তি ধারণাৎ তু ন সংশয়ঃ॥

জলসহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া সেই ঘৃষ্ট চন্দনে নারিকেল-পুষ্প চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে প্রবল হিক্কা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

অথ ধূমপ্রয়োগঃ।

নৈপাল্যা গোবিষাণাদ্বা বৃষ্টাৎ সর্জ্জরসস্য বা।
ধূমং কুশস্য বা কাম্যং পিবেদ্ধিক্কোপশান্তয়ে॥

মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধূনা বা কুশের ধূম পান করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

নির্দ্ধূমাঙ্গারনিক্ষিপ্তং হিঙ্গুমাষভবং রজঃ।
হিক্কাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ॥

হিং ও মাষকলাই-চূর্ণ নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পান করিলে পঞ্চপ্রকার হিক্কা প্রশমিত হয়।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতৈলেলভবং রজঃ॥

মাষ-কলাই-চূর্ণের ধূম পানে হিক্কা নিবারিত হয়। এলাইচ-চূর্ণ ও চিনি একত্র সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কাও প্রশমিত হয়।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।
শোষয়িত্বা চ তদ্ধূম-পানাচ্ছ্বাসো বিনশ্যতি॥

কনকধুতূরার ফল শাখা ও পাতা অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া তাহার ধূম পান করিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্॥

মধু অবলেহন করিলে অসাধ্য হিক্কাও নিবারিত হইয়া থাকে।

শর্করামরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি ও মরিচ-চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুহুর্মুহুঃ লেহন করিলে, হিক্কা নিবৃত্ত হইবে।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্॥

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধ পাত্রে ভস্ম করিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে প্রবল হিক্কা ও দারুণ শ্বাস নিবারিত হয়।

হিক্কাঘ্নং কদলীমূল-রসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ॥

কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

কর্ষং কলিফলচূর্ণম্ লীঢ়ঞ্চাত্যন্তং মধুনা মিশ্রম্।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধহিক্কাঞ্চৈব॥

মধুর সহিত বহেড়াচূর্ণ ২ তোলা উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শীঘ্র শ্বাস ও প্রবল ঊর্দ্ধহিক্কা নিবারিত হয়।

অভয়ানাগরকল্কং পৌষ্করযাবশূকমরিচকল্কং বা।
তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কী চ তচ্ছান্ত্যৈ॥

হরীতকী ও শুণ্ঠী কিংবা কুড় যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

শৃঙ্গ্যাদি-চূর্ণম্।

শৃঙ্গীকটুত্রিকফলত্রয়কণ্টকারী
ভার্গী সপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কা-
শ্বাসোর্দ্ধবাতকসনারুচিপীনসেষু॥
(অত্র পুষ্করজটা পুষ্করমূলম্)।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, সাম্ভার, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদ্‌লবণ) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, ঊর্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনসরোগ উপশমিত হয়।

হরিদ্রাচূর্ণম্।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।
কটুতৈলং লিহন্ হন্যাচ্ছ্বাসান্ প্রাণহরানপি॥

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শঠী ইহাদের চূর্ণ সর্ষপ-তৈলের

সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে উৎকট শ্বাসও নিবৃত্ত হয়।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ॥

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ডমূল-চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস ও কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য হি।
যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্॥

শয়নকালে পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা আদার রসের সহিত এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে শ্বাসের উপশম হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্॥

শোধিত গন্ধক ও মরিচচূর্ণ, অথবা কেবল গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

শৃঙ্গীমহৌষধকণাঘনপুষ্করাণাং
চূর্ণং শঠীমরিচশর্করয়া সমেতম্।
কাথেন পীতমমৃতাবৃসপঞ্চমূল্যাঃ
শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, কুড়, শঠী, মরিচ ও চিনি, ইহাদের চূর্ণ ।।০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া গুলঞ্চ, বাসক ও বৃহৎপঞ্চমূলের (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল ও গণিয়ারিছাল) কাথ তিন দিন পান করিলে প্রবল শ্বাসরোগের প্রশমতা হয়।

বিল্বাটরুষদলবারিসমূলশুক্র-
দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্।
ভার্গীগুড়ো যদি চ তত্র হৃতপ্রভাব-
স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্॥

ভার্গীগুড় সেবনেও যে শ্বাস প্রশমিত না হয়, তাহা বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, সমূল শ্বেত-ডানকুনি পত্রের রস ও উৎপলের রস সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আশু প্রশমিত হয়।

অমৃতানাগরফঞ্জী-ব্যাঘ্রীপর্ণাসসাধিতঃ কাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু॥
দশমূলীকষায়স্তু পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ।
কাসশ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বহৃচ্ছূলনাশনঃ॥
কুলত্থনাগরব্যাঘ্রী-বাসাভিঃ কথিতং জলম্।
পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী, ইহাদের কাথ পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে কাস ও শ্বাস নিবারিত হয়। দশমূলের কাথ পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) চূর্ণের সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস এবং পার্শ্ব ও হৃদয় শূল প্রশমিত হয়। কুলত্থ-কলাই, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসক ইহাদের কাথ পুষ্করমূল-চূর্ণের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

ভার্গীগুড়ঃ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুগুণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্য ত্বভয়াং ততঃ॥
পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্॥
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষট্ পলানি প্রদাপয়েৎ॥
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।
স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ॥
"পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থদ্বাদশকং জলম্॥"

বামুনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল করিয়া মোট ১০০ পল ও হরীতকী ১০০টা (বস্ত্রে শিথিলভাবে বাঁধিয়া) ১১৬ সের জলে কাথ করিয়া ২৯ সের থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে উক্ত হরীতকী সকল এবং ১০০ পল পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে উহাতে ৬ পল মধু দিবে। মাত্রা—১ তোলা হইতে ৪ তোলা এবং হরীতকী ১টা বা উহার অংশ একত্র সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্বাস এবং পঞ্চপ্রকার কাসাদি আরোগ্য হয়।

ভার্গীশর্করা।

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধং বাসায়াঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ পাচয়েৎ।
তুলামিতং জলং দত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্॥
জলাঢকে পচেৎ তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ।
বস্ত্রপূতঞ্চ তৎ সর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ।
উক্তেঽবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্॥
ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলাপত্রজীরকম্।
যমানী চাজমোদা চ বাংশী কৌলথজং রজঃ॥
কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কোলমাত্রং ক্ষিপেৎ ততঃ।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্॥
যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনম্॥

বামুনহাটীর মূল ৫০ পল, বাসক মূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। চারিটি বাদুড়ের মাংস, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের, ছাঁকিয়া উভয় ক্বাথ একত্র করিয়া তাহাতে চিনি ৴২ সের দিয়া পাক করিবে; ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুর, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথকলায়, কট্ফল, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপান সহ (সিকি তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়) সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল শ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণ জ্বর নিবারিত এবং শরীরের বল পুষ্টি ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশপলানি চ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক্ পলসমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণজলে পচেৎ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতনগুড়স্যাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ॥
ঘৃতস্য পঞ্চ দত্বা চ দত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পক্ত্বা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতি-ফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্॥
গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মানকে।
কুষ্ঠং তোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্।
জাতীকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু।
কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্॥
একীকৃত্য বটীং যত্নাৎ কুর্য্যান্মাষমিতাং ভিষক্।
তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদনু জলং কিয়ৎ॥
শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্।
বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্॥

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বামুনহাটী ১০ পল, গোক্ষুর, পিপ্পলীমূল প্রত্যেক ১ পল, পারুল ছাল ৩ পল এই সমস্ত কুটিয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১০ পল, ঘৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া একত্র পাক করিবে; ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা,

জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে মধু ১ পল দিবে। ২ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনুপান সহ সেবন করিবে। অনুপানবিধি যথা—কাঠবিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ * মরিচ চূর্ণ ৪ ভাগ, একত্র মাড়িয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। শৃঙ্গীগুড়ঘৃত সেবনের পরেই এই বটিকা একটি চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবে। (অভাবে তেঁতুলপত্রের ক্বাথ এবং মরিচ চূর্ণ ৬ রতি ও হিঙ্গু ৬ রতির সহিত ঔষধ সেবনীয়। তদভাবে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য।) ইহা দ্বারা শত শত বৈদ্য পরিত্যক্ত বহুকালের প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চ প্রকার কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

বিজয়-বটী।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকমেব চ।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শুল্ব-ভস্ম জৈপালচিত্রকম্।
এতানি সমভাগানি-দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ॥
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে।
সূতায়াং গ্রহণীদোষে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা।
হস্তপাদাদিদাহেষু বটিকেয়ং প্রশস্যতে॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলের মূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তাম্রভস্ম, জয়পাল ও চিতা প্রত্যেক সমভাগ, সমুদয়ের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূতিকা, গ্রহণীদোষ, শূল, পাণ্ডুরোগ ও হস্তপদাদির দাহ নিশ্চয় উপশমিত হয়।

* কেহ কেহ বলেন—কাষ্ঠমার্জ্জারিকার অর্থ—রাখালশশা; কেহ বা বলেন—কাঠবিল্লী নামক ওষধিবিশেষ, তাহারই মূলচূর্ণ ১ ভাগ। কিন্তু কাষ্ঠমার্জ্জারিকা শব্দের এ সকল অর্থের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ডামরেশ্বরাভ্রম্।

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্রং ব্রহ্মযষ্টিকনকামৃতবাসাঃ।
কাসমর্দ্দবননিম্বকচব্যং গ্রন্থিকং দহনমূলসমেতম্॥
একশশ্চ পলিকৈরিহ সর্ব্বৈর্ম্মর্দ্দিতং জয়তি তদ্ গুরুহিক্কাম্।
শ্বাসকাসমুদরং চিরমেহান্ পাণ্ডুগুল্মযকৃতং গলরোগম্॥
শোথমোহনয়নাস্যজরোগং যক্ষ্মপীনসগরং বলসাদম্।
গণ্ডমণ্ডলবমিভ্রমিদাহং প্লীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্।
হন্তি বাতকফপিত্তমশেষং ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্॥
হিক্কায়াং শ্বাসে চ প্রশস্তম্।

মারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, ভাবনার্থ—বামুনহাটী ১ পল, জল ১ সের, শেষ ১ পল ক্বাথ, ধুস্তূরপত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপত্রের রস, কালকাসুন্দা পত্রের রস প্রত্যেক ১ পল এবং ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চৈ, পিপ্পলীমূল, চিতামূল, ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল স্বরসে (অভাবে উপরিউক্ত বামুনহাটীর মূলের ন্যায় কাথ করিয়া ঐ ক্বাথে) এক এক বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রবল হিক্কা, শ্বাস, কাস, উদর, পুরাতন মেহ, পাণ্ডু, গুল্ম, যকৃৎ, শোথ, মোহ, নয়নজ ও আস্যজ রোগ, যক্ষ্মা, শূল ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয় (মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি পর্য্যন্ত)। অনুপান মধু প্রভৃতি।

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকীদ্রাক্ষা-কোলাস্থিমধুশর্করা।
বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদুস্তরাম্।
হিক্কাং ছর্দ্দিং মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥
অত্র লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্। মধু যষ্টিমধু, পুষ্করং পুষ্করমূলম্। হিক্কায়ামতিপ্রশস্তমেতৎ।

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও পুষ্করমূল, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া (৫ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত অনুপান সহ এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং মহাশ্বাস নিবারিত হয়। ইহা হিক্কার মহৌষধ।

মহাশ্বাসারিলৌহম্।

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতাকর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধু কর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা পুষ্করকেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
ইদং শ্বাসারিলৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলআঁটির শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ইহাদিগের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা। ইহা মধু সহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস এবং রক্তপিত্তাদি রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্গং শিলোষণকটুত্রিকম্।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা, বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আর্দ্রকরসানুপানম্।

রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল, মরিচ এবং ত্রিকটু ইহাদিগের প্রত্যেকের সমান ভাগ; জলের সহিত মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস সহ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্কণং সমনঃশিলম্।
এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্ট টঙ্কণাৎ॥
টঙ্কষট্‌কং ত্রিকটুকং খল্লে সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ॥
প্রতিশ্যায়ং ক্ষতক্ষীণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।
হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্॥
সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ।
গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ॥
প্রাপয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকারণমুত্তমম্;
সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্॥
অনুপানং পর্ণরসমার্দ্রকস্য রসং তথা॥
টঙ্কণাদষ্টগুণং মরিচম্। ষড়্‌গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী চ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল এই সকল প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপ্পলী ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা পানের রস কিংবা আদার রসের সহিত সেবন করিলে বিষম শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হৃদ্রোগ, সন্নিপাত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। সংজ্ঞা করিবার জন্য ইহার নস্য বিশেষ কার্য্যকর। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) প্রভৃতি উৎকট শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাসভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্যচিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ॥

গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্॥
অত্রাপি মরিচস্থ ভাগদ্বয়ম্।

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চৈ এবং চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে; জল সহ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ।

সূতকং গন্ধকো মর্দ্দ্যো * যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ॥
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যমাদায় চূর্ণয়েৎ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসনুৎ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ম্।
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবৃত্তয়ে॥
(এতেষাং চূর্ণং যথাবলং লেহ্যম্, কস্মিংশ্চিন্মতে কাথঃ।)

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ (পাঠান্তরে গন্ধক পারদের অর্দ্ধভাগ) এই উভয় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া উহা দ্বারা ২ ভাগ পরিমিত তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। ঔষধ সেবনান্তে রাখাল শসার মূল দেবদারু ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা কাথ চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে উর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণিঃ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধমভ্রকম্।
তদর্দ্ধং পারদং তাপ্যং পারদার্দ্ধেন মৌক্তিকম্॥
শাণমানং হেমচূর্ণং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
কণ্টকারীরসৈশ্চাপি শৃঙ্গবেররসৈস্তথা॥
ছাগীক্ষীরেণ মধুকৈঃ ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্।

* সূতার্দ্ধো গন্ধকো মর্দ্দ্য ইতি চিন্তামণৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে চ পাঠঃ।

গুঞ্জাচতুষ্টয়ক্ষাস্য বিভীতকসমন্বিতম্।
ভক্ষয়েৎ শ্বাসকাসার্ত্তো রাজযক্ষ্মনিপীড়িতঃ॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়া চূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মারোগে প্রযোজ্য।

হিংস্রাদ্যঘৃতম্।

হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতীক-ত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ।
দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং চতুর্গুণজলান্বিতম্॥
কোলমাত্রৈঃ পচেৎ তদ্ধি শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি।
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা॥
(হিংস্রা—কালাওকড়া।)

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কালাওকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জার মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে শ্বাস, কাস, অর্শঃ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয় প্রশমিত হয়।

তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতম্।

তেজোবত্যভয়া কুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী।
ভূতিকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকং শটী॥
সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেষিকা।
তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ॥
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তোয়চতুর্গুণে।
এতদ্ যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ।
শোথানিলার্শোগ্রহণী-হৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥

ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—চৈ, হরীতকী, কুড়, পিপুল, কট্কী, কতৃণ, পুষ্করমূল, পলাশ, চিতা, শটী, সৌবর্চ্চল,

ভূম্যামলকী, সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা; হিং ॥০ তোলা। যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতার্শঃ, গ্রহণীরোগ এবং হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা নিবারিত হয়।

কনকাসবঃ।

সংকুট্য কনকং শাখামূলপত্রফলৈঃ সহ।
ততশ্চতুষ্পলং গ্রাহ্যং বৃষমূলত্বচস্তথা ॥
মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজম্।
ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণ্যৈষাং পলদ্বয়ম্ ॥
সংগৃহ্য ধাতকীপ্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা ॥
ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্র্য যত্নতঃ।
ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য চাবৃত্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্ ॥
নিহন্তি নিখিলান্ শ্বাসান্ কাসং যক্ষ্মাণমেব চ।
ক্ষতক্ষীণং জ্বরং জীর্ণং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্ ॥

শাখা মূল পত্র ও ফল সহিত কুট্টিত ধুস্তূর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটী, তালীশপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি ১২॥০ সের ও মধু ৶৬।০ সের, এই সমুদয় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ তোলা।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

হিক্কারোগে পথ্যানি।

স্বেদনং বমনং নস্যং ধূমপানং বিরেচনম্।
নিদ্রা স্নিগ্ধানি চান্নানি মৃদূনি লবণানি চ ॥
জীর্ণাঃ কুলত্থা গোধূমাঃ শালয়ঃ যষ্টিকা যবাঃ।
এণতিত্তিরিলাবাদ্যা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ ॥
পক্বং কপিত্থং লশুনং পটোলং বালমূলকম্।
পৌষ্করং কৃষ্ণতুলসী মদিরা নলদম্বু চ ॥
উষ্ণোদকং মাতুলুঙ্গং মাক্ষিকং সুরভীজলম্।
অন্নপানানি সর্ব্বাণি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ ॥
শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ম্।
ক্রোধো হর্ষঃ প্রিয়োদ্বেগঃ প্রাণায়ামনিষেবণম্ ॥
দগ্ধসিক্তমৃদাঘ্রাণং কূর্চ্চে ধারাজলার্পণম্।
নাভ্যূর্দ্ধ্বঘাতনং দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া।
পাদয়োর্দ্ব্যঙ্গুলান্নাভেরূর্দ্ধ্বঞ্চেষ্টানি হিক্কিনাম্ ॥

স্বেদক্রিয়া, বমন, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, নিদ্রা, স্নিগ্ধ অথচ লঘু অন্ন, সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কুলথ-কলায়, গোধূম, শালি ধান্য, ষষ্টিক ধান্য ও যব; এণ (কৃষ্ণহরিণ), তিত্তিরি ও লাব পক্ষী এবং জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংস, পাকা কয়েৎবেল, লশুন, পটোল, কচিমূলা, পুষ্করমূল, কৃষ্ণতুলসী, মদ্য, নিম্ব, গরমজল, ছোলঙ্গ লেবু, মধু, গোমূত্র, কফ বায়ুনাশক অন্নপানীয়, শীতল জল দ্বারা পরিষেক; হঠাৎ ত্রাস বিস্ময় ভয় ক্রোধ ও হর্ষ উৎপাদন; প্রিয়বিচ্ছেদাদি হেতুক উদ্বেগ, প্রাণায়াম এই সকল হিক্কারোগে হিতকর। জলসিক্ত পোড়ামাটির ঘ্রাণ, কূর্চ্চস্থানে জলের ধারা, নাভির ঊর্দ্ধদেশে পীড়ন এবং পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ও নাভির দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে দীপদগ্ধহরিদ্রা দ্বারা দাহ, এই সমস্ত হিক্কারোগে হিতকর।

হিক্কারোগেঽপথ্যানি।

বাতমূত্রোদ্গারকাস-শকৃদ্বেগবিধারণম্।
রজোনিলাতপায়াসান্ বিরুদ্ধান্যশনানি চ ॥
বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি কফদানি চ।
নিষ্পাবং পিষ্টকং মাষং পিণ্যাকানূপজামিষম্ ॥
অবিদুগ্ধং দন্তকাষ্ঠং বস্তিং মৎস্যাংশ্চ সর্ষপান্।
অম্লং তুম্বীফলং কন্দং তৈলভৃষ্টমুপোদিকাম্।
গুরু শীতঞ্চান্নপানং হিক্কারোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বায়ু মূত্র উদ্গার কাস এবং মলের বেগধারণ, ধূলি বায়ু ও রৌদ্রসেবন, শ্রমজনক কার্য্য, বিরুদ্ধভোজন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য

রুক্ষদ্রব্য, কফকর দ্রব্য, শিম, পিষ্টক, মাষ-কলায়, পিণ্যাক (তিলসর্ষপাদির কল্ক) ও অনূপদেশজাত মাংস, মেষীদুগ্ধ, দন্তধাবন, বস্তিক্রিয়া, মৎস্য, সর্ষপ, অম্লদ্রব্য, লাউ, কন্দ-শাক (আলু, ওল প্রভৃতি), তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, পুঁইশাক এবং গুরু ও শীতল অন্নপানীয় এই সমস্ত হিক্কারোগে অহিতজনক।

শ্বাসরোগে পথ্যানি।

বিরেচনং স্বেদনধূমপানং প্রচ্ছর্দ্দনানি স্বপনং দিবা চ।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকরক্তশালি-কুলত্থগোধূমযবাঃ প্রশস্তাঃ॥
শশাহিভুক্তিত্তিরিলাবদক্ষ-শুকাদয়ো ধন্বমৃগদ্বিজাশ্চ।
পুরাতনং সর্পিরজাপ্রসূতং পয়ো ঘৃতঞ্চাপি সুরা মধূনি॥
নিদিগ্ধিকা বাস্তুকতণ্ডুলীয়ং জীবন্তিকামূলকপোতিকঞ্চ।
পটোলবার্ত্তাকু রসোনপথ্যা-জম্বীরনিম্বফলমাতুলুঙ্গম্॥
দ্রাক্ষা ত্রুটিঃ পৌষ্করমুষ্ণবারি কটুত্রয়ং গোজনিতঞ্চ মূত্রম্।
অন্নানি পানানি চ ভেষজানি কফানিলঘ্নানি চ যানি যানি॥
বক্ষঃপ্রদেশাদপি পার্শ্বযুগ্মে করদ্বয়োর্মধ্যময়োর্দ্বয়োশ্চ।
প্রতপ্তলৌহেন চ কণ্ঠকূপে দাহোহপি চ শ্বাসিনি পথ্যবর্গঃ॥

বিরেচন, স্বেদ, ধূমপান, বমন, দিবানিদ্রা, পুরাতন ষষ্টিক ও রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, কুলত্থ কলায়, যব, গম, শশক, ময়ূর, তিত্তির পাখী, লাবপাখী, কুক্কুট, শুকাদি পক্ষী, ধন্ব-দেশজ পাখী ও মৃগের মাংস, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, সুরা, মধু, কণ্টকারী, বেতুয়াশাক, ক্ষুদে নটেশাক, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, নাটার পাতা, পটোল, বেগুন, রসুন, হরীতকী, জামীরলেবু, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ, কিস্‌মিস্, ছোটএলাইচ, পুষ্করমূল, গরমজল, ত্রিকটু, গোমূত্র ও কফবায়ুনাশক অন্ন পানীয় এবং ভেষজ, বক্ষঃপ্রদেশ হইতে উভয় পার্শ্বে, হস্তদ্বয়ের মধ্যমাঙ্গুলিমূলে ও কণ্ঠকূপে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাহ, এই সমস্ত শ্বাসরোগে হিত-জনক।

শ্বাসরোগেঽপথ্যানি।

মূত্রোদ্গারচ্ছর্দ্দিতৃট্‌কাসরোধো
নস্যং বস্তির্দন্তকাষ্ঠং শ্রমশ্চ।
অধ্বা ভারো রেণবঃ সূর্য্যপাদা
বিষ্টম্ভীনি গ্রাম্যধর্ম্মো বিদাহি॥
আনূপানামামিষং তৈলভৃষ্টং
নিষ্পাবঞ্চ শ্লেষ্মকারীণি মাষঃ।
রক্তস্রাবঃ পূর্ব্ববাতোঽনুপানং
মেষ্যাদ্যপিত্তু ক্ষমস্তোঽপি দুষ্টম্॥
মৎস্যাঃ কন্দাঃ সর্ষপাশ্চান্নপানং
রুক্ষং শীতং গুর্ব্বপি শ্বাসমিত্রম্॥

মূত্রবেগ, উদ্গারবেগ, বমনবেগ তৃষ্ণাবেগ এবং কাসবেগ ধারণ নস্য, বস্তিক্রিয়া, দন্ত-কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, ধূলা ও রৌদ্রসেবন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, বিদাহিদ্রব্য, আনূপমাংস, তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, শিম, কফকারক দ্রব্য, মাষকলায়, রক্ত-মোক্ষণ, পূর্ব্ববায়ুসেবন, অনুপান (আহার বিহারাদির পর শীতল জলাদিপান) মেষীদুগ্ধ, মেষী ঘৃত, দূষিত জল, মৎস্য, কন্দশাক (আলু, শূরণ প্রভৃতি), সর্ষপ, রুক্ষ শীতল ও গুরু অন্ন পানীয় এই সকল শ্বাসরোগির অহিতজনক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ।

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

অথ স্বরভেদ-নিদানম্।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত-
সন্দূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্‌বিধঃ সঃ।
বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েণ চ॥
বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চা-
ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ।
পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা-
ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন॥
ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ
স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ।
সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ
তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ॥
ধূমায়েত বাক্ ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ
বাগেষ চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ।
অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ
মেদোহন্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ॥

অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও বেদাদি-পাঠ এবং বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত এই সকল কারণে ও এবংবিধ অন্য কারণে বাতাদি-দোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে। ইহাতেই স্বর-ভেদ রোগ উৎপন্ন হয়। স্বরভেদ ছয় প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

বাতিক স্বরভেদে, মল মূত্র নয়ন ও আনন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং গর্দ্দভের ন্যায় কর্ণোদ্বেজক স্বর অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্বরভেদে মল মূত্র নয়ন ও আনন পীতবর্ণ হয় এবং বাক্য কথনের সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে, কণ্ঠদেশ সতত শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ থাকায় অতি অল্প অল্প বাক্য নিঃসৃত হয়, কিন্তু দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা কফের মন্দীভাব হওয়াতে রোগী অপেক্ষাকৃত ভাল-রূপ কথা কহিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক স্বরভেদে, উক্ত বাতাদি দোষ-ত্রয়ের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। এই স্বরভেদকে ঋষিরা অসাধ্য কহিয়া থাকেন।

ধাতুক্ষয়-জনিত স্বরভেদে বাক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগির বোধ হয়, যেন উহা ধূমের সহিত নির্গত হইতেছে, অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমকালে যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, বাক্য কথনকালে তদ্রূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদরোগে রোগী হতবাক্ অর্থাৎ বাক্যকথনে অসমর্থ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ শ্লেষ্মা বা মেদো দ্বারা লিপ্ত হয়। সুতরাং রোগী কণ্ঠলগ্ন অস্পষ্ট বাক্য বিলম্বে উচ্চারণ করে ও পিপাসায় কাতর হয়।

অথ স্বরভেদ-চিকিৎসা।

বাতাদিজনিতশ্বাস-কাসঘ্না যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ॥

বাতাদি-দোষ-জনিত শ্বাসঘ্ন ও কাসঘ্ন যে সকল যোগ কথিত হইয়াছে, চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক দোষানুসারে স্বরভেদে সেই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্ক্রমতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাশু প্রসীদতি॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥

বাতজ স্বরভেদে লবণের সহিত ঈষদুষ্ণ তৈল; পিত্তজ স্বরভেদে মধুর সহিত ঘৃত;

এবং কফজ স্বরভেদে মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটু মিলিত করিয়া কবল করিবে। তদ্দ্বারা গল তালু জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত ও স্বর বিশুদ্ধ হইবে। মেদোজ স্বরভঙ্গে কফজ স্বরভেদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদ দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া রোগিকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক ক্ষয়জস্বরভেদে ক্ষয়কাসোক্ত এবং ত্রিদোষজ স্বরভেদে বাতাদি ত্রিদোষোক্ত চিকিৎসা করিবে।

ভক্ত্যে কোষ্ণং জলং পেয়ং জগ্ধ্বা ঘৃতগুড়োদনম্।
ক্ষীরানুপানং পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥

বাতপ্রধান স্বরভঙ্গে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক্য স্বরভেদে দুগ্ধানুপানে বাসাঘৃতাদি পান কর্ত্তব্য। কফজ স্বরভেদে পিপুল পিপুলমূল মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে।
পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা॥

স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির অথবা হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ কিংবা হরীতকী ও শুঁঠ চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়্বা স্বরভেদমপোহতি॥

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতা সমভাগে লইয়া বিচূর্ণিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রযোজয়েৎ॥

সৈন্ধবের সহিত কুলপাতা পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কল্ক বহুল ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত সহ আলোড়িত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ ও কাস প্রশমিত হয়।

শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্বদতোঽভিহতঃ স্বরঃ॥

উচ্চ কথা বলিতে যাহার স্বরভঙ্গ হয়, সেই ব্যক্তি কাকোল্যাদিগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

মৃগনাভ্যাদিরবলেহঃ।

মৃগনাভিঃ সসূক্ষ্মৈলা লবঙ্গং কুঙ্কুমানি চ।
ত্বক্ক্ষীরী চেতি লেহোঽয়ং মধুসর্পিঃসমাযুতঃ।
বাক্‌স্তম্ভমুগ্রং জয়তি স্বরভ্রংশসমন্বিতম্॥

মৃগনাভি, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে, বাক্‌স্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ নিবারিত হয়।

চব্যাদিচূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতসকটুত্রিকতিন্তিড়ীক-
তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়ৈর্বিমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্॥
(তিন্তিড়ীকং মহাদ্রকম্)

চৈ, অম্লবেতস, ত্রিকটু, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহঃ।

নিদিগ্ধিকা তুলা গ্রাহ্যা দদ্যাচ্চ গ্রন্থিকস্য তু।
তদর্দ্ধং চিত্রকস্যাপি দশমূলঞ্চ তৎসমম্॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং গৃহ্নীয়াদ্দাঢ়কং ততঃ।
পূতে ক্ষিপেৎ তদর্দ্ধন্তু পুরাণস্য গুড়স্য চ॥
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।
অন্তে পলানি পিপ্পল্যাস্ত্রিজাতকপলং তথা॥
মরিচস্য পলঞ্চৈকং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্।
মধুনঃ কুড়বং দত্ত্বা ভক্ষয়েদ্ যথানলম্॥
নিদিগ্ধিকাবলেহোঽয়ং ভিষগ্‌ভির্নির্মিতঃ ;
স্বরভেদহরো মুখ্যঃ প্রতিশ্যায়হরস্তথা॥

কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যাদি-গুল্মমেহগলাময়ান্।
আনাহমূত্রকৃচ্ছ্রাণি হন্যাদ্ গ্রহণ্যর্ব্বুদানি চ॥

কণ্টকারী ১২॥০ সের, পিপুলমূল /৬।০ সের, চিতা /৩৵০ সের এবং দশমূল /৩৵০ সের; এই সমস্ত একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তদনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত /৮ সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে উহাতে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র) চূর্ণ মিলিত ৮ পল ও মরিচচূর্ণ ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে /।০ অর্দ্ধসের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্বরভেদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

কল্যাণাবলেহঃ।

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টিমধুকসৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ।
জড়গদ্গদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, যষ্টিমধু (যষ্টিমধুর অর্থে কেহ কেহ বামুনহাটী ও যষ্টিমধু গ্রহণ করিয়া থাকেন) ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া তাহা গব্যঘৃতে আলোড়িত করিয়া সেই ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে মনুষ্য শ্রুতিধর ও সুস্বর-বিশিষ্ট হয়।

ভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং মরিচং চব্যচিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ॥
গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুস্তরম্॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতা এই সকল দ্রব্য একত্র করত আদার রসে মাড়িয়া তিন রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

ত্র্যম্বকাভ্রম্।

অভ্রং মেচকমারিতং পরিমিতং ব্যাঘ্রী বলা গোক্ষুরং
কন্যা পিপ্পলিমূলভৃঙ্গবৃষকাঃ পত্রং তথা বাদরম্।
ধাত্রীরাজিগুড়ূচিকাঃ পৃথগতঃ সর্ব্বৈঃ পলাংশৈর্মুতং
সংমর্দ্দ্যাঃ তমনোরমং সুবলিতং কৃষ্ণা সদা সেবিতম্॥
বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বরগতং ষষ্ঠং ত্রিদোষাত্মক-
মত্যুচ্চৈবদতো ভবং বহুবিধং পানাদ্যদোষোদ্ভবম্।
বৈ সং শ্বাসমুরোগ্রহং সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলা-
মর্শাংসি গ্রহণীজ্বরং বহুবিধং শোথং ক্ষয়কারকম্॥
হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমুক্তমতুলং বৃষ্যাতিবৃষ্যং পরম্
বক্তেবৃদ্ধিকরং রসায়নবরং সর্ব্বাময়ধ্বংসি তৎ॥

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল পরিমাণে লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সপ্তপ্রকার স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, উরোগ্রহ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ ও হিক্কা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও রসায়ন।

ব্যাঘ্রীঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরসবিপক্বং রাস্নাবাট্যালগোক্ষুরব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্॥
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

গব্য ঘৃত /৪ সের; কণ্টকারীর রস ১৬ সের; কল্কার্থ—রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত /১ সের। কাঁচা কণ্টকারী

না পাওয়া গেলে শুষ্ক কণ্টকারী /৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাস নিবারিত হয়।

সারস্বতঘৃতম্।

(ব্রাহ্মীঘৃতম্)

সমূলপত্রামাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্শেষাণি কার্ষিকাণি চ ॥
পিপ্পল্যোহথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতৎ-প্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধা প্রজায়তে।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে ॥
অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শ্রুতমাত্রন্তু ধারয়েৎ ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥
বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণাঞ্চাল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
(ইদানীন্তনৈরিদং ব্রাহ্মীঘৃতমুচ্যতে।)

মূল ও পত্র সহ ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে পেষণ করত তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। (এক্ষণে ইহা ব্রাহ্মীঘৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।) সপ্তরাত্র ইহা সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় গীতশক্তি; অর্দ্ধমাস সেবন করিলে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি; এবং ১ মাস সেবন করিলে স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত প্রাখর্য্য হয়। ইহা দ্বারা স্বরবিকৃতি, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গুল্ম, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লীবাসকদশমূলকাসমর্দ্দরসৈঃ।
সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিন্মধুনা ॥

ঘৃত /৪ সের। ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসক, দশমূল ও কালকাসুন্দে ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের এবং পিপুলের কল্ক /১ সের। এই ক্বাথ ও কল্ক সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে /১ সের মধু প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

স্বরভেদে পথ্যানি।

স্বেদো বস্তির্ধূমপানং বিরেকঃ কবলগ্রহঃ।
নস্যং ভালে শিরাবেধো যবা লোহিতশালয়ঃ ॥
হংসটিট্টিভতাম্রচূড়-কেকিনাং মরণাঃ তথা।
গোকণ্টকঃ কাকমাচী জীবন্তী বালমূলকম্ ॥
দ্রাক্ষা পথ্যা মাতুলুঙ্গং লশুনং লবণার্দ্রকম্।
তাম্বুলং মরিচং সর্পিঃ পথ্যানি স্বরভেদিনাম্ ॥

স্বেদ, বস্তিক্রিয়া, ধূমপান, বিরেচন, কবলধারণ, নস্য, কপালে শিরাবেধ এবং যব ও রক্তশালি, স্বরভেদরোগে পথ্য। হংস, বন্য-কুক্কুট ও ময়ূর মাংসের রস, সুরা (মদ্যবিশেষ), গোক্ষুর, কাকমাচী, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, দ্রাক্ষা, হরীতকী, ছোলঙ্গ লেবু, রসুন, সৈন্ধব, আদা, তাম্বুল, গোলমরিচ ও ঘৃত এই সমস্ত স্বরভেদরোগীর পথ্য।

স্বরভেদেঽপথ্যানি।

আমং কপিত্থং বকুলং শালূকং জাম্ববানি চ।
তিন্দুকানি কষায়াণি বমিং স্বপ্নং প্রজল্পনম্।
অন্নপানঞ্চ যত্নেন স্বরভেদী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কাঁচা কয়েৎবেল, বকুল, শালুক (কুমুদাদির মূল), জামফল, গাব, কষায়দ্রব্য, বমন, নিদ্রা, অধিক বাক্যকথন এবং অন্নপান (আহার বিহারাদির পর শীতল জলাদি পান) এই সকল স্বরভেদরোগে অহিতজনক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্বরভেদাধিকারঃ।

অথারোচকাধিকারঃ।

অথারোচক-নিদানম্।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধৈর্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ।
অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন ॥
কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি
পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্।
মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্য-
বিবদ্ধসম্বদ্ধযুতং কফেন ॥
অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ।
স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ
ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেৎ তু ॥
হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ
তৃড়্দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকম্।
শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্-
বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ ॥

অরোচক পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ অরোচক এবং শোক, ভয়, অতিলোভ, অতিক্রোধ ও ঘৃণা-জনক আহার, ঘৃণাজনক রূপ, ঘৃণাজনক গন্ধ এই সকল আগন্তুকারণে উৎপন্ন আগন্তুজ অরোচক।

তন্মধ্যে বাতজ অরোচকে, মুখ কষায়রস-বিশিষ্ট এবং দন্ত অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক অরোচকে মুখ তিক্ত, অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ ও উষ্ণ হয়; এবং শ্লৈষ্মিক অরোচকে মুখ লবণ, মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, আহারাক্ষম ও কফলিপ্ত হইয়া থাকে।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অহৃদ্য ও অপবিত্র গন্ধ এই সকল আগন্তুকারণ-জাত অরোচকে মুখ স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ আস্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু অরুচি হয়। ত্রিদোষজ অরো-চকে মুখ একরূপ রসবিশিষ্ট থাকে না, বাতজাদি-অরোচকোক্ত সকল প্রকার বিকৃতি রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজনিত অরোচকে হৃদয় শূলবেদনা যুক্ত; পৈত্তিক অরোচকে তৃষ্ণা, দাহ ও চূষণ-বৎ পীড়া, শ্লৈষ্মিক অরোচকে কফপ্রসেক হয়, এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বাতজাদি ত্রিবিধ অরোচকেরই লক্ষণ সকল ঘটিয়া থাকে। আগন্তুজে অর্থাৎ শোকাদি আগন্তু-কারণ-জাত অরোচকে ব্যাকুল-চিত্ততা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হয়। *

অথারোচক-চিকিৎসা।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে ॥

বাতিক অরুচি রোগে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন, কফজে বমন এবং মনোবিঘাত-জনিত অরোচকে হৃদ্য অনুকূল ও হর্ষণক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
রোচনং দীপনং বহ্নের্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্ ॥

প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা একত্র ভক্ষণ করিলে আহারে রুচি, অগ্নির দীপ্তি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধন হয়।

শুণ্ঠীং সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীর-পিপ্পলীচন্দনোৎপলম্ ॥

* চরক সুশ্রুত গ্রন্থে অরোচক ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত আছে। যথা—অরুচি, অনন্নাভিনন্দন ও ভক্তদ্বেষ। অরুচির লক্ষণ এই যে, উহাতে ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করিতে পারা যায় না। অনন্নাভিনন্দন রোগে খাদ্য অভিলষিত হইলেও খাইতে পারা যায় না। আর ভক্তদ্বেষে আহারের শ্রবণ, স্মরণ, দর্শন, ঘ্রাণ ও স্পর্শেও বিরক্তি জন্মে।

লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যুষণং যবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা॥
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ। আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলোৎপল। লোধ, চৈ, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার। কচি দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি। এই চারি প্রকার যোগ (চূর্ণ) মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচঃ।
ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্যপি॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ॥

দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও ধনে। মুতা, আমলকী ও দারুচিনি। দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী। পিপুল ও চৈ। যমানী ও তেঁতুল। এই পাঁচটি যোগ মুখে ধারণ করিলে মুখের শুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার অরুচির শান্তি হয়।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড়ের জলে দারুচিনি এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে, অরুচি রোগে বিশেষ উপকার হয়। দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণ এইরূপ মাত্রায় মিশাইবে, যাহাতে কিঞ্চিৎ কটুরস ও সুগন্ধ হয়।

কারব্যাজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, মহার্দ্রক (বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি প্রশমিত হয়।

জীর্ণ্যুষণানি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি।
ক্ষৌদ্রান্বিতানি বিতরেন্মুখধারণার্থ-
মন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ অথবা অন্যান্য কটুতিক্ত দ্রব্য (দারুচিনি ও এলাইচ প্রভৃতি) মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি রোগ দূরীভূত হয়।

বিটচূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যমপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥

বিট্‌লবণ ও মধু দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশান্ত হয়।

রাজিকাজীরকৌ পক্কৌ ভৃষ্টং হিঙ্গু সনাগরম্।
সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ॥
তাবন্মাত্রং ক্ষিপেৎ তক্রং যথা স্যাদ্রুচিরুত্তমা।
তক্রমেতদ্ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিবর্দ্ধনম্॥

রাইসর্ষপ জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণত্রয় এবং শুঁঠচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের এক এক ভাগ, গব্য দধি সর্ব্বসমান, এই সকল দ্রব্য একত্র আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে সর্ব্বসমষ্টির সমান গব্যতক্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সদ্য রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

দাড়িমাদি চূর্ণম্।

দ্বে পলে দাড়িমাদষ্টৌ খণ্ডাদ্ ব্যোষাৎ পলত্রয়ম্।
ত্রিসুগন্ধিপলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্।
দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ॥

অম্ল দাড়িম চূর্ণ ২ পল, খাড়গুড় ৮ পল এবং ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) ১ পল, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা অরুচিনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং পীনস জ্বর ও কাস নিবারক।

যমানীষাড়বঃ।

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ॥

ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজী-বরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈব দ্বে শতে মরিচস্য চ ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্ ॥
হৃৎপীড়াপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥

যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল এই সমুদায়ের প্রত্যেকের ২ তোলা, ধনে, সচললবণ, জীরা, গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা, চিনি ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সংগ্রাহী ও হৃদ্য। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে জিহ্বাশুদ্ধি, অন্নে রুচি এবং হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল আনাহ ও কাসাদি রোগ নষ্ট হয়।

কলহংসম্।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি বিংশতিঃ পিপ্পল্যশ্চ
আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থত্রয়মারনালস্য চ ॥
তদ্বদ্ বিড়লবণসহিতং মথিতং সুরভীকৃতং ...।
... কলহংসকং নাম ॥

(কলহংসং মন্থনদণ্ডমথিতম্। সুগন্ধিভাগাভ্যাং চাতুর্জ্জাতকাভ্যাং, চাতুর্জ্জাতস্য মিলিত্বা পলম্। প্রত্যেকমিতি কেচিৎ। কলহংসবৎ কলস্বরজনকত্বাদস্য কলহংসসংজ্ঞা।)

সজিনাবীজ ১৮ টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২০ টা, আদা ১ পল, গুড় ১ পল, কাঁজি ১২ সের, বিট্‌লবণ ১ পল, এই সমুদায় মন্থনদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত চাতুর্জ্জাত চূর্ণ (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কলহংসের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হয় বলিয়া ইহার নাম কলহংস। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

তিন্তিড়ীপানকম্।

ভাগাম্লস্য পক্ব চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগশ্চাতুর্জ্জাতার্দ্ধভাগিকম্ ॥
দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্।
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্রপরিপ্লুতম্ ॥
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্যুক্ত্যা সুযোজিতম্ ॥

বীজাদিরহিত সুপক্ব তেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, সুপিষ্ট ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ চূর্ণ ১ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ১ তোলা, এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা, জল ৫০ পল; এই সমুদায় নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও হস্ত দ্বারা আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অগুরু প্রভৃতি দ্বারা ধূপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে, পশ্চাৎ সেবনীয়। ইহা রাজযোগ্য পানীয়।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহঃ।

আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং প্রস্থার্দ্ধং গুড়ং ক্ষিপেৎ।
বৃদ্ধং মাতুলুঙ্গরসং ... লেহয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥
সর্ব্বং মন্দাগ্নিনা পক্ত্বা চূর্ণানি বিনিক্ষিপেৎ।
ত্রিফলৈকং ত্রিকটুকং পিপ্পলীমূলমেব চ ॥
চিত্রকং গ্রন্থিকং ধান্যং জীরকদ্বয়মেব চ।
কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু লেহয়িত্বা তু ভক্ষয়েৎ ॥
অরোচকক্ষয়হরং বহ্নিদীপ্তিকরং পরম্।
কামলাপাণ্ডুশোথঘ্নং শ্বাসকাসহরং পরম্।
আধ্মানোদরগুল্মানি প্লীহশূলে চ নাশয়েৎ ॥

আদার রস ৴৪ সের, গুড় ৴২ সের, টাবা লেবুর রস ৴॥০ সের; এই সমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরে ও কালজীরে। এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি, ক্ষয়, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, আধ্মান, জঠর, গুল্ম, প্লীহা ও শূল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

রসালা।

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ
খণ্ডস্য ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য।
সর্পিঃপলং মধুপলং মরিচদ্বিকর্ষং
শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধপলং চতুর্ণাম্॥
শুক্লাপলে ললনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টা
কর্পূরচূর্ণসুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা।
এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা
যাস্বাদিতা ভগবতা মধুসূদনেন॥
রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা॥
(অত্র দধ্নো ন দৈগুণ্যমিতি কেচিৎ।)

অম্ল দধি /৮ সের, নির্ম্মল চিনি /২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। কোন সুন্দরী রমণী কোমল হস্তে শ্বেত পাথরে এই সমুদায় একত্র প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ডমধ্যে সংস্থাপন করিবেন। ইহার নাম রসালা। ইহা পুষ্টিকর, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ ও রুচিকর।

সুলোচনাভ্রম্।

পলং সুজীর্ণং গগনস্য বজ্রকং
তেজোবতীকোলমুশীরদাড়িমম্ :
ধাত্র্যম্ললোণীরুচকং পৃথগ্ দশ-
পলোন্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতম্॥
অরোচকং বাতকফত্রিদোষজং
পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাম্।
কাসং স্বরাঘাতমুরোগ্রহং রুজং
শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরম্॥
প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থুং সমীরণং
মেহং ভ্রমং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিম্।
শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগমুদ্ধতং
সরক্তপিত্তং বমিদাহমশ্মরীম্॥
নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নম্॥

অভ্রভস্ম ১ পল, কান্তলৌহ ১ পল এবং চৈ, কুলের শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ছোলঙ্গ লেবু প্রত্যেক দশ পল পরিমিত, একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরোচক, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ সকল নষ্ট হয়। ইহা বলকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

সুধানিধিরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীকাথেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরস্বরসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন চ॥
মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জরসেন চ।
পশ্চাদ্বিশোষ্য সর্ব্বাংশং টঙ্কণক্ষাবতারয়েৎ॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতম্।
মাষমাত্রঞ্চ তৎ সেব্যং নাগরেণ গুড়েন বা॥
সর্ব্বারোচশূলার্ত্তিমামবাতং সুদারুণম্।
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণম্।
রসো নিবারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা॥
(গ্রন্থান্তরেঽস্যামৃতসুন্দররস ইতি সংজ্ঞা।)

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক লইয়া তাহা দন্তীকাথে, জামীর লেবুর রসে, আদার রসে, ছোলঙ্গ লেবুর রসে ও ছোলঙ্গ-মজ্জার রসে ক্রমান্বয়ে এক এক বার ভাবনা দিবে। পরে তৎসহ ২ ভাগ সোহাগার খৈ এবং ৫ ভাগ লবঙ্গ চূর্ণ ও সিকিভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রতি দিবস এক এক বটী শুঁঠ চূর্ণ অথবা ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অরুচি, শূলবেদনা, আমবাত, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অরোচকে পথ্যানি

বস্তির্বিরেকো বমনং যথাবলং
ধূমোপসেবা কবড়গ্রহস্তথা।
তিক্তানি কাষ্ঠানি চ দন্তঘর্ষণে
চিত্রান্নপানানি হিতৈঃ কৃতানি চ॥

গোধূমমুদ্গারুণশালিষষ্টিকা
মাংসং বরাহাজশশৈণসম্ভবম্।
চেঙ্গো ঝষাণ্ডং মধুরালিকেলিশঃ
প্রোষ্ঠী খলীশঃ কবয়ী চ রোহিতঃ॥
কর্কারু বেত্রাগ্রনবীনমূলকং
বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনমোচদাড়িমম্।
ভব্যং পটোলং রুচকং ঘৃতং পয়ো
বালানি তালানি রসোনশূরণম্॥
দ্রাক্ষা রসালং মলদম্বু কাঞ্জিকং
মদ্যং রসালা দধি তক্রমার্দ্রকম্।
কঙ্কোলখর্জ্জুরপিয়ালতিন্দুকং
পক্কং কপিত্থং বদরং বিকঙ্কতম্॥
তালাস্থিমজ্জা তিমিরালুকা সিতা
পথ্যাযমানী মরিচানি রামঠম্।
স্বাদ্বম্লতিক্তানি চ দেহমার্জ্জনা
বর্গোঽয়মুক্তোঽরুচিরোগিণে হিতঃ॥

বস্তিক্রিয়া, বিরেচন, রোগির বলানুসারে বমন, ধূমসেবন, কবলধারণ, তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ, নানা প্রকারে প্রস্তুত রুচিজনক হিতকর অন্নপানীয়, গোধূম, মুগ, রক্তশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, শূকর, ছাগল, শশক এবং কৃষ্ণহরিণের মাংস, চেঙ্গমাছ, মাছের ডিম, মৌরলামাছ, ইলিশমাছ, পুঁটীমাছ, খলিশামাছ, কয়ীমাছ, রুইমাছ, কুমড়া, বেত্রাগ্র, কচি-মূলা, বেগুন, সজিনা, কলার মোচা, দাড়িম, চাল্‌তে, পটোল, ছোলঙ্গ, ঘৃত, দুগ্ধ, কচি তালের শস্য, রসুন, ওল, আম্র, দ্রাক্ষা নিম্ব, কাঁজি, মদ্য, রসালা, দধি, তক্র, আদা, কাঁক্‌লা, খর্জ্জুর, পিয়ালফল, গাব, পাকা কয়েৎ বেল, বদরীফল, বিকঙ্কত (বৈঁচি), তাল আঁটির শাঁস, কর্পূর, চিনি, হরীতকী, যমানী, গোলমরিচ, হিঙ্গু, অম্লমধুরদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য ও শরীরমার্জ্জন, এই সকল অরুচিরোগে পথ্য।

অরোচকেঽপথ্যানি।

কাসোদ্গারক্ষুধানেত্র-বারিবেগবিধারণম্।
অহৃদ্যান্নমসৃগ্মোক্ষং ক্রোধং লোভং ভয়ং শুচম্।
দুর্গন্ধরূপসেবাঞ্চ ন কুর্য্যাদরুচৌ নরঃ॥

কাসবেগ, উদ্গারবেগ, ক্ষুধাবেগ এবং অশ্রুবেগ ধারণ, অহৃদ্য দ্রব্য ভোজন, রক্ত-মোক্ষণ, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, দুর্গন্ধ এবং কুদর্শন (ঘৃণার্হরূপ দর্শন) এই সকল অরুচিরোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽরোচকাধিকারঃ।

অথ ছর্দ্দিরোগাধিকারঃ।

অথ ছর্দ্দিনিদানম্।

দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্বীভৎসালোচনাদিভিঃ।
ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে॥
অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরতি।
অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাঽসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ॥
শ্রমাদ্ভয়াৎ তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ।
নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ॥
বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ।
ছাদয়ন্নাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ॥
নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ॥
হৃল্লাসোদ্গাররোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ।
দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্॥

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষ-ত্রয় এবং বীভৎসালোচনাদি (বিকৃতিদর্শন, অপ্রিয়গন্ধাঘ্রাণ ও অপ্রিয়বস্তুভোজনাদি) এই পঞ্চবিধ হেতুতে পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি (বমিরোগ) উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ পরে বলিব। অতিদ্রব পান, অতিস্নিগ্ধ ভোজন, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে

ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য (দেহের অননুকূল) ভোজন, দ্রুতভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা এবং অপরাপর নানাবিধ বীভৎস হেতু এই সকল কারণে দোষ, শীঘ্র উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ) ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়, ইহাকেই ছর্দ্দি কহে।

বমি হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস (বমনবেগ), উদ্গার-রোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত পাতলা জলস্রাব ও পানাহারে বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথ বাতজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

হৃৎপার্শ্বপীড়া-মুখশোষশীর্ষ-নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ।
উদ্গারশব্দপ্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্॥
কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগে-
নার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্॥

বায়ুজনিত বমন রোগে হৃদয় ও পার্শ্ব-দেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তক ও নাভিস্থলে শূল, কাস, স্বরভেদ ও অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এবং রোগী অতিকষ্টে মহাবেগে প্রবল উদ্গার ও প্রবল শব্দ সহকারে সফেন, বিচ্ছিন্ন (মধ্যে মধ্যে বেগরহিত) পাতলা-কৃষ্ণবর্ণ, কষায়রস-বিশিষ্ট অল্পমাত্র পদার্থ বমন করিয়া থাকে।

অথ বাতজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বা-
শ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য
সংশোধনং বা কফপিত্তহারি॥

অত্র লঙ্ঘনমল্পদোষবিষয়ম্, সংশোধনং বহুদোষবিষয়-মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনং বা কফপিত্তহারীতি কফহারি শোধনং বমনং, পিত্তহারি শোধনং বিরেচনম্।

আমাশয়ের উৎক্লেশ হেতু বমি হইয়া থাকে, অতএব বমন রোগে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতজ বমি ভিন্ন অন্য বমি রোগে কফের প্রবলতা লক্ষিত হইলে বমন এবং পিত্তের আধিক্যে বিরেচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

সমাংশ জল ও দুগ্ধ কিংবা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত পান করিলে বাতপ্রধান বমন রোগ প্রশমিত হয়।

মুদ্গামলকযূষং বা সসর্পিষ্কং সসৈন্ধবম্।
যবাগূং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ॥

মুগ ও আমলকীর যূষ ঘৃতে সন্তলন করিয়া সৈন্ধবের সহিত, অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর কাথে যবাগূ পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত পান করিলে বমন রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ পিত্তজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধ-
তাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ।
পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং
ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্॥

পিত্তজনিত বমন রোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং রোগী পীত হরিত বা ধূম্রবর্ণ (কৃষ্ণ-লোহিত) সতিক্ত অতি উষ্ণ পদার্থ বমন করে ও বমনকালে কণ্ঠাদি স্থানে জ্বালা হয়।

অথ পিত্তজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

পিত্তাত্মিকায়ামনুলোমনার্থং
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ।
কফাশয়স্থং ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং
পিত্তং হরেৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব॥
শুদ্ধস্য কালে মধুশর্করাভ্যাং
লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।
প্রদাপয়েন্মুদ্গরসেন বাপি
শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈর্রসৈর্বা॥

পিত্তজ বমন রোগে অনুলোমনার্থ দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত (কেহ বলেন ইহাদের কোন একটির রসের সহিত) তেউড়ী চূর্ণ সেবন করিবে, এবং কফাশয়স্থ অতিবৃদ্ধ পিত্তের নাশার্থ দ্রাক্ষাদি মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য (তাহাতে মদনফলাদি প্রক্ষেপ দিয়া) দ্বারা বমন করাইবে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ রোগিকে অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত সময়ে মধু ও চিনি সহ লাজমন্থ বা পেয়া অথবা মুদ্গযূষ কিংবা জাঙ্গলমাংসরস সহ শালিধান্যের অন্ন ভোজন করাইবে।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে॥
চন্দনঞ্চামৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষম্।
সতণ্ডুলোদকক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কল্কো বমিং জয়েৎ॥

শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ৮ তোলা, একত্র করিয়া মধুর সহিত অথবা চন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে চালুনিজল ও মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

ক্কাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ।

ক্ষেতপাপড়ার কাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

কষায়ো ভৃষ্টমুদ্গস্য সলাজমধুশর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসারতৃড়্দাহ-জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ॥

ভাজা মুগের কাথে খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি দিয়া তাহা আহার করিলে ভেদ, বমি, পিপাসা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়।

হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্।
অধোভাগীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ত্ততে॥

মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বমি নি[illegible]রত হয়।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্ট-পটোলৈঃ কথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুতং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্॥
(অত্র পিত্তাম্লসম্ভবামিত্যম্লপিত্তসম্ভবামিত্যর্থঃ)।

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পল্‌তা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্ত জনিত বমন রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ কফজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক-
সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ।
স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্বিশুদ্ধং
সরোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেৎ তু॥

কফজনিত বমন রোগে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক, সন্তোষ (ভোজনে অনিচ্ছা), নিদ্রা, অরুচি ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং রোগী স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু ও শুক্লবর্ণ পদার্থ বমন করে। বমন কালে রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। কফজ বমিতে যাতনা অল্প হয়।

অথ কফজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

কফাত্মিকায়াং বমনং প্রশস্তং
সপিপ্পলীসর্ষপনিম্বতোয়ৈঃ।
পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধবসংপ্রযুক্তৈ-
শ্ছর্দ্দ্যাং কফামাশয়শোধনার্থম্॥
নিম্বছল্লস্যার্দ্ধশৃতক্বাথে পিপ্পল্যাদীনাং প্রক্ষেপঃ।

কফজ বমন রোগে কফপূর্ণ আমাশয়ের শোধনার্থ নিমছালের অর্দ্ধশৃত কাথের সহিত পিপুল ও সর্ষপ চূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে অথবা সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত মদনফল-চূর্ণ সেবন করাইবে।

বিড়ঙ্গত্রিফলাবিশ্ব-চূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ।
বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনামথবা শ্লেষ্মজাং বমিম্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঁঠ চূর্ণ অথবা বিড়ঙ্গ কৈবর্ত্তমুস্তক ও শুঁঠ চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমি নিবারিত হয়।

মজ্জাম্রবং বা বদরস্য চূর্ণং
মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্।
দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং
লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্॥

জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস অথবা মুতা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর কিংবা দুরালভা, মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কফজ বমি নিগৃহীত হয়।

অথ ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা-
শ্বাসপ্রমোহপ্রবলা প্রসক্তম্।
ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীল-
সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

ত্রিদোষজ বমন রোগে শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, এবং রোগী নিরন্তর অম্ললবণরসাক্ত, নীল বা লোহিতবর্ণ, ঘন ও উষ্ণ পদার্থ বমন করিয়া থাকে।

অথ ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

—:*:—

পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং দ্রাক্ষাং শর্করাঞ্চ পলোন্মিতাম্।
দত্বা মধু পলঞ্চাপি কুড়বং সলিলস্য চ।
বাসসা গালিতং পীতং হন্তি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাম্॥

আমলকী ফল, দ্রাক্ষা, চিনি ও মধু, প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া বাটিবে। পরে তাহা অর্দ্ধসের জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ত্রিদোষজ বমন রোগ নিবৃত্ত হয়।

গুড়ূচ্যা রচিতং হন্তি হিমং মধুসমন্বিতম্।
দুর্নিবারামপি ছর্দ্দিং ত্রিদোষজনিতাং বলাৎ॥

রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে ত্রিদোষজ দুর্নিবার বমিরও শান্তি হইয়া থাকে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পীতমাত্রং হি বান্তিং জয়তি দুর্জ্জয়াম্॥

অশ্বত্থ বৃক্ষের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিবা মাত্র দুর্জ্জয় বমনও নিবারিত হয়।

শ্রীফলস্য গুড়ূচ্যা বা কষায়ো মধুসংযুতঃ।
পেয়শ্ছর্দ্দিত্রয়ে শীতো মূর্ব্বা বা তণ্ডুলাম্বুনা॥

বিল্বমূলের বা গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে অথবা মূর্ব্বা চালুনি জলের সহিত সেবন করিলে বাতজাদি ত্রিবিধ বমি প্রশমিত হয়।

ধাত্র্যা রসঃ কপিত্থস্য পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাম্॥

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েতবেলের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ মরিচ চূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবল বমি নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সমাক্ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

লাজাকপিত্থমধুমাগধিকোষণানাং
ক্ষৌদ্রাভয়াত্রিকটুধান্যকজীরকাণাম্।
পথ্যামৃতামরিচমাক্ষিকপিপ্পলীনাং
লেহাস্ত্রয়ঃ সকলবম্যরুচিপ্রশান্ত্যৈ॥

খৈ, কয়েতবেল, মধু, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ। মধু, হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরক চূর্ণ। হরীতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুল চূর্ণ। এই তিন প্রকার অবলেহ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বমি ও অরুচি প্রশমিত হয়।

অথ বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্।

বীভৎসজা দৌহৃর্দজামজা চ
অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজা চ যা হি।
সা পঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ
দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ॥

বীভৎসজ (কুৎসিত ঘৃণাজনক হেতুজাত), দৌহৃর্দজ (গর্ভকালজ), আমজ (অজীর্ণজ), অসাত্ম্যজ (অনভ্যস্ত বা অননুকূল দ্রব্যভোজনজনিত) ও ক্রিমিজ এই পাঁচ প্রকার বমিই আগন্তু কারণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা

আগন্তুজ বমন নামে অভিহিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ও এই আগন্তুজ এক প্রকার, সমুদায়ে পাঁচ প্রকার বমি নির্দ্দিষ্ট হইল। আগন্তুজ বমিরোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেই দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসা করিবে।

বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা।

বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈরিষ্টৈদৌর্হৃদজাং ফলৈঃ।
লঙ্ঘনৈরামজাং ছর্দ্দিং জয়েৎ সাত্ম্যৈরসাত্ম্যজাম্॥
ক্রিমিহৃদ্রোগবৎ হন্যাৎ ছর্দ্দিং ক্রিমিসমুদ্ভবাম্।
তত্র তত্র যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ॥
সোদ্গারায়াং ভৃশং ছর্দ্দ্যাং মূর্ব্বায়া ধান্যমুস্তয়োঃ।
সমধুকাঞ্জনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্॥
সৌবর্চ্চলমজাজী চ শর্করা মরিচানি চ।
ক্ষৌদ্রেণ সহিতং লীঢং সদ্যশ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

বীভৎসজ (কুৎসিত-ঘৃণাজনকহেতুজাত) বমি হৃদয়গ্রাহি-দ্রব্য দ্বারা; দৌর্হৃদজ বমি অভিলষিত বস্তু প্রদান দ্বারা, আমরসজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা; অসাত্ম্যজ বমি সাত্ম্য দ্রব্য দ্বারা নিবারণ করিবে। ক্রিমিজ বমির চিকিৎসা ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসার ন্যায় জানিবে এবং এই সকল বমন রোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। প্রবল উদ্গারের সহিত বমন হইলে মূর্ব্বা, ধনে, মুতা, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। সচললবণ, জীরক, চিনি ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্যঃ বমির শান্তি হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জ-
লাজপ্রিয়ঙ্গুঘনচন্দনপিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ্বা
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাতাম্॥

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুল আঁটির শস্য, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বমি নিবারণ হয়।

রসেন্দ্রঃ।

অজাজীধান্যপথ্যাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতং সেব্যো বান্তিপ্রশান্তয়ে॥

জীরা, ধনে হরীতকী, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বমির শান্তি হয়।

বমনামৃতরসঃ।

গন্ধকং কমলং শঙ্খং যষ্টিমধু শিলাজতু।
রুদ্রাক্ষঞ্চ টঙ্গণঞ্চ সাধ্বসং চ সুগন্ধকম্॥
চন্দনঞ্চ তথা শ্বেতং গোরোচনং সমম্।
বিল্বমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
মাত্রাঞ্চৈব প্রযুঞ্জীত গুঞ্জামাত্রং প্রমাণতঃ।
নানাবিধানুপানেন ছর্দ্দিং হন্তি ত্রিদোষজাম্॥
বমনামৃতযোগোঽয়ং কমলাকরভাষিতঃ॥

গন্ধক, পদ্মমধু (পৌষ্ট্রবল্লভেন), কমলা লেবুর খোসা), যষ্টিমধু, শিলাজতু, রুদ্রাক্ষ, সোহাগার খৈ, হরিদ্রাবর্ণ শঙ্খ, শ্বেতচন্দন, গন্ধশঠী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বিল্বমূলের কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। যথোপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ বমন নিবারিত হয়।

বৃষধ্বজরসঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ লৌহমেব সমাংশিকম্।
মধুকং চন্দনং ধাত্রী সূক্ষ্মৈলা সলবঙ্গকম্॥
টঙ্গণং পিপ্পলী মাংসী তুল্যং পারদসম্মিতম্।
বিদারীকুরসাভ্যাঞ্চ ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
সংশোষ্য মর্দ্দয়েদ্বাসং ছাগীদুগ্ধেন যত্নতঃ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং বিদারীরসসংযুতম্॥
বাতাত্মিকাং পিত্তযুতাং ছর্দ্দিং হন্তি সশোণিতাম্।
বৃষধ্বজরসো নাম বৃষধ্বজেন নির্ম্মিতঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য সমভাগ;

শালপাণি ও ইক্ষু রসে পৃথক্ পৃথক্ সাত দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগদুগ্ধে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা। অনুপান—শালপাণির রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদ্যং ঘৃতম্।

পদ্মকামৃতনিম্বানাং ধান্যচন্দনয়োঃ পচেৎ।
কল্কে কাথে চ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দিনিবারণম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং দাহজ্বরহরং পরম্ ॥

পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিম, ধনে ও চন্দন ইহাদের কাথে এবং কল্কে ৴৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বর ও দাহ রোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ছর্দ্দিরোগে পথ্যানি।

বিরেচনচ্ছর্দনলঙ্ঘনানি
স্নানং মৃজা লাজকৃতশ্চ মণ্ডঃ।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিকান্না-
যবান্নগোধূমকলায়মধূনি ॥
শশাঃ শিখীতিত্তিরিলাবকাশ্চ।
মৃগা দ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞকাশ্চ।
মনোজ্ঞনানাবিধভক্ষকাঃ।
রসাশ্চ যূষা অপি ষাড়বাশ্চ ॥
রাগাঃ খড়া কাম্বলিকাঃ সুরা চ
বেত্রাগ্রকুস্তুম্বুরুনারিকেলম্।
জম্বীরধাত্রীসহকারকোল-
দ্রাক্ষাকপিত্থানি পচেলিমানি ॥
হরীতকী দাড়িমবীজপূরং
জাতীফলং বালকনিম্ববাসাঃ।
সিতা শতাহ্বা নাগকেশরাণি
ভক্ষ্যা মনঃপ্রীতিকরা হিতাশ্চ ॥
ভুক্তস্য বক্ত্রে শিশিরাম্বুসেকঃ
কস্তূরিকা চন্দনমিন্দুপাদাঃ।
মনোজ্ঞগন্ধান্যনুলেপনানি
পুষ্পাণি পত্রাণি ফলানি চাপি ॥
রূপাণি শব্দাশ্চ রসাশ্চ গন্ধাঃ
স্পর্শাশ্চ যে যস্য মনোঽনুকূলাঃ
দাহশ্চ নাভেস্ত্রিযবোপরিষ্টা-
দিদং হি পথ্যং বমনাতুরেষু ॥

বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীরমার্জ্জন, খৈ এর মণ্ড, পুরাতন রক্তশালি ও ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কলায়, গোধূম, যব, মধু, শশক, ময়ূর, তিত্তির ও লাব প্রভৃতি পক্ষী; নানাবিধ মনোজ্ঞ রূপরসগন্ধযুক্ত জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংসরস, মুদ্গাদিযূষ, ষাড়ব, রাগ, খড়যূষ, কাম্বলিক, সুরা, বেতাগা, ধনিয়া, নারিকেল, জামীরলেবু, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা, কয়েৎবেল প্রভৃতি স্বয়ংপক্ক ফল, হরীতকী, দাড়িম, ছোলঙ্গ, জাতীফল, বালা, নিম্ব, বাসক, চিনি, শুল্ফা, নাগকেশর, হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য, ভুক্ত ব্যক্তির মুখে শীতল জল সেচন, কস্তূরী, চন্দন, চন্দ্রকিরণ (জ্যোৎস্না), সুগন্ধি অনুলেপন, সুগন্ধি পত্র পুষ্প ও ফল, যে ব্যক্তির যেরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ মনের প্রীতিকর, সেই ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ সেবন এবং নাভির ঊর্দ্ধে তিন যব অন্তরে দাহ, এই সকল ছর্দ্দি রোগের হিতকর।

ছর্দ্দিরোগেঽপথ্যানি।

নস্যং বস্তিং স্বেদনং স্নেহপানং
রক্তস্রাবং দন্তকাষ্ঠং নবান্নম্।
বীভৎসেক্ষাং ভীতিমুদ্বেগমুষ্ণং
স্নিগ্ধাসাত্ম্যাহৃদ্যবৈরোধিকান্নম্ ॥
শিম্বীবিম্বীকোষতকো মধূকং
চিত্রামেলাং সর্ষপান্ দেবদালীম্।
ব্যায়ামঞ্চ ছত্রিকাঞ্জনঞ্চ
ছর্দ্দ্যাং সত্যাং বর্জ্জয়েদপ্রমত্তঃ ॥

নস্য, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, ঘৃতাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলকৃত অন্ন, ঘৃণিত বস্তু দর্শন, ভয়, উদ্বেগ, উষ্ণদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অসাত্ম্যদ্রব্য, অহৃদ্যদ্রব্য, বিরুদ্ধদ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, কোষাতকী, মউলফল, চিতা, ছোট এলাইচ, সর্ষপ, দেবদালী (ঘোষা) লতা, ব্যায়াম, ছত্রিকা (ভুঁইছাতা) ও রসাঞ্জন, ছর্দ্দিরোগে এই সকল পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ছর্দ্দিরোগাধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণারোগাধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণানিদানম্।

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বা
ঊর্দ্ধং চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ।
পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং
তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাম্॥
স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু
দোষৈশ্চ তৃট্ সম্ভবতীহ জন্তোঃ॥
তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী
ক্ষয়াৎ তথান্যামসমুদ্ভবা চ।
ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং
নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু॥

ভয়, শ্রম বা বলক্ষয়াদি বাতপ্রকোপণ হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি পিত্তবর্দ্ধক কারণে স্বস্থান-সঞ্চিত কুপিত পিত্ত বায়ুসহকারে উর্দ্ধপ্রসৃত এবং তালু ও ক্লোম নামক পিপাসা স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহি-স্রোতঃসকলও বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা সঞ্জনিত হয়। তৃষ্ণা সাত প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

অথ বাতজতৃষ্ণালক্ষণম্।

ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং
তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি।
স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং
শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥

বাতজ তৃষ্ণায় মুখের শুষ্কতা ও ম্লানত্ব, শঙ্খদেশে ও মস্তকে সূচীবেধবদ্‌বেদনা, রস ও অম্বুবাহী স্রোতঃ সকলের নিরোধ এবং মুখে বিকৃতাস্বাদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জলপানে বাতজ তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়।

অথ বাতজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা।
বাতঘ্নমন্নপানং মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণায়াম্॥

বায়ু জন্য তৃষ্ণারোগে গুড় সংযুক্ত দধি, শীতবীর্য্য পুষ্টিজনক মাংসের যূষ বা গুলঞ্চের রস এবং বাতঘ্ন অন্নপানীয় ও মৃদু, লঘু, শীতল দ্রব্য হিতকর।

অথ পিত্তজতৃষ্ণালক্ষণম্।

মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ।
শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিদূয়নঞ্চ॥

পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তনেত্রতা, অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতেচ্ছা, মুখতিক্ততা ও উপতাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

অথ পিত্তজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

পিত্তজায়াস্তু তৃষ্ণায়াং পক্বোডুম্বরজো রসঃ।
তৎকাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বু বা॥

পিত্তজ তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস কিংবা তাহার কাথ বা তাহার শীতকষায় পেয়। বাগ্‌ভটোক্ত শারিবাদি গণেরও শীত-কষায় পিত্তজ তৃষ্ণানাশক।

পিত্তোত্থিতাং পিত্তহরৈর্বিপক্বং
নিহন্তি তোয়ং পয় এব বাপি॥

কাকোল্যাদি পিত্তঘ্ন দ্রব্যের সহিত জল বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল বা দুগ্ধ পান করিলেও পিত্তজ তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্।
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ॥

পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে গাম্ভারী, শর্করা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু এই সকল ঔষধের শীত-কষায় পান করিবে। কাহারও মতে ঐ সকল দ্রব্য বাটিয়া জলের সহিত পেয়।

স্বাদু তিক্তং দ্রবং শীতং পিত্ততৃষ্ণাপহং পরম্॥

পিত্তজ তৃষ্ণায় মধুর ও তিক্ত এবং তরল ও শীতল দ্রব্য হিতকর।

মুস্তপর্পটকোদীচ্য-চন্দ্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়্দাহজ্বরশান্তয়ে॥
(ষড়ঙ্গপানীয়ম্)।

মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল ⁄৪ সের, শেষ ⁄২ সের। ইহা শীতল করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। (ইহাকে ষড়ঙ্গপানীয় বলে)।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ॥

অর্দ্ধ পোয়া খৈ ⁄১ সের উষ্ণজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা, মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

তদ্বদ্দ্রাক্ষাচন্দন-খর্জ্জুরোশীরমধুযুক্তং তোয়ম্॥

দ্রাক্ষা, চন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের শীত-কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

সশারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা।
কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্ মধূকপুষ্পাদিষু চাপরেষু॥

সুশ্রুতোক্ত শারিবাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদিগণ বা মধুরগণ এই চতুর্ব্বিধ গণের অথবা মধূকপুষ্পাদির (মউলফুল শোভাঞ্জনফুল, কোবিদারফুল ও প্রিয়ঙ্গুফুল) শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পিত্তজ তৃষ্ণায় পান করিতে দিবে।

অথ কফজ-তৃষ্ণালক্ষণম্।

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ
তৃষ্ণা বলাসেন ভবেৎ তথা তু।
নিদ্রাগুরুত্বং মধুরাস্যতা চ
তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্॥

(কফ, শীতল ও দ্রবপদার্থ, ইহা হইতে পিপাসার উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব যেরূপ কারণে কফ হইতে পিপাসা জন্মে, তাহা লিখিত হইতেছে।)

কফ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি উপরিভাগে আচ্ছাদিত হইলে, জঠরোষ্মা অধোগত হইয়া জলবহ স্রোতকে শুষ্ক করে, তাহাতেই পিপাসার উৎপত্তি হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিদ্রাধিক্য, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের অতিশয় শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথ কফজ-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

বিল্বাঢকীধাতকিপঞ্চকোল-
দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন॥

বিল্বমূলের ছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) কুশমূল (কাহারও মতে উলু), এই সকল দ্রব্য ষড়ঙ্গ-পানীয় বিধানানুসারে জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিমছালের বা নিম পাতার কিংবা নিম ফুলের উষ্ণ ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলে কফজ তৃষ্ণায় উপকার হয়। (সর্ব্ব প্রকার তৃষ্ণাতেই পিত্ত-সম্বন্ধ আছে বলিয়া পঞ্চকোল দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় পঞ্চকোল স্থানে পঞ্চমূল (স্বল্প) পাঠ করিয়া থাকেন)।

আমলং কমলং কুষ্ঠং লাজাশ্চ বটরোহকম্।
এতচ্চূর্ণস্য মধুনা গুটিকাং ধারয়েন্মুখে॥
তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং হন্ত্যেষা মুখশোষঞ্চ দারুণম্॥

আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি, ইহাদের চূর্ণ মধু-সংযোগে গুটিকাকার করিয়া সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, প্রবল তৃষ্ণা ও দারুণ মুখশোষ প্রশমিত হয়।

অথ ক্ষতজক্ষয়জামজান্নজ-তৃষ্ণালক্ষণম্।

ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং
তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু।
রসক্ষয়াদ্ যা ক্ষয়সম্ভবা সা
তয়াভিভূতস্তু নিশাদিনেষু।
পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি
তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ॥
রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি
তস্যামশেষেণ ভিষগ্‌ব্যবস্যেৎ॥
ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ
হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী।
স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং
গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি॥

শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হেতু যে পিপাসা হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে।

রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জতৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি দিবারাত্রি মুহুর্মুহুঃ জলপান করে, তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ এইরূপ তৃষ্ণাকে সন্নিপাতোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প এবং শূন্যতা প্রভৃতি সুশ্রুত-নির্দ্দিষ্ট রসক্ষয়-লক্ষণ সকলও উপস্থিত হয়।

আমজ তৃষ্ণায় হৃচ্ছূল, নিষ্ঠীবন, অবসাদ এবং বাতাদি ত্রিদোষজ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। কারণ আমনিবন্ধন অর্থাৎ অজীর্ণহেতু ত্রিদোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

ঘৃত-তৈলাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য অম্ল লবণ ও কটুরস এবং গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে, শীঘ্র পিপাসা উপস্থিত হয়, ইহাকেই ভক্তোদ্ভবা অর্থাৎ অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

অথ ক্ষতজাদি-তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

—:*:—

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্‌বিনিবারণেন
জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ।
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যা-
ন্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা॥

ক্ষতজনিত তৃষ্ণায় ক্ষতোদ্ভব বেদনার শান্তি, মাংসরস সেবন বা (এণ-হরিণাদির সদ্যোদ্ধৃত) রক্তপান কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা মধু মিশ্রিত জল ও মাংসের রস হিতকর।

আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্॥

আমজন্য তৃষ্ণারোগে বেলশুঁঠ ও বচ সংযুক্ত দীপনীয় বর্গের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

গুর্ব্বন্নজাম্মুল্লিখনৈর্জয়েৎ তু ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্॥

গুরু অন্ন ভোজন জনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ ভিন্ন অন্য সকল প্রকার তৃষ্ণায় বমন করান কর্ত্তব্য।

অতিরুক্ষদুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্নৃণামিহাশু পয়ঃ।
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ॥
মধুরো রস হৃদ্য ইতি মধুরগণসাধিতত্বেন রসো মধুরো জ্ঞেয়ঃ। ইতি শ্রীকণ্ঠ।

অতিশয় রুক্ষদেহ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুগ্ধপান অথবা মধুরগণসংস্কৃত ঘৃতভৃষ্ট শীতল ছাগমাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

আম্রজম্বূকষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

আম ও জামের পাতার বা আঁটির শস্যের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধন্যাকসম্ভবঃ।
জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং কুর্য্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥

প্রাতঃকালে ধনের ক্বাথ অথবা শীতকষায় চিনির সহিত পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নিবৃত্ত এবং স্রোতোবিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

বটশুঙ্গসিতালোধ্র-দাড়িমং মধুকং মধু।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন ছর্দ্দিতৃষ্ণানিবারণম্॥

বটের শুঙ্গা, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু, তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে বমি ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

গোস্তনেক্ষুরসক্ষীর-যষ্টীমধুমধূৎপলৈঃ।
নিয়তং নস্ততঃ পানৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু বা সুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা নিয়ত পান করিলে, দারুণ পিপাসা প্রশমিত হয়।

ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসীধুগুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষনিবারণাঃ॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলফুলের মদ্য, মধু, সীধু, গুড়োদক, বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ও অন্যান্য অম্লের গণ্ডূষ ধারণ করিলে তালুশোষ নিবারিত হয়।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমান্বিতম্।
ক্ষণমাত্রেণ দুর্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ॥
দাহতৃষ্ণা-প্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণম্॥

টাবালেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম পেষণ করিয়া কবল করিলে দুর্নিবারা তৃষ্ণাও ক্ষণমাত্রে নিবারিত হয়। মধুর গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলেও দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

তালুশোষে পিবেৎ সর্পিঘৃ তমণ্ডমথাপি বা।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষাদাহ-স্ত্রীমদ্যভৃশকর্ষিতঃ॥
পিবেয়ুঃ শীতলং বারি রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে॥
মূর্চ্ছাময়াতুরঃ সন্ দীনস্তর্দ্দিতো জলং যাচন্।
লভতে নচেৎ তদায়ং মরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘবেগং * বা॥
* দীর্ঘরোগমিতি বা পাঠঃ।

তালুশোষ রোগে ঘৃত বা ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ) পান করিবে। মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, মৈথুন ও মদ্যপানে অতিকর্ষিত ব্যক্তিদিগের বিশেষতঃ রক্তপিত্ত ও মদাত্যয়-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। যদি রোগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতিদীনভাবে জল প্রার্থনা করে, তৎকালে জল না দিলে তৃষ্ণা দীর্ঘকালস্থায়িনী হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

ধান্যাম্লমাস্যবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যনাশনম্।
তদেবালবণং শীতং মুখশোষহরং পরম্॥

সলবণ ধান্যাম্ল (কাঁজি-বিশেষ) মুখের বিরসতা ও মলের দৌর্গন্ধ্য নাশক। ইহা অলবণ (অল্প লবণ সহ) পান করিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা।
সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা॥

যে পরিমাণ তরল দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারা যায় না, তাহাকে গণ্ডূষ কহে। আর যে মাত্রায় গ্রহণ করিলে অনায়াসে চালনা করা যায়, তাহার নাম কবল। অর্থাৎ গণ্ডূষে মুখ সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিতে হয়; কবল মাত্রা গণ্ডূষের অর্দ্ধেক।

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্ বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥
আকণ্ঠতোয়পানাদনু কিঞ্চিন্মধুপানমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।

পিত্তজ তৃষ্ণাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মধুসংযুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা দূর হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বলেন যে, আকণ্ঠ জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ মধু পান করিবে।

তৃষিতো মোহমাপ্নোতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্ বারি বার্য্যতে॥
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥
অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

তৃষ্ণা দ্বারা মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছা দ্বারা প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটে। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্ন ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জল ব্যতিরেকে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষণকালও বাঁচিতে পারে না। অধিক পরিমাণে জলপান করিলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়। আবার একবারে জলপান পরিত্যাগ করিলেও সেই দোষই ঘটে; অতএব প্রাণবর্দ্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান করাই ব্যবস্থেয়।

হৃদ্যং সুমধুরং শীতং সেবেত তৃষয়ার্দ্দিতঃ।
উগ্রমুদ্বেগজননং ত্যজেৎ সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ॥

হৃদ্য, মধুর ও শীতল দ্রব্য তৃষ্ণারোগির সেব্য এবং উগ্র ও উদ্বেগজনক বিষয় সমস্ত পরিত্যাজ্য।

রসাদি-চূর্ণম্।

রসগন্ধককর্পূরৈঃ শৈলোশীরমরীচকৈঃ।
সসিতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈশ্চ সূক্ষ্মং কৃত্বা ত্বহর্মুখে॥
ত্রিগুঞ্জাপ্রমিতং খাদেৎ পিবেৎ পর্য্যুষিতাম্বু চ।
ভৃশং তৃষাং নিহন্ত্যেবমশ্বিভ্যাঞ্চ প্রকাশিতম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, উশীর ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, চিনি ৭ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান—বাসি জল। ইহা তৃষ্ণানাশক।

মহোদধিরসঃ।

তাম্রং চক্রিকয়া বঙ্গং সূতং তালং সতুত্থকম্।
বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাঘ্নদ্ বল্লমাত্রতঃ॥
সক্ষৌদ্রমাত্রজম্বূত্থং পিবেৎ ক্বাথং পলোন্মিতম্।
সকৃষ্ণমধুনা কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষান্ শীতলে স্থিতঃ।
(অত্র কেবল এব রসশব্দঃ ভস্মপরো বোধ্যঃ।)

জারিত তাম্র, বঙ্গ, রসসিন্দুর, হরিতাল, তুঁতে এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহা বটের ঝুরির রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি বটিকা সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে অনুপানার্থ আমছাল ও জামছালের পল পরিমিত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে এবং শীতল শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি করিয়া পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত মধু-গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

(যে যোগের মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই, অথচ কেবল রসের উল্লেখ আছে, সেখানে রসশব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবে।)

কুমুদেশ্বরো রসঃ।

মৃততাম্রস্য দ্বৌ ভাগৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকম্।
যষ্টীমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভম্॥
সেব্যঞ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্॥
চন্দনং শারিবা মুস্তং ক্ষুদ্রৈলানাগকেশরম্।
সর্ব্বতুল্যাস্তথা লাজাঃ পচেৎ ষোড়শিকৈর্জলৈঃ॥
অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্রযুতস্তু তৎ।
ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং কুমুদেশ্বরঃ॥

শোধিত তাম্র ২ ভাগ, বঙ্গভস্ম ১ ভাগ যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করত অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত সেবন করিবে। অনুপান যথা—চন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট এলাইচ ও নাগকেশর প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান খৈ, একত্র করিয়া ষোলভাগ জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি আশু বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

—:০:—

তৃষ্ণারোগে পথ্যানি।

শোধনং শমনং নিদ্রাং স্নানং কবলধারণম্।
জিহ্বাধঃশিরয়োর্দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া॥
কোদ্রবাঃ শালয়ঃ পেয়া বিলেপী লাজশক্তবঃ।
তন্নমণ্ডো ধন্বরসাঃ শর্করা রাগষাড়বৌ॥
ভৃষ্টৈর্মুদ্গৈর্মসূরৈর্বা চণকৈর্বা কৃতো রসঃ।
রম্ভাপুষ্পং তৈলকূর্চ্চং দ্রাক্ষাপর্পটপল্লবাঃ॥
কপিত্থং কোলমম্লীকা কুষ্মাণ্ডকমুগোদিকা।
খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী কর্কটী নলদম্বু চ॥
জম্বীরং করমর্দ্দঞ্চ বীজপূরং গবাং পয়ঃ।
মধূকপুষ্পং হ্রীবেরং তিক্তানি মধুরাণি চ॥
বালতালাম্বু শীতাম্বু পয়ঃপেটী প্রপাণকম্।
মাক্ষিকং সরসাং তোয়ং শতাহ্বা নাগকেশরম্॥
এলা জাতীফলং পথ্যা কুস্তুম্বুরু চ টঙ্কণম্।
ঘনসারঃ গন্ধসারঃ কৌমুদী শিশিরানিলঃ॥
চন্দনার্দ্রপ্রিয়াশ্লেষো রত্নাভরণধারণম্।
হিমানুলেপনঞ্চ স্যাৎ পথ্যমেতৎ তৃষাতুরে॥

শোধন ঔষধ, শমন ঔষধ, নিদ্রা, স্নান, কবলধারণ এবং দীপদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা জিহ্বার অধোদেশের শিরাদ্বয়ের দাহ, কোদোধান্য, শালিধান্য, পেয়া, বিলেপী, খেয়ের ছাতু, অন্নমণ্ড, ধন্বদেশজাত-পশু-পক্ষির মাংসযূষ, চিনি, রাগ ও ষাড়ব, ভৃষ্ট মুগ মসূর এবং ছোলার যূষ, কলাব মোচা, তৈলকুষ্ঠ, কিস্‌মিস্, ক্ষেতপাপড়া, কয়েৎবেল, কুল, তেঁতুল, কুম্‌ড়া, পুঁইশাক, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, কাঁকুড়, নিম্ব, জামির লেবু, করঞ্জ, ছোলঙ্গ, গোড়ম্ব, মউলফুল, বালা, তিক্তদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, কচি তালশাঁসের জল, শীতল জল, ডাব, সরবৎ, মধু, সরোবরের জল, শুলফ, নাগকেশর, এলাচি, জাতীফল, হরীতকী, ধনে, সোহাগা, কর্পূর, চন্দন, জ্যোৎস্না, শীতল বায়ু, চন্দনচর্চ্চিত প্রিয়ার আলিঙ্গন, রত্নাভরণ ধারণ ও শীতল প্রলেপন এই সমস্ত তৃষ্ণারোগির পথ্য।

তৃষ্ণারোগেঽপথ্যানি।

স্নেহাঞ্জনস্বেদনধূমপান-
ব্যায়ামনস্যাতপদন্তকাষ্ঠম্।
গুর্ব্বন্নমম্লং লবণং কষায়ং
কটু স্ত্রিয়ং দুষ্টজলানি তীক্ষ্ণম্।
এতানি সর্ব্বাণি হিতাভিলাষী
তৃষ্ণাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ॥

স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি), অঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, ব্যায়াম, নস্য, রৌদ্র, দন্তধাবন, গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরস-যুক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, দূষিত জল ও তীক্ষ্ণদ্রব্য, তৃষ্ণারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে তৃষ্ণারোগাধিকারঃ।

অথ মূর্চ্ছাদিরোগাধিকারঃ।

অথ মূর্চ্ছানিদানম্।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ।
বেগাঘাতাদভিঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ॥
করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষাভ্যন্তরেষু চ।
নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ॥
সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ।
তমোঽভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ॥
সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ।
মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্‌বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা॥
বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ।
ষট্‌স্বপ্যেতাসু পিত্তস্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে॥
হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্ব্বল্যমেব চ।
সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বঞ্চ বিভাবয়েৎ॥
নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ।
কার্শ্যং শ্যাবারুণা ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে॥
রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে॥
(সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ।)
সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে॥
মেঘসঙ্কাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ।
পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে॥
গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা।
সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে॥
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ।
স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ॥
পৃথ্বব্যাপস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ।
তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ॥
দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি।
গুণাগুণীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ॥

ত এব তস্মাৎ তাভ্যাস্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ।
স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ॥
মদ্যেন বিলপঞ্শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ।
গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ॥
বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে।
বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ।

বিরুদ্ধভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, লগুড়াদি দ্বারা অভিঘাত ও সত্ত্বগুণের অল্পতা এই সকল কারণে ক্ষীণ ও বহুদোষ-ব্যাপ্তদেহ ব্যক্তির, বাতাদি উগ্রদোষ সকল যখন মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়ে ও মনোবহ আভ্যন্তর স্রোতঃ সকলে প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। অথবা মনঃ, শিরা ধমনী স্রোতঃ প্রভৃতি যে সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সংজ্ঞাবহ নাড়ীও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, সুখদুঃখনাশক-অজ্ঞান-হেতু তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সুখদুঃখের নাশ নিবন্ধন মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ইহা ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তের আধিপত্য থাকে জানিবে।

মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, হৃদয়ে পীড়া, জৃম্ভা, গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছা রোগের ব্যক্তাবস্থায় যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষসম্বন্ধ বলিয়া জানিবে।

বাতমূর্চ্ছায়, রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণ বর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে এবং কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (আলস্য ত্যাগ করা,—গাভাঙ্গা), হৃদয়ের পীড়া, দেহের কৃশতা ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত পীত অথবা হরিত বর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাপনোদন কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ এবং রক্ত বা পীত বর্ণ নেত্র, ভাঙ্গা মল ও পীতবর্ণ কান্তি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী আকাশকে মেঘাভ বা মেঘাচ্ছন্ন, অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে। সংজ্ঞা লাভকালে আপন অঙ্গ সকল আর্দ্রচর্ম্মবেষ্টিত-বৎ গুরু বলিয়া বোধ করে এবং তাহার মুখস্রাব ও বমন বেগ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সংঘটিত হয় এবং রোগী অপস্মারবৎ প্রবলবেগে পতিত ও দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপস্মারে যেরূপ ফেনবমন, দন্তঘটন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবৈকৃত্য বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ জানিবে।

মৃত্তিকা ও জল উভয়ই তমোগুণ-বহুল, রক্তগন্ধও তদন্বয় অর্থাৎ পৃথিবীজলাত্মক, সুতরাং উহাতেও তমোগুণের আধিক্য আছে, এবং মানবও তমোগুণ-ভূয়িষ্ঠ; তজ্জন্য রক্তগন্ধে তমোবহুল মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, দ্রব্যের স্বভাবই কারণ। যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়াও কেবল মাত্র দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি স্বভাব যে, উহার ঘ্রাণে বা দর্শনেও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্য রস এই দশটী বিষের গুণ। এই গুণ সকল তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকলগুলি তীব্রভাবে নাই।

বিষ ও মদ্যে ঐ দশটি গুণই তীব্রতররূপে বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য তৈলাদি দ্বারা মূর্চ্ছা হয় না, বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। বিষজ ও মদ্যজ মূর্চ্ছার বিষয় লিখিত হইতেছে।

রক্তজ মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হইয়া থাকে। অধিক মদ্য-পান জনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানরহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য যতক্ষণ না জীর্ণ হয়, ততক্ষণ মূর্চ্ছাপনোদন হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সকল লক্ষণ সুশ্রুতের কল্পস্থানে লিখিত আছে, তাহাও তীব্রতর ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অথ মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি॥

সকল প্রকার মূর্চ্ছারোগেই শীতল জল-সেক, অবগাহন, মণি (মুক্তাস্ফটিকাদি) খচিত হার ধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, ব্যজন-বায়ু এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত ও শীতল পানীয় হিতকর।

সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সতীনযূষাঃ॥
(সতীনো বর্ত্তুলকলায়ঃ)

কাকোল্যাদি মধুর বর্গের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, দাড়িম-রস মিশ্রিত জাঙ্গল পশুর মাংসের রস, যব, রক্তশালি, মটর ও মুগ মূর্চ্ছারোগে সুপথ্য।

যথাদোষং কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ।
রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ॥
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথাসুখম্।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ॥

বাতজাদি মূর্চ্ছারোগে বাতজাদি জ্বরঘ্ন কষায় প্রয়োগ করিবে। রক্তদর্শন ও রক্তের গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা উৎপন্ন মূর্চ্ছারোগে শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছারোগে বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া রোগিকে স্বাস্থ্য লাভ পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে দিবে। বিষজ মূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কোলমজ্জোষণোশীর-কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং চয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্॥

কুলআঁটির শস্য, মরিচ, বেণার মূল ও নাগেশ্বর এই সমুদায় শীতলজলে মর্দ্দন করিয়া পান, অথবা পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে মূর্চ্ছা দূর হয়।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা-পৌষ্করগ্রন্থিকোদ্ভবম্।
পিবেৎ কণাযুতং ক্বাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে মূর্চ্ছা ও মদরোগ নিবারিত হয়।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছায়াস্তকরং পরম্॥

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

তাম্রভস্ম ॥০ রতি, বেণার মূল ॥০ রতি ও নাগেশ্বর ॥০ রতি একত্র শীতল জলের সহিত সেবন করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়।

মধূকসারসিন্ধূত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে মূর্চ্ছারোগির সংজ্ঞা লাভ হইয়া থাকে।

অথ ভ্রম-নিদ্রা-তন্দ্রা-লক্ষণম্।

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ।
তমোবাতকফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা॥
চক্রবদ্ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা।
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ।
নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

পিত্ত ও তমোগুণে মূর্চ্ছা, বায়ু পিত্ত ও রজোগুণযোগে ভ্রম, বায়ু কফ ও তমোগুণযোগে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে নিদ্রা হইয়া থাকে।

ভ্রমরোগে নিজ শরীরকে বা বিশ্বস্থিত সমস্ত পদার্থকে ঘূর্ণায়মান বোধ হয়, তজ্জন্যই রোগী দাঁড়াইতে পারে না, দাঁড়াইলেই ভূমিতে পড়িয়া যায়।

নিদ্রা ও তন্দ্রার লক্ষণ।—নিদ্রা ও তন্দ্রা অতি প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন, বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয় মোহ, ইন্দ্রিয়-বিষয় সকলে অসম্যগ্‌জ্ঞান ও নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা এবং দেহের গৌরব জৃম্ভা ও ক্লান্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথ ভ্রম-চিকিৎসা।

শতাবরীবলামূল-দ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ।
সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা॥
পিবেদ্দুরালভাক্কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা॥

শতমূলী, বেড়েলামূল ও কিস্‌মিসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, অথবা বেড়েলা-বীজচূর্ণ ও চিনি লেহন করিলে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। ঘৃতসংযুক্ত দুরালভার কাথ, ত্রিফলার কাথ বা দুগ্ধ ইহারাও ভ্রমরোগ-নাশক।

রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥
(রসায়নানাং শিলাজত্বাদিরসায়নপ্রয়োগাণাম্। কৌম্ভং সর্পিঃ দশাব্দিকম্।)

ভ্রমরোগে (গাত্রঘূর্ণন রোগে) দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবন প্রশস্ত।

মধুনা হন্ত্যুপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ।
সপ্তাহাৎ পথ্যাশী মদমূর্চ্ছাকাসকামলোন্মাদান্॥

রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ ও প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলে মদ, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন কালে পথ্যভোজী হইবে অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগে যে সকল দ্রব্য হিতকর, তাহাই ভোজন করিবে।

শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলং পলম্।
গুড়স্য ষট্‌পলান্যেষা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী॥

শুঁঠ, পিপুল, শুলফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং গুড় ৬ পল একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়।

তাম্রং দুরালভাক্কাথৈঃ পীতঞ্চ ঘৃতসংযুতম্।
নিবারয়েদ্ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

দুরালভা-কাথের সহিত তাম্রভস্ম ঘৃত-সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

অথ নিদ্রাতন্দ্রা-চিকিৎসা।

তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-
মনঃশিলামাগধিকামধূনি।
নিয়োজ্য তাম্বক্ষি বিনিশ্চিতানি
তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি॥

ঘোড়ার লাল, সৈন্ধব, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে, নিদ্রা ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

তন্দ্রিণং সুখশয্যায়াং প্রকামং স্বাপয়েদ্ ভিষক্॥

তন্দ্রারোগিকে সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া যথেষ্ট নিদ্রা যাইতে দিবে।

শিরীষবীজং লশুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্।
মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ॥
তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ত্ততে॥

শিরীষবীজ, রসুন, পিপুল, সৈন্ধব ও মনছাল এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও নিদ্রা নাশ হয়।

অথ সন্ন্যাস-নিদানম্।

বাগ্‌দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ॥
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াম্॥

সন্ন্যাসরোগে বাতাদি দোষ সকল অতি কুপিত হইয়া প্রাণস্থান-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল মনুষ্যকে মূর্চ্ছিত করে। সেই সন্ন্যাস-পীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়, এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণ নস্যপ্রয়োগ ও আলকুশী-ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃ-ফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে রোগির শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে।

অথ সন্ন্যাস-চিকিৎসা।

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ।
সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাং চ দন্তৈর্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্য প্রবোধনে॥

অবপীড়ঃ—কল্কীকৃতৌষধরসস্য নাসাপুটে দানম্। প্রধমনং—ঔষধচূর্ণস্য দ্বিমুখ্যা নাড়িকয়া মুখবাতেন নাসাপুটে দানম্।

সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছাবস্থায় অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, সূচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী-ঘর্ষণ, এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে রোগির সংজ্ঞা লাভ হয়। (কোন ঔষধ শিলায় পেষণ করিয়া তাহার রসের নস্য দেওয়াকে অবপীড় কহে। কোন ঔষধের চূর্ণ নলে পুরিয়া ফুৎকার দ্বারা নাসিকাভ্যন্তরে নস্য প্রদান করাকে প্রধমন বলে।)

কুর্য্যাচ্চৈরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ।
রেচনং শিশু-সন্ন্যাসে স্বেদস্তত্রোদরে হিতঃ॥

শিশুসন্ন্যাস রোগে এরণ্ড তৈল অথবা রসচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ প্রদান করিবে।

ক্রিমিজে শিশু-সন্ন্যাসে ক্রিমীণাং হরণং হিতম্॥

ক্রিমিজন্য শিশু-সন্ন্যাসে ক্রিমি-নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ।
শীতসেকাবগাহাদীন্ সর্ব্বাঙ্গে পীড়নং হঠাৎ॥

মূর্চ্ছারোগে রসসিন্দূর পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিবে। শীতল জলের অবসেচন, শীতল জলে স্নান এবং হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গে পীড়ন মদ ও মূর্চ্ছা রোগে প্রশস্ত।

মূর্চ্ছান্তকো রসঃ।

সিন্দূরং মাক্ষিকং হেম শিলাজত্বয়সী তথা।
শতমূল্যা বিদার্য্যাশ্চ স্বরসেন বিভাবয়েৎ॥
শ্লক্ষং পিষ্ট্বা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা বল্লসম্মিতাঃ।
রসো মূর্চ্ছান্তকো হন্ত্যাদসৌ মূর্চ্ছাঃ শিবোদিতঃ॥

রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়। (অনুপান,—শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল প্রভৃতি।)

অশ্বগন্ধারিষ্টঃ ।

তুলার্দ্ধঞ্চাশ্বগন্ধায়া মুষলাঃ পলবিংশতিঃ ।
মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্মধুকস্য চ ॥
রাস্নাবিদারীপার্থানাং মুস্তকত্রিবৃতোরপি ।
ভাগান্ দশ পলান্ দত্ত্বাদনন্তাশ্যাময়োস্তথা ॥
চন্দনদ্বিতয়স্যাপি বচায়াশ্চিত্রকস্য চ ।
ভাগানষ্টপলান্ ক্ষুণ্ণানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
দ্রোণশেষে কষায়েঽস্মিন্ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্ ॥
ব্যোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতকচতুষ্পলম্ ।
চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্ ॥
মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং পলার্দ্ধপরিমাণতঃ ।
মূর্চ্ছায়ামপস্মৃতৌ শোষমুন্মাদমপি দারুণম্ ॥
কার্শ্যমর্শাংসি মন্দত্বমগ্নের্বাতভবান্ গদান্ ।
অশ্বগন্ধাদ্যরিষ্টোঽয়ং পীতো হন্ত্যাদসংশয়ম্ ॥

অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল প্রত্যেকে ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ৫১২ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭॥০ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল ও নাগেশ্বর ২ পল, এই সমুদায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। এই অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করিলে মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কার্শ্য, অগ্নিমান্দ্য ও বাতজ রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ ।

মূর্চ্ছাদিরোগে পথ্যানি ।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
ধারাগৃহং শীতমরীচিরোচিঃ ॥
ধূমোঽঞ্জনং নাবনমস্রমোক্ষো
দাহশ্চ সূচীপারতোদনানি ।
রোম্নাং কচানামপি কর্ষণানি
নখান্তপীড়া দশনোপদংশঃ ॥
নাসামুখদ্বারমরুন্নিরোধো
বিরেচনচ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি ।
ক্রোধো ভয়ং দুঃখকরী চ শয্যা
কথা বিচিত্রা চ মনোহরাণি ॥
ছায়া নভোঽম্বুঃ শতধৌতসর্পি-
র্মৃদূনি তিক্তানি চ লাজমণ্ডঃ ।
জীর্ণা যবাঃ লোহিতশালয়শ্চ
কৌস্তুং হবির্মুদ্গসতীনযূষাঃ ॥
ধন্বোদ্ভবা মাংসরসাশ্চ রাগাঃ
সষাড়বা গব্যপয়ঃ সিতা চ ।
পুরাণকুষ্মাণ্ডপটোলমোচ-
হরীতকীদাড়িমনারিকেলম্ ॥
মধূকপুষ্পাণি চ তণ্ডুলীয়-
উপোদিকান্নানি লঘূনি চাপি ।
প্রকৃষ্টনীরং সিতচন্দনানি
কর্পূরনীরং হিমবালুকা চ ॥
অত্যুচ্চশব্দোঽদ্ভুতদর্শনানি
গীতানি বাদ্যান্যপি চোৎকটানি ।
শ্রমঃ স্মৃতিশ্চিন্তনমাত্মবোধো
ধৈর্য্যঞ্চ মূর্চ্ছাবতি পথ্যবর্গঃ ॥

পরিষেচন, অবগাহন স্নান, মণি ও হার ধারণ, শীতল প্রলেপন, ব্যজনবায়ু, শীতল অথচ সুগন্ধযুক্ত পানীয়, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), চন্দ্রের কিরণ, ধূম, অঞ্জন, নস্য, রক্তমোক্ষণ, দাহ (অগ্নিকর্ম্ম), সূচিকাবেধ, রোম এবং চুল আকর্ষণ, নখের অন্তর্ভাগ

পীড়ন, দন্তাঘাত, নাসিকা ও মুখের দ্বার-নিরোধ, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, ক্রোধ, ভয়, ক্লেশকর শয্যায় শয়ন, বিচিত্র মনোহর বাক্য, ছায়া, বৃষ্টির জল, শতধৌত ঘৃত, মৃদুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, খৈএর মণ্ড, পুরাণযব, রক্তশালি, দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত, মুগের যূষ, মটর কলায়ের যূষ, ধন্বদেশ-জাত মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসযূষ, রাগ, ষাড়ব, গোদুগ্ধ, চিনি, পুরাতন কুমড়া, পটোল, মোচা, হরীতকী, দাড়িম, নারিকেল, মউলফুল, নটেশাক, পুঁই-শাক, লঘুপাক অন্ন, উৎকৃষ্ট জল, শ্বেতচন্দন, কর্পূরবাসিত জল ও কর্পূর, অতিশয় গম্ভীর শব্দ, অপূর্ব্ব দর্শন, উগ্রগান, তীব্রবাদ্য, পরিশ্রম, স্মৃতি, চিন্তা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধৈর্য্য, এই সমস্ত মূর্চ্ছারোগির পথ্য।

মূর্চ্ছাদিরোগেঽপথ্যানি।

তাম্বূলং পত্রশাকানি দন্তঘর্ষণমাতপম্।
বিরুদ্ধান্যন্নপানানি ব্যবায়ং স্বেদনং কটুম্॥
তৃড়্নিদ্রাবেগরোধং তক্রং মূর্চ্ছাময়ী ত্যজেৎ॥

তাম্বূল, পত্রশাক, দন্তধাবন, রৌদ্র, বিরুদ্ধ অন্ন পান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, কটুরস, তৃষ্ণাবেগ-রোধ, নিদ্রাবেগ ধারণ ও তক্র, মূর্চ্ছারোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূর্চ্ছাদিরোগাধিকারঃ।

অথ মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ।

অথ মদাত্যয়াদিলক্ষণম্।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন
শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন।
ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন
বেগাবরোধাভিহতেন চাপি॥
অত্যম্লভক্ষাবততোদরেণ
সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন।
উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং
করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্॥
পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা।
পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্প-পার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ।
বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদ-মোহাতিসারবিভ্রমৈঃ।
বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস-তন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ।
বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥
জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বলিঙ্গৈর্মদাত্যয়ঃ॥
শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ
বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ।
লিঙ্গং পরস্য চ মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞা-
স্তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ॥
আধ্মানমুগ্রমথ চোদ্গিরণং বিদাহঃ
পানেঽজরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি॥

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া অথবা ব্যায়াম, ভারবহন বা পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া কিংবা মল মূত্রাদির বেগধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া বা অপরিমিত পান-ভোজনে পূর্ণোদর হইয়া অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া কিংবা দুর্ব্বলাবস্থায় বা উত্তাপে তাপিত হইয়া মদ্যপান করিলে বিবিধ পীড়া অর্থাৎ পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও উৎকট পানবিভ্রমরোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ ও বহুপ্রলাপ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও দেহের হরিতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং কফোল্বণ মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমির বেগ, তন্দ্রা, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ জ্ঞান, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে, উল্লিখিত বাতোল্বণাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণসমূহ সংঘটিত হয়।

পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মাধিক্য (নাসাস্রাবাদি), দেহের ভার, মুখবৈরস্য, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎপীড়া, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ রোগে অতি উগ্র উদরাধ্মান, বমি বা উদ্গার, উদরে বিদাহ এবং পীতমদ্যের অপরিপাক এই সকল লক্ষণ সঞ্জাত হয়।

অথ মদাত্যয়াদি-চিকিৎসা।

মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্।
যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্॥
মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি॥

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিস্বেদ হিতকর, সেইরূপ মদ্যপান-জনিত মদাত্যয়াদি রোগে মদ্যই প্রধান ঔষধ। অতিযোগ, হীনযোগ বা মিথ্যাযোগ যুক্ত মদ্য দ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও যথাবিধি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মন্থঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-বৃক্ষাম্লাম্লিকদাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥
(দ্রবালোড়িতলাজশক্তুঃ খর্জ্জুরাদিভির্যুক্তো মন্থ উচ্যতে। খর্জ্জুরাদীনাং দ্রবো গ্রাহ্য ইতি ভানুঃ।)

খৈ জলে গুলিয়া তাহাতে পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, ফল্‌সা ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্যপান-জনিত রোগ উপশমিত হয়।

(খৈএর ছাতু জলে আলোড়িত করিয়া তাহাতে খর্জ্জুরাদি দ্রব্যের রস মিশ্রিত করিলে তাহা মন্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।)

চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপ্যকম্।
চূর্ণং মদ্যেন পাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহম্॥

চৈ, সচললবণ, হিং, টাবালেবুর খোলা, শুঁঠ ও যমানী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ নিবৃত্ত হয়।

মদ্যং সৌবচ্চলব্যোষ-যুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥

বাতিক মদাত্যয়ে জীর্ণমদ্য ব্যক্তিকে সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ যুক্ত এবং কিঞ্চিৎ (কেহ বলেন, আট ভাগের ১ ভাগ) জল মিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিবে।

লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং রসৈশ্চ শিখিনামপি।
পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাং তথৌদনৈঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ।
স্নিগ্ধৈর্গোধূমকৈরন্নৈর্বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্॥

লাব, তিত্তিরি, কুক্কুট, ময়ূর, আনূপদেশোদ্ভব মৃগমাংস ও মৎস্য ইহাদের যূষ, স্নিগ্ধ উষ্ণ এবং লবণ ও অম্লরস যুক্ত অন্ন, মুখপ্রিয় বেশবার এবং গোধূম কৃত লুচি প্রভৃতি স্নিগ্ধ খাদ্যের সহিত মদ্য পান করিলে বাতোল্বণ মদাত্যয় নিবারিত হয়।

মুদ্গযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বশশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ॥
মদ্যং পুরাতনং তত্র শীতবীর্য্যমথাপি বা।
দ্রাক্ষামলকতোয়াক্তং সিতয়া সহ শস্যতে॥

পৈত্তিক মদাত্যয়ে, চিনি সংযুক্ত মুগের যূষ ও স্বাদু মাংসের রস হিতকর। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত পুরাতন বা শীতবীর্য্য মদ্য প্রশস্ত।

পিত্তাত্যকে মধুরবর্গকষায়মিশ্রং
মদ্যং হিতং সমধুশর্করমিষ্টগন্ধম্।
পীত্বা চ মদ্যমপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ং
নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুল্লিখেচ্চ॥

পৈত্তিক মদাত্যয়ে মধুরবর্গের কাথ-মিশ্রিত মদ্য, চিনি ও মধু সংযুক্ত মদ্য এবং ইষ্টগন্ধ বিশিষ্ট মদ্য হিতকর। এই রোগে প্রচুর ইক্ষুরস যুক্ত মদ্যপান করিয়া ক্ষণকাল পরেই ঐ পীত মদ্য নিঃশেষে বমন করিলেও উপকার হয়।

মদ্যং খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-পরূষকরসৈযু তম্।
সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতম্॥
সশর্করং শার্করং বা মাধ্বীকমথবাপরম্।
দদ্যাদ্ বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে॥

খর্জ্জুর, কিস্মিস্, ফল্সা ও দাড়িমের রস-যুক্ত শীতল এবং শক্তু দ্বারা ব্রক্ষিত পৈষ্টিক মদ্য অথবা শর্করাযুক্ত বা শার্কর (শর্করাকৃত) বা মাধ্বীক মদ্য, কিংবা বহু জল মিশ্রিত অন্য মদ্য পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগিকে কালে (পিপাসাকালে) পান করাইবে।

শীতানি চান্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ।
শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ॥
ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ।
চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ॥

শীতল অন্ন ও পানীয়, শীতল স্থানে শয়ন এবং উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জল স্পর্শ, শীতল উপবনে বাস, পট্টবস্ত্র, পদ্ম, উৎপল, মণি, মুক্তা, চন্দননিষিক্ত শীতল জল স্পর্শ ও চন্দ্রকিরণ, এই সমস্ত পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে হিতকারক।

হৈমরাজতকাংস্যানাং পাত্রাণাং শীতবারিভিঃ।
পূর্ণানাং হিমপূর্ণানাং দৃতীনাং পবনাহতাঃ।
সংস্পর্শাশ্চন্দনার্দ্রাণাং স্ত্রীণাং পিত্তমদাত্যয়ে॥

শীতল জলপূর্ণ স্বর্ণ, রজত ও কাংস্যপাত্র স্পর্শ, শীতল জল অথবা হিমপূর্ণ পবনাহত দৃতি (চর্ম্মপুটক) স্পর্শ ও চন্দনচর্চ্চিত নারী-স্পর্শ, পৈত্তিক মদাত্যয়ে অত্যন্ত প্রশস্ত।

তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ দদ্যাদ্ধ্রীবেরসাধিতম্।
বলয়া পৃশ্নিপর্ণ্যা বা কণ্টকার্য্যাথবা শৃতম্।
সনাগরাভিঃ সর্ব্বাভিরাভির্বা শৃতশীতলম্॥

এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের কোনটির সহিত কিংবা মিলিত এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে।

দুঃস্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পর্পটকেন বা।
জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্দোষবিপাচনম্॥
এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে।
নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্॥

কফজনিত মদাত্যয়ে দোষের পরিপাকার্থ দুরালভা ও মুতা অথবা ক্ষেতপাপ্ড়া কিংবা কেবল মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। ইহা দোষের পাচক; সকল মদাত্যয়েই এই জল প্রদান করিবে। কারণ ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, অথচ পিপাসা ও জ্বরের শান্তি হয়।

ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্।
স্থাল্যামথ কপালে বা ভৃষ্টং কৃত্বা তু নীরসম্।
কটূম্ললবণং মাংসং খাদেৎ কফমদাত্যয়ে॥

রুক্ষ (ঘৃতাদিবিহীন) ছাগমাংস-রস বা অম্ল (দাড়িমের রস) মিশ্রিত জাঙ্গল-মাংস-রস পান করিলে কিংবা কটু (মরিচাদি), অম্ল (দাড়িমাদি) ও লবণমিশ্রিত মাংস স্থালী বা খোলায় ভাজিয়া নীরস অবস্থায় ভোজন করিলেও শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় নষ্ট হয়।

বামকদ্রব্যযুক্তেন মদ্যেনোল্লেখনং মতম্।
মদাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্॥

শ্লৈষ্মিক-মদাত্যয় রোগিকে বমন-কারক দ্রব্য সংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন করাইবে এবং রোগির বল অনুসারে যথোপযুক্ত উপবাস করাইবে।

অষ্টাঙ্গলবণম্।

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্॥

হিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥

সৌবর্চ্চল (সচল লবণ), কৃষ্ণজীরা, থৈকল এবং অম্লবেতস, এই সমস্তের চূর্ণ সমভাগ; দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ; চিনি ১ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া স্রোতোবিশোধনার্থ কফ-প্রধান মদাত্যয়ে প্রদান করিবে; ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং কফপিত্তং মদাত্যয়ে।
বিজ্ঞায় বহুদোষস্য তৃড়্বিদাহান্বিতস্য চ॥
মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ে দত্ত্বা তর্পণমেব বা।
নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্বিমুচ্যতে॥

মদাত্যয় রোগে রোগির যদি বহু দোষের সঞ্চয়, তৃষ্ণা ও দাহ থাকে এবং আমাশয়স্থ কফ ও পিত্তের উৎক্লেশ অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগিকে মদ্য ও দ্রাক্ষারস-মিশ্রিত জল অথবা তর্পণ-দ্রব্য-সংযুক্ত জল আকণ্ঠ পান করাইয়া নিঃশেষে বমন করাইবে। ইহাতে শীঘ্রই কফ-পিত্ত-মদাত্যয় রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অথ কোদ্রবাদি-মদ-চিকিৎসা।

সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু মদন-কোদ্রবজম্॥

কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে মদন (তৃণধান্য-বিশেষ) ও কোদ্রব জন্য মত্ততা সত্বর প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করঞ্চাশু পানেন।

চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরা জন্য মত্ততা নিবারিত হয়।

সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতিসারং মদং পুগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তেবারি শীতলম্॥

সুপারি ফল ভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে। তাহা হইলে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসার সংযুক্ত সুপারিফলজাত মত্ততা সদ্যঃ দূরীভূত হইবে।

বন্যকরীষঘ্রাণাজ্জলপানাল্লবণভক্ষণাদপি চ।
শাম্যতি পুগফলোত্থমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ॥
তৎক্ষণান্মূর্দ্দিতং চূর্ণং সমাঘ্রাতং প্রণাশয়েৎ।
তাম্বুলোত্থং মদং পুংসামেকমেব স্বভাবতঃ॥
জাতীফলমদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা।
শীততোয়াবগাহশ্চ শর্করা দধিযোজিতা॥
বিভীতমদশান্ত্যর্থমেতদেব মতা পুনঃ॥

শুষ্ক বন্য গোময়ের আঘ্রাণ বা শীতল জল পান, কিংবা লবণ ভক্ষণ দ্বারা সুপারীফলোদ্ভূত মত্ততা নষ্ট হয়। চিনি দ্বারা কবল করিলে চূর্ণভক্ষণ জন্য মুখপীড়া প্রশমিত হয়। চূর্ণ মর্দ্দন করত তৎক্ষণাৎ আঘ্রাণ লইলে তাম্বুল-ভক্ষণ জন্য মত্ততা নিবারণ হয়। হরীতকী সেবন করিলে জাতীফলোদ্ভূত মত্ততা নিবারণ হয়। বহেড়া ফল দ্বারা মত্ততা উপস্থিত হইলে শীতল জলে অবগাহন এবং চিনি সংযুক্ত দধি সেবন করিলে তাহা প্রশমিত হয়।

বদরীপল্লবোত্থাশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবাঃ।
ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তৈর্দাহে লেপনং শুভম্॥

কাঁজী সহ কুলের পল্লব বা নিম্বপত্র বা রীঠাফল বাটিয়া আলোড়িত করিবে। অনন্তর খজ দ্বারা মন্থন করিয়া ফেন তুলিয়া সেই ফেন শরীরে লেপন করিলে মদ্যজনিত দাহের শান্তি হয়।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্।
জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি॥

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি লেহন করে, তবে ঐ পীত মদ্য কিঞ্চিন্মাত্রও মত্ততা উৎপাদন করে না।

ফলত্রিকাদ্যচূর্ণম্।

ফলত্রিকং ত্রিবৃচ্ছ্যামা দেবদারু মহৌষধম্।
অজমোদা যমানী চ দার্ব্বী লবণপঞ্চকম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং ত্রিসুগন্ধোলবালুকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য পিবেচ্ছীতেন বারিণা॥
পানাত্যয়াদিরোগাণাং হরণেঽগ্নেশ্চ দীপনে।
সংগ্রহগ্রহণীধ্বংসেঽপ্যেতদেবৌষধং ক্ষমম্॥

ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুক প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পানাত্যয় ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। (মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত।)

এলাদ্যো মোদকঃ।

এলাং মধুকমগ্নিঞ্চ রজন্যৌ দ্বে ফলত্রিকম্‌।
রক্তশালিং কণাং দ্রাক্ষাং খর্জ্জুরঞ্চ তিলং যবম্‌॥
বিদারীং গোক্ষুরবীজং ত্রিবৃতাঞ্চ শতাবরীম্‌।
সংচূর্ণ্য মোদকং কুর্য্যাৎ সিতয়া দ্বিপ্রমাণয়া॥
ধারোষ্ণেনাপি পয়সা মুদ্গযূষেণ বা সমম্‌।
পিবেদক্ষপ্রমাণান্তু প্রাতর্নবাহ্নিকাং গদী॥
মদ্যপানসমুত্থানাঃ বিকারা নিখিলা অপি।
সেবনাদস্য নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽন্যে চ দারুণাঃ॥

এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ চিনি; যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ অথবা মুদ্গযূষ। এই মোদক সেবন করিলে মদ্যপান জনিত সর্ব্বপ্রকার বিকার ও অন্যান্য রোগও বিনষ্ট হয়।

মহাকল্যাণবটী।

হেমাভ্রঞ্চ রসং গন্ধময়ো মৌক্তিকমেব চ।
ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তিলক্ষোদমধুপ্লুতাম্‌।
সিতাক্ষৌদ্রযুতাং বাপি নবনীতেন বা সহ॥
অযথাপানজা রোগা বাতজাঃ কফপিত্তজাঃ।
গদাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি ধ্রুবমস্য নিষেবণাৎ॥

স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ; আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তিলচূর্ণ ও মধু, বা চিনি ও মধু, কিংবা নবনীত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মদাত্যয়াদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্‌।

পয়ঃপুনর্নবাক্বাথ-যষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্‌।
ঘৃতং পুষ্টিকরং পানান্মদ্যপানহতৌজসঃ॥

দুগ্ধ /৪ সের, পুনর্নবার ক্বাথ ১২ সের বা ১৬ সের ও যষ্টিমধুর কল্ক /১ সের, ইহাদের সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে মদ্যপান-হতৌজাঃ ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয়।

বৃহদ্ধাত্রীতৈলম্‌।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং শতমূলীরসং তথা।
বিদারীস্বরসপ্রস্থং প্রস্থং বস্তপয়ঃ পৃথক্‌॥
বলায়াশ্চাশ্বগন্ধায়াঃ কুলত্থস্য যবস্য চ।
পৃথক্‌ ক্বাথাংশ্চ মাষস্য তৈলপ্রস্থেন সংপচেৎ॥
জীবনীয়ো গণো মাংসী মঞ্জিষ্ঠা চেন্দ্রবারুণী।
শারিবাদ্বয়শৈলেয়-শতপুষ্পাপুনর্নবাঃ॥
চন্দনদ্বয়মেলা ত্বক্‌ কমলং কদলীফলম্‌।
বচাগুরুভয়াধাত্রীভ্যেতান্‌ বদ্ধান্‌ পচেৎ তথা॥
মর্দ্দনাদস্য তৈলস্য গদাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।
পলায়ন্তে সুদূরং হি সিংহত্রস্তা মৃগা ইব॥

তিলতৈল /৪ সের। আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথকলাই, যব ও মাষকলাই প্রত্যেকের ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল শশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, গুড়ত্বক্‌, পদ্মমূল, অপক্ব কদলীফল, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পানাত্যয়াদি রোগসকল সিংহত্রস্ত মৃগের ন্যায় সুদূরে পলায়ন করে।

শ্রীখণ্ডাসবঃ ।

শ্রীখণ্ডং মরিচং মাংসী রজন্যৌ চিত্রকং ঘনম্।
উশীরং তগরং দ্রাক্ষাং চন্দনং নাগকেশরম্॥
পাঠাং ধাত্রীং কণাং চব্যং লবঙ্গঞ্চৈলবালুকম্।
লোধ্রঞ্চার্দ্ধপলোন্মানং জলদ্রোণদ্বয়ে পিবেৎ ॥
দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তত্র গুড়স্য চ তুলাত্রয়ম্।
ধাতকীং দ্বাদশপলাঞ্চৈকত্র পরিযোজয়েৎ ॥
মাসং সংস্থাপ্য মৃদ্ভাণ্ডে বস্ত্রপূতং রসং নয়েৎ ।
পায়য়েন্মাত্রয়া বৈদ্যো বয়োবহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া ॥
পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ ।
পানবিভ্রমমত্যুগ্রং শ্রীখণ্ডাসব আশু চ ॥

শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণার মূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আক্‌নাদি, আমলকী, পিপুল, চৈ, লবঙ্গ, এল-বালুক ও লোধ প্রত্যেক ৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ৬০ পল দ্রাক্ষা, গুড় ৩৭॥০ সের ও ধাইফুল ১২ পল দিয়া আবৃতমুখ পাত্রের মধ্যে ১ মাস রাখিবে। তাহা হইলেই আসব প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা। ইহাতে পানাত্যয়, পরমদ ও পানাজীর্ণ প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

মদাত্যয়াদিরোগে পথ্যানি ।

সংশোধনং সংশমনং স্বপনং লঙ্ঘনং শ্রমঃ ।
সংবৎসরসমুৎপন্নাঃ শালয়ঃ ষষ্টিকা যবাঃ ॥
মুদ্গা মাষাশ্চ গোধূমাঃ সতীনা রাগষাড়বৌ ।
এণতিত্তিরিলাবাজ-দক্ষবর্হিশশামিষম্ ॥
বেশবারো বিচিত্রান্নং দুগ্ধং মদ্যং পয়ঃ সিতা ।
তণ্ডুলীয়ং পটোলঞ্চ মাতুলুঙ্গং পরূষকম্ ॥
খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী নারিকেলঞ্চ গোস্তনী ।
সর্পিঃ পুরাণং কর্পূরং প্রনীরং শিশিরানিলঃ ॥
ধারাগৃহং চন্দ্রপাদা মণয়ো মিত্রসঙ্গমঃ।
ক্ষৌমাম্বরং প্রিয়াশ্লেষো গীতং বাদিত্রমুত্তমম্।
শীতাম্বু চন্দনং স্নানং সেব্যমেতন্মদাত্যয়ে ॥

সংশোধন ঔষধ, সংশমন ঔষধ, নিদ্রা, উপবাস, পরিশ্রম, একবৎসরের পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ, মাষকলায়, গোধূম, মটর কলায়, রাগ, ষাড়ব এবং এণ তিত্তিরি, লাব, ছাগ, কুক্‌ড়া, ময়ূর ও শশকের মাংস, বেশবার, নানাবিধ হৃদ্য অন্ন, মদিরা, দুগ্ধ, চিনি, নটেশাক, পটোল, ছোলঙ্গ, ফল্‌সা, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, নারিকেল, কিস্‌মিস্, পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, উৎকৃষ্ট জল, শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, চন্দ্রের কিরণ, মণিধারণ, সুহৃদ্ ব্যক্তির সহিত সমাগম, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র, প্রিয়ালিঙ্গন, তীব্র গান ও বাদ্য, শীতল-জল, চন্দন ও স্নান এই সমস্ত মদাত্যয়াদি রোগির পথ্য।

মদাত্যয়াদিরোগেঽপথ্যানি ।

স্বেদোঽঞ্জনং ধূমপানং নাবনং দন্তঘর্ষণম্।
তাম্বুলঞ্চেত্যপথ্যং স্যান্মদাত্যয়বিকারিণাম্ ॥

স্বেদ, অঞ্জন, ধূমপান, নস্য, দন্তধাবন ও তাম্বুল, এই সমস্ত মদাত্যয়রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ।

অথ দাহরোগাধিকারঃ।

অথ দাহরোগ-লক্ষণম্‌।

ত্বচং প্রাপ্তঃ স পানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবৎ তত্র ভেষজম্‌।
কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবম্‌।
স উষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ।
লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে।
পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুদ্ধতম্‌।
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ।
সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য বেপতে।
অসৃজঃ পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ।
ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ।
ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সাদেদ্‌ভৃশপীড়িতঃ।
মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ।
সর্ব্ব এব চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রস্য দেহিনঃ॥

মদ্যজ দাহ।—মদ্যপানে কুপিত পিত্তোষ্মা পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক অভিমূর্চ্ছিত ও ত্বক্‌কে প্রাপ্ত হইয়া অতি ঘোর দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে।

রক্তজ দাহ।—সর্ব্বশরীরানুগত রক্ত অতি দুষ্ট হইলে নিশ্চয়ই দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তজ দাহ কহে। ইহাতে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, তাম্রাভ ও তাম্রলোচন হয়। তাহার সমস্ত অঙ্গ বিশেষতঃ বদন লৌহ বা রক্তগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং সে আপনার চতুর্দ্দিকে অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করে ও তদ্বৎ সন্তাপিতও হয়।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই— পিত্তজ্বরের ন্যায় ইহাতে অনবস্থিতচিত্ত ও আমাশয়-দুষ্ট্যাদি থাকে না।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ।—পিপাসা নিগ্রহে শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হওয়াতে তেজঃ (পিত্তোষ্মা) বৰ্দ্ধিত হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করে। এই দাহে গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে।

প্রগাঢ় অস্ত্রাঘাতে, হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। এইরূপ দাহকে রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহ কহে। (পূর্ব্বে যে রক্তজ দাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেহানুগত অতিবৃদ্ধ রক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এস্থলে আবার এবম্ভূত রক্তজ দাহের উল্লেখ হওয়ায় পৌনরুক্ত্যদোষ হয় নাই।)

ধাতুক্ষয়জ দাহ।—রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় হইলে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্ট হয় এবং চিকিৎসাহীন হইলে এই ধাতুক্ষয়জনিত দাহে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মস্তক হৃদয় ও বস্ত্যাদি মর্ম্মস্থান সকল দারুণ আঘাতে আহত হইলে যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। ইহা অসাধ্য।

দাহরোগে রোগী যদি শীত-গাত্র অথচ দাহ-পীড়িত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার দাহই অসাধ্য।

অথ দাহরোগ-চিকিৎসা।

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে।
শতধৌতঘৃতাভ্যক্তো লেপো বা যবশক্তুভিঃ।
কোলামলকযুক্তৈর্ব্বা ধন্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্‌।
(ধান্যাম্লঃ কাঞ্জিকভেদঃ।)

পিত্তজ্বর-জনিত দাহের চিকিৎসায় যে সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ কথিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শতধৌত ঘৃত এবং যবের ছাতু মিলিত করিয়া, অথবা কুলের আঁটির

শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা বাটিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

ছাদয়েৎ তস্য সর্ব্বাঙ্গমারণালার্দ্রবাসসা।
লামজ্জকেন শুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ॥

কাঁজি দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া সর্ব্ব শরীর আবৃত করিলে কিংবা বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন শুক্তের (কাঁজাবিশেষ) সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

ফলিনী লোধ্রসেব্যাম্বু হেম পত্রং কুটন্নটম্।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালা, নাগকেশর, তেজপত্র এবং কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকল দ্রব্য কালীয় কাষ্ঠের (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। কেহ বলেন, শ্বেতচন্দন) ক্বাথের সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

হ্রীবেরপদ্মকোশীর-চন্দনক্ষোদবারিণা।
সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ শীতল জলে গুলিয়া ঐ জল দ্বারা একটি দ্রোণী (টব্) পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহের শান্তি হয়।

চন্দনাম্বুকণস্যন্দি-তালবৃন্তোপবীজিতঃ।
সুপ্যাদ্দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজ-কদলীদলসংস্তরে॥

পদ্মপত্র ও কদলীপত্র নির্ম্মিত শয্যায় রোগিকে শয়ন করাইয়া চন্দনজল-স্যন্দি-ব্যজনসঞ্চালিত বায়ু সেবন করাইলে দাহ নষ্ট হয়।

অবগাহেতাম্বুপূর্ণাং দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

কেবল জলপূর্ণ টবে অবগাহন করিলেও দাহশান্তি হয়।

সর্পিষা শতধৌতেন লেপাদ্ দাহঃ প্রশাম্যতি॥

শতধৌত ঘৃত গাত্রে লেপন করিলেও দাহনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পায়য়েৎ কমলস্বাম্ভঃ শর্করাম্ভঃ পয়োঽপি চ।
ক্ষীরমিক্ষুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিদ্বিধিম্॥

দাহরোগে পদ্মসংসিক্ত জল, চিনির পানা, শীতলজল, দুগ্ধ বা ইক্ষুরস পান করাইবে এবং পিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং দাহতৃষ্ণোপশান্তয়ে॥

তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে তত্তৎস্থলে শীতল জল প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিক্বাথঃ।

পটোরপর্পটোশীর-নীরনীরদনীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধান্যাক-পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধশিষ্টঃ শৃতঃ শীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ।
ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম্॥

চন্দন, ক্ষেতপাপ্ড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরি, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী মিলিত ২ তোলা, জল ৷৷০ সের, শেষ ৷০ পোয়া। এই ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তদ্দ্বারা অতি উৎকট দাহও নিবৃত্ত হয়।

ত্রিফলাদ্যঃ

ত্রিফলারগ্বধক্বাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোঁদাল ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল প্রশমিত হয়।

পর্পটাদিঃ।

পর্পটঃ সঘনোশীরঃ ক্বথিতঃ শর্করান্বিতঃ।
শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাম্॥

ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা ও বেণার মূল ইহাদের শীতল ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও পৈত্তিক জ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়।

খর্জ্জূরাদিচূর্ণম্।

খর্জ্জুরামলবীজানি পিপ্পলী চ শিলাজতু।
এলামধুকপাষাণ-চন্দনৈর্ব্বারুবীজকম্॥
ধাত্র্যাকং শর্করাযুক্তং পাতব্যং জ্যেষ্ঠবারিণা।
অঙ্গদাহং লিঙ্গদাহং গুদবক্ষণশুক্রজম্॥
শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং বৃষ্যং বলকরং পরম্।
নাশয়েন্মূত্ররোগাংশ্চ তথা শুক্রভবানপি॥
শর্করাসহিতং যষ্টী-কষায়ং প্রপিবেৎ তদা॥

খর্জ্জুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, শ্বেতচন্দন, কাঁকুড়বীজ, ধনে ও চিনি এই সকলের চূর্ণ চালুনি জলের সহিত সেবন করিলে অঙ্গদাহ লিঙ্গদাহ প্রভৃতি দাহ নষ্ট হয়। ইহা শর্করা ও অশ্মরীজাত শূল এবং মূত্র ও শুক্র সংক্রান্ত রোগ নাশ করিয়া থাকে। অনুপান—চিনি সংযুক্ত যষ্টিমধুর ক্বাথ।

দাহান্তকো রসঃ।

সূতাৎ পঞ্চাক তচ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুশোভনম্।
জম্বীরস্বরসৈর্মর্দ্দ্যং শুল্বতুল্যঞ্চ গন্ধকম্॥
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রপত্রং প্রলেপয়েৎ।
প্রপুটেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈস্ত্র্যূষণেন চ যোজয়েৎ।
নিহন্তি দাহসন্তাপং মূর্চ্ছাং পিত্তসমুদ্ভবাম্॥

পারদ ৫ ভাগ, তাম্রপত্র ১ ভাগ ও গন্ধক ৫ ভাগ। প্রথমে পারা ও গন্ধক জামীরের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া ও পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র প্রলেপিত করিবে। পরে উহা ভূধর-যন্ত্রে পুটপাক দিবে, যখন ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তখন ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে আদার রস ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজ মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

সুধাকররসঃ।

সিন্দূরাভ্রকহেমানি মৌক্তিকং ত্রিফলাম্ভসা।
শতপুত্রীরসেনাপি মর্দ্দয়েৎ সপ্তসপ্তধা॥
ততো রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্ বটীং ছায়াপ্রশোষিতাম্।
একৈকাং যোজয়েৎ তান্তু যথাদোষানুপানতঃ॥
রসঃ সুধাকরঃ সোঽয়ং হন্তি দাহং মহাবলম্।
প্রমেহানপি বাতাস্রং বলশুক্রকরঃ পরঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা এই সমুদায় ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার ১টী বটী যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত রোগের শান্তি হয় এবং বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাঞ্জিকতৈলম্।

তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণে শনৈঃ।
কাঞ্জিকে বিপচেৎ তৎ স্যাদ্ দাহজ্বরহরং পরম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের, ৬৪ সের কাঁজির সহিত পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

কুশাদিশালপর্ণীভির্জীবকাদ্যেন সাধিতম্।
তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাতপিত্তবিনাশনম্॥

কুশাদি তৃণপঞ্চমূল ও শালপাণির ক্বাথে এবং জীবকাদি অষ্টবর্গের কল্কে যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে দাহ ও বাতপিত্ত প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

দাহরোগে পথ্যানি।

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা মসূরাশ্চণকা যবাঃ।
বল্যমাংসরসা লাজ-সক্তুতক্রং ক্ষীরং সিতা॥
শতধৌতং ঘৃতং তৈলং নবনীতং পয়োভবম্।
কুষ্মাণ্ডং কদলী মোচং পনসং স্বাদুদাড়িমম্॥
পটোলং পর্পটং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরং ফলপরূষকম্।
বিম্বী তুম্বী পয়ঃপেটী খণ্ডলবং ধাত্রীকং সিতা॥
নারিকেলং প্রিয়ালঞ্চ শৃঙ্গাটককসেরুকম্।
মধূকপুষ্পং ক্ষীরীশং পথ্যানি তিক্তানি সর্বশঃ॥
শীতঃ প্রদেহঃ ভুবেশ্ম সেকোঽভ্যঙ্গাবগাহনম্।
পদ্মোৎপলদলক্ষৌম-শয্যা শীতলকাননম্।
কথা বিচিত্রা গীতানি শিশিরো মঞ্জুভাষিণঃ।
উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্বু শিশিরানিলঃ॥

ধারাগৃহং প্রিয়াস্পর্শঃ প্রনীরং হিমবালুকা।
সুধাংশুরশ্ময়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরো রসঃ॥
পুরা যানি বিধেয়ানি পিত্তগর্তাণি তানি চ।
ইতি দাহবতাং নৃণাং পথ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা, যব, ধন্বদেশজ মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, খৈএর মণ্ড ও ছাতু, চিনি, শতধৌত ঘৃত, দুগ্ধ, দুগ্ধোদ্ভব মাখন, কুমড়া, কাঁকুড়, মোচা, কাঁটাল, সুমিষ্ট দাড়িম, পটোল, ক্ষেত-পাপ্‌ড়া, কিস্‌মিস্‌, আমলকী, পরূষফল, তেলা-কুচা, লাউ, নারিকেল, খর্জ্জুর, ধনে, মৌরি, কচিতালের শাঁস, পিয়ালফল, পানিফল, কেশুর, মউলফুল, বালা, হরীতকী, তিক্তদ্রব্য, শীতল প্রদেহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, পরিষেচন, তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন স্নান, পদ্মপত্র ও উৎপলপত্র এবং রেশমীবস্ত্র নির্ম্মিত শয্যা, শীতল কানন, নানাবিধ মনোহর বাক্য, গান, শীতলদ্রব্য, মধুরভাষী প্রাণীর রব, বেণার মূল ও চন্দন লেপন, শীতলজল এবং শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, কান্তাস্পর্শ, উৎকৃষ্ট জল, কর্পূর, জ্যোৎস্না, স্নান, মণিধারণ, মধুররসযুক্ত দ্রব্য, মদাত্যয়রোগোক্ত পথ্য এবং পিত্তনাশক দ্রব্য এই সমস্ত দাহরোগির হিতকর।

দাহরোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধান্নপানানি ক্রোধং বেগবিধারণম্।
গজাশ্বযানমধ্বানং ক্ষারং পিত্তকরাণি চ॥
ব্যায়ামমাতপং তক্রং তাম্বুলং মধু রামঠম্।
স্ত্রীয়ং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং দাহবান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্য্যটন, ক্ষারদ্রব্য ও পিত্তকারক দ্রব্য, ব্যায়াম, রৌদ্র, তক্র, তাম্বুল, মধু, হিঙ্গু, স্ত্রী-সঙ্গ, কটুদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও উষ্ণদ্রব্য, এই সকল দাহরোগির পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দাহরোগাধিকারঃ।

অথোন্মাদাধিকারঃ।

অথোন্মাদ-নিদানম্।

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাগতাঃ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
একৈকশঃ সমস্তৈশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ।
মানসেন চ দুঃখেন স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥
বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্।
সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ॥
বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্।
উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ॥
তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য।
স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥
ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ।
অবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্॥
রুক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতু-ক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ।
চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্॥
অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীত-বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতাশ্চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্॥
অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈর্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্।
উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ॥
অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ সন্তর্জ্জনাতিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ।
প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষঃ পীতা চ ভাঃ পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্॥
সম্পূরণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সংপ্রবৃদ্ধঃ।
বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারম্॥
বাক্চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ
নারীবিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা।
ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুক্তে
নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ॥
যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স চ হেতুভিঃ স্যাৎ।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্-
বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধির্বিবর্জ্জ্যঃ॥

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ-
র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা।
গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসো-
র্জায়েত চোৎকটতমো মনসো বিকারঃ॥
চিত্রং ব্রবীতি চ মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো
গায়ত্যয়ং হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।
রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ
শ্যাবাননো বিষকৃতেঽথ ভবেদ্বিসংজ্ঞঃ॥
অবাক্কী বাপ্যুদক্কী বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ।
জাগরূকো হ্যসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি॥
অমর্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভিযঃ।
উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য ভূতোত্থমুন্মাদমুদাহরেৎ তম্॥

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল উন্মার্গ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিমার্গগামী হইয়া মদ (চিত্ত-বিভ্রম) জন্মায় বলিয়া ইহাকে উন্মাদ কহে। উন্মাদ মানস ব্যাধি।

অতি কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং মানসিক দুঃখ ও বিষসেবন এই ছয় কারণে ছয় প্রকার উন্মাদরোগ জন্মিয়া থাকে। অচিরোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ, মদ নামে অভিহিত। মানসদুঃখ ও বিষসেবন জনিত উন্মাদে যে দোষের অনুবন্ধ থাকিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অব প্রযোজ্য।

মিলিত ক্ষার-মৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন; বিষসংযুক্ত অন্নাদিভোজন; অশুচি ভোজন; দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, ভয় বা হর্ষ হেতুক চিত্তাবঘাত এবং বিষমাঙ্গন্যাস ও বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধকরণাদি বিষম চেষ্টা; এইগুলি উন্মাদ রোগের হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অল্প সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির, বাতাদি দোষত্রয়, পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে দুষ্ট হইয়া, বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে ও হৃদয়াশ্রিত মনোবহা দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মনুষ্যের চিত্তকে বিকৃত করে।

বুদ্ধিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, পর্য্যাকুলা দৃষ্টি, অস্থিরতা, অসম্বদ্ধবাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা, এইগুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—রুক্ষ শীতল ও অতি অল্প মাত্র অন্নভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু অতিকুপিত হইয়া, চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করত শীঘ্রই মনুষ্যের বুদ্ধি ও স্মৃতিকে নষ্ট করিয়া বাতোন্মাদ উপস্থিত করে; এই রোগে রোগী অনুপযুক্তস্থলে হাস্য, ঈষদ্ধাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্য, অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে এবং তাহার দেহ রুক্ষ, কৃশ ও অরুণবর্ণ হয়। আহার পরিপাক হইলে বাতোন্মাদের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তোন্মাদের নিদান ও লক্ষণ।—কটু, অম্ল, বিদাহী, উষ্ণ ও অজীর্ণভোজন হেতু হিতাহিত-জ্ঞান-বিহীন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত, উদীর্ণ-বেগ হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিক প্রনষ্ট করিয়া শীঘ্রই অতি উগ্র পৈত্তিক উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে। এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, আড়ম্বরকরণ, বিবস্ত্রতা, তর্জ্জন-গর্জ্জন (পরত্রাসন), দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্র-সন্তাপ, ক্রোধপ্রকাশ, ছায়া-সেবনেচ্ছা এবং শীতল পান-ভোজনে অভিলাষ ও দেহের পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কফজ উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ।—শ্রম-হীন ব্যক্তির সাপত্ত কফ অতিভোজনাদি দ্বারা হৃদয়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া বুদ্ধি স্মৃতি বিনাশ-পূর্ব্বক চিত্তের মোহ জন্মাইয়া উন্মাদরোগ উৎপাদন করে। এই কফজ উন্মাদে বাক্-চেষ্টার অল্পতা, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বিজন-প্রিয়তা, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব, ত্বঙ্মূত্রনেত্র-নখাদির শুক্লবর্ণতা ও ভোজনান্তে ব্যাধির বল, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ। বাতাদি দোষত্রয় নিজ নিজ বহু প্রকোপণ-হেতুতে প্রকুপিত হইয়া, অতিভয়ঙ্কর সান্নি-পাতিক উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে

পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি। অন্যান্য সান্নিপাতিক রোগে যদিও পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী বলিয়া একদোষের শান্তি করিতে অপর দোষের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসায় ব্যাধির শান্তি হয় না, তথাপি আমলক্যাদি এমন কয়েকটি ত্রিদোষঘ্ন যোগ আছে, যদ্দ্বারা সেই সকল সান্নিপাতিক রোগের উপশম হইতে পারে; কিন্তু সান্নিপাতিক উন্মাদের, ত্রিদোষ দ্বারা এরূপ সংপ্রাপ্তি-বিশেষ হয় যে, তাহা ত্রিদোষঘ্ন কোন ঔষধেই সাধ্য হয় না। অতএব ত্রিদোষজ উন্মাদ বর্জ্জনীয়।

চৌর, রাজপুরুষ, শত্রু বা তদ্বিধ অপর কাহারও দ্বারা বিশেষরূপে ত্রাস জন্মিলে, অথবা ধনক্ষয়, বন্ধুনাশ বা অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তি হেতু মন প্রগাঢ়রূপে আহত হইলে উৎকটতম শোকজ উন্মাদ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে রোগী বিপরীত-জ্ঞান অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয় ও অতি গোপনীয় বিবিধ মনের কথা সকলও প্রকাশ করিতে থাকে এবং কখন গান করে, কখন হাসে, কখন বা কাঁদিতে থাকে।

বিষজনিত উন্মাদ রোগে রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন, দৈন্যভাবাপন্ন, চেতনাশূন্য এবং বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তি বিহীন হয়।

উন্মাদ রোগে রোগী যদি সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং যদি অতিশয় কৃশ, দুর্ব্বল ও নিদ্রারহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু আসন্নতর জানিবে।

ভূতোন্মাদ রোগে রোগির বাক্য, বিক্রম, শক্তি ও শারীর চেষ্টা সকল অমানুষিক হইয়া থাকে; এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি বিষয়ক ক্ষমতা এরূপ বদ্ধিত হয় যে, মনুষ্যে সেরূপ কখনই সম্ভবে না। বাতিকাদি উন্মাদ রোগের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ভূতোন্মাদ রোগের তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধিকাল নাই।

অথোন্মাদরোগ-চিকিৎসা।

—※—

উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্।
পিত্তজে কফজে বাস্তিঃ পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ ॥
যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্দোষদূষ্যয়োঃ ॥

বাতিক উন্মাদে প্রথমতঃ স্নেহপান, পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিকে বমনক্রিয়া ব্যবস্থেয়। তৎপরে স্নেহবস্তি, নিরূহণ ও শিরোবিরেচনাত্মক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। দোষ ও দূষ্য পদার্থের তুল্যত্ব হেতু অপস্মার-রোগের যে চিকিৎসা, উন্মাদেরও সেই চিকিৎসা করণীয়।

জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা।
রক্ষেদুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃ প্রাণহরং হি তৎ ॥

উন্মাদরোগিকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং অন্যান্য বিষম স্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যেহেতু এই সকল দ্বারা সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

ব্রাহ্মীকুষ্মাণ্ডীফলষড়্‌গ্রন্থাশঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ।
দৃষ্টা উন্মাদহৃতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ ॥

অয়মর্থঃ—ব্রাহ্মীরসস্য তোলকচতুষ্টয়ং ৪, কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষাদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ, ইত্যেকো যোগঃ। কুষ্মাণ্ডবীজচূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২; মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং দ্বিতীয়ো যোগঃ। শ্বেতবচচূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং তৃতীয়ো যোগঃ। শঙ্খপুষ্পীস্বরসস্য পলৈকং ১, কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ঃ চতুর্থো যোগঃ। (ভাব-টী।)

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, অথবা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের বীজচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; কিংবা শ্বেতবচচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ

২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; শঙ্খপুষ্পীর (চোরকাচ্‌কীর) স্বরস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; এই চারিটি যোগ প্রত্যেকে উন্মাদনাশক।

দশমূলাম্বু সঘৃতং যুক্তং মাংসরসেন বা।
সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং কৈককং ঘৃতম্‌॥

ঘৃত বা মাংসযূষের সহিত দশমূলের কাথ অথবা শ্বেতসর্ষপ চূর্ণের সহিত পুরাণ ঘৃত কিংবা কেবল পুরাণ ঘৃত উন্মাদে হিতকর।

উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্‌।
লাক্ষারসনিভং শীতং প্রপুরাণমতঃ পরম্‌॥

(চরকটীকাকৃত্তস্তু কেচিদিমং শ্লোকমনার্ষং বদন্তি। কেচিদেকবর্ষাতীতং ঘৃতং পুরাণমিতি কথয়ন্তি তন্ত্রান্তর-সংবাদাৎ।)

দশবর্ষস্থিত উগ্রগন্ধযুক্ত ঘৃতকে পুরাণ এবং দশবর্ষের অধিক কালস্থিত, লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য ঘৃতকে প্রপুরাণ কহে। (চরক টীকাকার এই বচনকে অনার্ষ কহেন। কেহ কেহ বলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই ঘৃতকে পুরাণ বলা যায়)।

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বেতোন্মত্তস্যোত্তরদিং মূলসিদ্ধস্তু পায়সম্‌।
গুড়াজ্যসংযুতং হন্তি সর্ব্বোন্মাদাংস্তু দোষজান্‌॥

শ্বেতোন্মত্তঃ ধবলধুস্তূরস্তস্য উত্তরদিশি স্থিতং মূলং প্ল ১ ক্ষুদ্র তণ্ডুল প্ল ৪ দুগ্ধ শরাব ৪ পায়সং সাধ্যম্‌। তদনুরূপে গুড়ঘৃতে দত্ত্বা খাদ্যমিতি মহেশ্বরঃ।

শ্বেতধুতুরা বৃক্ষের উত্তরভাগস্থ মূল ১ এক পল, তণ্ডুল ৪ পল, দুগ্ধ /৪ সের, ইহাতে যথোপযুক্ত গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স পাক করিবে। এই পায়স ভক্ষণ করিলে সর্ব্ব প্রকার উন্মাদ বিনষ্ট হয়। (ধুতুরামূলের পরিমাণ যাহা বলা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা ব্যবহার হইতে পারে না, যেহেতু এখনকার মনুষ্যের অগ্নি ও বল নিতান্ত কম, অতএব ধুতুরামূল অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণীয়।)

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্থাপয়েৎ সুখম্‌।
ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে॥

উন্মাদরোগিকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে যথেচ্ছ নিদ্রা যাইতে দিবে। ইহাতে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূর হইবে এবং রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠিবে।

কুষ্মাণ্ডবীজকল্কঞ্চ মধুনা দিবসত্রয়ম্‌।
পীত্বোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ॥

পুরাণ কুষ্মাণ্ডের বীজ বাটিয়া মধুর সহিত তিন দিন পান করিলে উন্মাদরোগ নষ্ট হয়।

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং তথা।
বিস্ময়ো বিস্মৃতেস্তেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥

তর্জ্জন, ত্রাসোৎপাদন, অভিলষিত বিষয় দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়জনন এই সকল দ্বারা পীড়ার বিস্মরণ হেতু মন প্রকৃতিস্থ হয়।

অপক্বচটকা ক্ষীর-পীতোন্মাদবিনাশিনী।
বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানকাতপে ন্যসেৎ॥

চটক পক্ষীর কাঁচা মাংস দুগ্ধে বাটিয়া তাহা উন্মাদ-রোগিকে পান করাইবে। সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তেল মাখাইয়া উন্মাদ-রোগিকে বাঁধিয়া উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) রৌদ্রে রাখিবে।

সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্‌ কটুত্রয়ম্‌॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্‌।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্‌॥
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদ-গ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে॥
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ॥

শ্বেত সর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্‌কীর ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া উহা পান অঞ্জন, নস্য, লেপন, স্নান (এতন্মিশ্রিত জলে) ও উদ্বর্ত্তন (ইহা দ্বারা গাত্র মর্দ্দন) রূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার ও উন্মাদাদি

রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দ্রব্যের কল্কে ও গোমূত্র যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও উন্মাদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণামরিচ সিন্ধূত্থ-মধুগোপিত্তনির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থ-মহোন্মাদবিনাশনম্॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িবে। ইহার অঞ্জনে সর্ব্বভূতোত্থিত উন্মাদের শান্তি হয়।

ত্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তিঃ।

ত্র্যূষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুকরোহিণী।
শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ॥
গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্তু বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা।
হন্ত্যুন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্॥

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ বচ কটুকী, শিরীষবীজ ও ডহর করঞ্জার বীজ এবং শ্বেত-সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। নয়নে এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

নিম্বাদি-ধূপঃ।

নিম্বপত্রবচাহিঙ্গু-সর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥

নিমপত্র, বচ হিঙ্গু, সাপের খোলস্ ও সর্ষপ, ইহাদের ধূপ দ্বারা ডাকিনী প্রভৃতি নিরাকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

শিরীষপুষ্পং লশুনং শুণ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা।
মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ॥
বর্ত্তিশ্ছায়ায় শুষ্কা বা সা হিতা নাবনাঞ্জনে॥

শিরীষকুসুম লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হারিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। উন্মাদ-রোগকে ঐ বটীর নস্য ও অঞ্জন দিলে উপকার দর্শে।

কার্পাসাস্থিময়ূরপিচ্ছবৃহতীনির্ম্মাল্যপিণ্ডীতকৈ-
স্ত্বগ্বাংশীবৃষদংশবিটতুষবচাকেশাহিনির্ম্মোককৈঃ।
গোশৃঙ্গদ্বিপদন্তহিঙ্গুমরিচৈস্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ
স্কন্দোন্মাদপিশাচরাক্ষসসুরাবেশজ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ॥

কাপাসের বীজ, ময়ূরপুচ্ছ বৃহতীফল, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, বেণার মূল, বংশ-লোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, চুল, সাপের খোলস, গোরুর শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, হিং ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে নানাবিধ ভূতোন্মাদ ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেব চ॥

দেব, ঋষি গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগ্রহগণের আবেশ হেতু বিকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ক্রূর কর্ম্ম নিষেধ।

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাত্তু মনো যস্যাভিহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ॥

কোন প্রিয় দ্রব্যের বিনাশ হেতু মনোবিকার উপস্থিত হইলে, তৎসদৃশ প্রিয় দ্রব্য প্রাপণ, সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান দ্বারা পীড়ার উপশম চেষ্টা করিবে।

কামশোকভয়ক্রোধ-হর্ষের্ষ্যালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা বা লোভ হেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে কামাদির প্রতিদ্বন্দ্বিভাব উপস্থিত করিয়া পীড়াশান্তির চেষ্টা করিবে অর্থাৎ কামজন্য উন্মাদে শোক এবং ভয়জ উন্মাদে ক্রোধ জনন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিবে।

সর্পিঃপানাদিরাগন্তোর্মন্ত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধিঃ॥

আগন্তু অর্থাৎ ভূতাবেশাদির জন্য উন্মাদ রোগে চেতসাদ ঘৃতপান এবং মন্ত্রাদি বিধি হিতকর।

পূজাবল্যুপহারশান্তিবিধয়ো হোমেষ্টিমন্ত্রক্রিয়া-
দানং স্বস্ত্যয়নং ব্রতানি নিয়মঃ সত্যং জপো মঙ্গলম্।
প্রায়শ্চিত্তবিধানমঞ্জনবিধী রত্নৌষধধারণং
ভূতানামনুকম্পামিষ্টচরণং গৌরীপতেরর্চ্চনম্॥

ভূতগ্রহগণের অর্চ্চনা, বলি উপহারাদি শান্তিকর্ম্ম, হোম, যজ্ঞ, ইষ্টমন্ত্রজপ, দান, স্বস্ত্যয়ন, ব্রতনিয়ম, সত্যকথন, জপ, মঙ্গলাচরণ, প্রায়শ্চিত্তবিধান, অঞ্জনবিধি ও রত্নৌষধিধারণ এবং রোগী যে ভূতকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছে, সেই ভূতের অনুরূপ ইষ্টাচরণ ও শিবপূজা আগন্তুক উন্মাদে হিতকর।

যে চ ক্ষ্মাং বি গুহকাশ্চ প্রমথাস্তেষাং সমারাধনম্।
দেবব্রাহ্মণপূজনঞ্চ শময়েদুন্মাদমাগন্তুকম্॥

পৃথিবীতে যে সকল গুহ্যক ও প্রমথগণ বিচরণ করে তাহাদের আরাধনা, দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চন, এই সমস্ত দ্বারা আগন্তুক উন্মাদের প্রশান্তি করিবে।

সারস্বতং চূর্ণম্।

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে
দ্বে জীরকে ত্রীণি কটূনি পাঠা।
মাঙ্গল্যপুষ্পা চ সমাংশমূনি
সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ বচাং বিচূর্ণ্য॥
ব্রাহ্মীরসেনাপি দিনেব ভাব্যং
বারত্রয়ং শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্।
অক্ষপ্রমাণং মধুনা ঘৃতেন
লিহ্যান্নরঃ সপ্ত দিনানি চূর্ণম্॥
সারস্বতমিদং চূর্ণং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
হিতায় সর্ব্বলোকানাং দুর্মেধসাং বিচেতসাম্॥
এতস্যাভ্যাসতঃ পুংসাং বুদ্ধির্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
সম্পত্তিঃ কবিতাশক্তিঃ প্রবর্দ্ধেতোত্তরোত্তরম্॥

কুড়, অশ্বগন্ধা, সেন্ধব, যমানী, (কেহ বলেন, বনযমানী), জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শঙ্খপুষ্পা প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বচ-চূর্ণ; একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস দ্বারা তিন বার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ ৭ দিন সেবন করিবে। এই ঔষধ মেধাবিহীন এবং বিকলচিত্ত ব্যক্তির নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধি, মেধা, ধৈর্য্য, স্মৃতি, সম্পত্তি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

উন্মাদ-পর্পটীরসঃ।

কৃষ্ণধুস্তূরবীজৈঃ পঞ্চভিঃ পর্পটীরসঃ।
সংপ্রযোজ্যো নিহন্ত্যেষ উন্মাদং ভূতসম্ভবম্॥

কালধুতুরার ৫টী বীজ ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্হারাম্লীরসৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্কচক্রিকাম্॥
কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।
তৎসমং কনকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্॥
মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥

উপযুক্ত পরিমাণে পারদ লইয়া যথাক্রমে ধুতুরার রসে, বামুনহাটীর রসে এবং কুঁচিলার রসে তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধপাতন করিবে। পরে তাহা সমভাগ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রচক্রিকায় স্থাপন পূর্ব্বক পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত সমভাগ ধুতুরাবীজ, অভ্র, গন্ধক ও বিষ মিশ্রিত করিয়া জল সহ তিন দিবস মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদগজকেশরী রসঃ।

সূতং গন্ধং শিলাতুল্যং স্বর্ণবীজং বিচূর্ণ্য চ।
ভাবয়েদুগ্রগন্ধায়াঃ কাথে মুনিদিনৈঃ পৃথক্॥
রাস্নাকাথেন সপ্তৈব ভাবয়িত্বা বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ সঞ্জায়তে নূনমুন্মাদগজকেশরী॥
অস্য মাষঃ সসর্পিষ্কো লীঢ়ো হন্তি হঠাদ্গদম্।
উন্মাদাখ্যমপস্মারং ভূতোন্মাদমপি ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও ধুতুরাবীজ, সমভাগে লইয়া বচের কাথে ৭ দিন ও রাস্নার

ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় ঘৃত সহ সেবন করিলে উন্মাদ, অপস্মার, ভূতোন্মাদ প্রভৃতি নিরাকৃত হয়।

উন্মাদভঞ্জনো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা।
বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা॥
কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্র-যবং চিত্রকমেব চ।
বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ বীরণস্ত চ॥
শোভাঞ্জনস্ত বীজানি ত্রিবৃতা চেন্দ্রবারুণী।
বঙ্গং রূপ্যমভ্রকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকম্॥
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ।
উন্মাদমপি ভূতোত্থমুন্মাদং বাতজং তথা॥
অপস্মারং তথা কার্শ্যং রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
নাশয়েদবিকল্পেন রসশ্চোন্মাদভঞ্জনঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কট্‌কী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলামূল, পিপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখাল শশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র ও প্রবাল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; সকলের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, অপস্মার, কার্শ্য ও সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

ভূতাঙ্কুশো রসঃ।

সূতায়স্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্।
সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা॥
তুত্থং শিলাজতুং শুদ্ধমহিফেনং রসাঞ্জনম্।
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্॥
ভৃঙ্গরাজচিত্রাবল্লী-দুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
ভূতাঙ্কুশো রসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
আর্দ্রকস্ত রসেনাপি ভূতোন্মাদনিবারণঃ॥
পিপ্পল্যাঢ্যং পিবেচ্চানু দশমূলকষায়কম্।
স্বেদয়েৎ কটুতুম্ব্যা চ তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভোজয়েৎ।
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে॥

পারদ, লৌহ, রূপা, তাম্র ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা, হীরা ২ মাষা, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতে, শিলাজতু, অহিফেন, রসাঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ, দন্তী ও সীজদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথানিয়মে গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। অনুপান—আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া দশমূলের ক্বাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে এবং তিৎলাউয়ের স্বেদ প্রদান করিবে। তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য বর্জ্জনীয়। মাহিষঘৃত দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্ন ভোজন এবং গাত্রে সর্ষপ-তৈল মর্দ্দন করাইবে। ইহা ভূতোন্মাদ নিবারণ করে।

চতুর্ভুজরসঃ।

মৃতসূতস্ত ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
শিলা কস্তুরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকম্॥
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যয়া মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্॥
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
এতদ্রসায়নশ্রেষ্ঠং ত্রিফলামধুমর্দ্দিতম্॥
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলীপলিতনাশনম্।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে বিশেষতঃ।
বাতপিত্তসমুত্থাংশ্চ কফজান্ নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
চতুর্ভুজরসো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য এক দিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটি ভেরেণ্ডাপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে; রোগের অবস্থানুসারে এক একটি বটী ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে উন্মাদরোগ ও বলী-পলিত নাশ হয় এবং অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি,

হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সর্ব্বপ্রকার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে।

প্রিয়ঙ্গুমালতীপুষ্প-কাকোলীযুগলে

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্।
তদর্দ্ধং দশমূল্যাস্তু দ্ব্যাঢকেঽপাং বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা।
কোলমূলকবৃক্ষাম্ল-মাতুলুঙ্গার্দ্রকৈ রসৈঃ॥
দাড়িমাম্বুসুরামস্তু-কাঞ্জিকাম্লৈস্তদর্দ্ধকৈঃ।
সাধয়েৎ ত্রিফলাদারু-লবণব্যোষদীপ্যকৈঃ॥
যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্ল-বেতসৈশ্চ পলার্দ্ধিকৈঃ।
সিদ্ধমেতৎ পিবেৎ শূল-গুল্মার্শোজঠরাপহম্॥
ব্রধ্নপাণ্ড্বাময়প্লীহ-যোনিদোষক্রিমিজ্বরান্।
বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যানুন্মাদাংশ্চাপকর্ষতি॥

বিশুদ্ধ ও খোসাহীন লশুন ৫০ পল, মিলিত দশমূল ২৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ এবং লশুনের রস /৪ সের, বদরীরস, মূলার রস, মহাদার রস, ছোলঙ্গ লেবুর রস, আদার রস, দাড়িমের রস, সুরা, দধির মাত ও কাঁজি /২ সের পরিমিত (কাহারও মতে /৪ সের); এই সকলের প্রত্যেকের রসের সহিত ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। কল্কার্থ—ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বনযমানী, যমানী, চৈ, হিঙ্গু ও থৈকল প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম, অর্শঃ, উদরাময়, ব্রধ্ন, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, যোনিদোষ, ক্রিমি, জ্বর ও বিবিধ উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্।

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্।
স্থিরা নতং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্॥
নীলোৎপলৈলামঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িমকেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে॥
বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়কচতুর্থকে।
বম্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পোপহতেষু চ॥
কণ্ডূপাণ্ড্বাময়োন্মাদ-বিষমেহগরেষু চ।
ভূতোপহতচিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাম্॥
শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ॥

ঘৃত /৪ সের; কল্কার্থ—রাখালশশার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীল সুঁদি), এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ খানি দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা—২ তোলা, ইক্ষুচিনি ও উষ্ণদুগ্ধ সহ সেব্য। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। এই ঘৃত পুংসবন কালে স্ত্রীলোকদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্।

দ্বিজলস্তু চতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ত্বিদম্॥

পানীয়কল্যাণ ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত উভয়ই প্রায় এক প্রকার; বিশেষ এই যে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতে ঘৃতের দ্বিগুণ জল এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ দিয়া ঘৃত পাক করিতে হয়; কল্কদ্রব্য সকল উভয়ের একই জানিবে।

মহাকল্যাণকং ঘৃতম্।

এভ্য এব স্থিরাদীনি জলে পক্ত্বৈকবিংশতিম্।
রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পির্গৃষ্টিক্ষীরং চতুর্গুণম্॥

বীরাদ্বিমাষকাকোলী-স্বয়ংগুপ্তর্ষভর্দ্ধিভিঃ।
মেদয়া চ সমৈঃ কল্কৈস্তৎ স্যাৎ কল্যাণকং মহৎ।
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ সন্নিপাতহরং পরম্॥

শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকলের কাথ ৴৪ সের ও গৃষ্টিক্ষীর (অর্থাৎ একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) ১৬ সেরের সহিত ঘৃত ৴৪ সের পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—উত্তমরূপে পেষিত অথবা কুট্টিত চাকুলে, মাষাণী, মুগানী (কাহারও মতে রাজমাষ ও ক্ষেত্রমাষ), কাকোলী, শূকশিম্বী, ঋষভক, ঋদ্ধি, মেদা প্রত্যেক ১ এক পল। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, উন্মাদরোগের শান্তি এবং শরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়, বিশেষতঃ সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চৈতসঘৃতম্।

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যৌ রাস্নৈরণ্ডত্রিবৃদ্‌বলাঃ।
মূর্ব্বা শতাবরী চেতি কাথৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ॥
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্‌ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্॥
ঘৃতপ্রস্থোঽত্র পক্তব্যঃ কাথো দ্রোণাম্ভসা ঘৃতাৎ।
চতুর্গুণোঽত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকেরিতঃ॥

ঘৃত ৴৪ সের। কাথার্থ—গাম্ভারীবর্জ্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পানীয়কল্যাণোক্ত ২৮টী দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহা চিত্তবিকার-শান্তির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্॥
অপস্মারং মহাঘোরং [illegible] জয়েদ ধ্রুবম্॥

ঘৃত [illegible] ও সীজদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক [illegible] ৬৪ সের। কল্কার্থ—হিঙ্গু, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেকের ২ পল। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ ও উৎকট অপস্মার-রোগের শান্তি হয়।

মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্।

জটিলা পূতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকঃ কটুরোহিণী॥
কায়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষদন্তা চ বয়ঃস্থা নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব চ তৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্॥
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্।
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভাড়ুলতা, (কেহ কেহ বলেন বামুনহাটী), আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোর-কাচকী, কটুকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ (চামার আলু), মৌরি, শুলফা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী বা অপরাজিতা, ব্রাহ্মী (কেহ কেহ বলেন, গুলঞ্চ), রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে (বা লতাফটকী), বিছাটী ও শালপাণি এই সমুদয় মিলিত ৴১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদি নানারোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক।

শিবাঘৃতম্।

শিবায়াস্তু সুপুতায়াঃ পঞ্চাশৎ পললাৎ পরম্।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলাযুগাৎ পৃথক্॥
কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টি-শরাবৈরম্ভসাং পৃথক্।
পক্ত্বা পাদাবশেষেণ তেন কাথোদকেন চ॥

ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ॥
বিভীতকশিবাধাত্রী-বৃহতীতগরপাদিকৈঃ॥
বিড়ঙ্গদাড়িমীদেব-দারুদন্তীহরেণুভিঃ॥
তালীশকেশরশ্যামা-বিশালাশালপর্ণিভিঃ।
প্রিয়ঙ্গুমালতীপুষ্প-কাকোলীযুগলোৎপলৈঃ॥
হরিদ্রাযুগলানন্তা-মেদৈলাহরিবালুকৈঃ।
সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেতৈঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
দেবাসুরগ্রহগ্রস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে॥
গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে।
ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে॥
ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলশঙ্কিতে।
যক্ষৈরপি পরিক্লিষ্টে ভয়ৈরপ্যর্দ্দিতে ভৃশম্॥
শস্তুতে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বাপস্মার এব চ।
শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসে চ মহাত্যয়ে॥
মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্ততে।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্॥
শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্।
শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা।
"শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ॥
ময়ূরী জম্বুকা চ্ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ॥"

ঘৃত ।/৪ সের। ক্কাথার্থ—শৃগালের মাংস ৵৬।০ সের, এবং দশমূল প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল অর্থাৎ মিলিত ৵৬।০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৵৮ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী, তগর-পাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তী-মূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখাল শশার মূল, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতী-ফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেকের দুই তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ উন্মাদ, অপস্মার, কাস, শোষ, উরঃক্ষত ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া পুনরায় শরীর নূতন হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোক-দিগের ইহা পরম হিতকারী।

"পুরুষজাতীয় শৃগাল ও ময়ূরের মাংস গ্রহণ করিতে হয়, কারণ তাহাদের স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ বীর্য্যহীন। এতএব এই শিবাঘৃতে পুরুষজাতীয় শৃগালের মাংস গ্রহণ করিবে।"

কল্যাণকঞ্চ যুঞ্জীত মহদ্বা চৈতসং ঘৃতম্।
তৈলং নারায়ণং বাথ মহানারায়ণং তথা॥
ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং ন বাচরেৎ।
রোগিণং ভিষজং যৎ তে ক্রুদ্ধা হন্যুর্মহৌজসঃ॥

মহাকল্যাণ ঘৃত বা চৈতস ঘৃত, নারায়ণ তৈল ও মহানারায়ণ তৈল, উন্মাদ রোগে প্রয়োগ করিবে। পিশাচ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহেরই প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কারণ তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে রোগিকে অথবা চিকিৎসককে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

উন্মাদরোগে পথ্যানি।

আশ্বাসনত্রাসনবন্ধনানি ভয়ানি দানানি চ হর্ষণানি।
ধূপো দমো বিস্মরণং প্রদেহঃ শিরাব্যধঃ সংশমনঞ্চ সেকঃ॥
আশ্চর্য্যকর্ম্মাণি চ ধূমপানং ধাধৈর্য্যসত্ত্বাত্মনিবেদনানি।
অভ্যঞ্জনং স্নাপনমাসনঞ্চ নিদ্রা সুশীতাঞ্চানুলেপনানি॥
গোধূমমুদ্গারুণশালয়শ্চ ধারোষ্ণদুগ্ধং শতধৌতসর্পিঃ।
ঘৃতং নবীনঞ্চ পুরাতনঞ্চ কূর্ম্মামিষং ধন্বরসা রসালম্॥
পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলং ব্রহ্মীদলং বাস্তুকতণ্ডুলীয়ম্।
খরাশ্বমূত্রং গগনাম্বু পথ্যা সুবর্ণচূর্ণানি চ নারিকেলম্।
দ্রাক্ষা কপিত্থং পনসঞ্চ বৈদ্যৈর্বিধেয়মুন্মাদগদেষু পথ্যম্॥

আশ্বাসবাক্য, ত্রাসজনকবাক্য, বন্ধন, ভয়, দান, হর্ষ, ধূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, রোগের বিস্মৃতি, প্রলেপন, শিরাবেধ, সংশমন ঔষধ, পরি-ষেচন, বিস্ময়জনক কার্য্য, ধূমপান, বুদ্ধি, ধীরতা, সত্ত্বগুণ, আত্মবর্ণন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, স্থিরভাবে অবস্থিতি, নিদ্রা, শীতল অনু-লেপন, গোধূম, মুগ, রক্তশালি, ধারোষ্ণদুগ্ধ, শতধৌত ঘৃত, নূতন ঘৃত, পুরাতন ঘৃত, কচ্ছ-পের মাংস, মরুদেশজাত মৃগ পক্ষীর মাংস-রস, শিলারস, পুরাণ কুমড়া, পটোল, ব্রাহ্মী-শাক, বেতোশাক, নটেশাক, গাধার মূত্র, অশ্বমূত্র, বৃষ্টির জল, হরীতকী, জারিতস্বর্ণ,

নারিকেল, কিস্‌মিস্‌, কয়েতবেল ও কাঁটাল এই সমস্ত উন্মাদ রোগে পথ্য।

উন্মাদরোগেঽপথ্যানি।

মদ্যং বিরুদ্ধাশনমুষ্ণভোজনং
নিদ্রাক্ষুধাতৃট্‌কৃতবেগধারণম্।
ব্যাবায়মাষাঢ়ফলং কঠিল্লকং
শাকানি পত্রপ্রভবাণি সর্ব্বশঃ॥
তিক্তানি বিম্বীঞ্চ ভিষক্‌ সমাদিশে-
দুন্মাদরোগোপহতেষু গর্হিতম্॥

মদ্য, বিরুদ্ধ-ভোজন, উষ্ণদ্রব্য ভোজন, নিদ্রা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগ ধারণ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পলাশবীজ, করোলা, পত্রশাক, তিক্তদ্রব্য এবং তেলাকুচা এই সকল উন্মাদরোগে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উন্মাদরোগাধিকারঃ।

অথাপস্মাররোগাধিকারঃ।

অথাপস্মার-নিদানম্।

চিন্তাশোকাদিভির্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হৃৎস্রোতসি স্থিতাঃ।
কৃত্বা স্মৃতেরপধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ব্বতে॥
তমঃপ্রবেশঃ সংরম্ভো দোষোদ্রেকহতস্মৃতেঃ।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোরশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ॥
কম্পতে প্রদশেদ্দন্তান্‌ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি।
পরুষারুণকৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ॥
পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্‌রূপদর্শকঃ।
সতৃট্‌কোষ্ণানলব্যাপ্ত-লোকদর্শী চ পৈত্তিকঃ॥
শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতহৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ।
পশ্যেচ্ছুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকো মুচ্যতে চিরাৎ॥
সর্ব্বৈরেতৈঃ সমস্তৈশ্চ লিঙ্গৈর্জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজঃ॥

চিন্তা শোকাদি কারণে অতি প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষ সকল হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক স্মৃতিশক্তি নাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যাধি উৎপাদন করে, তজ্জন্য ইহার নাম অপস্মার (মৃগীরোগ)। এই ভয়ঙ্কর অপস্মার রোগ চারি প্রকার। অন্ধকার দর্শন (জ্ঞানাভাব) ও সংরম্ভ (নেত্রবিকৃতি ও হস্তপদাদি-বিক্ষেপ) সকল অপস্মারেরই সাধারণ লক্ষণ। অপস্মার-রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কম্পন ও শূন্যতা, ঘর্ম্মাগম, অতিচিন্তা, মনোমোহ, ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অনিলজ অপস্মার রোগে রোগী কাঁপে, দন্ত দ্বারা দন্ত দংশন ও ফেন বমন করে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষদেহ বিশিষ্ট অবাস্তবিক প্রাণী সকল দর্শন করে।

পৈত্তিক অপস্মারে রোগির মুখ-নিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও চক্ষুঃ পীত বর্ণ হয়। সে পীত বা লোহিতবর্ণ অবাস্তবিক রূপ দর্শন করে, সমস্ত বস্তুকেও পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ও উষ্ণদেহ হইয়া থাকে। আর তাহার বোধ হয়, যেন সমস্ত জগৎ অনলব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগির ফেন এবং অঙ্গ বিশেষতঃ মুখ ও চক্ষুঃ শুক্লবর্ণ, গাত্র শীতল গুরু ও রোমাঞ্চিত হয়। সে শুক্লবর্ণ অবাস্তবিক প্রাণী সকল দর্শন করে। বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে অনেক বিলম্বে চেতনা লাভ হইয়া থাকে।

যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইবে, তাহাকে ত্রিদোষজ অপস্মার বলিয়া বিবেচনা করিবে।

অথাপস্মার-চিকিৎসা।

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ।
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ॥

বস্তিপ্রধান ক্রিয়া দ্বারা বাতিক, বিরেচন-প্রধান ঔষধাদি দ্বারা পৈত্তিক ও বমনপ্রধান ঔষধাদি দ্বারা শ্লৈষ্মিক অপস্মারের চিকিৎসা করিবে।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্র-শিরীষলশুনাময়ৈঃ।
সাজামূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে॥

যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষ-ফল, রশুন ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য বা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয়।

নিগুণ্ডীভববন্দাক-নাবনস্য প্রয়োগতঃ।
উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ॥

নিসিন্দা-বৃক্ষোপরি যে পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্য লইলে অপস্মার রোগ আশু নিবারিত হয়।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্।
শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে॥

অপস্মার রোগে কপিলা গাভীর মূত্রের নাবন (নস্য) অত্যন্ত হিতকর। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রও নাবন বিষয়ে প্রশস্ত।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে মৃত কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অথবা ঐ পিত্ত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

নকুলোলূকমার্জ্জার-গৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীট (পশ্চিমদেশজাত বৃশ্চিক), সর্প ও কাক ইহা-দের যথাসম্ভব তুণ্ড (ঠোঁট) পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূম প্রদান করিলে অপস্মার নিবৃত্ত হয়।

সিদ্ধার্থশিগ্রুকটুঙ্গ-কিণিহীভিঃ প্রলেপনম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

শ্বেতসর্ষপ, সজিনার ছাল, শোণাছাল ও আপাঙ্গমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপস্মার প্রশমিত হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের, সর্ষপতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দ্দন করিলে অপস্মার নিবারিত হইয়া থাকে।

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গ-লেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ॥

শ্বেতসর্ষপাদি চূর্ণ ভক্ষণ করিলে অথবা উহা গোমূত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠ-পূতনাকেশীচোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥

শ্বেত তুলসী, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অথবা ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ্দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ।
অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ॥

চামচিকার বিষ্ঠা বা ছাগলোম ভস্ম অথবা ছাগমূত্র-পেষিত শ্বেতসর্ষপ ও সজিনাবীজ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয়। (চামচিকার বিষ্ঠা এবং ছাগলোমভস্মও ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়)।

তৈলেন লশুনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী।
ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥

তৈলের সহিত রশুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্রাহ্মী শাকের রস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার নিবারিত হয়।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোত্থং জয়েদ্ ধ্রুবম্॥

প্রত্যহ মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রবল অপস্মার প্রশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্।
অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং স পিবেৎ ত্র্যহম্॥

কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া তিন দিন সেবন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

মাংস্যাস্তু নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ।
অপস্মারশ্চিরোত্থোঽপি সদ্য এব বিনশ্যতি॥

জটামাংসীর নস্য এবং ধূম গ্রহণ ও উহা ভক্ষণ করিলে চিরসঞ্জাত অপস্মার রোগও বিনষ্ট হয়।

উদ্বন্ধিতনরগ্রীবা-পাশং দগ্ধ্বা কৃতা মসী।
শীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥

উদ্বন্ধনে মৃত মনুষ্যের গলরজ্জু দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম শীতল জল সহ সেবন করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

হৃৎকম্পোঽক্ষিরুজা যস্য স্বেদো হস্তাদিশীতভা।
দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাখ্যং প্রযোজয়েৎ॥ *

যে অপস্মার রোগির হৃৎকম্প, নেত্রপীড়া, ঘর্ম্মোদ্গাম এবং হস্তপদাদি শীতল হয়, তাহাকে দশমূলীর কাথ কিংবা নিম্নলিখিত কল্যাণচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। (পাঠান্তরে দশমূলীর কাথ কিংবা উন্মাদোক্ত কল্যাণঘৃত সেবন করাইবে।)

কল্যাণ-চূর্ণম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্।
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গপূতীক-যমানীধান্যজীরকম্॥
শীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।
অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শসি গ্রহণীগদে।
এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥

পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরক প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের চূর্ণ (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

কায়স্থান্ শারদান্ মুদ্গান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা।
সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরার্দ্দিতে।
বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

নিসিন্দা, শরৎকালীন মুগ, মুতা, উশীর, যব ও ত্রিকটু এই সকল ছাগমূত্রে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়। সর্পদষ্ট, দূষীবিষার্দ্দিত, বিষপীত বা জলমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বর্ত্তি অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

রসপ্রয়োগঃ।

রসায়নভৈরবঃ।

বচামৃতব্যোষমধুকসার-রুদ্রাক্ষসিন্ধুত্থবৃহতীতানি।
ফলং সমুদ্রস্য রসোনকঞ্চ ধ্মাতং হি নাসাপুটমধ্যদেশে॥
অপস্মৃতিশ্লেষ্মমরুচ্ছিরোরুক্-প্রলাপতন্দ্রাভ্রমজাড্যমোহান্।
সসন্নিপাতং শ্রুতিকাক্ষিভঙ্গান্ সপীনসং হন্তি হলীমকঞ্চ॥
রসায়নং ভৈরবনামধেয়ং জ্ঞাতং বিচারাৎ কবিবিট্ঠলেন॥

বচ, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মৌলসার, রুদ্রাক্ষফল, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীবীজ, সমুদ্র-ফল ও রশুন এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ ফুৎকারদ্বারা নাসাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অপস্মার, শ্লেষ্মজ ও বাতজ শিরোরোগ, প্রলাপ, তন্দ্রা, মোহ এবং সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণ ও নেত্রের কুটিলতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

* কল্যাণাজ্যঞ্চ যোজয়েদিতি কচিৎ পাঠঃ।

সূতভস্মপ্রয়োগঃ।

শঙ্খপুষ্পীবচাব্রহ্মী-কুষ্ঠৈকেলারসৈঃ সহ।
সূতভস্মপ্রয়োগোঽয়ং রক্তিকাদ্বয়মানতঃ।
সর্ব্বাপস্মারনাশায় মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ, ইহাদের ক্বাথ সহ রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার উপশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী।

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তারং তাপ্যং বিষং সমম।
পদ্মকেশরসংযুক্তং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দ্রবৈঃ॥
সূর্য্যাগ্নিবিজয়ৈরণ্ড-বচাবিম্বাবশূরণৈঃ।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং তদ্গোলং পাচয়েৎ পুনঃ॥
কঙ্গুনীসর্ষপোত্থেন তৈলেন গন্ধসংযুতম্।
ততঃ পক্বা সমুদ্ধৃত্য চণমাত্রা বটীকৃতা॥
ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু।
অপস্মারং জয়ত্যাশু যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ ও পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মনসাসিজ, চিতা, সিদ্ধি, ভেরেণ্ডা, বচ, শিম, ওল ও নিসিন্দা ইহাদের রসে এক এক দিন ভাবনা দিবে। পরে পুটে পাক করিয়া তৎসহ সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত এবং প্রিয়ঙ্গু-তৈল ও সর্ষপতৈল সহ পাক করিবে। ইহার এক চণক প্রমাণ বটিকা করিয়া আদার রস সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দশমূলের ক্বাথ পিপুল-চূর্ণ সহ সেবনীয়। ইহা অপস্মার রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতকুলান্তকঃ।

মৃগনাভিঃ শিবা নাগ-কেশরং কলিবৃক্ষজম্।
পারদং গন্ধকং জাতি-ফলমেলা লবঙ্গকম্॥
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ।
জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু বটীং কুর্য্যাদ্ দ্বিরক্তিকাম্॥
যথাব্যাধ্যনুপানেন যোজয়েচ্চ চিকিৎসকঃ।
অপস্মারে মহারোগে মূর্চ্ছারোগে চ শস্যতে॥
বাতজান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ হন্ত্যাদচিরসেবনাৎ।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠমপস্মারেষু বর্ত্ততে।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং নাম্না বাতকুলান্তকঃ॥

মৃগনাভি, হরীতকী, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। রোগ বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে অপস্মার, মূর্চ্ছা এবং বাতজ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইবে। অপস্মার রোগে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ভূতভৈরবঃ।

মৃতসূতাভ্রলৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা।
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥
তং গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদপস্মারহরং পরম্॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষং নরমূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোঽয়ং ভূতভৈরবঃ॥

পারদ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগ; নরমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করত কিঞ্চিৎকাল লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা—৫ রতি। ঔষধ সেবনান্তে—হিঙ্গু, সচল লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ নরমূত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত সহ ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা অপস্মারনাশক।

স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

গোশকৃদ্রসদধ্যম্ল-ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্॥

গব্য ঘৃত /৪ সের, গোময় রস /৪ সের, অম্ল গব্য দধি /৪ সের, গব্য দুগ্ধ /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের।

এই ঘৃত এক দিবসের মধ্যে পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার নিবারিত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥
শম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥
ভার্গী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ।
শ্রেয়সীমাঢকীং মূর্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্বচিত্রকৌ॥
দ্বে শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি তৈঃ প্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ॥
গোশকৃদ্রসদধ্যম্ল-ক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিদং খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা।
গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে।
অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্॥

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিম ছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কট্‌কী, সোঁদাল ফল, ডুমুর-মূল, কুড়, দুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বামুনহাটীর মূল, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর ফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রোহিষ (গন্ধতৃণ-বিশেষ), যমানী ও বনমল্লিকা প্রত্যেক ২ তোলা। গব্য ঘৃত /৪ সের, গোময় রস /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, গব্য দুগ্ধ /৪ সের, অম্ল গব্য দধি /৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, কাস, শোথ, উদর, গুল্ম, অর্শঃ ও জ্বরাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণত্রিবৃৎ ত্বৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রুঃ কাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ॥
বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-ভীরুমুঞ্জাতগোক্ষুরৈঃ॥
চৈতসস্তু ঘৃতস্যাঙ্গৈঃ পক্তব্যং সর্পিরুত্তমম্।
মহাচৈতসসংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥
গরোন্মাদপ্রতিশ্যায়-তৃতীয়কচতুর্থকান্।
পাপালক্ষ্ম্যৌ জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারকম্॥
শ্বাসকাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্।
ঘৃতমানং কাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতঃ॥
কল্কশ্চৈতসকক্তোক্ত-দ্রব্যৈঃ সার্দ্ধঞ্চ পাদিকঃ।
"নিত্যং মুঞ্জাতিকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে॥"

কাথার্থ—শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল, সজিনামূল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, পিণ্ডখর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং স্বল্পচৈতস-ঘৃতোক্ত সমুদয় কল্ক, মিলিত /১ সের। ঘৃত /৪ সের। ইহাতে সকল প্রকার অপস্মার, উন্মাদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা শুক্র ও আর্ত্তবের বিশোধক। "মুঞ্জাতকের অভাবে তাহার স্থানে তালমাতি গ্রহণ করিবে।"

কুষ্মাণ্ডঘৃতম্।

কুষ্মাণ্ডস্বরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ।
যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্॥

ঘৃত /৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৭২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার প্রশমিত হয়।

ব্রাহ্মীঘৃতম্।

ব্রাহ্মীরসে বচাকুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ।
পুরাণং মেধ্যমুন্মাদ-গ্রহাপস্মারনুদ্ঘৃতম্॥

পুরাতন ঘৃত /৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড় ও চোরপুষ্পী মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্।

পলঙ্কষাবচাপথ্যা-বৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ।
জটিলাপূতনাকেশী-লাঙ্গলীহিঙ্গুচোরকৈঃ॥
লশুনাতিবিষাচিত্রা-কুষ্ঠৈর্বিড়্ভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুগুণে।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনাৎ তৈলমপস্মারবিনাশনম্॥

গুগ্গুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটিমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈশলাঙ্গলা, হিঙ্গু, চোরকাচকী, রসুন, আতইচ, দন্তী, কুড়, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষির বিষ্ঠা এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত /১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল /৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অপস্মার নষ্ট হয়।

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধং স্যাদ্ গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেব চ॥

চতুর্গুণ ছাগমূত্রে সিদ্ধ সর্ষপ তৈল মর্দ্দন, গোময় দ্বারা গাত্রমার্জ্জন ও গোমূত্রে স্নান করাইলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

উন্মাদেষু যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাঞ্জনৌষধম্।
অপস্মারেঽপি তৎ সর্ব্বং প্রযোক্তব্যং ভিষগ্বরৈঃ॥

উন্মাদরোগে যে সকল পথ্য, নস্য, অঞ্জন ও ঔষধ উক্ত হইয়াছে, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽপস্মাররোগাধিকারঃ।

অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

অথ বাতব্যাধি-নিদানম্।

রুক্ষশীতাল্পলঘ্বন্ন-ব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃকস্রবণাদপি॥
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্ব-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা-শোকরোগাতিকর্ষণাৎ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্গজোষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ॥
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী।
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্॥
অব্যক্তলক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্।
আত্মরূপন্তু যদ্‌ব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ॥

রুক্ষ শীতল লঘু বা অল্পপরিমিত অন্ন ভোজন, অতিমৈথুন, অধিক রাত্রি জাগরণ, বিষম উপচার (বস্ত্যাদি পঞ্চকর্ম্মের বিরুদ্ধোপচার অথবা অনিষ্টার্থ শত্রুকৃত যাগাদি কিংবা শীতোষ্ণাদি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের যুগপৎ সেবন ইত্যাদি), অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন, জলসন্তরণ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক কর্ম্ম এবং ধাতুক্ষয় চিন্তা শোক ও রোগ দ্বারা অতিকর্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আমরস দ্বারা মার্গরোধ, আঘাত প্রাপ্তি, উপবাস, মর্ম্মস্থানে আঘাত এবং গজ উষ্ট্র অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত যান হইতে পতন, এই সকল কারণে দৈহিক স্রোতঃসমূহ রিক্ত অর্থাৎ অনুকূল-পদার্থ শূন্য হইলে, কুপিত বায়ু তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

বাতব্যাধি উৎপন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও কেবল সেই সকল লক্ষণই ঈষদ্ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণগুলিই বাতব্যাধির

পূর্ব্বরূপ। (জ্বরাদির ন্যায় ইহার অন্য কোন বিশেষ পূর্ব্বরূপ নাই)। আর বাতাদি দোষ-ভেদে স্তম্ভ, সঙ্কোচ, কম্প ও আক্ষেপাদি যে সকল লক্ষণ সম্যক্ ব্যক্ত হয়, তাহা ও বায়ুর চপলত্বহেতু ঐ সকল লক্ষণের কখনও বা অভাব এবং বায়ু কর্তৃক সর্ব্বধাতুর শোষণ জন্য দেহের লঘুতা, এইগুলি বাতব্যাধির রূপ।

অথ বাতব্যাধি-লক্ষণম্।

সঙ্কোচঃ পর্ব্বাণাং স্তম্ভো ভঙ্গোঽস্থ্নাং পর্ব্বণামপি।
রোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ॥
খাঞ্জ্যপাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোঽঙ্গানামনিদ্রতা।
গর্ভশুক্ররজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রূণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্।
ভেদস্তোদোঽর্ত্তিরাক্ষেপো মুহুশ্চায়াস এব চ॥
এবংবিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ।
হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ॥

প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু কুপিত হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে। অতএব যে যে ব্যাধি উৎপাদন করে, এস্থলে তাহা লিখিত হইতেছে।—পর্ব্ব সকলের সঙ্কোচ ও স্তব্ধতা, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, রোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্ত পৃষ্ঠদেশ ও মস্তকে বেদনা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জতা, অঙ্গশোষ, নিদ্রাভাব বা অল্পনিদ্রা এবং গর্ভ শুক্র ও রজোনাশ বা গর্ভাদির বিকৃতি, কম্পন, গাত্রসুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শশক্তির লোপ এবং মস্তক নাসিকা চক্ষুঃ জত্রু (বক্ষ ও গ্রীবার সন্ধিস্থল) ও গ্রীবার হুণ্ডন অর্থাৎ অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা (কিন্তু কেহ কেহ "হুণ্ডন" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন; যথা—শিরোহুণ্ডন—কেশভূমিস্ফুটন ও শঙ্খললাটে ভঙ্গবদ্বেদনা, নাসাহুণ্ডন—ঘ্রাণশক্তিলোপ, অক্ষিহুণ্ডন—অক্ষিনাশ, জত্রু-হুণ্ডন—বক্ষউপরোধ, গ্রীবাহুণ্ডন—গ্রীবাস্তম্ভ), দন্ত ওষ্ঠ ও কণ্ঠাদিতে ভঙ্গবদ্বেদনা, সূচীবেধবৎ বেদনা এবং পাদ পার্শ্বদেশ কর্ণ চক্ষুঃ ও বক্ষঃস্থলে পীড়া-বিশেষ, মুহুর্মুহুঃ আক্ষেপ ও শ্রান্তিবোধ, এবংবিধ বহুবিকার এবং হেতুবিশেষে ও স্থানবিশেষে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে।

অথ বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাতরোগিণঃ।
অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥

বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু, অম্ল ও লবণ রস-সংযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহবস্তিক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জ-পানাভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ।
স্বেদঃ স্নিগ্ধো নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ॥
রসাঃ পয়াংসি ভোজ্যানি স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্॥

বাতরোগে ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধ স্বেদ, নিবাত স্থান, প্রাবরণ, মাংসরস, দুগ্ধ, স্বাদু অম্ল ও লবণ-রসযুক্ত ভোজন এবং অপরাপর সমস্ত বৃংহণ কার্য্যই প্রশস্ত।

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে।
অজশীর্ষাম্বুজানূপ-ক্রব্যাদপিশিতৈঃ পৃথক্॥
সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যম্লব্যোষসংস্কৃতান্।
ভোজয়েদ্বাতরোগার্ত্তং তৈলাক্তলবণৈর্নরম্॥

ছাগমস্তক, জলজমাংস (কূর্ম্ম কর্কট প্রভৃতি), আনূপমাংস (মহিষ বরাহ প্রভৃতি) বা ক্রব্যাদমাংস (মাংসাশী পশু-পক্ষির মাংস), এই চতুর্ব্বিধ মাংসের মধ্যে যে কোন এক প্রকার মাংস, বেড়েলা কিংবা মহৎপঞ্চমূল অথবা দশমূলের ক্বাথে পাক করিয়া সেই মাংস-রস—ঘৃতাদি স্নেহ, অম্ল দধি ও ত্রিকটু দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রচুর লবণ সংযুক্ত করিয়া বাত-রোগিকে ভোজন করিতে দিবে।

সর্ব্বাঙ্গগতমেকাঙ্গ-গতঞ্চাপি সমীরণম্।
তৈলাবগাহনং হন্তি তোয়বেগমিবাচলঃ॥

জলের বেগ যেমন সম্মুখস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত কুপিত

সমীরণও তদ্রূপ তৈলাবগাহন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারুরাস্না-মাষাতসীতৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥

কুল, কুলত্থ-কলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈলফল (এরণ্ডবীজ, সর্ষপ ও তিল প্রভৃতি), কুড়, বচ, শুল্ফা ও যবচূর্ণ এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাত রোগের শান্তি হয়।

আনূপবেশবারোষ্ণ-প্রদেহো বাতনাশনঃ।
"নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতম্।
কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতম্॥"

অনূপ-দেশজাত পশুর মাংসের ঈষদুষ্ণ বেশবার দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতরোগ নষ্ট হয়। অস্থিশূন্য মাংস পেষণ ও সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত গুড়, ঘৃত, পিপ্পলী ও মরিচ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ মিশ্রিত বস্তুকেই বেশবার কহিয়া থাকে।

অথ কোষ্ঠাদিগত-বাতলক্ষণম্।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ-পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে॥

কুপিত বায়ু আমাশয়াদি কোষ্ঠস্থানকে আশ্রয় করিলে মলমূত্রের অপ্রবর্ত্তন, ব্রধ্নরোগ (কুঁচ্‌কিতে শোথ), হৃৎপীড়া, গুল্ম, অর্শঃ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনম্।
বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ॥

কুপিত বায়ু সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিলে, গাত্রের স্ফুরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া, দেহে দোষব্যাপ্তি ও সন্ধিস্থল সকলে স্ফুটনবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ।
জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠ-রোগশোষৌ গুদে স্থিতে॥

কুপিত বায়ু মলাশয়কে আশ্রয় করিলে মল মূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী (পাথরীরোগ), শর্করা (প্রস্রাবে চিনি হওয়া) এবং জঙ্ঘা উরু ত্রিক (মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত) পদ ও পৃষ্ঠদেশে শূলাদি পীড়া ও শোষ হইয়া থাকে।

রুক্ পার্শ্বোদরহৃন্নাভেস্তৃষ্ণোদ্গারবিসূচিকাঃ।
কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে॥

দুষ্ট বায়ু আমাশয়কে আশ্রয় করিলে পার্শ্বদ্বয় উদর হৃদয় ও নাভি দেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ ও মুখশোষ এবং শ্বাস হইয়া থাকে।

পক্বাশয়স্থোহন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ।
কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্॥

কুপিত বায়ু পক্বাশয়কে আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজন (আঁত-ডাকা), উদরে শূল ও আটোপ (সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), মল মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাদ্দুষ্টসমীরণঃ॥

কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ হয়।

কোষ্ঠাদিগত-বাতচিকিৎসা।

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষারং পিবেন্নরঃ।

কুপিত বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত হইলে যবক্ষার কিংবা গ্রহণীরোগোক্ত দীপনীয় ক্ষার পান করিতে দিবে।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতেঽভ্যঙ্গো বস্তয়ঃ সানুবাসনাঃ।
স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ হৃদ্যঞ্চান্নং ত্বগাশ্রিতে॥

বায়ু সর্ব্বাঙ্গে কুপিত হইলে তৈলাভ্যঙ্গ ও অনুবাসন-বস্তি প্রয়োগ, ত্বগ্‌গত হইলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্ন ব্যবস্থেয়।

বায়ুনা বেষ্ট্যমানে তু গাত্রে স্যাদুপনাহনম্।
তৈলং সঙ্কুচিতেঽভ্যঙ্গো মাষসৈন্ধবসাধিতম্॥

কুপিত বায়ু শরীরে ব্যাপ্ত হইলে বাতঘ্ন প্রলেপ এবং শরীরকে সঙ্কুচিত করিলে মাষ-

কলাই ও সৈন্ধব লবণের সহিত সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত।

গুহ্যপক্কাশয়স্থে তু কর্ম্মোদাবর্ত্তনুদ্ধিতম্।
আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথাদোষহরী ক্রিয়া॥

দুষ্ট বায়ু গুহ্যদেশ বা পক্কাশয় গত হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা এবং আমাশয়স্থ হইলে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিয়া যথাদোষ ব্যবস্থা করিবে। যথা—

আমাশয়গতে বাতে চ্ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্।
রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্।
দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা।

বায়ু আমাশয়-গত হইলে প্রথমে বমন, তৎপরে রুক্ষস্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপন ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই রোগে ঈষদুষ্ণ জল সহ ষড়্ধরণ যোগ ৭ রাত্রি প্রয়োগ করিবে।

পক্কাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্।
বস্তয়ঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ॥

পক্কাশয়স্থ বায়ুতে এরণ্ড-তৈলাদি দ্বারা বিরেচন, শোধন-বস্তি এবং লবণাঢ্য আহার ব্যবস্থেয়।

শ্রোত্রাদিষনিলে দুষ্টে কার্য্যো বাতহরঃ ক্রমঃ।
স্নেহাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ॥

দুষ্ট বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে স্নেহ-প্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, মর্দ্দন ও আলেপনাদি বাতহরী ক্রিয়া করিবে।

হৃদি প্রকুপিতে সিদ্ধমংশুমত্যা পয়ো হিতম্।
মৎস্যো নাভিপ্রদেশস্থে সিদ্ধো বিল্বশলাটুভিঃ॥

হৃদয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে শালপাণির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং নাভিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে বেলশুঁঠের সহিত সিদ্ধ মৎস্য হিতকর।

হৃদয়ানিলনাশায় গুড়ূচীং মরিচান্বিতাম্।
পিবেৎ প্রাতঃ প্রযত্নেন সুখং তপ্তাম্ভসা সহ॥
পিবেদুষ্ণাম্ভসা পিষ্টমশ্বগন্ধাবিভীতকম্।
গুড়যুক্তং প্রযত্নেন হৃদয়ানিলনাশনম্॥
দেবদারুসমাযুক্তং নাগরং পরিপেষিতম্।
হৃদ্বাতবেদনাযুক্তঃ পীত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ॥

কুপিত বায়ু হৃদয়স্থ হইলে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত গুলঞ্চের রস, অথবা পুরাতন গুড় সংযুক্ত শিলাপিষ্ট অশ্বগন্ধা ও বহেড়া কিংবা পরিপেষিত দেবদারু ও শুঁঠ উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে, তাহাতে হৃদ্গত বাতবেদনা দূরীভূত হইবে।

অথ ধাতুগতবাতানাং লক্ষণম্।

ত্বগ্রুক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে।
আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুক্ ত্বগ্গতেঽনিলে॥
রুজাস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ।
গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্গতেঽনিলে॥
গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা।
সরুক্ শ্রমিতমত্যর্থং মাংসমেদোগতেঽনিলে॥
ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধি-শূলং মাংসবলক্ষয়ঃ।
অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থিকুপিতেঽনিলে॥
ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা।
বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ॥

কুপিত বায়ু ত্বগ্গত হইলে, ত্বক্ রুক্ষ, স্ফুটিত, স্পর্শশক্তি-হীন, শীর্ণ, কৃষ্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট ও বিস্তীর্ণবৎ হয় এবং পর্ব্ব সকলে বেদনা হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পিড়কোৎপত্তি ও ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কুপিত বায়ু মাংস বা মেদোগত হইলে অঙ্গ সকল অতিশয় গুরু ও বিনাশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয় এবং বোধ হয় যেন সূচীদ্বারা বিদ্ধ বা দণ্ডমুষ্ট্যাদি দ্বারা আহত হইতেছে।

কুপিত বায়ু মজ্জা বা অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্ব্ব সকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, বলমাংসক্ষয়, অনিদ্রা ও নিরন্তর বেদনা উপস্থিত হয়।

কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্র ও গর্ভকে, হয় শীঘ্র মোচন করে, না হয় দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখে, অথবা বিকৃত করিয়া ফেলে।

ধাতুগতবাতানাং চিকিৎসা।

ত্বঙ্মাংসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্‌বিমোক্ষণম্॥

ত্বক্ (ত্বগ্‌গত রস), মাংস, রক্ত ও শিরাগত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
বিরেকো মাংসমেদঃস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ॥

বায়ু রক্তস্থ হইলে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ এবং মাংস ও মেদোগত হইলে বিরেচন, নিরূহ এবং শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ॥

বায়ু অস্থি ও মজ্জাগত হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা (অভ্যঙ্গ ও পান দ্বারা) তাহার শান্তি বিধান করিবে।

হর্ষোঽন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্।
বিবদ্ধমার্গং শুক্রন্তু দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্ বিরেচনম্।
বিরিক্তপ্রতিভুক্তস্য পূর্ব্বোক্তাং কারয়েৎ ক্রিয়াম্॥

কুপিত বায়ু শুক্রস্থ হইলে স্ত্রীপ্রভৃতির সহিত আলাপাদি দ্বারা রোগির হর্ষোৎপাদন এবং বলকর ও শুক্রজনক অন্ন এবং পানীয় ব্যবস্থা করিবে। শুক্রের পথ রোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে এবং বিরেচনের পর রোগী ভোজন করিলে পূর্ব্বোক্ত হর্ষোৎপাদনাদি ক্রিয়া করিবে।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥

বায়ু দ্বারা গর্ভ বা শিশু শুষ্ক হইতে থাকিলে তাহার পোষণার্থ যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল দুগ্ধে পাক করিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

অথ শিরাগতবাতলক্ষণম্।

কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম্।
সবাহ্যাভ্যন্তরায়ামং খল্লীং কৌব্জমথাপি বা॥

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শূল, শিরার সঙ্কোচ ও পূরণ, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী (খাইল্ ধরা) ও কুব্জতা উপস্থিত হয়।

তস্য চিকিৎসা।

স্নেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ।
বাতে শিরাগতে কুর্য্যাৎ তথা চাসৃগ্বিমোক্ষণম্॥

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে স্নেহাভ্যঙ্গ, উপনাহ, মর্দ্দন ও আলেপনাদি ক্রিয়া এবং রক্তমোক্ষণ করিবে।

অথ স্নায়ুসন্ধিগত-বাতলক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ।
হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোথৌ করোতি চ॥

কুপিত বায়ু স্নায়ুগত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক ও ঐকাঙ্গিক রোগ সকল আনয়ন করে। উহা সন্ধিগত হইলে সন্ধিনাশ (সন্ধির বিশ্লেষ ও স্তম্ভাদি), শূল ও শোথ উপস্থিত করে।

স্নায়ুসন্ধিগতবাত-চিকিৎসা।

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম-বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসম্প্রাপ্তে কুর্য্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ॥

স্নায়ু সন্ধিস্থান ও অস্থিতে বাতাশ্রয় হইলে স্নেহন, প্রলেপন, অগ্নিক্রিয়া, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি ক্রিয়া প্রশস্ত।

অথ হেতুবিশেষেণ বাতব্যাধিবিশেষঃ।

প্রাণে পিত্তাবৃতে চ্ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে।
দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে॥
উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ।
অস্বেদহর্ষৌ মন্দোঽগ্নিঃ শীততা চ কফাবৃতে॥
স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ সমানে পিত্তসংবৃতে।
কফেন সক্তে বিণ্মূত্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে॥
অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহৌষ্ণ্যং রক্তমূত্রতা।
অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে॥
ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ।
স্তম্ভনো দণ্ডকশ্চাপি শূলশোথৌ কফাবৃতে॥

এক্ষণে প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে—

প্রাণবায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহ; কফাবৃত হইলে দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখবৈরস্য উৎপাদন করে।

উদানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি এবং কফাবৃত হইলে ঘর্ম্মাভাব, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গাত্রের শীতলতা বা শীত উৎপাদন করে।

সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে, স্বেদ, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা; এবং কফযুক্ত হইলে মলমূত্ররোধঃও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

অপান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, দেহের উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব এবং কফাবৃত হইলে শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব ও শৈত্য উপস্থিত হয়।

ব্যানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তিবোধ এবং কফাবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা অথবা দণ্ডবৎ অবস্থান এবং শূল ও শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তেষাং চিকিৎসা।

বাতে সপিত্তে কুর্ব্বন্তি বাতপিত্তহরাঃ ক্রিয়াঃ।
সকফে তত্র কুর্ব্বীত বাতশ্লেষ্মহরাঃ ক্রিয়াঃ॥

পিত্তসংযুক্ত বাতে বাতপিত্তনাশক এবং কফসংযুক্ত বাতে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করিবে।

অথাক্ষেপকস্য সামান্যলক্ষণম্।

যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কুপিতোহভ্যেতি মারুতঃ।
তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্ম্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ।
মুহুর্ম্মুহুশ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥

কুপিত বায়ু যখন ঊর্দ্ধ অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী সকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত করে, অর্থাৎ বায়ু মুহুর্মুহুঃ অঙ্গকে ইতস্ততঃ চালিত করিতে থাকে। মুহুর্ম্মুহুঃ আক্ষেপণ হেতু এই রোগকে ক্ষপক (খেঁচুনি) কহিয়া থাকে।

অথাপতন্ত্রকলক্ষণম্।

ক্রুদ্ধৈঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে।
পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্॥
ধনুর্ব্বন্নময়েদ্গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েৎ তদা।
স কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসেচ্চাপি স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ॥
কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ॥

এই রোগে রুক্ষাদি স্বহেতু-কুপিত-বায়ু স্বস্থান (পক্কাশয়) হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে হৃদয় মস্তক ও শঙ্খ দেশে যাইয়া তত্তৎস্থানকে প্রপীড়িত করত দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে। এই রোগকে অপতন্ত্রক কহে। তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, স্তব্ধাক্ষ বা নিমীলিত-নেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতি কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করে ও কপোতের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে।

অপতন্ত্রক-চিকিৎসা।

অথাপতন্ত্রকেণার্ত্তমাতুরং নাপতর্পয়েৎ।
নিরূহবস্তিবমনং সেবয়েন্ন কদাচন॥
শ্বসনাঃ কফবাতাভ্যাং রুদ্ধাস্তস্য বিমোক্ষয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাং তাসু মুক্তাসু বিন্দতি॥

অপতন্ত্রক-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অপতর্পণ, নিরূহবস্তি ও বমনক্রিয়া করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাসপ্রশ্বাসবহা ধমনী সকল রুদ্ধ থাকে, অতএব তীক্ষ্ণ প্রধমন প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ধমনী বিমুক্ত করিলে রোগির সংজ্ঞা লাভ হইবে।

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্।
ঘৃতমাত্রাসমাযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্॥
অম্লবেতসকাভাবাচ্চুক্রং দাতব্যমীরিতম্॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ ও অম্লবেতস এই সকল চূর্ণ মিলিত ১ তোলা, ঘৃত ২ তোলার সহিত সেবন, অথবা হরীতকী প্রভৃতির ক্বাথে সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতন্ত্রক বিনষ্ট হয়। অম্লবেতসের অভাবে চুক্র গ্রহণ করিবে।

অথ তয়োশ্চিকিৎসা।

অথাপতানকেনার্ত্তমস্রস্তাক্ষমবেপনম্।
অখট্বাপাতিনঞ্চৈব ত্বরয়া সমুপাচরেৎ॥

অপতানক-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সাশ্রু-নয়ন, কম্পিত-দেহ ও শয্যাশায়ী না হয়, তাহা হইলে ত্বরায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কালবিলম্বে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অপতানকিনে দদ্যাৎ দশমূলীশৃতং জলম্।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্॥

অপতানক-রোগিকে ২ তোলা দশমূল (মিলিত) অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করত পান করিতে দিবে। উহা জীর্ণ হইলে মাংসযূষের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে।

তৈলেন মর্দ্দনঞ্চৈব তথা তীক্ষ্ণং বিরেচনম্।
স্রোতোবিশোধনং পশ্চাৎ সর্পিঃপানং হিতং স্মৃতম্॥
হন্ত্যভুক্তবতা পীতমম্লং দধ্যপতানকম্।
মরিচেন সমাযুক্তং স্নেহবস্তিরথাপি বা॥

তৈল মর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং স্রোতো-বিশোধক ঘৃত পান, অপতানক রোগে হিত-কর। ভোজনের পূর্ব্বে শূন্যোদরে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত অম্লদধি পান অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে অপতানক রোগ বিনষ্ট হয়।

মরিচাদি নস্যম্।

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ ফণিজ্জকম্।
এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে॥

মরিচ, শজিনা-বীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, সমভাগে এই সকল চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে অপতন্ত্রক নষ্ট হয়।

মুস্তং কিণ্বতিলাঃ কুষ্ঠং সুরাহ্বং লবণং নতম্।
দধিক্ষীরচতুঃস্নেহৈঃ সিদ্ধং স্যাদুপনাহনম্॥

মুতা, কিণ্ব (সুরাবীজ), তিল, কুড়, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, দধি, দুগ্ধ ও চতুঃস্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা); এই সমুদায় সিদ্ধ করিয়া বাতরোগে উপনাহ (উষ্ণ পুলটিস্) দিবে।

অথাপতানকলক্ষণম্।

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ।
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্॥

অপতানক নামে আর এক প্রকার ব্যাধি আছে। তাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ ও সংজ্ঞালোপ হয় এবং কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ বাহির্গত হইতে থাকে। বায়ু যখন হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, তখন রোগী সুস্থ এবং যখন হৃদয়কে আক্রমণ করে, তখন পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হয়। অপতানক রোগ অতীব ভয়ঙ্কর।

অথ দণ্ডাপতানক-লক্ষণম্।

কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি।
দণ্ডবৎ স্তম্ভয়েদ্দেহং স তু দণ্ডাপতানকঃ॥

কুপিত বায়ু, অত্যন্ত কফযুক্ত হইয়া দেহস্থ ধমনী সকলকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডাপতানক নামে আর একপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। তাহাতে দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি-শক্তি রহিত হইয়া থাকে।

অথান্তরায়ামবাহ্যায়ামযোর্লক্ষণম্।

ধনুস্তুল্যং নমেদ্যস্তু স ধনুঃস্তম্ভসংজ্ঞকঃ।
অঙ্গুলীগুল্ফজঠর-হৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ॥
স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্।
বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্॥
অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবম্।
তদাভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী॥
বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।
অসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্॥
কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ।
কুর্য্যাদাক্ষেপকন্ত্বন্যং চতুর্থমভিঘাতজম্॥
গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ।
অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ॥

যে রোগে দেহ ধনুকের ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনুঃস্তম্ভ কহে। ইহা দ্বিবিধ; যথা—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম।

অতি কুপিত বেগবান্ বায়ু যখন অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, বক্ষঃস্থল (বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান), হৃদয় (বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে ২ অঙ্গুলি-পরিমিত স্থান) ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করে, তখনই মানব অভ্যন্তরে (ক্রোড়ে) নত হয়। ইহাকেই অভ্যন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগির চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ, হনু (চোয়াল) বদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন ও কফ উদ্গীর্ণ হয়। আর যদি ঐ বায়ু পশ্চাদ্‌ভাগে বাহ্যস্নায়ুসমূহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে মানব বহির্ভাগে পৃষ্ঠে নত হয়; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বাহ্যায়ামে বক্ষঃ, কটী ও উরুদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়। এই রোগ প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু স্বয়ং বা কফ-পিত্তান্বিত হইয়া অন্য একপ্রকার আক্ষেপ রোগ উৎপাদন করে। (জেজ্জড় তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) তাহাতে কফ-পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শৈত্য, শোথ ও গুরুত্বাদি-লক্ষণ সকলও উপস্থিত হইয়া থাকে। দণ্ডাদির অভিঘাত হেতু বায়ু কুপিত হইয়া আক্ষেপ রোগ আনয়ন করে, তাহাকে অভিঘাতজ আক্ষেপ কহে। আক্ষেপ চারি প্রকার; যথা—দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম এবং অভিঘাতজ। গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাতহেতু যে অপতানক উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য।

অথ তয়োশ্চিকিৎসা।

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে বিধেয়ার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া।

অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসার ন্যায় বাহ্যায়াম ও অন্তরায়ামের চিকিৎসা করিবে।

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে ধনুঃস্তম্ভে চ কুব্জকে।
যোজ্যং প্রসারণীতৈলং তেন তেষাং শমো ভবেৎ ॥
বাতব্যাধিষু সামান্যা যাঃ ক্রিয়াঃ কথিতাঃ পুরা।
কর্ত্তব্যা এব তাঃ সর্ব্বাস্তৈলমেতদ্বিশেষতঃ॥

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধনুঃস্তম্ভ ও কুব্জ রোগে প্রসারণীতৈল প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বে বাতব্যাধির যে সমস্ত সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, এই সকল রোগে সেই সমস্ত চিকিৎসা, বিশেষতঃ তৈল প্রয়োগ অত্যন্ত ফলদায়ক।

অথ পক্ষবধ-লক্ষণম্।

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাঃ স্নায়ূর্বিশোষ্য চ।
পক্ষমন্যতরং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্ ॥
কৃৎস্নার্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ।
একাঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ ॥
সর্ব্বাঙ্গরোগস্তদ্বচ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে॥
দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে।
শৈত্যশোথগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফান্বিতে।
শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ।
সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্॥

দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধ ভাগকে আক্রমণ ও তদ্ভাগস্থ শিরা এবং স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন) করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে। আর যদি ঐ দুষ্ট বায়ু সমস্ত শরীরকে আক্রমণ এবং সর্ব্ব শরীরস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবিশ্লেষপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন-প্রায় করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গরোগ কহিয়া থাকে।

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাতে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা; এবং কফযুক্ত হইয়া উহা আনয়ন করিলে তাহাতে শৈত্য, শোথ ও দেহের গুরুতা, এই সকল লক্ষিত হয়। বায়ু কফ-

পিত্তসংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে, তাহা সাধ্য; কিন্তু কেবলমাত্র বাত দ্বারা যে পক্ষাঘাত জন্মে, তাহা অতি কষ্ট সাধ্য; আর ধাতুক্ষয়-কুপিত-বায়ুজনিত যে পক্ষাঘাত, তাহা অসাধ্য।

অথ পক্ষবধ-চিকিৎসা।

পক্ষাঘাতসমাক্রান্তং স্নুতাক্তৈশ্চ বিরেচনৈঃ।
শোধয়েদ্ বস্তিভিশ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি॥

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগির পক্ষে উগ্র বিরেচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত হিতকর।

পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে চাপি ধনুঃস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে।
অন্যেষ্বপি চ সংরেকঃ শস্যতে তৈলগাহনম্॥

পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, ধনুঃস্তম্ভ, অপতন্ত্রক এবং অন্যান্য বাতরোগেও বিরেচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

মাষাদিক্কাথঃ।

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড-বাট্যালকশৃতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্॥
(হিঙ্গুসিন্ধূত্থে মাষিকে)

মাষকলাই, আলকুশী, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, ইহাদের কাথে হিং ও সেন্ধব প্রত্যেক ১ মাষা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারণ হয়।

গ্রন্থিকাদি তৈলম্।

গ্রন্থিকাগ্নিকণাশুণ্ঠী-রাস্নাসৈন্ধবকল্কিতম্।
মাষক্কাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি॥

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব, ইহাদের কল্কে ও মাষকলায়ের কাথে তৈল পাক করিয়া মৰ্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

মাষাদি তৈলম্।

মাষাত্মগুপ্তাতিবিষারুবুক-রাস্নাশতাহ্বালবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
চতুর্গুণে মাষবলাকষায়ে তৈলং শৃতং হন্তি হি পক্ষঘাতম্॥
অতিবিষা ইত্যত্র অতিরসেতি বা পাঠঃ। অতিরসা যষ্টিমধু ইতি বৃন্দ টীকা।

মাষকলাই, আলকুশী-মূল, আতইচ (কেহ বলেন—যষ্টিমধু), এরণ্ডমূল, রাস্না, শুলফা ও সৈন্ধব লবণ এই সকল কল্ক এবং তৈলের চতুর্গুণ মাষকলাই ও বেড়েলার কাথ, ইহাদের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া মৰ্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হইয়া থাকে।

অথার্দ্দিতস্য সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকলক্ষণম্।

উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি বা।
হসতো জৃম্ভতো বাপি ভারাদ্বিষমশায়িনঃ॥
শিরোনাসোষ্ঠচিবুক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ।
অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ॥
বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে।
শিরশ্চলতি বাক্সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্॥
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা।
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষো বেপথুর্নেত্রমাবিলম্॥
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ।
তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ॥
ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ।
ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ॥
গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বেষ্বাক্ষেপকাদিষু॥

নিরন্তর অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়ন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া এবং মস্তক নাসিকা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও নেত্রসন্ধিতে গমন করিয়া মুখকে অৰ্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত করে, এই জন্যই ইহাকে অৰ্দ্দিত রোগ কহে। এই রোগে মুখের অৰ্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্রীভূত হয় এবং শিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও নেত্রাদির বৈকৃত্য জন্মে এবং মুখের যে পার্শ্বে অৰ্দ্দিত হয়, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

প্রবল রোমাঞ্চ, কম্প, নেত্রের আবিলতা, ঊৰ্দ্ধবাত, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সূচীবেধবদ্ বেদনা, মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ এইগুলিও অৰ্দ্দিত রোগের লক্ষণ।

অৰ্দ্দিতরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অতি ক্ষীণ, নিমেষশূন্য ও কণ্ঠলগ্ন অব্যক্তভাষী অথবা কম্পমান হয়, কিংবা রোগ যদি গাঢ় অর্থাৎ

তিনবৎসরের অধিক দিনের হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে।

আক্ষেপকাদি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধিতে বায়ুর বেগ শান্ত হইলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ তাহার পীড়ার লাঘব হইয়া থাকে।

অথার্দ্দিত-চিকিৎসা।

অর্দ্দিতে নাবনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং তর্পণমেব চ।
নাড়ীস্বেদোপনাহাশ্চ পানূপপিশিতৈর্হিতাঃ॥

অর্দ্দিতাখ্য বাতব্যাধিতে নস্য, মস্তকে তৈলমর্দ্দন, তর্পণপ্রদান এবং আনূপ-মাংসের (কচ্ছপাদির মাংসের) নাড়ীস্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়। (একটি হাঁড়ীতে জল ও অনূপ-দেশোদ্ভব জন্তুর মাংস রাখিয়া, হাঁড়ির মুখে একখানি সচ্ছিদ্র-শরা চাপা দিবে এবং হাঁড়ির মুখ ও শরার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ি চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন হাঁড়ি হইতে বাষ্প উঠিয়া শরার ছিদ্র দিয়া বাহির হইবে, তখন একটি নলের একপ্রান্ত ঐ ছিদ্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিবে এবং অপর প্রান্ত দিয়া যে বাষ্প বহির্গত হইবে, তাহা অর্দ্দিত স্থানে লাগাইবে, এইরূপ স্বেদ-প্রয়োগের নাম নাড়ী-স্বেদ; নাড়ী অর্থাৎ নল।)

অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ।
ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ॥

অর্দ্দিত রোগে নবনীতের সহিত মাষ-কলায়ের পিষ্টক ভক্ষণের পর দুগ্ধ এবং মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া দশমূলের ক্বাথ পান করিবে।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং
খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ।
তস্যার্দ্দিতং নাশমুপৈতি শীঘ্রং
বৃন্দং ঘনানামিব মাতরিশ্বা॥

রশুন ছেঁচিয়া তিলতৈলের সহিত ভক্ষণ করিলে, বায়ু-প্রতিসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অর্দ্দিত রোগ দূরীভূত হয়।

স্নেহাভ্যঙ্গশিরোবস্তি-পাননস্যপরায়ণঃ।
অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তিকম্॥

স্নেহের অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্য ও ভোজনান্তে ঘৃত পান, এই সমুদয় ক্রিয়া দ্বারা অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

বলয়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতার্দ্দিতী পিবেৎ।
অর্দ্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ।
ঘৃতবস্তিপ্রসেকঞ্চ ক্ষীরবস্তিং তথৈব চ॥
জিহ্মীভূতাননো মূকো দাহবান্ যোঽর্দ্দিতী ভবেৎ।
কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্॥
কফঘ্নীঃ কফজে কুর্য্যাৎ ক্রিয়াঃ নিরবশেষতঃ।
বমনং শোথসংযুক্তে কুর্য্যাদ্বীক্ষ্য বলং ভিষক্॥

বাতজ অর্দ্দিতে বেড়েলা বা বৃহৎ পঞ্চ-মূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। পিত্তজ অর্দ্দিতে শীতল স্নেহপান, ঘৃতবস্তি ও দুগ্ধবস্তি উপকারী। অর্দ্দিত রোগে মুখের বক্রতা, বাক্‌শক্তিরাহিত্য ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বাতপিত্ত-নাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফজ অর্দ্দিত রোগে কফঘ্ন চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শোথসংযুক্ত অর্দ্দিতে রোগির বলা-বল বুঝিয়া বমন করান যাইতে পারে।

বলামাষাত্মগুপ্তাশ্চ রোহিষাখ্যং তথা তৃণম্।
এরণ্ডমূলমিত্যেষাং ক্বাথো হন্ত্যর্দ্দিতং গদম্॥
পক্ষাঘাতং বিশ্বচীঞ্চ বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধ-তৃণ ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথ পান ও নস্য-রূপে ব্যবহার করিলে অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে বিরেচন প্রশস্ত।

অথ হনুগ্রহস্য সনিদান-লক্ষণম্।

জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্ক-ভক্ষণাদভিঘাততঃ।
কুপিতো হনুমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনূ॥
করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্।
হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণম্॥

জিহ্বা-নির্লেখন (অধিক জিব্‌ছোলা), কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ ও আঘাতপ্রাপ্তি এই সকল

কারণে হনু-(চোয়াল)-মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া ঐ হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে। তাহাতে রোগী বিবৃতমুখ সংবৃত করিতে (বুজিতে) ও সংবৃত মুখ বিবৃত (হা) করিতে পারে না। ইহাকেই হনুগ্রহ কহে। এই রোগে রোগী অতি কষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা কহিতে পারে।

হনুগ্রহস্য চিকিৎসা।

ব্যাদিতাস্তে হনু স্বিন্নমঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্॥

বাতরোগে মুখ বিবৃত হইলে (হা হইয়া থাকিলে) হনুদেশে স্বেদ প্রদান এবং অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় দ্বারা হনুস্থান (গণ্ডাস্থ) চাপিয়া তর্জ্জনী-দ্বয় দ্বারা চিবুক (দাড়ি) উন্নমিত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে।

প্রস্তং সংগময়েৎ স্থানং স্তব্ধং স্বিন্নঞ্চ নাময়েৎ।
প্রত্যেকং স্থানদূষ্যাদি-ক্রিয়াং সর্ব্বত্র কারয়েৎ॥

হনু যদি প্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে; কিংবা যদি স্তব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বেদ প্রদান করিয়া নোয়াইবে; প্রত্যেক স্থলে স্থান-দূষ্যাদির উপযুক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অথ মন্যাস্তম্ভস্য নিদানপূর্ব্বকলক্ষণম্।

দিবাস্বপ্নাসমস্থান-বিবৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ।
মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ॥

দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিবৃত বা ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ, এই সকল কারণে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা-(গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ শিরাদ্বয়) স্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায় না।

মন্যাস্তম্ভস্য চিকিৎসা।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা।
রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে॥

মন্যাস্তম্ভে বৃহৎ পঞ্চমূল বা দশমূলের ক্বাথ, রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রশস্ত। (মন্যা—গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগস্থ শিরাদ্বয়)।

কুক্কুটাণ্ডদ্রবৈকৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতৈঃ।
গ্রীবাং সংমর্দ্দয়েৎ তেন মন্যাস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি॥

কুক্কুট-ডিম্বের দ্রবাংশ সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রীবা-দেশ মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ প্রশান্ত হয়।

কটুতৈলেনাভ্যঙ্গে লিপ্তে কল্কেন বাজিগন্ধায়াঃ।
শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তম্ভশূলং মহদপ্যনায়াসম্॥

সর্ষপতৈল মর্দ্দন এবং অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রীবাস্তম্ভ নিবারিত হয়।

অথ জিহ্বাস্তম্ভলক্ষণম্।

বাগ্বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ।
জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্ন-পানবাক্যেষ্বনীশতা॥

কুপিত বায়ু বাগ্বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বাস্তম্ভ করে। জিহ্বাস্তম্ভ রোগে রোগী পান, ভোজন ও বাক্যকথনে অক্ষম হয়।

জিহ্বাস্তম্ভ-চিকিৎসা।

বাতাদ্ বাগ্বহনীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষধারণম্॥

বায়ুর প্রকোপে বাগবাহিনী শিরা বিকৃত হইলে ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ-পদার্থের গণ্ডূষধারণ কর্ত্তব্য।

অথ কুব্জলক্ষণম্।

হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্।
ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুব্জমাদিশেৎ॥

কুপিত বায়ু হৃদয় কিংবা পৃষ্ঠদেশকে ক্রমশঃ উন্নত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুব্জরোগ বলে।

কুব্জ-চিকিৎসা।

বাতঘ্নৈর্দশমূলাদ্যৈ চ নবং কুব্জমুপাচরেৎ।
স্নেহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ॥
নবত্বং কুব্জস্য যাবদ্রুজাপুষ্টিকা বৃদ্ধিঃ ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

অল্পদিন জাত কুব্জরোগে দশমূল ও অন্যান্য বাতঘ্ন ঔষধ এবং স্নেহ প্রয়োগ ও মাংসের যূষ হিতকর। এই রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অসাধ্য জানিবে।

অথ শিরাগ্রহলক্ষণম্।

রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ।
রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরাগ্রহঃ॥

কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয়পূর্ব্বক গ্রীবাদেশস্থ শিরোধর যাবতীয় শিরাকে বিকৃত করিয়া শিরাগ্রহ রোগ উপস্থিত করে। ইহাতে ঐ শিরা সকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। (এই শিরাগ্রহ রোগে মস্তকেরও চালনাদি ক্রিয়া রহিত হয় বলিয়া কোন গ্রন্থকার ইহাকে শিরোগ্রহও বলিয়া থাকেন)। এই রোগ স্বভাবতই অসাধ্য।

শিরাগ্রহস্য চিকিৎসা।

শিরাগ্রহে * তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া।
দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।
শৃতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে॥

শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে শিরাগত-বাতনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে দশমূলের কাথ ও টাবালেবুর রস দ্বারা সাধিত তৈল মর্দ্দন ও শিরোবস্তি হিতকর।

অথ গৃধ্রসীলক্ষণম্।

স্ফিক্‌পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরু-জানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ।
গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্‌তোদৈর্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ।
বাতাদ্বাতকফাৎ তন্দ্রা-গৌরবারোচকান্বিতা॥

গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক্ (প্রোথ—নিতম্ব—পাছা) তদনন্তর যথাক্রমে কটি পৃষ্ঠ উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই রোগে বাতাধিক্য থাকিলে মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন এবং বাতকফাধিক্য থাকিলে উক্ত বাতলক্ষণ, অধিকন্তু তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে।

* শিরোগ্রহে ইতি পাঠান্তরম্।

অথ গৃধ্রসী-চিকিৎসা।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি ত্রিফলাকাথসংযুতম্।
মাসমেকং পিবেৎ প্রাতর্গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহম্॥

একমাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ প্রভাতে ত্রিফলার কাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়।

শেফালিকাদলকাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রঃ সমুদ্ধরেৎ॥
(অত্র শেফালিকা নিগুণ্ডী।)

মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দা পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসীরোগের শান্তি হয়।

এরণ্ডমূলং বিল্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা।
কষায়ো রুচকোপেতঃ পীতো বঙ্ক্ষণবস্তিগম্।
গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ॥

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ সচল-লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসীজন্য বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশের স্থায়ী বেদনা প্রশমিত হয়।

বৃহন্নিম্বতরোঃ সারো বারিণা পরিপেষিতঃ।
পীতঃ প্রণাশয়েৎ ক্ষিপ্রমসাধ্যামপি গৃধ্রসীম্॥

বৃহৎ নিম্ব বৃক্ষের সার জলে ঘষিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলী বলা রাস্না গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
পিবেদেরণ্ডতৈলেন গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুনুৎ॥

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গু রোগ বিনষ্ট হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
মাসমেকং প্রয়োগোঽয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ॥

এরণ্ডতৈল গোমূত্রের সহিত এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভ্যাং কৃষ্ণা পীতা সুচূর্ণিতা।
দীর্ঘকালোত্থিতাং হন্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্॥

গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল মিলিত ৪ তোলা, ৪ মাষা পরিমিত পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফবাত জন্য গৃধ্রসী বিনষ্ট হয়।

অশ্নাতি যো নরঃ সিদ্ধামেরণ্ডতৈলসাধিতাম্।
বার্ত্তাকুং গৃধ্রসীক্ষীণঃ পূর্ব্বামাপ্নোত্যসৌ গতিম্॥

এরণ্ডতৈলের সহিত সিদ্ধ বার্ত্তাকু সেবন করিলে গৃধ্রসী-পীড়িত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পিষ্টৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিশ্বং বা ফলং রুবোঃ।
পায়সং ভক্ষিতং সিদ্ধং গৃধ্রসীকটিশূলনুৎ।

দুগ্ধে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ত্বগ্‌রহিত শিলা-পেষিত ২ তোলা এরণ্ডবীজ অথবা ১ তোলা এরণ্ডবীজ ও ১ তোলা শুঁঠ দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

রাস্নায়াস্তু পলঞ্চৈকং কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্‌গুলোঃ।
সর্পিষা গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্বা গৃধ্রসীহরাম্॥

রাস্না ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ১০ তোলা মর্দ্দন করিয়া ঘৃত সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়। (অনুপান—গরম জল, মাত্রা ১ তোলা।)

গৃধ্রস্যাস্তং নরং সম্যক্ পাচনাদ্যৈর্বিশোধিতম্।
জ্ঞাত্বা নরং প্রদীপ্তাগ্নিং বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ॥

গৃধ্রস্যার্ত্ত ব্যক্তিকে পাচন ও বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে, তাহার অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে; তখন বস্তি প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

নাদৌ বস্তিবিধিং কুর্য্যাদ্ যাবদূর্দ্ধং ন শুধ্যতি।
স্নেহো নিরর্থকস্তস্য ভস্মন্যেবাহুতির্যথা॥

গৃধ্রসীরোগে প্রথমে ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পক্বাশয়ের উপরিস্থ আমাশয় যে পর্য্যন্ত বমন-বিরেচন দ্বারা বিশোধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। আমাশয় শোধিত না হইলে স্নেহ-বস্তি প্রদান, ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় বিফল হয়।

গৃধ্রস্যার্ত্তস্য জঙ্ঘায়াঃ স্নেহস্বেদে কৃতে ভৃশম্।
পদ্ভ্যাং নির্ম্মর্দ্দিতায়াশ্চ সূক্ষ্মমার্গেণ গৃধ্রসীম্॥
অবতার্য্যাঙ্গুলৌ সম্যক্ কনিষ্ঠায়াং শনৈঃ শনৈঃ
জ্ঞাত্বা সমুন্নতং গ্রন্থিং কণ্ডরায়াং ব্যবস্থিতম্॥
তং শস্ত্রেণ বিদার্য্যাশু প্রবালাঙ্কুরসন্নিভম্।
সমুদ্ধৃত্যাগ্নিনা দগ্ধ্বা লিম্পেদ্ যষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ॥
বিধ্যেচ্ছিরামিন্দ্রবস্তেরধস্তাচ্চতুরঙ্গুলে।
যদি নোপশমং গচ্ছেদ্ দহেৎ পাদকনিষ্ঠিকাম্॥

গৃধ্রসী-পীড়িত ব্যক্তির জঙ্ঘায় প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া পরে পাদ দ্বারা জঙ্ঘা মর্দ্দন করিবে এবং হস্ত দ্বারা গৃধ্রসীকে সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন করাইয়া ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আনিবে। তাহাতে সেই গৃধ্রসী তত্রস্থ কণ্ডরায় প্রবালাঙ্কুর সদৃশ উন্নত গ্রন্থির আকারে অবস্থিতি করিবে। তখন উহা শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু ও চন্দনের প্রলেপ দিবে। তৎপরে ইন্দ্রবাস্তর অধোভাগে ৪ অঙ্গুলি নিম্নে শিরা-বিদ্ধ করিবে। ইহাতেও যদি রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দগ্ধ করিবে।

তৈলং ঘৃতং বার্দ্রকমাতুলুঙ্গ্যো রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্বা।
কট্যুরুপৃষ্ঠত্রিকবস্তিশূল-গৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রদিষ্টঃ॥

আদা, টাবালেবুর রস, চুক্র এবং গুড় সমভাগে লইয়া তৈল কিংবা ঘৃত সহ সেবন করিলে কটী উরু পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিগত শূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ বিশ্বচী-লক্ষণম্।

তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যা কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।
বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী চেতি সোচ্যতে॥

বাহুর পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে যে সকল কণ্ডরা (মহতী শিরা) অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দূষিত করিয়া কুপিত বায়ু বাহুকে অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি-ক্রিয়া-রহিত করে। ইহাকেই বিশ্বচীরোগ কহে। ইহা কখন এক বাহুতে, কখন বা বাহুদ্বয়েই হইয়া থাকে।

অপবাহুক-লক্ষণম্।

অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংসবন্ধনম্।
শিরাশ্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়েদপবাহুকম্॥

অংস অর্থাৎ স্কন্ধদেশস্থিত কুপিত বায়ু স্কন্ধের বন্ধনস্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া অংস-শোষ রোগ উপস্থিত করে; ইহা বাতজ। আর ঐ স্কন্ধস্থিত বায়ু যদি শিরা সকলকে আকুঞ্চিত করে, তাহা হইলে অববাহুক রোগ উৎপন্ন হয়; এই রোগ কফবাতজ

তয়োশ্চিকিৎসা।

দশমূলীবলামাষ-ক্বাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্।
সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্বাচ্যামববাহুকে॥

বিশ্বাচী ও অববাহুক রোগে দশমূল বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের ক্বাথে তেল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া সায়ং ভোজনানন্তর উহা নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

মূলং বলায়াস্তথ পারিভদ্রং তথ অগুপ্তাস্বরসং পিবেদ্বা।
যুক্তো যো মাষরসেন নস্যং ভবেৎসৌ ক্রমমানবাহুঃ॥

* মাংসরসেনেতি বা পাঠঃ।

বেড়েলার মূল, পালিধা মাদারের মূল অথবা আলকুশীর স্বরস বা ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে কিংবা মাষকলায়ের (পাঠান্তরে—মাংস রসের) ক্বাথে তৈল ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য লইলে অববাহুক রোগ নষ্ট হয়।

বাহুশীর্ষগতে নস্যং পানঞ্চৌত্তরভক্তিকম্।
বস্তিকর্ম্ম ত্বধো নাভেঃ শস্যতে চারপাড়কঃ॥

কুপিত বায়ু বাহু ও শীর্ষগত হইলে নস্য ও ভোজনের পর ঘৃতাদি স্নেহপান এবং বায়ু নাভির অধোদেশগত হইলে বাস্তকর্ম্ম ও নস্য হিতকর।

বাহুশোষে পিবেৎ সর্পির্ভুক্ত্বা কল্যাণকং মহৎ॥

বাহুশোষে ভোজনের পর মহাকল্যাণক ঘৃত পান করিবে।

অথ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য লক্ষণম্।

বাতশোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ॥

কুপিত বায়ু ও দুষ্ট রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি বেদনাদায়ক শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ ক্রোষ্টুকের শীর্ষের ন্যায় অর্থাৎ শৃগালের মস্তক সদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য চিকিৎসা।

গুগ্‌গুলুং ক্রোষ্টুশীর্ষে তু গুড়ূচীত্রিফলাম্ভসা।
ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্বা বৃদ্ধদারকম্॥
রসৈস্তিত্তিরিমাংসস্য পাচেত্তু গুগ্গুলুসংযুতৈঃ।
বাতরক্তক্রিয়াভিশ্চ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্॥

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার এক পোয়া ক্বাথের সহিত (এরণ্ডক্বাথে বা ত্রিফলাক্বাথে যথাবিধি শোধিত ও এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দিত) গুগ্‌গুলু ২ তোলা, অথবা ৵০ অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ৪ তোলা এরণ্ডতৈল, কিংবা ৷৷০ অর্দ্ধসের গব্য দুগ্ধের সহিত বৃদ্ধদারক চূর্ণ পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ প্রশমিত হয়। তিত্তিরি পক্ষির মাংস-রসের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিলেও ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগের চিকিৎসা, বাতরক্তরোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে।

অথ খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণম্।

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্যদা।
খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সক্থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ॥

কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু যখন এক পায়ের উর্দ্ধ জঙ্ঘার কণ্ডরাকে (মহতী শিরাকে) আকর্ষণ করিয়া রাখে, তখন মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া), আর যখন দুইটি জঙ্ঘারই কণ্ডরাকে আক্ষেপ করে, তখন পঙ্গু হইয়া থাকে।

তয়োশ্চিকিৎসা।

উপাচরেদভিনবং খঞ্জং পঙ্গুমথাপি বা।
বিরেকাস্থাপনস্বেদ-গুগ্‌গুলুস্নেহবস্তিভিঃ॥

বিরেচন, নিরূহবস্তি, স্বেদ, গুগ্‌গুলু ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ দ্বারা অভিনব খঞ্জ এবং পঙ্গু রোগির চিকিৎসা করিবে।

অথ কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্।

প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥

যে ব্যক্তি গমন আরম্ভ করিবার সময় কাঁপিয়া কাঁপিয়া, পরে খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। এই রোগে সন্ধিস্থল সকল শিথিল হইয়া থাকে।

কলায়খঞ্জস্য চিকিৎসা।

ক্রমঃ কলায়খঞ্জস্য খঞ্জপঙ্গ্বোরিব স্মৃতঃ।
বিশেষাৎ স্নেহনং কর্ম্ম কার্য্যমত্র বিচক্ষণৈঃ॥

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গু চিকিৎসার ন্যায় করিবে। ইহাতে স্নেহনকার্য্য বিশেষরূপে করণীয়।

অথ বাতকণ্টক-লক্ষণম্।

রুক্‌পাদে বিষমন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা।
বাতেন গুল্‌ফমাশ্রিত্য তমাহুর্ব্বাতকণ্টকম্॥

উচ্চাবচ স্থানে পাদন্যাস নিবন্ধন বা অধিক শ্রমহেতু কুপিত বায়ু গুল্‌ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকেই বাতকণ্টক (খুড়ুকাবাত) কহে।

তস্য চিকিৎসা।

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব চ॥

বাতকণ্টক রোগে পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ, এরণ্ডতৈল পান বা অগ্নি-সন্তপ্ত সূচী দ্বারা দাহ ব্যবস্থেয়।

অথ পাদদাহ-লক্ষণম্।

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ।
বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ

পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত কুপিত বায়ু পাদদাহ রোগ উপস্থিত করে। নিয়ত ভ্রমণকারী ব্যক্তিরই পাদদাহ, প্রবলতর হইয়া থাকে।

পাদদাহ-চিকিৎসা।

বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ।
মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শৃতশীতেন বারিণা॥
চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে।
নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহ্নিনা পরিতাপিতৌ।
মুচ্যেতে চরণৌ ক্ষিপ্রং পরিতাপাৎ সুদারুণাৎ॥

পাদদাহ রোগের চিকিৎসা বাতরক্তের চিকিৎসার ন্যায় করিবে। শৃতশীতল জলে মসূরকলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পাদদাহ প্রশমিত হয়। অথবা পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে উগ্র পাদদাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

অথ পাদহর্ষ-লক্ষণম্।

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ।
পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপতঃ॥

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু পাদহর্ষ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পাদদ্বয় স্পর্শশক্তি-হীন ও রোমাঞ্চপ্রায় অর্থাৎ ঝিণিঝিণিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়, ইহাকেই পাদহর্ষ কহে। কিন্তু সচরাচর যে ঝিণিঝিণি বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা পাদহর্ষ অধিক-কালস্থায়ী।

পাদহর্ষ-চিকিৎসা।

পাদহর্ষে তু কর্ত্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ॥

পাদহর্ষরোগে কফবাত নাশক চিকিৎসা করিবে।

অথ মূক-মিন্মিন-গদ্গদানাং লক্ষণম্।

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ।
নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিন্মিনগদ্গদান্॥

কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী সকলকে আবৃত করিয়া মনুষ্যকে অক্রিয়ক অর্থাৎ হয় বোবা, না হয় খনা, না হয় গদ্গদভাষী করিয়া থাকে।

তেষাং চিকিৎসা।

কল্যাণকাবলেহঞ্চ ঘৃতং সারস্বতাদিকম্।
প্রদদ্যাদ্ভিষজো বুদ্ধা মূকমিন্মিনগদ্গদে॥

মূক, মিন্মিন ও গদ্গদ রোগ বিনাশের জন্য সারস্বত ঘৃত ও কল্যাণাবলেহ প্রদান করিবে।

অথ তূণী-প্রতিতূণী-লক্ষণম্।

অধো যা বেদনা যাতি বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা।
ভিন্দতীব গুদোপস্থং সা তূণীনাম নামতঃ॥
গুদোপস্থোত্থিতা যা তু প্রতিলোমং প্রধাবিতা।
বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূণীতি সোচ্যতে॥

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে যে বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্যদেশ ও উপস্থকে (লিঙ্গ বা যোনি) বিদারণবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া অধোগামিনী হয়, তাহাকে তূণী কহে।

তূণী-লক্ষণের বৈপরীত্য ঘটিলে, অর্থাৎ গুহ্যদেশ বা উপস্থ হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া, প্রবলবেগে উর্দ্ধাভিমুখে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে।

তূণীপ্রতিতূণী-চিকিৎসা।

তূণ্যাঞ্চ প্রতিতূণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ।।
পিবেৎ সস্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিগণ'ম্বুনা।
উষ্ণং বা রামঠক্ষার-প্রগাঢ়মথবা ঘৃতম্॥

তূণী ও প্রতিতূণীরোগে স্নেহবস্তি প্রশস্ত এবং পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ, স্নেহ (তৈল-ঘৃতাদি) ও লবণ-সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিবে, অথবা হিং ও যবক্ষারযুক্ত উষ্ণ ঘৃত সেবন করিবে।

অথাধ্মান-প্রত্যাধ্মান-লক্ষণম্।

সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্।
আধ্মানমিতি তং বিদ্যাৎ ঘোরং বাতনিরোধজম্॥
বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্।
প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্॥

বায়ুনিরোধ হেতু উদর অর্থাৎ পক্বাশয় স্ফীত, সবেদন ও গুড়গুড়শব্দবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে আধ্মান রোগ কহে। ইহা অতীব কষ্টদায়ক এবং এইরূপ বেদনা ও গুড়গুড় শব্দ বিশিষ্ট আধ্মানই যদি পক্বাশয় হইতে উত্থিত না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্ফীতি না জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। বায়ু কফাবৃত হইয়া এই প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপাদন করে।

তয়োশ্চিকিৎসা।

আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণি-তাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ।
দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিশ্চাপ্যত্র শোধনঃ॥

উদরাধ্মান রোগে লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উদরে তাপ প্রদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নির দীপক ও পাচক ঔষধ এবং শোধন-বস্তি প্রযোজ্য।

কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোন্মিতা।
খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
মধুনা শাণকমিতং লিহ্যাদাধ্মাননাশনম্॥

পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে আধ্মান প্রশমিত হয়।

প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে।
দীপনাদীনি যুঞ্জীত পূর্ব্ববদ্ বস্তিকর্ম্ম চ॥

প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, অগ্নির দীপক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

দারুষট্‌কলেপঃ।

দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
লিম্পেদুদরমপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্॥

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া উষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিলে শূল ও আধ্মান নিবারিত হয়।

অথাষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলয়োর্লক্ষণম্।

নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।
অষ্ঠীলাবদ্‌ঘনো গ্রন্থিরূর্দ্ধমায়ত উন্নতঃ।
বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্বহির্মার্গাবরোধিনীম্॥
এতামেব রুজোপেতাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্।
প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্॥

নাভির অধোভাগে সঞ্জাত সচল বা অচল, উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত, অষ্ঠীলাবৎ সংহতাবয়ব গ্রন্থি-বিশেষকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহাতে বাত মূত্র ও পুরীষের নিরোধ হইয়া থাকে। এই লক্ষণাক্রান্ত অষ্ঠীলাই যদি জঠরে তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। (উত্তরাপথে বর্ত্তুলাকার পাষাণখণ্ডকে অষ্ঠীলা কহে। কেহ কেহ কর্ম্মকারদিগের গোলাকার দীর্ঘ লৌহডাণ্ডীকেও অষ্ঠীলা কহিয়া থাকে)।

তয়োশ্চিকিৎসা।

প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলিকয়োরন্তর্বিদ্রধিগুল্মবৎ।
ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গ্বাদি-চূর্ণং কোষ্ণাম্ভসা হিতম্॥

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং বক্ষ্যমাণ হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জল সহ পান করিতে দিবে।

অথ বস্তিবাতস্য লক্ষণম্।

মারুতেঽবিগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।
বিকারা বিবিধাশ্চাত্র প্রতিলোমে ভবন্তি চ॥

বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) বায়ু অনুলোমগ থাকিলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নিঃসৃত হয়। এবং প্রতিলোমগ থাকিলে, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি নানাপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

বস্তিবাতস্য চিকিৎসা।

কার্য্যো বস্তিগতে বাতে বিধির্বস্তিবিশোধনঃ॥

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিশোধন চিকিৎসা করিবে।

বলামূর্ব্বাত্বচং চূর্ণং সসিতং কর্ষসম্মিতম্।
পিবেৎ কুড়বদুগ্ধেন মূহুর্মূত্রপ্রশান্তয়ে॥
পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং চূর্ণং চূর্ণং মৃতায়সঃ।
মধুনা সহ সংলীঢ়ং মুহুর্মূত্রপ্রশান্তিকৃৎ॥
যবক্ষারস্য চূর্ণন্তু সংযোজ্য সিতয়া সহ।
ভক্ষয়েন্নিয়তং তস্য প্রশমেন্মূত্রনিগ্রহঃ॥
কুষ্মাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুষস্য চ।
বস্তৌ সঞ্চারয়েৎ তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ॥
আমলকাশ্চ কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ।
তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ॥
মেহনস্যাথ যোনের্বা মুখস্যাভ্যন্তরে শনৈঃ।
ঘনসারযুতাং বর্ত্তিং ধারয়েন্মূত্রনিগ্রহে॥

বেড়েলা, মূর্ব্বা ও দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, চিনি সর্ব্বতুল্য। এই ঔষধ ২ তোলা পরিমাণে অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মুহুর্মূত্র নিবারিত হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও জারিত লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলেও মুহুর্মূত্র প্রশমিত হয়।

যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিত্য ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়।

কুমড়ার বা শশার বীজ, অথবা আমলকী বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়।

লিঙ্গ বা যোনির দ্বারমধ্যে কর্পূরের বর্ত্তি প্রবেশিত করিয়া রাখিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়।

অথ খল্লী-বেপথু-লক্ষণম্।

সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথুসংজ্ঞকঃ।
খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরু-করমূলাবমোটনী॥

বেপথু নামক এক প্রকার বাতব্যাধি আছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক কম্পিত হইতে থাকে। খল্লী (খাইল্ ধরা) নামক বাতব্যাধিবিশেষে পাদ, জঙ্ঘা উরু ও করমূলের অবমোটন (মোচড়ন) হয়।

তয়োশ্চিকিৎসা।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ।
সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্লীশূলনিবারণঃ॥

কুড় ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক, চুক্র ও তৈলের সহিত মিশ্রিত এবং সুখোষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খল্লী বেদনা (খাইল্ ধরা) প্রশমিত হয়।

খল্ল্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদমর্দ্দোপনাহনম্॥

খল্লীরোগে স্নেহ, কাঁজি ও লবণ দ্বারা স্বেদ, মর্দ্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

অথ ত্রিকশূলস্য লক্ষণম্।

স্ফিগস্থ্নোঃ পৃষ্ঠবংশাস্থ্নো যঃ সন্ধিস্তৎ ত্রিকং মতম্।
তত্র বাতেন যা পীড়া ত্রিকশূলং তদুচ্যতে॥

স্ফিক্ (পাছা) অস্থি ও মেরুদণ্ডের আস্থর সংযোগ-স্থানকে ত্রিক বলে। এই ত্রিকস্থানে বায়ুজন্য বেদনা জন্মিলে, তাহাকে ত্রিকশূল বলিয়া থাকে।

ত্রিকশূলস্য চিকিৎসা।

কারয়েদ্ বালুকাস্বেদং ত্রিকশূলে প্রযত্নতঃ।
বদ্ধাধস্তাৎ করীষাগ্নিং ধারয়েৎ সততং নরঃ॥

ত্রিকশূলে অতিযত্নের সহিত বালুকা-স্বেদ দিবে এবং রোগির পশ্চাদ্‌ভাগে সর্ব্বদা বিলঘুঁটের অগ্নি স্থাপন করিবে। (ত্রিক—মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন ভাগ।)

অথ বাতব্যাধীনাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি।

হনুস্তম্ভার্দ্দিতাক্ষেপ-পক্ষাঘাতাপতানকাঃ।
কালেন মহতা ঢ্যানাং যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা॥
নবান্ বলবতস্ত্বেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্।
বীসর্পদাহরুক্সঙ্গ-মূর্চ্ছারুচ্যগ্নিমার্দ্দবৈঃ॥
ক্ষীণমাংসবলং বাতা ঘ্নন্তি পক্ষবধাদয়ঃ।
শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতম্।
রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ নরং বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ॥

হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সকল রোগ যদি ধনবান্ ব্যক্তির হয় ও অতি যত্নের সহিত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে রোগের শান্তি হইতেও পারে, কদাচিৎ নাও বা হয়। কিন্তু রোগ সকল যদি অচিরোৎপন্ন ও নিরুপদ্রব হয় এবং রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে সাধ্য হইতে পারে।

বিসর্প, দাহ, বেদনাবিশেষ, মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল উপদ্রব থাকিলে, এবং রোগির বল-মাংস পরিক্ষীণ হইলে, পক্ষাঘাতাদি বাত-ব্যাধি প্রাণনাশক হইয়া থাকে। এবং শোথ, স্পর্শশক্তিলোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প, উদরাধ্মান ও বেদনাবিশেষ এই সকল উপদ্রব ঘটিলেও বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগির জীবন সংশয় জানিবে।

অথ প্রকৃতবাতলক্ষণম্।

অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ।
বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতম্॥

যাহার শরীরস্থ বায়ু, অব্যাহতগতি (অনবরুদ্ধমার্গ), স্বস্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ (অক্ষীণ ও অবৃদ্ধ) থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল অর্থাৎ একশত বিংশতি বৎসর পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দিশেৎ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ॥

এতদ্ব্যতিরিক্ত অনুক্ত বাতব্যাধি সমস্ত স্থানানুরূপ ও নামানুরূপ হয়; যথা—শূল-নিখাতবদ্ বেদনাস্থলে শূল, সূচীবেধবদ্ বেদনাস্থলে তোদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই অধিকারে বাতজনিত যতগুলি রোগ বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত রোগেই পিত্তাদিরও সংস্রব লক্ষ্য করিবে। অর্থাৎ পিত্তলক্ষণ দ্বারা পিত্তানুবন্ধ ও কফলক্ষণ দ্বারা কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে।

বাতব্যাধেঃ সাধারণ-চিকিৎসা।

স্বল্পরাস্নাদি-পাচনম্।

রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকস্ত্রিফলা তথা।
দশমূলপৃথক্শ্যামা-কাথো বাতাময়াপহঃ॥
অর্দ্দিতে চ শিরঃশূলে জ্বরেঽপস্মার এব চ।
মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্॥

রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ড, ত্রিফলা, দশমূল ও শ্যামালতা, ইহাদের কাথ বাতরোগাপহ। ইহাতে অর্দ্দিত, শিরঃশূল প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ সকল নিরাকৃত হয়।

মাষবলাদি-পাচনম্।

মাষবলাশূকশিম্বীক তৃণরাস্নাশ্বগন্ধোরুবুকাণাম্।
কাথো নস্তনিপীতো রামঠলবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ॥
অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তম্ভং সকর্ণনাদরুজম্।
দুর্জ্জয়মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্॥

মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধা মূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথে ২ রতি হিং ও।০ আনা সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নাসিকা দ্বারা পান করিলে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা এবং দুঃসাধ্য অর্দ্দিত রোগ এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

(প্রাচীন চিকিৎসকগণ নাসিকা দ্বারা পান না করাইয়া সাধারণ পাচনের মত ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন।)

শাল্বণ-স্বেদঃ।

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ॥
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাম্॥
বাতঘ্নো ভদ্রদার্ব্বাদিঃ কাকোল্যাদিস্তু সৌশ্রুতঃ।
মাংসেনাত্রৌষধং তুল্যং যাবতাম্লেন চাম্লতা॥
পটুঃ স্যাৎ স্বেদনার্থঞ্চ কাঞ্জিকাদ্যম্লমিষ্যতে।
চতুঃস্নেহোঽত্র তাবান্ স্যাৎ স্নিগ্ধত্বং যতো ভবেৎ॥
সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীতেতি বচনং সর্ব্বত্র গণকল্পিতে॥

সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ ও ভদ্রদার্ব্বাদি গণ (সমস্ত বা যথালাভ) এবং সুস্বিন্ন আনূপ মাংস (শূকরাদির মাংস), এই সকল দ্রব্য কাঁজি, সুবা ও তুষোদকাদি অম্লপদার্থে অম্লীকৃত, ঘৃততৈলাদি চতুর্ব্বিধ স্নেহে সুস্নিগ্ধ, প্রচুর লবণে লবণরসান্বিত এবং অগ্নিসন্তাপে অল্প সন্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ (উষ্ণ প্রলেপ) দিবে। ইহাকেই শাল্বণ-স্বেদ কহে। এই শাল্বণ-উপনাহে মাংসের পরিমাণ যত, কাকোল্যাদি গণোক্ত ও ভদ্রদার্ব্বাদি-গণোক্ত ঔষধের পরিমাণও তত হওয়া আবশ্যক এবং কাঞ্জিকাদি অম্ল, ঘৃতাদি স্নেহ ও লবণও এমন পরিমাণে লইতে হইবে যাহাতে উপনাহ অম্ল স্নিগ্ধ ও লবণ রস হয়।

সাধারণত চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিতরূপে শাল্বণ-স্বেদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগানী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরিয়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কিস্‌মিস্, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, অর্কমূল, গোক্ষুর,

তগরপাদুকা, মুতা, দারুচিনি, গাব্‌ভেরেণ্ডার মূল, রক্তকাঞ্চন ছাল, কয়েৎবেল, বাব্‌লার ছাল, গণিয়ারি, কাশের মূল, পাথরচূণার পাতা, সাচী শাক, শুল্‌টে (হুড়্‌হুড়ে), পুনর্নবা, কুড়, কাপাসবীজ, আলকুশীবীজ, শতমূল, বকছাল, তেউড়ীমূল, শঠী, ঝাঁটীমূল, শ্বেত-বেড়েলার মূল, যব, বদর, কুলথ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, শালপাণি, চাকুলে, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১ তোলা; বরাহমাংস অভাবে কূর্ম্মমাংস অভাবে ছাগমাংস ৫৪ তোলা; জল সমুদায়ের আটগুণ; পাতিলেবু, কাগ্‌জীলেবু, গোড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অম্লবেতস, কুল, দাড়িম, তেঁতুল প্রত্যেক ৬ তোলা, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ১৮ তোলা; ঘৃত ৵১০ পোয়া, তিলতৈল ৵১০ পোয়া, এরণ্ডতৈল ৵১০ পোয়া, কাঁজি ৵২ সের, দধি ৵২ সের

ষড়্‌ধরণো যোগঃ ।

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কটুকাতিবিষাভয়াঃ ।
মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড়্‌ধরণঃ স্মৃতঃ ॥
পলদশমাংশো ধরণং। যোগোঽয়ং সৌশ্রুতস্তস্তস্য মাষেণ পঞ্চগুঞ্জকমানেন প্রত্যহং দেয়ঃ।

(মেদঃকফাবৃতব্যাধিঃ মহাব্যাধিঃ। ষড়্‌ধরণ ইতি যস্মাৎ চিত্রকাদীনাং প্রত্যেকং ধরণং পলদশমাংশরূপং মানং যত্র স তথা। যোগোঽয়ং সৌশ্রুত ইতি কৃত্বা তস্য সুশ্রুতস্য পঞ্চগুঞ্জকমানেন মাষেণ যৎ পলং ভবতি তস্যৈব পলস্য দশমো ভাগঃ। তেন পঞ্চগুঞ্জকমানানুসারাৎ পলদশমাংশেন রক্তিদ্বয়াধিকসপ্তমাষকা ভবন্তি ষড়্‌ভির্ধরণৈশ্চ মিলিত্বা সরক্তিদ্বয়সপ্তমাষাধিককর্ষদ্বয়ং স্যাদিতি শিবদাসঃ।

চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ ও হরীতকী প্রত্যেক ৬ মাষা ২ রতি। মিলিত চূর্ণ ৪ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। এই যোগ সপ্তাহ সেবন করিলে মহাব্যাধি (মেদঃ কফাবৃত ব্যাধি) বিনষ্ট হয়। (এই ষড়্‌ধরণ যোগ সুশ্রুতোক্ত, তজ্জন্য সুশ্রুতের পরিমাণানুসারে (৫ রতিতে মাষা ধরিয়া) ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। পলের দশমাংশকে ধরণ বলে।)

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ ।

পলমর্দ্ধপলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরকসিন্ধূত্থ-সৌবর্চ্চলকটুত্রিকৈঃ ॥
চূর্ণিতৈর্ম্মাষকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।
যথাগ্নি ভক্ষিতং প্রাতরুবুকাথানুপানতঃ ॥
দিনে দিনে প্রযোক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্ ॥
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে।
ঊরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ ॥
কটিপৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুদরঞ্চ সুদারুণম্।
শ্রেষ্ঠো রসোনযোগস্তু হেমন্তে শিশিরে তথা ॥
প্রাবৃট্‌কালে বসন্তে চ মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শরন্নিদাঘয়োশ্চৈব নৈব দেয়ঃ কদাচন ॥
প্রাবৃট্‌কালে তু দাতব্যো বারিপূর্ণে মহীতলে।
সম্পূর্ণরসবীর্য্যোঽসৌ মাসে গ্রাহ্যশ্চ ফাল্গুনে ॥

উপরিস্থ আবরণ-ত্বক্‌-রহিত পেষিত রশুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া (৷৹ তোলা মাত্রায়) অগ্নিবল অনুসারে এরণ্ডমূলের কাথের সহিত এক মাস সেবন করিলে অর্দ্দিতাদি নানাবিধ বাতরোগ, ঊরুস্তম্ভ, ক্রিমিদোষ ও উদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে রসোনযোগ শ্রেষ্ঠ, প্রাবৃট্‌ ও বসন্তকালে মধ্যম এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অধম; অতএব শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা প্রয়োগ করিবে না। প্রাবৃট্‌কালে মহীতল বারিপূর্ণ হইলে রসোন প্রয়োগ করিবে। রসোন সকল ফাল্গুন মাসে রসপূর্ণ ও বীর্য্যবান্‌ হয় বলিয়া ইহা এই কালেই সংগ্রহ করিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ ।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী শতাবরী গোক্ষুরবৃদ্ধদারম্।
রাস্না শতাহ্বা সশটী যমানী সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্ ॥
তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে
দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধভাগম্।

অর্দ্ধাক্ষমাত্রস্তু ততঃ প্রয়োগাৎ
কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ ॥
মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ
ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি।
কটিগ্রহে গৃধ্রসিবাহুপৃষ্ঠে
হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে ॥
সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে
মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে।
রোগান্ জয়েদ্ বাতকফানুবিদ্ধান্
বাতেরিতান্ হৃদ্‌গ্রহযোনিদোষান্ ॥
ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে
ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥

(গুগ্‌গুলোরদ্ধভাগং ঘৃতম্। বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু যাবতা ঘৃতেন গুগ্‌গুলুপিষ্টনং ভবতি তাবদেব ঘৃতং গৃহ্নন্তি)।

আভা (বণিক্-দ্রব্য-বিশেষ) অভাবে লশুন, অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুলফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। গুগ্‌গুলু ১২ তোলা, ঘৃত ৬ তোলা (প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগ্‌গুলু মাড়িয়া লইতে হয়। যে পরিমিত ঘৃতে গুগ্‌গুলু মাড়া যায়, বৃদ্ধবৈদ্যগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন)। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান— মদ্য, মুদ্গাদির যূষ, দুগ্ধ, মাংসরস বা ঈষদুষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী ও বায়ুজনিত অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাদিগুগ্‌গুলুঃ।

পথ্যাবিভীতামলকীফলানাং
শতংক্রমেণ দ্বিগুণাভিবৃদ্ধম্।
প্রস্থেন যুক্তঞ্চ পলঙ্কষাণাং
দ্রোণে জলে সংস্থিতমেকরাত্রম্ ॥
অদ্ধাবশিষ্টং ক্বথিতং কষায়ং
ভাণ্ডে পচেৎ তৎ পুনরেব লৌহে।
অমুনি বহ্নেরবতার্য্য দদ্যাদ্
দ্রব্যাণি সংচূর্ণ্য পলার্দ্ধকানি ॥
বিড়ঙ্গদন্তীত্রিফলাগুড়ূচী-
কৃষ্ণাত্রিবৃন্নাগরকোষণানি।
যথেষ্টচেষ্টস্তু নরস্তু শীঘ্রং
হিমাম্বুপানানি চ ভোজনানি ॥
নিষেব্যমাণো বিনিহন্তি রোগান্
সগৃধ্রসীং নূতনখঞ্জতাঞ্চ।
প্লীহানমুগ্রং জঠরাগ্নিগুল্মং
পাণ্ডুত্বকণ্ডুবমিবাতরক্তম্ ॥
পথ্যাদিকো গুগ্‌গুলুরেষ নাম্না
খ্যাতঃ ক্ষিতাবপ্রমিতপ্রভাবঃ ॥
বলেন নাগেন সমং মনুষ্যং
জবেন কুর্য্যাৎ তুরগেণ তুল্যম্।
আয়ুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি চক্ষু-
র্বলং তথা পুষ্টিকরো বিষঘ্নঃ ॥
ক্ষতস্য সন্ধানকরো বিশেষাদ্
রোগেষু শস্তঃ সকলেষু তজ্জ্ঞৈঃ ॥

হরীতকী ১০০ একশত, বহেড়া ২০০ দুই শত, আমলকী ৪০০ চারিশত এবং গুগ্‌গুলু /২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ চৌষট্টি সের জলে একরাত্রি রাখিয়া পাক করিবে। ঐ ক্বাথ যখন অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় লৌহভাণ্ডে পাক করিবে; ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ দন্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ চারি তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ কালে যথেচ্ছ আহার ও শীতল জল পান কর্ত্তব্য। ইহাতে গৃধ্রসী, খঞ্জতা, প্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু, গাত্রকণ্ডু, বমি ও বাতরক্ত প্রশমিত হয় এবং রোগী হস্তির ন্যায় বলবান্ ও অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধে আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর জ্যোতিঃ, দেহের পুষ্টি, বিষনাশ ও ক্ষত-সন্ধান হয়।

চতুর্ম্মুখো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাদ্দ্বিহেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্ ॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য ত্রিফলামধুযোজিতম্ ॥
এতদ্রসায়নবরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলীপলিতনাশনম্ ॥

পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসবকারণম্।
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্॥
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্।
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা॥
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্।
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
জগতাঞ্চ হিতার্থায় চতুর্ম্মুখমুখোদিতঃ।
রসশ্চতুর্ম্মুখো নাম চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাষা, এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, পরে উদ্ধৃত করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও আয়ুষ্কর।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং লৌহমভ্রকম্।
তদর্দ্ধং কনকং খল্লে কন্যাম্বরসমর্দ্দিতম্॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলামধুসংযুতম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্॥
অপস্মারং মহোন্মাদং রোগান্ বাতসমুদ্ভবান্।
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করত ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ বাতসমুদ্ভব রোগের শান্তি হয়।

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যং গন্ধকতালকম্।
পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্কণম্॥
তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে॥
কর্ণাচূর্ণযুতঞ্চৈব মঞ্জিষ্ঠাক্বাথং পিবেদনু।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ॥
সপ্তাহাদ্ গৃধ্রসীং হন্তি দারুণং সান্নিপাতিকম্।
ক্রোষ্টুশীর্ষকবাতঞ্চাপ্যববাহুকসংজ্ঞকম্॥
মন্যাস্তম্ভমুরুস্তম্ভং হনুস্তম্ভং বিনাশয়েৎ।
পক্ষাঘাতাদিরোগেষু কথিতঃ পরমোত্তমঃ॥

পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারি ও সোহাগার খৈ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। পরে মুণ্ডিরী রসে (মুড়মুড়ে) ১ দিন ও নিসিন্দা-রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথে এক একটি বটী মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ।

সূতাভ্রতীক্ষ্ণকান্তানি তাম্রতালকগন্ধকম্।
স্বর্ণং শুণ্ঠী বলা ধান্যং কট্ফলকাভয়া বিষম্॥
পথ্যা শৃঙ্গী পিপ্পলী চ মরিচং টঙ্কণং তথা।
তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ॥
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ॥

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্ফল, হরীতকী, বিষ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; মুড়মুড়ে ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ উপশমিত হয়।

মহাবাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতাভ্রতীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ সূততালকগন্ধকম্।
ভার্গী শুণ্ঠী বলা ধান্যং কট্‌ফলকাভয়া বিষম্॥
সংপিষ্য চপলাক্কাথৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীম্।
বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ গুরুবাতগজাঙ্কুশঃ॥

শোধিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটী, শুঁঠ, শ্বেত বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া পিপ্পলীর ক্কাথে মর্দ্দন করত অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ রোগ উপশমিত হয়।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
বলা নাগবলাঃভীরু বিদারীকন্দমেব চ॥
কৃষ্ণধুস্তুরনিচুলং গোক্ষুরবৃদ্ধদারয়োঃ।
বীজং শক্রাশনস্যাপি জাতীকোষফলে তথা॥
কর্পূরঞ্চৈব কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্।
গৃহীত্বা চাষ্টমাংশেন স্বর্ণং পর্ণরসেন চ॥
বটিকাং খিন্নচণক-প্রমাণাং কারয়েদ্ ভিষক্।
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং পূর্ব্ববদ্‌গুণকারকঃ॥

কৃষ্ণ অভ্র ১ পল, পারদ ও গন্ধক উভয়ে অৰ্দ্ধ পল এবং বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণ ধুতুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধির বীজ, জায়ফল, জৈত্রী ও কর্পূর প্রত্যেক চূর্ণ ২ দুই তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ২ মাষা। পানের রসে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। চতুর্ম্মুখ রসের ন্যায় ইহার ফল জানিবে।

যোগেন্দ্ররসঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং শুদ্ধহাটকম্।
তৎসমং কান্তলৌহঞ্চ তৎসমঞ্চাভ্রমেব চ॥
বিশুদ্ধং মৌক্তিকঞ্চৈব বঙ্গঞ্চ তৎসমং মতম্।
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্॥
ততো রক্তিদ্বয়মিতাং বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যোগবাহী রসো হ্যেষ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥
বাতপিত্তভবান্ রোগান্ প্রমেহান্ বহুমূত্রতাম্।
মূত্রাঘাতমপস্মারং ভগন্দরগুদাময়ম্।
সোন্মাদমূর্চ্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতং হতেন্দ্রিয়ম্।
শূলাম্লপিত্তকং হন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
ত্রিফলারসযোগেন শুভয়া সিতয়াপি বা।
ভক্ষয়িত্বা ভবেদ্রোগী কামরূপী সুদর্শনঃ॥
রাত্রৌ সেব্যং গবাং ক্ষীরং কৃশানাঞ্চ বিশেষতঃ।
যোগেন্দ্রাখ্যো রসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়বিনির্ম্মিতঃ॥

রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল বা চিনির সহিত সেবনীয়। রাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পেয়। ইহা সেবনে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত, প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অনিলারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য
বাতারিনিগুণ্ডিরসৈর্দিনৈকম্।
নিবেশয়েৎ তাম্রময়ে পুটে তৎ
সকলং মৃদাবেষ্ট্য চ বালুকাখ্যে॥
যন্ত্রে পুটেদ্ গোময়চূর্ণবহ্নৌ
স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেৎ তৎ।
নিগুণ্ডিকাবাতহরাগ্নিতোয়ৈ
সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েৎ তৎ॥
রসোঽনিলারিঃ কথিতোঽস্য বল্লঃ সেব্যশ্চ তৈলেন সসৈন্ধবেন।
মরীচচূর্ণেন সসর্পিষা বা নিগুণ্ডিচিত্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্বা॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্র পাত্রে আবদ্ধ করত মৃত্তিকা দ্বারা প্রলেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে গোময়াগ্নিতে (ঘুঁটের আগুনে) পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতার রসে সাতবার করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ভাবনা দিয়া তিন রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত এরণ্ডতৈল; ঘৃতের সহিত মিশ্রিত মরিচচূর্ণ; অথবা ত্রিকটু-চূর্ণ-মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

রসরাজরসঃ।

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য ব্যোমসত্ত্বঞ্চ কার্ষিকম্।
তদর্দ্ধং কাঞ্চনং দেয়ং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্॥
লৌহং রূপ্যং মৃতং বঙ্গং বাজিগন্ধাং লবঙ্গকম্।
জাতীকোষং তথা ক্ষীর-কাকোলীঞ্চ তদর্দ্ধতঃ॥
কাকমাচীরসৈঃ পিষ্ট্বা পঞ্চগুঞ্জামিতা বটী।
ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে হনুস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে।
ধনুস্তম্ভেঽপতানে চ বাধির্য্যে মস্তকম্পনে॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু রসরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ॥০ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ ও চিনির জল। ইহা পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

চিন্তামণিরসঃ।

কর্ষৈকং রসসিন্দূরং কর্ষমেকং মৃতাভ্রকম্।
তদর্দ্ধং মৃতলৌহঞ্চ স্বর্ণং শাণং ক্ষিপেদ্বুধঃ॥
কন্যারসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ।
অনুপানাদিকং দদ্যাদ্ বুদ্ধ্বা দোষবলাবলম্।
হন্তি শ্লেষ্মান্বিতং বাতং কেবলং পিত্তসংযুতম্।
হৃল্লাসমরুচিং দাহং বান্তিং ভ্রান্তিং শিরোগ্রহম্॥
প্রমেহং কর্ণনাদঞ্চ জড়গদ্গদমূকতাম্।
বাধির্য্যং গর্ভিণীরোগমশ্মরীং সূতিকাময়ম্।
প্রদরং সোমরোগঞ্চ যক্ষ্মাণং জ্বরমেব চ॥
বলবর্ণাগ্নিদঃ সম্যক্ কান্তিপুষ্টিপ্রসাধনঃ।
চিন্তামণিরসশ্চায়ং চিন্তামণিরিবাপরঃ॥

রসসিন্দূর ও শোধিত অভ্র প্রত্যেক দুই তোলা, লৌহ এক তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্লেষ্মান্বিত অথবা পিত্তসংযুক্ত কিংবা কেবল বায়ু এবং হৃল্লাস, অরুচি, দাহ, বমি, ভ্রান্তি, শিরোগ্রহ, প্রমেহ, কর্ণনাদ, মূকতা, বধিরতা, গর্ভিণীরোগ, অশ্মরী, সূতিকা, প্রদর, সোমরোগ, যক্ষ্মা ও জ্বর নাশ হয়। ইহা বল, বর্ণ, কান্তি ও পুষ্টি সাধক।

বৃহদ্বাতচিন্তামণিঃ।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রৌপ্যমভ্রকম্।
লৌহং পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সংমিতম্॥
ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
রক্তিমাত্রা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
যথাব্যাধ্যনুপানেন নাশয়েদ্রোগসঙ্করম্।
বাতরোগং পিত্তকৃতং নবং বা চিরজম্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী কন্দর্পসমবিক্রমঃ।
দত্তঃ সিদ্ধজনশ্চায়ং বাতচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দূর সাত ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ব্যাধি বিশেষে অনুপান বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ বিবিধ ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

শীতারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবাবহ্নিরসৈর্বিভাব্য।
পত্রাকপত্রস্য রসেন পশ্চাদ্বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ॥
রসার্দ্ধভাগঞ্চ বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদগ্নিজলে ক্ষণং তৎ।
শীতারিসংজ্ঞস্য রসায়নস্য দ্বয়ঞ্চ সার্দ্ধং মরিচাদ্রকেণ।
মরীচচূর্ণেন ঘৃতাপ্লুতেন সেবেত মাংসঞ্চ ঘৃতঞ্চ পথ্যম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্নবা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া পাকা আকন্দ-পাতার আটগুণ রস সহ বালুকাযন্ত্রে পাক করত পারদের অর্দ্ধভাগ পরিমিত বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে চিতার রসে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। মরিচচূর্ণ ও আদার রস, কিংবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত সহ সেবন করিলে শীতবাত বিনষ্ট হয়। পথ্য—মাংস ও ঘৃত।

শীতবাতস্য লক্ষণম্।

হিমায়ন্তি চ গাত্রাণি রোমাঞ্চস্ফুরিতানি চ।
শিরোঽক্ষিবেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণম্॥

সর্ব্বাঙ্গহিম, রোমাঞ্চ, অঙ্গস্ফুরণ, মস্তকে ও চক্ষুতে বেদনা এবং আলস্য এই গুলি শীতবাতের লক্ষণ।

তালকেশ্বরো রসঃ।

একভাগো রসস্য স্যাৎ শুদ্ধতালৈকভাগিকঃ।
অষ্টৌ স্যুর্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকাং গুড়তশ্চরেৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতশ্ছায়ায়ামুপবেশয়েৎ।
তালকেশ্বরনামায়ং রোগোঽশেষবিনাশনঃ॥

রসসিন্দূর এক ভাগ, শোধিত হরিতাল এক ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর ছায়াতে উপবেশন করিবে। ইহাতে অশেষ বাতরোগ নাশ হয়।

সূচীভৈরবী।

(সূচীবাতে।)

তালগন্ধকরসাহিফেন-টঙ্কণব্যোষহিঙ্গুলম্।
পিষ্ট্বার্দ্রকরসৈঃ কুর্য্যাদ্বটিকাং মুদ্গমানতঃ॥
সা সেবিতা নিহন্ত্যাশু বাতশ্লেষ্মভবান্ গদান্।
গ্রহণীং বহ্নিমান্দ্যার্শঃ সূচীবাতং বিনাশয়েৎ॥

হরিতাল, গন্ধক, পারদ, অহিফেন, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু ও হিঙ্গুল ইহাদিগকে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্মজ রোগ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অর্শঃ নিবারিত হয়। ইহা শৈত্যক ও সূচীবাতের মহৌষধ। (যে বায়ু দ্বারা রোগীর অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়, সূচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেও রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হয় না, তাহাকে সূচীবাত বলে।)

আনন্দভৈরবঃ।

(বাতশ্লেষ্মণি)

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচঞ্চাষ্টৌ টঙ্গণস্য চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডেঃ খাদেৎ সোঽয়ং নিহন্ত্যমূন্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং রোগং মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব মেদোজং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ, মরিচ-চূর্ণ ৮ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৭ বার এবং অম্লদাড়িমের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা পানের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ এবং মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

বাতারিরসঃ।

রসো গন্ধো বরা বহ্নিশ্চ গুগ্গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
তত্রৈকভাগঃ সূতঃ স্যাদ্ গন্ধকো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিভাগা ত্রিফলা যোজ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ।
গুগ্গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলেন মর্দ্দিতঃ॥
ক্ষিপ্ত্বা তত্রোদিতং চূর্ণং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ।
গুটিকাং কর্ষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি॥
নাগরৈরণ্ডমূলানাং কষায়ং প্রপিবেদনু।
অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্॥
বিরেকপরিণামে তু স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।
বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নিত্যং নিষেবিতঃ।
মাসেন সকলান্ রোগান্ হরেৎ সুরবন্দিতঃ॥

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। প্রথমতঃ গুগ্গুলু ৫ ভাগ এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী এবং ত্রিফলাচূর্ণ ৩ ভাগ ও চিতামূল-চূর্ণ ৪ ভাগ মিশাইবে এবং ঐ এরণ্ডতৈল দ্বারা পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। ব্যবহার ১ মাস। অনুপান,—শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথ। প্রাতঃকালে ঔষধ-

সেবনের পর রোগির পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করাইবে। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ১ মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বায়ুজন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ গন্ধদ্রব্যকথনম্।

এলা চন্দনকুঙ্কুমাগুরু মুরা কক্কোলমাংসী শটী
শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভৃৎ ক্ষৌণীধ্রজোণীরকম্।
কস্তুরীনখপুতিতৈলজলমুক্ মেথীলবঙ্গাদিকম্
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু॥

তত্রান্তরে—
কুষ্ঠঞ্চ নলিকা পূতিরুশীরং শ্বেতচন্দনম্।
জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদঃ ফলম্॥
কক্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তুরিকা বচা।
সূক্ষ্মৈলাগুরু মুস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
শ্রীবাসঃ কুন্দুরুদে'ব-কুসুমং গন্ধমাতৃকা।
শিহ্লকো মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শটী॥
জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সতীরকম্।
এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ॥

এলাইচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গাদি এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে প্রদেয়।

তন্ত্রান্তরে—কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কাঁকলা, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, লতাকস্তুরী, বচ, ছোট এলাইচ, অগুরু, মুতা, কর্পূর, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরুখোটা, লবঙ্গ, গন্ধমাতৃকা, শিলারস, শুল্ফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শটী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা এই সকল গন্ধদ্রব্য যথানিয়মে তৈলে প্রদান করিতে হয়।

বাতহরতৈলানাং বিশেষমূর্চ্ছাবিধিঃ।

আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্॥
পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্॥

তৈলমূর্চ্ছার সাধারণ বিধি পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে। অগ্রে সেইরূপ মূর্চ্ছা ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরে আম, জাম, কয়েৎবেল, টাবালেবু ও বিল্ব এই সমুদায়ের পত্র (মিলিত) পাচ্য তৈলের অষ্টমাংশ, চতুর্গুণ জলে কাথ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই পল্লবকাথ দ্বারা বাতঘ্ন তৈল পুনঃ শোধন এবং গন্ধদ্রব্য সমূহ ক্ষালন ও শোধন করিবে।

স্বল্পবিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
বাতার্ত্তা লবণাশাশ্চ পীত্বা দৃঢতনুত্বচঃ॥
হৃৎপার্শ্বশূলে বাতাস্রে গলগণ্ডেঽর্দ্দিতে ক্ষয়ে।
শর্করাশ্মরিপাণ্ডুত্ব-কামলার্দ্ধাবভেদকে॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়েঽন্ত্রবৃদ্ধৌ চ জরাজর্জ্জরিতে হিতম্।
স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ॥
স্ত্রীণামশ্বতরীণাঞ্চ গর্ভস্থিতিকরং পরম্।
এতৎ তৈলবরঞ্চৈব বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

তিলতৈল চারি ।৪ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটীমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তির হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), কামলা, পাণ্ডু, অশ্মরী ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়ার নিবৃত্তি হইয়া দেহের বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের প্রসব-ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে এই তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক, তদ্দ্বারা প্রসববিঘ্ন নিবারিত হয়।

বিষ্ণুতৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ।

গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদাবশেষে পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং নিধাপয়েৎ।
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু ॥
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ যোজয়েৎ ॥
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ।
শতাবরীরসপ্রস্থং তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
অস্য তৈলস্য পকস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা ॥
তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ব্ববাতনিবারণম্।
আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবাঙ্গাবভেদকম্ ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চাপি নাশয়েৎ ॥
তৈলমেতদ্ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং মতম্ ॥
(চক্রদত্তেঽস্য মহানারায়ণতৈলমিতি সংজ্ঞা।)

তিলতৈল ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষ-চাকুলের মূল ও নীলঝাঁটিমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য দুগ্ধ ৴৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৴৮ সের, শতমূলীর রস ৴৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শান্তি এবং অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা গর্ভদোষ নাশ ও সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে।

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্।

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শটী।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা ॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দনকুঙ্কুমম্ ॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দনসৈন্ধবম্।
পর্ণী পর্ণী কুন্দুখোটী গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা ॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরসসমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ ॥
বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
ঊর্দ্ধবাতং তথা বাতমঙ্গুলিগ্রহমেব চ ॥
শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
হন্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জগতং তথা ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। জল ৩২ সের। কল্কার্থ—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, গুড়ত্বক্, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, সৈন্ধবলবণ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরুখোটী, গেটেলা ও নখী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ঊর্দ্ধগ বায়ু, অঙ্গুলিগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগতবায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং বাতিক পৈত্তিক সর্ব্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

নারায়ণতৈলম্।

বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ পাটলঃ পারিভদ্রকঃ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা ॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণীচতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে ॥
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ।
পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি ॥

অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥
বধিরা লল্লজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ।
অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি॥
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
এতৎ তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্॥

আজগব্যপয়সোর্যদ্যপি প্রায়েণ গুণসাম্যং তথাপি ছাগলক্ষীরেণ পক্কং তৈলমিদমনভিষ্যন্দি দোষত্রয়হরঞ্চ ভবতীতি প্রত্যেতব্যম্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারি-মূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগর-পাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। শতমূলীর রস ১৬ সের, গব্য কিংবা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পঙ্গুতা, অধো-বাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সকম্পন গতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভগ্রহণ-ব্যাঘাত নিবারণ হয়।

মধ্যমনারায়ণতৈলম্।

অশ্বগন্ধাং বলাং বিল্বং পাটলাং বৃহতীদ্বয়ম্।
শ্বদংষ্ট্রাতিবলা নিম্বং শ্যোনাকঞ্চ পুনর্নবাম্॥
প্রসারণীমগ্নিমন্থং কুর্য্যাদ্দশপলং পৃথক্।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ॥
তৈলাঢকেন সংযোজ্য শতাবর্য্যা রসাঢকম্।
প্রক্ষিপেৎ তত্র গোক্ষীরং তত্তৈলাচ্চতুর্গুণম্॥
পৃথক্ পলমিতৈঃ কল্কৈর্দ্রব্যৈরেভিঃ পচেদ্ভিষক্।
বচাচন্দনকুষ্ঠৈলা-মাংসীশৈলেয়সৈন্ধবৈঃ॥
অশ্বগন্ধাবলারাস্না-শতপুষ্পেন্দ্রদারুভিঃ।
পর্ণীচতুষ্টয়েনৈব তগরেণ প্রসাধয়েৎ॥
তৎ তৈলং ভোজনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ চ যোজয়েৎ।
পক্ষাঘাতং হনুস্তম্ভং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
কুব্জত্বং বধিরত্বঞ্চ গতিভঙ্গং কটীগ্রহম্।
গাত্রশোষেন্দ্রিয়ধ্বংসং শুক্রনাশং জ্বরক্ষয়ম্॥
অন্ত্রবৃদ্ধিং কুরণ্ডঞ্চ দন্তরোগং শিরোগ্রহম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ পঙ্গুত্বং বুদ্ধিনাশঞ্চ গৃধ্রসীম্॥
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বাতান্ হরেৎ সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়ান্।
অস্য প্রভাবাদ্ বন্ধ্যাপি নারী পুত্রং প্রসূয়তে॥
যথা নারায়ণো দেবো দুষ্টদৈত্যবিনাশনঃ।
তথেদং বাতরোগাণাং নাশনং তৈলমুত্তমম্॥

তিল তৈল ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা-মূল, রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, শালপাণি, চাকুলে ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ৮ আট তোলা। ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্বমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতী, কণ্ট-কারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দশপল অর্থাৎ ৮০ আশী তোলা, ছয় মণ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক মণ চব্বিশ সের জল থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ একমণ চব্বিশ সের। এই সমস্ত দ্রব্য এবং কল্কদ্রব্য সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভোজনে অভ্যঙ্গে পানে ও বস্তি ক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইলে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুব্জত্ব, বধিরতা, গতিভঙ্গ, কটীগ্রহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, শুক্রক্ষয়, জ্বর, যক্ষ্মা, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরো-গ্রহ, পার্শ্বশূল, পঙ্গুতা, বুদ্ধিনাশ, গৃধ্রসী প্রভৃতি এবং অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গগত নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। নারায়ণ যেমন দৈত্য-দিগের ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই তৈল সর্ব্ব-প্রকার বাতরোগ নষ্ট করে। অধিকন্তু এই তৈল প্রভাবে বন্ধ্যা নারীগণও পুত্রবতী হইয়া থাকে।

মহানারায়ণতৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা
শ্যোনাকবাট্যালকপারিভদ্রম্।
ক্ষুদ্রা কটিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং
মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্॥
মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং
প্রস্থং সমাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা
পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥
তৈলাঢকাভ্যাং সমমত্র দুগ্ধ-
মাজং বিদধ্যাদথবাপি গব্যম্।
এবঞ্চ দত্ত্বা বিপচেৎ সুবুদ্ধি-
র্দত্ত্বা রসঞ্চেব শতাবরীণাম্॥
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র
রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকুষ্ঠম্।
পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি
সিন্ধূত্থমাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ॥
শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করাণি
এলামঞ্জিষ্ঠা তগরং পত্রম্।
ভৃঙ্গাহ্বজীবর্ষভকৌ বলা পলাশং
শ্যোণাকবৃশ্চীরকচোরকাখ্যম্॥
এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈ-
স্তৈলোত্তমং সম্যক্ বিধিনা বিপক্বম্
কর্পূরকাশ্মীরমৃগাণ্ডজানাং
চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্॥
প্রক্ষেপকং [illegible] নারায়ণায়
দত্ত্বাং সুপূতং [illegible] কেচিৎ।
নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং
সর্বপ্রকারৈর্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্॥
অশ্বেষু [illegible]সাং পবনার্দ্দিতানা-
মেকাঙ্গ[illegible]ভবেপনানাম্।
যে পঙ্গব পীঠবিসর্পিণশ্চ
বাধির্য্যভগ্নক্ষয়পীড়িতাশ্চ॥
মন্যাহনুস্তম্ভশিরোরুজার্ত্তা
মুক্তাময়াস্তে নববর্ণযুক্তাঃ।
সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি
বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্॥
বাজোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং
সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতং।
শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে
বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনার্দ্দিতানাম্॥
জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে
উন্মাদকৌব্জাজ্বরকর্ষিতানাম্।
প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং
বপুঃপ্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম্॥
তৈলোপসেবী জরয়াভিমুক্তো
জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ্ যুবেব।
দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য
স্বয়ম্ভুবিভঙ্গানসুরৈঃ সুরাংশ্চ॥
নারায়ণেনাপি সুবৃংহণার্থং
স্বনাম তৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্॥

ক্বাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া ও পারুল ইহাদের মূল প্রত্যেক ৵২॥০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। শতমূলীর রস ৩২ সের। তিলতৈল ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁটেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাচকী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ—কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি মিলিত ৩ পল। এই মহানারায়ণ তৈল মূলোক্ত বহুবিধ বিকারের প্রশান্তি করিয়া থাকে।

মহানারায়ণতৈলম্।

তিলতৈলং সমাদায় চতুরাঢকসম্মিতম্।
পঞ্চপল্লবতোয়েন শোধয়েদ্ দোষশান্তয়ে॥
তত্রাজং দুগ্ধমথবা গব্যং তৈলসমং পচেৎ।
শতাবরীরসঞ্চাপি তৈলতুল্যং পচেদ্ভিষক্॥
দশমূলী বলা রাস্না শিগ্রূৎপলপুনর্নবাঃ।
শেফালিকা নাগবলা বলা চৈব প্রসারণী॥
অশ্বগন্ধা সহচরো দন্তমূলং করঞ্জকঃ।
খদিরং চন্দনং লোধ্রং বচাসনপলাশকম্॥
বকুলৈরণ্ডবরুণ শালমুষ্ককটঙ্কটাঃ।
শিরীষঃ শিখরী বাসা হিংস্রা জম্বূর্বিভীতকম্॥
কাঞ্চনারঃ কপিত্থশ্চ পারিভদ্রং প্রিয়ালকম্।
পাষাণভেদঃ সম্পাকো দ্রুক্ষিকা দাড়িমীফলম্॥

উডুম্বরঃ শাতলা চ কণ্টকা মালতী ত্বচম্।
মাগধীফলমূলঞ্চ যবকোলকুলত্থকম্ ॥
আত্মগুপ্তার্ককাপাস-বীজং বৎসাদনী স্নুহী।
কেতকীমূলধুস্তূর-লাঙ্গলীগর্দ্দভাণ্ডকম্ ॥
চিত্রকঞ্চ মহানিম্বং পঞ্চবল্কলমেব চ।
মুণ্ডীটঙ্কারীমুষলী-হংসপাদীবিশল্যকম্ ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তেন তৈলং পুনঃ পচেৎ ॥
ছাগো মেষশ্চ হরিণঃ এণশ্চ বহুশৃঙ্গকঃ।
শশঃ শল্যঃ শিবা গোধা সিংহো ব্যাঘ্রশ্চ ভল্লুকঃ ॥
খঙ্গো বরাহঃ খড়্গী চ মহিষো খাটবস্তথা।
কপির্বভ্রুর্বিড়ালশ্চ মূষকশ্চোরুদর্দ্দুরঃ ॥
বর্ত্তকস্তিত্তিরিলাবঃ খঞ্জরীটশ্চকোরকঃ।
উলূকো নীলকণ্ঠশ্চ বনকুক্কুট এব চ ॥
গৃধ্রশ্চ গরুড়ো হংসশ্চক্রঃ কারণ্ডবোঽপি চ।
কপোতঃ সারসঃ ক্রৌঞ্চো বকঃ পারাবতস্তথা ॥
রোহিতো মদ্গুরশ্চাপি শিলীন্ধ্রঃ শৃঙ্গকস্তথা।
ইল্লীশো গর্গরো বর্ম্মিরথ কাকঃ পিকোঽপি চ ॥
মহামৎস্যঃ কচ্ছপশ্চ শিশুমারশ্চ সাঙ্কুচিঃ।
মকরো ঘণ্টিকাকারস্তদভাবে তু গোধিকা।
যথালাভমমীষাঞ্চ ক্বাথং তৈলসমং পচেৎ ॥
রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকুষ্ঠ-পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি।
সিন্ধূত্থমাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করঞ্চ ॥
এলা সযষ্টী তগরাব্দপত্রং ভৃঙ্গোঽষ্টবর্গশ্চ বচা পলাশী।
স্থৌণেয়বৃশ্চীরকচোরকাখ্যং মূর্ব্বা ত্বচং কট্ফলপদ্মকঞ্চ ॥
মৃণালজাতীফলকেতকাখ্যং সনাগপুষ্পং সরলং মুরা চ।
জীবন্তিকোশীরবরাস্তথা দুরালভা বানরিকা নখশ্চ ॥
কৈবর্ত্তমুস্তার্জ্জুনতিক্তকাখ্যং বাতামখর্জ্জূরকতুম্বুরাশ্চ।
সধাতকীগ্রন্থিকপর্পটাশ্চ পটোলহেমাহ্বজয়ন্তিকাশ্চ।
ত্রায়ন্তিকালম্বুষশক্রবীজং প্রসারিনাভা ত্রিবৃতারুণা চ।
দ্রাক্ষাকণাদ্রোণপুনর্নবাশ্চ কৌন্তী ক্রিমিঘ্না হয়মারকশ্চ ॥

নীলোৎপলং পদ্মককারবীভ্যাং
রক্তানলো গোক্ষুরকঃ শূরশ্চ।
কক্কোলকালেয়কুসুম্ভপুষ্পং
তুরুষ্ককাশ্মীরকসিক্থকঞ্চ ॥
লবঙ্গকর্পূরবসালকাণ্ড-
কস্তূরিকা বালকমম্বরঞ্চ।
কল্কানমীষাং বিপচেৎ সুবৈদ্যঃ
পৃথক্ পৃথক্ কর্ষযুগোন্মিতানাম্ ॥
শুভে চ নক্ষত্রমুহূর্ত্তলগ্নে
সন্তোষ্য বিপ্রাংশ্চ ভিষগ্বরাংশ্চ।
সংপূজ্য নারায়ণনামধেয়ং
দেবং ত্রিনেত্রং জগতামধীশম্ ॥
পাত্রে তু হৈম্নঃ খলু রাজতে বা
তাম্রেঽথবা লৌহময়েঽপি রক্ষেৎ ॥

অভ্যঞ্জনেঽঞ্জনে নস্যে নিরূহে চাবগাহনে।
পানে চৈতদ্যথাব্যাধি প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তৈলমেতৎ প্রযোজিতম্।
অবশ্যং বাতজান্ ব্যাধীনশীতিমপি নাশয়েৎ ॥
এতস্যাভ্যাসতো জন্তোর্জরা জাতু ন জায়তে।
পতন্তি বলয়ো নৈব পলিতঞ্চ ন জায়তে ॥
নেত্রং তেজস্বি নিতরাং গরুড়স্যেব জায়তে।
নোচ্চৈঃশ্রুতির্ন বাধির্য্যং কর্ণনাদো ন জায়তে ॥
পাণিকম্পঃ শিরঃকম্পঃ প্রলাপশ্চ ন জায়তে।
বুদ্ধিভ্রংশো ন জায়েত তস্মাৎ কর্ম্মসু পাটবম্ ॥
যথা জলেন সিক্তস্য শাখিনঃ পল্লবাদয়ঃ।
বর্দ্ধন্তে ধাতবস্তদ্বদ্দেহিনোঽনেন নিত্যশঃ ॥
আমং গর্ভং ত্যজেজ্জাতু সূতিকারুগ্‌যুতা চ যা।
যা চ দুষ্প্রসবক্ষীণা তাভ্য এতদ্ধিতং পরম্ ॥
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং গর্ভপাতো ন জায়তে।
যোনিরোগাঃ প্রণশ্যন্তি প্রদরশ্চ প্রশাম্যতি ॥
অস্মাৎ তৈলবরাদন্যৎ কুত্রচিন্নাস্তি ভেষজম্।
বল্যং বৃষ্যং বৃংহণঞ্চ রসায়নমিদং মহৎ ॥
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈরভিহতান্ সুরান্।
ভিন্নান্ ভগ্নাস্থিকান্ বিদ্ধান্ পিচ্চিতান্ ব্যথয়ার্দ্দিতান ॥
দৃষ্ট্বা হিতায় দেবানাং নরাণাঞ্চাব্রবীদিদম্।
তৈলং নারায়ণো দেবো মহানারায়ণাভিধম্ ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৬৪ চৌষট্টী সের। পঞ্চপল্লবের অর্থাৎ আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেল এই পঞ্চপ্রকার বৃক্ষের পত্রের ক্বাথ ১৬ সের, তৈলের দোষ নিবারণ জন্য একত্র পাক করিবে। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, বচ, গন্ধপলাশী, গেঁঠেলা, শ্বেত পুনর্নবা, চোরক, মূর্ব্বা, দারুচিনি, কট্ফল, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মের মৃণাল, জাতীফল, কেয়ার মূল, নাগেশ্বর, সরলকাষ্ঠ, মুরামাংসী, জীবন্তী, বেণার মূল, ত্রিফলা, দুরালভা, আলকুশী-বীজ, নখী, কৈবর্ত্তমুতা, অর্জ্জুনছাল, চিরতা, বাদাম, খেজুর, ধনে, ধাইফুল,

পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, পটোল পত্র, ফল মূল ও পত্র সহ ধুতুরা, জয়ন্তী, বলাডুমুর, লজ্জালু, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, বাব্লার ছাল, তেউড়ীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, কিস্মিস্, পিপুল, দ্রোণ পুষ্পী, রক্ত পুনর্নবা, রেণুকা, বিড়ঙ্গ, করবীর মূল, নীলোৎপল, পদ্মমূল, কৃষ্ণজীরা, কলার মূল, চিতামূল, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, কঙ্কোল, কালিয়াকাষ্ঠ, কুসুমফুল, শিলারস, কুঙ্কুম, মোম, লবঙ্গ, কর্পূর, রসালকাণ্ড (সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ), লতাকস্তূরী, বালা ও অম্বর (গন্ধদ্রব্য বিশেষ), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ কর্ষ অর্থাৎ চারি তোলা। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ও শতমূলীর রস তৈলের সমান। কাথার্থ—দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, সজিনা, নীলোৎপল, পুনর্নবা, নিসিন্দা, গোরক্ষচাকুলে বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, ঝাঁটি, উলুমূল, ডহরকরঞ্জ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, লোধ, বচ, অসনকাষ্ঠ, পলাশ, বকুল, ভেরেণ্ডামূল, বরুণ-ছাল, রক্তশাল, পীতশাল, কট্কী, শিরীষ-ছাল, অপামার্গ, বাসক, গুড়কামাই, জামছাল, বহেড়া, কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, পালিধা-মান্দার, পিয়াল, পাষাণভেদী, সোন্দাল, দ্রাক্ষা, দাড়িম ফল, যজ্ঞডুমুর, চামরকষা, ঘৃত-কুমারী, মালতীফুল, দারুচিনি, পিপুল, পিপুল-মূল, যব, শুষ্কবদর, কুলথকলায়, আলকুশীমূল, আকন্দ, কার্পাস বীজ, গুলঞ্চ, মনসাসজ, কেতকীমূল, ধুতুরা, বিষলাঙ্গলিয়া, পাকুড়-ছাল, চিতামূল, ঘোড়ানিম, পঞ্চবল্কল (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেলছাল), মুণ্ডিরী, টেপারি, তালমূলী, গোয়ালে লতা এবং বিশল্যকরণী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক সের একপোয়া। মিলিত দ্রব্যের আটগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ছাগ, মেষ, হরিণ, এণ, বহুশৃঙ্গক, শশক, সজারু, শৃগাল, গোসাপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ঘোটক, বানর, বভ্রু, বিড়াল, ইন্দুর, বৃহৎ ভেক, বর্ত্তক, তিত্তিরি, লাব, খঞ্জন, চকোর, পেঁচা, ময়ূর, বন্যকুক্কুট, গৃধ্র, গরুড়, হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, কপোত, সারস, বক, বন্য কপোত, রোহিত মৎস্য, মদ্গুর মৎস্য শিলিন্দ মৎস্য, শিঙ্গী, ইলিস, গাগোর ও বার্ম্মি মৎস্য, কাক, পিক, মহামৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, সাঙ্কুচি, মকর, ঘন্টিকাকার (তদভাবে গোধিকা), ইহার মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ হয়, তাহাদের মাংস একমণ চব্বিশ সের, ছয়মণ ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া একমণ চব্বিশ সের থাকিতে নামাইবে।

এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে পাক করিয়া শুভনক্ষত্র ও শুভলগ্ন বিশিষ্ট দিনে দেবাদির পূজা করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল রাখিবে।

রোগানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসক এই তৈল গাত্রমর্দ্দনে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, নিরূহে, অবগাহনে ও পানে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল দ্বারা আশি প্রকার বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধার্থকতৈলম্।

শতাবরীস্ত নিষ্পীড্য রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ।
তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুগুণম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলা।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা চাংশুমতী তথা॥
রাস্না তুরগগন্ধা চ সমঙ্গা শারিবাদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী বচা চৈব তথা গন্ধর্বহস্তকম্॥
সিন্ধূদ্ভবং সমং দদ্যাদ্ বিশ্বভেষজমেব চ।
এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্ত্বাদ্রকরসং সমম্॥
কুব্জাশ্চ বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ।
মহাবাতেন যে ভগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে॥
তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্ধিবাতে চ শস্যতে।
যেষাং শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যেষাঞ্চ বিহ্বলা॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ।
অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম্॥
মাসমেকং পিবেদ্যস্তু যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ।
সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতং নরনারীহিতায় বৈ॥

তিলতৈল ৴৪ সের। শতমূলীর রস ৴৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদার রস ৴৪ সের। কল্কার্থ—শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী,

শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধব লবণ ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কুব্জতা, পঙ্গুতা ও একাঙ্গশোষ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

হিমসাগরতৈলম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
কুষ্মাণ্ডকরসপ্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা॥
শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ।
নারিকেলপয়ঃপ্রস্থে তিলতৈলস্য প্রস্থতঃ॥
কদল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থচতুষ্টয়ে।
পাচয়েৎ কর্ষমানস্তু কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরু।
মাংসী মুরাম্বুশৈলেয়ং যষ্টী দারু নখী বচা॥
পূতিকা পিণ্ডিকা পত্রং বুন্দুরুর্নলিকা তথা।
বরী লোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলাপত্রকেশরম্॥
লবঙ্গং জাতিকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শঠী।
চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
উচ্চৈঃ প্রপততো বায়োর্গজতো বাজিনস্তথা॥
উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গূনাং পীঠসর্পিণাম্।
একাঙ্গশোষিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গশোষিণাম্॥
ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রাণামত্যন্তক্ষয়রোগিণাম্।
হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্ব্বলানাং তথৈব চ॥
শোষিণাং লম্বজিহ্বানাং তথা মিন্মিনভাষিণাম্।
অত্যন্তদাহযুক্তানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্॥
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
হিমসাগরমাখ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ শাখাসাশ্রিতা যে স্থিতাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ॥

শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমলকী, শিমুল মূল, গোক্ষুর ও কদলামূল প্রত্যেকের রস ও নারিকেলের জল /৪ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের গ্রহণ করিবে। তিলতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, বচ, খটাশী, পিড়িংশাক-ফুল, তেজপত্র, কুন্দুরুখোটী, নালুকা শতমূলী লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, মৌরি, শটী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গন্ধদ্রব্য সকল যথালাভ নিক্ষেপ করিবে। ইহা বায়ুরোগে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈল মর্দ্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্ব্বল্য, লম্বজিহ্বতা, মিন্মিনভাষণ, গাত্রদাহ, শাখাগতবাতব্যাধি ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিকরোগ প্রশমিত হয়।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈলম্।

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্।
জলষোড়শিকে পক্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ॥
এতৎকাথে পচেৎ তৈলং দ্বাত্রিংশৎ পলমেব চ।
কল্কার্থং দীয়তে তত্র মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্॥
কুষ্ঠমেলা দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচা।
কঙ্কোলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৃঙ্গী তগরপাদিকা॥
গুড়ূচী মুদ্গপর্ণী চ মাষপর্ণী শতাবরী।
নাগজিহ্বা শ্যামলতা শতপুষ্পা পুনর্নবা॥
এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্ত্বা তৈলস্য পাচয়েৎ।
এতৎ তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম্॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্।
ক্ষীণশুক্রার্ত্তবানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ॥
রেতোবিকারং হন্ত্যাশু বায়ুমাক্ষেপসম্ভবম্।
মর্ম্মবাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকং তথা॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।
অপস্মারে মহোন্মাদে হিতং লেপে চ ভক্ষণে॥
শ্রীমদ্গাহননাথেন রচিতং বিশ্বসম্পদে॥
(জল-ষোড়শকে তৈলাৎ ষোড়শগুণে জলে ইত্যর্থঃ।)

তিলতৈল /৪ সের। কাথার্থ—বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাঁকলা পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা গুলফা ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকে

২ তোলা। ক্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীগণের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা শুক্রবিকার, মর্ম্মবাত, হিক্কা, শ্বাস, অপস্মার, উন্মাদ এবং আক্ষেপ ও গাত্রকম্পাদি নানা প্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়

বৃহচ্ছতপুষ্পাদিতৈলম্।

দ্বিভাগঃ শতপুষ্পায়া বচাসৈন্ধবয়োস্তথা।
ভাগৈকং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
রুবুমূলং দেবদারু রাস্নাং মধুককুষ্ঠকম্।
প্রসারণ্যাজিমাংসী চ ভল্লাতং করিপিপ্পলী॥
এষাং কল্কং সমাদায় পচেৎ তৈলং ভিষগ্বরঃ।
জলং চতুর্গুণং দত্ত্বা বাতরোগনিবর্হণম্॥
অসাধ্যে বাহুমূলে চ তথা চার্দ্ধাঙ্গভেদকে।
অভ্যঙ্গবস্তিবিধিনা সদ্যো নাশয়তি ধ্রুবম্॥

তিলতৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা ২ ভাগ, বচ দুই ভাগ, সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, রক্তচিতামূল, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, দেবদারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, শোধিত ভেলার বীজ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ ভাগ (এই সমস্ত কল্কদ্রব্যের মোট পরিমাণ ⁄১ সের)। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা অববাহুক, বাহুশোষ ও পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়।

বলা-তৈলম্।

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ।
যবকোলকুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা॥
অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ।
পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্॥
তথাগুরু সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারিবাম্॥
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥
তৎ সাধু সিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপি বা।
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সুগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥
বলাতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
যথাবলং ভিষঙ্মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ॥
যা চ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্।
ক্ষীণবাতে মর্ম্মহতেঽভিহতে মথিতেঽথবা॥
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ।
এতদাক্ষেপকাদীংশ্চ বাতব্যাধীন্ ব্যপোহতি॥
হিক্কাং কাসমধীমন্থং গুল্মং শ্বাসং সুদুস্তরম্।
ষণ্মাসানুপযুজ্যৈতদন্ত্রবৃদ্ধিমপোহতি॥
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ।
এতদ্ধি রাজ্ঞাং কর্ত্তব্যং রাজমাত্রাশ্চ যে নরাঃ॥
সুখিনঃ সুকুমারাশ্চ ধনিনশ্চৈব যে নরাঃ॥
(আবাপ্য মধুরং গণমিতি কাকোলাদিগণং কল্কীকৃত্যেতি শিবদাসঃ)।

তিলতৈল ⁄৪ সের, বেড়েলা-মূলের ক্বাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের ক্বাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঁঠ ও কুলথ কলায়ের ক্বাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ—কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, পিণ্ডতগর-মূল, শ্যামালতা, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল বাতাতপ-রহিত স্থানে সুবর্ণ, রজত বা মৃৎকলসে রাখিয়া দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার বাতব্যাধি বিশেষতঃ সূতিকা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণীপলশতং মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্।
পঞ্চাশৎ পলমানন্তু জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে হরেৎ ক্বাথং ক্বাথাংশং তিলতৈলকম্।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং গব্যং বা মাহিষং তথা॥
পূতিকরঞ্জস্তত্র শতাবর্য্যা রসস্তথা।
তৈলসমঃ প্রদাতব্যঃ পাচয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥
শতপুষ্পা কণা এলা কুষ্ঠঞ্চ কণ্টকারিকা।
শুণ্ঠী যষ্টী দেবদারু শালপর্ণী পুনর্নবা।
মঞ্জিষ্ঠা পত্রকং রাস্না বচা পুষ্করমূলকম্।
যমানী ভূতিকং মাংসী নির্গুণ্ডী চ তথা বলা॥
বহ্নিগোক্ষুরকঞ্চৈব মৃণালং বহুপুত্রিকা।
প্রতিকর্ষমিদং যোজ্যং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ॥
তৈলশ্রেষ্ঠং সমুদ্দিষ্টং পুষ্পরাজপ্রসারণীম্।
অভ্যঙ্গে যোজয়েৎ পানে নস্যকর্ম্মণি সর্ব্বদা॥
ভগ্নানাং খঞ্জপঙ্গূনাং শিরোরোগে হনুগ্রহে।
সমস্তান্ বাতজান্ রোগাংস্তূর্ণং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা মূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ সের, পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস /৪ সের। কল্কার্থ—শুল্‌ফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্।
কুট্টয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা।
অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে সমধিক্ষিপেৎ।
বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেষেহবতারিতম্।
কষায়সমমাত্রন্তু তৈলমত্র প্রদাপয়েৎ।
দধ্নস্তথাঢ়কং দত্বা দ্বিগুণঞ্চাম্লকাঞ্জিকাৎ॥
চতুর্গুণেন পয়সা জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চ ত্রিংশদ্ ভল্লাতকানি চ॥
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাচ্চিত্রকাচ্চ পলদ্বয়ম্।
যবক্ষারপলে দ্বে চ সৈন্ধবস্য পলদ্বয়ম্॥
সৌবর্চ্চলপলে দ্বে চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ম্।
প্রসারণীপলে দ্বে চ মধুকস্য পলদ্বয়ম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্মনিরূহণে॥
পানে নস্যে চ দাতব্যং ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি।
গৃধ্রসীমস্থিভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাম্।
ত্বগ্গতাশ্চাপি যে বাতাঃ শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে॥
জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠগতাশ্চ যে।
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ॥
প্রসারয়তি যস্মাৎ তু তস্মাদেষা প্রসারণী।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চ প্রহ্লাদিনী॥
এতেনান্ধকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ।
প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
অপনয়তি জরাং পলিতং
শোষয়তি রুজামুৎপাদয়তি তারুণ্যম্।
পক্ষাঘাতসর্ব্বাঙ্গহতং বাতগুল্মঞ্চ নাশয়তি।
এতদুপযুজ্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো ভবতি॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ—মূল-পত্র ও শাখা সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদুলিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের; অম্ল কাঁজি ৩২ সের; দুগ্ধ ৬৪ সের; কল্কার্থ—জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটী ৩০টা, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্জিষ্ঠা ২ পল গন্ধভাদুলিয়া ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থ প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারে নানাবিধ বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক পীড়া, গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

সপ্তশতিকপ্রসারণী-তৈলম্।

সমূলপত্রামুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্।
শতং গ্রাহ্যং সহচরাচ্ছতাবর্য্যাঃ শতং তথা॥
বলাশ্বগুপ্তাশ্বগন্ধা-কেতকীনাং শতং শতম্।
পচেচ্চতুর্গুণে তোয়ে দ্রবৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্॥
মস্তুমাংসরসং চুক্রং পয়শ্চাঢ়কমাঢ়কম্।
দধ্যাঢ়কসমাযুক্তং পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রব্যাণান্তু প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা।
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচম্॥
রাস্না সৈন্ধবপিপ্পল্যো মাংসীমঞ্জিষ্ঠযষ্টিকাঃ।
তথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ॥
শতপুষ্পা ব্যাঘ্রনখং শুণ্ঠীদেবাহ্বমেব চ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা ভল্লাতকং তথা॥
পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী।
নাতিপক্বং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ॥
যত্র যত্র প্রদাতব্যা তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
কুব্জানামথ পঙ্গুনাং বামনানাং তথৈব চ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ।
বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতোপহতচেতসাম্॥

স্ত্রীমদ্যক্ষীণশুক্রাণাং বাজীকরণমুত্তমম্।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্তে চৈব প্রযোজয়েৎ।
প্রযুক্তং শময়ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের (শরৎকালে উদ্ধৃত)। ঝাঁটিমূল ১২॥০ সের, শতমূলী ১২॥০ সের, বেড়েলা ১২॥০ সের, আলকুশী-মূল ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, কেয়ার মূল ১২॥০ সের, ইহাদের প্রত্যেককে ৪ গুণ জলে পাক করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। দধির মাত ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, চুক্র (গ্রহণীরোগোক্ত) ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দধি ১৬ সের। কল্কার্থ— তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুতা, গুড়ত্বক্, রাস্না, সৈন্ধব, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, শুল্ফা, নখী, শুঁঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলার মুটী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল যাহাতে খরপাক বা হীনপাক না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবে। ইহা ব্যবহারে কুব্জতা, পঙ্গুতা, বামনতা, অঙ্গশোষ, সন্ধিবাত ও রক্তবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম বা মদ্যপানে যাহাদের শুক্র ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই তৈল উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

একাদশশতিকমহাপ্রসারণীতৈলম্।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণিতুলাস্তিস্রঃ কুরণ্টাৎ তুলে
ছিন্নায়াশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো রাস্নাশিরীষাৎ তুলাম্।
দেবাহ্বাচ্চ সকেতকাদ্ শতশতে নিঃক্বাথ্য কুম্ভাংশিকে
তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বুকলসৌ দত্ত্বাঢকং মস্তুনঃ॥
শুক্তাচ্ছাগরসাদথেক্ষুরসতঃ ক্ষীরাচ্চ দত্ত্বাঢকং
পৃক্কাকর্কটজীবকাখ্যবিকসা-কাকোলিকাবক্ষুরাঃ।
সূক্ষ্মৈলাঘনসারকুন্দুসরলা-কাশ্মীরমাংসীনখৈঃ
কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বয়নিশা-কক্কোলকগ্রন্থিকৈঃ॥
চাম্পেয়াভয়চোচপুগকটুকা-জাতীফলাভীরুভিঃ
শ্রীবাসামরদারুচন্দনবচা-শৈলেয়সিন্ধূদ্ভবৈঃ।
তৈলাম্ভোদকটম্ভরাজ্ঞি নলিকা-বৃশ্চীরকচ্চোরকৈঃ
কস্তূরীদশমূলকেতকনত-ধ্যামাশ্বগন্ধাম্বুভিঃ॥
কৌন্তীতার্ক্ষ্যজশল্লকীফললঘু-শ্যামাশতাহ্বাময়ৈ-
র্ভল্লাতত্রিফলাব্জকেশরমহা-শ্যামালবঙ্গান্বিতৈঃ।
সব্যোষৈস্ত্রিপলৈর্ম্মহীয়সি পচেন্মন্দেন পাত্রেঽগ্নিনা
পানাভ্যঞ্জনবস্তিনস্তবিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ॥
সর্ব্বার্দ্ধাঙ্গগতং তথাবয়বগং সন্ধ্যস্থিমজ্জাশ্রিতং
শ্লেষ্মোত্থানথ পৈত্তিকাংশ্চ শময়েন্নানাবিধানাময়ান্।
ধাতূন্ বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং
বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি সুমহদ্ বন্ধ্যাং সুগর্ভপ্রদাম্॥
পীত্বা তৈলমিদং জরত্যপি সুতং সূতেঽমুনা ভূরুহাঃ
সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ।
ভগ্নাঙ্গাঃ সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবো হয়াঃ কুঞ্জরাঃ॥

তিলতৈল ৬৪ সের। ক্বাথার্থ—শাখা মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীত-ঝাঁটী ২০০ পল, গুলঞ্চ ২০০ পল, এরণ্ডমূল ২০০ পল, রাস্না ও শিরীষ মিলিত ১০০ পল, দেবদারু ও কেয়ার মূল মিলিত ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, (ছাগমাংস ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের), ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ— পিড়িংশাক, কাকড়াশৃঙ্গী, জীবনীয় দশক বা অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, আলকুশী-মূল, ছোট এলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরুখোটা, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, অগুরু, সুঁদি, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাঁকলা, গেটেলা, নাগেশ্বর (বা চাঁপার কলি), উশীর, গুড়ত্বক্, সুপারি, লতাকস্তূরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীত-খোটী, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, বচ, শৈলেয়, সৈন্ধব লবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাদুলের মূল (বা বিছুটীর মূল), নালুকা, শ্বেতপুনর্নবা, গন্ধশঠী, মৃগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুক, রসাঞ্জন, শল্লকী, মদনফল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, শুলফা, কুড়, ভেলার মুটী, ত্রিফলা, পদ্ম-কেশর, শ্যামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বাঙ্গগত, অর্দ্ধাঙ্গগত, অবয়বগত ও সন্ধিমজ্জা-

শ্রিত বাত, নানাবিধ পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ নষ্ট হইয়া দেহের বল বীর্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ হইয়া থাকে। (এই তৈলের জন্য ক্বাথপাক করিবার সময় ক্বাথদ্রব্য ও জল বিবেচনা মত যথেচ্ছ ভাগ করিয়া লইতে হয়।)।

অষ্টাদশশতিক-প্রসারণীতৈলম্।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্ ।
শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা ॥
কেতকীনাং শতঞ্চৈকং দশমূলাচ্ছতং শতম্ ।
শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ ॥
জলদ্রোণশতে পক্ত্বা শতভাগাবশেষিতম্ ।
তৈলস্তেন কষায়েণ কষায়দ্বিগুণেন চ ॥
সুবাক্তেনারনালেন দধিমস্তুচকেন চ ।
ক্ষীরশুক্তেক্ষুনির্য্যাস-ছাগমাংসরসাদিকৈঃ ॥
তৈলদ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ ।
দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥
ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী ।
বচা স্পৃক্কা প্রসারণ্যাঃ পিপ্পল্যা মূলমেব চ ॥
দেবদারু শতাহ্বা চ সূক্ষ্মৈলা ত্বগ্বালকম্ ।
কুঙ্কুমং মদমঞ্জিষ্ঠা তুরুষ্কং নখিকাগুরু ।
কর্পূরকুন্দুরুকশিলা লবঙ্গরক্তচন্দনম্ ।
কঙ্কোলং নলিকা মুস্তং কৃষ্ণাগুরু [illegible] ॥
শটীহরেণুশৈলেয়-[illegible] ।
ত্রিফলা কচ্ছুরা ভার্গী [illegible] ।
প্রিয়ঙ্গুশীরনলদং জীবকাদ্যং পুনর্নবা ।
দশমূলাশ্বগন্ধা চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনম্ ।
কটুকাজাতিপূগানাং ফলানি শল্লকী নখঃ ।
ভাগানর্দ্ধপলিকান্ দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাচ্যোঽয়ং তু প্রসারণী ।
প্রয়োগঃ ষড়্বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে ॥
অভ্যঙ্গাৎ ত্বগ্গতং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা ।
ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্ নস্যাদূর্দ্ধগতং তথা ॥
পক্বাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ সার্ব্বগাত্রিকে ।
এতদ্ধি বড়বাশ্বানাং কিশোরাণাং যথামৃতম্ ॥
এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং তথাপি ।
অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমাণা মহাদ্রুমাঃ ॥
সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ ।
বৃদ্ধোঽপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে ॥
ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি শীঘ্রং প্রসূয়তে ।
অপ্রজাঃ পুরুষো যস্তু সোঽপি শীঘ্রং লভেৎ সুতম্ ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি ।
সন্নিপাতসমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি ॥
এতেনাশ্বকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ ।
কৃত্বা বিংশোর্দ্ধপলিকাপি তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ ॥

তিলতৈল ৬৪ সের। ক্বাথার্থ—মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলে ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল, দশমূলের প্রত্যেকের ১০০ পল, বেড়েলা ১০০ পল, ঝাঁটিমূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, (মাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের)। কল্কার্থ—ভেলার মুটী, তগরপাদিকা, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, শটী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলের মূল, পিপুলমূল, দেবদারু, শুলফা, ছোট এলাইচ, গুড়ত্বক্, বালা, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কস্তুরী, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরু, হরেণু, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, নালুকা, মুতা, কৃষ্ণাগুরু, সুঁদি, তেজপত্র, গন্ধশটী, রেণুক, শৈলেয়, [illegible], কেতকী, ত্রিফলা (মিলিত), আলকুশীর মূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, জটামাংসী, জীবনীয়গণ (মিলিত), পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত), অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তুরী, জায়ফল, সুপারি, শল্লকী ও গন্ধরস ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল ছয় প্রকারে প্রযোজ্য। মর্দ্দনে ত্বগ্গত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে (ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া) সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে ঊর্দ্ধস্রোতোগত, বস্তিক্রিয়ায় পক্বাশয়স্থ ও নিরূহক্রিয়ায় সর্ব্ব দেহস্থ বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী। শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও ফলশালী হইয়া উঠে। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবার ন্যায় বলবীর্য্যশালী হয় এবং নিরপত্য নরনারী পুত্র লাভ করে। ইহা দ্বারা নানা প্রকার বাত-

লকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরখড়িকা, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত ৩ পল), চাকুন্দা বীজ, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয় গণ (মিলিত ৩ পল), ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। প্রথমতঃ এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। চোরহুলী, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা (কেহ বলেন, কুন্দরু খোটী), শৈলেয়, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, মৌরি, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, সিহ্লক, নবনীতখোটী, কাঠখড়ি, নালুকা, ছোটএলাইচ, কুন্দরুখোটী, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নখী (নখী এক প্রকার ডুমুরপত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় উৎপল সদৃশ ও তৃতীয় অশ্বখুরবৎ), তেজপত্র, শল্লকী, খটাশী, চাঁপার কলি, ময়না, ফল, রেণুক, পিড়িংশাক ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, এই সমুদয় কল্ক ও গন্ধোদকের সহিত তৈলের দ্বিতীয় পাক। গন্ধোদক সাধনের নিয়ম এই যথা—তেজপত্র, পত্রক (তেজপত্রসদৃশ পত্র-বিশেষ), বেণার মূল, মুতা, বেড়েলা-মূল প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২॥০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের। এই গন্ধজলের সহিত উপরি লিখিত দ্বিতীয় কল্ক পাক। পুনর্ব্বার এই গন্ধাম্বু ও চন্দনজলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কল্ক পাক। চন্দনাম্বু প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই; যথা—চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়, অথবা ঘৃষ্টচন্দন জলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও হয়। পূর্ব্বোক্ত গন্ধাম্বু ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক্, কালিয়া কাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেটেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গত্বক্, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১॥০ পল তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে; পশ্চাৎ মৃগনাভি ৬ পল ও কর্পূর ১॥০ পল প্রক্ষেপ দিবে। এই মহারাজপ্রসারণী তৈল রাজসেব্য, ইহার শক্তি অন্যান্য প্রসারণী তৈল অপেক্ষা অনেক প্রবল। (এই স্থলে শুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা যাইতেছে যথা—অন্নমণ্ড ৴৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ৴২ সের, গুড় ৴২ সের, অম্লমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ৴১ সের, আদা ৴২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, এই সমুদায় একত্র ঘৃতভাণ্ড মধ্যে ৮ দিন রাখিবে, পরে ইহার সহিত গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে, ইহাকে শুক্ত কহা যায়। (মহারাজপ্রসারণী তৈলে যে কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই শুক্ত লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই ৬৪ সের তৈলের সহিত পাক করিতে হয়।)

কুব্জপ্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণীশতং ক্ষুণ্ণং পচেৎ তোয়াঢ়কে শুভে।
পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাদ্ সকাঞ্জিকম্ ॥
দ্বিগুণঞ্চ পয়ো দত্ত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকাংস্তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বচাম্ ॥
শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং বারণপিপ্পলীম্।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ ॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ।
অশীতিং নরনারীণাং বাতরোগান্ ব্যপোহতি ॥
কুব্জস্তিমিতপঙ্গুত্বং গৃধ্রসীখুড়কার্দ্দিতম্।
হনুপৃষ্ঠশিরোগ্রীবা-স্তম্ভঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥

তিলতৈল ১৬ সের। কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য যথা—চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলার মুটী প্রত্যেক ২ পল। মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে

কুব্জতা, পঙ্গুত্ব, গৃধ্রসী, খুড়ুকবাত (গ্রন্থিবাত), অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগ এবং সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়।

মহাকুক্কুটমাংস-তৈলম্।

মাষস্যার্দ্ধাঢকং দেয়ং দশমূলাস্তুলার্দ্ধকম্।
বলামূলঞ্চ তস্যার্দ্ধং কেতকীনাং তথৈব চ॥
দক্ষমাংসপলত্রিংশজ্‌ঝিণ্টিকা পঞ্চবিংশতিঃ।
জলদ্রোণদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষং বতারিতে॥
তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
জীবনীয়ানি চাষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠা চব্যকটফলম্॥
ব্যোষং রাস্না কণামূলং মধুকং পুষ্করং তথা।
মাষাত্মগুপ্তে সৈরণ্ডা শতাহ্বা লবণত্রয়ম্॥
কৃষ্ণাশ্বগন্ধা হ্যমৃতা যমানীন্দ্রবরী শটী।
নাগরং মাগধী মুস্তং বর্ষাভূ রজনীদ্বয়ম্॥
শতাবরী বৃহত্যৌ চ এতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ।
পক্ষাঘাতেষু সর্ব্বেষু অর্দ্দিতে চ হনুগ্রহে॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ গৃধ্রস্যামববাহুকে।
বাধির্য্যে কর্ণনাদে চ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
দণ্ডাপতানকে চৈব মন্যাস্তম্ভে বিশেষতঃ।
হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
অন্ত্যং মাংসপ্রদক্ষৈণ শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
অণ্ডবৃদ্ধ্যান্ত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই ৴৪ সের, দশমূল ৬৷০ সের, বেড়েলা-মূল ২৫ পল, কেতকীমূল ২৫ পল, কুক্কুটমাংস ৩০ পল, ঝাঁটিমূল ২৫ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কট্‌ফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুল-মূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায়, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, বিট্, সৈন্ধব ও সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

নকুলতৈলম্।

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুষ্পিকা।
যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী॥
সৌবর্চ্চলকাজমোদা বচা সড়্‌গ্রন্থিকা তথা।
গ্রন্থিকং শৈলজং মাংসী বর্ত্তবেষাং পৃথক্ পৃথক্।
বিনীয় পাচয়েৎ তৈল-প্রস্থং রুবুনমুত্তমম্॥
প্রস্থে নকুলমাংসস্য ক্বাথে চ দশমূলজে।
প্রস্থে চ কাঞ্জিকস্যাপি মস্তুপ্রস্থে তথৈব চ।
সিদ্ধং তৈলমিদং হন্তি কম্পবাতং সুদারুণম্॥
হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ।
আমবাতং সশূলঞ্চ সঙ্কোচকবসংযুতম্॥
পানাভ্যঞ্জনবস্তিভির্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
আঢ্যবাতং কটীপৃষ্ঠ জানুজঙ্ঘাশ্রিতং তথা॥
সন্ধিস্থং বাতমাখেব জয়েন্নকুলসংজ্ঞকম্।
হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষয়া॥
বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুজ্‌ঝিতম্।
বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েদাশু দেহিনাম্॥

নকুলমাংস ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের; দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কাঞ্জি ৴৪ সের, দধির মাত ৴৪ সের, এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধব লবণ, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচল লবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, গেটেলা (কেহ কেহ বলেন পিপুলমূল), শৈলজ ও জটামাংসী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুকম্প, আমবাত, উরুস্তম্ভ, সন্ধিবাত ও অন্যান্য নানাবিধ পীড়া উপশমিত হয়। ইহা কম্পবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাষতৈলম্।

মাষাতসীযবকুরুণ্টককণ্টকারী-
গোকণ্টটুণ্টুকজটাকপিকচ্ছুতোয়ৈঃ।
কার্পাসকাস্থিশণবীজকুলত্থকোল-
ক্বাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি॥

শুণ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ
সৈরেয়মূলসপুনর্নবয়া সরণ্যা।
রাস্নাবলামৃতলতাকটুকৈর্বিপক্বং
মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্॥
অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানকমাঢ্যবাত-
মাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্।
নস্তেন বস্তিবিধিনা পরিষেচনেন
হন্যাৎ কটীজঘনজানুরুজশ্চ সর্ব্বাঃ॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলায়, মটর, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোণামূল ও আলকুশীবীজ ইহাদের ক্বাথ। কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলথকলাই, কুলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ও ছাগমাংসের ক্বাথ মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা, ভেরেণ্ডামূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও মরিচ মিলিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অববাহুক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, উরুস্তম্ভ, ভুজকম্প, শিরঃকম্প এবং অন্যান্য নানাবিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

স্বল্পমাষতৈলম্।

মাষপ্রস্থং সমাবাপ্য পচেৎ সম্যগ্ জলাঢ়কে।
পাদশেষে রসে তস্মিন ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্।
জীবনীয়ানি যাষ্ট্যৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবাম্॥
রাস্নাত্মগুপ্তা মধুকং বলা ব্যোষত্রিকণ্টকম্।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বচ্যামববাহুকে॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুল্‌ফা, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কর্ণশূল ও শ্রবণশক্তির হীনতা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহন্মাষতৈলম্।

মাষবাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে।
যবকোলকুলত্থানাং ছাগমাংসভবে পৃথক্॥
প্রস্থে তৈলস্য চ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
রাস্নাত্মগুপ্তাসিন্ধূত্থ-শতাহ্বৈরণ্ডমুস্তকৈঃ॥
জীবনীয়বলাব্যোষৈঃ পচেদক্ষসমৈর্ভিষক্।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহুশোষেঽববাহুকে॥
বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে।
বিশ্বচ্যামর্দ্দিতে কুব্জে গৃধ্রস্যামপতানকে॥
বস্ত্যাভ্যঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রয়োজয়েৎ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
ক্বাথপ্রস্থাঃ ষড়েবাত্র বিভক্তাস্তেন দর্শিতাঃ॥
(তৈলেন সহ সপ্তপ্রস্থমিতত্বাদস্য সপ্তপ্রস্থমাষ-তৈলমিতি সংজ্ঞান্তরম্।)

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মাষকলাই /১ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; রাস্না /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দশমূল মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; যবতণ্ডুল, কুলশুঁঠ ও কুলথকলাই মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; ছাগমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব লবণ, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয়গণ, বেড়েলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুশোষ, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণশূল, কর্ণনাদ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

মহামাষ-তৈলম্।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্ দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবতারিতে।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥

আত্মগুপ্তা রুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রককট্‌ফলম্ ॥
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুকসৈন্ধবম্।
দেবদারুর্ম্মৃতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী ॥
এতৈরক্ষসমৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে বাধির্য্যে হনুসংগ্রহে ॥
কর্ণমন্যাশির শূলে তিমিরেচ ত্রিদোষজে।
পাণিপাদশিরোগ্রীবা-ভ্রমণে মন্দচংক্রমে ॥
কলায়খঞ্জে পাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্তে কর্ণাক্ষিপূরণে।
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্ ॥

তিলতৈল ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—শ্লথ পোটুলীবদ্ধ মাষকলাই ⁄৪ সের, দশমূল ⁄৬।০ সের, শ্লথ পোটুলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩০ পল, এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ষোল সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। দুগ্ধ ষোল ১৬ সের। কল্কার্থ—আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ, জীবনীয় বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধ, বচ, শটী প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, শিরঃশূল, হস্তপদাদির কম্প, গৃধ্রসী, অববাহুক ও অন্যান্য নানা প্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা পান, বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও নস্যাদিতে প্রয়োগ করিবে।

নিরামিষ-মহামাষ-তৈলম্।

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রিশেষিতে।
তদ্বন্মাষাঢ়ককাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃসমে ॥
কল্কৈরেভিশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
অশ্বগন্ধা শটী দারু বলা রাস্না প্রসারণী ॥
কুষ্ঠং পরুষকং ভার্গী দ্বে বিদ্যা যৌ পুনর্নবা।
মাতুলুঙ্গফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকা ॥
শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্ ॥
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ।
নস্যাভ্যঞ্জনপানেষু নবনেষু প্রশস্যতে ॥
পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে সাপতন্ত্রকে।
অববাহুকবিশ্বাচ্যোঃ খাঞ্জ্যপাঙ্গুল্যয়োরপি ॥
শিরোমন্যাগ্রহে চৈব অধিমন্থে চ বাতিকে।
শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে চ দারুণে।
কলায়খঞ্জশমনে. ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ ॥

তিলতৈল ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মাষকলাই ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধভাদুলে, কুড়, পরুষফল (ফল্‌সা), বামুনহাটী, কৃষ্ণ ভুমিকুষ্মাণ্ড, ভুমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গ লেবু, কৃষ্ণজীরা, হিং, শুল্‌ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয় গণ ও সৈন্ধব, মিলিত ⁄১ সের। এই তৈল বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অববাহুক, বিশ্বাচী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়।

মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাসতৈলঞ্চ।

জিঙ্গীচোরকদেবদারুসরলব্যাঘ্রীবচাচেলক-
ত্বক্‌পত্রৈঃ সহ গন্ধপত্রকশটীপথ্যাক্ষধাত্রীঘনৈঃ।
এতৈঃ শোধিতসংস্কৃতৈঃ পলযুগোন্মানাত্তয়া সংখ্যয়া
তৈলপ্রস্থমবস্থিতৈঃ স্থিরমতিঃ কল্কৈঃ পচেদ্‌গান্ধিকৈঃ ॥
মাংসীমুরাদমনচম্পককুন্দনীত্বগ-
গ্রন্থিস্পৃক্কনখরুবকৈর্দ্বিপলৈঃ সপৃক্কৈঃ।
শ্রীবাসকুন্দুরুকনলীনলিকামিষীণাং
প্রত্যেকতঃ পলযুগাজ্জ্য পুনঃ পচেৎ তু ॥
এলালবঙ্গচলচন্দনজাতিপত্রি-
কক্কোলকাগুরুলতাগুণ্ঠনৈঃ পলার্দ্ধৈঃ।
কস্তুরিকাক্ষসহিতামলদাপ্তিযুক্তৈঃ
পক্বস্তু মন্দশিখিনৈব মহাসুগন্ধম্ ॥
পদস্থিকেন চান্দেন যদ্বৎ কর্পূরমিষ্যতে।
প্রাগুক্তৌ শুদ্ধিসংস্কারৌ গন্ধানামিহ তৈঃ পুনঃ ॥
দ্বিগুণৈর্লক্ষ্মীবিলাসং স্যাদয়ং তৈলসত্তমঃ।
পঞ্চপল্লবসংপাচ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধধারিণা ॥
তৃতীয়োঽপি চ তেনৈব পাকো বা ধূপিতাম্বুনা ॥
তৈলযুগ্মমিদং হন্তি বিকারান্ বাতসম্ভবান্।
রূপয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্ ॥

(পঞ্চস্থিকেনেতি পঞ্চধাবিভক্তস্ত কস্তুরীকস্তৈকো ভাগো রক্তিদ্বয়াধিকত্রিমাষকো ভবতি। তথা মানেন

কর্পূরস্য দ্বৌ ভাগৌ ; কিংবা অর্দ্ধেন কস্তূরীকর্ষাৎ কর্পূরস্যাষ্টৌ মাষকাঃ।)

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচ্‌কী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কেহ বলেন, নখী), বচ, গুবাক বৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, মুতা, প্রত্যেক ২ পল ; এই গন্ধকল্ক দ্বারা প্রথম পাক করিবে। জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্‌, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পোড়ংশাক প্রত্যেক ২ পল ; গন্ধবিরজা, কুন্দুরুখোটী, নখী, নালুকা, মৌরি প্রত্যেক ১ পল ; ইহা দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খটাশী, কাকলা, অগুরু, লতাকস্তূরী, কুঙ্কুম প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা (বা ৩ মাষা ২ রতি), কর্পূর ১ তোলা (বা ৬ মাষা ৪ রতি)। এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে তৈল হইতে খটাশী উদ্ধৃত ও উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। বিল্বাদি পঞ্চপল্লব-কাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পূর্ব্বোক্ত তৈলের ন্যায়, এই তৈলেও গন্ধদ্রব্য শোধন করিয়া লইবে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্ব বাতব্যাধি প্রশমিত এবং পুষ্টি, কান্তি, মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়।

উল্লিখিত কল্ক সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

শ্রীগোপালতৈলম্‌।

রসাঢকং শতাবর্য্যাঃ কুষ্মাণ্ডামলয়োস্তথা।
বাজিগন্ধাসহচর-বলানাঞ্চ শতং পৃথক্‌॥
পরিপচ্যাম্ভসাং দ্রোণে পাদশেষেঽবতারয়েৎ।
পঞ্চমূলং মহদ্‌ ব্যাঘ্রী মূর্ব্বাকেতকপূতিকা॥
পারিভদ্রশ্চ সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যং দশপলং শুভম্‌।
ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে তৎপাদমবশেষয়েৎ॥
আঢ়কং তিলতৈলস্য কল্কৈরেভিশ্চ সংপচেৎ।
অশ্বগন্ধা চোরপুষ্পী পদ্মকং কণ্টকারিকা॥
বলাগুরু দনং পূতি শিহ্লকাগুরুচন্দনম্‌।
চন্দনং ত্রিফলা মূর্ব্বা জীবনীয়কটুত্রয়ম্‌॥
গ্রন্থিকুঙ্কুমকস্তূর্য্যাশ্চাপি ভূর্জ্জাতঞ্চ শৈলজম্‌।
নখমুস্তমৃণালানি নীলোৎপলমুশীরকম্‌॥
মাংসী মুরা সুরতরু বচা দাড়িমতুম্বুরু।
ঋদ্ধিবৃদ্ধিদমনকং ক্ষুদ্রৈলার্দ্ধপলং পৃথক্‌॥
এতৎ তৈলবরং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্‌।
ব্যাধীনশেষান্‌ জনয়েৎ স্মৃতিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্‌॥
বাতরোগান্‌ বিশেষেণ প্রমেহান্‌ হন্তি বিংশতিম্‌।
গর্ভং সংস্থাপয়েৎ ক্ষীণং সর্ব্বং শূলং ব্যপোহতি॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমপস্মারমুন্মাদান্‌ নিখিলানপি।
স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণস্তৈলস্যাস্য নিষেবণাৎ॥
পীনরো পমদানাঞ্চ উন্মদনাং শতং ভজেৎ।
তিষ্ঠেদ্‌ যস্য গৃহে তৈলং শ্রীগোপালাভিধং শুভম্‌॥
ন তত্র ভূতাঃ সন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ন দারিদ্র্যং ভবেৎ তস্য বিঘ্ন কশ্চিন্ন জায়তে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতদ্‌ বিশ্বকল্যাণহেতবে॥

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস, কুমড়ার রস ও আমলার রস বা কাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কাথার্থ—অশ্বগন্ধা, পীতঝাঁটা, বেড়েলা, প্রত্যেক ১০০ পল, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক্‌ পৃথক্‌ কাথ) বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেয়ার মূল, নাটাকরঞ্জমূল, পালিদাছাল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, চোরকাচ্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুতা, খটাশী, শিলারস, অগুরু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, খটাশী, কুঙ্কুম, কস্তূরী, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুতা, মৃণাল, নীলোৎপল, বেণার মূল, জটামাংসী, মুরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমবীজ, তুম্বুরু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা, ছোট এলাইচ প্রত্যেক ৪ তোলা।

এই তৈল মর্দ্দন অশেষবিধ ব্যাধি প্রশমিত এবং স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ধীশক্তি বিকাশিত হয়। ইহাতে বায়ুরোগ বিশেষতঃ বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অপস্মার, উন্মাদ, সর্ব্বপ্রকার শূল প্রভৃতি নিখিল রোগ নিবারিত এবং বন্ধ্যা গর্ভবতী হয়। জরাজীর্ণ স্থবিরও এই তৈল-প্রভাবে উৎকট-যৌবনা শত শত প্রমদাগণে অবলীলায় অভিগমন করিতে সমর্থ হয়।

মাষবলাদিতৈলম্।

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে।
প্রসারণ্যা শতাহ্বায়াঃ প্রস্থং দত্ত্বা় ভিষগ্বরঃ॥
এতৎক্বাথৈস্তৈলসমো দধি ক্ষীরং সমং সমম্।
লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
শতাবরীবিদার্য্যোশ্চ রসং তৈলাদ্ধমেব চ।
শতাহ্বা মধুরী মেথী রাস্না বারণপিপ্পলী॥
মুস্তকঞ্চাশ্বগন্ধা চ উশীরং মদযন্তিকা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ রক্তপুত্রিকা॥
পলদ্বয়ং গৃহীত্বা চ তৈলপাত্রে প্রদাপয়েৎ।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু মন্যাস্তম্ভং নিযচ্ছতি॥
হনুস্তম্ভবিকারঞ্চ ভিন্দ্যাদ্দগলগ্রহান্।
বিংশতিং মেহকান হন্তি গাত্রকম্পাদিকং জয়েৎ।
এতান্ হরতি রোগাংশ্চ তৈলং মাষবলাদিকম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ।৪ সের। মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাদুলে ও শুল্‌ফা প্রত্যেকের ক্বাথ ।৪ চারি সের। দধি ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, লাক্ষারস ⁄৪ সের, কাঁজি ।৪ সের। শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক ⁄২ সের কল্কার্থ—শুল্‌ফা, মৌরি, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুতা, অশ্বগন্ধা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁই আমলা, প্রত্যেক ২ পল। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশমিত হয়।

বাতরাজতৈলম্।

দশমূলং বলা বাট্যা বাতারিশ্চ মহাবলা।
রাজবৃক্ষোঽমৃতলতা সপ্তপর্ণী চ মর্কটী॥
সোমরাজী গৃধ্রনখী পূতি বর্ষাভূচিত্রকৌ।
পিচুমর্দ্দো মহানিম্বো ভূনিম্বো বৎসকস্তথা॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষঞ্চ তৈলঞ্চ পুনর্দ্দ্রোণাধিশ্রয়েৎ॥
এরণ্ডধুস্তুরৌ মেষশৃঙ্গ্যর্কস্তাবিভদ্রকম্।
এষাং দ্বিপালিকান্ ভাগান্ স্বরসানাং পৃথক্ পৃথক্॥
শতাবরীসমং তৈলং গব্যং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
রাস্না তিক্তা অতিবিষা দেবদারু কুচন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠা বস্তুজানন্তা প্রসারণ্যশ্বগন্ধকম্।
দ্বে হরিদ্রে বচা কুষ্ঠং মাংসী শৈলেয়চন্দনম্॥
রোদনী ধাতকী বিশ্বা পদ্মকঞ্চ দ্বিজীরকম্।
যষ্টিমধু ত্বগেলা চ নাগকেশরপত্রকম্॥
দীপ্যকং শতপুষ্পা চ কুষ্ঠকৃষ্ণাগ্নিমন্থোঽণেয়ম্।
উশীরমষ্টবর্গশ্চ একৈকং পলমেব চ॥
আলোড্য সর্ব্বং বিধিনা সুগন্ধিদ্রব্যকং পুনঃ।
বাতরাজমিদং তৈলং সর্ব্ববাতহরং পরম্॥
সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সর্ব্বাঙ্গগ্রহণেষু চ।
সন্ধিমজ্জগতে বাতে সর্ব্বাঙ্গপ্রকম্পনে॥
[illegible]
কুব্জে চ বাতরক্তে চ অর্দ্দিতে পাদশূলজে॥
একাঙ্গে শুষ্কসর্ব্বাঙ্গে তৈলমেতৎ প্রশস্যতে।
নাগার্জ্জুনেন মুনিনা ভাষিতং গুণবর্দ্ধনম্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল, দ্বিবিধ বেড়েলা, লালভেরেণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, সোঁদাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশী, সোমরাজী, কুড়-কেঁয়ালা, নাটাকরঞ্জ, শ্বেত-পুনর্নবা, চিতা, নিম, ঘোড়ানিম, চিরতা, কুড়্চি প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ড, ধুতুরা, মেষশৃঙ্গী, মনসাসীজ, আকন্দ ও পালিদা প্রত্যেকের স্বরস দুই পল। শতাবরী রস ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—রাস্না, চিরতা, আতইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মাঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, অনন্তমূল, গন্ধ-ভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলেয়, চন্দন, দুবালভা, ধাইফুল, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টি-মধু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, অজমোদা, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুল, চিতা, গেঁটেলা, বেণার মূল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহা-মেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীর-

কাকোলী প্রত্যেক ১ এক পল এবং গণোক্ত গন্ধদ্রব্য। যথাবিধানে পাক করিয়া এই বাতরাজ তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধা-তৈলম্।

শতং পক্ত্বাশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণেংংশশেষিতম্।
বিস্রাব্য বিপচেৎ তৈলং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
কল্কৈর্ম্মৃণালশালূক-বিসকিঞ্জল্কমালতী-
পুষ্পোশীবেরমধুক-শারিবাপদ্মকেশরৈঃ॥
মেদাপুনর্নবাদ্রাক্ষা-মঞ্জিষ্ঠাবৃহতীদ্বয়ৈঃ।
এলৈলবালুত্রিফলা-মুস্তচন্দনপদ্মকৈঃ॥
পক্বং রক্তগতং বাতং রক্তপিত্তমসৃগ্দরম্।
হন্যাৎ পুষ্টিবলং কুর্য্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনম্॥
রেতোযোনিবিকারঘ্নং ব্রণশোষাপকর্ষণম্।
ষণ্ডানপি বৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥

অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ সহ তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ—স্থূল মৃণাল, শালুক, ক্ষুদ্র মৃণাল, পদ্মবীজকোষ, মালতী পুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, মেদা, পুনর্নবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, ত্রিফলা, মুতা, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহা দ্বারা রক্তগত বাত, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, যোনিবিকার, ব্রণশোষ ও ক্লৈব্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই অশ্বগন্ধাতৈল পুষ্টিকর ও বলমাংসবর্দ্ধক।

মূলকাদ্যতৈলম্।

মূলকস্বরসং তৈলং ক্ষীরং দধ্যম্লকাঞ্জিকম্।
তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলাচিত্রকসৈন্ধবৈঃ*॥
পিপ্পল্যতিবিষারাস্না-চবিকাগুরুচিত্রকৈঃ।
ভল্লাতকবচাকুষ্ঠ-শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ॥
পুষ্করাহ্বশটীবিল্ব-শতাহ্বানতদারুভিঃ।
তৎসিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্॥

তৈল ৴৪ সের। মূলার স্বরস, দুগ্ধ, দধি ও অম্ল কাঞ্জিক প্রত্যেক তৈলের সমান। কল্কার্থ—বেড়েলা, চিতা (চরক বলেন—শজিনা), সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চৈ, অগুরু, চিতামূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, শুল্ফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য কুটিয়া তৈলে প্রদান করত যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে অতি উৎকট বাতাত্মক রোগ বিনষ্ট হয়।

* অত্র বলাশিগ্রুকসৈন্ধবৈরিত্যেষ পাঠশ্চরকে দৃশ্যতে।

রসোনাদ্যতৈলম্।

রসোনকল্কস্বরসেন পক্বং
তৈলং পিবেদ্ যস্ত্বনিলাময়ার্ত্তঃ।
তস্যাশু নশ্যন্তি চ বাতরোগা
গ্রন্থা বিশালা ইব দুর্গৃহীতাঃ॥

রশুনের কল্ক ও স্বরসের সহিত পক্ব তৈল সেবন করিলে আশু বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্যতৈলম্।

দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ।
দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতির্দ্বে তথাঢকে॥
আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলমেতৈরপত্যদম্।
গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোহর্ত্তি-সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥

তৈল ৴৪ সের। কাঁজি ৩২ সের, সৈন্ধব ২ পল, শুঁঠ ৫ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতা ২ পল, এবং ভেলার মুটি ২০টী, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

মজ্জাস্নেহঃ।

গ্রাম্যানূপৌদকানাঞ্চ ভিন্নাস্থানি পচেজ্জলে।
তৎ স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ॥
জীবকর্ষভকাস্ফোতা-বিদারীকপিকচ্ছুভিঃ।
বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্॥
তৎ সিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাৎ তথা পানানুবাসনাৎ।
শিরাপর্ব্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্॥

যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌজসশ্চ যে।
বলপুষ্টিকরং তেষামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্॥

অত্র দ্বিগুণক্ষীরসাহচর্য্যাদ্ দশমূলীকাথোঽপি দ্বিগুণ এব গ্রাহ্যঃ। অন্যে তু চতুর্গুণমিত্যাহুঃ। ইতি শিবদাসঃ।

গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহ, মহিষাদি), ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর অস্থি সকল ছেঁচিয়া জলে সিদ্ধ করিলে, তাহা হইতে যে মজ্জস্নেহ বহির্গত হয়, সেই স্নেহ /৪ সের। দুগ্ধ /৮ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল (মিলিত) /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। (মতান্তরে দশমূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।) কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, হাপরমালী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশী এবং বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদি গণ ও জীবক-ঋষভকাদি জীবনীয় গণ ৴ (জীবক ও ঋষভকের দুইবার উল্লেখ থাকায়, দুই ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে)। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মজ্জস্নেহ নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও অনুবাসন (স্নেহবস্তি) কার্য্যে প্রয়োগ করিলে শিরা পর্ব্ব অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু আশু বিনষ্ট হয়। যাহাদের মজ্জা শুক্র বা ওজঃপদার্থের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম হিতকর।

চতুঃস্নেহঃ।

প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্তু কুলত্থবদরদ্বয়ম্।
কৃষ্ণগন্ধাত্বগাঢক্যোঃ পৃথক্ পঞ্চপলং ভবেৎ॥
রাস্নাচিত্রকয়োর্দ্বে দ্বে দশমূলং পলোন্মিতম্।
জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষং প্রস্থোন্মিতং পৃথক্॥
সুরারণালদধ্যম্ল-সৌবীরকতুষোদকম্।
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্ল-রসং তৈলং ঘৃতং বসাম্॥
মজ্জানঞ্চ পয়শ্চৈব জীবনীয়পলানি ষট্।
কল্কং দত্ত্বা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ॥
শিরামজ্জাস্থিগে বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিষু।
বেপনাক্ষেপশূলেষু তদভ্যঙ্গে প্রদাপয়েৎ॥
(প্রস্থোন্মিতং পৃথগিতি সুরাদীনাং পয়োঽন্তানাং প্রত্যেকং প্রস্থঃ। ইতি চক্রটীকা।)

তিলতৈল /৪ সের, গব্য ঘৃত /৪ সের। বসা /৪ সের, মজ্জা /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। ক্বাথার্থ—ত্রিফলা /২ সের, কুলত্থকলাই /১ সের, শজিনামূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ১ পল, চিতা ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ) ও তুষোদক প্রত্যেক /৪ সের। কুলশুঁঠের ক্বাথ /৪ সের; (কুলশুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের) দাড়িম রস /৪ সের, বৃক্ষাম্লরস (মহাদারস) /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় গণ (মিলিত) ৬ পল। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মহাস্নেহ (চতুঃস্নেহ) অভ্যঙ্গ করিলে শিরা মজ্জা ও অস্থিগত বাত, সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গ রোগ, কম্প, আক্ষেপ এবং শূল নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্।

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
ঘৃতং পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের, কল্ক /১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংসবর্দ্ধক।

দশমূলাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলস্য নির্যূহে জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ক্ষীরেণ চ ঘৃতং পক্বং তর্পণং পবনার্ত্তিজিৎ॥
ক্বাথোঽত্র ত্রিগুণঃ সর্পিঃপ্রস্থঃ সাধ্যঃ পয়ঃসমম্॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ১২ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি) মিলিত ১০ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতবেদনানাশক ও তর্পক।

সারস্বতং ঘৃতম্ ।

প্রস্থং ঘৃতস্য পলিকৈঃ শিগ্রুবচালবণধাতকীলোধ্রৈঃ ।
আজে পয়সি সপাঠৈঃ সিদ্ধং সারস্বতং নাম্না ॥
বিধিবদুপযুজ্যমানং জড়গদ্গদমূকতাং ক্ষণাজ্জিত্বা ।
স্মৃতিমতিমেধাপ্রতিভাঃ কুর্য্যাৎ সুস্পষ্টবাগ্ ভবতি ॥

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শজিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, লোধ ও আকনাদি প্রত্যেক অদ্ধপোয়া। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। এই সমস্ত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে মূক, গদ্গদ, মিন্মিন প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি মেধা ও প্রতিভা বৰ্দ্ধিত হয়।

নকুলাদ্যং ঘৃতম্ ।

নকুলস্য চ মাংসস্য পচেৎ প্রস্থং জলাঢকে ।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ।
তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং মাষবলান্বিতম্ ॥
শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্ ।
অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তী মধুযষ্টিকা ।
এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ॥
মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কল্কং কর্ষং প্রদাপয়েৎ ।
সৰ্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ ॥
মহোন্মাদে পক্ষাঘাতে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে ।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে ।
নকুলাদ্যমিদং নাম্না ঊর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—নকুলমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দশমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; মাষকলাই ও বেড়েলা মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; শতমূলীরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠনিগ্রহ, মিন্মিনভাষণ, ঊৰ্দ্ধজত্রুগত বায়ু ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম ।

আজং চৰ্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গখুরাদিকম্ ।
পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরীম্ ॥
ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সৰ্ব্ববাতবিকারনুৎ ।
অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে ॥
জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসিকুব্জয়োঃ ।
অপতানেঽপতন্ত্রে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥
পৃথগর্দ্ধতুলাং পঞ্চমূলদ্বন্দ্বাজমাংসয়োঃ ।
নিঃক্বাথ্য সলিলদ্রোণে ক্বাথে পাদাবশেষিতে ॥
(অত্র যষ্টিমধু ভাগদ্বয়মিতি শিবদাসঃ।)
ঘৃতারম্ভে মন্ত্রঃ;—ওঁ কালি বক্রেশ্বরি অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা।
স্পর্শয়িত্বা চ্ছাগমাংসৌ মধু দত্ত্বা ললাটকে ;
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ ॥
ছাগমাংসমন্ত্র—ওঁ হাং ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহা।

ঘৃত /৪ সের। ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয়দশক (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু) ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে অৰ্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্‌শক্তিনাহিত্য, মিন্মিন ভাষণ, অস্পষ্টভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়। (বৃন্দ বলেন—ছাগমাংস ৩২ ও দশমূল ৩২ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং জীবনীয় গণ ও যষ্টিমধুর কল্ক সহ ঘৃত /৪ সের পাক করিবে। বৃন্দের মতই প্রচলিত)।

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ছাগমাংসতুলাং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতম্ ।
অশ্বগন্ধাপলশতং বাট্যালকশতং তথা ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং প্রত্যেকং পাদশেষিতম্ ।
ঘৃতাঢ়কং পচেৎ ক্ষীরং শতাবৰ্য্যা রসং সমম্ ॥

তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্ ॥
জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্।
মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিন্যৌ শারিবে ॥
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী।
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ ॥
এলাপত্রং বরাঙ্গং জাতীকুসুমধান্যকম্।
মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং সৈলবালুকম্ ॥
বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করা-প্রস্থসংযুতম্ ॥
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে মার্দ্দে বা ভাজনে শুভে।
অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্ ॥
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্।
পিবেৎ পাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ ॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ।
উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে ॥
কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে।
ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদরে চাক্ষিপাতজে ॥
পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছূলে বাতগুল্মার্দ্দিতে তথা।
বাতকণ্টকহৃদ্রোগ-মূত্রকৃচ্ছ্রে সপঙ্গুকে ॥
ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা খঞ্জে কুব্জে চার্দ্ধাঙ্গমর্দ্দিনে।
অপতানেঽপ্যুদাবর্তে [illegible] ॥
আনাহে [illegible] চ।
হনুগ্রহে তথা শোষে [illegible] ॥
দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে চাক্ষেপকে তথা।
জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেফস্তম্ভে মদাত্যয়ে ॥
আঢ্যবাতে [illegible] চ।
একাঙ্গরোগে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে ॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে [illegible] জড়ে ভ্রমে।
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা ॥
স্ত্রীণাং বাতাসৃগ্দোষে চ পটলে চাক্ষিস্পন্দনে।
একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে তথা ॥
নগাদিপতিতে বাতে স্থানাদপ্রাপ্তিহেতুকে।
আভিচারিকদোষে চ মনঃসন্তাপসম্ভবে ॥
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বদিশ স্থিতাঃ ॥
মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ [illegible]।
প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ [illegible] ॥
ঘৃতেনানেন [illegible]।
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ [illegible] ॥
রসায়নং বহ্নিবলপদ[illegible] ॥
দন্তান্‌ [illegible] ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্ ॥

মহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ।
শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনির্বিশিষ্টঃ ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ।
ভাবিতঃ কাশিরাজেন ছাগ এব নপুংসকঃ ॥

গব্য ঘৃত ১৬ সের। ক্কাথার্থ—নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের; দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুঁদিপুষ্প-মূল), মুতা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নি-তাপে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া চিনি ⁄২ সের মিশ্রিত করিয়া মৃন্ময় ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—২ তোলা। ব্যাধি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঘৃত বাত-ব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠ-রোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপ-তন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী এবং অন্যান্য নানা প্রকার বাতজ ও পিত্তজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি-হীনতা নিবারণের মহৌষধ। কিছু [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়-
[illegible]

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

বাতব্যাধৌ পথ্যানি।

অভ্যঙ্গো মর্দ্দনং বস্তিঃ স্নেহঃ স্বেদোঽবগাহনম্।
সংবাহনং সংশমনং প্রাবৃতির্বাতবর্জ্জনম্॥
অগ্নিকর্ম্মোপনাহশ্চ ভূশয্যা স্নানমাসনম।
তৈলদ্রোণী শিরোবস্তিঃ শয়নং নস্তমাতপঃ॥
সন্তর্পণং বৃংহণঞ্চ কিলাটো দধিকূর্চ্চিকা।
সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা স্বাদ্বম্ললবণা রসাঃ॥
নবীনাস্তিলগোধূমা মাষাঃ সংবৎসরোষিতাঃ।
শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চাপি কুলত্থানাং রসঃ সুরা॥
গ্রাম্যগোঽশ্বতরোষ্ট্রাশ্ব-রাসভচ্ছাগলাদয়ঃ।
আনূপাঃ কোলমহিষন্যঙ্কুগণ্ডকাগজাদয়ঃ॥
ঔদকা হংসকাদম্ব-চক্রমদ্গুবকাদয়ঃ।
বিলেশয়া ভেকগোধা নকুলশ্বাবিদাদয়ঃ॥
যথাশ্রয়ং যথাবস্থং যথাবরণমেব হি।
বাতব্যাধৌ সমুৎপন্নে পথ্যমেতন্নৃণাং ভবেৎ॥
চটকঃ কুক্কুটো বর্হী তিত্তিরিশ্চেতি জাঙ্গলাঃ।
শিলিন্দঃ পর্ব্বতো নক্রো গর্গরঃ কবয়ীস্ত্রিশঃ॥
এরঙ্গশ্চুলুকী কূর্ম্মঃ শিশুমারস্তিমিঙ্গিলঃ।
রোহিতো মদ্গুরঃ শৃঙ্গী বর্ম্মী চ কুলিশো ঝষাঃ॥
পটোলং শিগ্রু বার্ত্তাকুলশুনং দাড়িমদ্বয়ম্।
পক্বতালং রসালঞ্চ নলদম্বু পরূষকম্॥
জম্বীরং বদরং দ্রাক্ষা নাগরঙ্গং মধূকজম্।
প্রসারণী গোক্ষুরকঃ শুভ্রাঙ্গী পারিভদ্রকঃ॥
পয়াংসি চ পয়ঃপেটা রুবুতৈলং গবাং জলম্।
মৎস্যণ্ডিকা চ তাম্বূলং ধান্যাম্লং তিন্তিড়ীফলম্।
স্নিগ্ধোষ্ণানি চ ভোজ্যানি স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চানুলেপনম্।
বিশেষাদ্বমনং কার্য্যমামাশয়মুপাগতে॥
পক্বাশয়স্থে মাংসস্থে তথা স্নিগ্ধবিরেচনম্।
প্রত্যাধ্মানাধ্মানসংজ্ঞে বর্ত্তির্লঙ্ঘনদীপনম্।
অষ্ঠীলাখ্যে গুল্মবিধিঃ শুক্রস্থে ক্ষয়জিৎ ক্রিয়া।
ত্বঙ্মাংসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে হিতং শোণিতমোক্ষণম্॥

তৈলাভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দন, বস্তিক্রিয়া, স্নেহ-প্রয়োগ, স্বেদ, অবগাহন, সংবাহন, সংশমন ঔষধ, বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আবরণ, বায়ুবর্জ্জন, অগ্নিকর্ম্ম, উপনাহ (পুলটিশ), ভূমিশয্যা, স্নান, উপবেশন, তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন, শিরোবস্তি; শয়ন, নস্যপ্রয়োগ, আতপ সেবন, সন্তর্পণক্রিয়া, পুষ্টিকর দ্রব্য, কিলাট, দধি-কূর্চ্চিকা, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধুরদ্রব্য অম্লদ্রব্য ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য, নূতন গোধূম, নূতন তিল, নূতন মাষকলায়, সংবৎসরোষিত শালি এবং ষষ্টিক তণ্ডুল, কুলত্থকলায়ের যূষ, সুরা; গো, অশ্বতর (গর্দ্দভীর গর্ভে ঘোটকের ঔরসজাত, অথবা ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের ঔরসজাত জন্তু), উট, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তুর মাংস; শূকর, মহিষ, ন্যঙ্কু (বহুশৃঙ্গযুক্ত মৃগ), গণ্ডার ও হস্তি প্রভৃতি আনূপমাংস; হংস, কাদম্ব (শ্যামপক্ষ কলহংস), চক্রবাক এবং মদ্গু, বক প্রভৃতি ঔদকমাংস; ভেক, গোসাপ, নকুল এবং শজারু প্রভৃতি বিলেশয় জন্তুর মাংস, চটক, কুক্কুট, ময়ূর এবং তিত্তির প্রভৃতি জাঙ্গল-মাংস; শিলিন্দ মৎস্য, পাবদা মৎস্য, কুম্ভীর, গাগর মাছ, কইমাছ, ইলিশমাছ, এরঙ্গ (মৎস্য বিশেষ), চুলুকীমাছ (শিশুমার আকৃতি মৎস্য), কচ্ছপ, শিশুক, তিমিঙ্গিল মৎস্য, রোহিতমৎস্য, মদ্গুর মৎস্য, শিঙ্গী মৎস্য, বানি মৎস্য, বেলে মৎস্য, ক্ষুদ্র মৎস্য এবং পটোল, শজিনা, বেগুন, রশুন, মধুর-দাড়িম, অম্লদাড়িম, পাকাতাল, আম্র, নিম্ব, ফল্‌সাফল, জাম্বীরলেবু, কুল, কিস্‌মিস্, নারাঙ্গীলেবু, মউয়াফল, গন্ধভাদুলে, গোক্ষুর, নিসিন্দা, পালিধামাদার, দুগ্ধ, ডাব, এরণ্ডতৈল, গোমূত্র, গুড়ের মাত, পান, কাঁজি, তেঁতুল এই সকল বাতব্যাধিতে হিতকর। আমাশয়গত বাতে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ প্রলেপন, বিশেষতঃ বমন হিতজনক। পক্বাশয়গত এবং মাংসগতবাতে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং আধ্মান ও প্রত্যাধ্মান সংজ্ঞক বাতে বর্ত্তি-প্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য; অষ্ঠীলা নামক বাতরোগে, গুল্মরোগবৎ পথ্য প্রয়োগ করিবে। শুক্রধাতুস্থ বাতে শোষরোগোক্ত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ত্বক্ মাংস রক্ত এবং শিরা প্রাপ্ত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর।

বাতব্যাধাবপথ্যানি।

চিন্তাপ্রজাগরণবেগবিধারণানি
ছর্দ্দিঃ শ্রমোঽনশনতা চণকাঃ কষায়াঃ।
নীবারকঙ্গুশরবৈণবকোরদূষ-
শ্যামাকচূর্ণকুরুবিন্দমুখানি যানি॥
ধান্যানি তানি তৃণজানি চ রাজমাষা
মুদ্গাস্তড়াগসরিদম্বু যবাঃ করীরম্।
জম্বুঃ কশেরুতৃণকং ক্রমুকং মৃণালং
নিষ্পাববীজমপি তালফলাস্থিমজ্জা॥
শালূকতিন্দুককঠিল্লকবালতালং
শিম্বী চ পত্রভবশাকমুড়ুম্বরঞ্চ।
শীতাম্বুরাসভপয়োঽপি বিরুদ্ধমন্নং
ক্ষারোঽপি শুষ্কপললং ক্ষতজস্রুতিশ্চ॥
ক্ষৌদ্রং কষায়কটুতিক্তরসা ব্যবায়ো
হস্ত্যশ্বযানমপি চংক্রমণঞ্চ খট্বা।
আধ্মানিনোঽর্দ্দিতবতোঽপি পুনর্বিশেষাৎ
স্নানং প্রদুষ্টসলিলং দ্বিজঘর্ষণঞ্চ॥
নিঃশেষতস্তু পরিকীর্ত্তিত এষ বর্গো
নৃণাং সমীরণগদেষু মুদং ন দত্তে॥

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বমন, পরিশ্রম, উপবাস, ছোলা, কষায়রস, উড়ীধান্য, কাঙ্গনীধান্য, শরতৃণজাত ধান্য, বংশ-তণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, চূর্ণক (ব্রীহি-ভেদ), বনকুলথ প্রভৃতি সমস্ত তৃণধান্য, বরবটী, মুগ এবং তড়াগ ও নদীর জল, যব, বাঁশের কোঁড়, জামফল, কেশুর, চিনাঘাস, গুবাক, পদ্মমৃণাল, শিমবীজ ও তাল আঁটীর শাঁস, কুমুদাদির মূল, গাব, করলা, কচিতালের শাঁস, সিম, লাউ-কুমড়া প্রভৃতি পত্রশাক, যজ্ঞডুমুর, শীতলজল, গাধার দুগ্ধ, বিরুদ্ধ দ্রব্য, ক্ষার, শুষ্ক-মাংস, রক্তমোক্ষণ, মধু, কষায়-কটু ও তিক্ত-রস, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরো-হণ, পথপর্য্যটন ও খাটে শয়ন এইগুলি বাতরোগে অপথ্য। বিশেষতঃ স্নান, দূষিত জল ও দন্তধাবন এই সমস্ত আধ্মান-রোগী এবং অর্দ্দিতরোগির বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ।

অথ বাতরক্ত-নিদানম্।

লবণাম্লকটুক্ষার-স্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপ-মাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ॥
কুলত্থমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ।
দধ্যারনালসৌবীর-শুক্ততক্রসুরাসবৈঃ॥
বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্।
স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতম্॥
হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতশ্চাশ্নতশ্চ
বিদাহ্যন্নং স বিদাহোঽশনস্য।
কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ
দুষ্টং স্রস্তং পাদয়োশ্চীয়তে তু।
তৎসম্পৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন
তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্॥

স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতেঽতিরুক্।
সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ॥
জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস-হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু।
নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ॥
কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ।
বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্‌পূর্ব্বলক্ষণম্।
বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র শূলস্ফুরণভঞ্জনম্।
শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ॥
ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্।
শীতদ্বেষানুপশয়ৌ স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ॥
রক্তে শোথোঽতিরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে।
স্নিগ্ধরূক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডূক্লেদসমন্বিতঃ॥
পিত্তে বিদাহঃ সম্মোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
স্পর্শাক্ষমত্বং রুগ্রাগঃ শোথঃ পাকো ভৃশোষ্মতা॥

কফে স্তৈমিত্যগুরুতা-স্বপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ।
কণ্ডূর্ম্মন্দা চ রুগ্‌দ্বন্দ্বে সর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করাৎ॥

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার (যবক্ষারাদি), স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপক্ক বা দুর্জ্জর দ্রব্যভোজন, এবং জলচর ও অনূপচর জীবের পচা বা শুষ্ক মাংস, তিলকল্ক, মূলা, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, শিম, শাকাদিদ্রব্য, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত (আচার-বিশেষ), তক্র, সুরা, আসব, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন), ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। এই পীড়া প্রায় অযথা-আহার-বিহারকারী কোমলাঙ্গ স্থূলকায় সুখী ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি নিয়ত হস্তী অশ্ব বা উষ্ট্র দ্বারা ভ্রমণ ও বিদাহজনক অন্ন ভোজন করে, তাহার সমস্ত রক্ত, ঐ ভুক্তান্নের বিদাহহেতু আশু বিদগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু সহযোগে পদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদিও বাত ও রক্ত উভয়ই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি দোষত্ব-বিষয়ে বায়ুরই প্রাবল্য হেতু ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্তই কহিয়া থাকে। বিদাহী অন্ন ভোজনে রক্ত ও হস্ত্যাদিগমনে বায়ু প্রকুপিত হয় এবং পদদ্বয় লম্বভাবে থাকাতে ঐ দুষ্ট রক্ত বায়ুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পদদ্বয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মাগম কিংবা একেবারেই ঘর্ম্মের অনির্গম, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, স্পর্শশক্তিলোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসকলের শৈথিল্য, আলস্য, অবসন্নতা ও পিড়কার (ব্রণ-বিশেষ) উৎপত্তি হয় এবং জানু জঙ্ঘা ঊরু কটি স্কন্ধ হস্ত পদ ও সন্ধি সকলে সূচীবেধবৎ বেদনা, স্ফুরণ (স্পন্দন বিশেষ), বিদারণবৎ পীড়া, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির হ্রাস ও কণ্ডূ হয় এবং সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায়। তদ্ব্যতীত দেহে বিবর্ণতা ও চাকা চাকা চিহ্ন সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর কোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে শূল, স্ফুরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া এবং শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা ও বাতরক্ত-লক্ষণের কখন বৃদ্ধি, কখন বা হ্রাস হয়। ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, অতিশয় যাতনা, শীতসেবনে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে; এবং এই বাতরক্তে যদি রক্তকোপের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে শোথ তাম্রবর্ণ, কণ্ডূক্লেদসমন্বিত অতিশয় দাহ তোদ ও চিমিচিমি-বেদনাবিশিষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না। পিত্তাধিক বাতরক্তে দাহ, মোহ, ঘর্ম্মাগম, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়। আর শোথ স্পর্শাসহ, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ, এবং পাকান্বিত ও অতিশয় উষ্মবিশিষ্ট হয়। কফাধিক বাতরক্তে স্তৈমিত্য, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাক্‌চক্য, শৈত্য, কণ্ডূ ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের প্রাবল্যে তদুভয়দোষকৃত লক্ষণ এবং দোষত্রয়ের আধিক্যে ত্রিদোষকৃত লক্ষণ সকলের মিলন হয়।

অথ বাতরক্ত-চিকিৎসা।

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥

বাতরক্ত দুই প্রকার; যথা—উত্তান ও গম্ভীর। বাতরক্ত, ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত হইলে তাহাকে উত্তান এবং মেদঃ প্রভৃতি অন্তর্ধাতু-অনুগত হইলে তাহাকে গম্ভীর বাতরক্ত বলা যায়।

বাহ্যং লেপাভ্যঙ্গসেকোপনাহৈর্বাতশোণিতম্।
বিরেকাস্থাপনস্নেহ-পানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ ॥
দ্বয়োর্মুঞ্চেদসৃক্ শৃঙ্গ সূচ্যলাবূজলৌকসা।
দেশাদ্দেশং ব্রজেৎ স্রাব্যং শিরাভিঃ প্রচ্ছনেন বা।
অঙ্গগ্লানৌ ন তু স্রাব্যং রুক্ষবাতোত্তরে তু যৎ ॥

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্য অর্থাৎ উত্তান-বাতরক্তের এবং বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শৃঙ্গ, সূচী, অলাবূ ও জলৌকা দ্বারা উভয় বাতরক্তেরই রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্ত প্রসরণশীল অর্থাৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, অতএব যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই শিরাবেধ বা প্রচ্ছন (ঈষৎ বিদারণ) দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে। কিন্তু রোগির অঙ্গগ্লানি থাকলে বা দেহ রুক্ষ ও বাতপ্রধান হইলে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বাতশোণিতিনো রক্তং স্নিগ্ধস্য বহুশো হরেৎ।
অল্পাল্পং রক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্ ॥

বাতরক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহপান করাইয়া, দোষ ও বল অনুসারে অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ তাহার রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণ বিষয়ে এরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন রক্তক্ষয় দ্বারা বায়ুর প্রকোপ না জন্মে।

উগ্রাঙ্গদাহতোদেষু জলৌকোভির্বিনিহরেৎ।
শৃঙ্গতুম্বসূচিকাভিঃ কণ্ডুরুগ্বেপনান্বিতম্ ॥

উগ্র অঙ্গদাহ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা থাকিলে জলৌকা দ্বারা এবং কণ্ডূ, বেদনা ও কম্প থাকলে শৃঙ্গ, অলাবূ ও সূচীবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

বিরেচনৈঃ স্নেহযুক্তৈর্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ ॥

স্নেহযুক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা বাতরক্ত রোগির নিত্য বিরেচন করাইবে।

বিদধ্যাদসকৃচ্চাপি বস্তিকর্ম্ম যথাবলম্।
নহি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্ বাতরক্তচিকিৎসিতম্ ॥

বল বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বস্তি, বাতরক্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
অমৃতাত্রিফলাক্বাথ-সংযুতা বা পলঙ্কষা ॥

গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শোধিত শিলাজতু অথবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা ক্বাথমেব চ।
প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥

গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, চূর্ণ বা ক্বাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী বাতরক্ত-মুক্ত হয়।

ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং
পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
বাতাস্রমুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা
শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী ॥

গুড়ূচীর ক্বাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতরোগ; গুড়ের সহিত পান করিলে, মলবিবদ্ধতা; চিনির সহিত পান করিলে, পিত্তদুষ্টি; মধুর সহিত পান করিলে কফদুষ্টি; এরণ্ডতৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুঁঠচূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

কটুকামৃতযষ্ট্যাহ্ব-শুণ্ঠীকল্কং সমাক্ষিকম্।
গোমূত্রপীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতম্ ॥

কটুকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক (প্রত্যেক ৵০) মধু সংযুক্ত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফান্বিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

হরীতকীং প্রাশ্য সমং গুড়েন
ত্রিশ্চোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ূচ্যাঃ।
ক্বাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং
প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্ ॥

তিনটি বা পাঁচটি হরীতকী, গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া পরে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত নিবৃত্ত হয়।

সিংহাস্যপঞ্চমূলী-ছিন্নরুহৈরণ্ডগোক্ষুরক্বাথঃ।
এরণ্ডতৈলরামঠ-সৈন্ধবচূর্ণ স্থিতঃ পীতঃ ॥
প্রশময়তি বাতরক্তং শুণ্ঠ্যামবাতং কটীশূলম্।
মূত্রপুরীষবিবন্ধং ব্রধ্নবিকারং হৃদ্ধদরম্ ॥

বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত,

আমবাত, কটীশূল, মল-মূত্র-বদ্ধতা ও সুদারুণ ব্রধ্ন-রোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্ষুরকামৃতানাং
মূলং বলেক্ষুরকয়োশ্চ পচেৎ তু ধীমান্।
বাতাসৃগাশু বিনিহন্তি চিরপ্ররূঢ়-
মাজানুগং স্ফুটিতমূর্দ্ধগতন্তু ধীমান্॥
কফপিত্তপ্রশমনং কচ্ছুবীসর্পনাশনম্।
বাতরক্তপ্রশমনং হৃদ্যং গুড়যুতং স্মৃতম্।
পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা সেব্যং পথ্যা গুড়েন বা॥

এরণ্ডমূল, বাসক, গোক্ষুর, গুড়ূচী, বেড়েলা মূল, কুলেখাড়ার মূল এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বহুদিন জাত বাতরক্ত, জানুপর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত, উর্দ্ধগত বাতরক্ত, কফ, পিত্ত, কচ্ছু ও বীসর্প প্রভৃতি নষ্ট হয়। গুড় সহ পিপ্পলী এক একটি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে এবং গুড় সহ হরীতকী সেবন করিলেও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পিত্তোত্তরে তু কাশ্মর্য্য-দ্রাক্ষারগ্বধচন্দনৈঃ।
মধুকক্ষীরকাকোলী-যুক্তং কাথং সুশীতলম্॥
শর্করামধুসংযুক্তং বাতরক্তে পিবেন্নরঃ।
ধারোষ্ণং মূত্রসংযুক্তং ক্ষীরং দোষানুলোমনম্॥
পিবেদ্বা সত্রিবৃচ্চূর্ণং পিত্তরক্তাবৃতানিলে।
ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা প্রয়োগেণ পিবেন্নরঃ।
বহুদোষো বিরেকার্থং জীর্ণে ক্ষীরৌদনাশনঃ॥

পিত্তাধিক বাতরক্তে গাম্ভারীফল, কিস্‌মিস্, সোঁদালের আঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, ও ক্ষীরকাকোলী এই সকলের কাথ শীতল হইলে কাথের অষ্টমাংশের একাংশ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তাধিক বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্র-সহ পান করিলে দোষের অনুলোম হয়। পিত্ত ও রক্তাধিক বাতরক্তে ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ তেউড়ী মূল-চূর্ণ পান করিলে ব্যাধি উপশমিত হয়। বহুদোষ বিশিষ্ট বাতরক্ত রোগী বিরেচ-নার্থে দুগ্ধ সহ এরণ্ডতৈল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিবে।

রক্তোত্তরং ক্ষীরঘৃতং মধুকোশীরবারিভিঃ॥
সেচনঞ্চাত্র কর্ত্তব্যমবিক্ষীরৈঃ ক্ষণং ক্ষণম্॥
সহস্রশতধৌতেন ঘৃতেন রুধিরোত্তরে।
লেপনং সুষ্ঠু শীতেন ঘৃতসর্জ্জরসেন বা।
শীতৈর্নির্ব্বাপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং জয়েৎ॥

রক্তাধিক বাতরক্তে দুগ্ধ, ঘৃত, যষ্টিমধু, বেণার মূল, এই সকলের কাথে এবং মেষী দুগ্ধ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরিষেচন করিবে। সুশী-তল শতধৌত ঘৃত বা সহস্রধৌত ঘৃত অথবা সুশীতল দ্রব্য কিংবা ঘৃত ও ধুনা দ্বারা লেপ দিলে রক্তাধিক বাতরক্ত উপশমিত হয়। দাহপ্রশমক সুশীতল দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারা রক্তাপত্তোল্বণ বাতরক্ত জয় করিবে।

সরাগে সরুজে দাহে রক্তং বিস্রাব্য লেপয়েৎ।
তিলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসমূলঞ্চ বেতসম্।
সঘৃতং পয়সা পিষ্টং প্রলেপো দাহরোগনুৎ॥

দাহ ও বেদনাযুক্ত রক্তাধিক বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু, পদ্মমূল ও বেতস এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহ পেষণ ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া লেপ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত জন্য দাহ নষ্ট হয়।

মাহিষং নবনীতঞ্চ গন্ধকেন পরিমিশ্রিতম্।
গোমূত্রমিশ্রিতং কৃত্বা ক্ষীরেণ লবণেন চ।
তদেকত্র সমালোড্য বহ্নিনা তাপয়েচ্ছনৈঃ॥
গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েৎ তেন দেহস্ফুটনশান্তয়ে॥

মহিষের মাখনের সহিত গন্ধক, গোমূত্র, দুগ্ধ ও সৈন্ধব একত্র মিশ্রিত করিয়া আলো-ড়ন করত উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্রস্ফুটন নষ্ট হয়।

গোধূমচূর্ণাজপয়োঘৃতঞ্চ
সচ্ছাগদুগ্ধোরুবুবীজকল্কঃ।
লেপো বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ
সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত; ছাগ-দুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ; এবং শতধৌত ঘৃত বাতরক্ত রোগে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেষদুগ্ধ সেচন হিতকর।

এরণ্ডবীজমমৃতাং শতাহ্বাং সারকং বলাম্।
ছাগেন পয়সা পিষ্ট্বা লেপয়েদমরুদ্ ভিষক্।

এরণ্ডবীজ, গুলঞ্চ, গুল্‌ফা, জীরক ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

রাস্নাং গুড়ূচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ।
পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি॥

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপস্তদ্বৎ তিলা ভৃষ্টাঃ পিষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ।

খোলায় ভৃষ্ট ও দুগ্ধে নির্ব্বাপিত কৃষ্ণতিল, দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ শূলনুদ্ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে॥

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, গুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্তের বেদনা প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতানাগরধন্যাক-কর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্।
জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষাণি॥

গুলঞ্চ, শুঠ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

বাসাদিঃ।

বাসাগুড়ূচীচতুরঙ্গুলানামেরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্।
ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্ বাতভবং বিকারম্॥

বাসক, গুলঞ্চ ও সোঁদাল-ফল ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত নিবারিত হয়।

নবকার্ষিকঃ।

ত্রিফলা নিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী।
বৎসাদনী দারুনিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ॥

বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি॥
পঞ্চরক্তিকমাষেণ কার্য্যোঽয়ং নবকার্ষিকঃ।
কিন্ত্বেবং সাধিতে ক্বাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক এক কর্ষ পরিমিত অর্থাৎ সমুদায়ে নয় কর্ষ। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, পামা, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ ও কাপালিকাকুষ্ঠ নিবারিত হয়। (এস্থলে ৫ রতিতে মাষা ধরিয়া তদনুসারে কর্ষের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।)

পটোলাদিঃ।

পটোলকটুকাভীরু-ত্রিফলামৃতসাধিতম্।
ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥

পলতা, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহের শান্তি হয়।

নিম্বাদি চূর্ণম্।

নিম্বামৃতাভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
সোমরাজীপলম্‌ শুণ্ঠী বিড়ঙ্গৈড়গজাঃ কণাঃ॥
যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা।
খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকম্॥
দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা শ্লক্ষ্ণবস্ত্রেণ ছানয়েৎ॥
শাণমাত্রন্তু ভোক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পিবেদনু।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ॥
বাতশোণিতমত্যুগ্রং ষিএমৌড়ুম্বরং তথা।
কোঠং চক্রদলাখ্যঞ্চ সিধ্ম পামা চ বিপ্লুতা॥
কণ্ডুবিচর্চ্চিকারুংষি দদ্রুমণ্ডলকিট্টিমম্।
সর্ব্বাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
আমবাতকৃতং শোথমুদরং সর্ব্বরূপিণম্,
প্লীহানং গুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥
সর্ব্বান্ কণ্ডুব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্র সংশয়ঃ।
এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল; সোমরাজী ১ পল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দা মূল, পিপুল, যমানী,

বচ জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষ। **অনুপান**— গুলঞ্চের কাথ। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে অতি প্রবল বাতরক্ত, শ্বিত্র, কোঠ, চর্ম্মদল, পামা, ব্রণ, কণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম এবং আমবাত জন্য শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলাতিবিষাদারু-দার্ব্বীমুস্তাপরূষকৈঃ
খদিরাসনরক্ত হর গুড়ূচ নৃপপাদপৈঃ ॥
ভূনিম্বনিম্বকটুকী-কলিঙ্গকুলকৈঃ সমৈঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ততঃ পূতং শৃতমষ্টগুণেঽম্ভসি ॥
গুড়ূচ্যাশ্চ সুকৃতং চূর্ণমৰ্দ্ধস্ত বারিণি।
ক্ষিপ্ত্বা নূতনে ভাণ্ডে বাসয়েদ্রজনীগতম্ ॥
সোমোপেতেন পূতেন কৌশিকং পরিভাবয়েৎ।
ষড়্‌গুণেন তু সপ্তাহং শিলাজতুসমন্বিতম্ ॥
শুক্তস্য তু পলান্যষ্টৌ সমাবাপ্য বিচক্ষণঃ।
তাপ্যচূর্ণং পলার্দ্ধঞ্চ দ্বে পলে মধুসর্পিষোঃ ॥
একীকৃত্য সমং সর্ব্বং লিহ্যাৎ তু ত্রিফলাম্বুনা।
তদ্বা মুদ্গাদ্যূষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত পুরাণং শালিষষ্টিকম্।
যথারোগং যথাসাত্ম্যং রসৈর্যুষৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ বাতরক্তং সুদারুণম্।
নিহন্তি বীর্য্যতঃ ক্ষিপ্রং কুষ্ঠরোগান্ ব্রণানপি।
ছিন্নং ভিন্নঞ্চ সন্ধত্তে ত্রিফলাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ফল্‌সা, খদির-কাষ্ঠ, পিয়াশাল ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্বাথের অৰ্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া নূতন পাত্রে এক রাত্রি রাখিয়া পর দিন ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু সমভাগে লইয়া উহাদের উভয়ের ছয় গুণ উক্ত কাথ দ্বারা সাত দিন ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ১ সের শুক্ত, অৰ্দ্ধ পোয়া স্বর্ণমাক্ষিক, অৰ্দ্ধ পোয়া মধু ও অৰ্দ্ধ পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে। রোগির অবস্থানুসারে ত্রিফলার জল বা পরিষ্কার মুগের যূষ কিংবা জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। এই গুগ্‌গুলু তিন সপ্তাহ সেবন করিলে সুদারুণ বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয় এবং ছিন্ন ও ভিন্ন সংযোজিত হয়।

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিপ্রস্থমমৃতায়াশ্চ প্রস্থমেকন্তু গুগ্‌গুলোঃ।
প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ ॥
সর্ব্বমেকত্র সংকুট্য সাধয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পুনঃ পচেৎ পাদশেষং যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতম্ ॥
দন্তীচিত্রকমূলানাং কণা বিশ্বফলত্রিকম্।
গুড়ূচীত্বক্‌বিড়ঙ্গানাং প্রত্যেকার্দ্ধপলং মতম্ ॥
ত্রিবৃতাকর্ষমেকন্তু সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
সিদ্ধে উষ্ণে ক্ষিপেৎ তত্র অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ পরম্ ॥
ততো যথাবলং খাদেদগ্নিপিষ্টী বিশেষতঃ।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং গুদজান্যগ্নিসাদনম্ ॥
দুষ্টব্রণং প্রমেহাংশ্চ আমবাতং ভগন্দরম্।
নাড্যাঢ্যবাতং শ্বয়থুং হন্যাৎ সর্ব্বাময়াংস্তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতশ্চায়মমৃতাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ ॥

গুলঞ্চ /৬ ছয় সের; গুগ্‌গুলু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও পুনর্নবা প্রত্যেক /২ দুই সের; এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ ষোল সের থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করত গাঢ় করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ থাকিতে দন্তী, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, দারুচিনি, ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক অৰ্দ্ধ পল অর্থাৎ ৪ চারি তোলা এবং তেউড়ী মূল-চূর্ণ ২ তোলা ঐ গাঢ় ঈষদুষ্ণ কাথে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা রোগির বলানুসারে সেবনে অগ্নিপিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শ,

অগ্নিমান্দ্য, গুদজ রোগ, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, উরুস্তম্ভ, শোথ এবং অন্যান্য রোগ সকল নষ্ট হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কর্তৃক এই অমৃতাগুগ্গুলু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কৈশোরগুগ্গুলুঃ।

বরমহিষলোচনোদরসন্নিভবর্ণস্য গুগ্গুলোঃ প্রস্থম্।
প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্॥
দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি [illegible]।
বিপচেদপ্রমত্তো দর্ব্যা সংঘট্টয়ন্ মুহুর্যাবৎ॥
অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জ্ঞাত্বা [illegible]।
অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধয়েদয়ঃপাত্রে॥
সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্য হিমে [illegible]।
ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোঃ [illegible]।
[illegible]বিড়ঙ্গচূর্ণ [illegible]।
পলমেকঞ্চ গুড়ূচ্যা দত্ত্বা [illegible]।
উপযুজ্য চানুপানং [illegible]।
ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপ[illegible]।
তনুরোধি বাত[illegible]।
জয়তি [illegible]॥
ব্রণকাসকুষ্ঠ[illegible]।
মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং [illegible]।
সততং নিষেব্যমাণঃ [illegible]।
অভিভূয় জরা[illegible]।
[illegible]।
পাকায় [illegible]।
তস্মাৎ [illegible] কৈশোরকং॥

অথ-পোটলী-বদ্ধ মাহিষাক্ষ গুগ্গুলু /২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের, গুলঞ্চ /৪ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের। পাককালে মুহুর্ম্মুহুঃ নাড়িবে। ৪৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পোটলীস্থ গুগ্গুলু উক্ত কাথে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে চড়াইয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া অতি শীতল হইলে ত্রিফলা (প্রত্যেক) চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিকটু চূর্ণ (মিলিত) ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ চারি তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ দুই তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ২ দুই তোলা, গুলঞ্চ চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। (মাত্রা ১ তোলা)। অনুপান— চণকাদির যূষ, দুগ্ধ বা সুগন্ধি জল। ঔষধ সেবন কালে যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে পারা যায়। ইহাতে বাতরক্ত, সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহ-পিড়কা প্রভৃতি রোগ আশু নিবারিত হয়। নিয়মিতরূপে ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগই কালে নিবারিত হয়। ঔষধের কাথ পাক করিবার সময় চিকিৎসক সাতিশয় যত্নবান্ থাকিবেন, কারণ কল, পাকযন্ত্র এবং কাথে পাকেরই প্রাধান্য আছে।

রসাভ্রগুগ্গুলুঃ।

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্।
লৌহগন্ধসমঞ্চাভ্রং গুগ্গুলুং কুড়বদ্বয়ম্॥
অমৃতায়া রসপ্রস্থে রসপ্রস্থে ফলত্রিকে।
সান্দ্রে ভূতে রসে তস্মিন্ গুড়ং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুড়ূচী চেন্দ্রবারুণী।
বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সুচূর্ণিতম্॥
[illegible]কর্ষমাদায় সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
[illegible] কোলপ্রমাণন্তু [illegible]॥
বাতরক্তং মহাঘোরং [illegible] জয়েৎ।
[illegible]।
ভগন্দরং [illegible] শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্।
[illegible]বিচর্চ্চিকাঃ॥
[illegible] নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
বাতরক্তবিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতং পুরা।
রসাভ্রগুগ্গুলুর্নাম্না বাতরক্তে সুখোপমঃ॥

পারদ লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগ্গুলু /১ সের, গুলঞ্চ /২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; ত্রিফলা মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই দুই কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পারদাদি দ্রব্য সকল পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখাল শশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—

গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে গলিত স্ফুটিত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ এবং কুষ্ঠ, ক্রিমি, অশ্মরী, ভগন্দর, শ্বেতকুষ্ঠ, কণ্ডু, চর্ম্মকীল, দদ্রু ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়। বাতরক্ত-বিনাশের নিমিত্ত ধন্বন্তরি এই রসাভ্র গুগ্‌গুলু প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা বাতরক্তে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

পুনর্নবা-গুগ্‌গুলুঃ।

পুনর্নবামূলশতং বিশুষ্কং
এরণ্ডমূলঞ্চ তথা প্রযোজ্যম্।
দত্ত্বা পলং ষোড়শকঞ্চ শুণ্ঠ্যাঃ
সঙ্কুট্য সম্যগ্বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্॥
পলানি চাষ্টাবথ কৌশিকস্য তেনাষ্টশেষেণ পুনঃ পচেৎ তু।
এরণ্ডতৈলং কুড়বং দদ্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি পঞ্চ॥
নিকুম্ভচূর্ণস্য পলং গুড়ূচ্যাঃ পলদ্বয়ং ত্রিপলং পলং বা।
ফলত্রয়ত্র্যূষণচিত্রকাণি সিন্ধূত্থভল্লাতবিড়ঙ্গকানি॥
কর্ষং তথা মাক্ষিকধাতুচূর্ণং পুনর্নবায়াঃ পলমেব চূর্ণম্।
চূর্ণানি দত্ত্বা অবতার্য্য শীতে খাদেন্নরঃ কর্ষসমপ্রমাণম্॥
বাতাসৃজং বৃদ্ধিগদঞ্চ সদ্য জয়েচ্চ গৃধ্রসীং সুদারুণাঞ্চ।
জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকবস্তিজঞ্চ হন্যাদামং প্রবলঞ্চ নিত্যম্॥

পুনর্নবার মূল ১০০ পল (১২॥০ সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুণ্ঠ চূর্ণ ১৬ পল, এই সকল ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ৴১ সের গুগ্‌গুলু মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। অনন্তর উহাতে এরণ্ডতৈল ৴॥০ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৫ পল, দন্তীমূল চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চ ২ পল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ (প্রত্যেক) অর্দ্ধপল ও চিতা অর্দ্ধপল, সৈন্ধব লবণ ১ পল, ভেলা ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা ও পুনর্নবা ১ পল প্রদান করিয়া পাক করিবে। পরে শীতল হইলে নামাইয়া (রোগির বলানুসারে) দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্ত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি এবং জঙ্ঘা উরু পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিগত আমবাত অতি প্রবল হইলেও নিবারিত হয়।

যোগসারামৃতঃ।

শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারকমুচটাঃ।
পুনর্নবামৃতা কৃষ্ণা বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্॥
পৃথগ্দশপলান্যেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তদর্দ্ধশর্করাযুক্ত-চূর্ণং সংমর্দ্দয়েদ্বুধঃ॥
স্থাপয়েৎ সুদৃঢ়ে পাত্রে মধ্বর্দ্ধাঢকসংযুতম্।
ঘৃতপ্রস্থে সমালোড্য ত্রিসুগন্ধিপলেন তু॥
তং খাদেদিষ্টচেষ্টাত্মা যথাবহ্নিবলং নরঃ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কার্শ্যং পিত্তাস্রসম্ভবম্॥
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ রোগানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্।
হন্যাৎ করোতি পুরুষং বলীপলিতবর্জ্জিতম্।
যোগসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনঃ॥

শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বৃদ্ধদারক, ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণের অর্দ্ধপরিমাণ চিনি লইয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর দৃঢ় ভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে ৴৮ সের মধু ও ৴৪ সের ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া সুগন্ধি করিবার জন্য মিশ্রিত করিবে। রোগির বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্তজনিত কৃশতা, বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বিবিধ রোগ এবং পলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ কান্তি ও শ্রীবৰ্দ্ধক।

অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ।

ভল্লাতকপ্রস্থযুগং ছিত্বা দ্রোণজলে ক্ষিপেৎ।
প্রস্থদ্বয়ং গুড়ূচ্যাশ্চ ক্ষুণ্ণং তত্রাম্ভসি ক্ষিপেৎ॥
চতুর্থাংশাবশেষস্তু কষায়মবতারয়েৎ।
বস্ত্রপূতে কষায়ে তু বক্ষ্যমাণানি নিক্ষিপেৎ॥
শরাবমাত্রকং সর্পিদুর্গ্ধং স্যাদাঢকং তথা।
সিতাং প্রস্থমিতাং দদ্যাৎ প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং ক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বাণ্যেকত্র ভাণ্ডে তু পচেন্মৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ।
সর্ব্বদ্রবে ঘনীভূতে পাবকাদবতারয়েৎ॥
তত্র ক্ষেপ্যাণি চূর্ণানি ক্রমো বিশ্ববিষামৃতাঃ।
বাকুচী চাথ দদ্রুঘ্নঃ পিচুমর্দ্দো হরীতকী॥

অক্ষো ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা মরিচং নাগরং কণা।
যমানী সৈন্ধবং মুস্তং ত্বগেলা নাগকেশরম্ ॥
পর্পটং পত্রকং বালমুশীরং চন্দনং তথা।
গোক্ষুরস্য চ বীজানি কচূরো রক্তচন্দনম্ ॥
পৃথক্ পলার্দ্ধমানানাং চূর্ণমেষামিহ ক্ষিপেৎ।
পলমাত্রমিদং প্রাতঃ সমশ্নীয়াজ্জলেন হি ॥
নাশয়েদবলেহোঽয়ং পথ্যাশ্যন্নানি খাদতঃ।
কুষ্ঠানি বাতরক্তানি সর্ব্বাণ্যর্শাংসি সেবিতঃ ॥
ব্যায়ামমাতপং বহ্নিমঙ্গং মাংসং দধি স্ত্রিয়ম্।
তৈলাভ্যঙ্গং তথাধ্বানং নরো ভল্লাতকী ত্যজেৎ ॥

ভল্লাতক সকলের মুখ (নাক বা বোঁটা) ছাড়াইয়া উহার /৪ চারি সের এবং গুলঞ্চ /৪ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ ষোল সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে /২ সের ঘৃত, ১৬ সের দুগ্ধ, ২ দুই সের চিনি, এই সকল দ্রব্য দিয়া ধীরে ধীরে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঐ ক্বাথ ঘনীভূত হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া বেলশুঁঠ, আতইচ, গুলঞ্চ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিম, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, শুঁঠ, পিপ্পলী, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, ক্ষেতপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণার মূল, শ্বেত চন্দন, গোক্ষুর-বীজ, শটী ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে /২ সের মধু মিশাইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ৮ তোলা (উপযুক্ত) মাত্রায় জলের সহিত সেব্য। এই অবলেহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ নিবারিত হয়। এই ভল্লাতকাবলেহ সেবন কালে ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নিসন্তাপ, অম্লদ্রব্য, মাংস, দধি, স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলাভ্যঙ্গ ও পথ-পর্য্যটন ত্যাগ করিবে।

রসপ্রয়োগাঃ।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলা।
শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষং সোমরাজী * পুনর্নবা।
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বী শ্বেতাপরাজিতা ॥
চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ।
ত্রিফলাভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা ॥
সম্ভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে।
কৃত্বানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্ ॥
শাণমাত্রং ঘৃতেন কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনছাল, শিলাজতু, শোধিত গুগ্গুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোমরাজী, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতা এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথাক্রমে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—নিম্বের পত্র পুষ্প ও ত্বকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং ঘৃত। ইহা কিছু দিন সেবন করিলে উপদ্রব সংযুক্ত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি লৌহম্।

গুড়ূচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমন্বিতম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরং হ্যয়ঃ ॥
(গুড়ূচীং কুত্রাপি পাঠেহপি সংমর্দ্দ্য অবপেতিত-সারো বিশুদ্ধো গ্রাহ্যঃ। ত্রিকত্রয়ং ত্রিফলাত্রিকটু-ত্রিমদাঃ। সর্ব্বসমং লৌহম্।)

গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা), প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য জল দিয়া মাড়িয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (বনে ও পলতার জলের সহিত সেবনীয়। হস্ত পদাদির জ্বালাতে ইহা বিশেষ উপকার করে।)

লাঙ্গল্যাদ্যং লৌহম্।

বিড়ঙ্গলাঙ্গলীমূলত্রিকটুত্রিফলাম্বুনা।
দ্রাক্ষাগুড়ূচীস্বরসৈর্লৌহচূর্ণং বিভাবয়েৎ ॥

* সোমরাজীত্যত্র অহিফেনমিতি রত্নাবলীধৃতঃ পাঠঃ।

প্রত্যেকটী দশভাগ করিয়া গ্রহণ করত চূর্ণ করিবে। পূজাপরায়ণ বৈদ্য রোগির অবস্থানুসারে ২ রতি অথবা ৩ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবেন। এই ঔষধ সেবনে বাতরক্ত, জর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক ও বিষজ বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

দ্বাদশায়সঃ।

গরুত্মান্ দরদস্তীক্ষ্ণং শর্করাখ্যো বঙ্গশুক্তিকে।
শুল্বঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ [illegible]কম্॥
পাতালনৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলং সমাংশকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্রু অজমোদা যমানিকা॥
[illegible]মূলং ভার্গী চ লশুনং [illegible]
[illegible] রসোনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং [illegible]
[illegible] কণ্ডূঞ্চ বধিরং [illegible]॥
মন্দানল[illegible]
[illegible] সর্ব[illegible]॥

স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, [illegible], রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্তি, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিঙ্গু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, বামুনহাটী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন কালে বাতরক্ত, গলিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠ, কণ্ডূ, মন্দাগ্নি, আমবাত এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতির সকল প্রকার পীড়া নিবারণ হয়।

গুড়ূচ্যাদ্যঘৃতম্।

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্।
হন্তি বাতং তথা রক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্॥

ঘৃত /৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ /৪ সের ও গুলঞ্চের কল্ক /১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

শতাবর্য্যাদ্যঘৃতম্।

শতাবরীকল্কগর্ভং রসে তস্যাশ্চতুর্গুণে।
ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং পক্বং বাতশোণিতনাশনম্॥

শতমূলীর কল্ক ও স্নেহচতুর্গুণ রস দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাককালে ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্।

অমৃতা মধুকং [illegible]
[illegible]
কটুকা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সর্ব্ব[illegible]
[illegible]

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, জল ১২ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটুকী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারী ফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মুতা ও নীল উৎপল এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। পানীয় ও ভোজ্য বস্তুর সহিত এই ঘৃত পান করিলে উত্তান ও গম্ভীর এবং ত্রিক জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত বহুদোষযুক্ত বাতরক্ত, ক্রোষ্টুশীর্ষ, শূল, আমবাত, বাতজনিত বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

গুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীক্কাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রযত্নতঃ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

গুলঞ্চের ক্কাথ ১৬ সের ও কল্কার্থ গুলঞ্চ ৴১ সের সহ তিল-তৈল ৴৪ সের পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও পিত্তজন্য দাহ উপশমিত হয়।

মধ্যমগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীক্কাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃসমম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নাশয়েৎ তিমিরং ঘোরং গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের, গুলঞ্চের ক্কাথ ১২ সের (কেহ বলেন ১৬ সের) ও কল্ক ৴১ সের। দুগ্ধ ৴৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

বৃহদ্গুড়ূচীতৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ।
অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোল্যৌ হরিচন্দনম্॥
শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।
ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা॥
জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী ভেকপর্ণিকা।
বিশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা॥
শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ।
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বাতরক্তে প্রযোজয়েৎ॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ॥
বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্।
বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডূং পাদদাহং বিশেষতঃ॥
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতঞ্চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, হরিচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, হাকুচমূল, থুলকুড়ি, রাখাল শশার মূল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুল্ফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল পান অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, বিসর্প, ভগন্দর, হস্তপদাদির দাহ ও নানা প্রকার বাত-পৈত্তিক রোগ নষ্ট হয়।

মহারুদ্রগুড়ূচীতৈলম্।

অমৃতায়াস্তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পিচুমর্দ্দস্য চ তথা তুলাং ভাজনপ্রতিমাং তথা॥
জলদ্রোণে বিনিষ্কাথ্য গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চাপি তৎসমম্॥
অমৃতা বাকুচী মুস্তা করবীরফলং ত্রিকম্।
দাড়িম্বং নিম্ববীজঞ্চ রজন্যৌ বৃহতীদ্বয়ম্॥
নাগবলা ত্রিকটুকং পত্রং মাংসী পুনর্নবা।
গ্রন্থিকং বিকসাশ্বগন্ধা শতপুষ্পা চ চন্দনম্॥
শারিবে দ্বে সপ্তপর্ণো গোময়স্য রসস্তথা।
এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বদোষসমাযুতম্।
কুষ্ঠকাষ্টাদশবিধং বিসর্পঞ্চ ব্রণামযম্।
মহারুদ্রগুড়ূচ্যাখ্যং তৈলং ভুবনদুর্লভম্॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬, নিমছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ৴৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দন্তীমূল, করবীরমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ, নিম্ববীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দন করিলে

সকল প্রকার উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও ব্রণ নষ্ট হয়।

রুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু বৃহতী ত্বচম্।
কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী বৃষমূলকম্॥
অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তূরং দাড়িমীফলম্।
জয়ন্ত্যাঃ মূলং দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্॥
ত্রিফলায়াঃ পলাংশাঃ স্যুঃ দ্বিপলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চত্বারি ক্ষীরবৃক্ষাণাং ত্বগ্ভিশ্চ পলানি চ॥
পাচয়েদ্ ভাজনং তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ॥
বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকং নখী॥
পূতিকা কেশরং কুষ্ঠং বচা কুন্দুরু শৈলজম্।
হ্রীবেরং যষ্টিমধুকং জটামাংসী শিলারসম্॥
রেণুকৈলাঞ্চ সরলং বালুকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ।
রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং বাতরক্তং বিমুঞ্চতি॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্ত্যস্থিমজ্জগং পুনঃ।
হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধিগলিতং স্ফুটিতং তথা॥
কৃষ্ণং শ্বেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকম্।
পামাং বিচর্চ্চিকাং কণ্ডুং ছায়াং ত্বচঞ্চ কালিনীম্॥
মসূরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলনঞ্চ বিসর্পকম্।
নাড়ীব্রণং মস্তকং বা গাত্রবৈবর্ণ্যনাশকম্।
নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ /৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; দুগ্ধ /৪ সের, বাসক রস /৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, গুড়ত্বক্, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাঙ্গ, পটোলপত্র, ধুস্তূরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল ও দন্তী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। ত্রিফলা পৃথক্ পৃথক্ ৪ তোলা। গন্ধার্থ—কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাঁকলা, চন্দন, গেটেলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরুখোটী, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ, নালুকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠ, হস্তপাদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, মসূরিকা, গাত্রবৈবর্ণ্য, দদ্রু, রক্তদোষ ও নানাপ্রকার ত্বগ্ দোষ নিবারণ হয়।

মহারুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুর্দাড়িমীফলম্।
বৃহত্যৌ পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্॥
পটোলপত্রং ধুস্তূরমপামার্গং জয়ন্তিকা।
দন্তী বরা পৃথক্ সর্ব্বং বর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ॥
বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথক্ ব্যোষং পলত্রয়ম্।
প্রস্থঞ্চ সর্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বু বৃষপত্রজম্॥
গুড়ূচ্যাস্তু চতুঃষষ্টি-পলক্বাথরসেন চ।
বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
ক্রিমিদুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডুং নিহন্তি চ।
অস্বেদনং মহাস্বেদনভাঙ্গাদেব নশ্যতি॥
(বাসারুদ্রগুড়ূচ্যৈতৈলমিত্যস্য সংজ্ঞান্তরম্)।

কটুতৈল /৪ সের, বাসকপত্র রস /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, দাড়িম ফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতূরা, আপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দন্তী, ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। জল /৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, কণ্ডূ ও দাহ প্রভৃতি নিবারণ হয়। ইহা বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (এই মহারুদ্রতৈলকে বাসারুদ্রগুড়ূচী তৈলও কহে)।

বিষতিন্দুকতৈলম্।

বিষতরুফলমজ্জপ্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রু-
স্বরসলকুচবারিপ্রস্থমেকৈকশশ্চ।
কনকবরুণচিত্রাপত্রনির্গুণ্ডিকাম্রক-
স্বরসতুরগগন্ধাবৈজয়ন্ত্যারসশ্চ॥
পৃথগিতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং
বিষতরুফলমজ্জাতুল্যতৈলং বিপক্কম্।
লশুনসরলষষ্ঠীকুষ্ঠসিন্ধূত্থযুগ্মং
দহনতিমিরকৃষ্ণাকঙ্কযুক্তং সুসিদ্ধম্॥

হরতি সকলবাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্।
প্রতিদিনমনুলেপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।
বৈবর্ণ্যং ত্বগ্‌গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুট্টিত কুঁচিলাবীজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের; শজিনামূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, মাদারমূল /৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; কালধুতরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; বরুণছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। চিতাপত্র /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; নিসিন্দাপত্র রস /৪ সের (স্বরসের অভাবে ক্বাথ), সজিপত্র রস /৪ সের (অভাবে ক্বাথ), অশ্বগন্ধার ক্বাথ /৪ সের, জয়ন্তীর রস /৪ সের (স্বরসের অভাবে ক্বাথ)। কল্কার্থ—রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, দ্বিবিধ বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগ্‌দোষ আশু নিবারণ হয়।

মহাপিণ্ডতৈলম্।

অমৃতায়াঃ পলশতং সোমরাজীতুলাং তথা।
প্রসারণ্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে পৃথক্ পচেৎ॥
পাদশেষং গৃহীত্বা চ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্।
ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা মন্দমন্দেন বহ্নিনা॥
পিণ্ডশালজনির্য্যাস-সিন্ধুবারফলত্রয়ম্।
বিজয়াবৃহতীদন্তী-কাকোলকপুনর্নবাঃ॥
বহ্নিগ্রন্থিককুষ্ঠানি নিশে দ্বে চন্দনদ্বয়ম্।
পূতিপূতীকসিদ্ধার্থ-বাকুচীচক্রমর্দ্দকম্॥
বাসানিম্বপটোলানি বানরীবীজমেব চ।
অশ্বাহ্বা সরলং সর্ব্বং প্রতিকর্ষমিতং পচেৎ॥
এতৎ তৈলবরং হন্তি বাতরক্তমসংশয়ম্।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং গ্রন্থিবাতং সুদারুণম্॥
কায়গ্রহ সামবাতং ভগন্দরগুদাময়ম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি মর্দ্দনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—গুলঞ্চ, সোমরাজী, গন্ধভাদুলে, প্রত্যেক ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ), দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্নবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খটাশি, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

দশপাকবলাতৈলম্।

বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
দশপাকং ভবেদেতদ্ বাতাসৃগ্বাতপিত্তজিৎ।
ধন্যং পুংসবনঞ্চৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনম্।
রেতোযোনিবিকারঘ্নমেতদ্বাতবিকারনুৎ॥

তৈল /৪ সের। বেড়েলার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। বেড়েলার কল্ক /১ সের, এইরূপ ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা দশবার যথাবিধি তৈলপাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও বাতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর এবং রেতোদোষ, যোনিবিকার ও বাতবিকার বিনাশক।

শারিবাদ্যতৈলম্।

শারিবারিষ্টকুষ্মাণ্ড-পঞ্চকৌশম্বকত্বচাঃ।
গুড়ূচীক্বাথদুগ্ধাভ্যাং কম্বরঙ্গরসেন চ॥
পচেৎ তৈলঞ্চ তিলজং দদ্যাদেতানি ভিষগ্বরঃ।
কাকোল্যৌ জীরকে মেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ॥
জিঙ্গীসিকৃথামৃতানন্তা-সর্জ্জসৈন্ধবচন্দনৈঃ॥
হন্যাদ্ বাতাসৃজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতং তথা॥
চর্ম্মদলঞ্চ পামাদীংস্ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিপাদিকম্॥
কুষ্ঠান্যর্শাংসি সর্ব্বাণি ব্রণশোথভগন্দরম্॥
নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈরতিবর্দ্ধিতম্।
তন্নিহন্ত্যাচ্ছারিবাদ্যং তৈলমেতদ্ বিনিশ্চিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, কামরাঙ্গার রস /৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য—

অনন্তমূল, নিমছাল, কুষ্মাণ্ড, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী (বা গন্ধভাদুলিয়া) ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদা, মহামেদা, গুল্‌ফা, ক্ষীরিণী (দুধ্‌লে), মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্ত-চন্দন, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। যথা-বিধি পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে স্ফুটিত ও গলিত ভয়ঙ্কর বাতরক্ত, চর্ম্মদল, পামা প্রভৃতি ত্বগ্‌দোষ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণশোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

শতাহ্বাদি তৈলম্।

কাথেন শতপুষ্পায়াঃ কুষ্ঠস্য মধুকস্য চ।
একৈকং সাধয়েৎ তৈলং বাতরক্তরুজাপহম্॥

গুল্‌ফা, কুড় কিংবা যষ্টিমধুর কাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:!:—

বাতরক্তে পথ্যানি।

যবষষ্টিকনীবার-কলমারুণশালয়ঃ।
গোধূমাশ্চণকা মুদ্গা স্তুবর্য্যাঢ়্যপি মুকুষ্টকাঃ॥
অজানাং মহিষীণাঞ্চ গবামপি পয়াংসি চ।
লাবতিত্তিরিসর্পাচ্ছিট্‌-তাম্রচূড়াদিবিষ্কিরাঃ॥
প্রতুদাঃ শুকদাত্যুহ-কপোতচটকাদয়ঃ।
উপোদিকা কাকমাচী বেত্রাগ্রং স্তুনিষণ্ণকম্॥
বাস্তুকং কারবেল্লঞ্চ তণ্ডুলীয়ঃ প্রসারণী।
পত্তুরো বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং সর্পিঃ শম্পাকপল্লবম্॥
পটোলং রুবুতৈলঞ্চ মৃদ্বীকা শ্বেতশর্করা।
নবনীতং সোমবল্লী কস্তূরী সিতচন্দনম্॥
শিংশপাগুরুদেবাহ্ব-সরলং স্নেহমর্দ্দনম্।
তিক্তঞ্চ পথ্যমুদ্দিষ্টং বাতরক্তপদে নৃণাম্॥

যব, ষষ্টিক তণ্ডুল, উড়ীধান্য, কলমাধান্য, রক্তশালি, গোধূম, ছোলা, মুগ, অড়হর, বনমুগ, ছাগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, লাব, তিত্তিরি, ময়ূর ও কুক্কুট প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষী এবং শুক, ডাকপাখী, কবুতর, চটক প্রভৃতি প্রতুদ পক্ষির মাংস, পুঁইশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, সুষুণিশাক, বেতোশাক, করলা, নটেশাক, গন্ধভাদুলিয়া, শালিঞ্চশাক, পাকাকুমড়া, ঘৃত, সোন্দালের কচি পাতা, পটোল, এরণ্ডতৈল, দ্রাক্ষা, পরিষ্কৃত চিনি, মাখন, সোমলতা, কস্তূরী, শ্বেত চন্দন, শিশুবৃক্ষ, অগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, তৈলাদি মর্দ্দন ও তিক্তদ্রব্য এই সমস্ত বাতরক্ত রোগে পথ্য।

বাতরক্তেঽপথ্যানি।

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপ ব্যায়ামাতপমৈথুনম্।
মাষাঃ কুলত্থা নিষ্পাবাঃ কলায়াঃ ক্ষারসেবনম্॥
অনূপানূপমাংসানি বিরুদ্ধানি দধীনি চ।
ইক্ষবো মূলকং মদ্যং পিণ্যাকোঽম্লানি কাঞ্জিকঃ॥
কটূষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণানি চ শক্তবঃ।
অপথ্যং নিগদিতং বাতরক্তপদে নৃণাম্॥

দিবানিদ্রা, অগ্নির উত্তাপ, ব্যায়াম, রৌদ্র-সেবন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মাষকলায়, কুলত্থকলায়, শিম, মটর কলায়, ক্ষার সেবন, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধদ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, মদিরা, তিলকল্ক, অম্লদ্রব্য, কাঁজি, কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও কফকর দ্রব্য, লবণ ও ছাতু এই সমস্ত বাতরক্ত রোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাতরক্তাধিকারঃ।

অথোরুস্তম্ভাধিকারঃ।

অথোরুস্তম্ভ-নিদানম্।

শীতোষ্ণদ্রবসংশুষ্ক-গুরুস্নিগ্ধৈর্নিষেবিতৈঃ।
জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস-সংক্ষোভস্বপ্নজাগরৈঃ॥
সশ্লেষ্মমেদঃপবনঃ সামমত্যর্থসঞ্চিতম্।
অভিভূয়েতরং দোষমূরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে॥
সক্থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন চ।
তদা স্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ।
পরকীয়াবিব গুরূ স্যাতামতিভৃশব্যথৌ।
ধ্যানাঙ্গমর্দ্দস্তৈমিত্য-তন্দ্রাচ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরৈঃ॥
সংযুক্তৌ পাদসদন-কৃচ্ছ্রোদ্ধরণসুপ্তিভিঃ।
তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাতমথাপরে॥

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ ও রুক্ষদ্রব্য সেবন; অনেকভাগ জীর্ণ অল্প-ভাগ অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীরচালনা), দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু, দুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আমরসযুক্ত অতিসঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত শ্লেষ্মদ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া উহাকে স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত করে। তাহাতে রোগী মনে করে যেন উরু তাহার নয়, অপরের অর্থাৎ উত্তোলন ও গমনাদি ক্রিয়ায় সামর্থ্য থাকে না।

উরুস্তম্ভকে কেহ কেহ আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন। এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর হয়। এবং পাদের অবসাদ স্পর্শানভিজ্ঞতা ও কষ্টে সঞ্চালন, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

অথোরুস্তম্ভ-চিকিৎসা।

স্নেহাসৃক্স্রাববমন-বস্তিকর্ম্মবিরেচনম্।
বর্জ্জয়েদাঢ্যবাতে তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্॥
তস্মাদত্র সদা কার্য্যং স্বেদলঙ্ঘনরূক্ষণম্।
আমমেদঃকফাধিক্যান্মারুতং পরিরক্ষতা॥
যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং নতু মারুতকোপনম্।
তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্॥
সর্ব্বো রূক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ।
পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় বিধাতব্যাখিলা ক্রিয়া॥

উরুস্তম্ভ রোগে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন এই সমুদয় বর্জ্জন করিবে, কারণ ইহাদের দ্বারা রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আম মেদঃ ও কফের আধিক্য হইতে বায়ুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উরুস্তম্ভে স্বেদ লঙ্ঘন ও রূক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যাহা কফের প্রশমক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, তাহাই ইহাতে সদা প্রযোজ্য। প্রথমে কফনাশক সর্ব্বপ্রকার রূক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ বায়ুনাশের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই করিবে।

রূক্ষণাদ্ বাতকোপশ্চেন্নিদ্রানাশার্ত্তিপূর্ব্বকঃ।
স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্য্যো বাতাময়াপহঃ॥
প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতঃ সরিতং শীতলোদকাম্।
সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃপুনঃ॥

অতিরূক্ষণ দ্বারা বায়ুর প্রকোপ হেতু নিদ্রানাশাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে বাতনাশক স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। রোগিকে শীতল জলবিশিষ্ট নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে কিংবা সরোবরের নির্ম্মল শীতল স্থির জলে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে।

কষ্টৈর্দিহ্যাচ্চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ।
মূলৈর্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্॥
পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ।
দন্তীদ্রবন্তীসুরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্।
তর্কারীসুরসাশিগ্রু-বচাবৎসকনিম্বকৈঃ॥

উহর করঞ্জার ফল ও সর্ষপ; কিংবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল, অথবা দন্তী, ইন্দুরকাণি, রাস্না ও সর্ষপ; কিংবা জয়ন্তী,

রান্না, শজিনা, বচ, কুড়চি ও নিম গোমূত্রে বাটিয়া উরুস্তম্ভে তাহার প্রলেপ দিবে।

ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীক-মৃত্তিকা-সংযুতং ভিষক্।
কুর্য্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মুরুস্তম্ভে সবেদনে॥

সর্ষপ চূর্ণ ও উয়ীমৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া (ধুতুরাপাতার রসের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণ করিয়া) বেদনাযুক্ত উরুস্তম্ভে গাঢ়রূপে প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণধুস্তূরমূলঞ্চ ফলঞ্চ থাপসাভিধম্।
রসোনমরিচাজাজী-জয়ন্তীশিগ্রু সর্ষপাঃ॥
সর্ব্বাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ।
গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে॥

কৃষ্ণ ধুতুরামূল, টেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তী পত্র, শজিনার ছাল ও সর্ষপ এই সমুদয় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণীকৃত করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় প্রলেপ দিবে।

ভল্লাতকাদিঃ।

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠী-দারুপথ্যাপুনর্নবাঃ।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ॥

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের কাথ উরুস্তম্ভে হিতকর।

পিপ্পল্যাদিঃ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-ভল্লাতকাথমেব বা।
কল্কং মধুযুতং পীত্বা উরুস্তম্ভাদ্ বিমুচ্যতে॥

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটী ইহাদের কাথ বা কল্ক মধু সহ সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রন্থিকারগ্বধকৃষ্ণানাং কাথং ক্ষৌদ্রান্বিতং পিবেৎ।
লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্॥

পিপুল মূল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া; কিংবা ত্রিফলা চূর্ণ, ও কট্কী চূর্ণ (মাত্রা অর্দ্ধতোলা) মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়।

শিলাজতু গুগ্গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা॥

শিলাজতু, গুগ্গুলু, পিপুল কিংবা শুঁঠ ইহাদের কোন একটি গোমূত্র কিংবা দশমূলীর কাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী।
লিহ্যাদ্বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ॥

ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চৈ ও কট্কী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত (অর্দ্ধতোলা মাত্রায়) লেহন করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা।
উরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেব চ॥

মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ কিংবা শোথোক্ত গণ্ডীরারিষ্ট উরুস্তম্ভে ব্যবস্থা করিবে। পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগের নিয়ম এই, যথা—প্রত্যহ এক একটি পিপ্পলী অধিক ভক্ষণ করিয়া পরে এক একটি কমাইতে হয় অর্থাৎ প্রথম দিন ৫টী ভক্ষণ করিলে দ্বিতীয় দিন ৬টী, তৃতীয় দিন ৭টী, এইরূপ ১০টী পর্য্যন্ত হইবে, পরে এক একটি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে।

কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামেষ্বেনং শক্ত্যা যোজয়েৎ।
স্থলান্যাক্রময়েৎ কল্যং প্রতিস্রোতো নদীং তরেৎ॥

উরুস্তম্ভ-রোগির কফক্ষয় নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যায়াম, প্রভাতে উচ্চস্থানসমূহ লঙ্ঘন এবং নদীস্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করাইবে।

সৈন্ধবাদ্যং হিতং তৈলং বর্দ্ধাস্তু মৃতগুগ্গুলুঃ॥

উরুস্তম্ভরোগে বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদ্য তৈল এবং বাতব্যাধি অধিকারের পুনর্নবাগুগ্গুলু ও অমৃতাগুগ্গুলু হিতকর।

গুঞ্জাভদ্রো রসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কষট্কঞ্চ গন্ধকম্।
গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্ নিষ্কং জয়ন্তী নিম্ববীজকম্॥
প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রন্তু নিষ্কং জৈপালবীজকম্।
জয়াজম্বীরধুস্তূর-কাকমাচীরসৈর্দিনম্॥

ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
গুঞ্জাত্রয়ো রসো নাম্না হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুতঃ।
শময়ত্যুগ্রণং দুঃখমূরুস্তম্ভং সুদুর্জ্জয়ম্॥

পারদ ১॥০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেত কুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়ন্তীবীজ, নিম্ববীজ ও জয়পালবীজ প্রত্যেক ॥০ তোলা; এই সমুদায় জয়ন্তী, জামীরলেবু, ধুতুরা ও কাকমাচীর রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেব্য। ইহাতে উৎকট উরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

অষ্টকট্বর-তৈলম্।

পলাভ্যাং পিপ্পলীমূল-নাগরাদষ্টকট্বরঃ।
তৈলপ্রস্থঃ সমো দধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ।
অষ্টকট্বরতৈলেঽস্মিন্ তৈলং সার্ষপমিষ্যতে।

সার্ষপতৈল /৪ সের, দধি ৪ সের, কট্বর অর্থাৎ সসার দধির তক্র ৩২ সের। কল্কার্থ—পিপুল মূল ২ পল, শুঁঠ ২ পল, (কেহ কেহ বলেন, পিপুল মূল ও শুঁঠ মিলিত ২ পল)। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিলে গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদীচ্যং সরলং দারু কেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ।
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্মাদূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥

সার্ষপতৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, নবনীতখোটি, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা (মিলিত) /১ সের; এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

মহাসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সিন্ধুত্থবিশ্বজালোগ্রা-ভার্গীবষ্টিস্থিরাফলৈঃ।
দারুবিশ্বশটীধান্ত-কৃষ্ণাকট্ফলপৌষ্করৈঃ॥
দীপ্যকাতিবিষৈরণ্ড-নীলীনীলাম্বুজৈঃ পচেৎ।
তৈলং সকাঞ্জিকং হন্তি পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ॥
আমবাতং ক্রিমীন্ গুল্মান্ প্লীহোদরশিরোরুজঃ।
মন্দাগ্নিং পক্কসন্ধ্যাণ্ড-বাতস্তম্ভগদানপি॥

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, কুড়, শুণ্ঠী, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণি, জাতীফল, দেবদারু, শুণ্ঠী, শঠী, ধনে, পিপুল, কট্ফল, পুষ্করমূল, যমানী, আতইচ, ভেরেণ্ডামূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম। এই সকল মিলিত /১ সের। কাঞ্জি ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া পানে নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে আমবাত উরুস্তম্ভ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

উরুস্তম্ভে পথ্যানি।

রুক্ষঃ সর্ব্ববিধিঃ স্বেদঃ কোদ্রবা রক্তশালয়ঃ।
যবাঃ কুলত্থাঃ শ্যামাকা উদ্দালাশ্চ পুরাতনাঃ॥
শোভাঞ্জনং কারবেল্লং পটোলং লশুনানি চ।
সুনিষণ্ণং কাকমাচী বেত্রাগ্রং নিম্বপল্লবম্॥
পত্তূরো বাস্তুকং পথ্যা বার্ত্তাকুস্তপ্তবারি চ।
শম্পাকশাকং পিণ্যাক-তক্রারিষ্টমধূনি চ॥
কটুতিক্তকষায়াণি ক্ষারসেবা গবাং জলম্।
ব্যায়ামশ্চ যথাশক্তি স্থূলস্তাক্রমণানি চ॥
স্বচ্ছ হ্রদে সন্তরণং প্রতিস্রোতোনদীষু চ।
শ্লেষ্মাপহরণং যচ্চ ন চ মারুতকোপনম্।
এতৎ পথ্যং নরেঃ সেব্যমূরুস্তম্ভবিকারিভিঃ॥

সমস্ত রুক্ষক্রিয়া, স্বেদ, পুরাতন কোদোধান্য, রক্তশালি, যব, কুলথকলায়, শ্যামাধান্য, বনকোদ্রব, শজিনা, করলা, পটোল, রশুন, সুষুণিশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিমপাতা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, হরীতকী, বেগুন, গরমজল, সোন্দালপাতা, তিলাদির কল্ক, তক্র, অরিষ্ট, মধু, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, ক্ষার সেবন, গোমূত্র, সামর্থ্যানুসারে ব্যায়াম, শরীরকর্ষণ, স্বচ্ছ জলবিশিষ্ট হ্রদে সন্তরণ,

স্রোতস্বিনী নদীর প্রতিকূলে সন্তরণ এবং যাহা কফনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত উরুস্তম্ভ-রোগির হিতজনক।

উরুস্তম্ভেঽপথ্যানি।

গুরুশীতদ্রবস্নিগ্ধ-বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনম্।
বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বমনং রক্তমোক্ষণম্।
বস্তিঞ্চ ন হিতং প্রাহুরূরুস্তম্ভবিকারিণাম্॥

গুরুপাক, শীতবীর্য্য, দ্রববহুল, স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিবহুল) দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ (যেমন মাংস ও দুগ্ধ, মৎস্য বা লবণের সহিত দুগ্ধ সেবন) ও অসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অহিতকর) দ্রব্য সকল ভোজন, বিরেচন, স্নেহপ্রয়োগ, বমন, রক্তমোক্ষণ এবং বস্তিক্রিয়া উরুস্তম্ভরোগির পক্ষে এই সমস্ত অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

অথামবাতাধিকারঃ।

অথামবাত-নিদানম্।

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ।
স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বতস্তথা॥
বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মস্থানং প্রধাবতি।
তেনাত্যর্থং বিদগ্ধোঽসৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে।
বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ সোঽন্নজো রসঃ।
স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি নানাবর্ণোঽতিপিচ্ছিলঃ।
জনয়ত্যাশু দৌর্ব্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ।
ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেষ আমসংজ্ঞোঽতিদারুণঃ॥
যুগপৎ কুপিতাবন্তস্ত্রিকসন্ধিপ্রবেশকৌ।
স্তব্ধং বা কুরুতো গাত্রমামবাতঃ স উচ্যতে॥
অঙ্গমর্দ্দোঽরুচিস্তৃষ্ণা আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ।
অপাকঃ শূনতাঙ্গানামামবাতস্য লক্ষণম্॥
স কষ্টঃ সর্ব্বরোগাণাং যদা প্রকুপিতো ভবেৎ।
হস্তপাদশিরোগুল্ফ-ত্রিকজানূরুসন্ধিষু॥
করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে।
স দেশো রুজ্যতেঽত্যর্থং ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ॥
জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং প্রসেকারুচিগৌরবম্।
উৎসাহহানিং বৈরস্যং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাম্॥
কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রাবিপর্য্যয়ম্।
তৃট্চ্ছর্দ্দিভ্রমমূর্চ্ছাশ্চ হৃদ্গ্রহং বিড়্বিবদ্ধতাম্।
জাড্যান্ত্রকূজমানাহং কষ্টাংশ্চান্যানুপদ্রবান্॥
পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ সশূলং পবনানুগম্।
স্তিমিতং গুরু কণ্ডূঞ্চ কফদুষ্টং তমাদিশেৎ॥

যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ আহার, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও জলপ্রতরণাদি বিরুদ্ধবিহার, অগ্নিমান্দ্য, গমনাগমন-রাহিত্য, স্নিগ্ধান্নভোজী হইয়া ব্যায়াম করণ, এই সকল কারণে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস, বায়ু-কর্ত্তৃক আমাশয়-সন্ধ্যাদি-কফস্থানে নীত ও তথায় অত্যন্ত দূষিত হইয়া ধমনীসমূহে উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই আমাখ্য অন্নরস, বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা অধিকতর দূষিত, অতি-পিচ্ছিল ও বিবিধ বর্ণযুক্ত হইয়া, স্রোতঃ-সকলকে ক্লেদযুক্ত করে। ইহাতে শরীর শীঘ্র দুর্ব্বল ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই আমসংজ্ঞক ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর ও বিবিধ রোগের মূল। উক্ত প্রকারে আমসংযুক্ত বায়ু এবং কফ যুগপৎ কুপিত হইয়া ত্রিক ও সন্ধি-স্থলে প্রবেশ করত গাত্রকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে, ইহার নাম আমবাত।

অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ এই গুলি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাত প্রকুপিত হইলে, সকল রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানু, উরু ও সন্ধিস্থলে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং সেই দুষ্ট আম যে স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। এই রোগে অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মুখনাসাদি দিয়া জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, উৎসাহহানি, মুখবৈরস্য, দাহ, বহুমূত্র, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, নিদ্রাবিপর্য্যয়, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে ব্যথা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অন্ত্রকূজন (পেটের নাড়ীতে অব্যক্ত ধ্বনি) ও আনাহ এবং অন্যান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ উপদ্রব সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক আমবাতে গাত্রদাহ ও শরীর রক্তবর্ণ হয়। বাতজে শূলবদ্‌বেদনা কফজে স্তৈমিত্য, গুরুতা ও কণ্ডু হইয়া থাকে।

অথামবাত-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ।
বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বস্তয়শ্চামমারুতে॥

আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, তিক্ত কটু ও অগ্নিদীপক আহার, বিরেচন, স্নেহপান ও বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

রুক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তেঽপি স্নেহবিবর্জ্জিতাঃ॥

আমবাত পীড়ায় বালুকার পুটুলী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা রুক্ষস্বেদ প্রদান এবং স্নেহ বর্জ্জিত প্রলেপ বিধেয়।

শঙ্কর-স্বেদঃ।

কার্পাসাস্থিকুলত্থিকাতিলযবৈরেরণ্ডমূলাতসী-
বর্ষাভূশণশিগ্রুকাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্বা পৃথক্।
স্বেদঃ স্যাদথ কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্‌পাণিপাদাঙ্গুলি-
গুল্‌ফস্কন্ধকটীরুজো বিজয়তে সামাঃ সমীরামুগাঃ।

(এতানি সমুদিতানি একৈকশো বা সংকুট্য কাঞ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ পোট্টলীদ্বয়ং বদ্ধা দীপ্তাগ্নিচুল্লুপরিস্থিতকাঞ্জিকস্থাল্যুপরিলিপ্তসচ্ছিদ্রশরাবস্থং বাষ্পতপ্তমেকৈকমানীয় বেদনাস্থানে স্বেদয়েৎ।)

কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, লালভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ ও শজিনাবীজ, এই সকল দ্রব্য সমস্ত বা যাহা পাওয়া যায়, তাহা কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুটুলী বান্ধিবে এবং প্রজ্বলিত চুল্লীর উপর কাঁজীপূর্ণ একটি হাঁড়ী বসাইয়া ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানি বহুছিদ্র বিশিষ্ট শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। ঐ শরার উপর ঔষধের পুটুলী দুইটি রাখিবে, একটি উষ্ণ হইতে থাকিবে, অপরটি দ্বারা স্বেদ দিবে, এরূপ ক্রমান্বয় পুটুলীদ্বয় দ্বারা স্বেদ দিলে কূর্পর, উদর, মস্তক, স্ফিক্ (পাছা), হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুলফ, স্কন্ধ ও কটী দেশের আমবাত জনিত বেদনা বিনষ্ট হইবে।

আমবাতে পঞ্চকোল-সিদ্ধং পানান্নমিষ্যতে।

এই রোগে পঞ্চকোলের অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ অন্নপান ব্যবস্থেয়।

শুষ্কমূলকযূষং বা যূষং বা পাঞ্চমৌলিকম্।
রসকং কাঞ্জিকং বাপি শুণ্ঠীচূর্ণাবচূর্ণিতম্॥

শুষ্কমূলার বা বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ মুদ্গযূষ অথবা শুঁঠচূর্ণ সংযুক্ত মাংসরস বা কাঁজি আমবাতে হিতকর।

শতপুষ্পাবচাবিশ্ব-শ্বদংষ্ট্রা বরুণত্বচঃ।
সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শঠী চাপি প্রসারণী।
সতর্কারীফলং হিঙ্গুশুক্তকাঞ্জিকপেষিতম্।
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্॥

শুল্‌ফা, বচ, শুঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এই সকল দ্রব্য শুক্ত বা কাঁজির সহিত পেষিত এবং তাহা অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতে বিশেষ উপকার হয়।

অহিংস্রা কৈবুকং মূলং শিগ্রুর্বল্মীকমৃত্তিকা।
মূত্রেণৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ॥

কুলেখাড়া, কেঁউমূল, শজিনাছাল ও উই মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়।

চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ।
দেবদারু বচা মুস্ত-নাগরাতিবিষাভয়াঃ।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্॥

চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে আমবাত উপশমিত হয়।।

শটীবিশ্বৌষধিকল্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্।
সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্॥

পুনর্নবার কাথে শটী ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া সপ্তাহ কাল সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্।
পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্॥

তেউড়ীচূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধব লবণ ২ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত পান করিলে বিরেচন হইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

সপ্তাহং ত্রিবৃতশ্চূর্ণং ত্রিবৃৎকাথেন ভাবিতম্।
কাঞ্জিকেন তু তৎ পীতং রেচয়েদামবাতিনম্॥

তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীর কাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পান করিলেও বিরেচন হইয়া আমবাতের শান্তি হয়।

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা।
আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা (॥০ তোলা ব্যবহার) কাঞ্জিকের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে আমবাত ও কফবাত বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠীগোক্ষুরককাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ।
সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্‌প্রণাশনঃ॥
(কোষ্ঠভেদে কর্ত্তব্যো যবক্ষারমত্র প্রক্ষিপন্তি)।

শুঁঠ এক ভাগ, গোক্ষুর দুই ভাগ; যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে আমবাত ও কটীশূল নিবারিত হয়। এই কাথ দোষের পাচক ও বেদনা নিবারক। (কোষ্ঠভেদ আবশ্যক হইলে ইহাতে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে)।

আমবাতে কণাযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ।
খাদেদ্বাপ্যভয়াবিশ্বং গুড়ূচীং নাগরেণ বা॥

আমবাতে দশমূলীর কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে কিংবা হরীতকী চূর্ণ ২ মাষা ও শুঁঠচূর্ণ ২ মাষা বাটিয়া উষ্ণজল সহ অথবা গুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ পান করিবে।

অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্।
মস্তারনালপীতমামানিলনাশনং খ্যাতম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণ বৃক্ষের মূল এই সকলের চূর্ণ দধির মাৎ কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

রসোনাদিকষায়ঃ।

রসোনবিশ্বনিগুণ্ডী-কাথমামার্দ্দিতঃ পিবেৎ।
নান্যঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্॥

রসুন, শুঁঠ ও নিসিন্দা ইহাদের কাথ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশমূলীকষায়েণ পিবেৎ বা নাগরাম্ভসা।
কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥

দশমূলের বা শুঁঠের কাথের সহিত এরণ্ড-তৈল পান করিলে কুক্ষি বস্তি ও কটীশূল নিবারণ হয়।

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তাসাবেরণ্ড-স্নেহকেশরী॥

শরীররূপবনে বিচরণকারী আমবাতরূপ গজেন্দ্রের, এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই একমাত্র নিহন্তা অর্থাৎ এরণ্ডতৈল আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরণ্ডতৈলসংযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ।
আমানিলার্ত্তিযুক্তো গৃধ্রসীবৃদ্ধ্যর্দ্দিতো নিত্যম্ ॥

হরীতকীচূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত অবলেহ করিলে আমবাত গৃধ্রসী ও বৃদ্ধি রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রাস্নাপঞ্চকম্।

রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের কাথ, সন্ধিগত অস্থিগত মজ্জাগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতে প্রযোজ্য।

রাস্নাসপ্তকম্।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্।
কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী ॥
রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উষ্ণে ভেদার্থমেরণ্ডতৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠশূল প্রশমিত হয়। (বিরেচনার্থ রাস্নাপঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ কাথে বৃদ্ধবৈদ্যগণ এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন)।

রাস্নাদশমূলকম্।

দশমূল্যামৃতৈরণ্ড-রাস্নানাগরদারুভিঃ।
কাথো রুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্ ॥

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু, ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল (শোধনার্থ ২ তোলা এবং শমনার্থ ১ তোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

মহারাস্নাদি পাচনম্।

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঃ সদুরালভঃ।
শটী দারু বলা মুস্তং নাগরাতিবিষাভয়াঃ ॥
শ্বদংষ্ট্রাব্যাধিঘাতশ্চ মিসিধান্তপুনর্নবাঃ।
অশ্বগন্ধামৃতা কৃষ্ণা বৃদ্ধদারুঃ শতাবরী ॥
বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্।
সমভাগান্বিতৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ ॥
কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্।
শুণ্ঠীচূর্ণসমাযুক্তমাভান্তেন যুতং তথা ॥
অলম্বুষাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্।
যথাদোষং যথাব্যাধি প্রক্ষেপং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ।
আনাহেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বগাত্রানুকম্পনে ॥
কুব্জকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথার্দ্দিতে।
জানুজঙ্ঘাস্থিপীড়াসু গৃধ্রস্যাং হনুগ্রহে ॥
প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে তথার্শসি।
বিশ্বচ্যাং গুল্মহৃদ্রোগ-বিসূচ্যাং ক্রোষ্টুশীর্ষকে ॥
অণ্ডবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রাময়ে তথা।
পুংসাং মেঢ্রগতে রোগে স্ত্রীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা ॥
যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্।
সর্ব্বেষাং পাচনানান্ত শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্।
মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্ ॥

রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, মুস্তক, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরি, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝাঁটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, রাস্না ২ ভাগ; এই কাথ ৮ ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুণ্ঠীচূর্ণ, আভান্ত চূর্ণ, অলম্বুষাদি চূর্ণ কিংবা অজমোদাদি চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা বিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে সন্ধি ও মজ্জাগত সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, আনাহ, গাত্রকম্প, কুব্জতা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, জানুবেদনা, অস্থিবেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, বিশ্বচী, গুল্ম, হৃদ্রোগ, যোনিব্যাপৎ, শুক্রদোষ, মেঢ্রগত রোগ ও স্ত্রীগণের বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা স্ত্রীলোকদের গর্ভসঞ্চারক। এরূপ ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রজাপতি ইহার প্রকাশক।

শতপুষ্পাদ্যং চূর্ণম্।

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

শুলফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে। ইহা অগ্নিদীপক।

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্।

হিঙ্গু চব্যং বিড়ং শুণ্ঠী কৃষ্ণাজাজী সপৌষ্করম্।
ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদ্ভবেৎ॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, চৈ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, জীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল ৭ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ গরম জল সহ সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্।

অলম্বুষাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীং বৃদ্ধদারকম্।
পিপ্পলীং ত্রিবৃতাং মুস্তাং বরুণং সপুনর্নবম্॥
ত্রিফলাং নাগরঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মস্তারনালতক্রেণ পয়োমাংসরসেন বা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতম্।
প্লীহগুল্মোদরানাহ-তুনমার্শাংসি বিনাশয়েৎ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি॥

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক মূল, পিপ্পলী, তেউড়ী, মুতা, বরুণমূল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দধির মাত, কাঁজি, তক্র, দুগ্ধ বা মাংসযূষের সহিত সেবন করিলে আমবাত, সন্ধিজাত-শোথ, প্লীহা, গুল্ম, জঠররোগ, আনাহ, অর্শঃ ও সন্ধিমজ্জগত বাতরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, অগ্নিদীপক ও তেজোবর্দ্ধক।

বৈশ্বানরচূর্ণম্।

মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব হি।
ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্॥
দশ দ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ।
মস্তারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা॥
পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্।
প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীনর্শাংস্যানাহমেব চ॥
বিবন্ধং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্।
বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্॥

(ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া ইতি অজমোদা যমানী, তেন পঞ্চভাগো যমান্যা এব। কেচিৎ বনযমানীত্যুপলক্ষ্য যমান্যা ভাগদ্বয়ং প্রযচ্ছন্তি। অন্যে ত্বজমোদাং বনযমানীং গৃহ্ণন্তি। কিন্ত্বন্তঃপরিমার্জ্জনে যমান্যেব যুক্তা)। চঃ টীঃ।

সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ মিশ্রিত ও একত্র মর্দ্দিত করিয়া লইবে। অনুপান—দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও আনাহ প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমক।

(বৈশ্বানর চূর্ণে কেহ কেহ যমানী ২ ভাগ ও অজমোদা অর্থাৎ বনযমানী ৩ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেহ বা "অজমোদা" এই শব্দটাই ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র যমানীই ২ ভাগ গ্রহণ করেন; কিন্তু এস্থলে "অজমোদা" অর্থ—যমানী, যেহেতু অন্তঃপরিমার্জ্জনের জন্য যমানীই প্রশস্ত, অতএব ৫ ভাগ যমানীই গ্রহণ কর্ত্তব্য।)

পথ্যাদ্যং চূর্ণম্।

পথ্যাবিশ্বযমানীভিস্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ।
তক্রেণোষ্ণোদকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি।
পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া (।৹ তোলা মাত্রায়) তক্র, উষ্ণ জল অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত, অগ্নিমান্দ্য ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্।

পুনর্নবামৃতা শুণ্ঠী শতাহ্বা বৃদ্ধদারকম্।
শটী মুণ্ডিতিকাচূর্ণমারনালেন পায়য়েৎ ॥
আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা।
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গৃধ্রসীমুদ্ধতামপি ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শুলফা, বৃদ্ধদারক, শটী ও মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ কাঁজি কিংবা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত ও উদ্ধত গৃধ্রসী রোগ নিবারিত হয়।

আভাদ্যচূর্ণম্।

আভা রাস্না গুড়ূচী চ শতাবর্য্যো মহৌষধম।
শতপুষ্পাশ্বগন্ধা চ হবুষা বৃদ্ধদারকঃ ॥
যমানী চাজমোদা চ সমভাগানি কারয়েৎ।
সূক্ষ্মচূর্ণমিদং কৃত্বা বিড়ালপদকং পিবেৎ ॥
মদ্যৈর্মাংসরসৈর্যূষৈস্তক্রৈরুষ্ণোদকেন বা।
সর্পিষা বাপি লেহ্যন্তু দধিমণ্ডেন বা পুনঃ ॥
অস্থিসন্ধিগতং বায়ুং স্নায়ুমজ্জাশ্রিতঞ্চ যম্।
কটিগ্রহং গৃধ্রসীঞ্চ মন্যাস্তম্ভং হনুগ্রহম।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রণাশয়েৎ।
আভাদ্যো নাম চূর্ণোহয়ং সর্ব্বব্যাধিনিবর্হণঃ ॥

বাবলামূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, শুলফা অশ্বগন্ধা, হবুষা, বৃদ্ধদারক, যমানী, বনযমানী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। মদ্য, মাংসরস, যূষ, তক্র, উষ্ণোদক, ঘৃত অথবা দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ (॥০ তোলা মাত্রায়) সেবন করিলে অস্থিগত, সন্ধিগত, স্নায়ুগত ও মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধ্রসী, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ ও কোষ্ঠগত সকল প্রকার রোগ নিরাকৃত হয়।

অজমোদাদিবটকঃ।

অজমোদা মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ।
সৈন্ধবপিপ্পলীমূলং ভাগা নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ ॥
শুণ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য।
পথ্যা পঞ্চপলানি চ সর্ব্বাণ্যেকত্র সঞ্চূর্ণ্য ॥
সমগুড়বটকানদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ।
নশ্যন্ত্যামানিলজাঃ সর্ব্বে রোগাঃ সুকষ্টাশ্চ ॥
বিষূচিকা প্রতিতূণী হৃদ্রোগো গৃধ্রসী চোগ্রা।
কটিবস্তিগুদস্ফুটনঞ্চৈবাস্থিজঙ্ঘয়োস্তীব্রম ॥
শ্বয়থুস্তথাঙ্গসন্ধিষু যে চান্যেঽপ্যামবাতসম্ভূতাঃ।
সর্ব্বে প্রয়ান্তি নাশং তম ইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্ ॥
(অজমোদাদিবটকে সর্ব্বচূর্ণসমো গুড়ঃ, কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা বহ্নৌ গুড়ং দ্রবীকৃত্য তত্র চূর্ণং প্রক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যাঃ, চূর্ণং বেতি গুড়ং বিহায় কেবলমুষ্ণোদকাদিভিঃ পেয়মিতি ভাবঃ)।

যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুলফা, সৈন্ধব, পিপুলমূল, এই নয় দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধড়ক বীজ ১০ পল, হরীতকী ৫ পল; এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করত বটক প্রস্তুত করিবে। (প্রথমে গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপে দ্রবীভূত করিবে। অনন্তর তাহাতে চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বটক করিতে হইবে। গুড় ব্যতিরেকে কেবলমাত্র চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ॥০ তোলা পরিমাণে সেবন করিলেও উপকার হয়)। ইহাতে আমবাত, হৃদ্রোগ, গৃধ্রসী, কটিশূল, বস্তিশূল প্রভৃতি এবং আমবাতসম্ভূত অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সুরদারু চ ॥
চব্যৈলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না গোক্ষুরধান্যকম্।
ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজম্ ॥
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্ ॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
অতো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি ॥
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ ॥
প্লীহগুল্মোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা ॥
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি ॥
(আদৌ শুদ্ধগুগ্‌গুলুং ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা পশ্চাৎ সমেন সর্ব্বচূর্ণেন সহ ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপয়েৎ, ততোঽস্মো মাষকানুষ্ণোদকেন ভক্ষয়েৎ)।

চিতামূল, পিপলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চৈ, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুথা, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, বনার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুলু। অগ্রে গুগ্গুলু ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত চূর্ণ সমুদয় মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে মাড়িয়া ভাণ্ডে রাখিবে। বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রদান করিবে। (ব্যবহার মাত্রা—॥০ তোলা), অনুপান—উষ্ণ জল বা কাঁজি; ইহা সেবন করিলে আমবাত, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

বৃহদ্‌যোগরাজ-গুগ্গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা পাঠা শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তিপিপ্পলী॥
উপকুঞ্চিকা শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা।
সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্॥
ফণিজ্ঝকশ্চ লৌহঞ্চ সভ্রকশ্চ ত্রিকণ্টকঃ।
রাস্না চাতিবিষা শুণ্ঠী যবক্ষারাম্লবেতসম্॥
চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং কণুং।
অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ॥
হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা।
বিড়ঙ্গং মৃতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকত্বকম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শোধিতং গুগ্গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ॥
ঘৃতেন পিণ্ডয়িত্বা চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
রসবাতেন যে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ॥
একাঙ্গং শুষ্যতে যেষাং কুণ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্।
পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ॥
সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব হন্ত্যাবশ্যং ন সংশয়ঃ।
অয়ং বৃহদ্‌যোগরাজ-গুগ্গুলুঃ সর্ব্ববাতহা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপ্পলী, জীরা, শটী, ধনে, বিট্‌ সচল ও সৈন্ধব লবণ, পিপুলমূল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধুনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চৈ, মহা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা কটুকী, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুলু। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে নানাপ্রকার বাতরোগ, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ নষ্ট হয়।

শিবাগুগ্গুলুঃ।

শিবাবিভীতামলকীফলানাং প্রত্যেকশো মুষ্টিচতুষ্টয়ঞ্চ।
তোয়াঢকে তৎকথিতং বিধায় পাদাবশেষে ত্ববতারণীয়ম্॥
এরণ্ডতৈলং দ্বিপলং নিধায় পিচুত্রয়ং গন্ধকনামকস্য।
পচেৎ পুরস্যাত্র পলদ্বয়ঞ্চ পাকাবশেষে চ বিচূর্ণ্য দদ্যাৎ॥
রাস্না বিড়ঙ্গং মরিচং কণা চ
দন্তী জটামাংসরদেবদারু।
প্রত্যেকশঃ কোলমিতং তথৈষাং
বিচূর্ণ্য নিক্ষিপ্য নিযোজয়েচ্চ॥
আমবাতে কটীশূলে গৃধ্রসীক্রোষ্টুশীর্ষকে।
নচাস্ত্যদস্তি ভৈষজ্যং যথায়ং গুগ্গুলুঃ স্মৃতঃ॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একপাদ অর্থাৎ ৴৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে এরণ্ড-তৈল ১৬ তোলা ও গন্ধক ৬ তোলা দিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে গুগ্গুলু ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পলী, দন্তী, জটামাংসী, শুঁঠ ও দেবদারু প্রত্যেক বস্তু ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রদান করিবে। ইহা সেবনে আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী ও ক্রোষ্টুশীর্ষক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ।

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্।
সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলং তথা॥

কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ।
পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে ॥
হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গুতাম্।
শ্বাসং সুদুর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥
কুষ্ঠানি বাতরক্তানি গুল্মশূলোদরাণি চ।
আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবৰ্জ্জিতম্ ॥
এতদভ্যাসযোগেন জরাপলিতনাশনম্।
সর্পিস্তৈলবসোপেতমশ্নীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্ ॥
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণদর্পহা।
বহ্নিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা ॥

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কাথ তিন পল, শোধিত গন্ধক চূর্ণ এক পল গুগ্‌গুলু ১ পল, এরণ্ডতৈল ৸৷০ সের (কেহ বলেন ৵১ সের), একখানি দৃঢ় লৌহপাত্রে প্রথমে এরণ্ডতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও গুগ্‌গুলু পাক করিয়া পরে ত্রিফলার কাথ দিয়া আলোড়িত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাত-পিত্ত—শ্লেষ্মা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শূল, উদর ও অতি কঠিন আমবাত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা নিয়ত সেবন করিলে জরা ও পলিতাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালে ঘৃত তৈল ও বসার সহিত শালি বা ষষ্টিকধান্যের অন্ন পথ্য করিবে। এই ঔষধ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু বলিয়া বিখ্যাত। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়। (মাত্রা ৵০ হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।)

বৃহৎসিংহনাদ-গুগ্‌গুলুঃ।

পিট্টিতাং গুগ্‌গুলোর্ম্মানীং কটুতৈলপলাষ্টকে।
প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ ॥
পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্ বিমিশ্রয়েৎ।
ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গামরদারু চ ॥
গুড়ূচ্যগ্নিত্রিবৃদ্দন্তী-চব্যশূরণমাণকম্।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্ ॥
সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ।
ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধা পিবেৎ তপ্তজলাদিকম্ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা ॥
আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্।
জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদয়ে।
অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥
শোথান্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ।
মেদঃকফামসাধ্যাংশ্চ ব্যাধিবারণদর্পহা ॥
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥

(কটুতৈলেন গুগ্‌গুলুং পিট্টয়িত্বা কাথজলেন সহ পক্তা আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণ ৪ তোলা শোধিত জয়পালবীজ গোটা ১০০০ রসগন্ধকৌ কজ্জলীকৃত্য শীতীভূতে দাতব্যৌ ইতি বৃদ্ধাঃ।)

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেক ৵৪ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৵১ এক সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ চব্বিশ সের। পরে ঐ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু গুলা বাহির করিয়া তাহা ৮ পল কটুতৈলে পেষণ করণানন্তর ঐ কাথ জলের সহিত পাক করিবে। আসন্নপাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চৈ, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, জয়পাল ১০০০টা (উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া) নিক্ষেপ করত আলোড়িত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা (ব্যবহার ৵০ হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত)। অনুপান—উষ্ণজল বা উষ্ণদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি ধাতুপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি এবং আমবাত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বাতারিগুগ্‌গুলুঃ।

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্।
ফলত্রয়যুতং কৃত্বা পিট্টয়িত্বা চিরং রুজী ॥
ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
দিনে দিনে প্রযোক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥
সামবাতং কটীশূলং গৃধ্রসীং খঞ্জপঙ্গুতাম্।
বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্।
শময়েদ্ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥

এরণ্ডতৈল গন্ধক গুগ্‌গুলু ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া তাহা এক মাস ক্রমাগত

প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

রসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ॥
শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
অজমোদা যমানী চ ধান্যকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্॥
প্রত্যেকস্তু পলাংশানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্ দিনষোড়শ।
প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ।
খাদেৎ কর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মস্তুং পিবেদনু॥
আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশয়ে।
অপস্মারেঽনলে মন্দে কাসশ্বাসগরেষু চ।
উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশস্যতে।
রসোনপিণ্ডাদুপজাতগাত্রদাহে বিদধ্যাদ্দপুনঃ প্রলেপম্।
ধুস্তূররসেন পিষ্টং নাগেশচূর্ণং নবনীতযুক্তম্॥

রসুন ১২॥০ সের, নিস্তুষ তিল ১॥০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুলফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল; এই সমুদায় একত্র কোন ঘৃতপাত্রে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ২ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া ১৬ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। মাত্রা—২ দুই তোলা (ব্যবহার ॥০ তোলা)। অনুপান—জল বা মস্তু। ইহাতে আমবাত, বাত, শ্বাস, কাস ও শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। রসোনপিণ্ড সেবনে গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে নাগেশ্বর চূর্ণ ধুতূরাপাতার (কেহ বলেন ধুতূরাফুলের) রসে মাড়িয়া তাহার সহিত নবনীত মিশাইয়া গাত্রে প্রলেপ দিবে।

মহারসোনপিণ্ডঃ।

রসোনপলশতং ক্ষুণ্ণং তদর্দ্ধং নিস্তুষাৎ তিলাৎ।
পাত্রং গব্যস্য তক্রস্য পিষ্ট্বা চৈতানি সংক্ষিপেৎ।
ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্পলী।
অজমোদা ত্বগেলা চ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশিকম্॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ।
কুষ্ঠাজাজ্যোশ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা॥
আর্দ্রকস্য চ তাবন্তি সর্পিষোঽষ্টৌ পলানি চ।
তিলতৈলস্য চত্বারি শুক্তকস্যাপি বিংশতি॥
সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈব চ।
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গুলবণপঞ্চকম্॥
একীকৃত্য দৃঢ়ে কুম্ভে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্।
সুরাং সৌবীরকং সীধু ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ।
জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জ্জিতম্॥
একমাসপ্রয়োগেণ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব প্রমেহানপি বিংশতিম্।
অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি গুল্মং পঞ্চবিধং তথা॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।
শ্বয়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বমাশু বিনাশয়েৎ।
ক্ষতসন্ধ্যস্থিভগ্নানাং সন্ধানকরণঃ পরঃ।
দৃষ্টৈবংকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
মহারসোনপিণ্ডোঽয়মামবাতকুলান্তকঃ॥
(সর্ব্বানেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাশৌ দ্বাদশ দিনানি স্থাপ্যং ততঃ উদ্ধৃত্য আবৃত্য খাদ্যং মাংস চ ভক্তমনুপানম্।)

রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিল ৫০ পল, গব্য তক্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের এক পল, চিনি ৮ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু ॥০ সের, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৪ পল, শুক্ত (কাঁজি বিশেষ) ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা, পঞ্চ লবণ প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতকুম্ভে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন অবস্থাপিত করিবে। প্রাতঃকালে যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। অনুপান—সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ। দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভোজ্য। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার বাতজ পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়। ইহা আমবাতের মহৌষধ এবং আয়ুষ্য, হৃদ্য, চক্ষুর্জ্যোতিষ্কর ও বলবর্দ্ধক।

আমবাতগজসিংহো মোদকঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং ধান্যকস্য পলদ্বয়ম্॥
পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা।
টঙ্কণস্য পলং ভৃষ্টং মরিচস্য পলং ভবেৎ॥
ত্রিবৃতা-ত্রিফলা-ক্ষার-পিপ্পলীনাং পলং পলম্।
শট্যেলাত্বক্‌পত্রাণাং চবিকানাং পলস্তথা॥
অভ্রং লৌহং তথা বঙ্গং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্।
এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাদ্ গুণত্রয়ম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং কর্ষমাত্রন্তু মোদকম্।
একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্দুগ্ধঞ্চানুপিবেৎ পয়ঃ॥
শরীরং বীক্ষ্য মাত্রাস্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্।
আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ॥
শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ।
শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতং ময়ি॥
শ্রীমদাহননাথেনৈতং কৃতবান্ মোদকং শুভম্।
গজেন্দ্রামগজেন্দ্রোঽয়মর্ণবস্যাগতঃ॥
যথা সিংহো বনে হন্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্।
তথামরাজকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
(শট্যাদীনাং চতুর্ণাং প্র ক ১ সুগমমন্যৎ)।

শুঁঠ ১২ সের, যমানী ১২ সের, জীরা ২ পল, ধনে ২ পল, শুল্‌ফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগার খৈ এক পল, মরিচ এক পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার, পিপুল, শটী, এলাইচ, তেজপত্র, চৈ, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চূর্ণসমষ্টির তিন গুণ চিনি। ঘৃত ও মধুসংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। বলাদি বিবেচনা করিয়া ২ দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—দুগ্ধাদি। ইহা সেবন করিলে আমবাত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

আমবাতারিবটিকা।

রসগন্ধকলৌহাভ্র*-তুত্থটঙ্কণসৈন্ধবান্।
সমভাগৈর্বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণদ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ॥
গুগ্‌গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতামূলবল্কলম্।
তৎসমং চিত্রকং দেয়ং ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥
খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ।
আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা॥

---

* লৌহাভ্র ইত্যত্র লৌহার্ক ইতি বা পাঠঃ।

আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ।
যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥
হলীমকঞ্চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ।
গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিদুষ্টিবিনাশিনী।
বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহান্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।
আমবাতারিবটিকা পুরেশানেন চোদিতা॥

পারদ গন্ধক, লৌহ, অভ্র (পাঠান্তরে তাম্র), তুতে, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেক সমান ভাগ। সকলের দ্বিগুণ গুগ্‌গুলু, গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ (।০ সিকি ভাগ), তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ী চূর্ণের সমান চিতামূল চূর্ণ। সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল। এই ঔষধ পাচক ও ভেদক। ইহা সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, উদর, যকৃৎ, প্লীহা, অম্লপিত্ত এবং শিরঃশূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অপরামবাতারি-বটিকা।

রসগন্ধৌ বরা বহ্নিগুগ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
এতদেরণ্ডতৈলেন মর্দ্দয়েদতিচিক্কণম্॥
কর্ষৈকসৈরণ্ডতৈলেন হন্ত্যাশুজলপায়িনঃ।
আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধং মৌদ্গাদি বর্জ্জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, ত্রিফলা ৩ তিন ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মর্দ্দন করিবে। পরে দুই তোলা প্রমাণ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে; তাহা হইলে অত্যুগ্র আমবাতও বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ ও মুগ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

আমবাতেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধগন্ধং পলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্।
তাম্রার্দ্ধং পারদং শুদ্ধং রসতুল্যং মৃতায়সম্॥
সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলোত্থৈঃ ক্বাথৈঃ সর্ব্বং বিভাবয়েৎ॥
রৌদ্রে বিংশতিবারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ।
ভৃষ্টটঙ্কণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ॥

টঙ্গণার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্।
তিন্তিড়ীক্ষারতুল্যঞ্চ সূততুল্যঞ্চ দন্তিকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গঞ্চার্দ্ধভাগিকম্।
আমবাতেশ্বরো নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মহাগ্নিকারকো হ্যেষ আমবাতাস্তকো মতঃ।
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং কৃশানাং স্থৌল্যকারকঃ॥
অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বরোগবিনাশনঃ।
অনেন সদৃশো নাস্তি বহ্নিদীপ্তিকরো মহান্॥
গুল্মার্শোগ্রহণীদোষ-শোথপাণ্ডুজ্বরাপহঃ॥

শোধিত গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকের চারি তোলা, শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যকে এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ) কাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া গুলঞ্চ রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। ইহার সহিত সর্ব্বসমান সোহাগা চূর্ণ, তদর্দ্ধ বিট্‌লবণ এবং মরিচ মিলিত করিয়া তিন্তিড়ীক্ষার ও দন্তী পারদের তুল্য (২ তোলা) এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই আমবাতেশ্বর নামক মহৌষধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষে প্রয়োজিত হইলে আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্ত স্থূলতা, কৃশতা, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা শরীর পুষ্ট ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

বাতগজেন্দ্রসিংহঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং তাম্রং নাগং সটঙ্গণম্।
বিষং সিন্ধুং লবঙ্গঞ্চ হিঙ্গু জাতীফলং সমম্॥
তদর্দ্ধং ত্রিসুগন্ধঞ্চ ত্রৈফলং জীরকং তথা।
কন্যারসেন সংপিষ্য বটী কার্য্যা ত্রিরক্তিকা॥
সেব্যা পয়োঽনুপানেন সদা প্রাতঃ সুখাম্বিতৈঃ।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকান্ রোগান্ সেবনাদেব নাশয়েৎ।
অভিঘাতেন যে ক্ষীণাঃ ক্ষীণাৰ্দ্ধাধ্বগাশ্চ যে॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা বহ্নিহীনাশ্চ মানবাঃ॥
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
খঞ্জানাং পঙ্গুকুব্জানাং ক্ষীণানাং মাংসবর্দ্ধনঃ॥
অরোগী সুখমাপ্নোতি রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন নাস্তি রোগস্তয়ং ক্বচিৎ।
বাতগজেন্দ্রসিংহোঽয়ং রসো রোগবিনাশকঃ॥

অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, বিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিঙ্গু ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক ॥০ তোলা; এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জল। ইহা সেবন করিলে আমবাত এবং বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিবিধ রোগের উপশম হয়।

ত্রিফলাদিলৌহম্।

ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা।
চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং সুক্ষ্মচূর্ণিতম্॥
অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলোস্তাবদেব হি।
আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাদশকেন চ॥
প্রাতর্বিলিহ্য ভুক্তানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ।
দুঃসাধ্যামামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বযথুং বিষমজ্বরম্॥

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, লৌহ চূর্ণ ৮ পল, গুগ্‌গুলু ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ বার পল মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত ও অন্নদ্রবশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্।

বৃদ্ধদারত্রিবৃদ্দন্তী-গজপিপ্পলিমাণকৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈরামবাতান্তকস্ত্বয়ঃ।
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি কেশরী করিণং যথা॥

বৃদ্ধদার, তেউড়ীমূল, দন্তী, গজপিপ্পলী, পুরাতন মানকচুর মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাত) মতান্তরে ত্রিমদ, প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ। এই ঔষধ আমবাতাদি রোগ সকল বিনষ্ট করে।

বিড়ঙ্গাদি-রস-লৌহম্।

বজ্রপাণ্ডাদিলৌহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্।
চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা ॥
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জলৈঃ।
পক্ত্বাষ্টভাগশেষস্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ ॥
তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্।
শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ ॥
লৌহদর্ব্যা পচেদ্ দক্ষঃ পাত্রে চায়সি তাম্রকে।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ ॥
সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গাদীন্ যথোদিতান্।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্ ॥
পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী।
ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরণ্ডকং তথা ॥
চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্ ॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ।
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।
আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্ ॥
(হস্তাদি শেষ)

লৌহ ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারদ ২॥০ পল। ক্বাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক ৭॥০ পল, জল ৩৬০ পল, শেষ ৪৫ পল। প্রথমে কোন লৌহ বা তাম্র পাত্রে উক্ত লৌহ ও অভ্র চূর্ণ রাখিয়া তাহাতে ঐ ত্রিফলার ক্বাথ ৪৫ পল, ঘৃত ৭॥০ পল, শতমূলীর রস ৭॥০ পল, দুগ্ধ ১৫ পল নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং লৌহদর্ব্বী দ্বারা নাড়িবে। আসন্নপাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ করিবে। যথা—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চ সার, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরণ্ডমূল, চৈ, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধড়কবীজ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৭॥০ পল। পাকসমাপনান্তে নামাইয়া উপরি উক্ত পারদ ২॥০ পল এবং গন্ধক ২॥০ পল (অনুক্ত হইলেও) কজ্জলী করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধ-ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চানন-রস-লৌহম্।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্।
গুগ্গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্ ॥
শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ।
ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ ॥
দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্।
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লৌহাভ্রগুগ্গুলুম্ ॥
ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথা শুভম্।
প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্ব্বহ্নিনা পাচয়েৎ ॥
লৌহদর্ব্যা পচেদ্ দক্ষঃ পাত্রে চায়সি মৃন্ময়ে।
ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্।
পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্ ॥
সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।
রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ ॥
উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্।
ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ ॥
গুড়ূচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেহহনি সুরাচকঃ ॥
আমবাতমহাব্যাধি-বিনাশায়েষ্টদেবতাম্।
সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্।
জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্।
গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্।
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ ॥

লৌহ ৫ পল, গুগ্গুলু ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারদ ২॥০ পল, গন্ধক ২॥০ পল। ক্বাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের, শেষ ৩ সের ৬ পল। এই ক্বাথে লৌহ অভ্র ও গুগ্গুলু পাক করিবে। তাহাতে ঘৃত ৩২ পল, শতমূলীর রস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল দিয়া লৌহ বা মৃন্ময় পাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। আসন্ন-পাকে—বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চসার, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাইচ, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া স্নিগ্ধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত সেব্য। অগ্রে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন

করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাতে আমবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠীঘৃতম্।

নাগরক্কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনাম্ভসাপি বা॥
বাতশ্লেষ্মপ্রশমনমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কট্যামশূলনাশনম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত শুণ্ঠী ১ সের; শুণ্ঠীর ক্বাথ কিংবা কেবল জল ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কটীশূল ও আমবাত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্।

শৃঙ্গবেরযবক্ষার-পিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ।
পিষ্ট্বা বিপাচয়েৎ সর্পিরারনালং চতুর্গুণম্॥
শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্।
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণী-দোষ নিরাকৃত হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপক।

কাঞ্জিকষট্পলঘৃতম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈব চ।
কল্কান্ কৃত্বা চ পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আরনালাঢকং দত্বা তৎসর্পির্জঠরাপহম্।
শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্॥
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্।
পুষ্ট্যর্থং পয়সা সাধ্যং দধ্না বিণ্মূত্রসংগ্রহে।
দীপনার্থং মতিমতা মস্তুনা চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ঘৃত /৪ সের কল্কদ্রব্য—হিঙ্গু শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চৈ ও সৈন্ধব প্রত্যেক এক পল পরিমিত। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জঠর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই ঘৃত কাঁজির পরিবর্ত্তে চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে পুষ্টিকারক, চতুর্গুণ দধির সহিত পাক করিলে মলমূত্রের বিবদ্ধতা-নাশক এবং দধির মাতের সহিত পাকে অগ্নিদীপক হইয়া থাকে।

প্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণ্যা রসসিদ্ধং তৈলমেরণ্ডসম্ভবং পিবেৎ।
সর্ব্বদোষহরং কফবাতগদহরং পরম্॥

এরণ্ডতৈল ৪ সের, ১৬ সের গন্ধভাদুলিয়ার রসের সহিত পাক করিয়া যথা মাত্রায় পান করিলে উপকার হয়। শ্লৈষ্মিক রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকর।

দ্বিপঞ্চমূলাদ্যং তৈলম্।

দ্বিপঞ্চমূলীনির্য্যাস-কল্কদধ্যম্লকাঞ্জিকৈঃ।
তৈলং কট্যূরুপার্শ্বার্ত্তি-কফবাতাময়ান্ জয়েৎ॥
হন্তি বস্তিপ্রদানেন করোত্যগ্নিবলং মহৎ॥

দশমূলের ক্বাথ ও কল্ক এবং দধি ও অম্ল কাঞ্জিকের সহিত পক্ক তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে কটী, ঊরু ও পার্শ্বশূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবলকারক।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যক্ষপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থার্দ্ধং শতপুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ॥
সিদ্ধমেতৎ প্রযোক্তব্যমামবাতহরং পরম্।
পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশম্॥

বাতার্ত্তবঙ্ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে।
শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেহশ্মরিনিপীড়িতে॥
বাহ্বায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে।
অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্॥

এরণ্ডতৈল ⁄৪ সের, শুল্‌ফার কাথ ⁄৪ সের, কাঞ্জি ⁄৮ সের, দধির মাত ⁄৮ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, সর্জ্জিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল লবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে আমবাত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়।

দ্বিতীয়-সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কট্‌ফলম্।
শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ॥
হিজ্জলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা।
শটী বিড়ঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষা রুবু॥
অস্বষ্ঠা নীলিনী দন্তীমূলং মরিচমেব চ।
অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম॥
এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ।
বিশেষেণামবাতেষু কটীজানূরুসন্ধিষু॥
হৃৎপার্শ্বসর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মণি বাহ্বায়ামান্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে॥
শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যথ দেহিনাম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত কটু তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কট্‌ফল, শুল্‌ফা, মুতা, চই, মেদা, মহামেদা, জয়পাল-মূল (অথবা ত্বক্), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বালা, চিতামূল, বামনহাটী, শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতইচ, এরণ্ডমূল, আক্‌-নাদি, নীলবৃক্ষ, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না, পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ আমবাতে ও হৃৎপার্শ্বশূলে এবং সর্ব্বাঙ্গ-শূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়-ভৈরবতৈলঞ্চ।

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মমারনালেন পেষয়েৎ॥
তৈলকল্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃ পরম্।
তৈলাক্তাং কারয়েদ্বর্ত্তিমূর্দ্ধভাগে চ দীপয়েৎ।
বর্ত্ত্যধঃস্থাপিতে পাত্রে তৈলং পততি শোভনম্।
লেপয়েত্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ॥
নাশয়েৎ সুতৈলং তদ্ বাতরোগানশেষতঃ।
বাহুকম্পং শিরঃকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃ পরম্॥
ঐকাঙ্গঞ্চ তথা বাতং হন্তি লেপান্ন সংশয়ঃ।
ফণিফেনযুতঞ্চৈতন্মহাবিজয়ভৈরবম্॥

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে এবং সেই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইবে। পরে বাতি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প তৈল ঢালিয়া দিবে, ঐ তৈল প্রজ্বলিত হইয়া নিম্নস্থাপিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে, (উল্লিখিত বর্ত্তিতে ১৬ তোলা মাত্রা তৈল প্রস্তুত হইবে)। ইহার নাম বিজয়ভৈরব তৈল। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যায়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে মহাবিজয়ভৈরব তৈল প্রস্তুত হয়।

স্বল্পপ্রসারণীতৈলং তৈলং বা সৈন্ধবাদিকম্।
দশমূলাদ্যতৈলেন বস্তিদানং প্রশস্যতে॥

স্বল্পপ্রসারণী তৈল, সৈন্ধবাদি তৈল বা দশমূলাদ্য তৈলের বস্তি প্রদান আমবাতে প্রশস্ত।

প্রসারণীসন্ধানম্।

প্রসারণ্যাঢককাথে প্রস্থো গুড়রসোনয়োঃ।
পক্বঃ পঞ্চোষণরজঃ-পাদঃ স্যাদামবাতহা॥

গন্ধভাদুলে /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের কাথে গুড় /১ সের ও রসুন /১ সের মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ কাল একটি আবৃত পাত্রে রাখিবে, পরে ইহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঠ ইহাদের চূর্ণ /॥০ অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহারই নাম প্রসারণী-সন্ধান। ইহা আম-বাতনাশক।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

আমবাতে পথ্যানি।

রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনং স্নেহপানং
বস্তির্লেপো রেচনং পায়ুবর্ত্তিঃ।
অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো যে কুলত্থা
জীর্ণং মদ্যং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ॥
বাতশ্লেষ্মঘ্নানি সর্ব্বাণি তক্রং
বর্ষাভূশ্চৈরণ্ডতৈলং রসোনম্।
পটোলপত্তূরককারবেল্লং
বার্ত্তাকুশিগ্রূণি চ তপ্তনীরম্॥
মন্দার-গোকণ্টকবৃদ্ধদারং ভল্লাতকং গোজলমার্দ্রকঞ্চ।
কটূনি তিক্তানি চ দীপনানি স্যুরামবাতাময়িনে হিতানি॥

রুক্ষ স্বেদ, উপবাস, স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া, প্রলেপ, বিরেচন, গুহে বর্ত্তিপ্রয়োগ, এক বৎসরের পুরাতন শালি তণ্ডুল এবং কুলত্থ-কলায়, পুরাতন মদ্য, জাঙ্গল মৃগপক্ষিপ্রভৃতির মাংসরস, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মনাশক সমস্ত ক্রিয়া, তক্র, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার তৈল, রশুন, পটোল, শালিঞ্চ শাক, করলা, বেগুন, শজিনা, গরমজল, পালিদা মাদার, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, ভল্লাতক, গোমূত্র, আদা, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, এই সকল আমবাত রোগে হিতজনক।

আমবাতেঽপথ্যানি।

দধিমৎস্যগুড়ক্ষীরোপোদিকামাষপিষ্টকম্।
দুষ্টনীরং পূর্ব্ববাতং বিরুদ্ধাশনানি চ॥
অসাত্ম্যং বেগরোধঞ্চ জাগরং বিষমাশনম্।
বর্জয়েদামবাতার্ত্তো গুর্ব্বভিষ্যন্দিকারি চ॥

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষ-কলায়, পিষ্টক, দূষিতজল, পূর্ব্ববায়ু, বিরুদ্ধ-ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রি জাগরণ, বিষমাশন এবং গুরু ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য এই সকল আমবাত রোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে আমবাতাধিকারঃ।

অথ শূলরোগাধিকারঃ।

অথ শূল-নিদানম্।

দোষৈঃ পৃথক-সমস্তাম-দ্বন্দ্বৈঃ শূলোঽষ্টধা ভবেৎ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ॥

শূল আট প্রকার, যথা—বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে তিন প্রকার, দ্বন্দ্বদোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার ও আমদোষে এক প্রকার। কিন্তু এই আট প্রকার শূলেই বায়ুর বিশেষ প্রাধান্য থাকে।

অথ শূল-চিকিৎসা।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥

শূলরোগে বমন (উৎক্লিষ্টকফে), লঙ্ঘন (আমপাচনার্থ), স্বেদ, (পৈত্তিক শূল ব্যতিরেকে), পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষারবস্তি বা ক্ষার প্রয়োগ এবং বক্ষ্যমাণ চূর্ণ ও গুড়িকা প্রশস্ত।

অথ বাতজশূল-লক্ষণম্।

ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ।
কলায়মুদ্গাঢ়কিকোরদূষাদত্যর্থরুক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ॥
কষায়তিক্তাতিবিরূঢ়জান্ন-
বিরুদ্ধবল্লূরকশুষ্কশাকাৎ।
বিট্শুক্রমূত্রানিলবেগরোধা-
চ্ছোকোপবাসাদতিহাস্যভাষাৎ॥
বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং
হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকবস্তিদেশে।
জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে চ
শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ম্॥
মুহুর্ম্মুহুশ্চোপশমপ্রকোপৌ
বিড়্বাতসংস্তম্ভনতোদভেদৈঃ।
সংস্বেদনাভ্যঞ্জনমর্দ্দনাদ্যৈঃ
স্নিগ্ধোষ্ণভোজ্যৈশ্চ শমং প্রয়াতি॥

ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতিমৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতলজলের অতিপান এবং কলায় (মটর), মুগ, অড়হর ও কোদোধান্য ভক্ষণ, রুক্ষদ্রব্য সেবন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন, অভিঘাত, কষায় ও তিক্তরস আহার, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ও মিলিত ক্ষীর-মাংসাদি বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক আহার, মল মূত্র বায়ু ও শুক্রের বেগধারণ, শোক, উপবাস, অতিহাস্য ও অতিভাষণ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয় পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই বায়ুজনিত শূল ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সায়ংকালে, মেঘাগমে এবং বর্ষা ও শীত ঋতুতে প্রগাঢ় প্রকুপিত হয়। এই শূল মুহুর্ম্মুহুঃ উপশমিত ও মুহুর্ম্মুহু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া তৈলাদি মর্দ্দন বা বেদনাস্থলে হস্তাদিমর্দ্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন এই সকল দ্বারা বাতশূলের উপশম হইয়া থাকে।

অথ বাতজশূল-চিকিৎসা।

বিজ্ঞায় বাতশূলন্তু স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
বাতশূলাকুলস্য স্যাৎ স্বেদ এব সুখাবহঃ॥

বাতশূলের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতশূলে স্বেদই বিশেষ আরামজনক।

মৃত্তিকাস্বেদঃ।

মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ।
কৃত্বা তৎপোট্টলীং শূলী যথা স্বেদং নিধাপয়েৎ॥

মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। জল নিঃশেষ-প্রায় হইয়া ঘনীভূত হইলে,

উহা বস্ত্রখণ্ডে পোটুলী বদ্ধ করিয়া শূলস্থানে উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি।
শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্বরম্॥
* গুটিকেয়ং কোষ্ণৈব ভ্রাময়িতব্যা। ইতি বৃন্দটীকা।

কতকগুলি তিল বাটিয়া, তাহার গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা উষ্ণ করিয়া উদরের উপরে বুলাইলে অতি দুস্তর শূল আশু প্রশমিত হয়।

বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লেন বারিণা।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্॥

বিল্বমূল তিল ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে বাটিয়া তন্নির্ম্মিত এবং ঈষদুষ্ণীকৃত গুড়িকা বেদনা স্থলে বুলাইলে বাতশূল বিনষ্ট হয়।

নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনং কাঞ্জিকান্বিতম্॥

মদন (ময়না) ফল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্॥

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

মূলং বৈল্বং তথৈরণ্ডং চৈত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও ত্বরায় শূলের শান্তি হয়।

বলাপুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গু লবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথে হিং ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশূল সদ্যঃ প্রশমিত হয়।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল ইহাদের কাথ হিং ও সচল লবণের সহিত পান করিলে ত্বরায় শূল বেদনা নিবারিত হয়।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও [illegible] বা হিঙ্গু ও [illegible] চূর্ণ [illegible] অথবা হিঙ্গু ও সচল লবণের সহিত [illegible] পান করিলে সত্বর [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible] ইহাদের [illegible] ও হিঙ্গু [illegible] সহিত পান করিলে শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

শূ[illegible] পিবেৎ।
হিঙ্গুপতি[illegible]॥

শূলরোগে অভ্যুক্তাবস্থায়, হিং, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচললবণ ও হরীতকী ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবেন।

তুম্বুরূণ্যভয়া হিঙ্গু-পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
পিবেদ্ যবাম্বুনা বাতশূলগুল্মাপতন্ত্রকী॥

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ ও ঔদ্ভিদ লবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, যবের কাথের সহিত পান করিলে বাতশূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক রোগ উপশমিত হয়।

যবানীহিঙ্গুসিন্ধূত্থ-ক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিষূদনাঃ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতশূল নিবারিত হয়।

রুচকং বিড়ং শিগ্রুফলানি পথ্যা বেড়ঙ্গকাম্পিল্লকমশ্বমুখী।
কল্কং সমং মদ্যযুতঞ্চ পীত্বা শূলং নিহন্ত্যানিলজাগ্রকল্পম্॥
(অশ্বমুখী—শল্লকী।)

বন্ধদারক, বিটলবণ, শজিনা বীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুঁড়ি ও শল্লকী, ইহাদের কল্ক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতশূল বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বম্লবেতসকণালবণং যমানী-ক্ষারাভয়াসৈন্ধবতুল্যভাগম্।
চূর্ণং পিবেদ্বারুণিমণ্ডমিশ্রং শূলে প্রবৃদ্ধেঽনিলজে শিবায়॥

হিং, অম্লবেতস, পিপ্পলী, সচললবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব, ইহাদের

সমভাগ চূর্ণ বারুণি (তাড়ী) মণ্ডের সহিত পান করিলে অতি প্রবৃদ্ধ বাতশূলও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজী-মরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকা বাতশূলনুৎ॥

সচললবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ।০ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। উষ্ণজল সহ এই গুড়িকা সেবনে বাতশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বম্লবেতসব্যোষ-যমানীলবণত্রিকৈঃ।
বীজপূররসোপেতৈর্গুড়িকা বাতশূলনুৎ॥

হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া ৵০ বা ।০ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা বাতশূলনাশক।

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ।
জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ॥

টাবালেবুর মূল ২ তোলা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। (মাত্রা—॥০ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধনীয়)।

অথ পিত্তজশূল-লক্ষণম্।

ক্ষারাতিতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিতৈল-
নিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থযূষৈঃ।
কট্বম্লসৌবীরসুরাবিকারৈঃ
ক্রোধানলায়াসরবিপ্রতাপৈঃ॥
গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্বিদগ্ধৈঃ
পিত্তং প্রকুপ্যাশু করোতি শূলম্।
তৃণ্মোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং
সংস্বেদমূর্চ্ছাভ্রমচোষযুক্তম্॥
মধ্যন্দিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে
বিদাহকালে জলদাত্যয়ে চ।
শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং
সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ॥

ক্ষারপদার্থ, অতিতীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহজনক দ্রব্য ভোজন, তৈলপান, শিম্বী, তিলকল্ক, কুলথকলায়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ) ও সুরাবিকার (সুরানির্ম্মিত খাদ্যদ্রব্য), ক্রোধ, অগ্নিতাপ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, অতিমৈথুন ও বিদগ্ধ আহার, এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আশু নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও চোষ (নিকটে অগ্নি থাকিলে শরীরে যেরূপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্বৎ পীড়া) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায় ও শরৎ ঋতুতে পৈত্তিক শূলের প্রকোপ হয়। শীতঋতুতে ও শীতক্রিয়ায় এবং সুস্বাদু ও শীতল আহার দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে।

অথ পিত্তজশূল-চিকিৎসা।

গুড়শালিযবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃপানং বিরেচনম্।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্॥

পুরাতন গুড়, শালিধান্য, যব, দুগ্ধ ও ঘৃত এবং বিরেচন ক্রিয়া ও জাঙ্গলপশুর মাংস পিত্তশূল রোগির হিতকারক।

পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োঽম্বু-
রসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ।
শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ
কাংস্যাদিপাত্রাণি জলপ্লুতানি॥

পিত্তশূলে পটোল ও নিম্বের কল্কযুক্ত দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। শীতল জলে অবগাহন নদীতটে বায়ুসেবন ও জলপ্লুত কাংস্যাদি পাত্র ধারণ করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং
রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্।
সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং
যোগাঃ সুশীতা মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥

পৈত্তিক শূলে পিত্তঘ্ন মধুরগণযুক্ত বিরেচনক্রিয়া, শশ ও লাবপক্ষির মাংসরস, মধুসংযুক্ত

খই চূর্ণের সন্তর্পণ ও মধুসংযুক্ত অন্যান্য সুশীতল যোগ হিতকর।

ছর্দ্দ্যাং জ্বরে পিত্তভবেঽথ শূলে
ঘোরে বিদাহে তৃষিতর্ষিতে চ।
যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং
পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী॥

বমি, জ্বর, পিত্তশূল, প্রবল দাহ ও অতি তৃষ্ণা এই সকল স্থলে মধুসংযুক্ত সুশীতল যব-পেয়া উপকারী।

প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্।

মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহন করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্র-যুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল, দাহ ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ প্রশমিত হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তীগোস্তনাম্বু বা।
পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্॥

আমলকীরস বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, অথবা বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথ এই যোগত্রয় চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

শতাবরীসযষ্ট্যাহ্ব-বাট্যালকুশগোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেৎ তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্।
পিত্তাসৃগ্‌দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্॥

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ শৃতশীত অর্থাৎ পাকান্তে ব্যজনাদি দ্বারা শীতল করিয়া গুড় মধু ও চিনি সহ পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্ত-শূল ও দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ড-কুশকাশেক্ষুবালিকাঃ।
পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা (খাগড়াভেদ) ইহাদের ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত পান করিলে সুদারুণ পিত্তশূল নিবারিত হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুককাথসংযুতম্।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ॥

যষ্টিমধুর কাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তোদ্ভব শূল ও পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয়।

ত্রিফলানিম্বযষ্ট্যাহ্ব-কটুকারগ্বধৈঃ শৃতম্।
পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে॥

ত্রিফলা, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও সোন্দালফল, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূল প্রশান্ত হয়।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথং সক্ষৌদ্রং শর্করান্বিতম্।
পায়য়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং দাহশূলনিবারণম্॥

ত্রিফলা ও সোন্দালের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, শূল ও রক্ত-পিত্ত প্রশমিত হয়।

অথ কফজশূল-লক্ষণম্।

আনূপবারিজকিলাটপয়োবিকারৈ-
র্মাংসেক্ষুপিষ্টকৃশরাতিলশষ্কুলীভিঃ।
অন্যৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ
শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলম্॥
হৃল্লাসকাসসদনারুচিসংপ্রসেকৈ-
রামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরোগুরুত্বৈঃ।
ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেঽতিমাত্রং
সূর্য্যোদয়েঽথ শিশিরে কুসুমাগমে চ॥

আনূপ (জলবহুল-দেশজাত) ও জলজ মাংস, তক্রকূর্চ্চিকা, দুগ্ধবিকার (দধি প্রভৃতি), মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্টক, কৃশরা (খিচুড়ী বিশেষ), তিলপিষ্টক এবং অন্যান্য যাবতীয় কফকর হেতু, এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা ও মস্তকে ভারবোধ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। আহার করিবামাত্র এবং প্রাতঃকালে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক শূল অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক হয়।

অথ কফজশূল-চিকিৎসা।

—:০:—

শ্লৈষ্মিকে ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি
শিরোবিরেকং মধুসাধুপানম্।
মধূনি গোধূমযবানরিষ্টান্
সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্॥
[illegible]

শ্লৈষ্মিক শূলরোগে বমন, লঙ্ঘন, শিরোবিরেচন, মধুজাত মদ্য ও সাধু, মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট (মদ্যবিশেষ) এবং সর্ব্বপ্রকার রুক্ষ ও কটুদ্রব্য হিতকর।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
যবাগূর্দীপনীয়া স্যাৎ শূলঘ্নী চ যবাদিনা।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ-যবাগূ অগ্নির দীপক ও শূলনাশক।

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্।
সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূলবিনাশনম্॥

পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণে, লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিটলবণ) ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিত শূল প্রশমিত হয়। (চূর্ণের মাত্রা ১ তোলা ও উষ্ণজল ৵০ অৰ্দ্ধপোয়া।)

মুস্তং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ
তথাভয়াং নিদ্দিহনীঞ্চ তুল্যাম্।
পিবেৎ তু গোমূত্রযুতাং কফোত্থ-
শূলে তথামস্য চ পাচনার্থম্॥

কফজশূলে আমপাচনার্থ মুতা, বচ, কটকী, হরীতকী ও মুর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

বচাব্দাগ্ন্যভয়াতিক্তা-চূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্।
সক্ষারং বা পিবেৎ ক্বাথং বিল্বাদেঃ কফশূলবান্॥
(বিল্বাদের্দশমূলস্য।)

বচ, মুতা, চিতা, হরীতকী ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত অথবা বিল্বাদি দশমূলের কাথ, যবক্ষারের সহিত পান করিলে কফশূল নিবারিত হয়।

অথামজশূল-লক্ষণম্।

আটোপহৃল্লাসবমীগুরুত্ব-স্তৈমিত্যকানাহকফপ্রসেকৈঃ।
কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গমামোদ্ভবং শূলমুদাহরন্তি॥

আমজ শূলে, আটোপ (উদরের গুড়্ গুড়্ শব্দ), বমনবেগ, বমি, দেহের গুরুতা, স্তিমিতা, মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি, কফস্রাব এবং কফজ শূলোক্ত লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথামজশূল-চিকিৎসা।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সর্ব্বামামহরং সর্ব্বং বহ্নিবলবৰ্দ্ধনম্॥

আমশূলে কফশূল-বিনাশিনী চিকিৎসা করিবে এবং যে সকল ঔষধে আমদোষ বিনষ্ট ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়, সেই সমুদায় ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসমচূর্ণম্।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্॥

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে আমশূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অথ দ্বন্দ্বজশূল-লক্ষণম্।

বস্তৌ হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু স শূলঃ কফবাতিকঃ।
কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যেষু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ॥

দ্বন্দ্বজশূল-লক্ষণ। বাতশ্লৈষ্মিকশূল—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে; পিত্তশ্লেষ্মজ শূল—কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে এবং বাতপৈত্তিক শূল—পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শূলে অতিশয় জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়।

অথ বাতপিত্তজশূল-চিকিৎসা।

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে।
ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাচ্ছূলে পিত্তানিলাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক শূলে বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে অথবা যে সকল ঔষধ বাতজ ও পিত্তজশূল নাশক, সেই সকল ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজশূল-চিকিৎসা।

পিত্তজে কফজে বাপি যা ক্রিয়া কথিতা পৃথক্।
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে॥
পটোলত্রিফলারিষ্ট-ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দি-দাহশূলোপশান্তয়ে॥

পিত্তজ ও কফজশূলে পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, পিত্তশ্লেষ্মজ শূলে তাহা মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পটোল ত্রিফলা ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ মধু সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, বমি, দাহ ও শূল উপশমিত হয়।

অথ বাতশ্লেষ্মজশূল-চিকিৎসা।

রসোনং মদ্যসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্তং বহ্নিদীপনম্॥

নিস্তুষ রসুন ৬ মাষা ও মদ্য ৮ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম-জনিত শূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অথ ত্রিদোষজশূল-লক্ষণম্।

সর্ব্বেষু দোষেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং
বিদ্যাদ্বিষক্ সর্ব্বভবং হি শূলম্।
সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং
বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

ত্রিদোষজ শূল। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত (সান্নিপাতিক) শূল উৎপাদন করে। এই শূল অতি কষ্টদায়ক এবং বিষ ও বজ্রসদৃশ ভয়াবহ। চিকিৎসকেরা ইহাকে অসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

অথ ত্রিদোষজশূল-চিকিৎসা।

বিদারীদাড়িম্বরসঃ সব্যোষলবণান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তো জয়ত্যাশু শূলং দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা ও পক্ক দাড়িমের রস ২ তোলা, ইহাদের সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

মণ্ডূর পোড়াইয়া ক্রমশঃ সাতবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া শোধিত করিবে। সেই শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ১ ভাগ এবং ত্রিফলাচূর্ণ (মিলিত) ১ ভাগ, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল নিবারিত হয়। (মাত্রা—৫।৬ বা ৭ মাষা)।

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষসংযুতম্।
উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

শোধিত শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা; সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ মাষা এবং হিং ২ বা ৩ রতি, এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মোল্বণ ত্রিদোষজ শূল প্রশমিত হয়। (কাহারও মতে সকল দ্রব্য সমভাগ)।

অথ পরিণামশূল-লক্ষণম্।

স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বায়ুঃ সন্নিহিতস্তদা।
কফপিত্তে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্বলী॥
ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণামজম্।
তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে॥

আধ্মানাটোপবিণ্মূত্র-বিবন্ধারতিবেপনৈঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ্বদেত্তিযক্॥
তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদং কটুম্ললবণোত্তরম্।
শূলং শীতশমপ্রায়ং পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্বুধঃ॥
ছর্দ্দিহৃল্লাসসম্মোহং স্বল্পরুগ্‌ দীর্ঘসন্ততি।
কটুতিক্তোপশান্তঞ্চ তচ্চ জ্ঞেয়ং কফাত্মকম্॥
সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিদোষজমসাধ্যন্তু ক্ষীণমাংসবলানলম॥

পরিণামশূল। নিজ প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত বলবান্ বায়ু কফপিত্তের সন্নিহিত হইয়া, তাহাদিগকে দূষিত করত পরিণাম-শূল উৎপাদন করে। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক সময়ে পরিণাম-শূলের প্রকোপ হইয়া থাকে। বাতিকাদি ভেদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল লিখিত হইতেছে।

বাতিক পরিণাম শূলে উদরাধ্মান, উদরে গুড়গুড় ধ্বনি, মলমূত্রের বিবদ্ধতা, অসুস্থ-চিত্ততা ও কম্প এই লক্ষণ গুলি প্রকাশিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ সেবন দ্বারা ইহা শান্ত হয়।

কটু অম্ল ও লবণ রস সেবনে পৈত্তিক পরিণাম-শূল উৎপন্ন হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, অসুস্থচিত্ততা ও ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই শূল শীতক্রিয়ায় উপশমিত হইয়া থাকে।

কফজনিত পরিণাম-শূলে, বমি, বমনবেগ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে বেদনা অল্প, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী। কটু তিক্ত সেবন দ্বারা এই শূল উপশমিত হয়।

পরিণাম-শূলে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিন দোষের লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ পরিণাম-শূলগ্রস্ত রোগির মাংস বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শূল অসাধ্য হইয়া থাকে।

অথ পরিণামশূল-চিকিৎসা।

বমনং তিক্তমধুরৈর্ব্বিরেকশ্চাপি শস্যতে।
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে॥

পরিণাম-শূল রোগে আমাশয়স্থ দোষে তিক্ত ও মধুররস দ্রব্য দ্বারা বমন, লঙ্ঘন, পচ্যমানাশয়স্থ দোষে বিরেচন ও নিরূহ বস্তি এবং পক্বাশয়স্থ দোষে অনুবাসন-বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শম্বুকজং ভস্ম পীতং জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ।
পক্তিজং বিনিহন্ত্যেতচ্ছূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

একটি বা দুইটি নির্ম্মাংস শম্বুক (শামুকের খোলা) ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম উষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে, কফপ্রধান পরিণাম-শূল নিবারিত হয়। (এই ঔষধ পান করিবার সময় মুখাভ্যন্তর ঘৃতাভ্যক্ত করা আবশ্যক।)

শম্বুকাদি-গুড়িকা।

শম্বুকং ত্র্যূষণঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ।
সমাংশং গুড়িকাং কৃত্বা কলম্বুকরসেন বা॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েৎ তু যথাবলম্।
শূলাদ্বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ॥

শম্বুকভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও পঞ্চ লবণ (সৈন্ধব, বিট্, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ) সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দ্দন করত ॥০ তোলা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে বা ভোজন-সময়ে বলানুসারে সেবন করিলে পরিণাম-শূল আশু প্রশমিত হয়।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বুকভস্মনাম্।
দ্বিভাগগুড়সংযুক্তং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্॥
শীতাম্বুপানং পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ।
সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুস্ত্যজাৎ॥
পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি॥

তিল, শুঠ, হরীতকী ও শম্বুকভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, গুড় আট ভাগ; একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ পূর্ব্বাহ্নে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং সায়াহ্নে মাংসরস পান করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘ কালোৎপন্ন দুর্জ্জয় পরিণাম-শূলও নিবারিত হয়।

নারিকেলক্ষারঃ।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্।
মৃদাববেষ্টিতং শুষ্কং পকগোময়বহ্নিনা॥
পিপ্পল্যা ভক্ষিতং হন্তি শূলং হি পরিণামজম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥

জলসংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে। এবং উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে উহার মধ্যস্থ সৈন্ধব সংযুক্ত নারিকেল, পিপ্পলীর সহিত যথামাত্রায় সেবন করিবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম-শূল নিবারিত হইবে।

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীঢং মধুসর্পিষা।
পরিণামশূলং শময়েৎ তন্মলং বা প্রয়োজিতম্॥
(অত্র তন্মলং লৌহমলং মণ্ডুরং পল ১, মিলিত-ত্রিফলাচূর্ণ পলং ১, ততো মিলিতচূর্ণাৎ ৮ মাষাঃ মধু-ঘৃতাভ্যাং লেহ্যাঃ।)

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণাম শূল প্রশমিত হয়। কিংবা মণ্ডুর চূর্ণ ৮ তোলা ও ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিলে পরিণাম-শূল নষ্ট হয়।

কৃষ্ণাভয়ালৌহচূর্ণং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতজ্জঠরাণ্যগ্নিমন্দতাম্।
আমবাতবিকারাংশ্চ স্থৌল্যঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

পিপ্পলী, হরীতকী ও লৌহচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও স্থৌল্য বিনষ্ট হয়।

পথ্যালৌহরজঃশুণ্ঠী-চূর্ণং মাক্ষিকসর্পিষা।
পরিণামরুজং হন্তি বাতপিত্তকফাত্মিকাম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণাম-শূল নিবারিত হয়।

নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ।
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাত্রেণ॥
(শুণ্ঠীচূর্ণগুড়য়োঃ প্রত্যেকং কর্ষং, তিল পল ১ গব্য-দুগ্ধং ২ শং পায়সং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ।)

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা ও তিলচূর্ণ ৮ তোলা, ৴২ সের গব্য দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

দধ্নঃ হলুনসরেণাদ্যাৎ সতীনযবশক্তুকান্।
অচিরাণ্মুচ্যতে শূলান্নরোহন্নপরিবর্জ্জনাৎ॥

অন্নভোজন পরিত্যাগ করিয়া সরসংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র শূল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

কম্বলাবৃতগাত্রস্য প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতঃ।
কটুতৈলাক্তশক্তূনাং ধূপঃ শূলহরঃ পরঃ॥

শূলরোগী কম্বল দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক কটুতৈল মিশ্রিত যবশক্তুর ধূম গ্রহণ করিলে শূলরোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

এরণ্ডসপ্তকম্।

এরণ্ডবিল্ববৃহতীদ্বয়মাতুলুঙ্গ-
পাষাণভেৎত্রিকটমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সক্ষারহিঙ্গুলবণো রুবুতৈলমিশ্রঃ
শ্রোণ্যংসমেঢ্রহৃদয়স্তনরুক্ষু পেয়ঃ॥

এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবালেবুর মূল, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরমূল ইহাদের কাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কটী, অংস, মেঢ্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল বিনষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্।
প্রযোজ্যং মধুসর্পির্ভ্যাং সর্ব্বশূলনিবারণম্॥
(মারিত-পুটিত তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণং কর্ষ ১ মাষা ৮, ত্রিফলাচূর্ণং প্রমাণ ১, মিলিতচূর্ণাচ্চ গ্রাহ্যং রতি ৪, ঘৃত-মধুনী দত্ত্বা লৌহমুদ্গরেণ সংমর্দ্দ্য ভক্ষণীয়ম্।)

তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণ ২ তোলা ৮ মাষা ও ত্রিফলা চূর্ণ প্রত্যেকে আট মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত এবং মধুর সহিত ৪ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

মূত্রোত্তঃপাচিতাং শুষ্কাং লৌহচূর্ণসমন্বিতাম্।
সগুড়ামভয়ামদ্যাৎ সর্ব্বশূলপ্রশান্তয়ে॥

গোমূত্রসিদ্ধ ও শুষ্ক হরীতকীচূর্ণ ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ১ ভাগ ও গুড় ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অথান্নদ্রবশূল-লক্ষণম্।

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূলমুপজায়তে।
পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন চ।
ন শমং যাতি নিয়মাৎ সোঽন্নদ্রব উদাহৃতঃ॥

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাকের সময় অথবা অপক্কাবস্থাতেই যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য অপথ্য, ভোজন অভোজন বা যে কোন নিয়ম প্রতিপালন করা যায় কিছুতেই উপশম প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রব-শূল কহে।

অথান্নদ্রবশূল-চিকিৎসা।

অন্নদ্রবাখ্যে শূলে তু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে।
যাবৎ কটুকপিত্তাম্লমন্নং ন চ্ছর্দ্দয়েদ্ দ্রবম্॥
বান্তমাত্রে জরৎ পিত্তং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
পিত্তান্তং বমনং কৃত্বা কফান্তঞ্চ বিরেচনম্॥

অন্নদ্রব নামক শূল উৎপন্ন হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কটু পিত্ত ও অম্লরসযুক্ত হইয়া ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া না যায়, ততক্ষণ রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। বমি হইবামাত্র পিত্ত জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া শূল বিনষ্ট করে। অতএব এই রোগে পিত্তোদ্গমন পর্য্যন্ত বমন এবং কফ-নিঃসরণ পর্য্যন্ত বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্নদ্রবে চ তৎ কার্য্যং জরৎপিত্তে যদীরিতম্।
আমপক্বাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবং শমম্।
মাষেণ্ডরী সতুষিকা স্বিন্না সর্পির্যুতা হিতা॥

জরৎপিত্তে (অম্লপিত্তে) যে সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, অন্নদ্রব-শূলেও সেই সকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আমাশয় ও পক্বাশয় শুদ্ধ থাকিলেই অন্নদ্রব-শূলের শান্তি হয়। ঘৃতসংযুক্ত সিদ্ধ সতুষ মাষেণ্ডরী অন্নদ্রব শূলে সুপথ্য। (খালা সহিত মাষকলায় দ্বারা কৃত পিষ্টকাকার ভক্ষ্য দ্রব্যকে মাষেণ্ডরী কহিয়া থাকে।)

ধাত্রীফলভবং চূর্ণময়শ্চূর্ণসমন্বিতম্।
যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদ্গদে॥
শ্যামাকতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং কোদ্রবতণ্ডুলৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং সহিতং হিতম্॥
(প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুবিশেষঃ।)

আমলকী-চূর্ণের সহিত সমভাগ লৌহচূর্ণ কিংবা যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে জরৎপিত্ত ও অন্নদ্রব-শূল নিবারিত হয়। শ্যামাধান্যের তণ্ডুল, কোদ্রব তণ্ডুল বা প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুলের (কঙ্গুধান্য-বিশেষের) পায়স পাক করিয়া সেবন করিলেও অন্নদ্রব-শূল বিনষ্ট হয়।

অন্নদ্রবো দুশ্চিকিৎস্যো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ।
তস্মাৎ তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ॥

অন্নদ্রব-শূল ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। অতএব ইহার শান্তির জন্য বিশেষরূপে যত্ন করিবে।

জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ।

জীবন্তীমূলের কল্ক তিলতৈলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রুক্বাথস্তথা পরঃ।
সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥

টাবালেবুর মূলের ক্বাথে বা শজিনার মূলের ক্বাথে যবক্ষার ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব হৃদয় ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

চিত্রকং গ্রন্থিকৈরণ্ড-শুণ্ঠীধান্যং জলৈঃ শৃতম্।
শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গু বিড়সৈন্ধবম্॥

চিতা, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের ক্বাথে হিং, বিট্ ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূল, আনাহ ও মলবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতুম্বুরু।
পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবাম্ভসা॥

পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংস-শূলে তন্দ্রাপতানকে।
শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥

দশমূল প্রত্যেক ১ মাষা ৭ রতি ও যব-তণ্ডুল ২ তোলা, জল /২ সের, শেষ /।০ পোয়া। এই কাথে হিং, সচল লবণ, হরীতকী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, ধনে ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয়, কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধশূল এবং তন্দ্রা, অপতানক, শোথ, শ্লেষ্মপ্রসেক ও কর্ণশূল উপশমিত হয়।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
মাতুলুঙ্গরসোপেতং প্লীহশূলাপহং রসঃ॥

টাবালেবুর মূলের ক্বাথে (কাহার মতে টাবালেবুর ফলের রসে) হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহশূল বিনষ্ট হয়।

দগ্ধমনিগন্ধধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্।
হৃদয়নিতম্বজশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব॥

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া, তাহা অন্তর্দ্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ দগ্ধশৃঙ্গ চূর্ণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিতম্বজ-শূল প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খরস-গুড়িকা।

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চ পলানি চ।
লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ॥
পলদ্বাদশ শঙ্খস্য ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ।
পূর্ব্বত্রয়েণ সংমর্দ্দ্য হিঙ্গুব্যোষচতুষ্পলম্॥
রসামৃতসুগন্ধানাং পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দত্ত্বাৎ সমস্তং সংমর্দ্দ্য জম্বীরাম্লৈর্দিনত্রয়ম্॥
বদরাস্থিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু॥
শূলঞ্চ সর্ব্বগুল্মঞ্চ অজীর্ণং পরিণামজম্।
অন্ত্রশূলং পক্তিশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ বিশেষতঃ॥
কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথক্ বাতাদিসম্ভবম্।
আমশূলমুদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

(তিন্তিড়ীত্বগ্‌ভস্ম প্র ৫, পঞ্চলবণ প্রত্যেকং প্র ১, শঙ্খভস্ম প্র ১২, জম্বীররস শং ৮; শনৈঃ শনৈঃ পক্ত্বা পশ্চাৎ হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ এষাং চূর্ণং প্রত্যেকং প্র ১, রস গন্ধক অমৃত প্রত্যেকং তো ৪ সর্ব্বমেকীকৃত্য জম্বীররসেন মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ং রৌদ্রে শোষয়েৎ। ততো বদরাস্থিমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ। অত্র একামুষ্ণজলেন ভক্ষয়েৎ)।

তেঁতুলছাল ভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জামীর লেবুর রস /৮ সের; অল্পে অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ১ পল এবং পারদ, বিষ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে মাড়িয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করত কুলআঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে পরিণাম শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল নষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা।

লৌহস্য রজসো ভাগস্ত্রিফলায়াস্ত্রয়স্তথা।
গুড়স্যাষ্টৌ তথা ভাগা গুড়াখ্যং চতুর্গুণম্॥
এতৎ সর্ব্বঞ্চ বিপচেদ্ গুড়পাকবিধানবিৎ।
লিহেচ্চ তদ্ যথাশক্তি ক্ষয়ে শূলে চ পাকজে॥

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ এবং গোমূত্র ৩২ ভাগ; এই সকল একত্র করিয়া গুড়পাক-বিধানে পাক করিবে। রোগির শক্তি বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষয়রোগ ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারো রুচকং রোমকং বিড়ম্।
দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্॥
দধিগোমূত্রপয়সা মন্দপাবকপাচিতম্।
তদ্‌যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥
জীর্ণে জীর্ণে চ ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্।
নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃদ্‌গুল্মকৃতঞ্চ যৎ॥
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা।
শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্।
পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্॥

(সামুদ্রাদীনাং প্রত্যেকং সমভাগচূর্ণমেকীকৃত্য দধিদুগ্ধগোমূত্রাণাং সমভাগেন যাবতা আলোড়িতং

ভবতি, তাবদ্ দত্ত্বা মন্দানলেন পচেৎ আ চূর্ণীভাবাৎ। ততোঽদক্ষমুষ্ণোদকেন যথাযোগ্যং প্রযোজ্যম্। অন্যে তু সমুদিতচূর্ণাদ্ দধ্যাদীনাং মিলিতানাং চাতুর্গুণ্যমাহুঃ)।

করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভারি ও বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও ওল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র সমান সমান ভাগে পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসাদি ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সকল প্রকার শূল, বিশেষতঃ পরিণাম-শূল নিবারক। ইহা যকৃৎ প্লীহাদি ও অন্যান্য রোগেরও উত্তম মহৌষধ।

বিড়ঙ্গাদি-মোদকঃ।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলব্যোষং ত্রিবৃদ্দন্তীসচিত্রকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
গুড়েন মোদকং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
উষ্ণোদকানুপানস্তু দদ্যাদগ্নিবিবৰ্দ্ধনম্।
জয়েৎ ত্রিদোষজং শূলং পরিণামসমুদ্ভবম্॥

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া এবং চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে ত্রিদোষজন্য পরিণাম-শূল প্রশমিত হয়। (মাত্রা—২ তোলা)।

কোলাদি-মণ্ডুরম্।

কোলাগ্রগ্রন্থিকশৃঙ্গবেরচপলাক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং
মণ্ডুরং সুরভীজলেঽষ্টগুণিতে পক্ত্বাথ সান্দ্রীকৃতম্।
তৎ খাদেদশনাদিমধ্যবিরতৌ প্রায়েণ দুগ্ধান্নভুগ্
জেতুং বাতকফাময়ান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ॥

শুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ ২॥০ পল, চৈ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২০ পল। মণ্ডুর ও গোমূত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ, ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্নভোজী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে পরিণামজ ও অন্যান্য শূল নষ্ট হয়।

গুড়মণ্ডুরম্।

গুড়ামলকপথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্।
ত্রিপলং লৌহকিট্টস্য তৎসর্ব্বং মধুসর্পিষা॥
সমালোড্য সমশ্নীয়াদক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহন্তি তৎ॥
অন্নদ্রবং জরৎপিত্তমম্লপিত্তং সুদারুণম্।
পরিণামসমুত্থঞ্চ শূলং সংবৎসরোত্থিতম্॥

পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৩ পল একত্র মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ২ তোলা (ব্যবহার ॥০ তোলা) পরিমাণে সেবন করিলে অন্নদ্রবশূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও বৎসরাভ্যন্তরজাত সুদারুণ পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

ক্ষারমণ্ডুরম্।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রাদ্ঢকে পচেৎ।
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সিদ্ধং পিত্তশূলহরং পরম্॥

মণ্ডুর /১ সের, পাকার্থ গোমূত্র /৮ সের, দুগ্ধ /৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। ইহাতে পরিণাম-শূল নষ্ট হয়।

মণ্ডুরবটিকা।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
চবিকানাগরক্ষার-পিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ॥
সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তস্মিন্ পলাংশাঃ সান্দ্রতাং গতে।
গুড়িকাঃ কল্পয়েৎ তেন পক্তিশূলনিবারিণীঃ॥

মণ্ডুরচূর্ণ /১ সের, /৮ সের গোমূত্রে পাক করিয়া, আসন্নপাকে চৈ, শুঁঠ, যবক্ষার,

পিপুলমূল ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিবে, গাঢ় হইলে উপযুক্ত মাত্রায় বটী করিবে। এই বটী সেবনে পরিণাম শূল নিবারিত হয়।

তারামণ্ডূরগুড়ঃ।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানি চ।
নব ভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টসমানি চ ॥
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্বা মূত্রার্দ্ধিকগুড়ান্বিতম্।
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাং গতম্ ॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাঙ্‌ মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ ॥
যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্ ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি ॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং ক্রিমিগুল্মোদরাণি চ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি ॥
বর্জ্জয়েচ্ছুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনি চ।
পক্তিশূলান্তকো হ্যেষ গুড়ো মণ্ডূরসংজ্ঞিতঃ।
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

শুদ্ধ মণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চৈ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ১ পল। মৃদু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করত পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা। ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পক্তিশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে শুষ্কশাক, বিদাহী দ্রব্য এবং অম্ল ও কটুরস বর্জ্জনীয়।

শতাবরীমণ্ডূরম্।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরস্য পলাষ্টকম্।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্নশ্চ পয়সস্তথা ॥
পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ।
বিপচেৎ সর্ব্বমেকধ্যং যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্ ॥
সিদ্ধস্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোঽপি বা।
বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
নিহন্ত্যেব হি যোগোঽয়ং মণ্ডূরস্য ন সংশয়ঃ ॥

শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৮ পল, শতমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে, পিণ্ডবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডূরম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে।
অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ ॥
লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ।
দত্বাজ্যকুড়বং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ-যমানীগজপিপ্পলী-
দ্বিজীরকঘনানাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ সমানি চ।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ ॥
শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্ ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণীদোষমেব চ।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-রাজযক্ষ্মবিনাশনম্ ॥
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডূর ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে, ঘনীভূত ও শীতল হইলে তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সকল প্রকার শূলের বিশেষতঃ পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কুক্ষি বস্তি ও গুহ্যরোগ এবং শোথ, গ্রহণীদোষ, প্লীহা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও উপশমিত হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডূরম্।

(মতান্তরে)

মণ্ডূরস্যাতিতপ্তস্য বরাক্বাথপ্লুতস্য চ ॥
চূর্ণীকৃত্য পলান্যষ্টৌ শতাবরীরসস্য চ ॥

দধ্নশ্চ পয়সশ্চাষ্টৌরামলক্যা রসস্য চ।
চতুষ্পলং ঘৃতস্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ ॥
সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষামজাজীধাস্যমুস্তকম্।
ত্রিজাতককণাপথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ ॥
শূলং দোষত্রয়োদ্ভূতময়পিত্তঞ্চ দারুণম্।
অরুচিঞ্চ বমিঞ্চৈব কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥
(ত্রিফলাক্বাথনির্ব্বাপিত মণ্ডুর প্ল ৮, পাকার্থং শতমূলী রস প্ল ৮, দধি প্ল ৮, দুগ্ধ প্ল ৮, আমলকীরস প্ল ৮, ঘৃত প্ল ৪, সিদ্ধে প্রক্ষেপার্থংজাজ্যাদীনাং প্র চূর্ণ মা ৪। অত্র অজাজী জীরকম্।)

প্রথমতঃ মণ্ডুর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করত শোধন করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত মণ্ডুর ৮ পল। পাকার্থ—শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাক সিদ্ধ হইলে জীরা, ধনে, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

চতুঃসমমণ্ডুরম্।

সংস্থো লৌহমলাজ্যমাক্ষিকাসিতাভাগাঃ সমা মানতঃ
পাত্রে তাম্রময়ে দিনাণ্ডমথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাৎ তদ্ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ
পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥
পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ্বা জলং শীতলং
পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতৌ স্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্নরৈঃ।
জেতুং শূলহুতাশমান্দ্যকসনশ্বাসাম্লপিত্তজ্বরো-
ন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বা রুজঃ ॥

শোধিত মণ্ডুর ১ পল, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, চিনি ১ পল, এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া একদিন রৌদ্রে এবং একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে, পরে উহা কোন তাম্রপাত্রে বা ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান—শীতল জল। ইহা ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবন করা ব্যবস্থেয়। ইহাতে শূলাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

(ইহার মাত্রা যে ৪ মাষা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ৩ ভাগ করিয়া এক এক ভাগ ভোজনের কালত্রয়ে সেবনীয়।)

রসমণ্ডুরম্।

কুড়বং পথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্ম লৌহকিট্টঞ্চ।
শুদ্ধরসার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য ॥
প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্বা পাত্রে লৌহেঽথ দণ্ডসংঘৃষ্টম্।
শুষ্কং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে ॥
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্ রোগান্।
শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্ ॥

হরীতকী চূর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ ২ পল, শুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ ২ পল, পারদ ৪ তোলা, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের (কেহ কেহ বলেন ভৃঙ্গরাজ রস ২ সের, কেশুরিয়ার রস ২ সের), এই সমুদায় লৌহপাত্রোপরি লৌহদণ্ডে মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া ঘৃত মধু সংযুক্ত করত স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। (মাত্রা—চারি রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১ মাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে।) অনুপান—দুগ্ধাদি। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

লৌহামৃতম্।

তনূনি লৌহপত্রাণি তিলোৎসেধসমানি চ।
কশিকামূলকল্কেন সংলিপ্য সর্ষপেণ বা ॥
বিশোষ্য সূর্য্যকিরণৈঃ পুনরেবাবলেপয়েৎ।
ত্রিফলায়া জলে ধ্মাতং বাপয়েচ্চ পুনঃপুনঃ ॥
ততঃ সংচূর্ণিতং কৃত্বা কর্পটেন তু ছানয়েৎ।
ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং যথাগ্ন্যোতৎ প্রযোজয়েৎ ॥
মাষকং ত্রিগুণং বাথ চতুর্গুণমথাপি বা।
ছাগস্য পয়সঃ কুর্য্যাদনুপানমভাবতঃ ॥
গবাং ঘৃতেন দুগ্ধেন চতুঃষষ্টিগুণেন চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতন্মাসেনৈকেন নিশ্চিতম্ ॥
লৌহামৃতমিদং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ যচ্চাম্লং পরিকীর্ত্তিতম্।
সেব্যং তন্ন ভবেদত্র মাংসঞ্চানুপসম্ভবম্ ॥

তিল প্রমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপত্রে শ্বেত আকন্দের মূল অথবা শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া

প্রলেপ দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনরায় লেপ দিবে এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার কাথে নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ রৌদ্রে লৌহ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ উক্তরূপ প্রলিপ্ত, শুষ্ক ও ত্রিফলার কাথে নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। তিন মাষা কিংবা চারি মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবনীয়। অনুপান—ছাগদুগ্ধ অথবা ঔষধের ৬৪ গুণ গব্য ঘৃত ও দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে এক মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পক্তিশূল নিবারিত হয়। ইহা সেবন কালে ককারাদি দ্রব্য, অম্লদ্রব্য এবং আনূপ মাংস বর্জ্জনীয়।

ত্রিফলা-লৌহম্।

অক্ষামলকশিবানাং স্বরসৈশ্চ পক্বং সুলৌহজচূর্ণম্।
সগুড়ং যদ্বাপভুক্তে মুঞ্চতি ত্রিদোষজং শূলম্॥

লৌহচূর্ণ /১ সের, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী ইহাদের স্বরস বা কাথ /৪ সের (কেহ বলেন, প্রত্যেকের কাথ /৪ সের), গুড় /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল দূরীভূত হয়।

সপ্তামৃত লৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পির্যুতং সম্যগ্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু॥
ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্।
আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি তৎ॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক এক ভাগ, লৌহ চূর্ণ ৪ ভাগ; এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান—গব্য দুগ্ধ। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্তাদিরোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য।
যষ্টীমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দত্ত্বাৎ পটে ঘৃষ্টম্॥
অমৃতাক্বাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্ত সপ্তাহম্।
চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা নবে ঘটে স্থাপ্যম্॥
ঘৃতমধুনা সহ যুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতোঽন্তে চ।
ত্রীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন॥
ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্।
মধ্যেঽন্নবিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদগ্ধতে নান্নম্॥
পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভুক্তস্যান্তে শীলিতং জয়তি।
এবং জীর্য্যতি চান্নে শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি॥
হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎপিত্তম্।
চক্ষুষ্যং পলিতঘ্নং কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়েদ্রোগান্॥

(অত্র অমৃতা আমলকাতি ভানুদাসঃ, অন্যে তু গুড়ূচীমাহুঃ। সপ্তাহং সপ্ত ভাবনাঃ। ঔষধস্য মাষকত্রয়ং ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দিতং ভক্ষ্যমিতি ত্রিপুরারিঃ)

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, বস্ত্রপূত যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল। এই সমুদায় একত্র করিয়া আমলকীর কাথে (কাহারও মতে গুলঞ্চের কাথে) ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ—আমলকী ১৪ পল, পাকের জল ১১২ পল, শেষ ২৮ পল। এই কাথে ৭ দিন ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনর্ব্বার পিষ্ট করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের আদি মধ্য ও অন্তে এক এক মাষা মাত্রায় ৩ মাষা সেবনীয়। ইহাতে অতি কৃচ্ছ্র শূল রোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্।

(মতান্তরে)

ষট্পলং শুদ্ধমণ্ডূরং নবস্য কুড়বং তথা।
পাকায় নারপ্রস্থাদ্ধং দত্ত্বাৎ পাদাবশেষিতম্॥
শতমূলীরসস্যাষ্টাবামলক্যা রসস্তথা।
তথা দধিপয়োভূমি-কুষ্মাণ্ডস্য চতুষ্পলম্॥
চতুষ্পলং সর্পিরিক্ষু-রসং দত্ত্বাদ্ বিচক্ষণঃ।
প্রক্ষিপেজ্জীরধন্যাকং ত্রিজাতং করিপিপ্পলী॥
মুস্তং হরীতকীঞ্চৈব লৌহমভ্রং কটুত্রিকম্।
রেণুকং ত্রিফলাঞ্চৈব তালীশং নাগকেশরম্॥ *
এতেষাং কার্ষিকং ভাগং চূর্ণয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
ভোজনাদ্যবসানে চ মধ্যে চৈব সমাহিতঃ॥

ইতঃপরং—
"কটুকং মধুকং রাস্না চাশ্বগন্ধা সচন্দনম্।"
ইতি রসেন্দ্রধৃতোঽধিকঃ পাঠঃ।

তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু পেয়ং নিত্যং পয়স্তথা।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
পরিণামভবং শূলমন্নদ্রব ভবং তথা॥
দ্বন্দ্বজানপি শূলাংশ্চ অম্লপিত্তং সুদারুণম্।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্॥

ঈষৎকুট্টিত যবতণ্ডুল ৪ পল, পাকার্থ জল ১৬ পল, শেষ ৪ পল। বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীর রস (অভাবে কাথ), দধি, দুগ্ধ প্রত্যেক ৮ পল; ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, ঘৃত, ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া উহাতে গোমূত্রশোধিত ও সূক্ষ্মচূর্ণীকৃত মণ্ডুর ৬ পল দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে জীরক, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুতা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, (মতান্তরে ফট্কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও চন্দন) ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শূল ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

খণ্ডামলকী।

স্বিন্নপীড়িতকুষ্মাণ্ডাৎ তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ।
প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যন্ত পচেদামলকীরসাৎ॥
প্রস্থে সুস্বিন্নকুষ্মাণ্ড-রসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্।
দর্ব্ব্যা পাকং গতে তস্মিংশ্চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ॥
দ্বে দ্বে পলে কণাজাজী-শুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ।
পলং তালীশধন্যাক-চাতুর্জ্জাতকমুস্তকম্।
কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতদ্ দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তমূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্।
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্॥
(ছর্দ্দ্যম্লপিত্তয়োঃ পিত্তোত্তরশূলে চ দৃষ্টফলোঽয়ং যোগঃ)।

সিদ্ধ এবং বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য ৫০ পল, /২ সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে পরে আমলকীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস সের একত্র এবং তাহাতে ৫০ পল চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসে উক্ত ঘৃতভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড দিয়া রীতিমত পাক করিবে। হাতা দ্বারা বারংবার সংঘট্ট করিবে, নতুবা নীচে ধরিয়া যাইবে। এইরূপে পাকান্তে নামাইয়া তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, মরিচ চূর্ণ ১ পল তালীশপত্র, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ নাগেশ্বর ও মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে ত্রিদোষোত্থ পরিণাম শূল, শ্বাস, কাস, হৃচ্ছূল, পৃষ্ঠশূল ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়। বমি, অম্লপিত্ত ও পিত্তপ্রধান শূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

নারিকেলখণ্ডঃ।

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং
পলপরিমিতসর্পিঃপক্ক চিতং খণ্ডতুল্যম্।
নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং
গুড়বদথ সুশীতে শাণভাগান্ ক্ষিপেচ্চ॥
ধান্যাকপিপ্পলিপয়োদতুগাদ্বিজীরা-
হ্বাণং ত্রিজাতমিভকেশরবদ্ বিচূর্ণ্য।
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষয়মস্রপিত্তং
শূলং বমিং সকলপৌরুষকারি হারি॥

সুপক্ক নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ এবং তাহা বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল (মতান্তরে ৮ পল) লইয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ৪ সের নারিকেল জলে /।০ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শস্য দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ।০ তোলা গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়

করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষত্ববৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ।

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থসংমিতা।
তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃ পঞ্চপলানি চ॥
শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেব চ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ত্বগা ত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জ্জাতং সধান্যকম্।
দ্বিকণাজীরকঞ্চৈব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষুণ্ণচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ ভাজনে মৃদঃ।
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারবানপি॥
সর্ব্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনম্।
ধন্বন্তরিকৃতঞ্চৈতন্নারিকেলরসায়নম্॥

শিলাপিষ্ট-নিষ্কাষিতরস-সুপক্ক নারিকেল-শস্য ৮ পল, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ৫ পল। নারিকেল জল ১৬ সের, চিনি ২ সের, এই জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ঘৃতভর্জ্জিত নারিকেলশস্য ৮ পল, শুঁঠ চূর্ণ ৪ পল, দুগ্ধ ⁄২ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া মৃৎপাত্রে রাখিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

নারিকেলামৃতম্।

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জ্জিতং ঘৃতে।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্॥
দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ন্যসেৎ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্॥
কটুত্রয়ং চাতুর্জ্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
ত্বগাপয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্।
চতুষ্পলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরম্।
কর্ষপ্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরং যূষং পিবেদনু॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাগ্রং শূলঞ্চৈব সুদারুণম্।
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
অন্নদ্রবভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্॥
মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ॥
রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্॥

শিলাপিষ্ট-বস্ত্রনিপীড়িত-সুপক্ক-নারিকেল-শস্য ⁄৪ সের, সন্তলনার্থ ঘৃত ⁄৪ সের, পাকার্থ নারিকেল জল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকী রস ⁄৪ সের, চিনি ১২॥০ সের, শুঁঠ চূর্ণ ⁄২ সের। এই সমুদয় একত্র পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, মধু ⁄॥০ সের মিলাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা— ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান— দুগ্ধ ও মুদ্গযূষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে নানা প্রকার শূল, অম্লপিত্ত, অশেষবিধ মূত্রাঘাত এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকীখণ্ডঃ।

ত্রিফলাব্দং চাতুর্জ্জাতং যমান্যা কটুকত্রয়ম্।
ধান্যং মধুরিকা চৈব শতপুষ্পা বঙ্গকম্॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং গ্রাহ্যং ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা।
পলদ্বন্দ্বপ্রমাণেন সর্ব্বতুল্যা হরীতকী॥
যাবাস্তেতানি চূর্ণানি সিতা তদ্দ্বিগুণা মতা।
পক্বেতানি বিধানেন ক্ষীরেণোষ্ণেন সম্পিবেৎ॥
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ ষড়শীংস্যানিলাময়ম্।
কোষ্ঠবাতং কটিশূলমানাহমপি দারুণম্॥

ত্রিফলা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরি, গুল্‌ফা, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেক ২ পল, হরীতকী চূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল। যথাবিধি পাক করিবে। (উপযুক্ত মাত্রা ১ তোলা)। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, ছয় প্রকার অর্শঃ ও বায়ুরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

পূগখণ্ডঃ।

ছিন্নং পূগফলং দৃঢ়ং পরিণতং পক্ত্বা চ দুগ্ধাম্বুভিঃ
প্রক্ষাল্যাতপশোষিতং বসুপলং গ্রাহ্যং তদক্ষোদিতং।
তৎ সর্পিঃকুড়বে বিপাচ্য হি বরীধাত্রীরসৌ দ্বাঞ্জলী
দ্বে প্রস্থে পয়সঃ প্রদায় বিপচেন্মন্দং তুলার্দ্ধাং সিতাম্॥
হেমাম্ভোধরচন্দনং ত্রিকটুকং ধাত্রীপিয়ালাস্থিজৌ
মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধিজীরকযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা।
জাতীকোষফলে লবঙ্গমপরং ধান্যাককঙ্কোলকং
নাকুলীতগরাম্বুবীরশশিকা ভৃঙ্গাশ্বগন্ধে তথা॥
সর্ব্বং দ্বাক্ষমিতং বিচূর্ণ্য বিধিনা পাকে তু মন্দে ততঃ
প্রক্ষিপ্যাথ বিঘট্টয়ন্ মুহুরিদং দর্ব্ব্যা বলাধা ক্ষণাৎ।
সিদ্ধং বীক্ষ্য বিধা বয়েদবহিতঃ স্নিগ্ধেহথ মৃদ্‌ভাজনে
খাদেৎ প্রাতরিদং জরাময়হরং প্রাহুঃ বুধা কার্ষিকম্॥
শূলাজীর্ণগুদপ্রবাহ রুধিরং দুষ্টাম্লপিত্তং জয়েদ্
বহ্ন্যগ্নিণহিতং মহাগ্নিজননং তৃট্‌চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপহম্।
পাণ্ডুঘ্নং বলবর্ণদৃষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং যোষিতা-
মেতৎ পূগরসায়নং প্রদরনুদ্ বিশ্বাজসঙ্গাপহম॥

সুপক্ক সুপারি খণ্ড খণ্ড করিয়া সজল দুগ্ধে সিদ্ধ বস্ত্রপূত ধৌত করিয়া লইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিয়া ৮ পল চূর্ণ গ্রহণ করিবে। ঐ সুপারি চূর্ণ ৮ পল, ১ সের ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস /১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৫০ পল দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকী মজ্জা, পিয়াল মজ্জা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকলা, গন্ধরাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আলোড়ন করিয়া নামাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পূগখণ্ডঃ।

(মতান্তরে।)

প্রস্থৈকং পূগচূর্ণস্য পয়সশ্চাঢকং ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্॥
চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্।
মাংসী তালীশপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্॥
নীলোৎপলং তথা বাংশী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা।
বিদারীকন্দকঞ্চৈব রসো গোক্ষুরসম্ভবম্॥
শতমূলীরসশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা।
ধাত্রীচূর্ণং সমং কর্ষং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ॥
মন্দেহগ্নৌ বিপচেদ্ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
খাদেচ্চ প্রাতরুত্থায় কর্ষমেকং প্রমাণতঃ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তহৃদ্দাহ-ভ্রমিমূর্চ্ছাপহং নৃণাম্।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাতবিনাশনম্॥
মেহমেদোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ॥
রেতোবৃদ্ধিকরং হৃদ্যং পুষ্টিদং কামদং তথা।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥

সুপারি চূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের, ঘৃত /২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলীরস, মালতীপুষ্প ও আমলকী, প্রত্যেক ২ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার শূল, আমবাত, মেহ,

বমি ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়। ইহা শুক্রজনক, হৃদ্য ও পুষ্টিকারক এবং ইহা বাজীকারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শঙ্খাদি চূর্ণম্।

শঙ্খচূর্ণং পলঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ।
ক্ষারং টঙ্গণকং জাতী শতপুষ্পা যমানিকা॥
হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চৈব সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
আমবাতং যকৃচ্ছূলং পরিণামসমুদ্ভবম্।
অন্নদ্রবকৃতং শূলং শূলঞ্চৈব ত্রিদোষজম্॥

শঙ্খভস্ম ১ পল, সৈন্ধব সচল বিট্ সাম্ভার ও ঔদ্ভিদ লবণ, সোহাগার খৈ, জায়ফল, শুল্‌ফা, যমানী, হিঙ্গু ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া (১ মাষা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ) সেবন করিবে। ইহাতে আমবাত, যকৃৎ-শূল ও সর্ব্বপ্রকার শূল উপশমিত হয়।

শূলসংহারকং চূর্ণম্।

সুপুরাতনমণ্ডূরং পলাষ্টকসমন্বিতম্।
মারীষদাড়িমত্বক্ চ কচ্চা কুটজবল্কলম্॥
মুচুকুন্দঞ্চ কক্কোলমপামার্গঞ্চ চিত্রকম্।
পৃথগ্ দ্বিকার্ষিকঞ্চৈষাং গুড়ূচীঞ্চ দ্বিকার্ষিকাম্॥
আঢ়কেন চ মূত্রেণ তাবজ্জ্বালং সমাচরেৎ।
যাবৎপিণ্ডলিকামুদ্ধবহ্নিস্তত্র প্রজায়তে॥
ক্ষারভূতং সমাপেষ্য রসগন্ধৌ চ হিঙ্গুলম্।
লবঙ্গং তেজপত্রঞ্চ শুভা জাতীফলং তথা॥
শঙ্খনাভি দরুহারি প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
পূর্ব্ববৎ পেষয়িত্বা চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ॥
প্রস্থগোমূত্রদুগ্ধেন পুনঃ সর্ব্বং তথা পচেৎ।
তোলৈকমুষ্ণদুগ্ধেন পায়য়েৎ কুশলো ভিষক্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজমথাপি বা।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং সুনিশ্চিতম্।
শূলসংহারকং নাম চূর্ণমেতৎ সুদুর্লভম্॥

(অত্র কচ্চীতি মাণস্য বল্কলং, কক্কোলমিতি কাঁকরোলং, শুভেতি বংশলোচনা, দরুহারীতি কেৎরাঙ্গা যস্য প্রসিদ্ধিঃ।)

শোধিত পুরাতন মণ্ডুর /১ সের। চাঁপানটে, দাড়িমফলের ছাল, মাণকচুর বল্কল, কুড়্‌চি ছাল, মুচুকুন্দ, কাঁক্‌রোল, আপাঙ্গ, চিতামূল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের, এই সমস্ত একত্র পিত্তলপাত্রে পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন সমস্ত গোমূত্র শুকাইয়া যাইবে এবং পাত্রস্থ উক্ত দ্রব্য সকল জ্বলিয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া সেই ভস্ম সহ পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খনাভি এবং চাকুন্দে, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া পুনরায় /৪ সের গোমূত্রে ও /৪ সের দুগ্ধে পাক করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার শূল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

ত্রিফলালৌহম্।

তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সাহিত পান করিলে সদ্যঃ শূলরোগ নিবারিত হয়।

শর্করালৌহম্।

ত্রিফলায়াস্তথা ধাত্র্যাশ্চূর্ণং বা কান্তলৌহজম্।
শর্করাচূর্ণসংযুক্তং সর্ব্বশূলেষু যোজয়েৎ॥

ত্রিফলা ও ধাত্রীচূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া চিনির সাহিত সেবনীয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শূলেই প্রয়োগ করা যায়।

বৈশ্বানরলৌহম্।

দ্বিপলং তিন্তিড়ীক্ষারং তথাপামার্গসম্ভবম্।
শম্বুকভস্মসংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা॥
চতুর্ণাং সমভাগাঃ স্যুস্তুল্যঞ্চ লৌহচূর্ণকম্।
চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতাং ভিষক্॥
শূলস্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাষদ্বয়ং নরঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

তেঁতুলছাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভষ্ম, শামুক-মুটিভস্ম ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক ৴।০ পোয়া, লৌহ ৴১ সের; এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। শূলবেদনা উপস্থিত হইবার সময় ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার শূল নষ্ট হয়।

চতুঃসমলৌহম্।

অভ্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য যত্নতঃ কুশলো ভিষক্॥
আজ্যে পলে দ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে।
পক্ত্বা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাবহ্নি-ত্রিকটুনাং তথৈব চ।
পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতাংস্তথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ॥
তৎ তু পিণ্ডং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েৎ তু বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্॥
ঘৃতেন মধুনালোড্য ভক্ষয়েন্মাষকাদিকম্।
অষ্টৌ মাষান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েচ্চ সমাহিতঃ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং নারিকেলজলং পয়ঃ।
জীর্ণে লোহিতশাল্যন্নং মুদ্গমাংসরসাদিভিঃ॥
ভক্ষয়েদ্ ঘৃতসংযুক্তং সদ্যঃ শূলাদ্ বিমুচ্যতে।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাতং কটীগ্রহম্॥
গুল্মশূলং শিরঃশূলং যকৃৎপ্লীহানমেব চ।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চ্চিকাম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন সাধয়েৎ॥

শোধিত অভ্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় দ্রব্য, ১২ পল ঘৃত ও বার পল দুগ্ধ সহ একত্র পাক করিয়া তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের ঘনবস্ত্রনিষ্কাশিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। নিজের শুভদিনে সূর্য্য ও গুরুর পূজা করিয়া ঘৃত ও মধু সহ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৮ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। অনুপান—দুগ্ধ বা নারিকেল জল। পথ্য—রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহাতে নানাবিধ শূল, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও ক্ষয় প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

শূলরাজলৌহম্।

কর্ষৈকং কান্তলৌহস্য শুদ্ধমভ্রং পলং তথা।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুসর্পিস্তথৈব চ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্॥
প্রত্যেকং তোলকং মানং চূর্ণিতং তত্র দাপয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শিশিরাম্ব্বনুপানতঃ॥
সর্ব্বদোষভবং শূলং কুক্ষিশূলঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং প্রমেহাংশ্চ বিসূচিকাম্।
শূলরাজমিদং লৌহং হরেণ পরিনির্ম্মিতম্॥

কান্তলৌহ ২ তোলা এবং শোধিত অভ্র, চিনি, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতা প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। শীতলজল অনুপানে প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল দোষজাত শূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, অম্লপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, প্রমেহ ও বিসূচিকা বিনষ্ট হয়। হর কর্ত্তৃক এই শূলরাজলৌহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শূলগজকেশরী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্র-সংপুটে তং নিরোধয়েৎ॥
ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃৎভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
রুদ্ধ্বা গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সম্পুটং চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গু শুণ্ঠীঞ্চ জীরকম্॥
বচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী॥
(মৃদ্ভাণ্ডে পলদ্বয়লবণযোগ্যে পলৈকং লবণং নিক্ষিপ্য লবণমধ্যে সংপুটকং স্থাপয়িত্বা অপরলবণ-পলেনাচ্ছাদ্য ভাণ্ডমুখং কর্পট্যা আচ্ছাদ্য লিপ্ত্বা চ গজপুটে পচেৎ। ইতি রসেন্দ্রটীকা।)

শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া গোড়ালেবুর রসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্রপুটের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটি ভাণ্ডের মধ্যে ৮ তোলা লবণ রাখিয়া তদুপরি

ঐ তাম্রসংপুট স্থাপন ও তাহার উপরিভাগেও ৮ তোলা লবণ প্রদান করিয়া মুখ রুদ্ধ করত গজপুটে পাক করিবে। পর দিবস তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে হিঙ্গু, শুঁঠ, জীরক, বচ ও মরিচ, ইহাদের ২ তোলা পরিমিত চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কৃচ্ছ্রসাধ্য শূলও উপশমিত হইয়া থাকে।

শূলবজ্রিণী বটী।

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্।
টঙ্কণং রামঠং শুণ্ঠী * ত্রিকটু ত্রিফলা শঠী॥
ত্বগেলা পত্রতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
মাষিকা বটিকা কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা।
গণেশং যোগিনীঃ শম্ভুং হরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ॥
শীততোয়ানুপানেন ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিণী॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরজ্বরম্।
অষ্ঠীলানাহমেহাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অম্লপিত্তামবাতাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।
গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিঙ্গু, শুঁঠ (কেহ বলেন, তামা), ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। এই সমুদায় ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে শূল, গুল্ম, প্লীহা, মেহ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলান্তকো রসঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা।
একৈকশঃ সমো ভাগস্তদর্দ্ধং রসগন্ধয়োঃ॥
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্দ্বিগুণো ভবেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু॥
নিহন্তি পরিণামোত্থমম্লপিত্তং বমিং তথা।
অন্নদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বশূলান্ নিহন্ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। ইহাতে পরিণামজাদি সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিপুরভৈরবঃ।

ভাগো রসস্য গন্ধস্য ভাগো গ্রাহ্যোঽতিযত্নতঃ।
তয়োর্দ্বাদশভাগানি তাম্রপত্রাণি লেপয়েৎ॥
পাচ্যং বালুকায়ন্ত্রে ভবেৎ ত্রিপুরভৈরবঃ।
মাষো মধ্বাজ্যসংযুক্তো দেয়োঽস্য পরিণামজে।
অন্যে স্বেরণ্ডতৈলেন হিঙ্গুত্রয়যুতো রসঃ॥

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ১২ ভাগ তামার পাত প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা বালুকা যন্ত্রে পাক করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় পরিণাম-শূলে মধু ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে। অন্য শূলে এরণ্ডতৈল ও ৩ ভাগ হিঙ্গুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণযোগঃ।

হরীতকী ত্রিকটুকং কুচিলা হিঙ্গু সৈন্ধবম্।
গন্ধকঞ্চ সমং সর্ব্বং বটীং কুর্য্যাৎ সুখাবহাম্॥
লঘুকোলপ্রমাণাস্তু শস্তুতে প্রাতরেব হি।
একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলবিনাশিনী॥
গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্ণে মন্দপাবকে।
যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
সুবর্ণবদ্ ভবেদ্দেহং সদোৎসাহযুতং নৃণাম্॥

হরীতকী, ত্রিকটু, কুঁচিলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র

* শুণ্ঠীত্যত্র শুল্বমিতি পাঠান্তরম্।

করিয়া ছোট কুলের মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণদুগ্ধের সহিত ১টী করিয়া বটী সেবন করিলে গুল্ম, শূল, গ্রহণী, অতীসার, অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ সকল নষ্ট হয়। ইহাতে সুবর্ণের ন্যায় কান্তি ও শরীর উৎসাহবান্ হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যাধরাভ্রম।

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাগুড়ূচী-দন্তীত্রিবৃদ্বহ্নিকটুত্রিকঞ্চ।
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং পলানি চত্বার্যয়সো মলস্য॥
গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সস্তানি চিরাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং শ্লক্ষ্ণমতীব সূতাৎ॥
পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্ল-শিলাতলে মন্যুমনীদলস্য।
সংমর্দ্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধ-পাষাণচূর্ণেন পিচূন্মিতেন॥

যুক্ত্যা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা
সর্পির্ম্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে
ততঃ প্রযোজ্যাস্য রসায়নস্য॥
প্রাঙ্ মাষকৌ দ্বাবথ বা ত্রয়ো বা
গব্যং পয়ো বা শিশিরং জলং বা।
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভুক্ত-
কালপ্রনষ্টানলদীপকশ্চ॥
রোগং নিহন্যাৎ পরিণামশূলং
শূলং তথান্নদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ।
যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্॥
ন সন্তি তে যান্ ন নিহন্তি রোগান্
যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

(মন্যুমনীদলং থুলকুড়ীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ, চিরাটিকা লৌহচটকেতি খ্যাতা। থানকুনীরসেন পারদং সংশোধ্য সংমর্দ্দ্য পশ্চাদ্ গন্ধকচূর্ণং কর্ষমিতং দত্ত্বা সংমর্দ্দ্য চ বিড়ঙ্গাদিচূর্ণং প্রক্ষিপ্য ঘৃতভাণ্ডে স্থাপনীয়ম্। ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ভক্ষ্যম্। ভোজনাৎ পূর্ব্বং বাবহরন্তি বৈদ্যাঃ। মণ্ডুরস্থানে লৌহং গ্রাহ্যম্। পরিণামশূলেঽতিপ্রশস্তম্। চতুঃষষ্টিগুণং গব্যদুগ্ধং শিশিরতোয়ং বা অনুপেয়ম্।)

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল ও ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। গোমূত্রশোধিত-মণ্ডুর অথবা লৌহচটা ভস্ম ৪ পল, কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ এক পল, থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১।৹ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য সকল মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—প্রথমতঃ ২ বা ৩ মাষা। অনুপান—গব্যদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি বহু রোগ নষ্ট হয়. বিশেষতঃ ইহা পরিণাম-শূলের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্বিদ্যাধরাভ্রম্।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্।
বিড়ঙ্গমুস্তকঞ্চৈব ত্রিবৃতা দন্তীচিত্রকম্॥
আখুপর্ণী গ্রন্থিকঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য মৃতায়শ্চ চতুর্গুণম্॥
ঘৃতেন মধুনা পিষ্ট্বা বটিকাং কোলসম্মিতাম্।
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ প্রাতরুত্থায় নিত্যশঃ॥
*অনুপানং গবাং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সর্ব্বশূলং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তভবং তথা॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
পরিণামোদ্ভবং শূলমামবাতোদ্ভবং তথা॥
কার্শ্যং বৈবর্ণ্যমালস্যং তন্দ্রারুচিবিনাশনম্।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতা, আখুপর্ণী, পিপুলমূল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণ অভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, শোধিত লৌহ ৩২ তোলা; ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া কুলের মত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গোদুগ্ধ অথবা নারিকেলজল অনুপানে সেবন করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, একজ, দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শূল, পরিণামজ ও আমবাতজ শূল, কৃশতা, বিবর্ণতা, আলস্য, তন্দ্রা ও অরুচি প্রভৃতি সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলীঘৃতম্।

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্॥

গব্যঘৃত /১ সের। কল্কার্থ—পিপুল ৵০ অর্দ্ধপোয়া, গুড় ৵০ পোয়া। দুগ্ধ /৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে পরিণামশূল ও অম্লপিত্ত রোগ নিবারণ হয়।

পিপ্পলীঘৃতম্।

ক্বাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং
সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তম্।
ক্ষীরানুপানস্তু নিহন্ত্যবশ্যং
শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণামসংজ্ঞম্॥
(সুশীতে মধু পাদিকং, কল্কবন্মধুশর্করেতি বচনাৎ।
দুগ্ধপলমনুপিবেৎ।)

ঘৃত /৪ সের। পিপুলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল /১ সের। সুশীতল হইলে মধু /১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান—দুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধপোয়া। ইহা সেবন করিলে পরিণাম-শূল নষ্ট হয়।

দাধিকং ঘৃতম্।

পিপ্পলী নাগরং বিল্বং কারবীচব্যচিত্রকম্।
হিঙ্গুদাড়িমবৃক্ষাম্ল-বচাক্ষারাম্লবেতসম্॥
বর্ষাভূঃ কৃষ্ণলবণমজাজী বীজপূরকম্।
দধিত্রিগুণিতং সর্পিস্তৎসিদ্ধং দাধিকং ঘৃতম্॥
গুল্মার্শঃপ্লীহহৃৎপার্শ্ব-শূলযোনিরুজাপহম্।
দোষসংশমনং শ্রেষ্ঠং দাধিকং পরমং স্মৃতম্॥

ঘৃত /৪ সের। দধি ১২ সের। কল্কার্থ—পিপুল, শুঁঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চৈ, চিতা, হিঙ্গু, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, জীরক ও বীজপূরকমূল; উত্তমরূপে কুট্টিত এই সকল কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। ইহা দোষপ্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বীজপূরাদ্যং ঘৃতম্।

বীজপূরকমেরণ্ডং রাস্নাং গোক্ষুরকং বলাম্।
পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থসমাযুতান্॥
বারিদ্রোণেন সংসাধ্য যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্॥
তুম্বুরুণ্যভয়া ব্যোষং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকাম্লবেতসম্॥
পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ম্।
দধিপ্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বা সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।
বাতশূলং সকৃচ্ছূলং গুল্মং প্লীহাপহং পরম্॥
পক্তিশূলং পার্শ্বশূলং অন্নশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
বলবর্ণকরং হৃদ্যাগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৫ পল, নিস্তুষ যব /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিট্ ও সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক দুই তোলা। দধির মাত /৮ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ শূল নষ্ট হয়।

শূলগজেন্দ্রতৈলম্।

এরণ্ডং দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ॥
বিশ্বং জীরং যমানীঞ্চ ধান্যকং পিপ্পলীং বচাম্।
সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্॥
যবক্বাথং পয়শ্চৈব তৈলাদেয়ং গুণদ্বয়ম্।
তৈলমেতন্মহাতেজো নাম্না শূলগজেন্দ্রকম্॥
নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলমুপদ্রবসমন্বিতম্।
অগ্নিপ্রদং বলিহরং শ্বাসকাসারুচীর্জয়েৎ॥
জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহগুল্মবিনাশনম্।
শ্রীমৎকাঞ্চননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের শেষ ১৩৸০ সের; যব /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব,

কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল মর্দ্দনে শূল ও তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব এবং শ্বাসাদি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

শূলরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দিঃ স্বেদো লঙ্ঘনং পায়ুবর্ত্তি-
বস্তির্নিদ্রা রেচনং পাচনঞ্চ।
অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো বাট্যমণ্ড-
স্তপ্তক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ॥
পটোলশোভাঞ্জনকারবেল্ল-
বার্ত্তাকুরাম্রাণি পচেলিমানি।
দ্রাক্ষা কপিত্থং রুচকং পিয়ালং
শালিঞ্চপত্রাণি চ বাস্তুকানি॥
সামুদ্রসৌবর্চ্চলহিঙ্গু বিশ্বং
বিড়ং শতাহ্বা লশুনং লবঙ্গম্।
এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ
তপ্তাম্বু জম্বীররসোঽপি কুষ্ঠম্।
লঘূনি চ ক্ষাররজাংসি চেতি
বর্গো হিতঃ শূলগদার্দ্দিতেভ্যঃ॥

বমন, স্বেদ, উপবাস, গুহ্যে বর্ত্তিপ্রয়োগ, বস্তিক্রিয়া, নিদ্রা, বিরেচন, পাচকদ্রব্য, সংবৎসরোষিত শালিধান্য, যবমণ্ড, গরম দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংসের রস, পটোল, শজিনা, করলা, বেগুণ, গাছপাকা আম, কিস্‌মিস্, কয়েৎবেল, রুচকলবণ, পিয়ালফল, শালিঞ্চশাক, বেতো-শাক, সামুদ্রলবণ, সচল লবণ, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, বিট্‌লবণ, শুল্‌ফা, লশুন, লবঙ্গ, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, গরম জল, গোঁড়ালেবুর রস, কুড়, লঘুপাক দ্রব্য ও যবক্ষারচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য শূলরোগে হিতজনক।

শূলরোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধান্নপানানি জাগরং বিষমাশনম্।
রুক্ষতিক্তকষায়াণি শীতানি গুরুণি চ॥
ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং বৈদলং লবণং তিলান্।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্ নরঃ॥

বিরুদ্ধ অন্নপান, রাত্রিজাগরণ, বিষম ভোজন, রুক্ষ তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মদ্য, ডাল, লবণযুক্ত দ্রব্য, তিল, বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ শূলরোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শূলরোগাধিকারঃ।

অথোদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

অথোদাবর্ত্ত-নিদানম্।

বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রু-ক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়-
ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥

অধোবায়ু, মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ করিলে যে যে রোগ জন্মে, তাহাদিগকে উদাবর্ত্ত কহে।

অথোদাবর্ত্ত চিকিৎসা।

সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ।
বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে॥

সকল উদাবর্ত্ত রোগেই বায়ুকে স্বমার্গে আনিবার জন্য যথাবিধি সমস্ত ক্রিয়া বিধেয়।

অধোবাতনিরোধোত্থে উদাবর্ত্তে হিতং মতম্।
স্নেহপানং তথা স্বেদো বর্ত্তির্বস্তির্হিতো মতঃ॥

অধোবাত-নিরোধ-জনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিপ্রয়োগ হিতজনক।

বিড়্বিঘাতসমুত্থে তু বিড়্ভেদ্যন্নং তথৌষধম্।
বস্ত্যভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ স্বেদো বর্ত্তির্হিতা মতাঃ॥

মলবেগ-ধারণ-জনিত উদাবর্ত্ত রোগে বিরেচক ঔষধ ও অন্ন এবং ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, স্নেহাভ্যঙ্গ, জলাবগাহন, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর।

মূত্রাবরোধজনিতে ক্ষীরং বাপ্যথবা পিবেৎ।
দুঃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ॥
এর্ব্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্বা লবণীকৃতম্।
সিতামিক্ষুরসং ক্ষীরং দ্রাক্ষাং যষ্টিমধূনি বা।
সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীবিধিম্॥

মূত্রবেগ-রোধ-জনিত উদাবর্ত্তে সজল দুগ্ধের সহিত বচ চূর্ণ, কিংবা দুরালভার স্বরস; অথবা অর্জ্জুনছালের ক্বাথ অথবা জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত কাঁকুড়-বীজ চূর্ণ, অথবা চিনি, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দ্রাক্ষারস বা যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী-রোগের সমস্ত বিধি ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

জৃম্ভাভিঘাতজে স্নেহং স্বেদং বাপি প্রয়োজয়েৎ।
অন্যানপি প্রযুঞ্জীত সমীরণহরান্ বিধীন্॥

জৃম্ভাবেগ-ধারণ-জনিত উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ বা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতহর অন্যান্য ক্রিয়াও কর্ত্তব্য।

নেত্রবারিবিরোধোত্থে তীক্ষ্ণং বাপি দৃশোঽঞ্জনম্।
স্বপ্যাৎ সুখঞ্চ তস্যাগ্রে কথয়েচ্চ কথাঃ প্রিয়াঃ॥

অশ্রুবেগ-নিবারণ-জনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রদান দ্বারা চক্ষু হইতে অশ্রুনিঃসারণ করিবে, রোগিকে সুখে নিদ্রা যাইতে দিবে এবং তাহার নিকট প্রিয় কথা কহিবে।

ক্ষবথোর্নিরোধজে তীক্ষ্ণ-ঘ্রাণনস্যার্কদর্শনৈঃ।
প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতং সক্তং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ॥

হাঁচি-নিরোধ-জনিত উদাবর্ত্তে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা সক্ত (আটকান) হাঁচির প্রবর্ত্তন করাইবে এবং স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

উদ্গারস্যাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ।

উদ্গার-রোধ-জনিত উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে।

ছর্দ্দিনিগ্রহসম্ভূতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্।
বিরেচনকালে মতং তৈলাভ্যঙ্গনং তথা॥

বমনবেগ ধারণ-জন্য উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন এবং তৈলাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সার্দ্ধং চতুর্গুণজলং পয়ঃ।
আবারিনাশাৎ কথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ।
রময়েয়ুঃ প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্॥
তৈলাভ্যঙ্গাবগাহৌ চ মদিরা চরণায়ুধাঃ।
শালিঃ পয়ো নিরূহশ্চ হিতং মৈথুনমেব চ॥

শুক্রনিগ্রহ-জন্য উদাবর্ত্তরোগিকে বস্তি-শুদ্ধিকর (তৃণপঞ্চমূলাদি) দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে এবং প্রিয়তমা রমণীতে রমণ করাইবে। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদ্যপান, কুক্কুট-মাংসের রস, শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং পয়ো-নিরূহ অর্থাৎ দুগ্ধের পিচ্‌কারী হিতকারক। মৈথুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

ক্ষুদ্বিঘাতসমুদ্ভূতে স্নিগ্ধমুষ্ণং তথা লঘু।
রুচ্যমল্পং হিতং ভক্ষ্যং পুষ্পং সেব্যং সুগন্ধি যৎ॥

ক্ষুধাবেগ-ধারণ জন্য উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু ও রুচিকারক অথচ অল্প ভোজন করিবে এবং সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ লইবে।

তৃষ্ণাবিঘাতসম্ভূতে শীতং সর্ব্বং বিধীয়তে।
কর্পূরশিশিরং স্বল্পং পিবেৎ তোয়ং শনৈঃ শনৈঃ।
তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মন্থং যবাগূং বাপি শীতলাম্॥

তৃষ্ণানিগ্রহ-জন্য উদাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া এবং কর্পূরবাসিত সুশীতল জল অল্পে অল্পে পান করা প্রশস্ত। ইহাতে মন্থ ও শীতল যবাগূ পেয়।

রসেনাদ্যাৎ ক্ষতিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।

শ্রমোদ্ভূতশ্বাসের বেগধারণ-জনিত উদা-বর্ত্তে বিশ্রাম এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য।

নিদ্রাবেগবিঘাতোত্থে পিবেৎ ক্ষীরং সিতাযুতম্।
সংবাহনং সুশয্যাঞ্চ হিতং স্বপ্নং প্রিয়াং কথাম্॥

নিদ্রাবেগ-ধারণ-জনিত উদাবর্ত্ত রোগে চিনি সংযুক্ত দুগ্ধপান, গাত্রমর্দ্দন, সুখপ্রদ শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয়কথা হিতকর।

অথ সদ্যোজাতস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণম্।

বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ॥
বাতমূত্রপুরীষাসৃক্-কফমেদোবহানি বৈ।
স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষঞ্চাতিবর্ত্তয়েৎ॥

ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ।
বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ॥
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায় দাহমোহতৃষাজ্বরান্।
বমিহিক্কাশিরোরোগ-মনঃশ্রবণবিভ্রমান্।
বহূনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্॥

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষণ লিখিত হইল; এক্ষণে রুক্ষাদিসেবন-হেতু প্রকুপিতবায়ুজনিত সদ্যঃসম্ভূত উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে—

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, রুক্ষ কষায় কটু ও তিক্ত ভোজন হেতু কুপিত হইয়া সদ্যঃ উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই কুপিত বায়ু, বাত মূত্র মল রক্ত কফ ও মেদোবহস্রোতঃ সকলকে আবৃত এবং মলকে শুষ্ক করে। তাহাতে রোগী হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, বিবমিষা ও অস্বাস্থ্যে কাতর হয় এবং অতিকষ্টে অধোবায়ু মূত্র ও মল ত্যাগ করে। ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণবিভ্রম এবং বাতপ্রকোপজন্য অপরাপর বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে।

অথোক্তোদাবর্ত্তস্য চিকিৎসা।

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্ব্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্॥

অতঃপর রুক্ষাদি সেবন জন্য কুপিতবাত-কৃত সদ্যোজাত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা কথিত হইতেছে—হিং, মধু, সৈন্ধব লবণ, একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্তের প্রশান্তি হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তিঃ।

মদনং পিপ্পলী কুষ্ঠং বচা গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ।
গুড়ক্ষারসমাযুক্তাঃ ফলবর্ত্তিরিহোচ্যতে॥

মদনফল (ময়না ফল), পিপুল, কুড়, বচ, যবক্ষার ও **শ্বেতসর্ষপ** প্রত্যেক সমভাগ, **গুড় সর্ব্বসম। গুড়ে** কিঞ্চিৎ জল দিয়া **অগ্নিতে পাক করিয়া,** তাহাতে ঐ **সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ** দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। **ইহারই নাম** ফলবর্ত্তি, **গুহ্যদ্বারে** এই বর্ত্তি **প্রয়োগ করিলেও উদাবর্ত্তের** নিবৃত্তি হয়।

অথানাহ-লক্ষণম্।

আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ
ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন।
প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং
বিকারমানাহমুদাহরন্তি॥
তস্মিন্ ভবত্যামসমুদ্ভবে তু
তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ।
আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং
হৃৎস্তম্ভ উদ্গারবিঘাতনঞ্চ॥
স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে
শূলোঽথ মূর্চ্ছা শকৃতশ্চ ছর্দ্দিঃ।
শোথশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি
তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি॥

আনাহের কারণ ও লক্ষণ।—আহারজনিত অপক্ক রস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ বায়ু কর্ত্তৃক বিবদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে, তাহাকে আনাহ রোগ বলা যায়।

আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্তকের জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবর্ত্তন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মলসঞ্চয়-জনিত আনাহে, কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মলমূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষ-বমন ও শোথ এবং অলসক-রোগোক্ত আধ্মান ও বাতনিরোধাদি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়।

অথানাহ-চিকিৎসা।

—:*:—

তুল্যকারণকার্য্যত্বাদুদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াম্।
আনাহেষু চ কুর্ব্বীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে॥

উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ ও কার্য্য এক প্রকার; অতএব উদাবর্ত্তের যে সকল ক্রিয়া উক্ত হইল, আনাহ রোগেও তাহাই করিবে। যাহা বিশেষ আছে, তাহা কথিত হইতেছে;—

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমুল্বণম্॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসম অর্থাৎ ১১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকা সেবনে প্রবল আনাহ বিনষ্ট হয়।

বচাভয়াচিত্রকযাবশূকান্ সপিপ্পলীকাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্।
উষ্ণাম্বুনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু হিতৌদনাশী॥

বচ, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিয়া হিতাহারী হইলে অতি সত্বর আনাহ ও মূঢ়বাত প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃদ্ধরীতকশ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ॥

অরুণমূল তেউড়ী, হরীতকী ও শ্যামমূল তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণ মনসাসিজের আঠায় ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। অনুপান—গোমূত্র। ইহা আনাহ-রোগে প্রধান ভেদক ঔষধ।

ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরেচনোক্তং
হিঙ্গ্বর্কমূলং দশমূলমগ্র্যম্।
স্নুক্চিত্রকৌ চৈব পুনর্নবা চ
তুল্যানি সর্ব্বৈর্লবণানি পঞ্চ॥
স্নেহৈঃ সমূত্রৈঃ সহ জর্জ্জরাণি
শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে।
ক্ষারং সুপক্বং লবণং তদগ্নেঃ
পানৈস্তথানাহমমগ্র্যম্॥

বিরেচনবর্গোক্ত ফল ও মূল এবং হিং, আকন্দমূল, দশমূল, মনসাসিজ, চিতা ও পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসম পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ); এই সকল দ্রব্য তৈল ও গোমূত্রে জর্জ্জরিত করিয়া একটি হাঁড়িতে স্থাপনপূর্ব্বক একখান

শরার দ্বারা হাড়ীর মুখ বন্ধ ও মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাড়ী চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে ও ভস্ম হইলে নামাইয়া চূর্ণ করিবে। এই লবণৌষধ অন্নপানের সহিত সেবনীয়। ইহা আনাহবেদনা-নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রাঠপুষ্পবিড়ক্ষার-ত্র্যূষণৈর্গুড়পাচিতা।
গুদেঽঙ্গুষ্ঠসমা বর্ত্তির্বর্ত্ত্যানাহশূলনুৎ॥

মদনফল, গৃহধূম (ঝুল), বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গুড় ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠসদৃশ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করত গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে আনাহশূল বিনষ্ট হয়।

ত্রিকট্বাদ্যা বর্ত্তিঃ।

বর্ত্তিস্ত্রিকটুকসৈন্ধবসর্ষপগৃহধূমকুষ্ঠমদনফলৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্বা অঙ্গুষ্ঠসমা নিতান্তমিশ্রৈঃ॥
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা গুদে ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহমুদরজঠরং শময়তি হৃদ্রোগং তথা গুল্মম্॥
(ত্রিকট্বাদীনাং মিলিত্বা কর্ষ, গুড় কর্ষ, মধু পলমিত্যেকে; ত্রিকট্বাদীনাং সমভাগং সংগৃহ্য বর্ত্তিকার্য্যেতি কেচিৎ। বৃন্দটীকা)

ত্রিকটু, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল মিলিত ২ তোলা, ৮ তোলা মধু, গুড় ২ তোলা এই সমস্ত পাক করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। কেহ কেহ ত্রিকটু প্রভৃতি সমভাগ লইতে বলেন। ঐ বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া উহা গুহ্যে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

নারাচচূর্ণম্।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতাসমমুপকুল্যাকর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণম্।
প্রাগ্ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ॥
এতদ্গাঢ়পুরীষে দেয়ং পিত্তোত্তরেঽপি বাতে॥
মধুরং নরপতিভোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥

চিনি ৮ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপ্পলী চূর্ণ ২ তোলা; এই সকল একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত লেহন করিলে মলকাঠিন্য নিবারিত হয়। ইহা সুস্বাদু।

গুড়াষ্টকম্।

সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী চ চিত্রকম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
উদাবর্ত্তপ্লীহগুল্ম-শোথপাণ্ড্‌বাময়াপহম্॥

ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে যথামাত্রায় সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, প্লীহা, গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

বৈদ্যনাথবটী।

পথ্যা ত্রিকটু সূতঞ্চ দ্বিগুণং কানকং তথা।
থানকুনীরসৈরম্ল-লোণিকায়া রসেঃ কৃতা॥
গুড়িকোদরগুল্মাদি-পাণ্ড্বাময়বিনাশিনী।
ক্রিমিকুষ্ঠগাত্রকণ্ডু-পিড়কাশ্চ নিহন্তি চ॥
গুড় সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন ভাষিতা॥

হরীতকী, ত্রিকটু, রসসিন্দূর, এই সকল এক এক ভাগ; জয়পাল ২ ভাগ ইহাদিগকে থানকুনী ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে উদাবর্ত্ত, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রশুক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

নারাচরসঃ।

সূতগন্ধকতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
টঙ্কণং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তীনাং নিস্তুষাণি চ।
স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দ্দয়েৎ দিবসত্রয়ম্॥
নারিকেলোদরে স্থাপ্যং মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ।
তৎ কল্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্রং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ॥
তন্মধ্যনাভিলেপেন রাজযোগ্যং বিরেচনম্।
বটিকা লেপমাত্রেণ দশবারং বিরেচয়েৎ।
তদ্গন্ধঘ্রাণমাত্রেণ বিরেকো জায়তে ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক এক ভাগ, সোহাগা, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেক ২ ভাগ; সর্ব্বসমান নিস্তুষ লঘুদন্তীবীজ। এই সমুদায় সিজের আটায় ৩ দিবস মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপন পূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বা ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই বিরেচন হয়।

বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ।

শুদ্ধং পারদটঙ্গণং সমরিচং গন্ধাশ্ম তুল্যং ত্রিবৃদ্-
বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ।
খল্লে দণ্ডযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা চার্কস্য পত্রে ততঃ
স্বেদং গোময়বহ্নিনা চ মৃদুনা স্বেচ্ছাবশাদ্ভেদকঃ॥
গুঞ্জৈকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েদ্
যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনম্।
আমং সর্ব্বভবং সুজীর্ণমুদরং গুল্মং বিশালং হরেদ্
বহ্নেদীপ্তিকরো বলাসহরণঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসনঃ॥

শোধিত পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; গন্ধকের দ্বিগুণ তেউড়ী ও আতইচ এবং ৯ নয়গুণ জয়পাল চূর্ণ একত্র করিয়া খলে আকন্দ পাতার রসে ২ দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘুঁটের অগ্নিতে মৃদু পাক করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করত শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। উষ্ণজল সেবন না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইবে। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আম, উদাবর্ত্ত, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতম্।

মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূমূলপঞ্চকম্।
আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেৎ ঘৃতম্।
তৎ পীতমাত্রং শময়েদুদাবর্ত্তমসংশয়ম্॥
শুষ্কমিতি মূলকার্দ্রকয়োর্ বিশেষণমিতি ডল্বণঃ।

শুষ্কমূলা, আদা (ডল্বণের মতে—শুঠ) পুনর্নবা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও সোঁদালফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। (এই ঘৃতের কল্ক দ্রব্য নাই।)

স্থিরাদ্যং ঘৃতম্।

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ
শম্পাকপূতীককরঞ্জয়োশ্চ।
সিদ্ধঃ কষায়ে দ্বিপলাংশিকানাং
প্রস্থো ঘৃতং স্যাৎ প্রতিলোমগেঽনিলে॥

স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাটাকরঞ্জ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ১ সের ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্রতিলোম বাত প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

উদাবর্ত্তে পথ্যানি।

স্নেহঃ স্বেদো বিরেচনঞ্চ [illegible]।
অভ্যঙ্গশ্চ তথা [illegible]॥
গ্রাম্যৌদকানূপরসা [illegible]
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

স্নেহস্বেদ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, ফলবর্ত্তি, তৈলাদি মর্দ্দন, [illegible] এবং মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসারক সমস্ত দ্রব্য, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংসের রস, ভেরেণ্ডার তৈল, বারুণী মদ্য, কচি মূলা, সোঁদাল পত্র, তেউড়ী, তিল, সিজপাতা, শুণ্ঠী, ছোলঙ্গ, যবক্ষার, হরীতকী, লবঙ্গ, হিঙ্গু, কিস্মিস্, গোমূত্র ও সৈন্ধবলবণ এই গুলি উদাবর্ত্ত রোগে পথ্য।

উদাবর্ত্তেঽপথ্যানি।

বমনং বেগরোধঞ্চ শমীধান্যানি কোদ্রবম্।
নালীতশাকং শালূকং জাম্ববং কর্কটীফলম্॥
পিণ্যাকমালুকং সর্ব্বং করীরং পিষ্টবৈকৃতম্।
বিষ্টম্ভীনি বিরুদ্ধানি কষায়াণি গুরূণি চ।
উদাবর্ত্তী প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ সততং নরঃ॥

বমন, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শমীধান্য (মুগ মাষ প্রভৃতি কলায়), কোদোধান্য, নালিতা শাক, কুমুদাদির মূল, জাম, কাঁকুড়, তিল-কল্ক, সর্ব্বপ্রকার আলু, বাঁশের কোঁড়া, সকল প্রকার পিষ্টবিকৃতি, বিষ্টম্ভী দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, কষায় দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য, এই সমস্ত উদাবর্ত্তরোগীর পরিত্যাজ্য।

আনাহরোগে পথ্যাপথ্যম্।

উদাবর্ত্তহিতং সর্ব্বং পাচনং লঙ্ঘনং তথা।
আনাহে তু যথাযোগ্যং যোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্॥
অপথ্যানি প্রদিষ্টানি যান্যুদাবর্ত্তিনাং পুরা।
আনাহী তু পরিহরেৎ তানি সর্ব্বাণি যত্নতঃ॥

জ্ঞানী বৈদ্য আনাহরোগে উদাবর্ত্তোক্ত সকল প্রকার ক্রিয়া এবং লঙ্ঘন ও পাচন যুক্তি অনুসারে প্রয়োগ করিবেন।

উদাবর্ত্তরোগে যে সকল অপথ্য উক্ত হইয়াছে, আনাহরোগেও সেই সকল অহিতকর, অতএব যত্নবান্ হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

অথ গুল্মরোগাধিকারঃ।

অথ গুল্ম-নিদানম্।

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ।
কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণম্॥
তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ।
হৃন্নাভ্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ॥
বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ।
স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছ্রিতৈঃ॥
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়ো রক্তেন চাপরঃ।
অরুচিঃ কৃচ্ছ্রবিণ্মূত্র-বাতত্বান্ত্রবিকূজনম্।
আনাহশ্চোর্দ্ধবাতত্বং সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ॥

বাতাদি দোষত্রয়, অনুচিত আহার বিহারাদি দ্বারা অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম রোগ উৎপাদন করে। ইহা পাঁচ প্রকার। পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি, গুল্মের অবস্থিতি স্থান।

ঊর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তি, ইহার মধ্যে কোন স্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল, কদাচিৎ পুষ্ট বা কদাচিৎ অপুষ্ট, যে গোলাকার গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে গুল্ম কহে।

সেই গুল্ম পাঁচ প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়। ঋতু-শোণিত জনিত গুল্ম কেবল স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে।

অরুচি এবং মল মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্ত্তন, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধগতি এই সকল লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার গুল্ম রোগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ গুল্ম-চিকিৎসা।

বায়োঃ প্রশমনং কার্য্যমাদৌ গুল্মচিকিৎসতা।
জিতে তস্মিন্ বলী দোষঃ সুখেনান্যো নিবার্য্যতে॥

গুল্মচিকিৎসক অগ্রে বায়ুপ্রশমের চেষ্টা করিবেন, কারণ বায়ুর শান্তি হইলেই অন্য প্রবল দোষ সহজেই নিবারিত হয়।

সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণু মে গুল্মভেষজম্।
স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনুবাসনম্॥
বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা।
শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ।
কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্॥

গুল্মরোগে এই একাদশবিধ কর্ম্ম কর্ত্তব্য; যথা—স্নেহন, স্বেদন, নিরূহণ, অনুবাসন, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও অগ্নিকর্ম্ম।

স্নেহস্বেদবিরেকৈস্তু গুল্মঃ শৈথিল্যমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদনেন বিধিনা গুল্মরোগমুপাচরেৎ॥

স্নেহ স্বেদ ও বিরেচন দ্বারা গুল্ম শিথিল হয়, অতএব এই বিধি অবলম্বন করিয়া গুল্মরোগের চিকিৎসা করিবে।

লঘ্বন্নং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যদ্ ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥
স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্।
ভিত্ত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি॥

লঘু অন্নভোজন এবং অগ্নিদীপক স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বাতানুলোমক ঔষধ সেবন; এবং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, তৎসমুদায় আহার বিহার, গুল্মরোগে হিতকর। গুল্মরোগ-শান্তির জন্য অগ্রে স্নেহপানাদি দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কারণ স্নেহ স্বেদ দ্বারা স্রোতঃসকলের মৃদুতা, উল্বণ বায়ুর হ্রাস ও মলবিবন্ধতার নাশ হইয়া গুল্মরোগের শান্তি হয়।

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুপোক্তাঃ শাল্বণাদয়ঃ॥

(কুম্ভীস্বেদঃ—বাতহরক্কাথাদিভিঃ কাঞ্জিকাদিভির্বা ঘটস্থিতৈঃ স্বেদঃ। পিণ্ডস্বেদঃ,—উৎস্বিন্নমাষাদিপিণ্ডকৈর্বস্ত্রবদ্ধৈঃ স্বেদঃ। ইষ্টকাস্বেদঃ—ইষ্টকয়া প্রতপ্তয়া বাতহরক্কাথসিক্তয়া স্বেদঃ। শাল্বণস্বেদঃ,—"কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ। সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ। সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥")

গুল্মরোগে কুম্ভীস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ ও ইষ্টকাস্বেদ এবং শাল্বণাদি প্রলেপ হিতকর। (বাতঘ্ন অত্যুষ্ণ ক্কাথ বা কাঞ্জিক দ্বারা একটী ঘট পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করাকে কুম্ভীস্বেদ; সিদ্ধ মাষাদির পিণ্ড বস্ত্রবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে পিণ্ডস্বেদ; ইষ্টক অগ্নিতে প্রতপ্ত ও বাতহর ক্কাথে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করাকে ইষ্টকাস্বেদ কহে। শাল্বণ উপনাহ বাতব্যাধিতে উক্ত হইয়াছে।)

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ।
স্বেদানুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

স্থির গুল্মে গুল্ম-স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ এবং বাহুসন্ধির অধোদেশস্থ সূক্ষ্ম শিরা বিদ্ধ করিবে। স্বেদ ও অনুলোমন ক্রিয়া, সকল গুল্ম রোগেই প্রশস্ত।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলত্থা ধন্বজা রসাঃ।
খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ॥

বাতহর ঔষধাদি (দশমূল্যাদি) দ্বারা সিদ্ধ পেয়া, কুলত্থ কলায়ের যূষ, এবং জাঙ্গল মাংসরস ও বৃহৎপঞ্চমূলসিদ্ধ খড়যূষ গুল্মরোগে হিতকর।

অথ বাতজগুল্ম-লক্ষণম্।

রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং
বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ।
শোকোঽভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ
নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ॥
যঃ স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পং
বিড়্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্।
শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ
হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজঞ্চ॥
করোতি জীর্ণেঽভ্যধিকং প্রকোপং
ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ।
বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রুক্ষং
কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে॥

বাতগুল্মের নিদান ও লক্ষণ; অধিক বা অল্পমাত্রায় অথবা অসময়ে রুক্ষ

অন্নপানীয় সেবন, বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-বিরুদ্ধচেষ্টা, মল-মূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাত-প্রাপ্তি, বিরেচনাদি দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং অনশন এই গুলি বাতগুল্মের হেতু।

বাতগুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায়। ইহার আকৃতিও সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ, কখন গোলাকার, কখন বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এইরূপ যন্ত্রণারও স্থিরতা নাই, কখন অল্প, কখন মহৎ, কখন সূচীবেধবৎ, কখন বা নানারূপ যাতনা উপস্থিত হয়। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, মুখ ও গলনালীর শোষ, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, এবং হৃদয়, কুক্ষি, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্তাহারের পরিপাকাবস্থায় রোগের অধিক প্রকোপ হয়, কিন্তু আহার করিলে কিছু উপশম হয়। রুক্ষ কষায় তিক্ত ও কটু দ্রব্য সেবনে বাতগুল্মের অনুপশয় হয়।

অথ বাতজগুল্ম-চিকিৎসা।

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধে বান্তিশ্চূর্ণাদিরিষ্যতে॥

বাতজগুল্মে কফ প্রবল হইলে বমনকারক চূর্ণ, ফলবর্ত্তি ও গুড়িকাদি প্রয়োগ করিবে।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি।
সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং প্রভঞ্জনক্রোধকৃতে চ গুল্মে॥

বাতজ গুল্মে দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন এবং স্নেহস্বেদ প্রয়োগ বিধেয়।

স্বর্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকীজোঽপি বা।
পীতস্তৈলেন শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্॥

সাচিক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা এই সকল তিলতৈলের (কেহ বলেন, এরণ্ডতৈলের) সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥

টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িম, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সুরামণ্ডে প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ গুল্ম প্রশমিত হয়।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন বা পিবেৎ।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

শুঁঠ ৪ তোলা, তুষরহিত তিল ২ পল, গুড় ১ পল এই সকল পেষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্।
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ॥

বারুণীমণ্ডের কিংবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে যথাক্রমে কফানুগ ও পিত্তানুগ বাতগুল্ম উপশমিত হয়।

সাধয়েচ্ছুদ্ধশুষ্কস্য রসোনস্য চতুষ্পলম্।
ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোষং নাশয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ।
এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে॥

পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রশুন ৪ পল, দুগ্ধ ও জল (মিশ্রিত) ৩২ পল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ (অগ্নিবলানুসারে) অল্প মাত্রায় পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোষ আশু নিবারিত হয়।

তিত্তিরাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ কুক্কুটান্ ক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্।
সর্পিঃ শালিং প্রসন্নাঞ্চ বাতগুল্মে প্রযোজয়েৎ॥

তিত্তিরি, ময়ূর, কুক্কুট, বক ও বর্ত্তক (ভারুই) পক্ষীর মাংস এবং ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) বাতগুল্ম-রোগিকে পথ্য দিবে।

অথ পিত্তজগুল্ম-লক্ষণম্।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ-ক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা।
আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্॥
জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ।
স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্॥

পিত্তজনিত গুল্মের নিদান ও লক্ষণ। কটু অম্ল তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নি সন্তাপ সেবন, বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্ট আমরসের আধিক্য এবং দুষ্ট রক্ত, এই গুলি পৈত্তিক গুল্মের হেতু। ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষতঃ মুখের লোহিতবর্ণত্ব, আহারের পরিপাকাবস্থায় অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মাগম ও বিদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক গুল্ম, ব্রণবৎ স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

অথ পিত্তজগুল্ম-চিকিৎসা।

পিত্তে তু রেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্।
স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্।
রুক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥

পিত্তজ গুল্মে স্নিগ্ধ বিরেচন ও রক্তজ গুল্মে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়। স্নিগ্ধোষ্ণ-কারণ-সম্ভূত পৈত্তিক গুল্মে বিরেচন এবং রুক্ষোষ্ণ-কারণ-জাত পৈত্তিক গুল্মে ঘৃতপান হিতকর।

কাকোল্যাদিমহাতিক্ত-বাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনম্।
স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ যোজয়েদ্বস্তিকর্ম্মণা॥

কাকোল্যাদি গণের ক্কাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত কাকোল্যাদি ঘৃত অথবা কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তক ঘৃত বা রক্তপিত্তোক্ত বাসাদ্য ঘৃত পান করাইয়া রোগিকে স্নিগ্ধ করণানন্তর বস্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহার বিরেচন করাইবে।

স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ।
রেচনার্থে রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ॥

স্নিগ্ধোষ্ণ-কারণজনিত পিত্তগুল্মে বিরেচনের নিমিত্ত মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি অথবা গুড় সহ দ্রাক্ষারস পান করিবে।

পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা।
অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা॥
(ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাক্কাথেন।)

পিত্তগুল্মী ত্রিফলার ক্কাথের সহিত তেউড়ী চূর্ণ অথবা দ্রাক্ষার সহিত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে উপকার দর্শে।

রোহিণী কটুকা নিম্বো মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কর্ষাংশাস্ত্রায়মাণা চ পটোলত্রিবৃতে পলে॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণে জলে।
ঘৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুষ্পলম্॥
পিবেৎ সংমূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারতিস্তথা॥

কটুকী, নিম্ব, যষ্টিমধু, ত্রিফলাত্বক্ ও বলাডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, পলতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল ও মসূর ২ পল, পাকার্থ জল মসূরের ৮ গুণ, শেষ ৪ পল। ঐ ক্কাথে ঘৃত ৪ পল মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পান করিলে পৈত্তিক গুল্মাদি বহুরোগ বিনষ্ট হয়।

দাহশূলার্ত্তিসংক্ষোভ-স্বপ্ননাশারুচিজ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমুপনাহয়েৎ॥

গুল্মরোগে দাহ, শূল, বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অরুচি ও জ্বর উপস্থিত হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে জানিবে। তৎকালে উহার পাকের নিমিত্ত সত্বর ব্রণশোথোক্ত পাচন প্রলেপ দিবে।

পক্কে তু ব্রণবৎ কার্য্যং বাধশোধনরোপণম্।
স্বয়মুদ্ধমধো বাপি স চেদ্ দোষঃ প্রবর্ত্ততে॥
দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুপদ্রবান্।
পরস্তু শোধনং সর্পিঃ শস্তং মধু সতিক্তকম্॥

গুল্ম পাকিয়া উঠিলে তাহা ব্রণবৎ বিদ্ধ করিয়া পূয়াদি নিঃসারণ ও রোপণ ক্রিয়া করিবে। ইহা স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি ঊর্দ্ধ কিংবা অধোদেশ দিয়া নির্গত হইতে পারে, এই নিমিত্ত ১২ দিন পর্য্যন্ত শোধনাদি কোন ক্রিয়াই করিবে না। কেবল অন্যান্য যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকার করিবে। দ্বাদশ দিনের পর ব্রণশোধক ঔষধমিশ্রিত ঘৃত পান করাইবে। পূয়াদি

নিঃসারণ হইলে ক্ষতরোপণার্থ তিক্তদ্রব্য সাধিত ঘৃত মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

অথ কফজগুল্ম-লক্ষণম্।

শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ সংপূরণং প্রস্বপনং দিবা চ।
গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য সর্ব্বস্তু দৃষ্টো নিচয়াত্মকস্য॥
স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদ-হৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি।
শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য॥

কফজ ও ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু। শীতল গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শারীরিক চেষ্টা-রাহিত্য, অধিক ভোজন এবং দিবানিদ্রা এই গুলি কফজ গুল্মের হেতু। আর উল্লিখিত বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষজ গুল্মের জানিবে।

কফজ গুল্মের লক্ষণ,—স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরের গুরুতা, শীতানুভব, বেদনার অল্পত্ব এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি এই গুলি কফজ গুল্মের রূপ।

অথ কফজগুল্ম-চিকিৎসা।

যোগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচরেৎ।
অপরৈশ্চ বলাসঘ্নৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ শমং নয়েৎ॥

শ্লৈষ্মিক গুল্মে বাতগুল্মনাশক যোগ এবং অন্যান্য কফঘ্ন যোগ সকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সংপ্রবৃদ্ধিতে।
ঘৃতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনা॥

কফজ গুল্মে উপবাস, বমন ও স্বেদক্রিয়া দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হইলে যবক্ষার ও ত্রিকটুর কল্ক দ্বারা সাধিত ঘৃত পান করিবে।

মন্দাঽগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশা চারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ॥

মন্দাগ্নি, অল্প বেদনা, কোষ্ঠে ভার ও স্তৈমিত্য, উৎক্লেশ (গা বমি বমি)। এবং অরুচি হইলে গুল্মরোগিকে বমন করাইবে।

মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্।
গুড়িকাচূর্ণনির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্॥

কফজনিত গুল্মে অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুর স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে স্নেহক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠকে স্নিগ্ধ করিয়া এই অধিকারোক্ত গুড়িকা, চূর্ণ ও কষায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চমূলীশৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্।
কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা॥
(মাধ্বীকং মধু)

কফজ গুল্মে রোগিকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরাণ বারুণী (তাড়ী) ও জীর্ণ মধু পান করিতে দিবে।

তিলৈরণ্ডাতসীবীজ-সর্ষপৈঃ পরিলিপ্য বা।
শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ ভিষক্॥

শ্লৈষ্মিক গুল্মে তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্ম স্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাত-মূত্রবর্চ্চোঽনুলোমনম্॥

যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ সংযুক্ত তক্র পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং বাত মূত্র ও পুরীষের অনুলোম হয়।

অথ দ্বন্দ্বজগুল্ম-লক্ষণম্।

নিমিত্তরূপাণ্যুপলভ্য গুল্মে দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ।
ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংশ্চ গুল্মাংস্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থম্॥

যদিও বাতজাদি পাঁচপ্রকার গুল্মের উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি যে স্থলে উভয়বিধ গুল্মের নিদান ও লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় ঔষধ কল্পনার্থ অর্থাৎ মিলিত চিকিৎসা করিবার জন্য আর তিন প্রকার মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত দ্বন্দ্বজ গুল্ম নির্দ্দেশ করিবে। এই দ্বন্দ্বজ গুল্মে দোষের বলাবলের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে।

অথ দ্বন্দ্বজগুল্ম-চিকিৎসা।

—:*:—

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ।
সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধিৰ্হিতঃ॥

দ্বিদোষজ গুল্মে তত্তদ্দোষোক্ত পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে এবং ত্রিদোষজ গুল্মে ত্রিদোষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বচাবিড়ভয়াশুণ্ঠীহিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ।
দ্বিত্রিষট্চতুরেকাষ্ট-সপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ॥
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্।
শূলার্শঃশ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্॥

বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মস্ত ও উষ্ণ জল প্রভৃতির সহিত সেবন করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিস্থান গ্রহণীযন্ত্রের উদ্দীপক।

যমানীহিঙ্গুসিন্ধূত্থ-ক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূলনিসূদনাঃ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জল বা সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে গুল্মশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্॥
যবকাথোদকেনৈতদ্ ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্ত ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥
(চূর্ণাদ্ যোগমাত্রাং গৃহীত্বা যবকাথে প্লাবয়িত্বা ঘৃতে পরিভর্জ্জ্য পায়য়েৎ। শ্যামা ত্রিবৃদিতি চক্রটীকা)

হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ছোট ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে; সেই চূর্ণ যবের কাথের সহিত মিশ্রিত ও ঘৃতে সন্তলন করিয়া পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সকল বিনষ্ট হয়।

পূতীকপত্রগজচির্ভিটচব্যবহ্নি-
ব্যোষঞ্চ সংস্তরচিতং লবণোপধানম্।
দগ্ধ্বা বিচূর্ণ্য দধিমস্তুযুতং প্রযোজ্যং
গুল্মোদরশ্বয়থুপাণ্ডুগদোদ্ভবেষু॥

নাটাকরঞ্জার পত্র, রাখালশশা, চৈ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তদুপরি সমস্ত দ্রব্যের সমান সৈন্ধবলবণ এবং ঐ সৈন্ধবলবণের উপর আবার নাটাকরঞ্জ পত্রাদি স্থাপন করিয়া স্তর সাজাইবে। পরে হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন অন্তর্ধূমে হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ দগ্ধ হইবে, তখন উহা লইয়া চূর্ণ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডু রোগে ঐ চূর্ণ যথামাত্রায় দধির মাতের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চিত্রকাজাজীসৈন্ধবৈঃ।
যুক্তা পীতা সুরা হন্তি গুল্মমাশু সুদুস্তরম্॥

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সুরার সহিত পান করিলে দুস্তর বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা কাঞ্চনক্ষীরী সপ্তলা নীলিনী বচা।
ত্রায়ন্তী হবুষা তিক্তা ত্রিবৃৎ সৈন্ধবপিপ্পলীঃ॥
পিবেদ্ বিচূর্ণ্য মূত্রাম্বু-বারিমাংসরসাদিভিঃ।
সর্ব্বগুল্মোদরপ্লীহ-কুষ্ঠার্শঃশোথপীড়িতঃ॥

ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী, চর্ম্মকষা, নীলবুহ্ণা, বচ, বলাডুমুর, হবুষা, কট্‌কী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ গোমূত্র, উষ্ণজল বা মাংস-রসাদির সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও শোথ প্রশমিত হয়।

শরপুঙ্খস্ত লবণং পথ্যাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্।
শাণপ্রমাণমশ্নীয়াচ্চূর্ণং গুল্মগদাপহম্॥

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগ লইয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

স্বর্জ্জিকা শাণমানা স্যাৎ তাবদেব গুড়ং ভবেৎ।
উভয়োর্ব টিকাং খাদেদ্ গুল্মাময়বিনাশিনীম্॥

স্বর্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। সেই বটী সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

অথ রক্তজগুল্ম-লক্ষণম্।

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা
যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা।
বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং
করোতি গুল্মং সরুজং সদাহম্॥
পিত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং
বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ।
যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈ-
শ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ।
স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো
মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ।

প্রসবান্তে, অপক্বগর্ভস্রাবান্তে বা ঋতুকালে অহিতজনক আহার বিহারাদি করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে পরিগ্রহণ করত গর্ভাশয়ে গুটিকাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ থাকে এবং পিত্তজ-গুল্মের তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়, তদ্ভিন্ন গর্ভলক্ষণ সমস্ত অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নানাবিধ আহারাদিতে স্পৃহা হইয়া থাকে। তবে গর্ভ, হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা বেদনা ব্যতিরেকে নিরন্তর স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাভাবে সমস্ত পিণ্ডটাই, দীর্ঘকালান্তে অত্যন্ত যাতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। যাহা হউক, এইরূপ প্রভেদসত্বেও গর্ভাশঙ্কায় পণ্ডিতেরা দশম মাস ব্যতীত হইলে এই স্ত্রীভব রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য রোগ পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু ব্যাধিমাহাত্ম্যে, রক্তগুল্ম সুখসাধ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন, যখন গর্ভ ও গুল্মে এরূপ প্রভেদ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন গর্ভাশঙ্কায় না হইয়া পুরাণত্বাভিপ্রায়েই পণ্ডিতেরা দশমমাসান্তে চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন।

অথ রক্তজগুল্ম-চিকিৎসা।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥

রক্তগুল্মে প্রসবকাল অর্থাৎ দশম মাস অতীত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে।

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতো হরেদ্ গুল্মং তিলক্কাথেন রক্তজম্॥

শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল, ইহাদের কল্ক, তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলক্বাথং গুড়ব্যোষ-হিঙ্গুভার্গীযুতং পিবেৎ।
আর্ত্তবপভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্॥

রক্তগুল্মে এবং রজোলোপে তিলের ক্বাথে পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

সক্ষারক্ষারণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী।
পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা॥
(ক্ষারো সপ্তলাকলাদিকঃ। [অন্যে] তু যবক্ষার ইত্যাহ। চক্রটীকা।)

সপ্তলাকলি প্রভৃতির ক্ষার (কেহ বলেন, যবক্ষার) ও ত্রিকটু চূর্ণের সহিত মদ্য, অথবা পলাশক্ষার সংসক্ত চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েদ্ ভিন্নে বিধিরাসৃগ্দরো হিতঃ।
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্।
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষারেণ বা পুনঃ॥

রক্তগুল্মে সুরামণ্ডাদি উষ্ণবীর্য্য ঔষধ দ্বারা গুল্ম ভেদ করাইয়া রক্তপ্রদর-বিহিত ক্রিয়া করিবে। যদি গুল্ম ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পলাশক্ষার বা সিজের আঠার সহিত তিল-কল্কের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি, যোনির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া যোনিশোধন করিবে।

প্রবর্ত্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিত্তনুৎ।
রক্তাতিসারশমনী ক্রিয়া চাপি বিধীয়তে॥

উপরি-উক্ত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা যদি অধিক রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ ॥

মরিচ চূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুল্মের শান্তি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ ॥
দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমন্নপানেষ্বনত্যয়ম্।
প্রাগ্‌ভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা ॥
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাসু চ ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহপাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে ॥
ভাবিতং মাতুলঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ম্মুকাঃ স্যুস্ততোঽধিকাঃ ॥
(গুড়িকাপক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ। তিন্তিড়ীকং মহাদ্রকমিতি চক্র-টীকা)

হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষ, হরীতকী, শটী, যমানী, ক্ষেত্রযমানী, মহাদা, অম্লবেতস, অম্লদাড়িম, কুড়, ধনে, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ ও চৈ এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষ্ণজলের সহিত ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি বহুরোগ নিবারিত হয়। (ঐ সকল চূর্ণ ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে ইহা চূর্ণ অপেক্ষা ফলপ্রদ হয়।)

বচাদি-চূর্ণম্।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চাম্লবেতসম্।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥
এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নেবৃদ্ধিং করোতি চ ॥

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া (প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে) উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে সত্বর গুল্ম রোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী হরীতকী পুষ্করমূলকুষ্ঠম্।
ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং গুল্মোদরাজীর্ণবিষূচিকাসু ॥

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুষ্করমূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়

লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গদন্তীত্রিবৃতাযমানী-শুণ্ঠীবচাধান্যকচিত্রকাণি।
ফলত্রয়ং মাগধিকা চ কট্‌কী দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুরযাবশূকম্ ॥
এলাজমোদা কুটজস্য বীজং বিধায় চূর্ণানি সমান্যমীষাম্।
খাদেৎ ততঃ পাণিতলং হিতাশী
কোষ্ণং জলঞ্চানুপিবেৎ প্রভাতে ॥
নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহ-
মর্শাংসি শোথাংশ্চ তথাম্লবাতম্।
সর্ব্বোদরাণ্যেব চিরোত্থিতানি
চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি ॥

লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব এই সমুদয় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া ১ তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

ক্ষারাষ্টকম্।

পলাশবজ্রিশিখরী-চিঞ্চার্কতিলনালজাঃ।
যবজঃ স্বর্জিকা চেতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতে গুল্মহরাঃ ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ ॥

পলাশক্ষার, মনসাসিজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই অষ্টক্ষার গুল্মনাশক ও অজীর্ণপাচক।

বজ্রক্ষারঃ।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চ্চলম্।
টঙ্কণং স্বর্জ্জিকাক্ষারং তুল্যং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
বজ্রিক্ষীরৈরর্কক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
বেষ্টয়েদর্কপত্রেণ রুদ্ধা ভাণ্ডে পুনঃ পচেৎ॥
তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যূষণং ত্রিফলা তথা।
যমানী জীরকো বহ্নিশ্চূর্ণমেষাঞ্চ কারয়েৎ॥
সর্ব্বচূর্ণসমং ক্ষারং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং টঙ্কযুগলং সলিলেন প্রযোজয়েৎ॥
গুল্মে শূলে তথাজীর্ণে শোথে সর্ব্বোদরেষু চ।
মন্দে বহ্নৌ চোদাবর্ত্তে প্লীহ্নি চাপি পরং হিতম্॥
বাতেঽধিকে জলৈঃ কোষ্ণৈর্হিতঃ পিত্তাধিকে ঘৃতৈঃ।
গোমূত্রেণ কফাধিক্যে কাঞ্জিকেন ত্রিদোষজে॥
বজ্রক্ষার ইতি খ্যাতঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা।
সেবিতো হরতেঽজীর্ণং তথাজীর্ণভবান্ গদান্॥

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগার খৈ ও সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মনসাসিজের আঠা দ্বারা ৩ দিন ও আকন্দের আঠা দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে উহা আকন্দপাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে পূরিয়া শরা দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে এবং ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ দগ্ধ ক্ষার বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং উপরি-উক্ত ক্ষারচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান গ্রহণ করিয়া একত্র মিলিত করত জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, শোথ, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও প্লীহা নষ্ট হয়। এই বজ্রক্ষার বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঘৃতের সহিত, শ্লেষ্মাধিক্যে গোমূত্রের সহিত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অজীর্ণজনিত রোগ প্রশমিত হয়।

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥
তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্ দন্তীসমং গুড়ম্।
তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাৎ তৈলাচ্চাপি চতুষ্পলম্॥
পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে।
ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জ্জাতপলং তথা॥
ততো লেহপলং লীঢ্বা জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্।
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ॥
প্লীহশ্বয়থুগুল্মার্শো-হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ।
শাম্যন্ত্যৎক্লেশবিষম-জ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥

থ-পোটুলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, দন্তীমূ[illegible] ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সে[illegible] শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ২৫ প[illegible] পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিবে এবং পূর্ব্বো[illegible] পোটুলীবদ্ধ স্বিন্ন হরীতকী ২৫টি, ৪ পল তৈ[illegible] ভাজিয়া তাহা ঐ কাথে পাক করিবে আসন্নপাকে তেউড়ী চূর্ণ ৪ পল, পিপুলচূর্ণ [illegible] তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে নামাইবে অর্থাৎ লেহব[illegible] করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে ম[illegible] চারি পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে[illegible]শ্বর প্রত্যেক চূর্ণ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা—২ তোলা লেহ এব[illegible] হরীতকী ১টি। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

কাঙ্কায়নগুড়িকা।

শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈব কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ।
যবক্ষারপলে দ্বে তু দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথা চাষ্টমিকামপি॥
মাতুলুঙ্গরসেনৈব গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
আসাঞ্চৈকাং পিবেদ্দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা॥
অম্লৈর্ম দ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা।
এষা কাঙ্কায়নোক্তা চ গুড়িকা গুল্মনাশিনী॥
অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী।
গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতম্॥

ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্।
ত্রিফলারসমূত্রৈশ্চ নিয়চ্ছেৎ সান্নিপাতিকম্।
রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ ॥

শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, যমানী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবা লেবুর রসে মাড়িয়া (৪ মাষা পরিমাণে) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা একবারে সেবনীয়। অনুপান—সুখোষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মুদ্গাদির যূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত সেবনে পৈত্তিক, মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক এবং ত্রিফলার কাথ বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক গুল্ম নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্মে উষ্ট্র-দুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে গুল্ম এবং অন্যান্য অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরসঃ।

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্পলী।
আরগ্বধফলান্মজ্জা বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥
ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্ ॥

পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদাল ফলের মজ্জা এই সমুদায় সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমলকীর রস বা তেঁতুলের রস। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহাতে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।

রসগন্ধকতাম্রঞ্চ কাংস্যং টঙ্কণতালকম্।
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ ॥
তদ্বথাগ্নিবলং খাদেদ্ রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
নির্ম্মিতা নিত্যনাথেন বটিকা গুল্মবজ্রিণী ॥

গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-যকৃদানাহনাশিনী।
কামলাপাণ্ডুরোগঘ্নী জ্বরশূলবিনাশিনী ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা, হরিতাল, প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। রোগির অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে রক্তগুল্ম, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মকালানলো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্কণং * সমম্।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্ ॥
মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্পটং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকম্ ॥
তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ ॥
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা (মতান্তরে লৌহ) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, যবক্ষার ১০ তোলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ, কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ক্ষেতপাপ্ড়া, মুতা, শুঁঠ, আপাঙ্গ ও আকনাদি ইহাদের কাথে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। অনুপান—হরীতকীর জল। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ গুল্ম আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ ইহা বাতগুল্মের উত্তম ঔষধ।

বৃহদ্গুল্মকালানলো রসঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্কণং কটুকং বচাম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যূষণং সুরদারু চ ॥

* (গুল্মকালানলে যবক্ষারঞ্চ তৎসমমিতি সর্ব্বদ্রব্যসমম্। অত্র টঙ্কণমিত্যত্র লৌহমিতি রসেন্দ্রঃ।)

পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সারমেব চ।
গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
জয়ন্তীচিত্রকোন্মত্ত-কেশরাজদলং তথা।
নিষ্পীড্য স্বরসং তেষাং ভাবয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েৎ ততঃ।
উত্থায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥
হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা।
গুল্মমার্দ্দিবং কাশাং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥

অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কট্‌কী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, খদিরসার, প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিবে। ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জল বা দুগ্ধ সহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে পঞ্চ প্রকার গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, শোথ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাগুল্মকালানলো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাম্রং তথৈব তীক্ষ্ণলৌহকম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং কন্যানীরেণ যত্নতঃ॥
সংপুটং কারয়েৎ পশ্চাৎ সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।
ততো গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েদ্ গুল্মী শৃঙ্গবেরানুপানতঃ।
সর্ব্বগুল্মং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

গন্ধক, হরিতাল, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ, প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শরাবদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করত মৃত্তিকা দ্বারা শরাবদ্বয়ের সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। পরে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে তুলিবে। ২ রতি পরিমিত বটী আদার রস বা শুঁঠের কাথ সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম রোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মশার্দ্দূলো রসঃ।

রসং গন্ধং শুদ্ধ-লৌহং গুগ্‌গুলুঃ পিপ্পলং পলম্।
ত্রিবৃতা পিপ্পলী শুণ্ঠী শঠী ধান্যকজীরকম্॥
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং কানকং ফলম্।
সংচূর্ণ্য বটিকা কার্য্যা ঘৃতেন বল্লমানতঃ॥
বটীদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চার্দ্রকোষ্ণাম্বু পিবেদনু।
হন্তি প্লীহযকৃদ্‌গুল্ম-কামলোদরশোথকম্॥
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং রৌধিরং তথা।
গহনানন্দনাথোক্ত-রসোহয়ং গুল্মশার্দ্দূলঃ॥

পারদ, গন্ধক, শোধিত লৌহ, গুগ্‌গুলু, অশ্বত্থছাল, তেউড়ী, পিপুল, শুঁঠ, শঠী, ধনে, জীরা প্রত্যেক ৮ তোলা, জয়পালফল ৪ তোলা; একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করত তিন রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ্ণ জল সহ দুই বটী সেবন করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, উদর, শোথ এবং বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও রৌধির গুল্ম বিনষ্ট হয়।

নাগেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা।
নরসারশ্চ ক্ষারো লৌহং শুদ্ধং * তথাভ্রকম্॥
এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকো বাসকো দন্তী কাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ।
গুল্মপ্লীহপাণ্ডুশোথান্ আধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ।
ভক্ষয়েন্মাষমেবন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্॥

পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, লৌহ ও অভ্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিনের কোনটির কাথ দ্বারা ১ দিন মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটী করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহাতে গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ ও উদরাধ্মান রোগ প্রশমিত হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাপ্যং স্বর্ণং মনঃশিলাম্।
কৃষ্ণাকাথৈঃ স্নুহীক্ষীরৈর্দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ সুধীঃ॥
নিষ্কার্দ্ধং শ্লৈষ্মিকং গুল্মং হন্তি মূত্রানুপানতঃ।
রসো বিদ্যাধরো নাম গোমূত্রঞ্চ পিবেদনু॥

* শুদ্ধমিত্যত্র তাম্রমিতি পাঠান্তরম্।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ। পিপুলের কাথে ও মনসা সিজের আঠায় একদিন মর্দ্দন করিবে। ইহা ২ মাষা (উপযুক্ত) মাত্রায় সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গুল্ম বিনষ্ট হয়। অনুপান—গোমূত্র বা গব্য দুগ্ধ।

শিখিবাড়বো রসঃ।

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্।
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতোরসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥

তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমানভাগ। চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রিকম্।
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গণং ত্রিবৃৎ॥
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনাপি বা॥
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুং মেহং হিক্কাং বিশেষতঃ॥
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ গুল্মং রুধিরসম্ভবম্।
বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ডুবিস্ফোটকাপচীম্॥

লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক, তুঁতে, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা, তেউড়ীমূল প্রত্যেক বস্তু ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। ৪ কুঁচ পরিমিত বটী। জল কিংবা মধু অনুপানে সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিক্কা, গুল্ম, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অপচী রোগ বিনষ্ট হয়।

রসায়নামৃত-লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমানীদ্বয়ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তী শুনঃফলম্॥
সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্।
খণ্ডঞ্চ ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥
জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা।
পশ্চাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্বা পলদ্বয়ম্॥
সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা।
রোগান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

চিনি ১৬ পল। পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের; গোঁড়ালেবুর রস ১৬ পল; যথাবিধানে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বন-যমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, সচল লবণ, সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল, এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহার সহিত ৪ পল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই রসায়নামৃত সকল প্রকার রোগেই প্রয়োগ করা যায়। বিশেষতঃ ইহাতে পঞ্চপ্রকার গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও জীর্ণজ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদ্য-ঘৃতম্।

ত্র্যূষণত্রিফলাধান্য-বিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ।
কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ॥

ঘৃত ৴৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও চিতা। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাত-গুল্মনাশক।

দ্রাক্ষাদ্য-ঘৃতম্।

দ্রাক্ষাং মধুকখর্জ্জূরং বিদারীং সশতাবরীম্।
পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্॥
জলাঢকে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াকল্কপাদিকম্॥
সাধয়েৎ তু ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্রপাদিকম্।
প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ।
সাহচর্য্যাদিহ পৃথগ্ ঘৃতাদেঃ ক্বাথতুল্যতা॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফল্‌সা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ⁄৪ সের, আমলকীর রস ⁄৪ সের, ঘৃত ⁄৪ সের, ইক্ষুরস ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, হরীতকীর কল্ক ⁄১ সের। যথাবিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ও শর্করা মিলিত ⁄১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবনে পিত্তগুল্ম ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চপল-ঘৃতম্।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাচ্ছুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি।
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্॥

ঘৃত ৫ পল। কল্কার্থ—পিপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ২ পল, ধনে ১ পল, শুঁঠ ২ তোলা, দুগ্ধ ২০ পল। এই সমুদায় সদ্যঃ পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম, যোনিশূল, শিরঃশূল ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

ধাত্রীষট্‌পলকং ঘৃতম্।

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ ঘৃতম্।
শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

ঘৃত ⁄৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। পাকের জল ১৬ সের। প্রক্ষেপ—চিনি ⁄৫০ পোয়া ও সৈন্ধব ⁄১০ পোয়া। এই ঘৃত সকল প্রকার বাতগুল্মেই হিতকর।

ভার্গীষট্‌পলকং ঘৃতম্।

ষড়্ভিঃ পলৈর্গধজাফলমূলচব্য-
বিশ্বৌষধজ্বলনযাবককল্কপক্বম্।
প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যরুবূকভার্গী-
ক্বাথেঽপ্যথো পয়সি দধ্নি চ ষট্‌পলাখ্যম্॥
গুল্মোদরারুচিভগন্দরমগ্নিসাদ-
কাসজ্বরক্ষয়শিরোগ্রহণীবিকারান্।
সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোত্থা
ভার্গ্যাখ্যষট্‌পলমিদং প্রবদন্তি বৈদ্যাঃ॥

ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, শুঁঠ, চিতা ও যবক্ষার, প্রত্যেক এক এক পল করিয়া ৬ পল; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামুনহাটীর ক্বাথ (মিলিত) ⁄৬ সের (কাহারও মতে ক্বাথ ⁄৮ সের, নিশ্চলের মতে ক্বাথ ১৬ সের), দুগ্ধ ⁄৪ সের, দধি ⁄৬ সের (কাহারও মতে দধি ⁄৪ সের, নিশ্চলের মতে দধি ১৬ সের, অন্যের মতে দধি ⁄৮ সের)। যথাবিধি পাক করিবে। এই ষট্‌পলক ঘৃত পান করিলে গুল্ম, জঠর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগ আশু প্রশমিত হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যাচিত্রকনাগরৈঃ।
পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥

ঘৃত ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক এক পল। এই ঘৃত সেবনে কফগুল্ম, গ্রহণীরোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

ভল্লাতকং ঘৃতম্।

ভল্লাতকনাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্।
সাধ্যং বিদারীগন্ধাঢ্যমাপোথ্য সলিলাঢকে॥

পাদাবশেষে পূতে চ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশূকং বিড়ং শটীম্॥
চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্ষসমান্ ভিষক্।
প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ ভল্লাতকং নাম কফগুল্মহরং পরম্।
প্লীহপাণ্ড্বাময়শ্বাস-গ্রহণীকাসগুল্মনুৎ॥

ভেলা ২ পল, স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এবং বিদারীগন্ধা প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্গু, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, শটী, চিতা, যষ্টিমধু ও রাস্না প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ /৪ সের, ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত কফগুল্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

হবুষাদ্যং ঘৃতম্।

হবুষাব্যোষপৃথ্বীকা-চব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ।
সাজাজীপিপ্পলীমূল-দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ ঘৃতম্॥
সকোলমূলকরসং সক্ষীরদধিদাড়িমম্।
তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥
যোন্যর্শোগ্রহণীদোষ-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি॥

ঘৃত /৪ সের, কুলশুঁঠের কাথ /৪ সের, শুষ্ক মূলার কাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধি /৪ সের, দাড়িমফলের কাথ /৪ সের। কল্কার্থ—হবুষা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

রসোনাদ্যং ঘৃতম্।

রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতম্।
সুরারনালদধ্যম্ল-মূলকস্বরসৈঃ সহ॥
ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্ল-যমানীচব্যসৈন্ধবৈঃ।
হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী-দীপ্যকৈশ্চ পলান্বিতৈঃ॥
সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ-শ্বাসোন্মাদক্ষয়জ্বরান্।
কাসাপস্মারমন্দাগ্নি-প্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ॥

রসুনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের কাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও অম্লমূলক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক /৪ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চৈ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অম্লবেতস (থেকল), জীরা, বনযমানী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ॥
রোহিণীকটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা।
কল্কস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলম্॥
রসস্তামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ॥
পিত্তগুল্মং রক্তপিত্তং বিসর্পং পৈত্তিকজ্বরম্।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেব ঘৃতোত্তমম্॥
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
চত্বারিংশৎপলং তেন তোয়ং দশগুণং ভবেৎ॥

ঘৃত /১ সের। কাথার্থ—বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল, শেষ ৮ পল। আমলকীর রস /১ সের, দুগ্ধ /১ সের। কল্কার্থ—কট্‌কী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভুঁইআমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে পিত্তগুল্ম, রক্তপিত্ত ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

বৃশ্চীরাদ্যরিষ্টঃ।

বৃশ্চীরমুরুবূকঞ্চ বর্ষাভ্বং বৃহতীদ্বয়ম্।
চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পচেৎ পাদাবশেষিতম্॥
মাগধীচিত্রকক্ষৌদ্র-লিপ্তকুম্ভে নিধাপয়েৎ।
মধুনঃ প্রস্থমাবাপ্য পথ্যাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্॥
বুষোষিতং দশাহঞ্চ জীর্ণভক্তঃ পিবেন্নরঃ।
অরিষ্টোঽয়ং জয়েদ্ গুল্মমবিপাকং সুদুস্তরম্॥

শ্বেত পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী ও চিতা এই সকল দ্রব্য মিলিত

১২॥০ সাড়ে বার সের; জল ৬৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ১৬ ষোল সের থাকিতে নামাইবে। তৎপরে একটী কলসীর অভ্যন্তর ভাগ পিপুল, চিতা ও মধু দ্বারা লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে উক্ত কাথ স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ ৴৪ সের মধু ও ৴১ সের হরীতকী চূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ কলসীটী ১০ দিন ধান্য (আগড়া) রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইলে এই অরিষ্ট পান করিবে। ইহা পান করিলে গুল্ম ও দুস্তর অপাক নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

গুল্মরোগে পথ্যানি।

স্নেহঃ স্বেদো বিরেকশ্চ বস্তির্বাহুশিরাব্যধঃ।
লঙ্ঘনং বর্ত্তিরভ্যঙ্গঃ স্নেহঃ পাকে তু পাটনম্॥
সংবৎসরসমুৎপন্নাঃ কলায়রক্তশালয়ঃ।
খড়ঃ কুলত্থযূষশ্চ ধন্বমাংসরসঃ সুরা॥
গবামজায়াশ্চ পয়ো মৃদ্বীকা চ পরূষকম্।
খর্জ্জূরং দাড়িমং ধাত্রী নাগরঙ্গাম্লবেতসম্।
তক্রমেরণ্ডতৈলঞ্চ লশুনং বালমূলকম্।
পত্তূরো বাস্তুকং শিগ্রু যবক্ষারো হরীতকী॥
রামঠং মাতুলুঙ্গঞ্চ ত্র্যূষণং সুরভীজলম্।
যদন্নং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ বৃংহণং লঘু দীপনম্।
বাতানুলোমনঞ্চৈব পথ্যং গুল্মে নৃণাং ভবেৎ॥

স্নেহ, স্বেদ, বিরেচন ও বস্তিপ্রয়োগ, বাহুদ্বয়ের শিরাবেধ, উপবাস, গুহে বর্ত্তি প্রয়োগ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, পাটন (পাকিলে ছেদন), সংবৎসরোষিত কলায় ও রক্তশালি, খড়যূষ, কুলত্থকলায়ের যূষ, ধন্বদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, সুরা, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, দ্রাক্ষা, ফল্সাফল, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, নারাঙ্গীলেবু, থৈকল, তক্র, ভেরেণ্ডার তৈল, রসুন, কচিমূলা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, শজিনা, যবক্ষার, হরীতকী, হিঙ্গু, ছোলঙ্গলেবু, ত্রিকটু, গোমূত্র এবং স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য পুষ্টিকর লঘু ও অগ্নিদীপক দ্রব্য এবং বাতানুলোমক অন্ন গুল্মরোগে হিতকর।

গুল্মরোগেঽপথ্যানি।

বাতকারীণি সর্ব্বাণি বিরুদ্ধান্যশনানি চ।
বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ মধুরাণি ফলানি চ॥
শুষ্কশাকং শমীধান্যং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
অধোবাতশকৃন্মূত্র-শ্রমশ্বাসাশ্রুধারণম্।
বমনং জলপানঞ্চ গুল্মরোগী পরিত্যজেৎ॥

বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যসমূহ, বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, মধুররসযুক্ত ফল, শুষ্কশাক, শমীধান্য (মুদ্গমাষাদি), বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরু-দ্রব্য, অধোবাতবেগ, মলবেগ, মূত্রবেগ, শ্রমজনিত শ্বাসবেগ ও অশ্রুবেগ ধারণ, বমন এবং জলপান, গুল্মরোগির এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গুল্মরোগাধিকারঃ।

অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অথ হৃদ্রোগ-নিদানম্।

অত্যুষ্ণগুর্ব্বম্লকষায়তিক্ত-শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ।
সংচিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥
দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ।
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥

অতি উষ্ণ গুরু কষায় ও তিক্ত ভোজন, পরিশ্রম, আঘাত-প্রাপ্তি ও অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ভোজন এই সকলের আতিশয্য এবং নিরন্তর চিন্তা ও মলাদির বেগধারণ এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পাঁচপ্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ এবং ক্রিমিজ।

কুপিত বাতাদি দোষত্রয় হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করত নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে, ইহাকেই হৃদ্রোগ বলিয়া থাকে।

অথ বাতজহৃদ্রোগ-লক্ষণম্।

আয়ম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা।
নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোটাতে পাট্যতেঽপি চ॥

বাতজন্য হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচী দ্বারা বিদ্ধ, দণ্ড দ্বারা মথিত, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাকৃত, শলাকা দ্বারা স্ফুটিত ও কুঠার দ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়।

অথ বাতজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্।
দ্বিপঞ্চমূলীকাথেন সস্নেহলবণেন চ॥

(অত্রানুক্তমপি মদনফলাদিচূর্ণং বোধ্যং বমনযোগত্বাৎ, বাতজেঽপি বমনবিধানং হৃদয়স্য কফস্থানত্বাৎ। এবং পিত্তেঽপি বমনং বোধ্যম্। চরকে হৃদ্রোগিণো বমনপ্যবম্যা উক্তাস্তথাপি কফোৎক্লেশে বলীয়সি সর্ব্বত্রৈব বমনং জ্ঞেয়ম্।)

বাতোল্বণ হৃদ্রোগে স্নেহপ্রয়োগ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া, তৈল ও লবণ সংযুক্ত দশমূলের কাথের সহিত মদনফল চূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥

ঘৃত, দুগ্ধ কিংবা গুড়োদকের সহিত অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ ৵০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শান্তি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণম্।

পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্॥
ফলধান্যাম্লকৌলত্থ-দধিমদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা॥

অগ্রে মদনফলাদি দ্বারা বমন করাইয়া রোগিকে শুদ্ধ-দেহ করিয়া পরে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধব এবং সচললবণ, শুঁঠ ও বনযমানী ইহাদের চূর্ণ, টাবালেবুর রস, কাঁজি, কুলত্থ কলায়ের কাথ, দধি, মদ্য, আসব বা কোন স্নেহ-পদার্থের সহিত পান করাইবে।

সপুষ্করাখ্যং ফলপূরমূলং মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কল্কঃ।
ক্ষারাম্লসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রঃ স্যাদ্ বাতহৃদ্রোগহরো নরাণাম্॥

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, শঠী ও হরীতকী, ইহাদের কল্ক, দুগ্ধ কাজি ঘৃত ও লবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বায়ুজন্য হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

হরীতকীবচারাস্না-পিপ্পলীনাগরোদ্ভবম্।
শটীপুষ্করমূলোত্থং চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠী ও পুষ্করমূল, ইহাদের চূর্ণ (৵০ হইতে ॥০ আনা মাত্রায়) জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্।
কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনম্॥

শুঁঠের উষ্ণ কাথ পান করিলে শূল, হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও বায়ু প্রশমিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুটদগ্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং সুকষ্টমপি॥

হরিণশৃঙ্গ কুশ দ্বারা বেষ্টিত ও মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে তাহা গব্য ঘৃতের সহিত পেষিত করিয়া সেবন করিলে অতি কষ্টপ্রদ হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল অচিরে নিবারিত হয়।

তৈলাজ্যগুড়বিপকং চূর্ণং গোধূমপার্থজং বাপি।
পিবতি পয়োঽনু চ যঃ স ভবেজ্জিতসকলহৃদাময়ঃ পুরুষঃ॥

তৈল ঘৃত ও গুড় মিলিত ১ ভাগ, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ মিলিত ৪ ভাগ, অম্ল জল সহ একত্র মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া সেবন করিলে রোগী সকল প্রকার হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। পথ্য—দুগ্ধ।

অথ পিত্তজহৃদ্রোগ-লক্ষণম্।

তৃষ্ণোষ্মাদাহচোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ।
ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ॥

পৈত্তিক হৃদ্রোগে, তৃষ্ণা, উষ্মা, দাহ, শরীরে চূষণবৎ পীড়া, হৃদয়-গ্লানি, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

অথ পিত্তজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে॥

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে শীতল প্রদেহ ও পরিষেক এবং বিরেচন প্রশস্ত।

শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্রসিতাগুড়জলৈর্ব্বমেৎ।
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্।
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্॥

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু ২ তোলা ⁄॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ⁄।০ পোয়া থাকিতে নামাইবে। সেই কাথে ময়নাফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মধু, চিনি ও গুড়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে কাকোল্যাদি মধুরগণোক্ত দ্রব্যের কাথ ও কল্ক সহ সিদ্ধ ঘৃত এবং পিত্তজ্বরোক্ত কষায় সকল ব্যবস্থা করিবে।

দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাৎ
শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্।
পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ॥

বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও ফল্সা ফল সহ পিত্তনাশক অন্ন পানীয় প্রদান করিবে। চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু ও কট্‌কী পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা॥

অর্জ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে।

অথ কফজহৃদ্রোগ-লক্ষণম্।

গৌরবং কফসংস্রাবোঽরুচিঃ স্তম্ভোঽগ্নিমার্দ্দবম্।
মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি॥

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখমাধুর্য্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অথ কফজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ যোজয়েৎ॥

কফজ হৃদ্রোগে, বচের কষায় বা নিমের কষায় দ্বারা কিংবা বচের কল্ক ও নিমের কষায়

মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত বাতহৃদ্রোগনাশক পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ও পিপ্পল্যাদি গণ প্রয়োগ করিবে।।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণম্।

ত্রিবৃচ্ছটী বলা রাস্না শুণ্ঠী পথ্যা সপৌষ্করা।
চূর্ণিতা বা শৃতা মূত্রে পাতব্যা কফহৃদ্গদে॥

কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না, শুঁঠ, হরীতকী ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ অথবা গোমূত্র সাধিত ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে।

সূক্ষ্মৈলাদিচূর্ণম্।

সূক্ষ্মৈলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ।
নাশয়েদাশু হৃদ্রোগং কফজং সপরিগ্রহম্॥

ছোট এলাইচ ও পিপুলমূল চূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে আশু কফজ হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রব সকল প্রশমিত হয়।

অথ ত্রিদোষজ-ক্রিমিজ-হৃদ্রোগলক্ষণম্।

বিদ্যাদ্ ত্রিদোষস্বপি সর্ব্বলিঙ্গং
তীব্রার্ত্তিতোদং ক্রিমিজং সকণ্ডুম্॥
উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলং হৃল্লাসকস্তমঃ।
অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ॥
ক্লমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ।
ক্রিমিজে ক্রিমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকাণাঞ্চ যে মতাঃ॥

ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে, বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণই সংঘটিত হয়। অপিচ ইহাতে অপচার ঘটিলে অর্থাৎ তিল ক্ষীর ও গুড়াদি আহার করিলে, হৃদয়ের কোন স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্রন্থির রস ও ক্লেদ হইতে ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। তখন সেই ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে ক্রিমিজন্য তীব্রবেদনা, হৃদয়ে সূচীবেধবৎ পীড়া ও কণ্ডূ উপস্থিত হয়।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বমন-বেগ, মুখস্রাব, হৃদয়ে সূচীবেধবৎ পীড়া, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গিরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসাদ, ভ্রম ও শোষ এই সকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হয়। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে এতদ্ব্যতীত শ্লৈষ্মিক ক্রিমির যে সকল উপদ্রব, তাহাও ঘটিয়া থাকে।

অথ ত্রিদোষজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্।
হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন করাইয়া পরে যে সকল অন্নপান বাতাদি দোষত্রয়েই প্রশস্ত, তাহা ব্যবস্থা করিবে। এবং দোষের হীনতা প্রবলতা ও মধ্যাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দোষত্রয়েরই বৈধ চিকিৎসা করিবে।

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যান্মাক্ষিকেণ সমাযুতম্।
হৃচ্ছূলং শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্কানিবারণম্॥

পুষ্করচূর্ণ (অভাবে কুড়চূর্ণ) মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে, হৃৎশূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয় ও হিক্কা নিবারিত হয়।

গোধূমককুভচূর্ণং ছাগপয়োগব্যসর্পিষা পক্বম্।
মধুশর্করাসমেতং শময়তি হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্॥

গোধূম ১ ভাগ, অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ঘৃত ও চিনি এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধ সহ মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে উগ্র হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্॥
রসায়নং পরং বল্যং বাতজিন্মাসযোজিতম্।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ জীবেদ্ বর্ষশতদ্বয়ম্॥

গোরক্ষচাকুলের মূল চূর্ণ অথবা অর্জ্জুনছাল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। ইহা রসায়ন,

বলকর ও বায়ুনাশক। এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী দীর্ঘায়ুঃ হয়।

হিঙ্গুগ্রগন্ধাবিড়বিশ্বকৃষ্ণা-কুষ্ঠাভয়াচিত্রকযাবশূকম্।
পিবেৎ সসৌবর্চ্চলপুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসা শূলহৃদাময়ঘ্নম্॥

হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, সচললবণ ও পুষ্কর মূল, ইহাদের চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও শূল নিবারিত হয়।

দশমূলীকষায়স্তু লবণক্ষারসংযুতঃ।
শ্বাসং কাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

দশমূলের ক্বাথে লবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও গুল্ম-শূল বিনষ্ট হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং সাম্লবেতসাম্।
দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যূষণঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সুখোদকেন মদ্যৈর্বা চূর্ণান্যেতানি পায়য়েৎ।
অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু ব্যপোহতি॥

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্ল-বেতস, দুরালভা, চিতার মূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শঠী, পুষ্করমূল, তেঁতুল ছাল, দাড়িমত্বক্ ও টাবা-লেবুর মূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঈষদুষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

অথ ক্রিমিজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

---*---

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্।
হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম॥
যবান্নং বিতরেচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃপরম্॥

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র সহ পান করিলে হৃদয়স্থ ক্রিমি সকল অধোগামী হইয়া নিপতিত হয়। পথ্য—বিড়ঙ্গকষায় সাধিত যবান্ন।

ক্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্।
দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ।
বিড়ঙ্গগাঢ়ৈর্ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্॥

(অত্র পিশিতৌদনং ক্রিমীণামুৎক্লেশার্থং পিশিত-প্রধানমোদনং পিশিতৌদনং দধ্না পললেন চ সংযুক্তং ত্র্যহং ভোজয়েৎ। পললং পিষ্টকমিতি জেজ্জড়ঃ, তিল-চূর্ণমিতি চক্রঃ, অন্যে তু শুষ্কমাংসচূর্ণমাহুঃ। এতে ক্রিমিঘাতকাঃ। সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈরিতি বিরে-চনযোগৈঃ. চাতুর্জ্জাতেন সুগন্ধীকরণঞ্চ বান্তিশঙ্কানিরা-সার্থং। ধান্যাম্লমনুপেয়ম্।)

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রথমতঃ ৩ দিন দধি ও তিলপিষ্টক সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জ্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত এবং সৈন্ধব, জীরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গ বিশিষ্ট বিরেচক ঔষধ পান করাইবে। অনুপান—কাঁজি।

অথোরোগ্রহ-নিদানম্।

অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্ন-শুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ।
সাস্ত্রং মাংসং যকৃৎপ্লীহ্নোঃ সদ্যোবৃদ্ধির্যদা ভবেৎ॥
উরোগ্রহং তদা কুক্ষৌ কুরুতঃ কফমারুতৌ॥

ন বামপার্শ্বে ন চ দক্ষিণাংশে
বুকস্য মধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি।
উরোগ্রহং তং প্রবদন্তি রোগং
বুক্কাগ্রতন্তুসা শিরাতনুত্বম্॥
দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিত্বং কার্শ্যং মাংসাভিকাঙ্ক্ষিতম্।
জায়তে কৃষ্ণবর্ণত্বং পীতকঞ্চাপি জায়তে॥
দ্বিজিহ্বসদৃশঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ কচ্ছপসন্নিভঃ।
জ্বরোঽরুচিঃ পিপাসা চ শোথশ্চাতিপ্রকোপণে॥

ক্লেদজনক, গুরুপাক, জলপান এবং শুষ্ক ও পূতিমাংস ভোজন হেতু বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া উরোগ্রহ নামক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে যকৃৎ-প্লীহার মধ্যস্থ অস্র ও মাংস সদ্যোবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আকৃতি সর্প বা কচ্ছপ সদৃশ। রোগির বুক্কা-গ্রস্থ শিরাসকল তনু, বর্ণ কৃষ্ণ বা পীত এবং দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, কৃশতা ও মাংসভক্ষণেচ্ছা হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ উপস্থিত হয়।

অথোরোগ্রহ-চিকিৎসা।

অত্রাশু স্বেদনং যুক্ত্যা বমনং রক্তমোক্ষণম্।
তীক্ষ্ণৈর্নিরূহণঞ্চৈব ক্রমাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

যুক্তিপূর্ব্বক স্বেদ, বমন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণ নিরূহণ ও লঙ্ঘন দ্বারা উরোগ্রহের আশু প্রতীকার করিবে।

পুত্রজীবকশিগ্রুত্বক্-সূর্য্যাবর্ত্তবলোদ্ভবাঃ।
রসা একৈকশঃ কোষ্ণা দ্বিশো বা রামঠাশ্রিতাঃ॥

জিয়াপুতা, সজিনাছাল, হুড়হুড়ে ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকটির বা দুই দুইটির রস হিংসংযুক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিবে।

চব্যাম্লবেতসক্ষার-সরামঠসচিত্রকান্।
পিবেৎ তৈলারনালাভ্যামুরোগ্রহনিবৃত্তয়ে॥

চৈ, অম্লবেতস, যবক্ষার, হিং ও চিতামূল, সমভাগ চূর্ণ, তৈল বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে উরোগ্রহ বিনষ্ট হয়।

অথ হৃদ্রোগসাধারণ-চিকিৎসা।

ককুভাদি চূর্ণম্।

ককুভত্বগ্‌বচা রাস্না বলা নাগবলাভয়া।
শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য সর্পিষা শাণমাত্রয়া।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বহৃদ্রোগশান্তয়ে॥

অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

রসায়নম্।

রসগন্ধাভ্রভস্মানি পার্থবৃক্ষত্বগম্বুনা।
একবিংশতিধা ঘর্ম্মে ভাবিতানি বিধানতঃ।
মাষমাত্রমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্ম-সম্ভূতং বা ত্রিদোষজম্।
ক্রিমিজঞ্চাপি হৃদ্রোগং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম এই সকল দ্রব্য অর্জ্জুনছালের রসে ২১ বার আতপে ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমিত চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার দোষসম্ভূত হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জ্জুনাভ্রম্।

সহস্রপুটনৈঃ শুদ্ধং বজ্রাভ্রমর্জ্জুনত্বচঃ।
সত্ত্বৈর্বিমর্দ্দিতং সপ্ত-দিনং থল্লে বিশোধিতম্॥
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা নাম্নেদমর্জ্জুনাহ্বয়ম্।
হৃদ্রোগং সর্বশূলার্শো-হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকান্॥
অতীসারমগ্নিমান্দ্যং রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
শোথোদরাম্লপিত্তঞ্চ বিষমজ্বরমেব চ।
হন্ত্যন্যানপি রোগাংশ্চ বল্যং বৃষ্যং রসায়নম্॥
(অর্জ্জুনত্বচঃ সত্ত্বৈরিতি অর্জ্জুনবল্কলক্বাথৈরিত্যর্থঃ র, টী।

সহস্রপুট দ্বারা শুদ্ধ বজ্রাভ্র অর্জ্জুনছালের কাথে ৭ দিন খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, শূল, অর্শঃ, ছর্দ্দি, অরোচক, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নানাব্যাধি বিনষ্ট হয়।

কল্যাণসুন্দরো রসঃ।

সিন্দূরমভ্রং তারঞ্চ তাম্রং হেম চ হিঙ্গুলম্।
সমং খল্লতলে ক্ষিপ্‌ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বহ্নিবারিণা॥
হস্তিশুণ্ডারসৈঃ পশ্চাদ্ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা কোষ্ণতোয়েন দাপয়েৎ॥
উরস্তোয়ঞ্চ হৃদ্রোগং বক্ষোরুক্ মুরোগ্রহকম্।
ফোপ্‌ফুসান্ হন্তি রোগাংশ্চ রসঃ কল্যাণসুন্দরঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে একদিন মাড়িয়া এবং হাতিশুঁড়ার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন

করিলে উরস্তোয়, হৃদ্রোগ, বক্ষোবাত, বক্ষো-রুধির এবং ফুস্‌ফুসজ রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং লৌহং বঙ্গং শিলাজতু।
সমং সমং গৃহীত্বা চ স্বর্ণং সূতাঙ্‌ত্রিসম্মিতম্॥
স্বর্ণস্ত দ্বিগুণং রৌপ্যং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকস্ত দ্রবেণাপি ভৃঙ্গরাজাম্ভসা ততঃ॥
পার্থস্যাথ কষায়েণ সপ্তকৃত্বো বিভাবয়েৎ।
ততো গুঞ্জামিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ॥
একৈকাং দাপয়েদাসাং গোধূমক্বাথবারিণা।
হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ হন্তি ব্যাধীন্ ফুপ্‌ফুসজানপি॥
প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কাসানপি সুদুস্তরান্।
বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো রসশ্চিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক এক তোলা, স্বর্ণ।০ তোলা ও রৌপ্য ॥০ তোলা; সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক একটী বটিকা গোধূমের ক্বাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, হৃদ্‌গত ও ফুস্‌ফুস্‌গত রোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট ও বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বিশ্বেশ্বররসঃ।

স্বর্ণাভ্রলৌহবঙ্গানাং রসগন্ধকয়োরপি।
বৈক্রান্তস্য চ সংগৃহ্য ভাগানেকৈকসম্মিতান্॥
কর্পূরসলিলেনাথ ভাবয়িত্বা যথাবিধি।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন বিদধ্যাদ্ বটিকাস্ততঃ॥
অয়ং বিশ্বেশ্বরো নাম রসঃ ফুস্‌ফুসজান্ গদান্।
হৃদ্রোগাংশ্চ জয়েৎ সর্ব্বান্ সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও ফুস্‌ফুসজ সমস্ত রোগ নিরাকৃত হয়।

হৃদয়ার্ণবরসঃ।

সূতার্কগন্ধকং ক্বাথে বরায়া মর্দ্দয়েদ্ দিনম্।
কাকমাচ্যা বটীং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
হৃদয়ার্ণবনামায়ং হৃদ্রোগদলনো রসঃ॥ *

পারদ গন্ধক ও তাম্র ত্রিফলা ক্বাথে এবং কাকমাচীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

পঞ্চাননরসঃ।

সূতগন্ধৌ দ্রবৈর্ধাত্র্যা মর্দ্দয়েদ্ গোস্তনীদ্রবৈঃ।
যষ্টিখর্জ্জুরসলিলৈর্দিনঞ্চ পরিমর্দ্দয়েৎ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতাঞ্চানু পিবেদ হৃদ্রোগশান্তয়ে॥

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমলকীচূর্ণ ও চিনি। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রভাকরবটী।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ তুগাক্ষীরী শিলাজতু।
ক্ষিপ্ত্বা পলোদরে পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ পার্থবারিণা॥
বল্লদ্বয়মিতাং কুর্য্যাদ্ বটীং ছায়াবিশোষিতাম্।
প্রভাকরবটী সেয়ং হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ জয়েৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা

* ইতোঽগ্রে—কাকমাচীফলং কর্ষং ত্রিফলাফলসংযুতম্।
দ্বাত্রিংশৎ তোলকং ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্।
অনুপানং পিবেচ্চাত্র হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে॥
ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ অধিকঃ পাঠঃ।

কাকমাচীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৪ তোলা, এই ক্বাথ কফজ হৃদ্রোগে অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

শঙ্করবটী।

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো বলেরষ্টৌ তথা মতাঃ।
ত্রয়ো লৌহস্য নাগস্য দ্বাবিত্যেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
ভাবয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ চিত্রকস্যার্দ্রকস্য চ।
স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ বাসায়া বিল্বপার্থয়োঃ॥
ততো গুঞ্জাদ্বয়মিতাং বিদধ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্।
একৈকাং দাপয়েদাসামীষদুষ্ণেন বারিণা॥
জয়েদিয়ং ফুস্ফুসজান্ রোগান্ হৃদয়সম্ভবান্।
জীর্ণজ্বরং তথা ঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ গ্রহণীমপি দুস্তরাম্।
বটী শ্রীশঙ্করপ্রোক্তা বলপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী॥

পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ ও সীসা ২ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে কাকমাচী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ফুস্ফুসজ রোগ, হৃদ্রোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

অর্জ্জুনঘৃতম্।

পার্থস্য কল্কস্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদামযেষু॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—অর্জ্জুনছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—অর্জ্জুনছাল /১ সের। অর্জ্জুনঘৃত সকল প্রকার হৃদ্রোগে প্রশস্ত।

বলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনাম্বু-সিদ্ধং সযষ্টীমধুকল্কপাদম্।
হৃদ্রোগশূলক্ষতরক্তপিত্তং কাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের। এই ঘৃত পান করিলে হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত ও রক্তপিত্তাদি অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বল্লভকং ঘৃতম্।

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ।
পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃচ্ছ্বাসশূলোদরমারুতঘ্নম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী ৫০ টা, সচললবণ ২ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল ও বায়ু নাশ হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্।

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্যকত্তৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা॥
পালিকান্ সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে।
কল্কৈঃ শ্বগুপ্তর্ষভক-মেদাজীবন্তিজীবকৈঃ॥
শতাবর্য্যৃদ্ধিমৃদ্বীকা-শর্করাশ্রাবণীবিসৈঃ।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাতপিত্তহৃদ্রোগশূলনুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহার্শঃ-শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ।
ধনুঃস্ত্রীমদ্যভারাধ্ব-ক্ষীণানাং বলমাংসদঃ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণি প্রত্যেক ১ পল; জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুগুরী ও মৃণাল মিলিত /১ সের। এই ঘৃত বাতিক ও পৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ নাশক। ধনুঃ আকর্ষণ, স্ত্রীসংসর্গ, মদ্যপান, ভারবহন ও পথশ্রম জন্য ক্ষীণ ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা বল ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়।

পার্থাদ্যরিষ্টঃ।

পার্থীং ত্বচং তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
ভাগং মধূকপুষ্পস্য পলবিংশতিসম্মিতম্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে ভবেৎ পার্থাদ্যরিষ্টকঃ।
হৃৎফুস্ফুসগদান্ সর্ব্বান্ হন্ত্যয়ং বলবীর্য্যকৃৎ॥

অর্জ্জুনছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের ও মৌলফুল ২০ পল, একত্র ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথজল ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ জলে গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া ও ধাইফুল চূর্ণ ২০ পল প্রক্ষিপ্ত করত রুদ্ধভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। ইহাতে অন্তরুৎসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই পার্থাদ্যরিষ্ট পান করিলে হৃদয় ও ফুস্ফুসজাত পীড়া সকলের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

হৃদ্রোগে পথ্যানি।

স্বেদো বিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং
বস্তির্বিলেপী চিররক্তশালয়ঃ।
মৃগদ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞয়ান্বিতা
যূষা রসা মুদ্গকুলত্থসম্ভবাঃ॥
রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাশ্চ ষাড়বা
ভব্যং পটোলং কদলীফলান্যপি।
পুরাণকুষ্মাণ্ডরসালদাড়িমং
শম্পাকশাকং নবমূলকান্যপি॥
এরণ্ডতৈলং গগনাম্বু সৈন্ধবং
দ্রাক্ষাপি তক্রঞ্চ পুরাতনো গুড়ঃ।
শুণ্ঠী যমানী লশুনং হরীতকী
কুষ্ঠঞ্চ কুস্তুম্বুরু কুঙ্কুমার্দ্রকম্॥
সৌবীরশুক্তং মধু বারুণীরসঃ
কস্তূরিকা চন্দনকং প্রপাণকম্।
তাম্বূলমপ্যেষ গণঃ সখা ভবে-
ন্মর্ত্তস্য হৃদ্রোগনিপীড়িতস্য॥

স্বেদ, বিরেচন, বমন, উপবাস, বস্তিক্রিয়া, বিলেপী, পুরাতন রক্তশালি, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংসরস, মুগ ও কুলথকলায়ের যূষ, রাগ, খড়যূষ, কাম্বলিক যূষ, যাড়ব, চাল্‌তা, পটোল, কদলীফল, পুরাণ কুমড়া, পাকা আম, দাড়িম, সোঁদালশাক, কচিমূলা, ভেরেণ্ডাতৈল, বৃষ্টিজল, সৈন্ধব, দ্রাক্ষা, তক্র, পুরাণ গুড়, শুণ্ঠী, যমানী, লশুন, হরীতকী, কুড়, ধনে, মরিচ, আদা, সৌবীর, শুক্ত, মধু, বারুণীরস, কস্তূরী, রক্তচন্দন, পানক ও তাম্বূল হৃদ্রোগপীড়িত মনুষ্যের এই সমস্ত হিতকারক।

হৃদ্রোগেঽপথ্যানি।

তৃট্ছর্দ্দিমূত্রানিলশুক্রকাসোদ্গারশ্রমশ্বাসবিড়শ্রুবেগান্।
সহ্যাদ্রিবিন্ধ্যাদ্রিনদীজলানি মেষীপয়ো দুষ্টজলং কষায়ম্।
বিরুদ্ধমুষ্ণং গুরুতিক্তমম্লং পত্রোত্থশাকানি চিরন্তনানি।
ক্ষারং মধূকানি চ দন্তকাষ্ঠং রক্তস্রুতিং হৃদ্গদবাংস্ত্যজেচ্চ।

তৃষ্ণা, বমি, মূত্র, অধোবাত, শুক্র, কাস, উদ্গার, শ্রমজনিত শ্বাস, মল এবং অশ্রু এই সমস্তের বেগধারণ, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরিজাত নদীর জল; মেষীদুগ্ধ, দূষিতজল, কষায়রস, বিরুদ্ধদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, বহুদিবসোৎপন্ন পত্রশাক, যবক্ষার, মৌলফল, দন্তধাবন ও রক্তমোক্ষণ এই সকল হৃদ্রোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র-নিদানম্।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরুক্ষমদ্য-
প্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমাংসাধ্যশনাদজীর্ণাৎ
স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণামিহাষ্টৌ॥
পৃথঙ্মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ
সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ।
মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি
যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ॥
তীব্রার্ত্তিরুগ্বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে
স্বল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ।
পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং
কৃচ্ছ্রং মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ॥
বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ
মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।
সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাদ্
ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রম্॥

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবা, নিত্য দ্রুত পৃষ্ঠযান (ঘোটকাদিতে গমন), অনূপদেশ-(সজলভূমি) জাত মাংস, অধ্যশন ও অজীর্ণ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আট প্রকার। বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষ অথবা মিলিত ত্রিদোষ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতুতে প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেশে যাইয়া মূত্রমার্গকে পরিপীড়িত করিলে অতিক্লেশে মূত্রপ্রবর্ত্তন হয়, তাহাকেই মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্কিস্থান), বস্তি (মূত্রাশয়) ও মেঢ্রে (লিঙ্গে) তীব্র-বেদনা হয় এবং মুহুর্মুহুঃ অল্প পরিমাণে মূত্র-প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত বেদনা ও দাহের সহিত পীত বা রক্ত-বর্ণ মূত্র অতি কষ্টে মুহুর্মুহুঃ নির্গত হয়। শ্লেষ্ম-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গ ও বস্তিদেশে গুরুত্ব ও শোথ হয় এবং মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য। (শল্যজাদি আর চারিপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আছে, তাহাদের লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় জানিবে)।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা।

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তি-স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্।
স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈলমর্দ্দন, স্নেহপান, নিরূহবস্তি, স্বেদ, প্রলেপ (পুল্টিস্), উত্তরবস্তি ও পরিষেক এবং স্বল্পপঞ্চমূল ও বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ মাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতাং নাগরং ধাত্রীং বাজিগন্ধাঞ্চ গোক্ষুরম্ ;
কাথয়িত্বা পিবেদ্ বাতমূত্রকৃচ্ছ্রী সমাক্ষিকম্॥

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগকে গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পুনর্নবাদ্যো মিশ্রকঃ।

পুনর্নবৈরণ্ডশতাবরীভিঃ পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ।
দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকেন যবৈশ্চ তোয়োৎক্বথিতে কষায়ে॥
তৈলং বরাহর্ক্ষবসা ঘৃতঞ্চ তেনৈব কল্কেন বণৈশ্চ সিদ্ধম্।
তন্মাত্রয়াগ্র প্রতিহন্তি পীতং শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

রক্তপুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্ত-চন্দন (কেহ বলেন শালিঞ্চশাক), শ্বেত পুন-র্নবা, বেড়েলা, পাষাণভেদী, দশমূল, কুলথ-কলাই ও যব, ইহাদের কষায় ও কল্ক এবং লবণ সহ—তৈল, শূকর বসা, ভল্লুকবসা ও

ঘৃত, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বেদনান্বিত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা-
গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তিপয়োবিকারাঃ।
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ
শস্তানি পিত্তপ্রভবে চ কৃচ্ছ্রে॥

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক, অবগাহন ও প্রলেপ এবং গ্রীষ্ম ঋতুচর্য্যোক্ত বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধবিকৃতি পান, কিস্‌মিস্‌, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত হিতকর।

পঞ্চতৃণমূলম্।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম্।
এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্॥

কুশ কাশ শর উলু ও কৃষ্ণেক্ষু মূল, এই তৃণ পঞ্চমূলের ক্বাথ পান করিলে পিত্ত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। তৃণপঞ্চমূল বস্তি-শোধক। এই পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে, লিঙ্গের শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

শতাবরীরসঃ পীতঃ সসিতঃ পিত্তকৃচ্ছ্রনুৎ।

শতমূলীর রস চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

শতাবর্য্যাদিঃ।

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রা-
বিদারিশালীক্ষুকসেরুকাণাম্।
ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাভ্যাং
যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্য মূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও কেশুরের মূল, ইহাদের ক্বাথ শীতল অবস্থায় মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার দর্শে।

এর্ব্বারুবীজং মধুকঞ্চ দার্ব্বীং
পৈত্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন।
দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন
সমাক্ষিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে॥

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকুড় বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলধাবন জলের সহিত; অথবা দারুহরিদ্রা চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া আমলকীর রসের সহিত পান করিতে দিবে।

হরীতক্যাদিঃ।

হরীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষ-
পাষাণভিদ্‌ধন্বযবাসকানাম্।
ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং
কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে॥

মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ, বেদনা ও মূত্রবিবন্ধতা থাকিলে হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, পাষাণভেদী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহঃ।
তক্রঞ্চ তিক্তৌষধসিদ্ধতৈল-মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে, ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ এবং অন্ন পানীয়, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন ও পান ব্যবস্থেয়।

মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলীস্বরসেন বা।
কফকৃচ্ছ্রবিনাশায় শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ত্রুটীং পিবেৎ॥

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশার্থ, ছোট এলাইচ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্র সুরা বা কদলী মূলের রসের সহিত পান করিবে।

তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্য
বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ।
পিবেত্তথা তণ্ডুলধাবনেন
প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে॥
শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বতোয়ং বা কফকৃচ্ছ্রবিনাশনম্॥

শালিঞ্চবীজ তক্রের সহিত; অথবা প্রবাল চূর্ণ তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কিংবা গোক্ষুর ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলেও কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ
স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্।
ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্‌বমনং কফে স্যাৎ
পিত্তে বিরেকঃ পবনে তু বস্তিঃ॥

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি বাতাদি তিন দোষেরই প্রকোপ সমান থাকে, তাহা হইলে বাতজাদি নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা সকল মিলিত করিয়া করিবে। কিন্তু সম-ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের উদ্ভব বাতস্থানে হয় বলিয়া অগ্রে বায়ুরই শমতা করিতে হইবে। বিষম-ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি কফের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে প্রথম বমন, পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে বিরেচন এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে বস্তি প্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

বৃহতীধাবনীপাঠা-যষ্টীমধুকলিঙ্গকাঃ।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ॥

বৃহতী কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্রোৎপাদক বাতাদি তিন দোষেরই শান্তিকারক।

মূত্রকৃচ্ছ্রেঽভিঘাতোত্থে বাতকৃচ্ছ্রক্রিয়া হিতা॥

অভিঘাত-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে।

স্বেদচূর্ণক্রিয়াভ্যঙ্গ-বস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে॥
(চূর্ণক্রিয়েতি ফলবর্ত্তিঃ কিংবা বিরেচনদ্রব্যচূর্ণং দত্ত্বা গুদে নলিকয়া ফুৎকরণম্।)

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদপ্রদান, চূর্ণক্রিয়া (মদনফল-নির্ম্মিত ফলবর্ত্তি গুহ্যদ্বারে দিয়া কিংবা বিরেচন দ্রব্যের চূর্ণ গুহ্যদ্বারে দিয়া নল দ্বারা ফুৎকার প্রদান), তৈলাভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ক্বাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জঞ্চ পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ॥

গোক্ষুর-বীজের ক্বাথ যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

ক্রিয়া হিতা স্বশ্মরিশর্করায়াং যা মূত্রকৃচ্ছ্রে কফমারুতোত্থে॥

কফবাত-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই সকল চিকিৎসা হিতকর।

ত্রিকণ্টকারগ্বধদর্ভকাশ-দুরালভাপর্বতভেদপথ্যাঃ।
নিহন্তু পীতা মধুনাশ্মরীজং সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

গোক্ষুরবীজ, সোঁদাল আটা, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

পাষাণভেদীক্বাথস্তু কৃচ্ছ্রমশ্মরীজং জয়েৎ॥

পাথর কুচির ক্বাথ অশ্মরীজ-মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশক।

লেহ্যং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্॥

শুক্রবিবন্ধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিবে।

এলাহিঙ্গুযুতং ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ।
মূত্রদোষবিশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষহরঞ্চ তৎ॥

মূত্রদোষবিশোধন ও শুক্রদোষ-নিবারণ জন্য দুগ্ধে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ এলাইচ চূর্ণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতন্তু পৈত্তে
তৎ কারয়েচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে যে সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, রক্তদুষ্টিজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই সমস্ত চিকিৎসা করিবে।

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা।
এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেচ্ছীতং সশর্করম্।
অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েন্নৃণাম্॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ।/॥০ সের,

শেষ ৵৹ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকণ্টকা।
দর্ভেক্ষুমূলমভয়া কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রক্তদাহহরং পরম্॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কাশেক্ষু-মূল ও হরীতকী প্রত্যেক ২ মাষা, জল ।৷৹ সের, শেষ ৵৹ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি অর্দ্ধ তোলা। এই কাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারিত হয়।

নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্।
রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

নারিকেল ফুল তণ্ডুল-জলের সহিত বাটিয়া খাইলে রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

কষায়োঽতিবলামূল-সাধিতোঽশেষকৃচ্ছ্রজিৎ॥
(অতিবলা শ্বেতবলা, চক্রটীকা।)

শ্বেত-বেড়েলামূলের কাথ পান করিলে, অশেষ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টং মধুনা সহ লেহিতম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু ত্রিভির্লেহৈর্ন সংশয়ঃ॥
সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ।
নিদিগ্ধিকারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ॥
(অয় ইত্যাদি মারিত-পুটিতবজ্রাদিলৌহচূর্ণং রক্তিকং, মধুমাত্রেণ লৌহপাত্রে মর্দ্দয়িত্বা লেহ্যম্, রক্তিকাক্রমেণ মাষকদ্বয়পর্য্যন্তম্। ত্রিভিলেহৈঃ দিনত্রয়েণ অর্থঃ। চ, টীঃ।)

লৌহচূর্ণ (৫ রতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায়) মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিন দিন অবলেহ করিলে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। যবক্ষার ও চিনি সমভাগে সেবন করিলে, অথবা কণ্টকারীর স্বরস মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষ্ণং দৃশদি পেষিতম্।
ব্যুষিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদারুণম্॥

হুড়হুড়ের বীজ উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট করিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্॥

মধুর সহিত যবক্ষার সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্॥

কুষ্মাণ্ডের রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্।
পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্॥

আমলকী ও গুড় সমভাগে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ইহা বৃষ্য, শ্রমঘ্ন ও শ্রেষ্ঠ তর্পণ।

হরিদ্রা মধুকং মূর্ব্বা মুস্তকং দেবদারু চ।
পিবেদক্ষসমং কল্কং পয়সা মূত্রপীড়িতঃ॥

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, মুতা ও দেবদারু ইহাদের কল্ক ১ বা ২ তোলা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

পিষ্ট্বা গো পয়সা শ্লক্ষ্ণং কুটজস্য ত্বচং পিবেৎ।
নেদংশমার্তি ক্ষিপ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥

কুড়চির ছাল গোদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্রই সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদিলেপঃ।

পিষ্ট্বা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভি-
রের্ব্বারুবীজানি সকাঞ্জিকানি।
আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ
মূত্রস্য সংশুদ্ধিকরাণি সদ্যঃ॥

গোক্ষুরের ফল ও মূল এবং কাঁকুড়বীজ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করত বস্তি দেশে প্রলেপ দিবে, তাহাতে সদ্যই মূত্র বিশোধিত হইবে।

ভৈষজ্যৈরশ্মরীপ্রোক্তৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রমুপাচরেৎ।
যোগবাহিরসৈর্বাপি চানুপানবিশেষতঃ॥

অশ্মরী-রোগাধিকারোক্ত ঔষধ এবং অনুপান-বিশেষে যোগবাহী রসসমূহের প্রয়োগ দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে।

বৃহদ্‌গোক্ষুরাদ্যবলেহঃ।

গোকণ্টকং পলশতং দশমূলং তথৈব চ।
পাষাণভেদোঽষ্টপলং গুড়ূচীপলপঞ্চকম্॥
এরণ্ডোঽভীরুরষ্টৌ চ মূলং দশপলং পৃথক্।
পদ্মমূলঞ্চাশ্বগন্ধা প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ॥
সর্ব্বমেকত্র সংকুট্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষন্তু সংগৃহ্য বস্ত্রপূতং সমাক্ষিপেৎ॥
গব্যাজ্যং প্রস্থমেকন্তু শিলাজঞ্চ তথা স্মৃতম্।
ঘনীভূতে তু সঞ্জাতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥
তালমূলী শতাহ্বা চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
সূক্ষ্মৈলা ভূতকেশী চ হ্রীবেরং নাগকেশরম্॥
পদ্মকং জাতিপত্রঞ্চ মধুযষ্টী সরোচনা।
জাতীফলমুশীরঞ্চ ত্রিবৃতা রক্তচন্দনম্॥
ধান্যকং কটুকং ক্ষারৌ নাগবলা চ শৃঙ্গিকা।
পুষ্করাহ্বং শটী দারু সীসং লৌহঞ্চ বঙ্গকম্॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংগৃহ্য প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
খাদেদ্ বলাগ্নিং সংপ্রেক্ষ্য পথ্যাং সেবেত মানবঃ॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধায়াথ নিত্যং লিহ্যাৎ পলোন্মিতম্।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতো বিনশ্যতি॥
প্রমেহা বিংশতিশ্চৈব শুক্রদোষস্তথৈব চ।
ধাতুক্ষয়শ্চোপদংশো বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ॥
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ভাস্করেণ তমো যথা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ॥

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, পাষাণভেদী ৮ পল, গুলঞ্চ ৫ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী ১০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত ও ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে উহা বস্ত্রে ছাকিয়া তাহাতে গব্যঘৃত ৴৪ সের ও শিলাজতু ৴২ সের মিলিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহাতে তালমূলী, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ, ভূতকেশী, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জৈত্রী, দারুচিনি, যষ্টিমধু, গোরোচনা, জায়ফল, বেণার মূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, ধনে, কট্‌কী, যবক্ষার, সোহাগা, পান, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল, শঠী, দেবদারু, সীসা, লৌহ ও বঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রতিদিন ১ পল পরিমাণে বা অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি পীড়া সকল এবং শুক্রদোষ প্রশমিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ।

বিদারী গোক্ষুরং যষ্টী কেশরঞ্চ সমং পচেৎ।
তৎ কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রে রসভস্মযুতং পুনঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ সর্ব্বং সপ্তাহাৎ পিত্তসম্ভবম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ মাষা, পাকের জল ॥০ সের, শেষ ৴০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—মধু ৪ মাষা। এই কাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ।

রসগন্ধযবক্ষারং সিতাতক্রযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাণ্যশেষাণি নিহন্তি নিয়তং নৃণাম্॥

পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার একত্র করিয়া চিনি ও তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ।

সূতং স্বর্ণঞ্চ বৈক্রান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ।
চাণ্ডালীরক্তস্রাবৈর্দ্বিদিনান্তে তু গোলকম্॥
রুদ্ধা বদ্ধা পুটেদ্বহ্নৌ করীষাগ্নৌ মহাপুটে।
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, বৈক্রান্ত প্রত্যেক সমভাগ, চাণ্ডালী ও চোর-খাড়িকার রসে দুই

প্রহর মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে ১ দিন মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায় পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশক।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ।

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা
লৌহে পাত্রে মর্দ্দয়েদেকঘস্রম্।
দূর্ব্বাযষ্টীগোক্ষুরৈঃ শাল্মলীভি-
র্মূষামধ্যে ভূধরে পাচয়িত্বা॥
তত্তদ্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বাস্ত বল্লং
দত্ত্বাচ্ছীতং পায়সং বক্ষ্যমাণম্।
দূর্ব্বাযষ্টীশাল্মলীতোয়দুগ্ধৈ-
স্তুল্যৈঃ কুর্য্যাৎ পায়সং তদ্দদাত।
প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানা
ন্মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চ কৃচ্ছ্রে॥

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের রসে একদিন লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে মূষাবদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করত শীতল হইলে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। তিন কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও শিমুলের ক্বাথে এবং ক্বাথ তুল্য দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে এবং প্রাতঃকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

তারকেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাভ্রকম্।
দুরালভাং যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্॥
সমাংশং ভাবয়েৎ সর্ব্বং কুষ্মাণ্ডফলবারিণা।
পঞ্চতৃণভবক্বাথে রসে গোক্ষুরজে তথা॥
সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মধুনা মর্দ্দ্যা বিলিহেন্মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ॥
উড়ুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্॥
অজাক্ষীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেক্ষুরসো হিতঃ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে, কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিবে এবং উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে দুই তোলা পক্ক যজ্ঞডুমুর ফল চূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিবে। পথ্য—ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

বরুণাদ্যং লৌহম্।

দ্বিপলং বরুণং ধাত্র্যাস্তদর্দ্ধং ধাতকীপুষ্পকম্।
হরীতক্যাঃ পলঞ্চৈব পূর্ব্বিপণ্যা তদর্দ্ধকম্।
কর্ষমানঞ্চ লৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শাণমানং প্রমাণবিৎ॥
মূত্রাঘাতং তথা ঘোরং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্।
অশ্মরীং বিনিহন্ত্যাশু প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব হৃদ্যমায়ুষ্যমেব চ।
বরুণাদ্যমিদং লৌহং চরকেণ বিনির্ম্মিতম্॥

বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ চারি তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে ঘোর মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও বিষমজ্বর আশু বিনষ্ট হয়। এই বরুণাদ্য লৌহ বলকারক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও আয়ুর্বর্দ্ধক।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকরসঃ।

শতাবরীরসৈঃ পিষ্ট্বা মৃতসূতঞ্চ তালকম্।
শিগ্রুত্বচঞ্চ তুল্যাংশং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ দৃঢম্॥
তদ্গোলং সার্ষপে তৈলে পাচ্যং যামঞ্চ চূর্ণয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকশ্চাস্য ক্ষৌদ্রেণ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
ভক্ষণামাত্রে সন্দেহো মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যলম্।
তুলসী তিলপিণ্যাকং নিম্বমূলং তুষাম্বুনা।
কর্ষৈকং বানুপানেন সুরয়া বা সুবর্চলৈঃ॥

রসসিন্দূর, হরিতাল ও তুঁতে ইহাদিগকে শতাবরী রসে এক দিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ তৈলে এক প্রহর কাল পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করত মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনান্তে তুলসী, তিলকল্ক, বেলমূলের ছাল মিলিত ২ তোলা, ইহাদের কাথ কাঁজি, সুরা বা হুড়হুড়ের রস সহ অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

শতাবরীঘৃতং ক্ষীরঞ্চ।

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রা-
বিদারিকেক্ষ্বামলকেষু সিদ্ধম্।
সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু যোজ্যম্॥

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সুকুমারকুমারকঘৃতম্।

পুনর্নবামূলতুলা দশমূলং শতাবরী।
বলাতুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্॥
বিদারীগন্ধা নাগাহ্বা গুড়ূচ্যতিবলা তথা।
পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলীঃ॥
দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্ দদ্যাদ্ যমান্যাঃ কুড়বং তথা।
ত্রিংশদ্ গুড়পলান্যত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ।
প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যঙ্ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ ভোজনমনিন্দিতম্॥
রাজ্ঞাং রাজসমানাঞ্চ বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীস্তম্ভে তথা গাঢ়পুরীষিণাম্॥
মেঢ্রবঙ্‌ক্ষণশূলে চ যোনিশূলে প্রশস্যতে।
যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিতিকাশ্চ যে॥
বল্যং রসায়নং শীতং সুকুমারকুমারকম্।
পুনর্নবাশতে দ্রোণো দেয়োঽন্যেষু তথাপরঃ॥

পুনর্নবা মূল ১০০ পল, এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত বেড়েলা প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ১০০ পল, এই দুই শত পল দ্রব্য দুই দ্রোণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ ৩২ সের; ঘৃত ৴৮ সের, গুড় ৩০ পল (৴৩৷৷০), এরণ্ডতৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী প্রত্যেক ২ পল; যমানী ৴৷৷০ অর্দ্ধসের। যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা আহারের প্রথমে সেব্য। এই ঘৃত মূত্রকৃচ্ছ্র, কটীস্তম্ভ, মলের গাঢ়তা, মেঢ্র-যোনি-বঙ্‌ক্ষণ-শূল, গুল্ম ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। ইহা বলকারক, রসায়ন ও শীতল।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরু-কর্কারুকেক্ষুস্বরসেন সিদ্ধম্।
সর্পিগুড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাতহেতোঃ॥

ঘৃত ৴৪ সের। কাথার্থ—গোক্ষুর ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। এরণ্ডমূল ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। তৃণপঞ্চমূল-মিলিত ৴২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৴৪ সের; শতমূলীর রস, ৴৪ সের; কুষ্মাণ্ডরস ৴৪ সের; ইক্ষুরস ৴৪ সের। পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণ অবস্থায় ছাঁকিয়া লইয়া ৴২ সের গুড় মিশ্রিত ও আলোড়িত করিয়া লইবে। (অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।) এই ঘৃত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত রোগ উপশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

—:*:—

মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্যানি।

পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ
ক্ষারো যবান্নানি চ তীক্ষ্ণমুষ্ণম্।
তক্রং পয়ো দধ্যপি গোপ্রসূতং
ধন্বামিষং মুদ্গরসাঃ সিতা চ॥

পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলং
মহার্দ্রকং গোক্ষুরকং কুমারী।
গুবাকখর্জ্জুরকনারিকেল-
তালদ্রুমাণাঞ্চ শিরাংসি পথ্যা॥
তালাস্থিমজ্জা ত্রপুষং ত্রুটিশ্চ
শীতানি পানান্যশনানি চাপি।
প্রণীরনীরং হিমবালুকা চ
মিত্রং নৃণাং স্যাৎ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে॥

পুরাতন লক্তশালি, যবক্ষার, যবান্ন, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, তক্র, গব্য দুগ্ধ ও দধি, মরুদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, মুগের যূষ, চিনি, পুরাণ কুমড়া, পটোল, মহাদা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী এবং সুপারি, খর্জ্জুর, নারিকেল ও তালগাছের মাতি, হরীতকী, তালআটির শাঁস, শশা, ছোট এলাইচ, শীতল অন্নপানীয়, শীতলজল ও কর্পূর, এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রে অপথ্যানি।

মদ্যং শ্রমং নিধুবনং গজবাজিযানং
সর্ব্বং বিরুদ্ধমশনং বিষমাশনঞ্চ।
তাম্বূলমৎস্যলবণার্দ্রকতৈলভৃষ্টং
পিণ্যাকহিঙ্গুতিলসর্ষপবেগরোধান্॥
মাষান করীরমতিতীক্ষ্ণবিদাহিরুক্ষ-
মম্লঞ্চ মুঞ্চতু জনঃ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে॥

মদ্যপান, পরিশ্রম, মৈথুন, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ; সকল প্রকার বিরুদ্ধ ভোজন, বিষমাশন, তাম্বূল ভক্ষণ, মৎস্য, লবণ, আর্দ্রক, তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, তিলাদির কল্ক, হিঙ্গু, তিল, সর্ষপ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, মাষকলায়, বংশাঙ্কুর, অতিশয় তীক্ষ্ণ বিদাহী রুক্ষ ও অম্লরসসংযুক্ত দ্রব্য, এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

অথ মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অথ মূত্রাঘাত-নিদানম্।

জায়ন্তে কুপিতৈর্দোষৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।
প্রায়ো মূত্রবিঘাতাদ্যৈর্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ॥
রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ।
মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ॥
মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সংপ্রবর্ত্ততে।
বাতকুণ্ডলিকাং তান্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥
আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধা বায়ুশ্চলোন্নতাম্।
কুর্য্যাৎ তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্॥
বেগং বিধারয়েদ্যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ।
নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ॥
মূত্রসঙ্গো ভবেৎ তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ।
বাতবস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ॥
চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে।
মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে॥
মূত্রস্য বেগেঽভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ।
অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ভৃশম্॥
নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েৎ তীব্রবেদনম্।
তন্মূত্রজঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনিরোধনম্॥
বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ।
মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ॥
স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাথ নীরুজম্।
বিগুণানিলজো ব্যাধিঃ স মূত্রোৎসঙ্গসংজ্ঞিতঃ॥
রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ।
মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্॥
অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ।
অশ্মরীতুল্যরুগ্ গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে॥
মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধতম্।
স্থানাচ্চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে॥
ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে।
ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলান্বিতম্॥

বস্তিং মেঢ্রং গুদঞ্চৈব প্রদহৎ স্রাবয়েদধঃ।
মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা॥
কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃপুনর্জন্তোরুষ্ণবাতং বদন্তি তম্।
পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ॥
কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং শ্বেতং রক্তং ঘনং সৃজেৎ।
সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেৎ তু তৎ॥
শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্।
রুক্ষদুর্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্‌যদা॥
মূত্রস্রোতোঽনুপর্য্যেতি বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ।
বিড়্‌গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্‌বিড়্‌বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥
দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।
স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্‌বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ॥
শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দুং বিন্দুং স্রবত্যপি।
পীড়িতস্তু সৃজেদ্ধারাং সংস্তম্ভোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্॥
বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমম্।
পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ॥
তস্মিন্ পিত্তান্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা।
শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্॥

মূত্রাদির বেগধারণ ও রুক্ষভোজনাদি দ্বারা বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতের প্রভেদ এই,—মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রনির্গম কালে যাতনা অত্যন্ত অধিক, বিবদ্ধতা কম; কিন্তু মূত্রাঘাতে বিবন্ধ অধিক, মূত্রণকালে যন্ত্রণা কম।

বাতকুণ্ডলিকা। দেহের রুক্ষতা বা মলাদির বেগধারণ-হেতু বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে মূত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত আবর্ত্তের ন্যায় কুণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করে, তাহাতে মূত্র অল্প অল্প অথবা যাতনার সহিত নির্গত হয়, ইহাকেই বাতকুণ্ডলিকা কহে। এই ব্যাধি অতি কষ্টদায়ক।

মূত্রাষ্ঠীলা। কুপিত বায়ু মূত্রাশয় ও গুদনাড়ীকে স্ফীত আধ্মাপিত ও রুদ্ধ করিয়া তীব্র বেদনাযুক্ত, মলমূত্রমার্গ-রোধক, চলনশীল ও উন্নতাকার অষ্ঠীলা তুল্য গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাকে মূত্রাষ্ঠীলা কহে।

বাতবস্তি। যে ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ মূত্রের বেগধারণ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিমুখ রোধ করে, তাহাতে মূত্ররোধ হয় এবং ঐ কুপিত বায়ু পিণ্ডিত হইয়া বস্তি ও কুক্ষিদেশে অবস্থিতি করে। ইহাকেই বাতবস্তি কহে। বাতবস্তি অতি কষ্টসাধ্য।

মূত্রাতীত। দীর্ঘকাল মূত্রের বেগধারণ করিলে, প্রস্রাব সহজে হয় না অথবা মন্দ মন্দ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকে মূত্রাতীত কহে।

মূত্রজঠর। মূত্রের বেগ অবরুদ্ধ হইলে উদাবর্ত্ত রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই উদাবর্ত্ত হেতু অপান বায়ু দুষ্ট হইয়া উদরকে অতিশয় পরিপূরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আধ্মান উপস্থিত করে। ইহাকেই মূত্রজঠর রোগ কহে। এই রোগে বস্তির অধোভাগ বিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গ। এই রোগে বস্তিদেশে, লিঙ্গনালে অথবা লিঙ্গাগ্রস্থিত মূত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে, নির্গত হইতে পারে না। অতিশয় কুন্থন করিলে, বস্তি প্রভৃতির গাত্রভেদ হওয়ায় সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত অথবা বেদনা ব্যতিরেকে শনৈঃ শনৈঃ বিন্দু বিন্দু নির্গত হইতে থাকে। বিগুণ বায়ু দ্বারা এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম মূত্রোৎসঙ্গ।

মূত্রক্ষয়। রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিস্থিত পিত্ত এবং মারুত কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে, ইহারই নাম মূত্রক্ষয়। মূত্রক্ষয় রোগে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়।

মূত্রগ্রন্থি। বস্তিমুখের অভ্যন্তর ভাগে সহসা উৎপন্ন এবং অশ্মরী তুল্য বেদনাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থির গ্রন্থিকে মূত্রগ্রন্থি কহে। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই যে, অশ্মরী ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মিয়া থাকে। অপর ভেদ এই যে, অশ্মরী রোগে পিত্তাদি কুপিত হয়, মূত্রগ্রন্থিতে কেবল মাত্র রক্ত কুপিত হইয়া থাকে এবং অশ্মরীর পূর্ব্বরূপও প্রকাশ পায় না।

মূত্রশুক্র। মূত্রবেগাক্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক

উর্দ্ধনীত হয় এবং মূত্রণকালে প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রশুক্র।

উষ্ণবাত। ব্যায়াম, অধিক পথ পর্য্যটন এবং আতপ সেবন এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বস্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে দাহ উপস্থিত করে। এবং পীত বা ঈষল্লোহিত অথবা সম্পূর্ণ লোহিতবর্ণ মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃপুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহাকেই উষ্ণবাত কহে।

মূত্রসাদ। যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়, তাহা হইলে শ্বেত পীত বা লোহিতবর্ণ কিংবা গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণবর্ণবিশিষ্ট অথবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্পপরিমিত ঘন মূত্র প্রবর্ত্তন করে। মূত্রণকালে কষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রসাদ।

বিড়্‌বিঘাত। দেহ অতিশয় রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে, পুরীষ বায়ু দ্বারা উর্দ্ধগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয়, তজ্জন্য মলগন্ধযুক্ত অথবা মলামিশ্রিত মূত্র অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ পীড়ার নাম বিড়্‌বিঘাত।

বস্তিকুণ্ডল। দ্রুত পথপর্য্যটন, উল্লম্ফন, পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি এবং প্রপীড়ন (টেপাটেপি) এই সকল কারণে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া গর্ভবৎ স্থূলাকারে পার্শ্বদেশে অবস্থিতি করে। তাহাতে রোগী শূল কম্প ও দাহে আর্ত্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ করে। কিন্তু বস্তি চাপিলে উহা হইতে মূত্রধারা নির্গত এবং উহাতে স্তব্ধতা ও মোচড়নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বস্তিকুণ্ডল। ইহা বাতোল্বণ হইলে শস্ত্র ও বিষ সদৃশ ভয়াবহ এবং প্রায়ই দুর্নিবার হইয়া থাকে। পিত্তান্বিত হইলে দাহ শূল ও মূত্রবিবর্ণতা হয়। কফান্বিত হইলে দেহের গুরুতা, শোথ এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে।

অথ মূত্রাঘাত-চিকিৎসা।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

মূত্রাঘাতে অর্থাৎ মূত্রবিবদ্ধতা রোগে মূত্রকৃচ্ছ্র-নাশক ঔষধ, বস্তি ও উত্তরবস্তি, এবং স্নিগ্ধ বিরেচন দোষানুসারে প্রযোজ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রকল্পিতম্।
মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু তৎ বুধ্যাদ্দেশকালবিৎ॥

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে যে সকল ঔষধ কল্পিত হইয়াছে, দেশকালবিদ্ বৈদ্য, সকল প্রকার মূত্রাঘাতেই সেই সকল ঔষধ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

কর্কারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্ বিমুচ্যতে॥

কাঁকুড়বীজ ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ।০ আনা, কাঞ্জিতে বাটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

নলকুশকাশেক্ষুশিফাং কথিতাং প্রাতঃ সুশীতলাং সসিতাম্।
পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ॥
(কচঃ বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ)।

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু, ইহাদের মূলের কাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত প্রাতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়।

যবক্ষারগুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্।
রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরিনাশনম্॥

কুমড়ার রস, কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাঘাত শর্করা ও অশ্মরীরোগ নষ্ট হয়।

সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং মূত্রাঘাতী পিবেন্নরঃ।
দাড়িমাম্বুযুতং মুখ্যমেলাবীজং সনাগরম্।
পীত্বা সুরাং সলবণাং মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে॥

মূত্রাঘাতরোগী, সৌবর্চ্চল লবণের সহিত সুরা অথবা এলাইচ ও শুঁঠচূর্ণের সহিত দাড়িম

রস; কিংবা সৈন্ধবলবণের সহিত সুরা পান করিলে, মূত্রাঘাত রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে।

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ।
পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ॥

পত্র ফল ও মূলের সহিত গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথ, মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাকল্কসংযুক্তং লবণং বাপি পায়য়েৎ।
নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেদ্ বস্ত্রাৎ পরিস্রুতম্॥
(অত্রাম্ভসৈব পানম্। তথা মিলিত্বা অষ্টমাষকমানঞ্চ. ত্রিফলাকল্কমাষা ৬, সৈন্ধবমাষা ২। চক্রঃ টীঃ।)

মূত্রাঘাত রোগে ত্রিফলার কল্ক ও সৈন্ধব-লবণ (সমভাগে মিলিত ১ তোলা) জলের সহিত সেবন করিবে। অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে।

বিম্বীমূলঞ্চ সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্।
নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ॥

মূত্ররোধ হইলে তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাটিয়া, নাভিদেশে তাহার প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইবে।

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূর-চূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষারশর্করঃ॥
(কুষ্মাণ্ডরসঃ কুষ্মাণ্ডমঞ্জিকাস্বরসঃ। চঃ টীঃ)

মূত্রবিবন্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কর্পূর চূর্ণ (পরিষ্কৃত দূর্ব্বাকাণ্ডাদি দ্বারা) প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা কুমড়ার রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডশতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ।
গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্যতে তৎ

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী ইহাদের সহিত অথবা তৃণপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে গুড় ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রঘাতাদি রোগে প্রশস্ত।

জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্।
মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রপীতং তদর্থকৃৎ॥
(খদিরীবীজমশোকবীজমিত্যাহুঃ। চঃ টীঃ)

অশোকবীজ জলের সহিত, অথবা রুদ্র-জটার মূল তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়।

শৃতশীতপয়োঽন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতে সশোণিতে॥

শৃতশীতল দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন এবং তণ্ডুলোদকের সহিত চিনি সংযুক্ত শ্বেতচন্দন পান করিলে শোণিতযুক্ত উষ্ণবাত নিবারণ হইয়া থাকে।

শীতাবগাহ আবস্তিরুষ্ণবাতনিবারণঃ॥

শীতলজলে বস্তিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও উষ্ণবাত নিবারিত হয়।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য রিচ্যতে।
মৈথুনোপরমস্তস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ॥

অধিক স্ত্রীসম্ভোগ হেতু লিঙ্গ দিয়া যাহার রক্ত নির্গত হয়, তাহার মৈথুনত্যাগ ও বল-কারক ঔষধাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

স্বগুপ্তাফলমৃদ্বীকা-কৃষ্ণেক্ষুরসিতারজঃ।
সমাংশমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতানি চ॥
সর্ব্বং সম্যগ্ বিমথ্যাক্ষ-মাত্রং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ।
হন্তি শুক্রাশয়োত্থাংশ্চ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদম্॥

আলকুশীর বীজ, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলে-খাড়ার বীজ ও চিনি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং এবং দুগ্ধ মধু ও ঘৃত প্রত্যেক (মিলিত চূর্ণের) অর্দ্ধভাগ; একত্র উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া দুই তোলা পরিমাণে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। তাহাতে শুক্রাশয়জাত সমস্ত দোষ নিবারিত হয়।

গোধাবত্যা মূলং ক্বথিতং ঘৃততৈলগোরসৈর্মিশ্রম্।
পীতং নিরুদ্ধমচিরাদ্ ভিনত্তি মূত্রস্য সংরোধম্॥

গোয়ালিয়া লতার মূলের ক্বাথ ঘৃত তৈল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্ররোধ অচিরে নিবারিত হয়।

সরাম্ললবণোপেতং সুতং যশ্চ পিবেন্নরঃ।
তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ॥

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসাসন্দূর সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

দশমূলীশৃতং পীত্বা সশিলাজতু শর্করম্।
বাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলা-বাতবস্তৌ প্রযুজ্যতে॥

দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা ও বাতবস্তি উপশমিত হয়।

কর্কটীবীজসিন্ধূত্থ-ত্রিফলাসমভাগিকম্।
পীতমুষ্ণাম্বুসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ॥

কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্।

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা।
দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যস্তথা চিত্রফলা ভবেৎ॥
তথৈব মধুকং দদ্যাদ্ দদ্যাদামলকানি চ।
ঘৃতাঢ়কং পচেদেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসন্ধমবতারয়েৎ।
শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করাপ্রস্থনং ঘৃতম্॥
তুগাক্ষীর্যাশ্চ তৎসর্ব্বং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ।
ততো মিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং বথাবলম্॥
বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মরেতাশ্চ যো ভবেৎ।
রক্তরেতা গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগতাম্॥
জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্মহাগুণম্।
প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবম্॥
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানা স্ত্রী গর্ভং লভতেঽচিরাৎ।
অসৃগ্‌দোষান্ জয়েচ্চাপি যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্।
মূত্ররোধেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্॥

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের, জল ৬৪ সের। কল্কার্থ—চিতা, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশশা, পিপুল, চিত্রফলা (কাঁকুড় বিশেষ, গোমুক্), যষ্টিমধু ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে /২ সের চিনি ও /২ সের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রদোষ নিবারিত হয়। ইহা বৃষ্য, আয়ুষ্কর, যোনিদোষ ও রক্তদোষ নিবারক এবং সর্ব্বরোগনাশক।

ধান্য-গোক্ষুরকং ঘৃতম্।

ধান্যগোক্ষুরককাথ-কল্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্।
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে॥

ধনে ও গোক্ষুর, এই উভয়ের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত এবং মূত্র ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়।

ভদ্রাবহং ঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পাটলা চৈব বর্ষাভূদ্বয়মেব চ।
বিদারীকন্দকাশাশ্চ কুশমোরটগোক্ষুরাঃ॥
পাষাণভেদো বারাহী শালিমূলং শরস্তথা।
ভল্লাতকং শিরীষস্য মূলমেবামপাহরেৎ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি কাথয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পাদশেষকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কং দত্ত্বাথ মতিমান্ গিরিজং মধুকং তথা।
নীলোৎপলঞ্চ কাকোলীং বীজং ত্রাপুষমেব চ॥
কুষ্মাণ্ডঞ্চ তথৈর্ব্বারু-সম্ভবঞ্চ সমং ভবেৎ।
উরুবাতং নিহন্ত্যেতদ্ ঘৃতং ভদ্রাবহং শুভম্॥

অশ্বগন্ধা, পারুল, শ্বেতপুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ইক্ষু, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, বারাহীকন্দ, শালিধান্য মূল, শরমূল, ভেলার মুটী ও শিরীষমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগ (মোট /৮ সের), জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শশার বীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ এই সকল মিলিত /১ সের। ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে উরুবাত নিবারিত হয়।

বিদারী ঘৃতম্।

বিদারী বৃষকো যূথী মাতুলুঙ্গী চ ভূস্তৃণম্।
পাষাণভেদঃ কস্তূরী বন্ধুকো বসিরোহনলঃ॥
পুনর্নবা বচা রাস্না বলা চাতিবলা তথা।
কশেরুবিসশৃঙ্গাট-তামলক্যঃ স্থিরাদয়ঃ॥

শরেক্ষুদর্ভমূলঞ্চ কুশঃ কাসস্তথৈব চ।
পলদ্বয়ন্তু সংহৃত্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবর্য্যাস্তথা ধাত্র্যাঃ স্বরসো ঘৃতসম্মিতঃ॥
ষট্পলং শর্করায়াশ্চ কার্ষিকাণ্যপরাণি চ।
যষ্ট্যাহ্বং পিপ্পলী দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যং সপরূষকম্॥
এলা দুরালভা কৌন্তী কুঙ্কুমং নাগকেশরম্।
জীবনীয়ানি চাষ্টৌ চ দত্বা চ দ্বিগুণং পয়ঃ॥
এতৎ সর্পির্বিপক্তব্যং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা বুধৈঃ।
মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু বিশেষাৎ পিত্তজেষু চ॥
শর্করাশ্মরীশূলেষু শোণিতপ্রভবেষু চ।
হৃদ্রোগে পিত্তগুল্মে চ বাতাসৃক্পিত্তজেষু চ॥
কাসশ্বাসক্ষতোরস্কে ধনুঃস্ত্রীভারকর্ষিতে।
তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিমনঃকম্প-শোণিতচ্ছর্দ্দনে তথা॥
রক্তে যক্ষ্মণ্যপস্মারে তথোন্মাদে শিরোগ্রহে।
যোনিদোষে রজোদোষে শুক্রদোষে স্বরাময়ে॥
এতৎ স্মৃতিকরং বৃষ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
পুত্রদং বলবর্ণাঢ্যং বিশেষাদ্ বাতনাশনম্॥
পানভোজনসংস্থং বা সর্ব্বথৈব প্রশস্যতে।
বিদারীঘৃতমিত্যুক্তং রসায়নমনুত্তমম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যুঁইমুল, টাবালেবু, গন্ধতৃণ, পাষাণভেদী, কস্তূরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভূঁই-আমলা, স্বল্পপঞ্চমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, দর্ভমূল, কুশ ও কাশ প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর স্বরস /৪ সের। আমলকীর স্বরস /৪ সের। দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—চিনি ৬ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষকল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুকা, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয়গণ (ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য সহ মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত বিশেষতঃ পিত্তজ মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ইহাতে শর্করা, অশ্মরী, রক্তদোষ জন্য রোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত প্রভৃতি এবং রজোদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত পানে অতিরিক্ত ধনু-আকর্ষণ, ভারবহন ও স্ত্রীসঙ্গ জন্য উপস্থিত রোগ সকল নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বৃষ্য, স্মৃতিকর, বাজীকরণ, পুত্রদ ও বলবর্ণকারক।

শিলোদ্ভিদাদি তৈলম্।

শিলোদ্ভিদৈরণ্ডসমস্থিরাভিঃ
পুনর্নবাভীরুরসেষু সিদ্ধম্।
তৈলং শৃতং ক্ষীরমথানুপানং
কালেষু কৃচ্ছ্রাদিষু সম্প্রযোজ্যম্॥

তৈল /৪ সের। পুনর্নবা ও শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ—পাষাণভেদী, ভেরেণ্ডামূল ও শালপাণি মিলিত /১ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ প্রশমিত হয়।

উশীরাদ্যং তৈলম্।

উশীরং তগরং কুষ্ঠং যষ্টীমধুকচন্দনম্।
বিভীতকাভয়াভার্গী পদ্মমুৎপলশারিবে॥
বলা তুরগগন্ধা চ দশমূলং শতাবরী।
বিদারী কাকোলী চৈব গুড়ূচ্যতিবলা তথা॥
শ্বদংষ্ট্রা শতপুষ্পা চ বাট্যালকমধূরিকে।
এতৈঃ কর্ষমিতৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
সপঞ্চফলমূলস্য গোক্ষুরস্য পলং শতম্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং পাদাংশেনাবতারয়েৎ॥
তক্রং তৈলসমং দেয়ং বারণকাথমাঢকম্।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীং হন্তি দারুণাম্॥
বলবর্ণকরং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্।
উশীরাদ্যমিদং তৈলং কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পত্র ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর ১২।। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণার মূল ১২।। সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তক্র /৪ সের। কল্কার্থ—বেণার মূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, মহাশতাবরী, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, শুলফা, শ্বেত বেড়েলা ও মৌরি প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী

রোগ নিবারিত হয়। ইহা বল ও বর্ণকারক, বৃষ্য এবং বায়ু ও পিত্ত নাশক।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

মূত্রাঘাতে পথ্যানি।

অভ্যঞ্জনস্নেহবিরেকবস্তি-স্বেদাবগাহোত্তরবস্তয়শ্চ।
পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ মাংসানি ধন্বপ্রভবানি মদ্যম্॥
তক্রং পয়ো দধ্যপি মাষযূষঃ পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলম্।
মহাদ্রকং তালফলাস্থিমজ্জা
হরীতকী কোমলনারিকেলম্॥
গুবাকখর্জ্জুরকনারিকেল-
তালদ্রুমাণামপি মস্তকানি।
যথামলং সর্ব্বমিদঞ্চ মূত্রা-
ঘাতাতুরাণাং হিতমাবহন্তি॥

অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, অবগাহন, উত্তরবস্তি, পুরাণ রক্তশালি, ধন্বদেশজাত মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, মদ্য পান, তক্র, দুগ্ধ, দধি, মাষকলায়ের যূষ, পুরাণ কুমড়া, পটোল, বন আদা, তাল আঁটার শাঁস, হরীতকী, কোমল নারিকেল (নেয়াপাতি), এবং সুপারি, খর্জ্জুর, নারিকেল ও তালবৃক্ষের মস্তক, এই সকল দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে মূত্রাঘাতরোগির হিতকর হয়।

মূত্রাঘাতেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি ব্যায়ামং মার্গশীলনম্।
রুক্ষং বিদাহি বিষ্টম্ভি ব্যবায়ং বেগধারণম্।
করীরং বমনঞ্চাপি মূত্রাঘাতী বিবর্জ্জয়েৎ॥

সকল প্রকার বিরুদ্ধদ্রব্য, ব্যায়াম, নিয়ত পর্য্যটন, রুক্ষদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বংশাঙ্কুর এবং বমন এই সকল, মূত্রাঘাতে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অথাশ্মরীরোগাধিকারঃ।

অথাশ্মরী-নিদানম্।

বাতপিত্তকফৈস্তিস্রশ্চতুর্থী শুক্রজাপরা।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অশ্মর্য্যঃ স্যুর্যমোপমাঃ॥
বিশোষয়েদ্বস্তিগতং সশুক্রং
মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা।
যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু
ক্রমেণ পিত্তেষ্বিব রোচনা গোঃ॥
অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যসম্ভবলক্ষণে।
বিশেষণং শর্করায়াঃ শৃণু কীর্ত্তয়তো মম॥
পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাচ্ছোষ্যমাণা চ বায়ুনা।
বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শর্করা মতা॥
হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্ব্বলঃ।
তয়া ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্॥
মূত্রবেগনিরস্তাভিঃ প্রশমং যাতি বেদনা।
যাবদস্যাঃ পুনর্নৈতি গুড়িকা স্রোতসো মুখম্॥

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র দ্বারা অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং অশ্মরী চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও শুক্রজ। শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন, সকল প্রকার অশ্মরীরই সমবায়ি-কারণ শ্লেষ্মা। শুক্রাশ্মরীর সমবায়ি-কারণ শুক্র। কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ি-কারণ কফ। অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, অচিকিৎসিত হইলে নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইলে অশ্মরী-রূপে পরিণত হয়। যেমন গো-পিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে গোরোচনা-রূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শর্করা। অশ্মরী ও শর্করার কারণ ও লক্ষণ তুল্যরূপ জানিবে। তবে শর্করার বিশেষ বিবরণ শুন। মূত্র শুক্র ও কফ প্রথমে পিত্তোষ্মা দ্বারা পক্ক, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা শোষিত এবং কফ দ্বারা আশ্লিষ্ট হইলে, তাহাকে অশ্মরী বলা যায়। ঐ অশ্মরী যদি কোন কারণে কফ-সংশ্লেষরহিত হয়, তাহা হইলে শর্করাবৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাকেই শর্করা কহে। সেই শর্করা হইতে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। ইহাতে হৃৎ-পীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশ্মরী-গুড়িকা অর্থাৎ শর্করা মূত্রবেগে যখন স্রোতো-মুখে আসিয়া সংলগ্ন হয়, তখন দারুণ বেদনা আনয়ন করে, কিন্তু মূত্রবেগ-বর্জ্জিত হইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

(অশ্মরী শর্করারূপে পরিণত হয় বলিয়া এই উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলা যাইতে পারে, সুতরাং অশ্মরী ও শর্করা হইতে জাত মূত্র-কৃচ্ছ্রদ্বয়ও এক জাতীয়, অতএব শর্করাজ মূত্র-কৃচ্ছ্রকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের অন্তর্ভূত গণনা করিয়া সমুদায়ে আট প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অভি-হিত হইয়াছে)।

অথাশ্মরী-চিকিৎসা।

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ।
ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি॥

অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, ইহা সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, তরুণ অশ্মরী ঔষধ-সাধ্য, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক।

তস্য পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে।
তেনাস্যাপচয়ং যাতি ব্যাধের্মূলান্যশেষতঃ॥

অশ্মরী রোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলেই স্নেহাদি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কারণ তদ্দ্বারা ব্যাধির মূল বিনষ্ট হয়।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্।
যবক্ষারগুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ মাষা ও পুরাতন গুড় ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতাশ্মরীর শান্তি হইবে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথঃ।

শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থপাষাণ-শিগ্রু-বরুণগোক্ষুরৈঃ।
অভয়ারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
রামঠক্ষারলবণ-চূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্।
হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদমেঢ্রগম্॥

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, শজিনা, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোন্দালফল ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্র-কৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠ কটী উরু গুহ্য ও মেঢ়গত বাত প্রশমিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নির প্রদীপক।

উষকাদিগণঃ।

উষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয়গুগ্‌গুলু।
শিলাজতু তুত্থকঞ্চ উষকাদিরুদাহৃতঃ॥
উষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোধনঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্র-শূলঘ্নঃ কফগুল্মনুৎ॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিঙ্গু, হিরাকসদ্বয় (ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ), গুগ্‌গুলু, শিলাজতু ও তুঁতে ইহাদিগকে উষকাদি গণ কহে। উষকাদিগণ কফনাশক, মেদোবিশোধক

এবং ইহা অশ্মরী, শর্করা, মূত্রশূল ও কফগুল্ম নাশক।

বরুণাদিকষায়ঃ।

বরুণত্বক্‌কষায়স্তু পীতস্তু গুড়সংযুতঃ।
অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলবিনাশনঃ॥

বরুণছালের কষায় গুড়সংযুক্ত করিয়া পান করিলে, অশ্মরী আশু নিপতিত এবং বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

পিবেদ্ বরুণমূলত্বক্‌-ক্বাথং তৎকল্কসংযুতম্।
ক্বাথঞ্চ শিগ্রুমূলোত্থঃ কদুষ্ণোঽশ্মরীনাশনঃ॥

বরুণমূলের ছালের ক্বাথে, বরুণমূলের ছালের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শজিনামূলের ছালের ক্বাথও ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগরবরুণগোক্ষুরপাষাণভেদকপোতবঙ্কক্বাথঃ।
গুড়যাবশূকমিশ্রঃ পীতো হন্ত্যশ্মরীমুগ্রাম্॥

শুঁঠ, বরুণছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী ও কপোতবঙ্ক (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ) ইহাদের ক্বাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উগ্র অশ্মরীও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণত্বক্‌শিলাভেদ-শুণ্ঠীগোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ।
কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি॥
শ্বদংষ্ট্রৈরণ্ডপত্রাণি নাগরং বরুণত্বচম্।
এতৎ ক্বাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরীভেদনম্॥

বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণছাল, ইহাদের ক্বাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অশ্মরী ভেদ হইয়া থাকে।

বৃহদ্‌বরুণাদিঃ।

বারুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
তালমূলী কুলত্থঞ্চ কুশাদি পঞ্চমূলকম্॥
শর্করাক্ষারসংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ॥

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলত্থকলাই, কুশাদি তৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ।৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবূকাৎ ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ।
আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ং দিনানি সপ্তাশ্মরিভেদনার্থম্॥
(সর্ব্বং মিলিত্বা মাষচতুষ্টয়ম্)

গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, এরণ্ড, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের মূল মিলিত ৪ মাষা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া অনম্লদধিতে আলোড়ন করিয়া সাত দিন পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

এলাদিঃ।

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদঃ
কৌন্তীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ।
ক্বাথং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং
সশর্করে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

এলাইচ, পিপ্পলী, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ড, ইহাদের ক্বাথে ৩।৪ মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্।
অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পিবেদশ্মরীনাশনম্॥
শুক্রাশ্ময্যাস্তু সামান্যো বিধিরশ্মরীনাশনঃ॥

গোক্ষুর-বীজচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া মেষী-দুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শুক্রাশ্মরী রোগে, অশ্মরী-রোগোক্ত সাধারণ চিকিৎসা করিবে।

প্রপিবেৎ তালমূল্যা বা কল্কং বুষিতবারিণা।
তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্মরীপাতনম্॥

তালমূলী অথবা গোক্ষচাকুলে বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে অশ্মরী শীঘ্র নিপতিত হয়।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্ট্বা।
পিবতি তস্য হি দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্মরী নূনম্॥

নারিকেল ফুল ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা, জলে বাটিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

পাষাণভেদাদ্যং চূর্ণং ঘৃতঞ্চ।

পাষাণভেদং বৃষকং শ্বদংষ্ট্রা
পাঠাভয়াব্যোষশটীনিকুম্ভাঃ।
হিংস্রাথরাখাশিতিমারকাণা-
মেব্বারুকাচ্চ ত্রপুষাচ্চ বীজম্॥
উপকুঞ্চিকা হিঙ্গু সবেতসাম্লং
স্যাদ্ দ্বে বৃহত্যৌ হবুষা বচা চ।
চূর্ণং পিবেদশ্মরিভেদি পক্বং
সর্পিশ্চ গোমূত্রচতুর্গুণং তৈঃ॥

পাষাণভেদী, বাসক, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শটী, দন্তী, কালিয়াকড়া, বনযমানী, শালঞ্চ, কাঁকুড়বীজ, শশাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অম্লবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষা ও বচ ইহাদের চূর্ণ জলসহ পান করিবে অথবা এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা ঘৃতের চতুর্গুণ গোমূত্র সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদ্যবর্গঃ।

জাতীফলং বরী দর্ভং শর্করা চ তথৈব চ।
এলা চৈব লবঙ্গানি সর্পিষা সগুড়ত্বচম্॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি কারয়েচ্চৈব যত্নতঃ।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং তথৈব চ।
স্রোতোরোধং নিহন্ত্যাশু প্রমেহনিখিলানি চ॥

জাতীফল, শতমূলী, কুশ, চিনি, এলাইচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই জাতীফলাদ্য বর্গ সেবনে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, স্রোতোরোধ ও সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়।

তিলাদিক্ষারযোগঃ।

তিলাপামার্গকদলী-পলাশযবসম্ভবঃ।
ক্ষারঃ পেয়োঽবিমূত্রেণ শর্করাশ্মরিজিদ্ ভবেৎ॥
(ছাগমূত্রেণেতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ।)

তিলনাল ভস্ম, আপাঙ্গ ভস্ম, কদলীকাণ্ড ভস্ম, পলাশকাণ্ড ভস্ম, যবনাল ভস্ম (মিলিত /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্ষার জল ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করত সমুদায় জল নিঃশেষিত করিবে) ইহাদের ক্ষারচূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মেষ বা ছাগমূত্রের সহিত সেব্য। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয়।

পাষাণবজ্রো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং রসৈঃ শ্বেতপুনর্নবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দিনং খল্লে রুদ্ধা তদ্ ভূধরে পচেৎ॥
দিনান্তে তৎ সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদ্ গুড়সংযুতম্।
অশ্মরীং বস্তিশূলঞ্চ হন্তি পাষাণবজ্রকঃ॥
গোরক্ষকর্কটীমূল-কাথং কৌলথকং তথা।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলম্॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শ্বেত পুনর্নবার রসে এক দিন খলে মর্দ্দন করিয়া ভূধর-যন্ত্রে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করত গুড়সহ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গোরক্ষকর্কটী মূলের এবং কুলথ কলায়ের কাথ। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অশ্মরী (পাথুরী) ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

পাষাণভিন্নঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্।
শ্বেতপুনর্নবাবাসা-রসৈঃ শ্বেতাপরাজিতৈঃ॥
প্রতিদিনং ত্র্যহং মর্দ্দ্যং শুষ্কং তদ্ ভাণ্ডসংপুটে।
স্বেদয়েদ্ দোলিকাযন্ত্রে সংশুষ্কং তদ্ বিচূর্ণয়েৎ॥
রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জশ্চাশ্মরীং হরেৎ।
ভূধাত্রীফলবিশালাং পিষ্ট্বা দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
কুলথকাথসংপীতমনুপানং সুখাবহম্॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে শ্বেত পুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে নিরোধ করত দোলা-যন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ভূঁই আমলার ফল ও রাখাল শশার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। কিংবা কুলথের কাথের সহিত সেব্য। ইহাতে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

ত্রিবিক্রমো রসঃ।

মৃততাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যং গতে দ্রবে।
তৎ তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
নিগুণ্ডিস্বরসৈমর্দ্দ্যং দিনং তদ্গোলকীকৃতম্।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্ত্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্॥
বীজপূরস্য মূলঞ্চ সজলঞ্চানুপায়য়েৎ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ॥

(ত্রিবিক্রমরসে তাম্রতুল্যং ছাগীদুগ্ধং দত্ত্বা পাচ্যম্। দুগ্ধে নিঃশেষিতে তাম্রতুল্যং রসগন্ধকং নিক্ষিপ্য নিগুণ্ডীরসৈর্দিনৈকং সংমর্দ্দ্য বালুকাযন্ত্রে যামৈকং পচেৎ। মাত্রা চাস্য গুঞ্জাদ্বয়পরিমিতা। রসেন্দ্র টীঃ।)

শোধিত তাম্রে সমপরিমিত ছাগীদুগ্ধ মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। যখন দুগ্ধ নিঃশেষ হইবে, তখন ঐ তাম্রের সমান শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া নিসিন্দারসে এক দিন মর্দ্দন করত বালুকা-যন্ত্রে এক প্রহর পাক করিয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। টাবালেবুর মূল ও জল অনুপানে সেবনীয়। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

পাষাণাদ্যং ঘৃতম্।

পাষাণভেদো বস্বকো বশিরোঽশ্মন্তকস্তথা।
শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
কপোতবঙ্কার্ত্তগল-কাঞ্চনোশীরগুচ্ছকাঃ।
বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্॥
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ।
ঊষকাদিপ্রতীবাপমেষাং কাথে শৃতং ঘৃতম্॥
ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ।
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে॥

পাষাণভেদী, আকন্দ, রক্তাপামার্গ, আম-রুল, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবঙ্ক (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রাবশিষ্ট বৃক্ষ বিশেষ), নীলাঝণ্টী, কাঞ্চন, বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্যোণাক, বরুণ, সেগুন-ফল, যব, কুলথ কলাই কুল ও নির্ম্মলীফল, এই সকল দ্রব্যের কাথে ও ঊষকাদি গণের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরি উক্ত বাতনাশক দ্রব্যসমূহের সহিত ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুশাদ্যং ঘৃতম্।

কুশঃ কাসঃ শরো গুন্দ্র ইৎকটো মোরটোঽশ্মভিৎ।
দর্ভো বিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ॥
ভল্লুকঃ পাটলী পাঠা পত্তূরোঽথ কুরুণ্টিকা।
পুনর্নবে শিরীষশ্চ কথিতাস্তেষু সাধিতম্॥
ঘৃতং শিলাহ্বমধুকৈর্বীজৈরিন্দীবরস্য চ।
ত্রপুসৈর্ব্বারুকাণাং বা বীজৈশ্চাবাপিতং শৃতম্।
ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ॥
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ।
ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে॥

কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, উলুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বারাহীকন্দ, শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, আক-নাদি, শালঞ্চ, পীতঝিণ্টা, রক্ত পুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা ও শিরীষ এই সকল দ্রব্যের কাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশাবীজ ও কাঁকুড়বীজ, ইহাদের কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উক্ত পিত্তনাশক বর্গে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বরুণাদ্যং ঘৃতম্।

গণে বরুণকাদৌ চ গুগ্গুল্বেলা'হরেণুভিঃ।
কুষ্ঠমুস্তাহ্বমরিচ-চিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ॥
এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরী' ক্ষিপ্রমেব তু॥
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ।
ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥

বরুণাদি গণের কাথে এবং গুগ্গুলু, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু, ইহাদের এবং ঊষকাদি গণের কল্কে যথাবিধি ছাগঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে কফজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরি উক্ত কফনাশক গণের সহিত ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধানে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বরুণঘৃতম্।

বরুণস্য তুলাং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বরুণং কদলী বিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্।
অমৃতা চাশ্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্॥
শতপর্ব্বা তিলক্ষারং পলাশক্ষারমেব চ।
যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ॥
অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া।
জীর্ণে চাস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণস্য মস্তুনা।
অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ॥
(পূর্ব্বমিতি ভোজনাৎ পূর্ব্বম্।)

ঘৃত ৴৪ সের। কাথার্থ—কুট্টিত বরুণছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বিল্বছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, শশার বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার ও যূঁইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। দেশ কালাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে, ভোজনের পূর্ব্বে পুরাতন গুড়সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

কুলত্থাদ্যঘৃতম্।

কুলত্থসিন্ধুত্থবিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলিবাবশূকম্।
বীজানি কুষ্মাণ্ডকগোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেন্না বরুণস্য তোয়ে॥
দুঃসাধ্যসর্ব্বাশ্মবিমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবন্ধম্।
এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং প্ররূঢবৃক্ষানিব বজ্রপাতম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। কাথার্থ—বরুণছাল ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কুলথকলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ, গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে দুঃসাধ্য সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

বীরতরাদ্যং তৈলম্।

বধ্মাধিকারে যৎ তৈলং সৈন্ধবাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তৎ তৈলং দ্বিগুণং ক্ষীরং পচেদ্ বীরতরাদিনা॥
কাথেন পূর্ব্বকল্কেন সাধিতস্য ভিষগ্বরৈঃ।
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমশ্মরীণাং বিনাশনম্॥
মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতেঽপি বা।
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈব প্রশস্যতে॥

ব্রধ্ন-(কুচ্কি)-চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদি তৈল, পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত কাথাদির সহিত পাক করিবে অর্থাৎ তাহা, দ্বিগুণদুগ্ধ ও চতুর্গুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাদিগণের কাথ এবং পূর্ব্বকল্ক সহ অর্থাৎ সৈন্ধবাদি তৈল পাক করিতে যে কল্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই কল্ক সহ পাক করিবে। অশ্মরীবিনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ তৈল। মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রশস্ত।

বরুণাদ্যং তৈলম্।

ত্বক্পত্রপুষ্পমূলস্য বরুণাৎ সত্রিকণ্টকাৎ।
কষায়েণ পচেৎ তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ।
শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।

(ক্বাথার্থং বরুণকস্ত যথালাভং ত্বক্‌পত্রমূলপুষ্পং পল ৩২, গোক্ষুর পল ৩২, জল শং ৬৪, শেষ শং ১৬, অকল্কমিদং তৈলম্।)

বরুণের ত্বক্ পত্র পুষ্প ও মূল (যথালাভ) ৩২ পল এবং গোক্ষুর ৩২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথে তৈল পাক করিয়া, সেই তেল, বস্তিতে ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শর্করা অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইবে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অশ্মরীরোগে পথ্যানি।

বস্তিবিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং
স্বেদোঽবগাহোঽপি চ বারিসেচনম্।
যবাঃ কুলত্থাঃ প্রপুরাণশালয়ো
মদ্যানি ধন্বাণ্ডজসম্ভবা রসাঃ॥
পুরাণকুষ্মাণ্ডফলঞ্চ তল্লতা
গোকণ্টকো বারুণশাকমার্দ্রকম্।
পাষাণভেদী যবশূকবেণবঃ
স্থিরা সমাকর্ষণমশ্মনামপি॥
এতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি সর্ব্বদা
মৃদেহশ্মরীরোগনিপীড়িতানাম্॥

বস্তিক্রিয়া, বমন, বিরেচন, উপবাস, স্বেদ, অবগাহন, জলসেচন, যব, কুলথকলায়, পুরাতন শালিতণ্ডুল, মদ্য, মরুদেশজাত এবং অণ্ডজ (পক্ষী ও মৎস্যাদি) প্রাণির মাংসরস, পুরাণ কুমড়া, কুমড়ার ডাঁটা, গোক্ষুর, বরুণের কচি পাতা, আদা, পাষাণভেদী, যবক্ষার, বংশতণ্ডুল, শালপানি এবং অশ্মরী আকর্ষক দ্রব্য, এই সকল অশ্মরী-পীড়িত রোগির পথ্য।

অশ্মরীরোগেঽপথ্যানি।

মূত্রস্য শুক্রস্য চ বেগমল্পং বিষ্টম্ভি রুক্ষং গুরু চান্নপানম্।
বিরুদ্ধপানাশনমশ্মরীমান্ বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

মূত্রবেগ ও শুক্রবেগ ধারণ, অম্লদ্রব্য, বিষ্টম্ভী রুক্ষ গুরু এবং বিরুদ্ধ অন্নপানীয় ভোজন এই সমস্ত অশ্মরীরোগে অবহিতচিত্তে সতত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽশ্মরীরোগাধিকারঃ।

অথ প্রমেহরোগাধিকারঃ।

—:*:—

অথ প্রমেহ-নিদানম্।

আস্থাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি
গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি।
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ
প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্॥
মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ
ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য।
করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈ-
স্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি॥
ক্ষীণেষু দোষেম্ববকৃষ্য ধাতূন্
সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ।
সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্
যাপ্যা ন সাধ্যঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ।
সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বা-
ন্মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে॥
কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা
মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ।
মজ্জা রসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ
প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ॥
দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্‌রূপং পাণিপাদয়োঃ।
দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥
সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা॥
দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ।
মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে॥
অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্।
মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্॥
ইক্ষো রসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ॥
সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি।
সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধো ঘনম্॥
সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহলং সিতম্।
শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি॥
মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্।
শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্॥
শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি।
লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্॥
গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ।
নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্॥
হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ।
বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম্॥
বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ।
বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ॥
মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্ম্মুহুঃ।
কষায়ং মধুরং রূক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্‌বুধঃ॥
হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্।
সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি॥
অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ।
উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্॥
বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ।
দাহস্তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছা বিড়্‌ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্॥
বাতজানামুদাবর্ত্তঃ কম্পহৃদ্‌গ্রহলোলতাঃ।
শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে॥

নিশ্চিন্তভাবে কেবলমাত্র উপবেশনজনিত সুখানুভব বা নিদ্রালুতা, সর্ব্বপ্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ (সজল দেশজাত বরাহ কচ্ছপাদি) মাংসের যূষ, নূতন অন্ন-পানীয়, গুড়জাত দ্রব্য সমূহ এবং অপরাপর যাবতীয় কফজনক দ্রব্য, প্রমেহ রোগের হেতু।

(কফজনিত মেহের আধিক্য ও সাধ্যত্ব হেতু, সর্ব্বাগ্রে কফজ মেহের, তৎপরে যথাক্রমে পিত্তজ ও বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে।)

বস্তিগত কফ, মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহ রোগ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্ত, উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবন দ্বারা কুপিত হইয়া উক্ত মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। এবং ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বায়ু, বসা মজ্জা ওজঃ ও লসীকা নামক ধাতু সকলকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

কফজনিত, দশ প্রকার মেহ সাধ্য। কারণ তাহাদের সমক্রিয়ত্ব আছে। অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে যে ভেষজ দ্বারা কফ-দোষের শান্তি হয়, সেই সেই ভেষজ দ্বারা কফ-দোষের দূষ্য পদার্থেরও সমতা হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ছয় প্রকার মেহ, বিষমক্রিয়ত্ব-হেতু যাপ্য অর্থাৎ মধুরাদি যে ভেষজ পিত্তহর তাহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে ভেষজ মেদোহর, তাহা পিত্তকর; এইরূপ ক্রিয়াবৈষম্য হেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত চারিপ্রকার মেহ মহাত্যয়ত্ব হেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ু মজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহুবিপত্তিজনক ও আশু অনিষ্টকারী হওয়াতে কোন প্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না, সুতরাং বায়ুজ মেহ অসাধ্য।

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহেই বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ এবং মেদঃ, রক্ত, শুক্র, দৈহিক জলীয় পদার্থ, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্যগত স্নেহ), রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুসার) ও মাংস এই সকল দূষ্য পদার্থ। সমুদায়ে ২০ প্রকার মেহ, তন্মধ্যে কফজ ১০, পিত্তজ ৬ ও বায়ুজ ৪ প্রকার।

মেহ রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত ও চক্ষু কর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলবর্ণতা, এই দুইটি লক্ষণ সকল প্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বাতজাদি সকল প্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকল সমান, তথাপি মেহরোগ যে একরূপ না হইয়া বিংশতি প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই;—যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগ-বিশেষে কপিলাদি নানা প্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহসম্বন্ধে দোষ ও দূষ্য পদার্থ সকলের প্রভেদ না থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগ-বিশেষে, মূত্রের বর্ণাদি-ভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহ-রোগের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ, এই ১০টী কফজ।

তন্মধ্যে উদকমেহে রোগী—স্বচ্ছ, বহু-পরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলবৎ, গন্ধহীন, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্রত্যাগ করে।

ইক্ষুমেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়।

সান্দ্রমেহে প্রস্রাব পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।

পিষ্টমেহে মূত্রণকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহু পরিমাণে পিটুলি গোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে।

শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে।

সিকতামেহে বালুকা-কণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়।

শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে।

শনৈর্মেহে শনৈঃ শনৈঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়।

লালামেহে লালাযুক্ত তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়।

ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ, এই ৬টী পিত্তজ।

ক্ষারমেহে, ক্ষার-জলের ন্যায় গন্ধ বর্ণ স্বাদ ও স্পর্শ বিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়।

নীলমেহে নীলবর্ণ এবং কালমেহে মসী-নিভ মূত্র নিঃসৃত হয়।

হারিদ্রমেহে, মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালে জ্বালা হইয়া থাকে।

মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত ও মঞ্জিষ্ঠা-জলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।

রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়

বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই ৪টী বাতজ।

তন্মধ্যে বসামেহে মুহুর্ম্মুহুঃ বসাভ বা বসামিশ্র মূত্র নির্গত হয়। (সুশ্রুত গ্রন্থে এই বসামেহ সর্পির্মেহ নামে পঠিত)।

মজ্জমেহে মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র মূত্র প্রস্রুত হয়।

ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায় মধুর ও রুক্ষ হইয়া থাকে। (চরকগ্রন্থে এই ক্ষৌদ্রমেহ মধুমেহ নামে পঠিত।)

হস্তিমেহে রোগী মত্তহস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জ্জিত মূত্রত্যাগ করে। কখন বা মূত্ররোধ হইয়া যায়। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকা নামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

কফজ-মেহের উপদ্রব।—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, আর্দ্র কাস ও পীনস।

পিত্তজ-মেহের উপদ্রব।—বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবদ্বেদনা, পাকনিবন্ধন অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদ্গার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ।

বাতজ মেহের উপদ্রব।—উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোষ (যক্ষ্মা), কাস ও শ্বাস।

প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণম্।

প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলম্।
বিষদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে॥

প্রমেহরোগির মূত্র আবিলতাবিহীন, অপিচ্ছিল, স্বচ্ছ এবং তিক্ত-কটুরস বিশিষ্ট হইলে রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে।

অথ প্রমেহরোগ-চিকিৎসা।

স্থূলঃ প্রমেহী বলবানিহৈকঃ কৃশস্তথান্যঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং সংশোধনং দোষবলাধিকস্য॥

প্রমেহরোগির মধ্যে কেহ বা স্থূল ও বলবান্, কেহ বা কৃশ ও দুর্ব্বল থাকে। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ অর্থাৎ বলমাংসবৃদ্ধিকারক ঔষধ এবং বলবান্ ও প্রভূতদোষাক্রান্তের পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়।

উদ্ধৃত্য তথাধশ্চ মলেঽপনীতে মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্।
সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী তস্য ক্রিয়া সংশমনং বিধেয়া॥

মেহরোগে বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল উদ্ধাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। যে প্রমেহরোগির বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে শমন ঔষধ বিধেয়।

শ্লেষ্মজদশবিধ-প্রমেহ-চিকিৎসা।

হরীতকীকট্‌ফলমুস্তলোধ্রাঃ পাঠাবিড়ঙ্গার্জ্জুনধন্বনাশ্চ।
উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গং কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ॥
দার্ব্বী বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ
সুরাহ্বকুষ্ঠাগুরুচন্দনানি।
দার্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা সপাঠা
পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা।
যবান্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী
জম্বুঃ শিবা চিত্রকসপ্তপর্ণৌ।
পাদৈঃ কষায়া কফমেহিনাং তে
দশোপদিষ্টা মধুসংপ্রযুক্তাঃ॥
জলপ্রমেহেক্ষুরসপ্রমেহে
সান্দ্রপ্রমেহে চ সুরাপ্রমেহে।
পিষ্টপ্রমেহেঽপি চ শুক্রমেহে
এবাদমী স্যুঃ সিকতাপ্রমেহে।
শীতপ্রমেহে চ শনৈঃপ্রমেহে
লালাপ্রমেহেঽপি যথাক্রমেণ॥

হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা ও লোধ। আক্‌নাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন ও ধামনা। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগরপাদুকা ও বিড়ঙ্গ। কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন ও যমানী। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ,

খদির ও ধাওয়া। দেবদারু, কুড়, অর্জ্জুন ও চন্দন। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, ত্রিফলা, আকনাদি। আকনাদি, মূর্ব্বা ও গোক্ষুর। যমানী, বেণার মূল, হরীতকী ও গুলঞ্চ। জামছাল, হরীতকী, চিতা ও ছাতিম। এই দশটি যোগের কষায়, মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই দশটি কষায়, যথাক্রমে প্রযুক্ত হইয়া, উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ, এই দশটি মেহ নিবারণ করে।

পারিজাতজয়ানিম্ব-বহ্নিগায়ত্রিণাং পৃথক্।
পাঠায়াঃ সাগুর্ব্বোঃ পীতা-দ্বয়স্য শারদস্য চ ॥
জলেক্ষুমদ্যসিকতা-শনৈর্লবণপিষ্টকান্।
সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ ঘ্নন্তি চাষ্টৌ ক্বাথাঃ সমাক্ষিকাঃ ॥

পালিধামান্দারের ক্বাথ, জয়ন্তীর ক্বাথ, নিমের ক্বাথ, চিতার ক্বাথ, খদিরের ক্বাথ, আকনাদি ও অগুরুর ক্বাথ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার ক্বাথ, ছাতিমের ক্বাথ, এই আট প্রকার ক্বাথ, মধু সহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রমে জলমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ এবং সান্দ্রমেহ নিবারিত হয়।

শনৈর্মেহিনাং ত্রিফলাগুড়ূচীকষায়ম্, পিষ্টমেহিনাং হরিদ্রাদ্বিতয়কষায়ম্, সিকতামেহিনাং নিম্বকষায়ম্, উদকমেহিনাং পারিজাতকষায়ং পায়য়েৎ। সান্দ্রমেহিণাং সপ্তপর্ণকষায়ম্, লালামেহিনাং ত্রিফলারগ্বধকষায়ং পায়য়েৎ। শুক্রমেহিনাং দূর্ব্বাশৈবলপ্লবকরঞ্জকসেরুককষায়ং ককুভচন্দনকষায়ং বা, শীতমেহিনাং পাঠাগোক্ষুরকষায়ম্, ইক্ষুমেহিণাং নিম্বকষায়ম্, সুরামেহিণাং শাল্মলীকষায়ং পায়য়েৎ ॥

শনৈর্মেহে, ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কষায়, পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কষায়, সিকতামেহে নিমের কষায়, উদকমেহে পালিধার কষায়, সান্দ্রমেহে ছাতিমের কষায়, লালামেহে ত্রিফলা ও সোন্দালের কষায়, শুক্রমেহে দূর্ব্বা, শৈবাল, কৈবর্ত্তমুতা, করঞ্জ ও কেশুরের কষায়; অথবা অর্জ্জুন ও চন্দনের কষায়, শীতমেহে আকনাদি ও গোক্ষুরের কষায়, ইক্ষুমেহে নিমের কষায়, সুরামেহে শিমুলের কষায় পান করিতে দিবে।

অথ পিত্তজপ্রমেহ-চিকিৎসা।

লোধ্রার্জ্জুনোশীরকুচন্দনানা-
মরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাম্।
ধাত্র্যর্জ্জুনারিষ্টকবৎসকানাং
নীলোৎপলৈলা তিনিশার্জ্জুনানাম্ ॥
চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ
পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ ॥

লোধ, অর্জ্জুন, বেণার মূল ও রক্তচন্দন। নিম, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী। আমলকী, অর্জ্জুন, নিম ও কুড়চি। নীলোৎপল, এলাচ, তিনিশ ও অর্জ্জুন। এই চারিটী যোগের ক্বাথ মধু সহ প্রয়োজিত হইলে, পিত্তজ মেহ নিবারিত হয়।

উশীরলোধ্রার্জ্জুনচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্।
পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়াপদ্মকবৃক্ষকাণাম্ ॥
লোধ্রাম্বুকালীয়কধাতকীনাং
নিম্বার্জ্জুনাম্রাতনিশোৎপলানাম্।
মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রকনীলকৃষ্ণ-
ক্ষারাখ্যরক্তে ক্রমশঃ কষায়াঃ ॥

(পদ্মকমিত্যত্র কচিৎ পুষ্করং কচিৎ মুস্তক ইতি পাঠান্তরম্।)

বেণার মূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী। পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ। মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুড়চি। লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুল। নিমছাল, অর্জ্জুন, আমড়াছাল, হরিদ্রা ও নীলোৎপল। এই ছয়টি যোগের ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহারা যথাক্রমে মাঞ্জিষ্ঠমেহ, হারিদ্রমেহ, নীলমেহ, মসীমেহ, ক্ষারমেহ ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার মেহ বিনষ্ট করে।

অশ্বত্থাচ্চতুরঙ্গুল্যান্ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াৎ।
সক্ষীরবৃক্ষসারাচ্চ ক্বাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ ॥

নীলহারিদ্রশুক্রাখ্য-ক্ষারমাঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্।
মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ।
ক্বাথঃ খর্জ্জুরকাশ্মর্য্য-তিন্দুকাস্থামৃতাকৃতঃ॥

অশ্বত্থের ক্বাথ, শোন্দালের ক্বাথ, ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ এবং মধুক ও রক্তচন্দনের ক্বাথ, এই পাঁচ প্রকার ক্বাথ মধুসহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রম নীলমেহ, হারিদ্রমেহ, শুক্রমেহ, ক্ষারমেহ ও মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয়। খর্জ্জুর, গাম্ভারী ফল, গুলঞ্চ ও গাবফলের বীজ ইহাদের ক্বাথ সুশীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাবহ্নিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্।
তিক্তাকুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মেহে পিবেন্নরঃ॥

গুলঞ্চ ও চিতার ক্বাথে আকনাদি, কুড়চি, হিং, কটকী ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্পির্মেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

পাঠাশিরীষদুস্পর্শ-মূর্ব্বাকিংশুকতিন্দুকৈঃ।
কপিত্থানাং ভিষক্ ক্বাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ॥

আকনাদি, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বা, কিংশুক, গাব ও কয়েৎবেল ইহাদের ক্বাথ, হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে।

পূগারিমেদয়োঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিনাম্॥

পূগঃ পর্কটিরিতি বৃন্দঃ।

সুপারি (বৃন্দ মতে—পাকুড়) ও গুয়েবাবলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মধুমেহ নিবারিত হয়।

চাঙ্গেরীমেদয়োঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিনাম্।

মধুমেহে, আমরুল ও মেদার ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

বসামেহিনামগ্নিমন্থকষায়ং শিংশপাকষায়ং বা।

বসামেহে গণিয়ারি বা শিংশপার ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

অথ দ্বন্দ্বজমেহ-চিকিৎসা।

——:*:——

কম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি বৈভীতরৌহীতককৌটজানি।
কপিত্থপুষ্পাণি চ চূর্ণিতানি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী॥

কফমেহী বা পিত্তমেহী, কমলাগুঁড়ি, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহিতক (রক্তপুষ্পবৃক্ষবিশেষ), কুড়চি ও কয়েৎবেল ইহাদের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

হরীতকীকট্‌ফলমুস্তলোধ্র-রক্তচন্দনোশীরকৃতঃ কষায়ঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ কফবাতমেহং নিহন্তি পীতারজসা চ পীতঃ।

হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা, লোধ, বেণার মূল ও রক্তচন্দনের ক্বাথে, মধু বা হরিদ্রা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মমেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গরজনীবন্দ-খদিরোশীরপূগজঃ।
ক্বাথঃ পীতো নিহন্ত্যাশু মেহং পিত্তানিলোদ্ভবম্॥

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণার মূল ও গুবাক ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্তোদ্ভব মেহ আশু নিবারিত হয়।

অথ ত্রিদোষজমেহ-চিকিৎসা।

——:*:——

ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্দ-ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা।
গুড়ুচ্যাঃ স্বরসঃ পীতো মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ॥

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ, অথবা গুলঞ্চের স্বরস মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলাদারু-মুস্তকৈরথবা কৃতঃ।

মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত আমলকীর রস অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং
মুস্তঞ্চ নিঃক্বাথ্য নিশাংশকল্কম্।
পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং
সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুত্থিতেষু॥

(নিশায়া অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ সমুদিতক্বাথ্যাপেক্ষয়া স এব কল্কঃ। প্রক্ষেপরূপশ্চূর্ণঃ। ব্যবহারস্তুনেনৈব। চক্র, টীঃ।)

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা ও মুতা ইহাদের ক্বাথে মিলিত দ্রব্যের সিকি ভাগ

হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ করিয়া সকল মেহে প্রয়োগ করিবে।

(কাহারও মতে প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, কাহার মতে ত্রিফলা হইতে মুতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া যত হইবে, হরিদ্রা তত লইবে)।

ত্রিফলালৌহশিলাজতুপথ্যাচূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্।
মধুনা'নরাঙ্গ্বরস হব সর্ব্বান্ মেহান্ নিবারয়তি॥
(প্রত্যেকং ত্রিফলাদিচতুর্ণাং চূর্ণং মধুনা লেহ্যম্।)

ত্রিফলা, লোহ, শিলাজতু বা হরীতকী চূর্ণ, অথবা গুড়ঞ্চের রস, মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবারিত হয়।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ।
তৎ ফলং পঙ্কমধ্যে তু স্থাপয়েদেকরাত্রকম্॥
প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ।
অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্॥

কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি চূর্ণ সজল নারিকেলের মধ্যে নিহিত করিয়া, ঐ নারিকেল পঙ্ক মধ্যে এক রাত্রি মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে উহা উদ্ধৃত করিয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন মেহও নষ্ট হয়।

শতাবর্য্যা রসং নাম্না ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ।
প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥

শতমূলীর রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্য নশ্যতি॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ৵০ ছটাক ও জল ৵০ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরাণ শুক্রমেহও নষ্ট হয়।

পলাশপুষ্পতোলৈকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্।
পিষ্টং শীতাম্ভসা পীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

পলাশপুষ্প ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মেহ নিবারিত হয়।

শাল্মলীত্বগ্রসোপেতং সক্ষৌদ্ররজনীরজঃ।
বঙ্গভস্ম হরেন্মেহান্ পঞ্চাননঃ ইব দ্বিপান্॥

শিমুলছালের রস, মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ, এই সকল দ্রব্যের সহিত বঙ্গভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশান্ত হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলাশিলাজতুকণাপাষাণভেদনির্ম্মিতং চূর্ণম্।
তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু॥

এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাষাণভেদী ইহাদের চূর্ণ, তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে আশু প্রমেহ রোগ নিবৃত্ত হয়।

কর্কটীবীজাদি চূর্ণম্।

কর্কটীবীজসিন্ধূত্থ-ত্রিফলাসমভাগিকম্।
পীতমুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ॥

মেহরোগে প্রস্রাব রোধ হইলে কাঁকুড়-বীজ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণম্।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-শ্যোণাকারগ্বধাসনম্।
আম্রজম্বুকপিত্থঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবম্॥
মধূকো মধুকং লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকম্।
পটোলং মেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী॥
করঞ্জত্রিফলাশক্র-ভল্লাতকফলানি চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ।
ফলত্রয়রসঞ্চানু পিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি॥
এতেন বিংশতির্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ।
প্রশমং যান্তি যোগেন পিড়কা ন চ জায়তে।
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং তত্র চাম্রজম্ব্বস্থি গৃহ্যতে॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোণা, সোন্দাল, অসন (পীতশাল), আমের আঁটি, জামের আঁটি, কয়েৎবেল, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধা-মান্দার, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চি ও ভেলার ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ

করিবে। এই চূর্ণের নাম ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা ভিজার জল অনুপান করিলে, বিংশতি প্রকার মেহ ও সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইবে। পিড়কা জন্মিবে না।

কুশাবলেহঃ।

কুশঃ কাশো বীরণশ্চ কৃষ্ণেক্ষুঃ খগগড়স্তথা।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
মধুকং কর্কটীবীজং কর্কারুং ত্রপুষং তথা॥
শুভামলকপত্রাণি ত্বগেলানাগকেশরম্।
বরুণামৃতাপ্রিয়ঙ্গুণাং প্রত্যেকমক্ষসম্মিতম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীঃ।
বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্।
হন্ত্যরোচকমত্যুগ্রং বলপুষ্টিকরং পরম্॥

কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৵৮ সের। এই অবশিষ্ট কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে চিনি ৵২ সের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুমড়া বীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র অরোচক নষ্ট এবং বল ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়।

শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

শালসারাদিতোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতু।
পিবেৎ তেনৈব সংশুদ্ধ-দেহঃ পিষ্টং যথাবলম্॥
জাঙ্গলানাং রসৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদেবং তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত মানবঃ॥
মধুমেহং বিহায়াসৌ শর্করামশ্মরীং তথা।
বপুর্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যনাময়ঃ॥
মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুঞ্জ্যাদন্তাপ্যয়ং গুণঃ॥

(তেনৈবেতি শালসারাদিতোয়েনৈব পিবেৎ। সংশুদ্ধদেহ ইতি বমনাদিনা। তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত ইতি প্রতিদিনমর্দ্ধকর্ষাদিমাত্রয়া। চক্র-টীকা।)

শালসারাদি গণের কাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং শালসারাদি গণেরই কাথের সহিত ঐ শিলাজতু সেবন করিবে। শিলাজতু জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের যূষের সহিত অন্নভোজন করা কর্ত্তব্য। বমনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তি এই ঔষধ (শিলাজতু) অৰ্দ্ধ কর্ষাদি মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিবে। সেবিত ঔষধের মোট পরিমাণ যখন ১২।৷০ সের হইবে, তখন ঔষধ সেবনে নিরস্ত হইবে, ইহাতে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরী রোগ দূরীভূত হইয়া বল, বর্ণ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

শিলাজতু-প্রয়োগের বিধি অনুসারে স্বর্ণমাক্ষিক ধাতু সেবন করাইলেও তদ্রূপ উপকার হয়।

শালসারাদি-লেহঃ।

শালসারাদিবর্গস্য কাথে তু ঘনতাং গতে।
দন্তীলোধ্রশিবাকান্ত-লৌহতাম্ররজঃ ক্ষিপেৎ।
ঘনীভূতমদগ্ধঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি॥

শালসারাদি গণের কাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়মানুসারে যথাবিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কান্তলৌহ ও তাম্র এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। সাবধান থাকিবে, যেন চূর্ণ সকল দগ্ধ হইয়া না যায়, অথচ পাক ঘনীভূত হয়। এই অবলেহ সেবনে সমস্ত মেহ বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরাদি-গুটী।

ত্রিকটুত্রিফলাতুলাং গুগ্গুলুঞ্চ সমাংশকম্।
গোক্ষুরকাথসংযুক্তাং গুটিকাং কারয়েদ্‌বুধঃ॥
দেশকালবলাপেক্ষী ভক্ষয়েচ্চানুলোমিকাম্।
ন চাত্র পরিহারোঽস্তি কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্॥
প্রমেহান্ বাতরোগাংশ্চ বাতশোণিতমেব চ।
মূত্রাঘাতং মূত্রদোষং প্রদরঞ্চাপি নাশয়েৎ॥

ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগ, উভয়ের সমান গুগ্গুলু; একত্র গোক্ষুরের কাথে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দেশ, কাল ও রোগির বল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রদুষ্টি, প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভা গুটী।

বেল্লব্যোষফলত্রিক ৎ ত্রিলবণং দ্বিক্ষারচব্যানল-
শ্যামাপিপ্পলিমূলমুস্তকশটীমাক্ষীকধাতুত্বচঃ।
যড়্গ্রন্থামরদারুক্ষারণকণাভূনিম্বদন্তীনিশা-
পত্রৈলাতিবিষাঃ পিচুপ্রতিমিতা লৌহস্য কর্ষাষ্টকম্॥
ত্বক্ক্ষীরী পলিকা পুরাদ্দশ পলান্যষ্টৌ শিলাজন্মনো-
মানাৎ কর্ষসমা বৃতেতি গুটিকা সংযোজ্য সর্ব্বং ভিষক্।
তত্রৈব প্রতিবাসরাং সহ ঘৃতক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাদিমাং
তক্রং মস্তু চ গোঘৃতং মধুরসং পশ্চাৎ পিবেন্মাত্রয়া॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব সচল ও বিট্‌লবণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চৈ, চিতা, অনন্তমূল, পিপুলমূল, মুতা, শটী, স্বর্ণমাক্ষিক, গুড়ত্বক্, বচ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, চিরতা, দন্তী, হরিদ্রা, তেজপত্র, এলাইচ ও আতইচ, প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ১০ পল, শিলাজতু ৮ পল; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিবে। অনুপান—তক্র, দধির মাত, গব্য ঘৃত প্রভৃতি।

স্বপ্রয়োগঃ।

মেহান্তকো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহঞ্চ তারবঙ্গত্রিভাগিকম্।
অভ্রকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগার্দ্ধেন সুবর্ণকম্॥
সর্ব্বচূর্ণসমং দদ্যাৎ তালমূলীসুচূর্ণিতম্।
নানারোগহরং শ্রেষ্ঠং বাতপিত্তভবং মহৎ।
কান্তিপুষ্টিকরঞ্চৈব রতিশক্তি বিবর্দ্ধনম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র তিন ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ এবং সকলের সমান তালমূলীচূর্ণ, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক মেহ ও নানারোগ বিনষ্ট হয় এবং কান্তি পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মেহকুলান্তকো রসঃ।

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধপারদগন্ধকম্।
ভূনিম্বং পিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ-বিল্বগোক্ষুরদাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্॥
গোপালকর্কটীমূল-স্বরসৈর্বটিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্।
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োঽথবা।
ধাত্রীফলস্য নির্য্যাসং ক্বাথং কৌলত্থজং পিবেৎ॥

বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা। এই সমুদায় বনকাকুড়ের মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ২ রতি পরিমিত)। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলত্থ কলায়ের কাথ। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হলীমক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।

মৃতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীততোয়ং পিবেদনু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তিমূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্রময়ং পঞ্চাননো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত ১ দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ১ রতি মাত্রায়)। অনুপান—শীতলজল। ইহা সেবন করিলে

প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হইয়া থাকে।

বৃহৎ সোমনাথরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং পালিধারসমর্দ্দিতম্।
রণ্ডাশোধিতগন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
তদ্দ্বয়োর্দ্বিগুণং লৌহং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
অভ্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাক্ষিকং তথা॥
সুবর্ণঞ্চ সমং সর্ব্বং প্রত্যেকঞ্চ রসার্দ্ধকম্।
তৎ সর্ব্বং কন্যকাদ্রাবৈর্মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েৎ তথা॥
ভেকপর্ণীরসেনৈব গুঞ্জাদ্বয়বটীং হিতাম্।
মধুনা ভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগনিবৃত্তয়ে॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্।
মূত্রাতিসারকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্॥
মূত্রদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধুসংজ্ঞকম্।
হস্তিমেহমিক্ষুমেহং লালামেহান্ বিনাশয়েৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সোমসংজ্ঞিতম্।
নাশয়েদ্দ্বন্দ্বজঞ্চ প্রমেহমবিকল্পতঃ॥

পালিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও ইন্দুরকাণি-পাতার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করত তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর ও থুল্কুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও বহুবিধ মূত্রদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেহকুঞ্জরকেশরী রসঃ।

রসগন্ধায়সাভ্রাণি নাগবঙ্গৌ সুবর্ণকম্।
বজ্রকং মৌক্তিকং সর্ব্বমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
শতাবর্য্যারসেনৈব গোলকং শুষ্কমাতপে।
বুদ্ধা শুষ্কং তমুদ্ধৃত্য শরাবে সুদৃঢ় ক্ষিপেৎ॥
সান্ধলেপং মৃদা কুর্য্যাদ্ গর্ত্তায়াং গোময়াগ্নিনা।
পুটেদ্যামচতুঃসংখ্যমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গশীতলম্॥
শ্লক্ষ্ণখল্লে বিনিক্ষিপ্য গোলং তং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দেবব্রাহ্মণপূজাঞ্চ কৃত্বা ধৃত্বাথ কূপিকে॥
খাদেদ্ বল্লদ্বয়ং প্রাতঃ শীতঞ্চাম্বু পিবেজ্জলম্।
অষ্টাদশপ্রমেহাংশ্চ জয়েন্মাসোপযোগতঃ॥
তুষ্টিং তেজো বলং বর্ণং শুক্রবৃদ্ধিঞ্চ দারুণম্।
অগ্নের্বলং বিতনুতে মেহকুঞ্জরকেশরী।
দিব্যং রসায়নংশ্রেষ্ঠং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা এই সকল সমভাগে একত্র করিয়া শতমূলীর রসে মাড়িয়া একটি গোলক করিবে; এই গোলক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শরাবসংপুটে স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহা গর্ত্তমধ্যে গোময়াগ্নিতে ৪ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা—৪ রতি। প্রাতঃকালে ঔষধসেবনান্তে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। এই মেহকুঞ্জরকেশরী এক মাস সেবন করিলে অষ্টাদশ প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ তেজঃ ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

যোগীশ্বরো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রনাগানাং তুল্যভাগং প্রকল্পয়েৎ।
মহানিম্বস্য বীজোত্থং চূর্ণং যোজ্যং ত্রিভিঃ সমম্॥
মধুনা লেহয়েন্মাষং নানামেহপ্রশান্তয়ে।
সক্ষৌদ্ররজনীং চাথ লেহ্যং নিষ্কত্রয়ং সদা।
অসাধ্যঃ নাশয়েন্মেহং বিদ্যাদ্যোগীশ্বরো রসঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, মহানিম্বের বীজচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমস্ত একত্র জল দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে, মধু সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু মিলিত দেড় তোলা সেবন করিতে হইবে। ইহাতে অসাধ্য মেহও নিবারিত হয়।

সর্ব্বেশ্বরো রসঃ।

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু।
লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টী চ পিপ্পলী॥
মরিচং বিশ্বকর্ষৈতি সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
বিমর্দ্দ্যং প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতিসন্নিভম্।

কেশরাজভৃঙ্গরাজ-শক্রাশনরসে পৃথক্।
প্রমেহান্ বিবিধান্ হন্তি মধুমেহং সুদুর্জ্জয়ম্॥
বাতপিত্তসমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বেশ্বরো রসো নাম্না প্রমেহকুলনাশনঃ॥

স্বর্ণ, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, এই সমুদায় একত্র এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। পরে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। (ব্যবহার ২ রতি মাত্রা)। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

বৃহৎ কামচূড়ামণীরসঃ।

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্।
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ জাতীফললবঙ্গকম্॥
বঙ্গভস্ম তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তদর্দ্ধকম্।
চাতুর্জ্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্॥
শতমূলীরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকা ভিষজাকৃতিঃ॥
অনুপানবিশেষেণ রোগাকরবিনাশিনীঃ।
শীতং পয়োঽনুপানঞ্চ কামিনীঃ কাময়েচ্ছতম্॥
বীর্য্যহীনো ভবেদ্ যস্তু যো বা স্যাৎ পতিতধ্বজঃ।
সোঽশীতিবার্ষিকো ভূত্বা যুবৈব রমতেঽঙ্গনাঃ॥
ভেষজৈর্বিবিধৈঃ কিং স্যাদন্যৈশ্চ শতসংখ্যকেঃ।
ফলং ন কিঞ্চিৎ তত্রাস্তি কেবলং গৌরবং মুহুঃ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদস্তি পুষ্টিকরঞ্চ তৎ।
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্যা ভূমিভুজা সদা॥
বিশেষাদ্ ধ্বজভঙ্গঞ্চ সপ্তাহেন বিনাশয়েৎ।
প্রমেহং মূত্ররোগঞ্চ মন্দাগ্নিং শ্বয়থুং তথা।
রক্তদোষঞ্চ নারীণাং পানাদেব বিনশ্যতি॥

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, বঙ্গ প্রত্যেকের এক এক ভাগ, রৌপ্য, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে, বীর্য্যহীন ব্যক্তির বীর্য্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়। বিশেষতঃ ইহা সপ্তাহ সেবনে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ এবং স্ত্রীলোকের রক্তদোষ নিবারিত হয়। শীতলজল সহ সেব্য। রোগের অবস্থা বুঝিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণবঙ্গম্।

প্রক্ষিপেদ্ ভাজনে বঙ্গমায়সে চাপি মৃন্ময়ে।
বিদ্রুতে বহ্নিতাপেন তস্মিংস্তুল্যানকং রসম্॥
ক্ষিপ্ত্বা সঞ্চূর্ণয়েৎ তত্র নরসারঞ্চ গন্ধকম্।
তনুবাসোমৃদালিপ্ত-কাচকূপ্যাং নিধায় চ॥
তৎ সর্ব্বং সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।
পাকাৎ সঞ্জায়তে চিত্রং কীর্ণং হেমকণৈরিব॥
রমণীয়তরং স্বর্ণ-বঙ্গং নাম রসায়নম্।
বল্যং মেহহরং কান্তি-মেধাবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

লৌহ বা মৃন্ময় পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নি তাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে সূক্ষ্মবস্ত্র ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত একটি কাচের শিশিতে ঐ সমুদায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বালুকা যন্ত্রে ৪ প্রহরকাল পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণকণাবৎ পরম রমণীয় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণশক্তি-বর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নি-সন্দীপক ও মেহরোগ নাশক। (ইহার মাত্রা দুই রতি)।

বঙ্গেশ্বরঃ।

রসস্য ভস্মনা তুল্যং বঙ্গভস্ম প্রযোজয়েৎ।
অস্য মাষদ্বয়ং হন্তি মেহান্ ক্ষৌদ্রসমন্বিতম্॥

রসসিন্দূর ও বঙ্গভস্ম সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ নষ্ট হয়।

মহাবঙ্গেশ্বররসঃ।

বঙ্গং কান্তঞ্চ গগনং হেমপুষ্পং সমং সমম্।
কুমারীরসতো ভাব্যং সপ্তবারং ভিষগ্বরৈঃ॥

এষ বঙ্গেশ্বরো নাম প্রমেহান্ বিংশতিং জয়েৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং সোমরোগং পাণ্ডুরোগং মহাশ্মরীম্।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং নাগার্জ্জুনবিনির্ম্মিতম্॥

বঙ্গ, কান্ত লৌহ, অভ্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সোমরোগ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট করে। এই মহাবঙ্গেশ্বর উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো রসঃ।

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রূপ্যং কর্পূরমভ্রকম্।
কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সুতাব্দিংহেমমৌক্তিকম্॥
কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যান্ ন সংশয়ঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো নাম সোমরোগং নিহন্ত্যলম্।
বহুমূত্রং বহুবিধং মধুমেহং সুদারুণম্॥
মূত্রাতিসারং কৃচ্ছ্রঞ্চ ক্ষীণানাং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
ওজস্তেজস্করো নিত্যং স্ত্রীষু সম্যগ্ বৃষায়তে॥
বলবর্ণকরো রুচ্যঃ শুক্রসঞ্জননঃ পরঃ।
ছাগং বা যদি বা গব্যং পয়ো বা দধি নির্ম্মলম্॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।
দদ্যাচ্চ বালে প্রৌঢ়ে চ সেবনার্থং রসায়নম্॥

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় দ্রব্য কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সোমরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি পীড়ায় উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। ইহা বল বর্ণ পুষ্টি তেজঃ ও শুক্রের জনক এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক। অনুপান —ছাগ বা গব্য দুগ্ধ বা উৎকৃষ্ট দধি। ফলতঃ দোষের গতি বুঝিয়া অনুপান কল্পনা করিবে।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ।

(মতান্তরে)

মৃতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্।
হেম বঙ্গঞ্চ মুক্তা চ তাপ্যমেবং সমং সমম্॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণিতং কৃত্বা কহ্লারসবিমর্দ্দিতম্।
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ॥
বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো হ্যেষ রক্তমূত্রে প্রশস্যতে।
শ্বেতমূত্রং বহুমূত্রং কৃচ্ছ্রমূত্রং তথৈব চ॥
সর্ব্বপ্রকারমেহাংস্তু নাশয়েদবিকল্পতঃ।
অগ্নিবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং কান্তিবৃদ্ধিং করোতি চ॥
ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাশু কাসং পঞ্চবিধং তথা।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্॥
শূলং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
ক্রমেণ শীলিতো হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, রক্তমেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

বঙ্গাষ্টকম্।

রসং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতরূপ্যঞ্চ খর্পরম্।
মৃতাভ্রকং মৃতং তাম্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্॥
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্॥
নিশাচূর্ণক্ষৌদ্রযুতং পিবেদ্ধাত্রীরসং হনু।
বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেবপ্রকাশিতম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি আমদোষং বিসূচিকাম্।
বিষমজ্বরগুল্মার্শো-মূত্রাতিসারপিত্তজিৎ।
বায়ুবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবর্হণম্॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান বঙ্গ। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান— মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, আমদোষ, বিসূচিকা, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রকলা।

এলা সকর্পূরশিলা সধাত্রী জাতীফলং কেশরশাল্মলী চ।
সূতেন্দ্রবঙ্গায়সভস্ম সর্ব্বমেতৎ সমানং পরিভাবয়েৎ তু॥

গুড়ূচিকাশাল্মলিকাকষায়ৈর্নিক্কাৰ্দ্ধমানাং মধুনা ততশ্চ।
বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্রকলেতিসংজ্ঞাং মেহেষু সর্বেবষু নিযোজয়েত॥

এলাইচ, কর্পূর, শিলাজতু, আমলকী, জায়ফল, নাগেশ্বর, শিমুলমূল, রসসিন্দুর, বঙ্গ ও লৌহভস্ম এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ। ইহাদিগকে গুলঞ্চ ও শিমুলছালের কাথে ভাবনা দিবে এবং মধুর সহিত মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সকল প্রকার মেহে প্রযোজ্য।

চন্দ্রকান্তিরসঃ।

বিশুদ্ধং পারদং গন্ধং গগনং গতচন্দ্রকম্।
তারং তালং তথা কাংস্যং লৌহং বারিতরং তথা॥
মাক্ষিকং ভস্মস্বর্ণঞ্চ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি ভস্মবঙ্গঞ্চ তৎসমম্॥
রসালত্বগ্ভবৈস্তোয়ৈরামলক্যা রসৈস্তথা।
ততঃ কুলথতোয়েন লজ্জালুস্বরসেস্তথা॥
বটাবরোহতোয়েন রোচনস্বরসেন চ।
ভাবনা খলু দাতব্যা প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্॥
জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলাজাতিকোষকম্।
সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ দত্ত্বা বৈ কল্পয়েদ্বটীম্॥
আমলক্যা রসেনৈব খাদেদেকাং শুভেঽহনি।
চন্দ্রকান্তিরসাখ্যোঽয়ং সর্ব্বমেহবিনাশনঃ॥
বৃষ্যাদ্বৃষ্যতরো জ্ঞেয়ো ক্ষীণানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ।
ধ্বজভঙ্গাদীংস্ত রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
মূত্রাঘাতমশ্মরীঞ্চ মধুমেহং সুদারুণম্।
মূত্রাতীসারমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বহ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্।
নাশয়েদবিকল্পেন বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা।
রেতোবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ধ্বজভঙ্গাদিনাশনঃ॥
(ইত্যাদয়ো বহবো গুণাঃ সন্তি)।

শোধিত পারদ, গন্ধক, নিশ্চন্দ্রক অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দ্দন করিয়া আমছালের কাথ, আমলকীর রস, কুলথকলাইয়ের কাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস ও শিমুলমূলের রস প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জৈত্রী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে উল্লিখিত দ্রব্যের সমান লইয়া চূর্ণ করত একত্র মিশ্রিত করিবে। এই বটী (২ রতি পরিমিত) আমলকীর রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মধুমেহ, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চ প্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শরীরের পুষ্টিসাধক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

বসন্তকুসুমাকরো রসঃ।

পৃথগ্ দ্বৌ হাটকং চন্দ্রং(?) বঙ্গাহিকান্তকাঃ।
চতুর্ভাগং শুদ্ধমভ্রং প্রবালং মৌক্তিকং তথা॥
ভাবনা গব্যদুগ্ধেন ভাবনেক্ষুরসেন চ।
বাসালাক্ষারসোদীচ্য-রম্ভাকন্দপ্রসূনকৈঃ॥
শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুঙ্কুমোদকৈঃ।
পশ্চান্মৃগমদে ভাব্যঃ সুসিদ্ধো রসরাড়্ ভবেৎ *॥
কুসুমাকরবিখ্যাতো বসন্তপদপূর্ব্বকঃ।
গুঞ্জাদ্বয়েন সংসেব্যঃ সিতাজ্যমধুসংযুতঃ॥
বলীপলিতহৃন্মেধ্যঃ কামদঃ সুখদঃ সদা।
মেহঘ্নঃ পুষ্টিদঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রপ্রসবকারণম্॥
ক্ষয়কাসঘ্ন উন্মাদ-শ্বাসরক্তবিষাপহঃ।
সিতাচন্দনসংযোগাদম্লপিত্তাদিরোগজিৎ॥

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন), বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক তিন ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি, এই সমুদায় দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা মেহরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অন্যান্য অনেক রোগের ও

* ভাবনা গব্যদুগ্ধেক্ষু-বাসাশ্রীদ্বিজলৈর্নিশা।
মোচকন্দরসৈঃ সপ্ত ক্রমাদ্ভাব্যং পৃথক্ পৃথক্॥
শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমৈস্তথা।
পশ্চান্মৃগমদে ভাব্যঃ সুসিদ্ধো রসরাড়্ ভবেৎ॥
ইতি যোগরত্নাকরে পাঠঃ।

উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

প্রমেহসেতুঃ।

সূতাভ্রঞ্চ বটক্ষীরৈর্মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
বিশোষ্য পক্কমূষায়াং সর্ব্বরোগে প্রযোজয়েৎ॥
বিশেষান্মেহরোগেষু ত্রিফলামধুসংযুতম্।
যুঞ্জীত বল্লমেকন্তু রসেন্দ্রস্যাস্য বৈদ্যরাট্॥

রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে বটের আটায় ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মূষাযন্ত্রে পুটপাক দিবে। পরে ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার কাথ ও মধু অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

হরিশঙ্করো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং ধাত্রীফলনিজদ্রবৈঃ।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্লে যোগোঽয়ং হরিশঙ্করঃ।
মাষমাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্ধরিশঙ্করো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহঞ্চ স্বর্ণং বঙ্গঞ্চ মাক্ষিকম্।
সমভাগন্তু সংপিষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
সপ্তাহমামলদ্রাবৈর্ভাবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ।
হরিশঙ্করনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ।

বঙ্গভস্ম মৃতং স্বর্ণং রসং ক্ষৌদ্রৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং হন্তি মেহং চিরোদ্ভবম্॥
গুঞ্জামূলং তথা ক্ষৌদ্রৈরনুপানং প্রশস্যতে॥

বঙ্গভস্ম, স্বর্ণ, রসসিন্দূর (পারদভস্ম) ইহাদিগকে সমভাগে লইয়া মধুতে মর্দ্দিত করিবে। ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পুরাতন প্রমেহ বিনষ্ট হয়। অনুপান—গুঞ্জামূল ও মধু।

অপূর্ব্বমালিনীবসন্তঃ।

বৈক্রান্তমভ্রং রবিতাপ্যরৌপ্যং
বঙ্গং প্রবালং রসভস্ম লৌহম্।
স্ফুটঙ্কণং কম্বুকভস্ম সর্ব্বং
সমাংশকং সেব্যবরাহরিদ্রাঃ॥
দ্রবৈর্বিভাব্যং মুনিসংখ্যয়া চ
মৃগাণ্ডজাশীতকরেণ পশ্চাৎ।
বল্লপ্রমাণো মধুপিপ্পলীভি-
র্জীর্ণজ্বরে ধাতুগতে নিযোজ্যঃ॥
গুড়ূচিকাসত্ত্বসিতাযুতশ্চ
সর্ব্বপ্রমেহেষু নিযোজনীয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাশ্মরীং নিহন্ত্যাশু মাতুলঙ্গাঙ্ঘ্রিজৈর্দ্রবৈঃ।
রসো বসন্তনামায়মপূর্ব্বো মালিনীপদঃ॥

বৈক্রান্ত, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দূর, লৌহ, সোহাগার খৈ, শঙ্খভস্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বেণা, শতমূলী ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ তাহা মৃগনাভি ও কর্পূরে ভাবিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ধাতুগত ও জীর্ণ জ্বরে মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ, সকল প্রকার প্রমেহ রোগে গুলঞ্চসত্ত্ব ও চিনির সহ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগে ছোলঙ্গ লেবুর মূলের রস সহ সেবন করিতে দিবে।

মেঘনাদো রসঃ।

ভস্মসূতং সমং কান্তমভ্রকন্তু শিলাজতু।
শুদ্ধতাপ্যং শিলাব্যোষ-ত্রিফলাঙ্কোঠজীরকম্॥

কার্পাসবীজং রজনী-চূর্ণং ভাব্যঞ্চ বহ্নিনা ।
ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনা সহ ।
মাষমাত্রং হরেন্মেহং মেঘনাদরসো মহান্ ॥

রসসিন্দুর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলা-আঁকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া এক মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা দ্বারা মেহ রোগ বিনষ্ট হয়।

মেহবজ্রঃ ।

ভস্মসূতং মৃতং কান্ত-লৌহভস্ম শিলাজতু ।
শুদ্ধতাপ্যং শিলা ব্যোষং ত্রিফলা বিল্বজীরকম্ ॥
কপিত্থং রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ ।
ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনা সহ ॥
নিষ্কমাত্রং হরেন্মেহান্ মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্ ।
মহানিম্বস্য বীজঞ্চ ষড়্‌নিষ্কং পেষিতঞ্চ যৎ ॥
পলতণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ ।
একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরোত্থিতম্ ॥

রসসিন্দুর, কান্তলৌহভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েৎবেল, হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ত্রিশবার ভাবনা দিয়া চারি মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করত মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিবারিত হয়। অনুপান—মহানিম্বের বীজ ৩ তোলা চূর্ণ করিয়া চালুনি জল ৮ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলার সহিত মিশ্রিত করত সেব্য। ইহাতে পুরাতন প্রমেহ প্রশমিত হয়।

মেহকেশরী ।

মৃতবঙ্গং সুবর্ণঞ্চ কান্তলৌহঞ্চ পারদম্ ।
মুক্তা গুড়ত্বচঞ্চৈব সূক্ষ্মৈলা পত্রকেশরম্ ॥
সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ কন্যানীরেণ ভাবয়েৎ ।
দ্বিমাষাং বটিকাং খাদেদ্ দুগ্ধান্নং প্রপিবেৎ ততঃ ॥
প্রমেহং নাশয়েদাশু কেশরী করিণং যথা ।
শুক্রপ্রবাহং শময়েৎ ত্রিরাত্রান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। এই ঔষধ তিনদিন সেবনে প্রমেহ, শুক্রমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহঃ ।

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ ।
জীরকাভ্যাং যুতো হন্তি প্রমেহানতিদারুণান্ ।
লৌহো মূত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব বিনাশয়েৎ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহাতে প্রমেহ ও সর্ব্ব প্রকার মূত্রবিকার নিবারিত হয়। (মাত্রা—৩ রতি।)

শুক্রমাতৃকা বটী ।

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্ ।
ধন্যাকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ ॥
প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্‌গুলোঃ কর্ষমেব চ ।
রসাভ্রগন্ধলৌহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ ।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
দাড়িম্বস্য রসেনৈব চ্ছাগদুগ্ধেন বাম্ভসা ॥
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বাতপিত্তকফোত্থবান্ ॥
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্ ।
বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষনিসূদনী ॥
(দাড়িম্বরসেনৈব বটী কার্য্যা।)

গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা, দাড়িম বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা; গুগ্‌গুলু দুই তোলা; পারদ, অভ্র, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায় দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ১ মাষা মাত্রায়

সেবনীয়। (ব্যবহার ৩।৪ রতি।) অনুপান—দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

বেদবিদ্যাবটী।

পারদাভ্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্।
দিনং ব্রহ্মীরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং জারিতাভ্রং শিলাজতু।
তাপ্যং মণ্ডুরবৈক্রান্তং কাসীসং তুল্যমেব চ॥
সর্ব্বং সর্ব্বসমং চূর্ণং কল্পয়েচ্চ ততঃ পুনঃ।
মুস্তচন্দনপুন্নাগ-নারিকেলস্য মূলকম্॥
কপিত্থরজনীদার্ব্বী-চূর্ণং সর্ব্বসমং ভবেৎ।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দ্বিযামং বটকীকৃতম্॥
বেদবিদ্যাবটী নাম্না ভক্ষণাৎ সর্ব্বমেহজিৎ।
মধু ধাত্রীরসঞ্চানু ক্ষৌদ্রেরপি গুড়ূচিকাঃ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, সীসা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মীরসে ১ দিন মর্দ্দন করত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে; পরে অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, বৈক্রান্ত ও হীরাকস প্রত্যেকে পারদের সমান এবং মুতা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেল মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক দ্রব্য সর্ব্বসমষ্টির তুল্য লইয়া সমস্ত দ্রব্য জামীরের রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু, আমলকীর রস কিংবা মধু সহ গুলঞ্চরস। ইহা সর্ব্বমেহ বিনাশক।

ইন্দ্রবটী।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমর্জ্জুনস্য ত্বচান্বিতম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা।
এষা চেন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জ্জুনছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিমুল মূলের রসে ১ দিন মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারণ হয়।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

চন্দ্রপ্রভা বচা মুস্তা-ভূনিম্বসুরদারবঃ।
হরিদ্রাতিবিষাদার্ব্বী-পিপ্পলীমূল চিত্রকম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তী পত্রকঞ্চ ত্বগেলা বংশলোচনা।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি কুর্য্যাদেতানি বুদ্ধিমান্॥
ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।
স্বর্ণমাক্ষিকং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্॥
এতানি টঙ্কমাত্রাণি সংগৃহ্নীয়াৎ পৃথক্ পৃথক্।
দ্বিকর্ষং হতলৌহং স্যা চতুষ্কা সিতা ভবেৎ॥
শিলাজত্বষ্টকর্ষঃ স্যাদষ্টৌ কর্ষাশ্চ গুগ্গুলোঃ।
বিধিনা যোজিতৈরেতৈঃ কর্ত্তব্যা গুটিকা শুভা॥
চন্দ্রপ্রভেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগপ্রণাশিনী।
নিহন্তি বিংশতিং মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা
চতুরশ্চাশ্মরীস্তদ্বন্মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ।
অণ্ডবৃদ্ধিং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
কাসং শ্বাসং তথা কুষ্ঠমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ বল্যা বৃষ্যা রসায়না।
সমারাধ্য শিবং যস্মাৎ প্রযত্নাদ্ গুড়িকামিমাম্।
প্রাপ্তবাংশ্চন্দ্রমাস্তস্মাদিয়ং চন্দ্রপ্রভা স্মৃতা॥

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, ত্রিফলা, চৈ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ৪ মাষা; লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগ্‌গুলু ১৬ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাবিধি বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। ইহা বলকারক বৃষ্য ও রসায়ন।

মেহমুদ্গর-বটিকা।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্বগোক্ষুরদাড়িমাঃ।
ভূনিম্বপিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণস্য তৎসমম্।
পলৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥
মাষৈকা নির্ম্মিতা চেয়ং মেহমুদ্গরসংজ্ঞিনী।
শ্রীমন্গহননাথেন লোকনিস্তারকারিণা॥

অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলঞ্চ বা।
বিংশন্মেহং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্।
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্॥
ষড়র্শাংসি ব্রণং কুষ্ঠং ভগন্দরমসৃগ্দরিকাম্।
(সুখিনে যদি কর্ত্তব্যা ত্রিসুগন্ধিসমন্বিতা॥)

অত্র দারু দারুহরিদ্রা। রঃ টাঃ। ত্রিকটুরিত্যত্র ত্রিকণ্ট ইতি কচিৎ পাঠঃ।

রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম, চিরত, পিপুলমূল, ত্রিকটু (পাঠান্তরে গোক্ষুর), ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহচূর্ণ ১৫ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত দিয়া মাড়িয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

কামধেনুরসঃ।

সিন্দূরমভ্রং নাগঞ্চ কর্পূরং হেম মাক্ষিকম্।
খর্পরং রজতঞ্চাপি মর্দ্দয়েৎ কমলাম্ভসা॥
ততো গুঞ্জামিতাঃ কৃত্বা বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।
একৈকাং দাপয়েদাসাং কসেরুস্বরসেন চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।
জ্বরং জীর্ণঞ্চ যক্ষ্মাণং কামধেম্বভিধো রসঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, সীসা, কর্পূর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পদ্মপুষ্পের রসে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। কেশুরের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শুক্রমেহ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

শিলাজত্বাদি-বটী।

শিলাজত্বভ্রহেমাণি লৌহগুগ্‌গুলুটঙ্কণম্।
কেশরাজস্য তোয়েন মর্দ্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্॥
রক্তমানাং বটীং কৃত্বা শৈবালসলিলেন চ।
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে॥

শিলাজতু, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, গুগ্‌গুলু ও সোহাগার খৈ, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া কেশুরিয়ার রসে দুই দিবস মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শেওলার রসের সহিত প্রত্যহ প্রভাতে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

চন্দনাদি চূর্ণম্।

চন্দনং শাল্মলীপুষ্পং ত্রিজাতং রজনীদ্বয়ম্।
অনন্তাং শারিবাং মুস্তমুশীরং যষ্টিকামলে।
স্বর্ণপত্রীং শুভাং ভার্গীং দেবদারু হরীতকীম্।
সর্ব্বদ্বিগুণিতং লৌহঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ॥
প্রমেহা বিংশতিঃ শ্বাসঃ কাসো জীর্ণজ্বরস্তথা।
প্রাশনাদস্য নশ্যন্তি দুর্নামানি চ কামলা॥

শ্বেতচন্দন, শিমুল ফুল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোণামুখী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ এবং এই সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদি চূর্ণম্।

মাক্ষিকং পারদং গন্ধং খর্পরং গিরিমৃত্তিকাম্।
শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাল্মল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্॥
বিদারীং গোক্ষুরং বীজঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রমেহমিহির-তৈল।

শতপুষ্পা দেবকাষ্ঠং মুস্তকঞ্চ নিশাদ্বয়ম্।
মূর্ব্বা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা চন্দনদ্বয়রেণুকম্।
কটুকী মধুকং রাস্না ত্বগেলা ব্রহ্মযষ্টিকা।
চবিকা ধান্যকং বৎসং পূতিকাগুরু পত্রকম্॥

ত্রিফলা নলিকা বালা বলা চাতিবলা তথা।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং পদ্মং লোধ্রং মধুরিকা বচা॥
অজাজী চোশীরং জাতী বাসা তগরপাদুকা।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ
শতাবর্য্যা রসং তুল্যং লাক্ষারসং চতুর্গুণম্।
মস্তু লাক্ষারসেস্তুল্যং ক্ষীরং তুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
দ্রবৈরেতৈঃ পচেৎ তৈলং গন্ধং দত্ত্বা যথাক্রমম্।
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাদ্মারুতাপহম্॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ মেদোমজ্জগতানপি।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে তথা শস্তং ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ।
দদ্যাৎ তৈলং বিশেষেণ ফলমস্তু চ কথ্যতে॥
দাহং পিত্তং পিপাসাঞ্চ ছর্দ্দিঞ্চ মুখশোষণম্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ।
প্রমেহমিহিরং নাম্না রতিনাথেন ভাবিতম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামুল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বামুনহাটী, চৈ, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত কল্ক ও ক্বাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে মেদোগত, মজ্জগত ও সর্ব্বদোষজাত বিষমজ্বর, ধ্বজভঙ্গ, দাহ পিত্ত পিপাসা ছর্দ্দি ও মুখশোষ এবং সকল প্রকার মেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ।

ত্রিকণ্টকাশ্মন্তকসোমবল্ক-
ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ।
বচাপটোলার্জ্জুননিম্বমুস্তৈ-
র্হরিদ্রয়া দীপ্যকপদ্মকৈশ্চ॥
মঞ্জিষ্ঠপাঠাগুরুচন্দনৈশ্চ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ ঘৃতন্তু
পিত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু॥

গোক্ষুর, অম্লকুচা, খদিরকাষ্ঠ, শোধিত ভেলা, আতইচ, লোধ, বচ, পল্‌তা, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল ও ঘৃত বা মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিবে। কফ ও বাতজনিত মেহে তৈল, পিত্তজ মেহরোগে ঘৃত, ত্রিদোষজ মেহে মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কফমেহহরদ্রব্য-সিদ্ধং সর্পিঃ কফে হিতম্।
পিত্তমেহঘ্ননির্য্যূহ-সিদ্ধং পিত্তে হিতং ঘৃতম্॥

কফোল্বণ মেহে কফজ মেহনাশক ঔষধের ক্বাথের সহিত এবং পিত্তোল্বণ মেহে পৈত্তিকমেহনাশক দ্রব্যের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। (এই ঘৃতে কল্কপাক নাই)।

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য তু বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ।
রজনী চবিকাজাজী ত্রিফলা নাগরং কণা॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যমানী ধান্যকং তথা।
বৃক্ষাম্লং চপলা কোলং সিদ্ধং স্তবসমাযুতম্ *॥
কল্কৈরক্ষসমৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
পানে ভোজ্যে চ দাতব্যং সর্ব্বর্ত্তুষু চ মাত্রয়া॥
প্রমেহান্ বিংশতিবিধান্ মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
কৃচ্ছ্রং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ।
বিবন্ধানাহশূলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনম্।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতং নাম্না অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥
(অত্র চপলা পিপ্পলীমূলমিতি বৃন্দঃ। গজপিপ্পলীতি পদ্মসেনত্রিপুরকবীন্দ্রৌ।)

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চৈ, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপুল,

* ইতঃ পরম্—
অম্লবেতসসদ্রাক্ষা-যষ্টীমধুকপাকলৈঃ।
দার্ব্বী ত্বক্ চ শিলাধাতুর্নীলোৎপলরসাঞ্জনৈঃ॥
ইত্যধিকঃ পাঠো রত্নাবল্যাম্। অত্র পাকলং কুষ্ঠম্।

গোক্ষুর বীজ, যমানী, ধনে, মহাদা, পিপুলমূল, (মতান্তরে গজপিপুল), কুলশুঁঠ ও সৈন্ধব-লবণ (রত্নাবলী গ্রন্থকার আরও কয়েকটি কল্ক-দ্রব্য দিতে বলেন, যথা—অম্লবেতস, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কুড়, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, মনঃশিলা, নীলোৎপল ও রসাঞ্জন) প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। সকল ঋতুতেই যথা-যোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র, আনাহ ও শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্ দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

চতুঃষষ্টিপলং পক্ব-দাড়িমস্য সুকুট্টিতম্।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
কাথেন তেন পূতেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দাড়িমং চবিকাজাজী ক্রিমিঘ্নং রজনীদ্বয়ম্॥
দ্রাক্ষাখর্জ্জুরযুগ্মা ওমুৎপলং গজপিপ্পলী।
অজমোদা মহাদ্রেকা কাকোলী নাগরং বচা॥
দেবাহ্বা চবিকা কুষ্ঠং কাশ্মরী মধুযষ্টিকা।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা শুভা শৃঙ্গী ধনীয়কম্॥
কুলত্থঞ্চ মহামেদা নিম্বশ্চ বৃহতীদ্বয়ম্।
দণ্ডোৎপলং বরা বাসা সপ্তলা সিন্ধুবারকম্॥
কল্কৈশ্চৈষাং যুক্তিযোগাদ্ গ্রাহ্যো হি পরিভাষয়া।
প্রমেহং বাতিকং হন্তি পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকং তথা॥
হৃচ্ছূলং বস্তিজং শূলং মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং সর্ব্বরূপিণম্॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং রক্তপিত্তম রাচকম্।
যে চ প্রমেহজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি॥
দাড়িমাদ্যমিদং সর্ব্ব-প্রমেহগদ নিসূদনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ প্রমেহকরিকেশরী॥

পক্ব দাড়িমবীজ /৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের, ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িম, চৈ, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, মুঞ্জাত (অভাবে তালমাতী), নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাকোলী, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চৈ, কুড়, গাম্ভারী মূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশশার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ধনে, কুলত্থকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসক-ছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল এই সমুদায় মিলিত /১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রমেহ, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত, হিক্কা, শ্বাস, রক্ত-পিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার এবং প্রমেহ জন্য সমস্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্।
কুলত্থং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্।
কল্কঃ সার্দ্ধপিচুর্দ্রাক্ষা খর্জ্জুরং ত্রিফলা নতম্॥
রেণুকা চাষ্টবর্গশ্চ দেবদারু নিশাদ্বয়ম্।
শৃঙ্গী ত্রিকটু সূক্ষ্মৈলা বিদার্য্যতিবলা তথা॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি শ্লেষ্মজান্ সন্নিপাতজান্।
বৃংহণঞ্চ বিশেষেণ সর্ব্বমেহহরং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সিদ্ধং দাড়িমাদ্যমিদং মহৎ॥

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—দাড়িমবীজ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; যবতণ্ডুল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের. কুলত্থকলায় /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; শতমূলীর রস /৪ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ছোটএলাইচ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

ধান্বন্তরং ঘৃতম্।

দশমূলং করঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারু হরীতকী।
বর্ষাভূর্বরুণো দন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্॥
সুধান পকদম্বাশ্চ বিল্বভল্লাতকানি চ।
শঠী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ॥

পৃথগ্ দশপলান্ ভাগাংস্তজ্জতোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
যবকোলকুলত্থানাং প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দাপয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
নিচুলং ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী।
শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কম্পিল্লকং তথা।
গর্ভেণানেন তৎ সিদ্ধং পায়য়েৎ তু যথাবলম্॥
এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্।
কুষ্ঠং গুল্মপ্রমেহাংশ্চ শ্বয়থুং বাতশোণিতম্॥
প্লীহোদরং তথার্শাংসি বিদ্রধিং পিড়কাশ্চ যাঃ।
অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি॥
পৃথক্ তোয়ার্ম্মণে তত্র পচেদ্দ্রব্যাচ্ছতং শতম্।
শতত্রয়াধিকে তোয়মুৎসর্গঃ ক্রমতো ভবেৎ॥

দশমূল, নাটাকরঞ্জফল ও ডহরকরঞ্জ ফল, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বরুণ, দন্তী, চিতা, শ্বেতপুনর্নবা, মনসাসীজ মূল, কেলিকদম্ব (কাহার মতে—ভূমিকদম্ব), কদম্ব, বেলছাল, শোধিত ভেলা, শঠী পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পিপুলমূল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল। (দশমূলেরও প্রত্যেক দশ দশ পল লইতে হইবে)। যব, কুল ও কুলথ কলাই প্রত্যেক /২ সের। এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই কাথে /৪ সের ঘৃত, নিম্নলিখিত কল্কের সহিত পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—হিজ্জলফল, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুঁড়ি। রোগির বলাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই ধান্বন্তর ঘৃত সেবন করাইলে কুষ্ঠ প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাক করিতে প্রতি ১০০ পল কাথ্য দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিবার নিয়ম, কিন্তু ৩০০ পলের অধিক হইলে কাথ্য দ্রব্যের অষ্টগুণ জল প্রদেয়।

শাল্মলীঘৃতম্।

শাল্মলীদ্রবসংযুক্তং সর্পিশ্ছাগীপয়োঽন্বিতম্।
অশ্বগন্ধাং বরীং রাস্নাং মুশলীং বিশ্বভেষজম্॥
অনন্তাং মধুকং দ্রাক্ষাং দত্ত্বা চ পলমানতঃ।
পচেন্মন্দাগ্নিনা বৈদ্যঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে॥
প্রমেহান্ নিখিলান্ হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।
ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং শোষং কাসঞ্চৈতদ্ বরং ঘৃতম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের। শিমুলের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহাদি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্টঃ।

তুলার্দ্ধং দেবদারু স্যাদ্বাসায়াঃ পলবিংশতিঃ।
মঞ্জিষ্ঠেন্দ্রযবা দন্তী তগরং রজনীদ্বয়ম্॥
রাস্না ক্রিমিঘ্নং মুস্তঞ্চ শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ।
ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদ্ যবান্যা বৎসকস্য চ॥
চন্দনস্য গুড়ূচ্যাশ্চ রোহিণ্যাশ্চিত্রকস্য চ।
ভাগানষ্টপলানেতানষ্ট দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্॥
ব্যোষস্য দ্বিপলং দদ্যাৎ ত্রিজাতকচতুষ্পলম্।
চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাস দূর্দ্ধং পিবেদেনং প্রমেহং হন্তি দুস্তরম্॥
বাতরোগগ্রহণ্যর্শো-মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ।
দেবদার্ব্বাদিকোঽরিষ্টো দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

দেবদারু /৬।০ সের, বাসকছাল /২৷৷০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক /১।০ সের; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও চিতামূল প্রত্যেক /১ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ৩৭৷৷০ সের এবং ধাইফুল /২ সের, ত্রিকটু /।০ পোয়া, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক /৷৷০ সের, প্রিয়ঙ্গু /৷৷০ সের, নাগেশ্বর /।০ পোয়া, সমুদায় চূর্ণ করিয়া ঐ কাথে নিক্ষেপ করিবে এবং ঘৃতপাত্রে ১ এক মাস রাখিবে। ইহা পান করিলে দুস্তর প্রমেহ, বাতরোগ,

গ্রহণী, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চন্দনাসবঃ।

চন্দনং বালকং মুস্তং গাম্ভারীং নীলমুৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠাং রক্তচন্দনম্॥
পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধং পিপ্পলং শঠীম্।
পর্পটং মধুকং রাস্নাং পটোলং কাঞ্চনারকম্॥
আম্রত্বচং মোচরসং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা।
গুড়স্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি মাসং ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
চন্দনাসব ইত্যেষ শুক্রমেহবিনাশনঃ।
বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥

শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শঠী, ক্ষেতপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল; ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২॥০ সের ও গুড় ৶৬।০ সের এই সমুদায় ১২৮ সের জলে সুবিমিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। পরে কল্ক ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই চন্দনাসব শুক্রমেহ-নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক।

লোধ্রাসবঃ।

লোধ্রং শঠীং পুষ্করমূলমেলাং
মূর্ব্বাং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং যমানীম্।
চব্যং প্রিয়ঙ্গুং ক্রমুকং বিশালাং
কিরাততিক্তং কটুরোহিণীঞ্চ॥
ভার্গীং নতং চিত্রকপিপ্পলীনাং
মূলং সকুষ্ঠাতিবিষং সপাঠম্।
কলিঙ্গকান্ কেশরমিন্দ্রসাহ্বান্
নখং সপত্রং মরিচং প্লবঞ্চ॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ কর্ষসমানি পক্ত্বা
পূতে চতুর্ভাগজলাবশেষে।
রসেঽর্দ্ধভাগং মধুনঃ প্রদায়
পক্ষং নিধেয়ো ঘৃতভাজনস্থঃ॥
লোধ্রাসবোঽয়ং কফপিত্তমেহান্
ক্ষিপ্রং নিহন্যাদ্দ্বিপলপ্রয়োগাৎ।
পাণ্ড্বাময়ার্শাংস্যরুচিং গ্রহণ্যা
দোষং কিলাসং বিবিধঞ্চ কুষ্ঠম্॥

লোধ, শঠী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চৈ, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, রাখালশশা, চিরতা, কট্‌কী, বামুনহাটী, তগরপাদুকা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, ইন্দ্রযব, নখী, তেজপত্র, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুস্তক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৶৮ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে এক পক্ষ রাখিবে। এই লোধ্রাসব প্রতিদিন দুই পল (ব্যবহার ২ তোলা) মাত্রায় সেবন করিলে কফপিত্তমেহ, পাণ্ডু, অর্শঃ, অরুচি, গ্রহণীদোষ, কিলাস ও নানা প্রকার কুষ্ঠ আশু প্রশমিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

প্রমেহরোগে পথ্যানি।

প্রাগ্‌ রূক্ষণানি বমনানি বিরেচনানি
প্রোদ্বর্ত্তনানি শমনানি চ দীপকানি।
নীবারকঙ্গুযববৈণবকোরদূষ-
শ্যামাকজীর্ণকুরুবিন্দমুকুন্দকাশ্চ॥
গোধূমশালিকলমাশ্চিরজাঃ কুলত্থা—
মুদ্গাঢ়কীচণকযূষরসাস্তিলাশ্চ।
লাজাঃ পুরাতনসুরামধুবাট্যমণ্ড-
শুক্রঞ্চ রাসভজলং মহিষীজলঞ্চ॥
লটাকপোতশশতিত্তিরিলাববর্হি-
ভৃঙ্গেণবর্ত্তকশুকাদিকজাঙ্গলাশ্চ।
শোভাঞ্জনানি কুলকানি কঠিল্লকানি
কর্কোটকানি তলকানি চ বার্ত্তাকানি॥
উড়ুম্বরাণি লশুনানি নবীনমোচং
পত্তূরগোক্ষুরকমূষিকপর্ণিশাকম্।
মন্দারপত্রমমৃতা ত্রিফলা কপিত্থং
জম্বুঃ কশেরুকমলোৎপলকন্দবীজম্।

খর্জ্জুরলাঙ্গলিকতালতরুত্তমাঙ্গং
ব্যোষঞ্চ তিন্দুকফলং খদিরঃ কলিঙ্গঃ।
তিক্তানি চাপি সকলানি কষায়কাণি
হস্ত্যশ্ববাহনমতিভ্রমণং রবিত্বিট্ ॥
ব্যায়াম ইত্যপি:গণো ভবতি প্রকামং
মিত্রং প্রমেহগদশী ড়িতমানবানাম ॥

উপবাস, বমন, বিরেচন, উদ্বর্ত্তন, শমন দ্রব্য, অগ্নিদীপকদ্রব্য, উড়ীধান্য, কাঙ্গনীধান্য, যব, বাঁশের তণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, পুরাণ বোরোধান্য ও পুরাতন মুকুন্দক (ষষ্টিক-ধান্য বিশেষ), পুরাতন গোধূম এবং শালি ও কলমাধান্যের তণ্ডুল; কুলথকলায়, মুগ, অড়হর ও ছোলার যূষ, মাংসরস, তিল, খৈ, পুরাতন সুরা, পুরাতন মধু, যবমণ্ড, তক্র, গর্দ্দভমূত্র, মহিষমূত্র, গ্রাম্যচটক, পায়রা, শশক, তিত্তিরি, লাব, ময়ুর, ভৃঙ্গ, এণ, বর্ত্তক ও শুক প্রভৃতি জাঙ্গল মাংস, শজিনা, পটোল, করলা, কাঁকরোল, তাল, বৃহতীফল, যজ্ঞডুমুর, রশুন, নূতন মোচা, শালিঞ্চশাক, গোক্ষুর, ইন্দুরকাণি শাক, পালিধামান্দারের পাতা, গুড়ূচী, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, জামফল, কেশুর, পদ্ম এবং উৎপলের কন্দ ও বীজ, খর্জ্জুর, ঈশলাঙ্গলা, তালমাতী, ত্রিকটু, গাব, খদির, ইন্দ্রযব, সকল প্রকার তিক্ত ও কষায়দ্রব্য, হস্তী ও অশ্ববাহনে অত্যন্ত ভ্রমণ, রৌদ্রসেবন ও ব্যায়াম, এই সমস্ত প্রমেহরোগে সুপথ্য।

প্রমেহরোগেঽপথ্যানি।

মূত্রবেগং ধূমপানং স্বেদং শোণিতমোক্ষণম্।
সদাসনং দিবানিদ্রাং নবান্নানি দধীনি চ ॥
আনূপমাংসং নিষ্পাবং পিষ্টান্নানি চ মৈথুনম্।
সৌবীরকং সুরাং শুক্তং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্ ॥
তুম্বীং তালাস্থিমজ্জানং বিরুদ্ধাশনানি চ।
কুষ্মাণ্ডমিক্ষুং দুষ্টাম্বু স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
অভিষ্যন্দি চ যত্নেন প্রমেহী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

মূত্রবেগধারণ, ধূমপান, স্বেদ, রক্তমোক্ষণ, সর্ব্বদা উপবেশন, দিবানিদ্রা, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, অনূপদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, শিম, পিষ্টান্ন, মৈথুন, সৌবীর, সুরা, শুক্ত, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, লাউ, তালআঁটির শাঁস, বিরুদ্ধভোজন, কুমড়া, ইক্ষু, দূষিত জল, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণদ্রব্য ও অভিষ্যন্দিদ্রব্য প্রমেহরোগে অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহরোগাধিকারঃ।

অথ সোমরোগাধিকারঃ।

অথ সোমরোগ-নিদানম্।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্বা শোকাদ্বাপি শ্রমাদপি।
আভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাৎ তথৈব চ ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তস্মাৎ তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ ॥
প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রন্তু দৌর্ব্বল্যং গতিহীনতা ॥
শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালুবিশোষণম্।
সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্ ॥

অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ অথবা বিষদোষপ্রযুক্ত সর্ব্বদেহস্থ জলপদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ সমস্ত জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়, উহা প্রসন্ন, নির্ম্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধরহিত। উহার নির্গমকালে কোন প্রকার যাতনা অনুভূত হয় না, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বলতা, গতিশক্তিরাহিত্য, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে দেহে সোমগুণের ক্ষয় হেতু ইহার নাম সোমরোগ। (মূত্রাতিসার রোগও এই প্রকার, তাহাতে অত্যন্ত বলক্ষয় ও প্রবল তৃষ্ণা হওয়াতে অধিক জলপান করিতে হয়।)

কার্শ্যং স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ করপদরসনানেত্রকর্ণোপদাহঃ
কাসঃ শৈথিল্যমঙ্গেঽরুচিরপি পিড়কা-কণ্ঠতাল্বোষ্ঠশোষঃ।
দাহঃ শীতপ্রিয়ত্বং ধবলিমতনুতা শ্রান্ততা পীতমূত্রং
মূত্রস্থা মাক্ষিকাত্যাশ্চিরমপি বহুমূত্রাখ্যরোগে প্রবৃদ্ধে ॥

বহুমূত্রাখ্য রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে, দেহের কৃশতা, ঘর্ম্ম, অঙ্গে গন্ধ এবং হস্ত পদ জিহ্বা নেত্র ও কর্ণে উপতাপ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, কণ্ঠ তালু ও ওষ্ঠশোষ, দাহ, শীতলেচ্ছা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তত্ব, পীতমূত্রতা ও মূত্রে মক্ষিকাদির উপবেশন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ সোমরোগ-চিকিৎসা।

কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্ ॥

পক্ব কদলীফল ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ একপোয়া এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পক্বং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্ ॥

পক্ব কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমান ভাগে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারণ হয়।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতীসারনাশনম্ ॥

ছোট তাল বা খেজুর গাছের মূল এবং কদলী ফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতিসার নিবারণ হয়।

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্ ॥

মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সোমরোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদিযোগঃ।

ত্রিফলাবেণুপত্রাব্দ-পাঠামধুঘৃতৈঃ কৃতঃ।
কুম্ভযোনিরিবাম্ভোধিং বহুমূত্রন্ত শোষয়েৎ॥

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদি, ইহাদের কাথ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

তারকেশ্বরো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রগন্ধঞ্চ মর্দ্দয়েন্মধুনা দিনম্।
তারকেশ্বরনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে।
উড়ুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্।
সংলিহ্যান্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্॥

রসসিন্দূর, অভ্র ও গন্ধক একত্র মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু সহ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে পক্ব যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বহুমূত্র রোগ বিনষ্ট হয়।

তারকেশ্বরো রসঃ।

(দ্বিতীয়প্রকারঃ)

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাভ্রকং সমম্।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ॥
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রাপনুত্তয়ে।
উড়ুম্বরং পক্বফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ॥

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ পক্ব যজ্ঞডুমুর ফল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে।

তালকেশ্বরো রসঃ।

তালং সূতং সমং গন্ধং মৃতলৌহাভ্রবঙ্গকম্।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চৈব রসোঽয়ং তালকেশ্বরঃ॥
মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে।
উড়ুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমানতঃ।
সংলেহ্যং মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্॥

হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধুতে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু অথবা পক্ব উড়ুম্বরফল-চূর্ণ ২ তোলা ও মধু। ইহাতে বহুমূত্র বিনষ্ট হয়।

গগনাদি লৌহম্।

গগনং ত্রিফলা লৌহং কুটজং কটুকত্রয়ম্।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব বিষটঙ্কণসর্জ্জিকাঃ॥
ত্বগেলা তেজপত্রঞ্চ বঙ্গং জীরকযুগ্মকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তদর্দ্ধং চিত্রকং চূর্ণং কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ।
অবশ্যং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রাতিসারসোমকম্॥

অভ্র, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়চি, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিক্ষার, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাতে তদর্দ্ধ চিতা চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ২ তোলা। অনুপান—মধু। ইহাতে মূত্রাতিসার ও সোমরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

হেমনাথরসঃ।

সূতং গন্ধং হেম তাপ্যং প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্।
অয়শ্চন্দ্রং প্রবালঞ্চ বঙ্গঞ্চার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
ফণিফেনস্য তোয়েন কদলীকুসুমেন চ।
উড়ুম্বররসেনাপি সপ্তধা পরিমর্দ্দয়েৎ॥
বল্লমাত্রাং বটীং খাদেদ্ যথাব্যাধ্যনুপানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রং সুদারুণম্॥
সোমরোগং ক্ষয়ঞ্চৈব শ্বাসং কাসমুরঃক্ষতম্।
হেমনাথরসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতঃ॥

রস, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধ তোলা। আফিঙের জলে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুমুরের রসে প্রত্যেকে

৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। রোগ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

সোমনাথরসঃ।

কর্ষং জারিতলৌহঞ্চ তদর্দ্ধং রসগন্ধকম্।
এলা পত্রং নিশাযুগ্মং জম্বুবীরণগোক্ষুরম্॥
বিড়ঙ্গং জীরকং পাঠা ধাত্রী দাড়িমটঙ্গণম্।
চন্দনং গুগ্গুলু-লোধ্র-শালার্জ্জুনরসাঞ্জনম্॥
ছাগীদুগ্ধেন বটিকাং কারয়েদ্ দশরক্তিকাম্।
নির্ম্মিতো নিত্যনাথেন সোমনাথরসস্বয়ম্॥
সোমরোগং বহুবিধং প্রদরং হন্তি দুর্জ্জয়ম্।
যোনিশূলং মেঢ্রশূলং সর্ব্বজং চিরকালজম্।
বহুমূত্রং বিশেষেণ দুর্জ্জয়ং হন্ত্যসংশয়ম্॥

জারিত লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বেণার মূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আক্‌নাদি, আমলকী, দাড়িম, সোহাগা, চন্দন, গুগ্গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ছাগ-দুগ্ধে পেষণ করিয়া ১০ রতি (ব্যবহার ২।৩ রতি) পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সোমরোগ, দুর্জ্জয় প্রদর, যোনিশূল, মেঢ়-শূল এবং বহুমূত্র নিবারিত হয়।

সোমেশ্বরো রসঃ।

শালার্জ্জুনং লোধ্রকঞ্চ কদম্বাগুরুচন্দনম্।
অগ্নিমন্থং নিশাযুগ্মং ধাত্রীদাড়িমগোক্ষুরম্॥
জম্বুবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্।
রসগন্ধকধান্যাব্দমেলা পত্রং তথাভ্রকম্॥
লৌহংত্বরসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্গজীরকম্।
প্রত্যেকং পলিকং ভাগং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্।
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজাঃ সোমরোগং নিহন্ত্যলম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
ভগন্দরোপদংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কাব্রণান্।
বিস্ফোটার্ব্বুদকণ্ডূঞ্চ সর্ব্বমেহং বিনাশয়েৎ

শালবৃক্ষের সার, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কদম্ব, অগুরু, চন্দন, গণিয়ারী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম, গোক্ষুর, জাম, বেণার মূল ও গুগ্গুলু প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আক্‌নাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরে ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল (৮ তোলা); ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১৬ রতি (ব্যবহার ২।৩ রতি) পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। গহনানন্দ অতি যত্নে এই সোমেশ্বর রস প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে সোমরোগ অবশ্য বিনষ্ট হয় এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগন্দর, উপদংশ ও সর্ব্ব প্রকার মেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বসন্তকুসুমাকরো রসঃ।

বৈক্রান্তস্য চ ভাগৈকং দ্বিভাগং হেমভস্মনঃ।
অভ্রকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ মুক্তাবিদ্রুময়োস্তথা॥
বঙ্গভস্ম ত্রিভাগং স্যাদ্ রসস্য ভস্মনস্তথা।
চত্বারোংস্য চ ভাগাশ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দিতম্॥
জম্বীরাম্ভিশ্চ গোদুগ্ধৈক্ষ্ণীরৈর্ব্বাস্তবারিভিঃ।
বৃষদ্রবৈরিক্ষুনীরৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্॥
ভাবিতো রসরাজঃ স্যাদ্ বসন্তকুসুমাকরঃ।
বল্লোংস্য মধুনা লীঢ়ঃ সোমরোগং ক্ষয়ং নয়েৎ॥
মূত্রাতীসারং মেহাংশ্চ মূত্রাঘাতাশ্মরীরুজম্।
তৃষ্ণাদাহং তালুশোষং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
বল্যঃ পুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিবহণঃ।
হন্ত্যজীর্ণং জ্বরং শ্বাসং ক্ষয়রোগং কৃশাঙ্গতাম্॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্রসায়নমিহেষ্যতে॥

বৈক্রান্ত ১ ভাগ, স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রস-সিন্দুর ৪ ভাগ; এই সমুদায় গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে, বেণার মূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু সহ সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতীসার, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট এবং বল পুষ্টি ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

স্বল্পধাত্রীঘৃতম্।

বিনা কল্কং স্বল্পধাত্রী-ঘৃতমেতন্নিগদ্যতে।
সর্ব্বং তুল্যং গুণৈরেব পথ্যাপথ্যং তদেব হি॥

পশ্চাল্লিখিত বৃহদ্ধাত্রীঘৃত বিনা কল্কে পাক করিলে তাহাকে স্বল্প ধাত্রীঘৃত বলা যায়। ইহার গুণ ও পথ্যাপথ্য সমস্তই বৃহদ্ধাত্রী-ঘৃতের তুল্য

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারীস্বরসং তথা।
ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ॥
তৃণপঞ্চরসপ্রস্থং দত্ত্বা প্রস্থং ঘৃতস্য চ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ॥
এলালবঙ্গত্রিফলা-কপিত্থফলমেব চ।
সজলং সরলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ॥
উৎপলস্য চ কন্দানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
ততঃ কল্কং পরিস্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্॥
মধুকং ত্রিবৃতা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকম্॥
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহমরোচকম্॥
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্।
পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন্ বাতজাংশ্চ সুদারুণান্।
করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্।
নানারূপবিকারঘ্নং বিশেষাদ্ বহুমূত্রনুৎ॥

ঘৃত /৪ সের। আমলকীর রস /৪ সের (স্বরসাভাবে ক্বাথ—যথা আমলকী /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের,), ভূমিকুষ্মাণ্ড-রস /৪ সের, শতমূলীরস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ—এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও সুঁদিমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া কল্ক সকল ছাকিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার, বিদ্ধড়ক মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

কদল্যাদি ঘৃতম্।

কদলীকন্দনির্য্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা।
এলা লবঙ্গং ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ॥
উদকানি চ কন্দানি ন্যগ্রোধাদিগণস্তথা।
কল্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্॥
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রপিচ্ছিলান্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ॥
বহুমূত্রং বিশেষেণ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্।
পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥
কদল্যাদিঘৃতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

ঘৃত /৪ সের। কদলী পুষ্প (মোচা) ১০০ পল, পাকার্থ—কদলী মূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েৎ-বেল, পদ্মমূল, কেশুর মূল, নীলোৎপল মূল পানিফল মূল, ন্যগ্রোধাদি গণ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম, ক্ষুদে জাম, কুল, মৌল, গাব, অর্জ্জুন, চোরপত্র, কট্‌কী, কদম্ব, পলাশ, যষ্টিমধু, আমড়া, কোশাম্র, তেজপাতা, শল্লক, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা ও নন্দীবৃক্ষ প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে সোমরোগ, সকল প্রকার মূত্ররোগ ও অশ্মরী প্রভৃতি নানারকম পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

সোমরোগের পথ্যাপথ্য প্রমেহরোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে সোমরোগাধিকারঃ।

অথ প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

অথ প্রমেহপিড়কালক্ষণম্।

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী।
মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা ॥
বিদ্রধিশ্চেতি পিড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ।
সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু ॥
অন্তোন্নতা তু তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা।
গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী ॥
সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ।
জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা ॥
অবগাঢ়রুজা ক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি বা।
মহতী পিড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা ॥
মহত্যল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী।
মসূরাকৃতিসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা ॥
রক্তাসিতা স্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ।
বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা।
বিদ্রধেলক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা ॥

প্রমেহরোগ উপেক্ষিত হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি এই দশবিধ পিড়কা জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

শরাবিকা। প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যভাগে নিম্ন শরাবাকৃতি যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শরাবিকা কহে। ইহা সন্ধিস্থলে, মর্ম্মস্থানে ও মাংসলস্থানে জন্মিয়া থাকে।

কচ্ছপিকা। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত যে পিড়কা, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

জালিনী। তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালব্যাপ্ত যে পিড়কা, তাহাকে জালিনী কহে।

বিনতা। পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনা ও ক্লেদ বিশিষ্ট, বৃহদাকার, নীলবর্ণ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিনতা কহে।

অলজী। রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত ও অতি ক্লেশদায়ক যে পিড়কা, তাহাকে অলজী কহে।

মসূরিকা। মসুর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা কহে।

সর্ষপিকা। শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপিকা কহে।

পুত্রিণী। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্ফোটকাবৃত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী কহে।

বিদারিকা। ভূমিকুষ্মাণ্ড-কন্দের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে।

বিদ্রধি। বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। (বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে।)

অথ প্রমেহপিড়কা-চিকিৎসা।

শরাবিকাদ্যাঃ পিড়কাঃ সাধয়েচ্ছোথবদ্ ভিষক্।
পক্কাশ্চিকিৎসেদ্ ব্রণবৎ তাসাং পানে প্রশস্যতে ॥
ক্বাথং বনস্পতেৰ্বাস্তং মূত্রঞ্চ ব্রণশোধনম্।
এলাদিকেন কুর্ব্বীত তৈলঞ্চ ব্রণরোপণম্ ॥
আরগ্বধাদিনা কুর্য্যাৎ ক্বাথমুদ্বর্ত্তনানি চ *।
শালসারাদিসেকঞ্চ ভোজ্যাদি চ কণাদিনা ॥
সৌবীরকং সুরাং শুক্তং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্।
অম্লেক্ষুরসাপিষ্টান্নানূপমাংসানি বর্জ্জয়েৎ ॥

* ক্বাথমুৎসাদনায় চ ইতি সুশ্রুতে পাঠঃ। উৎসাদনং নিম্নব্রণস্যোন্নতিকরণম্। উৎসাদনে পিণ্ডাবস্থায়াম্ অবগ্বাদিনৈবোৎসাদনমিতি বৃন্দঃ।

প্রমেহরোগোৎপন্ন শরাবিকাদি পিড়কায় ব্রণ-শোথবৎ চিকিৎসা করিবে, কিন্তু পিড়কা পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। বটাদির কাথ ও ছাগমূত্র পান করিতে দিবে। সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের কাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত তৈল ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদির কাথ উদ্বর্ত্তনার্থ (উৎসাদনার্থ নিম্নব্রণের উন্নতি করণার্থ) ব্যবস্থা করিবে। শালসারাদিগণ দ্বারা পরিষেক দিবে

এবং পিপ্পল্যাদিগণ সাধিত আহার প্রদান করিবে। প্রমেহ পিড়কাগ্রস্ত রোগী কাঁজি, সুরা, শুক্ত, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অম্ল, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনুপমাংস ত্যাগ করিবে।

পিড়কালেপঃ।

ক্ষীরমোডুম্বরং সত্বাম্বাকুচং বা প্রযোজয়েৎ।
পিড়কাসু সমস্তাসু লেপনং সংপ্রশান্তয়ে॥

যজ্ঞডুমুরের আঠা দ্বারা অথবা সোমরাজী বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার পিড়কা প্রশমিত হয়।

অনন্তাং শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রিকাম্।
কটুকীং হরীতকীং বাসাং পিচুমন্দং নিশাযুগম্॥
বীজং গোক্ষুরজঞ্চাপি ক্কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
নাশং যান্তি প্রমেহোত্থা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহজন্য পিড়কা সকলের শান্তি হয়।

মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী ত্রিবৃদ্দারুশ্বধং শটী।
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্যেলা হরীতকী॥
শ্যামানন্তা দেবপুষ্পমেতেষাং সাধুসাধিতঃ।
কাথো হন্যাৎ প্রমেহোত্থাঃ পিড়কাঃ ক্ষিপ্রমেব হি॥

মুগানী, মাষাণী, তেউড়া, সোন্দাল, শটী, বিদ্ধড়ক বীজ, নীলমূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহপিড়কা সকলের শান্তি হয়।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠাচিত্রকশার্ঙ্গষ্টাঃ শারিবা কণ্টকারিকা।
সপ্তাহ্বং কৌটজং মূলং সোমবল্কং নৃপদ্রুমম্।
সংচূর্ণ্য মধুনা লিহ্যাৎ তদ্বচ্চূর্ণং নবায়সম্॥

আকনাদি, চিতামূল, করঞ্জ, অনন্তমূল, কণ্টকারী, ছাতিমছাল, কুড়্চিমূল, শ্বেতখদির ও সোন্দাল, ইহাদের চূর্ণ কিংবা পাণ্ডুরোগোক্ত নবায়সচূর্ণ মধু সহ সেবন করিবে।

শারিবাদি লৌহম্।

শারিবা নীলিনী রাস্না গুড়ূচেলা চ চিত্রকঃ।
মাণশূরণশঙ্খিন্যস্ত্রিবৃদ্ভল্লাতকাভয়াঃ॥
এভির্যুক্তময়ো হন্তি প্রমেহপিড়কা দশ।
বাতরক্তং ষড়র্শাংসি ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি॥

অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোরকাঁচকী, তেউড়ী, ভেলা ও হরীতকী, এই সমুদায় সমভাগ, সমষ্টির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৬ রতি। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ-পিড়কা, বাতরক্ত, অর্শঃ ও ত্বগ্‌গত পীড়া সমস্ত বিনষ্ট হয়।

মকরধ্বজরসঃ।

সিন্দূরং হেম লৌহঞ্চ দেবপুষ্পং সচন্দ্রকম্।
জাতীফলং মৃগমদৈঃ সমং পরিমর্দ্দয়েৎ॥
পর্ণস্বরসৈঃ দিনৈঃ গুঞ্জাদ্বিবটিকাং বল্লসম্মিতাম্।
সেবিতশ্ছাগপয়সা প্রমেহা সুবৃক্তান্ গদান্॥
ক্ষৈব্যং ধাতুক্ষয়ং কাসং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্।
রসোহয়ং ক্ষপয়েৎ শীঘ্রং মকরধ্বজসংজ্ঞকঃ॥

রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জায়ফল ও মৃগনাভি, এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া পানের রস দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহজাত পিড়কা, ক্লৈব্য, ধাতুক্ষয়, কাস এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্।

শ্যামা বরা বলা পদ্মং বিদারী নীলমুৎপলম্।
অষ্টবর্গশ্চ মধুকমশ্বগন্ধা শতাবরী॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা চন্দনদ্বয়ম্।
দ্রাক্ষা প্রসারণীমূলং সবিশ্বা কটুরোহিণী॥
এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্।
শ্যামাশতাবরীকুষ্মাণাং বিদার্য্যাঃ স্বরসং তথা॥
ছাগীপয়শ্চ তত্তুল্যং দত্ত্বা মন্দেন বহ্নিনা।
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পাত্রে স্থাপয়েদথ মৃন্ময়ে॥
প্রমেহাংস্তত্কৃতান্ ব্যাধীন্ ক্লৈব্যং বাতশোণিতম্॥
শুক্রক্ষয়ং রক্তপিত্তং হৃদ্রোগং ধাতুশোষণম্॥

নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ শ্যামাঘৃতমিদং বৃহৎ।
বালানাং পুষ্টিজননং গর্ভদোষহরং পরম্॥

গব্য ঘৃত ৴৪ সের। শ্যামালতা, শতমূলী, ইক্ষু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রস ৴৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৴৪ সের। কল্কার্থ—শ্যামালতা, ত্রিফলা, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ ও কট্‌কী প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, ক্লীবতা, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও ধাতুশোষ প্রভৃতির নিবারণ হয়। ইহা বালকগণের পুষ্টিপ্রদ ও গর্ভদোষনাশক।

শারিবাদ্যাসবঃ।

শারিবা মুস্তকং লোধ্রো ন্যগ্রোধঃ পিপ্পলঃ শটী।
অনন্তা পদ্মকং বালং পাঠা ধাত্রী গুড়ূচিকা॥
উশীরং চন্দনদ্বন্দ্বং যমানী।কটুরোহিণী।
পত্রমেলাদ্বয়ং কুষ্ঠং স্বর্ণপত্রা হরীতকী॥
এষাং চতুষ্পলান্ ভাগান্ সুক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্।
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তথা।
মাসং সংস্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে সংবৃতে মৃন্ময়ে শুভে॥
শারিবাদ্যাসবস্ত্বাস্ত পানাম্মেহাশ্চ বিংশতিঃ।
শরাবিকাদয়ঃ সর্ব্বাঃ পিড়কাস্তৎকৃতাশ্চ যাঃ॥
উপদংশিকরোগাশ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্।
সর্ব্ব এতে শমং যান্তি ব্যাধয়ো নাত্র সংশয়ঃ॥

শ্যামালতা, মুতা, লোধ, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আক্‌নাদি, আমলকী, গুলঞ্চ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, কট্‌কী, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কুড়, সোণামুখী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১০ পল ও দ্রাক্ষা ৬০ পল; এই সমুদায় ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস পরে উহার কল্ক ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহ-পিড়কা, উপদংশ জন্য সমস্ত বিকৃতি, বাতরক্ত ও ভগন্দর পীড়ার শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পানমন্নমভিষ্যন্দি রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ দুর্জ্জরম্।
বেগরোধং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং নিশি জাগরম্॥
সুরাং সুতীক্ষ্ণাং মৎস্যঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ রসোনকম্।
ত্যজেৎ সূর্য্যাগ্নিসন্তাপং প্রমেহজগদাতুরঃ॥

প্রমেহ-পিড়কাক্রান্ত রোগির পক্ষে।কফজনক রুক্ষ তীক্ষ্ণ ও দুষ্পাচ্য পানাহার, বেগরোধ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, সুতীক্ষ্ণ সুরা, মৎস্য, পলাণ্ডু, রসুন, রৌদ্র ও, অগ্নিসন্তাপ এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

অথ মেদোরোগাধিকারঃ।

অথ মেদোরোগ-নিদানম্।

অব্যায়ামদিবাস্বপ্ন-শ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ।
মধুরোঽন্নরসঃ প্রায়ঃ স্নেহান্মেদঃ প্রবর্দ্ধয়েৎ॥
মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ।
মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ক্ষুদ্রশ্বাসতৃষামোহ-স্বপ্নক্রথনসাদনৈঃ।
যুক্তঃ ক্ষুৎস্বেদদৌর্গন্ধৈরল্পপ্রাণোঽল্পমৈথুনঃ॥
মেদস্তু সর্ব্বভূতানামুদরেঽস্থিষু স্থিতম্।
অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥
মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারমভিকাঙ্ক্ষতি।
বিকারাংশ্চাপ্নুতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ॥

ব্যায়াম বর্জ্জিত ও দিবানিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তি, শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মধুররসবিশিষ্ট হয় এবং সেই মধুর আমের অর্থাৎ অপক্ক অন্ন-রসের স্নেহ হইতে মেদঃপদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদোবৃদ্ধিহেতু রসরক্তাদিবাহী স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হওয়াতে শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্ট হইতে পারে না। কেবল মেদোধাতু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে সকল কার্য্যে অসক্ত করিয়া ফেলে।

মেদোরোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘর্ম্মনির্গম, শরীরে দৌর্গন্ধ্য, বলের হ্রাস ও মৈথুনশক্তির অল্পতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মেদঃপদার্থ, সকল জীবের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে থাকে, তজ্জন্য মেদস্বী ব্যক্তির প্রায় উদরেরই বৃদ্ধি হয়।

যেমন কুম্ভকারের পয়ন, কর্দ্দম দ্বারা আবৃত হওয়াতে, তদন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না পারিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ মেদোধাতু দ্বারা মার্গাবরোধ হেতু বায়ু কোষ্ঠমধ্যেই বিশেষরূপে সঞ্চরণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে সন্ধুক্ষিত ও আহারকে শোষিত করিয়া থাকে, তজ্জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির আহার শীঘ্র পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম ঘটিলে নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথ মেদোরোগ-চিকিৎসা।

শ্রমচিন্তাব্যবায়াধ্ব-ক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনঃ॥
অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ॥
প্রাতর্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্।
উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥

শ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধুপান ও রাত্রিজাগরণ করিলে এবং যব ও শ্যামা-তণ্ডুলকৃত অন্ন ভোজন করিলে, অতি স্থৌল্য বিনষ্ট হয়। স্থৌল্য দূর করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, অনিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম ও চিন্তা এই সকল ক্রমে ক্রমে বাড়াইবে। প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল এবং অন্নের উষ্ণ মণ্ড পান করিলেও স্থূলতা নিবারিত হয়।

জীরকব্যোষ-হিঙ্গুসৌবর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ॥

চৈ, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সৌবর্চ্চল লবণ ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ এবং (সমস্তচূর্ণের ষোড়শ গুণ) যবশক্তু, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সতৈলং লবণান্বিতম্।
ষণ্মাসাদুপযোগেন কফমেদোঽনিলাপহম্॥

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ, তৈল ও লবণ সংযুক্ত করিয়া ছয়মাস কাল সেবন করিলে কফ মেদ ও বায়ু নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদ্যচূর্ণম্।

বিড়ঙ্গনাগরক্ষার-কান্তলৌহভস্ম যব।
যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহভস্ম, যব ও আমলকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য নিবারিত হয়।

মূলং বা ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রদকম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য পয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
অতিস্থৌল্যহরঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্॥

শুষ্ক মূলা বা ত্রিফলা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা তুল্যপরিমাণে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে, অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের কাথ মধু সহ সেবন করিলে বা মণ্ড পান করিলে অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়।

ব্যোষদলবহ্নিমূলং শতপুষ্পা-হিঙ্গুসংযুক্তম্।
পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্ব্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্॥

ক্ষারং বা তরিপদস্য হিঙ্গুযুক্তং পিবেন্নরঃ।
মেদোবৃদ্ধিবিনাশায় ভক্তং মণ্ডসমন্বিতম্॥
গবেধুকানাং পিষ্টানি যবানাঞ্চাথ শক্তবঃ।
সক্ষৌদ্রত্রিফলাকাথঃ পানে মেদোহরো মতঃ॥
গুড়ূচীত্রিফলাকাথস্তথা লৌহরজোঽন্বিতঃ।
অশ্মজং মহিষাক্ষং বা তেনৈব বিপনা পচেৎ॥
অতিমুক্তাদ্বীজমধ্যং মধ্বাতং হন্ত্যাদরবৃদ্ধিম্॥

পলতা, চিতা, বালা, শুল্‌ফা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য পুটপাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেদোবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ভেরেণ্ডা পাতার ক্ষার হিঙ্গুসংযোগে সেবন করিলে কিংবা মাড়যুক্ত অন্ন এবং যবের বা গবেধুক (দেধানের) ছাতু আহার করিলে মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। ত্রিফলার কাথ মধু প্রক্ষেপ, কিংবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে লৌহচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কিংবা যথাবিধি শোধিত শিলাজতু বা গুগ্গুলু অথবা তিনশবীজের শস্য মধুর সহিত লেহন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা॥

কুলপত্রের কল্ক ও কাঞ্জিক সহ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে স্থূলতা দূরীভূত হয়।

স্থৌল্যান্তৎ স্যাৎ সাগ্নিমন্থ-রসং বাপি শিলাজতু॥

গণিয়ারির কাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদেবদারু-কৌন্তীসমুস্তং সহ পঞ্চপত্রৈঃ।
শ্রীবাসপুন্নাগসপুষ্পদেব-পুষ্পং তথা সর্জ্জমিদং প্রপিষ্য।
ধুস্তূরপত্রস্য রসেন গাঢমুদ্বর্ত্তনং স্থৌল্যহরং প্রদিষ্টম্॥

শিলাজতু, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুকা, মুতা, পঞ্চপত্র (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গ ও বেলের পাতা), সরলবৃক্ষ, পিড়িংশাক, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ এই সকল ধতূরাপত্রের রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে স্থৌল্যনাশ হয়।

ত্র্যূষণাগ্নিঘনবেল্লবচাভি-
র্ভক্ষয়ন্ সমধৃতং মহিষাক্ষম্।
আশু হন্তি কফমারুতজাতান্
দোষজান্ বলবতোঽপি বিকারান্॥

ত্রিকটু, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও বচ, এই সকল চূর্ণ এবং সমভাগ ঘৃত সহ গুগ্গুলু ভক্ষণ করিলে কফ, বায়ু এবং মেদোদোষ জন্য বলবান ব্যাধিও শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং
বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্।
কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ
শস্তং বশীকৃদ্ রজনীদ্বয়েন॥
(অত্র বর্ণোজ্জ্বলং হরিতালমিতি চক্রটীকা।)

হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ; এবং গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখিলে কক্ষাদির দুর্গন্ধ নাশ হয়। উক্ত গব্যদুগ্ধ মিশ্রিত হরিতালের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হয়।

চিঞ্চাপত্ররসম্রক্ষিতং কক্ষাদিদোষজিতং জয়তি।
পুটদগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনমচিরাদ্দেহদৌর্গন্ধ্যম্॥

তেঁতুলপাতার রস কক্ষাদি স্থানে মাখাইয়া পুটদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে অচিরে দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়।

দলজলদমুমলয়াভয়বিলেপনং হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্।
বিমলারনালসহিতং পীতমিবালম্বুষাচূর্ণম্॥
(দলং তেজপত্রং, লঘু অগুরু, অভয়মুশীরম্।)

তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে কিংবা নির্ম্মল কাঁজির সহিত মুণ্ডিরীচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈস্ত্বগ্দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ।
পত্রাম্বুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ॥

শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধ, ইহাদের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে, ত্বকের দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। তেজপত্র, বালা, অগুরু, বেণার মূল ও চন্দন ইহাদের প্রলেপ দ্বারাও গাত্রের দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদলরসো লেপাচ্ছঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ।
বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥

বাসক বা বিল্বপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূর হয়।

হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্রং
চূতত্বচো দাড়িমবল্কলশ্চ।
এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং
জঙ্ঘাকষায়শ্চ নরাধিপানাম্॥

(জঙ্ঘোদ্বর্ত্তনার্থং কল্কঃ, প্রায়েণ হি রাজাদীনাং গজাদিবাহনানাং জঙ্ঘাবিবর্ণতা ভবতি, তাং সবর্ণীকরণার্থং জঙ্ঘাসবর্ণকষায়বিধিঃ। কষায়ো বিলেপনমিতি মেদিনী।)

হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, আমছাল, দাড়িমছাল, এই সকল একত্র বাটিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। ইহা অঙ্গনাদিগের অঙ্গরাগ এবং ইহার মর্দ্দনে রাজাদিগের গজাদি যানে গমনজন্য জঙ্ঘাবিবর্ণতা দূর হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্যশক্ত প্রয়োগঃ।

ব্যোষবিড়ঙ্গশিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানীধান্যচিত্রকম্।
সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্র-ভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তূনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥
প্রয়োগাৎ তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ।
প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥
প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোথোমূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ।
হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ॥
ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শৈত্যং স্থৌল্যমতীব চ।
নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আক্‌নাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচললবণ, জীরা ও হবুষা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান; শক্তু (ছাতু) ১৬ গুণ, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন শীতল অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে প্রমেহ, মূঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শঃ, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি নানাপীড়ার শান্তি এবং অগ্নি স্মৃতি ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতাক্রুটিবেল্লবৎসকং কলিঙ্গপথ্যামলকানি গুগ্‌গুলুঃ।
ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কাস্থৌল্যভগন্দরান্ জয়েৎ॥

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোট এলাচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়্‌চি ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ, এই সকল একত্র মধু সহ সেবন করিলে স্থৌল্য, পিড়কা ও ভগন্দর প্রশমিত হয়।

নবকগুগ্‌গুলুঃ।

ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গৈর্গুগ্‌গুলুঃ সমম্।
খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ ব্যাধীন্ মেদঃশ্লেষ্মামবাতজান্॥

ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মূতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত

মাত্রায় সেবন করিলে মেদ ও শ্লেষ্মা এবং আমবাত রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহম্।

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণানাগরকেণ চ।
বিল্বচন্দনহ্রীবেরং পাঠোশীরং তথা বলা॥
এষাং সর্ব্বসমং লৌহং জলেন বটিকাং কুরু।
ঘৃতযোগেন কর্ত্তব্যা মাষৈকা বটিকা শুভা॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং লৌহাষ্টগুণং পয়ঃ।
সর্ব্বমেহহরং বল্যং কান্ত্যায়ুর্বলবর্দ্ধনম॥
অগ্নিসন্দীপনকরং বাজীকরণমুত্তমম্।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বিড়ঙ্গাদ্যমিদং লৌহং সর্ব্বরোগনিসূদনম্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ; একত্র জলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে এক মাষা (ব্যবহার ৩।৪ রতি) পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধের সহিত বটিকা সেবন করিয়া আটগুণ (৮ মাষা) দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক, বলকর, কান্তি আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধক, অগ্নির দীপক, বাজীকরণ ও সোমরোগহর।

লৌহরসায়নম্।

গুগ্‌গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরো বৃষম্।
ত্রিবৃতালম্বুষা স্নুক্ চ নিগুণ্ডী চিত্রকং শটী॥
এষাং দশ পলান্ ভাগাংস্তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ।
পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ॥
পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহস্য চূর্ণিতম্।
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলানি চ॥
পচেৎ তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতুপলদ্বয়ম্॥
এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রয়ম্।
মরিচাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্॥
পলদ্বয়ন্তু কাসীসং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ।
চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্।
অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসং তথা॥
বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহজ্বরাপহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্॥
মূর্চ্ছামোহবিষোন্মাদ-গরাণি বিবিধানি চ।
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্॥
কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্॥
নাশ্নীয়াৎ কদলীং কন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্।
করীরং কারবেল্লঞ্চ ষটককারাদি বর্জ্জয়েৎ॥

অথ পোটলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, মুণ্ডরী, সিজমূল, নিসিন্দা, চিতামূল ও শটী প্রত্যেক ১০ পল; পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্বাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত উক্ত গুগ্‌গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ ১২ পল, পুরাতন ঘৃত ৮ সের ও চিনি ৮ পল মিশ্রণ পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ২ সের, শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ রসাঞ্জন পিপুল ত্রিফলা ও হীরাকস প্রত্যেক ২ পল, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস। ইহাতে বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, বৃষ্য, রসায়ন, মেধ্য ও বলীপলিতনাশক। ইহা সেবনকালে কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমচা, করীর (বাঁশের কোড়) ও করলা ককারাদি এই ছয়টি দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ত্র্যূষণাদ্যং লৌহম্।

ত্র্যূষণং বিজয়া চব্যং চিত্রকং বিড়ঙ্গমুস্তদম্।
বচ গুঞ্জা সৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥
অয়শ্চূর্ণেন সংযুক্তং ভক্ষয়েন্মধুসর্পিষা।
স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
মেহঘ্নং কুষ্ঠশমনং সর্ব্বব্যাধিহরং পরম্।
নাহারে যন্ত্রণা কাচ্যা ন বিহারে তথৈব চ।
ত্র্যূষণাদ্যমিদং লৌহং রসায়নবরোত্তমম্॥

ত্রিকটু, সিদ্ধি, চৈ, চিতা, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচললবণ; এই সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে স্থূলতা নাশ হয়, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি নিবারিত এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেরূপ আহার বিহারে রোগির যন্ত্রণা না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

বড়বাগ্নিলৌহম্।

সূতভস্ম সতালঞ্চ লৌহং তাম্রং সমং সমম্।
মৰ্দ্দয়েৎ সূর্য্যপত্রেণ চাস্য বল্লং প্রযোজয়েৎ॥
মধুনা স্থূলরোগে চ শোথে শূলে তথৈব চ।
মধ্বাজ্যমনুপানঞ্চ দেয়ং বাপি কফোল্বণে॥

রসসিন্দূর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র সমান সমান ভাগ; আকন্দপত্র রসে মৰ্দ্দন করিবে। মাত্রা—তিন রতি। কফোল্বণ শোথ, শূল ও স্থূলরোগে মধু কিংবা মধু সংযুক্ত ঘৃত অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

বড়বাগ্নিরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং সমম্।
অকক্ষীরৈর্দিনং মৰ্দ্দ্যং ক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং ত্রিগুঞ্জকম্।
বড়বাগ্নিরসো নাম্না স্থৌল্যমাশু নিযচ্ছতি॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমানভাগ, আকন্দ আঠায় একদিন মৰ্দ্দন করিবে। পরিমাণ—তিন রতি। অনুপান—মধু। ইহা আশু স্থৌল্য-নিবারক।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষামূৰ্ব্বা-ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধষড়গ্রন্থা-সপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরাকৃষ্ণা-কুষ্ঠসর্ষপনাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্কং সুরসাদিরসাপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-নস্যবস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

তিলতৈল /৪ সের। সুরসাদ্যক্ত সুরসাদি-গণের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসক-ছাল, নিমছাল, সোঁদালমজ্জা, বচ, ছাতিম-ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-কর্কটী (বা নিসিন্দা), পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া উহা পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, নস্য ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে দেহের স্থূলতা, আলস্য ও কণ্ডু প্রভৃতি কফজরোগ নষ্ট হয়।

মহাসুগন্ধিতৈলম্।

চন্দনং কুঙ্কুমোশীর-প্রিয়ঙ্গুক্রুটিরোচনাঃ।
তুরুষ্কাগুরুকস্তূরী কর্পূরং জাতিপত্রিকা॥
জাতীকক্কোলপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ।
নলিকা নলদং কুষ্ঠং হরেণু তগরং প্লবম্॥
নখং ব্যাঘ্রনখং পৃক্কা বোলং দমনকং তথা।
স্থৌণেয়কং চোরকঞ্চ শৈলেয়ং সৈলবালুকম্॥
সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা আমলকী তথা।
লামজ্জকং পদ্মকঞ্চ ধাতকীং কুসুমানি চ॥
প্রপৌণ্ডরীকঃ কচ্চূরঃ সমাংশৈঃ শাণমাত্রকৈঃ।
মহাসুগন্ধমিত্যেতৎ তৈলপ্রস্থেন সাধয়েৎ॥
প্রস্বেদমলদৌর্গন্ধ্য-কণ্ডুকুষ্ঠহরং পরম্।
অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধঃ সপ্ততিকোঽপি বা॥
যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ।
সুভগো দর্শনীয়শ্চ গচ্ছেচ্চ প্রমদাশতম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং ষণ্ডোঽপি পুরুষায়তে।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণার মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট এলাচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর, জৈত্রী, জাতীফল, কক্কোল, সুপারি, লবঙ্গ, নালুক, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাদুকা, কৈবৰ্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী, পিড়িংশাক, বোল, দমনক (দনা), গেঠেলা, চোরক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) শিলাজতু, এলবালুক, সরল-কাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভূঁইআমলা, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিয়া ও শঠী এই সকল প্রত্যেক অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মৰ্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম-মল-দৌর্গন্ধ্য এবং কণ্ডু ও কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়।

অথ কার্শ্য-নিদানম্।

বাতো রুক্ষান্নপানানি লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্।
ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ॥
নিত্যং রোগো রতির্নিত্যং ব্যায়ামো ভোজনাল্পতা।
ভীতির্ধনাদিচিন্তা চ কার্শ্যকারণমীরিতম্॥
শুষ্কস্ফিগুদরগ্রীবো ধমনীজালসন্ততিঃ।
ত্বগস্থিশেষোঽতিকৃশঃ স্থূলপর্ব্বানরো মতঃ॥

বায়ুদুষ্টি, রুক্ষ অন্ন ও রুক্ষ পানীয় সেবন, উপবাস, অত্যল্প ভোজন, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি প্রয়োগ, শোক, মলমূত্রাদির বেগ ও নিদ্রাবেগ ধারণ, নিত্য রোগভোগ, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, ভোজনের অল্পতা, ভয় ও ধনাদি-চিন্তা এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে।

কৃশের লক্ষণ—কৃশব্যক্তির স্ফিক্ (পাছা) উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত, চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধি ও মুখ স্থূল হইয়া থাকে।

অথ কার্শ্য-চিকিৎসা।

রুক্ষান্নাদিনিমিত্তে তু কৃশে যুঞ্জীত ভেষজম্।
বৃংহণং বলকৃদ্ বৃষ্যং তথা বাজীকরঞ্চ যৎ॥

রুক্ষান্ন-ভোজনাদি দ্বারা দেহ কৃশ হইলে পুষ্টি ও বলকারক এবং বৃষ্য ও বাজীকরণ ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥

জলবর্ষণ দ্বারা যেমন চারা গাছ বর্দ্ধিত হয়, দুগ্ধ ঘৃত তৈল বা ঈষদুষ্ণ জল, ইহাদের কাহারও সহিত কিছুদিন অশ্বগন্ধা পান করিলে তেমনই কৃশ দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

পুষ্টিকৃদ্ বালরোগোক্তমশ্বগন্ধাঘৃতং ভজেৎ।
বাজীকরোদিতং তদ্বদশ্বগন্ধাঘৃতাদিকম্॥

বালরোগোক্ত অশ্বগন্ধা ঘৃত এবং বাজীকরণোক্ত অশ্বগন্ধা-ঘৃতাদি ঔষধ সেবন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

স্বভাবাদতিকার্শ্যো যঃ স্বভাবাদল্পপাবকঃ।
স্বভাবাদবলো যশ্চ তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্॥

যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ কৃশ, স্বভাবতঃ অল্পাগ্নি ও স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহার কোন ঔষধ নাই।

অশ্বগন্ধাতৈলম্।

অশ্বগন্ধায়াঃ কল্কেন ক্বাথে তস্মিন্ পয়স্যপি।
সিদ্ধং তৈলং কৃশাঙ্গানামভ্যঙ্গাদঙ্গপুষ্টিদম্॥

তিলতৈল ⁄৪ সের, অশ্বগন্ধার কল্ক ⁄১ সের এবং উহার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই অশ্বগন্ধা তৈল মর্দ্দন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

অমৃতার্ণবঃ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
সর্ব্বাংশমমৃতাসত্ত্বং সিতামধ্বাজ্যমিশ্রিতম্॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে মাষৈকং ভক্ষয়েৎ সদা।
কৃশানাং কুরুতে পুষ্টিং রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ।
অশ্বগন্ধাপলার্দ্ধঞ্চ গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেদনু॥

রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, গুলঞ্চের চিনি চারি ভাগ, চিনি মধু ও ঘৃত সহ একদিন মাড়িয়া ৵০ আনা পরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধসেবনান্তে গব্য দুগ্ধ সহ অশ্বগন্ধামূল চূর্ণ ৪ তোলা (রোগির বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায়) সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

মেদোরোগে পথ্যানি।

চিন্তা শ্রমো জাগরণং ব্যবায়ঃ প্রোদ্বর্ত্তনং লঙ্ঘনমাতপশ্চ।
হস্ত্যশ্বযানং ভ্রমণং বিরেকঃ প্রচ্ছর্দ্দনকাপ্যপতর্পণানি॥
পুরাতনা বৈণবকোরদূষ-শ্যামাকনীবারপ্রিয়ঙ্গবশ্চ।
যবাঃ কুলত্থাশ্চণকা মসূরা মুদ্গাস্তুবর্য্যোঽপি মধূনি লাজাঃ॥
কটূনি তিক্তানি কষায়কানি তক্রং সুরা চিঙ্গটমৎস্য এব।
দন্ধানি বার্ত্তাকুফলানি চাপি ফলত্রয়ং গুগ্গুলুবায়সশ্চ॥

কটুত্রয়ং সার্ষপতৈলমেলা রুক্ষাণি সর্ব্বাণি চ মুখ্যতৈলম্।
পত্রোত্থশাকোঽগুরুলেপনানি প্রতপ্তনীরাণি শিলাজতূনি॥
প্রাগ্‌ভোজনস্যাপি চ বারিপানং
মেদোগদং পথ্যমিদং নিহন্তি॥

চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, অত্যন্ত শরীর মার্জ্জন, লঙ্ঘন, রৌদ্রসেবন, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্য্যটন, বিরেচন, বমন, অপতর্পণ, পুরাতন বংশতণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, উড়ীধান্য, কাঙ্গ্‌নিধান্য, যব, কুলত্থকলায়, ছোলা, মসূর, মুগ, অড়হর, মধু, খৈ, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, তক্র, সুরা, চিংড়ীমৎস্য, পোড়াবেগুণ, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু, কাকমাচী, ত্রিকটু, সার্ষপতৈল, এলাচ, সমস্ত রুক্ষদ্রব্য, তিলতৈল, পত্রশাক, গাত্রে অগুরু লেপন, গরমজল ও শিলাজতু এবং ভোজনের পূর্ব্বে জলপান, এই সকল মেদোরোগে অত্যন্ত হিতকর।

মেদোরোগেঽপথ্যানি।

স্নানং রসায়নং শালীন্ গোধূমান্ সুখশীলতাম্।
ক্ষীরেক্ষুবিকৃতীর্মাষান্ সৌহিত্যং স্নেহনানি চ॥
মৎস্যং মাংসং দিবানিদ্রাং স্রগ্‌গন্ধৌ মধুরাণি চ।
ভোজনস্য সমগ্রস্য পশ্চাৎ পানং জলস্য চ॥
অতিমাত্রস্থূপচিতো বিশেষাদ্বমনক্রিয়াম্।
স্বভাবস্থত্বমন্বিচ্ছন্ মেদস্বী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্নান, রসায়নক্রিয়া, শালিতণ্ডুল, গোধূম, সুখশীলতা, ক্ষীরবিকৃতি (ছানা আদি), ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), মাষকলায়, সৌহিত্য, স্নেহক্রিয়া অর্থাৎ ঘৃতাদি পুষ্টিকর স্নেহসেবন, মৎস্য ও মাংসভক্ষণ, দিবানিদ্রা, মাল্যধারণ, সুগন্ধি দ্রব্য সেবন, মধুররসসংযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, ও ভোজনের পরে জলপান মেদোরোগে অহিতকর।

অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে বমনক্রিয়া বিশেষ নিষিদ্ধ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মেদোরোগাধিকারঃ।

অথোদররোগাধিকারঃ।

—:*:—

অথোদর-নিদানম্।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সুতরামুদরাণি চ।
অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ॥
রুদ্ধ্বা স্বেদাম্বুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ।
প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্॥
আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ॥
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি।
পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ॥
সংভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু।
তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু॥
কুক্ষিপার্শ্বোদরকটী-পৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনম্।
শুষ্ককাসোঽঙ্গমর্দ্দোঽধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ॥
শ্যাবারুণত্বগাদিত্বমকস্মাদ্বৃদ্ধিহ্রাসবৎ।
সতোদভেদমুদরং তনুকৃষ্ণশিরাততম্॥
আধ্মাতদৃতিবচ্ছব্দমাহতং প্রকরোতি চ।
বায়ুশ্চাত্র সরুক্‌শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতোগতিঃ॥
পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা।
ভ্রমোঽতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎ-
পীততাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে।
ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে॥
শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বাপশ্বয়থুগৌরবম্।
নিদ্রোৎক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা॥
উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং মহৎ।
চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্॥
স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখলোমমূত্র-বিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ।
যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা॥

তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ
কুর্য্যুঃ সুঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গম্।
তচ্ছীতবাতে ভৃশদুর্দ্দিনে চ
বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ॥
স চাতুরো মুহ্যতি হি প্রসক্তং
পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ।
দূষ্যোদরং কীর্ত্তিতমেতদেব॥
যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্বা
বালাশ্মভির্বা পিহিতং যথাবৎ।
সঞ্চীয়তে তস্য মলঃ সদোষঃ
শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাড্যাম্।
নিরুধ্যতে তস্য গুদে পুরীষং
নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পম্।
হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি
তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি॥
শল্যং তথান্নোপহিতং যদন্ত্রং
ভুক্তং ভিনত্ত্যাগতমন্যথা বা।
তস্মাৎ স্রুতোঽন্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ
স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ॥
নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিং
নিস্তুদ্যতে দাল্যতি চাতিমাত্রম্।
এতৎ পরিস্রাব্যুদরং প্রদিষ্টং
দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ॥
যঃ স্নেহপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা
বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথবা নিরূঢ়ঃ।
পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য
স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হি তদ্বহানি॥
স্নেহোপলিপ্তেষ্বথবাপি তেষু
দকোদরং পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি।
স্নিগ্ধং মহৎ তৎ পরিবৃত্তনাভি-
সমাততং পূর্ণমিবাম্বুনা চ॥
যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ
শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ॥

অগ্নিমান্দ্য হেতু সকল ব্যাধিই বিশেষতঃ উদররোগ জন্মিয়া থাকে। অজীর্ণ, মলিন অন্নভোজন, (অত্যন্ত দোষজনক বিরুদ্ধভোজন ও পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ভোজন ইত্যাদি) এবং মলসঞ্চয় এইগুলি উদররোগ জন্মিবার কারণ।

সঞ্চিত বাতাদি দোষ সকল, স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া উদর-রোগ উৎপাদন করে।

উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য ও শোথ, অঙ্গ সকলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের অপবৃত্তি এবং দাহ ও তন্দ্রা এইগুলি সর্ব্বপ্রকার উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

উদররোগ আট প্রকার; যথা—বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহ-জনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষতজনিত ও জল-সঞ্চয়জনিত। এই আট প্রকার উদররোগের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতোদরে হস্ত পদ নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, অস্থি পর্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ্দ, শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব, মলরোধ, ত্বক্ চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি ও উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দোৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করে।

পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, কটুকা-স্যতা (মুখে কটুস্বাদোৎপত্তি), ভ্রম, অতি-সার ও ত্বক্-নয়নাদির পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদর ঘর্ম্মযুক্ত, উষ্ম-বিশিষ্ট, দাহান্বিত, কোমলস্পর্শ ও হরিৎ পীত বা তাম্রবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। আর বোধ হয়, যেন উহা হইতে ধূমোদ্গমন হইতেছে। পিত্তোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরি-ণত হয় এবং সর্ব্বদা বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত উদররোগে, অঙ্গের অবসাদ, স্পর্শজ্ঞানাভাব, শোথ, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এবং উদরশোথ বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন,

শীতস্পর্শ, গুরু, অচল ও দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত এবং শুক্লবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত উদররোগ। দুঃশীলা কামিনীগণ, নিঃস্নেহ-পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে তদীয় অন্নপানের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা ও আর্ত্তব-শোণিত প্রদান করিয়া থাকে। সেই মলিন (নানাদোষজনক) অন্ন আহার করিলে, কিংবা শত্রু-প্রদত্ত সংযোগজ বিষ ভোজন করিলে অথবা সবিষ মৎস্য ও তৃণ-পত্রাদির কাথ মিশ্রিত দুষ্ট জল বা দূষীবিষ (অগ্নি বা বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা জীর্ণ স্বল্পপ্রভাব বিষ) সেবন করিলে রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর জঠর-রোগ উৎপাদন করে। ইহাকেই ত্রিদোষজ উদর রোগ কহে। এবম্ভূত উদর রোগ, শীত বাত ও অতি দুর্দ্দিনে (জল ঝড় ও মেঘাদি বিশিষ্ট দিবসে) অতিশয় কুপিত ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর।

যাহার অন্ন শাকশালুকাদি পিচ্ছিল অন্ন বা চুল ও কঙ্করাদি দ্বারা বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ মল, সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির ন্যায়, ক্রমে ক্রমে অন্ত্রনাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ থাকিয়া অতিকষ্টে অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তি স্থানে উদরের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই বদ্ধ-গুদোদর কহে।

কণ্টকাদি-শল্যযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে, সেই ভুক্ত অন্ন যদি পাকাশয় হইতে বিলোম ভাবে (বক্রভাবে) আগত হয়, তাহা হইলে সেই কণ্টকাদি-শল্য দ্বারা অন্ত্রনাড়ী ভেদ হইয়া যায়। জৃম্ভা ও অতি ভোজন দ্বারাও অন্ত্রভেদ হইতে পারে, এইরূপে অন্ত্র ভিন্ন হইলে তাহা হইতে বহুপরিমাণে জলবৎ স্রাব নিঃসৃত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃপুনঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহে। এই উদররোগে সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ অসহ্য বেদনা হইয়া থাকে।

স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থ দ্বারা পিচ্‌কারী দেওয়া), বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ (পিচ্‌কারী বিশেষ) এই সকল ক্রিয়ার পর আশু শীতলজল পান করিলে অথবা স্নেহপদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হইলে জলবহ স্রোতঃ সকল দূষিত হয় এবং সেই দুষ্ট নাড়ী হইতে পীতজল নিঃসৃত হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দকোদর বা জলোদর কহে। দকোদরে উদর চিক্কণ, বৃহৎ, জলপূর্ণবৎ স্ফীত ও নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনাযুক্ত হয়। জলপূর্ণ ভস্ত্রা (ভিস্তি) সঞ্চালিত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়, দকোদরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অথোদর-চিকিৎসা।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসংঘাতজং যতঃ।
অতো বাতাদিশমনীঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বত্র কারয়েৎ॥

প্রায় সকল উদররোগই ত্রিদোষ প্রকোপ জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বত্র উদররোগে বাতাদি দোষত্রয়ের শান্তিকারক চিকিৎসা করিবে।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোঽনলঃ।
তস্মাদ্ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ॥

উদর দোষপূর্ণ হইলে অগ্নিমান্দ্য হয়, অতএব অগ্নির উদ্দীপক ও লঘু আহার উদররোগে ব্যবস্থা করিবে।

দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ।
সম্ভবত্যুদরং তস্মান্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ॥
(স্রোতোমার্গং স্রোতোমুখম্, মার্গশব্দোঽত্র মুখরূপমার্গবাচী। চক্রটীকা।)

দোষের অত্যন্ত সঞ্চয় ও স্রোতোমুখ সকলের নিরোধ হেতু উদর রোগ উৎপন্ন হইয়া

থাকে, অতএব ইহাতে নিত্য বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক।

পায়য়েৎ তৈলমেরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা ॥

বিরেচন করাইতে হইলে গোমূত্র কিংবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করাইবে।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্ ॥
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
যথাস্যানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ ॥

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে বাতোদর-রোগিকে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা দোষ সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বান্ধিবে; ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুর দ্বারা উদরাধ্মান হইবে না।

বিরিক্তে চ যথাদোষ-হরৈঃ পেয়া শৃতা হিতা ॥

বিরেচনের পর উদর রোগে দোষের আধিক্য বুঝিয়া তত্তদ্দোষনাশক ঔষধ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বাতোদরে পয়োঽভ্যাসো নিরূহো দাশমূলিকঃ।
সোদাবর্ত্তে বাতঘ্নাম্ল-শৃতৈরণ্ডানুবাসনঃ ॥

বাতোদরে দুগ্ধপান করিলে ও দশমূলের কাথে পিচ্‌কারী দিলে উপকার হয়। উদাবর্ত্তযুক্ত বাতোদরে বাতঘ্ন দ্রব্য ও কাঁজির সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া অনুবাসন করিবে।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযুক্তস্ত্রিফলারসো বা।
নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং কাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ ॥

দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া বা ত্রিফলার রসে গোমূত্র মিলিত করিয়া কিংবা দশমূলের কাথে গোমূত্র মিলিত করিয়া পান করিলে বাতোদর শোথ ও শূল নষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদি চূর্ণম্।

কুষ্ঠং দন্তী যবক্ষারো ব্যোষং ত্রিলবণং বচা।
অজাজী দীপ্যকং হিঙ্গু স্বর্জিকা চব্যচিত্রকম্।
শুণ্ঠী চোষ্ণাম্ভসা পীতা বাতোদররুজাপহা ॥

কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিঙ্গু, স্বর্জ্জিক্ষার, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ, সমভাগে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতোদর নিবারিত হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্রসৌবর্চ্চলসৈন্ধবানি ক্ষারং যবানামজমোদকঞ্চ।
সপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরং হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ ॥
এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি ভুঞ্জীত পূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্।
বাতোদরং গুল্মমজীর্ণভক্তং বায়ুপ্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্।
অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং ভগন্দরঞ্চাপি নিহন্তি সদ্যঃ ॥

করকচ, সচল সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পিত্তোদরেষু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
অনুবাস্যাবলং ক্ষীর-বস্তিশুদ্ধং বিরেচয়েৎ ॥
পয়সা সত্রিবৃৎকল্কেনোরুবূকশৃতেন বা।
শাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা ॥
(সত্রিবৃৎকল্কেন পয়সা ইত্যেকো যোগঃ। উরুবূকশৃতেন ইতি দ্বিতীয়ো যোগঃ। শাতলাদিরারগ্বধান্তস্ত্রয়ঃ জাতুকর্ণসংবাদাৎ। ইতি শিবদাসঃ।)

রোগির বল থাকিলে পিত্তোদর রোগে প্রথমেই বিরেচন দিবে; কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অগ্রে অনুবাসন, তৎপরে দুগ্ধপ্রধান বস্তি দ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ তেউড়ী কল্ক মিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা এরণ্ডবীজ কিংবা চর্ম্মকষা, বলাডুমুর ও সোন্দালের ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে।

কফোদরিণং শুদ্ধং কটুক্ষারান্নভোজিতম্।
মূত্রারিষ্টায়স্কৃতিভির্যোজয়েচ্চ কফাপহৈঃ ॥

কফপ্রধান উদররোগে রোগিকে বমন ভিন্ন বিরেচনাদি অন্য শোধন দ্বারা শুদ্ধ

করত কটু ও ক্ষার যুক্ত পেয়াদি অন্ন ভোজন করাইয়া, গোমূত্র, অরিষ্ট, নবায়সাদি লৌহ বা রসায়নোক্ত লৌহ প্রভৃতি কফনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ॥

সন্নিপাতোদরে, বাতোদরাদি-নির্দ্দিষ্ট সকল ক্রিয়াই করিবে।

নাত্যর্থসান্দ্রং মধুরং তক্রং পানে প্রশস্যতে॥

ঈষদম্ল ও মধুররস তক্র পানার্থ প্রশস্ত।

বাতোদরী পিবেৎ তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানীসৈন্ধবাজাজী-মধুব্যোষৈঃ কফোদরী।
ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী॥
মধুতৈলবচাশুণ্ঠী-শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ।
প্লীহ্নি বদ্ধে তু হবুষা-যমানীপটুজাজিভিঃ।
সকৃষ্ণামাক্ষিকং ছিদ্রে ব্যোষবৎ সলিলোদরে॥

বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধবলবণের সহিত, পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত, কফোদরে যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা, মধু ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তক্র পান করাইবে। প্লীহোদরে বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তৈল মিশ্রিত তক্র পান করাইবে। বদ্ধোদরে হবুষা, যোয়ান, সৈন্ধব লবণ ও কৃষ্ণজীরার সহিত, ছিদ্রোদরে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত এবং দকোদরে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত তক্র পান করাইবে।

প্লীহোদরে প্লীহহরং কর্ম্মোদরহরং তথা॥

প্লীহোদরে প্লীহনাশক এবং প্লীহোদর-হর চিকিৎসা করিবে।

স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রতীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্।
সতৈললবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্।
পরিস্রংসীনি চান্নানি তীক্ষ্ণঞ্চৈব বিরেচনম্॥
ছিদ্রোদরমৃতে স্বেদাৎ শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ॥

বদ্ধোদরে, রোগির উদরে স্বেদ দিয়া পরে গোমূত্র ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধযুক্ত, তৈললবণ-বহুল নিরূহণ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে, এবং পিত্তাদির অনুলোমনকারী ভোজন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ছিদ্রোদর-রোগে স্বেদ ব্যতীত কফোদরোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ।
জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

জলোদরে যেমন জল সঞ্চিত হইবে, অমনই শল্যশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অস্ত্র দ্বারা জল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং জলীয় দ্রব্য ভোজন একবারে পরিত্যাগ করিবে।

দেবদারুপলাশার্ক-হস্তিপিপ্পলিশিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিগ্ধাদুদরং শনৈঃ॥
মূত্রাণাষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ।
স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োঽশনঃ।
সহস্রঞ্চ প্রযুঞ্জীত শক্তিতো জঠরাময়ী॥

উদররোগে দেবদারু, পলাশফল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শজিনা ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট কল্ক দ্বারা উদর ক্রমে ক্রমে প্রলিপ্ত করিবে। পরিষেকে ও পানে গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্র প্রয়োগ করিবে। মনসাসীজের আঠায় পিপ্পলী ২১ বার (ব্যবহার ৭ বার) ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত পিপ্পলী তিনটি, চারিটি, পাঁচটি বা কোষ্ঠানুরূপ যে কয়টি উপযুক্ত, সেই কয়টি করিয়া প্রতিদিন বা একদিন অন্তর অথবা দুই তিন দিন অন্তর এই প্রণালীতে শক্তি অনুসারে সহস্র পিপ্পলী পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পিপ্পলী সেবনকালে দুগ্ধ পান করিবে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগ্গুলোস্ত্রৈফলস্য চ।
স্নুহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ম্॥
(ত্রৈফলস্যেতি গুগ্গুলোর্বিশেষণম্। সমাসান্তর্গতমপি প্রয়োগপদং চকারাচ্ছিলাজত্বাদিভিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। ইতি শিবদাসঃ।)

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলাগুগ্গুলু ও মনসাসীজের আঠা, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদর রোগের শান্তি হয়।

স্নুক্‌পয়সা পরিভাবিততণ্ডুলচূর্ণৈর্নির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারং হিংস্যাদ্ যোগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ॥

মনসাসীজের আঠায় তণ্ডুল-চূর্ণ ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত তণ্ডুল-চূর্ণের পিষ্টক করিয়া সেবন করিবে। এই পিষ্টক সাতদিন সেবন করিলে উদর রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রযোজয়েৎ।
জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥

চরকোক্ত রসায়ন-বিধানানুসারে পিপ্পলী-বর্দ্ধমান প্রয়োগ করিবে। উদররোগ-বিনাশার্থ এরূপ ঔষধ আর ভূতলে দ্বিতীয় নাই।

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিল্বকং ত্রিবৃৎ।
গোমূত্রেণ পিবেদেতজ্জঠরাময়নাশনম্॥

দন্তী, বচ, রাখালশশা, চোরপুষ্পী, লোধ ও তেউড়ী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া, গোমূত্রের সহিত পান করিলে জঠর রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ।
শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ॥
(মাহিষং মূত্রং পলমেকং দ্বয়ং বা পীত্বা বিরেকে সতি গোক্ষীরমেব পীত্বা স্থাতব্যমিত্যুপদিশন্তি।)

অনাহারে ১ পল কিংবা ২ পল মহিষের মূত্র পান করিয়া বিরেকের পর কেবল গো-দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। ইহাতে জঠর রোগ নিবারিত হইবে।

গবাক্ষীশঙ্খিনীদন্তী-নীলিনীকল্কসংযুতম্।
সর্ব্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ॥

রাখালশশা, চোরপুষ্পী, দন্তী ও নীলীবৃক্ষ, ইহাদের চূর্ণ সংযুক্ত গোমূত্র পান করিলে সর্ব্বোদর বিনষ্ট হয়।

দেবদ্রুমং শিগ্রু ময়ূরকঞ্চ গোমূত্রপিষ্টামথবাশ্বগন্ধাম্।
পীত্বাশু হন্যাদুদরং প্রবৃদ্ধং ক্রিমীন্ সশোথানুদরঞ্চ দূষ্যম্॥

দেবদারু, শজিনা ও আপাং এই সকল দ্রব্য অথবা অশ্বগন্ধা গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে, প্রবৃদ্ধ উদর রোগ, ক্রিমি ও শোথ উপদ্রব এবং দূষ্যোদর বিনষ্ট হয়।

দশমূলদারুনাগরচ্ছিন্নরুহাপুনর্নবাভয়াক্কাথঃ।
জয়তি জলোদরশোথশ্লীপদগলগণ্ডবাতরোগাংশ্চ॥

দশমূল, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে জলোদর, শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুড়ূচীং
পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্।
ত্বগ্‌দোষশোথোদরপাণ্ডুরোগ-
স্থৌল্যপ্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥
গোমূত্রযুক্তং মহিষীপয়ো বা
ক্ষীরং গবাং বা ত্রিফলাবিমিশ্রম্॥
ক্ষীরান্নভুক্ কেবলমেব গবাং
মূত্রং পিবেদ্বা শ্বয়থূদরেষু॥

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্বগ্‌দোষ, শোথ, উদর, পাণ্ডু, স্থৌল্য, প্রসেক ও ঊর্দ্ধশ্লেষ্মজ রোগ নষ্ট হয়। শোথসংযুক্ত উদররোগে গোমূত্রের সহিত মহিষীদুগ্ধ কিংবা ত্রিফলার ক্কাথ বা কল্ক সহ গব্য দুগ্ধ পান করিবে। কেবল দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং গোমূত্র পানও হিতকর।

পুনর্নবা দার্ব্বমৃতা পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রিকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যশ্চিত্রকং বৃষম্॥
সমভাগানি চূর্ণানি গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ।
বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্।
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোদ্ধতানপি॥

পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী চিতা ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বহুপ্রকার শোথ এবং শোথযুক্ত আট প্রকার উদর ও উৎকট ব্রণ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাদি-ক্কাথঃ।

পুনর্নবা দারু নিশা সতিক্তা
পটোলপথ্যা-পিচুমর্দ্দমুস্তা।
সনাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বৈঃ
কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ॥
গোমূত্রযুগ্‌গুগ্‌গুলুনা চ যুক্তঃ
পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, পলতা, হরীতকী, নিম্ব, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা। ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রভাতে পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

মাণমণ্ডঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যস্তেৎ পায়সন্তু তৎ॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥

(পুরাণমিত্যাদি। পুরাণমাণকস্য মূলং পলমাত্রং দরদলিততণ্ডুলস্য পলদ্বয়ং ক্ষীরতোয়াভ্যাং সমাভ্যাং সাধয়িত্বা পায়সঃ কার্য্যঃ। অস্যোপযোগেঽপরমন্নব্যঞ্জনং নাশ্নীয়াদিত্যাহুঃ। যোগোঽয়ং শোথমাত্রেঽপি প্রভবতি। ইতি শিবদাসঃ।)

পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপতণ্ডুলচূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুগ্ধ ২৪ ভাগ, একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু এই সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

নারায়ণ-চূর্ণম্।

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা সোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শঠী বচা॥
শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ।
নৈনং প্রাপ্যাভিবর্দ্ধন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ॥
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ো গুল্মিভির্বদরাম্বুনা।
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া॥
দধিমণ্ডেন বিট্সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসৈঃ।
পরিকর্ত্তে চ বৃক্ষাম্লৈরুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে॥
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে॥
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥

যমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, কারবী (ঈষৎ ক্ষুদ্র জীরা), পিপ্পলীমূল, বনযমানী, শঠী, বচ, শুল্‌ফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্কর-মূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক এক ভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, রাখালশশা দুই ভাগ, চর্ম্মকষা চারি ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তক্রের সহিত, গুল্মরোগে কুলের কাথ সহ, আনাহ-বাতে সুরা সহ, বাতরোগে প্রসন্না (সুরামণ্ড) সহ, মলবদ্ধতায় দধির মাতের সহিত, অর্শোরোগে দাড়িমের কাথ সহ, পরিকর্ত্তিকা রোগে (গুহ্যে ও উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়ায়) তেঁকল সহ ও অজীর্ণ রোগে উষ্ণজল সহ পান করিবে এবং ভগন্দর, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস, দংশন জন্য বিষ, মূলবিষ, বিষ-দোষ ও কৃত্রিমবিষ প্রভৃতি রোগে উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

পটোলাদ্যং চূর্ণম্।

পটোলমূলং রজনীং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাত্বচম্।
কম্পিল্লকং নীলিনীঞ্চ ত্রিবৃতাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাংস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্।
কৃত্বা চূর্ণং ততো মুষ্টিং গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥
বিরিক্তো মৃদু ভুঞ্জীত ভোজনং জাঙ্গলৈ রসৈঃ।
মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষং ষড়হং পয়ঃ॥
শৃতং পিবেৎ ততশ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃপুনঃ।
হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি।
পটোলাদ্যমিদং চূর্ণমুদরেষু প্রপূজিতম্॥

(নীলিনী নীলবুহ্না, তস্যাশ্চ ফলং বৃদ্ধবাগ্ভট-সংবাদাদিতি শিবদাসঃ।)

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও বীজরহিত ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, নীলবুহ্নাফল ৬ তোলা, তেউড়ামূল ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে গোমূত্র সহ পান

করিতে দিবে (এক্ষণে ২ তোলার অধিক মাত্রা প্রযোজ্য হয় না)। এই চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইবে। বিরেচন হইলে জাঙ্গল মাংস রসের সহিত মণ্ড পেয়াদি লঘু ভোজ্য ভোজন এবং ত্রিকটু সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ছয় দিন পর্য্যন্ত এইরূপ পথ্য সেবন করাইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার সপ্তম দিবসে ঐ চূর্ণ খাওয়াইবে। এই চূর্ণ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদর, এমন কি জাতোদক উদর, কামলা, পাণ্ডু ও শোথ বিনষ্ট হয়। এই পটোলাদ্য চূর্ণ সকল উদরেই হিতকর।

রসপ্রয়োগঃ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং তাম্রাভ্রং সৈন্ধবং বিষম্।
কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গঞ্চ গুড়ূচীসত্ত্বচিত্রকম্॥
উগ্রগন্ধা যবক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্।
নিগুণ্ডিকাদ্রবৈরগ্নি-বীজপূরদ্রবৈর্দিনম্॥
মর্দ্দয়েচ্ছোষয়েৎ সোঽয়ং রসস্ত্রৈলোক্যসুন্দরঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতৈলে হং বাতোদরকুলান্তকম্॥
বহ্নিচূর্ণং যবক্ষারং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গোমূত্রেশ্চ চতুর্গুণৈঃ।
ঘৃতাবশেষং কর্ত্তব্যং কর্ষমাত্রং পিবেন্নরঃ॥

শোধিত পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধবলবণ, বিষ, কালজীরে, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসত্ত্ব, চিতা, বচ, যবক্ষার প্রত্যেক দুই তোলা করিয়া গ্রহণ করত নিসিন্দা, চিতা ও টাবালেবুর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। ঘৃতের সহিত ২ রতি পরিমিত সেবন করিবে। ইহাতে বাতোদর নিবারিত হয়। পশ্চাৎ চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ পল (১৬ তোলা) ও ঘৃত এক প্রস্থ (৪ চারিসের); ৪ গুণ (১৬ সের) গোমূত্র সহ পাক করিবে। ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণম্।
জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ * প্রোক্তাঃ সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ।
পিবেৎ তু চুলুকান্ যাবৎ তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ।
তক্রৌদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া॥

শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা (রসেন্দ্রের মতে ২ তোলা), এই সমুদয় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করিবে, ততবার দাস্ত হইবে। পথ্য—ঘোল ও অন্ন।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য মাষৈকং গন্ধকান্মাষকত্রয়ম্।
বিভীতকস্য মাষৈকং ধাত্র্যাশ্চৈব তু মাষকম্॥
মাষদ্বয়ঞ্চ পিপ্পল্যাঃ শুণ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্।
জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা॥
অম্লোণাৗরসৈঃ সার্দ্ধং তোয়মুষ্ণং পিবেন্নরঃ।
তাবদ্ বিরিচ্যতে বেগাদ্ যাবচ্ছীতং ন সেবতে॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলকী ১ মাষা, পিপুল ২ মাষা, শুঁঠ ৩ মাষা, জয়পাল বীজ ২০টা; আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমরুলের রস ও উষ্ণ জল। যাবৎ শীতলজল পান না করা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত বিরেচন হয়।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্গণং নাগরাভয়ে।
জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥
সর্ব্বগুল্মোদরে † দেয় ইচ্ছাভেদী স্বয়ং রসঃ।
দ্বিত্রিগুঞ্জাং বটীং ভুক্ত্বা ভক্ততোয়ং পিবেন্নরঃ॥

---

* ত্রিগুণা ইত্যত্র দ্বিগুণা ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ। চুলুকং সিতোদকগণ্ডূষম্।

† সর্ব্বতুল্যো গুড়ো দেয়ঃ ইতি রত্নাবল্যাং পাঠঃ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগা ৪ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, জয়পাল ৭ ভাগ। (পাঠান্তরে সমষ্টি-তুল্য গুড়) একত্র মর্দ্দন করিয়া ২।৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

জলোদরারি-রসঃ।

পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্।
স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং তুল্যং জৈপালবীজকম্॥
নিষ্কং খাদেদ্বিরেকঃ স্যাৎ সদ্যো হন্তি জলোদরম্।
রেচনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্নং স্তম্ভনে হিতম্।
দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদ্গযূষকম্॥

পিপুল, মরিচ, তাম্র ও হরিদ্রাচূর্ণ ইহাদিগকে মনসাসীজের আঠাতে একদিন মর্দ্দন করিয়া সকল চূর্ণের সমান জয়পাল চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া সদ্যঃ জলোদর বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার রেচন-স্তম্ভনের জন্য দধি ও অন্ন সুপথ্য। রোগিকে দিনান্তে অন্ন বা মুগের যূষ প্রদান করিবে।

জলোদরারি-রসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং শিলা চ
নিশা চ বীজং জয়পালকঞ্চ।
ফলত্রয়ং ত্র্যূষণকঞ্চ চিত্রং
সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাপি বিভাবয়েচ্চ॥
দন্তীস্নুহীভৃঙ্গরসে পৃথক্ চ
সম্ভাব্য সংশোষ্য চ সপ্তবারান্।
বয়ো বলং বীক্ষ্য তথা দদীত
জাতে বিরেকে চ দদীত পথ্যম্॥
অন্নং সতক্রং শিশিরানুপায়ি
জাতে বলে তৎ পুনরেব দদ্যাৎ।
তক্রেণ রোগঃ সমুপৈতি শান্তিং
সিদ্ধো রসো নাম জলোদরারিঃ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হরিদ্রা, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য দন্তী, সিজ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া (২ রতি হইতে ৪ রতি) মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে তক্রসংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে অবসন্ন ভাব দূর হইলে পুনরায় এইরূপ পথ্য দিবে। ইহাতে জলোদর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নারাচরসঃ।

সূতং টঙ্কণতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজং নিস্তুষমেব চ।
দ্বিগুঞ্জো রেচনং সিদ্ধং নারাচোঽয়ং মহারসঃ।
গুল্মপ্লীহোদরং হন্তি পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥

পারদ, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা; গন্ধক, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা, নিস্তুষ জয়পালবীজ ৯ তোলা। এই সমুদয় জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে; অনুপান—তণ্ডুলোদক। ইহা গুল্ম ও প্লীহোদর নাশক।

বহ্নিরসঃ।

সূতস্য গন্ধকস্যাপি রজনীত্রিফলাশিলাঃ।
প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগং স্যাৎ ত্রিবৃজ্জৈপালচিত্রকম্॥
প্রত্যেকং স্যাৎ ত্রিভাগঞ্চ ব্যোষং দন্তিকজীরকম্।
প্রত্যেকং সপ্তভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তীস্নুক্পয়োভৃঙ্গ-বহ্নি-বাতারিতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
মহাবহ্নিরসো নাম্না নিষ্কমুক্তজলৈঃ পিবেৎ।
বিরেচকং ভবেত্তেন তক্রভুক্তং সসৈন্ধবম্॥
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েচ্ছীতলং জলম্।
সর্ব্বোদরহরঃ প্রোক্তঃ শ্লেষ্মবাতহরঃ পরঃ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ ভাগ, হরিদ্রা ত্রিফলা ও মনঃশিলা প্রত্যেক ২ ভাগ; তেউড়ীমূল, জয়পাল, চিতা প্রত্যেক ৩ ভাগ; ত্রিকটু দন্তী ও জীরা প্রত্যেক ৭ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া জয়ন্তী, সিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ড তৈলে

ক্রমশঃ ৭ বার পৃথক্ ভাবনা দিয়া ।৹ তোলা পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। বিরেচন হইলে সৈন্ধবের সহিত তক্রযুক্ত পথ্য দিনান্তে একবার দিবে। শীতল জল খাওয়া নিষিদ্ধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ নষ্ট হয়।

শোথোদরারি লোহম্।

পুনর্নবামৃতাবহ্নি-গবাক্ষীমাণশিগ্রবঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে॥
পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে।
লৌহচূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্॥
অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুষ্পলম্।
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা॥
পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণস্তু নিক্ষিপেৎ।
জয়পালং তাম্রমভ্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ॥
কঙ্কুষ্ঠবহ্নিকন্দানাং শরাখ্যাদ্ ঘণ্টকর্ণকাৎ।
পলাশস্য চ বীজানি কঙ্কুকী তালমূলিকা॥
ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিবৃদ্দন্তীভবং তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষ্যোশ্চ বর্ষাভূর্বজ্রবল্লিকা॥
এষাং লৌহসমাং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
অতোঽস্য ভক্ষয়েন্মাত্রামনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ॥
হন্তি সর্ব্বোদরং শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্ছোথোদরবিনাশনম্॥
উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
অর্শো ভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মঞ্চ নাশয়েৎ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষচাকুলে, মাণ, শজনে মূল, হুড়হুড়ের মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ১/ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাকিয়া লইয়া লৌহ ১/ সের, ঘৃত ১/ সের, আকন্দের আঠা ।০ এক পোয়া, সিজের আঠা ।।০ সের, গুগ্গুলু ।০ পোয়া, গন্ধক ১ পল, পারা ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করত) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে জয়পাল, তাম্র, অভ্র, কঙ্কুষ্ঠ, চিতামূল, বনওল, শরপুঙ্খ, বেঁটুকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরীশ, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষচাকুলের মূল, পুনর্নবা ও হাড়যোড়া, এই সমুদায়ের মিলিত চূর্ণ ১/ সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ও অনুপান বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোথ ও উদর রোগের মহৌষধ এবং ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্।

পিপ্পলীমূলচিত্রাভ্র-ত্রিকত্রয়েন্দুসৈন্ধবম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং হন্তি সর্ব্বোদরাময়ম্॥

পিপুলমূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ), কর্পূর ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগ; সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহা সকল প্রকার উদর রোগ বিনাশক।

উদরারি-রসঃ।

পারদং শিখিতুথঞ্চ জৈপালং পিপ্পলীসমম্।
আরগ্বধফলমজ্জা বজ্রীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমাত্রাং বটীং খাদেদ্ স্ত্রীণাং জলোদরং জয়েৎ।
চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্।
দকোদরহরঞ্চৈব তীব্রেণ রেচনেন চ॥

পারদ, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল সমভাগে লইয়া সোন্দাল ফলের মজ্জা ও সিজের আঠাতে মর্দ্দিত করিয়া এক মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। তেঁতুলের রস—অনুপান। পথ্য—দধি ও অন্ন। ইহা দ্বারা তীব্র রেচনের পর জলোদর নাশ হয়। স্ত্রীলোকের জলোদরে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা।

ত্রিকটুকপারদপথ্যাসমভাগং কনকফলং দ্বিগুণম্।
মাষপ্রমাণা বটিকা কার্য্যা স্বরসেনাম্লোণিকায়াঃ॥
প্রবলজলোদরগুল্মজ্বরপাণ্ড্বাময়নাশিনী প্রোক্তা।
তিমিরাণি পটলবিদ্রধিপ্রবলোদাবর্ত্তশূলহরী॥

ক্রিমিকোঠকুষ্ঠকণ্ডুপিড়কাশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্।
সিদ্ধগুড়ীপ্রথিতা ভুবনে শ্রীবৈদ্যনাথপাদাজ্ঞা॥
(অতিসরণে সতি হস্তপাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বকং দধি ভক্তেন ভোজয়েৎ। পথ্যং স্বল্পং দেয়ম্।)

ত্রিকটু, রসসিন্দুর, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বদ্বিগুণ জয়পালবীজ। এই সমুদায় আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জলোদর, গুল্ম, জ্বর, পাণ্ডু, তিমির, পটল, বিদ্রধি ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া যদি নিতান্ত অধিক পরিমাণে বিরেচন হয়, তাহা হইলে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে। পথ্য অল্প পরিমাণে দেয়।

ভেদিনী বটী

ত্রিকণ্টকমৃত্কপয়সা পিপ্পল্যা বটিকা কৃতা।
ভেদিনীয়ং সিদ্ধিমতী মহাগদনিসূদনী॥

গোক্ষুর, সিজের আঠা ও পিপুল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

অভয়া বটী।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্গণঞ্চ সমাংশিকম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্॥
স্নুহীক্ষীরেণ সংস্কুর্য্যাদ্ বটীং খিন্নকলায়বৎ।
বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা॥
উষ্ণাদ্ বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
জীর্ণজ্বরং প্লীহরোগং হন্ত্যষ্টাবুদরাণি চ॥
বাতোদরে প্রশস্তেয়ং সর্ব্বাজীর্ণং ব্যপোহতি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুম্ভকামলাম্॥

হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল। সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটর তুল্য বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেবনের নিয়ম এই—একটী হরীতকী তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহার সহিত একবারে ২ বটিকা সেব্য। যাবৎ উষ্ণ জলাদি পান করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে, শীতল জল পান করিলে বিরেচন নিবৃত্ত হয়। ইহাতে জীর্ণজ্বর, উদর, প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়। ইহা বাতোদরে প্রশস্ত।

চুলিকা-বটী।

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
টঙ্গণং সমভাগঞ্চ জয়পালং চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা।
মধুনা বটিকা কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা শুভা॥
চুলিকাখ্যা বটী খ্যাতা শোথোদরবিনাশিনী।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ আমবাতংহলীমকম্।
হন্যাদ্ ভগন্দরং কুষ্ঠং প্লীহানং গুল্মমেব চ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল। ভীমরাজ বা কেশুরিয়ার রসে ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, উদর, কামলা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বিন্দুঘৃতম্।

অর্কক্ষীরপলে দ্বে চ স্নুহীক্ষীরপলানি ষট্।
পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা শম্পাকং গিরিকর্ণিকা॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবতোহস্য পিবেদ্বিন্দূংস্তাবদ্ বারান্ বিরিচ্যতে॥
কুষ্ঠগুল্মমুদাবর্ত্তং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
এতদ্ বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতে॥
(জলং চতুর্গুণং দেয়ং পাকার্থং বিন্দুসর্পিষঃ।)

ঘৃত ।৪ সের। কল্কার্থ—আকন্দের আঠা ২ পল, সিজের আঠা ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুঁড়, শ্যামমূল তেউড়ী, সোন্দালফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার বিরেচন

হইবে। ইহাতে কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, সকল প্রকার উদর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

মহাবিন্দুঘৃতম্।

স্নুহীক্ষীরপলে কল্কে প্রস্থার্দ্ধঞ্চৈব সর্পিষঃ।
কাম্পিল্লকং পলঞ্চৈকং পলার্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুড়বং ধাত্রিকারসাৎ।
তোয়প্রস্থেন বিপচেচ্ছনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে প্লীহগুল্ময়োঃ।
তথা কচ্ছুপরোগেষু যুঞ্জীত মতিমান্ ভিষক্॥
এতান্ গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্।
নিহন্ত্যেষ প্রয়োগো হি বায়ুর্জলধরানিব॥
পঞ্চগুল্মবধার্থায় ব্রহ্মণা মুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
মহাবিন্দুঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্॥

ঘৃত /২ সের। কল্কার্থ—সিজের আঠা ২ পল, কমলাগুঁড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস /॥০ সের। জল /৪ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। প্লীহা উদর ও গুল্ম রোগে ২ তোলা পরিমাণে প্রযোজ্য। ইহা গুল্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চিত্রকঘৃতম্।

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে।
কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥

ঘৃত /৪ সের, জল ১৬ সের, গোমূত্র /৮ সের। কল্কার্থ—চিতামূল ১ পল ও যবক্ষার ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া জঠররোগিকে পান করাইবে।

নারাচঘৃতম্।

স্নুক্ক্ষীরদন্তীত্রিফলাবিড়ঙ্গ-
সিংহীত্রিবৃচ্চিত্রককল্কযুক্তম্।
ঘৃতং বিপক্বং কুড়বপ্রমাণং
তোয়েন তস্যাক্ষমথার্দ্ধমক্ষম্॥
পীত্বোষ্ণমম্ভোহনু পিবেদ্ বিরিক্তে
পেয়াং সুখোষ্ণাং প্রপিবেদ্ বিধিজ্ঞঃ।
নারাচমেতজ্জঠরাময়াণাং
যুক্ত্যাপযুক্তং শমনং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত /॥০ সের। কল্কার্থ—সিজের আঠা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। রোগির বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা দুই বা এক তোলা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। এই ঘৃত বিবেচনা পূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে সকল প্রকার জঠর রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহন্নারাচঘৃতম্।

লোধ্রং চিত্রকচব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্বয়ম্॥
দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্।
চতুষ্পলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা॥
পাদশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
উদরঞ্চামবাতঞ্চ গুল্মপ্লীহভগন্দরান্॥
নিহন্ত্যচিরযোগেণ গৃধ্রসীং স্তম্ভমূরুজম্।
বৃহন্নারাচকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুষ্পী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও দন্তীমূল প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র /১ সের, সিজের আঠা ৪ পল, সোঁদালমজ্জা ৮ পল। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে উদর, আমবাত, গুল্ম, প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়।

নাগরাদি তৈলং ঘৃতঞ্চ।

পিপ্পল্যাদিগণেনাজ্যং পাচিতং পায়য়েদ্ভিষক্।
নরং পথ্যভুজং নিত্যং কফোদরনিবৃত্তয়ে॥
নাগরত্রিফলাকল্কৈর্দধ্যম্বুপরিপেষিতৈঃ।
পাচিতং তৈলমাজ্যং বা পিবেৎ সর্ব্বোদরেষু চ।

পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া কফোদর-প্রশান্তির জন্য পথ্যভোজী রোগিকে প্রত্যহ সেবন করাইবে।

ঘৃত বা তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুণ্ঠী ও ত্রিফলা মিলিত /১ সের। দধির মাত ১৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ বিনষ্ট হয়।

রসোন-তৈলম্।

লশুনস্য তুলামেকাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী হিঙ্গু সৈন্ধবচিত্রকম্॥
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মধুশিগ্রু পুনর্নবা।
সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি দীপ্যকো গজপিপ্পলী॥
এতেষাং পলিকান্ ভাগাংস্ত্রিবৃতঃ ষট্ পলানি চ।
পিষ্ট্বা কষায়েণানেন তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
তৎ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় যথাগ্নিবলমাত্রয়া।
নিহন্তি সকলান্ রোগানুদরাণি বিশেষতঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদক্রিমীন্।
পার্শ্বকুক্ষিভবং শূলমামশূলমরোচকম্॥
যকৃদ্দন্তীস্ত্রিকানাহান্ প্লীহানঞ্চাঙ্গবেদনাম্।
মাসমাত্রেণ নশ্যন্তি অশীতির্বাতজা গদাঃ॥

তৈল /৪ সের। রশুন ১২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ— ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনা, পুনর্নবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী, এই সকল প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ী মূল ৬ পল দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহা উদর রোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

উদররোগে পথ্যানি।

বিরেচনং লঙ্ঘনমব্দসম্ভবাঃ
কুলত্থমুদ্গারুণশালয়ো যবাঃ।
মৃগদ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞয়াম্বিতাঃ
পেয়াঃ সুরামাক্ষিকসীধুমাধবাঃ॥
তক্রং রসোনোরুবুতৈলমার্দ্রকং
শালিঞ্চশাকং কুলকং কঠিল্লকম্।
পুনর্নবা শিগ্রুফলং হরীতকী
তাম্বূলমেলা যবশূকমায়সম্॥
অজাগবোষ্ট্রীমহিষীপয়োজলং
লঘূনি তিক্তানি চ দীপনান্যপি।
বস্ত্রেণ সংবেষ্টনমগ্নিকর্ম্মতা
বিষপ্রয়োগোঽনুমতো যথাযথম্॥
সমীরণোত্থে ঘৃতপানমাদিতঃ
সাভ্যঞ্জনং বাপ্যনুবাসনং তথা।
যথামলং পথ্যগণোঽয়মাশ্রিতঃ
সখা নৃণাং স্যাদুদরাময়ে সতি॥

বিরেচন, উপবাস, সংবৎসরোষিত কুলথকলায়, মুগ, রক্তশালি ও যব, জাঙ্গল মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংস, পেয়া, সুরা, মধু, সীধু, মাধব (মদ্যবিশেষ), তক্র, রশুন, এরণ্ডতৈল, আদা, শালিঞ্চশাক, পটোললতা, কারবেল্ল, পুনর্নবা, শজিনাফল, হরীতকী, তাম্বূল, এলাইচ, যবক্ষার, লৌহ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, উষ্ট্রীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, ছাগমূত্র, গোমূত্র, উটের মূত্র, মহিষমূত্র, লঘুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, বস্ত্র দ্বারা উদর পরিবেষ্টন, অগ্নিকর্ম্ম ও বিষপ্রয়োগ, এই সকল উদর-রোগির অবস্থানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

বাতোদরে প্রথমতঃ ঘৃত পান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন ক্রিয়া দোষানুসারে প্রয়োজিত হইলে উদররোগাক্রান্ত মানবগণের সুপথ্য হয়।

উদররোগেঽপথ্যানি।

সংস্নেহনং ধূমপানং জলপানং শিরাব্যধঃ।
হস্ত্যাদিযানং দিবানিদ্রাং ব্যায়ামং পিষ্টবৈকৃতম্॥
ঔদকানূপমাংসানি পত্রশাকাংস্তিলানপি।
উষ্ণানি চ বিদাহীনি লবণান্যশনানি চ॥
শিম্বীধান্যং বিরুদ্ধান্নং দুষ্টনীরং গুরূণি চ।
মহেন্দ্রগিরিজাতানাং সরিতাং সলিলানি চ॥
বিষ্টম্ভীনি বিশেষাৎ তু স্বেদং ছিদ্রসমুদ্ভবে।
বর্জ্জয়েদুদরব্যাধৌ বৈদ্যো রক্ষন্ নিজং যশঃ॥

স্নেহপান, ধূমপান, জলপান, শিরাবেধ, বমন, হস্ত্যাদি যানে আরোহণ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, পিষ্টবিকৃতি, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, পত্রশাক, তিল, উষ্ণদ্রব্য, বিদাহী দ্রব্য, লবণ, শিম্বীধান্য (অড়হরাদি), বিরুদ্ধ ভোজন, দূষিত জল, গুরুদ্রব্য, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল, বিষ্টম্ভকারক দ্রব্য, বিশেষতঃ ছিদ্রোদরে স্বেদ, এই সমস্ত, নিজ-যশোরক্ষার্থী বৈদ্য উদর-রোগিকে পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উদররোগাধিকারঃ।

অথ প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকারঃ।

অথ প্লীহযকৃদুদর-নিদানম্।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধো প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ।
সব্যান্যপার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদরং তদেব॥
উদাবর্ত্তরুজানাহৈর্মোহতৃড়্‌দহনজ্বরৈঃ।
গৌরবারুচিকাঠিন্যৈর্বিদ্যাৎ তত্র মলান্ ক্রমাৎ॥

বিদাহী ও কফজনক দ্রব্যভোজনে রত ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সাধন করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহজনিত উদররোগকে প্লীহোদর কহে। প্লীহা উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিশক্তিহীন, কফ-পিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়।

যেরূপ উদরের বামপার্শ্বে প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, সেইরূপ উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের বৃদ্ধিকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে।

প্লীহোদরে ও যকৃদ্দাল্যুদরে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে উদাবর্ত্ত, বেদনা ও আনাহ; পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর; কফের প্রকোপ থাকিলে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কাঠিন্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অথ প্লীহযকৃচ্চিকিৎসা।

যমানিকাচিত্রকযাবশূক-ষড়্‌গ্রন্থিদন্তীমগধোদ্ভবানাম্।
প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা মস্তসুরাসবৈর্বা॥

যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া (৷৹ তোলা পরিমাণে) উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসবের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলীং কিংশুকক্ষার-ভাবিতাং সংপ্রযোজয়েৎ।
গুল্মপ্লীহাপহাং বহ্নি-দীপনীঞ্চ রসায়নীম্॥
(কিংশুকঃ পলাশঃ। তৎক্ষারোদকে সপ্তধা ভাবিতাং পিপ্পলীং পিপ্পলীবর্দ্ধমানক্রমেণ যোজয়েৎ॥ দুগ্ধপান-মপ্যত্র উপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ॥ চং টীং।)

পলাশক্ষার মিশ্রিত জলে পিপুল ৭ বার ভাবিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পিপ্পলীবর্দ্ধমানোক্ত ক্রমে সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক ও রসায়ন। অনুপান—দুগ্ধ।

বিড়ঙ্গাজ্যাগ্নিসিন্ধুত্থ-শক্তূন্ দগ্ধ্বা বচান্বিতান্।
পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুল্মপ্লীহোদরাপহান্॥

বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব লবণ, যবের ছাতু ও বচ ইহাদের চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই দগ্ধ ক্ষার শ্লক্ষ্ণ চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহোদর প্রশান্ত হয়।

তালপুষ্পভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ॥
(সগুড়ঃ সমগুড়ঃ। ক্ষারস্য মাষকচতুষ্টয়েন ব্যবহারঃ।)

তালজটা ভস্ম ৪ মাষা সমভাগ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ।
পয়সা বা প্রযোক্তব্যাঃ পিপ্পলীঃ প্লীহশান্তয়ে॥

প্লীহ-শান্তির জন্য উপযুক্ত মাত্রায় সমুদ্র-জাত-ঝিনুক-ভস্ম অথবা পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

চিত্রকস্য মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্।
কদলীপক্কমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্॥

চিতার মূল পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার ৩ বটিকা পক্ক রম্ভার অন্তর্গত করিয়া সেবন করিলে প্লীহরোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজন্যর্কদলং তথা।
ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্॥

চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা অথবা ধাইফুল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
পিবেদ্ গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগবিমুক্তয়ে॥

রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী ভক্ষণ করিয়া গোমূত্র পান করিলে প্লীহরোগ প্রশমিত হয়।

তিলৈরণ্ডদ্রবন্তীনাং ক্ষারো ভল্লাতকং কণা।
এষাং ভাগং সমং কৃত্বা তত্তুল্যস্তু গুড়ং মতম্॥
খাদেদগ্নিবলং মত্বা পাবকস্য বিবৃদ্ধয়ে।
জয়েৎ প্লীহানমত্যুগ্রং যকৃদ্‌গুল্মং তথৈব চ॥
প্লীহজিচ্ছরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ॥

তিলক্ষার, এরণ্ডক্ষার, দ্রবন্তীক্ষার, শোধিত ভেলা, পিপুল ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান পুরাতন গুড়। একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিলে অত্যুগ্র প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শরপুঙ্খামূলের কল্ক (৪ মাষা) ঘোলের সহিত পান করিলেও প্লীহার শান্তি হয়।

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-নাভীরজঃ পীতমশেষমেব।
কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং প্লীহামযং কূর্ম্মসমানমাশু॥

শঙ্খনাভি চূর্ণ ২ তোলা (ব্যবহার ॥০ তোলা) গোঁড়ালেবুর রসে গুলিয়া সেবন করিলে কূর্ম্মসমান প্লীহাও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দারুসৈন্ধবগন্ধঞ্চ ভস্মীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভস্ম করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

অর্কলবণম্।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্॥

আকন্দপত্র ও সৈন্ধব লবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই দগ্ধ ক্ষার দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও উদর রোগ নিবৃত্ত হয়।

পীতঃ প্লীহোদরং হন্যাৎ পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্বাথঃ সসৈন্ধবঃ॥

শজিনার ক্বাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহোদর বিনষ্ট হয়।

খিন্নং শাল্মলীপুষ্পং নিশাপর্য্যুষিতং নরঃ।
রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং দদ্যাৎ প্লীহোপশান্তয়ে॥

শিমুলফুল সিদ্ধ ও পর্য্যুষিত করিয়া প্রাতে শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ সহ সেবন করিলে প্লীহা রোগের শান্তি হয়।

যস্য গৃহীত্বা সংজ্ঞামুৎপাটয়িত্বেন্দ্রবারুণীমূলম্।
প্রক্ষিপ্যাতে সুদূরে শাম্যেৎ প্লীহোদরং তস্য॥

যাহার প্লীহোদর হইয়াছে, তাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক একটি রাখালশশার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে প্লীহোদরের শান্তি হয়।

সসৈন্ধবমপামার্গমন্তর্ধূমে দহেৎ ততঃ।
বারিণা তৎ পিবেৎ ক্ষারং মাষমাত্রং প্লীহাপহম্॥

আপাং ও সৈন্ধব লবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার ৵০ আনা পরিমাণে জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ॥

যকৃৎরোগে প্লীহরোগোক্ত চিকিৎসা সকল করিবে।

দধ্না ভুক্তবতো বাম-বাহুমধ্যে শিরা ভিষক্।
বিধ্যেৎ প্লীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে।
প্লীহানং মর্দ্দয়েদ্‌গাঢ়ং দুষ্টরক্তপ্রবৃত্তয়ে॥
(দধ্না ভুক্তবতো বামবাহোঃ কূর্পরসন্ধাবভ্যন্তরতঃ শিরাং বিধ্যেৎ)।

প্লীহ-রোগে, রোগিকে দধির সহিত অন্ন ভোজন করাইয়া বাম বাহুর কূর্পর (কনুই)-সন্ধির অভ্যন্তরস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। যকৃৎ-রোগে দক্ষিণবাহুর

ঐ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। শিরাবেধানন্তর প্লীহা গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া সেই স্থান হইতে দুষ্ট রক্ত নির্গত করিলে প্লীহার উপশম হয়।

প্লীহানং যকৃতং বৃদ্ধং মূত্রস্বেদৈরুপাচরেৎ॥

প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইলে গোমূত্রের স্বেদ দিবে।

তিলাতসীরুবুবীজ-রাজিকালেপনং হিতম্॥

তিল, তিসী, এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সর্ষপ পেষণ করিয়া যকৃৎ স্থানে প্রলেপ দিবে।

মাণকাদি-গুড়িকা।

মাণমার্গামৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধবচিত্রকম্।
নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার-পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্য ঢকে পচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ীং কুর্য্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্।
যকৃৎপ্লীহোদরহরো গুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ।
যোগঃ পরিকরো নাম্না হ্যগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥

(মার্গোঽপামার্গঃ। তালপুষ্পং তালজটাক্ষারঃ। এতৎ সর্ব্বচূর্ণং প্রক্ষিপ্য গোমূত্রাঢকে পচেৎ, ততো গুড়বৎ পাকঃ। শীতে মধু প্রক্ষিপ্য গুড়িকা কার্য্যা। পরিকরো বিরেকস্তৎকারকত্বাৎ পরিকরো বিরেককারীত্যর্থঃ। উক্তং হি—ভবেৎ পরিকরঃ শব্দে সমারম্ভবিরেকয়োরিতি)।

সংবৎসরাতীত মাণ, আপাঙ্গমূল ভস্ম গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ, তালজটার ক্ষার প্রত্যেক ৬ তোলা; বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, অর্শঃ ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

বৃহন্মাণকাদি-গুড়িকা।

মাণমার্গস্থিরা বহ্নি-স্নুহীনাগরসৈন্ধবম্।
তালরগুং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার-পিপ্পলীশরপুঙ্খকম্।
জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্॥
সার্দ্ধাঢকে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্।
সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেদেষাং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্॥
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী।
ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালা চ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্॥
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী বুদ্ধ্বা চানুপিবেন্নরঃ।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহং গুল্মং পাণ্ডুং সকামলম্॥
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥

পুরাতন মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঠ, সৈন্ধব, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, বিট্ ও সচললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামান্দারের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা; গোমূত্র ২৪ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশশার মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

অভয়ালবণম্।

পারিভদ্রপলাশার্ক-স্নুহ্যপামার্গচিত্রকান্।
বরুণাগ্নিমন্থবস্নুক-শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
পূতিকাস্ফোতকুটজ-কোষাতক্যঃ পুনর্নবা।
সমূলপত্রশাখাশ্চ ক্ষোদয়িত্বা উদূখলে॥
তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নি-সুদগ্ধং ভস্ম শীতলম্।
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা চ ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্পেন সাধয়েৎ তং বিচক্ষণঃ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্।

কিঞ্চিৎ সবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্‌সিদ্ধেঽবতারিতে।
অজাজী ত্র্যুষণং হিঙ্গু যমানী পৌষ্করং শটী॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমাননুপানং যথোচিতম্।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ।
প্রতিতূন্যর্ত্তিহৃদ্রোগ-শর্করাশ্মরিনাশনম্॥

পালিদাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সীজের ছাল, আপাঙ্গ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারি ছাল, বকফুলের গাছ, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়্‌চি-ছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা এই সমুদায় দ্রব্য, মূল পত্র ও শাখার সহিত উদূখলে কুটিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া নিম্নে তিলকাষ্ঠের জাল দিবে। স্থালীস্থ দ্রব্য সকল ভস্ম হইলে সেই ভস্ম ৴২ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্ষারকরণবিধানানুসারে ক্রমশঃ ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই ক্ষারজল পুনর্ব্বার পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ৴২ সের হরীতকী ৴১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড় ও শটী প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে। (মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণজল)। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, অষ্ঠীলা, গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলী।

তুলৈকং গুড়মাদায় পিপ্পলীঞ্চ তথৈব চ।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং মানং সৈন্ধবানাং দ্বিকার্ষিকম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব দ্বৌ ক্ষারৌ শিগ্রুণাং তথা।
তালপুষ্পকোকিলাক্ষ-চিঞ্চাক্ষারং সফেনকম্।
গুড়ূচীক্ষীরসমাযুক্তং প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥

গুড় ১২॥০ সের, পিপুল ১২॥০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বিট্‌লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অপমার্গক্ষার, তালজটার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, সমুদ্রফেন, মনসাসীজের আঠা প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র মর্দ্দন করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্লীহা ও জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্র্যুষণং হিঙ্গু কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং ফেনকং চব্যং শ্রেয়সা চোপকুঞ্চিকা॥
তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারো নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্ত চ।
অপামার্গোদ্ভবঃ ক্ষারঃ চিঞ্চায়াশ্চিত্রকং তথা॥
এতানি সমভাগানি পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
গুড়তুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চৈব কণোদ্ভবম্॥
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢে পাত্রে মোদকানুপকল্পয়েৎ।
ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্॥
প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং বহ্নিমান্দ্যকম্।
গুল্মং পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্॥
জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা সুবৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী।
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাঞ্চৈব শস্যতে॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চই, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, তেঁতুলছাল ভস্ম ও চিতামূল ভস্ম প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। গুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ। সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। (মাত্রা ৷৷০ তোলা।) অনুপান—উষ্ণজল। ইহাতে অতি কঠিন প্লীহা, যকৃৎ, প্রমেহ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, পঞ্চবিধ গুল্ম, উদর, জীর্ণজ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুড়ূচ্যাদি-চূর্ণম্।

গুড়ূচ্যতিবিষা শুণ্ঠী ভূনিম্বযবতিক্তকম্।
মুস্তা কণা যবক্ষারঃ কাশীশং ভ্রমরাতিথিঃ॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
যকৃৎপ্লীহপাণ্ডুরোগমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরত, কালমেঘ, মুতা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপার ছাল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিবে। (মাত্রা ২ মাষা)। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও নানাবিধ জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

রোহীতকাদ্যচূর্ণম্।

রোহীতকং যবক্ষারো ভূনিম্বঃ কটুরোহিণী।
মুস্তকং নরসারঞ্চ বীরা বিশ্বং সুচূর্ণিতম্॥
মাষমাত্রং ততঃ খাদেচ্ছীততোয়ানুপানতঃ।
যকৃদ্রোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

রোহীতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুতা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ মাষা। শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে সত্বর যকৃৎ ও প্লীহা উপশমিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্।
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
পিপ্পলীনাং সহস্রস্ত প্রয়োগোঽয়ং রসায়নঃ॥
দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যস্ত্রিপিপ্পলিপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোঽবরঃ স্মৃতঃ॥
বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্॥
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥
পঞ্চপিপ্পলিকশ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ।
পিষ্টাস্তা বলিভিঃ পেয়াঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ।
শীতীকৃতা হ্রস্ববলৈর্দেহদোষামযান্ প্রতি॥

প্রথম দিবসে ১০টী পিপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টী, তৃতীয় দিবসে ৩০টী, চতুর্থ দিবসে ৪০টী এইরূপ প্রত্যহ দশ দশটি বর্দ্ধিত করিয়া দুগ্ধ-সহ ক্রমাগত ১০ দিবস সেবন করিয়া ১০ দিনের পর পুনর্ব্বার প্রত্যহ ১০টী করিয়া হ্রাস করিবে। এইরূপ সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্পলী সেবন করিবে। প্রত্যহ ১০টী করিয়া বর্দ্ধন করা প্রধান যোগ, ৬টী করিয়া বৃদ্ধি মধ্যম এবং ৩টী করিয়া অধম। ৫টী করিয়া বৃদ্ধি করারও নিয়ম আছে। পিপ্পলীবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। বলবান্ ব্যক্তি পিপ্পলী পেষণ করিয়া, মধ্যবলী ব্যক্তি ক্বাথ করিয়া এবং অল্পবল ব্যক্তি শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া এই পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ অভ্যাস করিবে। পথ্য—ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত। ইহাতে প্লীহাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রসপ্রয়োগঃ।

—:*:—

প্লীহান্তকো রসঃ।

হতশুল্বং তারঞ্চ গগনায়সমৌক্তিকা।
দরদং পুষ্পকং সূতং গন্ধকং নবমং তথা॥
গুগ্‌গুলুস্ত্রিকটুরাস্না তথা জৈপালবীজকম্।
ত্রিফলা কটুকা দন্তী দেবদালী তু সৈন্ধবম্॥
ত্রিবৃতা তু যবক্ষারো বাতারিতৈলমর্দ্দিতম্।
অষ্টোদরাণি পাণ্ডুঞ্চানাহং বিষমজ্বরম্।
অজীর্ণমামং সকফং ক্ষয়ঞ্চ সর্ব্বশূলকম্॥
কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি।
প্লীহান্তকো রসো নাম প্লীহোদরবিনাশনঃ॥

তামা, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্‌গুলু, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পাল বীজ ত্রিফলা, কট্‌কী, দন্তী-মূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধ উদররোগ, পাণ্ডু, আনাহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, আমদোষ, কফ, ক্ষয়, সর্ব্ব-প্রকার শূল, কাস, শ্বাস ও শোথ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা প্লীহোদর রোগে বিশেষ উপকারী।

প্লীহার্ণবো রসঃ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং টঙ্কমভ্রকং বিষমেব চ।
প্রত্যেকং পলিকং ভাগং চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
পিপ্পলী মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ পলার্দ্ধকম্।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ বল্লমাত্রাং প্রযত্নতঃ॥

সেব্যা সেফালিদলজৈর্বটী মাক্ষিকসংযুতা।
প্লীহানং ষট্‌প্রকারঞ্চ হন্তি শীঘ্রং ন সংশয়ঃ॥
জ্বরং মন্দানলঞ্চৈব কাসং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
প্লীহার্ণব ইতি খ্যাতো গহনানন্দভাষিতঃ॥
(প্লীহার্ণবে জম্বীররসেন শোধিতং হিঙ্গুলং গ্রাহ্যম্। বিষঞ্চাত্র গোমূত্রশোধিতম্।)

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ৩ রতি পরিমিত বটী। অনুপান—শেফালিকা পাতার রস ও মধু। ইহাতে ছয় প্রকার প্লীহা নিঃসংশয়রূপে বিনষ্ট হয় এবং জ্বর, মন্দাগ্নি, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্লীহশার্দ্দূলো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং ব্যোষং সমভাগং পৃথক্ পৃথক্।
এভিঃ সমং তাম্রভস্ম যোজয়েদ্ বৈদ্যপুঙ্গবান্॥
মনঃশিলা বরাটঞ্চ তুথং রামঠলৌহকম্।
জয়ন্তী রোহিতঞ্চৈব ক্ষারটঙ্গণসৈন্ধবম্॥
বিড়ং চিত্রং কানকঞ্চ রসতুল্যং পৃথক্ পৃথক্।
ভাবয়েৎ ত্রিদিনং যাবৎ ত্রিবৃচ্চিত্রকণাদ্রকৈঃ॥
গুঞ্জামাত্রাং বটীং খাদেৎ সদ্যঃ প্লীহবিনাশিনীম্
মধুপিপ্পলিসংযুক্তাং দ্বিগুঞ্জাং বা প্রযোজয়েৎ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃদ্গুল্মং সুদুস্তরম্।
আমাশয়েষু সর্ব্বেষু চোদরে শোথবিদ্রধৌ॥
অগ্নিমান্দ্যে জ্বরে চৈব প্লীহ সর্ব্বজ্বরেষু চ।
শ্রীমদ্গহননাথেন ভাষিতঃ প্লীহশার্দ্দূলঃ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ; এই তিনের সমান তাম্রভস্ম এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোড়া, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ চিতা, ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য পারদের সমান; ইহাদিগকে তেউড়ী, চিতা, পিপুল ও আদার রসে পৃথক্‌রূপে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে সদ্যঃ প্লীহা বিনষ্ট হয়। মধু ও পিপুল চূর্ণের সহিত ২টী বটী সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, গুল্ম, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, উদর, শোথ, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

প্লীহারিরসঃ।

কর্ষৈকং তালচূর্ণস্য তৎপাদাংশং সুবর্ণকম্।
পলাৰ্দ্ধং মৃততাম্রঞ্চ তৎসমং শুদ্ধমভ্রকম্॥
মৃগাজিনস্য ভস্মাপি কর্ষমত্র প্রদাপয়েৎ।
লিম্পাকাজ্ঝিত্বচস্তদ্বৎ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
রসগুঞ্জপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ততঃ।
মধুনা বহ্নিচূর্ণেন খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥
অসাধ্যমপি প্লীহানং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
যকৃৎং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মাদিকভগন্দরান্॥

হরিতাল চূর্ণ ২ তোলা, স্বর্ণ অৰ্দ্ধতোলা, জারিত তাম্র ৪ তোলা, শুদ্ধ অভ্র ৪ তোলা, মৃগচর্ম্ম-ভস্ম ২ তোলা ও পাতিলেবুর মূলের ছাল চূর্ণ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা মধু ও চিতামূল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য প্লীহা রোগও নিশ্চয়ই নিবারিত হয় এবং যকৃৎ পাণ্ডু, গুল্ম ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

প্লীহারিরসঃ।

(মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং টঙ্গং বিষং ব্যোষং ফলত্রিকম্।
তোলকস্য সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদৰ্দ্ধকম্॥
কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রন্তু মর্দ্দয়েৎ।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়ায়াং শোষয়েৎ ততঃ॥
বটিকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ।
গুদাঙ্কুরে গুল্মশূলে প্লীহশোথে কফাত্মকে॥
উদাবর্ত্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ।
রসঃ প্লীহারিনামায়ং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ।
আনাহাভগন্দচ্ছেদী শ্লেষ্মানয়বিনাশনঃ॥
(অত্র সর্ব্বেষামৰ্দ্ধং জয়পালম্।)

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। এই সমুদায় পলাশবৃক্ষের রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, শূল,

উদাবর্ত্ত ও বাতশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

বাসুকিভূষণো রসঃ।

সূতেন বঙ্গস্তু সমং নিযোজ্যং
তত্ত্বাম্রশুল্বেন চ গন্ধকেন।
বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যামং
মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত॥
বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চ
রসো ভবেদ্বাসুকিভূষণোঽয়ম্।
প্লীহশ্চ গুল্মস্তু চ শান্তয়েঽস্তু
বলঞ্চ দদ্যাদ্ বস্থচূর্ণযুক্তম্॥
(বস্থ সৈন্ধবম্।)

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকন্দ পত্রের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—সৈন্ধবলবণ চূর্ণ। ইহাতে প্লীহা ও গুল্মরোগের শান্তি হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয়-লৌহং।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা।
গন্ধস্ত দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্॥
ক্ষারং সৈন্ধবং * বিড়ং বরাটভস্ম শঙ্খকম্।
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা॥
রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধবলাঙ্কুঠঃ।
অপামার্গস্তালরগুমস্লিকা চ নিশাদ্বয়ম্॥
প্রিয়ঙ্গিন্দ্রযবং পথ্যা অজমোদা যমানিকা।
তুত্থকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্॥
প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্॥
বটিকাং কারয়েদ্ বৈদ্যো গুঞ্জাষট্প্রমিতাং পুনঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগকুলান্তকম্।
প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্॥
আমবাতং যকৃচ্ছূলং শ্বাসমর্শঃ শিরোরুজম্।
গুল্মশোথোদরানাহমগ্রমাংসং যকৃৎ ক্ষয়ম্॥
সকামলং পাণ্ডুরোগমুদরঞ্চ সুদারুণম্।
রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণো যথা॥

মৃত্যুঞ্জয়ো মহালৌহঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
প্রাণিনান্তু হিতার্থায় শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ॥• তোলা; লৌহ ১ তোলা; তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট্, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কট্‌কী, রোহীতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছাল ভস্ম, রাখালশশার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, আপাঙ্গভস্ম, তালজটা ভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ, রোহীতকছাল ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ॥• তোলা। এই সমুদায় একত্র করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে প্লীহা, উগ্রজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, আমবাত, শ্বাস, অর্শঃ, শিরোরোগ, গুল্ম, উদর ও আনাহ প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

লৌহ-মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং কুনটী মৃততাম্রকম্।
বিষমুষ্টিবরাটঞ্চ তুত্থং শঙ্খো রসাঞ্জনম্॥
জাতীফলঞ্চ কটুকা ক্ষারং কানকং তথা।
ব্যোষং হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চ প্রত্যেকং সূততুল্যকম্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ ততঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ॥
সূর্য্যাবর্ত্তেন মতিমান্ বটিকাং কারয়েৎ ততঃ।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মষ্ঠীলাঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অগ্রমাংসং তথা শোথং তথা সর্ব্বোদরাণি চ।
বাতরক্তঞ্চ জঠরঞ্চাস্তবিদ্রধিমেব চ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, জারিত তাম্র, কুঁচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, জয়পাল, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণিত করিয়া হুড়্‌হুড়ে ও বিল্বপত্রের রসে ভাবনা দিবে। পরে

* সৈন্ধবমিত্যত্র টঙ্গণমিতি বা পাঠঃ।

হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া (২ রতি পরিমিত) বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, অষ্ঠীলা, উদর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

লোকনাথো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনর্দ্দত্বা বিমর্দ্দয়েৎ॥
রসাদ্দ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্।
বরাটিকায়া ভস্মাথ তাম্রাদ্দ্বিগুণং ক্ষিপেৎ॥
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
পিপ্পলীমধুনা যুক্তং সগুড়াং বা হরীতকীম্।
গোমূত্রঞ্চ পিবেচ্চানু গুড়ং বা জীরকান্বিতম্॥
যকৃদ্গুল্মোদরহরং প্লীহশ্বয়থুনাশনং।
জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; কড়িভস্ম ৮ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান—মধু ও পিপ্পলের গুঁড়া, গুড় ও হরীতকী, গোমূত্র কিংবা গুড় ও জীরার গুঁড়া। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক পীড়ার উপশম হয়।

লোকনাথো রসঃ।

(মতান্তরে)

রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা মর্দ্দয়েদ্দিবামকম্।
রসতুল্যং মৃতমভ্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্।
তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দকসমুদ্ভবম্।
নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদ্‌তিনির্জ্জনে॥
ততো লঘুপুটং দত্ত্বা স্বশীতং গ্রাহয়েৎ তথা।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ খদিরস্বগ্রসং পিবেৎ॥
যকৃৎপ্লীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ।
লোকনাথরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥
(লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণম্। আর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়মিতি বৃদ্ধব্যবহারঃ।)

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র ৪ দণ্ড মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রসে এক প্রহর মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। আদার রস সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ খদির ভিজান জল কিঞ্চিৎ পান করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহল্লোকনাথো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্বে কৃত্বাথ কজ্জলম্।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।
সূতাদষ্টগুণং দেয়ং বরাটিভস্ম যত্নতঃ।
কাকমাচীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ গোলকীকৃতম্।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
শিবং সংপূজ্য যত্নেন বিধিবৎ ভিষজাং বরঃ।
ভক্ষয়েদ্ রক্তিকাদ্বয়ং মধুনা সহ
প্লীহানমগ্রমাংসং যকৃদ্‌গুল্মং সকণ্টকম্।
[illegible]

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। পরে উহার সহিত অভ্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পশ্চাৎ তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া সমুদায় গোলাকার করিবে। অনন্তর ঐ গোলক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মধু। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রেশ্বরবটী।

হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চৈব অপামার্গস্য ক্ষারকম্।
অর্কপত্রং তথা মুস্তং হরিদ্রাঞ্চ সমভাগিকম্॥
সৈন্ধবং তৎসমং গ্রাহ্যং লৌহং তাম্রঞ্চ তৎসমম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমামবাতং সুদারুণম্॥

অর্শাংসি ঘোরমুদরং মূর্চ্ছাং পাণ্ডুং হলীমকম্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ যক্ষ্মাণং শোথমেব চ।
(তন্ত্রান্তরে অপামার্গপত্রস্য তথা অর্কপত্রস্য তথা
স্নুহীপত্রস্য চ ক্ষারমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।)

হিঙ্গু, ত্রিকটু এবং অপামার্গের পত্র, অর্কপত্র ও সিজপাতের ক্ষার সমভাগে লইয়া সকলের সমান সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহাদের সমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শঃ, গ্রহণী, অতীসার ও শোথ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রকাদি-লৌহঃ।

চিত্রকং নাগরং বাসা গুড়ূচী শালপর্ণিকা
তালপুষ্পাপামার্গৌ মাণকঞ্চ পুরাতনম্॥
লৌহমভ্রং কণা তাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ
পৃথক্ কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণীকৃত্য চবণম্।
চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা।
সিদ্ধশীতে সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ॥
চিত্রকাদিরয়ং লৌহো প্লীহগুল্মোদরাময়ম্।
যকৃৎং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্
কামলাং পাণ্ডুরোগাংশ্চ ... প্রণাশকম্।

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটাভস্ম, অপাঙ্গমূলভস্ম ও পুরাতন মাণ প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা; লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি লৌহ সেবন করিলে প্লীহা, উদরাময়, গুল্ম, যকৃৎ, গ্রহণী, শোথ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বরলৌহম্।

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিগুণন্তু মৃতাভ্রকম্।
ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্॥
দৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী॥
দন্তোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেচ্ছুভেহহনি॥
সংপূজ্য ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্।
মাষমাত্রঞ্চ মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ॥
চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরং নাম সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ।
কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদরহরং তথা।
কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎক্রিমিকৃতাময়ান্।
বিচর্চ্চিমম্লপিত্তঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ॥
প্রাতর্নরস্য পিত্তঞ্চাগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্।
শ্রীকরং কান্তিজননং শুক্রায়ুর্বলবর্দ্ধনম্॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ২ পল, তাম ৩ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা; জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটুকোল, পিপ্পলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ডানকুনিশাক, বিছাটীমূল, হাড়যোড়া, নাগদানা ও হড়হড়ে প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় আদার রসে মাড়িয়া পরে লৌহচূর্ণ ৬ পল মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণের মাত্রা—১ মাষা। মধু সহ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। শুভদিনে সূর্য্যাদির পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে। কঠোর প্লীহা, গুল্ম, উদর, কামলা, যকৃৎ, ক্রিমি জন্য রোগ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হইয়া কান্তি, শুক্র, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং* মনঃশিলা।
শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ ভাবয়েদ্ দিনম্॥
পিপ্পল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈস্তু প্লীহাদিকং জয়েৎ।
রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥

* তাম্রমিত্যত্র স্বর্ণমিতি বা পাঠঃ।

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র (পাঠান্তরে স্বর্ণ), মনছাল ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পিপ্পলের কাথে ও সিজের আঠায় এক এক দিন ভাবনা দিয়া

২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবনে গুল্ম ও প্লীহাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

রসরাজঃ।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধগন্ধকতুল্যকম্।
দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দ্দয়েচ্চ রণদ্রবে॥
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুল্মবিনাশনম্॥
যকৃচ্ছূলং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
রসরাজ ইতি খ্যাতো রোগবারণকেশরী॥

গন্ধক-সংযোগে জারিত তাম ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা ॥০ তোলা, এই সমুদায় ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মধু। ইহাতে প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, শূল ও জ্বর নষ্ট হইয়া কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

রোহীতক-লৌহম্।

রোহীতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়সুসংযুতম্।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
(অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং মধুনা লৌহপাত্রে বিমর্দ্য রক্তিকাদিক্রমেণ সেব্যং)।

রোহীতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও শোথ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

যকৃদরি-লৌহম্।

মৃতকং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলাৰ্দ্ধকম্।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং লিপ্যাকাণ্ডস্য ষট্পলম্॥
মৃগাজিনভস্মপলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
[illegible]
যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব কামলাং হলীমকম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি বলবর্ণাগ্নিকারকম্।
যকৃদরি দ্বিদং লৌহং বাতগুল্মবিনাশনম্॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা এবং অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসারচর্ম্ম ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্।

হিঙ্গুলোত্থং রসং গন্ধং লৌহমভ্রকম্।
তুল্যং দ্বিগুণতাম্রঞ্চ শিলাং রজনীং তথা।
জয়পালং টঙ্কণঞ্চ শিলাজতু সমং সমম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য দন্তীমূলকষায়তঃ।
দশমূলস্য নির্গুণ্ডী ত্রিকটু আর্দ্রকস্য চ।
ভাবয়েৎ ভৃঙ্গরাজস্য [illegible]॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
যকৃৎপ্লীহারি নামেদং লৌহং [illegible]॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা, জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া পরে দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে (বা কাথে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন প্লীহা, যকৃৎ, আট প্রকার উদর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহম্।

[illegible]
[illegible]

ষিরষ্টবারিণো ভাগমষ্টশেষন্ত কারয়েৎ।
তেন চাষ্টাবশেষেণ সমেনাজ্যেন যত্নতঃ ॥
রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসম্মিতম্।
লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃন্ময়ে ॥
দিব্যৌষধিহতং লৌহং পুটিতং পুটনৌষধৈঃ।
পচেৎ গাৰ্কবিধিজ্ঞস্ত বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ ॥
অভ্রকং নিহতং কৃষ্ণং সূক্ষ্মকং বিধিবচ্ছৃতম্।
অয়সশ্চার্দ্ধভাগন্তু আদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ ॥
কন্দকাপালিকা চব্যং বিড়ঙ্গং সরুহদ্দলম্।
শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্ ॥
লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারো বৃদ্ধদারকঃ।
দীপ্যকঞ্চ তথা সিক্থং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ ॥
প্লীহোদরযকৃদ্গুল্মান্ হন্তি ক্ষারাগ্নিভিন্নিনা।
প্রয়োগোঽয়ং মহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদাং বরঃ ॥
প্লীহোদরবিনাশায় দত্যাদ্বৈ পুটে পৃথক্।
মাণেন পট্টকর্ণেন শূরণেন ধকং পুনঃ ॥

লৌহ ১ [illegible], লৌহের অর্দ্ধেক অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক [illegible], অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত সমভাগে ঘৃত এবং শতমূলীর রস ও দ্বিগুণ পরিমাণে দুগ্ধ-মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকা বা লৌহের পাত্রে পাক করিবে। প্রথমে লৌহের অর্দ্ধাংশ পাকার্থ চড়াইবে পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপার্থ—ওল, কাপালিকা, চই, বিড়ঙ্গ, পটিয়ালোধ, শরপুঙ্খা, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়কবীজ, যমানী ও মোম প্রত্যেক লৌহ ও অভ্র উভয়ের সমান। ইহা সেবন করিলে ক্ষার এবং অগ্নি-কর্ম্ম ব্যতিরেকেও উদর, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। প্লীহোদর-বিনাশের নিমিত্ত ইহা মাণ, পট্টকোল ও ওলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া [illegible] বার পুটপাক দিবে।

বজ্রক্ষারম্।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারং সুবর্চ্চকম্।
টঙ্কণং স্বর্জিকাক্ষারং তুল্যাংশং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ ॥
অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্।
তেন লিপ্তার্কপত্রঞ্চ রুদ্ধা চান্তঃপুটে পচেৎ ॥
তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যুষণং ত্রিফলারজঃ।
জীরকং রজনী বহ্নির্নবভাগং সমং সমম্ ॥
ক্ষারার্দ্ধমেব সর্ব্বঞ্চ একীকৃত্য প্রযোজয়েৎ।
বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা ॥
সর্ব্বোদরেষু গুল্মেষু শূলদোষেষু যোজয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥
বাতাধিকে জলং কোষ্ণং ঘৃতং বা পৈত্তিকে হিতম্।
কফে গোমূত্রসংযুক্তমারনালং ত্রিদোষজে ॥

সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগা ও সাচিক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দের আঠা ও সিজের আঠায় ৩ দিন রৌদ্রে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্রে প্রলেপ দিবে। অন্তঃ-পুটে পাক করিয়া প্রলিপ্ত তাম্রপত্র চূর্ণিত করিবে এবং তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা, চিতা ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিলিত ক্ষারের অর্দ্ধাংশ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদর, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়। পরিমাণ ২ তোলা। অনু-পান—বাতাধিক্যে উষ্ণজল, পিত্তাধিক্যে ঘৃত, কফাধিক্যে গোমূত্র ও ত্রিদোষাধিক্যে কাঁজি।

মহাদ্রাবকঃ।

বৃষশিগ্রুপামার্গচিত্রাঃ কুষ্মাণ্ডনালিকা।
শুণ্ঠী তিন্তিড়ী পুষ্পঞ্চ বাস্তুকমেবং তথা ॥
এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য ত্রিফলাক্কাথরসেন চ।
ক্ষালয়িত্বা ক্ষারজলং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ ॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য [illegible]।
মহাদ্রাবকমেতদ্ধি [illegible]।
হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ ॥

বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, [illegible]জটা, পুনর্নবা ও

বেত এই সমুদায়ের ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফট্‌কিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া আরক লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। এতদ্দ্বারা রসাদির জারণ হয়। (ইহার ৫।৭ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া) সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও গুল্মাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহাদ্রাবক-রসঃ।

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃতমথ কাংস্যাভিধং তৎ তথা,
সিন্ধূত্থং বিমলং রসাঞ্জনবরং ফেনং স্রবন্তীপতেঃ।
ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকসাম্ভলৌ সুবিমলৌ ভাগাস্বমীষাং সমাঃ
সপ্তানাং সদৃশস্তু টঙ্গণমিহাস্যার্দ্ধো নৃসারঃ সিতঃ।
তত্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লো যবসাগ্রজঃ
কাশীশত্রিতয়ং যবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ন্যসেৎ।
পাত্রে কাচময়ে মৃদম্বরবৃতে যন্ত্রে বকাখ্যে ভিষগ্‌
জ্বালেন ক্রমবর্দ্ধিনা ত্ববহিতোঽমোঘং রসং পাতয়েৎ।
যো দ্রাগ্‌ ভস্ম বরাটিকাং প্রকুরুতে সোঽয়ং মহাদ্রাবকঃ
কো বক্তুং প্রভবেদমুষ্য নিতরাং সম্যগ্‌ গুণান্‌ ভূতলে।
এতদ্‌ বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেচ্ছুণ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা
তৎপশ্চাৎ পরিবাসিতং বহুগুণং তাম্বূলকং ভক্ষয়েৎ॥
প্রাসঙ্গ্যাৎ কথয়ামি তান্‌ শৃণু গুণানস্যৈব কাংশ্চিৎ পরান্‌
নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবান্যষ্টোদরাণি ধ্রুবম্‌।
গুল্মং পাণ্ডুহলীমকং সুকঠিনামষ্ঠীলিকাং কামলাং
মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহুবিধান্‌ শোথাংশ্চ শূলানপি॥
সর্ব্বাণ্যর্শাংসি ভগন্দরান্‌ ক্রিমিগদান্‌ গণ্ডঞ্চ কাসং তথা
হিক্কাশ্বাসবিকারবৃদ্ধিমরুচিং ছর্দ্দিং মহাদারুণম্‌।
সদ্যো বা চিরজং জ্বরং বহুবিধং কুষ্ঠং ক্রিমীন্‌ বিংশতিং
যক্ষ্মাণং চিরজাননাঃ পিড়কা বীসর্পবিস্ফোটকম্‌॥
উন্মাদং স্বরভেদমপ্যপরাং স্বেদং মহৎপ্লীহকং
জিহ্বাস্তম্ভগলগ্রহং চিরভবং যোনিরুজামুগ্রতাম্‌।
নাসাকর্ণশিরোঽক্ষিবক্ত্রজগদান্‌ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্‌
হন্ত্যাদেব চিরোত্থিতান্‌ বহুবিধানন্যাংশ্চ রোগানপি॥
একঃ স্যাদপরো হি টঙ্গণমুখৈর্দ্রব্যৈঃ পরঃ সপ্তকৈ-
রন্যস্তু স্ফটিকারিটঙ্গণযবক্ষারাত্রিকাসীসকৈঃ।

জারণীয়াদ্‌ গুরুতো বিভাগমনয়োরেষ দিক্‌প্রদর্শনং
নির্দ্দিষ্টাশ্রয় এব ভেষজবরাঃ স্যুঃ সর্ব্বকার্য্যক্ষমাঃ॥
(টঙ্গণাদিকাসীসান্তৈঃ সপ্তভিরপরঃ; স্ফটিকারিকাসীসান্তচতুর্ভিরন্যঃ। স্বর্ণমাক্ষিকাদিভিঃ সমস্তৈস্ত্রিভিরন্তিমো হীন॥)

স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, [illegible] রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার ও সাজ্জিক্ষার, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ৭ ভাগ, নিশাদল সাড়ে তিন ভাগ, ফট্‌কিরি ৩॥০ ভাগ, যবক্ষার ১৪ ভাগ; বালুকাসীস, পদ্মকাসীস, কাসীস (হীরাকস) মিলিত ১৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণিত করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত কাচ-নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিবে ও যত্নের সহিত সাবধানতা-পূর্ব্বক পাক করিয়া উহার [illegible] লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। ইহা স্বল্প মধ্য ও মহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি, সোহাগা, নিশাদল ও হীরাকস এই চারি দ্রব্য সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বল্প দ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, বালুকাসীস, পদ্মকাসীস ও কাসীস (হীরাকস), এই সমুদায়ের আরককে মধ্যম দ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি মূলোক্ত সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। ইহাদের [illegible] প্রণালী গুরুর নিকট হইতে জানিবে। মহাদ্রাবক শুঁঠ বা লবঙ্গ চূর্ণের সহিত ৪ রতি (১।৮ বিন্দু) পরিমাণে সেবনীয়; ইহার সেবনান্তে সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। এই মহাদ্রাবক রসের গুণ বলা যায় না; তথাপি প্রসঙ্গতঃ ইহার কতকগুলি গুণ বলিতেছি, ইহাতে চিরজাত অষ্ট প্রকার উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, হলীমক, অষ্ঠীলা, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, শোথ, শূল, অর্শ, ভগন্দর, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি মূলোক্ত নানারোগ উপশমিত হয়।

শঙ্খদ্রাবকঃ ।

অর্কঃ স্নুহী তথা চিঞ্চা তিলাবস্থধচিত্রকম্ ।
অপামার্গভস্ম সমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ ॥
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তৎ তু যাবল্লবণতাং গতম্ ।
লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্কণং তথা ॥
সমুদ্রফেনো গোদন্তা কাসীসঃ সোরকা তথা ।
দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ ॥
কাচকূপ্যাস্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ ।
শঙ্খচূর্ণপলং দত্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ ॥
সর্ব্বধাতূন্ হরেচ্ছীঘ্রং বরাটাশঙ্খকাদিকান্ ।
উদরাদিকরোগাণাং সত্ত্বো নাশকরঃ পরঃ ॥

আকন্দছাল, সিজ, তেঁতুল ছাল, তিল কাষ্ঠ, সোন্দাল ছাল, চিতা ও আপাঙ্গ এই সমুদায়ের সমান সমান ভস্ম লইয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ক্ষারজল যাবং না লবণরস প্রাপ্ত হয়, তাবং মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ লবণ ৪ তোলা; যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্র-ফেন, গোদন্তহরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া টাবালেবুর রসের সহিত কাচকূপীর মধ্যে সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিবে। পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য সকল দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহা সেবন করিলে প্লীহাদি নানারোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকঃ ।

চিঞ্চাশ্বত্থঃ স্নুহী অর্কোঽপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ ।
পৃথগ্ ভস্ম জলং কৃত্বা স্রুত্বা লবণানি চ ॥
টঙ্কণঞ্চ যবক্ষারঃ স্বৰ্জ্জিলবণপঞ্চকম্ ।
রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসারকং ॥
জাতীফলঞ্চ গোদন্তা তাপ্যং গন্ধরসং তথা ।
বিষং সমুদ্রফেনশ্চ সোরকা স্ফটিকারিকা ॥
শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভি-চূর্ণং পাষাণসম্ভবম্ ।
মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ ॥
ভাব্যং তদ্ বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেৎ ততঃ ।
অত্র দ্রবাঞ্চ তদ্দত্ত্বা উষ্ণস্থানে চ ধারয়েৎ ॥
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবদ্ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্ ।
পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ ॥
কাচকূপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ।
গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্ ।
রক্তপিত্তং ক্ষতং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা ।
আমবাতং বাতরক্তং গৃধ্রবাতং ধনুস্তথা ॥
উদরাময়নামঞ্চ স্থূলতাং ক্রিমিকোষ্ঠতাম্ ।
বাতপিত্তকফান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভুক্ত্বা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ ।
তৎক্ষণাৎ কারয়েদ্ভস্ম তৃণরাশিমিবানলঃ ॥
বামাদ্ধং দ্রাবয়েৎ সর্ব্বং শঙ্খশুক্তিবরাটকম্ ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যান্নিশি চতুষ্পথে ॥
যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলান্বিতম্ ।
মহাশঙ্খদ্রবো নাম্না শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ ।
গুপ্তাদ্গুপ্ততমোঽয়ং গোপ্যং প্রাণান্তেঽপি ন কথ্যতে ।
লোকানাং কৌতুকার্থং কথ্যং প্রকাশ্যং ন জনান্বিধৌ ॥

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও আপাঙ্গ ইহাদের পৃথক পৃথক ক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে লবণ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যব-ক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণস্থানে রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দ অগ্নিতে বারুণীযন্ত্র পাক করিয়া সত্ত্বপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ কোন কাচপাত্রে পাতিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ইহাতে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, অজীর্ণ, গ্রহণী, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস হইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই রস ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় ভস্মীভূত হয়।

শঙ্খদ্রাবকো রসঃ।

যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ।
পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্যমেবাহ পরমেশ্বরী ॥
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া ॥
শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং স্বর্জিক্ষারং সটঙ্কণম্।
সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারি নৃসাদরম্ ॥
কাচকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ।
যস্মাদ্ধি দ্রাবয়ত্যেষ শঙ্খশুক্তিবরাটিকান্ ॥
অর্শাংসি নাশয়েৎ ষট্ চ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীস্তথা।
উদরাণ্যষ্টবিধং হন্তি গুল্মপ্লীহোদরাণি চ ॥
অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্।
ভুক্তশেষে চ ভোক্তব্যো মাষমাত্রো রসোত্তমঃ।
ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেদ্ ভস্ম পুনর্ভোজনমিচ্ছতি।
পেয়ঃ ভোজনান্তে চ মাসমাত্রং রসোত্তমঃ ॥
ন কুর্য্যাৎ ভয়ং নাপি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
ন দেয়ং যস্য কস্যাপি সদা গোপ্যঞ্চ কারয়েৎ।
রসঃ শঙ্খদ্রাবকো নাম লোকানামুপকারকঃ ॥

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল এই সমুদায় সমভাগে কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অল্প প্রহরের মধ্যে শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে। মাত্রা—এক মাষা (১০।১২ বিন্দু) ভোজনান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ষট্প্রকার অর্শ, অষ্ট প্রকার উদর, গুল্ম, প্লীহা ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অজীর্ণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চিত্রকপিপ্পলী-ঘৃতম্।

পিপ্পলীং চিত্রকামূলং পিষ্ট্বা সমাংশং বিপাচয়েৎ।
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্ ॥

ঘৃত ৴৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল ও চিতামূল মিলিত ৴১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

পিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলীকল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
পচেৎ প্লীহাগ্নিসাদাদি-যকৃদ্রোগহরং পরম্ ॥

ঘৃত ৴৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল ৴১ সের। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুলাক্কাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্ ॥
পঞ্চকোলৈকতালীশ-ক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ।
দ্বিজীরকনিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ ॥
প্লীহগুল্মোদরাধ্মান-পাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্।
বস্তিহৃৎপার্শ্বকট্যূরু-শূলোদাবর্ত্তশোথনান্ ॥
হন্যাৎ পীতং তদর্শাংসি গ্রহণীং বহ্নিদীপনম্।
বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি ॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্কাথার্থ—চিতামূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৴৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমুদায়ে ৴১ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরাধ্মান, পাণ্ডু, অরুচি এবং বস্তি হৃদয় পার্শ্ব কটী ও উরু দেশের শূল প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

রোহীতকঘৃতম্।

রোহীতকাচ্চ শ্রেষ্ঠায়াঃ পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ ॥
পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈস্তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া।
রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়েদেতদাশু প্রযোজিতম্।
তথা গুল্মজ্বরশ্বাস-ক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলাঃ ॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—রোহীতকছাল ২৫ পল, কুলশুঁঠ ৩২ পল, পাকার্থ জল ৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ প্রত্যেক ১

পল, রোহীতকছাল ৫ পল। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

মহারোহীতক-ঘৃতম্।

রোহীতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্ বদরাষ্টকম্।
সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্।
তস্মিন্ দত্ত্বাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বান্ স্তোকসংমিতান্॥
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ম্।
অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।
পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারঃ সপৌষ্করঃ।
বিড়ঙ্গং চিত্রকশ্চৈব হবুষা চবিকা বচা॥
প্রতিভাগং বিপক্কং স্থাপয়েদ্ ভাজনে শুভে।
পায়য়েৎ ত্রিপলং মাত্রাং ব্যাধিং বলমবেক্ষ্য চ॥
রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ।
[illegible] ঘৃতে [illegible] ব্যাধীন্ হন্ত্যাদিমান্ বহূন্॥
যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলা প্লীহশূলং যকৃৎ তথা।
বস্তিশূলং হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
বিবন্ধশূলং জ্বরং পাণ্ডুরোগং মন্দানলম্।
ছর্দ্দিং [illegible] নাশনম্।
মহারোহীতকং নাম [illegible] চারণম্॥

(অত্র কেচিৎ অজাজ্যাদীনাং বদরচূর্ণকসহিতস্য রোহীতকস্যৈকত্র ক্বাথং কুর্ব্বন্তি, তন্ন নির্দিষ্টত্বাৎ। অত্র তু জলস্য দ্রোণমিতত্বে [illegible] রোহীতকপলশতমিতত্বেন চ [illegible]। তেন একেন জলদ্রোণেন রোহীতকপলশতস্য ক্বাথঃ। অপরেণ বদরাষ্টকস্য চ ক্বাথঃ। ব্যবহারস্ত্বনেনৈব। ইতি শিবদাসঃ।

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—রোহীতকছাল ১২৷৷০ সের, কুলশুঁঠ ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। (জলের অল্পত্ব আশঙ্কা করিয়া কেহ বলেন,—রোহীতক ছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এবং কুলশুঁঠ ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ২টী ক্বথায় করিতে হইবে। এই নিয়মেই ব্যবহার করা যায়)। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, ধনে, বিট্‌লবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ (এক প্রকার সচললবণ), দাড়িম বীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশশার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। রোগির ব্যাধি ও বল বিবেচনা করিয়া ৩ পল পর্য্যন্ত মাত্রা প্রদান করিবে (ব্যবহার দুই তোলা)। অনুপান—মাংসরস, যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, প্লীহশূল, যকৃৎশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

রোহীতকারিষ্টঃ।

রোহীতকতুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্॥
দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকা মতা।
পঞ্চকোলং ত্রিজাতঞ্চ ত্রিফলাঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পিবতাং সর্ব্বোদররুজাং জয়েৎ॥
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা-গ্রহণ্যর্শাংসি কামলাম্।
কুষ্ঠশোফারুচিহরো রোহীতারিষ্টসংজ্ঞিতঃ॥

রোহীতকছাল ১২৷৷০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক এক পল চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং একমাস কাল কোন আবৃত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধছটাক মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার পান করিলে সর্ব্ব প্রকার উদররোগ, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠীলা ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগের পথ্যাপথ্য উদর রোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকারঃ।

অথ শোথাধিকারঃ।

—:*:—

অথ শোথ-নিদানম্।

রক্তপিত্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ।
নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ম্ ॥
উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ।
সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকম্ ॥
দোষৈঃ পৃথগ্‌দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি।
তৎপূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোঽঙ্গগৌরবম্ ॥
শুদ্ধ্যাময়াভক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুষ্ট-গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণঞ্চ ॥
অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধির্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ ॥

সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং
সোৎসেধমূষ্মাথ শিরাতনুত্বম্।
সলোমহর্ষশ্চ বিবর্ণতা চ
সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্ ॥
চলস্তনুত্বক্ পরুষোঽরুণোঽসিতঃ
প্রসুপ্তিহর্ষার্ত্তিযুতোঽনিমিত্ততঃ।
প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো
দিবাবলী চ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ ॥
মৃদুঃ সগন্ধোঽসিতপীতরাগবান্
ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ।
য উষ্যতে স্পর্শরুগক্ষিরাগকৃৎ
স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্ ॥
গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ
প্রসেকনিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
স কৃচ্ছ্রজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো
ন চোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ ॥

নিদানাকৃতিসংসর্গাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্দ্বিদোষজঃ।
সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ ॥
অভিঘাতেন শস্ত্রাদি-চ্ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ।
হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছুজৈঃ ॥
রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্।
ভৃশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ ॥
বিষজঃ সবিষপ্রাণি-পরিসর্পণমূত্রণাৎ।
দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষপ্রাণিনামপি ॥
বিণ্মূত্রশুক্রোপহত-মলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ।
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্ গরযোগাবচূর্ণনাৎ ॥
মৃদুশ্চলোঽবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ।
দোষাঃ শ্বয়থুমূর্দ্ধং হি কুর্ব্বন্ত্যামাশয়স্থিতাঃ ॥
পক্বাশয়স্থা মধ্যে তু বর্চ্চঃস্থানগতাস্ত্বধঃ।
কৃৎস্নদেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা ॥

শোথের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বায়ু, দুষ্ট রক্ত পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা অবরুদ্ধগতি হইয়া ত্বঙ্মাংসাশ্রিত সংহতাবয়ব (ঘন) উৎসেধ অর্থাৎ উচ্চ্রায় উৎপাদন করে, ইহাকেই শোথ কহে। পূর্ব্বোক্ত রক্ত পিত্ত কফ ও বায়ু ইহারাই শোথপদার্থের উপাদান। হেতু-বিশেষে অর্থাৎ বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে, দ্বন্দ্বদোষে, মিলিত ত্রিদোষে, অভিঘাতে ও বিষসেবনে রূপভেদ হেতু শোথ সকল নয় প্রকার হইয়া থাকে, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ।

শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে সন্তাপ, শিরা-বিস্তারবং পীড়া ও গাত্রগুরুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

বমন বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বরাদিব্যাধি, অভোজন বা বিগুণ ভোজন, এই সকল কারণে কৃশ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার অম্ল তীক্ষ্ণ বীর্য্য উষ্ণগুণ ও গুরুদ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে শোথ রোগ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ দধি, অপক্কদ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দুষ্ট বা বিষমিশ্রিত অন্নাহার, অর্শো-রোগ, শ্রমরাহিত্য, বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধনযোগ্য দেহের অশোধন, মর্ম্মাভিঘাত, গর্ভস্রাব এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অসম্যক্-করণ, এই সকল কারণেও শোথ জন্মিয়া থাকে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, এই শ্লোকোক্ত কারণ গুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথের হেতু। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মর্ম্মাভিঘাত, আগন্তু শোথেরও হেতু হইতে পারে।

শোথরোগের সাধারণ লক্ষণ। যথা—শোথের স্থিতি, ভার ও স্ফীততা ইহাদের

অনিয়তত্ব আছে অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যতিরেকেও কখন নিবৃত্তি, কখন বা উৎপত্তি হইয়া থাকে। শোথস্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও বিবর্ণ হয়। এবং রোগির রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

বায়ুজন্য শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও ঝিনি-ঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত্ব হেতু কখন কখন বিনা কারণেও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান ও রাত্রিতে শুষ্কপ্রায় হয়।

পৈত্তিক শোথ কোমল, সগন্ধ এবং কৃষ্ণ পীত বা রক্তবর্ণ হয়। ইহা উষ্মবিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাদায়ক ও বিশেষদাহান্বিত হইয়া পাকিয়া থাকে। ইহাতে রোগির ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষু রক্তিমবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ সম্যক প্রকাশিত বা সম্যক্ প্রশমিত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উন্নত না হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রিতে বলবান্ ও দিবসে শুষ্কপ্রায় হয়।

যে শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং যাহাতে তিন দোষের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ জানিবে।

অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি কারণে যে শোথ হয়, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ হিম বায়ু, সামুদ্রিক বায়ু, ভেলার রস ও আলকুশীর শুঁয়া স্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্মবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণ ও প্রায় পিত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়।

বিষধর প্রাণী শরীরে চলিয়া গেলে, বা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে, অথবা নির্ব্বিষ প্রাণিদিগের দাড়া দন্ত ও নখাঘাতে আহত হইলে, কিংবা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে বা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শে অথবা সংযোগজ-বিষমিশ্রিত চূর্ণ দ্বারা গাত্র ঘর্ষণে শোথ উৎপন্ন হয়; এই প্রকার শোথকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, সঞ্চারী, অধোগমনশীল, শীঘ্রজন্মা এবং দাহ ও বেদনা জনক। এই শোথ আগন্তুজ শোথের অন্তর্ভূত হইলেও বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পৃথক্ পঠিত হইয়াছে।

আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষঃস্থল প্রভৃতি উর্দ্ধদেহে; পক্বাশয়স্থ দোষ মধ্যদেহে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত স্থানে; মলাশয়স্থ দোষ অধোদেহে এবং সর্ব্ব-শরীরগত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপাদন করে।

অথ-শোথ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃকায়বিরেচনম্।
বমনঞ্চ যথাসন্নং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ॥
স্নেহোঽথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিট্‌কে নিরূহণম্।
পয়োঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রূক্ষণক্রমঃ॥

শোথরোগে দোষানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমন ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। বায়ুজনিত শোথে স্নেহ প্রয়োগ, মল বদ্ধ থাকিলে নিরূহণ, পৈত্তিক শোথে দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং কফজ শোথে রূক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈ-
র্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো-
বিরেচনৈরূর্দ্ধহরৈস্তথোর্দ্ধকম্॥
উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরূক্ষণৈঃ
প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রূক্ষিতে।

আমজনিত শোথে লঙ্ঘন ও পাচন, প্রবল দোষ বিশিষ্ট শোথে শোধন ঔষধ, মস্তকগত শোথে নস্য, ঊর্দ্ধভাগগত শোথে বমন কারক এবং অধোভাগ গত শোথে বিরেচন কারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তৈল ঘৃতাদি স্নেহসেবন জনিত শোথে রুক্ষ ক্রিয়া এবং রুক্ষতা নিবন্ধন শোথে স্নিগ্ধক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

শুণ্ঠীপুনর্নবৈরণ্ড-পঞ্চমূলীশৃতং জলম্।
বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে।
দশমূলং সকাথা চ বাতশোথে বিশেষতঃ॥
(পানাহারপরিগ্রহ ইতি অন্নপানসংস্কারে। সকাথেতি কল্ককাথাদিবিধিনা।)

বাতিক শোথে অন্ন ও পানীয় সংস্কার বিষয়ে শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও বৃহৎপঞ্চমূলীর কাথ প্রশস্ত। এই শোথে দশমূলের কল্ক ও কাথাদি বিশেষ উপকারী।

বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড় গ্রহে পয়সা সহ।

বাতিক শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শোথং শ্বয়থুনাশনঃ।
মাণকন্দকৃতো মণ্ডঃ প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ॥

গোমূত্র পানে ও মাণমণ্ড সেবন করিলে শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-দার্বীকাথঃ সগুগ্‌গুলুঃ।
হন্তি পিত্তকৃতং শোথং তৃষ্ণাজ্বরসমন্বিতম্॥

পল্‌তা, ত্রিফলা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের কাথে ২ মাষা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও জ্বরযুক্ত পিত্তজ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষীরাশিনঃ পিত্তকৃতেহথ শোথে
ত্রিবৃদ্‌গুড়ূচীত্রিফলাকষায়ম্।
পিবেদ্ গবাং মূত্রবিমিশ্রিতং বা
কলাত্রিকাচ্চূর্ণমথাক্ষমাত্রম্॥
পৃশ্নিপর্ণীঘনোদীচ্য-শুণ্ঠীসিদ্ধঞ্চ পৈত্তিকে॥

পিত্তজনিত শোথে ক্ষীরাশী হইয়া তেউড়ী গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথ, কিংবা গোমূত্রের সহিত ২ তোলা পরিমাণে ত্রিফলাচূর্ণ অথবা চাকুলে, মুতা, বালা ও শুঁঠের কাথ পান করিবে।

শীতবীর্য্যৌষধৈঃ স্নেহৈরভ্যঙ্গাদীংশ্চ কারয়েৎ॥
(শীতবীর্য্যৈঃ কাকোল্যাদিশারিবাদ্যুৎপলাদিগণৈঃ, তৎকৃতৈঃ স্নেহাদিভিরভ্যঙ্গাদীন্ কারয়েৎ)।

পৈত্তিক শোথে কাকোল্যাদি, শারিবাদি ও উৎপলাদি শীতবীর্য্য-ঔষধ-সিদ্ধ তৈলাদি স্নেহ অভ্যঙ্গ ও শীতলজলে অবগাহন করিবে।

[illegible] কৃষ্ণা পথ্যা মূত্রেণ বা যুতাঃ।
[illegible] শোথং শ্লেষ্মসমুত্থিতম্॥

মনসা সাজের আঠায় পিপুল, অথবা গোমূত্রে হরীতকী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে কফজ শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাবিশ্ববিরূপগুড়ূচী-
[illegible] কল্কজম্।
[illegible] মহিষাক্ষযুক্তং
[illegible] সলিলং [illegible]॥

শ্লৈষ্মিক শোথে পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোন্দাল, হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কল্ক বা কাথ গুগ্‌গুলু ও গোমূত্রসহ পান করিবে।

কফে তু কৃষ্ণাসিকতা[illegible]শিগ্রুদগুম্মাপ্রলেপঃ।
কুলত্থশুণ্ঠীজলমূত্রসেকশ্চণ্ড গুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ॥
(কৃষ্ণাদিভিঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপঃ। তথা কুলত্থশুণ্ঠীকাথেন, তথা গোমূত্রেণ কুলত্থশুণ্ঠীসিদ্ধেন সেকঃ কার্য্যঃ। অত্র সিকতা বালুকা। [illegible] অনুলেপন স্নানান্তমেব লেপনম্ ইতি চক্রঃ)।

কফজ শোথে পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপ-[illegible], শজিনার ছাল ও তিসি, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ; কুলত্থ ও শুঁঠের কাথ দ্বারা কিংবা কুলত্থ ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক; এবং চোরপুষ্পী ও অগুরু পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অনুলেপন (চক্রের মতে স্নানানন্তর অনুলেপন) কর্ত্তব্য।

[illegible] সর্ব্বজে সর্ব্বমেব [illegible]।

দ্বিদোষজ শোথে দোষদ্বয়ের এবং ত্রিদোষজ শোথে দোষত্রয়ের মিলিত চিকিৎসা করিবে।

বিল্বপত্ররসং পূতং সোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্নাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাসু চ॥

বিল্বপত্রের রস ছাঁকিয়া মরিচ চূর্ণের সহিত পান করিলে সান্নিপাতিক শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলা প্রশমিত হয়।

ভূনিম্বদারুচূর্ণং ভক্ষয়িত্বা পেয়ঃ পুনর্নবাক্বাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্॥

চিরতা ও দেবদারু চূর্ণ খাইয়া পুনর্নবার ক্বাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথঘ্নং কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রেণ চাম্ভসা॥

কফজ শোথে গোমূত্রের সহিত এবং পিত্তজ শোথে জলের সহিত কুলেখাড়া-ভস্ম পান করিবে।

শোথে স্যাদাগন্তুকে কুর্যাৎ সেকলেপাদি শীতলম্।
ভল্লাতকং হরেচ্ছোথং সতিলা কৃষ্ণমৃত্তিকা।
মহিষীক্ষীরসংপিষ্টা নবনীতসমন্বিতা॥

আগন্তুক শোথে শীতল পরিষেক ও লেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ভল্লাতকজ শোথে তিল ও কৃষ্ণমৃত্তিকা মহিষীর দুগ্ধে পেষিত ও নবনীত সংযুক্ত করিয়া তাহার লেপ দিবে।

তিলৈর্লিপ্তঃ শমং যাতি শোথো ভল্লাতকোত্থিতঃ।
যষ্টিদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ।
শোথঘ্নারুষ্করে হন্তি চূর্ণৈঃ শালদলস্য চ।
[illegible] শালদলস্য বা ইতি বৃন্দধৃত পাঠঃ।

ভল্লাতকজ শোথে তিলকল্কের লেপ, কিংবা যষ্টিমধু ও তিল মহিষীর দুগ্ধে পেষিত ও তাহাতে মাখন সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিবে। শাল-পত্র (বৃন্ত) চূর্ণের দ্বারা মর্দ্দন করিলেও ভল্লা-জনিত শোথ প্রশমিত হয়।

পথ্যাদিক্বাথঃ।

পথ্যানিশাভার্গ্যমৃতাগ্নিদার্বী-পুনর্নবাদারুমহৌষধানাম্।
ক্বাথঃ প্রসহ্যোদরপাণিপাদ-মুখাশ্রিতং হন্ত্যচিরেণ শোথম্॥

হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখগত শোথ অচিরে বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকোদ্ভবং ক্বাথং গোমূত্রেণৈব সাধিতম্।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ বৃষণসম্ভবম্॥

ত্রিফলা ২ তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া; এই ক্বাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মা-জনিত কোষসংশ্রিত শোথ নষ্ট হয়।

সেকস্তথার্কবর্ষাভূনিম্বক্বাথেন শোথহৃৎ।
গোমূত্রেণাপি কুর্বীত সুখোষ্ণেনাবসেচনম্॥
পুনর্নবা দারু শুণ্ঠী শিগ্রু সিদ্ধার্থকং তথা।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহৃৎ॥

আকন্দ, পুনর্নবা ও নিম ইহাদের ক্বাথ দ্বারা বা ঈষদুষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে অথবা পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, সজিনার ছাল ও শ্বেত সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্ব-প্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

গুড়ার্দ্রকং বা গুড়নাগরং বা
গুড়াভয়াং বা গুড়পিপ্পলীং বা।
কর্ষাভিবৃদ্ধ্যা ত্রিপলপ্রমাণং
খাদেন্নরঃ পক্ষমথাপি মাসম্॥
শোথপ্রতিশ্যায়গলাস্যরোগান্
সশ্বাসকাসারুচিপীনসাদ্যান্।
জীর্ণজ্বরার্শোগ্রহণীবিকারান্
হন্যাৎ তথান্যান্ কফবাতরোগান্॥

গুড় ও আদা বা গুড় ও শুঁঠ অথবা গুড় ও হরীতকী কিংবা গুড় ও পিপুল এই চতুর্ব্বিধ যোগ ২ তোলা পরিমাণে আরম্ভ করিয়া প্রতি-দিন দুই দুই তোলা বর্দ্ধিত করিয়া ২৪ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করিবে। এইরূপে ১৫ দিন বা একমাস সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, পীনস, জীর্ণজ্বর, অর্শঃ ও গ্রহণী রোগ এবং

বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য তবং রোগ প্রশমিত হয়। (এক্ষণে উক্তরূপ মাত্রা ব্যবহৃত হয় না, বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বিবেচনা করিয়া উহার সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন)।

কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্।
আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্॥

পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ, গুড়ের সহিত সেবন করিলে শোথ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আমাজীর্ণ-প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিবিশোধক।

গুড়াৎ পলত্রয়ং গ্রাহ্যং শৃঙ্গবেরপলত্রয়ম্।
শৃঙ্গবেরসমা কৃষ্ণা লৌহবিট্ তিলয়োঃ পলম্।
চূর্ণমেতৎ সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বশ্বয়থুনাশনম্॥

গুড় দেড় পোয়া, শুঁঠচূর্ণ দেড় পোয়া, পিপুল চূর্ণ দেড় পোয়া, মণ্ডুর চূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া ও তিল চূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া, এই সকল চূর্ণ মিলিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃশ্চীবদেবদারুনাগরৈর্বা
দন্তীত্রিবৃৎত্র্যূষণচিত্রকৈর্বা।
দুগ্ধং সুসিদ্ধং বিধিনা নিপীতং
গাত্রং পরং শোথহরং ভিষগ্‌ভিঃ॥

শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ দ্বারা কিংবা দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু ও চিতা দ্বারা যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে শোথ নিবারিত হয়।

বিশ্বং গুড়েন তুল্যং বৃশ্চীরবসানুপানমভ্যস্তম্।
বিনিহন্তি সর্ব্বশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব॥

শুঁঠ ও গুড় সমভাগে সেবন করিয়া পুনর্নবার রস অনুপান করিলে সকল প্রকার শোথ রোগ, প্রচণ্ড-বায়ু-প্রতিসারিত মেঘবৃন্দের ন্যায় নিরাকৃত হয়।

স্থূলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্রাহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥
(স্থূলপদ্মং মাণকন্দং, স চ পুরাণো গ্রাহ্য ইতি শিবদাসঃ)।

পুরাতন মাণের মূল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গজাত শোথ নিবারিত হয়।

সিংহাস্যাদিঃ।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী-ক্বাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ মধু সহ পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

পুনর্নবাষ্টকক্বাথঃ।

পুনর্নবানিম্বপটোলশুণ্ঠী-
তিক্তামৃতাদারুভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গশোথোদরপার্শ্বশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদররোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

দারুগুগ্‌গুলুশুণ্ঠ্যো বা কল্কো মূত্রেণ শোথজিৎ।
বর্ষাভূশৃঙ্গবেরাভ্যাং ক্বাথো বা সর্ব্বশোথজিৎ॥

দেবদারু, গুগ্‌গুলু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক গোমূত্রের সহিত কিংবা পুনর্নবা ও শুঁঠ এই উভয়ের ক্বাথ সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং শিগ্রুপত্রং বিভীতকং।
এতৈশ্চ পুটসংস্বেদং শোথং হন্তি সুদারুণম্।
অপমার্গং কাকিলাক্ষী নিগুণ্ডী বিজয়া তথা।
এতৈরপি পুটস্বেদাৎ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥

পুনর্নবা, নিমপাতা, শজিনাপাতা ও পালিদা অথবা আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী এই সমুদায় দ্রব্য পোটলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে প্রবল শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্।

পুনর্নবা দারুভয়া পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যৌ চিত্রকং বৃষঃ॥
সমভাগানি সংচূর্ণ্য গবাং মূত্রেণ না পিবেৎ।
বহুপ্রকার শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্॥
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোদ্ধতানপি॥
(বিল্বস্য মূলম্)।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদর ও ব্রণ রোগ নষ্ট হয়।

শোথারি চূর্ণম্ ।

শুষ্কমূলমপামার্গস্ত্রিকটুস্ত্রিফলা তথা ।
দন্তী চ ত্রিমবৈশ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম্ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বিল্বপত্ররসেন চ ।
পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চৈব সুদারুণম্ ॥

শুষ্কমূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। (মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা)। অনুপান—বিল্বপত্রের রস। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে পাণ্ডুরোগ ও সুদারুণ শোথ প্রশমিত হয়।

শোথোদরে পুনর্নবাদিগুগ্‌গুলুঃ ।

পুনর্নবাং দারুভয়াং গুড়ূচীং
পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্ ।
ত্বগ্‌দোষশোথোদরপাণ্ডুরোগ-
স্থৌল্যপ্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু ॥

(সর্ব্বচূর্ণসমো গুগ্‌গুলুঃ, এরণ্ডতৈলেন পিষ্ট্বা একীকৃত্য স্থাপ্যম্। অনুরূপং গোমূত্রেণ পেয়ম্।)

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ প্রত্যেক এক তোলা, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু চারি তোলা। এরণ্ডতৈলের সহিত গুগ্‌গুলু মাড়িয়া উল্লিখিত চূর্ণ সকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। গোমূত্রের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহাতে ত্বকের বিকৃতি, শোথ, উদর ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদি-লেহঃ ।

পুনর্নবামৃতাদারু-দশমূলরসাঢ়কে ।
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ ॥
ততঃ সিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলা-ত্বক্‌চব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্ ।
চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ ॥
লেহঃ পৌনর্নবো নাম শোথশূলনিসূদনঃ ।
কাসশ্বাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥
(মধুনঃ কুড়বমষ্টৌ পলানি । ইতি শিবদাসঃ ।)

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল এই সমুদায় ৴৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৴৪ সের। এই উভয় দ্রব্যে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও চৈ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, মধু এক সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ ও শূল প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শোথারি মণ্ডুরম্ ।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং নিশ্চন্দ্রং [illegible] ।
মাণকার্দ্রকবন্দানাং রসৈস্ত্রিশ্চ ভাবয়েৎ ।
ত্রিফলাব্যোষচব্যানাং চূর্ণং কর্ষং পৃথক্ ।
চূর্ণাদ্ দ্বিগুণমণ্ডূরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ ॥
সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেত্তত্র মধুনশ্চ পলদ্বয়ম্ ।
নিহন্তি সর্বজং শোথং সর্বদোষোত্থং ন সংশয়ঃ ॥
(প্রস্থাদিযোগস্থ গোমূত্রে [illegible] সংজ্ঞা ।)

গোমূত্রে ৭ বার শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মান, আদা ও বন ওলের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে, পরে হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চৈ, এই ৭ দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বদোষোৎপন্ন শোথ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখমণ্ডুরম্ ।

পলদ্বাদশমণ্ডূরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ ।
পঞ্চকোলং দেবদারু মুস্তং গোক্ষুরং ফলত্রয়ম্ ॥

বিড়ঙ্গং পলমাত্রন্তু পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ।
পায়য়েদক্ষমাত্রন্তু তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্॥
অসাধ্যং শ্বয়থুং হন্তি পাণ্ডুরোগং চিরোদ্ভবম্।
শ্বয়থুগ্নিমুখং নাম সর্পিঃ-ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ॥

শোধিত-মণ্ডুর ১২ পল, পাকার্থ—গোমূত্র ১২ সের। প্রক্ষেপার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তক্রের সহিত সেব্য। মাত্রা—২ তোলা। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য শোথ ও চিরজাত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

রসাভ্রমণ্ডুরম্।

গন্ধকাভ্ররসেন্দ্রাণাং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।
সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরং শুক্তিকদ্বয়ম্॥
প্রস্থতশ্চ হরীতক্যাঃ পাষাণজতুনঃ পিচুম্।
তোলকং কান্তলৌহস্য সর্ব্বং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ॥
ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে কেশরাজরসে তথা।
নিগুণ্ডীমাণকন্দানামার্দ্রকস্য রসেঽপি॥
ত্রিকটু-ত্রিফলাচব্য-মুস্তকানাং পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দ্দয়েন্মধুসর্পিষা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ম্॥
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি-মেহকৃচ্ছ্রং তথা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
অগ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং পথ্যং বাতানুলোমনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেষ্মকুষ্ঠারুচিজ্বরম্।
প্লীহগুল্মোদরং হন্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্॥

(নিগুণ্ড্যাদীনাং রসেঃ প্রত্যেকমার্দ্রীকরণক্রমৈর্ভাবয়িত্বা কিঞ্চিদার্দ্রতায়াং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনঃ পিষ্ট্বা কোলপ্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা একৈকাং ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা ভক্ষয়েৎ; পুনর্নবাক্বাথং প্রক্ষিপ্তযবক্ষারমনুপিবেৎ।)

গন্ধক, অভ্র ও পারদ প্রত্যেক ৪ তোলা; শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ২ পল, হরীতকী চূর্ণ দুই পল, শিলাজতু ২ তোলা ও কান্তলৌহ এক তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রস /৪ সের, কেশুরিয়া রস চারি সের এবং নিসিন্দা, মাণমূল, ওল ও আদা এই সমুদায়ের আর্দ্রীকরণোপযুক্ত রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় (চারি আনা প্রমাণ) বটিকা করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। (সেবনান্তে পুনর্নবার ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে)। ইহাতে সর্ব্বদোষজাত ও সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা ও দাহাদি নানারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহা বৃষ্য, বাতানুলোমক ও পথ্য।

কংসহরীতকী।

(দশমূল-হরীতকী)

দশমূলস্য পচেৎ কষায়ে
কংসে হরীতক্যাঃ শতং গুড়াচ্চ।
লেহে সুসিদ্ধে চ বিনীয় চূর্ণং
ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্যমুপস্থিতে চ॥
প্রস্থার্দ্ধমানং মধুনঃ সুশীতে
কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহা-
চ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্॥
শ্বাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম-
প্লীহত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্।
কার্শ্যামবাতানসৃগম্লপিত্ত-
বৈবর্ণ্যমূত্রানিলশুক্রদোষান্
(কংসে অভয়কে ইতি চক্রঃ)।

মিলিত দশমূল /৮ সের, শণ-পোট্টলী-বদ্ধ হরীতকী ১০০ টা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২।০ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া উহাতে উক্ত সিদ্ধ হরীতকী ১০০টা দিয়া মৃৎপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ পল (যবক্ষারের মাত্রা কিছু কম, বৃন্দের মতে ২ তোলা), গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকীর এক একটি ও ৪ তোলা পরিমাণে লেহ সেবনীয়। ইহাতে শোথ, শ্বাস, অরুচি, মেহ, গুল্ম

প্লীহা, ত্রিদোষজ উদর ও শুক্রাদির দোষ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ইহার অপর নাম দশমূল-হরীতকী।

ক্ষারগুড়িকা।

ক্ষারদ্বয়ং স্থাল্লবণানি চত্বা-
র্য্যয়োরজো ব্যোষফলত্রিকে চ।
সপিপ্পলীমূলবিড়ঙ্গসারং
মুস্তাজমোদামরদারুবিল্বম্॥
কলিঙ্গকশ্চিত্রকমূলপাঠে
যষ্ট্যাহ্বয়ং সাতিবিষং পলাংশম্।
সহিঙ্গুবর্গং তনু শুষ্কচূর্ণং
দ্রোণং তথা মূলকশুণ্ঠকানাম্।
স্যাদ্ভস্মনস্তৎ সলিলেন সাধ্য-
মালোড্য যাবদ্দলমপাদশ্রম্।
স্রাবেণ তত কোলসমাঞ্চ মাত্রাং
কৃত্বা গুড়কাং বিধিনা প্রযুঞ্জ্যাৎ॥
প্লীহোদরশ্বিত্রহলীমকার্শঃ
পাণ্ড্বাময়ারোচকশোথশোষান্।
বিসূচিকাগুল্মগরাশ্মরীশ্চ
সশ্বাসকাসান্ প্রণুদেৎ সকুষ্ঠান্॥
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়ামৌদ্ভিদমেব চ।
চতুর্লবণমত্র স্যাদেতৎসমুদ্গতং ভবেৎ॥

(অত্র মূলকভস্মদ্রোণে ষড়দ্রোণ্যা বা জলং দত্ত্বা ত্রিভাগাবশিষ্টমর্দ্ধভাগাবশিষ্টং বা কাথম্ ... পরি-স্রাব্য, ততঃ ক্ষারাদ্যষ্টাদিচূর্ণাপেক্ষয়া চতুর্গুণং ক্ষারজলং গৃহীত্বা পক্তব্যম্। পাকশ্চ ঘনীভূতে ক্ষারাদ্যষ্টাদিচূর্ণ-প্রক্ষেপঃ। ইতি শিবদাসঃ।)

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চতুর্লবণ (সচল, সৈন্ধব, বিট্ ও ঔদ্ভিদ লবণ), লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, যমানী, দেবদারু, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, চিতামূল, আকনাদি, যষ্টিমধু ও আতইচ প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ২ তোলা গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে শুষ্ক মূলা ভস্ম করিয়া ৩২ সের গ্রহণ করিবে। উক্ত ভস্ম ৩৮৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক কিংবা ৩ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ কাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহা হইতে ক্ষারাদি চূর্ণের ৪ গুণ জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে পূর্ব্বকৃত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নের পর পাকশেষ হইলে ১ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, উদর, অর্শঃ, শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহম্।

অয়োরজস্ত্র্যূষণযবক্ষারং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন।
শোথং নিহন্যাৎ সহসা নরস্য যথাশনির্বৃক্ষমুদগ্রবেগঃ॥
(ত্র্যূষণাদিলৌহে সকলচূর্ণসমং লৌহমিতি রাটীয়াঃ।)

ত্রিকটু, যবক্ষার এবং উভয়ের সমান লৌহ-চূর্ণ একত্র ও চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ নিবারিত হয়।

ত্রিকট্বাদি-লৌহম্।

ত্রিকটুত্রিফলাদন্তীমাণকেন্দ্রশুণ্ঠকৈঃ।
পুনর্নবাসমাযুক্তং চূর্ণং হন্তি সদা রসম্।
লৌহং শোথোদরং হন্তি ... জলোদরনিবারণম্॥
(ত্রিকট্বাদিলৌহে ... মূলকশুণ্ঠ বাঃ; লৌহঞ্চ সকলচূর্ণসমম্। ইতি ...)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, আপাং, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, শুণ্ঠমূল ও পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহাতে শোথাদি পীড়া নষ্ট হইয়া থাকে।

শোথভস্ম-লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী।
লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্বক্ শতপুষ্পিকা॥
বিভাতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চাত্র শুদ্ধং লৌহকিট্টকম্।
কুটজস্য রসেনাপি ভক্ষয়েৎ পরিযত্নতঃ॥
বেষ্টিতং জম্বুপত্রেণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥

প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা ভক্ষয়েচ্ছক্তিমানতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ॥
উদরেষু চ সর্ব্বেষু শোথেষু চ বিধানতঃ।
বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবনাদ্ যান্তি সাধ্যতাম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, শুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সর্ব্ব সমান শোধিত মণ্ডুর। এই সমুদায় দ্রব্য কুড়চিছালের রসে মর্দ্দন করিয়া জামপত্রে বেষ্টন ও তাহাতে পঙ্কলেপ প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ৪ তোলা (যথোপযুক্ত) মাত্রায় ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কটুকাদ্য-লৌহম্।

কটুকং ত্র্যূষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা।
চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃদ্দ্যণপিপ্পলী॥
চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণ পীতমেতচ্চ শোথং শ্বয়থুনাশনম্॥
(সর্ব্বচূর্ণাদ্দ্বিগুণং লৌহম্)

কট্‌কী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বদ্বিগুণ লৌহ। ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শোথ শুষ্ক হয়।

সুবর্চ্চলাদ্যং লৌহম্।

সুবর্চ্চলা ব্যাঘ্রনখং চিত্রকঃ কটুরোহিণী।
চব্যঞ্চ দেবকাষ্ঠঞ্চ দীপ্যাকং লৌহমেব চ।
শোথং পাণ্ডুং তথা কাসমুদরাণি নিহন্তি চ॥

হুড়হুড়ে, ব্যাঘ্রনখী, চিতা, কট্‌কী, চৈ, দেবদারু, বনযমানী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদর প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

শোথারিঃ।

হিঙ্গুলং জয়পালঞ্চ মরিচং টঙ্গণং কণাম্।
সংমর্দ্দ্য বল্লঃ সঘৃতঃ সর্ব্বশোথহরঃ পরঃ॥

হিঙ্গুল, জয়পাল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুল সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ঘৃত সহ সেবন করিলে সকল প্রকার শোথ নষ্ট হয়।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ।

টঙ্গণং শোধিতং গন্ধং মৃতশুল্বায়সং রসম্।
দিনৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দ্যং লঘুপুটে পচেৎ॥
ত্রিনেত্রাখ্যো রসো নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ।
বল্লমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ডাশখরৈরসম্॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য ১ দিন আদার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি প্রমাণ। অনুপান—এরণ্ড ও আপাঙ্গের রস। ইহাতে অসাধ্য শোথও নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথকালানলো রসঃ।

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা।
পিপ্পলী দেবপুষ্পঞ্চ সজাতীফলটঙ্গণম্॥
লৌহমভ্রং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষরসেন তু।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমপাপি বা॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।
মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
অবশ্যং নাশয়েচ্ছোথং কর্দ্দমং ভাস্করো যথা।
শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ॥

চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহাতে জ্বর, কাস, শ্বাস, মেহ, শোথ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

শোথাঙ্কুশো রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধং মৃতলোহতাম্রং নাগং তথাভ্রং সমসংখ্যকঞ্চ।
নিগুণ্ডিকাস্ফোতকপিত্থচিঞ্চা-পুনর্নবাশ্রীফলকেশরাজম্ ॥
এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশশ্চ কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া।
শোথজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগ-সর্ব্বাঙ্গশোথং বিনিবারয়েচ্চ ॥
পিত্তাধিকান্ বাতভবান্ কফোত্থান্
শোথাঙ্কুশো নাম নিহন্তি রোগান্ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া এই সমুদায়ের রসে যথাক্রমে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু এবং বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ সর্ব্ব প্রকার রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম্।
ত্রিভাগং টঙ্কণং দেয়ং বিষং ভাগত্রয়ং তথা ॥
ভাগত্রয়ং তথা দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ।
চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পেষ্যং মুদ্গমিতাং বটীম্ ॥
শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্ বটিকাং দিনাম্।
জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেঽত্যুগ্রে জলোদরে ॥
সন্নিপাতেষু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈষ্মিকে গদে।
জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলগ্রহে ॥
শিরঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে।
পঞ্চামৃতরসো হ্যেষ সর্ব্বরোগোপশান্তিকৃৎ ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা; এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে শোথ, জলোদর, জ্বরাতিসার সংযুক্ত শোথ, গলগ্রহ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ক্ষেত্রপালরসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালকটঙ্গণম্।
জীরমাহুরফেনঞ্চ সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্যা পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজাং বরৈঃ ॥
গুরুশোথমগ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।
জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা ও আফিং প্রত্যেক সমভাগে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ যব পরিমিত বটিকা করিবে। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়। ইহাতে শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও দুস্তর গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী।

অমৃতং দ্বাদশগুঞ্জং স্যাদহিফেনং তথৈব চ।
পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ ষষ্টিরক্তিকমভ্রকম্ ॥
দুগ্ধেন গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী কার্য্যা ভিষগ্বিদা।
দুগ্ধানুপানং দুগ্ধেশ্চ ভোজনং সর্ব্বথা হিতম্ ॥
শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্।
মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা।
বর্জ্জয়েল্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষিতাবধি ॥

বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অভ্র ৬০ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য—কেবল দুগ্ধ ও অন্ন। যাবৎ আরোগ্য লাভ না হয়, তাবৎ লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। ইহাতে শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষম জ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী।

অমৃতং ধূর্ত্তবীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্।
ধূর্ত্তপত্ররসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্ ॥
মুদ্গোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ।
দুগ্ধেন ভোজয়েদন্নং বর্জ্জয়েল্লবণং জলম্।
শোথং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥

বিষ, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ধুতুরা পত্রের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন।

লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়। ইহা সেবন করিলে শোথাদি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীযুক্তশোথে—

কল্পলতা-বটী।

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ত্তবীজং দ্বাদশরক্তিকম্।
প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তিকং নয়েৎ॥
পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গুঞ্জৈকাং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
দুগ্ধং পানে ভোজনে চ দেয়ং ন লবণং জলম্॥
গ্রহণীং চিরকালীনাং হন্তি শোথং সুদুস্তরম্।
চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কল্পলতা বটী॥

বিষ, হিঙ্গুল ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ৩৬ রতি; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। গ্রহণীযুক্ত শোথে প্রযোজ্য। ইহাতে চিরজ্বর ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

বৈদ্যনাথ-বটী।

(দর্পবটী)

পক্কেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ।
শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্।
হরিতালং বিষং তুত্থমেলবালুকতাম্রকম্॥
খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
সর্ব্বার্দ্ধং কজ্জলীং গ্রাহ্যাং ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ॥
সিন্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা।
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা॥
রক্তচিত্রকমূলোত্থে রসে চ পরিভাবয়েৎ।
বটিকাং সর্ষপাকারাং যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদুষ্ণেন বারিণা সহ।
অনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং কজ্জল্যা কণয়া সহ॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব সশোথে গ্রহণীগদে।
পাণ্ডুরোগেঽগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে।
শুক্রমজ্জগতে দদ্যান্ন তু কাসে কদাচন।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং দিবা নিশাং তথৈব চ।
স্নাতব্যং হুতভুগ্দীপ্তিং বয়োদোষানুসারতঃ।
অলবণং বারিহীনং দধি পথ্যং সদা ভবেৎ।
বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতা॥
(ইয়ং গ্রহণ্যাং শোথে চ প্রযুজ্যতে।)

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূম (ঝুল) ইহাদের দ্বারা শোধিত পারদ এক তোলা, ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিবে। পরে হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা পত্র, লতাফট্‌কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও লালচিতামূল, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সাত বটিকা সেবনীয়। অনুপান—১ যব কজ্জলী ও ১ যব পিপ্পলচূর্ণ। এই ঔষধ শোথ সংযুক্ত গ্রহণী ও জ্বরাদি রোগে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু যদি কাসের লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। দধি ও চিঁড়া পথ্য। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিভয়ে স্নান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও লবণ জল বর্জ্জনীয়।

ভদ্রবটী।

রসস্য মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্।
দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাম্রং মাষচতুষ্টয়ম্॥
তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং মরিচস্য চ তোলকম্।
কাঞ্চনারত্বচঃ [illegible]
[illegible] গুঞ্জাদ্বয়ং [illegible]
[illegible] ভোজনং [illegible]
নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, বিষ ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া কাঞ্চনছালের ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তক্রের সহিত সেব্য। পথ্য—তক্র ও অন্ন। জল ও লবণ বর্জ্জনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ক্ষারবটী।

[illegible] সৈন্ধবং [illegible]
[illegible] বিষং [illegible]

সংমর্দ্দ্য বিজয়াদ্রাবৈর্মুদ্গমাত্রাং বটীং চরেৎ।
অনুপানং প্রদাতব্যং শোথে ক্ষীরং ভিষগ্বরৈঃ॥
গ্রহণ্যাং বিজয়াক্বাথঃ পথ্যং দুগ্ধান্নমেব হি।
জলঞ্চ লবণঞ্চাপি বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥
প্রবলায়ামুদন্যায়াং সলিলং নারিকেলজম্।
পাতব্যা বটিকা চৈষা শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরং জীর্ণং নিহন্তি চ॥

হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেন, বিষ, জায়ফল ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদয় সিদ্ধির রসে (অভাবে সিদ্ধিভিজা জলে) মাড়িয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শোথে দুগ্ধ, গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা হইলে নারিকেলের জল পান করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, অতিসার ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

পাণ্ডুশোথে—

তক্রমণ্ডূরম্।

পলার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং পলার্দ্ধং শুদ্ধলৌহজম্।
বংশকালীয়কারিষ্টং বিষতাড়কমূলকম্॥
মহাসমুদ্রজঞ্চৈব প্রদেয়ং কার্ষিকং তথা।
তেজপত্রলবঙ্গৈলা-শতপুষ্পামধূরিকা॥
মরিচঞ্চামৃতা যষ্টী জাতী নাগরসিন্ধুজম্।
সর্ব্বং তোলমিতং দত্ত্বাদ্যাধিবিস্তিষজাং বরঃ॥
বর্ষাভূস্বরসেনৈব বদরাস্থিপ্রমাণতঃ।
কেশরাজানুপানেন তক্রেণৈব চ দাপয়েৎ॥
তক্রেণ দাপয়েৎ পথ্যং তক্রং ভুক্তং নিরন্তরম্।
লবণেন বিনা তক্রং শোথঘ্নং পরমৌষধম্॥

সিদ্ধিচূর্ণ ৪ তোলা, লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, বাশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিম্ব, বিষতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক ২ তোলা, তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুলফা, মৌরি, মরিচ, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য পুনর্নবার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কেশুরিয়ার রস ও তক্র। পথ্য—তক্র ও অন্ন। নিরন্তর লবণ বিনা তক্র ভক্ষণ করিলে শোথ প্রশমিত হয়।

সুধানিধিঃ।

ধান্যকং বালকং মুস্তং বিশ্বং সিন্ধুং সমাংশকম্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা ভাবয়েৎ তু চতুর্দ্দশ॥
গোমূত্রং কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভৃঙ্গরাজকঃ।
নিগুণ্ডী ভেকপর্ণী চ রসৈরেষাং বিভাব্য চ॥
নিষ্কং চূর্ণং প্রযুঞ্জীত তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্।
কেশরাজরসৈর্বাপি ভোজনং লবণং বিনা॥
তক্রেণ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ দাপয়েৎ।
কামলাজ্বরশোথঘ্নো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ॥

ধনে, বালা, মুতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, মণ্ডুর ১০ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গোমূত্রে এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি ইহাদের রসে যথাক্রমে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—তক্র বা কেশুরিয়ার রস। পথ্য—তক্র ও অন্ন। পিপাসার সময় জলের পরিবর্ত্তে তক্র দেয়। ইহাতেও লবণ জল নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয় এবং ইহা বহ্নিসন্দীপক।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্।

পুনর্নবাচিত্রকদেবদারু-পঞ্চকোষণক্ষারহরীতকীনাম্।
কল্কেন পক্বং দশমূলতোয়ে ঘৃতোত্তমং শোথনিসূদনঞ্চ॥

কল্কার্থ—পুনর্নবা, চিতা, দেবদারু, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য এবং দশমূলের কাথ সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্।

(মতান্তরে)

পুনর্নবা তুলা গ্রাহ্যা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ভূনিম্ববিজয়া শুণ্ঠী শোথঘ্ন্যমরদারু চ।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। কাথার্থ—পুনর্নবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—

চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ, পুনর্নবা ও দেবদারু মিলিত /১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রবল শোথ, কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

স্বল্পপুনর্নবাঘৃতম্।

পুনর্নবাক্কাথকল্ক-সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতম্॥

পুনর্নবার ক্কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধানে পক্ক ঘৃত শোথনাশক।

পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতম্।

রসে বিপাচয়েৎ সর্পিঃ পঞ্চকোলকুলত্থয়োঃ।
পুনর্নবায়াঃ কল্কেন ঘৃতং শোথবিনাশনম্॥

মিলিত পঞ্চকোল ১ ভাগ ও কুলত্থকলাই ১ ভাগ, উভয়ের ক্কাথে পুনর্নবা কল্ক দিয়া যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। ইহা শোথনাশক।

শুণ্ঠীঘৃতম্।

বিশ্বৌষধস্য কল্কেন দশমূলজলে শৃতম্।
ঘৃতং নিহন্ত্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীং পাণ্ডুতাময়ম্॥

শুঁঠের কল্ক ও দশমূলের ক্কাথ সহ পক্ক ঘৃত শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনাশক।

স্থলপদ্মঘৃতম্।

স্থলপদ্মপলান্যষ্টৌ ত্র্যূষণস্য চতুষ্পলম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভিঃ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
পঞ্চ কাসান্ হরেচ্ছীঘ্রং শোথঞ্চৈব সুদুস্তরম্॥
(স্থলপদ্মঘৃতে স্থলপদ্মং মাণকন্দমেব, ত্র্যূষণস্য মিলিত্বা চতুষ্পলম্। ইতি শিবদাসঃ)।

মাণ ৮ পল, ত্রিকটু মিলিত ৪ পল, ইহাদের কল্ক এবং ১৬ সের দুগ্ধ সহ /৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস ও সুদুস্তর শোথ রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্।

সচিত্রকা ধান্যযমানিপাঠাঃ
সদীপ্যকত্র্যূষণবেতসাম্লাঃ।
বিল্বাৎ ফলং দাড়িমযাবশূকং
সপিপ্পলীমূলমথাপি চব্যম্॥
পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি জলাঢকেন
পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থমথোপযুক্তাৎ।
অর্শাংসি গুল্মান্ শ্বয়থুঞ্চ কৃচ্ছ্রং
নিহন্তি বহ্নিঞ্চ করোতি দীপ্তম্॥

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—চিতা, ধনে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বিল্বফল, দাড়িম, যবক্ষার, পিপুলমূল ও চৈ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে অর্শঃ, গুল্ম, শোথ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

মাণকঘৃতম্।

মাণকক্কাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি॥

মাণের ক্কাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে, একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ প্রশমিত হয়।

শুষ্কমূলাদ্যতৈলম্।

শুষ্কমূলকবর্ষাভূ-দারুরাস্নামহৌষধৈঃ।
পক্বমভ্যঞ্জনাৎ তৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শূলযুক্ত শোথ নষ্ট হয়

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্যতৈলম্।

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা।
প্রত্যেকং প্রস্থমাহৃত্য বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢকং পচেৎ।
দাপয়েৎ তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্॥
মূলকক্ষামৃতং শুণ্ঠী পটোলং চপলা বলা।
পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুজম্॥

নিগুণ্ডীন্দ্রাশনং শ্যামা করঞ্জো বাসকস্তথা ।
কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্ ॥
রাস্না বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ দ্বে হরিদ্রে চ ধান্যকম্ ।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্মকম্ ॥
শটী করিকণা বিল্বং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ ।
প্রত্যেকার্দ্ধপলঞ্চৈষাং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ॥
অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণাস্তাংস্ততঃ শৃণু ।
নানাশোথা বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ॥
মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্ বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ ।
অবশ্যং নির্জ্জলা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—শুষ্কমূলা /২ সের, দশমূল মিলিত /২ সের, পিপুলমূল /২ সের, পুনর্নবা /২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র /৮ সের। কল্কদ্রব্য—শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পটোলপত্র, পিপুলমূল, বেড়েলা, আক্‌নাদি, পুনর্নবামূল, বালা, বেণার মূল, শজিনাবীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসকমূলের ছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, গজপিপ্পলী, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকের জল ৩২ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, মলজ ও জলজাত শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্যতৈলম্ ।
(তন্ত্রান্তরে)

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা ।
সিন্ধুবাররসপ্রস্থং দশমূলরসস্তথা ॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ ।
করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ ॥
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্‌যত্নাদ্ বিপচয়েৎ ।
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচসৈন্ধবৈঃ ॥
পুনর্নবাকাকমাচী-শেলুত্বক্‌পিপ্পলীযুগৈঃ ।
কটুফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী রাস্না যাসশ্চ কারবী ॥
হরিদ্রাদ্বয়পূতীক-শ্যামানন্তাযুগৈঃ পৃথক্ ।
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা ।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্ ॥
বিরুদ্ধভেষজভবং শোথমাশু ব্যপোহতি ।
ব্রণশোথাক্ষিশূলঘ্নং কামলাপাণ্ডুনাশনম্ ॥
যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মজাঃ সন্নিপাতজাঃ ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ॥

তৈল /৪ সের। শুষ্কমূলার ক্বাথ /৪ সের, শজিনার রস /৪ সের, ধুতুরার রস /৪ সের, নিসিন্দার রস /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৪ সের, পালিধার রস /৪ সের, পুনর্নবার রস /৪ সের, ডহরকরঞ্জের ক্বাথ /৪ সের, বরুণছালের ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাকমাচী, চালতে ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ইহা মর্দ্দন করিলে সর্ব্বদোষজাত শোথ, উদর, শ্বাস, ব্রণদোষ, অক্ষিশূল, কামলা, পাণ্ডু ও সকলপ্রকার শ্লৈষ্মিক রোগ নিবারিত হয়।

সমুদ্রশোষণ-তৈলম্ ।

নিগুণ্ডী দশমূলঞ্চ ধুস্তূরকরঞ্জকৌ ।
শুষ্কমূলকমগ্নিশ্চ রাস্নাবর্ষাপুনর্নবাঃ ॥
এষাং প্রস্থেন ক্বাথেন গোমূত্রেণ তথা ।
কটুতৈলং পচেৎ প্রস্থং সৈন্ধবং কর্ষিকম্ ॥
সন্নিপাতোদ্ভবাঃ শোথা যে চান্যে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ ।
শিরঃকর্ণগতা যে চ পাদপাণি তথৈব চ ॥
গলগণ্ডং জরবৃদ্ধিং শোথং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবম্ ।
কর্ণশোথং দন্তশোথং হনুমূলাক্ষিসম্ভবম্ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু নাড়ীবাধিবিনাশনম্ ।
সমুদ্রশোষণং নাম তৈলং বেনাপি কীর্ত্তিতম্ ॥

সর্ষপতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—নিসিন্দা, দশমূল, ধুতুরাবীজ, ডহরকরঞ্জ, শুষ্কমূলা, জয়ন্তীপত্র, শুঁঠ, রাস্না, দেবদারু এবং পুনর্নবা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শেওড়া /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ /১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে শ্লেষ্মপিত্তজ শোথ, সন্নিপাতোত্থ

শোথ, মস্তক ও কর্ণগত শোথ, সর্ব্বাঙ্গ-শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, কুচ্‌কি ও কোষবৃদ্ধি, কর্ণশোথ, দন্তশোথ, হস্তপদ ও চক্ষুর শোথ সত্বর প্রশমিত হয়।

শোথশার্দ্দূলতৈলম্।

ধুস্তুরো দশমূলঞ্চ নিদিগ্ধিকা জয়ন্তিকা।
পুনর্নবা করঞ্জশ্চ প্রস্থমেকং [illegible] হরেৎ
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কল্কানেতানি দাপয়েৎ ॥
রাস্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা।
সিদ্ধং তৈলমিদং [illegible] সেবনাৎ
শোথং সুদারুণং ঘোরং [illegible]।
অসাধ্যং সর্ব্বশোথঞ্চ [illegible] ॥
শ্লীপদঞ্চ [illegible]
ক্রিমিরোগপ্রশমনং পাণ্ডুজ্বরাপহং তথা।
শোথশার্দ্দূলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্।

কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—ধুস্তুরা, দশমূল নিদিগ্ধা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ মিলিত ১৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্কমূলা, শুঁঠ ও পিপুল এই সমুদায়ে /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল সেবন করিলে সুদারুণ শোথ, শ্লীপদ, জ্বর, পাণ্ডু ও ক্রিমি প্রভৃতি অনেক পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

পুনর্নবাদিতৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্ ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাষ্ঠং হরেণুকম্ ॥
কুষ্ঠং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা ॥
এলা ত্বচং সলোধ্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম্ ॥
বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ চব্যং চিত্রকমূলকম্।
শতপুষ্পাম্বু মঞ্জিষ্ঠা রাস্না যাসশ্চৈব চ ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্ ॥
রক্তপিত্তং মহাঘোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥
কুরুতে পরমাং কান্তিং প্রদীপ্তং জঠরানলম্।
তৈলং পুনর্নবা খ্যাতং সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি ॥

তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—পুনর্নবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য যথা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, প্লীহা ও উদর রোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

শৈলেয়াদ্য-তৈলম্।

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদারুকৌন্তী-
ত্বক্‌পদ্মকৈলাম্বুপলাশমুস্তৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুথৌণেয়কহেমমাংসী-
তালীশপত্রপ্লবপত্রধান্যৈঃ ॥
শ্রীবেষ্টকধ্যামকপিপ্পলীভিঃ
পৃক্কানখৈশ্চাপি যথোপলাভম্।
বাতান্বিতেষ্বভ্যঙ্গমেতৎ তৈলং
সিদ্ধং সুখোষ্ণেঽপি চ প্রদেহঃ ॥

(পলাশঃ শটী।)

শৈলেয়, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, বালা, শঠী, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, গেঠেলা, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তালীশপত্র, কৈবর্ত্তমুস্তক, তেজপত্র, ধনে, নবনীতখোটী, গন্ধতৃণ, পিপুল, পিড়িং ও নখী ইহাদের কল্ক ও ১৬ সের জল সহ /৪ সের তৈল যথারীতি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতজ শোথ নিবারিত হয়। কিংবা উক্ত কল্ক সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্তরূপ ফল হয়।

গম্ভীরাদ্যরিষ্টঃ।

গম্ভীরভল্লাতকচিত্রকাংশ্চ
বোষং বিড়ঙ্গং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ।
দ্বিপ্রস্থিকং গোময়পাবকেন
দ্রোণে পচেৎ কূর্চ্চিকমস্তুনস্তু ॥
ত্রিভাগশেষন্তু সুপূতশীতং
দ্রোণেন তৎ প্রাকৃতমস্তুনা চ।

সিতোপলায়াশ্চ শতেন যুক্তং
লিপ্তে ঘটে চিত্রকপিপ্পলীভ্যাম্॥
বৈহায়সে স্থাপিতমা দশাহাৎ
প্রযোজয়ংস্তদ্বিনিহন্তি শোথান্।
ভগন্দরার্শঃক্রিমিকুষ্ঠমেহান্
বৈবর্ণ্যকার্শ্যানিলহিক্কনঞ্চ॥

গণ্ডীর (শমঠশাক), ভেলা, চিতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, বৃহতী, কণ্টকারী মিলিত /৪ সের কুট্টিত করিয়া তাহা ৬৪ চৌষট্টি সের কূর্চ্চিক মস্তুর সহিত ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে, তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং তাহার সহিত ৬৪ সের দধিমস্তু ও ১০০ পল চিনি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে একটি ঘৃতভাবিত ঘট (ঘি-এর মটুকী) চিতা ও পিপুলের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া সেই ঘটে উহা স্থাপন পূর্ব্বক দশদিন পর্য্যন্ত ঘটটি শূন্যে রাখিবে। (কূর্চ্চিক দুই প্রকার—তক্রকূর্চ্চিক ও দধিকূর্চ্চিক। তপ্তদুগ্ধে তক্র প্রক্ষেপ করিলে তক্রকূর্চ্চিক এবং অম্লদধি প্রক্ষেপ করিলে দধিকূর্চ্চিক হয়। এই কূর্চ্চিকের মস্তু অর্থাৎ মাতকেই কূর্চ্চিকমস্তু কহে।) এই গণ্ডীরাদ্যরিষ্ট পান করিলে শোথ, ভগন্দর, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, বৈবর্ণ্য, কার্শ্য, বায়ু, ও হিক্কা বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদ্যরিষ্টঃ।

পুনর্নবে দ্বে চ বলে সপাঠে
বাসা গুড়ূচী সহ চিত্রকেণ।
নিদিগ্ধিকা চ ত্রিপলানি পক্ত্বা
দ্রোণাবশেষে সলিলে ততস্তু॥
পূত্বা রসং দ্বে চ গুড়াৎ পুরাণাৎ
তুলে মধুপ্রস্থযুতং সুশীতম্।
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং
পর্ণে যবানাং পরতশ্চ মাসাৎ॥
চূর্ণীকৃতৈরর্দ্ধপলাংশিকৈস্তং
হেমত্বগেলামরিচাম্বুপত্রৈঃ।
গন্ধান্বিতং ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রদিগ্ধং
জীর্ণে পিবেদ্ব্যাধিবলং সমীক্ষ্য॥

হৃৎপাণ্ডুরোগং শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং
প্লীহজ্বরারোচকমেহগুল্মান্।
ভগন্দরং ষড়্ জঠরাণি কাসং
শ্বাসং গ্রহণ্যাময়কুষ্ঠকণ্ডূঃ॥
শাখানিলং বদ্ধপুরীষতাঞ্চ
হিক্কাং কিলাসঞ্চ হলীমকঞ্চ
ক্ষিপ্রং জয়েদ্বর্ণবলায়ুরোজ-
স্তেজোঽন্বিতো মাংসরসান্নভোজী॥

শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, বাসকছাল, গুলঞ্চ, চিতামূল, কণ্টকারী প্রত্যেক তিন পল; একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু /৪ সের মিশ্রিত করিবে এবং একটি ঘৃত ভাবিত পাত্রে আচ্ছাদন করিয়া যবের গড় মধ্যে একমাস রাখিয়া দিবে। মাসান্তে তাহার সহিত নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, মরিচ, বালা ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং ঘৃত /৪ সের ও মধু /৪ সের মিশ্রিত করিবে। রোগ ও রোগির বল বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া, জীর্ণ হইলে মাংসের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা শোথাদি বিবিধ রোগ নাশক এবং বর্ণ, বল, আয়ুঃ, ওজঃ ও তেজোবর্দ্ধক।

ত্রিফলাদ্যরিষ্টঃ।

ফলত্রিকং চিত্রকপিপ্পলী চ
সদীপ্যকং লৌহরজো বিড়ঙ্গম্।
চূর্ণীকৃতং কৌড়বিকং দ্বিরংশং
ক্ষৌদ্রং পুরাণস্য তুলাং গুড়স্য।
মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং
যবেষু তানেব নিহন্তি রোগান্॥

ত্রিফলা, চিতামূল, পিপুল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধসের, মধু এক সের, পুরাতন গুড় সাড়ে বার সের, এই সমস্ত দ্রব্য একটি ঘৃতভাবিত কুম্ভে রাখিয়া যবরাশির মধ্যে একমাস কাল রাখিতে হইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত পীড়াসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

—:*:—

শোথরোগে পথ্যানি।

সংশোধনং লঙ্ঘনমস্রমোক্ষঃ
স্বেদঃ প্রলেপঃ পরিষেচনঞ্চ।
পুরাতনাঃ শালিযবাঃ কুলত্থা-
মুদ্গাশ্চ গোধাপি চ শল্লকোঽপি ॥
ভুজঙ্গভুক্তিত্তিরিতাম্রচূড়-
লাবাদয়ো জাঙ্গলবিষ্কিরাশ্চ।
কূর্ম্মোঽপি শৃঙ্গী প্রপুরাণসর্পি-
স্তক্রং সুরা মাক্ষিকমাসবশ্চ ॥
নিষ্পাবকারবেল্লকরক্তশিগ্রু-
রসালকর্কোটকমাণমূলম্।
সূর্য্যাচলা গৃঞ্জনকঃ পটোলং
বেত্রাগ্রবার্ত্তিঙ্গনমূলকানি ॥
পুনর্নবাচিত্রকপারিভদ্র-
শ্রীপর্ণনিম্বক্ষুরপল্লবানি।
এরণ্ডতৈলং কটুকা হরিদ্রা
হরীতকী ক্ষারনিষেবণঞ্চ ॥
ভল্লাতকং গুগ্গুলুবায়সঞ্চ
কটূনি তিক্তানি চ দীপনানি।
মূত্রাণি গোঽজামহিষীভবানি
কস্তূরিকা চাপি শিলাজতূনি ॥
যৎ পাণ্ডুরোগিষ্বপি বহ্নিকর্ম্ম
পুরা প্রদিষ্টন্তু তদেব চাপি।
যথামলং পথ্যমিদং প্রদিষ্টং
শোথাময়ং সত্বরমুচ্ছিনত্তি ॥

সংশোধন ঔষধ, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, প্রলেপন, পরিষেচন; পুরাতন রক্তশালি, যব, কুলত্থকলায় ও মুগ এবং গোসাপ, শজারু, ময়ূর, তিত্তিরি, কুক্কুট ও লাবপক্ষী প্রভৃতি জাঙ্গল ও বিষ্কির মাংস, কচ্ছপের মাংস, শিঙ্গীমৎস্য, পুরাণ ঘৃত, তক্র, সুরা, মধু, আসব, শিম, করোলা, রক্তশজিনা, শিলারস, কাঁকরোল, মাণকচু, সূর্য্যমুখীফুলের পাতা, গাজর, পটোল, বেতাগ্র, বেগুণ, মূলা, পুনর্নবা, চিতা, পালিধা-মাদার, গাম্ভারী, নিমপাতা, কুলেখাড়া, ভেরেণ্ডার তৈল, কটকী, হরিদ্রা, হরীতকী, ক্ষারসেবন, ভল্লাতক, গুগ্গুলু, অগুরু, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক সামগ্রী, গোমূত্র, ছাগমূত্র, মহিষমূত্র, কস্তূরী ও শিলাজতু এবং পাণ্ডুরোগাধিকারে যে অগ্নিকর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা শোথাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা পূর্ব্বক রোগানুসারে প্রয়োগ করিলে আশু [illegible] শোথের শান্তি হয়।

———

শোথরোগেঽপথ্যানি।

নি[illegible] দ্রুতং পানসলিলং বেগরোধাদ্ বিরুদ্ধম্,
সক্তং প[illegible] [illegible] মৃত্তিকা ভক্ষণঞ্চ ॥
গ্রাম্যা [illegible] শুষ্কশাকং নবান্ন
গৌড়ং [illegible] মদ্যানম্লম্।
ধ[illegible] [illegible] গুরুসাত্ম্যং বিদাহি
স্বপ্নং [illegible] বর্জনীয়ং ॥

সর্ব্বদা শীতল বায়ু সেবন, দূষিত জল পান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ পান ভোজন, বিষমভোজন, মৃত্তিকাভক্ষণ এবং গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গুড়বিকার, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা (খিচুড়ী), নির্জ্জল মদ্য, অম্ল, ভৃষ্টযব, শুষ্কমাংস এবং পথ্যাপথ্য একত্র ভোজন, গুরু, অসাত্ম্য ও বিদাহকর দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত, শোথরোগী বর্জ্জন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শোথাধিকারঃ।

অথ বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

অথ বৃদ্ধিরোগ-নিদানম্।

ক্রুদ্ধোঽধোগতির্বায়ুঃ শোথশূলকরশ্চরন্।
মুষ্কৌ বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ॥
প্রপীড্য ধমনীর্বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ।
দোষাস্রমেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ॥
মূত্রান্ত্রজাবপ্যনিলাদ্ হেতুভেদস্তু কেবলম্।
বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্॥
পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তাদ্দাহোষ্মপাকবান্।
কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোঽল্পরুক্॥
কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্ততঃ।
কফবন্মেদসা বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ॥
মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ।
অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্ মৃদুঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমধস্তাচ্চ চালয়ন্ ফলকোষয়োঃ।
বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ॥
ধারণেরণভারাধ্ব-বিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ।
ক্ষোভণৈঃ ক্ষোভিতোঽন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা॥
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ।
কুর্য্যাদ্বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা॥
উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধি-
মাধ্মানরুক্স্তম্ভবতীং স বায়ুঃ।
প্রপীড়িতোঽন্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি
প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ॥
অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোঽয়ং বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ॥

কুপিত অধোগামী বায়ু বঙ্ক্ষণ (কুচ্‌কী) স্থান হইতে মুষ্কে (অণ্ডকোষে) আগমন করিয়া ফলকোষবাহিনী ধমনী সকলকে প্রপীড়িত করে। তাহাতে ঐ ফলকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। এই পীড়ার নাম বৃদ্ধি। বৃদ্ধিরোগ সাত প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ (অন্ত্রবৃদ্ধি)। ইহার মধ্যে মূত্রজ-বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি বায়ুর প্রকোপেই উৎপন্ন হয়, তবে হেতুভেদ বশতঃ পৃথক্ পরিগণিত হইয়া থাকে মাত্র।

বায়ুজনিত বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ড অল্প কারণে বেদনাযুক্ত, রুক্ষ ও বায়ুপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট হয়।

পৈত্তিক বৃদ্ধি পক্ক উড়ুম্বর ফল সদৃশ, দাহ ও উষ্মাবিশিষ্ট। ইহা পাকিয়া থাকে।

কফজনিত প্রবৃদ্ধ কোষ শীতল, ভারাক্রান্ত চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, কঠিন ও অল্প বেদনা বিশিষ্ট।

রক্তজবৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধি-লক্ষণাক্রান্ত।

মেদোজবৃদ্ধি মৃদু, পক্কতালফলসদৃশ নীল বর্ত্তুল ও কফজ-বৃদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত।

যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধিরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির কোষ, গমন কালে জলপূর্ণ চর্ম্ম-পুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনা হইয়া থাকে।

বাতপ্রকোপক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগ ধারণ বা অনুপস্থিতবেগে বেগ প্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন ও বলবদ্বিগ্রহমন্থন-কর্ষণাদি-ক্ষোভ জনক অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা বায়ু ক্ষোভিত (চালিত) হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) শব্দবিশিষ্ট বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি বাতবৃদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

অথ বৃদ্ধিরোগ-চিকিৎসা।

বাতবৃদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্।
সক্ষীরং বা পিবেৎ তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্॥

বায়ুজনিত কুরণ্ডরোগে যথাপ্রাপ্ত স্নিগ্ধ বিরেচন সেবন এবং দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ডতৈল একমাস কাল পান করিবে।

গুগ্‌গুলুমেরণ্ডজং তৈলং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

(গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলপিষ্টগুগ্‌গুলুমাষকাষ্টকং প্রক্ষিপ্য পেয়ম্। তথা গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলকর্ষমেকং প্রক্ষিপ্য পিবেৎ। ইতি শিবদাসঃ।)

১৬ তোলা গোমূত্রে এরণ্ডতৈল পিষ্ট গুগ্‌গুলু ৮ মাষা কিংবা এরণ্ডতৈল ২ তোলা প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোত্থিত বাতবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ ক্ষৌদ্র-যুক্তো বৃষণবাতজিৎ॥

আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বাতজবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

পিত্তগ্রন্থিক্রমেণৈব পিত্তবৃদ্ধিমুপাচরেৎ।
জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং বৃদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে॥

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে পিত্তজ গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে।

পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা।
পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাথসা॥

পিত্তজ বৃদ্ধিরোগে পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কিংবা নারায়ণ তৈল পানে ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে, অথবা দশমূলের ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্।
ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্॥

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে পিত্তজ বৃদ্ধির দাহ, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।

পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনম্।
পানং বাপি কষায়স্য পিত্তবৃদ্ধৌ প্রশস্যতে॥

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বকুল এই পঞ্চবৃক্ষের বল্কল পেষণ ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রণ করিয়া, সেই ঘৃতাক্ত কল্কের প্রলেপ দিলে, অথবা ঐ পঞ্চ বল্কলের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

কফবৃদ্ধৌ মূত্রপিষ্টৈরুষ্ণবীর্য্যৈঃ প্রলেপনম্।
পাতব্যো মূত্রসংযুক্তঃ কষায়ঃ পীতদারুণঃ॥

(উষ্ণবীর্য্যৈরজগন্ধাদিভিঃ সুশ্রুতোক্তৈঃ, বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিভির্ব্বা।)

কফজ বৃদ্ধিরোগে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (বৃহৎ পঞ্চমূল কিংবা সুশ্রুতোক্ত অজগন্ধাদি) গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, অথবা দেবদারুর কষায় গোমূত্র সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে।

ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ।
বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্॥
লেপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ স্বেদনং রুক্ষমেব চ।
পরিষেকোপনাহৌ চ সর্ব্বদৈব সুখোষ্ণকৌ॥

ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক এবং কফজ বৃদ্ধি রোগনাশক। কফজ বৃদ্ধিতে কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য প্রলেপ, রুক্ষস্বেদ, পরিষেক ও উপনাহ উষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

মুহুর্মুহুর্জলৌকোভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ।
বিরেচনং বা শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
শীতলালেপনং শস্তং সর্ব্বং পিত্তহরং তথা।
পিত্তবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাদামে পক্বে চ রক্তজে॥

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে জলৌকা দ্বারা পুনঃপুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। ইহাতে চিনি ও মধু সংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং সকল প্রকার পিত্তহর ক্রিয়া প্রশস্ত। রক্তজ বৃদ্ধির আমাবস্থায় কি পক্কাবস্থায় সর্ব্বদাই পিত্তজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে।

স্বিন্নং মেদঃসমুত্থং তু লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ সুখোষ্ণৈর্মূত্রসংযুতৈঃ।

মেদোজ বৃদ্ধিতে অগ্রে গোময়পিণ্ডাদি দ্বারা স্বেদ দিয়া পরে তুলসী, নিসিন্দা ও শ্বেত পুনর্নবাদি সুরসাদি-গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে। শিরোবিরেচন (পিপুল, মরিচ, অপাং

প্রভৃতি) দ্রব্যসমূহ গোমূত্রপিষ্ট ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে।

সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
সেবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্বিধ্যেদ্ ব্রীহিমুখেন বৈ ॥
শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা সেবনীমাদরাৎ।
ব্যত্যাসাদ্বা শিরাং বিধ্যেদন্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ত্বক্ ছিত্ত্বা দহেদঙ্গবিপর্য্যয়ে ॥

মূত্রজ বৃদ্ধি, স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া ত্বকের মৃদুতাসম্পাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। তৎপরে মূত্রস্রাবপার্থ ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র দ্বারা সেবনীর পার্শ্বে অধোভাগ এরূপ বিদ্ধ করিবে, যেন সেবনীতে আঘাত না লাগে। অন্ত্রবৃদ্ধি নিবৃত্তির জন্য বিপরীত ভাবে শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ বাম কোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণভাগে এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বামভাগে; আর উভয় কোষের বৃদ্ধি হইলে সুতরাং উভয় ভাগেই বিদ্ধ করিতে হইবে। শঙ্খদেশের উপরে এবং কর্ণের প্রান্তভাগে যে শিরা আছে, তাহাও বিপরীত ভাবে বিদ্ধ করিবে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে ত্বক্‌মাত্র ছেদন করিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। এস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিপরীতভাবে পোড়াইতে হইবে অর্থাৎ বাম কোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ হস্তের এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বাম হস্তের, আর উভয় কোষেরই বৃদ্ধি হইলে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পোড়াইতে হইবে।

মুষ্ককোষমগচ্ছন্ত্যামন্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ।
বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ স্বেদস্তত্রাগ্নিনা হিতঃ ॥

অন্ত্রবৃদ্ধি কোষ প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বঙ্ক্ষণে গ্রন্থিরূপে অপ্রাপ্তাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে বাতজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে। এরূপ অবস্থায় অগ্নির স্বেদ হিতকর।

রাস্নাযষ্ট্যমৃতৈরণ্ড-বলাগোক্ষুরসাধিতঃ।
কাথোঽন্ত্রবৃদ্ধিং হন্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ ॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ, এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধ-পয়োঽন্বিতম্।
আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ ॥

বেড়েলামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আধ্মান ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্ ॥

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল ও লবণ মিশাইয়া গোমূত্রের সহিত (কেহ বলেন গরম জল সহ) প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাকাথগোমূত্রং পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।
কফবাতোদ্ভবং হন্তি শ্বয়থুং বৃষণোত্থিতম্ ॥

ত্রিফলার কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া উহা প্রাতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত বৃষণ-শোথ নিবারিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্।
বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া রাখালশশার মূল চূর্ণ সেবন করিলে বৃদ্ধি রোগ নিবৃত্ত হয়।

গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তং
শম্বূকভাণ্ডে নিহিতং প্রযত্নাৎ।
সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্বং
নিহন্তি কুরণ্ডমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥

গব্যঘৃত ও (চতুর্থাংশ) সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সদ্য আনীত একটী শামুকের মধ্যে পুরিয়া ৭ দিন রৌদ্রে পাক করিবে। সেই ঘৃতের প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নষ্ট হয়।

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্।
গবাং দুগ্ধেন পয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিনিবারণম্ ॥

রাখালশশার মূল চূর্ণ এরণ্ড তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ৩ দিন পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়।

রুদ্রজটামূললিপ্তা করটব্যাঙ্গচর্ম্মণা।
বদ্ধা বৃদ্ধিঃ শমং যাতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ॥
নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্॥
বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনঃ।
লজ্জাগৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ॥

শিবজটার মূল উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া পেষণ করত তদ্দ্বারা কোষে প্রলেপ দিবে। তাহার পর করটবানামক জন্তুর (নকুল সদৃশ জন্তু, খটাশ) ক্রোড়স্থ চর্ম্ম দ্বারা কোষ বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে বহুকালোৎপন্ন কোষ-বৃদ্ধির শান্তি হয়। আকন্দমূলের বল্কল কাঁজির সহিত বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল ও দৃঢ় বৃদ্ধিও নষ্ট হয়। বচ ও সর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি নষ্ট হয়। লজ্জাবতী ও গৃধিনীর বিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নষ্ট হয়।

সরলাগুরুকুষ্ঠানি দেবদারু মহৌষধম্।
মূত্রারনালসংযুক্তং শোথঘ্নং কফবাতনুৎ॥

সরলকাষ্ঠ, অগুরু, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কল্ক গোমূত্র ও কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুত্বক্সর্ষপৈর্লেপঃ কোষশ্লেষ্মানিলাপহঃ॥

শজিনাছাল ও সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্টং চার্দ্রকেণ সহ।
কুরণ্ডং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

বহুবারের বীজ ও আদা একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নিবারিত হয়।

বঃ পিত্তদোষেণ কুরণ্ডরোগো ভবেচ্ছিশোর্দক্ষিণমুষ্কভাগে।
তস্যোর্দ্ধভাগং শ্রবণস্য বিধ্যেদ্বামস্য বামে প্রভবে পরস্য॥

পিত্তদোষে বালকের দক্ষিণ কোষে কুরণ্ড হইলে, বামকর্ণের ঊর্দ্ধভাগ এবং বামকোষে হইলে দক্ষিণ কর্ণের ঊর্দ্ধভাগ বিন্ধিয়া দিবে।

এরণ্ডতৈলসংমিশ্রং কাসীসং সৈন্ধবং পিবেৎ।
বস্ত্রেণ বৃষণং বদ্ধা কুরণ্ডজ্বরনাশনম্॥

এরণ্ডতৈলের সহিত হিরাকস ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং বস্ত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে কুরণ্ড ও তজ্জনিত জ্বর নষ্ট হয়।

সংচূর্ণিতং সৈন্ধবমাজ্যযুক্তং সংমর্দ্দ্য তোয়স্থিতমেব সোষ্ণম্।
মুহুর্মুহুর্যঃ কুরুতে প্রলেপং বিলীয়তে তস্য কুরণ্ডরোগঃ॥

সৈন্ধব লবণ চূর্ণ গব্য ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া অল্প জল দিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ নষ্ট হয়।

রুদ্রজটামূলমেরণ্ড-মূলং মূষকচর্ম্ম চ।
প্রলেপঃ স্যাৎ কুরণ্ডানাং রোগবিচ্ছেদকারকঃ॥

রুদ্রজটামূল, এরণ্ডমূল ও ইন্দুরের চর্ম্ম বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাং ব্রাহ্মণযষ্টিকায়া মূলং সমং তণ্ডুলধাবনেন।
নিহন্তি লেপাদ্‌গলগণ্ডমালাং কুরণ্ডমুখ্যানখিলান্ বিকারান্॥

বামনহাটীর মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা কুরণ্ড প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বাতারিতৈলেন বিমর্দিতং সুরদারুবীজং
মূলং সমং দিবসতো নরেণ বিচূর্ণ্য।
গব্যেন দুগ্ধেন পিবেৎ ত্রিদিনাবসানে
তস্য প্রণশ্যতি কুরণ্ডকৃতো বিকারঃ॥

দেবদারুবীজ বাতারি (এরণ্ড) তৈল সহ বাটিয়া তাহা অথবা দেবদারুমূল চূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তিন দিনে কুরণ্ড নিবারিত হয়।

অথ ব্রধ্ন-নিদানম্।

অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্নশুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ।
করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
জ্বরশূলাঙ্গসাদাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অত্যন্ত অভিষ্যন্দী দ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, শুষ্ক দ্রব্য এবং পচা মাংস ভক্ষণ করিলে বাতাদি দোষ সঞ্চিত হইয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থানে গ্রন্থির ন্যায় শোথ উৎপন্ন করে। তজ্জন্য অত্যন্ত জ্বর, শূলবৎ বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত হয়। ইহাকে ব্রধ্নরোগ বলে।

অথ ব্রধ্ন-চিকিৎসা।

—:*:—

ভৃষ্টশ্চৈরণ্ডতৈলেন সম্যক্ কল্কোঽভয়াভবঃ।
কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো ব্রধ্নরোগহরঃ পরঃ॥

হরীতকীর কল্ক এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া তাহাতে পিপুল ও সৈন্ধব চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে ব্রধ্ন (কুচ্‌কী ও বাঘী) রোগের শান্তি হয়।

ন্যগ্রোধক্ষীরলেপেন ব্রধ্নরোগো বিনশ্যতি।

বটের আঠা লেপন করিলে সদ্যোজাত ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

অজাজী হবুষা কুষ্ঠং গোধূমং বদরা স্থিতম্।
কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্টং প্রলেপো ব্রধ্নজিৎ পরঃ॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, গোধূম ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও ব্রধ্ন বিনষ্ট হয়।

অবিক্ষীরেণ গোধূম কল্কং কুন্দুরুকস্য চ।
বিলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ ব্রধ্নশূলহরং পরম্॥

মেষদুগ্ধে গোধূম ও কুন্দুরুখোটী বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশূল নিবারিত হয়।

হরীতকী বচা শুণ্ঠী ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা।
এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং কথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অনেন প্রশমং যাতি ব্রধ্নকাসদ্বরা জ্বরম্॥

হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোনামুখী, ছোট এলাইচ বড় এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রধ্ন কাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

লাক্ষা করঞ্জবীজঞ্চ শুণ্ঠী দারু সগৈরিকম্।
কুন্দুরুকং সমং কৃত্বা চূর্ণয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
কাঞ্জিকেন তু সংপেষ্য তথা শ্বয়থুনাশনম্॥

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুঁঠ, দেবদারু, গিরিমাটী ও কুন্দুরুখোটী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণও কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশোথ বিনষ্ট হয়।

মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ।
ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজো ভবেৎ॥

একটি কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ব্রধ্ন প্রবেশ করাইলে ক্ষণকাল মধ্যে যাতনা নিবারিত হয়।

বিল্বাদি চূর্ণম্।

মূলং বিল্বকপিত্থয়োররলুকস্য মেরুহতোদ্বর্যোঃ
শ্যামাপূতিকরঞ্জশিগ্রুকতরোর্বিশ্বৌষধাগ্নিকরম্।
কৃষ্ণাগ্রন্থিকব্যোপঞ্চলবণক্ষারাজমোদান্বিতম্
পীতং কাঞ্জিককোষ্ণতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ॥
(শ্যামাত্র বৃদ্ধদারকঃ। মূলমিতি মূলং ষষ্ঠ্যন্তৈঃ সর্ব্বৈঃ যোজ্যম্। ইতি শিবদাসঃ।)

বেল, কয়েৎবেল, শ্যোনাক, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বৃদ্ধদারক, নাটাকরঞ্জ ও শাজনা ইহাদের মূল এবং শুঁঠ, ভেলার মুটী, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ব্রধ্নরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্তোত্তরীয়ম্।

অভ্রকং গন্ধকঞ্চৈব পিপ্পলী লবণানি চ।
ত্রিক্ষারং ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা॥
পারদঞ্চাজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা।
জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা॥
দন্তী চ ত্রিবৃতা মুস্তং শিলা চ মৃতলোহকম্।
অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্॥
সর্ব্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতং কনকবীজানি শোধিতানি প্রযোজয়েৎ॥
এতদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
শ্লীপদান্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্॥
অরুচিঞ্চামবাতঞ্চ শূলং বাতসমুদ্ভবম্।
গুল্মপ্লীহোদরব্যাধীন্ নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ।
ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চৈ, বচ, দন্তীমূল,

তেউড়ী, মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত ধুস্তুরবীজ ১০০টা; এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। আহারের পর সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অরুচি, আমবাত ও বাতজ শূল প্রভৃতি অনেক রোগের উপশম এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অর্য্যামামৃতাভ্রম্।

দশমূলী চ নিগুণ্ডী মদনা চ পুনর্নবা।
মুণ্ডী চ চবিকা বাসা চিত্রকং বৃদ্ধদারকম্॥
বলা চাতিবলা চৈব পাঠা রক্তচিত্রকম্।
সহস্রপুটিতাভ্রন্তু কষায়েরেষাং বিমর্দ্দয়েৎ॥
অর্য্যামামৃতনামেদং অন্ত্রবৃদ্ধিং নিয়চ্ছতি।
অন্ত্রবৃদ্ধিং তথাধ্মানং শোথং গুল্মমস্থবম্॥
গণ্ডমালাং তথা গ্রন্থিমর্ব্বুদং বাতশোণিতম্।
জ্বরং ঘোরং তথা কোষ্ঠমুদরং গ্রহপাণ্ডুতাম্।
রসায়নবরং বৃষ্যং বাহ্বুদ্ধি ধাতুবর্দ্ধনম্॥

দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেত তেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসিজ, চই, বাসক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, সোঁদাল ও রক্তচিতা, ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অভ্র মাড়িয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বধ্ন, বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতান্যেতানি যোজয়েৎ।
লৌহং বঙ্গং তথা তাম্রং কাংস্যঞ্চাপি বিশোধিতম্॥
তালকং তুত্থকঞ্চাপি তথা শঙ্খবরাটকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং বৃদ্ধদারকম্॥
কর্চ্চূরং মাগধীমূলং পাঠাং হপুষাং বচাম্।
এলাবীজং দেবকাষ্ঠং তথা লবণপঞ্চকম্॥
এতানি সমভাগানি চূর্ণয়েদথ কারয়েৎ।
কষায়েণ হরীতক্যা বটিকাং চণকসম্মিতাম্॥
একাং তাং বটিকাং খাদ্য নির্গিলেদ্ বারিণা সহ।
অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যাপি তস্য নশ্যতি সত্বরম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়ক বীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষা, বচ, এলাইচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্কাথে মর্দ্দন করত ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী জল সহ প্রত্যহ ১টী সেবন করিলে অসাধ্য অন্ত্রবৃদ্ধিও নষ্ট হয়।

শশিশেখর-রসঃ।

লৌহাভ্রাভ্যাং সিন্দূরং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা।
অস্য গুঞ্জৈকং দদ্যাদন্ত্ররোগনিবৃত্তয়ে॥

লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অন্ত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ॥
গুগ্গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলমর্দ্দিতঃ।
ক্ষিপ্ত্বা তু গন্ধকং চূর্ণং তৈলেন সহ মর্দ্দয়েৎ॥
গুড়িকাং কর্ষমাত্রাং তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।
নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্কাথং তদনু পায়য়েৎ॥
অভ্যজ্যেরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।
বিরেকে তেন সঞ্জাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ॥
বাতারিসংজ্ঞকো হোষ রসো নির্ব্বাত সংস্থিতঃ।
অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেব এষোঽপূর্ব্বরসঃ।
অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্রকদ্রবসংযুতম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ ও গুগ্গুলু ৫ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস ও তিলতৈল। ঔষধসেবনান্তে শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্কাথ পেয়। এই ঔষধ সেবনের পর রোগির পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান

করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহাতে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়।

রসরাজেন্দ্রঃ ।

হিঙ্গুলোত্থং রসং গন্ধং কেশরাজাম্বুশোধিতম্।
রসাংশং হেম তারঞ্চ নাগং হেমার্দ্ধকং তথা॥
ক্ষিপ্ত্বা খল্লতলে পশ্চাদ্ বাসাকাথেন ভাবয়েৎ।
কাকমাচীচিত্রকস্য নির্গুণ্ড্যাঃ কুটজস্য চ॥
স্থলপদ্মোৎপলস্য সপ্তধা রসৈঃ পৃথক্।
ততো রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্ বটিকাং শুষ্কাং বিনিক্ষিপেৎ।
অন্ত্রজান্ নিখিলান্ রোগান্ সর্ব্বদে যোজিতাং তথা।
হন্ত্যয়ং রসরাজেন্দ্রো রুদ্রেণ নাশিতঃ যথা পুরা॥

হিঙ্গুলোত্থ রস ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক ৪ মাষা এবং সীসা ২ মাষা, এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চি, স্থলপদ্ম ও পদ্ম ইহাদের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সমস্ত অন্ত্ররোগ এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্ ।

শতপুষ্পামৃতা দারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
জীরকে দ্বে বচা নাগ-ত্রিফলা গুগ্গুলুত্বচম্॥
মাংসী কুষ্ঠং পত্রকৈলা রাস্না শৃঙ্গী সচিত্রকম্।
ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী॥
সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুটজাতিবিষে সমে।
এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বৃষমুণ্ডিতিকৈরণ্ড-নিম্বপত্রভবো রসঃ।
কণ্টকার্য্যাস্তথা প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পীতমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি।
বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।
মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
শতপুষ্পাদ্যমেতদ্ বৈ ঘৃতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

(সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুটজাতিবিষৈঃ সমৈরিতি কচিৎ পাঠঃ। নিম্বপত্রভবো রস ইত্যত্র বিল্বপত্রভবো রস ইতি বা পাঠঃ।)

ঘৃত /৪ সের। বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, নিম্বপত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্গুলু, গুড়ত্বক্, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্কী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়চিছাল ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি, শ্লীপদ, যকৃৎ প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃতাদি-ঘৃতম্ ।

ত্রিবৃতামধুযষ্ট্যম্বু-পয়োধরযমানিকাঃ।
শ্যামাবিদারীমিশ্রেয়া-পিপ্পলীপিচিমল্লিকা॥
ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃপ্রস্থং দধ্যাঢকসমন্বিতম্।
শতাবরীরসপ্রস্থং সর্ব্বাণ্যেকত্র সংপচেৎ॥
ত্রিবৃতাদি ঘৃতঞ্চৈতদ্ হন্যাৎ নিখিলান্ গদান্।
প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কুষ্ঠান্যর্শাংসি বাতজান্।
হলীমকং পাণ্ডুরোগং গলগণ্ডং তথার্ব্বুদম্।
বিদ্রধিং ব্রণশোথঞ্চ হন্ত্যন্ত্রাণ্ সংশয়ঃ॥

গব্যঘৃত /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের, দধি মাত্র ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ—তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, মুতা, যমানী, শ্যামালতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌরি, পিপুল ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রজ সমস্ত রোগ এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহদ্দন্তীঘৃতম্ ।

জলদ্রোণে পচেৎ সম্যগ্‌দন্ত্যাঃ পলশতং ভিষক্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বেমং কাথং সর্পিঃ পয়স্তথা॥
দন্তীমূলং বলাং দ্রাক্ষাং সহদেবীং শতাবরীম্।
সরলং শারিবাং শ্যামাং প্রত্যেকং কুড়বোন্মিতম্॥
বিদার্য্যাস্তালমূল্যাশ্চ শাল্মল্যাঃ কুটজস্য চ।
রসাঢকং পরিক্ষিপ্য সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥

অন্ত্রবৃদ্ধিমুদরোধমন্ত্রবাহং সুদারুণম্।
মুষ্কবৃদ্ধিং তথা ব্রধ্নং ভগশোথং ভগন্দরম্॥
আমবাতং বাতরক্তং মূত্রসংশিরোরুজঃ।
রেতঃশোণিতদোষাংশ্চ হন্তি দত্তং ঘৃতং বৃহৎ॥

ঘৃত ১৬ সের। কাথার্থ—দন্তীমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, তালমূলীর রস, শিমুল মূলের রস ও কুড়্চিছালের রস প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ—দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও শ্যামালতা (কেহ বলেন—শ্যামলতা তেউড়ী) প্রত্যেক এক কুড়ব। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ, অন্ত্রদাহ, মুষ্কবৃদ্ধি, ব্রধ্ন, আমবাত, বাতরক্ত ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈলম্।

শতমেরণ্ডমূলস্য পলানাং [illegible]
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
তৈলপাদং [illegible] পয়সা [illegible] চ
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য [illegible]॥
বিপচেৎ [illegible]
[illegible]
অন্ত্রবৃদ্ধিং [illegible]॥

এরণ্ডতৈল ৴৪ সের। কাথার্থ—এরণ্ডমূল ১২॥০ সের, শুঁঠ ১২॥০ সের, যব ৴৮ সের, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল ৪ পল, আদা ৩ পল। এই তৈল পান করিলে শীঘ্র অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও অন্ন। (মাত্রা—দুই তোলা, উষ্ণদুগ্ধ সহ সেব্য।)

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্॥
কট্ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নালিনীং স্থিরাম্॥
বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীরাস্নে প্রপিষ্য চ।
সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনুৎ॥
প্রয়োদাবর্ত্তগুল্মার্শঃপ্লীহমেহাঢ্যমারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ॥
(শ্যামা ত্রিবৃতা। তৈলং বেতি তিলতৈলং বা। ইতি শিবদাসঃ।)

এরণ্ডতৈল বা তিলতৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুল্‌ফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কট্ফল, পুষ্করমূল, মেদা, চই, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ী, রেণুক, নালবুক্, শালপাণি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, মেহ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহন্মন্দারতৈলম্।

যন্মধ্যমনারায়ণনাম তৈলং
তস্যাঙ্গম [illegible] তৈলম্।
মন্দারপুষ্পস্বরসেন সার্দ্ধং
পচেদ্ [illegible]
মন্দারতৈলং [illegible]
বলঞ্চ শুক্রং [illegible]
[illegible]
[illegible]

যে সকল কল্ক ও কাথাদি দ্বারা বাতব্যাধি অধিকারের মধ্যম নারায়ণ তৈল পাক করিতে হয়, তৎসমস্ত দ্রব্য, আকন্দ পালিধা পুষ্পের ও পত্র রসের সহিত তৈল পাক করিলে, তাহাকে বৃহৎ মন্দারতৈল বলে। ইহা গাত্রে ও উদরাদিতে মর্দ্দন করিলে সমস্ত অন্ত্রজ রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

বৃদ্ধিরোগে পথ্যানি।

সংশোধনং বস্তিরসৃগ্বিমোক্ষঃ
স্বেদঃ প্রলেপোহরুণশালয়শ্চ।
এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ
ধন্বামিষং শিগ্রুফলং পটোলম্॥

পুনর্নবা গোক্ষুরকো হরীতকী-
স্ত্বাম্রস্থলপথ্যা সরলা রসোনম্।
বার্ত্তাকুনো গুঞ্জনকং মধূনি
কৌষ্ঠং দধিঃ তপ্তজলঞ্চ তক্রম্ ॥
পুনর্নবায়াঃ পয়স্বিকায়াঃ
তদস্থানিকঃ সুরা পুরাণা।
অর্দ্ধেন্দুবদ্বঙ্ক্ষণয়োশ্চ দাহঃ
বাহ্বোঃ সিরা বস্তু শরাব্যধশ্চ ॥
যথা শস্ত্রং শস্ত্রবিধিশ্চ সর্ব্বঃ
অন্ত্রবৃদ্ধিরুগ্ণেষু হিতং ॥

সংশোধন ঔষধ, বস্তিক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, প্রলেপন, রক্তশালি তণ্ডুল, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, ধন্বদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, শাজনাফল, পটোল, পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি, ত্বক্‌, হরীতকী, সরলকাষ্ঠ, রসুন, বেগুন, পাকা মধু, দশমূলের পুরাতন ঘৃত, গরম জল এবং তক্র, এই সমস্ত ও বৃদ্ধি-রোগে সুপথ্য।

আমবাতাধিকারে আমবাতনাশক যে সকল পথ্য নিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল পথ্য এবং অগ্নিবর্দ্ধক অন্নপানীয়, পুরাতন সুরা, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দগ্ধ করা ও বিপরীত বাহুর শিরাবেধ অর্থাৎ বামভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ বাহুর শিরাবেধ এবং দক্ষিণভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে বামবাহুর শিরাবেধ করা এবং শস্ত্রাবচারণীয় বিধি অনুসারে শস্ত্রক্রিয়া এই সকল বর্দ্ধবৃদ্ধি রোগে হিতকর।

বৃদ্ধিরোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধপানান্নমসাত্ম্যসেবা সংক্ষোভণং হস্তিহয়াদিযানম্।
আনূপমাংসানি দধীনি মাষা দুগ্ধানি পিষ্টান্নমুপোদিকাঃ।
গুরূণি শুক্রোদ্ধিতবেগধারো ধ্রুবং বৃদ্ধ্যাময়িনামহিতানি॥

বিরুদ্ধ অন্ন পান, অসাত্ম্য সেবন, সংক্ষোভণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে গমনাগমন, আনূপমাংস, দধি, মাষকলায়, দুগ্ধ, পিষ্টান্ন, পুঁইশাক, গুরুদ্রব্য ও শুক্রবেগধারণ, এই সমস্ত দ্রব্য ও ব্যাপার বৃদ্ধিরোগের পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

অথ গলগণ্ডাদিরোগাধিকারঃ।

অথ গলগণ্ড-লক্ষণম্।

নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্ বা যদি বা হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ ॥
বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রবৃদ্ধো
মন্যে চ সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ
সমন্বিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ ॥

গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র মুষ্কবৎ যে দৃঢ় শোথ লম্বিত হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

প্রদুষ্ট বায়ু কফ বা মেদঃ গলদেশে মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ গণ্ড অর্থাৎ শোথবিশেষকে পণ্ডিতেরা গলগণ্ড কহেন।

অথ গলগণ্ড-চিকিৎসা।

যবমুদ্গপটোলানি কটু রুক্ষঞ্চ ভোজনম্।
ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ ॥

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বমনক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি ॥

কটুতৈল /৪ সের। পাকা তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিঙ্গু মিলিত /১ সের। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে চিরোত্থ গলগণ্ডও নিবারিত হয়।

অমৃতাদ্যং তৈলম্।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব-হংসাহ্বয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, নিমছাল, হংসপদী, কুড়্চি ছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু মিলিত /১ সের। ইহাদের কল্ক ও ক্বাথ সহ যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল পান করিলে গলগণ্ড রোগের দমন হয়।

অথ গণ্ডমালা-লক্ষণম্।

কর্কন্ধুকোলামলকপ্রমাণৈঃ
কক্ষাংসমন্যাগলবঙ্ক্ষণেষু।
মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ
স্যাদ্‌গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ।

দুষ্ট মেদঃ ও কফদ্বারা কক্ষ (বগল), স্কন্ধ, মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ দুই শিরাদ্বয়), গল ও বঙ্ক্ষণদেশে শেয়াকুল, কুল অথবা আমলকীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট বহুসংখ্যক যে গণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। এই গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে পাকে।

অথ গণ্ডমালা-চিকিৎসা।

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ।
মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।
গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধনাম্॥

শুঁঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চন ছালের ক্বাথ অথবা মধুর সহিত বরুণমূলের ক্বাথ পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়।

পিষ্ট্বা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পেয়াঃ কাঞ্চনারত্বচঃ শুভাঃ।
পথ্যভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ॥

কাঞ্চনছাল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া, তাহাতে শুঁঠ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

কাঞ্চনারগুগ্গুলুঃ।

কাঞ্চনারস্য গৃহ্নীয়াৎ ত্বচং পঞ্চপলোন্মিতাম্।
নাগরস্য কণায়াশ্চ মরিচস্য পলং পলম্॥
পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং পলার্দ্ধং পৃথক্ পৃথক্।
বরুণস্যাক্ষমেকন্তু পত্রকৈলাত্বচাং পুনঃ॥
টঙ্কং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবন্মাত্রস্তু গুগ্গুলুঃ।
সঙ্কুট্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা বিধারয়েৎ।
গুটিকাঃ শাণিকাঃ কৃত্বা প্রভাতে ভক্ষয়েন্নরঃ।
গণ্ডমালাং জয়ত্যুগ্রামপচীমর্ব্বুদানি চ।
গ্রন্থীন্ ব্রণাংশ্চ গুল্মাংশ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্।
প্রদেয়শ্চানুপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডীতকাজ্জবঃ।
ক্বাথঃ খদিরসারস্য পথ্যাক্বাথোঽথবা তথা॥

কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, বরুণছাল দুই তোলা, তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের পরিমাণ যত, তত পরিমাণে গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কুট্টিত করিবে। এই ঔষধ ॥০ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে, উৎকট গলগণ্ড, অপচী ও গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। অনুপান—ঈষদুষ্ণ মুণ্ডিরীর ক্বাথ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথ বা হরীতকীর ক্বাথ।

[illegible] বা সিতৈরিকা [illegible] গোমূত্রেণ [illegible]।
গণ্ডমালাং হরেদেষা চিরকালোত্থিতামপি॥

রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত গণ্ডমালাও প্রশমিত হয়।

ছুছুন্দরী-তৈলম্।

ছুছুন্দর্য্যা বিপক্কঞ্চ কৃতং তৈলবরং নবম্।
অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্॥

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—ছুঁচার মাংস /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। (চক্রদত্তের মতে ছুঁচার কল্ক ও ক্বাথ দ্বারাই তৈল পাচ্য)। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

শাখোটকতৈলম্।

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটবল্কলৈঃ॥

শেওড়ার ছালের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল, নস্যাদিতে ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

সিন্দূরাদিতৈলম্।

[illegible] কল্কং [illegible] বিপাচয়েৎ।
[illegible] কটুতৈলং [illegible]॥
পাকশেষে [illegible] সিন্দূরং [illegible]।
এতত্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্॥

কটুতৈল /৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—চাকুন্দামূল /১ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাকশেষে সিন্দূর অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা মর্দ্দনে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

বিম্বাদিতৈলম্।

বিম্বাশ্বমারনিগুণ্ডীভিঃ [illegible] নাবনম্।
(অত্র বিম্বাশ্বমারয়োঃ [illegible] নিগুণ্ডীস্বরসঃ [illegible] বৃন্দটীকা।)

তেলাকুচার মূল ও করবীমূল ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ নিসিন্দার রস সহ পাচিত তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

নির্গুণ্ডীস্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতম্।
তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্॥

তিলতৈল /৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ঈশলাঙ্গলার মূল /১ সের। এই তৈলের নস্য দ্বারা গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

অথাপচা-লক্ষণম্।

তে গ্রন্থয়ঃ কেচিদবাপ্তপাকাঃ
স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে।
কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি
সৈবাপচীতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনসপার্শ্বশূল-
কাসজ্বরচ্ছর্দিযুতাস্ত্বসাধ্যাঃ॥

পূর্ব্বোক্ত গণ্ডমালাস্থিত গণ্ডসকল যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এরূপ ভাবাপন্ন হয় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া স্রাবযুক্ত, কতকগুলি অদৃশ্য ও অপর কতকগুলি উদ্ভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে অপচী নামে অভিহিত করা যায়। নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য, কিন্তু পীনস, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রব যুক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অথাপচা-চিকিৎসা।

—:০:—

অলম্বুষা[illegible] স্বরসং [illegible] পিবেৎ।
[illegible] নাশনম্॥

মুণ্ডিরীপত্রের রস ২ তোলা পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা [illegible] রোগ বিনষ্ট হয়।

[illegible] পিষ্টম্।
[illegible]॥

[illegible] ছাগী [illegible] কাঞ্জিতে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী বিনষ্ট হয়।

[illegible]।
[illegible] প্রলেপনম্॥

শিগ্রু, [illegible] ও নিমপত্র, ভেলার সহিত আম্লে [illegible] ও ছাগমূত্রে পেষিত করিয়া প্রলেপ দিলেও অপচী বিনষ্ট হয়।

বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্।
পিষ্টা পূপলিকাং খাদেদপচীনাশনায় চ॥

বনকাপাসের মূল ১ ভাগ ও তণ্ডুল তিন ভাগ একত্র পেষণ করিয়া তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে অপচী নষ্ট হয়।

অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং গবাং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ।
বরাহমজ্জসংপৃক্তং ভস্ম হন্ত্যপচীব্রণান্॥

অশ্বত্থকাষ্ঠ, হিজ্জল ও গোদন্ত ভস্ম করিয়া, বরাহের মজ্জার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী ও ব্রণ নষ্ট হয়।

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্।

গুঞ্জাহয়ারিষ্ট্যামার্ক-সর্ষপৈস্ত্রিসাধিতম্।
তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎ কণালবণপঞ্চকম্॥
মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতং জয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোহর্ব্বুদব্রণান্॥

কুঁচমূল, করবীর মূল, বিদ্ধড়ক, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ, এই সমুদায় কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র দিয়া ক্রমশঃ ১০ বার পাচিত তৈলে, পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে অপচী ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদিতৈলম্।

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুক-রোহিণী।
এতত্তৈলং শৃতং পীত্বা সমূলামপচীং হরেৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটকী মিলিত ৴১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া, এই চন্দনাদি তৈল পান করিলে অপচী রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়।

ব্যোষাদিতৈলম্।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যং স্যাৎ সকৃচ্ছ্রামপচীং হরেৎ॥

তিল তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু মিলিত ৴১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈলের নস্য লইলে কষ্টসাধ্য অপচীও প্রশমিত হয়।

অথ গ্রন্থি লক্ষণম্।

বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ
সংদূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ।
বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতঞ্চ শোথং
কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ॥

বাতাদি দোষ সকল, রক্ত মাংস মেদঃ ও শিরা সমূহকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার উন্নত যে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে।

অথ গ্রন্থি-চিকিৎসা।

গ্রন্থিষ্বামেষু [illegible]
পক্বানুৎপাট্য [illegible]॥

গ্রন্থির অপক্কাবস্থায় শোথের চিকিৎসা করিবে। পাকিয়া উঠিলে, উহা উৎপাটিত করিয়া ক্ষতনিবারক ঔষধ দ্বারা উহার শোধন ও রোপণ করিবে।

[illegible]
[illegible]
ক্ষারেণ [illegible]
[illegible]॥

অনুদ্ধৃত ও অপক্ক গ্রন্থি সকল, শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঐ স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। গ্রন্থি সকল লেখন করিয়া ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতিসারণ করা কর্ত্তব্য।

[illegible]
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]॥

যে গ্রন্থি ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইবে না, তাহাকে শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিবে। পরে জাত্যাদিঘৃত ও ব্রণনাশক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

হিংস্রা সরোহিণ্যমৃতা চ ভার্গী
শ্যোণাকবিল্বাগুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ।
গোপিত্তপিষ্টাঃ সহ তাম্রপর্ণ্যা
গ্রন্থৌ বিধেয়োহনিলজে প্রলেপঃ॥

বাতজ গ্রন্থিরোগে কালিয়াকড়া, কট্‌কী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শ্যোনা, বিল্ব, অগুরু, শজিনা ও তালমূলী, এই সমুদায় দ্রব্য গোপিত্তে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলায়ুকাঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ।
কাকোলিবর্গস্থ তু শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি ॥

পৈত্তিক গ্রন্থিরোগে জলৌকা প্রয়োগ, জলমিশ্রিত দুগ্ধের পরিষেচন ও শর্করা সংযুক্ত কাকোলীবর্গের শীতল কাথ বিশেষ উপকারী।

দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাম্।
মধূকজম্ব্বর্জ্জুনবেতসানাং ত্বগ্ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ ॥

গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষার বা ইক্ষু রসের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিবে, কিংবা মৌলফুল, জাম, অর্জ্জুন বৃক্ষ ও বেতস ইহাদের বল্কল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুত্থিতে চ।
স্বিন্নে চ বিম্লাপনমেব কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠলোহোপলবেণুনাড্যা ॥

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে যথানুপূর্ব্বিক ক্রিয়া (বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া) দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়া গ্রন্থিতে স্বেদ-প্রদান করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ, লৌহ, বংশ এবং ছোট নোড়া দ্বারা গ্রন্থি বিম্লাপিত করিবে।

বিকঙ্কতারগ্বধকাকনাসাকাকাদনীতাপসবৃক্ষমূলৈঃ।
আলেপয়েদেনমলাবুভার্গীকরঞ্জকালামদনৈশ্চ বিদ্বান্ ॥

বৈঁচ, সোন্দাল, নাটামূল, কালিয়াকড়া ও ইঙ্গুদীমূলের ছাল, অথবা তিতলাউ, বামুনহাটী, করঞ্জ, কালিয়াকড়া ও মদনফল এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গ্রন্থিতে প্রলেপ দিবে।

দন্তীচিত্রকমূলত্বক্ স্নুহ্যর্কপয়সী গুড়ঃ।
ভল্লাতকাস্থিকাসীসং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি ॥

দন্তী, চিতামূলের ছাল, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার বীজ ও হিরাকস্ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি নিশ্চয় বিদীর্ণ হয়।

স্বর্জ্জিকামূলকক্ষারৈঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতৈঃ।
প্রলেপো বিহিতস্তাভ্যো হন্তি গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্ ॥

সাচিক্ষার, মূলক ভস্ম ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

অথার্ব্বুদ-লক্ষণম্।

গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ
সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্ত-
মনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকম্ ॥
কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং
তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি ॥

বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোন স্থানে গোলাকার, অচল, অল্পবেদনাযুক্ত, দুরাসু-প্রবিষ্ট, বৃহৎ, অনল্পমূল, বৃহদাকার যে মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্ব্বুদ (আব্) বলে। অর্ব্বুদ দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রায় পাকে না।

অথার্ব্বুদ-চিকিৎসা।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতোঽবিশেষঃ
প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ।
ততশ্চিকিৎসেদ্ ভিষগর্ব্বুদানি
বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ এই উভয়রোগের উৎপত্তির স্থান, হেতু, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমুদায়ই একরূপ। অতএব গ্রন্থিচিকিৎসার নিয়মানুসারে অর্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

বাতার্ব্বুদে চাপ্যুপনাহনানি
স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেশবারৈঃ।
স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা
শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেচ্চ ॥

বাতজ অর্ব্বুদ রোগে স্নিগ্ধ মাংস অথবা বেশবার দ্বারা প্রলেপ, নাড়ীস্বেদপ্রদান এবং শৃঙ্গদ্বারা বারংবার রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

স্বেদোপনাহা মৃদবস্তু পথ্যাঃ পিত্তার্ব্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ ॥

মৃদুস্বেদ, কাকোলাদি মৃদুদ্রব্যকৃত প্রলেপ এবং বিরেচক ঔষধ, পৈত্তিক অর্ব্বুদ রোগে হিতকর।

বিঘৃষ্য চোড়ুম্বরশাকগোজী-
পত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ।
শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরসপ্রিয়ঙ্গু-
পত্তঙ্গলোধ্রাঞ্জনযষ্টিকাহ্বৈঃ ॥

অর্ব্বুদস্থান কাকড়ুমুর সেগুণ বা গোজিয়া পত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধুনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে পিষ্ট এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা।
কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ ॥

শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি রোগে শঙ্খচূর্ণ ও মূলাভস্ম একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে।

মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়াস্তথৈব চ।
শঙ্খচূর্ণেন সংযুক্তো লেপঃ নিহন্ত্যর্ব্বুদানিহ ॥

মূলা ও হরিদ্রার ক্ষার শঙ্খচূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রক্তোগ্রং সুরসাযবম।
তক্রেণাশ্বরিপুং পিষ্ট্বা লেপোঽর্ব্বুদনিবারণঃ ॥

শজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল তক্র সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদের শান্তি হয়।

গন্ধাদিলেপঃ।

গন্ধশিলাবিশ্বৌষধনাগভস্মভিঃ সমৈশ্চূর্ণম্।
কৃকলাসরক্তযুক্তং লেপাৎ সদ্যোঽর্ব্বুদধ্বংসি ॥

গন্ধক, মনঃশিলা, শুঠ ও সীসাভস্ম এই সকল চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সদ্যঃ অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

বটদুগ্ধকুষ্ঠরোমকলিপ্তং বদ্ধং বটস্য পত্রেণ।
অধ্যস্থি সপ্তরাত্রাদ্ধরদপ্যপশান্তিমর্ব্বুদং গচ্ছেৎ ॥

বটের আঠা, কুড় ও পাংশুলবণ লেপন করিয়া বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৭ রাত্রি মধ্যে অধ্যস্থি ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকারসাভ্যক্তান্তৎপত্রপরিবেষ্টিতাঃ।
প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ ॥
(পিড়কার্ব্বুদজাতয় ইতি পিড়কার্ব্বুদপ্রকারা ইত্যর্থ-- ইতি চক্রঃ)।

পিড়কা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রস লেপন করিয়া পুঁইপাতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উহারা বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যাদিসেকঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তিকাস্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ।
লবণেনাথবা স্বেদঃ সীসকেন তথৈব চ ॥

তপ্ত সজু বাঃ দ্বারা কিংবা লবণদ্বারা অথবা সীসা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকা কাঞ্জিক তক্রপিষ্টা
তয়োপনাহো লবণেন যুক্তঃ।
দৃষ্টোঽর্ব্বুদানাং প্রশমায় কৈশ্চিৎ
দিনে দিনে বাতকৃতঽর্ব্বুদানাম্ ॥

পুঁইপাতা, কাঞ্জি ও ঘোলের সহিত বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। প্রতিদিন রাত্রিতে অর্ব্বুদস্থানে ইহার প্রলেপ দিবে। তাহাতে বাতজ অর্ব্বুদ বিনষ্ট হইবে।

লেপোঽর্ব্বুদানি হন্ত্যচিরাৎ কদলীপুষ্পভস্মচূর্ণযুক্তঃ।
শরটিকাঃগন্ধকযবক্ষারবিড়ঙ্গশুণ্ঠীযোগাৎ ॥

কলার মোচাভস্ম, কুড় ও শঙ্খচূর্ণ ইহাদের প্রলেপ অথবা গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণ কৃকলাসের রক্তে আর্দ্র করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রালোধ্রপত্তঙ্গ-গৃহধূমমনঃশিলাঃ।
মধুপ্রগাঢো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ।
এতামেব ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষাং শর্করার্ব্বুদে ॥

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে মেদোজাত অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। শর্করার্ব্বুদেও উক্তরূপ চিকিৎসা করিবে।

নিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থকল্কৈ-
র্মাংসৈঃ প্রগাঢ়ৈর্দধিমর্দ্দিতৈশ্চ।
লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র
মূর্চ্ছন্ত্যপত্যান্যথ মক্ষিকা বা॥
অল্পাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং
লিখেৎ ততোঽগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ।
যদল্পমূলং ত্রপুতাম্রসীসৈঃ
সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈর্বা॥
ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ
মুহুর্মুহুঃ প্রাণমবেক্ষমাণঃ।
যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং
পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

শিম, খইল, কুলত্থকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস এই সকল দ্রব্য দধির সহিত বাটিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ অধিকক্ষণ রাখিবে; যখন দেখিবে ইহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমি সকল সন্তান প্রসব করিতেছে এবং অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। অল্পাবশিষ্ট অংশ বঙ্গ, সীসা, তামা, অথবা লৌহ নির্ম্মিত পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নিঃশোষিত করিবে। কিন্তু শস্ত্রাদি প্রয়োগ কালে বারংবার রোগির বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অর্ব্বুদ যদি স্বয়ং পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে পাকের নিয়মানুসারে যথোক্ত চিকিৎসা করিবে।

রৌদ্ররসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মর্দ্দ্যং যামচতুষ্টয়ম্।
নাগবল্লীদলযুতং মেঘনাদপুনর্নবা॥
গোমূত্রপিপ্পলীযুক্তং মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটেল্লঘু।
লিহেৎ ক্ষৌদ্রে রসো রৌদ্রো গুঞ্জামাত্রোঽর্ব্বুদং জয়েৎ॥

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক ৪ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত পানপত্র, তণ্ডুলীয় (কাঁটানটে) শাক, পুনর্নবা, গোমূত্র ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা লঘু পটে পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে, তাহাতে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হইবে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

---:*:---

গলগণ্ডাদিরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দিবিরেচনং নস্যং স্বেদো ধূমঃ শিরাব্যধঃ।
অগ্নিকর্ম্ম ক্ষারযোগঃ প্রলেপো লঙ্ঘনানি চ॥
পুরাণঘৃতপানঞ্চ জীর্ণলোহিতশালয়ঃ।
যবা মুদ্গাঃ পটোলঞ্চ রক্তশিগ্রুঃ কঠিল্লকম্॥
শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং রুক্ষাণি চ কটূনি চ।
দীপনানি চ সর্ব্বাণি গুগ্গুলুশ্চ শিলাজতু॥
বিশেষাদ্ গলগণ্ডে তু ছিন্দ্যাজ্জিহ্বাতলে শিরাঃ।
কুর্য্যাদ্বা মণিবন্ধোর্দ্ধং রেখাস্তিস্রোঽঙ্গুলান্তরাঃ॥

বমন, বিরেচন, নস্য, স্বেদ, ধূম, শিরাবেধ, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারপ্রয়োগ, প্রলেপন, উপবাস, পুরাতন ঘৃতপান, পুরাতন রক্তশালি, যব, মুগ, পটোল, রক্তশজনা, করলা, শালিঞ্চশাক, বেতাগ্র, রুক্ষদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অগ্নিদীপক সমস্ত দ্রব্য, গুগ্গুলু ও শিলাজতু, এই গুলি গণ্ডমালা, গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে হিতকর। বিশেষতঃ গলগণ্ডরোগে জিহ্বার নিম্নদেশস্থ শিরাচ্ছেদন করিয়া মণিবন্ধের উর্দ্ধভাগে এক এক অঙ্গুলি অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখাবৎ ছেদন করিবে।

গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাতুরে।
যথাদোষং যথাবস্থং পথ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি এবং অর্ব্বুদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবস্থানুসারে দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই সকল পথ্য প্রয়োগ করিবে।

গলগণ্ডাদিরোগেঽপথ্যানি।

ক্ষীরেক্ষুবিকৃতীঃ সর্ব্বা মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্।
পিষ্টান্নমম্লং মধুরং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ॥

গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাময়ান্।
চিকিৎসন্নগদঙ্কারো যশোহর্থী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সর্ব্ব প্রকার দুগ্ধবিকৃতি (ক্ষীর, দধি, ছানা প্রভৃতি) ও ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), অনূপদেশজ মাংস, পিষ্টান্ন (পিটে প্রভৃতি) অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, গুরুদ্রব্য ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য, এই গুলি গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে, যশোঽভিলাষী বৈদ্য পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গলগণ্ডাদিরোগাধিকারঃ।

অথ শ্লীপদরোগাধিকারঃ।

অথ শ্লীপদ-নিদানম্।

যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ
শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ,
তৎ শ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্র-
শিশ্নৌষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ॥
বাতজং কৃষ্ণরুক্ষঞ্চ স্ফুটিতং তীব্রবেদনম্।
অনিমিত্তরুজং তস্য বহুশো জ্বর এব চ॥
পিত্তজং পীতসঙ্কাশং দাহজ্বরযুতং মৃদু।
শ্লৈষ্মিকং স্নিগ্ধবর্ণঞ্চ শ্বেতং পাণ্ডু গুরু স্থিরম্॥

শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণদেশে অত্যন্ত বেদন, যুক্ত শোথ হয়, পরে সেই শোথ ক্রমে ক্রমে পদে উপস্থিত হয়। ইহাকেই শ্লীপদ (গোদ্) কহে। কেহ কেহ বলেন, হস্ত কর্ণ নেত্র লিঙ্গ নাসিকা ও ওষ্ঠেও শ্লীপদ হইয়া থাকে। বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ, দাহ ও জ্বর বিশিষ্ট। শ্লেষ্মজ শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ ও ভারযুক্ত হয়।

অথ শ্লীপদ-চিকিৎসা।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদ-রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥

শ্লীপদরোগে উপবাস, আলেপন, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং শ্লেষ্মহর উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্॥

আকন্দের মূলের ছাল কাঁজি সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

ধুস্তূরাদি-লেপঃ।

ধুস্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডী-বর্ষাভূশিগ্রুসর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

ধুতূরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্ষপ এই সমুদয় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিন-সঞ্জাত শ্লীপদ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিতশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থশিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ॥

চিতামূল, দেবদারু বা শ্বেত সর্ষপ ও শজিনামূলের ছাল গোমূত্রে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্।
পিষ্ট্বারনালৈর্লেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কালিয়াকড়া ও পুনর্নবা এই সমুদয় দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শ্লীপদ উপশমিত হয়।

স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
কৃত্বা গুল্ফোপরি শিরাং বিধ্যেচ্চ চতুরঙ্গুলে॥

বায়ুজনিত শ্লীপদ-রোগে স্নেহস্বেদ ও প্রলেপ প্রদানানন্তর গুল্‌ফের উপরিভাগে চারি অঙ্গুলের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

গুল্ফস্যাধঃ শিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে।
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ॥

পিত্তজনিত শ্লীপদরোগে গুল্‌ফের অধঃস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া পিত্তার্ব্বুদের ও পিত্ত-বিসর্পের ন্যায় পিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে।

শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে।
মধুযুক্তানি বা তীক্ষ্ণ-কষায়াণি পিবেন্নরঃ॥

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে অঙ্গুষ্ঠের দৃশ্যমান শিরা বিদ্ধ করিবে এবং মধুসংযুক্ত তীক্ষ্ণ কষায় পান করাইবে।

সিদ্ধার্থাদি লেপঃ।

সিদ্ধার্থশোভাঞ্জনদেবদারু-
বিশ্বৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ।
পুনর্নবানাগরসর্ষপাণাং
কল্কেন বা কাঞ্জিকমিশ্রিতেন॥

শ্বেতসর্ষপ, শজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ এই সমুদয় একত্রে গোমূত্রে বাটিয়া কিংবা পুনর্নবা শুঁঠ ও সর্ষপ ইহাদের কল্কে কাঞ্জি মিশাইয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

পিণ্ডারকতরুসম্ভববন্দাকশিফা জয়তি সর্পিষা পীতা।
শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্॥

পিণ্ডারক (বৈচ) বৃক্ষের পরগাছার মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অথবা সূত্র দ্বারা জঙ্ঘাতে বান্ধিলে উৎকট শ্লীপদ রোগ নিবারিত হয়।

অসাধ্যমপি যাত্যস্তং শ্লীপদং চিরকালজম্।
মূলেন সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ॥

বেড়েলার মূল তালমাঁড়ার রস দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ও বহুদিন-সম্ভূত শ্লীপদও নিবারিত হয়।

সপ্ততাম্বূলপত্রাণাং কল্কং তপ্তেন বারিণা।
সংযুক্তং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ॥

সাতটি তাম্বূলপত্রের কল্ক সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

শাখোটবল্কলক্বাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ।
শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে॥

গোমূত্রের সহিত শাখোট (শেওড়া) ছালের ক্বাথ পান করিলে শ্লীপদ ও মেদো-দোষ নিবৃত্ত হয়।

রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

পুরাতন গুড় ও গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা চূর্ণ সেবন করিলে দদ্রু কুষ্ঠ ও শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

বর্ষাভূচূর্ণং ত্রিবৃতাপিপ্পল্যা সহ লেহয়েৎ।
সক্ষৌদ্রং শ্লীপদং নশ্যত্যেবং শ্লীপদং জয়েৎ॥

পুনর্নবা, ত্রিবৃৎ ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

এরণ্ডতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং গোমূত্রেণ যঃ পিবেৎ।
শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ।
(এরণ্ডতৈলেনেতি তৈলং গোমূত্রম্।)

এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ৭ দিনের মধ্যে শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হয়।

পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জপত্রোত্থং রসং বা শ্লীপদনাশনম্।
অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রজীবকজং রসম্॥

শ্লীপদ রোগে নাটাকরঞ্জপত্রের রস, সর্ষপ তৈল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার হয়। এইরূপ সর্ষপ তৈল সহ জীয়াপুতার রস পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্ব্বা বৃদ্ধদারজম্॥

বৃদ্ধদারক চূর্ণ কাঞ্জি কিংবা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

সকাঞ্জিকং তৈলসংযুক্তং কফবাতবিনাশনম্।
দীপনং কামদে সমমেতৎ শ্লীপদনাশনম্॥

কাঞ্জি ও কটুতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফ-বায়ুর শমতা, অগ্নির দীপ্তি, আমদোষের নাশ ও শ্লীপদ রোগের উপশম হয়।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ।
জয়েৎ শ্লীপদকেনোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ॥
(গোধাবতী গোয়ালিয়া লতা, তন্মূলস্য একো ভাগঃ, মাষস্য ভাগত্রয়ম্। ইতি শিবদাসঃ।)

গোয়ালিয়া লতার মূল ১ ভাগ ও মাষেণ্ডরী (মাষকলায়ের পিষ্টক) ৩ ভাগ একত্র করিয়া সেবন করিলে শ্লীপদ জন্য জ্বর সদ্যো নিবৃত্ত হয়।

শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাদ্ গুড়ূচ্যাস্তৈলসংযুতঃ।

গুলঞ্চের স্বরস বা ক্বাথ সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে শ্লীপদের বিশেষ উপকার হয়।

মদনাদিলেপঃ।

মদনঞ্চ তথা সিক্থং সামুদ্রলবণং তথা।
মহিষীনবনীতেন সন্তপ্তে লেপনং হিতম্।
সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ॥

ময়নাফল, মোম, সামুদ্রলবণ, এই সকল দ্রব্য মহিষীনবনীতে বাটিয়া দাহযুক্ত ও স্ফুটিত শ্লীপদে প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

শ্লীপদারিঃ।

নিম্বং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্টমাষকম্।
গবাং মূত্রেণ পিষ্ট্বা তু পিবেৎ শ্লীপদশান্তয়ে॥

নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শ্লীপদরোগের শান্তি হয়।

কণাদিচূর্ণম্।

কণাবচাদারুপুনর্নবানাং চূর্ণং সবিল্বং সমবৃদ্ধদারম্।
সংমর্দ্দ্য চৈতত্ত্ব নিহন্তি বল্লঃ সকাঞ্জিকঃ শ্লীপদমুগ্রবেগম্॥

পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা, বেল-ছাল প্রত্যেক সমভাগ; সকলের সমান বৃদ্ধদারক (বীজতাড়ক)। একত্র চূর্ণ করিবে। ৩ রতি পরিমাণে কাঞ্জিক সহ সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারকচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্য দার্ব্বী বরুণগোক্ষুরম্।
অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পেয়মক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ॥
জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।
নাশয়েৎ শ্লীপদং স্থৌল্যমামবাতঞ্চ দারুণম্॥
গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণ-ছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরি ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ. বিদ্ধড়ক চূর্ণ সর্ব্বসমান। সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত দুই তোলা মাত্রায় সেব্য (ব্যবহার ॥০ তোলা)। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ, স্থূলতা, আমবাত, কুষ্ঠ ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ঔষধ-জীর্ণান্তে যথেচ্ছ ভোজন করি

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্নবম্।
ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্॥
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।
জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্॥
শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহানমেব চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥

পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা প্রত্যেক দুই পল, বিড়ঙ্গক চূর্ণ ১৪ পল; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—২ তোলা (ব্যবহার ॥০ তোলা); কাঁজির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদাদি নানারোগ নষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ।

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্।
বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্।
মধুনা মোদকং খাদেৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্॥
(মোদকযোগ্যং মধু)

পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তমূল চূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী ২০ টা ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা। উপযুক্ত মধু সহ

এই সমুদায়ের যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্লীপদ নষ্ট হয়।

নিত্যানন্দরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
কাংস্যং বঙ্গং হরীতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্।
চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা॥
শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্।
ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কীকৃতম্।
হরীতকীরসং দত্ত্বা পঞ্চগুঞ্জামিতং শুভম্।
একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসসমাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং হন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্।
কফবাতোদ্ভবং রোগমন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্।
বাতরক্তে বাতকফে উদরাগে ত্রিদোষে তথা।
অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেব বলবর্ণং সুখং তথা।
শ্রীমন্মোহনদাসেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে।
নিত্যানন্দরসশ্চায়ং মহাশ্লীপদনাশনঃ।
রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে রোগসঙ্কুলে।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে শ্লীপদাময়ে॥

(ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্ ইত্যত্র ত্রিবৃচ্চিত্রকদন্তীনাং ভাবয়িত্বা রসৈঃ পৃথক্ ইতি সার-কৌমুদ্যাং পাঠঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহরত্নাবলীপ্রভৃতিষু এতৎ পদ্যার্দ্ধং নাস্ত্যেব। শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্ ইত্যত্র শটী পাঠা দেবদারু ত্বগেলা বৃদ্ধদারক-মিতি পাঠান্তরম্)।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল, ও দন্তীমূল এই সমুদায় সমভাগে হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা শীতলজলের সহিত সেবনীয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, বাতরক্ত ও চিরকালোত্থিত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

শ্লীপদগজকেশরী।

ব্যোষং বিষং যমানী চ সূতোঽগ্নির্গন্ধকং শিলা।
সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
ভৃঙ্গগোক্ষুরজম্বীরাদ্রকতোয়ৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানং হন্তি সেবিতঃ॥

ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান--উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে দুস্তর শ্লীপদ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

সৌরেশ্বরঘৃতম্।

সুরসা দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গং চিত্রকম্॥
চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্গুলুর্হবুষা বচা।
যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শটী এলা বৃদ্ধদারকম্॥
কল্কেন কর্ষিকেণৈষাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীকষায়েণ ধান্যাম্লদ্রবেণ চ॥
দধ্নঃ প্রস্থসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
পক্বং স্তাদুদ্ধৃতং বস্ত্রাৎ পিবেৎ কর্ষদ্বয়ং হবিঃ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোশ্রিতঞ্চ পিত্তোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্।
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ॥
পরমং বহ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্।
ঘৃতং সৌরেশ্বরং নাম শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্॥
জীবকেন কৃতং হ্যেতদ্ রোগানীকবিনাশনম্॥
([illegible] বৃহস্পতিঃ, স্বার্থে কঃ।)

ঘৃত /৪ সের। দশমূলের কাথ, কাঁজী ও দধির মাত প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—কৃষ্ণ-তুলসী (কাহারও মতে নিসিন্দা), দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্গুলু, হবুষা, বচ, যবক্ষার,

আকনাদি, শটী, এলাইচ ও বিঙ্কড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা—৪ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, অপচী, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও হৃদ্য।

বিড়ঙ্গাদিতৈলম্।

বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যেষু সর্ব্বেষু লবণেষু চ॥
তৈলং পক্বং পিবেদ্ বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥
(এলকাখ্যো হোগ্‌লা এলবালুকমিত্যন্যে।)

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগ্‌লা, (মতান্তরে এলবালুকা) ও পঞ্চলবণ মিলিত /২ সের। এই তৈল রোগস্থানে মর্দ্দন ও পান করিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

শ্লীপদরোগে পথ্যানি।

প্রচ্ছর্দ্দনং লঙ্ঘনমস্রমোক্ষঃ স্বেদো বিরেকঃ পরিলেপনঞ্চ।
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ যবাঃ কুলথা লশুনং পটোলম্।
বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনকারবেল্ল-পুনর্নবামূলকপূতিকাশ্চ।
এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ কটূনি তিক্তানি চ দীপনানি॥
গুল্ফোপরিষ্টাচ্চতুরঙ্গুলে চ
বাতোত্থরে গুল্ফতলে তু পৈত্তে।
অঙ্গুষ্ঠমূলে কফজে বিশেষা-
চ্ছিরাব্যধশ্চৈব যথাবিধানম্॥
এতানি পথ্যানি ভবন্তি পুংসাং
রোগে সতি শ্লীপদনামধেয়ে॥

বমন, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, বিরেচন, প্রলেপন, পুরাতন ষষ্টিক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, কুলথকলায়, রসুন, পটোল, বেগুন, শজিনার ডাঁটা, করলা, পুনর্নবা, কচিমূলা, নাটাকরঞ্জের পাতা, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য এবং অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, শ্লীপদ রোগে হিতজনক। বিশেষতঃ বাতজ শ্লীপদে গুল্ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে, পিত্তজ শ্লীপদে গুল্ফতলে, এবং কফজ শ্লীপদে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে শিরা বিদ্ধ করিবে। শ্লীপদ রোগে এই সমস্ত বিধি হিতকর।

শ্লীপদরোগেঽপথ্যানি।

পিষ্টান্নং দুগ্ধবিকৃতিং গুড়মানূপমামিষম্।
স্বাদুবস্তং পারিপাত্র-সহ্যবিন্ধ্যনদীজলম্।
পিচ্ছিলং গুরুভক্ষ্যঞ্চ শ্লীপদী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পিষ্টান্ন, দুগ্ধবিকৃতি (ছানাদি), গুড়, আনূপমাংস, মধুরদ্রব্য এবং পারিপাত্র পর্ব্বত, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরি সম্ভূত নদীর জল, পিচ্ছিলদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য এবং অভিষ্যন্দিদ্রব্য, শ্লীপদরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শ্লীপদরোগাধিকারঃ।

অথ বিদ্রধিরোগাধিকারঃ।

অথ বিদ্রধি-নিদানম্।

ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সন্দূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোফং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্॥
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তম্।
স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়্বিধশ্চ সঃ॥
পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজা তথা।
ষণ্ণামপি হি তেষাং তু লক্ষণং সম্প্রচক্ষতে॥
কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ।
চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ॥
পক্বোড়ুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্।
ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ॥
শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ।
চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ॥
তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ।
নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্।
বিষমং পচ্যতে চাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ।
তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে বাঽপথ্যকারিণঃ।
ক্ষতোষ্মা বায়ুবিক্ষিপ্তঃ সরক্তং পিত্তমীরয়েৎ।
জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ॥
আগন্তুর্বিদ্রধির্হ্যেষ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ।
কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বরঃ।
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে॥
পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্।
বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্বন্তি বিদ্রধিম্।
গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা॥
বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোম্নি বাপ্যথ।
তেষামুক্তানি লিঙ্গানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।
অধিষ্ঠানবিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ॥
গুদে বাতনিরোধশ্চ বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা।
নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্॥
কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ।
বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্॥
সর্ব্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি কাসশ্চ জায়তে।
শ্বাসো যকৃতি হিক্কা চ ক্লোম্নি পেপীয়তে পয়ঃ॥

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয়, অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া, ক্রমশঃ অত্যবগাঢ়-মূল, অতিশয় বেদনাযুক্ত, আয়ত বা গোলাকার, কষ্টদায়ক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বিদ্রধি (ফোড়া) কহে। সেই বিদ্রধি ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও রক্তজ। এই ছয় প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কখন ক্ষুদ্র, কখন বা বৃহৎ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। বায়ুর বিষমক্রিয়ত্ব হেতু ইহার উৎপত্তি ও পাক নানাবিধ হইয়া থাকে।

পিত্তজ বিদ্রধি পকোড়ুম্বরসদৃশবর্ণ বা শ্যাববর্ণ হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। উৎপত্তিকালেই ইহাতে জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, পাকিবার সময় ঐ জ্বর ও বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠে।

কফজ বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনাযুক্ত। ইহার উত্থান ও পাক দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয়।

বাতজ বিদ্রধির স্রাব পাতলা ও বাতানুরূপবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণাদি, পৈত্তিকের স্রাব পীত ও শ্লৈষ্মিকের স্রাব শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণপীতাদি-নানাবর্ণবিশিষ্ট তোদদাহাদি নানাবেদনান্বিত ও শ্বেতপীতাদি বহুবিধ স্রাবযুক্ত। ইহা ঘাটাল অর্থাৎ অত্যুন্নতাগ্র, বিষমাকৃতি ও বৃহৎ। ইহা বিষমভাবে পাকিয়া থাকে।

শস্ত্রলোষ্ট্রাদি দ্বারা ক্ষত বা আহত ব্যক্তি অপথ্য সেবন করিলে, তাহার ক্ষতোষ্মা বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করত বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাকে ক্ষতজ বা আগন্তুজ বিদ্রধি কহে। ইহা পিত্তবিদ্রধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ থাকে।

রক্তপ্রকোপজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকাবৃত, শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ, জ্বর ও বেদনাযুক্ত। রক্তজ বিদ্রধিতে পিত্তজ বিদ্রধির তাবৎ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

বাহ্য বিদ্রধির বিষয় লিখিত হইল. এক্ষণে অন্তর্বিদ্রধির স্থান ও লক্ষণ দর্শিত হইতেছে।

কুপিত বাতাদিদোষত্রয় পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে, দেহের অভ্যন্তরে গুল্মসদৃশ বল্মীকাকৃতি অত্যুন্নত বিদ্রধি উৎপাদন করে। গুহ্যে, বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে, বৃক্কদ্বয়ে, প্লীহায়, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমে এইরূপ বিদ্রধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ বাহ্যবিদ্রধি লক্ষণের ন্যায়, তদ্ভিন্ন উৎপত্তির স্থানভেদে যে সকল বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

গুদনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ; বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা, নাভিতে হইলে হিক্কা ও উদরে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি; কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ, বঙ্ক্ষণে হইলে কটী ও পৃষ্ঠে তীব্রবেদনা, বৃক্কে পার্শ্বসঙ্কোচ; প্লীহায় শ্বাসাবরোধ; হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস, যকৃতে শ্বাস ও হিক্কা; ক্লোমনামক পিপাসাস্থানে বিদ্রধি জন্মিলে পুনঃপুনঃ জলপানের ইচ্ছা হয়।

অথ বিদ্রধি-চিকিৎসা।

জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোত্থবং বিনা॥
(মৃদুর্বিরেকো বহুধা কার্য্যঃ, গম্ভীরধাতুগতদোষকৃতত্বাদ্ বিদ্রধেরিতি চক্রটীকা।)

সকল প্রকার বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বারংবার মৃদুবিরেচন, লঘুপাক অন্নভোজন ও স্বেদক্রিয়া ব্যবস্থেয়। কিন্তু পৈত্তিক বিদ্রধিতে স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ।

যবগোধূমমুদ্গৈস্তু সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥

যব, গম ও মুগকে সিদ্ধ এবং পেষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি আশু বিলয়প্রাপ্ত হয়।

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতান্বিতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ॥
(বাতঘ্নমূলং দশমূলম্।)

বাতবিদ্রধিতে দশমূল বাটিয়া তাহা বসা, তৈল ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া পুরু প্রলেপ দিবে।

স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।

শজিনামূলের স্বেদ ও প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

পুনর্নবাদারুবিশ্ব-দশমূলভবাম্ভসা।
গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূল, ইহাদের কাথের সহিত গুগ্গুলু বা এরণ্ডতৈল পান করিলে বাতবিদ্রধির শান্তি হয়।

পৈত্তিকে শর্করালাজা-মধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ।
প্রলিম্পেৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ॥
পিবেদ্ বা ত্রিফলাক্বাথং ত্রিবৃৎকল্কাক্ষসংযুতম্॥

পৈত্তিক বিদ্রধিতে চিনি, খৈ, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল, কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ত্রিফলার কাথে ২ তোলা তেউড়ীকল্ক মিশ্রিত করিয়া রোগিকে পান করাইবে।

পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্॥
যষ্ট্যাহ্বশারিবাদূর্ব্বা-নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস ইহাদের বল্কল ঘৃতের সহিত অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তবিদ্রধি প্রশমিত হয়।

ইষ্টকাসিকতালৌহ-গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষ ও ধূলি এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত, অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ ও এরণ্ডপত্রাদিতে বেষ্টিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে স্বেদ দিবে।

পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধৌ কুশলঃ কুর্য্যাদ্ রক্তাগন্তুনিমিত্তকে॥

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে বিবেচনা করিয়া পিত্তবিদ্রধির সকল ক্রিয়াই করিবে।

রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠা-নিশামধুকগৈরিকৈঃ।
সক্ষীরৈর্বিদ্রধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তকে॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গিরিমাটী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ।
অচিরাদ্ বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে শজিনা ছালের কাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিদ্রধি আশু বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ।
তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং নরঃ॥

শজিনামূলের ছাল জলে ধৌত ও শিলায় অল্প পেষিত করিয়া, বস্ত্র দ্বারা তাহার রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বা বরুণস্য চ।
জলেন কথিতং পীতমপক্কং বিদ্রধিং জয়েৎ॥

শ্বেতপুনর্নবার বা বরুণের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি উপশমিত হয়।

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য॥

আকনাদির মূল, মধু ও তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া॥

অপক্ক বিদ্রধির চিকিৎসা লিখিত হইল, বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা করিবে।

প্রিয়ঙ্গুধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্বচম্।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরম্॥

প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্ফল ও তিনিশ (মথুরা দেশস্থ বৃক্ষবিশেষ) ছাল, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল বিদ্রধির ক্ষতরোপক।

কজ্জলীযোগঃ।

বরুণাদিকষায়েণ রসগন্ধককজ্জলী।
ভুক্তা নিহন্তি মাষৈকা বাহ্যমন্তশ্চ বিদ্রধিম্।
অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া॥

বরুণাদিঘৃতোক্ত বরুণাদি গণের কাথ সহ ১ মাষা কজ্জলী সেবন করিলে বাহ্য ও অন্তর্বিদ্রধি নিবারিত হয়। অপক্ক বিদ্রধিতে ইহা প্রদান করিবে; পক্ক হইলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বরুণাদি ঘৃতম্।

সিদ্ধং বরুণাদিগণেন বিধিনা তৎকল্কপাথঃসহ সর্পিঃ।
অন্তর্বিদ্রধিমুগ্রং মস্তকশূলং তথাগ্নিমান্দ্যঞ্চ॥
গুল্মানপি পঞ্চবিধান্ নাশয়তীদং যথাম্বু বায়ুসখম্।
এতৎ পাতং প্রাতর্বা ভোজনসময়ে নিশা স্তোকম্॥

বরুণাদিগণের (বরুণছাল, হোগলা, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহর-করঞ্জ, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বেলশুঁঠ, অজশৃঙ্গী, কুশমূল, বহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদিগণ বলে) কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া প্রাতঃকালে, ভোজনসময়ে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি, উৎকট শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পঞ্চবিধ গুল্ম, জলপ্রদানে অগ্নির ন্যায় বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

বিদ্রধিরোগে পথ্যানি।

আমাবস্থে রেচনানি লেপঃ স্বেদোঽস্রমোক্ষণম্।
জীর্ণাঃ শ্যামাককলমাঃ কুলত্থলশুনানি চ॥
রক্তশিগ্রুশ্চ নিম্বশ্চ কারবেল্লং পুনর্নবা।
শীর্ণপর্ণং চিত্রকঃ ক্ষৌদ্রং শোথোক্তানি চ সর্বশঃ॥
পক্কাবস্থে শস্ত্রকর্ম পুরাণা রক্তশালয়ঃ।
ঘৃতং তৈলং মুদ্গরসো বিলেপী ধন্বজা রসাঃ॥
শালিঞ্চশাকং কদলং পটোলং হিমবালুকা।
চন্দনং তপ্তশীতাম্বু সর্বঞ্চাপি ব্রণোদিতম্॥
নবানাং বিদ্রধিব্যাধৌ যথাবস্থং যথামলম্।
পথ্যান্যেতানি সর্বাণি নির্দ্দিষ্টানি মহর্ষিভিঃ॥

বিদ্রধির অপক্ক অবস্থাতে বিরেচন, প্রলেপন, স্বেদন, রক্তমোক্ষণ, পুরাতন শ্যামাক এবং কলম ধান্য, কুলথকলায়, রশুন, রক্তশজিনা, শিম, করলা, পুনর্নবা, গাম্ভারী, চিত্রা, মধু ও শোথাধিকারোক্ত সমস্ত দ্রব্য হিতকর। এবং বিদ্রধির পকাবস্থাতে শস্ত্রক্রিয়া পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুল, ঘৃত, তৈল, মুগের যূষ, বিলেপী ও ধন্বজ মাংসের যূষ, শালিঞ্চশাক, কাঁচাকলা, পটোল, কর্পূর, চন্দন, গরম জল শীতল করিয়া সেই জল এবং ব্রণ রোগাধিকারোক্ত সমস্ত দ্রব্য পকবিদ্রধিতে প্রশস্ত।

বিদ্রধি রোগাক্রান্ত মানবগণের এই সকল পথ্য মহর্ষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব অবস্থা-বিশেষে দোষাদি বিবেচনা পূর্ব্বক ইহা প্রয়োগ করিবে।

বিদ্রধিরোগেঽপথ্যানি।

শোথিনাং যান্যপথ্যানি ব্রণিনামহিতানি চ।
ক্রমাদামে চ পক্বে চ বিদ্রধৌ বর্জ্জয়েন্নরঃ॥

শোথাধিকারে যে সমস্ত অপথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, অপক্ক বিদ্রধিরোগিগণ তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রণরোগে যে সকল অপথ্য কথিত হইয়াছে, তাহা, পক্কবিদ্রধিরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিদ্রধিরোগাধিকারঃ।

অথ ব্রণশোথাধিকারঃ।

অথ ব্রণশোথ-নিদানম্।

একদেশোত্থিতঃ শোথো ব্রণানাং পূর্ব্বলক্ষণম্
ষড়্বিধঃ স্যাৎ পৃথক্ সর্ব্বৈ রক্তাগন্তুনিমিত্তজঃ॥
শোথাঃ ষড়েতে বিজ্ঞেয়াঃ প্রাগুক্তৈঃ শোথলক্ষণৈঃ।
বিশেষঃ কথ্যতে চৈষাং পক্বাপক্বাদিনিশ্চয়ে॥
বিষমং পচ্যতে বাতাৎ পিত্তোত্থশ্চাচিরাচ্চিরম্।
কফজঃ পিত্তবচ্চোক্তো রক্তাগন্তুসমুদ্ভবঃ॥

যে স্থানে ব্রণশোথ হইবে, তথায় অগ্রে একটি শোথ হয়, সেই শোথই ব্রণশোথের পূর্ব্বরূপ। ব্রণশোথ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথলক্ষণের ন্যায়। তবে পক্কাপক্কাদি-বিশেষ-লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাতজ ব্রণশোথ বিষমভাবে পক হয়; পিত্তজ শোথ শীঘ্র ও কফজ শোথ বিলম্বে পাকে। রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্তবৎ শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

অথ ব্রণশোথ-চিকিৎসা।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্।
পঞ্চমং শোধনঞ্চৈব ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ॥
(বিম্লাপনমিহ কেবলমঙ্গুষ্ঠাদিমর্দ্দনমাত্রে পরিভাষিতং গ্রাহ্যম্। কিন্তু বিম্লাপ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহিঃপরিমার্জ্জনরূপে শমনে শোথবিলয়নপরিষেকাভ্যঙ্গাদাবপি বর্ত্ততে। ইতি চক্রটীকা)।

ব্রণশোথের প্রথম অবস্থায় বিম্লাপন, দ্বিতীয় অবস্থায় বমন-বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ, তৃতীয়াবস্থায় প্রলেপন, চতুর্থাবস্থায় বিদারণ, পঞ্চমাবস্থায় শোধন (পূযাদিনিঃসারণ) ষষ্ঠাবস্থায় রোপণ (ক্ষতপূরণ), সপ্তমাবস্থায় বিকৃতি দূরীকরণ কর্ত্তব্য। এস্থলে অঙ্গুল্যাদি দ্বারা কেবলমাত্র মর্দ্দনকেই যে বিম্লাপন কহা যায়, তাহা নহে,

কিন্তু বিম্লাপন শব্দে শোথের বিলয়কারক পরিষেক ও অভ্যঙ্গাদি বহির্মার্জ্জনরূপ শমন-ক্রিয়াও বুঝায়)।

(মতান্তরে)

আদৌ শোথহরো লেপস্ততস্তু পরিষেচনম্।
বিম্লাপনমসৃঙ্মোক্ষস্ততঃ স্যাদুপনাহনম্॥
পাচনং ভেদনং পশ্চাৎ পীড়নং শোধনং তথা।
রোপণং বর্ণকরণং ব্রণস্যৈতাঃ ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রণশোথে প্রথমে শোথহর প্রলেপ, তৎপরে ক্রমান্বয়ে পরিষেক, বিম্লাপন, রক্তমোক্ষণ, উপনাহ (প্রলেপ, পুল্‌টিস), পাচন, বিদারণ, পীড়ন, শোধন, রোপণ ও বর্ণকরণ কর্ত্তব্য।

ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ।
তৌ চ রুক্‌ চ দিবাস্বপ্নাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥

পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ উৎপন্ন হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও লৌহিত্য, দিবানিদ্রায় শোথ, লৌহিত্য ও বেদনা; মৈথুনে শোথ, লৌহিত্য, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রণ হইলে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইবে।

যথা প্রজ্বলিতে বেশ্মন্যম্ভসা পরিষেচনম্।
ক্ষিপ্রং প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং রুজঃ॥

প্রজ্বলিত গৃহে জলসেচন করিলে অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়, শোথে প্রলেপ দিলে বেদনাও তেমনই আশু প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরমূলং সলবণমুষ্ণং ব্রণস্যাদিতারম্ভে।
দত্তং লেপান্নিয়ত ব্রণশোথং হরতি বহুগুণম্॥

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় ধুতূরার মূল বাটিয়া তাহা সৈন্ধব-মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্।
অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা॥

টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, কুড়কুরানি ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতিক ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়।

কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ॥

শেওড়ার ছাল কাঁজিতে বাটিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বাতজ ব্রণশোথ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা॥

দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যগণ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ, পিত্তজ ব্রণশোথ-নাশক।

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল সমভাগে লইয়া শিলাপিষ্ট ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে পৈত্তিক ব্রণশোথ উপশমিত হয়।

আগন্তৌ শোণিতোত্থে চ এষ এব ক্রিয়াক্রমঃ॥

আগন্তুজ ও শোণিতজ ব্রণশোথেও এইরূপ চিকিৎসা অর্থাৎ ইহাতে পিত্তজ ব্রণশোথেরই চিকিৎসা করিবে।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ।
একৈষিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা॥

অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, কেলেকড়া (বা কুড়কুড়ানি), সরলকাষ্ঠ, তেউড়ী ও কাকড়াশৃঙ্গী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদারুশিগ্রু-দশমূলমহৌষধৈঃ।
বহুবাতকফে শোথে লেপঃ কোষ্ণো বিধীয়তে॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শজিনা, দশমূল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শোথ বিনষ্ট হয়।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্দত্তঞ্চ পতিতং তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধারয়েৎ॥
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাপি মুখমালিম্পেৎ তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে॥

রাত্রিকালে প্রলেপ দিবে না এবং খসিয়া পড়া প্রলেপ দ্বারা পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে না। বাসি প্রলেপৌষধ ব্যবহার করিবে না।

প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু ব্রণশোথ ফাটাইবার জন্য যে প্রলেপ দিবে, তাহা শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না। ব্রণমুখ প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিবে না, কারণ ব্রণ ফাটিলে ঐ মুখ দ্বারাই পূয রক্তাদি নির্গত হইবে।

স্থিরান্ মন্দরুজঃ শোথান্ স্নেহৈর্বাতকফাপহৈঃ।
অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা চ বেণুনাড্যা ততঃ শনৈঃ।
বিম্লাপনার্থং মৃদ্নীয়াৎ তলেনাঙ্গুষ্ঠকেন বা।

কঠিন ও অল্পবেদনান্বিত শোথে বাত-শ্লেষ্মঘ্ন তৈল মাখাইয়া, তাহাতে স্বেদ দিবে, তৎপরে বিম্লাপনার্থ বেণুদণ্ড, করতল বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ শোথ মর্দ্দন করিবে।

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ।
শোথে মহতি সংরব্ধে বেদনাবতি চ ব্রণে।
নিবারণায় পাকস্য বেদনোপশমায় চ॥

ব্রণশোথ অতি বৃহৎ কঠিন ও বেদনান্বিত হইলে, পাক নিবারণের ও বেদনোপশমের জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমেই রক্তমোক্ষণ করিবেন।

যো ন যাতি শমং লেপ-স্বেদ-সেক-প্রতর্পণৈঃ।
সোঽপি নাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিতমোক্ষণাৎ॥
একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক্॥

যে ব্রণশোথ প্রলেপ, স্বেদ, পরিষেক এবং লঙ্ঘনাদি অপতর্পণেও প্রশমিত না হয়, রক্তমোক্ষণে তাহাও সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রণশোথে প্রলেপাদি সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং একমাত্র রক্তমোক্ষণ অপরদিকে, কারণ রক্তই ব্যম্লতা (পাক) প্রাপ্ত হয়, রক্তমোক্ষণ হেতু যদি সেই রক্তই না থাকে, তবে পাকাদিও থাকে না।

শস্ত্রনিক্ষেপাপবাদমাহ—

বালবৃদ্ধাসহক্ষীণ-ভীরূণাং যোষিতামপি।
ব্রণেষু মর্ম্মজাতেষু ভেদনদ্রব্যলেপনম্॥

বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, ক্ষীণ, ভীরু-স্বভাব, স্ত্রীলোক ইহাদের ব্রণশোথে এবং মর্ম্মস্থানজাত ব্রণশোথে শস্ত্রপাত না করিয়া ভেদন ঔষধের প্রলেপ দিয়া ভেদ করিবে।

অত্র ভেদনমাহ—

চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকঙ্কগৃধ্রাণাং মলঞ্চ ব্রণভেদনম্॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা, করবী এবং পায়রা কঙ্ক ও শকুনির বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য পক্বব্রণের ভেদক।

ক্ষারদ্রব্যস্তথা ক্ষারো দারণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ক্ষার দ্রব্য (অপামার্গাদি) অথবা ক্ষার (যবক্ষার) প্রয়োগ করিলেও ব্রণ ভিন্ন হয় অর্থাৎ ফাটিয়া যায়।

গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপয়েৎ।
অত্যর্থং কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্॥

গোরুর দাত জলে ঘষিয়া, তাহার বিন্দুমাত্র ব্রণশোথে লাগাইয়া দিলে অতি কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

কটুতৈলান্বিতেনাপি সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ।
শমং যাত্যপক্বশ্চ পক্কশ্চ স্ফুটতি দ্রুতম্॥

সাপের খোলস ভস্ম করিয়া তাহার সহিত কটুতৈল মিশাইয়া লাগাইলে অপক্ব ব্রণশোথ প্রশমিত হয় এবং পক্ক ব্রণশোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হইয়া যায়।

ন প্রশাম্যতি যঃ শোথঃ প্রলেপাদিবিধানতঃ।
দ্রব্যাণি পাচনীয়ানি দদ্যাৎ তত্রোপনাহনে॥

প্রলেপাদি দ্বারা যে শোথ প্রশমিত না হয়, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত পাচনীয় দ্রব্যের উপনাহ (পুলটিস্) দিবে।

শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
অতসী শক্তবো কিণ্বমুষ্ণদ্রব্যাঞ্চ পাচনম্॥

পাচন দ্রব্য। শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল সর্ষপ ও মসিনা ইহাদের চূর্ণ, শক্তু এবং কিণ্ব (সুরাবীজ) ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, (যব, গোধূম ও ধান্যাদি) এই সকল দ্রব্য, ব্রণের পাচন অর্থাৎ ইহাদের উপনাহে ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তু পিণ্ডিকা।
সুখোষ্ণঃ সুখপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে॥

বাতিক শোথে তৈলের সহিত, শ্লৈষ্মিক শোথে ঘৃতের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ শোথে তৈল ও ঘৃত উভয়ের সহিত যবাদির শক্তু সুখোষ্ণ করিয়া পাকার্থ প্রলেপ দিবে।

অন্তঃপূয়েষ্ববক্ত্রেষু তথা চোৎসঙ্গবৎস্বপি।
গতিমৎসু চ রোগেষু ভেদনং সংপ্রযুজ্যতে॥

যে সকল ব্রণের মধ্যে পূয সঞ্চিত থাকে, যাহাদের মুখ হয় নাই, যে সকল ব্রণ কোটর-বিশিষ্ট, যে ব্রণে নালী হইয়াছে, শস্ত্র দ্বারাই হউক বা ঔষধ দ্বারাই হউক, তাহাদের ভেদ করা আবশ্যক।

রোগে বাধনসাধ্যে তু যথোদ্দেশং প্রমাণতঃ।
শস্ত্রং নিধায় দোষাংশ্চ স্রাবয়েৎ কথিতং যথা॥

শস্ত্রসাধ্য ব্রণে শস্ত্রপাতের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া যে স্থানে যে পরিমাণে শস্ত্রপ্রয়োগ বিধান আছে, সেই স্থানে সেই পরিমাণে শস্ত্রপাত করিয়া পূয়াদি দোষ নির্হরণ করিবে।

দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাঞ্চ ত্বঙ্মূলানি নিপীড়নম্।
যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ॥

শেলু ও শাল্মলী প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্ ও মূল এবং যব, গোধূম ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ পীড়ন দ্রব্য, অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপে শোথ সঙ্কুচিত হইয়া পূয়াদি এক স্থানে সঞ্চিত হয়।

ততঃ প্রক্ষালনং ক্বাথঃ পটোলীনিম্বপত্রজঃ।
অবিশুদ্ধে বিশুদ্ধে চ ন্যগ্রোধাদিত্বগুদ্ভবঃ॥

অবিশুদ্ধ ব্রণ, পলতা ও নিমপাতার ক্বাথ দ্বারা; এবং বিশুদ্ধ ব্রণ বটাদির ত্বকের ক্বাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিবে।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ব্রণে।
আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ॥

বাতিক ব্রণশোথে দশমূলের, পৈত্তিক ব্রণশোথে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের এবং শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথে আরগ্বধাদি গণের কষায় শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে।

তিলাষ্টকঃ।

তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব-ত্রিবৃন্নিম্বনিশাযুগৈঃ।
সুপিষ্টৈর্ঘৃতসংমিশ্রৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ॥

তিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ী, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষিত ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণের বিশুদ্ধি হয়।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধবমাক্ষিকম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী॥

নিমপাতা, তিল, দন্তী ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণের প্রশম হয়। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রণশোধক ঔষধ।

একা বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

অথবা একমাত্র অনন্তমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধাদির্বলা কুশাঃ।
নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়াঃ শোধনে হিতাঃ॥

ত্রিফলা, খদির, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদি-গণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও কুলপাতা, ইহাদের কষায় ব্রণশোধনে হিতকর।

অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্।
কল্কঃ সংরোপণঃ কার্য্যস্তিলানাং মধুকান্বিতঃ॥ *

পচা মাংস সকল অপগত হইলেও মাংসস্থ ব্রণ যদি প্ররূঢ় না হয়, তাহা হইলে তিল ও যষ্টিমধু কল্কের (পাঠান্তরে মধুসংযুক্ত তিল কল্কের) প্রলেপ দিবে, তাহাতে ব্রণের রোপণ হইবে।

নিম্বপত্রমধুভ্যাঞ্চ যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ।
পূর্ব্বাভ্যাং সর্পিষা বাপি যুক্তশ্চাপ্যুপরোপণঃ॥
নিম্বপত্রতিলৈঃ কল্কো মধুনা ক্ষতশোধনঃ।
রোপণঃ সর্পিষা যুক্তো যবকল্কেঽপ্যয়ং বিধিঃ॥

নিম্বপত্র এবং মধুর সহিত পূর্ব্বোক্ত যষ্টিমধু ও তিলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া অথবা

---

* তিলজো মধুসংযুত ইতি পাঠান্তরম্।

যষ্টিমধু, তিল, নিম্বপত্র ও মধু ইহাদের কল্কের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের শোধন ও রোপণ হয়। নিমপত্র ও তিল বাটিয়া, তাহাতে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করত প্রলেপ দিলেও ক্ষতের শোধন ও রোপণ হইয়া থাকে। যবের কল্কও এইরূপে ব্যবহার করিবে।

সপ্তদলদুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্টব্রণং লেপাৎ।
মধুযুক্তা শরপুঙ্খা দুষ্টব্রণরোপণী কথিতা ॥

কেবলমাত্র ছাতিমের আঠা দ্বারা অথবা শরপুঙ্খার কল্ক মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ প্ররূঢ় হয়।

নিম্বপত্রঘৃতক্ষৌদ্র-দার্ব্বীমধুকসংযুতা।
বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্ ব্রণান্ ॥

নিমপাতা, ঘৃত, মধু, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক দ্বারা বস্ত্রখণ্ড প্রলিপ্ত করিয়া তাহার বর্ত্তি (পলিতা) প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ব্রণমুখে নিহিত করিলে অথবা তিলকল্কের প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ ও সংরূঢ় হয়।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্ফলং মধুযষ্টিকা।
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্ ॥

অশ্বগন্ধা, কটুকী, লোধ, কট্ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালু লতা ও ধাইফুল ইহাদের প্রলেপ দিলে ব্রণ শীঘ্র প্ররূঢ় হয়।

পঞ্চবল্কলচূর্ণৈর্বা শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈঃ।
ধাতকীচূর্ণলোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ ॥
(শুক্তির্বদরী তত্বাল্বক্। শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈরিতি পঞ্চবল্কলচূর্ণৈরিত্যস্য বিশেষণমিতি চক্র-টীকা।)

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই পাঁচটি বৃক্ষের ত্বক্ এবং বদরী (কুল) বৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা ধাইফুল ও লোধ চূর্ণের প্রলেপ দিলে ব্রণের রোপণ হয়।

সদাহা বেদনাবন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ।
তেষাং তিলানুমাংশ্চৈব ভৃষ্টান্ পয়সি নির্ব্বৃতান্ ॥
তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা দদ্যাদালেপনং ভিষক্ ॥

তিল ও তিসি ভাজিয়া তাহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত ও সেই দুগ্ধেই পেষিত করিয়া, তদ্দ্বারা যে সকল ব্রণ দাহ ও বেদনান্বিত এবং বাতোল্বণ, তাহাতে প্রলেপ দিবে।

বাতাভিভূতান্ সাস্রাবান্ ধূপয়েদুগ্রবেদনান্।
যবাজ্যভূর্জ্জমদন-শ্রীবেষ্টকসুরাহ্বয়ৈঃ ॥
(মদনঃ সিক্থকঃ। শ্রীবেষ্টকো নবনীতখোটি ইতি চক্র-টীঃ।)

অল্পস্রাববিশিষ্ট অথচ উগ্রবেদনাযুক্ত বাতোল্বণ ব্রণে, যব, ঘৃত, ভূর্জ্জপত্র, মোম, গন্ধবিরজা ও দেবদারু ইহাদের ধূপ প্রদান করিবে।

শ্রীবাসগুগ্গুল্বগুরু-শালনির্য্যাসধূপিতাঃ।
কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি নশ্যন্ত্যাস্রাববেদনাঃ ॥

নবনীতখোটি, গুগ্গুলু, অগুরু ও ধূনা ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে, ব্রণ কঠিন হয়। এবং আস্রাব ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যশিরঃকপালং তদস্থি বা লেপনং মূত্রেণ।
রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥
(মনুষ্যশিরঃকপালমস্থি পুরাণং গ্রাহ্যমিতি। চক্রটীকা

মনুষ্যের কপালাস্থি (পুরাতন) অথবা অস্থি, গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও প্ররূঢ় হয়।

সুমনীপত্রপত্তূর-কণ্টকারিকুঠেরকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ।

উচ্ছেপাতা, শালিঞ্চ, কানছিড়া ও তুলসী পত্র, ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে গম্ভীর ব্রণ সংরূঢ় হয়।

লৌহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা নিম্পাকফলবারিণা।
শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি।
অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

লৌহনির্ম্মিত কোদালে, পাতিলেবুর রসে শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা।
দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥

যব ও যষ্টিমধু চূর্ণ, তৈল এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত-জনিত দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

করঞ্জারিষ্টনিশুণ্ডী-লেপো হন্যাদ্‌ব্রণক্রিমীন্।
লশুনস্যাথবা লেপো হিঙ্গুনিম্বকৃতোঽথবা ॥
নিম্বপত্রবচাহিঙ্গু-সর্পিল বণসর্ষপৈঃ।
ধূপনং স্যাদ্‌ব্রণে রৌক্ষ্য-ক্রিমিকণ্ডুরুজাপহম্ ॥

করঞ্জ নিম ও নিসিন্দা অথবা রশুন বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা হিং ও নিমপাতা, অথবা নিমপাতা, বচ, হিং, ঘৃত, লবণ ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে ব্রণের রুক্ষতা, ক্রিমি, কণ্ডু ও বেদনা নিবৃত্ত হয়।

শ্বেতকরবীরমূলস্বরসস্থিপলাংশকম্
পলাষ্টকমিদং গব্য-ক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ ॥
দধি কৃত্বা তদালোড্য নির্ম্মথ্য নবনীতকম্।
গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্।
আস্ফোতাশ্বরনির্যাসঃ ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্ ॥

শ্বেতকরবীর মূলের রস ।০ পোয়া ও গব্য দুগ্ধ /১ সের একত্র মিশাইয়া দধি পাতিবে, সে দধি মন্থন করিলে যে নবনীত উত্থিত হইবে, তাহার প্রলেপ দিলে অথবা হাপরমালীর আঠার লেপ দিলে দীর্ঘকাল-উৎপন্ন ক্ষতও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু।

যে ব্রণাঃ পাকক্লেদগন্ধবন্তো
যে চ মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ।
প্রযান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন
পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন ॥

ত্রিফলার কাথ অর্দ্ধপোয়, ঘৃত-পেষিত গুগ্‌গুলু ৪ মাষা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক স্রাব দুর্গন্ধ বেদনা ও শোথ বিশিষ্ট প্রবল ব্রণ উপশমিত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচীমেহ-কুষ্ঠনাড়ীবিশোধনঃ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ১৪ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। আহারান্তে সেবনীয়। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—উষ্ণজল। ইহাতে দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং ঘৃতম্।

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সহরিদ্রৈঃ শৃতং সর্পিঃ সক্ষীরং ব্রণরোপণম্ ॥

ঘৃত /১ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—নালোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ ও হরিদ্রা। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ব্রণরোপক।

তিক্তাদ্যঘৃতম্।

তিক্তাসিক্থনিশাযষ্টি-নক্তাহ্বফলপল্লবৈঃ।
পটোলমালতীনিম্ব পত্রৈর্ব্রণ্যং ঘৃতং শৃতম্ ॥

কট্‌কী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহর-করঞ্জার ফল ও পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র এই সকল কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদ্যঘৃতম্।

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ।
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টকে তথা ॥
দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিবৃৎ ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং তথা নাড়ীবিশোধনম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভম্ ॥

কল্কার্থ—ডহর-করঞ্জার নূতন পত্র ও কচি ফল, মালতীপত্র পটোলপত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃত /৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে দুষ্টব্রণ, নালী-ঘা ও ছিন্নব্রণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন চ।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্ ॥

যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
রক্তপিত্তোত্তবং জ্ঞাত্বা সর্পিরেবাবচারয়েৎ॥

দূর্ব্বার স্বরস এবং কমলাগুঁড়ির ও দারু-হরিদ্রা-ত্বকের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ রোপণ হয়। উক্ত স্বরস ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া রক্তপিত্তোত্তব ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

জাত্যাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

জাতীনিম্বপটোলপত্রকটুকাদার্বীনিশাশারিবা
মঞ্জিষ্ঠাভয়সিকথতুত্থমধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ।
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণো
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুষ্যন্তি রোহন্তি চ॥

জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ, সমুদায়ে ৵১ সের। এই সমুদায় কল্ক সহ, যথাবিধি ৴৪ সের ঘৃত বা তৈল পাক করিবে। এই ঘৃত ও তৈল দ্বারা ক্ষতাদি হইতে পূয নিঃসৃত হইয়া উহা শুষ্ক হইয়া যায়।

গৌরাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্॥
জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈব চ॥
পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরো মহাযোগঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ॥
আগন্তুসহজাশ্চৈব সূচীরোখাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপি নাড়ীঞ্চ শোধয়েচ্ছীঘ্রমেব তু॥
গৌরাদ্যং জাতিকাদ্যঞ্চ তৈলমেবং প্রসাধয়েৎ।
তৈলং সূক্ষ্মাননে দুষ্টব্রণে গম্ভীর এব চ॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, বালা, ভদ্রমুস্তা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, কট্‌কী, মোম, যষ্টিমধু ও মহামেদা এই সমুদায়ে ৵১ সের। এই ঘৃত সেবনে আগন্তুক ও সহজ ব্রণ এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়। এই সমুদায় কল্ক ও ক্বাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সূক্ষ্মমুখ গম্ভীর ও দুষ্ট ব্রণে লাগাইলে উহাদের উপশম হয়। এই তৈলকে গৌরাদ্য তৈল কহে।

বৃহজ্জাতীকাদ্যং তৈলম্।

জাতী নিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ।
সিকথকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী॥
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রমভয়া পদ্মকেশরম্।
তুত্থকং শারিবা বীজং নক্তমালস্য দাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠরোগিষু॥
দদ্রুবীসর্পরোগেষু কীটরোগেষু সর্ব্বশঃ।
সদ্যঃশস্ত্রপ্রহারেষু দংষ্ট্রাবিদ্ধেষু চাপি হি॥
নখদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসাপকর্ষণম্।
মুক্ষণার্থমিদং তৈলং হিতং শোধনরোপণম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিম-পত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টি-মধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্ম কেশর, তুঁতে, অনন্তমূল ও ডহরকরঞ্জবীজ সমভাগে সমুদায়ে ১ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিষব্রণ, স্ফোটক, কুষ্ঠ, দদ্রু, বিসর্প ও সর্ব্বপ্রকার কীটরোগ এবং সদ্য শস্ত্র প্রহারজনিত নানাবিধ ক্ষতের শান্তি হয়।

বিপরীতমল্লতৈলম্।

সিন্দূরকুষ্ঠবিষহিঙ্গুরসোনচিত্র-
বালাগ্নিলাঙ্গলিককল্কবিপক্বতৈলম্।
প্রোৎসাদনস্রুতকুঙ্কুমতূলফেনং
ক্লিন্নব্রণপ্রশমনে বিপরীতমল্লঃ॥
খড়্গাভিঘাতগুরুগণ্ডমহোপদংশ-
নাড়ীব্রণক্ষতবিচর্চ্চিককুষ্ঠপামাঃ।
এতান্ নিহন্তি বিপরীতকমল্লনাম
তৈলং যথেষ্টশয়নাশনভোজনস্য।

কটুতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিং, রস্থন, চিতামূল, বালামূল ও ঈশ্‌লাঙ্গলা প্রত্যেক ১ পল। পাকের জল ১৬ সের। যথাশাস্ত্র পাকাদি সম্পন্ন করিবে। এই তৈল লাগাইলে খড়্গাভিঘাত, উৎকট উপদংশ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈলম্।

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দূরঞ্চ মনঃশিলা।
রসোনঞ্চ বিষং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ।
কুড়বং সার্ষপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ।
নাড়ীব্রণঞ্চ বিস্ফোটং মাংসবৃদ্ধিং বিচর্চ্চিকাম্॥
দদ্রুকুষ্ঠাপচীকণ্ডু-মণ্ডলানি ব্রণাংস্তথা।
ব্রণরাক্ষসনামেদং তৈলং হন্তি গদান্ বহূন্।

কটুতৈল /॥০ সের। কল্কার্থ—পারা, গন্ধক (কজ্জলীকৃত), হরিতাল, মেটেসিন্দূর, মনছাল, রস্থন, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সূর্য্যতাপে পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা), বিস্ফোটক, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চ্চিকা, ও দদ্রু প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্ ব্রণরাক্ষসতৈলম্।

কুড়বং সার্ষপং তৈলং তদর্দ্ধং গোঘৃতস্য চ।
একীকৃত্য পচেৎ তৎ তু সূর্য্যপত্ররসেন তু॥
চিত্রপত্রপলং কল্কং দত্ত্বা তত্র বিপাচয়েৎ।
তৎ কল্কং স্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
গন্ধকং শুদ্ধসিন্দূরং হরিতালং মনঃশিলা।
হরিদ্রা গৈরিকং রাজী কর্ষার্দ্ধং প্রতিভাগিকম্।
ভাগার্দ্ধং পারদঞ্চাপি কজ্জলীকৃত্য মিশ্রয়েৎ।
সুতপ্তে মিশ্রয়িত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ॥
কণ্ডুং বিচর্চ্চিকাং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সুদুস্তরম্।
বাতরক্তং ব্রণান্ সর্ব্বান্ বিষবিস্ফোটদদ্রুকম্।
নিহন্ত্যাশু মহাশ্বিত্রং তৈলস্তু ব্রণরাক্ষসম্॥

কটুতৈল ৪ পল, গব্য ঘৃত ২ পল; কল্ক—চিতার পত্র ১ পল। আকন্দপত্রের রস /৩ সের। এই সমুদায় পাক করিয়া তৈল ছাকিয়া লইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহাতে গন্ধক এক তোলা, পারদ ॥০ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া), মেটেসিন্দূর, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা, গিরিমাটি ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপে পাকের পর প্রয়োগকালে তপ্ত করিয়া লাগাইতে হয়। ইহাতে কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, পামা ও সুদুস্তর কুষ্ঠ প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রণ ও অশ্বিত্র অনেক রোগ নষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ব্রণরোগে পথ্যানি।

যবষষ্টিকগোধূমা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।
বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ কটুতৈলং ঘৃতং মধু॥
তৈলং মসূরতুবরী মুদ্গাযূষাশ্চ শর্করা।
আষাঢফলবার্ত্তাকু-কর্কোটকপটোলকম্॥
কারবেল্লং নিম্বপত্রং বেত্রাগ্রং বালমূলকম্।
সুনিষণ্ণকশালিঞ্চ-তণ্ডুলীয়কবাস্তুকম্॥
ত্রিফলা পনসং মোচং দাড়িমং কটুকীফলম্।
জীবন্তী সৈন্ধবং দ্রাক্ষা স্বাদুতিক্তকষায়কঃ॥
সমস্তমেতদন্নন্তু স্নিগ্ধমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্।
এষণং শমনং দাহঃ স্বেদনং বন্ধনক্রিয়া॥
ব্রণাবচূর্ণনং লেপো ধূপনং পত্রধারণম্।
উশীরবালবাজনং চন্দনং তিললেপনম্॥
এতৎ পথ্যং নরৈঃ সেব্যং যথাবস্থং যথামলম্।
ব্রণশোথে ব্রণে সদ্যোব্রণে নাড়ীব্রণেঽপি চ॥

যব, ষষ্টিকধান্য, গোধূম, জাঙ্গল মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংস, বিলেপী, লাজমণ্ড, কটুতৈল, ঘৃত, মধু, তিলতৈল; মসূর, অড়হর ও মুগের দাইলের যূষ, চিনি, পলাশবীজ, বেগুণ, কাঁকুড় ও পটোল, করলা, নিমপাতা, বেতাগ্র, কচিমূলা, সুষুণিশাক, শালিঞ্চে শাক, নটে শাক, বেতোশাক, ত্রিফলা, কাঁটাল, মোচা, দাড়িম, কট্‌কীফল, জীবন্তী, সৈন্ধব, কিস্‌মিস্, মধুর-তিক্ত-কষায়-রসযুক্ত দ্রব্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও দ্রববহুল অন্ন, এষণ (লৌহশলাকা দ্বারা নালীর গতি নিরূপণ), শমন ঔষধ, ব্রণস্থানদহন, স্বেদন,

বন্ধনক্রিয়া (ব্রণস্থানে বায়ুর সংস্পর্শ না হয় এমত ভাবে বন্ধন), ব্রণে চূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ, প্রলেপন, ধূপন, পাতা লাগান, বেণার মূল, চামর ব্যজন, রক্তচন্দন এবং তিলকল্ক লেপন, এই সকল ব্রণ, ব্রণশোথ, সদ্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণে হিতকর।

ব্রণরোগেঽপথ্যানি।

নবানি ধান্যানি তিলান্ কলায়ান
মাষান্ কুলত্থান্ কৃশরাং হিমাম্ভঃ।
ক্ষীরেক্ষুজাতান্ বিবিধান্ বিকারান্
মদ্যানি শাকানি চ পত্রবন্তি॥
অজাঙ্গলং মাংসমসাত্ম্যমম্লং
বিদাহিবিষ্টম্ভিগুরূণি চাপি।
কট্বম্লশীতং লবণং ব্যবায়-
মায়াসমুচ্চৈঃ পরিভাষণঞ্চ॥
প্রিয়াসমালোকনমহ্নি নিদ্রাং
প্রজাগরং চংক্রমণং নিতান্তম্।
সদাস্থিতিং আগ্ধিরোপণঞ্চ
নস্যানি তাম্বূলমজীর্ণতাঞ্চ॥
প্রচণ্ডবাতাতপধূমবৃষ্টি-
রজোভয়ক্রোধবমিপ্রহর্ষান্।
শোকং বিরুদ্ধাশনমম্বুপানং
তৈক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষাণি বিঘট্টনঞ্চ॥
কণ্ডূয়নং কাষ্ঠনখাদিতোদং
নিরন্নভাবং বিষমোপচারম্।
বৈদ্যশ্চিকিৎসন্ ব্রণশোথরোগং
ব্রণঞ্চ সদ্যোব্রণমাময়ঞ্চ॥
নাড়ীব্রণঞ্চাপি যশোঽভিলাষী
বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

নূতনধান্য, তিল, মটর, মাষকলায়, কুলথকলায়, খিচুড়ি, শীতলজল, নানাবিধ ক্ষীরবিকৃতি (ছানাদি), ইক্ষুবিকৃতি (গুড়াদি), মদ্য, পত্রশাক, জাঙ্গল ভিন্ন অপর মাংস, অসাত্ম্যদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরস সংযুক্ত দ্রব্য, মৈথুন, ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, প্রিয়াদর্শন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অতিশয় পথ ভ্রমণ, সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অগ্রেই রোপণ ঔষধ দান, নস্য প্রয়োগ, তাম্বূলভক্ষণ, অজীর্ণতা, প্রবল বায়ু, রৌদ্র, ধূম, বৃষ্টির জল, ধূলি, ভয়, ক্রোধ, বমন, প্রহর্ষণ, শোক, বিরুদ্ধ ভোজন, জলপান, তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য এবং বিঘট্টন (ঘর্ষণ), চুলকান, কাষ্ঠ অথবা নখাদি দ্বারা বিদ্ধ করা, উপবাস, বিষমভাবে শয়ন, এই গুলি ব্রণ ব্রণশোথ, সদ্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণ রোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ব্রণশোথাধিকারঃ।

অথ সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

অথ সদ্যোব্রণ-নিদানম্।

নানাধারমুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাতিতৈঃ।
ভবন্তি নানাকৃতয়ো ব্রণাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে॥
ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ
ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্ঠং তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

নানাপ্রকার ধারমুখবিশিষ্ট শস্ত্র শরীরের নানাস্থানে নিপতিত হইলে নানাকৃতি ব্রণ (ক্ষত) উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার ব্রণকে সদ্যোব্রণ বা আগন্তুক ব্রণ কহে। ইহা ছয় প্রকার। যথা—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট।

অথ সদ্যোব্রণ-চিকিৎসা।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বঃ সাবর্ণ্যকৃৎ স্মৃতঃ॥

মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, চর্ম্মের বিবর্ণতা নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয়।

কর্পূরপূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃ শস্ত্রকৃতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্॥

শস্ত্রাদিকৃত সদ্য উৎপন্ন ক্ষতের মধ্যভাগ শতধৌত-ঘৃতমিশ্র কর্পূরচূর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাধিয়া রাখিলে, ক্ষতের ব্যথা ও পাক নিবারিত এবং ক্ষত সংরূঢ় হইয়া থাকে।

শরপুঙ্খা কাকজঙ্ঘা প্রথমং মহিষীসুতঃ-
মলং লজ্জা চ সদ্যস্ক-ব্রণঘ্নং পৃথগেব তু।
শুনো জিহ্বাকৃতং চূর্ণং সদ্যঃ ক্ষতবিরোহণম্॥

শরপুঙ্খা, কাকজঙ্ঘা, নবজাত মহিষীশাবকের প্রথম মল ও লজ্জালু লতা (কাহার মতে বরাহক্রান্তা) ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে সদ্যঃ ক্ষত বিরূঢ় হয়। কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ সদ্যঃ ক্ষত রোপণ করে।

সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ।
যষ্টীমধুককল্কেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা॥

ঘৃত ৷।০ পোয়া, যষ্টিমধু কল্ক ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৴৷০ পোয়া। যথাবিধি পাক করত সেই ঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া সদ্যোব্রণে সেচন করিলে উহা প্রশমিত হয়।

স্রবত্যস্রং ব্রণে বাসস্তোয়সিক্তং প্রযোজয়েৎ।
তেনাস্ররোধো ভবতি বেদনা চ প্রশাম্যতি॥

ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বন্ধন করিবে, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

অপামার্গস্য সংসিক্তং পত্রোত্থেন রসেন তু।
সদ্যোব্রণেষু রক্তস্য প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি॥

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হইলে সেই স্থানে আপাঙ্গের রস দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ।
সপ্তাহাৎ পরতঃ কুর্য্যাচ্ছারীরব্রণবৎ ক্রিয়া॥

সদ্যোব্রণে সপ্তাহ পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রিয়া করিবে, সপ্তাহের পর পূর্ব্বোক্ত শারীরব্রণের ক্ষতের চিকিৎসা করিবে।

অথাগ্নিদগ্ধব্রণ-চিকিৎসা।

পিত্তবিদ্রধিবীসর্প-শমনং লেপনাদিকম্।
অগ্নিদগ্ধে ব্রণে সম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥

পিত্তবিদ্রধি ও পিত্তবিসর্পের যে সকল প্রলেপাদি উল্লিখিত হইয়াছে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

তিলকৈর্বাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যেদনেনৈবানুলেপনাৎ॥

তিল ও যব ভস্ম করিয়া অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রলেপ দিলে, ক্ষত নিবারিত হয়।

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধ্বা সমং কৃত্বা তু লেপয়েৎ।
তেনৈব বেদনায়াশ্চ বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥

যবভস্ম তিলতৈলের সহিত সমভাগে মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির আশু জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়।

সদ্যোদগ্ধস্য মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ।
তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে॥

অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে মধু মাখাইয়া, তাহার উপরিভাগে যবচূর্ণ লেপন করিলে জ্বালা নিবৃত্ত হয়।

মহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েৎ তিলম্।
তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে॥

মহিষীর নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীজটালেপাদ্ দগ্ধপৃষ্ঠাবচূর্ণনম্।
জীর্ণগৃহতৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধব্রণহরং পরম্॥

জলপিপ্পলীর মূল ও গৃহের জীর্ণ খড় চূর্ণ করিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিলে দগ্ধক্ষত নিবারিত হয়।

অন্তর্দ্ধগ্ধকুঠেরকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ব্রণম্।
অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুণ্ঠনাৎ।

বাবুইতুলসী অথবা অশ্বত্থের শুষ্কছাল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তাহার চূর্ণ লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত নিবারিত হয়।

অভ্যঙ্গাদ্ বিনিহন্তি তৈলমখিলং গণ্ডূপদৈঃ সাধিতং।
পিষ্টাঃ শাল্মলিতূলকেজলগতা লেপাৎ তথা বালুকাঃ॥

কেঁচোর তৈল (তৈল ⁄১ সের, কল্কার্থ কেঁচো ⁄।০ পোয়া, পাকার্থ জল ⁄৪ সের) লাগাইলে, অথবা জলস্থিত বালুকা পেষণ করিয়া শিমুল তুলার সহিত লেপ দিলে সকল প্রকার ক্ষত নিবারিত হয়॥

পাটলীতৈলম্।

সিদ্ধং কল্ককষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটু তৈলকম্।
দগ্ধব্রণস্রাবদাহবিস্ফোটনাশনম্॥

সর্ষপতৈল ⁄৪ সের। কাথার্থ—ঘণ্টা পারুল ছাল ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—ঘণ্টাপারুল ছাল ⁄১ সের। এই তৈল লাগাইলে দগ্ধস্থানের বেদনা রসাদি স্রাব ও দাহ এবং বিস্ফোটক নষ্ট হয়।

জীরকঘৃতম্।

জীরকপকং পঞ্চাংং সিক্থকসম্ভবসম্মিশ্রিতং হরাত্।
ঘৃতমভ্যঙ্গাৎ পাবক-দগ্ধজদুঃখং ক্ষণার্দ্ধেন॥

ঘৃত ⁄৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ—জীরা ⁄১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে মোম ৮ পল ও ধুনা ৪ পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দগ্ধ ক্ষত নাশক।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং ঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পিবিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেসামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥
(কেচিৎ তু সর্পিঃস্থানে তৈলমিতি পাঠং কল্পয়ন্তঃ মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলমিতি পঠন্তি।)

মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বা ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপন করিলে ক্ষতরোপণ হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

সদ্যোব্রণরোগের পথ্যাপথ্য ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

অথ ভগ্নাধিকারঃ।

—:*:—

অথ ভগ্ন-নিদানম্।

ভগ্নং সমাসাদ্দ্বিবিধং হুতাশ,
কাণ্ডে চ সন্ধৌ চ হি তত্র সন্ধৌ।
উৎপিষ্টবিশ্লিষ্টবিবর্ত্তিতঞ্চ
তির্য্যগ্গতং ক্ষিপ্তমধশ্চ ষট্ চ।
প্রসারণাকুঞ্চনবর্ত্তনোগ্রা
রুক্ স্পর্শবিদ্বেষণমেতদুক্তম্।
সামান্যতঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গম্॥

হে হুতাশ! (হে অগ্নিবেশ!) সংক্ষেপতঃ ভগ্ন দুই প্রকার, কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন। সন্ধিসীমা পর্য্যন্ত এক এক খানি অস্থির নাম কাণ্ড। কাণ্ড শব্দে নলক কপাল বলয় তরুণ ও রুচক এই পাঁচ প্রকার অস্থিকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে অস্থি-বিশ্লেষের নামও ভগ্ন। অতএব সন্ধিগত অস্থিবিশ্লেষকেও সন্ধিভগ্ন বলা যায়। সন্ধিভগ্ন ছয় প্রকার, যথা—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত।

উল্লিখিত ছয় প্রকার ভগ্নেই এই সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। যথা অঙ্গের প্রসারণে, আকুঞ্চনে ও পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ঐ স্থান স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

অথ ভগ্ন-চিকিৎসা।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্।
সুশ্রুতোক্তঞ্চ ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ॥

* কুশা ভগ্নাস্থিবন্ধনসাধনং পলাশাদি ত্বক্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

প্রথমতঃ ভগ্নস্থানে শীতল জল সেচন করিবে এবং তাহাতে কর্দ্দম লেপন করিয়া বক্ষ্যমাণ কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া দিবে। সুশ্রুত গ্রন্থে যেরূপ বন্ধনাদি করিবার নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে তৎসমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

অবনামিতমুন্নমেদুন্নতঞ্চাবনাময়েৎ।
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ॥

যে অস্থি অবনত হইয়া পড়িয়াছে তাহা উন্নামিত এবং উন্নত অস্থিকে চাপিয়া স্বস্থানস্থ করিয়া দিবে। যে অস্থি অতিশয় উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে নামাইয়া এবং যাহা অত্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে তুলিয়া ঠিক মিল করিয়া বান্ধিবে।

মধূকোড়ুম্বরাশ্বত্থ-কদম্বনিচুলত্বচঃ।
বংশসর্জ্জার্জ্জুনানাঞ্চ কুশার্থমুপসংহরেৎ॥
পট্টস্যোপরি বধ্নীয়াৎ গাঢ়ং শিথিলং ন চ।
তত্রাতিশিথিলে বন্ধে সন্ধিস্থৈর্য্যং ন জায়তে॥
গাঢ়েনাপি ত্বগাদীনাং শোথো রুক্ পাক এব চ।
তস্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভগ্নে শংসন্তি তদ্বিদঃ॥

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগ্নস্থান কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। সেই কুশার্থ মৌল বৃক্ষের ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, অশ্বত্থ ছাল, কদম্বছাল, হিজলছাল, বাঁশের ছাল, সরলবৃক্ষের ছাল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল গ্রহণ করিবে। ভগ্নস্থানে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহার উপর এই সকল দ্রব্য দ্বারা এমন ভাবে বন্ধন করিবে, যেন অত্যন্ত দৃঢ় বা অতিশয় শিথিল না হয়। কারণ বন্ধন অতিশয় শিথিল হইলে সংযোগ স্থির থাকে না এবং অতি কঠিন হইলে ত্বগাদিতে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়। অতএব সাধারণভাবে বন্ধন করা কর্ত্তব্য।

সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাৎ সৌম্যেষ্বৃতুষু মোক্ষণম্।
কর্ত্তব্যং স্যাৎ ত্রিরাত্রাচ্চ তত্রাগ্নেয়েষু জানতা।
কালে চ সমশীতোষ্ণে পঞ্চরাত্রাদ্ বিমোক্ষয়েৎ॥

ঐ বন্ধন শীতল ঋতুতে ৭ দিন অন্তর, সমশীতোষ্ণ ঋতুতে ৫ দিন অন্তর ও উষ্ণ ঋতুতে ৩ দিন অন্তর খুলিয়া ফেলিয়া নূতন বন্ধন দিবে।

ন্যগ্রোধাদিকষায়ঞ্চ সুশীতং পরিষেচয়েৎ।
পঞ্চমূলীবিপকন্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে।
সুখোষ্ণমবতার্য্যং বা চক্রতৈলং বিজানতা॥

ভগ্নস্থানে ন্যগ্রোধাদিগণের কাথ শীতল করিয়া সেচন করিবে। অধিক বেদনা থাকিলে স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সেচন করিবে, কিংবা ঈষদুষ্ণ চক্র তৈল (ঘানিগাছ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত তৈল) অভ্যঞ্জন করিবে।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠামধুকঞ্চাম্লপেষিতম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে, অথবা শালিতণ্ডুল পেষিত এবং তাহাতে শতধৌত ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

রসোনমধুলাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্নতাম্।
ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থ্নাঞ্চ সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে, ছিন্ন ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থি অচিরে সংহিত হয়।

সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষাগোধূমমর্জ্জুনম্।
সন্ধিমুক্তেহস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥

সন্ধি মুক্ত বা অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল এই সকল বা ইহাদের কোন একটি পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পান করিবে।

গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতম্।
শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ॥

গৃষ্টির (একবার মাত্র প্রসূতা গাভীর) দুগ্ধ কাকোল্যাদি মধুর দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ভগ্নরোগিকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

পীতবরাটিকা-চূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্।
অপক্কক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্॥

পীতবর্ণ কড়ি ভস্ম ২ বা ৩ রতি পরিমাণে কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অস্থিভগ্ন প্রারূঢ় হয়।

ক্ষীরং সলাক্ষামধুকং সসর্পিঃ স্যাজ্জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ।
ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ॥

লাক্ষা ও যষ্টিমধু পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, তাহা জীবনী বর্দ্ধক ও সুখজনক হয় কিংবা অর্জ্জুন ছালের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং ঘৃতের সহিত গোধূমচূর্ণ ভোজন করিলে, ভগ্ন সংহিত হয়।

আভাচূর্ণং মধুযুতমস্থিভগ্নঃ পিবেৎ।
পীতে চাস্থি ভবেৎ সম্যক্ বজ্রসারনিভং দৃঢম্॥

বাবলাছালের চূর্ণ মধুর সহিত ৭ দিন সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি সকল বজ্রতুল্য হয়।

সশল্যস্থ চ ভগ্নস্থ শল্যং সম্যগ্ ধৃতরেঃ।
প্রক্ষাল্য কষায়েশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ।
ভগ্নং নৈতি যথাপাকং প্রযতেত তথা ভিষক্।
বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহানত্র প্রযোজয়েৎ॥

ক্ষতযুক্ত ভগ্নস্থান ঘৃত ও মধুযুক্ত ন্যগ্রোধাদি কষায় দ্বারা প্রক্ষালন (শ্রীকণ্ঠ বলেন—প্রলিপ্ত) করিয়া পশ্চাৎ ভগ্নের চিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার চেষ্টা করিবে এবং বাতব্যাধিচিকিৎসোক্ত স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি) প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাগুগ্গুলুঃ।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎককুভাশ্বগন্ধা
চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ।
সংভগ্নযুক্তাস্থিরুজাং নিহন্ত্যা-
দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥
(অত্রোক্তসূত্রোপদিষ্টত্বাৎ তুল্যাংশচূর্ণেন গুগ্গুলুঃ।)

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, গুগ্গুলু ৫ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার প্রলেপ দ্বারা ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনার নিবারণ হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

আভাগুগ্গুলুঃ।

আভাফলত্রিকব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥

বাব্‌লামূলের ছাল চূর্ণ এবং ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে ভগ্নসন্ধি পুনর্ব্বার সংহিত হয়।

গন্ধতৈলম্‌।

রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্‌ কৃষ্ণান্‌ বাসয়েদস্থিরে জলে।
দিবা দিবৈবং সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ ॥
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীতান্‌ শুষ্কান্‌ সূক্ষ্মান্‌ বিচূর্ণয়েৎ।
কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা॥
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সুচন্দনম্‌।
শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধোশৃতং পয়ঃ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তৎ তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ।
এলামংশুমতীং পত্রং জীবন্তীং তুরগং তথা॥
লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিবাম্‌।
শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্‌॥
পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ
এভিস্তদ্‌ বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা॥
এতৎ তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু
আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে।
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তৌ চ ভোজনে।
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে॥
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সসুগন্ধিসমীরণম্‌।
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ।
তিলচূর্ণসমস্ত্বত্র মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥

৴৪ সের তৈলের উপযুক্ত কৃষ্ণতিল বস্ত্রে বন্ধন করিয়া প্রথম সপ্তাহে নদী প্রভৃতির স্রোতোজলে রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে, এবং দিবাভাগে উহা তুলিয়া আনিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই তিল গব্য দুগ্ধে রাত্রিকালে ভিজাইবে ও দিবসে উক্ত রূপে শুষ্ক করিবে। তৃতীয় সপ্তাহে তিল-পরিমিত যষ্টিমধু আট গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইবে এবং রাত্রিতে সেই কাথে উক্ত তিল ভিজাইয়া দিবসে শুষ্ক করিবে। চতুর্থ সপ্তাহে পুনরায় তিলের সমান গব্যদুগ্ধে রাত্রিকালে তিল ভিজাইয়া দিবসে শুষ্ক করিবে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যহ উক্তরূপ ক্রিয়া করিয়া পরে ঐ সকল তিল নিস্তুষ ও চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদি গণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধূনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্‌ফা ইহাদের মিলিত চূর্ণ তিলচূর্ণের চতুর্থাংশ (সিকি) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। পরে সর্ব্বগন্ধ (এলাদি গণ)-সাধিত দুগ্ধ দ্বারা এই চূর্ণ আর্দ্র করিয়া তৈল-নিষ্পীড়ন যন্ত্রে (ঘানিগাছে) পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া লইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত তৈল ৴৪ সের, দুগ্ধ চতুর্গুণ (১৬ সের)। কল্কদ্রব্য, যথা— এলাইচ, শালপাণি, তেজপত্র, জীবন্তী, অশ্বগন্ধা, লোধ, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, শৈলজ, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, পানিফল এবং কাকোল্যাদি গণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভগ্ন পীড়ায় এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গাদি সর্ব্ব প্রকারে প্রযোজ্য। ইহার ব্যবহারে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল ও বধিরতা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

ভগ্নরোগে পথ্যানি।

শীতস্পর্শসেচনং পঙ্ক প্রদেহো বন্ধনক্রিয়া।
শালিপ্রিয়ঙ্গুগোধূমা যূষো মুদ্গাসতীনয়োঃ॥
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং তৈলং মাংসরসো মধু।
পটোলং লশুনং শিগ্রুঃ পত্তুরো বালমূলকম্‌॥
দ্রাক্ষা ধাত্রী বজ্রবল্লী লাক্ষা যচ্চাপি বৃংহণম্‌।
এতৎ সর্ব্বং ভিষজা নিত্যং দেয়ং ভগ্নায় জানতা॥

শীতলজল পরিষেচন, কর্দ্দমানুলেপন, ভগ্নস্থান বন্ধন, শালিধান্য, প্রিয়ঙ্গু (কাঙ্গ্‌নিধান্য), গোধূম এবং মুগ ও মটরের যূষ, নবনীত,

(মাখন), ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, মাষকলায়ের যুষ, মধু, পটোল, রশুন, শজিনা, রক্তচন্দন ও কাঁচ মুলা, দ্রাক্ষা, আমলকী, অস্থিসংহার-লতা (হাড়যোড়া), লাক্ষা এবং পুষ্টিকর দ্রব্য সমস্ত জ্ঞানবান্ চিকিৎসক ভগ্নরোগিদিগকে প্রয়োগ করিবেন।

ভগ্নরোগেঽপথ্যানি।

লবণং কটুকক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ॥

লবণ, কটুদ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, অম্লরসযুক্তদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, রৌদ্র, ব্যায়াম এবং রুক্ষদ্রব্য এই সকল ভগ্নরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ভগ্নাধিকারঃ।

অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

অথ নাড়ীব্রণ-নিদানম্।

যঃ শোথমামমতিপক্কমুপেক্ষতেঽজ্ঞো
যো বা ব্রণং প্রচুরপূয়মসাধুবৃত্তঃ।
অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য
স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ সপূয়ঃ॥
তস্যাতিমাত্রগমনাদ্গতিরিষ্যতে তু
নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী॥

যে অহিতাহারাচারী অজ্ঞ ব্যক্তি, অপক্ক বা প্রচুরপূয়যুক্ত অতিপক্ক শোথকে উপেক্ষা করে, অর্থাৎ শোধন পীড়নাদি না করে, তাহার শোথস্থ পূয ক্রমশঃ ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু সন্ধি অস্থি কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থান সকলকে বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পূযের অতিমাত্র গমন হেতু এইরূপ ব্রণকে গতিব্রণ কহে। কিন্তু সচ্ছিদ্র নাড়ীর (নলের) ন্যায় বহন করে বলিয়া ইহা নাড়ীব্রণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অথ নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবিৎ।
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥

নাড়ীব্রণের গতি অর্থাৎ ক্ষতের শোষ কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া শস্ত্র দ্বারা সেই স্থান পর্য্যন্ত বিদারণ করিবে। পরে, শোধন (পূয়াদি-নিঃসারণ) ও রোপণ (ক্ষত পূরণ) প্রভৃতি ব্রণরোগ বিহিত চিকিৎসা করিবে।

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধু পাটিতাং লেপয়েদ্ ভিষক্।
প্রত্যক্পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
পৈত্তিকীং তিলমঞ্জিষ্ঠা-নাগদন্তী-নিশাযুগৈঃ।
শ্লৈষ্মিকীং তিলযষ্ট্যাহ্ব-নিকুম্ভারিষ্টসৈন্ধবৈঃ।
শল্যজাং তিলমধ্বাজ্যৈর্লিপ্তা বন্ধনমাচরেৎ॥
লপয়েৎ 'ভল্লাতকাস্থিভ্যাম্' ইতি পাঠঃ চক্রে ধৃতঃ।

বায়ুজনিত নালী ঘা যথোপযুক্ত বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে আপাং-বীজ ও তিল, পৈত্তিক নালীতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতিশুঁড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; শ্লৈষ্মিক নালীতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিম্বপত্র ও সৈন্ধব; শল্যজ নাড়ীতে শল্য উদ্ধৃত করিয়া তিল মধু ও ঘৃত, (একত্র পেষণ করিয়া) ইহাদের প্রলেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ খদিরেণ সমাযুতঃ।
হন্তি নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ মৃগান্ মৃগপতির্যথা॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির, একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালী-ঘায়ে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নালী বিনষ্ট হয়।

আস্ফোতাক্ষীরসংযোগো নাড়ীং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

হাপরমালীর আঠা নালী ঘায়ে লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই নালী বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণা-চূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠক্রিমীন্ মেহ-নাড়ীব্রণভগন্দরান্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুল ইহাদের সমান সমান চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে নাড়ীব্রণ ও ভগন্দরাদি নষ্ট হয়।

আরগ্বধনিশাকালা-চূর্ণাজ্যক্ষৌদ্রসংযুতা।
সূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী॥

সোন্দাল মূলের ছাল, হরিদ্রা ও কালিয়া-কড়া ইহাদের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা একগাছি সূত্র প্রলিপ্ত করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি নালীক্ষতের মধ্যে প্রণিহিত করিয়া রাখিলে, ক্ষত হইতে পূয়াদি নির্গত হইয়া শোধ মরিয়া যায়।

গুগ্গুল্বাদি-লেপঃ।

গুগ্গুলুস্ত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতৈঃ।
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ হন্যাজ্জয়েদপি ভগন্দরম্॥

গুগ্গুলু, ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত সহ মিলাইবে। ইহা দ্বারা ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

ঘোণ্টাফলত্বঙ্মদনাৎ ফলানি
পূগস্য চ ত্বক্ লবণঞ্চ মুখ্যম্।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন সহৈব কল্কো
বর্ত্তীকৃতো হন্ত্যচিরেণ নাড়ীম্॥

শেয়াকুল ফলের ত্বক্, মদনফল, সুপারির ছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজ ও আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নাড়ীক্ষতে প্রবেশিত করিয়া রাখিলে সত্বর ব্রণ নষ্ট হয়।

বর্ত্তীকৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা।
দুষ্টব্রণে যদ্বিহিতঞ্চ তৈলং তৎ সেব্যমানং গতিমাশু হন্তি॥

মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র অগ্নিতে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি নালী মধ্যে দিলে উহা নিবারিত হয়। দুষ্টব্রণ-চিকিৎসোক্ত তৈল প্রয়োগ করিলেও নাড়ীগতি আশু বিলয় প্রাপ্ত হয়।

মাহিষং দধি কোদ্রবভক্তমিশ্রিতং হরতি চিরবিরূঢ়াম্।
ভক্তং কঙ্গুণিকাভবমতিদারুণাং নাড়ীং শময়েৎ॥

মাহিষদধির সহিত কোদ কিংবা কঙ্গুনি ধান্যের অন্ন আহার করিলে অতি দারুণ নালী ব্রণ উপশমিত হয়।

বিভীতকাস্থিবটপ্রবাল-হরেণুকাশিখিনীবীজমিশ্রা।
দগ্ধা বিট্ শূকরস্য প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন চ মিশ্রয়িত্বা॥

বহেড়া, আম্রবীজ, বটাঙ্কুর, রেণুক, চোরকাঁচকীবীজ এবং দগ্ধ শূকরবিষ্ঠা চূর্ণ, তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নালীতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

ময়ূরলোমসংভূয়া কটুতৈলং বিপাচিতম্।
নাড়ীব্রণং চিরোত্থং জয়েত্তু তুলসংক্রমাৎ॥

ময়ূরলোম পোড়াইয়া, সেই ভূষা ও তিৎলাউ ইহাদের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তুলা সিক্ত করিয়া নালীতে প্রবেশ করাইলে নালী ব্রণ প্রশমিত হয়।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযোজয়েৎ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যাৎ প্রয়োগবর্ত্তি॥

সিজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারু-হরিদ্রা, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বশরীরস্থ নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন তু শস্ত্রেণ কদাচন॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তিগণের ক্ষতে এবং মর্ম্মস্থানজাত নাড়ীব্রণে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। তাদৃশ স্থলে ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবে।

এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্।
সূচীং নিদধ্যাদ্গত্যন্তে তথোন্নম্যাশু নির্হরেৎ॥
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়ং বন্ধনমাচরেৎ
ততঃ ক্ষীণবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ॥
ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা॥

এষণী-যন্ত্র দ্বারা (যে শলাকা-যন্ত্র দ্বারা শল্য বা নালীর গতি অন্বেষণ করা যায়,

তাহাকে এষণী যন্ত্র কহে) শোষের গতি অন্বেষণ করিয়া, পরে একটি সূচীতে ক্ষারসূত্র পরাইয়া, ঐ সূচী শোষের মধ্যে প্রবেশিত কর; শোষের প্রান্তভাগ বিদ্ধিয়া সূচী বাহির করিয়া লইবে; এবং ক্ষারসূত্রের প্রান্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিবে। সূত্র ক্ষীণবল হইলে অন্য সূত্র দ্বারা ঐরূপ বান্ধিবে। (শোষ যদি অতি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে ২।৩ অঙ্গুলি অন্তরে অন্তরে সূচী বাহির করিয়া ঐ প্রকার বান্ধিবে)। যে পর্য্যন্ত নালী ঘা বিদীর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিবে। ভগন্দরেও ঐরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

গুণবতী বর্ত্তিঃ।

তুল্যং সর্জ্জরসং লোধ্রং সিন্দূরাতিবিষে নিশা।
অক্কং কপিত্থশ্রীবাসো গুগ্‌গুলুশ্চ তিতৈলকৈঃ॥
তুল্যাংশং পেষয়েৎ পিণ্ডং তত্তুল্যং সিক্থকং ভবেৎ।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ পাত্রে মিশ্রিতং তৎ সমুদ্ধরেৎ॥
বর্ত্তিগুণবতী নাম জুষ্টা শীতজলান্বিতা।
দুঃসাধ্যব্রণগণ্ডেষু তথা নাড়ীব্রণেষু চ।
শোধনে রোপণে চৈব শ্বাস্থ্যমুৎপাদয়ত্যসৌ॥

ধুনা, লোধ, সিন্দূর, আতইচ, হরিদ্রা, তুঁতে, কাঁচা কয়েৎবেল, তার্পিণ তৈল, গুগ্‌গুলু, এই সমস্ত সমভাগে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে মৃদু অগ্নিতে লৌহকটাহে ঘৃত ও তৈল চড়াইয়া, উক্ত পিণ্ডের সমান মোম্ তাহাতে দিয়া গলাইবে। তদনন্তর ঐ পিণ্ড তাহাতে দিয়া পাক করিবে। পাকানন্তর বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য ব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগ নিবারিত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ-চূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কুর্য্যাৎ খাদেদ্বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচীমেহ-কুষ্ঠনাড়ীবিশোধনঃ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু সমভাগ, ইহাদের সমান গুগ্‌গুলু; ঘৃতে মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, নালী-ঘা ও কুষ্ঠাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্যামাঘৃতম্।

শ্যামাত্রিভণ্ডীত্রিফলাসুসিদ্ধং হরিদ্রয়া তিল্বকবৃক্ষকেণ।
ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন হন্যাদ্‌গতিং কোষ্ঠগতাপি যা স্যাৎ॥

ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। এই ঘৃত ব্রণ স্থানে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকাসিন্ধুদন্ত্যগ্নি-রূপিকানলনীলিকাঃ।
খরমঞ্জরিবীজানি তৈলং গোমূত্রপাচিতম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্॥

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, আকন্দমূল, ভেলার মুটী, নীলকাঞ্চ ও আপাং বীজ মিলিত /১ সের, গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে দুষ্ট ব্রণ ও শ্লৈষ্মিক নালী ঘা উপশমিত হয়।

হিংস্রাদ্যং তৈলম্।

হিংস্রাং হরিদ্রাং কটুকাং বচাঞ্চ
গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্বমূলম্।
সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্‌ব্রণস্য
সংশোধনং পূরণরোপণঞ্চ॥

তৈল /৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—কেলেকড়া, হরিদ্রা, কটুকী, বচ, গোজিয়া ও বিল্বমূল, মিলিত এবং কুট্টিত /১ সের। ইহাতে ব্রণের শোধন, রোপণ ও পূরণ হয়।

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্।

কুম্ভীকখর্জ্জূরকপিত্থবিল্ব-
বনস্পতীনাঞ্চ শলাটুকৈঃ।

কৃত্বা কষায়ং বিপচেৎ তু তৈল-
মাবাপ্য মুস্তাসরলপ্রিয়ঙ্গু—॥
সৌগন্ধিকামোচরসাহিপুষ্প-
লোধ্রাণি দত্বা খলু ধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী
রোহেদ্‌ ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব॥

কুমারিয়ালতা (ইহার ফল দাড়িম সদৃশ), খেজুর, কয়েৎবেল, বেল ও বনস্পতির শলাটু অর্থাৎ বট যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির অপক্ক ফল এই সকল একত্র করিয়া তাহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—মুতা, সরলকাষ্ঠ (বৃন্দ বলেন—তেউড়ী), প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও ধাইফুল। এই তৈল লেপনে শল্যজ নালী ও নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্।

ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন
সিদ্ধং বিড়ঙ্গরজনীদ্বয়চিত্রকৈশ্চ।
স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি তৈলং
নাড়ীঃ কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ॥

তৈল ⁄৪ সের। ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল মিলিত ⁄১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে নালী, বাতশ্লৈষ্মিক অপচী ও ব্রণ উপশমিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্।
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ॥

তৈল ⁄৪ সের। মূল পত্র ও শাখা সহিত নিসিন্দা বৃক্ষ নিষ্পীড়ন করিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রস ⁄৪ সের। একত্র পাক করিয়া লইবে। পামা (খোস্ চুলকনা), অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণে এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রযোজ্য।

হংসপাদীতৈলম্।

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ।
তৎকল্কেন পচেৎ তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহণম্॥

তৈল ⁄৪ সের। গোয়ালিয়া লতা, নিম ও জাতী ইহাদের পত্রের রস মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ—উহাদের পত্র মিলিত ⁄১ সের। যথাশাস্ত্র পাক করিয়া লইবে। ইহা নাড়ীব্রণবিনাশক।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবার্কমরিচানলভৃঙ্গরাজকল্কেন রজনীদ্বয়সংযুক্তম্।
তৈলমেতদচিরেণ নিহন্তি দুষ্টনাড়ীমপি কফানলনাড়ীম্॥

তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব লবণ, আকন্দ, মরিচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ⁄১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা নালী ঘা নাশক।

নরাস্থিতৈলম্।

নরাস্থিতৈললেপেন স্ফুটিতঃ শুষ্যতি ব্রণঃ॥

মনুষ্যের মস্তকের খুলিতে তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

নাড়ীব্রণেরও পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

অথ ভগন্দরাধিকারঃ।

অথ ভগন্দর-নিদানম্।

গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়কার্ত্তিকৃৎ।
ভিন্না ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥
কষায়রুক্ষৈরতিকোপিতোঽনিল-
স্ত্বপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্।
উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং
রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী॥
তত্রাগমো মূত্রপুরীষরেতসাং
ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ।
প্রকোপণৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতং
করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদাশ্রিতাম্।
তদাশুপাকাহিমপূতিবাহিনীং
ভগন্দরমুষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ।
কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥
বহুবর্ণরুজাস্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা।
শম্বূকাবর্ত্তবন্নাড়ী শম্বূকাবর্ত্তকো মতঃ॥
ক্ষতান্বিতঃ পায়ুগতো বিবর্দ্ধতে
হ্যুপেক্ষণাৎ স্যুঃ ক্রিময়ো বিদার্য্য তে।
প্রকুর্ব্বতে মার্গমনেকধা মুখৈ-
র্ব্রণৈস্তমুন্মার্গি ভগন্দরং বদেৎ॥

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে উহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়, ইহা পাঁচ প্রকার।

কষায় ও রুক্ষ সেবনে বায়ু অতিকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা প্রথমাবধি ভালরূপ চিকিৎসিত না হইলে, দারুণ বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয়। পরে এরূপ হয় যে, ক্ষতমুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও শুক্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ঐ ব্রণ বহুমুখ হইয়া শতপোনক অর্থাৎ চালুনির আকার প্রাপ্ত হইলে উহাকে শতপোনক কহে।

পিত্তপ্রকোপক হেতুতে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া, গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধ পূযাদি স্রাব করে। উষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় বলিয়া, এইরূপ ভগন্দরকে উষ্ট্রগ্রীব কহে।

পরিস্রাবি-নামক এক প্রকার ভগন্দর আছে, তাহা কণ্ডুবিশিষ্ট, ঘনস্রাবী, কঠিন, মন্দবেদন ও শ্বেতবর্ণ। ইহা কফজ ব্যাধি।

শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দর। ইহাতে উক্ত বাতজাদি প্রত্যেক ভগন্দরের বর্ণ বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকৃতি গোস্তনের ন্যায়, কিন্তু ভগন্দরাবস্থায় ইহার রূপ পূর্ণ নদীর শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত কহে।

কণ্টকাদি দ্বারা গুহ্যদেশ ক্ষত হইলে যদি উহা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে। পরে ঐ ক্রিমিগণ উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখবিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাকেই উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

অথ ভগন্দর-চিকিৎসা।

গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোধ্য শোধয়েৎ ততঃ।
রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদ্ যথা পাকং ন গচ্ছতি॥
(বিশোধ্যেত্যুপবাসাদিনা। শোধয়েদিতি বিরেচনেন। রক্তাবসেচনং জলৌকাদিভিঃ।)

গুহ্যদেশে ভগন্দরোৎপাদক শোথ দৃষ্ট হইলে, প্রথমে উপবাসাদি দ্বারা বিশোধন, পরে বিরেচন দ্বারা শোধন, তৎপরে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। অর্থাৎ এরূপ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবে, যেন উহা না পাকে।

বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠীগুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে॥

গুহ্যদ্বারে পিড়কা হইলেই বটপত্র, জলস্থিত ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পিড়কানামপক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকম্।
কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়া॥

ভগন্দর-পিড়কার অপক্কাবস্থায় অপতর্পণ হইতে বিরেক পর্য্যন্ত সুশ্রুতের নির্দ্দিষ্টোক্ত একাদশ প্রকার চিকিৎসা করিবে। পিড়কা পাকিলে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

এষণীপাটনক্ষার-বহ্নিদাহাদিকং ক্রমম্।
বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং যথাক্রমম্॥

পিড়কা পাকিলে এষণী-যন্ত্র দ্বারা নালীর গতি অন্বেষণ এবং তাহাতে পাটন ক্ষার প্রয়োগ ও অগ্নিদাহাদি চিকিৎসা করিয়া, পরে বাতাদিদোষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েৎ তাং প্রযত্নতঃ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥

মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা দ্বারা দারুহরিদ্রা চূর্ণ পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি ভগন্দরে প্রবেশিত করিয়া রাখিলে, ভগন্দর এবং শরীরস্থ তাবৎ নালী বিনষ্ট হয়।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তী-কল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ী, লতাফটকী (কেহ বলেন — চৈ) ও দন্তী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

পয়ঃপিষ্টৈস্তিলারিষ্ট-মধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ।
ভগন্দরে প্রশস্তোঽয়ং সরক্তে বেদনাবতি॥

তিল, নিম ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বা বেদনাযুক্ত ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

সুমনা বটপত্রাণি গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
সসৈন্ধবস্তক্রপিষ্টো লেপো হন্তি ভগন্দরম্॥

জাতীপত্র, কাঁচা বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং ত্রিবৃৎ তিলা দন্তী মাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণবিশোধনম্॥

কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তী, পিপ্পলী, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও তুঁতে, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

ত্রিবৃৎ তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা।
উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
(উৎসাদনং ব্রণানাং মাংসবর্দ্ধনকার্য্যম্, ইহ তু শোধনলেপঃ)।

তেউড়ী, তিল, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য শিলাপিষ্ট এবং ঘৃত মধু ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দরের বিশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ ভগন্দর ক্লেদরহিত হইয়া থাকে।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা।
শতাহ্বা ত্রিবৃতা দন্তী শোধনায় ভগন্দরে॥

কৃষ্ণতিল, লতাফটকী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; এই সমুদায় দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দরের বিশুদ্ধি হয়।

তিলাভয়া লোধ্রমরিষ্টপত্রং
নিশে বচা কুষ্ঠমগারধূমঃ।
ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ
দুষ্টব্রণে শোধনরোপণোঽয়ম্॥
(পুস্তকান্তরে লোধ্রমিতি স্থানে লোধরেণু পাঠঃ)।

কৃষ্ণতিল, হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও ঝুল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, ভগন্দর, নালী ঘা, উপদংশ ও দুষ্টব্রণের শোধন ও রোপণ হয়।

খদিরত্রিফলাক্বাথং কষায়ং বাপি পিবেৎ।
মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্॥

খদিরসারপালী হইয়া ত্রিফলার কাথ অথবা মহিষাক্ষ গুগ্গুল ও বিড়ঙ্গের কাথ পান করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

ভগন্দরং প্রক্ষালয়েৎ নিত্যং ত্রিফলাম্বুনা।
ত্রিফলাকল্কপিষ্টেন মার্জ্জারাস্থি চ লেপয়েৎ॥

ত্রিফলার কাথে প্রতিদিন ভগন্দর উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, ত্রিফলার কাথ-পিষ্ট বিড়ালাস্থির প্রলেপ দিবে।

খরাস্রপক্বভূনাগ-চূর্ণলেপো ভগন্দরম্।
হন্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষা-লেপস্তদ্বচ্চ্,নোহস্থি বা ॥
ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থি প্রলেপনম্।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্ ॥

গর্দ্দভের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা দন্তীমূল চিতামূল ও আতইচ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, কিংবা কুকুরের হাড় ত্রিফলার কাথে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা ত্রিফলার কাথে বিড়ালাস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর রোগে উপকার দর্শে।

জম্বুকমাংসং ভুঞ্জীত প্রকারৈর্ব্যঞ্জনাদিভিঃ।
অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতে চ ভগন্দরাৎ ॥

যে ভগন্দর-রোগির অজীর্ণদোষ নাই, সে শৃগাল মাংসের বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জনাদি করিয়া একমাস সেবন করিলে ভগন্দর হইতে মুক্তিলাভ করে।

মধুতৈলযুতা বিড়ঙ্গসার-ত্রিফলামাগধিকাকণাশ্চ লীঢ়াঃ।
ক্রিমিকুষ্ঠভগন্দরপ্রমেহ-ক্ষয়নাড়ীব্রণরোপণা ভবন্তি ॥

বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

খদিরাদিক্কাথঃ।

খদিরত্রিফলাক্বাথো মহিষীঘৃতসংযুতঃ।
বিড়ঙ্গচূর্ণসংযুক্তো ভগন্দরবিনাশনঃ ॥

খদির ও ত্রিফলার কাথ, মহিষীঘৃত বা বিড়ঙ্গচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ভগন্দর নষ্ট হয়।

নবকার্ষিক-গুগ্গুলুঃ।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা শোথগুল্মার্শো-ভগন্দরহিতা স্মৃতা ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা; গুগ্গুলু ১০ তোলা, পিপুল ২ তোলা; এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও ভগন্দর রোগে প্রযোজ্য।

সপ্তবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ।

ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্।
শটৈলাপিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ ॥
তুম্বুরুপুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।
বিড়সৌবর্চ্চলং ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্ ॥
আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ।
নাড়ীং দুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা।
সপ্তবিংশতিকো হন্তি সর্ব্বরোগান্ নিষেবণঃ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শটী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখাল শশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, গুগ্গুলু ৫০ তোলা। প্রথমে গুগ্গুলু ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্য সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—এক তোলা। অনুপান—মধু। (ঔষধসেবনান্তে অর্দ্ধসিদ্ধ শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য)। ইহাতে ভগন্দর, কাস, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও ক্ষয় প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গারিষ্টম্।

বিড়ঙ্গং গ্রন্থিকং রাস্না কুটজত্বক্‌ফলানি চ।
পাঠৈলবালুকং ধাত্রী ভাগান্ পঞ্চপলান্ পৃথক্ ॥
অষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা কুর্য্যাদ্ দ্রোণাবশেষিতম্।
পূতে শীতে ক্ষিপেৎ তত্র ক্ষৌদ্রং পলশতত্রয়ম্ ॥

ধাতকীবিংশতিপলং ত্রিজাতং দ্বিপলং তথা।
প্রিয়ঙ্গুকাঞ্চনারাণাং সলোধ্রাণাং পলং পলম্ ॥
ব্যোষস্য চ পলান্যষ্টৌ চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসমেকং বিধারয়েৎ ॥
ততঃ পিবেদ্ যথাবহ্নি জয়েদ্বিদ্রধিমুচ্ছিতম্।
উরুস্তম্ভাশ্মরীমেহান্ প্রত্যষ্ঠীলাভগন্দরান্।
গণ্ডমালাং হনুস্তম্ভং বিড়ঙ্গারিষ্টসংজ্ঞিতঃ ॥

বিড়ঙ্গ, পিপুলমুল, রাস্না, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫১২ সের, ১২৮ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে, তাহাতে মধু ৩০০ পল (৩৭॥০ সের), ধাইফুল ২০ পল, ত্রিজাত (গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপাত) ২পল, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু মিলিত ৮ পল, চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ভগন্দর, বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

ব্রণগজাঙ্কুশো রসঃ।

দরদং পার্ব্বতী পুষ্পং কুনটী পুরসো রসঃ।
শোণিতং গন্ধকো লৌহং সৈন্ধবাতিবিষা চবী।
শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গঞ্চ যমানী গজপিপ্পলী।
মরিচার্কৌ চ বরুণো ধূনকশ্চ হরীতকী ॥
সংমর্দ্দ্য কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
নাড়ীব্রণপ্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চ্চিকাম্ ॥
চিরদুষ্টব্রণং দদ্রুং পূতিকর্ণং শিরোগদম্।
হস্তপাদপরিস্ফোটং দুঃসাধ্যঞ্চ ভগন্দরম্।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু গজভিন্নমিব কেশরী ॥
(গ্রন্থান্তরেঽস্যৈব নারায়ণসংজ্ঞা)

হিঙ্গুল, গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মনছাল, গুগ্গুলু, পারদ, কুঙ্কুম, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধব লবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেত-ধুনা ও হরীতকী; এই সমুদায় সমান সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে গণ্ডমালা, বিচর্চ্চিকা, দুষ্টব্রণ ও দুঃসাধ্য ভগন্দর প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

চিত্রবিভাণ্ডকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতম্।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ ॥
দ্বয়োঃ সমং ভস্মপূর্ণ-ভাণ্ডে রুদ্ধা বিপাচয়েৎ।
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্ ॥
জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ।
গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লিহ্যাদ্ধন্তি ভগন্দরম্ ॥
মুশলী লশুনঞ্চানু চারনালযুতং পিবেৎ।
কর্ত্তব্যো মধুরাহারো দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্।
বর্জয়েচ্ছীতলাহারং রসে চিত্রবিভাণ্ডকে ॥

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৬ তোলা কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া, একটি স্থালী মধ্যে ঘুঁটের ছাই রাখিয়া, তাহার উপরি ভাগে কজ্জলী-লিপ্ত ঐ তাম্রপত্র স্থাপন ও গোলক দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরি ঘুঁটিয়ার ছাই দিয়া স্থালী পূর্ণ করিবে। অনন্তর শরাব দ্বারা স্থালীর মুখ আবৃত করিয়া তীব্র অগ্নিতে দুই প্রহর পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করতঃ জাম্বীরের রসে পেষণ করিবে। পরে মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া সাতবার গজপুটে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা—১ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে কাঞ্জিকপেষিত তালমূলী ও রসুন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবন কালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতলাহার বর্জ্জন এবং মধুর রস বিশিষ্ট আহার পথ্য করিবে।

ভগন্দরহরো রসঃ।

সূতস্য দ্বিগুণেন গন্ধবলিনা কন্যাপয়োভিস্ত্র্যহং
শুদ্ধং তাম্রময়ঃ সমস্ততুলিতং পাত্রং নিধায়োপরি।
স্বেদ্যং যামযুগং ভস্মপিঠরে নিম্বুজলৈঃ সপ্তধা
পাকং তৎ পুটয়েদ্ ভগন্দরহরো গুঞ্জোন্মিতঃ স্যাদিতি ॥

পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া সমুদায়ের সমান তাম্র ও লৌহ মিশ্রিত করতঃ

একটি ভস্মপূর্ণ পাত্র মধ্যে রাখিয়া ২ প্রহর স্বেদ দিবে। পরে কাগজীলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। ১ রতি পরিমাণে ইহা সেবন করিলে ভগন্দর নষ্ট হয়।

তাম্রপ্রয়োগঃ।

তাম্রপত্রং রবিক্ষীরে নির্গুণ্ডীস্বরসে তথা।
ত্রিকণ্টজে স্নুহীরসে তাম্রং দগ্ধা ক্ষিপেৎ ত্রিধা॥
রসস্যার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলং তথা।
কজ্জলার্দ্ধেন জম্বীর-দ্রুতেন তাম্রতঃ পলম্॥
পরিলিপ্যান্ধমূষায়াং দদ্যাৎ পঞ্চ পুটান্ লঘূন্।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যাং ততো রক্তিমিতং লিহেৎ।
ভগন্দরে সর্ব্বভবে বাধ্যা সর্ব্বত্রণেষু চ।

৮ তোলা পরিমিত তাম্রপত্র পোড়াইয়া যথাক্রমে আকন্দের আঠায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আঠায় তিন তিন বার নিষিক্ত করিয়া শোধন করিবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ের কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপত্র অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টী লঘু পুট দিবে। ইহার মাত্রা ১ রতি। অনুপান—মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়।

বিষ্যন্দনং তৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলপূহয়মারকৌ।
সুধাং বচাং লাঙ্গলিকাং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্॥
জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ ভগন্দরে।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরমুত্তমম্॥

তিলতৈল /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকডুমুরমূল, করবীমূল, মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, স্বর্জিকাক্ষার ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফটকী) মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ভগন্দর নিবারিত হয়। ইহা ব্রণশোধক, রোপক ও সবর্ণতাকারক।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ভগন্দররোগে পথ্যানি।

আমে সংশোধনং লেপো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্।
পক্বে পুনঃ শস্ত্রবহ্নি-ক্ষারকর্ম্ম যথাবিধি।
সংকেঽপি শালয়ো মুদ্গা বিলেপী জাঙ্গলো রসঃ।
পটোলং শিগ্রুবেত্রাগ্রং পত্তূরো বালমূলকম্॥
তিলসর্ষপযোস্তৈলং তিক্তবর্গো ঘৃতং মধু।
যেষু পথ্যং যথাদোষং নরৈঃ সেব্যং ভগন্দরে।

অপক্ব ভগন্দররোগে সংশোধন ঔষধ, প্রলেপন, উপবাস ও রক্তমোক্ষণ হিতকর। ভগন্দর পাকিলে বিধিবৎ শস্ত্রক্রিয়া, অগ্নিকর্ম্ম ও ক্ষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পক্ক ও অপক্ক এই উভয় ভগন্দরে শালিধান্য, মুগ, বিলেপী, জাঙ্গল মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, পটোল, শজিনা, বেত্রাগ্র, রক্তচন্দন ও কচিমূলা, তিলতৈল, সর্ষপতৈল, তিক্তবর্গ, ঘৃত ও মধু দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে, এই সমস্ত ভগন্দর রোগির হিতজনক হয়।

ভগন্দররোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধান্নপানানি বিষমাশনমাতপম্।
ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সংবৎসরং পরিহরেদপি রূঢ়ব্রণো নরঃ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, বিষম ভোজন, রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, যুদ্ধ, অশ্ব গজাদির পৃষ্ঠারোহণ ও গুরুদ্রব্য, এই সমস্ত ভগন্দররোগির ক্ষতস্থান পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ভগন্দররোগাধিকারঃ।

অথোপদংশাধিকারঃ।

—:*:—

অথোপদংশ-নিদানম্।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতা-
দধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে
পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥
সতোদভেদৈঃ স্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ
স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশম্।
পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ
পিত্তেন রক্তাৎ পিশিতাবভাসৈঃ॥
স্ফোটৈঃ সকৃষ্ণৈ রুধিরং স্রবদ্ভী
রক্তাত্মকং পিত্তসমানলিঙ্গম্।
সকণ্ডুরৈঃ শোথযুতৈর্মহদ্ভিঃ
শুক্লৈর্ঘনৈঃ স্রাবযুতৈঃ কফেন॥
নানাবিধস্রাবরুজোপপন্ন-
মসাধ্যমাহুস্ত্রিমলোপদংশম্॥

অত্যন্ত অনুরাগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে হস্ত বা নখদন্তাদির আঘাত এবং লিঙ্গ-অপ্রক্ষালন, অধিক মৈথুন, দুষ্টযোনি-গমন, অথবা ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন ও ব্রহ্মচারিণী-গমনাদি বিবিধ অপচারে উপদংশ রোগ জন্মে। ইহা পাঁচ প্রকার।

বাতিকোপদংশে, স্ফোট সকল কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাতে সূচীবেধবৎ বা ভেদবৎ যন্ত্রণা ও স্ফূর্তি (দপ্‌দপানি) বিদ্যমান থাকে।

পৈত্তিকোপদংশে, স্ফোট সকল পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত ক্লেদ ও দাহযুক্ত হয়।

রক্তজনিতোপদংশে, স্ফোট সকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তস্রাববিশিষ্ট হয়। ইহাতে পৈত্তিকোপদংশের লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে।

কফজনিতোপদংশে স্ফোট সকল বৃহদাকার, শুক্লবর্ণ, কণ্ডুবিশিষ্ট, সশোথ ও ঘনস্রাবযুক্ত হয়।

ত্রিদোষজ উপদংশে, প্রত্যেক দোষোক্ত স্রাব ও বেদনা বিদ্যমান থাকে। ইহা অসাধ্য।

অথোপদংশ-চিকিৎসা।

—:*:—

স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য মেঢ্রমধ্যে শিরাব্যধঃ।
জলৌকাপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধ্বাধঃশোধনং তথা॥
সদ্যো নির্হৃতদোষস্য রুক্‌শোথাবুপশাম্যতঃ।
পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ॥

উপদংশ (গরমি) রোগে প্রথমতঃ স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদপ্রদান করিয়া লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দোষের শান্তি হইলে, বেদনা ও শোথের উপশম হয়। যাহাতে উহা না পাকে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিবে। কারণ, পাকিয়া উঠিলে লিঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে॥

ত্রিফলার কাথ অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা ঔপদংশিক ক্ষত প্রক্ষালিত করিবে।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সা মসী মধুসংযুতা।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্॥
(নূতনস্থাল্যামপি সমভাগাং ত্রিফলাং শরাবেণ পিধায় দগ্ধব্যম্। তদ্ভস্ম মধুনা সংলীয়োপদংশে লেপঃ।)

একটি কটাহে বা স্থালী মধ্যে হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী সমভাগে রাখিয়া, উহার উপরি শরা চাপা দিয়া নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। উহা ভস্মীভূত হইলে, ঐ ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপদংশক্ষতে প্রলেপ দিলে, ক্ষত শুষ্ক হইবে।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-সরলাগুরুদারুভিঃ।
সরাস্নাকুষ্ঠপৃথ্বীকৈর্বাতকে লেপসেচনে॥

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও ছোট এলাইচ, ইহাদের কল্কে প্রলেপ দিলে, অথবা ইহাদের কাথ সেচন করিলে, বায়ুজনিত উপদংশক্ষত প্রশমিত হয়।

নিচুলৈরণ্ডবীজানি যবগোধূমশক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজে স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সংপ্রলেপয়েৎ ॥

বাতজ উপদংশে হিজলবীজ, এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতসংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

গিরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥

পৈত্তিক উপদংশে গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্যের কল্কে শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুনবেতসৈঃ।
সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥

পদ্ম, নীলোৎপল, মৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক উপদংশে প্রলেপ দিবে।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যায়া বা সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহঃ ॥
(অত্র পথ্যা গুড়ূচী ইতি শিবদাসঃ।)

শিলাপিষ্ট শিরীষছালের সহিত বা গুলঞ্চের সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, অথবা রসাঞ্জন ও মধু একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত উপদংশ বিনষ্ট হয়।

বব্বোলদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্‌ভবেন বা।
গুণ্ডনং নৃস্থিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্ ॥
লেপঃ পূগফলেনাশ্ব-মারমূলেন বা তথা।
সেবেন্নিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কৌপ্যমেব চ ॥
(গুণ্ডনমবচূর্ণনম্। নৃস্থি মনুষ্যকপালাস্থি।)

বাবলাপাতা চূর্ণ, দাড়িমের ত্বক্ চূর্ণ অথবা মনুষ্যের কপালাস্থি চূর্ণ উপদংশে দিলে উহা শুষ্ক হয়। সুপারি ফল বা করবীর মূল দ্বারা প্রলেপ দিলেও উপদংশের প্রশান্তি হয়। উপদংশ রোগির যবান্ন ভোজন ও কূপোদক পান নিত্য কর্ত্তব্য।

জয়াজাত্যশ্মমারার্ক-শম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্।
কৃতং প্রক্ষালনে কাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ ॥

উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে, জয়ন্তী, জাতী, করবী, আকন্দ বা সোন্দাল ইহাদের পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন করিবে।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভী রসাঞ্জনম্।
লাক্ষা গোময়নির্য্যাসস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ।
এভিস্তু পিষ্টৈস্তন্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ।
ব্রণাংশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দাহ এব চ ॥

দারুহরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত, শোথ ও দাহ নিবারিত হয়।

সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীর-শর্করেক্ষুমধূদকৈঃ।
অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা ॥

ঘৃত, দুগ্ধ, চিনির জল, ইক্ষুরস ও মধু মিশ্রিত জল ইহাদের দ্বারা অথবা বটাদির শীতল কাথ দ্বারা পিত্তজনিত উপদংশ-ক্ষত প্রক্ষালন করিবে।

শালাজকর্ণাশ্বকর্ণ-ধবাশ্বগন্ধিভিঃ কফোত্থিতম্।
সুরাপিষ্টৈর্ভিকর্দমৈঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ ॥

শাল, অসন, লতাশাল, ধব ও দারুচিনি এই সকল দ্রব্য, সুরায় পিষিয়া, তৈলের সহিত মিশ্রিত ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া কফজ উপদংশে প্রলেপ দিবে।

আরগ্বধাদিকাথেন পরিষেকঞ্চ কারয়েৎ ॥

আরগ্বধাদি গণের কাথ দ্বারা কফজ উপদংশ প্রক্ষালন করিবে।

নিম্বার্জ্জুনাশ্বথকদম্বশাল-জম্ববটোডুম্বরবেতসৈশ্চ।
প্রক্ষালনালেপঘৃতানি কুর্য্যাচ্চূর্ণং সপিত্তাস্রভবোপদংশে ॥

পিত্ত-রক্তজনিত উপদংশে নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বথছাল, কদম্বছাল, শালছাল, জামছাল, বটের ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল ও বেতসছাল, এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা পরিষেক, ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলেপন এবং এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া

তদ্দ্বারা ক্ষত প্রক্ষণ ও ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন ব্যবস্থা করিবে।

সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্।
লোধ্রং রসাঞ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা॥
হরেণুকৈলে চ তথা সমং সংহৃত্য চূর্ণয়েৎ।
তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্॥
পুটদগ্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা।
উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গেরিমাটী, তুঁতে, পুষ্পকাসীস (হীরাকস), সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, হরেণু ও এলাইচ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ ও বিসর্প নিবারিত হয়। হরিতাল ও মনঃশিলা যথানিয়মে পুটপাকে ভস্ম করিয়া লইতে হইবে।

করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা।
অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা রুক্ প্রলেপনাৎ।

করবীমূল জলে বাটিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে, উপদংশজনিত বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

পটোলনিম্বত্রিফলাগুড়ূচী-
ক্বাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাম্।
সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা
সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ॥

পটোলপত্র, নিম্বপত্র, ত্রিফলা, (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে অথবা খদির ও পীতশালের ছালের ক্বাথে গুগ্গুলু কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ নষ্ট হয়।

লেপঃ।

বিষতিন্দুং লৌহপাত্রে মলাক্তে নিম্বকদ্রবৈঃ।
ঘর্ষেৎ কৃষ্ণসুধামূলং প্রত্যেকং মাক্ষিকং দৃঢ়ম্॥
তুত্থং তদনু সূতঞ্চ লৌহদণ্ডেন তদ্যুতম্।
সর্ব্বং তদেকতাং যাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ॥
লেপে শুষ্কে পুনর্লেপং দদ্যাচ্ছুষ্কে পুনস্তথা।
শুষ্কং ন ভ্রংশয়েল্লেপং শুষ্কস্যোপরি দাপয়েৎ॥

মরিচা-ধরা লোহার পাত্রে লোহার দণ্ড দ্বারা কাগ্জি লেবুর রস দিয়া কুঁচিলা মর্দ্দন করিবে, পরে যথাক্রমে সিজমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে ও পারদ, সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া একীভূত করিবে। ইহাদের দ্বারা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগেই পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে, শুষ্ক প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না। এক প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগে অপর প্রলেপ দিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিলে রোগের শান্তি হয়।

ধূপঃ।

বদরীকর্কপামার্গত্বচো বাস্তুকষষ্টিকা
হিঙ্গুলঞ্চ সমক্ষেপ্যং ভাগং কৃত্বা চ মর্দ্দনম্।
ধোমকং কৃতং ক্ষয়েদুপদংশাদিকং ব্রণম্।

কুলের মূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাংমূল, বামুনহাটী ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া, তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে উপদংশ প্রভৃতি ক্ষত শুষ্ক হয়।

সিন্দূরং পারদং তুত্থং হরিতালং মনঃশিলা।
মুদ্রাশঙ্খং স্ফটী ক্ষারো বিড়ং টঙ্কণকং তথা॥
শ্বেতার্কমূলং মরিচং প্রত্যেকং মাষমাত্রকম্।
হিঙ্গুলং সার্দ্ধতোলঞ্চ সর্ব্বং ঘৃতবিমর্দ্দিতম্।
এভিঃ প্রধূপনং কুর্য্যাদ্ ব্রণং লিঙ্গসমুত্থিতম্॥

সিন্দূর, পারদ, তুঁতে, হরিতাল, মনঃশিলা, মুদ্রাশঙ্খ, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত আকন্দের মূল ও মরিচ প্রত্যেক ১ মাষা, হিঙ্গুল ।।০ তোলা, এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে ঔপদংশিক ক্ষত শুষ্ক হয়।

বরাদিগুগ্গুলুঃ।

বরানিম্বামৃতাব্যাঘ্র-খদিরাসনবাসকৈঃ।
চূর্ণিতৈস্তু গুগ্গুলুসমৈর্বটিকা অক্ষসম্মিতাঃ॥
কর্ত্তব্যা নাশয়ন্ত্যাশু সর্ব্বান্ লিঙ্গসমুত্থিতান্।
উপদংশানসৃগ্দোষাংস্তথা দুষ্টব্রণানপি॥

ত্রিফলা, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, শাল (পিয়াশাল) ও বাসক, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু; একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে উপদংশ, রক্তদুষ্টি ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

রসগুগ্‌গুলুঃ।

গ্রাহ্যঃ পাতনযন্ত্রেণ শুদ্ধশ্চন্দ্রসমো রসঃ।
রক্তিকাশতমেতস্য শর্করা ত্রিগুণা ভবেৎ॥
তত্তশ্চতুর্গুণো গ্রাহ্যো গুগ্‌গুলুর্মহিষাক্ষকঃ।
ঘৃতং রসসমং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যাস্তিস্রঃ প্রত্যহং দিনত্রয়ম্।
একাদশদিনৈরন্যা দেয়া একা দিনে দিনে॥
সপ্তাহদ্বয়মেবঞ্চ কারয়েদ্ ভিষজাং বরঃ
লবণং বর্জ্জয়েৎ পথ্যে পাদাদ্ধাশন মধ্যতঃ।
দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ।
মসূরস্যূপং সগুড়ং ব্যঞ্জনার্থং কল্পয়েৎ॥
পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্।
পুটপত্রীং কোকিলাক্ষং শাকার্থং ঘৃতভর্জ্জিতম্॥
শর্করা লবণস্থানে বেশবারে ধনীয়কম্।
লবঙ্গাজাজিহিঙ্গূনি ধান্যকং জীরকানি চ।
পাকার্থে সংপ্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষগ্বরৈঃ।
ভৈরবস্য রসস্যাস্যাঃ ক্রিয়া অত্র প্রযোজয়েৎ॥
রসগুগ্‌গুলুরেবং হি সর্ব্বান্ হিত্বাময়ানয়ম্।
কুষ্ঠোপদংশনামানং ব্রণং বাতাদিসংযুতম্।
কামদেবপ্রতিকাশশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ॥

পাতনযন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪০০ রতি, ঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার সেবনের নিয়ম পরোক্ত ভৈরব রসের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথম হইতে তিন দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া ও ৪র্থ দিবস হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া সেবনীয়। ১৪ দিনে সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হইবে। আহারের নিয়ম—১ম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক এবং তৎপরে পাদোন (৵০ আনা) পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসূরের ডাইলের যুষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে পুনর্নবা, পল্‌তা তিক্তপত্রী (কাঁক্‌রোল), গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কুলেখাড়া, এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে দিবে। লবণ আহার নিষিদ্ধ। লবণের পরিবর্ত্তে চিনি এবং অন্য বাট্‌নার পরিবর্ত্তে ধনের বাট্‌না ব্যবহার্য্য। অন্যান্য মস্‌লার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং, ধনে ও জীরক ব্যবহার করিতে হইবে। এবং ইহাতে ভৈরবরসোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপাল্য। রসগুগ্‌গুলু সেবন করিলে কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রণরোগের ধ্বংস হইয়া দেহের লাবণ্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

ভৈরবরসঃ।

শুদ্ধসূতং প্রদাতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্।
ত্রিগুণাং শর্করাং লৌহে নিম্বদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥
যামমাত্রং ততো দত্ত্বা চেচ্চৈতং খদিরচূর্ণকম্।
তত্তুল্যং ততঃ কুর্য্যান্মর্দ্দনাৎ কজ্জলোপমম্॥
বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যাঃ স্থাপ্যা গোধূমচূর্ণকে।
নিঃশেষনিঃসৃতা জায়া পিড়কাস্তাঃ কলেবরে॥
ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্য বলিং তস্মৈ প্রদায় চ।
বিধায় যোগিনীপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্য যত্নতঃ॥
বটিকাস্তাঃ প্রযোক্তব্যা ভিষজা জানতা ক্রিয়াম্।
দিবসত্রিতয়ং দদ্যাৎ তিস্রস্তিস্রো বিজানতা॥
চতুর্থাহাৎ সমারভ্য একৈকাং প্রযোজয়েৎ।
এবং চতুর্দ্দশদিনে নীরোগো জায়তে নরঃ॥
পথ্যং শর্করয়া সার্দ্ধমুষ্ণান্নং ঘৃতগন্ধি চ।
কুর্য্যাৎ সাকাঙ্ক্ষমুত্থানং সকৃদ্ ভোজনমিষ্যতে॥
জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ।
দুগ্ধং সহায়ং তু তৃষ্ণায়ামিক্ষুদাড়িমকাদিকম্॥
শৌচকার্য্যেঽপ্যুষ্ণবারি বাসসা প্রোঞ্ছনং দ্রুতম্।
বাতাতপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্ বিজানতা।
মুখরোগে তু সংজাতে মুখরোগহরী ক্রিয়া॥
শ্রমাধ্বভারাধ্যয়ন-স্বপ্নালস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
তাম্বূলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্॥
ক্রিয়া শ্লেষ্মহরী যুক্তা বাতপিত্তাবিরোধিনী।
লবণং বর্জ্জয়েদম্লং দিবানিদ্রাং তথৈব চ॥
রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব স্ত্রীমুখালোকনং তথা।
সপ্তাহদ্বয়মুৎক্রম্য স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ॥
পথ্যং কুর্য্যাদ্ধিতমিদং জাঙ্গলানাং রসাদিভিঃ।
ব্যায়ামাদ্যং বর্জ্জনীয়ং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ॥

এবং কৃতবিধানস্তু যঃ করোত্যেতদৌষধম্।
স এব পাপরোগস্থ পারং যাতি জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
পিড়কা বিলয়ং যান্তি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে।
রুজা চ প্রশমং যাতি গ্রন্থিশোথশ্চ শাম্যতি॥
অস্থ্নাং ভবতি দার্ঢ্যঞ্চ আমবাতশ্চ শাম্যতি।
ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোহয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্॥

শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ১০০ রতি শ্বেত খদির দিয়া মাড়িয়া কজ্জলবৎ করত ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা গুলি গোধূমচূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে, যখন দেখিবে উপদংশীর বিমজ্জন গাত্রে সমুদায় বণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়াছে, তৎকালে পূজাদি শুভকার্য্য করিয়া, এই ঔষধ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া সেবন করাইবে, চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ এক একটি করিয়া দিবে, এইরূপে ১৪ দিনে সমুদায় বটী নিঃশেষিত হইয়া রোগশান্ত হইবে। পথ্য—চিনি ও অল্প ঘৃত সংযুক্ত উষ্ণ অন্ন, হস্তামিত একবার আহার করিবে। জলপান বা জলস্পর্শ একবারে নিষিদ্ধ, অসহ্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণীয়। মলত্যাগান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গুহ্যদেশ মুছিয়া ফেলা উচিত। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একবারে বর্জ্জনীয়। বর্ষা বা শীত ঋতুই এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল। ইহাতে যদি মুখরোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তন্নাশক চিকিৎসা করিবে। পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বুল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক অথচ বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া বিধান করিবে। লবণ, অম্ল, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এই সমস্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এইরূপে সপ্তাহদ্বয় যাপন করিয়া পরে উষ্ণ জলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের রস আহার করা ব্যবস্থেয়। কিন্তু যাবৎ পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি আচরণ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নিয়মানুবর্ত্তী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পিড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ ও বলের বৃদ্ধি এবং অস্থি সকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

[illegible]।

রসো বঙ্গঞ্চ খদিরং হরীতক্যাশ্চ ভস্মকম্।
কোমলং কদলীভস্ম গুবাকফলভস্ম চ॥
প্রত্যেকং তোলকমানং হিঙ্গুলং হরিতালকম্।
গন্ধকং কুষ্ঠকং [illegible] তথা॥
[illegible] দেবদারু পতঙ্গং নাগকেশরং চ।
এষাং [illegible] প্রকল্পয়েৎ॥
[illegible] চূর্ণয়িত্বা [illegible] চাঙ্গেরিকাদ্রবৈঃ।
তুলসীপত্রজরসৈঃ পুরাতনগুড়েন চ॥
গুড়েন সহ যত্নেন কার্য্যা গুটিকা মাষসম্মিতাঃ।
সেবনাৎ [illegible] সমা॥
[illegible] চ [illegible]।
[illegible] পরিপূর্ণ [illegible]॥
মুখনাসাকর্ণাদিনিঃস্রাবমস্য নিবারয়েৎ।
শ্বেতে [illegible] নৈকজাং [illegible] প্রাতর্দিনত্রয়ম্॥
[illegible] পথ্যানি [illegible]।
গুরুলবণাম্লানি অপথ্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥
দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ।
[illegible] ব্রণাশ্চ পিড়কা অপি॥
[illegible] পঙ্গুতাদি চ।
[illegible] উপদংশশান্ত্যর্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শোধিত পারদ, বঙ্গভস্ম, শ্বেতখদির, হরীতকীভস্ম, কোমল কদলীফুল ভস্ম, সুপারিভস্ম প্রত্যেক এক তোলা; হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, কুড়, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বরকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ মাষ; এই সমুদায় একত্র ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন

গুড় ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬টি গুলি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার নিয়ম এই—রোগির মুখ নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর সমস্ত গাত্র শুক্ল বস্ত্রে আবৃত করিয়া এবং তাহার মধ্যে শরা প্রভৃতিতে নির্ধূম অঙ্গারাদি রাখিয়া তাহাতে উল্লিখিত একটি গুলি নিক্ষেপ করিবে, ইহার ধূম সর্ব্ব গাত্রে লাগিবে। পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হইলে ২টি অথবা ৪টি পর্য্যন্ত গুলির ধূম গ্রহণ করিবে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে এইরূপ ক্রিয়া করণীয়। এই ভাপরা দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রোগের শান্তি হয়। ভাপরা লওয়া শেষ হইলে উত্থিত ঘর্ম্ম সকল শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। এইরূপ তিন দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এক মাস সুপথ্য সেবন করিয়া অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। শাক, অম্ল, দধি, গুরু অন্ন ও পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য। তৃতীয় দিবসের পর উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই ধূমপ্রয়োগ দ্বারা ব্রণ, পিড়কা, শোথ, কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানা-রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রসশেখরঃ।

পারদঞ্চাহিফেনঞ্চ দ্বিমাদশকরক্তিকম্।
অয়ঃপাত্রে নিম্বকাষ্ঠে মর্দ্দয়েৎ তুলসীদ্রবৈঃ॥
তস্মিন্ সংমূর্চ্ছিতে দত্ত্বাদ্দরদং রসসম্মিতম্।
মর্দ্দয়েচ্চ তুলস্যৈব ততশ্চৈতানি দাপয়েৎ॥
জাতীকোষফলে চৈব পারসীয়যমানিকাম্।
আকারকরভঞ্চৈব দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকাং প্রতি॥
মর্দ্দয়েৎ তুলসীতোয়ৈরেতেষাং দ্বিগুণং শুভম্।
দত্ত্বাৎ খদিরসত্ত্বঞ্চ বটিকা চণকপ্রভা॥
সায়ং দ্বে দ্বে প্রযোজ্যে চ লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গলৎ কুষ্ঠং তথা স্ফোটান্ দুষ্টান্ গর্দ্দভিকামপি॥
যে স্যুর্ব্রণা নৃণামত্র উপদংশপুরঃসরাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সিদ্ধোঽয়ং রসশেখরঃ॥

পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি এই দুই দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ডে তুলসীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত হিঙ্গুল দুই রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তুলসীর রসে মাড়িবে, পশ্চাৎ জৈত্রী, জায়ফল, খোরাসানি যমানী ও আকরকরা প্রত্যেক ৩২ রতি, এই সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তুলসীর রসে মাড়িয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটি করিয়া প্রযোজ্য। লবণ ও অম্ল প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ইহাতে গলৎকুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ফোটকের শান্তি হয়।

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্।

ভূনিম্বনিম্বত্রিফলাপটোল-করঞ্জজাতীখদিরাসনানাম্।
সতোয়কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্বং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত ৪ সের। কাথ্য দ্রব্য—চিরতা, নিম্বপত্র, ত্রিফলা, পটোলপত্র, করঞ্জবীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অসনছাল প্রত্যেক এক সের, অর্থাৎ সমুদায়ে আট সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উল্লিখিত কাথ্য দ্রব্য সকলের প্রত্যেক এক পল অর্থাৎ সমুদায়ে এক সের। ইহাতে সকল প্রকার উপদংশ প্রশমিত হয়।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্।

করঞ্জনিম্বার্জ্জুনশালজম্বু-বটাদিভিঃ কল্ককষায়সিদ্ধম্।
সর্পির্নিহন্ত্যাপদংশদোষং সদাহপাকং স্রুতিরাগযুক্তং॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ—করঞ্জফল, নিম্বপত্র, অর্জ্জুন, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের প্রত্যেকের ছাল, এই সমুদায় মিলিত আট সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উল্লিখিত কাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত এক সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান ও ম্রক্ষণ করিলে দাহ, পাক, পূযাদি স্রাব ও রক্তিমাযুক্ত উপদংশ নষ্ট হয়।

অনন্তাদ্যং ঘৃতম্।

অনন্তামলকীদ্রাক্ষাঃ কাকোলাযুগলং বরীম্।
এলাদ্বয়ং বিদারীঞ্চ মধুকং মধুকং মুরাম ॥
ত্রিফলাং স্বর্ণপর্ণীঞ্চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
দশমূলং তালমূলীং ত্রিবৃতামিন্দ্রবারুণীম্ ॥
নীলিনীং শূকশিম্ব্যাশ্চ বীজং কর্ষপ্রমাণতঃ।
কল্কীকৃত্য পচেৎ প্রস্থে সর্পিষঃ সাম্বিবাম্ভসা ॥
ঘৃতমেতদনন্তাদ্যমুপদংশবিনাশনম্।
রসায়নং পরং বৃষ্যমস্রদোষনিসূদনম্ ॥

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের। অনন্তমূলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতাবরী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফল, যষ্টিমধু, মুরামাংসী, ত্রিফলা, সোণামুখী, গোক্ষুরবীজ, দশমূল, তালমূলী, তেউড়ীমূল, রাখালশশা, নীলিমূল ও আলকুশীর বীজ প্রত্যেক দুই তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে উপদংশ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন।

গোজীতৈলম্।

গোজীবিড়ঙ্গযষ্টী ভিঃ সর্বগন্ধৈশ্চ সংযুতম্।
এতৎ সর্বোপদংশেষু তৈলং রোপণমিষ্যতে ॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শেওড়াছাল (গোজিয়াশাক), বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু এবং গন্ধদ্রব্য সমস্ত যথা—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ এই সমস্ত মিলিত /১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল প্রয়োগে সকল প্রকার উপদংশ নিবারিত হয়।

কোশাতকীতৈলম্।

তিক্তকোশাতকীলম্বা-বীজং নাগরসাধিতম্।
তৈলং হন্ত্যবিশেষেণ ব্রণং দুষ্টমনেকধা ॥

তিতঝিঙ্গাবীজ, তিতলাউবীজ ও শুঁঠ মিলিত /১ সের; এই কল্ক ও ১৬ সের জল সহ /৪ সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিবিধ দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

আগারধূমাদ্যতৈলম্।

আগারধূমো রজনী সুরাকিট্টঞ্চ তৈস্ত্রিভিঃ।
ভাগোত্তরৈঃ পচেৎ তৈলং কণ্ডুশোথরুজাপহম্।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সাবর্ণ্যকরণং তথা ॥

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—গৃহের ঝুল এক পল ১ কর্ষ ৫ মাষা ৩ রতি, হরিদ্রা ২ পল ২ কর্ষ ১০ মাষা ৬ রতি, মদ্যবীজ ৩ পল ৩ কর্ষ ১৫ মাষা ৯ রতি, জল ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে উপদংশ হইতে পূযাদি নিঃসৃত হইয়া উহা শুদ্ধ ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত এবং শোথ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

জম্ব্বাদ্যং তৈলম্।

জম্ব্বাম্রবেতসপত্রাণি ধাত্রীপত্রং তথৈব চ।
নক্তমালস্য পত্রাণি তদ্বৎ পদ্মোৎপলানি চ ॥
এলা চাতিবিষাম্রাস্থি মধুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ।
লাক্ষা কালীয়কং লোধ্রং চন্দনং বিবৃতাহ্বয়া ॥
এতৈস্তৈলং পচেদ্বস্তমূত্রেণ [illegible]।
[illegible] বিশোধয়েৎ।
উপদংশহরং শ্রেষ্ঠং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—জামপাতা, বেতসপাতা, আমলকীর পাতা, ডহরকরঞ্জার পাতা, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের আঁটি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালিয়ককাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা; ছাগমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার ব্রণ ও উপদংশ নিবারিত হয়।

অথ লিঙ্গার্শোলক্ষণম্।

অঙ্কুরৈরিব সঞ্জাতৈরূপর্য্যুপরিসংস্থিতৈঃ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা ॥

কোষস্থাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধিগতাপি বা।
লিঙ্গবর্ত্তিরিতি খ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে।
অবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা॥

লিঙ্গের উপরি মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি সংস্থিত ও কুক্কুটের চূড়ার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শঃ বলে। এই রোগ কোষাভ্যন্তর সন্ধিতে বা লিঙ্গপর্ব্বের সন্ধিতে উৎপন্ন হয়। ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

অথ লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসা।

অর্শসাং ছিন্নদগ্ধানাং ক্রিয়া কার্য্যোপদংশবৎ॥

উপযুক্ততা অনুসারে লিঙ্গার্শঃ ছিন্ন বা দগ্ধ করিয়া, উপদংশের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

স্বর্জ্জিকাতুত্থশৈলেয়মঞ্জনং সরসাঞ্জনম্।
মনঃশিলালে চ সমং চূর্ণং মাংসাঙ্কুরাপহম্॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল এই সকল চূর্ণ প্রয়োগ করিলে লিঙ্গার্শঃ নষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

উপদংশরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দিবিরেকৌ প্রজননানাড়ী-বেধো জলৌকঃপরিপাতনঞ্চ।
সেকঃ প্রলেপো যবশালয়শ্চ ধন্বামিষং মুদ্গরসো ঘৃতানি॥
কঠিল্লকং শিগ্রুফলং পটোলং শালিঞ্চশাকঞ্চ নবমূলকঞ্চ।
তিক্তং কষায়ং মধু কূপবারি তৈলঞ্চ হন্ত্যুপদংশরোগম্॥

বমন, বিরেচন, শিশ্নমধ্যে শিরাবেধ, জলৌকাবচারণ (জোঁক লাগান) পরিষেচন, প্রলেপন, যব, শালিধান্য, ধন্বদেশজ মাংস, মুগের যূষ, ঘৃত, পুনর্নবা, শজিনাফল, পটোল, শালিঞ্চ-শাক, কচিমূলা, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, মধু, কূপজল ও তৈল এই সকল উপদংশ রোগের শান্তিকারক।

উপদংশরোগেঽপথ্যানি।

দিবানিদ্রাং মূত্রবেগং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং গুড়ম্।
ব্যায়ামমম্লং তক্রঞ্চ ত্যজেদুপদংশবান্॥

দিবানিদ্রা, মূত্রবেগধারণ, গুরুদ্রব্যভক্ষণ, স্ত্রীসহবাস, গুড়, ব্যায়াম, অম্লদ্রব্য এবং তক্র, এই সমস্ত উপদংশরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উপদংশাধিকারঃ।

অথ শূকদোষাধিকারঃ।

অথ শূকদোষ-নিদানম্।

অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং যোঽভিবাঞ্ছতি মূঢধীঃ।
ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি শূকাদি লিঙ্গবর্দ্ধক পদার্থের প্রলেপ দ্বারা লিঙ্গবৃদ্ধি বাঞ্ছা করে, তাহার শূকজনিত ১৮ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। (শূক, জলের মলজ বিষজন্তু বিশেষ।)

অথ শূকদোষ-চিকিৎসা।

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্
জলৌকোভিস্তরেদ্রক্তং হরয়েল্লঘু ভোজয়েৎ॥

সকল প্রকার শূকদোষেই বিষনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং বিরেচন ও লঘু ভোজন প্রশস্ত।

গুগ্গুলুং পায়য়েচ্চাপি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্।
ক্ষীরেণ লেপসেকাংশ্চ শীতলেন চ কারয়েৎ॥

শূকদোষে ত্রিফলার ক্বাথ সহ গুগ্গুলু সেবন এবং দুগ্ধ সহ শীতল প্রলেপ ও পরিষেক হিতকর।

সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ।
তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ ব্রণরোপণম্॥
ক্রিয়েয়মধিমন্থেঽপি রক্তং স্রাব্যং তথোভয়োঃ।
অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ॥

শূকদোষে লিঙ্গাগ্রে যে ১৮ প্রকার পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পিড়কা পৃথক্ পৃথক্ দোষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বলা হইতেছে—সর্ষপী নামক পিড়কা শেওড়া, ডুমুর প্রভৃতি কর্কশ পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রদান করিবে এবং ঐ সকল কষায় দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া ক্ষত রোপণার্থ সেই তৈল মাখাইবে। অধিমন্থ নামক পিড়কাতেও এই সকল ক্রিয়া করিবে। উভয় পিড়কাতেই রক্তমোক্ষণ আবশ্যক। অষ্ঠীলা নামক পিড়কায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুম্ভীকায়াং হরেদ্রক্তং পক্কায়াং শোধিতে ব্রণে।
[illegible] লেপনম্॥

কুম্ভীকানামক পিড়কায় অপক্কাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে। পাক পাকিলে পূযাদি নিঃসারণ করিয়া, ত্রিফলা ও লোধের প্রলেপ দিবে এবং ক্ষতপূরণার্থ, ঐ সকলের কাথে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অলজ্যাং হরেদ্রক্তমেবমেব ক্রিয়াক্রমঃ।
স্বেদয়েদ্ গ্রথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥

অলজীনামক পিড়কায় রক্তমোক্ষণ করিয়া কুম্ভীকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গ্রথিত নামক পিড়কা তৈল দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে নাড়ীস্বেদ দিবে এবং কফনাশক দ্রব্যের রস তৈল দ্বারা সুস্নিগ্ধ ও অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। (বেণার মূল, গুলঞ্চ, এরণ্ড, [illegible], মূলক ও সর্ষপ প্রভৃতি চরকোক্ত স্বেদন দ্রব্য সকল একটি হাঁড়িতে রাখিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। হাঁড়ির মুখে একখানি সরা চাপা দিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। বাষ্প-উত্থিত হইলে, নল দ্বারা পীড়া স্থানে সেই বাষ্পের স্বেদ দিবে। ইহাই নাড়ীস্বেদ।)

উত্তমাখ্যাস্তু পিড়কাং সংছিদ্য বড়িশোদ্ধৃতাম্।
কল্কচূর্ণৈঃ কষায়াণাং ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ॥

উত্তমাখ্য পিড়কা বড়িশযন্ত্র দ্বারা তুলিয়া ছেদন করিবে। পরে উহাতে হরীতক্যাদি এবং বটাদি কষায় দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করীমূঢ়য়োর্হিতঃ।
ত্বক্‌পাকে স্পর্শহান্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ।
বলাতৈলেন কোষ্ণেন মধুরৈশ্চোপনাহয়েৎ॥

পুষ্করী, মূঢ়, ত্বক্‌পাক ও স্পর্শহানি নামক পিড়কার চিকিৎসা, পিত্ত-বিসর্পোক্ত চিকিৎসার ন্যায় জানিবে। মৃদিত নামক শূকরোগে ঈষদুষ্ণ বলাতৈলের পরিষেক এবং কাকোল্যাদি মধুর গণের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শতপোনকে।
পৃথক্‌পর্ণ্যাদিসিদ্ধঞ্চ তৈলং দেয়মনন্তরম্॥
(পৃথক্‌পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা। কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাত্তিষজা রোপণে ঘৃত ইতি॥ অত্র সিতা শর্করেতি চক্রঃ। শ্বেতদূর্ব্বেতি ব্রহ্মদেবঃ। এতচ্চ ঘৃতং তৈলং বা পৃথক্‌পর্ণ্যাদিনা কাথেন কল্করূপেণ চ সাধ্যমিতি বদন্তি।)

শতপোনক রোগে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া শোধক (পটোল ত্রিফলাদি) ও রোপক (ন্যগ্রোধছাল ত্রিফলাদি) রসক্রিয়া করিবে এবং পৃশ্নিপর্ণী, আলকুশী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র, চিনি (মতান্তরে শ্বেত দূর্ব্বা) ও কাকোল্যাদিগণ ইহাদের যথাযোগ্য কাথ ও কল্ক সহ যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্ব্বুদে॥
রক্তার্ব্বুদের চিকিৎসা রক্তবিদ্রধির ন্যায়।

কষায়কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্।
শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ॥

পূযাদি-নিঃসারণ ও ক্ষতরোপণার্থ কষায় দ্রব্যের কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, তৈল, চূর্ণ ও রসক্রিয়া যথাযথ ব্যবহার করিবে।

অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্॥

শূকরোগ সমস্তের মধ্যে অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এইগুলি দুশ্চিকিৎস্য; ইহা জানাইয়া পরে চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বেষাং শূকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ।
উপদংশাধিকারোক্তমৌষধং শূকদোষতঃ॥

শূকদোষজাত যাবতীয় পীড়ায় ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং উপদংশাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

দার্ব্বীতৈলম্।

দার্ব্বীসুরসযষ্ট্যাহ্ব-গৃহধূমনিশাযুগৈঃ।
তৈলমভ্যঞ্জনে পানে মেঢ্ররোগং নিবারয়েৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—দারুহরিদ্রা ২ ভাগ, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহের ঝুল ও হরিদ্রা মিলিত ৴১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল শূকদোষজাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

শূকদোষরোগে পথ্যানি।

লেপো বিরেকোঽস্রমোক্ষঃ সর্পিঃপানঞ্চ শালয়ঃ।
যবা জাঙ্গলমাংসানি মুদ্গযূষকঠিল্লকম্॥
পটোলং শিগ্রুকর্কোটং পক্বং বালমূলকম্।
বেত্রাগ্রমাঢ়কফলং দাড়িমং সৈন্ধবং বরা॥
কূপোদকং গন্ধসারঃ কস্তূরী হিমবালুকা।
তক্রং কষায়তৈলঞ্চ স্যাৎ পথ্যং শূকরোগিণাম্॥

প্রলেপন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, ঘৃতপান, শালিধান্য, যব, জাঙ্গলমাংস, মুগের যূষ, করলা, পটোল, সজিনা, কাঁকরোল, রক্তচন্দন, কাঁচা মূলা, বেত্রাগ্র, পলাশবীজ, দাড়িম, সৈন্ধব, ত্রিফলা, কূপজল, শ্বেতচন্দন, কস্তূরী, কর্পূর, তক্র, কষায়দ্রব্য এবং তৈল, এই সমস্ত শূকদোষরোগির হিতকর।

শূকদোষরোগেঽপথ্যানি।

মূত্রবেগং দিবানিদ্রাং ব্যায়ামং মৈথুনং গুড়ম্।
বিদাহি গুরু তক্রঞ্চ শূকদোষাময়ী ত্যজেৎ॥

মূত্রবেগধারণ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, গুড়, বিদাহিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য এবং তক্র এই সকল শূকদোষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শূকদোষাধিকারঃ।

অথ কুষ্ঠাধিকারঃ।

অথ কুষ্ঠ-নিদানম্।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্॥
ব্যায়ামমতিসন্তাপমতিভুক্ত্বা নিষেবিণাম্।
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্॥
অজীর্ণাধ্যশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্।
নবান্নদধিমৎস্যাতি-লবণাম্লনিষেবিণাম্॥
মাষমূলকপিষ্টান্ন-তিলক্ষীরগুড়াশিনাম্।
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা॥
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ॥
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ॥
কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্‌দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ।
সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকত্বতঃ॥
অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শ-স্বেদাস্বেদবিবর্ণতাঃ।
দাহঃ কণ্ডূস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতিভ্রমঃ॥
ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ।
রূঢ়ানামপি রূক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনম্।
রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্।
কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রূক্ষং পরুষং তনু।
কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্।
রুগ্দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরম্।
উড়ুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌড়ুম্বরং বদেৎ॥
শ্বেতং রক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্।
কৃচ্ছ্রমন্যোন্যসংযুক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে॥
কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্।
যদৃষ্যজিহ্বাসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতে॥
সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্।
সোৎসেধঞ্চ সরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে॥
শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়শ্চোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমম্॥
যৎ কাকণন্তিকাবর্ণং সপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎ কুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥
অস্বেদনং মহাবাস্তু যন্মৎস্যশকলোপমম্।
তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহলং হস্তিচর্ম্মবৎ॥
শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্॥
বৈপাদিকং পাণিপাদ-স্ফুটনং তীব্রবেদনম্।
কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতম্॥
সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম্।
রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং যদ্দলত্যপি।
তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং সংস্পর্শাসহমুচ্যতে॥

সূক্ষ্মা বহ্ব্যঃ পিড়কাঃ স্রাববত্যঃ
পামেত্যুক্তাঃ কণ্ডূমত্যঃ সদাহাঃ।
সৈব স্ফোটৈস্তীব্রদাহৈরুপেতা
জ্ঞেয়া পাণ্যোঃ কচ্ছুরুগ্রা স্ফিচোশ্চ॥

স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ॥
রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্।
সকণ্ডূঃ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা॥
কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং দারুণং ভবেৎ।
নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ম্॥
বাতাদ্রূক্ষারুণং পিত্তাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ।
সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাচ্ছ্বেতং ঘনং গুরু॥
সকণ্ডূরং ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ।
বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্॥
প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

মিলিত ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় এবং দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, উপস্থিত বমনের ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের অতিসেবন, আতপক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণে ভোজন, অধ্যশন, বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের পর অহিতাচার-করণ এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন দধি মৎস্য অতিশয় লবণ অম্ল মাষকলাই মূলা পিষ্টান্ন তিল ক্ষীর ও গুড় ভোজন, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে মৈথুনকরণ, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান এবং অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক্ (ত্বগ্‌গত রস) রক্ত মাংস ও লসীকাকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দূষ্যচতুষ্টয়, এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠরোগের উপাদান সামগ্রী।

মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সমুদায়ে আঠার প্রকার কুষ্ঠ।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাত প্রকারে পরিগণিত হয়। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। দোষভেদে ইহারা সাত প্রকার হইলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ আঠার প্রকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অঙ্গবিশেষ অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক ঘর্ম্মনির্গম বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডু (চুলকানি, শুড়্‌শুড়ানি, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি), অঙ্গবিশেষের স্পর্শশক্তি-হানি, সূচীবেধবৎ পীড়া, বরটী (বোল্‌তা) দংশনজ শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ, শ্রম, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকালস্থিতি এবং অল্প কারণেই প্রকোপ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণস্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

সপ্ত মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল নামক কুষ্ঠ, কিয়দংশ-কৃষ্ণবর্ণ ও কিয়দংশ-অরুণবর্ণ কপালের (খাপ্‌রার) আভাবিশিষ্ট হয়। ইহা রুক্ষ, খরস্পর্শ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে ত্বক্ পাত্‌লা হইয়া থাকে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

ঔড়ুম্বর নামক কুষ্ঠ, উড়ুম্বর-ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা রক্তবর্ণ ও বেদনা-দাহ-কণ্ডু-যুক্ত, এই কুষ্ঠে ব্যাধি-স্থানের রোম সকল পিঙ্গলবর্ণ হয়।

মণ্ডল নামক কুষ্ঠ, কতক শ্বেতবর্ণ, কতক রক্তবর্ণ। ইহা স্থায়িভাবাপন্ন, আর্দ্র, স্নিগ্ধ (তৈলাক্তবৎ চক্‌চকে), উন্নত, মণ্ডলাকার ও পরস্পর মিলিত। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি।

ঋষ্যজিহ্ব নামক কুষ্ঠ, ঋষ্যের অর্থাৎ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যে শ্যাববর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়।

পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠ, পুণ্ডরীক দলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার প্রান্তভাগ সশ্বেত রক্তবর্ণ, মধ্যভাগ সশ্বেত আরক্তবর্ণ। ইহা উন্নতাকার।

সিধ্ম নামক কুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায়, ইহা শ্বেত লোহিতাত্মক ও পাত্‌লা চর্ম্মবিশিষ্ট, ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ সকল নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধি প্রায় বক্ষঃস্থলেই বাহুল্যরূপে হইতে দেখা যায়। (সিধ্ম—ছুলীবিশেষ)।

কাকণ নামক কুষ্ঠ, কাকণন্তীর (কুঁচের) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ ও অন্তে লোহিত। ইহা ত্রিদোষজ, পাকবিশিষ্ট ও তীব্রবেদনাযুক্ত। কাকণ কুষ্ঠ অসাধ্য।

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা মহাবাস্তু অধিকার করিয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায়, অর্থাৎ চক্রাকার ও অন্তর সদৃশ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। (একশব্দের অর্থ মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাকে এককুষ্ঠ বলে।)

যে কুষ্ঠ, হস্তিচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহাকে চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক ক্ষত স্থানের ন্যায় খরস্পর্শ, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠে হাত ও পা ফাটিয়া যায় এবং তীব্রবেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহিয়া থাকে।

যাহা কণ্ডুবিশিষ্ট রক্তবর্ণ স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে।

যে উন্নত মণ্ডলাকার কুষ্ঠ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত, তাহাকে দদ্রু-মণ্ডল কহে।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবৎ বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ডূযুক্ত, স্ফোটকব্যাপ্ত ও স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রাবান্বিত সদাহ কণ্ডূবিশিষ্ট পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) কহে। এই পামাই পাকিয়া তীব্রদাহযুক্ত স্ফোটক-ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে কচ্ছু (খোস্) কহে। ইহা হস্তে ও নিতম্বে বাহুল্যভাবে হইয়া থাকে। পামা ও কচ্ছু একজাতীয় কুষ্ঠ।

শ্যাব বা অরুণবর্ণ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে।

রক্ত বা শ্যাববর্ণ, দাহ ও বেদনান্বিত, বহু ব্রণকে শতারুঃ কহে। (অরুস্ শব্দের অর্থ ব্রণ)।

বিচর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্রকুষ্ঠ, শ্যাববর্ণ, স্রাবযুক্ত এবং কণ্ডূ ও পিড়কাবিশিষ্ট; বিচর্চ্চিকাই পাদজাত হইলে, বিপাদিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্বিত্র (ধবল) রোগ। কুষ্ঠ ও শ্বিত্র এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক, চিকিৎসাও একবিধ, এজন্য শ্বিত্ররোগ কুষ্ঠাধিকারে লিখিত হইয়াছে। উভয়ের প্রভেদ এই—কুষ্ঠ সান্নিপাতিক, শ্বিত্র পৃথক্ পৃথক্ দোষে উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ, রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে, শ্বিত্র কেবল রক্ত মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রাব হয়, কিন্তু শ্বিত্র অস্রাবী। শ্বিত্র অরুণবর্ণ হইলে তাহাকে কিলাস কহে।

বাতজনিত শ্বিত্র, রুক্ষ ও অরুণবর্ণ, পৈত্তিক শ্বিত্র, তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত, অন্তে লোহিত বর্ণ এবং দাহযুক্ত ও রোমনাশক; কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ ঘন গুরু ও কণ্ডূযুক্ত। এই অরুণাদি বর্ণ দ্বারা শ্বিত্র রোগের রক্তাদি অধিষ্ঠানও বুঝিবে, অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অরুণবর্ণ, মাংসাশ্রিত তাম্রবর্ণ ও মেদোগত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ হয়। রক্তাদি অধিষ্ঠান-ভেদে দোষজ শ্বিত্র বা ব্রণজ শ্বিত্র ক্রমান্বয়ে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, রোগির বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার, এই সকল কারণে কুষ্ঠ জ্বর রাজযক্ষ্মা নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ্-উঠা) এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজাদি রোগ সকল, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ এই সকল রোগ সংক্রামক।

অথ কুষ্ঠ-চিকিৎসা।

কন্যাকোটিপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে।
বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে যৎফলং কুষ্ঠনাশনে॥
গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেন চ।
বৃষোৎসর্গে চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥

কোটি কন্যা সম্প্রদান করিলে, গঙ্গাতে পিতৃতর্পণ করিলে, অথবা বিশ্বেশ্বরপুরী কাশীধামে বাস করিলে, মানব যে পুণ্য লাভ করে, কুষ্ঠরোগিকে ব্যাধিমুক্ত করিলেও চিকিৎসকের সেই পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কোটি সংখ্যক গোদানে বা শত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনে, কিংবা বৃষোৎসর্গে যে পুণ্য জন্মে, কুষ্ঠরোগ বিনাশ করিলেও তদ্রূপ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

সর্পির্বাতোত্তরে কুষ্ঠে বমনং শ্লেষ্মসম্ভবে।
পৈত্তে বিরেচনং শস্তং তথা শোণিতমোক্ষণম্॥

বাতোল্বণ কুষ্ঠে ঘৃতপান, শ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠে বমন এবং পিত্তোল্বণ কুষ্ঠে বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত।

যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাম্।
সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেৎ তেষাম্॥

রক্তগত দোষের নিষ্কাশন ও বমন এবং বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠের সংশুদ্ধি করিয়া কুষ্ঠোক্ত প্রলেপ ব্যবহার করিলে রোগের শীঘ্র উপশম হয়।

পথ্যাকরঞ্জসিদ্ধার্থ-নিশাবল্গুজসৈন্ধবৈঃ।
বিড়ঙ্গসহিতৈঃ পিষ্টৈর্লেপো মূত্রেণ কুষ্ঠনুৎ॥

হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সোমরাজীভবং চূর্ণং শৃঙ্গবেরসমন্বিতম্।
উদ্বর্ত্তনমিদং হন্তি কুষ্ঠমগ্র্যং কৃতাস্পদম্॥

সোমরাজী চূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে প্রবৃদ্ধ কুষ্ঠও বিনষ্ট হয়।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈল-
মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ।
(তৈলং সার্ষপং কুষ্ঠহরং স্যাদিতি চক্রটীকা।)

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দআঠা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো
গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ॥

ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গৈড়গজকুষ্ঠ-নিশাসিন্ধূত্থসর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোঽয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধব লবণ ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

তুল্যো রসঃ শালতরোস্তুষেণ সচক্রমর্দ্দোঽপ্যভয়াবিমিশ্রঃ।
পানীয়ভক্তেন তদম্লপিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পান্তাভাত) এই সকল দ্রব্য আমানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু নিবারিত হয়।

দূর্ব্বাভয়াসৈন্ধবচক্রমর্দ্দ-কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকতক্রপিষ্টাঃ।
এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলাং কণ্ডূঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র, এই সকল দ্রব্য কাঁজি বা তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল কণ্ডূ ও দদ্রু নিবারিত হয়।

প্রপুন্নাড়স্য বীজানি ধাত্রীসর্জ্জরসস্নুহাঃ।
সৌবীরপিষ্টং দদ্রূণামেতদুদ্বর্ত্তনং পরম্
(স্নুহায়াঃ ক্ষীরমন্যে মূলমাহুরিতি চক্রটীকা।)

চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধুনা ও সীজ আঠা (মতান্তরে সিজমূল) এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ইহা দদ্রু রোগের শ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তন।

চক্রমর্দ্দকবীজানি জীরকঞ্চ সমাংশকম্।
স্তোকং সুদর্শনামূলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনম্॥
(স্তোকং সুদর্শনামূলমিতি মিলিতচক্রমর্দ্দকজীরকাপেক্ষয়া পাদিকমিতি চক্রটীকা)

চাকুন্দেবীজ ও জীরা প্রত্যেক সমভাগে এবং উভয়ের চতুর্থাংশ পদ্মগুলঞ্চের মূল এই দ্রব্যত্রয়, জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

লেপনাদ্ভক্ষণাচ্চৈব তৃণকং দদ্রুনাশনম॥

তিলাঘাস (চীনে ধান) পেষণ করিয়া লেপন বা ভক্ষণ করিলে দাদ্ ভাল হয়।

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈঃ।
ক্রিমিসিধ্মদদ্রুমণ্ডলকুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ॥
(অত্র বিশিষ্টদ্রবানুক্তত্বাদ্ গোমূত্রমেব কুষ্ঠহরত্বাৎ গ্রাহ্যমিতি বদন্তি। অপরে তু সৌবীরশব্দস্য কাঞ্জিকার্থতাং পরিকল্প্য তেনৈব পেষণমিত্যাহুরিতি চক্রটীকা।)

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধব, সৌবীরাঞ্জন শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে (কেহ কেহ সৌবীর শব্দের কাঁজি অর্থ করিয়া তদ্দ্বারা) বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্রিমি, সিধ্ম (ছুলী), দাদ্ ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ সৌবীরেণ প্রপেষিতম্।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ॥
(কাসমর্দ্দেতি সৌবীরেণ পিষ্ট্বা রাত্রৌ স্থাপ্যম প্রাতশ্চ অকাক-রুতে লেপো বিধেয় ইত্যুপদিশন্তি।)

কালকাসুন্দার মূল কাঁজিতে বাটিয়া পর্য্যুষিত করত প্রত্যূষে [কাক ডাকার অগ্রে] প্রলেপ দিলে দাদ্ ও কিটিম নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

এড়গজাতিলসর্ষপকুষ্ঠ-মাগধিকালবণত্রয়মস্তু।
পূতি কৃতং দিবসত্রয়মেতদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকদদ্রুককুষ্ঠম্॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিট্লবণ এই সকল

দ্রব্য ৩ দিন দধির মাতে ভিজাইয়া রাখিয়া দুর্গন্ধ হইলে তদ্দ্বারা বিচর্চ্চিকায় ও দদ্রুতে প্রলেপ দিবে। তাহাতে উক্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

পারদঃ শঙ্খগন্ধঞ্চ শিলা চোত্তরবারুণী।
প্রপুন্নাড়শ্চ সর্পাক্ষী মেঘনাদাগ্নিলাঙ্গলী॥
ভল্লাতং গৃহধূমঞ্চ মুনিগুঞ্জা স্নুহীপয়ঃ।
অরিষ্টঞ্চ গুড়ঃক্ষৌদ্রং বাগুজীবীজতুল্যকম্॥
গোমূত্রৈরারনালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।
দদ্রুমণ্ডলকণ্ডুশ্চ বিচর্চ্চিঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, শঙ্খভস্ম, গন্ধক, মনছাল, রাখাল-শশার মূল, চাকুন্দেবীজ, গন্ধনাকুলী, পলাশ-বীজ, চিতা, ঈশলাঙ্গল, ভেলার মুটী, গৃহের ঝুল, বকমূল, কুঁচ, সিজের আঠা, নিমছাল, পুরাতন গুড়, মধু ও সোমরাজী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে কিংবা কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু মণ্ডল, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ॥

সোনালপাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম (ছুলী) নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চক্রাহ্বয়ং সুহীক্ষীর-ভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিৎ তু লেপনং কিটিমাপহম্॥

চাকুন্দেবীজ, সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া তাহা গোমূত্রে বাটিয়া সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপাস্তথা রজনী।
এতৎ কেশরষষ্ঠং নিহন্তি বহুবার্ষিকং সিধ্ম॥
নীলকুরণ্টিকপত্রস্বরসেনালিপ্য গাত্রমতি বহুশঃ।
লিম্পেন্মূলবীজৈঃ পিষ্টৈস্তক্রেণ সিধ্মনাশায়॥

কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপে বহু বর্ষের সিধ্মও প্রশমিত হয়। নীলঝাঁটী-পাতার রস পুনঃপুনঃ গাত্রে মাখিয়া তক্রপেষিত মূলা-বীজের প্রলেপ দিলে সিধ্ম প্রশমিত হয়।

কাসমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ।
গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মানাং পরমৌষধম্॥
(উপদেশাৎ কাঞ্জিকপিষ্টৈর্লেপঃ)।

কালকাসুন্দার বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক-চূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সিধ্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্।
সিধ্ম নাশং ব্রজত্যাশু কটুতৈলযুতেন চ॥

গন্ধকচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ, সর্ষপতৈলে মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে আশু সিধ্মরোগ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়।

শিখরিরসেন সুপিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপতঃ সিধ্মম্।
ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি॥

মূলার বীজ, অপামার্গের রসে কিংবা কদলীর ক্ষারোদকে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা চূর্ণ মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনষ্ট হয়।

দার্ব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ।
তাম্বূলপত্রং সর্ব্বাণি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্॥
শঙ্খচূর্ণস্ত শাণং স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র বারিণা।
প্রলেপয়েৎ প্রলেপোহয়ং সিধ্মনাশন উত্তমঃ॥

দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেব-দারু ও পান প্রত্যেক ২ তোলা, শঙ্খভস্ম ॥০ তোলা, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

সলিলে চাম্রপেশী তু কিঞ্চিৎসৈন্ধবসংযুতা।
তাম্রপাত্রে বিনিঘৃষ্টা লেপাচ্চর্ম্মদলাপহা॥

অল্পপরিমিত সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত আমচুর, তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে চর্ম্মদল নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

সলিলেন তু শুষ্কাণি ঘৃষ্ট্বা ধাত্রীফলানি চ।
করাভ্যাং সুখমাপ্নোতি নরশ্চর্ম্মদলান্বিতঃ॥

শুষ্ক আমলকী জলে ফেলিয়া তাহা কর-দ্বয়ে মর্দ্দন করিবে। সেই জল চর্ম্মদল নামক

কুষ্ঠে মাখাইলে রোগী সেই কুষ্ঠ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা-ত্রিফলা-লাক্ষা-লাঙ্গলী-রাত্রিগন্ধকৈঃ।
চূর্ণিতৈস্তৈলমাদিত্য-পাকং পামাহরং পরম্॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক, ইহাদের কল্কের সহিত তৈল সূর্য্যপক্ব করিয়া, সেই তৈল মাখিলে পামা বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবং চক্রমর্দ্দশ্চ সর্ষপাঃ পিপ্পলী তথা।
আরনালেন সংপিষ্টাঃ পামাকণ্ডুহরাঃ পরাঃ॥

সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দেবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পামা ও কণ্ডু প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ম্।
পিবেন্নরঃ কামচারী কচ্ছুপামাবিনাশনম্॥

২ পল গোমূত্রে ৮ মাষা হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কচ্ছু ও পামা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

শোথপাণ্ড্বাময়হরী গুল্মমেহকফাপহা।
কচ্ছুপামাহরা চৈব পথ্যা গোমূত্রসাধিতা॥

গোমূত্রে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া সেই হরীতকী খাইলে শোথ, পাণ্ডু, মেহ, কচ্ছু ও পামা নিবারিত হয়।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণং
রবিকিরণসুতপ্তং পামলো যঃ পলৈকম্।
ত্রিদিনতদনুষিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং
ভবতি কনকগৌরঃ কামযুক্তো মনুষ্যঃ॥

৪ তোলা গন্ধকচূর্ণ, কটুতৈলে মিশ্রিত ও সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহা ভক্ষণ বা গাত্রে প্রলেপন করিলে তিন দিনের মধ্যে পামা (চুলকনা) প্রশমিত হইয়া শরীর কন্দর্পের ন্যায় হয়। পথ্য—দুগ্ধ।

সিন্দুরমরিচচূর্ণং মহিষনবনীতসংযুতং বহুশঃ।
লেপাদ্ধন্তি পামাং তৈলং করবীরসিদ্ধং বা॥

মেটেসিন্দুর ও মরিচচূর্ণ, মাহিষ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার প্রলেপ দিলে, অথবা করবীর-মূলের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে পামা নিবারিত হয়।

অবল্গুজং কাসমর্দ্দং চক্রমর্দ্দং নিশাযুগম্।
মাণিমন্থঞ্চ তুল্যাংশং মস্তুকাঞ্জিকপেষিতম্।
কণ্ডুং কচ্ছুং জয়ত্যুগ্রাং সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্॥

সোমরাজী, কালকাসুন্দার বীজ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া দধির-মাতে বা কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও কচ্ছু প্রশমিত হয়।

কোমলসিংহাস্যদলং সনিশং সুরভীজলেন সংপিষ্টম্।
দিবসত্রয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছুং বিলেপনতঃ॥

কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা, গোমূত্রে বাটিয়া তিনদিন বারংবার প্রলেপ দিলে কচ্ছু নষ্ট হয়।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ॥

রোগির গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোন্দাল পত্র কাকমাচীপত্র ও করবীপত্র, তক্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবশিবার্শশরেখাসর্ষপকরঞ্জরজনীভিশ্চ।
গোজলপিষ্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জবীজ ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠনাশ হয়।

বিষবরুণহরিদ্রাচিত্রকাগারধূম-
মনলমরিচদূর্ব্বাক্ষারমর্কস্নুহীভ্যাম্।
দহতি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষ-চ্ছক্রহস্তাদ্ বিমুক্তম্॥

মিঠাবিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতা, ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দুর্ব্বা এই সকল দ্রব্য, আকন্দের ও সিজের আঠায় পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নানা প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

স্নুক্‌কাণ্ডে সর্ষপাৎ কল্কঃ করীষানলপাচিতঃ।
লেপাদ্ বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ত্রপাম্॥

সীজের ডাল চিরিয়া, তাহার এক খণ্ডের মধ্যভাগ কুরিয়া শূন্যগর্ভ করিবে। পরে উহা শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর অপর খণ্ড চাপা দিয়া রজ্জু

দ্বারা বান্ধিবে। তদনন্তর উহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। ঐ পক্ক সর্ষপকল্কের প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

স্নুক্‌কাণ্ডশুষিরে দগ্ধ্বা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাম্॥

সীজের নলের মধ্যে ঝুল ও সৈন্ধবলবণ পূরিয়া, উহা একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া, হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া, সন্ধিস্থান মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ হাড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া হাড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ দগ্ধক্ষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা রোগের ধ্বংস হয়।

নারিকেলোদকে ন্যস্তস্তণ্ডুলঃ পূতিতাং গতঃ।
লেপাদ্বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনাম্॥

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি তণ্ডুল রাখিবে, কিছুদিন পরে তণ্ডুল পচিয়া গেলে, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে, তাহাতে দীর্ঘকালজাত বিপাদিকা প্রশমিত হইবে।

উন্মত্ততৈলম্।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা।
কটুতৈলং বিপক্কঞ্চ শীঘ্রং হন্তি বিপাদিকাম্॥

কটুতৈল ১৴৪ সের। মাণের ডাঁটা ও পত্রভস্মের ক্ষারজল ১৬ সের। ধুতূরা বীজের কল্ক ৴১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলে বিপাদিকা প্রশমিত হয়।

সর্জ্জরসসিন্ধুসম্ভবগুড়মধুমহিষাক্ষগৈরিকং সঘৃতম্।
সিক্থকমেতচ্চ পক্বং পাদস্ফুটনাপহং সিদ্ধম্॥

ধুনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, গুগ্‌গুলু, গেরিমাটী ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া যখন প্রলেপযোগ্য সিক্‌থাকার হইবে, তখন উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে, তাহাতে পাদস্ফোট প্রশমিত হইবে।

তিলকুসুমলবণগোজলকটুতৈলং লৌহভাজনে কৃত্বা।
শোধিতমর্কময়ূখৈঃ পাদস্ফুটনং নিহন্তি লেপেন॥

তিলফুল, সৈন্ধবলবণ, গোমূত্র ও কটুতৈল, এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে উহার প্রলেপ দিবে। ইহাতেও পাদস্ফোট নিবারিত হইবে।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টমরিষ্টামলকানি চ।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তি, হরীতকী ও নিম্বপত্র কিংবা আমলকী ও নিম্বপত্র মাসাধিক কাল ভক্ষণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানো যথাবলম্।
জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত স্বল্পং যূষোদকেন বা।
অপি পূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ॥

বলানুসারে গুলঞ্চের রস পান করিয়া তাহা জীর্ণ হইলে ঘৃতের সহিত বা মুদ্গাদির যূষের সহিত পথ্য ভোজন করিলে পূতিশরীরও দিব্যরূপী হয়।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো
যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং
স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে॥

নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল (প্রত্যেক ৩।৪ মাষা) একত্র ভক্ষণ করিলে তীব্রকুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহ অতিসুন্দর ও লাবণ্যময় হয়।

কুষ্ঠবৈরিভবং তৈলং কুষ্ঠঘ্নং চর্ম্মদোষনুৎ॥

চাউলমুগরার তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়।

তন্মজ্জনা মধুখেন সিপ্তং গন্ধাশ্মনা তথা।
কুষ্ঠং সর্ব্ববিধঞ্চৈব নাশং যাতি ন সংশয়ঃ॥

চাউলমুগরার বীজের শস্য, মোম্ ও গন্ধকচূর্ণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চূর্ণোদকেন কুষ্ঠঘ্ন-তৈলং কুষ্ঠহরং পরম্॥

গর্জ্জন তৈল ৮।১০ বিন্দু কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ নিবারিত হয়। এই তৈল কুষ্ঠে লাগাইলেও উপকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠমাশু ক্ষয়ং যাতি পঞ্চগব্যনিষেবণাৎ॥

প্রতিদিন পঞ্চগব্য পান করিলেও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠানাং বিনিবৃত্তৌ চ গোমূত্রং পরমৌষধম্
অভয়াসহিতং তদ্ধি ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং মতম্॥

কুষ্ঠ নিবারণে গোমূত্র পরম ঔষধ। হরীতকীর সহিত গোমূত্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মঞ্জিষ্ঠাদিঃ।

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্র-মর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ।
হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী॥
বলা নাগবলা যষ্টি-মধুকং ক্ষুরকোঽপি চ।
পটোলস্তু লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্বাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ।
বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডূমণ্ডলনাশনঃ॥

মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিম-ছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলা, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়াবীজ, পটোললতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডূ ও মণ্ডল বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতৈরণ্ডবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী।
ক্বাথ এষাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্॥

গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী; ইহাদের ক্বাথ, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক।

পঞ্চকষায়ঃ।

বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্ত ফলিনীত্বচঃ।
কষায়ো মধুনা পীতো বান্তিকৃন্মদনান্বিতঃ॥

বচমূল, বাসকমূল, পটোলমূল, নিমছাল ও প্রিয়ঙ্গুছাল; বমনার্থক ক্বাথবিধি অনুসারে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত ও তাহা মদনফল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে বমন হইয়া কুষ্ঠ-রোগ প্রশমিত হয়।

বিভীতকত্বঙ্মলয়ুজটানাং
ক্বাথেন পীতং গুড়সংযুতেন।
অবল্গুজং বীজমপাকরোতি
শ্বিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্॥

বহেড়ার ছাল ও কাকডুমুরের মূল, ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া সেই ক্বাথের সহিত সোমরাজী বীজ পান করিলে, শ্বিত্র (ধবল) ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

কাকমাচীগজাকুষ্ঠ-কৃষ্ণাভিস্তু ড়িকা কৃতা।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী॥

কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়।

পূতিকার্কস্নুহ্নরেন্দ্রদ্রুমাণাং
মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।
লেপাচ্ছিত্রং ঘ্নন্তি দদ্রুব্রণাংশ্চ
কুষ্ঠান্যর্শাংস্যগ্রনাড়ীব্রণাংশ্চ॥

নাটাকরঞ্জ, সীজ, আকন্দ ও সোঁদাল ইহাদের পত্র ও জাতীপত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র, দদ্রু, ব্রণ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও নালীঘা প্রশমিত হয়।

কুড়বো বাকুচীবীজাদ্ধরিতালং পলান্বিতম্।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং প্রলেপাচ্ছিত্রনাশনম্॥

সোমরাজী বীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়।

গজচিত্রব্যাঘ্রচর্ম্ম-মসীতৈলাবিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকীটবিলেপনাৎ॥

হস্তী বা চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পাহুরিয়া পোকার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথমবল্গুজরজোঽন্বিতম্।
ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদিরের কাথে মধু বা সোমরাজী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈব।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা॥

রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীমূল দুগ্ধে বাটিয়া খাইলে ধবল বিনষ্ট হয়।

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণস্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি লেপাচ্ছিত্রং বিনাশয়েৎ॥

কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়। মনছাল ও আপাঙ্গের ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলেও ধবলের শান্তি হয়।

ক্ষারে সুদগ্ধে গজলণ্ডজে চ গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ।
দ্রোণপ্রমাণং দশভাগযুক্তং দত্ত্বা পচেদ্ বীজমবল্গুজস্য॥
এতদ্যদা চিক্কণতামুপৈতি
তদা সুসিদ্ধাং গুড়িকাং প্রকুর্য্যাৎ।
শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ তেন ঘৃষ্টং
তদা ব্রজত্যাশু সবর্ণভাবম্॥

(হস্তিপুরীষভস্মনঃ ষট্পঞ্চাশৎপলাধিকপলশতদ্বয়ং গ্রাহ্যং, ক্ষারোদকাদ্ দশমাংশেন কিঞ্চিন্ন্যূনত্রয়োদশমাষাধিকপঞ্চাশৎপলানি)।

হস্তীর পুরীষভস্ম ৩২ সের, হস্তীর ১৯২ সের মূত্রে পাক করিয়া বহুবার (৭ বা ২১ বার) ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল ৬৪ সের লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিদধিক ৬।৩/০ সের সোমরাজীবীজ দিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে নামাইবে। ধবলস্থান ঘর্ষণ করিয়া ইহার প্রলেপ দিলে ধবল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চনিম্বম্।

নিম্বস্য পত্রং মূলানি সত্বক্পুষ্পফলানি চ।
চূর্ণিতানি ঘৃতক্ষৌদ্রসংযুতানি দিনে দিনে॥
লিহ্যাৎ পিবেদ্ বা মূত্রেণ সংযুক্তান্যুদকেন বা।
মদিরামলতোয়েন পয়সা বা যথাবলম্॥
ভুঞ্জীত ঘৃতযূষাদ্যৈঃ শাল্যন্নং পয়সাপি বা।
সর্ব্বকুষ্ঠবিসর্পার্শো-নাড়ীদুষ্টব্রণানপি॥
কামলাঞ্চ গদান্ হন্যাৎ তথা পিত্তকফাস্রজান্।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ সর্ব্ববর্জ্জ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জয়ত্যেতৎ পঞ্চনিম্বং রসায়নমনুত্তমম্॥

নিমের পত্র, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহা ঘৃত, মধু গোমূত্র, জল, মদ্য, আমলকীর রস অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে এক বৎসরে সকল প্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প, অর্শঃ, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, যূষ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি। মৎস্যাদি কুপথ্য ভোজন নিষিদ্ধ।

পঞ্চনিম্বম্।

(মতান্তরে)

পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ।
সংচূর্ণ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্মূলানি দলানি চ॥
স্থিরাংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলা ত্র্যূষণং ব্রাহ্মী শ্বদংষ্ট্রারুষ্করাগ্নিকাঃ॥
বিড়ঙ্গসারবারাহী-লৌহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ।
হরিদ্রাদ্বয়বাগুজী-ব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ॥
কুষ্ঠেন্দ্রযবপাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্।
খদিরাসননিম্বানাং ঘনকাথেন ভাবয়েৎ॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বঞ্চ মার্কবস্বরসেন চ।
স্নিগ্ধশুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভে দিনে॥
মধুনা তিক্তহবিষা খদিরাসনবারিণা।
সেব্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যা পলং পিবেৎ।
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ॥
বিচর্চ্চিকৌড়ম্বরপুণ্ডরীক-
কাপালদদ্রুকিটিমালসাদি।
শতারুবিস্ফোটবিসর্পনামাঃ
কুষ্ঠপ্রকোপং বিবিধং কিলাসম্॥
ভগন্দরং শ্লীপদবাতরক্তং
জড়ান্ধ্যনাড়ীব্রণশীর্ষরোগান্।
সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্
দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি॥
স্থূলোদরং সিংহকৃশোদরঞ্চ
সুস্নিগ্ধসংক্ষিপ্ততনোপযোগাৎ।
সমোপযোগাদপি যে দশন্তি
সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু॥
জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ
শুভে রতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ॥

(খদিরাসননিম্বানাং ঘনকাথেনেতি খদিরাদীনাং প্রত্যেকমষ্টভাগাবশেষেণ কাথেন ভাবনা। তিক্তহবিষেতি বক্ষ্যমাণতিক্তষট্পলঘৃতেন। স্নিগ্ধশুদ্ধতনুরিতি স্নেহক্রিয়াবমনবিরেচনাদিনা)।

নিমের ফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল প্রত্যেক ২ তোলা; আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গসার, চামার-আলু, লৌহচূর্ণ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোন্দালমজ্জা, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব, আকনাদি প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া খদির অসন-ছাল ও নিমছাল ইহাদের প্রত্যেকের ঘনক্বাথে এবং ভীমরাজের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। স্নেহক্রিয়া বমন ও বিরেচনান্তে এই পঞ্চনিম্ব যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—মধু, তিক্তষট্পল ঘৃত, খদির ও অসনের ক্বাথ অথবা উষ্ণজল। এক তোলা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃতাদি সংযুক্ত লঘু অন্ন পথ্য করিবে। অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন নিষিদ্ধ। ইহা সেবন করিলে বিচর্চ্চিকা, ঔড়ুম্বর, পুণ্ডরীক ও কাপাল প্রভৃতি নানাবিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হইয়া শরীর ব্যাধিশূন্য এবং উজ্জ্বল ও কান্তিযুক্ত হয়।

অমৃতাগুগ্গুলুঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূল্যাস্তথা শতম্।
পাঠামূর্ব্বাবলাতিক্তা-দারুগন্ধর্ব্বহস্তকাঃ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ বিভীতক্যাঃ শতং হরেৎ।
দ্বে শতে চ হরীতক্যা আমলক্যাস্তথা শতম্॥
জলদ্রোণত্রয়ে পক্ত্বা অষ্টভাগাবশেষিতম্।
প্রস্থং গুগ্গুলুমাহৃত্য প্রস্থার্দ্ধঞ্চ ঘৃতং পচেৎ॥
পাকসিদ্ধৌ প্রদাতব্যং গুড়ূচ্যাঃ সত্ত্বমেব চ।
পলদ্বয়ং তথা শুণ্ঠ্যাঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্।
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তগদেষু চ॥
কামলামামবাতঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং প্লীহানমুদরং তথা।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
(অয়ং বাতরক্তে প্রশস্তঃ)।

গুলঞ্চ ১২॥০ সের, দশমূল ১২॥০ সের; আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল. শ্লথপোট্টলীবদ্ধ বহেড়া ১০০ টা, হরীতকী ২০০ টা, আমলকী ১০০ টা এবং দোলাস্থ পোট্টলী বদ্ধ গুগ্গুলু /২ দুই সের এই সমুদায় একত্র ১৯২ সের জলে পাক করিয়া ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ঐ গুগ্গুলু /২ সের গুলিয়া দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমস্ত বীজরহিত করিয়া /২ সের ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ক্বাথে দিয়া সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের চিনি শুঁঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়।

একবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ।

চিত্রকস্ত্রিফলাব্যোষমজাজীং কারবীং বচাম্।
সৈন্ধবাতিবিষে কুষ্ঠং চব্যৈলাযবশূকজম্॥
বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ মুস্তান্যমরদারু চ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্গুলুম্॥
সংক্ষুদ্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত যথাবলম্॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ দুষ্টব্রণানপি।
গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্॥
গৃধ্রসীমথ ভগ্নঞ্চ গুল্মঞ্চাপি নিযচ্ছতি।
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতাংশ্চান্যান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, সৈন্ধব, আতইচ, কুড়, চই, এলাইচ, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, যমানী, মুতা ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে তত পরিমাণে গুগ্গুলু দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করত উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে অথবা ভোজন সময়ে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ সকল প্রশমিত হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলুঃ।

নিম্বামৃতাবৃষপটোলনিদিগ্ধিকানাং
ভাগান্ পৃথগ্‌ দশপলান্ বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্।
অষ্টাংশশেষিতরসেন সুনিশ্চিতেন
প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ॥
পাঠাবিড়ঙ্গসুরদারুগজোপকুল্যা-
দ্বিক্ষারনাগরনিশামিষিচব্যকুষ্ঠৈঃ।
তেজোবতীমরিচবৎসকদীপ্যকাগ্নি-
রোহিণ্যরুষ্করবচাকণমূলযুক্তৈঃ॥
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা
সংশুদ্ধগুগ্‌গুলুপলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ।
তৎ সেবিতং বিধমতি প্রবলং সমীরং
সন্ধ্যস্থিমজ্জগতমপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্॥
নাড়ীব্রণার্ব্বুদভগন্দরগণ্ডমালা-
জত্রূর্দ্ধসর্ব্বগদগুল্মগুদোত্থমেহান্।
যক্ষ্মারুচিশ্বসনপীনসকাসশোষ-
হৃৎপাণ্ডুরোগগলবিদ্রধিবাতরক্তম্॥

(ক্কাথারম্ভসময়ে গুগ্‌গুলুং শ্লথপোট্টলিকায়াং বদ্ধা দোলাযন্ত্রেণ স্বিন্নং কৃত্বা তপ্তেন ক্বাথজলেন ছানয়িত্বা ঘৃতে নিক্ষিপ্য পচেৎ। মিষি শতপুষ্পা নতু মধুরিকা, বৃদ্ধব্যবহারাৎ॥)

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী প্রত্যেক ১০ পল; শ্লথপোট্টলী বদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৴৮ সের। ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলু গুলিয়া লইবে। পরে ঘৃতের সহিত এই ক্বাথ জল পাক করিবে। কল্কার্থ—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, লতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে বিষদোষ, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, গণ্ডমালা ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

অমৃতভল্লাতকম্।

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধতানাং
বৃন্তচ্যুতানাঞ্চ যদাঢকং স্যাৎ।
তচ্চেষ্টকাচূর্ণকণৈর্বিঘৃষ্য
প্রক্ষালয়িত্বা বিসৃজেৎ প্রবাতে॥
শুষ্কং পুনস্তদ্ বিদলীকৃতঞ্চ
ততঃ পচেদপ্সু চতুর্গুণাসু। *
তৎ পাদশেষং পরিপূতশীতং
ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেৎ তু॥
তৎ পাদশেষং পুনরেব শীতং
ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেৎ তু।
তদর্দ্ধয়া শর্করয়া বিকীর্ণং
ততঃ খজেনোন্মথিতং বিধায়॥
তৎ সপ্তরাত্রাদুপজাতবীর্য্যং
সুধারসাদপ্যধিকত্বমেতি।
প্রাতর্বিবুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো
মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টো বিহিতোপযোগাদ্
ভবেন্নরঃ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥
অনন্যমেধা নরসিংহতেজা
দৃষ্টীন্দ্রিয়োঽব্যাহতবুদ্ধিসত্ত্বঃ।
দন্তাশ্চ শীর্ণাঃ পুনরুদ্ভবন্তি
কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ॥
নীলাঞ্জনালিপ্রতিমা ভবন্তি
ত্বচো বিবর্ণাঃ পুনরেব দিব্যাঃ।
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিনাসিকোঽপি
ক্রিম্যর্দ্দিতো ভিন্নগলোঽপি কুষ্ঠী॥
সোঽপি প্রমাদঙ্কুরিতাগশাখ-
প্রকথ্যমা ভাতি নরোঽমৃতসিক্তঃ।
উষ্ণাস্ম মহাবান্ জয়তি স্মরেণ
বলেন নাগস্তুরগো জবেন।
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রসাদাদ্
বৃহস্পতেরপ্যধিকোঽপি বুদ্ধ্যা।
গ্রন্থান্ বিশালান্ পুনরুক্তিদোষান্
গৃহ্ণাতি শীঘ্রং ন চ নশ্যতে তু॥
কুর্ব্বন্নিদং কল্মিনয়বুদ্ধি
জীবেন্নরো বর্ষশতানি পঞ্চ।
রাজা হ্যয়ং সর্ব্বরসায়নানাং
চকার যোগং ভগবানগস্ত্যঃ॥

---

* অতঃ পরস্ত সার্দ্ধশ্লোকস্য পাঠান্তরং যথা সারানল্যাম্—

পাদাবশিষ্টস্য পুনঃ পচেৎ তৎ
ক্ষীরস্য প্রস্থস্য চতুষ্টয়ং হি।
প্রস্থং ঘৃতস্যাপি যথা ঘনং স্যাৎ
সিতাপলৈঃ ষোড়শভিঃ ক্ষিপেচ্চ॥
ব্যোষং ত্রিজাতং গজপুষ্পলৌহং
পলং বিমিশ্র্যোন্মথিতং নিধায়॥

বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক্ক ভেলা ৴৮ সের, ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালন করিয়া বায়ুতে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ ভেলা সকল দ্বিখণ্ড করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে, ৴৮ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৴৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৴৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৴৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া এবং হাতা দ্বারা উত্তমরূপ নাড়িয়া তদবস্থায় ৭ দিন রাখিবে। (পাঠান্তরে—পুনঃপাকে দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত ৴৪ সের, চিনি ৴২ সের, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লৌহ প্রত্যেক ১ পল।) ইহাতে ঔষধ অতিশয় বীর্য্যবান্ ও গুণযুক্ত হয়। ইহা স্থল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। সেবনকালে ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে পারা যায়। ইহাতে কুষ্ঠাদি নানা রোগের ধ্বংস হইয়া বল-বীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি প্রবল এবং দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সকল সবল হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। (মাত্রা—॥০ হইতে ২ তোলা)।

মহাভল্লাতকগুড়ঃ।

নিম্বঃ গোপারুণা কটু্বী ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনঃ।
পর্পটাবল্গুজানন্তা বচা খদিরচন্দনম্॥
পাঠা শুণ্ঠী শটী ভার্গী বাসা ভূনিম্ববৎসকম্।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গেন্দ্রবিষানলম্।
হস্তিকর্ণামৃতা দ্রেকা পটোলং রজনীদ্বয়ম্।
কণারগ্বধসপ্তাহ্ব-কৃষ্ণবেত্রোচ্চটাফলম্॥
ভূকন্দং তৃণপর্ণঞ্চ জিঙ্গীপদ্মাটমুষলী।
বিষ্ণুক্রান্তা চ কৈটর্য্যং শরপুঙ্খাশ্ব কঞ্চুকী॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ভল্লাতকসহস্রাণি ত্রীণি ছিত্বাম্বুনোহস্তসি।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ চ কারয়েৎ।
গুড়ন্তু তুলাং তাভ্যাং কষায়াভ্যাং পচেদ্ভিষক্॥
ভল্লাতকসহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ।
ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-সৈন্ধবানাং পলং পলম্॥
দীপ্যকস্ত পলঞ্চৈব চাতুর্জ্জাতং পলাংশিকম্।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেদত্র গন্ধকঞ্চ চতুষ্পলম্॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
মহাভল্লাতকো হ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥
জগতস্তু হিতার্থায় জয়েচ্ছীঘ্রং নিষেবিতঃ।
শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং দদ্রুমৃষ্যজিহ্বং সকাকণম্॥
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা।
কণ্ডুং কাপালকুষ্ঠঞ্চ পামানং সবিপাদিকম্॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ব্রণক্রিমীন্।
অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥
তদভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্।
অনুপানে প্রযোক্তব্যং ছিন্নাকাথং পয়োঽথবা।
ভোজনে চ তথা যোজ্যমুদকান্নং বিশেষতঃ॥

নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ (কেহ বলেন, তেউড়ী), কটকী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, সোমরাজীবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুড়চিমূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোন্দালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কৃষ্ণবেত্র, লালকুঁচ, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কটফল, শরপুঙ্খ, শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৴৮ সের। ভেলা ৩০০০টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও ১০০০ এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব ও যমানী (সারাবলী মতে জীরা) প্রত্যেক ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ৪ পল; যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, ব্রণ, ক্রিমি, ষট্প্রকার অর্শঃ ও ভগন্দর

প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। অনুপান—গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ। পথ্য—উষ্ণ অন্ন।

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্।

হুতাশমুখশুদ্ধস্য পলমেকং রসস্য বৈ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥
গন্ধকস্য পলৈকৈকমভ্রকস্য চ গুগ্গুলোঃ।*
হরীতকীবিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥
অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্।
ঘৃতং দ্ব্যষ্ট-(ষট্ট)-গুণং লৌহাদ্দ্বাত্রিংশৎ ত্রিফলাজলম্॥
এবং কৃত্বা পচেৎ পাত্রে লৌহে চ বিধিপূর্ব্বকম্।
পাকমেতস্য জানীয়াৎ কুশলো লৌহপাকবৎ॥
বিবুদ্ধ, প্রাতরুত্থ য় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্॥
লৌহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্।
পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্॥
ক্রিমিশোথাশ্মরীশূলং দুর্নামবাতরোগনুৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্বলবৃদ্ধিকৃৎ॥
বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ
সেব্যো রসো জাঙ্গললাবকানাম্।
শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজামুদ্গ-
ক্ষৌদ্রং গুড়ক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্॥
শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃংহকরঞ্চ-
শিলাজতু ক্ষৌদ্রঘৃতং পয়শ্চ
সর্পিযুতান্ ভক্ষয়তো বিড়ঙ্গান্
প্রপূর্য্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ॥
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে
ত্রিপক্ষরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥
পাকলক্ষণং যথা—
বস্ত্রে নিষ্পীড়িতং সূক্ষ্মে স্থূলতন্তৌ ঘনে দৃঢ়ে।
সমুদ্রং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ।
নচ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

(হুতাশনমুখসংশুদ্ধ-রসগন্ধকাভ্যাং কজ্জলীকৃত্য প্রস্তরভাজনে পিণ্ডিকা কার্য্যা, ততঃ পিণ্ডিকোপরি তপ্ত-তাম্রভাজনং নিবেশনীয়ম্ ততঃ কিঞ্চিৎ পর্পট্যাকৃতৌ ভূতায়াং ষোড়শাংশং টঙ্কণক্ষারং দত্বা অন্ধমূষিকায়াং কৃত্বা যাবদ্ গন্ধকসম্বন্ধো নোপলভ্যতে তাবদেব ধ্মাত-ব্যম্। এবমগ্নৌ স্থিরীকৃত্য রসস্য প্র ১। এবং লৌহাদি গুগ্গুল্বন্তানাং প্রত্যেকং প্র ১, ঘৃতং প্র ১৬। সর্ব্বমেকী-কৃত্য লৌহপাত্রে ত্রিফলাক্বাথেন পচনীয়ম্, শেষপাকে প্রক্ষেপার্থং যথোক্তভাগং ত্রিফলাচূর্ণম্। চুং।

অমৃতাঙ্কুরলৌহে হুতাশমুখসংশুদ্ধপলমেকং রসস্য বৈ ইতি হুতাশমুখেত্যাদি বিশেষণেন রসসিন্দূরং গৃহ্ণন্তীতি কেচিৎ। অপরে তু হিঙ্গুলোদ্ভবং পারদং পাতনাযন্ত্রযোগাদ্ গৃহ্ণন্তি। বৃদ্ধাস্তু প্রায়ো রসসিন্দূরং ব্যবহরন্তি। রসাদি সর্ব্বমেকীকৃত্য লৌহপাত্রে ত্রিফলা-ক্বাথেন পচনীয়ম্, পাকশেষে তু ত্রিফলাচূর্ণং প্রক্ষিপেৎ। ইতি রসেন্দ্রটীকা।)

* অভ্রকস্য পলৈকৈকং গন্ধকস্য চতুষ্পলমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

অগ্নিশোধিত (হিঙ্গুলোত্থ) পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া পিণ্ডাকার করিবে, পরে ঐ পিণ্ডোপরি কোন তপ্ত তাম্রপাত্রের চাপ দিয়া কিঞ্চিৎ পর্পটাকার করিবে এবং (উহার সহিত ১ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া) মূষামধ্যে নিবেশিত করত কিঞ্চিৎ অগ্নিতাপ দিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলার মুটী ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্গুলু ১ পল ও ঘৃত ১৬ পল সংযুক্ত করিয়া ⁄৪ সের ত্রিফলার ক্বাথে (মিলিত ত্রিফলা ⁄২ সের, পাকের জল ১৬ সের, শেষ ⁄৪ সের) পাক করিবে। শেষ পাকে হরীতকী-চূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, আম-লকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা—প্রথ-মতঃ ১ রতি, পরে বৃদ্ধি করিবে। ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া নারিকেল জল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হইয়া অগ্নি, বল, বীর্য্য ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

তালকেশ্বরঃ।

কুষ্মাণ্ডত্রিফলাতৈল-কন্যাকাঞ্জিকভাবিতম্।
তালকং তুল্যগন্ধং স্যাদর্দ্ধপারদমর্দ্দিতম্॥
অজাক্ষীরেণ নিম্বুক-কন্যাতোয়ৈর্দিনত্রয়ম্।
প্রত্যেকং ভাবয়েচ্চূর্ণং চক্রিকাকারতাং গতম্॥
বিপচেদ্ধণ্ডিকামধ্যে পলাশক্ষারমধ্যগম্।
যামান্ দ্বাদশ শীতেঽস্মিন্ প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ম্॥

হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা ।
দ্বিবিধং বাতরক্তঞ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণানি চ ॥

হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রসে, ত্রিফলার জলে, তিলতৈলে, ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে, লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠাদি নানারোগ প্রশমিত হয়।

তালকেশ্বরঃ ।

দদ্রুঘ্নপাণাজ্যা রসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিতম্ ।
পুনঃপুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ ॥
দৃঢ়স্থাল্যাং ধৃতং ক্ষারং পলাশক্ষাপ্যুপর্য্যধঃ ।
ততো জ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতং ভবেৎ ॥
শুক্লবর্ণং যদা চ স্যাদগ্নৌ দত্তে ন ধমকম্ ।
তদা জ্ঞাতং মৃতং তালং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥
গলৎকুষ্ঠং বাতরক্তং তাম্রবর্ণঞ্চ মণ্ডলম্ ।
শীতপিত্তমহাদদ্রু-চুচুন্দরবিনাশনম ।
পথ্যং মসূরং চণকং মুদ্গযূষং যথেচ্ছয়া ॥

কিছু হরিতাল চাকুন্দেপত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃপুনঃ মাড়িয়া এবং শুষ্ক করিয়া পলাশক্ষার-পূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিবে, যেন হরিতালের নিম্নে ও উপরে উভয় দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদগম হইবে না, তখন জানিবে যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, শীতপিত্ত ও দদ্রু প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। পথ্য—মসূর, ছোলা ও মুগের ডাইল। (মাত্রা—১ যব।)

মহাতালকেশ্বরঃ ।

সংমর্দ্দ্যং তালকং শুদ্ধং বংশপত্রাখ্যমুচ্চকৈঃ ।
কুষ্মাণ্ডনীরৈঃ সম্ভাব্য ত্রিদিনং শোধয়েৎ পুনঃ ॥
ঘৃতকন্যাদ্রবৈর্ভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ।
সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকেনৈব দধ্নাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ ॥
সংমর্দ্দ্য চূর্ণসলিলে রসে পৌনর্নবে পুনঃ ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু কারয়েৎ পটিকাকৃতিম্ ॥
স্থাল্যাং দৃঢতরায়াস্তু পলাশক্ষারসঞ্চয়ম্ ।
উপর্য্যধস্তালকস্য ক্ষারং দত্ত্বা শরাবকে ॥
পিধায় লেপয়েৎ যত্নাদ্ পূরয়েৎ ক্ষারসঞ্চয়ম্ ।
পুনা রুদ্ধং শরাবেণ লেপয়েৎ তদ্দৃঢ়ং ততঃ ॥
দ্বাত্রিংশদ্যামপর্য্যন্তং বহ্নিজ্বালাং প্রদাপয়েৎ ।
এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ ॥
দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ ।
অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতশোণিতনাশনঃ ।
রক্তমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা ॥
রক্তকাসং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ ।
দুষ্টব্রণঞ্চ বীসর্পং ত্বগ্দোষঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
দৃষ্টো বারসহস্রঞ্চ রোগবারণকেশরী ॥

বংশপত্র হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুমড়ার জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া কাঁজি ও অম্ল দধি সহ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে চূণের জল ও পুনর্নবার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া খাড়ির ন্যায় করিবে। পরে একটি হাড়ী পলাশের ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া হরিতালকে ক্ষারের মধ্যগত করিবে এবং শরা দ্বারা হাড়ী আবৃত ও মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরিতাল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও জারিত তাম্র ২ ভাগ একত্র মাড়িয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। তাহা হইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি রোগের ধ্বংস হয়।

মহাতালেশ্বরো রসঃ ।

(মতান্তরে)

তালতাপ্যশিলাসূতং শুদ্ধটঙ্গণসৈন্ধবম্ ।
সমং সংচূর্ণয়েৎ খল্বে সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকম্ ॥
গন্ধাদ্দ্বিগুণলৌহঞ্চ জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ।
ততো লঘুপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ॥

ত্রিংশদংশং বিষস্যাত্র ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মাহিষাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা॥
মধ্বাজ্যৈর্বাকুচীচূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু।
সর্ব্বান্ কুষ্ঠান্ নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ॥
(মহাতালেশ্বররসে ত্রিংশদংশং বিষমিতি সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া ত্রিংশদংশং বিষমিত্যর্থঃ।)

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পারদের দ্বিগুণ গন্ধক এবং গন্ধকের দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। সমস্ত চূর্ণের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বিষ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মাহিষ ঘৃত (ভইসা ঘি) অনুপানে ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনানন্তর ২ তোলা সোমরাজী চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। এই মহাতালেশ্বর সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

ব্রহ্মরসঃ।

ভাগৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকং [illegible]
চূর্ণঞ্চ [illegible]॥
[illegible]
[illegible]।
পাতালগরুড়ামূলং [illegible]॥

মূর্চ্ছিত পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক, চিতা, সোমরাজ ও ব্রহ্মযষ্টির বীজচূর্ণ, প্রত্যেক ১২ ভাগ, গুড় ১০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ৮ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান—জলপিষ্ট পাতালগরুড়ার (ছিরেটা) মূল। ইহাতে স্পর্শশক্তিহীনতা ও মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রাননো রসঃ।

সূতব্যোমাগ্নয়স্তুল্যাস্ত্রিভাগো গন্ধকস্তু চ।
কাঠোড়ুম্বরিকাক্ষীরৈঃ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমাত্রাং গুড়াং কৃত্বা কুষ্ঠরোগে প্রযোজয়েৎ।
দেহশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ।
এষ চন্দ্রাননো নাম সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবোদিতঃ॥

পারদ, অভ্র, চিতা, এক এক ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কাঠডুমুরের আঠাতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

উদয়ভাস্করঃ।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
মরিচং পঞ্চভাগং স্যাদমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
[illegible] সর্ব্বং [illegible]।
[illegible] সমাসনুপানস্তু [illegible]॥
[illegible] বিপুলে মণ্ডলে তথা।
[illegible] সর্ব্বকুষ্ঠপ্রণাশয়ে॥

গন্ধক সহযোগে জারিত তাম্র ১০ তোলা, মরিচ ৫ তোলা ও বিষ ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে গলিত ও স্ফুটিত সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ উপশমিত হইয়া থাকে।

রসমাণিক্যম্।

[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] প্রদাপয়েৎ॥
[illegible] ভবেদ্রসঃ।
[illegible]॥
[illegible] বিমুঞ্চতে।
[illegible]॥
নাড়ীব্রণং মহাদুষ্টং দুষ্টব্রণং বিচর্চ্চিকাম্।
নাসাস্যজাতান্ রোগান্ [illegible] হন্ত্যেতান্ সুদারুণান্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্র হরিতাল কুমড়ার জলে ও অম্ল দধিতে যথাক্রমে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে। পরে শরাবদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুল পত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা শরাবদ্বয়ের সন্ধিস্থলে

প্রলেপ দিবে। যে পর্য্যন্ত নিম্নস্থ পাত্র লাল বর্ণ না হয়, তাবৎ অগ্নির জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্ট হইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেব্য। মহাদেবের পূজা করিয়া ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের উপশম হয়।

মাণিক্যো রসঃ।

পলং তালং পলং গন্ধং শিলায়াশ্চ পলার্দ্ধকম্।
চপলঃ শুল্বসীসঞ্চ তাম্রমভ্রময়োরজঃ॥
এতেষাং কোলভাগঞ্চ বটক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
ততো দিনত্রয়ং ঘস্মে নিম্বক্কাথেন ভাবয়েৎ॥
গুড়ূচীবালহিন্তাল-বানরীনীলঝিন্টিকাঃ।
শোভাঞ্জনমুরাজাজী-নিশুণ্ডীহয়মারকম্॥
এষাং শাণমিতং চূর্ণমেক্‌কৃত্বা সরিত্তটে।
মৃৎপাত্রে কঠিনে কৃত্বা মুদম্বরযুতে দৃঢ়ে॥
একাকী পাকবিদ্বৈদ্যো নগ্নঃ শিথিলকুন্তলঃ।
পচেদবহিতো রাত্রৌ যত্নৎ সংযতমানসঃ॥
তদ্বিজানীহি ভৈষজ্যং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্।
সর্পিষা মধুনা লৌহ পাত্রে তদ্দণ্ডমর্দ্দিতম্॥
দ্বিগুঞ্জং সর্ব্বকুষ্ঠানাং নাশনং বলবর্দ্ধনম্।
শীতলং সারসং তোয়ং দুগ্ধং বা পাকশীতলম্॥
আনীতং তৎক্ষণাদাজমনুপানং শুভ বহম্।
বাতরক্তং শীতপিত্তং হিক্কাঞ্চ দারুণাং জয়েৎ॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ বাতরোগান্ পাণ্ডুং কণ্ডুঞ্চ কামলাম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বহুযত্নতঃ॥
(কোলভাগং কর্ষভাগমিতি রসেন্দ্র-টীকা।)

হরিতাল ১ পল (৮ তোলা), গন্ধক ১ পল, মনঃশিলা অর্দ্ধপল (৪ তোলা), পারদ, সীসা, তাম্র, অভ্র, লৌহচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা (রসেন্দ্রকারের মতে তোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বটের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে ৩ দিন নিমের কাথে ভাবনা দিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত গুলঞ্চ, বালা, হিন্তাল, আল্‌কুশী, নীলঝিণ্টী, শজিনা, মুরামাংসী, জীরা, নিসিন্দা ও করবী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥৹ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটি কঠিন মৃৎ-পাত্রের মধ্যে রাখিয়া ঐ পাত্র ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ও কর্দ্দম দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। পাক-বিদ্ বৈদ্য সংযতচিত্ত উলঙ্গ ও শিথিলকেশ হইয়া রাত্রিতে কোন নদী বা পুষ্করিণীর তীরে একাকী যাইয়া তাহা পাক করিবেন। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগের নাশক। মধু ও ঘৃতের সহিত ২ রতি প্রমাণ ঔষধ লৌহখলে ও লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল সারস জল, অথবা পাকের পর শীতল আবর্ত্তিত দুগ্ধ, কিংবা তৎক্ষণাৎ আনীত ধারোষ্ণ ছাগদুগ্ধ। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শীতপিত্ত, দারুণ হিক্কা, সর্ব্ব-প্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা গহননাথের বহু-যত্নের ঔষধ।

পারিভদ্ররসঃ।

মূর্চ্ছিতং সূতকং ধাত্রী-ফলং নিম্বঞ্চ চাহরেৎ।
তুল্যাংশং খদিরক্কাথৈর্দিনং মর্দ্দ্যঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
নিষ্কৈকং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং পারিভদ্রাহ্বয়ো রসঃ॥

মূর্চ্ছিত পারদ, আমলকী ও নিম্বফল তুল্য ভাগে লইয়া ইহাদিগকে খদিরের কাথে একদিন মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দদ্রু ও কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠারিরসঃ।

কাঠোড়ুম্বরিকাচূর্ণং ব্রহ্মদণ্ডীবলাত্রয়ম্।
প্রত্যহং মধুনা লীঢ়ং বাতরক্তং নিহন্তি চ॥
ক্ষরদ্রক্তক্ষরন্মাংসং মাসমাত্রেণ সর্ব্বথা।
গলৎসুষং পতৎকীটং ত্রিটঙ্কং সেব্যমীরিতম্॥

কাঠডুমুরের চূর্ণ, বামুনহাটী ও বলাত্রয় (পীতপুষ্পা বলা, শ্বেতবলা ও নাগবলা) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে বাতরক্ত ও গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠনাশনো রসঃ।

চিরবিল্বপত্রপথ্যা শিরীষক বিভীতকম্।
কাঠোড়ুম্বরিকামূলং মূত্রেণালোড্য ফেনিতম্॥

কর্ষমাত্রং পিবেদ্রোগী গোমূত্রৈঃ সহ টঙ্কণম্।
সপ্তসপ্তকপর্য্যন্তং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥

করঞ্জবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষ, বিভীতক ও কাঠডুমুরের মূল, এই সকল দ্রব্যকে গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। কিংবা দ্রাক্ষা ও সোহাগা একত্র করিয়া ঐ পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতেও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হইবে।

গলৎকুষ্ঠারিরসঃ।

রসো বলিস্তাম্রময়ঃ পুরোঽগ্নিঃ
শিলাজতু স্যাদ্বিষতিন্দুকোগ্রে।
সর্ব্বঞ্চ তুল্যং গগনং করঞ্জ-
বীজং তথা ভাগচতুষ্টয়ঞ্চ॥
স মর্দ্দ্য গাঢ়ং মধুনা ঘৃতেন
বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য নিহন্ত্যবশ্যম্।
কুষ্ঠং কিলাসং হৃদপি বাতরক্তং
জলোদরং বাথ বিবন্ধমূলম্॥
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলনাসিকোঽপি
ভবেৎ প্রসাদাৎ স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ॥

(গলৎকুষ্ঠারিরসে বলির্গন্ধকঃ, গগনমভ্রং, বিষতিন্দুকং কুচিলা ইতি খ্যাতা। রসাদিবচান্তানি সমভাগানি, গগনং করঞ্জবীজঞ্চ রসাপেক্ষয়া চতুগুণং, মধুঘৃতে বটীকরণযোগ্যে দেয়ে।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্গুলু, চিতা, শিলাজতু, কুঁচিলা ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, অভ্র ও করঞ্জবীজ পারদের চতুগুণ। মধু ও ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ৬ রতি। এই ঔষধ সেবনে কুষ্ঠ, কিলাস, বাতরক্ত, জলোদর ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি বিনষ্ট এবং শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

কুষ্ঠকালানলো রসঃ।

গন্ধং রসং টঙ্কণতাম্রলৌহং ভস্মীকৃতং মাগধিকাসমেতম্।
পঞ্চাঙ্গনিম্বেন ফলত্রিকেণ বিভাবিতং রাজতরোস্তথৈব॥
নিয়োজয়েদ্বল্লকযুগ্মমানং কুষ্ঠেষু সর্ব্বেষু চ রোগসংঘে॥
(পঞ্চাঙ্গনিম্বৈরিতি নিম্বস্য পত্রপুষ্পফলমূলবল্কলৈঃ।)

গন্ধক, পারদ, সোহাগা, তাম্র, লৌহ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পঞ্চাঙ্গ নিমের (নিমের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ছাল) এবং ত্রিফলার ও সোন্দালের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

শ্বিত্রহরো লেপঃ।

সৈন্ধবং রবিদুগ্ধেন পেষয়িত্বাথ মণ্ডলম্।
প্রচ্ছায় তু প্রলেপোঽয়ং শ্বিত্রকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

সৈন্ধবলবণ, আকন্দ আঠাতে পেষণ করিবে। পরে শ্বিত্রস্থান অস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া এই ঔষধের প্রলেপ দিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠশ্বিত্রনাশনো লেপঃ।

মুখে শ্বেতে চ সংজাতে কুর্য্যাদিমাং প্রতিক্রিয়াম্।
গন্ধকং চিত্রকাসীসং হরিতালং ফলত্রয়ম্।
মুখে লেপ্যং দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি॥

শ্বিত্র কুষ্ঠে মুখ শ্বেতবর্ণ হইলে এই প্রতিকার করিবে;—গন্ধক, চিতা, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে এক দিনেই শ্বিত্রনাশ হইয়া সহজ শরীরের ন্যায় বর্ণ হইবে।

শ্বেতারিঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিফলাং ভৃঙ্গরাজকম্।
ভল্লাতকং তিলং কৃষ্ণং নিম্ববীজং সমং সমম্॥
মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রাবৈঃ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃপুনঃ।
ইত্থং কুর্য্যাৎ ত্রিসপ্তাহং রসঃ শ্বেতারিকো ভবেৎ।
মধ্বাজ্যৈর্মাষমাত্রন্তু খাদেৎ শ্বেতং বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভেলার মুটী, কৃষ্ণতিল ও নিম্ববীজ, সমুদায় সমভাগে ভৃঙ্গরাজের রসে তিন সপ্তাহ ক্রমাগত পেষিত ও তাহা শুষ্ক করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ধবলরোগ নষ্ট হয়।

তিক্তক-ঘৃতম্।

ত্রিফলাদ্বিনিশাবাসা-যাসপর্পটকুলকান্।
ত্রায়ন্তীকটুকানিম্বান্ প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতান্ ॥
ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষেণ তেন তু।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈঃ পিপ্পলীঘনচন্দনৈঃ ॥
ত্রায়ন্তীশক্রভূনিম্বৈস্তৎ পীতং তিক্তকং ঘৃতম্।
হন্তি কুষ্ঠজ্বরার্শাংসি শ্বয়থুং গ্রহণীগদম্।
পাণ্ডুরোগং বিসর্পঞ্চ ক্লীবানামপি শস্যতে ॥

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, পল্‌তা, বলাডুমুর, কট্‌কী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৴৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরতা। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

তিক্তষট্‌পলকং ঘৃতম্।

নিম্বপটোলং দার্ব্বীং দুরালভাং তিক্তরোহিণীং ত্রিফলাম্।
কুর্য্যাদর্দ্ধপলাংশান্ পর্পটকং ত্রায়মাণাঞ্চ ॥
সলিলাঢকসিদ্ধানাং রসেঽষ্টভাগস্থিতে ক্ষিপেৎ পূতে।
চন্দনকিরাততিক্তকমাগধিকাত্রায়মাণাঞ্চ ॥
মুস্তং বৎসকবীজং কল্কীকৃতার্দ্ধকার্ষিকান্ ভাগান্।
নবসর্পিষশ্চ ষট্‌পলমেতৎ তিক্তকং ঘৃতং পেয়ম্ ॥
কুষ্ঠজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীপাণ্ডুশ্বয়থুহারি।
পামাবীসর্পপিড়কাকণ্ডূমদগণ্ডনুৎ সিদ্ধং তিক্তম্ ॥

নূতন ঘৃত ৬ পল। ক্বাথার্থ—নিমছাল, পল্‌তা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, কট্‌কী, ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ৪ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ২ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, চিরতা, পিপুল, বলাডুমুর, মুতা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ এক তোলা। এই সমস্ত যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, জ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ, পামা, বীসর্প, পিড়কা, কণ্ডূ, মদরোগ ও গলগণ্ড রোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃতম্।

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা।
কুর্য্যাদ্দশপলান্ ভাগানেকৈকস্য সুকুট্টিতান্ ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন ত্রিফলাগর্ভসংযুতম্ ॥
পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্ ॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণক্রিমীনর্শঃ পঞ্চ কাসাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—নিমছাল, পটোলপত্র কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মিলিত ত্রিফলা ৴১ সের। এই ঘৃতপানে কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, ক্রিমি ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাতিক্তকং ঘৃতম্।

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষাং শম্পাকং তিক্তরোহিণীং পাঠাম্।
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলং পিচুমর্দ্দপর্পটকম্ ॥
ধন্বযাসং সচন্দনমুপকুল্যে পদ্মকং রজন্যৌ চ।
ষড়গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবর্য্যৌ শারিবে চোভে ॥
বৎসকবীজং যাসং মূর্বামমৃতাং কিরাততিক্তঞ্চ।
কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ ॥
কল্কস্তু চতুর্ভাগো জলমষ্টগুণং রসামৃতফলানাম্।
দ্বিগুণো ঘৃতাৎ প্রদেয়স্তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্ ॥
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তং প্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি।
বীসর্পমম্লপিত্তং বাতাসৃক্‌পাণ্ডুরোগাংশ্চ ॥
বিস্ফোটকান্ সপামানুন্মাদকান্ কামলাং জ্বরকণ্ডুম্।
হৃদ্রোগগুল্মপিড়কাসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ ॥
হন্যাদেতৎ সদ্যঃ পীতং কালে যথাবলং সর্পিঃ।
যোগশতৈরপ্যজিতান্ মহাবিকারান্ মহাতিক্তকম্ ॥

ছাতিমের ছাল, আতইচ, সোনালু, কট্‌কী, আকনাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া), পটোল নিম্ব, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর, এই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপ

কুট্টিত কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ, জল ঘৃতের আটগুণ এবং আমলকীর রস ঘৃতের দ্বিগুণ; এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত পাক করিবে। রোগির বলাদি বিবেচনা পূর্ব্বক এই ঘৃত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবল রক্তবাহী অর্শঃ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, পিড়কা, অসৃগ্দর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

মহাখদিরকং ঘৃতম্।

খদিরস্য তুলাঃ পঞ্চ শিংশপাসনয়োস্তুলে।
তুলার্দ্ধাঃ সর্ব্ব এবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ ॥
পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃষঃ কৃমিহরস্তথা।
হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ ॥
সপ্তচ্ছদশ্চ সংক্ষুণ্ণা দশদ্রোণেন বারিণা।
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥
ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢকং পচেৎ।
মহাতিক্তককল্কৈশ্চ যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ ॥
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ।
মহাখদিরমিত্যেতৎ সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥

গব্যঘৃত ১৬ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ ৬২॥০ সাড়ে বাষট্টি সের, শিশু ও অসনবৃক্ষের ছাল মিলিত ২৫ সের, ডহরকরঞ্জের ছাল, নিমছাল, বেতস, ক্ষেতপাপড়া, কুড়চি, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিমছাল প্রত্যেক দ্রব্য ৬।০ সের। জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের, মহাতিক্তকঘৃতোক্ত কল্কদ্রব্য ইহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে; যথা—ছাতিম, আতইচ, সোন্দাল, কট্কী, আকনাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া পান অথবা অভ্যঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়।

সোমরাজী-ঘৃতম্।

চতুষ্পলং সোমরাজ্যাঃ খদিরস্য পলং তথা।
পটোলমূলং ত্রিফলা ত্রায়মাণা দুরালভা ॥
কল্কার্থং কটুকঞ্চাপি কাথয়েৎ কৃষ্ণপেষিতান্ ॥
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য শুদ্ধস্যাত্র প্রদাপয়েৎ ॥
সিদ্ধং সর্পিরিদং পিবেৎ চর্ম্মান্তস্থ ইবানলম্।
অষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং পরমং কেতদৌষধম্ ॥
সোমরাজীঘৃতং নাম নিম্নমুক্তং ব্রহ্মণা পুরা।
[illegible]

সোমরাজী ৪ পল, খদির এক পল এবং পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্কী প্রত্যেক ২ তোলা। শোধিত গুগ্গুলু দুই পল। এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

তৃণকতৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠনিশাচন্দনকর্দ্দমাগ্নিবল্কলৈঃ।
তৃণকস্য সিদ্ধং তৈলং কুষ্ঠহরং পরম্ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, হরিদ্রা, চাকুন্দ ও সোন্দালপত্র, ইহাদের কল্ক এবং গন্ধতৃণের স্বরসে যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

মহাতৃণকতৈলম্।

তৃণিকা ত্রিবৃতা দারু হয়মারকচিত্রকম্।
সপ্তচ্ছদশ্চ নিম্বত্বক্ করঞ্জো বালকং নখা ॥
কুষ্ঠং চৈড়গজাবীজং লাঙ্গলী গণিকারিকা।
জাতীপত্রঞ্চ দর্ব্বী চ হরিতালং মনঃশিলা ॥
কলিঙ্গং তিলপত্রঞ্চ অর্কক্ষীরঞ্চ গুগ্গুলুঃ।
গুড়ূচী মরিচঞ্চৈব কুঙ্কুমং গ্রন্থিপর্ণিকম্ ॥

সর্জ্জপর্ণাশিখদিরং বিড়ঙ্গং পিপ্পলী বচা।
ঘনরেণুমৃতাবষ্টী কেশরং ধ্যামকং বিষম্॥
বিশ্বকটফলমঞ্জিষ্ঠা বোলং তুম্বীফলং তথা।
সুহীশম্পাকয়োঃ পত্রং বাগুজীবীজমাংসিকে॥
এলা জ্যোতিষ্মতীমূলং শিরীষো গোময়াদ্রসঃ।
চন্দনে কুষ্ঠনিগুণ্ডী বিশালা মল্লিকাদ্বয়ম্॥
বাসাশ্বকর্ণী ব্রহ্মী চ শ্রাহ্বং চম্পককুট্মলম্।
এতৈঃ কল্কৈঃ পচেৎ তৈলং তৃণকস্বরসদ্রবম্।
সর্ব্বত্বগ্‌দোষহরণং মহাতৃণকসংজ্ঞিতম্॥

হরিদ্রা, ত্রিফলা, দেবদারু, করবী, চিতা, ছাতিম, নিমছাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বালা, নখী, কুড়, চাকুন্দেবীজ, ঈশলাঙ্গলা, গণিয়ারি, জাতীপত্র, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, মনঃশিলা, ইন্দ্রযব, তিলপত্র, আকন্দআঠা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, মরিচ, কুঙ্কুম, গেটেলা, ধুনা, তুলসী, খদিরকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, বচ, মুতা, রেণুক, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, নাগকেশর, গন্ধতৃণ, বিষ, শুঁঠ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধবোল, তিতলাউবীজ, সীজপত্র, সোন্দালপত্র, সোমরাজীবীজ, জটামাংসী, এলাইচ, লতাফট্‌কীমূল, শিরীষছাল, গোময়রস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুড়, নিসিন্দা, রাখালশশা, মল্লিকা, বনমল্লিকা, বাসক, অশ্বকর্ণশাল, ব্রহ্মী, নবনীতখোটী ও চম্পককলিকা, এই সকল দ্রব্যের কল্কে ও গন্ধতৃণের স্বরসে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। সেই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার ত্বগ্‌দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

বজ্রকতৈলম্।

সপ্তপর্ণকরঞ্জার্ক-মালতীকরবীরজম্।
মূলং সুহাশিরীষাভ্যাং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
করঞ্জবীজং ত্রিফলাং ত্রিকটুং রজনীদ্বয়ম্।
সিদ্ধার্থকং বিড়ঙ্গঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেৎ তৈলমেভিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অভ্যঙ্গাদ্ বজ্রকং নাম নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥
(তৈলমত্র সার্ষপম্। আস্ফোতা শ্বেতার্কমূলমিতি কেচিদিতি শিবদাসঃ।)

ছাতিম, ডহরকরঞ্জ, আকন্দ, মালতী, করবীর মূল, সিজমূল, শিরীষমূল, চিতামূল, হাপরমালী (মতান্তরে শ্বেত আকন্দমূল), ডহরকরঞ্জবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক সহ সার্ষপ তৈল পাক করিবে। এই বজ্রক নামক তৈল নালী ও দুষ্টক্ষত নিবারক।

করবীরাদ্যতৈলম্।

শ্বেতকরবীরকরসো গোমূত্রং চিত্রকং বিড়ঙ্গঞ্চ।
কুষ্ঠেষু তৈলযোগঃ সিদ্ধোঽয়ং সম্মতো ভিষজাম্॥

শ্বেতকরবীর মূলের রস ও গোমূত্র মিলিত, তৈলের চতুর্গুণ। কল্কার্থ—চিতা এবং বিড়ঙ্গ, তৈলের চতুর্থাংশ। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সকল কুষ্ঠেই প্রযোজ্য।

সিন্দূরাদ্যতৈলম্।

সিন্দূরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা জীরকস্য পলং তথা।
কটুতৈলং পচেন্মানীং সদ্যঃ পামাহরং পরম্॥
(বৃন্দে তু কটুতৈলং পচেদাঢ্যং সদ্যঃ পামাহরং পরমিতি পঠ্যতে। তস্মাৎ বৃদ্ধবৈদ্যব্যবহারাদেবাষ্টপলং গ্রাহ্যমিতি শিবদাসঃ।)

সিন্দূর ৪ তোলা ও জীরা ৮ তোলা পেষণ করিয়া, সেই কল্কের সহিত ৵১ সের কটুতৈল পাক করিবে। সেই তৈল পামা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাসিন্দূরাদ্যতৈলম্।

সিন্দূরং চন্দনং মাংসীং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচাম্॥
জাত্যর্কত্রিবৃতানিম্ব-করঞ্জং বিষমেব চ।
কৃষ্ণবেত্রকলোধ্রঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥
শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি সর্ব্বাণি যোজয়েৎ তৈলমাত্রয়া।
অভ্যঙ্গেন প্রযুঞ্জীত সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥
পামাবিচর্চ্চিকাকণ্ডু-বীসর্পাদিবিনাশনম্।
রক্তপিত্তোত্থিতান্ হন্তি রোগানেবংবিধান্ বহূন্॥

সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরঞ্জবীজ, বিষ, কৃষ্ণবেত্র, লোধ ও চাকুন্দে ইহাদের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, বীসর্প এবং রক্তপিত্ত জনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয়।

ভানুতৈলম্।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং ভৃঙ্গধত্তূরযোদ্রবম্।
দ্রবং জম্বীরগোমূত্রং প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ॥
তিলতৈলাৎ পলং ত্রিংশৎ সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।
তৈলাবশেষমুত্তার্য্য তত্র চূর্ণমিদং ক্ষিপেৎ॥
কাঞ্চনী ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী।
গন্ধকং পঞ্চলবণং দ্বিনিশা বৎসনাভকম্॥
প্রতি চার্দ্ধপলং যোজ্যমেকীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ।
মর্ম্মস্থসর্ব্বকুষ্ঠানি ভানুতৈলং নিহন্ত্যলম্॥

তিলতৈল ৩০ পল (/৩৸০)। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, ভীমরাজরস, ধুতুরাপাতার রস, জামীর লেবুর রস, গোমূত্র প্রত্যেক ২০ পল। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—স্বর্ণক্ষীরী, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, গন্ধক, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও বৎসনাভবিষ। এই তৈল মর্দ্দনে মর্ম্মস্থানজাত সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

আদিত্যপাকতৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলালাক্ষা-নিশাশিলালগন্ধকৈঃ।
চূর্ণৈস্তৈলমাদিত্য-পাকং পামাহরং পরম্॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, হরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈল ও তৈলসম জল একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যতাপে পাক করিবে। যখন জল শোষিত হইবে, তখনই জানিবে, তৈলপাক সিদ্ধ হইয়াছে। এই তৈল পামা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দূর্ব্বাদ্যতৈলম্।

স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেৎ তৈলং চতুর্গুণম্।
কচ্ছুবিচর্চ্চিকাপামা অভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥
দূর্ব্বাতৈলে চতুর্গুণং যথা স্যাৎ তথা দূর্ব্বাস্বরসেন পচেদিতি শিবদাসঃ।

চতুর্গুণ দূর্ব্বার স্বরসের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মাখিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা নষ্ট হয়।

অর্কতৈলম্।

অর্কপত্ররসে পক্বং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্।
নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাঃ॥

আকন্দপাতার রসে এবং হরিদ্রার কল্কে সর্ষপতৈল পাক করিয়া, তাহা লাগাইলে পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়।

অর্কমনঃশিলাতৈলম্।

অর্কপত্ররসে পক্বং কটুতৈলং নিশাযুতম্।
মনঃশিলাযুতং বাপি পামাকণ্ড্বাদিনাশনম্॥

উক্তরূপে কুট্টিত হরিদ্রার কল্ক, অথবা মনঃশিলার কল্ক এবং আকন্দপাতার চতুর্গুণ রস, ইহাদের সহিত যথাবিধি কটুতৈল পাক করিবে। এই তৈল পামা কণ্ড্বাদি বিনাশক।

গণ্ডীরিকাদ্যং তৈলম্।

গণ্ডীরিকাচিত্রকমার্কবার্ক-কুষ্ঠদ্রুমত্বগ্লবণৈঃ সমূত্রৈঃ।
তৈলং পচেন্মণ্ডলকুষ্ঠদদ্রু-দুষ্টব্রণারুঃকিটিভাপহারি॥

সিজের ক্ষীর, আকন্দের আঠা, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কুড়, সোনামুখের ছাল ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্যের কুট্টিত কল্ক এবং গোমূত্র সহ তৈলপাক করিয়া, অভ্যঙ্গে

প্রয়োগ করিলে, মণ্ডল কুষ্ঠ, দদ্রু, দুষ্টব্রণ, মর্ম্ম-ব্রণ ও কিটিম রোগ নিবারিত হয়।

শ্বেতকরবীরাদ্য-তৈলম্।

শ্বেতকরবীরমূলং বিষাংশসাধিতং গোমূত্রে।
চর্ম্মদলসিধ্মপামাবিস্ফোটক্রিমিকিটিমজিৎ তৈলম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক—শ্বেতকরবীর মূল ৪ পল, বিষ ৪ পল। এই তৈল মর্দ্দনে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণসর্প-তৈলম্।

মৃতস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিরঃপুচ্ছবিবর্জ্জিতম্।
অন্তর্দ্ধূমকৃতং ভস্ম বাগুজীতৈলমিশ্রিতম্।
এতেন মর্দ্দনাদেব গলৎকুষ্ঠং বিনশ্যতি॥

মৃত কৃষ্ণসর্পের মস্তক, অন্ত্র ও পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম সোমরাজী তৈলের সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈলম্।

সূতকং গন্ধকং কুষ্ঠং সপ্তপর্ণঞ্চ চিত্রকম্।
সিন্দূরঞ্চ রসোনঞ্চ হরিতালমবল্গুজম্॥
আরগ্বধস্য বীজানি জীর্ণতাম্রং মনঃশিলা।
প্রত্যেকং কর্ষমেতেষাং কটুতৈলং পলাষ্টকম্॥
সাধয়েৎ সূর্য্যতাপেন সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্।
শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং কচ্ছুং মাংসবৃদ্ধিং ভগন্দরম্॥
বিচর্চ্চিকাঞ্চ পামানং বাতরক্তং সুদারুণম্।
গম্ভীরঞ্চ তথোত্তানং নাশয়েদ্ যস্য লক্ষণাৎ॥
কুষ্ঠরাক্ষসনামেদং সাবর্ণ্যকরণং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে॥

কটুতৈল ৴১ সের। কল্কার্থ—পারদ, গন্ধক (উভয় কজ্জলী করিয়া), কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটে সিন্দূর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোন্দালবীজ, জারিত তাম্র ও মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা। রৌদ্রে পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ, মাংসবৃদ্ধি, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, পামা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

কুষ্ঠকালানলতৈলম্।

সূতং গন্ধং শিলা তালং কাঞ্জিকৈস্ত বিমর্দ্দনম্।
তালিপ্তবস্ত্রবর্ত্তিঃ তাং তৈলাক্তাং জ্বালয়েদধঃ॥
স্থিতে পাত্রে পতেৎ তৈলং গৃহীত্বা লেপয়েৎ ততঃ।
কুষ্ঠস্থানং বিশেষেণ সর্ব্বকুষ্ঠং হরত্যলম্।
ইদং কালানলং তৈলং বাতকুষ্ঠে মহৌষধম্॥

(এষাং সমং কাঞ্জিকং, সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং তিলতৈলম্ বস্ত্রং তস্মিন্ সংলিপ্য সংশোষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাৎ। তাং তৈলাক্তাং সন্দংশিকয়া জ্বালয়িত্বা উপরি তৈলং দত্ত্বা পতিতং তৈলমধঃ পাত্রে গৃহ্ণীয়াৎ। কুষ্ঠস্থানে দদ্যাৎ। সিদ্ধকপ্রয়োগঃ।)

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক এক তোলা। এই সকল দ্রব্য ৪ তোলা কাঁজিতে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুকাইয়া, বাতি প্রস্তুত করত তাহাতে তৈল মাখাইবে। পরে সাঁড়াশি দ্বারা ঐ বাতি ধরিয়া প্রজ্বলিত করিবে এবং বাতির উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তৈল দিবে। তৈলের পরিমাণ সমুদায়ে এক পোয়া। বাতির নিম্নে একটা পাত্র রাখিবে, সেই পাত্রের উপর বাতি হইতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তদ্দ্বারা কুষ্ঠস্থান লেপন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ইহা বাতকুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ফলদায়ক ঔষধ।

বিষতৈলম্।

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বে অর্কং তগরমেব চ।
করবীরং বচা কুষ্ঠমাস্ফোতা রক্তচন্দনম্॥
মালতী সিন্ধুবারঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা সপ্তপর্ণকম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্যাপি পলং ভবেৎ।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শ্বিত্রবিস্ফোটকিটিম-কীটলূতাবিচর্চ্চিকাঃ॥

কণ্ডূকচ্ছূবিকারাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ।
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
বিষতৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

কটুতৈল ৴৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দ আঠা, তগরপাদুকা, করবীরমূল, বচ, কুড়, হাপরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিসিন্দাপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, ছাতিম মূলের ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা; বিষ ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ কুষ্ঠ ও বিষদূষিত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

সোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজী হরিদ্রে দ্বে সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ।
করঞ্জৈড়গজাবীজং পত্রাণ্যারগ্বধস্য চ॥
বিপচেৎ সার্ষপং তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্।
অনেনাশু প্রশাম্যন্তি কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু॥
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গা গম্ভীরং বাতশোণিতম্।
কণ্ডূকচ্ছূপ্রশমনং দদ্রুপামানিবারণম্॥

কটুতৈল ৴৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ বীজ, চাকুন্দেবীজ, সোন্দালপত্র মিলিত ৴১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, নালী ঘা, পিড়কা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ সোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজীতুলাকাথে তথা দদ্রুঘ্নস্য চ।
গোমূত্রস্য তথা পাত্রে কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্।
চিত্রকং লাঙ্গলাখ্যা চ নাগরং কুষ্ঠমেব চ॥
হরিদ্রা নক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
আস্ফোতার্ককরবীরং সপ্তপর্ণঞ্চ গোময়ম্॥
খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচং কাসমর্দ্দকম্।
এতানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
হন্তি সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ।
কিটিমং দদ্রুজাতঞ্চ গাত্রবৈবর্ণ্যমেব চ॥
বিশীর্ণচর্ম্মমাংসাদি-দৃঢ়ীকরণমুত্তমম্।
পাণ্ডুরোগং তথা কণ্ডুং বীসর্পং হন্তি দারুণম্।
যে চান্যে ত্বগ্‌গতা রোগাস্তাংস্তু শীঘ্রং ব্যপোহতি॥

(কটুতৈলাঢ়কমিত্যত্র কটুতৈলস্য প্রস্থকমিতি পাঠান্তরম্)।

সর্ষপতৈল ১৬ সের (পাঠান্তর ৴৪ সের)। কাথার্থ—সোমরাজী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; চাকুন্দেবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, ঈশ্‌লাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাপরমালী, আকন্দ আঠা, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়রস, খদিরকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গাত্রবৈবর্ণ্য ও ত্বগ্‌গত সর্ব্বপ্রকার রোগ এবং অন্যান্য রোগেরও ধ্বংস হয়।

মরিচাদ্যতৈলম্।

মরিচালশিলাদ্ধাক-পয়োঽশ্বারিজটাত্রিবৃৎ-
শকৃদ্রসবিশালারুক্-নিশাযুগ্দারুচন্দনৈঃ।
কটুতৈলাৎ পচেৎ প্রস্থং দ্ব্যক্ষৈর্বিষপলান্বিতৈঃ॥
সগোমূত্রৈস্তদভ্যঙ্গাদ্ দদ্রুশ্বিত্রবিনাশনম্।
সর্ব্বেষ্বপি চ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে॥

কটুতৈল ৴৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীমূল, জটামাংসী, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ এক পল। এই তৈল দদ্রু ও শ্বিত্র প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠে ব্যবহার্য্য।

বৃহন্মরিচাদ্যতৈলম্।

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্॥
বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
চিত্রকো লাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্॥
শিরীষং কুটজো নিম্বঃ সপ্তপর্ণঃ স্নুহামৃতা।
শম্পাকো নক্তমালোঽব্দং খদিরঃ পিপ্পলী বচা॥
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্ত্বা তৈলবরং হ্যেতন্ম্রক্ষয়েৎ কুষ্ঠকান্ ব্রণান্॥

পামাবিচর্চ্চিকাদদ্রু-কণ্ডুবিস্ফোটকানি চ।
বলয়ঃ পলিতং ছায়া নীলী ব্যঙ্গস্তথৈব চ ॥
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্তন্তু দীয়তে ॥
পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্।
বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বা বায়ুপীড়িতঃ।
এভিরভ্যঞ্জনৈর্গাঢ়ং ভবেন্মারুতবিক্রমঃ ॥

কটুতৈল ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশশার মূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, শিরীষছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আঠা, গুলঞ্চ, সোন্দালপত্র, চক্রকরঞ্জ বীজ, মুতা, খদিরসার, পিপুল, বচ, লতাফট্‌কী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল। মৃৎপাত্রে কিংবা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ ব্রণ ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া দেহের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হয়। প্রথমযৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া পীনোন্নত অবস্থাতেই থাকে। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ দূরীভূত হয়।

বাসারুদ্র-তৈলম্।

ত্রিফলা নিম্বভণ্টাকী বৃহত্যৌ সপুনর্নবে।
হরিদ্রে বৃষনিগুণ্ড্যৌ পটোলকনকাহ্বয়ৌ ॥
হরিতালং শিলাকুষ্ঠী লাঙ্গলীদাড়িমাহ্বয়ৌ।
অপামার্গবিষঞ্চৈব জয়ন্তী পূতিকটুফলে ॥
এষাং কর্ষদ্বয়ৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণে গুড়ূচ্যাশ্চ রসে তৈলং সমাহিতঃ ॥
চতুর্গুণন্তু গোক্ষীরং বৃষপত্ররসং তথা।
দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রং সমাজপেৎ ॥
দদ্রুকুষ্ঠং দুষ্টব্রণং বীসর্পং বিদ্রধিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং বাতরক্তং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব শিরোরোগং সুদারুণম্।
শোথঞ্চ গলগণ্ডঞ্চ শ্লীপদন্তর্ব্বুদং তথা ॥
বাতরোগানশেষাংশ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং সুদারুণম্।
পীনসশ্বাসকাসঞ্চ সুদারুণভগন্দরম্ ॥
উপদংশং মহাঘোরং চক্ষুঃশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
চর্ম্মোত্থান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ তৈলমেতদ্ বিনাশয়েৎ।
রুদ্রতৈলমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের, গুলঞ্চের রস, গব্য দুগ্ধ ও বাসক পাতার রস প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নিমছাল, তালমূলী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, কনকধুতুরার মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, দাড়িমফলের ছাল, অপামার্গ, বিষ, জয়ন্তীপত্র, নাটাকরঞ্জ ও কটুফল প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, নাড়ী ও দুষ্টব্রণ, ঘোর বাতরক্ত, বীসর্প, বিদ্রধি, শোথ, বাতরোগ, উপদংশ এবং সমুদায় চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

কন্দর্পসার-তৈলম্।

সপ্তপর্ণস্তপা কালী গুড়ূচী পিচুমর্দ্দকম্।
শিরীষশ্চ মহাতিক্তা জয়া তুম্বী মৃগাদনী ॥
নিশা দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥
আরগ্বধো ভৃঙ্গরাজো জয়া ধুস্তূররাত্রয়ঃ।
ঐন্দ্রাশনাগ্নিথর্জ্জুরং গোময়ার্কস্নুহীচ্ছদম্ ॥
তৈলতুল্যং প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মহাকালবচাব্রাহ্মী-তুম্ব্যগ্নিগৃহপুষ্পিকাঃ ॥
কুচেলা কুলকা রাত্রিমে ঘনামা চ গ্রন্থিকা।
শম্পাকমর্কক্ষীরঞ্চ কামুন্দেশ্বরমূলকম্ ॥
আচজিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালাচ্ছবিপত্রকম্।
পূতিকাস্ফোতমূর্ব্বা চ সপ্তপর্ণশিরীষকম্ ॥
কুটজং পিচুমর্দ্দঞ্চ মহানিম্বং তথৈব চ।
গুড়ূচী চন্দ্রেখা চ সোমরাট্ চক্রমর্দ্দকম্ ॥
তুম্বুরুভৃঙ্গষণ্ডাহ্ব-কন্দং কটুকরোহিণী।
শটী দার্ব্বী ত্রিবৃৎ পদ্ম-গ্রন্থিকাগুরুপুষ্করম্ ॥
কর্পূরং কটুফলং মাংসী মুস্তৈলোটঙ্কষাভয়ম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্নাম্না কন্দর্প উচ্যতে ॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং গ্রন্থিমজ্জগতং তথা।
হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধি-গলিতং সর্ব্বসন্ধিষু ॥
যস্ত গাত্রে ভবিষ্যন্তি মাংসানি চাধিকানি চ।
নাসাকর্ণঞ্চ বৈকল্যং ভেকাকারবপুস্তথা ॥

শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং নানাবর্ণং বিপাদিকম্।
পামাবিস্ফোটকানীলং ক্রিমিবৃদ্ধিং তথৈব চ॥
কীটদদ্রুমসূরীশ্চ কিটিমং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠমৌড়ুম্বরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ॥
গলগণ্ডার্ব্বুদং হন্যাদ্ গণ্ডমালাং ভগন্দরম্।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সান্নিপাতিকম্।
একোল্বণং দ্বুল্বণঞ্চ কুষ্ঠং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। কাথার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিতপলতা (বা ঘোড়ানিম), জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, রাখালশশা মূল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। সোন্দালপত্র, ভৃঙ্গরাজ জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতাপত্র, খেজুরপত্র, আকন্দপত্র ও সিজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের রস ⁄৪ সের এবং গোময়রস ৪ সের। কল্কার্থ—মাকাল, বচ, ব্রহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী (কেহ বলেন গোয়ালে লতা বা ঝুল), কুঁচলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুগা, পিপুলমূল, সোন্দাল পত্র, আকন্দের আঠা, কালকাসিন্দের মূল, ঈশের মূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা (বা ঘোড়ানিম), রাখাল শশার মূল, বিছাটি পত্র, করঞ্জবীজ, হাপরমালী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমের ছাল, গুলঞ্চ, সোমরাজ বীজ (সোমরাজবীজ ২ ভাগ), চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন ওল, কট্কী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঠিয়ালা (অভাবে পিপুলমূল), অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলইচ, বাসকছাল ও বেণার মূল প্রত্যেক দুই তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সান্নিপাতিক প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠ এবং গণ্ডমালাদি নানারোগ প্রশমিত হয়।

পৃথ্বীসারতৈলম্।

চিত্রকস্যাথ নিশুণ্ডা হয়মারস্য মূলতঃ।
নাড়ীচবীজাদ্বিষতঃ কাঞ্জিপিষ্টং পলং পলম্॥
করঞ্জতৈলাষ্টপলং কাঞ্জিকস্য পলং পুনঃ।
মিশ্রিতং সূর্য্যসংপক্বং তৈলং কুষ্ঠব্রণাপ্রজিৎ॥

করঞ্জতৈল ⁄১ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, নিসিন্দামূল, করবীরমূল, নালিতাবীজ ও বিষ প্রত্যেক ১ পল। কল্কদ্রব্য সকল কাঁজিতে বাটিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে কাঞ্জি ১ পল মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ ব্রণ ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

ষড়বিন্দুতৈলম্।

সিন্দূরামৃততালগৈরিকহলাজাজীগন্ধকমৈঃ-
শ্চপাষাণরসোনবাণদহনশ্রুক্রকৃষ্ণোনিশা-।
রাজীগন্ধকহিঙ্গুভিঃ পরিমিতৈঃ শুক্ত্যা পচেৎ সার্ষপং
তৈলং প্রসূমিতং ঘৃতস্য কুড়বং পানং তথাকাদ্রসম্॥
গোমূত্রঞ্চ তথা বিনায় সকলং পক্বং প্রতং রোগিণে
দদ্যাৎ কুষ্ঠবিচর্চিকাদিষু ভিষক্ নাম্না তু ষড়বিন্দকম্॥
(সর্ব্বকুষ্ঠে সর্ব্বব্রণে সর্ব্বগলিতঞ্চাতে চ।)

কটুতৈল ⁄৪ সের, ঘৃত ⁄৷০ সের, আকন্দের রস ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মেটেসিন্দূর, বিষ, হরিতাল, গেরিমাটী, ঈশলাঙ্গলা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ত্রিকটু, মনছাল, রসুন, শরপুঙ্খা, চিতামূল, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, হরিদ্রা, রাইসর্ষপ, গন্ধক ও হিঙ্গু প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল সকল প্রকার কুষ্ঠ ও বিচর্চিকা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কচ্ছুরাক্ষসতৈলম্।

মনঃশিলালং কাসীসং শঙ্খাশ্মসম্ভবং চ।
সর্জকারী শিলাভেদী শুষ্ঠী কটুক মাগধী॥
লাঙ্গলী করবীরঞ্চ দদ্রুঘ্নকিমহানলঃ।
দন্তী নক্তদলশ্চৈভ, পৃথক কর্ষমিতৈর্ভিষক্॥
কল্কীকৃত্য পচেৎ তৈলং কটু প্রস্থদ্বয়োন্মিতম্।
অর্কসেহুগুড়ুচ্যেন পৃথক পলমিতেন চ॥
গোমূত্রস্যাঢকেনাপি শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অভ্যঙ্গেন হরেদেতৎ কচ্ছুং দুঃসাধ্যতামপি॥
পামানঞ্চ তথা কণ্ডুং ত্বগ্দোষং দদ্রুকাময়ান্।
কচ্ছুরাক্ষসনামেদং তৈলং হারীতভাষিতম্॥

সর্ষপতৈল ⁄৮ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকস, গন্ধক,

সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিষলাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা এবং আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডু, চর্ম্মরোগ ও রক্তদোষ নষ্ট হয়।

আরগ্বধাদ্যং তৈলম্।

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
রজনীদ্বয়সংযুক্তং পচেৎ তৈলং বিধানবিৎ।
এতেনাভ্যঞ্জয়েচ্ছিত্রং ক্ষিপ্রং শ্বিত্রং বিনশ্যতি॥

তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সোন্দাল পত্র, ধাওয়াছাল, কুড়, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মিলিত /১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শ্বিত্র রোগ নষ্ট হয়।

শ্বিত্রপঞ্চানন-তৈলম্।

এরণ্ডতুলসীবীজং বাগুজী চক্রমর্দ্দকম্।
তিক্তকোষাতকীবীজং কৃষ্ণাস্কোঠস্য বীজকম্॥
বঙ্গং দগ্ধা শিলা কংশ্চ পথ্যা কুষ্ঠং বিড়ঙ্গকম্।
গোমূত্রদধিদুগ্ধৈশ্চ পচেদপ্যাজমূত্রকৈঃ॥
কটুতৈলঞ্চ তল্লেপাদীষদ্ ঘৃষ্ট্বা বিলেপনৈঃ।
পঞ্চাননমিদং তৈলং শ্বেতকুষ্ঠকুলাপহম্॥

কটুতৈল /৪ সের। গোমূত্র, দধির মাত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিতঝিঙ্গার বীজ, কাল আঁকোড়বীজ, মনছাল, হীরাকস, হরীতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ মিলিত /১ সের। ধবল স্থান ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া এই তৈল লাগাইলে উহা প্রশমিত হয়।

খদিরারিষ্টঃ।

খদিরস্য তুলার্দ্ধন্তু দেবদারু চ তৎসমম্।
বাকুচী দ্বাদশপলা দার্ব্বী স্যাৎ পলবিংশতিঃ॥
ত্রিফলা বিংশতিপলাষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
কষায়ে দ্রোণশেষে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
তুলাদ্বয়ং মাক্ষিকস্য তুলৈকা শর্করা মতা।
ধাতক্যা বিংশতিপলং কঙ্কোলং নাগকেশরম্॥
জাতীফলং লবঙ্গৈলা-ত্বক্‌পত্রাণি পৃথক্ পৃথক্।
পলোন্মিতানি কৃষ্ণায়া দদ্যাৎ পলচতুষ্টয়ম্॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্যমাসাদূর্দ্ধং পিবেৎ ততঃ।
মহাকুষ্ঠানি হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগার্ব্বুদং তথা॥
গুল্মং গ্রন্থিং ক্রিমীন্ কাসং তথা প্লীহোদরং জয়েৎ।
এষ বৈ খদিরারিষ্টঃ সর্ব্বকুষ্ঠনিবারণঃ॥

খদিরকাষ্ঠ /৬।০ সের, দেবদারু /৬।০ সের, সোমরাজী বীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা ২০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। ইহা ছাঁকিয়া তাহাতে মধু ২৫ সের, চিনি ১২॥০ সের, ধাইফুল ২০ পল, কঙ্কোল, নাগেশ্বর, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল এবং পিপুল ৪ পল। এই সমুদায় একত্র আবৃতমুখ ঘৃতভাণ্ডে একমাস রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, অর্ব্বুদ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়। (মাত্রা—১ পল)।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

কুষ্ঠরোগে পথ্যানি।

পক্ষাৎ পক্ষাচ্ছর্দ্দনানি মাসান্মাসাদ্বিরেচনম্।
নস্যং ত্র্যহাৎ ত্র্যহান্মাসি ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽস্রমোক্ষণম্॥
সর্পিলেপশ্চিরোৎপন্না যবগোধূমশালয়ঃ।
মুদ্গাঢকীমসূরাশ্চ মাক্ষিকং জাঙ্গলামিষম্॥
আষাঢ়কলবেত্রাগ্রং পটোলং বৃহতীফলম্।
কাকমাচীনিম্বপত্রং লশুনং হিলমোচিকা॥
পুনর্নবা মেষশৃঙ্গী চক্রমর্দ্দদলানি চ।
ভল্লাতকং পকতালং খদিরশ্চিত্রকো বরা॥
জাতীফলং নাগপুষ্পং কুঙ্কুমং প্রতনং হবিঃ।
কোষাতকী করঞ্জোঽপি তিলসর্ষপনিম্বজম্॥
তৈলং তথেঙ্গুদোত্থঞ্চ কষায়াণি যানি চ।
স্নেহাঃ সরলদেবাহ্ব-শিংশপাগুরুসম্ভবাঃ॥

মূত্রাণি গোখরোষ্ট্রাশ্ব-মহিষীজনিতানি চ।
কস্তু,রিকা গন্ধসারস্তিক্তানি ক্ষারকর্ম্ম চ।
যথাদোষং সমস্তানি পথ্যান্তেতানি কুষ্ঠিনাম্॥

কুষ্ঠরোগে একপক্ষ অন্তর বমন, একমাস অন্তর বিরেচন, তিন দিবস অন্তর নস্য প্রয়োগ এবং ছয়মাস অন্তর রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। ঘৃত-পান, প্রলেপন, পুরাতন যব, গোধূম, শালিধান্য, মুগ, অড়হর, মসুর দাইল, মধু, জাঙ্গলদেশজ মৃগপক্ষীর মাংস, পলাশবীজ, বেতাগ্র, পটোল, বৃহতীফল, কাকমাচী, নিম্বপত্র, রশুন, হিঞ্চা-শাক, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গী ফল, চাকুন্দিয়াপাতা, ভল্লাতক, পাকা তাল, খদির, চিতা, ত্রিফলা, জাতীফল, নাগকেশর, কুঙ্কুম, পুরাতন ঘৃত, ঘোষালতা, করঞ্জতৈল, তিলতৈল, সার্ষপতৈল, নিম্বতৈল, ইঙ্গুদীফলোদ্ভব তৈল, লঘুদ্রব্য, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শিশু ও অগুরুকাষ্ঠ উৎপন্ন স্নেহ (তৈল), গোমূত্র, গর্দ্দভমূত্র, উষ্ট্র-মূত্র, অশ্বমূত্র, মহিষীমূত্র, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, তিক্তদ্রব্য এবং ক্ষারপ্রয়োগ, কুষ্ঠরোগিকে দোষানুসারে এই সমস্ত প্রয়োগ করিলে হিত-কর হয়।

কুষ্ঠরোগেঽপথ্যানি।

পাপানি কর্ম্মাণি কৃতঘ্নভাবং নিন্দা গুরূণাং গুরুধর্ষণঞ্চ।
বিরুদ্ধপানাশনমহ্নি নিদ্রাং চণ্ডাংশুতাপং বিষমাশনঞ্চ॥
স্বেদং রতং বেগনিরোধমিক্ষুং
ব্যায়ামমম্লানি তিলাংশ্চ মাষান্।
দ্রবান্নগুর্ব্বন্ননবান্নভুক্তিং
বিদাহি বিষ্টম্ভি চ মূলকানি॥
সহ্যাদ্রিবিন্ধ্যাদ্রিসমুদ্ভবানাং
তরঙ্গিণীনামুদকানি চাপি।
আনূপমাংসং দধিদুগ্ধমদ্যং
গুড়ঞ্চ কুষ্ঠাময়িনস্ত্যজেযুঃ॥

পাপকর্ম্ম (ব্রাহ্মণীগমনাদি), কৃতঘ্নতা (উপকারকের অপকার করা), গুরুনিন্দা, গুরুজনকে অবমাননা করা, বিরুদ্ধ পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, রৌদ্রসেবন, বিষম ভোজন, স্বেদন, রমণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ইক্ষু, ব্যায়াম, অম্লদ্রব্য, তিল, মাষকলায়, দ্রব-দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, বিদাহি-দ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, মূলা, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্য-গিরি সম্ভূত নদীর জল, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, মদ্য ও গুড় এই সকল কুষ্ঠরোগী পরি-ত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কুষ্ঠাধিকারঃ।

অথ শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকারঃ।

অথ শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠ-নিদানম্।

শীতমারুতসংস্পর্শাৎ প্রদুষ্টৌ কফমারুতৌ।
পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্তর্বিসর্পতঃ॥
বরটীদষ্টসংস্থানঃ শোথঃ সংজায়তে বহিঃ।
সকণ্ডুস্তোদবহুলশ্ছর্দ্দিজ্বরবিদাহবান্॥
উদর্দ্দমিতি তং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমথাপরে।
বাতাধিকং শীতপিত্তমুদর্দ্দস্তু কফাধিকঃ॥
সোৎসঙ্গশ্চ সরাগশ্চ কণ্ডুমদ্ভিশ্চ মণ্ডলৈঃ।
শৈশিরঃ কফজো ব্যাধিরুদর্দ্দ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
অসম্যগ্বমনোদীর্ণ-পিত্তশ্লেষ্মান্ননিগ্রহৈঃ।
মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহূনি চ।
উৎকোঠঃ সানুবন্ধশ্চ কোঠ ইত্যভিধীয়তে॥

শীতল বায়ু সেবন দ্বারা কফ ও মারুত প্রদুষ্ট এবং পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক্ ও রক্তাদি ধাতুতে পরিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে।

শীতপিত্ত ও উদর্দ্দ রোগে গাত্রে বোল্‌তা দংশনজনিত শোথের ন্যায় শোথ হয়। ইহাতে

অতিশয় কণ্ডু, তোদ, বমি, জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্তে বায়ুর এবং উদর্দ্দ রোগে কফের আধিক্য থাকে।

উদর্দ্দ-শোথ মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত, মণ্ডলাকার ও হিমসম্ভূত। ইহা কফজ ব্যাধি।

বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যগ্রূপ বমি না হইলে বহির্গমনোন্মুখ পিত্ত ও শ্লেষ্মার এবং ভুক্তান্নের অনির্গম হেতু শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডুবিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠ কহে। কোঠ নিরনুবন্ধ অর্থাৎ উদ্গত হইবার কিছুক্ষণ পরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়, আর পুনরুদ্গত হয় না। কিন্তু এই কোঠ সানুবন্ধ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ বিনাশশীল হইলে উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অথ শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠচিকিৎসা।

শীতপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টবারিণা।
ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণেন বারিণা।
ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্॥
(পটোলারিষ্টবারিণেত্যাদাবযুক্তমপি মদনফলকল্কং প্রক্ষেপ্যম্। চক্রটীকা।)

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগে, পলতা ও নিমছালের ক্বাথে মদনফল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা দ্বারা বমন এবং ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্গুলু ১০ মাষা এবং পিপুল ৬ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বিরেচন; সর্ষপ তৈল মর্দ্দন; উষ্ণ জলে গাত্র সেচন; মধুর সহিত (প্রক্ষেপ দিয়া) ত্রিফলা ক্বাথ সেবন এবং বাতরক্তোক্ত নবকার্ষিক নামক পাচন অথবা পরম্নোকোক্ত নবকার্ষিক বটিকা সেবন ব্যবস্থেয়।

বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ।

বৈদ্যগণ এই সমস্ত রোগে বিসর্প-চিকিৎসোক্ত অমৃতাদি পাচনও ব্যবস্থা করিবেন।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুটিকা শীতপিত্তার্শো-ভগন্দরবতাং হিতা॥

ত্রিফলা ৩ ভাগ, গুগ্গুলু ৫ ভাগ ও পিপ্পলী ১ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী ১টা করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত, অর্শঃ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ।
শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডুপামাবিনাশনঃ।
ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু, পামা, ক্রিমি, দদ্রু ও শীতপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড়তিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দবীজ ও কৃষ্ণ তিল, এই সমুদায় সর্ষপতৈলের সহিত বাটিয়া গাত্রে মাখিলে শীতপিত্তাদির নাশ হয়।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥

গণিয়ারিমূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত সাত দিবস সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগের শান্তি হয়।

ক্ষারসিন্ধুত্থতৈলৈশ্চ গাত্রাভ্যঙ্গং প্রযোজয়েৎ॥

যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে শীতপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

গাম্ভারিকাফলং পক্বং শুষ্কমুৎস্বেদিতং পুনঃ।
ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যসেবিনা॥

পথ্যসেবী হইয়া গাম্ভারীর সুপক্ব শুষ্ক ফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি মাষকং মরিচস্য চ।
একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তাদিনাশনম্॥

---

* উদর্দ্দে বমনং কার্য্যমিতি বা পাঠঃ।

গব্য ঘৃত ২ তোলা ও মরিচের গুঁড়া ১ মাষা একত্র (উষ্ণ) করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্তাদির শান্তি হয়।

শীতলাঙ্গান্নপানানি বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।
উষ্ণানি বা যথাকালং শীতপিত্তে প্রয়োজয়েৎ॥

বাতাদি দোষের অবস্থা ও দেশ কাল বিবেচনা করিয়া শীতবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

সিতাং মধুকসংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ।
যমানীং খাদয়েচ্চাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতম্॥

চিনির সহিত যষ্টিমধু, আমলকীর সহিত গুড় এবং ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত যমানী ভক্ষণ করিলে শীতপিত্তাদির শান্তি হইয়া থাকে।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্নরঃ।
তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥

এক সপ্তাহ সুপথ্যভোজী হইয়া গুড় ও যমানী ভক্ষণ করিলে সর্ব্বদেহস্থ উদর্দ্দ নষ্ট হয়।

তৈলোদ্বর্ত্তনযোগেন যোজ্য এলাদিকো গণঃ॥
শুষ্কমূলকযুষেণ কৌলত্থেন রসেন বা।
ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যং লাবতিত্তিরিজেন বা॥

উদর্দ্দরোগে (সুশ্রুতোক্ত) এলাদিগণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শরীরে উদ্বর্ত্তন করিবে এবং শুষ্ক মূলার যূষ সহ অথবা কুলত্থকলায়ের যূষ সহ কিংবা লাব ও তিত্তিরি প্রভৃতি পক্ষির মাংসরস সহ অন্ন ভোজন করিবে।

কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাদম্লপিত্তঘ্নমেব চ।
উদর্দ্দোক্তাং ক্রিয়াঞ্চাপি কোঠরোগে সমাসতঃ।
সর্পিঃ পীত্বা মহাতিক্তং কার্য্যং শোণিতমোক্ষণম্॥

কোঠরোগে কুষ্ঠোক্ত, উদর্দ্দোক্ত এবং অম্লপিত্তনাশক ক্রিয়া সকল করিবে। ইহাতে মহাতিক্তাদি ঘৃতপান ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন
ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ।
বিস্ফোটকণ্ডূক্রিমিশীতপিত্ত-
মুদর্দ্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হন্যাৎ॥

আমলকী ও নিমপাতা সমভাগে বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিস্ফোট, কণ্ডু, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্পর্শবাতলক্ষণম্।

অঙ্গেষু তোদনং প্রায়ো দেহস্পর্শং ন বিন্দতি।
মণ্ডলানি চ দৃশ্যন্তে স্পর্শবাতস্য লক্ষণম্॥

স্পর্শবাতরোগে অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও স্পর্শশক্তির নাশ হয় এবং গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে।

রসাদিগুটী।

অষ্টভাগো রসঃ শুদ্ধো বিষতিন্দোর্দশৈব তু।
গন্ধকস্য দশ দ্বৌ চ ত্রিকটুত্রিফলায়াস্তথা॥
বহ্নিচিত্রকমুস্তানাং বচাশ্বগন্ধযোরপি।
রেণুকাবিষকুষ্ঠানাং পিপ্পলীমূলনাগয়োঃ॥
একৈকস্য ভবেদ্ ভাগ ইতি গ্রাহ্যং ক্রমেণ চ।
গুড়শ্চতুর্বিংশতিঃ স্যাদ্ বটিকা বদরাকৃতিঃ।
ক্রমেণ বাযুসেবেত স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে॥

শোধিত পারদ ৮ ভাগ, কুঁচিলা ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ভেলার মুটী, চিতা, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর প্রত্যেক এক এক ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কুলের ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটী কিছু দিন সেবন করিলে স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

হরিদ্রায়াঃ পলান্যষ্টৌ ষট্পলং হবিষস্তথা।
ক্ষীরাঢকেন সংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃন্ময়ে দৃঢ়ে।
কটুত্রিকং ত্রিজাতঞ্চ ক্রিমিঘ্নং ত্রিবৃতা তথা॥
ত্রিফলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতি পলং পলম্।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ তত্র ততঃ খাদেৎ ভক্ষয়েৎ॥
কণ্ডূবিস্ফোটদদ্রূণাং নাশনং পরমৌষধম্।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসো দেহো ভবতি নান্যথা।
হরিদ্রানামতঃ খণ্ডং কণ্ডূনাং পরমৌষধম্॥

হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ৬।০ সের। মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে

যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা—২ তোলা। হরিদ্রাখণ্ড শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্ হরিদ্রাখণ্ডঃ।

নিশাচূর্ণস্ত কুড়বং ত্রিবৃৎপলচতুষ্টয়ম্।
অভয়া তৎসমা দেয়া সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ী সিতা॥
দার্ব্বী মুস্তা যমান্যৌ দ্বৌ চিত্রকং কটুরোহিণী।
অজাজী পিপ্পলী শুণ্ঠী ত্রিজাতং ক্রিমিকণ্টকম্॥
অমৃতা বাসকং কুষ্ঠং ত্রিফলা চব্যধান্যকম্।
মৃতলৌহং মৃতাভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃন্ময়ে নবে।
কর্ষার্দ্ধঞ্চ ততঃ খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠ-কণ্ডূপামাবিচর্চ্চিকাঃ।
জীর্ণজ্বরক্রিমীন্ পাণ্ডু-শোথাদীংশ্চ বিনাশয়েৎ॥

হরিদ্রাচূর্ণ ৵৷৷০ সের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি ৵৫ সের। দারু-হরিদ্রা, মুতা, যমানী, বনযমানী, চিতা, কট্কী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা। একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—১ তোলা। উষ্ণ জল সহ সেব্য। ইহা দ্বারা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ এবং কণ্ডূ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

আর্দ্রকখণ্ডঃ।

আর্দ্রকং প্রস্থমেকং স্যাদ্ গোঘৃতং কুড়বদ্বয়ম্।
গোদুগ্ধং প্রস্থযুগলং তদর্দ্ধং শর্করা মতা॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
চিত্রকঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ মুস্তকং নাগকেশরম্॥
ত্বগেলাপত্রকচ্চুরং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
বিধায় পাকং বিধিবৎ খাদেৎ তৎ পলসম্মিতম্॥
আর্দ্রকখণ্ডনামায়ং প্রাতর্ভুক্তো ব্যপোহতি।
শীতপিত্তমুদর্দ্দঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেব চ॥
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ কাসং শ্বাসমরোচকম্।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং শোথং কণ্ডূক্রিমীনপি॥
দীপয়েজ্জঠরে বহ্নিং বলবীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ।
বপুঃ পুষ্টং প্রকুরুতে তস্মাৎ সেব্যমিদং সদা॥

আদা ৵২ সের, গব্যঘৃত ৵১ সের, গব্যদুগ্ধ ৵৮ সের, চিনি ৵৪ সের। পিপুল, পিপুলমূল মরিচ, শুঁঠ, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগকেশর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত যথাবিধি পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া প্রাতঃকালে ৮ তোলা মাত্রায় (বিবেচনা মতে) সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহঞ্চ বহ্নিগন্ধঞ্চ টঙ্কণম্।
ভূনিম্বেন্দ্রযবৌ রাস্না গুড়ূচী পদ্মকং সমম্॥
দিনং পর্পটকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দিতং বটকীকৃতম্।
সিতাক্ষৌদ্রৈর্লিহেন্মাংসৈঃ শ্লেষ্মপিত্তান্তকো রসঃ।
পথ্যাকণাগুড়ং শুণ্ঠীং মাত্রৈকং ভক্ষয়েদনু।
কফবাতহরং পাদেন্দাড়িমং নাগরং গুড়ম্॥

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, গন্ধক, সোহাগা, চিরতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, গুলঞ্চ ও পদ্মকাষ্ঠ; সমভাগে এই সকল দ্রব্য একদিন ক্ষেতপাপড়ার রসে মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিবে। চিনি, মধু বা মাংসরসের সহিত সেব্য। হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঁঠ এক মাত্রা পরিমাণে অনুপান করিবে। কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় একত্র সেবন করিতে দিবে।

বীরেশ্বরো রসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহঞ্চ তালগন্ধককট্‌ফলম্।
মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকম্॥
ধস্তূরং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং পটোলোত্থদ্রবৈর্দিনম্।
নিষ্কমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফবাতপ্রশান্তয়ে।
রসো বীরেশ্বরো নাম উক্তো নাগার্জ্জুনেন চ॥

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেড়াশিঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বামুনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে, এই সকল দ্রব্য পটোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া চারি মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা কফবাত-প্রশমক।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠরোগে পথ্যানি।

ছর্দ্দিবিরেচনং লেপোঽস্রমোক্ষো জীর্ণশালয়।
জাঙ্গলৈরামিষৈর্মুদ্গোঃ কুলত্থৈর্বা কৃতা রসাঃ॥
কর্কোটকং কারবেল্লং শিগ্রুমূলকপোতিকাঃ।
শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং দাড়িমং ত্রিফলা মধু।
কটুতৈলং তপ্তনীরং পিত্তশ্লেষ্মহরাণি চ।
কটুতিক্তকষায়াণি সর্ব্বাণীতি গণঃ সখা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠ রোগিণাং স্যাদ্‌গণ্যামলম্॥

বমন, বিরেচন, প্রলেপন, রক্তমোক্ষণ, পুরাতন শালি, জাঙ্গল মাংসরস, মুগের যূষ ও কুলথকলায়ের যূষ, কাঁকরোল, করলা, শজিনা, কাঁচ মূলা, শালিঞ্চশাক, বেতাগ্র, দাড়িম, ত্রিফলা, মধু, সর্ষপতৈল, গরমজল, পিত্তশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য এবং সমস্ত কটুবর্গ, তিক্তবর্গ, ও কষায়বর্গ, দোষানুসারে প্রযোজিত হইলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগির সুপথ্য হয়।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠরোগেঽপথ্যানি।

ক্ষীরেক্ষুজাতা বিবিধা বিকারা
মৎস্যোদকানূপভবামিষাণি।
নবীনমদ্যং বমিবেগরোধঃ
প্রাগ্দক্ষিণাশাপবনোঽহ্নি নিদ্রা॥
স্নানং বিরুদ্ধাশনমাতপশ্চ
স্নিগ্ধং তথাম্লং মধুরং কষায়ম্।
গুর্ব্বন্নপানানি চ শীতপিত্ত-
কোঠাময়োদর্দ্দবতাং বিনাশি॥

নানাবিধ ক্ষীরবিকৃতি (ছানাদি) ও ইক্ষু-বিকৃতি (গুড়াদি), মৎস্য এবং ঔদকমাংস, আনূপ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, নূতন মদ্য, বমিবেগধারণ, পূর্ব্ব বায়ু ও দক্ষিণ-বায়ু, দিবানিদ্রা, স্নান, বিরুদ্ধভোজন, রৌদ্রসেবন, স্নিগ্ধ দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, কষায়দ্রব্য এবং গুরুপাক অন্নপানীয়, এই সকল শীতপিত্ত, কোঠ ও উদর্দ্দরোগির অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শীতপিত্তাদ্যধিকারঃ।

অথাম্লপিত্তাধিকারঃ।

অথাম্লপিত্ত-নিদানম্।

বিরুদ্ধদুষ্টাম্লবিদাহিপিত্ত-প্রকোপিপানান্নভুজো বিদগ্ধম্।
পিত্তং স্বহেতূপচিতং পুরা যৎ তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ।
অবিপাকক্লমোৎক্লেশ-তিক্তাম্লোদ্গারগৌরবৈঃ।
হৃৎকণ্ঠদাহারুচিভিশ্চাম্লপিত্তং বদেদ্ভিষক্॥
তৃড়্দাহমূর্চ্ছাভ্রমমোহকারি প্রযাত্যধো বা বিবিধপ্রকারম্।
হৃল্লাসকোঠানলসাদহর্ষ-স্বেদাঙ্গপীতত্বকরং কদাচিৎ॥
বান্তং হরিৎপীতকনীলকৃষ্ণ-
মারক্তরক্তাভমতীব চাম্লম্।
মাংসোদকাভম্ত্বতিপিচ্ছিলাচ্ছ-
শ্লেষ্মানুজাতং বিবিধং রসেন॥
ভুক্তে বিদগ্ধে ত্বথবাপ্যভুক্তে
করোতি তিক্তাম্লবমিং কদাচিৎ।
উদ্গারমেবংবিধমেব কণ্ঠ-
হৃৎকুক্ষিদাহং শিরসো রুজঞ্চ॥
করচরণদাহমৌষ্ণ্যং মহতীমরুচিং জ্বরঞ্চ কফপিত্তম্।
জনয়তি কণ্ডূমণ্ডলপিড়কাশতনিচিতগাত্ররোগনিচয়ম্॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দূষিত অন্ন, অম্ল ও বিদাহিদ্রব্য এবং অন্যান্য

পিত্তপ্রকোপক পান আহার, এই সকল কারণে পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্তরোগরূপে পরিণত হয়।

অম্লপিত্ত রোগে, ভুক্তান্নের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহভার, বুক ও গলা জ্বালা এবং অরুচি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধোগ অম্লপিত্তে হরিৎপীতাদি বিবিধবর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ মলভেদ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞান-বৈপরীত্য, বমনবেগ, কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদ্গম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উদ্ধগ অম্লপিত্তে হরিৎ পীত নীল কৃষ্ণ আরক্ত বা রক্তবর্ণ, অতীব অম্ল, মাংসজল সদৃশ, অতি পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, কফসংসৃষ্ট ও কটুতিক্তাদি বিবিধ রসবিশিষ্ট বমি হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইলে অথবা অভুক্তাবস্থাতেও কখন কখন তিক্ত বা অম্লবমি হয় এবং উদ্গারও এরূপ তিক্ত বা অম্ল হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত পা জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অতিশয় অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং শরীরে কণ্ডু, বহুসংখ্যক পিড়কোৎপত্তি ও নানাবিধ রোগ, এই সমস্ত উপদ্রব সংঘটিত হয়।

অথাম্লপিত্ত-চিকিৎসা।

প্রাগম্লপিত্তরোগার্ত্তং কুলকারিষ্টবারিভিঃ।
হিঙ্গুক্ষৌদ্রসিন্ধুত্থৈর্বমনং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥

অম্লপিত্ত রোগে প্রথমতঃ পলতা ও নিম ছালের ক্বাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগিকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ।
সম্যগ্বান্তবিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্॥
আস্থাপনং চিরোদ্ভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া॥

অম্লপিত্ত রোগে বমনের পর মৃদু বিরেচন এবং তদন্তে স্নেহক্রিয়া ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। চিরোৎপন্ন অম্লপিত্ত রোগে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া নিরূহ-বস্তি (পিচ্কারী) দিবে।

ক্রিয়া শুদ্ধস্য শমনী হ্যনুবন্ধব্যপেক্ষয়া।
দোষসংসর্গজে কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা॥

দুই তিন দোষের মিলনে অম্লপিত্ত উপস্থিত হইলে, প্রথমে বমন-বিরেচনাদি শোধন ক্রিয়া দ্বারা রোগকে সংশুদ্ধ করিয়া, এরূপ ঔষধের ও আহারের ব্যবস্থা করিবে, যেন তাহা অনুবন্ধদোষের বিরোধী না হয়।

জ্বলন্তমিব চাত্মানং মন্যতে যোঽম্লপিত্তবান্।
তস্যৈব শোধনং পথ্যং ন শান্তিঃ শোধনং বিনা॥

অম্লপিত্ত রোগে যদি কোন ব্যক্তি এমন বোধ করে, যেন তাহার শরীর অনলে জ্বলিতেছে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়াই প্রশস্ত। শোধন ব্যতিরেকে সেরূপ রোগির রোগশান্তির অন্য উপায় নাই।

ঊর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ।
অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টপত্রকৈঃ॥
কারয়েন্মদনক্ষৌদ্র-সৈন্ধবযুক্তৈঃ কফোল্বণে।
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রীফলদ্রবৈঃ॥

উদ্ধগ অম্লপিত্ত বমন দ্বারা এবং অধোগ অম্লপিত্ত বিরেচন দ্বারা হরণ করিবে। কফোল্বণ অম্লপিত্তে পলতা, নিমপাতা, ময়নাফল, মধু ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা বমন করাইবে। বিরেচনের আবশ্যক হইলে মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

তিক্তভূয়িষ্ঠমাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ।
যবগোধূমবিকৃতীস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
যথাস্বং লাজশক্তূন্ বা সিতামধুযুতান্ পিবেৎ॥

অম্লপিত্ত রোগে তিক্তপ্রধান অন্ন ও পানীয় ব্যবস্থা করিবে। দোষসংসর্গাদি বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক দ্রব্য সহ যব ও গোধূমের পেয়াদিরূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার

করিতে দিবে, তাহার সহিত অধিক লবণ কটু ও অম্লাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত নহে। অম্লপিত্তে চিনি ও মধুর সহিত ঐ চূর্ণ খাইতে দিবে।

নিম্বযববৃষধাত্রীক্বাথস্ত্রিসুগন্ধিমধুযুতঃ পীতঃ।
অপনয়তি চাম্লপিত্তং যদি ভুঙ্ক্তে মুদ্গযূষেণ ॥

নিম্ব যব, বাসক ও আমলকী ইহাদের ক্বাথে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পানকরণানন্তর মুদ্গযূষ অনুপান করিলে অম্লপিত্ত নিরাকৃত হয়।

যবকৃষ্ণাপটোলানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ অরুচিঞ্চ বমিং তথা ॥

যব, পিপুল ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি ও বমি নিবারিত হয়।

দশাঙ্গঃ।

বাসাগুডূচীপর্পটক-নিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ।
ত্রিফলাকুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা ॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র সমুদায়ে ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধ সের, শেষ আধ-পোয়া। এই ক্বাথ মধুসহ পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা ক্বাথঃ সিতাযুতঃ।
পীতঃ সমধুকক্ষৌদ্রো জ্বরচ্ছর্দ্যম্লপিত্তজিৎ ॥

ত্রিফলা, পল্‌তা ও কটুকী ইহাদের ক্বাথে চিনি, যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে জ্বর, বমি ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

পথ্যাভৃঙ্গরজশ্চূর্ণং যুক্তং জীর্ণগুড়েন তু।
জয়েদম্লপিত্তজন্যাং ছর্দ্দিমন্নবিদাহজাম্ ॥

হরীতকী ও ভীমরাজ চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় পুরাতন গুড়ের সহিত লেহন করিলে, অম্লপিত্ত ও অন্নবিদাহজন্য বমন নিবারিত হয়।

বাসাদিগুগ্‌গুলুঃ।

বাসানিম্বপটোলত্রিফলাসমভাগযোজিতো জয়তি ॥
অধিককফময়পিত্তং প্রযোজিতো গুগ্‌গুলুঃ ক্রমশঃ ॥

বাসকছাল, নিমছাল, পল্‌তা, ত্রিফলা, পিয়াশাল ও দুরালভা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, সমস্ত চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু। একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, কফাধিক অম্লপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাখদিরযষ্ট্যাহ্ব-দার্ব্বীক্বাথো বা মধুদ্রবম্।
সদ্রাক্ষামভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রাং সগুড়াঞ্চ তাম্ ॥

অম্লপিত্তরোগে গুলঞ্চ, খদির কাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, অথবা হরীতকী ও দ্রাক্ষা, মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

ছিন্নোদ্ভবানিম্বপটোলপত্রং
ফলত্রিকঞ্চ ক্বথিতং সুশীতম্।
ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপং
সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তম্ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথে শীতল অবস্থায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অনেকরূপ সুদারুণ অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী-ক্বাথং পীত্বা সমাক্ষিকম্।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্ ॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা চাম্লপিত্তবিনাশিনী।
জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকম্ ॥

মধুসহ পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। পাকা জামীরের স্বরস সায়ংকালে পান করিলেও অম্লপিত্ত দূরীভূত হইয়া থাকে।

ইক্ষু চ কতকফলানি চিঞ্চাবৃক্ষো গুড়ঞ্চ পুটদগ্ধম্।
শময়তি তদম্লপিত্তমন্নভুজো যথোত্তরং দ্বিগুণম্ ॥

(কতকফলং জলপ্রসাদনফলং নির্ম্মলীতিপ্রসিদ্ধম্। যথোত্তরং দ্বিগুণমিতি ইক্ষ্বপেক্ষয়া কতকফলং দ্বিগুণং, কতকফলাপেক্ষয়া চিঞ্চাবৃক্ষত্বক্, তিন্তিড়ীত্বগপেক্ষয়া গুড়মিতি। এবং সর্ব্বং স্থালীমধ্যে নিক্ষিপ্য শরাবেণ পিধায় পুটপাকং দত্ত্বা মাষকচতুষ্টয়মুপযোজ্যম্। তত্র জলমনুপেয়ম্, তত্র বৃদ্ধসংবাদাৎ ॥)

হিঙ্গু ১ ভাগ, নির্ম্মলীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ ও ঘৃত ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য স্থালী মধ্যে রাখিয়া, শরা দ্বারা স্থালীর মুখ আবৃত করত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ৪ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ কফপিত্ত-চিকিৎসা।

—::—

কফপিত্তবমীকণ্ডু-জ্বরবিস্ফোটদাহহা।
পাচনো দীপনঃ ক্বাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ।

শুঁঠ ও পল্‌তা ২ তোলা লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে কফ-পিত্ত, বমি, কণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহ বিনষ্ট হয়। এই ক্বাথ পাচক ও অগ্নিপ্রদীপক।

পটোলবিশ্বামৃতরোহিণীকৃতং
জলং পিবেৎ পিত্তকফোচ্ছ্রয়ে তু।
শূলভ্রমারোচকবহ্নিমান্দ্য-
দাহজ্বরচ্ছর্দ্দিনিবারণং তৎ॥

কফ ও পিত্ত প্রবল থাকিলে পটোল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে কফপিত্ত, শূল, ভ্রম, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ সকল নিবারিত হয়।

অভয়াপিপ্পলীদ্রাক্ষা-সিতাধান্যযবাসকম্।
মধুনা কণ্ঠদাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥

হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধনে ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য মধু সহ সেবন করিলে কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়।

পটোলযবধন্যাক-পিপ্পল্যামলকানি চ।
এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ ক্বাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥

পল্‌তা, যব, ধনে, পিপুল ও আমলকী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়।

কান্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ।
সিতাক্ষৌদ্রসমাযুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥

ত্রিফলা বাটিয়া তদ্দ্বারা ১টী কান্ত লৌহের পাত্র প্রলিপ্ত করিয়া এক রাত্রি রাখিবে। প্রাতঃকালে ঐ কল্ক চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্মা প্রশমিত হয়।

পঞ্চনিম্বাদি-চূর্ণম্।

একোঽংশঃ পঞ্চনিম্বানাং দ্বিগুণো বৃদ্ধদারকঃ।
শক্তুর্দশগুণো দেয়ঃ শর্করামধুসংযুতঃ॥
শীতেন বারিণা পীতং শূলং পিত্তকফোত্থিতম্।
নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্॥

নিম্ববৃক্ষের ত্বক্‌, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল, এই সমুদায়ের ১ ভাগ, বিদ্ধড়ক ২ ভাগ ও ছাতু ১০ ভাগ, এই সমুদায়ের সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পিষ্ট করিয়া লইবে। মাত্রা—১ পল বা অর্দ্ধপল। ব্যবহার ২ তোলা। অনুপান—শীতল জল ও মধু। ইহা সেবন করিলে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল ও অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

বৃহদেলাদি-চূর্ণম্।

এলাচন্দনরক্তচন্দনশিবাকৃষ্ণাম্বুকৈশ্চিত্রকং
ধাত্রীনাগবলাপটোলজলদং চূর্ণং লিহেন্মাক্ষিকৈঃ।
কিংবা শর্করয়া সমং প্রতিদিনং হন্ত্যম্লপিত্তং জ্বরং
দাহং শোথমথোদ্ধতঞ্চ বিরুচিং হৃদ্বেদনাং দুর্ব্বহাম্॥

এলাইচ, চাপাছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, চিতা, আমলা, গোরক্ষচাকুলে, পল্‌তা ও মুতা, ইহাদের চূর্ণ মধু বা চিনি সহ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, দাহ, অরুচি, বক্ষোবেদনা, জ্বর ও প্রবল শোথ প্রশমিত হয়।

অভিপাত্তিকরং চূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বাজকঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্।
এলা পত্রঞ্চ চূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবল্লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবৎ তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং তৎ তু স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ভোজনাদৌ তথান্তে চ সর্ব্বাজ্যাভ্যামিদং শুভম্।
শীততোয়ানুপানঞ্চ নারিকেলোদকং তথা॥

অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবন্ধং মলমূত্রয়োঃ।
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব শূলদুর্নামনাশনম্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
অবিপত্তিকরং চূর্ণমগস্ত্যবিহিতং শুভম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪০ তোলা, চিনি ৬০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ভোজনের প্রথমে ও শেষে উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, মলমূত্ররোধ, অগ্নিমান্দ্যজনিত রোগসমূহ, প্রমেহ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। অনুপান—ঘৃত, মধু, শীতলজল বা নারিকেল জল।

পিপ্পলীখণ্ডঃ।

কণাচূর্ণস্য কুড়বং ষট্পলং হবিষস্তথা।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ পলান্যত্র প্রদাপয়েৎ॥
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ।
ত্রিজাতমুস্তধন্যাক-শুণ্ঠীবংশীদ্বিজীরকম্॥
অভয়ামলকঞ্চৈব চূর্ণং দ্বাদশমাষিকম্।
তদর্দ্ধং মরিচং নাগং সারং খাদিরমেব চ॥
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে॥
শূলারোচকহৃল্লাস-চ্ছর্দ্দিপিত্তাস্রশূলনুৎ।
অগ্নিসন্দীপনো হৃদ্যঃ খণ্ডপিপ্পলিকো মতঃ॥

পিপুলচূর্ণ ৪ পল, ঘৃত ৬ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, চিনি /২ সের, দুগ্ধ /৪ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ ১।০ তোলা; মরিচ, নাগেশ্বর ও খদির-সার চূর্ণ প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় প্রযোজ্য। ইহাতে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা) ও বমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়।

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ডঃ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।
পলষোড়শিকং খণ্ডাদ্রসে বর্য্যাঃ পলাষ্টকে॥
পলষোড়শিকে চৈব আমলক্যা রসস্য চ।
ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃ ক্ষিপেৎ॥
ত্রিজাতকাভয়াজাজী ধন্যাকং মুস্তকং শুভা।
ধাত্রী চ কার্ষিকং চূর্ণং কর্ষার্দ্ধং কৃষ্ণজীরকম্॥
কুষ্ঠং নাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেঽবচূর্ণিতম্।
জাতীফলং সমরিচং মধুনশ্চ পলত্রয়ম্॥
উপযুঞ্জ্যাৎ ততো ধীমানম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে।
অন্নসংরোচকচ্ছর্দ্দি-শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং পিপ্পলীখণ্ডসংজ্ঞিতম্॥

পিপুলচূর্ণ /১০ সের, ঘৃত /১ সের, চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /১ সের, আমলকীর রস /২ সের, দুগ্ধ /৮ সের, এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, জীরা, ধনে, মুতা, বংশলোচন ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা; কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, নাগেশ্বর, জায়ফল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা। পাকসমাপ্তির পর শীতল অবস্থায় মধু প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি নিবারিত হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত ও আহার-রুচি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠীখণ্ডঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
নবং দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ॥
শীতেঽবতারিতে দদ্যাদ্ ধাত্রী ধান্যকমুস্তকম্।
কণাজাজী পিপ্পলী বাংশী ত্রিজাতং কারবী শিবা॥
ত্রিকার্ষং মরিচং নাগং কর্ষাংশস্তু পৃথক্ পৃথক্।
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে।
শূলহৃদ্রোগবমনৈরামবাতৈশ্চ পীড়িতঃ॥

শুঁঠ চূর্ণ /।০ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত /১ সের, দুগ্ধ /৮ সের; এই সমুদায় যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—আমলকী, ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্,

তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী প্রত্যেক ১॥• তোলা ; মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। অম্লপিত্ত, শূল ও বমি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডকোঽবলেহঃ।

কুষ্মাণ্ডকরসো গ্রাহ্যঃ পলানাং শতমাত্রকম্।
রসতুল্যং গবাং ক্ষীরং ধাত্রীচূর্ণং পলাষ্টকম্॥
ধাত্রীতুল্যা সিতা যোজ্যা গব্যমাজ্যং পলদ্বয়ম্।
মন্দাগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং যাবদ্ ভবতি পিণ্ডিতম্॥
পলার্দ্ধং পলমেকং বা প্রত্যহং ভক্ষয়েদিদম্।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমম্লপিত্তাপহং পরম্॥

কুমড়ার রস ১২॥• সের, গব্য দুগ্ধ ১২॥• সের, আমলকী চূর্ণ ৮ পল, চিনি ৮ পল ও গব্যঘৃত ২ পল। এই সকল বস্তু একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, পিণ্ডাকৃতি হইলে নামাইবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া প্রতিদিন ১ পল বা অর্দ্ধপল করিয়া সেবন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ অম্লপিত্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অভয়াদ্যবলেহঃ।

অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতা ধন্বযবাসকম্।
মধুনা কণ্ঠহৃদ্দাহ-মূর্চ্ছাশ্লেষ্মাম্লপিত্তনুৎ॥

হরীতকী, পিপুল, কিস্‌মিস্‌, চিনি ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণে মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, কণ্ঠ ও হৃদয়ের দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী-মোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা ভৃঙ্গ-জীরকদ্বয়ধান্যকম্।
কুষ্ঠাজমোদা লৌহাভ্রং শৃঙ্গী কট্‌ফলমুস্তকম্॥
এলা জাতীফলং মাংসী পত্রং তালীশকেশরম্।
গন্ধমাত্রা শটী যষ্টী লবঙ্গং রক্তচন্দনম্॥
এতানি সমভাগানি শুণ্ঠীচূর্ণঞ্চ তৎসমম্।
সিতা দ্বিগুণিতা তত্র গবাক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
তোলপ্রমাণং দাতব্যং দুগ্ধেনাপি জলেন বা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেতদরোচকনিসূদনম্॥
শূলহৃদ্রোগশমনঃ কণ্ঠদাহং নিযচ্ছতি।
হৃদ্দাহঞ্চ শিরঃশূলং মন্দাগ্নিত্বং বিনাশয়েৎ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বকুক্ষিস্থ-বস্তিশূলং গুদে রুজম্।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বলীকরণমুত্তমম্॥
বিশেষাদম্লপিত্তঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শটী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শুঁঠ চূর্ণ। শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি এবং সমুদায় সমষ্টির চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। ইহাতে অম্লপিত্ত, অরুচি, শূল, হৃদ্রোগ কণ্ঠদাহ, হৃদ্দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

অম্লপিত্তান্তক-মোদকঃ।

নাগরস্য কণায়াশ্চ পলদ্বন্দ্বং প্রদাপয়েৎ।
গুবাকস্য পলাষ্টৌ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
ঘৃতং ক্ষীরং ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থং প্রস্থং প্রদাপয়েৎ।
লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং যমানী কারবী বচা॥
চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্।
পত্রমেলা বরাঙ্গঞ্চ সেন্ধবং হবুষা শটী॥
মদনং কটফলং মাংসী গগনং বঙ্গরূপ্যকম্।
তালীশং পদ্মকং মূর্ব্বা সমঙ্গা বংশলোচনা॥
গ্রন্থিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুষ্টকম্।
জাতীফলং জাতীকোষং কঙ্কোলমম্বুদং কণা॥
কর্পূরঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ অজমোদা বলা ত্রুটা।
মর্কটী ক্ষুরবীজঞ্চ চন্দনং দেবতাড়কম্॥
লৌহং কাংস্যং প্রদাতব্যং কর্ষমাত্রং ভিষগ্বরৈঃ।
অভ্রং সর্ব্বং কর্ষমাত্রং কর্ষার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
চতুর্দ্ধা তু বিধানেন মারিতং গ্রাহয়েৎ সুধীঃ।
অম্লপিত্তান্তকো হ্যেষ মোদকো মুনিভাষিতঃ॥
বান্তিং মূর্চ্ছাঞ্চ দাহঞ্চ কাসং শ্বাসং ভ্রমং তথা।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব কফজং সান্নিপাতিকম্॥
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু প্রমেহং সূতিকাগদম্।
শূলঞ্চ বহ্নিমান্দ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং গলগ্রহম্॥

শুঁঠ ৮ পল, পিপুল ৮ পল, সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ঘৃত /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। এই সমুদায় যথানিয়মে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, সৈন্ধব, চবুষা, শটী, মদনফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাহক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুলফা, শতমূলী, পীতঝাঁটির মূল, জায়ফল, জায়ত্রী, কাঁকুল, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আলকুশী বীজ, কুলেখাড়া-বীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও কাঁসা প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

সিতামণ্ডুরম্।

ধমনবিধিবিশুদ্ধং গোজলে সপ্তবারাং-
স্তর*দকিরণশুষ্কং শ্লক্ষ্মমণ্ডুরচূর্ণম্।
দ্বিবটকপলমেকং পঞ্চসংখ্যং সিতয়া
অনবঘৃতপলাষ্টৌ দ্ব্যষ্টকং গব্যদুগ্ধম্॥
মৃদুদহনশিখাভিস্তন্মন্দং কটাহে
বিগতসলিলশেষং পাচয়েৎ পাকবিজ্ঞঃ।
গতবতি গুড়পাকে কিঞ্চিদুষ্ণেঽবতীর্ণে
দৃষদি দৃঢ়মভীক্ষ্ণং চূর্ণিতং দেয়মাশু॥
ত্রিকটুকমধুকৈলা বাসবৈড়ঙ্গসারং
ত্রিফলগদলবঙ্গং কর্ষমেকৈকশশ্চ।
তদনু শিশিরকালে দ্বে পলে মাক্ষিকস্য
প্রতনু পটনিঘৃষ্টং গালিতং সংপ্রদদ্যাৎ॥
শুভতিথিদিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিষেব্যং
প্রথমদিবসমেকং শাণমানং তদূর্দ্ধম্।
অহরহরনুবৃদ্ধ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং
হিমকররুচিপীতং গব্যদুগ্ধং পেয়ম্॥
নিয়তময়মসাধ্যানম্লপিত্তোত্থশূলান্
বমিনিবহমদাহানাহমোহপ্রমেহান্।
বিবিধরুধিররোগান্ পিত্তযুক্তানশেষান্
অপহরতি সিতাখ্যো দিব্যমণ্ডুরযোগঃ॥

মণ্ডুর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করত শোধন করিয়া লইবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত মণ্ডুর ১০ পল (পাঠান্তরে ১ পল) চিনি ৫ পল, পুরাতন ঘৃত ৮ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ পল। লৌহকটাহে মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। যথা—ত্রিকটু, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। শীতল হইলে তাহাতে মধু ২ পল মিশ্রিত করিবে। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। প্রথমে অর্দ্ধতোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। অনুপান শীতল দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে কষ্টসাধ্য অম্লপিত্ত ও তজ্জনিত শূল, বমি, আনাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলামণ্ডুরম্।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্ত্যম্লপিত্তজম্॥
(মিলিতত্রিফলাসমং মণ্ডুরচূর্ণম্। শীতলজলমনুপেয়ম্)।

মিলিত ত্রিফলা ১ ভাগ, গোমূত্র-শোধিত মণ্ডুর ১ ভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবন করিলে অম্লশূল নিবারিত হয়।

অম্লপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতসূতাক*-লৌহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর, তাম্র (পাঠান্তরে অভ্র) ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া একমাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

* বিমলকপলমিত্যপি পাঠঃ।

* অক ইত্যত্র অভ্রমিতি বা পাঠঃ।

সর্ব্বতোভদ্র-লৌহম্ ।

লৌহচূর্ণং মৃতং তাম্রমভ্রকঞ্চ পলং পলম্ ।
শুদ্ধসূতঞ্চ কর্ষৈকং গন্ধকাদ্ধপলং তথা ॥
মাক্ষিকস্তু বিশুদ্ধস্তু কর্ষং শুদ্ধা শিলাপরা ।
সার্দ্ধকর্ষং বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু তথা পরম্ ॥
গুগ্‌গুলোশ্চাপি কর্ষৈকং শাণমানং পরস্য চ ।
চূর্ণং বিড়ঙ্গভল্লাত-বহ্নিশ্বেতার্কমূলজম্ ॥
করিকর্ণপলাশঞ্চ তালমূলী পুনর্নবা ।
ঘনামৃতা নাগবলা চক্রমর্দ্দকমুণ্ডিরী ॥
ভৃঙ্গকেশশতাবর্য্যো বৃদ্ধদারং ফলত্রিকম্ ।
ত্রিকটুশ্চাপি সর্ব্বেষাং প্রত্যেকঞ্চ নয়েদ্ ভিষক্ ॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ঘৃতেন মধুনা সহ ।
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্য্যাদ্ বিধানবিৎ ॥
মাষকাদিক্রমেণৈব লৌহং সর্ব্বরসায়নম্ ।
অম্লপিত্তং জয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্ ॥
তদ্বদর্শাংসি সর্ব্বাণি সর্ব্বমেব ভগন্দরম্ ।
পক্তিশূলঞ্চ শূলঞ্চ তথানং কুক্ষিসম্ভবম্ ॥
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ।
আমবাতং তথা শোথমগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্ ॥
কামলাং বাতগুল্মঞ্চ পিড়কাগরগৃধ্রসীঃ ।
কাসশ্বাসারুচিহরং বৃষ্যমেতদ্ বিশেষতঃ ॥
সর্ব্বব্যাধিহরং প্রোক্তং যথেষ্টাহারসেবিনঃ ।
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ বাতরোগং বিনাশয়েৎ ।
সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্র-লৌহো রসবরঃ স্মৃতঃ ॥

লৌহ তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ পল, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু ৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটি, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ পলাশ মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে আরম্ভ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে উপদ্রবযুক্ত অম্লপিত্ত, অর্শঃ, ভগন্দর, শূল ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা-রোগ নষ্ট হয়।

পানীয়ভক্তবটী ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং দদ্যাৎ সূতগন্ধৌ তদর্দ্ধকৌ ॥
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং দদ্যাৎ কর্ষদ্বয়ং তথা ।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়াং কৃত্বা বিধানতঃ ॥
তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু ।
হন্তি শূলং পার্শ্বশূলং কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্ ।
শ্বাসং কাসং তথা কুষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা; গন্ধক অর্দ্ধতোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটিকা প্রত্যহ প্রাতে সেবনীয়। অনুপান—কাঁজি। ইহাতে শূল, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

পানীয়ভক্তবটিকা ।

বৃঙ্গাভ্রলৌহমলশুদ্ধবিড়ঙ্গচূর্ণং
প্রত্যেকমেকপলিকং বিবিধদ্ বিধায় ।
চব্যং কটুত্রয়ফলত্রয়কেশরাণ্ড-
দন্তাপয়োদচপলানলঘণ্টকর্ণাঃ ॥
মাণৌলকন্দবৃহতীত্রিবৃতাঃ সপুত্রা-
বর্ত্তাঃ পুনর্নবকয়া সহিতাস্বমীষাম্ ।
মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং
চূর্ণং তদর্দ্ধরসগন্ধকমেকসংস্থম্ ॥
কৃত্বাদ্রকায়রসসংবলিতঞ্চ ভূয়ঃ
সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবদ্ বিধেয়া ।
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং
দুর্নামকামলভগন্দরশোথগুল্মান্ ॥
শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং
সদ্যঃ করোত্যপচিতিং চিরনষ্টবহ্নেঃ ।
কুণানি হন্তি পলিতঞ্চ বলীং প্রবৃদ্ধাং
শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥
বাৰ্য্যান্নমাংসদধিকাঞ্জিকতক্রমৎস্য-
বৃক্ষাম্লতৈলপরিপকভুজো যথেষ্টম্ ।
শৃঙ্গাটবিল্বগুড়ককটনারিকেল-
দুগ্ধানি সর্ব্ববিদলানি বিবর্জয়েৎ তু ॥
(এষা গ্রহণ্যামপি প্রশস্তা)।

অভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, চে ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরিয়া, দন্তীমূল, মুতা, পিপুল, চিতামূল, ঘেঁটুকোল, মাণ, ওল, বৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, ছড়্‌ছড়ে মূল ও পুনর্নবা-মূল চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা; পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, গ্রহণী, অর্শ, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। জলশৌত অন্ন, মাংস, দাল, তক্র, কাঁজি, মৎস্য ও তৈলপক্ক দ্রব্য প্রভৃতি পথ্য। পানিফল, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার চাউল নিষিদ্ধ।

স্বল্প ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসগন্ধকমভ্রাণি যমানী জীরকং তথা।
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘণ্টকর্ণকম্।
দণ্ডোৎপলা শারিবা চ চাক্ষুষ্যাণি চ কর্ষকম্॥
মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা লৌহস্যাপি প্রযত্নতঃ।
আর্দ্রকস্য রসেনাথ গুড়িকাং কারয়েদ্ বুধঃ॥
প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকাং ভক্ষ্যান্তে পিবেত্তু।
বটী ক্ষুধাবতী নাম্না চাম্লপিত্তবিনাশিনী॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
প্লীহানং শ্বাসকাসাদ্যমম্লবাতং বিনাশয়েৎ।
পরিণামভবং শূলং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুলফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা, বচ দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, ঘেঁটুকোল-মূল, ডানকুনিমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডুর ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রত্যহ এক এক গুড়িকা সেবনীয়। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, প্লীহা, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া তেজঃ, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধাবতী-গুড়িকা।

রসায়োগন্ধকাভ্রাণি ত্র্যূষণং ত্রিফলা বচা।
যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
প্রত্যেকং পলমেষান্তু ঘণ্টকর্ণপুনর্নবা।
মাণকং গ্রন্থিকেন্দ্র-কেশরাজসুদর্শনী॥
দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্দন্তী জামাতৃরক্তচন্দনম্।
ভৃঙ্গাপামার্গকুলকা মণ্ডূকঞ্চ পলার্দ্ধকম্॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ গুড়িকাং সংপ্রকল্পয়েৎ।
বদরাস্থিসমামেকাং ভক্ষয়িত্বা পিবেত্তু॥
নাতিভক্তজলঞ্চৈব প্রাতঃকথায় মানবঃ।
বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামকৃতঞ্চ যৎ॥
হন্তি সর্ব্বং শময়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
মধুরং বর্জ্জয়েদত্র বিশেষাৎ ক্ষীরশর্করে॥

পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, শুলফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, ঘেঁটুকোলমূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনিমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, ছড়্‌ছড়ে মূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পলতা ও থুলকুড়ি প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রাতঃকালে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, ভস্মক ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহাতে মধুর দ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ ও চিনি বর্জ্জনীয়।

অভ্রশুদ্ধিঃ।

আশুভক্তোদকৈঃ পিষ্টমভ্রকং তত্র সংস্থিতম্।
কন্দমাণস্থিসংহার-শুণ্ডকর্ণরসৈরথ।
তণ্ডুলীয়ক শালিঞ্চ-কালমারীষজেন চ।
বৃশ্চীরবৃহতী ভৃঙ্গ-লক্ষ্মণাকেশরাজজৈঃ॥
পেষণং ভাবনং কুর্য্যাৎ পুটঞ্চানেকশো ভিষক্।
যথাগ্নিকৃষ্ণকং তৎ স্যাচ্ছুদ্ধমেবং বিহায়সঃ॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণ-অভ্রচূর্ণ আশু ধান্যের কাঁজিতে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা উক্ত কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ওল,

শ্বাণ, হাড়যোড়া, ঘেঁট্‌কোল শাক, নটে শাক, শালিঞ্চশাক, চাঁপানটে, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতকণ্টকারী (অভাবে নীলবৃক্ষের মূল) ও কেশুর্ত্তে এই সকল দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ ভাবনা দিয়া এইরূপ পুটপাক করিবে।

লৌহশুদ্ধিঃ।

স্বর্ণমাক্ষিকশালিঞ্চ-ধাতং নির্ব্বাপিতং জলে।
ত্রৈফলেহপ বিচূর্ণৈবং লৌহং কান্তাদিকং পুনঃ॥
বৃহৎপত্রকরিকর্ণ-ত্রিফলাবৃদ্ধদারজৈঃ।
মাণকন্দাস্থিসংহার-শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ॥
দশমূলীমুণ্ডিতিকা-তালমূলীসমুদ্ভবৈঃ।
পুটিতং সাধুযত্নেন শুদ্ধিমেবনয়ো ব্রজেৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও শালিঞ্চশাক একত্র পেষণ করিয়া কান্তলৌহে লেপন করিবে। পরে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিমগ্ন ও নির্ব্বাপিত করিবে। পাটিয়ালোধ, হস্তিকর্ণ-পলাশ, ত্রিফলা, বীজতাড়ক, মাণ, বনওল, হাড়যোড়া, আদা, দশমূল, মুণ্ডিরী ও তাল-মূলী, ইহাদের প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বরসে বা ক্বাথে ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে। যে পর্য্যন্ত উত্তমরূপ চূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

মণ্ডুরশুদ্ধিঃ।

পাশরং শ্বেতবাট্যালং মধুপর্ণীময়ূরকম্।
তণ্ডুলীয়ঞ্চ বর্ষাহ্বং দত্ত্বাধশ্চোর্দ্ধমেব চ॥
পাক্যং সুজীর্ণমণ্ডুরং গোমূত্রেণ দিনত্রয়ম্।
অন্তর্বাষ্পমদগ্ধঞ্চ তথা স্থাপ্যং দিনত্রয়ম্।
বিচূর্ণিতং শুদ্ধিরিয়ং লোহকিট্টস্য দর্শিতা॥

শ্বেত হুড়্‌হুড়ে, শ্বেত বেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গ, ক্ষুদে নটে ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্যের মূল ত্বক্ ও পল্লব একটি হাঁড়ির মধ্যে পাতিয়া তদুপরি পুরাতন জীর্ণমণ্ডুর স্থাপন পূর্ব্বক ঐ মণ্ডুরের উপরি ভাগ উক্ত দ্রব্যের মূলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরে উহাতে গোমূত্র দিয়া এরূপভাবে ৩ দিন পাক করিবে, যেন উহা দগ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করতঃ অন্তর্বাষ্পে তিন দিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে মণ্ডুর জলে প্রক্ষালিত ও আতপে সংশুষ্ক করিয়া সুচূর্ণিত করিবে। ইহাই মণ্ডুরের শুদ্ধি।

পারদশুদ্ধিঃ।

জয়ন্ত্যা বর্দ্ধমানস্য আর্দ্রকস্বরসেন চ।
বায়স্যাশ্চানুপূর্ব্ব্যেবং মর্দ্দনং রসশোধনম্॥

জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আদা ও কাকমাচীর রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিলে পারদের শুদ্ধি হয়।

গন্ধকশুদ্ধিঃ।

গন্ধকং নবনীতাখ্যং ক্ষুদ্রিতং লৌহভাজনে।
বিধা চণ্ডাতপে শুষ্কং ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতম্॥
ততো বহ্নৌ দ্রবীভূতং ত্বরিতং বস্ত্রগালিতম্।
যত্নাদ্ ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পুনঃ শুষ্কং বিশুধ্যতি॥

নবনীতাখ্য গন্ধক লৌহপাত্রে ভীমরাজের রসের সহিত আপ্লাবিত করিয়া প্রচণ্ড আতপে শুষ্ক করিবে। এইরূপ তিনবার করিয়া অগ্নিতে গলাইবে এবং তৎক্ষণাৎ ঘৃতাক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ভীমরাজের রসে নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তোলন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল শোধন করিয়া ক্ষুধাবতী বটিকাতে প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ ক্ষুধাবতী-বটিকা।

গগনাদ্ দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্।
লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
মণ্ডুকপর্ণীবশির-তালমূলীরসৈস্তথা।
বরীভৃঙ্গকেশরাজ-কালমারিষজৈরপ॥
ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্ বিচূর্ণিতম্।
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ॥
তাম্রস্থলশিলাপত্রে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্।
বচা চব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা॥

ব্যোষং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী।
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা॥
ভৃঙ্গমাণককন্দাশ্চ ঘণ্টাকর্ণক এব চ।
দণ্ডোৎপলা কেশরাজকালীবঙ্কড়কোঽপি চ॥
এষামূর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ।
আতপে দণ্ডস ঘৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈস্ত্রিধা॥
ততস্তেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
বদরাস্থিনিভাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তাং নিধাপয়েৎ॥
তৎ প্রাতর্ভোজনাদৌ চ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্।
অম্লোদকানুপানঞ্চ হিতং মধুরবর্জ্জিতম্॥
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্॥
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্
পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদাময়ান্॥
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং গলাময়ম্।
গুড়ী ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী॥

অভ্র ২ পল, লৌহ ১ পল, মণ্ডুর ৪ তোলা, এই সমুদায় একত্রে করিয়া, থানকুনি, শ্বেত-হুড়হুড়ে ও তালমূলী ইহাদের (৮ পল) রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভীমরাজ, কেশুরে ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক এবং ত্রিফলা ও নাগরমুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এই দুই দ্রব্য মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদি চূর্ণ, এই কজ্জলী এবং বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা, ত্রিকটু, মুতা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, শ্বেতহুড়হুড়ে মূল, ভীমরাজ, মাণ, ঘেঁটকোল, থানকুনিমূল, কেশুরে, কালিয়া-কড়ামূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ১॥০ পল, এই সমুদায় লৌহ-পাত্রে আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া এবং শিলাতে পেষণ করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে ৩ বটিকা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনকালে মধুর দ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ ও নারিকেল বর্জ্জনীয়। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণাম-শূল, পাণ্ডু, গুল্ম, শোথ, উদরাময়, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চাননগুড়িকা।

শুদ্ধসূতং পলার্দ্ধঞ্চ তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্।
তয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা মূষান্তরে ক্ষিপেৎ॥
আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈর্লিপ্ত্বা গজপুটে পচেৎ।
সিদ্ধং তাম্রং সমাদায় পলমেকং বিচূর্ণয়েৎ॥
পারদস্য পলঞ্চৈকং গন্ধকস্য পলং তথা।
পুনর্দদ্যাৎ লৌহস্য গগনস্য পলং পলম্॥
যমানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিফলাপি চ।
ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী কিরাতো জীরকদ্বয়ম্॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্গোলকর্ণকমাণকম্।
গ্রন্থিকং চিত্রকঞ্চৈব কুলিশানাং পলার্দ্ধকম্॥
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং মাষকোন্মিতাম্।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥
অম্লপিত্তমহাব্যাধি-নাশিনী চ রসায়নী।
মহাগ্নিকারিকা চৈষা পরিণামরুজাপহা॥
শোথপাণ্ডুময়ানাহ-প্লীহগুল্মোদরাপহা।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পথ্যে মাংসরসা হিতাঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তদ্দারা ১ পল পরিমিত তাম্রপত্রে চতুর্দ্দিক লিপ্ত করিবে। পরে ঐ তাম্রপত্র মূষাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে। ঐ তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুলফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, আপাঙ্গমূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, মৈটকোলমূল, মাণ, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়যোড়ার মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের রস প্রভৃতি। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

ভাস্করামৃতাভ্রম্।

বাসামৃতা-কেশরাজ-পর্পটানিম্বভৃঙ্গকম্।
মুস্তং বৃশ্চীরবৃহতী-বাট্যালকশতাবরী ॥
এষাং সর্ব্বৈঃ পলোন্মানৈর্ম্মর্দ্দিতং বিমলাভ্রকম্।
সহস্রপুটিতং তত্র শতাবর্য্যা রসং ক্ষিপেৎ ॥
বারদ্বাদশকং দত্ত্বা বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
ভাস্করামৃতনামেদমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি ॥
শূলমন্নদ্রবং শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দিং হৃল্লাসমরুচিং তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্ ॥
হৃদ্গ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেব চ।
দাহং শোষং ভ্রমং তন্দ্রাং বিস্ফোটং কুষ্ঠমেব চ।
শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ মন্দাগ্নিং যকৃৎপ্লীহোদরং তথা ॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেত-পাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মর্দ্দিত সহস্র পুটিত অভ্র শতমূলীর রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অন্নদ্রবশূল ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

লীলাবিলাসঃ।

রসো বলির্ব্যোম রবিশ্চ লৌহং
ধাত্র্যক্ষনীরৈর্দ্বিদিনং বিমর্দ্দ্য।
তদ্ভৃঙ্গং মৃদুমার্কবেণ
সংমর্দ্দয়েদস্য হি বল্লযুগ্মম্ ॥
হন্ত্যম্লপিত্তং মধুনাবলীঢো
লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ।
ছর্দ্দিং সশূলাং হৃদয়স্য দাহং
নিবারয়েদেব ন সংশয়োঽস্তি ॥
দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রী-
ফলং সমেতং সসিতং ভজেদ্বা ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে ৩ দিন অম্ল মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা মধু, দুগ্ধ, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস অথবা চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূলযুক্ত বমি ও হৃৎপ্রদাহ (বুক জ্বালা) নিবারিত হয়।

জীরকাদ্যং ঘৃতম্।

পিষ্ট্বাজাজীং সধন্যাকাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং জয়েৎ ॥

গব্যঘৃত ৴৪ সের। কৃষ্ণজীরা ও ধনের কল্ক ৴১ সের। জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত কফপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও বমি নিবারক।

পটোলশুণ্ঠীঘৃতম্।

পটোলশুণ্ঠ্যোঃ কল্কাভ্যাং কেবলং কুলকেন বা।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং কফপিত্তহরং পরম্ ॥

পল্তা ও শুঁঠের কল্কে বা কেবল পল্তার কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কফপিত্ত-নাশক।

পিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলীক্বাথকল্কেন ঘৃতং সিদ্ধং মধুপ্লুতম্।
পিবেচ্চ প্রাতরুত্থায় অম্লপিত্ত-নিবৃত্তয়ে ॥

পিপুলের ক্বাথ ও কল্কে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদ্য-ঘৃতম্।

দ্রাক্ষামৃতাশক্রপটোলপত্রৈঃ
সোশীরধাত্রীঘনচন্দনৈশ্চ।
ত্রায়ন্তিকাপদ্মকিরাতধান্যৈঃ
কল্কৈঃ পচেৎ সর্পিরুপেতমেভিঃ ॥
যুক্ত্যা চ মাত্রাং সহ ভোজনেন
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি ভিষগ্ বিদধ্যাৎ।
বলাসপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং
কাসাগ্নিসাদজ্বরমম্লপিত্তম্ ॥
সর্ব্বং নিহন্যাদ্ ঘৃতমেতদাশু
সম্যক্ প্রযুক্তং হ্যমৃতোপমঞ্চ ॥

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পল্তা, বেণার মূল, আমলকী, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনে, ইহাদের কল্কে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। ইহা অন্নপানীয়ের সহিত সর্ব্বকালে প্রযোজ্য। এই ঘৃত

সেবনে কফপিত্ত, উৎকট গ্রহণী, কাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীমূলকল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃসমম্।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্ গদান্।
রক্তপিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপমেব চ॥
(শতাবরীঘৃতে পয়ঃসমমিতি পয়ঃশব্দেনেহ পয়ঃসাধর্ম্ম্যাৎ শতাবরীরসো গ্রাহ্যঃ, নতু ক্ষীরং, তস্য পৃথগুপাদানাৎ। সমং ঘৃতেন সহ তুল্যমিতি চক্র-টীকা।)

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শতমূলী এক /১ সের, শতমূলীরস /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানা-রোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

নারায়ণঘৃতম্।

চতুর্দশগুণেঃ ক্বাথ্যং পিপ্পল্যাঃ ষোড়শং পলম্।
পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং ক্বাথতুল্যং ঘৃতং পচেৎ॥
রসপ্রস্থং গুড়ূচ্যাশ্চ ধাত্র্যাঃ সপ্তপলং রসম্।
দ্রাক্ষা ধাত্রী পটোলঞ্চ বিশ্বঞ্চ কটুকা বচা॥
পলপ্রমাণং কল্কঞ্চ দত্ত্বা সর্পিঃ সমুদ্ধরেৎ।
অম্লপিত্তহরং খাদেদ্ দাহচ্ছর্দ্দিনিবারণম্।
অসাধ্যং সাধয়েৎ সদ্যো নাম্না নারায়ণং ঘৃতম্॥

ঘৃত /৫ সের। ক্বাথার্থ—পিপুল /২ সের, জল ২০ সের, শেষ /৫ সের। গুলঞ্চ রস /৪ সের, আমলকীর রস /৭॥০ সের। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী ও বচ প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত পানে অম্লপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব বা।
অম্লপিত্তে প্রযোক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা॥
পক্তিশূলাপহা যোগাস্তথা খণ্ডামলক্যপি॥

অম্লপিত্ত রোগে বাসাঘৃত, তিক্তকঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ডক, খণ্ডামলকী এবং পরিণামশূল-নাশক সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

শ্রীবিল্বতৈলম্।

বালবিল্বং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ধাত্রীরসং তৈলসমং দ্বিগুণং ছাগদুগ্ধকম্।
কল্কীকৃত্য পচেদ্ধীমান্ ধাত্রীং লাক্ষাং তথাভয়াম্॥
মুস্তকং চন্দনোদীচ্য-সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং তগরপাদিকম্॥
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং প্রিয়ঙ্গুং শারিবাং বচাম্।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥
তৎ সিদ্ধং স্থাপয়েৎ কুম্ভে মাসমেকং সুরক্ষিতে।
বিল্বতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমম্লপিত্তকুলান্তকৃৎ॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
সূতিকারোগশমনং গর্ভদং শুক্রবর্দ্ধনম্॥
হস্তপাদশিরোদাহং দৌর্ব্বল্যং কৃশতাং তথা।
গ্রহণীগুল্মহিক্কার্ত্তি-রক্তপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—কচিবেল-শুঁঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—আমলকী, লাক্ষা, হরীতকী, মুতা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা মিলিত /১ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া আবৃতমুখ কুম্ভে যত্নপূর্ব্বক এক মাস রক্ষা করিবে। ইহা মর্দ্দনে অম্লপিত্ত, শূল, হস্ত পদাদির জ্বালা ও সূতিকা রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অম্লপিত্তরোগে পথ্যানি।

ঊর্দ্ধগে বমনং পুর্ব্বমধোগে তু বিরেচনম্।
দ্বয়োরপ্যনং পশ্চান্নিরূহশ্চাপি শালয়ঃ॥
যবগোধূমমুদ্গাশ্চ পুরাণা জাঙ্গলো রসঃ।
জলানি তপ্তশীতানি শর্করামধুশক্তবঃ॥
কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা।
বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্॥
কপিত্থং দাড়িমং ধাত্রীং তিক্তানি সকলান্যপি
পানান্নানি সমস্তানি কফপিত্তহরাণি চ।
অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ॥

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বমন, অধোগ অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বিরেচন কর্ত্তব্য, তৎপরে ঊর্দ্ধাধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তেই অন্ন ভোজন করাইয়া নিরূহ প্রদেয়। এই রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম, মুগ, জাঙ্গল মাংসের রস, উষ্ণজল শীতল করিয়া পান, চিনি, মধু, ছাতু, কাঁক্‌রোল, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেত্রাগ্র, পাকা কুমড়া, কলার মোচা ও বেতোশাক, কয়েৎবেল, দাড়িম, আমলকী, সমস্ত তিক্তদ্রব্য এবং কফ ও পিত্তনাশক যাবতীয় অন্নপান, অম্লপিত্তরোগির সুপথ্য।

অম্লপিত্তরোগেঽপথ্যানি।

নবান্নানি বিরুদ্ধানি পিত্তকোপকরাণি চ।
বেগরোধং তিলান্ মাষান্ কুলত্থাংস্তৈলভক্ষণম্॥
অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যাম্লং লবণাম্লকটূনি চ।
গুর্ব্বন্নং দধি মদ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্॥

নূতন চাউলের অন্ন, বিরুদ্ধদ্রব্য, পিত্তপ্রকোপক দ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, তিল, মাষকলায়, কুলত্থকলায় ও তৈল ভক্ষণ, মেষীদুগ্ধ, কাঞ্জী, লবণ রস যুক্ত দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, দধি ও মদ্য, এই সকল অম্লপিত্তরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে অম্লপিত্তাধিকারঃ।

অথ বিসর্পাধিকারঃ।

অথ বিসর্প-নিদানম্।

লবণাম্লকটূষ্ণাদি-সংসেবাদ্দোষকোপতঃ।
বিসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥
পৃথক্ ত্রয়স্ত্রিভিশ্চৈকো বিসর্পা দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ।
বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ॥
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ।
আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ॥
যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥
রক্তং লসীকা ত্বঙ্মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ।
বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত ধাতবঃ॥
তত্র বাতাৎ স বীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ।
শোথস্ফুরণনিস্তোদ-ভেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্॥
পিত্তাদ্দ্রুতগতিঃ পিত্ত-জ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ।
কফাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্।
সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ॥
বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাতিসারতৃড্ভ্রমৈঃ।
অস্থিভেদাগ্নিসদন-তমকারোচকৈর্যুতঃ॥
করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ।
যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ॥
শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশু চ চীয়তে।
অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্দ্রুতং স চ॥
মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ।
ব্যথেতাঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ॥
হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না।
ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু॥
চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহপ্রমোহবান্।
দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে॥
কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্।
রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্শিরাস্নায়ুমাংসগম্॥
দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণু-বৃত্তস্থূলখরাত্মনাম্।
গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরক্তাং তীব্ররুগ্জ্বরাম্॥
শ্বাসকাসাতিসারাস্য-শোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ।
মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গ-ভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতান্॥
ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফমারুতকোপজঃ॥
কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা।
অঙ্গাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলেপারোচকভ্রমাঃ॥
মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্।
আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি॥
প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্ণন্নেকদেশং ন চাতিরুক্॥
পিড়কৈরবকীর্ণোঽতি-পীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ।
স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ।
গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে॥

পক্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ।
শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্॥
বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তপিত্তমীরয়ন্।
বীসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম্।
স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজা-দাহাঢ্যং শ্যাবলোহিতম্॥

লবণ অম্ল কটু ও উষ্ণ দ্রব্যাদির সতত সেবন দ্বারা বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। ইহা শরীরের সকল স্থানে বিসর্পিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিসর্প। বিসর্পরোগ সাত প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। ইহাদের মধ্যে বাতপিত্ত বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প ও পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে।

কুষ্ঠরোগের ন্যায় বিসর্পরোগেরও রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ, সমুদায়ে সাতটি উপাদান-সামগ্রী।

(কুষ্ঠে ও বিসর্পে প্রভেদ এই—কুষ্ঠ রোগে দোষ দূষ্য সকল পদার্থই স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করে, কুষ্ঠে রক্তপিত্তের প্রাবল্য থাকে না। কিন্তু বিসর্পরোগে রক্ত পিত্ত প্রবল এবং উহারা সর্ব্বশরীরে শীঘ্র শীঘ্র বিসর্পিত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। তদ্ভিন্ন উহাদের নিদানগতও বৈষম্য আছে; ব্রাহ্মণ গুরুর অপমান ও পরদ্রব্যহরণাদি কুষ্ঠ রোগের নিদান, কিন্তু উহা বিসর্পের নিদান নহে। কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক; কিন্তু কাহার কাহার মতে বিসর্প রোগ পৃথক্ পৃথক্ দোষেও উদ্ভূত হইতে পারে।)

বাতিক বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় মস্তক হৃদয় গাত্র ও উদরে ব্যথা, শোথ, স্ফুরণ, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, শ্রম না করিয়াও শ্রান্তিবোধ ও রোমাঞ্চ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিক বিসর্প অতি লোহিতবর্ণ, শীঘ্র বিসর্পণশীল ও পিত্তজ্বরলক্ষণাক্রান্ত।

কফজ বিসর্প কণ্ডূযুক্ত, চিক্কণ ও কফজ্বরলক্ষণান্বিত।

সান্নিপাতিক বিসর্পে, উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণ সকল মিলিতভাবে উদিত হয়।

বাতপৈত্তিক অগ্নিবিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, গ্রন্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প, শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখন নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। অগ্নিদগ্ধস্থানবৎ চতুর্দ্দিক্ স্ফোটকব্যাপ্ত হয়। শীঘ্র গমনশীল বলিয়া ইহা হৃদয়াদি মর্ম্ম স্থান সকলকে ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায়, সংজ্ঞা ও নিদ্রা নাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে, রোগী এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, চেষ্টাবান্ হইয়াও ভূমি শয্যা ও আসনাদি কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। এইরূপ নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে ক্লিষ্ট, অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রোগী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

দুষ্ট কফ, কুপিত বায়ুকে অবরুদ্ধ করিলে সেই কুপিত বায়ু অবরোধক-কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে; অথবা ঐ বায়ু, রক্তবহুল ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রন্থিমালারূপে উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ এবং গ্রন্থি সকল বর্ত্তুল, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস,

অতীসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, জ্ঞানবৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবিসর্প; ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উদ্ভূত।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগে জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখলেপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিভেদ, পিপাসা, ইন্দ্রিয়গুরুত্ব, অপক্ক-পুরীষ নির্গম ও স্রোতঃসকলের লিপ্ততা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উদ্ভূত হইয়া একদেশ-ব্যাপী হয়, ইহা অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, অল্প বেদনান্বিত, চিক্কণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণকৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথবিশিষ্ট, গুরু, গম্ভীরপাক (ভিতরে পাকে), অতি উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পঙ্কবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও শবতুর্গন্ধী। এই রোগে মাংস গলিয়া পড়ে, সুতরাং শিরা ও স্নায়ু সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। ইহাকেই কর্দ্দমাখ্য-বিসর্প কহে।

শস্ত্রাদিপ্রহার অথবা হিংস্রক জন্তুর নখ দন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতু দ্বারা ক্ষত হইলে, সেই ক্ষতনিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলত্থ কলায়ের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বিসর্প উৎপাদন করে। এই বিসর্পে শোথ, বেদনা, জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। ইহা পিত্তজ বিসর্পে অন্তর্ভূত জানিবে।

অথ বিসর্প-চিকিৎসা।

বিরেকবমনালেপ-সেচনাসৃগ্‌বিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পমবিদাহিভিঃ॥

বিসর্পরোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া বিরেচন, বমন, প্রলেপ, পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ এবং অবিদাহী অন্ন পান ব্যবস্থা করিবে।

পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ।
বিসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেন্দ্রযবৈঃ সহ॥

বিসর্প রোগে পল্‌তা, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, অথবা পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান প্রশস্ত। কেহ কেহ পল্‌তা ও নিমছালের ক্বাথ, পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে ব্যবস্থা দেন।

ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বিসর্পজ্বরশান্তয়ে।
রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ॥

বিসর্প-জ্বর-নিবারণার্থ ত্রিফলার ক্বাথে ঘৃত ও তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, উহা বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘৃতমিশ্র আমলকীর রস ব্যবস্থা করিবে।

তৃণবর্জ্জং প্রয়োক্তব্যং পঞ্চমূলচতুষ্টয়ম্।
প্রদেহসেকসর্পিভির্বিসর্পে বাতসম্ভবে॥

বাতজ-বিসর্প রোগে তৃণপঞ্চমূল (কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু) ব্যতীত স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, বল্লী পঞ্চমূল (মেড়াশিঙ্গে, হরিদ্রা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল ও গুলঞ্চ) এবং কণ্টকীপঞ্চমূল (গোক্ষুর, শতাবরী, ঝিণ্টী, কালাকড়া ও করমর্দ্দ) প্রদেহ এবং সেচনরূপে অথবা ঘৃত সহযোগে প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা
বারাহিকুস্তুম্বুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ।
বাতেহর্কবংশার্ত্তগলাশ্চ যোজ্যাঃ
সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু॥

বাতজ বিসর্পে কুড়, শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা, বরাহকন্দ, (অভাবে চামার আলু), ধনে, শজনে মূল, আকন্দমূল, বংশনীল ও খাগড়া (কিংবা অর্জ্জুন ছাল, ডল্বনের মতে নীল ঝাঁটি) এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা সেক ও লেপ, অথবা ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ॥
(চন্দনমত্র রক্তং প্রয়োজ্যম্।)

রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বাতবিসর্প নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥

পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিসর্প রোগ বিনষ্ট হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মগুন্দ্রাঃ
সশৈবলাঃ সোৎপলকর্দ্দমাশ্চ।
বস্ত্রান্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃ সুশীতাঃ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শৈবাল, নীলোৎপল ও পদ্মমূলের কর্দ্দম, এই সকল দ্রব্য, অথবা ইহাদের যে কোনটি সংগ্রহ করিয়া পেষণ করিবে। এবং উহা ঘৃত সহ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া পিত্তবিসর্প রোগে সুশীতল প্রলেপ দিবে।

প্রদেহাঃ পরিষেকাশ্চ শস্তন্তে পঞ্চবল্কলৈঃ।
পদ্মকোশীরমধুক-চন্দনৈর্ব্বা প্রশস্যতে॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন একত্র এই সকল দ্রব্যের অথবা পঞ্চবল্কলের (বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও কপীতন) প্রলেপ ও সেক, বিসর্প রোগে হিতকর।

পিত্তে তু পদ্মিনীপঙ্কং পিষ্টং বা শঙ্খশৈবলম্।
গুন্দ্রামূলন্তু শুক্তির্ব্বা গৈরিকং বা ঘৃতান্বিতম্॥

পিত্তবিসর্পরোগে পদ্মমূল-লগ্ন কর্দ্দম, বা শঙ্খ ও শেবাল, অথবা গুলঞ্চ ও ঝিনুক, কিংবা গেরিমাটী যথোপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

ন্যগ্রোধপাদা গুন্দ্রা চ কদলীগর্ভ এব চ।
বিসগ্রন্থিশ্চ লেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতাপ্লুতঃ॥

বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কদলীগর্ভ (কলার থোড়) ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি, এই সকল দ্রব্য শতধৌত ঘৃত সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিসর্প রোগ প্রশমিত হয়।

হরেণবো মসূরাশ্চ মুদ্গাশ্চৈব সশালয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বৈর্বা সর্পিষা সহ॥

মটর কলায়, মসুর, মুগ ও শালিধান্য এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত, ঘৃতাক্ত করিয়া পিত্তবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে।

দ্রাক্ষারগ্বধকাশ্মর্য্য-ত্রিফলৈরণ্ডপীলুভিঃ।
ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিশ্চ বিসর্পে শোধনং হিতম্॥

দ্রাক্ষা, সোন্দালফল, গাম্ভারী, ত্রিফলা, এরণ্ডবীজ ও পীলুফল, অথবা তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের কল্ক এবং ক্বাথ বিসর্পশোধক।

মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ।
বমনং বিদধীতাজ্ঞঃ বিসর্পে কফসম্ভবে॥

কফজনিত বিসর্পে ময়নাফল, যষ্টিমধু, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান কর্ত্তব্য।

গায়ত্রীসপ্তপর্ণাব্দ-বাসারগ্বধদারুভিঃ।
কুটন্নটৈশ্চ লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে॥

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোন্দালপত্র, দেবদারু ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শ্লেষ্মজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে।

অজাশ্বগন্ধা সরলা চ কালা
সৈকেশিকা বাপ্যথবাজশৃঙ্গী।
গোমূত্রপিষ্টো বিহিতঃ প্রদেহো
হন্তাদ্ বিসর্পং কফজং সুশীঘ্রম্॥
(বিহিত ইত্যত্র হিমবিপরীতঃ কোষ্ণ ইতি শেষঃ। চ, টী)

অজা (ফোকন্দী নামক দ্রব্য), অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, কালিয়াকড়া, আকনাদি ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কফজ বিসর্প শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাপদ্মকোশীর-সমঙ্গাকরবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পহা॥
(অয়ং লেপস্তথা বক্ষ্যমাণোঽপ্যারগ্বধাদিঃ, স্বল্পঘৃতযোগেন স্নিগ্ধঃ কার্য্যঃ। ইতি চক্র-টীকা।)

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, বরাক্রান্তা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া অল্প ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কফজনিত বিসর্প নষ্ট হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি ত্বচঃ শ্লেষ্মাতকোদ্ভবাঃ।
শিরীষপুষ্পকামাচী হিতা লেপাবচূর্ণনৈঃ॥

(কামাচী কাকমাচী। শ্লেষ্মাতকঃ বহুবারঃ। ইতি চক্রটীকা।)

সোন্দালপত্র, বহুবারত্বক্, শিরীষকুসুম ও কাকমাচী, ইহাদের ঘৃতাক্ত প্রলেপও বিসর্প-নাশক।

মুস্তারিষ্টপটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ।
ধাত্রীপটোলমুদ্গানামথবা ঘৃতসংপ্লুতঃ॥

মুতা, নিমছাল ও পল্তা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ অথবা আমলকী, পল্তা ও মুগ ইহাদের ক্বাথ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প নষ্ট হয়।

দোষসম্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রিয়াম্।
তত্তদ্দোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধ্যাবচারয়েৎ॥

দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বিসর্প রোগে যুক্তি ও বিবেচনা পূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

ভূনিম্ববাসাকটুকাপটোলী ফলত্রয়ৈশ্চন্দননিম্বকৈশ্চ।
বিসর্পদাহজ্বরশোথকণ্ডু-বিস্ফোটতৃষ্ণাবমিজিৎ কষায়ঃ॥

চিরতা, বাসকছাল, কট্‌কী, পটোলপত্র, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমি নষ্ট হয়।

দশাঙ্গো লেপঃ।

শিরীষযষ্টীনতচন্দনৈলা-মাংসহরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠবালৈঃ।
লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রযোজ্যো বিসর্পকুষ্ঠজ্বরশোথহারী॥

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নিবারিত হয়।

নবকষায়গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতবৃষপটোলং নিম্বকল্কৈরূপেতং
ত্রিফলখদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্।
ক্বথিতমিদমশেষং গুগ্‌গুলোর্ভাগযুক্তং
জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্॥

(গুগ্‌গুলোর্ভাগযুক্তমিতি প্রত্যহোপযোগে প্রক্ষেপ-পরিভাষয়ৈব দেয়ম্। বিরেকে কর্ত্তব্যে প্রক্ষেপমানা-পেক্ষয়া দ্বৈগুণ্যেনেত্যাহুঃ। ইতি চক্রটীকা।)

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা, খদিরসার ও সোন্দালফল মিলিত ২ তোলা, জল ।।০ অৰ্দ্ধসের; শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া; যথোপযুক্ত গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসর্প ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। বিরেচনার্থ এই ক্বাথ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রক্ষেপমানের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১ তোলা গুগ্‌গুলু দিবে।

বাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিবীসর্পণে হিতম্।
বাতশ্লেষ্মহরং কর্ম্ম গ্রন্থীসর্পণে হিতম্॥
পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনং হিতং কর্দ্দমসংজ্ঞকে।
ত্রিদোষজে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ বিসর্পে ত্রিতয়াপহাম্॥

উক্ত বাতজ ও পিত্তজ বিসর্পোক্ত ঔষধ দ্বারা অগ্নিবিসর্পের; বাতজ এবং কফজ বিসর্পোক্ত ঔষধ দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পের; পিত্তজ ও কফজ বিসর্প নাশক ঔষধ দ্বারা কর্দ্দমাখ্যবিসর্পের এবং ত্রিদোষজ বিসর্প নাশক ঔষধ দ্বারা সান্নিপাতিক বিসর্পের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠাময়স্ফোটমসূরিকোক্ত-
চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্।
সর্ব্বান্ বিপক্কান্ পরিশোধ্য ধীমান্
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধন করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডু-
রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিম-ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্রের মূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ পান করিলে বিবিধ প্রকার বিষদোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, কণ্ডূ ও মসূরী প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

কালাগ্নিরুদ্রো রসঃ।

সূতাভ্রকান্তলৌহানাং ভস্ম গন্ধকমাক্ষিকম্।
বন্ধ্যকর্কোটকদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্দ্যং দিনাবধি॥
বন্ধ্যকর্কোটিকাকন্দে ক্ষিপ্ত্বা লিপ্ত্বা মৃদা বহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটে পশ্চাদ্দিনৈকং তদ্বিপাচয়েৎ॥
দশমাংশং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ।
পিপ্পলীমধুনং যুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ-ভস্ম, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমস্ত দ্রব্য বন-কাঁকরোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া বন-কাঁকরোলের কন্দমধ্যে পুরিবে। পরে ঐ কন্দ মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ভূধর যন্ত্র একদিন পুট দিবে। শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে দশমাংশ বিষ সংযুক্ত করিবে। মাত্রা—১ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে দশদিনের মধ্যে বিসর্প নিবারিত হয়।

বৃষাদ্যং ঘৃতম্।

বৃষখদিরপটোলপত্রনিম্ব-ত্বগমৃতামলকীকষায়কল্কৈঃ।
ঘৃতমভিনবমত্রদাশু পক্বং জয়তি বিসর্পগদান্ সকুষ্ঠগুল্মান্॥

বাসক, খদিরকাষ্ঠ, পল্তা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী, ইহাদের কাথে ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

করঞ্জ-তৈলম্।

করঞ্জসপ্তচ্ছদলাঙ্গলীক-স্নুহ্যর্কদুগ্ধানলভৃঙ্গরাজৈঃ।
তৈলং নিশামূত্রবিষৈর্বিপক্বং বিসর্পবিস্ফোটবিচর্চ্চিকাঘ্নং॥

তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, ঈশলাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আঠা, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ৴১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকা নাশক।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

বিসর্পরোগে পথ্যানি।

বিরেকো বমনং লেপো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্।
পুরাণা যবগোধূম-কঙ্গুষষ্টিকশালয়ঃ॥
মুদ্গা মসূরাশ্চণকাস্তুবর্য্যো জাঙ্গলো রসঃ।
নবনীতং ঘৃতং দ্রাক্ষা দাড়িমং কারবেল্লকম্॥
বেত্রাগ্রং বুলকং ধাত্রী খদিরো নাগকেশরঃ।
লাক্ষা শিরীষঃ কর্পূরং চন্দনং তিললেপনম্॥
হ্রীবেরকং মুস্তকঞ্চ তিক্তানি সকলানি চ।
যথাদোষমিদং পথ্যং সেবিতব্যং বিসর্পিভিঃ॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপন, উপবাস, রক্ত-মোক্ষণ, পুরাতন যব, গোধূম, কাঙ্গনিধান্য, ষষ্টিকধান্য, শালিধান্য, মুগ, মসূর, ছোলা, অড়হর, জাঙ্গলমাংসের রস, মাখন, ঘৃত, কিস্মিস্, দাড়িম, করলা, বেতাগ্র, পল্তা, আমলকী, খদির, নাগকেশর, লাক্ষা, শিরীষ, কর্পূর, রক্তচন্দন, গাত্রে তিললেপন, বালা, মুতা, সমস্ত তিক্তদ্রব্য এই গুলি বিসর্পরোগে দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়।

বিসর্পরোগেঽপথ্যানি।

ব্যায়ামমহ্নি শয়নং সুরতং প্রবাতং
ক্রোধং শুচং বমনবেগমসূয়নঞ্চ।
শাকং বিরুদ্ধমশনং দধি কুঞ্চিকাঞ্চ
সৌবীরমাহুতমনেকবিধং কিলাটম্॥
গুর্ব্বন্নপানমখিলং লশুনং কুলত্থান্
মাষাংস্তিলান্ সকলমাংসমজাঙ্গলঞ্চ॥
স্বেদং বিদাহিলবণাম্লকটূনি মদ্যা-
ন্যর্কপ্রভামপি বিসর্পগদী ত্যজেত্তু॥

ব্যায়াম, দিবানিদ্রা, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, প্রবল বায়ু অথবা পূর্ব্বদিগ্‌ভব বায়ু সেবন, ক্রোধ, শোক, বমনবেগ, অসূয়ন (গুণেতে দোষারোপ করা), শাক, বিরুদ্ধ ভোজন, দধি, কূর্চ্চিকা, সৌবীর, বিবিধ আসব, ছানা (দুগ্ধবিকৃতি), সকলপ্রকার গুরু অন্ন ও পানীয়, রশুন, কুলথ-কলায়, মাষকলায়, তিল, জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর সকলপ্রকার মাংস, স্বেদন, বিদাহিদ্রব্য, লবণদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য, মদ্য এবং রৌদ্র, এই সকল বিসর্পরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিসর্পাধিকারঃ।

অথ বিস্ফোটাধিকারঃ।

অথ বিস্ফোট-নিদানম্।

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ-ক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতপৈশ্চ।
তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়স্তু॥
ত্বচমাশ্রিত্য তে রক্ত-মাংসাস্থীনি প্রদূষ্য চ।
ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বান্ জ্বরপুরঃসরান্॥
অগ্নিদগ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্তজাঃ।
ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, রুক্ষ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন বা অপক্কদ্রব্য ভোজন, অধ্যশন, আতপ সেবন ও ঋতুবিপর্য্যয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রক্ত মাংস ও অস্থিকে দূষিত এবং ত্বক্‌কে আশ্রয় করত, অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক উৎপাদন করে। বিস্ফোটক হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

দেহের কোনস্থানে বা সর্ব্বদেহে অগ্নিদগ্ধ-নিভ ও জ্বরসংযুক্ত যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। বিস্ফোটক রক্তপিত্ত-প্রকোপজ ব্যাধি।

অথ বিস্ফোট-চিকিৎসা।

—:*:—

বিস্ফোটে লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং পথ্যভোজনম্।
যথাদোষবলং বীক্ষ্য যুক্তমুক্তং বিরেচনম্॥

বিস্ফোট রোগে দোষের বলাবল বুঝিয়া উপবাস, বমন, পথ্যভোজন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীনিম্বজকাথৈঃ খদিরেন্দ্রযবাম্বুনা।
দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্বীশীরং দুরালভা॥
গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তমেষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ।
বিস্ফোটান্ নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তজান্॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, বালা, দশমূলী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুর-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কটুকালাজদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুর, পলতা, নিম-ছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

ভূনিম্ববচাবাসা-ত্রিফলেন্দ্রযবৎসকৈঃ।
পিচুমন্দপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্॥

চিরতা, বচ, বাসক, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চি, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ বিস্ফোট নিবারিত হয়।

কিরাততিক্তকারিষ্ট-যষ্ট্যাহ্বাম্বুদবাসকৈঃ।
পটোলপর্পটোশীর-ত্রিফলাকোটজান্বিতৈঃ।
ক্বথিতৈর্দ্দশাঙ্গস্তু সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্॥

চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসক-ছাল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল,

ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোট প্রশমিত হয়।

বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ।
বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা॥

বিস্ফোট-বিনাশের নিমিত্ত তণ্ডুলজলে ইন্দ্রযব বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

ছিন্নাপটোলভূনিম্ব-বাসকারিষ্টপর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ ক্বাথো হন্তি বিস্ফোটকজ্বরম॥

গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ বিস্ফোটজ্বর-বিনাশক।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্।
শিরীষবল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ॥

রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদনটে, শিরীষছাল ও জাতীপত্র ইহাদের প্রলেপে দাহ শান্তি হয়।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-গুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ।
সমূর্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
কণ্ডুত্বগ্দোষবিস্ফোট-বিষবিস্ফোটনাশনম্॥

পলতা, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কটকী, আকনাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, কণ্ডু, ত্বক্‌দোষ, বিস্ফোটক ও বিষদুষ্টি ও বিস্ফোটক বিনষ্ট হয়।

কুণ্ডলীপিচুমর্দ্দাম্বু খদিরেন্দ্রযবাম্বু বা।
বিস্ফোটং নাশয়ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব॥

গুলঞ্চ ও নিমের ক্বাথ অথবা খদিরকাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ সেবন করিলে বিস্ফোটক আশু বিনষ্ট হয়।

শুকতরুনতধাত্রী রজনী পদ্মা চ তুল্যানি।
পিষ্টানি শীততোয়েন লেপঃ স্যাৎ সর্ব্ববিস্ফোটে॥
(অত্র মাচী দেবদারু।)

শিরীষ, তগরপাদুকা, দেবদারু, হরিদ্রা ও বামুনহাটী, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটকের শান্তি হয়।

শিরীষমূলমঞ্জিষ্ঠা-চব্যামলকযষ্টিকাঃ।
সজাতীপল্লবক্ষৌদ্রা বিস্ফোটে কবড়গ্রহাঃ॥

(অত্র বহুবচননির্দ্দেশাৎ প্রত্যেকমপ্যেতে কবড়ে যোজ্যাঃ। জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রঞ্চ সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্।)

শিরীষমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চই, আমলকী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ অথবা একত্র জাতীপাতা ও মধু সহ পেষণ করিয়া তাহার কবল ধারণ করিলে, বিস্ফোটে উপকার দর্শে।

শিরীষোড়ুম্বরৌ জম্বুঃ সেকালেপনয়োর্হিতাঃ॥

শিরীষছাল, যজ্ঞডুমুর ও জামছাল এই সকল দ্রব্যের পরিষেক ও প্রলেপ হিতকর।

চতুঃসমম্।

শিরীষোশীরনাগাহ্ব-হিংস্রাভির্লেপনাদ্ দ্রুতম্।
বিসর্পবিষবিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

শিরীষ, বেণার মূল, নাগকেশর ও কালাকড়া, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিষদুষ্টি ও বিস্ফোটক নিবারিত হয়।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্।
জলপিষ্টেন লেপেন স্ফোটদাহার্ত্তিনাশনম্॥

নীলোৎপল, চন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, ইহাদিগকে জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোট ও দাহ নষ্ট হয়।

পুত্রজীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ।
কালস্ফোটং বিস্ফোটঞ্চ সদ্যো হন্তি সবেদনম্।
কক্ষগ্রন্থিং গলগ্রন্থি-কর্ণগ্রন্থীংশ্চ নাশয়েৎ॥

পুত্রজীবের (জিয়াপুতার) মজ্জা জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কালস্ফোট, বিস্ফোট, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি ও কর্ণগ্রন্থি নিবারিত হয়।

গুড়ূচীনিম্বজক্বাথৈঃ খদিরেন্দ্রযবাম্বুনা।
কর্পূরত্রিসুগন্ধিভ্যাং যুক্তং সূতং দ্বিবল্লকম্।
বিস্ফোটং হরিতং হন্যাদ্ বায়ুর্জলধরানিব॥

ছয় রতি পরিমিত রসসিন্দূরকে গুলঞ্চ, নিম, খদির ও ইন্দ্রযব ইহাদের যথাসম্ভব ক্বাথে বা রসে মর্দ্দন করিয়া কর্পূর, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অতি সত্বর বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

ব্রণারি-গুগ্‌গুলুঃ।

পলং কৃষ্ণা পুরঃ পঞ্চ ত্রিফলা ত্রিপলং ভবেৎ।
ভস্মসূতপলঞ্চাস্য কর্ষঃ সর্ব্বব্রণাপহঃ॥

পিপুল ১ পল, গুগ্‌গুলু ৫ পল, ত্রিফলা ৩ পল এবং রসসিন্দূর ১ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা (যথাযোগ্য) মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তক-ঘৃতম্।

পটোলসপ্তচ্ছদনিম্ববাসা-ফলত্রিকচ্ছিন্নরুহাবিপকম্।
তৎ পঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশু হন্তি ত্রিদোষবিস্ফোটবিসর্পকণ্ডুঃ॥
(পঞ্চতিক্তঘৃতে ত্রিফলায়াশ্চ কল্কঃ শেষাণাং কষায় ইতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। ইতি চক্রটীকা।)

পলতা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসক ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে এবং ত্রিফলার কল্কে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে সান্নিপাতিক বিস্ফোটক, বিসর্প ও কণ্ডু আশু বিনষ্ট হয়।

মহাপদ্মক-ঘৃতম্।

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরম্।
দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মৈলা তগরং তথা॥
কুষ্ঠং লাক্ষা পত্রকঞ্চ সিক্থকং তুত্থমেব চ।
বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেব চ॥
তোয়েনালোড্য তৎ সর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যাংশ্চ রোগান্ নিহন্ত্যেব বৈ তান্ নিবোধ মহামুনে॥
সর্পকীট খুদষ্টেষু লূতামূত্রকৃতেষু চ।
বিবিধেষু স্ফোটকেষু তথা কুষ্ঠবিসর্পিষু।
নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং পদ্মকস্তু মহাঘৃতম্।

গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বহুবার, শিরীষ ও কয়েৎবেল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে বিবিধ প্রকার বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, বিসর্প, নানাপ্রকার বিষ এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—(*)—

বিস্ফোটরোগে পথ্যানি।

বিরেচনচ্ছর্দ্দনলেপলঙ্ঘনং
পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়ো যবাঃ।
মুদ্গা মসূরাশ্চণকা মুকুষ্টকা-
ধন্বামিষং গব্যঘৃতং কটিল্লকম্।
বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলকং
জ্যোতিষ্মতী নিম্বদলানি চন্দনম্।
তৈলং সিতাভ্রং তিললেপনং ঘনং
বালঞ্চ বিস্ফোটগদং বিনাশয়েৎ।

বিরেচন, বমন, প্রলেপন, উপবাস, পুরাতন ষষ্টিকান্ন ও শালিধান্য, যব, মুগ, মসূর, ছোলা, বনমুগ, মরুদেশজ মাংস, গব্যঘৃত, করলা, বেতাগ্র, পলাশবীজ, পটোল, লতাফট্‌কী, নিমপাতা, রক্তচন্দন, তৈল, কর্পূর, গাত্রে তিললেপন, মুতা ও বালা, এই সকল দ্রব্য বিস্ফোটরোগে সুপথ্য।

বিস্ফোটরোগেঽপথ্যানি।

স্বেদং ব্যবায়ং ব্যায়ামং ক্রোধং গুর্ব্বন্নমাতপম্।
বমিবেগং পত্রশাকং প্রবাতং স্বপনং দিবা।
গ্রাম্যৌদকানূপমাংসং বিরুদ্ধান্যশনানি চ।
তিলান্ যবান্ কুলত্থাংশ্চ লবণাম্লকটূনি চ।
বিদাহি রুক্ষমুষ্ণঞ্চ বিস্ফোটী পরিবর্জ্জয়েৎ।

স্বেদন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ব্যায়াম, ক্রোধ, গুরুপাক অন্ন, রৌদ্র, বমিবেগ, পত্রশাক, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্ববায়ু সেবন, দিবানিদ্রা, গ্রাম্যমাংস, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধভোজন, তিল, যব, কুলথকলায়, লবণ অম্ল ও কটুরস-সংযুক্ত দ্রব্য, বিদাহী রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য, বিস্ফোট-রোগির পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিস্ফোটাধিকারঃ।

অথ মসূরিকারোগাধিকারঃ।

অথ মসূরিকা-নিদানম্।

কট্বম্ললবণক্ষার-বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ।
দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ॥
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ॥
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাঃ স্যুর্মসূরিকাঃ।
তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ॥
ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ জায়তে।
স্ফোটাঃ শ্যাবারুণা রূক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ॥
কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ ভবন্ত্যনিলসম্ভবাঃ।
সন্ধ্যস্থিপর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতিঃ ক্লমঃ॥
শোষস্তাল্বোষ্ঠজিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুচিসংযুতা।
রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহাস্তীব্রবেদনাঃ॥
ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপসমুদ্ভবাঃ।
বিড়্ভেদশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিস্তথা॥
মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ।
রক্তজায়াং ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ॥
কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্ গাত্রগৌরবম্।
হৃল্লাসঃ সারুচির্নিদ্রা তন্দ্রালস্যসমন্বিতা॥
শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ।
মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ।
চিরপাকাঃ পূতিস্রাবাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥
কণ্ঠরোধারুচিস্তম্ভ-প্রলাপারতিসঙ্গতাঃ।
দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পিড়কাশ্চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ॥
রোমকূপোন্নতিসমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥
তোয়বুদ্বুদসঙ্কাশাস্ত্বগ্গতাস্তু মসূরিকাঃ।
স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ॥
রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ।
সাধ্যা নাত্যর্থদুষ্টাশ্চ ভিন্না রক্তং স্রবন্তি চ॥
মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা ঘনত্বচঃ
গাত্রশূলতৃষাকণ্ডূ-জ্বরারতিসমন্বিতাঃ॥
মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
ঘোরজ্বরপরীতাশ্চ স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ॥
সংমোহারতিসন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ।
ক্ষুদ্রা গাত্রসমা রূক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ॥
মজ্জোত্থা ভৃশংসমোহ-বেদনারতিসংযুতাঃ।
ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তি হি॥
ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি ভবন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ।
পক্বাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থবেদনাঃ॥
স্তৈমিত্যারতিসংমোহ-দাহোন্মাদসমন্বিতাঃ।
শুক্রজায়াং মসূর্য্যান্তু লক্ষণানি ভবন্তি হি॥
নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যতে ন তু জীবিতম্।
দোষমিশ্রাস্তু সপ্তৈতা দ্রষ্টব্যা দোষলক্ষণৈঃ॥

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন, মিলিত ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ভোজন, দুষ্ট অন্ন শিম ও শাকাদি আহার, বিষাদিসংস্পর্শ-দূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূরগ্রহদিগের কুদৃষ্টি, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূরকলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে সকল পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাদিগকে মসূরিকা কহে। মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডূ, গাত্রবেদনা, অনবস্থিত-চিত্ততা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও বৈবর্ণ্য এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

বাতজ মসূরিকার পিড়কা সকল শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রূক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন। ইহা বিলম্বে পাকে।

পিত্তপ্রকোপজ মসূরিকার স্ফোট সকল রক্ত, পীত বা শুক্লবর্ণ, দাহ ও উগ্রবেদনা যুক্ত; ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। ইহাতে সন্ধি অস্থি ও পর্ব্ব সকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অরতি (অনবস্থিত-চিত্ততা), ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তজ মসূরিকা রোগে মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, সুদারুণ তীব্রবেগ জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার স্ফোট সকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডূবিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত। ইহা দীর্ঘকালে পাকে। ইহাতে কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র-গৌরব, বমনবেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিড়ার ন্যায় চেপ্টা, মধ্যভাগে নিম্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দুর্গন্ধস্রাব নিঃসারক। ইহা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘকালে পাকে। ত্রিদোষজ বসন্ত অসাধ্য।

চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহা অতি দুশ্চিকিৎস্য; তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও অরতি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

রোমকূপের ন্যায় উন্নতিবিশিষ্ট রক্তবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম্ বলে। ইহাতে কাস ও অরুচি, এই দুই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। হাম দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট কফ হইতে উৎপন্ন। হাম হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

রসাদিগত মসূরিকার লক্ষণ। রসগত মসূরিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট; ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না। চলিত ভাষায় ইহাকে পানিবসন্ত কহে। পানিবসন্ত বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়।

রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। এই বসন্ত সাধ্য, কিন্তু রক্তদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্ত নিস্রুত হইয়া থাকে।

মাংসগত মসূরিকা, কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরুচর্ম্ম বিশিষ্ট। ইহা বিলম্বে পাকে। ইহাতে গাত্রশূল, তৃষ্ণা, কণ্ডূ, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে।

মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোরজ্বরোৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও সবেদন। ইহাতে মনোবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য ও সন্তাপ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। দৈবাৎ কেহ এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অরতি উপস্থিত হয়; মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গের অস্থি যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা আশু প্রাণনাশক।

শুক্রগত মসূরিকা দেখিতে পকাভ, কিন্তু পক নহে, ইহা চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। ইহাতে স্তৈমিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা, এই সকল উপদ্রব প্রকাশ পায়। এইরূপ বসন্ত নিশ্চয় প্রাণনাশক।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত যে বসন্তে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে।

অথ মসূরিকা-চিকিৎসা।

মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদিক্রিয়া হিতা।
পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে॥

মসূরিকা ও কুষ্ঠরোগে লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই রোগে পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্ত ক্রিয়া সকল হিতকর।

শ্বেতচন্দনকল্কঞ্চ হিলমোচীভবং দ্রবম্।
পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈব বা কেবলং রসম্॥

মসূরিকারোগের প্রারম্ভে শ্বেতচন্দনের কল্ক ও হেলেঞ্চাশাকের রস, অথবা কেবল হেলেঞ্চাশাকের রস পান করিলে উপকার হইয়া থাকে।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচাবৎস-যষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ॥

সর্ব্বপ্রকার মসূরিকারোগে পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ পান করাইবে।

সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ ব্রহ্ম্যা রসং বা হৈলমোচিকম্।
বান্তস্ত রেচনং দেয়ং শমনঞ্চাবলে নরে॥

মসূরিকায় ব্রহ্মীশাকের রস অথবা হেলেঞ্চাশাকের রস মধুর সহিত বমনার্থ সেবন করাইবে, পরে বিরেচন দিবে, কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ প্রয়োজ্য।

সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্।
রোমান্তীজ্বর-বিস্ফোট-মসূরীশান্তয়ে পিবেৎ॥

করলাপাতার রসে হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে রোমান্তী (হাম) জ্বর, বিস্ফোট ও মসূরী প্রশমিত হয়।

উভাভ্যাং হৃতদোষস্য বিশুধ্যন্তি মসূরিকাঃ।
নির্ব্বিকারাশ্চাল্পপূয়াঃ পচ্যন্তে চাল্পবেদনাঃ।

বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল নষ্ট হয়, সুতরাং মসূরিকা সকল বিশোধিত বিকৃতিশূন্য ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট হইয়া স্বয়ংই পাকিয়া উঠে।

কণ্টকুস্তাণ্ডমূলং কথনবিধিকৃতং হিঙ্গুমাষৈকযুক্তং
পীতং বীজং জয়ায়াঃ সঘৃতমুষিতবা পীতমস্থিঃ সিকটাঃ।
মাপ্যা মূলং শিবা বা মদনকুসুমজা সোষণা বাথ পূতি-
যোগা বাস্তুপূনেতে প্রথমমঘগদে দৃশ্যমানে প্রয়োজ্যা॥

পাপরোগ (মসূরী) প্রথম দৃষ্ট হইলে কণ্টাকুস্তাণ্ড লতার (কুমারিয়ার) ক্বাথে হিঙ্গু ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

জয়ন্তীবীজ অথবা সিকটীমূল, ঘৃত ও পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিবে।

সুপারির মূল কিংবা মরিচ ও ময়নামূল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল, বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপ্যনন্তামূলমেব চ।
বিধিগৃহীতং জ্যোত্যাম্বুপীতং হন্তি মসূরিকাম্॥

দুরালভা অথবা অনন্তমূল, তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

মসূরীং মূর্চ্ছিতো হন্তি গন্ধকাৰ্দ্ধস্তু পারদঃ।
নিশাচিঞ্চাচ্ছদে শীত-বারিপীতে তথৈব তু॥
(ছদশব্দস্তু নপুংসকত্বং ছান্দসত্বাৎ, কিংবা নিশা-চিঞ্চাচ্ছদাবিতি পাঠঃ। ইতি চক্রটীকা।)

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী ৪ মাষা কিংবা ৬ মাষা (যোগ্যপরিমাণে) পানের সহিত সেবন করিলে, অথবা হরিদ্রাপাতা ও তেঁতুলের পাতা শীতল জল সহ বাটিয়া পান করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

যাবৎসংখ্যা মসূর্য্যঙ্গে তাবদ্ভিঃ শেলুজৈর্দলৈঃ।
ছিন্নৈর্বাতুরনাম্না তু গুড়ী নোতি ন বৰ্দ্ধতে॥

রোগির গাত্রে যতগুলি বসন্ত নির্গত হয়, রোগির নাম করিয়া বহুবার-বৃক্ষের ততগুলি পত্র ছিন্ন করিলে, গাত্রে তাহার অধিক আর বসন্ত নির্গত হয় না।

ব্যুষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহগুড়ীহরম্॥

বাসিজলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটী ও তজ্জন্য দাহ নিবারিত হয়।

উগ্রাজ্যবংশনীলীযববৃষকার্পাসকীকসব্রহ্মী-
সুরসমযবলাক্ষাধূপো রোমান্তিকাদিহর॥

বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কাপাসবীজ, ব্রহ্মীশাক, তুলসীপত্র, অপা-মার্গ ও লাক্ষা, এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে হাম প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

তর্পণং বাতজায়াং প্রাগ্ লাজচূর্ণৈঃ সশর্করৈঃ।
ভোজনং তিক্তযূষৈশ্চ প্রতুদানাং রসেন বা॥

বাতজনিত বসন্তরোগে প্রথমতঃ চিনির সহিত খৈ-চূর্ণ মিলিত ও দ্রবদ্রব্য দ্বারা আলো-ড়িত করিয়া ভোজন করাইবে। তিক্ত দ্রব্যের যূষের অথবা পারাবত প্রভৃতি পক্ষির মাংসের রসের সহিত ভোজন করিতে দিবে।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্ব্বুশীরং দুরালভা।
সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্ বাতসমুত্থিতাম্॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা এই সকলের

ক্বাথ (অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া) সেবন করিলে বাতজন্য মসূরিকা রোগ নষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠাবটপাকড়প্লক্ষ-শিরীষোডুম্বরত্বচঃ।
বাতজায়াং মসূর্য্যাং স্যাৎ প্রলেপঃ সর্ব্বদা হিতঃ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল, ইহাদের প্রলেপ দিলে বাতজ মসূরিকা নিবৃত্ত হয়।

গুড়ূচীং মধুকং রাস্নাং পঞ্চমূলীং কনিষ্ঠকাম্।
চন্দনং কাশ্মর্য্যফলং বলামূলং বিকঙ্কতম্।
পাককালে মসূর্য্যাস্তু বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, স্বল্প পঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, ইহাদের ক্বাথ বাতজন্য মসূরিকার পাককালে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে প্রদাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্॥
তেন কুপ্যতি নো বায়ুঃ পাকং যাতি মসূরিকা॥
(মোরটমৈক্ষবং মূলম্)

মসূরিকা পাকিতে আরম্ভ হইলে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হয় না এবং সত্বর উহা পাকিয়া যায়।

পটোলমূলং কথিতং মোরটং স্বরসং তথা।
আদাবেব মসূর্য্যাস্তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ॥

পিত্তজন্য মসূরিকা রোগে প্রথমতঃ পটোলমূলের ক্বাথ ও ইক্ষুমূলের স্বরস প্রয়োগ করিবে।

নিম্বং পর্পটকং পাঠা পটোলং চন্দনদ্বয়ম্।
উশীরং কটুকা ধাত্রী তথা বাসা দুরালভা॥
এষাং পানং শৃতং শীতমুত্তমং শর্করান্বিতম্।
মসূর্য্যাং পিত্তজাতাস্তু প্রযোক্তব্যং বিজানতা।
দাহজ্বরে বিসর্পে চ ব্রণে পিত্তাধিকেঽপি চ॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, বেণার মূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসক ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, তদ্দ্বারা পিত্তজ মসূরিকা, দাহ, জ্বর, বিসর্প ও পিত্তাধিক ব্রণ বিনষ্ট হইবে।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুর-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
লাজামলকদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তৈশ্চ পৈত্তিকে॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খর্জ্জুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসক, লাজ (খৈ), আমলকী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মসূরিকা নষ্ট হয়।

শিরীষোডুম্বরাশ্বত্থ-শেলুন্যগ্রোধবল্কলৈঃ।
প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীঘ্রং ব্রণবীসর্পদাহহা॥

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চাল্‌তে ও বট, ইহাদের ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে ব্রণ, বিসর্প ও দাহ নষ্ট হয়।

দুরালভাং পর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্।
শ্লেষ্মকাং পিত্তজাং বা পানে নিঃক্বাথ্য দাপয়েৎ॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পৈত্তিক কিংবা শ্লৈষ্মিক মসূরিকায় পান করিবে।

বাসামুস্তকভূনিম্ব-ত্রিফলেন্দ্রযবাসকম্।
পটোলারিষ্টকঞ্চাপি ক্বাথয়িত্বা সমাক্ষিকম্।
পিবেৎ তেন প্রণশ্যন্তি মসূর্য্যঃ কফসম্ভবাঃ॥

বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পল্‌তা ও নিম্ব, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

শিরীষোডুম্বরত্বগ্‌ভ্যাং খদিরারিষ্টজৈর্দলৈঃ।
কফোত্থাসু মসূরীষু লেপঃ পিত্তোত্থিতাসু চ॥

শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল এবং খদির ও নিমের পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিকষায়ঞ্চ বিসর্পোক্তং প্রয়োজয়েৎ॥

মসূরিকা রোগে বিসর্প-চিকিৎসোক্ত অমৃতাদি কষায় ব্যবস্থা করিবে।

নিম্বাদিঃ।

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম্।
বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্॥

এষ নিম্বাদিকঃ ক্কাথঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ।
হন্তি ত্রিদোষমসূরীং জ্বরবীসর্পসম্ভবাম্।
উত্থিতা প্রবিশেদ্‌ যা তু পুনস্তাং বাহ্যতো নয়েৎ॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কট্‌কী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়, তাহাও ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে।

কাঞ্চনাদিক্কাথঃ।

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্কাথস্তাপ্যচূর্ণবিমিশ্রিতঃ।
নির্গত্যান্তঃপ্রবিষ্টাস্তু মসূরীং বাহ্যতো নয়েৎ॥

যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়, তাহাদের পুনর্বহিষ্করণার্থ রোগিকে রক্তকাঞ্চনছালের ক্কাথে স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ।

পটোলকুণ্ডলীমুস্ত-বৃষধন্বযবাসকৈঃ।
ভূনিম্বনিম্বকটুকা-পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্॥
মসূরীং শময়েদামাং পক্কাঞ্চৈব বিশোষয়েৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্‌ বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা। অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়। বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক।

পটোলমূলারুণতণ্ডুলীয়কং পিবেদ্ধরিদ্রামলকক্কসংযুতম্।
মসূরিবিস্ফোটবিদাহশান্তয়ে তদেব রোমান্তিবমিজ্বরাপহম্॥

পটোলমূল ও লোহিতত্তণ্ডুলীয় (রাঙ্গানটে) ইহাদের ক্কাথে হরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মসূরিকা, বিস্ফোটক, দাহ, হাম, জ্বর ও বমি বিনষ্ট হয়।

পটোলমূলারুণতণ্ডুলীয়কং
তথৈব ধাত্রীখদিরেণ সংযুতম্।
পিবেজ্জলং সংকথিতং সুশীতলং
মসূরিকারোগবিনাশনং পরম্॥

পটোলমূল, রাঙ্গানটে, আমলকী ও খদির ইহাদের শীতল ক্কাথ পান করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

খদিরাষ্টকঃ।

খদিরত্রিফলারিষ্ট-পটোলামৃতবাসকৈঃ।
ক্কাথোঽষ্টাঙ্গো জয়তি রোমান্তিকমসূরিকাঃ।
কুষ্ঠবীসর্পবিস্ফোট-কণ্ড্বাদীনপি পানতঃ॥
(অত্র শোধনে কর্ত্তব্যে গুগ্‌গুলুমপি প্রক্ষিপন্তি। ইতি চক্রটীকা)

খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক, এই সকল মিলিত ২ তোলা। ইহাদের ক্কাথ পান করিলে হাম, মসূরিকা, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডূ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাতে শোধন (বিরেচন) আবশ্যক হইলে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্।
প্রলেপাৎ পাতয়ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

ছোলঙ্গ লেবুর কেশর কাঁজি সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর মসূরিকা ও দাহ নিবারিত হয়।

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা।
তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্তণ্ডুলাম্বুনা॥

পাদসম্ভব পিড়কা পাদদাহ জন্মায়, অতএব উহাতে বারংবার তণ্ডুলধৌত-জল সেক করিবে।

পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ।
তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং নতু পথ্যং বিশোধনম্॥

পাককালে বসন্ত সকল বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইতে থাকে, অতএব তৎকালে শোষক আহার না দিয়া পুষ্টিকর আহার দিবে।

লিহেদ্‌ বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ॥

কুলচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মসূরিকা শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

শূলাধ্মানপরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা।
ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎসৈন্ধবসংযুতাঃ॥

মসূরিকা রোগে বায়ু কর্ত্তৃক শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, জাঙ্গল পক্ষির মাংসরসে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

দাড়িমাম্লরসৈর্যুক্তা যূষ্যাঃ স্যারুচৌ হিতাঃ।
পিবেদন্তগুণ্ডীতং ভাবিতং খদিরাসনৈঃ॥
(পিবেদন্তগুণ্ডীতমিত্যর্দ্ধশৃতং শীতঞ্চ এবং বক্ষ্যমাণযোগেঽপীতি চক্রটীকা)।

এই রোগে অরুচি হইলে, অম্লদাড়িমের রসযুক্ত যূষ পান করিতে দিবে এবং খদির-কাষ্ঠ ও পিয়াসাল সাধিত অর্দ্ধশৃত শীতল কাথ পান করাইবে। (পশ্চাল্লিখিত শৌচগণ্ডূষাদ্যর্থ কাথসমূহও এই নিয়মে প্রস্তুত করা উচিত।)

শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুবারজম্॥

বসন্ত রোগে খদিরকাষ্ঠ ও বহুবার পত্রের (চাল্‌তা পাতার) সহিত সিদ্ধ জল শৌচার্থ প্রদান করিবে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পুগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং কথিতং মধুসংযুতম্॥
মুখরোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে।
অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধুমধুকাম্বুনা॥
(গবেধুকো গুলঞ্চ, অনয়োঃ কল্কং কর্পটে বদ্ধা প্রপীড্যাক্ষিসেকঃ কার্য্যঃ। ইতি চক্রটীকা)।

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডূষার্থ প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ (কেহ বলেন গোরক্ষচাকুলে বা দেধান) ও যষ্টিমধুর কল্ক পোট্টলীবদ্ধ ও নিষ্পীড়ন করিয়া সেই রস দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে সেচন করিবে।

মধুকং ত্রিফলা মূর্ব্বা দার্ব্বীত্বঙ্ নীলমুৎপলম্।
উশীরলোধ্রমঞ্জিষ্ঠাঃ প্রলেপাশ্চ্যোতনে হিতাঃ।
নশ্যত্যনেন দৃগ্জাতা মসূর্য্যো ন ভবন্তি হি॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারু-চিনি, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অথবা ইহাদের অর্দ্ধসিদ্ধ জল দ্বারা পরিষেক করিলে চক্ষুঃস্থ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ।
ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্ গোময়রেণুনা।
(ক্লেদিনীং ক্লেদযুক্তাং মসূরীম্। ভস্মনেতি শুষ্ক-গোময়ভস্মনা। গোময়রেণুনেতি বল্লছানিতেন। ইতি চক্রটীকা)।

মসূরিকায় অধিক পূয নির্গত হইলে পঞ্চ বল্কলের (বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ পাকুড় ও বেত) ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটে ভস্ম অথবা গোময় চূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঐ ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে।

ক্রিমিপাতভয়াদ্ যোঽপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ।
বেদনাদাহনাশার্থং কষ্টানঞ্চ বিশুদ্ধয়ে।
সগুগ্গুলুং বরাকাথং যুঞ্জ্যাদ্বা খদিরাষ্টকম্॥
(সরলাদিভিরিত্যত্র সরলাগুরুগুগ্গুলুপ্রভৃতিভিঃ, সগুগ্গুলুমিত্যুভয়ত্রাপি সম্বধ্যতে। ইতি চক্রটীকা)।

বসন্তে ক্রিমি না হয়, এই জন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু ও গুগ্গুলু প্রভৃতির ধূম প্রদান করিবে। ত্রিফলার কাথে অথবা খদিরাষ্টক পাচনে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূযাদি নির্গত হইয়া বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে।

কণ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত মধুর সহিত পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ অবলেহ করিবে।

অথাষ্টাঙ্গাবলেহো বা কবড়শ্চার্দ্রকাদিভিঃ।
পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ॥

মসূরিকা রোগে অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন কিংবা আদা প্রভৃতির কবল ধারণ অথবা পান অভ্যঞ্জন ও ভোজনার্থ কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্।
বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রমৃজ্যাৎ তু পুনঃপুনঃ॥
তথা শোণিতসংসৃষ্টাঃ কাশ্চিৎ শোণিতমোক্ষণৈঃ॥

মসূরিকায় ব্রণোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং অধিককাল তৈল বর্জ্জনীয়। পুনঃপুনঃ বিষঘ্ন

সিদ্ধ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক রোগিকে মার্জ্জন এবং শোণিতসংসৃষ্ট মসূরিকায় রক্তমোক্ষণ করিবে।

নিশাদ্বয়োশীরশিরীষমুস্তকৈঃ
সলোধ্রভদ্রশ্রিয়নাগকেশরৈঃ।
সস্বেদবিস্ফোটবিসর্পকুষ্ঠ-
দৌর্গন্ধ্যরোমাঞ্চিহরঃ প্রদেহঃ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, শিরীষ-পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্বেদ, বিস্ফোটক, বিসর্প, কুষ্ঠ, দৌর্গন্ধ্য ও হাম নিবারিত হয়।

বিম্বাতিমুক্তকাশোক-প্লক্ষবেতসপল্লবৈঃ।
নিশি পর্য্যুষিতঃ কাথো মসূরীভয়নাশনঃ॥
(যোগোহয়মনাগতমসূরীনিবারণার্থং চৈত্রে মাসি পেয়ঃ। ইতি চক্রটীকা।)

তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের পাতার কাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিলে বসন্তরোগ আর আক্রমণ করিতে পারে না। বসন্তনিবারণার্থ চৈত্রমাসে এই কাথ পান করিতে হয়।

চৈত্রাসিতভূতদিনে রক্তপতাকান্বিতা সুহী ভবনে।
ধবলিতকলসে ন্যস্তা পাপরজো দূরতো ধত্তে॥

চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে শুভ্রবর্ণ কলসোপরি লোহিত পতাকাযুক্ত সিজ বৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে, সে বাটীতে বসন্তরোগ উপস্থিত হয় না।

নারীণাং বামপার্শ্বস্থং নরাণামপসব্যগম্।
পাপরোগভয়ং দূরাচ্ছিবাস্থি বিনিবারয়েৎ॥
(শিবাস্থীত্যত্র হরীতকীবীজমিতি নীলকণ্ঠঃ। শৃগালাস্থীতি কেচিৎ।)

স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে এবং পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে হরীতকীর বীজ (কাহারও মতে শৃগালাস্থি) ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

জ্বরে জাতে স্পৃশেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি।
প্রক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥

জ্বর উপস্থিত হইলে জল পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে সিদ্ধিপত্র চূর্ণ মর্দ্দন এবং বস্ত্র দ্বারা গাত্র বন্ধন করা উচিত।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুষিতাম্ভসা।
ত্র্যহাৎ পাপরজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ একত্র বাসি জলের সহিত সেবন করিলে ৩ দিবসে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

দুষ্টব্রণাসু তাস্বেব জলৌকাভির্হরেদসৃক্।
ব্রণশোথহরং যোগমাচরেৎ তৎপ্রশান্তয়ে॥

দুষ্ট বসন্তে জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ ও ব্রণশোথ-নাশক চিকিৎসা করিবে।

ঊষণাদিচূর্ণম্।

ঊষণং পিপ্পলীমূলং কুষ্ঠং বারণপিপ্পলীম্।
মুস্তকং মধুকং মূর্ব্বাং ভার্গীং মোচরসং শুভাম্॥
যবক্ষারং বিষাবাসা গোক্ষুরং বৃহতীদ্বয়ম্।
সকর্ণ্যা সমভাগানি মাষমানেন যোজয়েৎ॥
ঊষণাদ্যমিদং চূর্ণং বিস্ফোটং লোহিতজ্বরম্।
রোমাঞ্চিকাং জ্বরং জীর্ণং হন্ত্যচ্চাপি মসূরিকাম্॥

মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ১ মাষা মাত্রায় জলের সহিত সেব্য। ইহাতে বিস্ফোটক, লোহিত জ্বর, হাম ও মসূরিকা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভদ্ররসঃ।

সিন্দূরমভ্রং রজতঞ্চ হেম
সমেন ভাগেন মনঃশিলাঞ্চ।
দ্বিশস্ত বাংশী নিখিলেন তুল্যং
সংমর্দ্দয়েদ্ গুগ্গুলুকং প্রযত্নাৎ॥
ততস্তু মাষপ্রমিতাং বিধায়
বটীং প্রযুঞ্জীত যথানুপানম্।
যং সর্ব্বতোভদ্ররসো ন হন্তি
ন সোঽস্তি রোগঃ খলু দেহিদেহে॥

সিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ ভাগ, সকলের সমান গুগ্গুলু, এই সমুদয় জল সহ উত্তমরূপে মাড়িয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত

১ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে মসূরিকা প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ নিবারিত হয়।

দুর্লভো রসঃ।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।
দ্বিবলা পিপ্পলী ধাত্রী রুদ্রাক্ষঘৃতমাক্ষিকৈঃ॥
মর্দ্দনং কারয়েৎ খল্লে গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ।
পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্লভঃ॥
(দ্বিবলেতি শ্বেতপীতভেদাদ্ বলাদ্বয়ং গ্রাহ্যম্।)

শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু, এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দুর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে মসূরিকা বিনষ্ট হয়। পৃথিবীতে এরূপ ঔষধ দুর্লভ বলিয়া ইহার নাম দুলভ রস হইয়াছে।

ইন্দুকলাবটিকা।

শিলাজত্বয়সী হেম সংমর্দ্দ্যার্জ্জকবারিণা।
গুঞ্জামাত্রা বটীঃ কৃত্বা কৃষ্যাচ্ছায়াবিশোষিতাঃ॥
মসূরিকায়াং বিস্ফোটে জ্বরে লোহিতসংজ্ঞকে।
একৈকাং দাপয়েদাসাং সর্ব্বব্রণগদেষু চ॥

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই-তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়াতে শুষ্ক করিবে। ইহাতে মসূরিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

এলাদ্যরিষ্টঃ।

পঞ্চাশৎপলমেলায়া বাসায়াঃ পলবিংশতিম্।
মঞ্জিষ্ঠাং কুটজং দন্তীং গুড়ূচীং রজনীদ্বয়ম্॥
রাস্নামুশীরং মধুকং শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ।
ভূনিম্বনিম্ববহ্নীংশ্চ কুষ্ঠং মধুরিকাং তথা॥
গৃহীত্বা দিক্‌পলোন্মিত্যা জলদ্রোণাষ্টকে পচেৎ।
দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্।
চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং চন্দনং রক্তচন্দনম্॥
মাংসীং মুরাং মুস্তকঞ্চ শৈলেয়ং শারিবাদ্বয়ম্।
পলপ্রমাণতশ্চাত্র ক্ষিপ্ত্বা মাসং নিধাপয়েৎ॥
এলাদ্যরিষ্টো হন্ত্যেষ বিসর্পাংশ্চ মসূরিকাম্।
রোমান্তিকাং শীতপিত্তং বিস্ফোটং বিষমজ্বরম্॥
নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ভগন্দরোপদংশৌ চ প্রমেহপিড়কাস্তথা॥

এলাইচ ৫০ পল, বাসকছাল ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়্‌চিছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, চিরতা, নিমছাল, চিতার মূল, কুড় ও মৌরি প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। ক্বাথ শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭।০ সের; গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, মুতা, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃতমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে কল্কগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহাতে রোমান্তিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, মসূরিকা, ভগন্দর, উপদংশ ও প্রমেহ-পিড়কা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অথ শীতলা-চিকিৎসা।

ঘণ্টাকর্ণং শিবং গৌরীং বিষ্ণুং বিপ্রঞ্চ পূজয়েৎ।
আচরেজ্জপহোমাদীন্ ব্রতং রোগহরং তথা॥

ঘণ্টাকর্ণ (ঘেঁটুদেবতা), শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপ হোমাদির অনুষ্ঠান ও শীতলা-রোগঘ্ন ব্রত আচরণ করিবে।

অগদানি বিষঘ্নানি রত্নানি বিবিধানি চ।
ধারয়েদ্ বাচয়েচ্চাপি বৈনতেয়স্য সংহিতাম্॥

এই রোগে বিষঘ্ন ঔষধ ও বিবিধ রত্ন ধারণ এবং গরুড়-সংহিতা পাঠ করিবে।

বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রমৃজ্যাৎ তু পুনঃপুনঃ।
ভক্ত্যা পঠেৎ পাঠয়েচ্চ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্॥

পুনঃপুনঃ বিষঘ্ন সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিপূর্ব্বক শীতলাদেবীর স্তোত্র পঠন ও পাঠন করিবে।

শীতলাসু ক্রিয়া কার্য্যাঃ শীতলা রক্ষয়া সহ।
বর্দ্ধীয়াম্নিম্বপত্রাণি পরিতো ভবনান্তরে॥

শীতলারোগ উপস্থিত হইলে শীতলার কবচধারণাদি রক্ষাকার্য্য করিবে এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে নিমপাতা বন্ধন করিবে।

পক্কেঽবধূলনং কুর্য্যাদ্ বনগোময়ভস্মনা।
সৎপত্রনিম্বশাখাভির্মক্ষিকামপসারয়েৎ॥

শীতলা পাকিলে তাহাতে বনঘুঁটের ভস্মচূর্ণ প্রয়োগ করিবে এবং নিমের ডাল ও পত্রের নূতন পত্র দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে।

জলঞ্চ শীতলং দদ্যাজ্জ্বরেঽপি নতু তৎ পচেৎ।
স্থাপয়েৎ তু স্থলে পূতে রম্যে রহসি শীতলে।
নাশুচিঃ সংস্পৃশেৎ তত্ত্ব ন চ তস্যান্তিকং ব্রজেৎ॥

ইহাতে জ্বর হইলেও শীতল জল দিবে। কদাচ উষ্ণ জল দিবে না। পরিস্কৃত, শীতল, মনোরম, নির্জ্জন এবং মনঃশুদ্ধিকর স্থলে রোগিকে রাখিবে। অশুচি হইয়া রোগির নিকটে গমন বা তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি।
কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেব মতং তেষামপ করে॥

অনেক চিকিৎসকই এই রোগে ঔষধ প্রয়োগ করেন না। অপরে যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা বলা যাইতেছে।

যে শীতলেন সলিলেন বিপেষ্য সম্যক্
নিম্বাক্ষবীজসহিতাং রজনীং পিবন্তি।
তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে
স্ফোটাস্তু বা জগতি শীতলিকাবিকারাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি নিম্ব, বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদের শীতলারোগ কখন হয় না।

মোচারসেন সহিতং সিতচন্দনেন
বাসারসেন মধুকং মধুকেন চাথ।
আদৌ পিবন্তি সুমনঃস্বরসেন মিশ্রং
তে নাপ্নুবন্তি ভুবি শীতলিকাবিকারম্॥

মোচার রস দ্বারা শ্বেতচন্দন অথবা বাসক, মধু ও জাতিপত্রের রসে যষ্টিমধু পেষণ করিয়া প্রথমে (জ্বর আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে) পান করিলে আর শীতলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না।

কদাচিদপি নো কার্য্যমুচ্ছিষ্টস্য প্রবেশনম্।
স্ফোটেঽপি সদাহেষু রক্ষারেণুৎকরো হিতঃ।
তেন তে শোষমায়ান্তি প্রপাকং ন ভজন্তি চ॥
(রক্ষারেণুৎকরঃ শুষ্কগোময়ভস্মচূর্ণপ্রক্ষেপঃ।)

শীতলারোগির গৃহে কখনও উচ্ছিষ্টাদি লইয়া যাইবে না। স্ফোটকে দাহ হইলে তাহাতে শুষ্কগোময়-ভস্মচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং কখনও পাকিবে না।

চন্দনং বাসকো মুস্তং গুড়ূচী দ্রাক্ষয়া সহ।
এষাং শীতকষায়স্তু শীতলাজ্বরনাশনঃ॥

চন্দন, বাসক, মুতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা ইহাদের শীতকষায় পান করিলে শীতলা জ্বর নিবারিত হয়।

জপহোমোপহারৈশ্চ দানস্বস্ত্যয়নার্চ্চনৈঃ।
বিপ্রগোশম্ভুগৌরীণাং পূজনৈস্তাং শমং নয়েৎ॥

জপ, হোম, উপহার, দান, স্বস্ত্যয়ন, পূজা এবং ব্রাহ্মণ, গো, শিব ও দুর্গার পূজা দ্বারা শীতলা প্রশমিত হয়।

স্তোত্রঞ্চ শীতলাদেব্যাঃ পঠেৎ তু শীতলান্তিকে।
ব্রাহ্মণঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তেন শাম্যন্তি শীতলাঃ॥

ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রোগির নিকট শীতলাস্তোত্র পাঠ করিলে শীতলারোগ নিবারিত হয়।

অথ শীতলাস্তোত্রম্।

স্কন্দ উবাচ।
ভগবন্ দেব দেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
ঈশ্বর উবাচ।
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥

শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবিতৌষধম্॥
নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥
অস্য শ্রীশ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ
শীতলাদেবতা শীতলোপদ্রবশান্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলা যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ধাত্রি নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যঃ পঠেন্মানবঃ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
কিন্তু তস্মৈ প্রদাতব্যং ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ॥

ইতি কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকং স্তোত্রম্।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

মসূরিকারোগে পথ্যানি।

পূর্ব্বং লঙ্ঘনবান্তিরেচনশিরাবেধাঃ শশাঙ্কোজ্জ্বলা-
জীর্ণাঃ ষষ্টিকশালয়োঽপি চণকা মুদ্গা মসূরা যবাঃ।
সর্ব্বেঽপি প্রতুদাঃ কপোতচটকা দাত্যূহক্রৌঞ্চাদয়ো
জীবঞ্জীবশুকাদয়োঽপি কুলকং কাঠিল্লমোচাফলম্॥
কর্কোটং কদলঞ্চ শিগ্রু রুচকং দ্রাক্ষাফলং দাড়িমং
মেধ্যং বৃংহণমন্নপানমখিলং কোলানি মাষো রসঃ।
অক্ষ্ণোঃ সেকবিধৌ গবেধুমধুকোদ্ভূতং সুশীতোদকং
শম্বূকোদরকোষনীরমপি বা কর্পূরচূর্ণানি বা॥
পক্কে মুদ্গরসোঽপি জাঙ্গলরসঃ শালিঞ্চশাকং ঘৃতং
নিম্বশ্চৌদলবঞ্চধূপবিহিতো ধূপো মুহুর্যুক্তিতঃ।
শশ্বদ্গোময়ভস্ম গুগ্গুলুমথো শুষ্কে শিলাপিষ্টয়ো-
রালেপঃ পিচুমর্দ্দপত্ররজনিশ্যোঃ শেষে ব্রণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ॥
ইত্থং সর্ব্বদশাবিভাগবিহিতং পথ্যং যথাদোষতঃ
সংযুক্তং মুদমাতনোতি নিতরাং নৃণাং মসূরীগদে॥

মসূরীরোগে প্রথমতঃ উপবাস, বমন, বিরেচন, শিরাবেধ, চন্দ্রের কিরণ (জ্যোৎস্না), পুরাতন ষষ্টিক ও শালিধান্য, ছোলা, মুগ, মসুর, যব, পায়রা, চটক (চড়াই), ডাক, বক, চকোর এবং শুক প্রভৃতি সমস্ত প্রতুদগণের মাংস, পটোল, কয়লা, পলাশফল, কাঁকরোল, কাঁচাকলা, শজিনা, ছোলঙ্গ, কিস্‌মিস্, দাড়িম, পবিত্র অথচ পুষ্টিকর অন্নপানীয়, কোল, মাষকলায়ের যূষ পথ্য দিবে। গবেধু (তৃণধান্যবিশেষ—দেধান) ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই জল দ্বারা ও শামুকের কোষাভ্যন্তরস্থ জল দ্বারা চক্ষুতে পরিষেচন করিবে অথবা কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিবে। মসূরী পক্ক হইলে মুগের যূষ, জাঙ্গল মাংসের রস, হেলেঞ্চা শাক, ঘৃত, নিসিন্দাপাতা, যুক্তি অনুসারে ধূপানুষ্ঠিত ধূপপ্রয়োগ, শরীরে সর্ব্বদা গোময়ভস্ম ঘর্ষণ, গুগ্‌গুলু; মসূরী শুষ্ক হইলে নিম্বপত্র এবং কাঁচা হরিদ্রা শিলাতে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিবে, অবশেষে ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। এই প্রকার দোষভেদে অবস্থার বিভাগ অনুসারে যথাবিহিত পথ্য প্রয়োগ করিলে, মসূরীরোগী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন।

মসূরিকারোগেঽপথ্যানি।

রতিং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
দুষ্টাম্বু দুষ্টপবনং বিরুদ্ধাশনম্ নিচ॥
শিম্বাবমালুকং শাকং লবণং বিষমাশনম্।
কট্বম্লং বেগরোধঞ্চ মসূরীগদবাংস্ত্যজেৎ॥

মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, পরিশ্রম, তৈল, গুরুদ্রব্য, ক্রোধ, রৌদ্র, দূষিতজল, দূষিতবায়ু, বিরুদ্ধভোজন, শিম, আলু, শাক, লবণ, বিষম ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ এই সমস্ত মসূরীরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মসূরিকারোগাধিকারঃ।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অজগল্লিকা।

স্নিগ্ধাঃ সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভাঃ।
কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকাঃ॥

মুগ কলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্রসমবর্ণ, গ্রন্থিল ও অবেদন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা কফবাতোত্থিত। এই রোগ প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকক্ষার-কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥

অজগল্লিকা রোগের অপক্কাবস্থায় জোঁক বসাইয়া দিয়া রক্তমোক্ষণ করা এবং ঝিনুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

নবীনকণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ।
কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকা॥

তরুণ কণ্টকারী গাছের কাঁটা দিয়া অজগল্লিকা বিঁধিয়া দিলে উহা পাকিয়া সত্বর প্রশমিত হয়।

বৃষমূলবিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্।

বাসকমূল ও রাখালশশার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা বিনষ্ট হয়।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্।
শ্যামালাঙ্গলিকামূর্ব্বা-কল্কৈরপি প্রলেপয়েৎ॥

অজগল্লিকা অতি কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহাকে বিদীর্ণ করিবে এবং শ্যামালতা, ঈশলাঙ্গলা ও মূর্ব্বার কল্ক দ্বারা প্রলেপও দিবে।

যবপ্রখ্যা।

যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা।
পিড়কা কফবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥

যবাকৃতি অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্য-স্থূল এবং কঠিন গ্রন্থিল মাংসাশ্রিত যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম যবপ্রখ্যা। ইহা কফবাতজ ব্যাধি।

অন্ত্রালজী।

অনাননক্রাং পিড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাম্।
অন্ত্রালজীমল্পপূয়াং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্॥

ঘন অবক্র উন্নত মণ্ডলাকার ও অল্পপূয়যুক্ত যে পিড়কা উদ্ভূত হয়, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহাও বাতশ্লেষ্মজ।

অন্ত্রালজীযবপ্রখ্যে পূর্ব্বং স্বেদৈরুপাচরেৎ।
মনঃশিলাদেবদারু-কুষ্ঠকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পক্কাং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥

অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, ইহাদের প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

বিবৃতা।

বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্কোডুম্বরসন্নিভাম্।
বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাম্॥

পক্ক উড়ুম্বর ফল সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, অত্যন্ত দাহান্বিত, মণ্ডলাকার ও বিবৃতমুখ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্তজ ব্যাধি।

ইন্দ্রবিদ্ধা।

পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্।
ইন্দ্রবিদ্ধাস্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্॥

পদ্মবীজকোষের বীজসমূহ, মধ্যভাগে যেরূপ মণ্ডলাকারে সংস্থিত, ত্বকের উপর সেইরূপভাবে পিড়কা সকল উৎপন্ন হইলে, তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহা বাতপৈত্তিক রোগ।

গর্দ্দভিকা।

মণ্ডলং বৃত্তমুৎসন্নং সরক্তং পিড়কাচিতম্।
রুজাকরীং গর্দ্দভিকাং তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তজাম্॥

মণ্ডলাকারে উৎপন্ন এবং গোল গোল উঁচু উঁচু রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহা বাতপিত্তজ।

জালগর্দ্দভঃ।

বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্।
দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ॥

যে শোথ তনু (পাতলা) ও পাকরহিত (কাহার কাহার মতে ঈষৎপাকযুক্ত), বিসর্পের ন্যায় পরিসর্পণশীল এবং যাহাতে দাহ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে। জালগর্দ্দভ, অগ্নিবাত নামে খ্যাত। ইহা পিত্তজনিত।

ইরিবেল্লিকা।

পিড়কামুত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজাজ্বরাম্।
সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানীয়াদিরিবেল্লিকাম্॥

উগ্রবেদনা ও জ্বরদায়ক গোলাকার যে পিড়কা মস্তকে জন্মে, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত।

কক্ষা।

বাহুপার্শ্বাংসকক্ষেষু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্।
পিত্তপ্রকোপসম্ভূতাং কক্ষামিত্যভিনির্দ্দিশেৎ॥

বাহু পার্শ্ব স্কন্ধ ও কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপজ।

গন্ধমালা।

একামেতাদৃশীং দৃষ্ট্বা পিড়কাং স্ফোটসন্নিভাম্।
ত্বগ্‌গতাং পিত্তকোপেন গন্ধমালাং * প্রচক্ষতে॥

কক্ষোক্ত স্ফোটসদৃশ ত্বগ্‌গত এক একটি পিড়কাকে গন্ধমালা বা গন্ধনাম্নী কহে। ইহাও পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি।

* গন্ধনাম্নীমিতি পাঠান্তরম্।

কক্ষাঞ্চ গন্ধমালাঞ্চ চিকিৎসন্তি চিকিৎসকঃ।
পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া পূর্ব্বমুক্তয়া॥

কক্ষা ও গন্ধমালা রোগের চিকিৎসা পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় করিবে।

অনুশয়ী।

গম্ভীরামল্পসংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্।
পাদস্যানুশয়ীং তাস্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিণীম্॥

পায়ের উপর অল্প শোথযুক্ত, ত্বক্‌সমবর্ণ, অন্তঃপাকবিশিষ্ট, সুতরাং গম্ভীর যে ব্যাধি জন্মে, তাহাকে অনুশয়ী কহে।

শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্।
বিবৃতামিন্দ্রবিদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্॥
ইরিবেল্লিং গন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ।
মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্‌ব্রণম্॥

অনুশয়ীরোগে কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মধুর ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা ইহাদের ক্ষত শুষ্ক করিবে।

নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।
জালগর্দ্দভরোগে তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্॥

নীলগাছ ও পটোলমূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জাল-গর্দ্দভ রোগের বেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য যা চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিতা।
তয়ৈব ভিষগেতাঞ্চ চিকিৎসেদিরিবেল্লিকাম্॥

পৈত্তিক বিসর্পের যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, ইরিবেল্লিকারও সেই চিকিৎসা করিবে।

পাষাণগর্দ্দভঃ।

বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতঃ শ্বয়থুর্হনুসন্ধিজঃ।
স্থিরো মন্দরুজঃ স্নিগ্ধো জ্ঞেয়ঃ পাষাণগর্দ্দভঃ॥

হনুসন্ধিতে কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত ও চিক্কণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

কচ্ছপিকা।

গ্রথিতাঃ পঞ্চ বা ষড়্ বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাঃ।
কফানিলাভ্যাং পিড়কা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ॥

কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট ও অতি কঠিন এবং পাঁচটি বা ছয়টি একত্র গ্রথিত, এই রূপ যে পিড়কা জন্মে তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ইহাও বাতশ্লেষ্মজ।

অম্লালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্।
সুরদারুশিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ॥
কফমারুতশোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে।
পক্বং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥

অম্লালজী, কচ্ছপিকা এবং পাষাণগর্দ্দভ রোগে স্বেদপ্রদান করিয়া দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড়ের প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভে বাতশ্লৈষ্মিক-শোথঘ্ন প্রলেপ প্রশস্ত। পাকিলে ব্রণ-রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

বল্মীকঃ।

গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদদেশে
সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ।
গ্রন্থিঃ স বল্মীকবদক্রিয়াণাং
জাতঃ ক্রমেণৈব গতঃ প্রবৃদ্ধিম্॥
মুখৈরনেকৈঃ স্রুতিতোদবদ্ভি-
র্বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ।
বল্মীকমাহুর্ভিষজো বিকারং
নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ॥

গ্রীবা স্কন্ধ কক্ষ হস্ত পদ সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকবৎ বহুশিখর-বিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই ব্যাধি অচিকিৎসিত হইলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও সূচীবেধবদ্ বেদনা বিশিষ্ট উন্নতাগ্র ও বহুমুখ হইয়া বিসর্প রোগের ন্যায় বিসর্পিত হয়। ইহা পুরাতন হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

শস্ত্রেণোৎকৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
মনঃশিলালভল্লাত-সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনৈঃ॥
জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়েৎ তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুস্রবম্॥

শস্ত্র দ্বারা বল্মীক উৎপাটিত করিয়া তাহাতে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। এবং মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র, ইহাদের কল্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ক্ষতে মাখাইবে। ইহাতে বহুচ্ছিদ্র ও বহুস্রাব বিশিষ্ট বল্মীক প্রশমতা প্রাপ্ত হইবে।

বল্মীকস্তু ভবেদ্‌যস্তু নাতিবৃদ্ধমমর্ম্মজম্।
তত্র সংশোধনং কৃত্বা শোণিতং মোক্ষয়েদ্ ভিষক্॥

বল্মীক যদি অতিপ্রবৃদ্ধ ও মর্ম্মস্থানসম্ভূত না হয়, তাহা হইলে প্রথমে শোধনক্রিয়া করিয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ সুবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্।
হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শোথযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অতিপ্রবৃদ্ধ এবং মর্ম্মস্থানে কিংবা হস্তে বা পদে উৎপন্ন বল্মীক অপ্রতিকার্য্য।

পনসিকা।

কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাতাং পিড়কামুগ্রবেদনাম্।
স্থিরাং পনসিকাং তাস্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম্॥

কর্ণের অভ্যন্তরে উগ্রবেদনা যুক্ত ও স্থির যে পিড়কা উদ্ভূত হয়, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা অন্তর্ভাগে পাকে।

ভিষক্ পনসিকাং পক্বং স্বেদয়েদথ লেপয়েৎ।
কল্কৈর্মনঃশিলাকুষ্ঠ-নিশাতালকদারুভিঃ।
পক্বাং বিজ্ঞায় তাং ভিত্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥

প্রথমে পনসিকায় স্বেদ দিয়া, পরে মন ছাল, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু ইহাদের কল্কে প্রলেপ দিবে। যখন পাকিবে, তখন কাটিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিরোহিণী।

কক্ষভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ।
অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥
সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্।
তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সর্ব্বদোষজাম্॥
(সপ্তাহাদিতি বাতপিত্তকফাপেক্ষয়া বোদ্ধব্যম্, ঘ্নন্তি অনুপক্রান্তাঃ, উপক্রান্তাস্তু সাধ্যা এব চরকেণাগ্নিরোহিণী-চিকিৎসায়া উক্তত্বাৎ। ইতি ভাবমিশ্রঃ।)

কক্ষভাগে মাংসবিদারক, অন্তর্দ্দাহজনক, জ্বরকর ও প্রদীপ্ত অঙ্গারসদৃশ যে সকল স্ফোট জন্মে, তাহাদিগকে অগ্নিরোহিণী কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য। এই রোগে বাতাধিক্যে ৭ দিন, পিত্তাধিক্যে ১০ দিন এবং কফাধিক্যে ১৫ দিনের মধ্যে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে। (চরকাদির মতে সুচিকিৎসায় এই রোগ সাধ্য হইয়া থাকে।)

পিত্তবীসর্পবিধিনা সাধয়েদগ্নিরোহিণীম্।
রোহিণ্যাং লঙ্ঘনং কুর্য্যাদ্রক্তমোক্ষণরুক্ষণম্।
শরীরস্য চ সংশুদ্ধিং তাস্ত বৃদ্ধাং পরিত্যজেৎ॥

পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লঙ্ঘন, রক্ত-মোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীরের শোধন কর্ত্তব্য। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে পরিত্যাগ করিবে।

চিপ্পং কুনখশ্চ।

নখমাংসমধিষ্ঠায় বায়ুঃ পিত্তঞ্চ দেহিনাম্।
কুর্ব্বাতে দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ।
তদেবাল্পতরৈর্দোষৈঃ পরুষং কুনখং বদেৎ॥

বায়ু ও পিত্ত, নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে চিপ্প কহে। এই চিপ্প রোগই যদি অল্পদোষসম্ভূত ও খরস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুনখ কহে।

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্।
দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ॥

চিপ্পরোগে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া ঐ স্থান ছেদন ও তৈলাদি লেপন করিয়া ধুনা-চূর্ণ লাগাইবে এবং বাধিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্।
ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্মুহুঃ॥

কৃষ্ণলৌহ-পাত্রে হরিদ্রার রস নিঙড়াইয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিবে এবং তদ্দ্বারা চিপ্পস্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

চিপ্পে সটঙ্কণাস্ফোতা-মূললেপো নখপ্রদঃ॥

চিপ্পরোগে সোহাগা ও হাপরমালীমূল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে নখ উৎপন্ন হয়।

কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু বিনশ্যতি॥

গাম্ভারীবৃক্ষের ৭টী কোমল পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে অঙ্গুলীবেষ্টক রোগ প্রশমিত হয়।

বিদারিকা।

বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তা কক্ষবঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্॥

কক্ষ ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডকন্দের ন্যায় গোলাকার যে শোথ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত।

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ স্বেদনৈরপতর্পণৈঃ।
জয়েদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রুদেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ॥
পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্।
সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান্॥

পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান, শোষণ ক্রিয়া এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান, এই সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা বিদারিকার নাশ করিবে। পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং বাতাদি দোষসম্ভূত অন্যান্য কঠিন শোথেও এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

শর্করার্ব্বুদঃ।

প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ুঃ শ্লেষ্মা মেদস্তথানিলঃ।
গ্রন্থিং করোত্যসৌ ভিন্নো মধুসর্পির্বসানিভম্॥
স্রবত্যাস্রাবমনিলস্তত্র বৃদ্ধিং গতঃ পুনঃ।
মাংসং সংশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েৎ ততঃ॥
দুর্গন্ধি ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ।
স্রবন্তি রক্তং সহসা তং বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদম্॥

বায়ু ও কফ, মাংস শিরা স্নায়ু ও মেদকে দূষিত করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে ঘৃত মধু ও বসা সদৃশ স্রাব নির্গত হয় এবং ধাতুক্ষয় হেতু পূর্ব্বদুষ্ট বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া মাংস

সংশোষণ পূর্ব্বক শর্করা তুল্য কঠিন গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে। এই গ্রন্থি অর্ব্বুদের ন্যায় হয় বলিয়া, তাহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। এই অর্ব্বুদস্থ শিরাসমূহ হইতে দুর্গন্ধি পচা ও নানাবর্ণ নিঃস্রাব নিঃস্রুত হয়, কখন বা সহসা রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

মেদোঽর্ব্বুদবিধানেন সাধয়েচ্ছর্করার্ব্বুদম্॥

মেদোজনিত অর্ব্বুদের ন্যায় শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

পাদদারী।

পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ।
পাদয়োঃ কুরুতে দারীং পাদদারীং তামাদিশেৎ*॥

যে সকল ব্যক্তি পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রুক্ষ হইয়া বায়ুকর্ত্তৃক বিদারিত হয়, অর্থাৎ ফাটে। ইহাকেই পাদদারী কহে।

পাদদারীষু তু শিরাং মোক্ষয়েৎ তলশোধনীম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নৌ চ পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ॥
মধূচ্ছিষ্টবসামজ্জ-ঘৃতক্ষারৈর্বিমিশ্রিতৈঃ।
সর্জ্জাখ্যসিন্ধূত্থয়োশ্চূর্ণৈঃ মধুঘৃতাপ্লুতম্।
নির্ম্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনম্॥

(তলশোধনীমিতি পাদতলগামিনীম্। স্নেহস্বেদোপপন্নাবিত্যনন্তরং কুর্য্যাদিতি শেষঃ। অন্যে তু শিরাব্যধাঙ্গীভূতস্নেহস্বেদৌ কৃত্বা শিরাং ব্যধয়েদিত্যাহুঃ। ইতি চক্রটীকা।)

পাদদারী রোগে পদতলগামিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহস্বেদ প্রদান করিবে। (কাহার মতে অগ্রে স্নেহস্বেদ দিয়া পশ্চাৎ শিরা বিদ্ধ করিবে) এবং মোম্, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। ধূনা ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ, মধু এবং ঘৃতে আপ্লুত (মথিত) ও কটুতৈলাক্ত করিয়া পাদমার্জ্জন করিবে।

গুড়লবণঘৃতং চেৎ তিন্তিড়ীযুক্তমেতদ্
দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা।
দিনকতিচিদনেনং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ
স্ফুটিতপদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু॥

গুড়, সৈন্ধব, ঘৃত ও তেঁতুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া সমষ্টির দ্বিগুণ গোমূত্রে বাটিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করত বিদীর্ণস্থানে প্রলেপ দিবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই পাদদারী প্রশমিত হয়।

মধুসিক্থগৈরিকগুড়ঘৃতগুগ্গুলুসহিতাক্ষশালনির্য্যাসৈঃ।
গৈরিকসহিতৈর্লেপঃ পাদস্ফুটনাপহঃ সিদ্ধঃ॥
(প্রথমং গৈরিকং শিলাজতু।)

মোম্, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগ্গুলু, ধূনা ও গেরিমাটী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী বিনষ্ট হয়।

উপোদিকাক্ষারতৈলম্।

উপোদিকাসর্ষপনিম্বমোচ-
কর্কারুকৈর্ব্বারুকভস্মতোয়ে।
তৈলং বিপক্বং লবণাংশযুক্তং
তৎ পাদদারীং বিনিহন্তি লেপাৎ॥
(লেপাদিত্যভিধানাৎ।)

পুঁইডাঁটা, সর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুমড়াডাঁটা ও কাঁকুড়ডাঁটা, এই সমস্ত ভস্ম করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষারজলে (তৈলের চতুর্গুণ) ও সৈন্ধব লবণের কল্কে (তৈলের চতুর্থাংশ) তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা লেপন করিলে পাদদারী প্রশমিত হয়।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা।
বিপক্বং কটুতৈলন্তু হন্যাদ্দারীং ন সংশয়ঃ॥

মাণের ক্ষারজলে এবং ধুতুরাবীজের কল্কে সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই পাদদারী প্রশমিত হয়।

কদরম্।

শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ।
গ্রন্থিঃ কোলবদুৎসন্নো জায়তে কদরং হি তৎ॥

কাঁকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, কুলের আঁটির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহাকে কদর (কুল-আঁটি) কহে।

---

* পাদদারীং তামাদিশেদিত্যত্র সরুজাং তলসংশ্রিতামিতি ভাবমিশ্রধৃতঃ পাঠঃ।

দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা ॥

কদর (পায়ে কুল আঁটি) শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া তপ্তর্তৈল বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

অলসকং।

ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুজান্বিতৌ।
দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিভাবয়েৎ ॥

দুষ্ট কর্দ্দম-সংস্পর্শে পাদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যদেশ ক্লিন্ন এবং কণ্ডূ দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট হইলে তাহাকে অলস (পাঁকুই) কহে।

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ।
পটোলারিষ্টকাসীস-ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ ॥

অলস রোগে কাঁজিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পা ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে পলতা, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাটিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু।
রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ ॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল, ইহাদের প্রলেপ, অলসক রোগে হিতকর।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্।
জাতীপত্রঞ্চ সংমর্দ্দ্য দদ্যাদলসকে ভিষক্ ॥
(রসো গন্ধরসঃ। ইতি চক্রটীকা।)

লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল, ইহাদের প্রলেপ অথবা জাতীপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ কিংবা রক্তমোক্ষণ, অলসক (পাঁকুই) রোগে ব্যবস্থা করিবে।

বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্।
শিলারোচনকাসীস-চূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ ॥
(বৃহতী কণ্টকারী, তস্যাঃ স্বরসঃ, তৈলঞ্চ সার্ষপমিতি সুশ্রুতসংবাদাৎ। প্রতিসারয়েদ্ ঘর্ষয়েৎ। ইতি চক্রটীকা।)

কণ্টকারীর রসে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অলসকে মাখাইয়া মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকস চূর্ণ দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিবে।

ইন্দ্রলুপ্তম্।

রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্।
প্রচ্যাবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ ॥
রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ।
তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুহ্যেতি চ বিভাব্যতে ॥

কুপিত বায়ু ও পিত্ত, রোমকূপস্থ হইয়া তত্রত্য কেশ সকলকে উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত, ঐ রোমকূপ সকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তজ্জন্যই আর ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকেই ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুহ্যা কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম টাক্!

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলাকাসীসতুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্।
কুটন্নটশিখীজাতী-করঞ্জকরবীরজৈঃ ॥
(শিখীতি দীর্ঘপাঠশ্ছন্দসত্বাৎ সমর্থনীয়ঃ।)

টাকরোগে তৎস্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনছাল, হীরাকস ও তুতিয়া, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করত প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্ত-মুস্তা, আপাঙ্গমূল, জাতীপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীরমূল, এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মস্তকে মাখিবে।

অবগাঢ়পদৈর্বা প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
গুঞ্জাফলৈর্ভিষগ্ লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ ॥

টাকস্থান সূচী প্রভৃতি দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, তাহাতে পেষিত গুঞ্জাফল দ্বারা পুনঃ-পুনঃ প্রলেপ দিবে।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্।
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি ॥

পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভস্ম ও অকৃত্রিম রসাঞ্জন, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে করতলেও রোম উৎপন্ন হয়।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা তৈলেন সহ যোজয়েৎ।
হস্তেঽপি প্রজায়ন্তে কেশা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

হস্তিদন্ত-ভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয়।

ভল্লাতকবৃহতীফলগুঞ্জামূলফলেষ্বন্যতমেন।
মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি ॥

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল ও কুঁচফল, ইহাদের কোন একটি মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক্ প্রশমিত হয়।

বৃহতীফলরসপিষ্টং গুঞ্জামূলফলঞ্চেন্দ্রলুপ্তস্য।
কনককফলনিঘৃষ্টস্য সদ্যো দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে পক্ক বৃহতীফলের রসের সহিত গুঞ্জার মূল বা ফল পেষণ করিয়া টাক্ স্থানে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান ধুতূরাফল দিয়া ঘর্ষণ করিবে। অথবা অস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে।

ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ঠনম্।
চূর্ণৈর্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্॥

কর্কশ পত্র দ্বারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে মরিচ চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়।

ছাগক্ষীররসাঞ্জনপূতিদগ্ধগজেন্দ্রদন্তমসিলিপ্তঃ।
জায়ন্তে সপ্তরাত্রাৎ খল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ॥

ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন, পূতিদগ্ধ-গজদন্ত-ভস্ম এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হয়।

মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাজ্যগোক্ষীরভৃঙ্গপ্রলেপেন।
অচিরাদ্ ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়তাঃ...॥

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মূর্ব্বামূল, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ, এই সমুদায় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ঘন দৃঢ়মূল আয়ত ও কুঞ্চিত কেশ উৎপন্ন হয়।

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলী বিষম্।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্যনাশনম্॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি কৃত্বা যা রোমবর্জ্জিতা।
দিগ্ধা সানেন জায়েত ঋক্ষশারীব লোমশা॥

কটুতৈল ৴৪ সের। ছাগমূত্র ৴৮ সের। গোমূত্র ৴৮ সের। কল্কার্থ—সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখালশশার মূল ও শ্বেত সর্ষপ, প্রত্যেক ১ পল। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় টাকস্থানেও কেশ উৎপন্ন হয়।

আদিত্যপাক-গুড়ূচীতৈলম্।

বটাবরোহকেশিন্যোশ্চূর্ণেনাদিত্যপাচিতম্।
গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোপণম্॥

তৈল ও তৎপরিমিত গুলঞ্চের রসে বটের ঝুরি এবং জটামাংসী চূর্ণ (তৈলের চতুর্থাংশ) মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কেশোদ্ভব হয়।

যষ্টিমধ্বাদ্যং তৈলম্।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।
নস্যে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥

তৈল ৴১ সের। দুগ্ধ ৴৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা। পাকার্থ জল ৴৪ সের। ইহার নস্য গ্রহণ ও মর্দ্দন করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

মহাভৃঙ্গরাজ-তৈলম্।

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্।
সুধৌতং জর্জ্জরং কৃত্বা স্বরসং তস্য চাহরেৎ॥
চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরপিষ্টৈরভিদ্রব্যৈঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্॥
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা।
রজন্যৌ কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুর্ম্মধুযষ্টিকা॥
প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকান্যত্র দাপয়েৎ।
সম্যক্পক্বং ততো জ্ঞাত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে।
শিরঃকর্ণাক্ষিরোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ॥
কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাদ্ বহূংস্তথা।
খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ ব্যপোহতি॥

তিলতৈল ৴৪ সের। আনূপদেশোৎপন্ন সুধৌত ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক ও শ্যামালতা

প্রত্যেক ১ এক পল। কল্কদ্রব্য সকল দুগ্ধে পেষিত করিয়া পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে কেশ-পতন নিবারিত হয়। মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ইহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ও কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হইয়া থাকে।

দারুণকম্।

দারুণা কণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাটাতে।
কফমারুতকোপেন বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তম্॥

দারুণক। এই রোগে কেশভূমি, কঠিন কণ্ডুযুক্ত রুক্ষ ও ফাটা ফাটা হয়। ইহা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপজ ব্যাধি। চলিত ভাষায় ইহাকে রুশী বা খুস্কী কহে।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলায়োরজোমাংসীমার্কবোৎপলশারিবৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেৎ তৈলমভ্যঙ্গাদ্দ্রুক্ষিকাং জয়েৎ॥
(উৎপলশারিবা অনন্তমূলম্, অন্যে তু উৎপলং নীলোৎপলং শারিবা চ ইত্যাহুরিতি চক্রটীকা।)

তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, লৌহ চূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, অনন্তমূল ও সৈন্ধব লবণ সমুদায় ৴১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রুক্ষিকা (রুশী) নিবারণ করে।

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধস্বিন্নাং ললাটজাম্।
অবপীড়শিরোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ॥

দারুণকরোগে ললাটদেশ স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া তত্রস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে নস্য গ্রহণ, শিরোবস্তি (বক্ষ্যমাণ হিমাংশু তৈল দ্বারা) ও অভ্যঙ্গাদি কর্ত্তব্য।

কোদ্রবাণাং তৃণক্ষার-পানীয়ং পরিধাবনে॥

কোদধান্যের খড় দগ্ধ করিয়া জলে গুলিবে এবং সেই ক্ষার-জল দ্বারা মস্তক ধৌত করিবে।

কাম্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ।
পিয়ালবীজমধুক-কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ॥

দারুণক রোগে পিয়াল বীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিবে এবং মধুর সহিত মিশাইয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

আম্রবীজং তথা পথ্যা দ্বয়ং স্যাত্মাত্রয়া সমম্।
দুগ্ধেন পিষ্টঃ তল্লেপো দারুণং হন্তি দারুণম্॥

আমের আঁটি ও হরীতকী সমভাগে দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকস্থাস্ত্রিসপ্তাহং মাষা দারুণকাপহাঃ॥

মাষকলাই তিন সপ্তাহ কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুকতিলৈঃ সদৃশমামলকম্।
চিরজাতমপি চ শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি॥

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী, ইহাদের প্রলেপ দিলে দীর্ঘ কালোৎপন্ন দারুণ রোগ প্রশমিত হয়।

চিত্রকতৈলম্।

চিত্রকং দন্তীমূলঞ্চ কোষাতক সমন্বিতম্।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেৎ তৈলং কেশশক্রবিনাশনম্॥
কেশশক্রঃ রুক্‌পী। বৃন্দঃ।

চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষালতা, এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে রুশী বা খুসকী নষ্ট হয়।

গুঞ্জাতৈলম্।

গুঞ্জাফলৈঃ পচেৎ তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
কণ্ডুদারুণজিৎ কুষ্ঠ-কপালব্যাধিনাশনম্॥

তিলতৈল ৴৪ সের। ভীমরাজরস ১৬ সের। কল্ক—কুঁচফল ৴১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কণ্ডু, দারুণক ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজত্রিফলোৎপলশারি-লৌহপুরীষসমন্বিতকারি।
তৈলমিদং পচ দারুণহারি কুঞ্চিতকেশঘনস্থিরকারি॥
(সমন্বিতকারঃ সহকারঃ সমন্বিতশব্দস্ত সহার্থত্বাৎ, অস্ত চ ফলমধ্যং গ্রাহ্যং কেশ্যত্বাৎ কৃষ্ণীকরণত্বাচ্চেতি শিবদাসঃ।)

তিলতৈল /৪ সের, ভীমরাজ রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল মণ্ডুর ও আমের কোশী মিলিত /১ সের। (মতান্তরে তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—ভীমরাজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও মণ্ডুর, এই সমুদায় /১ সের। পাকের জল ১৬ সের।) এই তৈল মাথায় মাখিলে দারুণক রোগ নষ্ট হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীকমধুক-পিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বস্তদ্বিরামলকীরসঃ।
সাধ্যঃ স প্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষগদাপহঃ॥
(দ্বিগুণেনামলকীরসেন পাক ইতি চক্রটীকা)।

তিলতৈল /॥০ সের, আমলকীর রস /১ সের। কল্কার্থ—প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলের নস্যে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

মালত্যাদ্যং তৈলম্।

মালতীকরবীরাগ্নি-নক্তমালবিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্।
ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং দারুণং নৃণাম্॥

তিলতৈল (কেহ বলেন—কটু তৈল) /১ সের। কল্কার্থ—মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকের জল (মতান্তরে—গোমূত্র) /৪ সের। এই তৈল মাখিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) ও দারুণক রোগ দূরীভূত হয়।

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎ স্যাৎ স্থিরতা স্নিগ্ধকেশতা॥

আমলকী ও কচি আমের আঁটির মজ্জা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কেশ সকল স্থির ও স্নিগ্ধ হয়।

অরুংষিকা।

অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদীনি মূর্দ্ধ্নি তু।
কফাসৃক্‌ক্রিমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্॥

যে রোগে মস্তকে বহুমুখ ও বহুক্লেদবিশিষ্ট ব্রণসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরুংষিকা কহে। ইহা কফ রক্ত ও ক্রিমি কোপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে
শিরাব্যধেনাথ জলৌকসা বা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববচ্চোরসসৈন্ধবাভ্যাম্॥

অরুংষিকা অর্থাৎ শিরোব্রণ রোগে প্রথমে শিরাবেধ দ্বারা অথবা জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অর্দ্ধাবশিষ্ট নিম্বকাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ঘোটকের বিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। (এই রোগে প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করা উচিত।)

পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা।
মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাম্॥

পুরাতন তিলের খৈল, অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা, গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অরুংষিকা নিবারিত হয়।

অরুংষিঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠ-চূর্ণং তৈলেন সংযুতম্॥

কাঠখোলায় কুড় ভাজিয়া ভস্ম করিবে। পরে ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অরুংষিকা বিনষ্ট হয়।

নীলোৎপলস্য কিঞ্জল্কো ধাত্রীফলসমন্বিতঃ।
যষ্টীমধুকযুক্তশ্চ লেপাদ্ধন্ত্যাদরুংষিকাম্॥

নীলোৎপল-কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রলেপ দিলে অরুংষিকা বিনষ্ট হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্ ।

হরিদ্রাদ্বয়ভূনিম্ব-ত্রিফলারিষ্টচন্দনৈঃ ।
এতৎ তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্ ॥

কটুতৈল চারি ⁄৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। জল ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ উপশমিত হয়।

পলিতম্।

ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে ॥

ক্রোধ শোক ও শ্রমজনিত দেহোষ্মা এবং পিত্ত, শিরোগত হইয়া কেশ সকলকে অকালে পক্ক করে, ইহাকেই পলিত বা চুলপাকা কহে। (এই নিদান অকালপলিতের পক্ষেই জানিবে, কারণ বৃদ্ধাবস্থার পালিত্য, বয়সের ধর্ম্মেই হইয়া থাকে।)

কেশরঞ্জকঃ ।

ত্রিফলা-নীলিনী-পত্রং লৌহভৃঙ্গরজঃ সমম্ ।
অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্ ॥

ত্রিফলা নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ চূর্ণ এই সমুদায় সমান ভাগ। ইহাদিগকে মেষমূত্রে ভাবনা দিয়া কেশে মাখাইলে কেশ সকল উত্তম কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎপক্কে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে ॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্‌গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্বা ভিষগ্বরঃ ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈঃ ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্ ॥

ঈষৎপক্ক একটি নারিকেলের মধ্যে ভীমরাজের রস, লৌহ ও ত্রিফলা চূর্ণ নিহিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে এক মাস পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে ঐ নারিকেল পচিয়া যাইবে। পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর ঐ প্রলেপ তুলিয়া ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিবে। উক্ত ৭ দিবস দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য। ইহাতে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে ॥

নীলোৎপল পুষ্প, দুগ্ধের সহিত লৌহ পাত্রে রাখিয়া একমাস গর্ত্তে নিহিত করিয়া রাখিবে। ইহা কেশে মাখিলে, কেশ সকল স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষীদুগ্ধপ্রপেষিতম্ ॥
তেনৈবালোড়িতং লৌহ-পাত্রস্থং ভূম্যধঃকৃতম্ ॥
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
আলোড্যাভ্যজ্য চ শিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম্ ॥
প্রাতস্তু ক্ষালনং বাপ্যেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্ ॥
এবং সিন্দূরবালাম্র-শঙ্খভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া ॥
(বেষ্টয়িত্বা ইতি কদলীপত্রেণেতি শেষঃ। শিরঃ-প্রক্ষালনঞ্চ ত্রিফলাক্বাথেন বদন্তি ইতি চক্রটীকা।)

ভীমরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প মেষী দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারাই আলোড়ন করিয়া লৌহভাণ্ডে পুরিয়া ৭ দিবস গর্ত্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর গর্ত্ত হইতে তুলিয়া ভীমরাজের রসের সহিত আলোড়ন করিয়া মস্তকে লেপন করিবে এবং কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বাধিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশ রঞ্জিত হয়। এইরূপ মেটে সিন্দূর, বালা, আম্রকোশী, শঙ্খনাভি চূর্ণ ও ভীমরাজের রস, এই সমুদায় দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফল হয়।

নরদগ্ধশঙ্খচূর্ণং কাঞ্জিকরসসংযুতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎ কচানর্কদলাবনদ্ধান্ শুভ্রান্ করোতি নীলতরান্ ॥

রামকর্পূরতৃণভস্ম, শঙ্খচূর্ণ ও সীসা এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ ও কেশে লেপন করিয়া আকন্দপত্র দ্বারা কেশ বন্ধন করিয়া রাখিলে শুভ্র কেশ নীলবর্ণ হয়।

লৌহমলামলককৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥

প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল, আমলকী ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশ পক হয় না।

নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি
ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাসনস্য।
তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাদ্
দুগ্ধান্নভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্॥

ভীমরাজ ও অসন বৃক্ষের প্রত্যেকের রসে নিমের বীজ ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্পীড়ন করিয়া লইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে কেশের পকতা নিবারণ হয়।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব
নস্যো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ।
মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্য
জরাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি॥
(জরাগ্রভূতং জরাগমনসূচকম্।)

একমাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্য দুগ্ধ পান করিলে অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাদ্ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং তন্নস্যং পলিতাপহম্॥
(ক্ষীরভৃঙ্গরাজরসয়োর্মিলিত্বা প্রস্থদ্বয়ং নির্দ্দেশস্য মানপ্রধানত্বাদিতি চক্রটীকা।)

তিলতৈল /॥০ সের, দুগ্ধ /২ সের, ভীমরাজের রস /২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পকতা নিবারণ হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ॥
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ।
মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
শিরস্যুপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ।
নস্যাদকালপলিতং নিহন্যাৎ তৈলমুত্তমম্॥

তিলতৈল /৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বার মূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল মিলিত /১ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া এই তৈল কেশে লাগাইলে কেশ সকল ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও বৃদ্ধিশীল হয়। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপকতা নিবারণ হইয়া থাকে।

মহানীলতৈলম্।

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণশণস্য চ॥
মার্কবং কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথগ্ দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্॥
নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যসনং শস্ত্রং কৃষ্ণৌ পিণ্ডীতচিত্রকৌ॥
পুষ্পাণ্যর্জ্জুনকাশ্মর্য্যোরাম্রজম্বুফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ॥
বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরসচতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবচ্ছুষ্কো ভবেদ্রসঃ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোহভ্যঙ্গে তথৈব চ॥
এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥

বহেড়া ফলের তৈল ১৬ সের। আমলকীর রস ৬৪ সের। কল্কার্থ—হুড়হুড়ে মূল, নীলঝাঁটির মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী, পঙ্কমূলস্থ কর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলগাছ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, অসনছাল, লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, মদনছাল ও চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেক ৫ পল। যথাবিধানে পাক করিবে।

অথবা সমুদায় রস শোষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যপক করিয়া লইবে। পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া লৌহ পাত্রে রাখিবে। ইহা পান, নস্য ও মস্তকে মর্দ্দনার্থ প্রযোজ্য। ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের পক্বতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

ভৃঙ্গরাজঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজরসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্।
ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥

ঘৃত ৷৷০ সের, ভীমরাজের রস ৷২ সের। কল্কার্থ—ময়ূরপিত্ত ৮ তোলা। সপ্তাহ এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্বতা নিবারণ হয়।

কাঞ্জিপিষ্টশেলুফলমজ্জি সচ্ছিদ্রলৌহগে।
যদর্কপাতাৎ পতিত তৈলং তন্নস্যভ্রক্ষণাৎ॥
কেশা নীলালিসঙ্কাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ।
নয়নশ্রবণগ্রীবা-দন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ॥

বহুবারফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া, সচ্ছিদ্র লৌহপাত্রে রাখিবে, ঐ পাত্র রৌদ্রে ধরিলে তাহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া, পড়িবে, তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা কেশ সকল অলির ন্যায় স্নিগ্ধ নীলবর্ণ এবং চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্ত সম্বন্ধীয় পীড়া উপশমিত হয়।

যুবানপিড়কা।

শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ।
যুবানপিড়কা যূনাং বিজ্ঞেয়া মুখদূষিকাঃ॥

যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে, শিমুলকাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহাদিগকে মুখদূষিকা (বয়োব্রণ) কহে। ইহা কফ মারুত ও রক্ত দোষে উদ্ভূত হয়।

যুবানপিড়কাস্বচ্ছ-নীলিকাব্যঙ্গশকরাঃ।
শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঙ্গনৈস্তথা॥

যুবানপিড়কা (প্রথম যৌবন কালীন মুখব্রণ), স্বচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করার্ব্বুদ রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদির অভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্‌গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ॥
সিদ্ধার্থকবচালোধ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্।
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্॥

নবযৌবনজাত মুখব্রণে লোধ, ধনে ও বচ; কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ; অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে বা রোগিকে বমন করাইলে আশু ইহা প্রশমিত হয়।

কেবলান্ পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্॥

শিমুলের তীক্ষ্ণ কাটা দুগ্ধে বাটিয়া তিন দিন প্রলেপ দিলে মুখ পদ্মের ন্যায় শ্রী ধারণ করে।

মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল ও টাট্‌কা গোবরের রস, ইহাদের প্রলেপ দিলে মুখের পিড়কা ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয়।

পদ্মিনীকণ্টকঃ।

কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং মণ্ডলং পাণ্ডু কণ্ডুরম্।
পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যং কফবাতজম্॥

ত্বকের উপর কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর-ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, বৃত্তাকার যে মণ্ডল উদ্গত হয়, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক (পদ্মকাঁটা) কহে; ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি।

পদ্মিনীকণ্টকে রোগে চ্ছর্দ্দয়েন্নিম্ববারিণা।
তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌদ্রং সর্পিঃ পাতুং প্রদাপয়েৎ॥

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে।

পদ্মনালকৃতক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপতঃ।
নিম্বারগ্বধকল্কৈর্বা মুহুরুদ্বর্তনং হিতম্॥

পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোন্দাল-পাতা বাটিয়া তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক প্রশমিত হয়।

চতুর্গুণেন নিম্বোত্থ-পত্রক্বাথেন গোঘৃতম্।
পচেৎ তত্তস্ত নিম্বস্য কৃতমালস্য পত্রজৈঃ॥
কল্কৈর্ভূয়ঃ পচেৎ সিদ্ধং তৎপিবেৎ পলসম্মিতম্।
পদ্মিনীকণ্টকাদ্রোগান্মুক্তো ভবতি নান্যথা॥

গব্যঘৃত ⁄৪ সের। নিম্বপত্রের কাথ ⁄১৬ সের। কল্কার্থ—নিম্বপত্র ও সোন্দালপত্র মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ৮ তোলা পরিমাণে পান করিলে পদ্মিনীকণ্টক বিনষ্ট হইবে।

জতুমণিঃ।

সমমুৎসন্নমরুজং মণ্ডলং কফরক্তজম্।
সহজং লক্ষ্ম চৈকেষাং লক্ষ্যো জতুমণিস্তু সঃ॥

ত্বকের উপর মসৃণ কিঞ্চিদুন্নত ও অবেদন যে (কৃষ্ণবর্ণ) মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি (জড়ুল) কহে। ইহা সহজ, অর্থাৎ জন্মের সহিত জাত। জতুমণি কফরক্ত-প্রকোপজ ব্যাধি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ইহা স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষে অবস্থিত হইলে শুভাশুভ ফলপ্রদ হয়।

মাষকম্।

অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্মিন্ গাত্রে প্রদৃশ্যতে।
মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্ন-মনিলান্মাষকস্তু তৎ॥

ত্বকের উপর মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিদুন্নত বেদনারহিত ও কঠিন যে আকৃতি উদ্ভূত হয়, তাহাকে মাষক (মশক) কহে। ভাষায় ইহাকে আঁচিল বিশেষ বলা যায়। ইহা বাতজ ব্যাধি।

তিলকালকঃ।

কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ।
বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাৎ তিলকালকান্॥
(বাতপিত্তকফোচ্ছ্রাসাদিতি পাঠান্তরম্।)

ত্বকের উপর অনুন্নত অবেদন ও কৃষ্ণবর্ণ তিলবৎ যে সকল আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে তিলকালক (তিল) কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্।
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ॥
(অনবগাঢ়ে ক্ষারেণ, অবগাঢ়ে অগ্নিনেতি চক্রটীকা।)

চর্ম্মকীল, জতুমণি, মশক ও তিলকালক এই সকল রোগ অস্ত্র দ্বারা উৎপাটিত করিয়া তাহা অনবগাঢ়মূল হইলে ক্ষার ও অবগাঢ়মূল হইলে অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা একেবারে দগ্ধ করিবে।

রুবুনালস্য চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেৎ সদা॥
(চূর্ণং শঙ্খচূর্ণম্) ইতি চক্রটীকা।)

এরণ্ডনাল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে অথবা সর্পের খোলস ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশক রোগের শান্তি হয়।

ন্যচ্ছম্।

মহদ্বা যদি বা চাল্পং শ্যাবং বা যদি বাহসিতম্।
নীরুজং মণ্ডলং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্যভিধীয়তে॥

গাত্রে বহ্বায়ত বা স্বল্পায়ত শ্যাব বা কৃষ্ণ-বর্ণ বেদনারহিত যে মণ্ডল উদ্ভূত হয়, তাহাকে ন্যচ্ছ (ছোদ্র বা ছুলি) কহে।

ন্যচ্ছং লিম্পেৎ পয়ঃপিষ্টৈঃ কল্কৈঃ ক্ষীরতরুত্বচৈঃ।
ত্রিভুবনবিজয়াপত্রং মূলং স্থবিরস্য শিংশপা চৈভিঃ।
উদ্বর্ত্তনং বিরচিতং ন্যচ্ছব্যঙ্গাপহং সিদ্ধম্॥
(স্থবিরস্য বৃদ্ধদারস্য।)

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই পঞ্চ ক্ষীরিবৃক্ষ প্রত্যেক সমভাগ, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা সিদ্ধিপত্র, বৃদ্ধদারকের মূল ও শিশুবৃক্ষের ছাল চূর্ণের উদ্বর্ত্তন করিলে ন্যচ্ছ (ছুলী) ও ব্যঙ্গ নিবারিত হয়। (কুষ্ঠাধিকারোক্ত সিধ্মকুষ্ঠনাশক প্রলেপাদি ব্যবহারেও ছুলী নিবারিত হইয়া থাকে।)

ব্যঙ্গো নীলিকা চ।

ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং বিসৃজত্যতঃ॥
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ।
কৃষ্ণমেবংগুণং গাত্রে মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ॥

ক্রোধ ও পরিশ্রম হেতু কুপিত বায়ু এবং পিত্ত, মুখে উপস্থিত হইয়া শ্যাববর্ণ অমুন্নত (পাতলা) ও বেদনাহীন যে মণ্ডল উৎপাদন করে, তাহাকে মুখব্যঙ্গ (মেছতা) বলে।

উপরি উক্ত ব্যঙ্গ লক্ষণ বিশিষ্ট চিহ্ন, যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নীলিকা কহে। ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ শ্যাববর্ণ, নীলিকা কৃষ্ণবর্ণ। ভোজ বলেন, ব্যঙ্গ কেবল মুখে হয়, নীলিকা মুখে ও গাত্রে হইয়া থাকে।

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতো বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী॥

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনগাছের শুষ্কছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কিংবা শ্বেতবর্ণ অশ্বের খুরভস্ম (বৃন্দ বলেন—শ্বেতাপরাজিতা ও শ্বেতবর্ণ অশ্বের খুরভস্ম) নবনীতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠলোধ্রপ্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥
(বটাঙ্কুরা বটস্য অভিনবপত্রমুকুলাঃ।)

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের নূতন পত্র ও মুকুল এবং মসূর দাইল, এই সকল একত্র বাটিয়া মুখে লেপন করিলে মেচেতা বিনষ্ট হইয়া কান্তিবৃদ্ধি হয়।

বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্।
ব্যঙ্গে মঞ্জিষ্ঠয়া লেপঃ প্রশস্তো মধুযুক্তয়া॥
অথবা লেপনং শস্তং শশস্য রুধিরেণ চ।
অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা প্রলেপনাৎ।
মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥

বটাঙ্কুরের ও মসূরের প্রলেপ অথবা মধুসংযুক্ত মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ দিলে, কিংবা শশকের রক্ত লেপন করিলে অথবা আকন্দের আঠা ও হরিদ্রা চূর্ণ একত্র লেপন করিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়।

মসূরৈঃ ক্ষীরসংপিষ্টৈর্লিপ্তমাস্যং ঘৃতান্বিতৈঃ।
সপ্তরাত্রাদ্ ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলোপমম্॥

মসূর কলাইয়ের দাইল দুগ্ধে পেষিত এবং ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে, মুখ পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

নবনীতগুড়ক্ষৌদ্র-কোলমজ্জ-প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা ছাগক্ষীরপ্রপেষিতা॥

নবনীত, গুড়, মধু, কুল আঁটির শস্য, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বরুণছাল ছাগদুগ্ধে বাটিয়া লেপন করিলে ব্যঙ্গ প্রশমিত হয়।

জাতীফলকল্কলেপো নীলাব্যঙ্গাদিনাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো রক্তপ্রসাদনঃ॥

জায়ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা সায়ংকালে মুখে সর্ষপ তৈল মাখিলে নীলিকা ও ব্যঙ্গাদি রোগ নিবারিত হয়।

বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মালতী রক্তচন্দনম্।
কুষ্ঠং কালীয়কং লোধ্রমেভির্লেপং প্রযোজয়েৎ॥

বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র, মালতী পত্র, রক্তচন্দন, কুড়, কালিয়াকড়া ও লোধ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয়।

কালীয়কোৎপলাময়দধিসরবদরাস্থিমধ্যফলিনীভিঃ।
লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ॥

কালীয়কাষ্ঠ (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ), নীলোৎপল, কুড়, দধির সর, কুল আঁটির শস্য ও প্রিয়ঙ্গু, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে সাত দিন মধ্যে মুখ শশিপ্রভ হয়।

তুষরহিতযবচূর্ণসমযষ্টীমধুকলোধ্রলেপেন।
ভবতি মুখং পরিনির্ম্মিতচামীকরচারুসৌভাগ্যম্॥

তুষরহিত যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে, মুখ সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

রক্ষোঘ্নশর্ব্বরীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠাগৈরিকাজ্যবস্তপয়ঃ।
সিদ্ধেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্ বিভাতি॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ, এই সমুদায় দ্বারা প্রলেপ দিলে মুখ চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়া থাকে।

পরিণতদধিশরপুঙ্খৈঃ কুবলয়দলকুষ্ঠচন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমলকান্তিকারী জ্রূকুটীতিলকালকান্ জয়তি ॥

শরপুঙ্খ, নীলোৎপলপত্র, কুড়, চন্দন, বেণার মূল, এই সমস্ত পুরাতন দধি সহ বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া পদ্মের ন্যায় কান্তি হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-কালীয়ককুচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মপদ্মককুঙ্কুমৈঃ ॥
কপিথতিন্দুকপ্লক্ষ-বটপত্রৈঃ পয়োহন্বিতৈঃ
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলং বাভ্যঞ্জনং চরেৎ ॥
পিপ্লবং নীলিকাব্যঙ্গাংস্তিলকান্ মুখদূষকান্।
নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্ ॥
(লেপপক্ষে পয়সৈব পেষণম্। তৈলপাকপক্ষে তু হরিদ্রাদীনাং কল্কঃ ক্ষীরন্তু চতুর্গুণমিতি শিবদাসঃ।)

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়ক কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম এবং কয়েৎবেল, গাব, পাকুড় ও বট ইহাদের পত্র, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ বাটিয়া লেপন করিবে। অথবা এই সকল কল্কের এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাতে জড়ুল, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিল ও মুখদূষিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

কনকতৈলম্।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ ॥
কনকং নাম তৎ তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্।
অভীরুনীলিকাব্যঙ্গ-শোধনং পরমর্চ্চিতম্ ॥
(অভীরু জটুলম্।)

তিলতৈল ৷॥০ সের। কাথার্থ—যষ্টিমধু ৷১ সের, জল ৷৮ সের, শেষ ৷২ সের। কল্ক দ্রব্য—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উৎপল ও নাগকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল—৷২ সের। এই তৈল লেপনে জটুল, নীলিকা ও ব্যঙ্গ দূরীভূত হইয়া মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা ॥
আজং পয়স্তদ্দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥
মুখং প্রসন্নোপচিতং বলীপলিতবর্জ্জিতম্।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্ ॥
(মধুকং সযষ্টিকমিতি পদদ্বয়োপাদানাৎ জলস্থলভেদেন যষ্টিমধুদ্বয়মিহ গ্রহণমিতি জ্ঞেয়ম্। চক্রটীকা।)

তিলতৈল ৷॥০ সের, ছাগদুগ্ধ ৷১ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, জলজ যষ্টিমধু, লাক্ষা, টাবা-লেবুর মূল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া, ইহা মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীভূত এবং মুখ কান্তিযুক্ত হয়।

স্বল্পকুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ ॥
অজাক্ষীরং তদ্দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সম্যক্‌পক্বং পরং হ্যেতন্মুখকান্তিপ্রসাদনম্ ॥
নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্ ॥

কল্কার্থ—কুঙ্কুম, চন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। তৈল ৷॥০ সের। ছাগদুগ্ধ ৷১ সের। যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মালিস করিলে, নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া মুখের কান্তি বর্দ্ধিত ও শরীরের বর্ণ সমুজ্জ্বল হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কালীয়কমুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্ ॥
ন্যগ্রোধপাদাঃ প্লক্ষস্য শুঙ্গা পদ্মস্য কেশরম্।
দ্বিপঞ্চমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্ ॥
জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গমধুযষ্টিকৈঃ ॥
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
অজাক্ষীরং দ্বিগুণিতং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥

সম্যক্‌পক্বং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসাদনম্‌।
নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্‌।
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥
(ক্বাথার্থং পঠিতমপি কুঙ্কুমং সিদ্ধতৈলে প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।)

তিলতৈল /৷৷০ সের। ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড় বৃক্ষের শুঙ্গা, পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ছাগদুগ্ধ /১ সের। পাকসিদ্ধ হইলে কুঙ্কুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূর হইয়া মুখজ্যোতিঃ পরম রমণীয় হইয়া থাকে।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্‌।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্‌।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গং সকেশরম্‌॥
কুসুম্ভং মধুযষ্টী চ ফলিনা মদয়ন্তিকা।
নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা॥
কাকোল্যাদিসমাযুক্তৈরেতৈরক্ষসমৈর্ভিষক্‌।
লাক্ষারসপয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্‌।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্‌।
সৌভাগ্যলক্ষ্মীজননং বশীকরণমুত্তমম্‌॥

তিলতৈল /৪ সের। লাক্ষার কাথ /৮ সের, ছাগদুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম (কুঙ্কুম প্রক্ষেপ দিতে হয়), পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালীয়ক কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর কেশর, কুসুমপুষ্প, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, যুঁইপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্ম, উৎপল, মনছাল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মুখে মাখিলে মুখের লাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

বর্ণক-ঘৃতম্‌।

মধুকং চন্দনং কঙ্গু সর্ষপং পদ্মকং তথা।
কালেয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ॥
বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎ পকং বস্ত্রগালিতম্‌।
পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ॥
তৎ সিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েৎ ততঃ।
তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বর্ণপ্রসাদনম্‌॥
অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ।
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্‌॥
(কুঙ্কুমসিক্থয়োর্মিলিত্বা পাদাংশঃ। সিক্থকস্য দ্রবীকরণার্থং স্বল্পপাকং দত্বা শীতলজলে কিয়ৎ ক্ষণং স্থাপয়িত্বা শীতলং সৎ অনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।)

ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু, হরিদ্রা ও লোধ মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া (কিঞ্চিৎ জল সম্বন্ধ থাকিতে) বস্ত্রদ্বারা ঘৃত ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে কুঙ্কুম অর্দ্ধ সের ও মোম অর্দ্ধ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার জলক্ষয় ও মোম দ্রবীভূত হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে। পরে কিয়ৎক্ষণ শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিয়া পরে নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। এই ঘৃত লেপন করিলেও বিলাসবতী রমণীর মুখ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রবিম্বৎ সৌন্দর্য্যশালী হয়।

পরিবর্ত্তিকা।

মর্দ্দনাৎ পীড়নাদ্বাপি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ।
মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরঃ॥
তদা বাতোপসৃষ্টত্বাৎ তচ্চর্ম্ম পরিবর্ত্ততে।
সবেদনং সদাহঞ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি কচিৎ॥
মণেরধস্তাৎ কোষশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে।
সরুজাং বাতসম্ভূতাং তাং বিদ্যাৎ পরিবর্ত্তিকাম্‌।
সকণ্ডুঃ কঠিনা বাপি সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥

লিঙ্গ অতিমর্দ্দিত বা অভিহত হইলে, অভিঘাত-কুপিত ব্যানবায়ু, লিঙ্গচর্ম্মকে আশ্রয় করে, তজ্জন্য ঐ চর্ম্ম দূষিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। ইহাকেই পরিবর্ত্তিকা (মুদ) কহে। ইহা দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট হইয়া কখনও পাকিয়া উঠে।

পরিবর্ত্তিকা বাতজ হইলে বেদনাযুক্ত এবং কফানুগ হইলে কঠিন ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়।

স্নেহোপনাহৌ পরিবর্ত্তিকায়াং
কৃত্বা সমভ্যজ্য ঘৃতেন পশ্চাৎ।
প্রবেশয়েচ্চর্ম্ম শনৈঃ প্রবিষ্টে
মাংসৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েচ্চ॥

পরিবর্ত্তিকায় অগ্রে ঘৃত মাখাইয়া পশ্চাৎ তাহাতে বাতঘ্ন মাষকলাই প্রভৃতি দ্বারা স্বেদ ও প্রলেপ এবং বাতব্যাধ্যুক্ত শাল্বণ স্বেদ ও উপনাহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পরিবর্ত্তিত চর্ম্ম কোমল হইলে ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রবেশ করাইবে। চর্ম্ম প্রবিষ্ট হইলে ঈষদুষ্ণ মাংসের প্রলেপ দিবে।

অবপাটিকা।

অল্পীয়সীং যদা হর্ষাদ্ বলাদ্গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ।
হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ।
যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্॥

অনার্ত্তবা বালিকার সূক্ষ্মমুখ-যোনিতে, হর্ষ বা বলপূর্ব্বক গমন করিলে যদি লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হয়, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিংবা বলপ্রয়োগ করায় যদি ঐ চর্ম্ম উল্টাইয়া যায়, অর্থাৎ স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া আর মুদ্রিত না হয়, তাহা হইলে উহাকে অবপাটিকা কহে।

স্নেহস্বেদৈস্তথৈবৈনাং চিকিৎসেদবপাটিকাম্॥

পরিবর্ত্তিকার ন্যায় অবপাটিকা রোগেও স্নেহ স্বেদ উপনাহ ও স্বস্থানে চর্ম্মানয়ন প্রভৃতি চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধপ্রকশঃ।

বাতোপসৃষ্টে মেঢ্রে বৈ চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্।
মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ॥
নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্ মন্দধারং সবেদনম্।
মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্মণির্বিব্রিয়তে ন চ।
নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাৎ সরুজং বাতসম্ভবম্॥

এই অবপাটিকার চর্ম্ম যদি লিঙ্গকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে এবং তজ্জন্য মূত্রস্রোতঃ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ বলা যায়। এই রোগে লিঙ্গমণি যদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মূত্র মন্দধারে বেদনার সহিত অল্প অল্প প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু রুদ্ধ হইলে এক বারে বন্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধপ্রকশে বায়ুর কোপ অধিক থাকিলে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

নিরুদ্ধপ্রকশে নাড়ীং দ্বিমুখীং কনকাদিজাম্।
ক্ষিপ্ত্বাভ্যক্তং চুল্লক্যাদি-স্নেহেন পরিষেচয়েৎ॥
তৈলেন বা বচাদারু-কল্কৈঃ সিদ্ধেন চ ত্র্যহাৎ।
পুনঃ স্থূলতরা নাড়ী দেয়া স্রোতোবিবৃদ্ধয়ে॥
শস্ত্রেণ সেবনীং ত্যক্ত্বা ভিত্ত্বা ব্রণবদাচরেৎ।
স্নিগ্ধং ভোজনং রুদ্ধ-গুদেঽপ্যেষ ক্রিয়াক্রমঃ॥

নিরুদ্ধপ্রকশে স্বর্ণলৌহাদি-নির্ম্মিত দুই-মুখবিশিষ্ট নল, ঘৃতাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে, পরে শুশুক ও শূকরাদির চর্ব্বি অথবা বচ ও দেবদারুর কল্কের সহিত সিদ্ধতৈল, ঐ নলের অপর মুখ দিয়া পরিচালিত করিয়া নিরুদ্ধপ্রকশ পরিষিক্ত করিবে এবং মূত্রমার্গের পথ বাড়াইবার জন্য তিন তিন দিন অন্তর অপেক্ষাকৃত স্থূলতর নল ঐরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে সেবনীস্থান ত্যাগ করিয়া অস্ত্র করিবে। অস্ত্রকরণানন্তর ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে এবং স্নিগ্ধ পথ্য দিবে। বদ্ধগুদ রোগেরও এইরূপ চিকিৎসা জানিবে।

সন্নিরুদ্ধ-গুদঃ।

বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহাস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥

মলবেগধারণ হেতু অপানবায়ু কুপিত হইয়া মলমার্গকে রুদ্ধ ও সূক্ষ্মদ্বার-বিশিষ্ট করে। মলমার্গের অল্পত্বনিবন্ধন পুরীষ অতি কষ্টে নির্গত হয়, ইহারই নাম সন্নিরুদ্ধগুদ। ইহা অতি ভয়ানক।

সন্নিরুদ্ধগুদে তৈলৈঃ সেকো বাতহরৈর্হিতঃ।
তথা নিরুদ্ধপ্রকশ-ক্রিয়াপি কথিতাথবা॥

সন্নিরুদ্ধগুদে বাতঘ্ন তৈল দ্বারা পরিষেক এবং নিরুদ্ধপ্রকশের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অহিপূতনম্।

শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ।
স্বিন্নে বাঽস্নাপ্যমানে বা কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা॥
কণ্ডূয়নাৎ ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটাঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
একীভূতং ব্রণং ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্॥

শিশুদিগের গুহ্যদেশের মলমূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে, বা তাহাদিগকে স্নান করাইয়া না দিলে, ক্লেদহেতু ঐ স্থানে রক্তকফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মিয়া থাকে। উহা চুলকাইলে সহসা ক্ষত হইয়া রক্তস্রাব নির্গত হয়। পরে ক্ষত সকল, মিলিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া থাকে ইহাকেই অহিপূতন কহে।

অহিপূতনকে পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যং বিশোধয়েৎ।
ত্রিফলাখদিরক্বাথৈর্ব্রণানাং ক্ষালনং হিতম্॥

অহিপূতন রোগে প্রথমতঃ ধাত্রীর (স্তন্য-দায়িনীর) স্তনদুগ্ধের শোধন করিবে এবং ত্রিফলা ও খদিরের কাথ দ্বারা বারংবার ক্ষত স্থান ধৌত করিবে।

শঙ্খসৌবীরযষ্ট্যাহ্বৈর্লেপঃ কার্য্যোঽহিপূতনে॥

শঙ্খপুষ্পী, রসাঞ্জন এবং যষ্টিমধু দ্বারা প্রলেপ দিলে অহিপূতন বিনষ্ট হয়।

করঞ্জত্রিফলাতিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্॥
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥
(তিক্তং চরকোক্তস্তিক্তকগণঃ, অন্যে তু পটোলপত্র-মাহুরিতি চক্রটীকা।)

করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও চরকোক্ত তিক্তক-গণের (মতান্তরে পল্‌তা) সহিত ঘৃত পাক করিয়া অহিপূতন রোগে ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন খাওয়াইলে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে।

পটোলাদ্যং ঘৃতম্।

পটোলপত্রত্রিফলা-রসাঞ্জনবিপাচিতম্।
পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥

পল্‌তা, ত্রিফলা ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে অতি কষ্ট সাধ্য অহিপূতনাও বিনষ্ট হয়।

বৃষণকচ্ছূঃ।

স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংস্থিতঃ।
যদা প্রক্লিদ্যতে স্বেদাৎ কণ্ডূং জনয়তে তদা॥
কণ্ডূয়নাৎ ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটাঃ স্রাবশ্চ জায়তে।
প্রাহুর্বৃষণকচ্ছূং তাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্॥

যে ব্যক্তি স্নান ও গাত্রমার্জ্জন না করে, তাহার অণ্ডকোষস্থিত মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডূ উৎপাদন করে। উহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়। ইহাকেই বৃষণকচ্ছূ কহে। ইহা শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজ।

সর্জ্জাহ্বকুষ্ঠসৈন্ধবসিতসিদ্ধার্থৈঃ প্রকল্পিতো যোগঃ।
উদ্বর্ত্তনেন নিয়তং শময়তি বৃষণস্য কণ্ডূতিম্॥
ভিষগ্ বৃষণকচ্ছূন্তু চিকিৎসেৎ পামরোগবৎ।
অহিপূতননির্দিষ্ট-ক্রিয়য়াপি চ তাং হরেৎ॥

ধনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে বৃষণ-কচ্ছূ প্রশমিত হয়। পামা ও অহিপূতন রোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারাও বৃষণ-কচ্ছূ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাসীসরোচনাতুত্থ-হরিতালরসাঞ্জনৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং বৃষণকচ্ছ্বহিপূতয়োঃ॥

হীরাকস্, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল, রসাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছূ ও অহিপূতন রোগ উপশমিত হয়।

গুদভ্রংশঃ।

প্রবাহণাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ।
রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য গুদভ্রংশং তমাদিশেৎ॥

অতিশয় কুন্থন ও অধিক মলভেদ হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তির গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বন্ধং গোফণয়া ভৃশম্॥
(গোফণা বন্ধবিশেষঃ, সা হি সুশ্রুতে ব্রণলেপবন্ধ-বিধৌ ব্যক্তা। উক্তং হি বর্চ্চোগমনার্থং সচ্ছিদ্রেণ চর্ম্মণা কৌপীনবন্ধঃ কার্য্যঃ।)

গুদভ্রংশ রোগে বহির্গত গুদনাড়ীতে গব্য বসাদি স্নেহ মর্দ্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে এবং প্রবিষ্ট হইলে স্বেদ দিয়া গোফণা নামক বন্ধনবিশেষ দ্বারা বাধিয়া রাখিবে। (সচ্ছিদ্র চর্ম্মদ্বারা গুহ্যদেশে কৌপীন বন্ধন করাকে গোফণাবন্ধ কহে)।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্।
এতন্নিশ্চিতা নির্দ্দিষ্টঃ ন তস্য গুদনির্গমঃ॥

যে ব্যক্তি কচি পদ্মপত্র বাটিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করে, তাহার আর গুদভ্রংশ হয় না।

বৃক্ষাম্লানলচাঙ্গেরী-বিল্বপাঠাযবাগ্রজম্।
তক্রেণ শালয়েৎ পায়ু-ভ্রংশার্ত্তোঽনলদাপনম্॥

মহাদা, চিতা, আমরুল, শুঁঠ, আকনাদি ও যবক্ষার ইহাদের কল্ক তক্র সহ পান করিলে গুদভ্রংশ প্রশমিত হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

গুদস্য গব্যবসয়া ম্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
দুষ্প্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ॥

গব্যবসা দ্বারা ম্রক্ষণ করিলে দুষ্প্রবেশ্য গুদনাড়ীও শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়।

মূষিকাণাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্।
স্বিন্নমূষিকমাংসেন চাথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্॥

ইন্দুরের চর্ব্বি দ্বারা গুদনাড়ীতে প্রলেপ দিলে, অথবা ইন্দুরের মাংস কাঁজিতে সিদ্ধ ও ঘৃতভৃষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে গুদভ্রংশ প্রশমিত হয়।

মূষিকা দশমূলানি গৃহ্নীয়াদুভয়ং সমম্।
অভ্যঙ্গাৎ তস্য তৈলস্য গুদভ্রংশো বিনশ্যতি।
বিনশ্যতি তথানেন গুদশূলং ভগন্দরম্॥

ইন্দুরের মাংস ও দশমূল সমভাগে লইয়া তাহার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ম্রক্ষণ করিলে গুদভ্রংশ, গুহ্যশূল ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

গোতৈলেনাভ্যক্তঃ শীঘ্রং প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ॥

গব্য বসা দ্বারা অভ্যক্ত করিলে বহির্গত গুদনাড়ী শীঘ্র প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

চাঙ্গেরী-ঘৃতম্।

চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্ল-নাগরক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎক্কথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্।
(শুণ্ঠীক্ষারাবত্র কল্কৌ শিষ্টন্তু দ্রবমিষ্যতে।)

ঘৃত ⁄১ সের। আমরুলের রস, শুষ্ক-কুলের ক্বাথ, অম্লদধি, এই তিনটি দ্রবপদার্থ মিলিত ⁄৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ⁄।০ পোয়া। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুদভ্রংশ-জনিত বেদনা প্রশমিত হয়।

মূষিকাদ্যং তৈলম্।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মূষিকামন্ত্রবর্জ্জিতাম্।
পক্ত্বা তস্মিন্ পচেৎ তৈলং বাতঘ্নৌষধসাধিতম্।
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥

অন্ত্রাদিবর্জ্জিত মূষিকমাংস ৮ পল, বিল্বাদি পঞ্চমূল মিলিত ⁄২ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, জল ১২ সের, পাক করিয়া কেবল ⁄৪ সের দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং ভদ্র-দার্ব্বাদিগণের কল্ক সহ তৈল ⁄১ সের পাক করিয়া সেই তৈল পান ও গুদভ্রংশে মর্দ্দন করিলে গুদভ্রংশ রোগ উপশমিত হয়। শিব-দাস বলেন—অন্ত্রাদিবর্জ্জিত ইন্দুর ১ টা, দুগ্ধ ⁄৪ সের, পঞ্চমূল মিলিত ⁄২ সের, জল ⁄৮ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ ও ভদ্রদার্ব্বাদির কল্ক সহ তৈল পাক করিবে।

শূকরদংষ্ট্রকঃ।

সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্‌পাকী তীব্রবেদনঃ।
কণ্ডুমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ।

বরাহদংষ্ট্রক (বরাহদাড়্)। এই রোগে শরীরের ত্বক্ স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয়,

ঐ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। উহা দাহ কণ্ডূ ও তীব্রবেদনাযুক্ত এবং জ্বরকারী।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্।
হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল সমভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বিসর্প ও শূকরদংষ্ট্রক রোগ প্রশমিত হয়।

নাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ।
শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥

নালিতার বীজ বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত প্রাতে সেবন করিলে দাহ, পাক ও জ্বরোপদ্রবযুক্ত শূকরদংষ্ট্র রোগ উপশমিত হয়।

বিসর্পোক্তঃ প্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে॥

শূকরদংষ্ট্রক রোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়।

অমৃতাঙ্কুর-বটী।

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহমভ্রং শিলাজতু।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যান্মর্দ্দয়িত্বামৃতাম্ভসা॥
এষামৃতাঙ্কুরবটী পীতা ধাত্র্যম্ভসা সহ।
ক্ষুদ্ররোগানশেষাংস্তু গদান্ পিত্তাস্রকোপজান্।
জ্বরং জীর্ণং প্রমেহঞ্চ কার্শ্যমগ্নিক্ষয়ং তথা।
নাশয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং শুভাং মতিম্॥

বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু, এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ জন্য পীড়া সমস্ত নিবৃত্ত হইয়া পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও শুভ মতি উৎপন্ন হয়।

চন্দ্রপ্রভারসঃ।

চন্দ্রপ্রভাং তুগাক্ষীরীং সৈন্ধবঞ্চ শিলাজতু।
কৌশিকঞ্চাক্ষমানন্তু হেমানং রৌপ্যমভ্রকম্॥
মাক্ষিকং শাণমাত্রঞ্চ মধুনা পরিমর্দ্দয়েৎ।
ততো দ্বিবল্লমানেন বটিকাঃ পরিকল্পয়েৎ॥
অনুপানবিশেষেণ যোজিতোহয়ং মহারসঃ।
সর্ব্বান্ ক্ষুদ্রগদান্ হন্তি প্রমেহানপি দুস্তরান॥
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ পিত্তজান্ কফসম্ভবান্।
চিরপ্রনষ্টমগ্নিঞ্চ দীপয়েজ্জনয়েদ্ বলম্॥

সোমরাজী বীজ, বংশলোচন, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু ও গুগ্গুলু প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ॥০ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

সপ্তচ্ছদাদি-তৈলম্।

সপ্তচ্ছদস্য বাসায়াঃ পিচুমর্দ্দস্য চ ত্বচা।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈর্নিশাদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ॥
ব্যোষেন্দ্রযবমঞ্জিষ্ঠা-খদিরাক্ষারসৈন্ধবৈঃ।
গোমূত্রস্যাঢকং দত্ত্বা শনৈশ্চ মৃদুনাগ্নিনা॥
পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পং কদরং ব্যঙ্গনীলিকে।
জালগর্দ্দভকঞ্চৈবং ত্বগ্দোষাংশ্চ বিনাশয়েৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের। ছাতিমছাল, বাসকছাল ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মিলিত ১৬ সের। কল্ক যথা—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা খদিরকাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত ৴১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা, জালগর্দ্দভ ও বিবিধ ত্বগ্রোগ নিরাকৃত হয়।

কুঙ্কুমাদি তৈলম্।

কুঙ্কুমেন নিশাভ্যাঞ্চ দণয়া বহ্নিবারিণা।
ঘৃতং পক্বং নিরাণুধ্যান্নালিকাং মুখদূষিকাম্॥
সিধ্মাদীংস্ত্বগ্গদান্ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ কফসমুদ্ভবান্।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েচ্চাশু লাবণ্যং জনয়েৎ পরম্॥
জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং বিহিতন্ত্বিদম্।
পানেঽভ্যঙ্গে তথা নস্যে যুক্ত্যা যোজ্যং বিচক্ষণৈঃ।

মূর্চ্ছিত ঘৃত ৴১ সের। চিতামূলের ক্বাথ ৴৪ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্র.

এবং পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত ব্যবহারে নীলিকা, মুখদূষিকা, সিধ্ম প্রভৃতি ত্বগ্‌রোগ, সমস্ত কফজ ব্যাধি ও শিরোরোগ বিনষ্ট হয় এবং মনোহর কান্তি উৎপন্ন হয়। ইহা বিবেচনামত পানে অভ্যঙ্গে ও নস্যে প্রযোজ্য।

সহাচরঘৃতম্।

সহাচরতুলাক্কাথে ক্কাথে চ দশমূলজে।
শিরীষস্য কষায়ে চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কান্ দত্ত্বা পঞ্চকোলং ক্রিমিঘ্নং পটুপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং বৃশ্চিকালীং সিন্দূরমপি গৈরিকম্॥
হন্ত্যাদেতদ্ ঘৃতং ব্যচ্ছং নীলিকাং তিলকালকম্।
অঙ্গুলীবেষ্টকং পাদ-দারীঞ্চ মুখদূষিকাম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের। ক্কাথার্থ—পীতঝাঁটী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শিরীষছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটেসিন্দুর ও গেরিমাটী মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত মর্দ্দন করিলে ব্যচ্ছ, নীলিকা, তিলকালক, অঙ্গুলীবেষ্টক, পাদদারী ও মুখদূষিকা নিবারিত হয়।

ক্ষারঘৃতম্।

মুষ্ককং কুটজং গুঞ্জাং চিত্রকং কদলীং বৃষম্।
অকমূত্যাবপামার্গমশ্মমারং বিভীতকম্॥
পলাশং পারিভদ্রঞ্চ নক্তমালঞ্চ সন্দহেৎ।
ততঃ প্রস্থং সমাদায় ক্ষারস্য ষড়্‌গুণাম্ভসা॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ সর্পিস্তদম্বুনা।
কল্কং ক্ষারত্রয়ং দত্ত্বা নাতিতীব্রেণ বহ্নিনা॥
ক্ষারসর্পিরিদং হন্ত্যাস্মশকং তিলকালকম্।
পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পমলসং দদ্রুসিধ্মনী॥

ঘণ্টাপারুল, কুড়্‌চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ্গ, করবীর, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিবে এবং সমান সমান ভাগে লইয়া একত্র দগ্ধ করিবে। পরে এই ভস্ম /২ সের, ১২ সের জলে গুলিয়া ক্রমান্বয়ে ২১ বার ছাঁকিবে। এই ১২ বার সের ক্ষারজল এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা মিলিত /১ সের কল্ক সহ /৪ সের গব্যঘৃত অনতিতীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত মর্দ্দনে মশক, তিলকালক, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, দদ্রু ও সিধ্ম রোগের শান্তি হয়।

অথ সহেতুকান্ সলক্ষণান্ কতিচিদ্বিকারানাহ—

শক্তস্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্ম্মণ্যালস্যমুচ্যতে।
অস্বাস্থ্যং চিন্তয়াত্যর্থমরতিং কথ্যতে বুধৈঃ॥
উৎক্লিষ্টান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতম্।
হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ॥
বক্তে মধুরতা তন্দ্রা হৃদয়োদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ।
ন চান্নং রোচতে যস্মৈ গ্লানিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥
গ্লানেরোজঃক্ষয়াদ্দুঃখাদজীর্ণাচ্চ শ্রমোদ্ভবাৎ।
উদানকোপাদাহারসুস্থিতত্বাচ্চ যদ্ভবেৎ।
পবনস্যোর্দ্ধগমনং তমুদ্গারং প্রচক্ষতে॥
আটোপো গুড়্‌গুড়াশব্দঃ প্রোক্তো জঠরসম্ভবঃ।
তমঃস্থস্যেব যজ্‌জ্ঞানং তৎ তমঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াও উৎসাহ-বিহীন হইলে, সেই উৎসাহ-বিহীনতাকে আলস্য কহে। অত্যন্ত চিন্তা দ্বারা যে অস্বাস্থ্য তাহাকে অরতি কহে। ভুক্তান্ন যদি উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ হইয়াও বহির্গত না হয়, কেবল মুখপ্রসেক ও নিষ্ঠীবন হইতে থাকে এবং হৃদয়ও যদি পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উৎক্লেশ বলা যায়। মুখমাধুর্য্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন, ভ্রম ও অন্নে অরুচি হইলে, তাহাকে গ্লানি বলে। গ্লানি, ওজঃক্ষয়, দুঃখ, অজীর্ণ ও শ্রমজনিত উদান বায়ুর প্রকোপ এবং আহারের সুস্থিতত্ব হেতু বায়ুর যে ঊর্দ্ধগমন, তাহাকে উদ্গার কহে। উদরের যে গুড়গুড় শব্দ তাহাকে আটোপ কহা যায়। তমঃস্থিত ব্যক্তির যে জ্ঞান অর্থাৎ কেবল অন্ধকার দর্শন, তাহাই তমঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শয্যামূত্র-চিকিৎসা।

কৃতমূত্রাদ্রভূভাগ-মৃদমাকৃষ্য খোলকে।
সংভজ্য মধুসর্পির্ভ্যাং লেহয়েন্মূত্রিতং জনম্॥
শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্যান্মূত্রিতস্ত ন সংশয়ঃ॥
(শয্যাতলস্থিমিতমৃত্তিকাং গৃহীত্বা খোলকে ভজ্জয়িত্বা ঘৃতমধুভ্যাং লেহয়েৎ)।

যে ব্যক্তির শয্যায় প্রস্রাব করা রোগ থাকে, তাহার শয্যাতলস্থ মূত্রসিক্ত মৃত্তিকা খোলায় ভাজিয়া ঘৃত ও মধু সহ তাহাকে অবলেহন করাইলে উক্ত রোগ নিবারিত হয়।

বিম্বমূলরসঃ পানাচ্ছয্যামূত্রং প্রশাম্যতি॥

তেলাকুচা মূলের রস ২ তোলা মাত্রায় (২ মাষা চিনি সহ) সায়ংকালে পান করিলে শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

অহিফেনপ্রয়োগেণ মূত্ররোধো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

সায়ংকালে (অর্দ্ধ বা এক রতি মাত্রায়) অহিফেন সেবন করাইলে নিশ্চয়ই শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

লোমশাতন-বিধিঃ।

হরিতালচূর্ণকণিকালেপাৎ তপ্তেন বারিণা সদ্যঃ।
নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কৌতুকমিদমদ্ভুতং মন্যে॥

উষ্ণজলে হরিতাল চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া লোমস্থানে লেপন করিলে সদ্যঃ লোম সকল পতিত হয়। ইহা অতি বিস্ময়কর।

দগ্ধ্বা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাম্বরসে তচ্চ পেষিতম্।
তুল্যালং লেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে গুহ্যাদি স্থানস্থ লোম সকল নিপতিত হয়।

রক্তাঞ্জনীপুচ্ছচূর্ণং যুক্তং তৈলেন সার্ষপম্।
সপ্তাহমুষিতং হন্তি মূলাদ্রোমাণ্যসংশয়ম্॥

রক্তবর্ণ অঞ্জনীর (আঞ্জিনার) পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া ৭ দিবস সর্ষপ তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোম সকল সমূলে উৎপাটিত হয়।

পলাশভস্মান্বিততালমূলৈ-
রম্ভাম্বুমিশ্রৈরুপলিপ্য ভূয়ঃ।
কন্দর্পগেহে মৃগলোচনানাং
রোমাণি রোহন্তি কদাপি নৈব॥

পলাশছাল ভস্ম ও হরিতাল সমভাগে কদলীমূলের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া লোমস্থানে লাগাইলে লোম সকল সত্বর পতিত হইয়া কখনও উদ্গত হয় না।

একঃ প্রদেয়ো হরিতালভাগঃ
পঞ্চ প্রদেয়া জলজস্য ভাগাঃ।
রক্ষস্তরোর্ভস্মন এব পঞ্চ
প্রোক্তাশ্চ ভাগাঃ কদলীজলাদ্রৈঃ॥
সংমিশ্র্য পাত্রে চ সপ্তরাত্রং
কৃত্বা স্মরাগারবিলেপনঞ্চ।
রোমাণি সর্ব্বাণি বিলাসিনীনাং
পুনর্ন রোহন্তি কদাচিদেব॥

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৫ ভাগ, পলাশক্ষার ৫ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য ৭ দিন কদলীর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোম সকল নিপতিত হইয়া থাকে।

রম্ভাজলে সপ্তদিনং বিভাব্য
ভস্মানি কম্বোর্দ্দিনানি পশ্চাৎ।
তালেন যুক্তানি বিলেপনেন
লোমানি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

শঙ্খভস্ম কদলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া পরে হরিতাল সহ মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা লেপন করিলে লোম সকল নির্ম্মূল হয়।

কুসুম্ভতৈলাভ্যঙ্গো বা রোমানুৎপাটিকোঽস্তকৃৎ॥

লোমস্থানে কুসুমতৈল মর্দ্দন করিলে লোম সকল উৎপাটিত হয়।

কর্পূরভল্লাতকশঙ্খচূর্ণং
ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ।
তৈলং সুপক্কং হরিতালমিশ্রং
রোমাণি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

কর্পূর, ভেলার মুটি, শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, মনছাল ও হরিতাল এই সমুদায়ের সহিত

সিদ্ধ তৈল লোমস্থানে লেপন করিলে লোম সকল নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

ক্ষারতৈলম্।

শুক্তিশম্বুকশঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুষ্ককাৎ।
দগ্ধা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ ভাবয়েৎ॥
ক্ষারাষ্টভাগং বিপচেৎ তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ।
ইদমন্তঃপুরে দেয়ং তৈলমাত্রেয়পূজিতম্॥
বিন্দুরেকঃ পতেদ্যত্র তত্র লোমাপুনর্ভবঃ।
মদনাদিব্রণে তৈলমিষ্টাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অর্শসাং কুষ্ঠরোগাণাং পামাদদ্রুবিচর্চ্চিনাম্।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদকফাপহম্॥

ঝিনুক, শামুক ও শঙ্খভস্ম, শোনা ও ঘণ্টা-পারুলির ক্ষার গর্দ্দভের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ক্ষারের অষ্ট-ভাগ সর্ষপ তৈলের সহিত উহা পাক করিবে। ইহা দ্বারা লোমপাতন ও অর্শঃ, কুষ্ঠ, পামা, দদ্রু প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

ক্ষুদ্ররোগেষু সর্ব্বেষু নানারোগানুকারিষু।
দোষান্ দূষ্যানবস্থাশ্চ নিরীক্ষ্য মতিমান্ ভিষক্॥
তস্য তস্য চ রোগস্য পথ্যাপথ্যানি সর্ব্বশঃ।
যথাদোষং যথাদূষ্যং যথাবস্থঞ্চ কল্পয়েৎ॥

নানাবিধ রোগের অনুকারী ক্ষুদ্ররোগ-সমূহের দোষ, (বায়ু পিত্ত কফ), দূষ্য (রস-রক্তাদি) এবং রোগির অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই সেই রোগ-সমূহের দোষ, দূষ্য এবং অবস্থা অনুসারে পথ্য ও অপথ্যের নির্দ্ধারণ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অথ মুখরোগাধিকারঃ।

অথৌষ্ঠগতমুখরোগ নিদানম্।

আনূপপিশিতক্ষীর-দধিমৎস্যাতিসেবনাৎ।
মুখমধ্যে গদান্ কুর্য্যুঃ ক্রুদ্ধা দোষাঃ কফোত্তরাঃ॥
কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ সংপ্রাপ্তানিলবেদনৌ।
দাল্যেতে পরিপাট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥
চীয়েতে পিড়কাভিশ্চ সরুজাভিঃ সমন্ততঃ।
সদাহপাকপিড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ॥
সবর্ণাভিশ্চ চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ।
ভবতস্তু কফাদোষ্ঠৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরু॥
সকৃৎকৃষ্ণৌ সকৃৎপীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ।
সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ॥
খর্জ্জুরফলবর্ণাভি পিড়কাভির্নিপীড়িতৌ।
রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ।
গুরূ স্থূলৌ মাংসদুষ্টৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ।
জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি নরস্যোভয়তো মুখাৎ॥
সর্পির্মণ্ডপ্রতীকাশৌ মেদসা কণ্ডুরৌ গুরূ।
অচ্ছং স্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতো ভৃশম্॥
তয়োর্ব্রণো ন সংরোহেন্মৃদুত্বঞ্চ ন গচ্ছতি।
ওষ্ঠৌ পর্য্যবদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিঘাততঃ॥

আনূপ মাংস, ক্ষীর, দধি ও মৎস্যের অতি সেবন হেতু বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া মুখমধ্যে নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। মুখরোগে কফেরই বিশেষ প্রাধান্য থাকে।

বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, জড়বৎ, তোদাদি-বাতবেদনাযুক্ত ও অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং ওষ্ঠের ত্বক্ ফাটিয়া যায়।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতাভ ও বেদনা-দায়ক পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। সেই সকল পিড়কা পাকে ও দাহ উপস্থিত করে।

কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল গুরু পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও বেদনারহিত হয় এবং ওষ্ঠ-সমবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পিড়কা দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে।

রক্তপ্রকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়, খর্জ্জুর-ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা দ্বারা আকীর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া রক্তস্রাব করে।

মাংসদোষজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু স্থূল ও মাংসপিণ্ডবৎ উন্নত হয় এবং ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু ও কণ্ডুযুক্ত এবং ঘৃতের উপরিতন স্বচ্ছভাগের ন্যায় রূপবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল স্রাব নিরন্তর নিঃসৃত হইতে থাকে।

অভিঘাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় বিদারণবৎ ও কুঠারাঘাতবৎ বেদনাযুক্ত হয়।

অথৌষ্ঠরোগাণাং চিকিৎসা।

ওষ্ঠপ্রকোপে বাতোত্থে শাল্বণেনোপনাহনম্।
মস্তিষ্কে চৈব নস্তে চ তৈলং বাতহরৈঃ শৃতম্।
স্বেদাভ্যঙ্গঃ স্নেহপানং রসায়নমিহেষ্যতে॥

বাতজনিত ওষ্ঠরোগে শাল্বণ স্বেদ (বাতব্যাধিতে উক্ত হইয়াছে) দ্রব্য দ্বারা উপনাহ এবং ভদ্রদার্ব্বাদি বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের শিরোবস্তি ও নস্য ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহপান ও রসায়ন (চ্যবনপ্রাশাদি) ক্রিয়া হিতকর।

চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন মধুচ্ছিষ্টযুতেন চ।
বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ীস্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্॥

তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা এই চারি প্রকার স্নেহের সহিত মোম্ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলে ও নাড়ীস্বেদ দিলে বাতজ ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। (নাড়ীস্বেদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।)

শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্গুলুং সুরদারু চ।
যষ্টীমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্॥

নবনীতখোটি, ধুনা, গুগ্গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ওষ্ঠে ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে।

তৈলং ঘৃতং সর্জ্জরসং সসিক্থং
রাস্নাগুড়ং সৈন্ধবগৈরিকঞ্চ।
পক্ত্বা সমাংশং দশনচ্ছদানাং
ত্বগ্‌ভেদহৃত্ ব্রণরোপণঞ্চ॥

তৈল, ঘৃত, ধূনা, মোম্, রাস্না, গুড়, সৈন্ধব ও গেরিমাটী, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের ত্বগ্‌ভেদ ও ক্ষত প্রশমিত হয়।

রালং মধূচ্ছিষ্টগুড়েন পক্বং
তৈলং ঘৃতং বা বিনিহন্তি লেপাৎ।
ত্বকতোদপারুষ্যরুজোঽধরস্থ
পূয়াস্রয়োঃ স্রাবমপি প্রসহ্য॥

মোম্ ও গুড়ের সহিত ধূনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের সূচীবেধবৎ বেদনা, পারুষ্য, ব্যথা ও পূয়রক্ত-স্রাব প্রশমিত হয়।

বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং
তিক্তস্য পানং রসভোজনঞ্চ।
শীতান্ প্রলেপান্ পরিষেচনঞ্চ
পিত্তোপসৃষ্টেঽধরকে তু কুর্য্যাৎ॥

পৈত্তিক ওষ্ঠ রোগে সমীপস্থ শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্ত ঘৃত পান, মাংসরস সহ আহার, শীতল প্রলেপ ও পরিষেক, এই সমুদায় কার্য্য কর্ত্তব্য।

পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষতঃ॥

পিত্ত রক্ত ও অভিঘাত জনিত ওষ্ঠরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবড়ধারণম্।
হৃতে রক্তে প্রযোক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে॥

কফজ ওষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শিরোবিরেচন (নস্যাদি), ধূম, স্বেদ ও কবলধারণ এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ত্রিকটুঃ সর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশূকজঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্॥

ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে প্রতিসারণ অর্থাৎ মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করিবে।

মেদোজে স্বেদিতে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনো হিতঃ।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্।
হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্॥

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে স্বেদ, ভেদ ও শোধনক্রিয়ার পর অগ্নিতাপ হিতকর। প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে প্রতিসারণ করিবে এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফলা-চূর্ণের প্রলেপ দিবে।

সর্জ্জরসকনকগৈরিকধন্যাকতৈলঘৃতসিন্ধুসংযুক্তম্।
সিদ্ধং সিক্থকমধরে স্ফুটিতোচ্চটিতে ব্রণং হরতি॥
(কনকগৈরিকমুৎকৃষ্টগৈরিকমিত্যর্থঃ।)

ধুনা, উৎকৃষ্ট গেরিমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সেন্ধব ও মোম, একত্র অল্প পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠক্ষত নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তা চ ত্রিফলা চ প্রলেপনম্॥

ওষ্ঠক্ষতে প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলার প্রলেপ প্রদান করিবে।

ওষ্ঠরোগেষশেষেষু দৃষ্ট্বা দোষমুপাচরেৎ।
তেষু ব্রণত্বং যাতেষু ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥

ত্রিদোষজ ওষ্ঠক্ষতে দোষের বলাবল দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। তাহা পাকিলে ব্রণ চিকিৎসোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

অথ দন্তবেষ্টগতরোগ-নিদানম্।

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদূনি চ॥
দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্।
শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥

দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য শ্বয়থুর্জ্জায়তে মহান্।
দন্তপুপ্পুটকো নাম স ব্যাধিঃ কফরক্তজঃ॥
স্রবন্তি পূয়রুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ।
দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥
শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ।
লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ শৌষিরো নাম নামতঃ॥
দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে।
যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাশৌষিরসংজ্ঞিতঃ॥
দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্।
পিত্তাসৃক্‌কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ॥
বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তাভ্যাং দন্তাশ্চলন্তি চ।
যস্মিন্ সোপকুশো নাম পিত্তরক্তকৃতো গদঃ॥
ঘৃষ্টেষু দন্তমাংসেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
চলা ভবন্তি দন্তাশ্চ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥
মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ।
খলিবর্দ্ধনসংজ্ঞোঽসৌ জাতে রুক্ চ প্রশাম্যতি॥
শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরুতে বায়ুর্দন্তসমাশ্রিতঃ।
করালান্ বিকটান্ দন্তান্ করালো ন স সিধ্যতি॥
হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ।
লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥
দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ॥
দীর্ঘমাংসেধিব রুক্ যস্য দন্তেষু জায়তে।
দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ॥
কৃষ্ণচ্ছিদ্রশ্চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ।
অনিমিত্তরুজো বাতাদ্ বিজ্ঞেয়ঃ ক্রিমিদন্তক॥
বক্ত্রং বক্রং ভবেদ্‌যস্য দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥
শীতরুক্ষপ্রবাতাম্ল-স্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ।
পিত্তমারুতকোপেন দন্তহর্ষঃ স নামতঃ॥
দন্তমাংসৈর্মলৈর্বাহ্যৈঃ শ্বয়থুর্‌রুক্।
সদাহকণ্ড্বঃ স্রবেত্তিন্নঃ পূয়াসৃং দন্তবিদ্রধিঃ॥
মলো দন্তগতো যস্য পিত্তমারুতশোষিত।
শর্করেব খরস্পর্শা সা জ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥
কপালেষ্বিব দীর্য্যৎস্ব দন্তানাং সৈব শর্করা।
কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া সদা দন্তবিনাশিনী॥
অসৃঙ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ।
শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তক॥

শীতাদ নামক দন্তবেষ্টরোগে দন্তবেষ্ট (দাঁতের মাড়ি) হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে। কফ ও রক্তের দুষ্টি হেতু এই রোগ জন্মে।

দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত শোথযুক্ত হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহে। ইহা কফরক্তজ ব্যাধি।

দন্তবেষ্টনামক রোগে দন্ত সকল নড়ে এবং তাহা হইতে পূযরক্ত নির্গত হয়। ইহা দুষ্টরক্তজ পীড়া।

দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ জন্মিলে এবং তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হইলে তাহাকে শৌষির কহে; ইহা কফরক্তজ।

যে রোগে, দন্তবেষ্ট হইতে দন্ত সকলের বিচলন এবং তালু দন্ত ও ওষ্ঠের ক্লিন্নতা হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

যে রোগে, দন্তমাংস সকল গলিত ও রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহাকে পরিদর কহে। ইহা রক্ত পিত্ত ও কফবিকৃতি হেতু উৎপন্ন হয়।

যে রোগে, দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক উপস্থিত হয় এবং ঐ দাহ ও পাক নিবন্ধন দন্ত সকল পতিত হইতে থাকে, তাহাকে উপকুশ কহে। ইহা রক্তপিত্তজনিত ব্যাধি।

দন্তবেষ্ট ঘৃষ্ট হওয়াতে যদি প্রবল শোথ উৎপন্ন ও দন্ত সকল বিচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে। ইহা অভিঘাতজ।

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রবল যাতনার সহিত যে একটি অতিরিক্ত দন্ত উঠে, তাহাকে খলিবর্দ্ধন (আক্কেল দাঁত) কহে, এই দন্ত উদ্গত হইলে পর আর যন্ত্রণা থাকে না।

দন্তাশ্রিত কুপিত বায়ু দন্ত সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকটাকার করিলে তাহাকে করাল রোগ কহে। ইহা অসাধ্য।

হনুকুহরের প্রান্তস্থিত দন্তমূলে অতি যন্ত্রণা-দায়ক প্রবল শোথ হইয়া লালা নির্গত হইলে তাহাকে অধিমাংস কহে। ইহা কফজ।

নাড়ীব্রণাধিকারে বাতজ পিত্তজ কফজ সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ এই পাঁচ প্রকার নাড়ী-ব্রণের যে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, দন্তমূলেও সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী) উৎপন্ন হয়।

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয় যেন, দন্ত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি।

ক্রিমিদন্তক রোগে, দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, দন্ত নড়ে এবং দন্তমূলে অতি বেদনাদায়ক শোথ লালাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকে।

ভঞ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি।"

দন্তহর্ষ রোগে দন্তসকল, শীত রুক্ষ বায়ু-প্রবাহ ও অম্লস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। ইহা বাতপিত্ত-প্রকোপজ পীড়া।

দন্তমাংস দুষ্ট এবং তাহা মল ও স্রাবযুক্ত হইয়া ভিতরে ও বাহিরে যে দাহ ও বেদনাযুক্ত গুরু শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্ত-বিদ্রধি কহে। দন্তবিদ্রধি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে পূয রক্ত নিঃসৃত হয়।

দন্তগত মল, বায়ু ও পিত্ত দ্বারা শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্ত-শর্করা কহে।

সেই দন্তশর্করা, দন্তাবয়ব সহিত খাপরার ন্যায় বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহা দন্তনাশক।

দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্তের সকল অংশ দগ্ধবৎ কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্ত কহে।

অথ দন্তবেষ্টগতরোগ-চিকিৎসা।

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগরসর্ষপান্।
নিঃকাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষধারণম্॥

শীতাদ রোগে রক্তমোক্ষণ করাইয়া শুঁঠ, সর্ষপ ও ত্রিফলা ইহাদের কাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

কাসীসলোধ্রকৃষ্ণামনঃশিলাপ্রিয়ঙ্গুতেজোহ্বৈঃ।
এষাং চূর্ণং মধুযুক্ শীতাদে পূতিমাংসহরম্॥

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে শীতাদরোগে পূতিমাংস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৈলং ঘৃতং বা বাতঘ্নং শীতাদে সম্প্রশস্যতে॥

বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত শীতাদরোগে হিতকর।

কুষ্ঠং দার্ব্বী লোধ্রমব্দং সমঙ্গা
ততঃ পাঠা তেজনী পীতিকা চ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্দ্বিজানাং
রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডূং রুজাঞ্চ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চৈ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।
সপঞ্চলবণক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণম্॥

দন্তপুপ্পুটরোগের তরুণাবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চ লবণ ও যবক্ষার চূর্ণের প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ) কর্ত্তব্য।

ভদ্রমুস্তাভয়াব্যোষ-বিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈর্গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ॥
তাং নিধায় মুখে সুপ্যাচ্চলদন্তাতুরো নরঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্॥

ভদ্রমুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নিদ্রাকালে এই বটী মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। ইহা চলদন্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চলদন্তস্থিরকরং কুর্য্যাৎ বকুলচর্ব্বণম্।

বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে চলদন্ত দৃঢ় হয়।

করঞ্জকরবীরার্ক-মালতীককুভাসনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ॥

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন ও অসন প্রভৃতি কাষ্ঠের অথবা এই জাতীয় অন্য কাষ্ঠের দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

আর্ত্তগলদলকাথ-গণ্ডূষো দন্তচালনুৎ।
দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রাচর্ব্বণং সদা॥

নীলঝাঁটী-পত্রের কাথের গণ্ডূষ ধারণ এবং সর্ব্বদা তিল ও বচ চর্ব্বণ করিলে দাঁতনড়া নিবারিত হয়।

দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাঃ কবলা হিতাঃ॥

দন্তের তোদে (সূচীবেধবৎ যন্ত্রণায়) ও হর্ষে (দাঁত শিড়্ শিড়্ করায়) বাতঘ্ন (উষ্ণ তৈল ঘৃত সস্নেহ দশমূল কাথাদি) কবল ধারণ হিতকর।

দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্কৃতো হিতঃ।
মাক্ষিকং পিপ্পলীসর্পির্ম্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্॥

বকুল ছালের কাথে গণ্ডূষ অথবা পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা, ঘৃত ৮ মাষা ও মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়।

বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ।
লোধপত্তঙ্গযষ্টিমধুক-লাক্ষাচূর্ণৈর্ম্মধূত্তরৈঃ।
গণ্ডূষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ॥

দন্তবেষ্ট রোগে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, বকম কাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও লাক্ষা, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিবে এবং বট ও অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথে ঘৃত মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

শৈশিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তারসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণো হিতাঃ॥

শৈশির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন, মধুসংযুক্ত করত তাহার প্রলেপ এবং বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষের কাথের গণ্ডূষধারণ ব্যবস্থেয়।

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ।
সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে তথা॥

পরিদর রোগে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ এবং শিরোবিরেচন দ্বারা মস্তক সংশুদ্ধ করিয়া শীতাদ-রোগোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। উপকুশ রোগেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

কাকোড়ুম্বরিকাগোজী-পত্রৈর্বিস্রাবয়েদ্দ্বিজঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ ॥
পিপ্পল্যঃ সর্ষপাঃ শ্বেতা নাগরং নৈচুলং ফলম্।
সুখোদকেন সংমর্দ্দ্য কবড়ং তস্য যোজয়েৎ ॥

উপকুশরোগে ডুমুরপত্র ও গোজিয়া পত্র ঘর্ষণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে মধু সংযুক্ত পঞ্চ লবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে এবং পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঠ ও হিজলফল এই সকল দ্রব্য ঈষদুষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া, তাহার কবল ধারণ করিবে।

শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ।
ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ ॥

দন্তবৈদর্ভ রোগে অস্ত্রদ্বারা দন্তমূল হইতে পূয়াদি ক্লেদ নিঃসারণ করিয়া ক্ষারপ্রয়োগ এবং সমস্ত শীতলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা ॥

অধিদন্ত উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ ও ক্রিমিদন্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেভিশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ।
বচাতেজোবতীপাঠা-স্বর্জ্জিকাযবশূকজৈঃ ॥
ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ ॥
(অত্র তেজোবতী চব্য।)

অধিমাংস ছেদন করিয়া বচ, চৈ, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মধুর সহিত পিপুলের কবল ধারণ প্রশস্ত।

পটোলনিম্বত্রিফলা-কষায়শ্চাত্র ধাবনে।
শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥

অধিমাংসরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র ও ত্রিফলা ইহাদের কাথে মুখ প্রক্ষালন করিবে। ইহাতে শিরোবিরেচন ও বৈরেচনিক ধূম বিশেষ উপকারী।

নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ।
যং দন্তমধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ ॥
ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ।
শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা ॥

দন্তনালীরোগে নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা করিবে। যে দন্তে নালী হয়, তাহার মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া সেই দন্ত উৎপাটন করিবে। কিন্তু উপরি পাটীস্থ দন্ত উৎপাটন করা বিধেয় নহে। পূয়াদি নিঃসারিত হইয়া দন্তের শুদ্ধি হইলে রোগস্থান ক্ষার বা অগ্নি-দ্বারা দহন করিবে।

গতির্হিনস্তি হন্বস্থি দশনে সমুপেক্ষিতে।
তস্মাৎ সমূলদশনং নির্হরেদ্ ভগ্নমস্থি চ ॥

দন্তনালী অচিকিৎসিত হইলে হনুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত সংহার করে। অতএব মূলের সহিত দন্ত উৎপাটন ও ভগ্ন অস্থি উত্তোলন করিবে।

উদ্ধৃতে ত্তুত্তরে দন্তে শোণিতং সংপ্রসিচ্যতে।
রক্তাতিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি চ।
চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নোপহরেদ্ ভিষক্ ॥

উপরিপাটীস্থ দন্ত উৎপাটন করিলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া নানা প্রকার ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব উপরপাটির দন্ত নড়িলেও তাহা উৎপাটন করা কর্ত্তব্য নহে।

কষায়ং জাতীমদন-কটুকস্বাদুকণ্টকৈঃ।
লোধ্রখদিরমঞ্জিষ্ঠা-যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎ কৃতম্।
তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্ ॥

জাতীপত্র, ময়না, কটুকী ও বৈঁচি ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হয়।

সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবলাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য বা।
নির্য্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ।
স্নৈহিকশ্চ হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেব চ ॥
(ত্রৈবৃতস্য সর্পিষস্ত্রিবৃতাপরস্য সর্পিষঃ কবল ইত্যর্থঃ, ইতি ভাবমিশ্রঃ।)

দন্তহর্ষ রোগে সুখোষ্ণ স্নেহ পদার্থের কবল, ত্রৈবৃত ঘৃতের কবল, বাতঘ্ন কাথ, স্নৈহিক ধূম ও স্নৈহিক নস্য হিতকর।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্।
লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥

দন্তমূলের কোন হানি না হয়, এরূপ সাবধান হইয়া দন্তশর্করা তুলিয়া মধুসংযুক্ত

লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা তৎস্থান ঘর্ষণ করিবে। (দন্তগতমলপদার্থ পিত্ত ও বায়ু দ্বারা শর্করাবৎ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে)।

দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ।
কপালিকা কৃচ্ছ্রসাধ্যা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা॥
(কৃচ্ছ্রসাধ্যেত্যনেন কপালিকায়াঃ শীঘ্রপ্রতিকর্ত্তব্যতা সূচ্যতে)।

কপালিকারোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও ইহাতে দন্তহর্ষের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার দর্শে। (দন্তশর্করা দন্তাবয়বের সহিত খাপরার ন্যায় বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে)।

জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্।
তথাবপীড়ৈর্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ॥
ভদ্রদার্ব্বাদিবর্ষাভূ-লেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ।
হিঙ্গু কোষ্ণঞ্চ মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ॥

ক্রিমিদন্তক (পোকা খেকো দাত) রোগে, দন্তে স্বেদ প্রদান, ক্রিমিদূষিত রক্তের মোক্ষণ, বাতঘ্ন অবপীড় (নস্যবিশেষ), স্নেহ-গণ্ডূষধারণ, পুনর্নবা ও ভদ্রদার্ব্বাদি-গণের প্রলেপ এবং স্নিগ্ধ অন্নভোজন ব্যবস্থেয়। হিং উষ্ণ করিয়া ক্রিমিদন্তে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বৃহতীভূমীকদম্বপঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকাক্বাথঃ।
গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ॥

বৃহতী, কুকুরশিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের কাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগের বেদনা প্রশমিত হয়।

নীলীবায়সজঙ্ঘাস্নুগ্-দুগ্ধীনাঞ্চ মূলমেকৈকম্।
সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং প্রাহুঃ॥

নীলবৃক্ষ, কাকজঙ্ঘা, সিজ ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ ইহাদের মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তে চাপিয়া রাখিলে দন্তের ক্রিমি পড়িয়া যায়।

চলমুদ্ধৃত্য বা স্থানং দহেৎ তু শুষিরস্য চ॥

শুষির রোগে চলদন্ত তুলিয়া সেই স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

বিদার্য্যাদি-তৈলম্।

ততো বিদারীযষ্ট্যাহ্ব-শৃঙ্গাটককশেরুভিঃ।
তৈলং দশগুণং ক্ষীরং সিদ্ধং নস্যে তু যোজয়েৎ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুর ইহাদের কল্ক এবং যত তৈল, তাহার দশগুণ দুগ্ধ একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া তাহা নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয়।

হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টা কার্য্যা চার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া॥

হনুমোক্ষে অর্দ্দিত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্।
তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥

অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষান্ন, দন্তধাবন ও অতি কঠিন ভক্ষ্য দ্রব্য, দন্তরোগে বর্জ্জন করিবে।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণং ক্রিমিদন্তনুৎ।
জীবনীয়েন দুগ্ধেন ক্রিমিরন্ধ্রপ্রপূরণম্॥
(অর্কক্ষীরেণৈবমেকযোগঃ)॥

ছাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা কিংবা আকন্দের আঠা সহ জীবনীয় গণ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রিমিরন্ধ্র পূরণ করিবে।

দ্রোণপুষ্পদ্রবঃ ফেন-মধুতৈলসমাযুতঃ।
ক্রিমিদন্তবিনাশায় কার্য্যং কর্ণস্য পূরণম্॥

দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসিয়ার) রস, সমুদ্র-ফেন, মধু ও তৈল, একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে ক্রিমিদন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলকটুকাব্যোষ-পাঠাসৈন্ধবভার্গিকৈঃ।
চূর্ণৈর্মধুযুতো লেপঃ কবড়ো মধুতৈলকৈঃ॥

পটোল, কটুকী, ত্রিকটু, আকনাদি, সৈন্ধব ও বামুনহাটী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিলে এবং মধু ও তৈলের কবল ধারণ করিলে ক্রিমিদন্ত রোগ প্রশমিত হয়।

মুস্তামধুকনিগুণ্ডী-খদিরোশীরদারুভিঃ।
সমঞ্জিষ্ঠাবিড়ঙ্গৈশ্চ সিদ্ধং তৈলং হরেৎ ক্রিমীন্॥

মুতা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা, খদির, বেণার মূল, দেবদারু, মাঞ্জিষ্ঠা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দন্তে লাগাইলে ক্রিমিদন্ত রোগ নিবারিত হয়।

কর্কটাঙ্ঘ্রি-ক্ষীরপক্ব-ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি।
দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রি-লেপাদ্ বা দন্তযোজিতাৎ॥

কাঁকড়ার পায়ের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই পক্ব দুগ্ধে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত মর্দ্দন করিলে অথবা কাঁকড়ার পা বাটিয়া দন্তে তাহার প্রলেপ দিলে দন্তের শব্দ নিবারিত হয়।

চরণৌ কর্কটস্যাপি গোক্ষীরেণ বিপাচয়েৎ।
ঘনত্বঞ্চ গতে তস্মিন্ রাত্রৌ চরণলেপনাৎ।
দন্তানাং কড়্মড়ীং হন্তি সত্যং সত্যঞ্চ পার্ব্বতি॥

কাঁকড়ার ২ খানি পা বাটিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, ঘন হইলে উহা দ্বারা রাত্রিতে পদদ্বয় লেপন করিয়া রাখিবে। তাহাতে দাত কড়্মড়ানি নিবারিত হইবে।

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্তকেশেন বেণিকা।
তাং বদ্ধা চ গলে দন্ত-কড়্মড়ীং হন্তি মানবঃ॥

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ গাছি চুলে বেণী প্রস্তুত করিয়া, তাহা গলদেশে বান্ধিলে দাত কড়্মড়ানি প্রশমিত হয়।

দন্তরোগাশনি-চূর্ণম্।

জাতীপত্রপুনর্নবাতিলকণাকৌরুণ্টমুস্তাবচাঃ
শুণ্ঠীদীপ্যহরীতকী চ সদৃশং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ।
বাতঘ্নং ক্রিমিকর্ণশূলদহনং সর্ব্বাময়ধ্বংসনং
দৌর্গন্ধ্যাদিসমস্তদোষহরণং দন্তস্য রোগাশনিঃ॥

জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটিপত্র, মুতা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতপ্রক্ষিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

দশনসংস্কারচূর্ণম্।

শুণ্ঠী হরীতকী মুস্তা খদিরং ঘনসারকম্।
গুবাকভস্ম মরিচং দেবপুষ্পং তথা ত্বচম্॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তৎসমং প্রক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং কঠিনিসম্ভবম্।
এতদ্ দশনসংস্কার-চূর্ণং দন্তাস্যরোগজিৎ॥

শুণ্ঠী, হরীতকী, মুতা খদির, কর্পূর, সুপারি ভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগ, ফুলখড়ি চূর্ণ সর্ব্বসমান। এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্ত ও মুখরোগ উপশমিত হয়।

অথ জিহ্বাগতরোগ-নিদানম্।

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা
ভবেচ্চ শাকচ্ছদনপ্রকাশা।
পিত্তাৎ সদাহৈরুপচীয়তে চ
দীর্ঘৈঃ সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ॥
কফেন গুর্ব্বী বহলা চিতা চ
মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ শাল্মলিকণ্টকাভৈঃ।
জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ
সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ॥
জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো
মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বা-
মুন্নম্য জাতঃ কফরক্তমূলঃ।
লালাকরঃ কণ্ডুযুতঃ সচোষঃ
সা তূপজিহ্বা পঠিতা ভিষগ্ভিঃ॥

বায়ুজনিত জিহ্বারোগে, জিহ্বা স্ফুটিত ও রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং শাক (সেগুণ)-নামক বৃক্ষের পত্র সদৃশ কণ্টকব্যাপ্ত হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে জিহ্বা দাহজনক, রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি কণ্টকসমূহ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা, গুরু ও শাল্মলীকণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়।

দুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাতলে যে দারুণ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অলাস কহে। উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জিহ্বাস্তম্ভ ও জিহ্বামূলে অত্যন্ত পাক উপস্থিত করে।

দুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাকে উন্নত করিয়া নিম্নভাগে যে লালাস্রাব কণ্ডু ও দাহ বিশিষ্ট

জিহ্বাগ্রাকৃতি শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বা কহিয়া থাকে।

অথ জিহ্বারোগ-চিকিৎসা।

ওষ্ঠকোপে তু অনিলজে যদুক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্।
কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু॥

বাতজ ওষ্ঠরোগে যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বাতজনিত জিহ্বাকণ্টক রোগেও সেই চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃসৃতে দুষ্টশোণিতে।
প্রতিসারণগণ্ডূষ-নস্তঞ্চ মধুরং হিতম্॥

পৈত্তিক জিহ্বাকণ্টক রোগে ককশ পত্রাদি দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে কাকোল্যাদিগণের চূর্ণ ঘর্ষণ, গণ্ডূষধারণ ও নস্তগ্রহণ করিবে।

কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষ্বসৃজঃ ক্ষয়ে।
পিপ্পল্যাদিমধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণঃ॥
গৃহ্নীয়াৎ কবলঞ্চাপি গৌরসর্ষপসৈন্ধবৈঃ।
পটোলনিম্ববার্ত্তাকু-ক্ষারযূষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥

কফজ জিহ্বাকণ্টক রোগে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা জিহ্ব ঘর্ষণ করিয় রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে পিপ্পল্যাদিগণের সূক্ষ্ম চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ), শ্বেত সর্ষপ ও সৈন্ধব-লবণের কবল ধারণ এবং পটোল, নিম, বেগুণ ও ক্ষারপ্রধান কুলথাদির যূষ ভোজন করিবে।

জিহ্বাজাড্যং মাণভস্মলবণতৈলঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎসূক্ষ্মক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি॥

মাণভস্ম, সৈন্ধব লবণ ও তৈল একত্র মিলিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ এবং জামির লেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ সিজের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে জিহ্বাজাড্য রোগ প্রশমিত হয়।

উপজিহ্বান্তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
শিরোবিরেকগণ্ডূষ-ধূমৈশ্চৈনমুপাচরেৎ॥

কর্কশ পত্রাদি দ্বারা উপজিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষার প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে শিরোবিরেচন, গণ্ডূষধারণ ও ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ব্যোষক্ষারাভয়াবহ্নি-চূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্।
উপজিহ্বা প্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ॥

ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে অথবা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইলে উপজিহ্বা প্রশমিত হয়।

অথ তালুগতরোগ-নিদানম্।

শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং তালুমূলে প্রবৃদ্ধো
দীর্ঘঃ শোথো খ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ।
তৃষ্ণাকাসশ্বাসকৃৎ তং বদন্তি।
ব্যাধিং বৈদ্যাঃ কণ্ঠশুণ্ডীতি নাম্না॥
শোথঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী
প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু।
মন্দঃ শোথো লোহিতো শোণিতোত্থো
জ্ঞেয়োঽধ্রুষঃ সজ্বরস্তীব্ররুক্ চ॥
কূর্ম্মোৎসন্নোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা
রোগো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণা তু।
পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোথং
বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গম্॥
দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ
তাল্বন্তস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ।
নীরুক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎ স্যা-
ন্মেদোযুক্তাৎ পুপ্পুটস্তালুদেশে।
শোষোঽত্যর্থং দীর্য্যতে চাপি তালু
শ্বাসশ্চোগ্রস্তালুশোষোঽনিলাচ্চ।
পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং
তালুন্যেবং তালুপাকং বদন্তি॥

দুষ্ট কফ ও দুষ্ট রক্ত দ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। গলশুণ্ডী রোগে তৃষ্ণা শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়।

কফ ও রক্তের প্রকোপ হেতু তালুমূলে তুণ্ডিকেরী অর্থাৎ বনকার্পাসীফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে স্থূল শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহাতে তোদ ও দাহ বিদ্যমান থাকে; এবং ইহা পাকে।

তালুদেশে রক্তদুষ্টি জন্ম যে লোহিতবর্ণ অনতিস্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে অধ্রুষ কহে। ইহাতে জ্বর ও তীব্রবেদনা উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মার প্রকোপে তালুদেশে অল্প বেদনা-যুক্ত কূর্ম্মাকৃতি যে শোথ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকালে উদ্ভূত হয়, তাহাকে কচ্ছপ কহে।

রক্তপ্রকোপে তালুমধ্যে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ মাংসাঙ্কুরব্যাপ্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদ-লক্ষণাক্রান্ত।

কফদুষ্টিহেতু তালুদেশে বেদনারহিত যে দুষ্ট মাংসোপচয় হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত কহে।

দুষ্ট কফ ও মেদঃ, তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং অবেদন যে স্থায়ী শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে।

তালুশোষ নামক এক প্রকার তালুরোগ আছে, তাহাতে তালুর অত্যন্ত শোষ ও বিদারণবৎ পীড়া এবং রোগির শ্বাস উপস্থিত হয়। ইহা বাতপ্রকোপজ ব্যাধি।

পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তালুদেশে কষ্টদায়ক পাক উপস্থিত করিলে তাহাকে তালুপাক কহিয়া থাকে।

অথ তালুরোগ-চিকিৎসা।

ছিত্বা গলে গলশুণ্ঠীং ব্যোষোগ্রাক্ষৌদ্রসিন্ধুজৈঃ।
কুষ্ঠোষণবচাসিন্ধু-কণাপাঠাপ্লবৈরপি।
সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ঠ্যাঃ প্রঘর্ষণম্॥

গলশুণ্ঠী ছেদন করিয়া শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ ও সৈন্ধবলবণ, অথবা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্তমুস্তক ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে।

উপনাসাব্যধো হন্তি গলশুণ্ঠীমশেষতঃ।
গলশুণ্ঠীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূলচর্ব্বণম্॥

নাসিকার সমীপস্থ (অতি সমীপস্থ শিরা-চতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া) শিরা বিদ্ধ করিলে অথবা শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে গল-শুণ্ঠী বিনষ্ট হয়।

বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্।
নিঃকাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ।
ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥

গলশুণ্ঠী রোগে বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছাল, ইহাদের কাথের কবল এবং ঘণ্টাপারুল ও অপামার্গ প্রভৃতির ক্ষারজলে সিদ্ধ মুদ্গাণ্ডির যূষ হিতকর।

তুণ্ডিকেয্যধ্রুষে কূর্ম্ম-সঙ্ঘাততালুপুপ্পুটে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি।

তুণ্ডীকেরী, অধ্রুষ, কূর্ম্ম, সংঘাত ও তালু-পুপ্পুট রোগে পূর্ব্বোক্ত বিধিই করণীয়; তবে শস্ত্রকর্ম্মের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তুণ্ডীকেরী ও তালুপুপ্পুট ভেদ্য; অপরগুলি ছেদ্য।

তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্।
স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ স্বেদ ও বাতঘ্ন বিধি বিধেয়।

অথ কণ্ঠগতরোগ-নিদানম্।

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ
প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিতম্।
গলোপসংরোধকরৈস্তথাঙ্কুরৈ-
র্নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরিয়ং হি রোহিণী॥
জিহ্বাসমন্তাদ্ভৃশবেদনাস্তু
মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠবিরোধিনো যে।
সা রোহিণী বাতকৃতা প্রদিষ্টা
বাতাত্মকোপদ্রবগাঢযুক্তা॥
ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা
তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্তজা তু।
স্রোতোবিরোধিন্যচলোদ্গতা চ।
স্থিরাঙ্কুরা যা কফসম্ভবা সা॥
গম্ভীরপাকিণ্যনিবার্য্যবীর্য্যা
ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রিতয়োত্থিতা চ।
স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা
সাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকা তু॥
কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো
গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ।
খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্য-
স্তং কণ্ঠশালূকমিতি ব্রুবন্তি॥
জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাৎ তু
জিহ্বোপরিষ্টাদপি রক্তমিশ্রাৎ।
জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ
বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনম্॥

বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ
শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যং
বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি॥
গলে তু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ
শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্।
মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেনমাহু-
র্বলাসসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্॥
বৃত্তোন্নতোঽন্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ
সকণ্ডুরোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ।
নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ
ব্যাধির্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ॥
সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং
তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি।
তচ্চাপি পিত্তক্ষতজপ্রকোপাজ্-
জ্ঞেয়ং সতোদং পবনাত্মকন্তু॥
বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা
চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।
অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষাজ্
জ্ঞেয়া শতঘ্নী চ শতঘ্নিরূপা॥
গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ
স্থিরোঽল্পরুক্ স্যাৎ কফরক্তমূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ
স শস্ত্রসাধ্যস্তু শিলায়ুসংজ্ঞঃ॥
সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ
শোথো রুজঃ সন্তি চ যত্র সর্ব্বাঃ।
স সর্ব্বদোষৈর্গলবিদ্রধিস্তু
তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য॥
শোথো মহানন্নজলাবরোধী
তীব্রজ্বরো বায়ুগতের্নিহন্তা।
কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন
গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্তিতোঽতু॥
মন্ত্রায়মানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং
ভিন্নস্বরঃ শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ।
কফোপদিগ্ধেষ্বনিলায়নেষু
জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ॥
প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো
গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ।
স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী
প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ॥
সদাহতোদং শ্বয়থুং সুতাম্র-
মন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসম্
পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং
পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে।

বায়ু পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে বা সকলেই প্রকুপিত হইয়া, মাংস ও রক্তকে দূষিত করতঃ কণ্ঠদেশে মাংসাঙ্কুর সমূহ উৎপাদন করে। সেই মাংসাঙ্কুর দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়াতে রোগির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধির নাম রোহিণী।

বাতজ রোহিণী রোগে, অত্যন্ত বেদনা-দায়ক কণ্ঠ-নিরোধক মাংসাঙ্কুর সকল জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয়, তাহাতে মন্যাস্তম্ভাদি বাতজ উপদ্রব সকল প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে।

পিত্তজ রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র পাকে। ইহাতে তীব্র-জ্বর উপস্থিত হয়।

কফজ রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল কণ্ঠস্রোতোরোধক অচল উন্নত ও কঠিন হয়।

সান্নিপাতিক রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুর সকল গম্ভীরপাকী দুর্নিবার্য্য ও ত্রিদোষলক্ষণা-ক্রান্ত হয়।

রক্তজ রোহিণী, পৈত্তিক-রোহিণীর লক্ষণ যুক্ত ও স্ফোটক দ্বারা আকীর্ণ হয়। ইহা সাধ্য।

কফপ্রকোপ হেতু কণ্ঠদেশে কুল-আঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট খরস্পর্শ ও কঠিন যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে। ইহা কণ্টকবৎ ও জলশূকবৎ বেদনাদায়ক। কণ্ঠ-শালুক অস্ত্রসাধ্য ব্যাধি।

কফ ও রক্ত, জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়। উপজিহ্ব জিহ্বার নিম্নে হয়, অধিজিহ্ব উপরে থাকে।

দুষ্ট কফ, কণ্ঠদেশে বলয়াকৃতি যে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলয় কহে। বলয় রোগে অন্নবহ-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার শক্তি দুর্নিবার্য্য, সুতরাং বিবর্জ্জনীয়।

শ্লেষ্মা ও অনিল প্রকুপিত হইয়া কণ্ঠদেশে শ্বাস ও বেদনাজনক মর্ম্মচ্ছেদক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলাস কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

দুষ্ট কফ ও রক্ত, কণ্ঠ-মধ্যে দাহ ও কণ্ডু-যুক্ত ঈষৎপাকী ও ঈষৎ মৃদু, ভারবিশিষ্ট উন্নত ও গোলাকার যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে একবৃন্দ কহে।

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ হেতু কণ্ঠদেশে উন্নত ও গোলাকার এবং তীব্রজ্বর ও দাহবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। ইহা বাতাত্মক হইলে তোদবিশিষ্ট হয়।

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ জন্য কণ্ঠ-নিরোধক, কঠিন ও শতঘ্নীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতঘ্নী কহে। (লৌহ-কণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলাকে শতঘ্নী বলে।) শতঘ্নী যেমন লৌহ-কণ্টকে আকীর্ণ, ইহাও তেমনি মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত। ইহাতে বাতাদি-দোষত্রয়-কৃত বিবিধ বেদনা বিদ্যমান থাকে। এই রোগ প্রাণনাশক।

কফ ও রক্তের প্রকোপে কণ্ঠদেশে আম-লের আঁটির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট কঠিন এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত যে শোথ হয়, তাহাকে শিলায় (বা গিলায়) কহে। ইহাতে বোধ হয় যেন, আহার দ্রব্য কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শিলায় অসাধ্য ব্যাধি।

ত্রিদোষের প্রকোপহেতু সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। ইহাতে তোদ দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি ত্রিদোষ-জনিত সর্ব্বপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত। স্থানভেদে চিকিৎসাভেদ থাকায় গলবিদ্রধি পৃথগ্‌ভাবে পুনঃ পঠিত হইয়াছে।

গলৌঘ রোগে গলমধ্যে এরূপ বৃহৎ শোথ হয় যে, তাহাতে অন্ন জল ও নিশ্বাসবায়ুরও গতি রুদ্ধ হয়। এবং রোগী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা কফরক্তজনিত ব্যাধি।

স্বরঘ্ন-রোগে শ্বাসমার্গ কফরুদ্ধ হওয়াতে রোগী মূর্চ্ছা যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, তাহার স্বরভেদ হয় এবং কণ্ঠ নীরস ও অবশ (কোন দ্রব্য গিলনে অসমর্থ) হইয়া থাকে। ইহা বাতজ ব্যাধি।

যে রোগে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত অতি কষ্ট-দায়ক লম্ববান্ শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণনাশ করে, তাহাকে মাংসতান কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

বিদারী রোগে কণ্ঠের মধ্যে তোদ-দাহ-বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ শোথ হয়, এবং ক্রমে ঐ শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। যে পার্শ্বে শয়ন করা অভ্যাস, সেই পার্শ্বেই প্রায় এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি।

অথ কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

—*—

সাধ্যানাং রোহিণীনাস্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্তকর্ম্ম চ ॥

চিকিৎসাসাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ ও নস্তগ্রহণ হিতকর।

বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণাংস্তৈলকবড়ান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥

বাতিক রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া পঞ্চলবণের প্রতিসারণ এবং বারংবার ঈষদুষ্ণ তৈলের কবল ধারণ করিবে।

পতঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ।
দ্রাক্ষাপরূষকক্বাথো হিতশ্চ কবলগ্রহে ॥

পৈত্তিক রোহিণীরোগে রক্তচন্দন, চিনি ও মধুর প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ) এবং দ্রাক্ষা ও ফলসার ক্বাথের কবলধারণ হিতকর।

আগারধূমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ।
শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্।
নস্তঃকর্ম্মণি দাতব্যং কবলঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে ॥

শ্লেষ্মোল্বণ রোহিণীরোগে ঝুল ও কটুকীর প্রতিসারণ এবং লতাফট্‌কী (অথবা অপরা-জিতা), বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব, ইহাদের সহিত

তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্যগ্রহণ ও কবলধারণ করিবে।

> পিত্তবৎ সাধয়েদ্ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্।
> বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েৎ তুণ্ডিকেরীবৎ।
> এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ॥

রক্তজ রোহিণীর চিকিৎসা পিত্তজ রোহিণীর ন্যায় করিবে। কণ্ঠশালূক রোগে দুষ্ট রক্ত স্রাব করিয়া তুণ্ডিকেরীর ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং একবার অল্প করিয়া স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করাইবে।

> উপজিহ্বিকবচ্চাপি সাধয়েদধিজিহ্বিকাম্॥
> উন্নাম্য জিহ্বামাকৃষ্য বড়িশেনাধিজিহ্বিকাম্।
> ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈর্ঘর্ষণাদিভিঃ॥

উপজিহ্বার ন্যায় অধিজিহ্বিকা রোগের চিকিৎসা করিবে। অধিজিহ্বিকা রোগে জিহ্বা উর্দ্ধদিকে তুলিয়া বড়িশ যন্ত্র দ্বারা ধরিয়া মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা অধিজিহ্বা ছেদন করিবে। এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণাদি দ্বারা ঐ স্থান ঘর্ষণ করিবে।

> একবৃন্দস্য বিস্রাব্য বিধিঃ শোধনমাচরেৎ।
> শিলায়ুশ্চাপি যো ব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ॥
> (শস্ত্রেণ সাধয়েদিতি কঠিনমল্পবেদনমপক্বং শিলায়ুং ছেদয়েৎ, পক্বন্তু ভেদয়েৎ পূয়নিঃসারণার্থং। ততো দ্বিব্রণীয়োক্তবিধিনা শোধনাদিকমপি লভ্যতে।)

একবৃন্দ রোগে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রতিসারণ, শিরোবিরেচন ও কবলধারণ দ্বারা গলগত দোষ শোধন এবং বমনাদি দ্বারা কায়বিশোধন করিবে।

শিলায়ুরোগ শস্ত্রসাধ্য। কঠিন অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও অপক্ব শিলায়ু ছেদ্য, কিন্তু পূয়নিঃসারণার্থ পক্ক শিলায়ু ভেদ্য। তদনন্তর সুশ্রুতের দ্বিব্রণীয়-চিকিৎসোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

> অমর্ম্মস্থং সুপক্বঞ্চ ভেদয়েদ্ গলবিদ্রধিম্।

গলবিদ্রধি যদি মর্ম্মস্থানজাত না হয়, তাহা হইলে সুপক্কাবস্থায় উহা ভেদ করিবে।

> কণ্ঠরোগেষ্বসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণনস্যাদিকর্ম্ম চ।
> ক্বাথপানন্তু দার্ব্বীত্বঙ্নিম্বতার্ক্ষ্যকলিঙ্গজঃ॥

সর্ব্ববিধ কণ্ঠরোগেই রক্তমোক্ষণ তীক্ষ্ণ নস্যাদি প্রয়োগ এবং দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিবে।

> হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ।
> কটুকাতিবিষাদারু-পাঠামুস্তকলিঙ্গকাঃ।
> গোমূত্রক্বথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥

মধুসংযুক্ত হরীতকী-ক্বাথ, অথবা কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে সমুদায় কণ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

> দশমূলং পিবেৎ ক্বাথং যূষং মূলককৌলযোঃ।
> ক্ষীরেক্ষুরসগোমূত্রদধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ।
> বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলঘৃতৈরপি॥

গলরোগে দশমূলের ক্বাথ, কিংবা শুষ্ক মূলক ও কুলথকলায়ের যূষ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে এবং দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধি, দধির মাত, অম্ল কাঞ্জিক, তৈল ও ঘৃত দ্বারা কবল ধারণ করিবে।

> মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষং দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্।
> পাঠা রসাঞ্জনং দূর্ব্বা তেজোবতী চ চূর্ণিতম্।
> ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে মহৌষধম্॥

দ্রাক্ষা, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রাছাল, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চৈ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে গলরোগে অত্যন্ত উপকার হয়।

কালকচূর্ণম্।

> গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাঞ্জনম্।
> তেজোহ্বা ত্রিফলা লৌহং চিত্রকশ্চেতি চূর্ণিতম্॥
> সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্ গলরোগবিনাশনম্।
> কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তজিহ্বাস্যরোগনুৎ॥

ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চৈ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ ও চিতা এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ

করিলে গলরোগ, দন্ত, জিহ্বা ও মুখগত রোগ বিনষ্ট হয়।

পীতকচূর্ণম্।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্ব্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব-লবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত-মণ্ডে আলোড়িত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। (ইহা এবং কালক চূর্ণ সকল-প্রকার মুখ রোগেই উপকার করে।)

ক্ষারগুড়িকা।

পঞ্চকোলক তালীশ-পত্রৈলামরিচত্বচঃ।
পলাশমুষ্ককক্ষার-যবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ॥
গুড়ে পুরাণে কথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতা।
কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি।
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, গুড়ত্বক্, পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য, দ্বিগুণ পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া কুল-প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করত ৭ দিবস ঘণ্টাপারুলির ক্ষার মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই গুড়িকা সকল প্রকার কণ্ঠরোগে অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

যবক্ষারাদিগুটী।

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং
রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্।
ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুটিকাং মুখেন
তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥

যবক্ষার, লতাফট্কী (কেহ বলেন চৈ), আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, পিপুল, এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত গুড়িকা করিয়া, মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার গলরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
সর্জ্জিকাক্ষারতুল্যাংশৈশ্চূর্ণোঽয়ং গলরোগনুৎ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ব্যবহারে গলরোগ নষ্ট হয়।

মূত্রস্বিন্নাং শিবাং তুল্যাং মধুরীকুষ্ঠবালকৈঃ।
অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরসতামপি॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, মৌরি, কুড় ও বালা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে মুখরোগ ও মুখের বিরসতা নষ্ট হয়।

বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণেন লবণেঃ প্রতিসারয়েৎ।
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবড়নস্যয়োঃ॥

বাতজন্য সর্ব্বসর-মুখরোগে সৈন্ধব লবণ দিয়া মুখ, দন্ত ও জিহ্বা মার্জ্জন করিবে এবং বাতনাশক (ভদ্রদার্ব্বাদি গণ) দ্রব্যের কল্ক ও কাথ সহ সিদ্ধ তৈলের কবড় ও নস্য গ্রহণ করিবে।

পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ।
সর্ব্বপিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্মধুরশীতলঃ॥

পিত্তজন্য সর্ব্বসর-মুখরোগে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে পিত্তনাশক মধুর ও শীতল বিধি অবলম্বন করিবে।

প্রতিসারণগণ্ডূষান্ ধূমং সংশোধনানি চ।
কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥

কফজ সর্ব্বসর রোগে প্রতিসারণ, গণ্ডূষ-ধারণ, ধূমপান, সংশোধন এবং কফবিনাশক চিকিৎসা করিবে।

মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃকায়বিরেচনম্।
কার্য্যস্তু বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥

মুখপাক রোগে শিরাবেধ, শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন ও বারংবার জাতীপত্র চর্ব্বণ করিবে।

জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষা-যাসদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ।
কাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়।

কথিতা ত্রিফলাপাঠা-মৃদ্বীকাজাতিপল্লবাঃ।
নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা॥
(নিষেব্যা ইতি পানগণ্ডূষাভ্যামুপযোজ্যা। ইতি চক্রটীকা)

ত্রিফলা, আকনাদি, দ্রাক্ষা ও জাতীপাতা ইহাদের কাথ পান ও গণ্ডূষধারণ অথবা ত্রিফলা ভক্ষণ করিলে, মুখপাক নিবারিত হয়।

কৃষ্ণাজীরককুষ্ঠেন্দ্র-যবাপাঃ চূর্ণতস্ত্র্যহাৎ।
মুখপাকব্রণক্লেদ-দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥

পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ তিন দিবস ব্যবহার করিলে মুখপাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য উপশমিত হয়।

রসাঞ্জনং লোধ্রমপামযঞ্চ মনঃশিলা নাগরগৈরিকঞ্চ।
পাঠা হরিদ্রা গজপিপ্পলী চ স্তৌদ্রান্বিতং ক্ষৌদ্রযুতং মুখস্থ॥

রসাঞ্জন, লোধ, কুড়, মনঃশিলা, শুঁঠ, গেরিমাটী, আকনাদি, হরিদ্রা ও গজপিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখপাক নষ্ট হয়।

পটোলনিম্বজম্ব্বাম্র-মালতীনবপল্লবাঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥

পটোল, নিম, জাম, আম ও মালতী ইহাদের নূতন পত্রের কাথে মুখধাবন করিলে উপকার দর্শে।

পঞ্চবল্ককষায়ো বা ত্রিফলাকাথ এব চ।
মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যো মুখধাবনে॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছালের কাথ অথবা ত্রিফলার কাথ মধু সহ মিশ্রিত করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখপাকের উপশম হয়।

স্বরসঃ কথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া।
সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগ্‌দোষনাড়ীব্রণাপহা॥

দারুহরিদ্রার স্বরস অথবা কাথ ঘনীভূত করিয়া মধুর সহিত অবলেহন বা লেপন করিলে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ উপশমিত হয়।

তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ।
সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্ত গণ্ডূষো দাহপাকহা॥

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিল অথবা নীলোৎপলের কাথ ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ ও মধু সংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে দাহ ও পাক নিবারিত হয়।

তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষশ্চূর্ণদাহহা॥

চূর্ণ ভক্ষণ করায় মুখে দাহ উপস্থিত হইলে তৈলের বা কাঞ্জিকের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

ঘনকুষ্ঠৈলাধান্যাকযষ্টীমধ্বেলবালুকাকবড়ঃ।
বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুনগন্ধঞ্চ॥
(ঘনাদিকং মুখে নিক্ষিপ্য চর্ব্বণীয়মিতি বৃদ্ধাঃ।)

মুতা, কুড়, এলাইচ, ধনে, যষ্টিমধু ও এলবালুক, এই সমস্ত বস্তু চর্ব্বণ করিলে মুখের দৌর্গন্ধ্য এবং সুরাপান ও রসুন ভোজন জনিত গন্ধ নিবারিত হয়।

সপ্তচ্ছদাদিঃ।

সপ্তচ্ছদোশীরপটোলমুস্ত-হরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ।
যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ কাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্থ॥

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দাল মূল ও রক্তচন্দন এই সমুদায় দ্রব্যের কাথ পান করিলে মুখের পাক নিবারণ হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোলশুণ্ঠীত্রিফলাবিশালাত্রায়ন্তিতিক্তাদ্বিনিশামৃতানাম্।
পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্যগদানশেষান্॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ মধুর সহিত পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়।

সহকারগুড়িকা।

এলালতালবণিকাফলশীতকোষ-
কোলাস্থিকানি খদিরস্ত কৃতে কষায়ে।

তুল্যাংশকানি দশভাগমিতে নিধায়
প্রোদ্ভিন্নকৈতকপুটে পুটবদ্বিপাচ্য ॥
প্রাগংশতুল্যশশিনাথ তদেকসংস্থং
পিষ্ট্বা নবেন সহকাররসেন হস্তৌ।
লিপ্ত্বা যথাভিলষিতাং গুড়িকাং বিদধ্যাৎ
স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বদনসৌরভবন্ধুভূতাম্ ॥

এলাইচ, লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, জায়ফল, কর্পূর, জৈত্রী, কক্কোল ও অগুরু ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ কল্ক, সকলের দশগুণ পরিমিত খদির কাষ্ঠের কাথে, আলোড়িত করিয়া বিকসিত-কেতকীপত্রের পুটমধ্যে স্থাপন ও পুটপাক-বিধানানুসারে অল্প পাক করিবে। পরে উক্ত কল্ক সকল চূর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্ব পরিমিত কর্পূর মিশাইবে। অনন্তর নূতন আমের বোটার আঠা হস্তে মাখিয়া সেই হস্তে ইচ্ছামত গুড়িকা পাকাইবে। ইহা সেবন করিলে স্ত্রী পুরুষের মুখে অত্যন্ত সৌরভ হয় এবং মুখরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্পখদিরবটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ ॥
জাতীকর্পূরপূগানি কক্কোলকফলানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
দন্তৌষ্ঠমুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ।
(জাত্যাদিচূর্ণানাং প্রত্যেকং পলং বক্ষ্যমাণখদিরবটিকায়াং পলাংশিকানীতিদর্শনাৎ। ইতি শিবদাসঃ।)

খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, কক্কোল ও জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালুর পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎ খদিরবটিকা।

গায়ত্রিসারতুলয়েরিমবল্কলানাং
সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ।
নিঃক্বাথ্য পাদমবশিষ্টমুবস্ত্রপূতং
ভূয়ঃ পচেদথ শনৈর্মৃদুপাবকেন ॥

তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং
শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্।
এলামৃণালসিতচন্দনচন্দনাম্বু-
শ্যামাতমালবিকসাঘনলোহযষ্টী ॥
লজ্জাফলত্রয়রসাঞ্জনধাতকীভ-
শ্রীপুষ্পগৈরিককটঙ্কটকট্‌ফলানাম্।
পদ্মাহ্বলোধ্রবটরোহযবাসকানাং
মাংসীনিশাসুরভিবল্কলসংযুতানাম্ ॥
কক্কোলজাতিফলকোষলবঙ্গকানি
চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাংশিকানি।
শীতেঽত্র চাস্য ঘনসারচতুষ্পলঞ্চ
ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশীগুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ ॥
শুষ্কা মুখে বিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি
রোগান্ গলৌষ্ঠরসনাদ্বিজতালুজাতান্।
কুর্য্যুর্ম্মুখে সুরভিতাং পটুতাং রুচিঞ্চ
স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনালঘুত্বম্ ॥
(গায়ত্রিসারঃ খদিরসারস্তস্য তুলয়া সার্দ্ধম্ অরিমেদবল্কলানাং বিটখদিরত্বচাং তুলাযুগলমিত্যর্থঃ। ইতি চক্রটীকা।)

খদির ১২॥ সের, গুয়েবাবলার ছাল ১২॥০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, অগুরু, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগকেশর, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, গেরিমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের ঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না (অথবা কুন্দুর কিংবা মূর্ব্বা) ও দারুচিনি প্রত্যেক ২ তোলা; কক্কোল, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে কর্পূর ৴।০ অৰ্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া মটর প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গুড়িকা শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুসম্বন্ধী রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধি, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচিবৃদ্ধি হয়।

মুখরোগহরীবটী।

রসগন্ধৌ সমৌ তাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু।
গোমূত্রেণ বিমর্দ্দ্যাথ সপ্তধার্কদ্রবেণ চ॥
জাতীনিম্বমহারাষ্ট্রী-রসৈঃ সিধাতি পাকতঃ।
কণা মধুযুতা হন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥
অষ্টগুঞ্জা ধৃতা বক্তে, সন্ত্যো হন্তি বটী গদান্।
মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখঞ্চ প্রতিসারয়েৎ।
ধারণাৎ সেবনাচ্চৈব হন্তি সর্ব্বান্ মুখাময়ান্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে, আকন্দ পত্রের রসে, জাতীপত্র রসে, নিমপত্র রসে ও জলপিপ্পলীর রসে ৭ বার করিয়া মর্দ্দন করত ৮ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী মুখে ধারণ বা জলপিপ্পলীর কল্ক দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে অথবা পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ নষ্ট হয়।

রসেন্দ্রবটী।

রসেন্দ্রগন্ধাশ্মজতু-প্রবাল-
লৌহানি বেদ্যাঃ সমভাগিকানি।
রসেন্দ্রপাদপ্রমিতঞ্চ হেম
বিভাব্য নিম্বাসনবহ্নিতোয়ৈঃ॥
ততো বটীর্দ্বিরক্তিকা বিমর্দ্দ্য
বিধায় বুদ্ধ্যা বহুবারবারা।
ফলা ত্রিকেন অগুরুলেন বাপি
প্রাতঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ প্রকরস্থ্যুণা বা॥
রসেন্দ্রবট্যাস্যগদান্ নিহন্তি
বাতাময়ান্ মেহগণান্ জ্বরাংশ্চ।
করোতি বহ্নের্বলবীর্য্যয়োশ্চ
বৃদ্ধিং বিশেষেণ রসায়নীয়ম্॥

পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ ।০ সিকি ভাগ; এই সকল একত্র করিয়া নিমছাল, অসনছাল ও চিতামূল ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বহুবার-ছাল, ত্রিফলা বা অগুরুর ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে মুখরোগ, বাতব্যাধি, মেহ ও জ্বরের শান্তি এবং অগ্নি, বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

সহকারবটী।

সহকারস্য নিম্বস্য খদিরস্যাসনস্য চ।
তুলাং পৃথক্ বিনিঃক্বাথ্য দ্রোণমানেন চাম্বুনা॥
একীকৃত্য কষায়াংশ্চ পাদশিষ্টান্ পুনঃ পচেৎ।
তত্র ক্ষিপেন্মলয়জং বালকং রক্তচন্দনম্॥
গৈরিকং দেবপুষ্পঞ্চ ধাতকীং রজনীদ্বয়ম্।
লোধ্রং জাতীফলং শ্যামাং চাতুর্জ্জাতং ফলত্রয়ম্॥
বটপ্ররোহমঞ্জিষ্ঠা-মাংসীরসুধরং বিড়ম্।
কটুত্রয়ময়শ্চন্দ্রং প্রত্যেকঞ্চ প্রমাণতঃ॥
ততঃ কলায়সদৃশীর্বিদধ্যাদ্ গুড়িকা ভিষক্।
রোগান্ কণ্ঠৌষ্ঠরসনা-দন্ততালুসমুদ্ভবান্॥
সহকারবটী হন্যাদাস্যেন বদনে ধৃতা।
জনয়েন্মুখসৌরভ্যং রুচিং স্থিরদন্ততাম্॥

আমছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিমছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। খদিরকাষ্ঠ ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অসনছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ৪টী ক্বাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। যথাসময়ে শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মুতা, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ ও কপূর প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে নামাইয়া মটরের ন্যায় গুটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। এই সহকারবটী মুখে ধারণ করিয়া থাকিলে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ক্ষতাদির নিবারণ, দন্ত সকলের স্থিরত্ব, আহারে রুচি ও মুখে সৌগন্ধ্য হয়।

চতুর্ম্মুখো রসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং স্বর্ণং তাভ্যাং তুল্যাং মনঃশিলাম্।
বিমর্দ্দয়েচ্চ তৈলেন অতসীসম্ভবেন চ॥
তদ্গোলং বস্ত্রতো বদ্ধা লেপয়েচ্চ সমন্ততঃ।
অতসীফলকল্কেন দোলাযন্ত্রে ত্র্যহং পচেৎ।
উদ্ধৃত্য ধারয়েদ্ বক্তে্র জিহ্বাদন্তাস্যরোগনুৎ॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, জারিত স্বর্ণ ১ ভাগ, উভয়ের তুল্য মনঃশিলা, মসিনাতৈলে মর্দ্দন

করিয়া একটী পিণ্ড করিবে। পরে ঐ পিণ্ড বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে অতসীফলের কল্ক লেপন করিবে। পরে ইহা দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে জিহ্বা দন্ত ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

পার্ব্বতীরসঃ।

পার্ব্বতীকাশীসস্তুতো দরদো মধুপুষ্পকম্।
গুড়ূচীশাল্মলীদ্রাক্ষা ধান্যভূনিম্বমার্কবম্॥
তিলমুদ্গপটোলঞ্চ কুষ্মাণ্ডলবণদ্বয়ম্।
যষ্টিকাধান্যকং ভস্ম চান্তর্দ্দগ্ধং সমং সমম্।
মুখরোগং নিহন্ত্যাশু পার্ব্বতীরস উত্তমঃ।
পিত্তজ্বরং চিরং হন্তি তিমিরঞ্চ তৃষামপি॥

গন্ধক, পারদ, হিঙ্গুল, মৌলফুল, গুলঞ্চ, শিমুল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুষ্মাণ্ড, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, যষ্টিমধু, ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে অন্তর্বাষ্পে দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম সেবনে মুখরোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা পিত্তজ্বর, তিমির ও তৃষ্ণানাশক।

সপ্তামৃতরসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং মৃতলৌহং শিলাজতু।
গুগ্গুলুঞ্চ শিলা তাপ্যং সমাংশং মধুনা লিহেৎ।
মাষমাত্রপ্রয়োগেণ মুখরোগং বিনাশয়েৎ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুসহ মাড়িয়া একমাষা পরিমাণে ব্যবহার করিলে মুখরোগ নিরাকৃত হয়।

পথ্যাবটী।

পথ্যাবালককুষ্ঠঞ্চ গোমূত্রেণ প্রসাধয়েৎ।
এষা চ বটিকা হন্তি মুখদৌর্গন্ধ্যসন্ততিম্॥

হরীতকী, বালা ও কুড় এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া, সকল চূর্ণের আটগুণ গোমূত্র সহ ঐ চূর্ণ পাক করিবে। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার মুখদৌর্গন্ধ্য নিবারিত হইবে।

মহাসহচর-তৈলম্।

তুলাং ধৃত্বাং নীলসহাচরস্য
দ্রোণেঽম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ্ যথাবৎ।
পূতে চতুর্ভাগরসে তু তৈলং
পচেচ্ছনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ॥
কল্কৈরনন্তাখদিরেরিমেদ-
জম্ব্বাম্রযষ্টীমধুকোৎপলানাম্।
তৎ তৈলমাস্যেন ধৃতং মুখেন
স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ॥

নীলঝাঁটি ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ৵৪ সের। কল্ক—অনন্তমূল, খদিরকাষ্ঠ, গুয়েবাব্‌লার ছাল, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও উৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

ইরিমেদাদ্যং তৈলম্।

ইরিমেদত্বক্‌পলশতমভিনবমাপোথ্য খণ্ডশঃ কৃত্বা।
তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভির্নিঃকাথ্য চতুর্থশেষেণ॥
কাথেন তেন মতিমাংস্তৈলস্যার্দ্ধাঢকং শনৈর্বিপচেৎ।
কল্কৈরক্ষসমাংশৈঃ মঞ্জিষ্ঠালোধ্রমধুকানাম্॥
ইরিমেদখদিরকট্‌ফললাক্ষান্যগ্রোধমুস্তসূক্ষ্মৈলা-
কর্পূরাগুরুপদ্মকলবঙ্গককোলজাতীফলানাম্॥
পত্তঙ্গগৈরিকবরাঙ্গগজকুসুমধাতকীনাঞ্চ।
সিদ্ধং ভিষগ্‌বিদধ্যাদিদং মুখাথেষু রোগেষু॥
পরিশীর্ণদন্তবিদ্রধিশৌষিরশীতাদদন্তহর্ষেষু।
ক্রিমিদন্তদরণচলিতপ্রদুষ্টমাংসাবশীর্ণেষু।
মুখদৌর্গন্ধ্যেষু চ কার্য্যং প্রাগুক্তেদাময়েষু তৈলমিদম্॥

তিলতৈল ৵৮ সের। গুয়েবাব্‌লার ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাব্‌লার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটছাল, মুতা, ছোট এলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কক্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, গুড়ত্বক্, নাগকেশর ও ধাইফুল প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ, দুষ্টমাংস, শৌষির ও শীতাদ প্রভৃতি দন্তসম্বন্ধী যাবতীয় রোগ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠরোগ নিবৃত্ত হয়।

লাক্ষাদ্যতৈলম্।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্‌প্রস্থং সমং পচেৎ।
চতুর্গুণেরিমক্কাথে দ্রব্যৈশ্চ পলসংমিতৈঃ ॥
লোধ্রকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকেশরপদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহ্বৈস্তৈলং গণ্ডূষধারণম্ ॥
দালনং দন্তচালঞ্চ হনুমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ অরুচিং বিরসাস্যতাম্।
হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্ ॥

তিলতৈল /৪ সের। লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের, গুয়েবাব্‌লার ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্ম-কেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডূষে দালন, দন্তচালন, হনুমোক্ষ, অরুচি ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি দূর হইয়া দন্ত সকল সুদৃঢ় হয়।

বকুলাদ্য-তৈলম্।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লীকুরুণ্টকম্।
চতুরঙ্গুলবব্বোল-বাজিকর্ণেরিমাসনম্ ॥
এষাং কষায়কল্কাভ্যাং তৈলং পক্কং মুখে ধৃতম্।
স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং ধাবনেন চ ॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—বকুল ফল, লোধ, হাড়যোড়া, নীলঝাঁটি, সোঁদাল পত্র, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়েবাব্‌লা ও অসনছাল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত /১ সের। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে চলদন্ত দৃঢ় হয়।

জাত্যাদ্যং তৈলম্।

জাতীপল্লবতোয়েন শঙ্খপুষ্পীরসেন চ।
বকুলত্বক্‌কষায়েণ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্ ॥
গায়ত্রীমাত্রবীজঞ্চ ত্রিফলাং কটুকত্রয়ম্।
চব্যং নীলোৎপলং কুষ্ঠং মধুকং রজনীদ্বয়ম্ ॥
মুস্তকং বালকং লোধ্রং সিন্দুরং স্বর্ণগৈরিকম্।
কল্কীকৃত্য ক্ষিপেৎ তত্র বটরোহমযোঽপি চ ॥
জাত্যাদ্যাখ্যমিদং তৈলং নিখিলান্ মুখজান্ গদান্।
ভগন্দরোপদংশৌচ ব্রণং দুষ্টং নিহন্তি চ ॥

তিলতৈল /৪ সের। জাতীপত্র রস, শঙ্খ-পুষ্পীর রস ও বকুলছালের ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ—খদিরকাষ্ঠ, আম্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দুর, স্বর্ণগৈরিক, বটের ঝুরি ও লৌহ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ, ভগন্দর, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

মালত্যাদ্যঘৃতম্।

মালতী দ্রোণপুষ্প্যাশ্চ নিম্ববব্বোলয়োস্তথা।
সহাচরস্য সর্জ্জস্য স্বরসেন পৃথক্ পৃথক্ ॥
কল্কৈর্মলয়জোশীর-রক্তচন্দনচম্পকৈঃ।
অশ্বত্থবটনীলিনী-রজনীদারুসৈন্ধবৈঃ ॥
দার্ব্ব্যা বিশ্বাহ্বকুষ্ঠাভ্যাং কণয়া চ পচেদ্ ঘৃতম্।
শনৈস্তাম্রময়ে পাত্রে কৃতবঙ্গবিলেপনে ॥
মালত্যাদ্যমিদং সর্পির্গদান্ মুখসমুদ্ভবান্।
নিহন্ত্যত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

গব্যঘৃত /৪ সের। মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, বাব্‌লা, ঝাঁটি ও শাল ইহাদের পত্রত্বগাদির রস বা ক্বাথ প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, অশ্বত্থছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, কুড় ও পিপুল মিলিত /১ সের। বঙ্গলিপ্ত (কলাইকরা) তাম্রপাত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত গণ্ডূষ ও পানার্থ ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা সমস্ত মুখরোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

মুখরোগে পথ্যানি।

স্বেদো বিরেকো বমনং গণ্ডূষঃ প্রতিসারণম্।
কবলোঽসৃক্‌স্রুতির্নস্যং ধূমঃ শস্ত্রাগ্নিকর্ম্মণী ॥
তৃণধান্যং যবা মুদ্গাঃ কুলত্থা জাঙ্গলো রসঃ।
বৃহৎপ্রোষ্ঠী কারবেল্লং পটোলং বালমূলকম্ ॥

কর্পূরনীরং তাম্বুলং তপ্তাম্বু খদিরো ঘৃতম্।
কটু তিক্তশ্চ বর্গোহয়ং হিতং স্যান্মুখরোগিণাম্॥

স্বেদন, বিরেচন, বমন, গণ্ডূষধারণ, প্রতিসারণ, কবলগ্রহণ, রক্তমোক্ষণ, নস্য, ধূম, শস্ত্রক্রিয়া, অগ্নিকর্ম্ম, তৃণধান্য, যব, মুগ, কুলথকলায়, জাঙ্গলমাংসের যূষ, বড়পুঁটিমাছ (সরল পুঁটি), করলা, পটোল, কচিমূলা, কর্পূরবাসিত জল, পান, গরমজল, খদির, ঘৃত, কটু দ্রব্য ও তিক্তদ্রব্য, এই সমস্ত মুখরোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুপথ্য।

মুখরোগেঽপথ্যানি।

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্।
দধি ক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥
অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

মুখরোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিবানিদ্রা, এই সমস্ত বিবর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মুখরোগাধিকারঃ।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ।

অথ কর্ণস্রোতোগতরোগ-নিদানম্।

সমীরণঃ শ্রোত্রগতোঽন্যথা চরন্
সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ।
করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ
স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ॥
কর্ণস্রোতঃস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্।
ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে॥
যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি।
শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥
বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তো বেণুঘোষোপমং স্বনম্।
করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষ্বেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে॥
শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো
জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেদ্ধি পূযং শ্রবণোঽনিলার্দ্দিতঃ
স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণকণ্ডূং করোতি চ।
পিত্তোষ্মশোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকম্॥
স কর্ণগূথো দ্রবতাং গতো যদা
বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে।
তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো
ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ॥
যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ
সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে
ভিষগ্ভিরাদ্যৈঃ ক্রিমিকর্ণকো গদঃ॥
পতঙ্গাঃ শতপদ্যশ্চ কর্ণস্রোতঃ প্রবিশ্য হি।
অরতিং ব্যাকুলত্বঞ্চ ভৃশং কুর্ব্বন্তি বেদনাম্॥
কর্ণো নিস্তুদ্যতে তস্য তথা ফরফরায়তে।
কীটে চরতি রুক্ তীব্রা নিষ্পন্দে মন্দবেদনা॥
ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধি-
র্ভবেৎ তদা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ।
সরক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ
প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্॥
কর্ণপাকস্তু পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্ভবেৎ।
কর্ণবিদ্রধিপাকাদ্বা জায়তে চাম্বুপূরণাৎ॥
পূযং স্রবতি যঃ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণকঃ।
কর্ণশোথার্ব্বুদার্শাংসি জানীয়াদুক্তলক্ষণৈঃ॥

কর্ণগত বায়ু প্রতিলোমভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া, কর্ণে অতি কষ্টদায়ক শূল উপস্থিত করে এবং কুপিত রক্ত পিত্ত বা কফ ইহাদের মধ্যে যে দোষ দ্বারা আবৃত হয়, তাহারও লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। ইহা কষ্টসাধ্য।

কর্ণনাদ নামক রোগে, কর্ণস্রোতোগত বায়ু দ্বারা কর্ণে ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভূত হয়।

শুদ্ধ বায়ু বা কফসংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিলে, বাধির্য্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয়।

বায়ু পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুঘোষের ন্যায় শব্দ উপস্থিত করিলে তাহাকে কর্ণক্ষ্বেড় কহে।

মস্তকে আঘাত, জলে নিমজ্জন অথবা কর্ণ-বিদ্রধির প্রপাক, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কর্ণকে প্রপীড়িত করিলে, তাহা হইতে পূয, রস ও জল নিঃস্রুত হইতে থাকে। ইহাকেই কর্ণস্রাব কহে।

কর্ণগত বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডূ উৎপাদন করিলে তাহাকে কর্ণকণ্ডূ কহে।

কর্ণস্থ শ্লেষ্মা পিত্তোষ্মদ্বারা শোষিত হইলে তাহাকে কর্ণগূথ কহে।

ঐ কর্ণগূথ যদি স্নেহ ও স্বেদাদি দ্বারা বিলীনীকৃত ও দ্রব হইয়া নাসিকা এবং মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে কর্ণ-প্রতিনাহ কহে। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে অর্দ্ধাব-ভেদক উপস্থিত হয়।

কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তের পচন হেতু ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, অথবা মাক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণক বলা যায়।

পতঙ্গ ও কাণকোঠারি (কেন্নাই) গণ কর্ণে প্রবেশ করিলে, অত্যন্ত অসুখ, ব্যাকুলতা, দারুণ বেদনা ও তোদ উপস্থিত হয় এবং কাণ ফর্‌ফর্‌ করিতে থাকে। কীট যখন চলিয়া বেড়ায়, তখন অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, কিন্তু নিস্পন্দ হইলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে।

কর্ণে ক্ষত বা অভিঘাত হেতু আগন্তুজ এবং দোষপ্রকোপ হেতু দোষজ, এই দ্বিবিধ বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। কর্ণ-বিদ্রধি রোগে সূচী-বেধবৎ বেদনা, ধূমনির্গমবৎ পীড়া, দাহ ও সন্তাপ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে রক্ত পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নিঃস্রুত হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপ হেতু কর্ণ ক্লিন্ন ও পূতিভাবা-পন্ন হইলে তাহাকে কর্ণপাক কহে।

কর্ণবিদ্রধির পাক অথবা কর্ণে জলপ্রবেশ হেতু কর্ণ দিয়া দুর্গন্ধ পূয নিঃস্রুত হইলে, তাহাকে পূতিকর্ণক কহে।

উপরি-উক্ত রোগ ব্যতীত, কর্ণে শোথ অর্ব্বুদ ও অর্শঃ হইয়া থাকে। তাহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথাদির লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

অথ কর্ণরোগ-চিকিৎসা।

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ।
চতুর্ণামপি চ রোগেষু সামান্যং ভেষজং স্মৃতম্॥
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দেয়মেতৎ স্যাদ্ বেদনাপহম্॥

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগের সাধারণ ঔষধ যথা;—'আদার রস ৪ মাষা, মধু ২ মাষা, সৈন্ধব ১ রতি এবং তিল তৈল ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়।

কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

কয়েৎবেলের রস, টাবালেবুর রস ও আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের যাতনা নিবৃত্ত হয়।

লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং সুরঙ্গ্যা মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥

রসুন, আদা, শজিনাছাল, রক্তশজিনা, মূলা ও কলার ডাঁটা ইহাদের সমস্তের বা এক একটির স্বরস ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের যাতনা নিবৃত্তি হয়।

সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ।
(যুক্ত্যেতি প্রথমং তৈলেন কর্ণং প্রক্ষাল্য ততোঽব-চূর্ণনমথবা শুষ্কেন কর্ণৌ পূরয়িত্বা ততঃ সমুদ্রফেনেনাব-চূর্ণনমিতি শিবদাসঃ।)

কর্ণবেদনায় প্রথমে কর্ণে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া অথবা কাঁজি দ্বারা কর্ণপূরণ করিয়া পরে সমুদ্রফেন চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

আর্দ্রকসূর্য্যাবর্ত্তকশোভাঞ্জনমূলকস্বরসাঃ।
মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ॥

মধু তৈল ও সৈন্ধবযুক্ত আদার রস বা হুড়হুড়ের রস বা সজিনার রস অথবা মূলার রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

শোভাঞ্জনস্য নির্য্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

সজিনার রস তিলতৈলের সহিত সংযুক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল উপশমিত হয়।

অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন চ।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্রের যে কোন মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্।
তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি॥
যৎ তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ।
তৎ প্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্নাতি বেদনাম্॥
(পিত্তানুবন্ধে তু সর্পির্দ্দেয়ং তৈলস্থানে। ইতি বিদেহঃ।)

কতকগুলি অশ্বত্থপত্রে একটি ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহা তৈলাভ্যক্ত ও জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ করিয়া কর্ণের উপর স্থাপন করিবে। অগ্নির উত্তাপে তৈল চুয়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণরন্ধ্রে পতিত হইবে। তাহাতে সদ্যই বেদনা নিবারিত হয়। (বিদেহ, পিত্তানুবন্ধে তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত দিতে বলেন।)

অর্কপত্রপুটে দগ্ধ-স্নুহীপত্রভবো রসঃ।
কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ॥

আকন্দপত্রের পুটে সীজপত্র ঝল্‌সাইয়া তাহার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি।
ছাগমূত্রং প্রশংসন্তি কোষ্ণং সৈন্ধবসংযুতম্॥

কর্ণে তীব্র শূল, শব্দ ও ক্লেদস্রাব থাকিলে সৈন্ধব-সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

বংশাবলেখসংযুক্তে মূত্রে বাজাবিকে ভিষক্।
তৈলং পচেৎ তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥

বাঁশের নীলের কল্ক ও ছাগমূত্রের সহিত অথবা মেষমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্।
কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে॥

হিঙ্গু, ধনে ও শুঁঠ এই সমুদায়ের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

অর্কস্য পত্রং পরিণামপীতং
মাজ্যেন লিপ্তং শিখিযোগতপ্তম্।
আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং
নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ॥

আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝল্‌সাইবে এবং রস নিঙড়াইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণের শূল ও অত্যন্ত বেদনা দূর হয়।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্।
নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্বাতশূলোক্তমৌষধম্॥

কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কটুতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। কর্ণনাদ ও বধিরতা রোগে বাতশূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণাদে নস্যপূর্ব্বকঃ।
গুড়নাগরতোয়েন নস্যং স্যাদুভয়োরপি॥

কর্ণনাদে পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ণপূরণ ও নস্যগ্রহণ করিবে। বধিরতা ও কর্ণনাদে গুড়মিশ্রিত শুঁঠের কাথ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে।

বাতোক্তং মাষতৈলাদি বাধির্য্যাদৌ তু যোজয়েৎ।
বর্জ্জয়েন্মৈথুনং ক্রোধং রুক্ষং বাধির্য্যপীড়িতঃ॥

বধিরতা রোগে বাতরোগোক্ত মাষতৈলাদি প্রয়োগ করিবে। বধির ব্যক্তির মৈথুন, ক্রোধ ও রুক্ষদ্রব্য বর্জ্জনীয়।

চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥

তিন্দুক (গাব), হরীতকী, লোধ, সমঙ্গা (বরাক্রান্তা) ও আমলকী ইহাদের বল্কল চূর্ণ, কয়েৎবেলের রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূযাদি স্রাব নিবারিত হয়।

স্বর্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূররসং ক্ষিপেৎ।
কর্ণস্রাবরুজো দাহস্তেন নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

সাচিক্ষার চূর্ণ টাবালেবুর রসে আপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের স্রাব, বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

সর্জ্জত্বক্চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ।
মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে॥

শালের ত্বক্চূর্ণ বন-কার্পাস ফলের রসে আপ্লুত করিয়া তাহা মধুর সহিত কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্রাব নিবৃত্তি হয়।

পুটপাকবিধিস্বিন্নো হস্তিবিড্জাতছত্রজঃ।
রসঃ সতৈলসিন্ধূত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ॥

হস্তির বিষ্ঠাজাত ছত্র (ছত্রাকার বস্তু বিশেষ) পুটপাকে ঝলসাইয়া তাহার রস, তৈল ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হয়।

কর্ণপ্রক্ষালনে শস্তং কবোষ্ণং সুরভীজলম্॥

কর্ণ-প্রক্ষালনে ঈষদুষ্ণ গোমূত্র প্রশস্ত।

ক্লেদয়িত্বা তু তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ।
শোধয়েৎ কর্ণগূথঞ্চ ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া॥

কর্ণগূথ রোগে প্রথমতঃ তৈল দ্বারা কর্ণমল ক্লিন্ন করিয়া পরে স্বেদ প্রদান করত শলাকা দ্বারা সেই মল নিঃসারিত করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা।
লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যূষণেনাবচূর্ণিতম্।
পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তূনাং নাশনং পরম্॥

হুড়হুড়ে, নিসিন্দা বা ঈশলাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদ্ বিধিম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ॥

কর্ণের ক্রিমিনাশার্থ ক্রিমিঘ্ন বিধির অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে বেগুনের ধূম ও সর্ষপ-তৈল প্রশস্ত।

হলিসূর্য্যাবর্ত্তব্যোষ-স্বরসেনাতিপূরিতে।
কর্ণে পতন্তি সহসা সর্ব্বাস্তু ক্রিমিজাতয়ঃ॥

ঈশলাঙ্গলা ও হুড়হুড়ের রসে ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

মালতীদলরসমধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ।
দূরেণ বিভজ্যতে বৈ শ্রবণযুগং পূতিরোগেণ॥

মালতীপত্রের রস মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা গোমূত্র দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ রোগ (কানপচা) নিবারিত হয়।

হরিতালং সগোমূত্রং পূরণং পূতিকর্ণজিৎ॥

হরিতাল গোমূত্রে ঘষিয়া তাহা দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

আম্রজম্বুপ্রবালানি মধূকস্য বটস্য চ।
এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ॥

আম, জাম, মৌল ও বট, ইহাদের নূতন পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ।
পিষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থে তৎ স্রাবকে পূতিকর্ণকে॥

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল, অথবা স্তনদুগ্ধ-পিষ্ট ও মধু-সংযুক্ত রসাঞ্জন কর্ণে পূরণ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন পূতিকর্ণ ও স্রাব প্রশমিত হয়।

বরুণার্ককপিত্থাম্র-জম্বুপল্লবসাধিতম্।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসেঽথবা॥

বরুণ, আকন্দ, কয়েৎবেল, আম ও জাম ইহাদের পত্রের সহিত পক্ব তৈল, অথবা কেবল জাতীপত্রের রস পূতিকর্ণে প্রয়োগ করিবে।

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ সমাচরেৎ।
ততো বিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ॥

কর্ণপ্রতীনাহ রোগে স্নেহ, স্বেদ ও শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগানন্তর দোষানুরূপ চিকিৎসা করিবে।

নিগুণ্ডীস্বরসস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ।
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ॥

নিসিন্দাপত্ররস, তৈল, সৈন্ধব লবণ ঝুল, পুরাতন গুড় ও মধু এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ উপশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষতবিসর্পবৎ।
বিধিশ্চ কফহা সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যপোহতি॥

কর্ণপাকে ক্ষতজ-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কর্ণকণ্ডূতে কফনাশক ক্রিয়া সকল কর্ত্তব্য।

বিদ্রধৌ চাপি কুর্ব্বীত বিদ্রধ্যুক্তং হি ভেষজম্॥
(বিদ্রধ্যুক্তমিত্যন্তর্বিদ্রধ্যুক্তমিতি শ্রীকণ্ঠঃ।)

কর্ণবিদ্রধিরোগে অন্তর্বিদ্রধি-রোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

শতাবরীবাজিগন্ধা-পয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ।
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরং পালীনাং পুষ্টিকৃৎ পরম্॥

শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী ও এরণ্ডবীজ, ইহাদের কল্ক ও যথোপযুক্ত দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কর্ণলতিকা পুষ্ট হয়।

গুঞ্জাচূর্ণযুতে জাতে মাহিষে ক্ষীর উদ্ধৃতম্।
নবনীতং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণপালিবিবর্দ্ধনম্॥

মাহিষদুগ্ধে, অষ্টমাংশ গুঞ্জাফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দধি পাতিবে। পরে ঐ দধি হইতে নবনীত উদ্ধৃত করিয়া সেই নবনীত কর্ণে মর্দ্দন করিলে কর্ণের পালি বর্দ্ধিত হয়।

কর্ণস্য দুর্ব্ব্যধে জাতে সংরম্ভো বেদনা ভবেৎ।
তত্র দুর্ব্যধরোহার্থং লেপো মধ্বাজ্যসংযুতঃ।
মধুকযবমঞ্জিষ্ঠা-রুবুমূলৈঃ সমন্ততঃ॥

কর্ণ দুর্বিদ্ধ হওয়ায় শোথ ও বেদনা জন্মিলে যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

অনেকধা তু ছিন্নস্য সন্ধিং কর্ণস্য বৈ ভিষক্।
যো যথাভিনিবিষ্টঃ স্যাৎ তং তথা বিনিযোজয়েৎ॥
ধান্যাম্লোষ্ণোদকাভ্যাস্তু সেকো বাতেন দূষিতে।
রক্তপিত্তেন পয়সা শ্লেষ্মণা চুষ্ণবারিণা॥

ততঃ সীব্য স্থিরং কুর্য্যাৎ সন্ধিবন্ধেন বা পুনঃ।
মধ্বাজ্যেন ততোঽভ্যজ্য পিচুনা সন্ধিবেষ্টনম্।
কপালচূর্ণেন ততশ্চূর্ণয়েৎ পথ্যয়াথবা॥

কর্ণসন্ধি বহুধা ছিন্ন হইলে যে যে স্থান যে যে স্থানের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থান তত্তৎস্থানে সংযুক্ত করিয়া দিবে। কর্ণচ্ছেদ বাতদূষিত হইলে কাঞ্জিক বা উষ্ণ-জল দ্বারা; রক্ত ও পিত্ত দূষিত হইলে দুগ্ধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মদূষিত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা কর্ণ-সেক করিবে। তৎপরে রেশমসূত্রে ছিন্ন স্থান সেলাই ও বন্ধন করিয়া ঘৃত ও মধুদ্বারা উহা অভ্যক্ত করিবে এবং তুলা দ্বারা সন্ধিস্থান বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর মৃৎকপাল চূর্ণ বা হরীতকীচূর্ণ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে।

ভৈরবো রসঃ।

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্গণং সবর্দ্ধকম্।
মরিচেন সমাযুক্তমাদ্রতোয়েন ভাবিতম্॥
বহ্নিমান্দ্যঞ্চামরোগং শ্লেষ্মাণং গ্রহণীগদম্।
সন্নিপাতং তথা শোথং হন্তি শ্রোত্রোদ্ভবং গদম্॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও মরিচ চূর্ণ এই সমুদায় একত্র আদার রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ইন্দুবটী।

শিলাজত্বভ্রলৌহানি সমানি হেম পাদিকং
কাকমাচাবরীধাত্রী-পদ্মানামম্ভসা পৃথক্।
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
ধাত্রীতোয়েন সংমর্দ্দ্য প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ॥
কর্ণনাদাদয়ঃ সর্ব্বে গদা বাতোত্থবাশ্চ যে।
প্রমেহা বিংশতিশ্চাপি নশ্যন্ত্যেতন্নিষেবণাৎ॥
সুধাবিশ্রাবণাদিন্দুর্জগতাং তাপহৃদ্ যথা।
তথৈবেন্দুবটী নাম রোগতাপনিসূদনী॥

শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ।০ সিকি ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা ক্কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে কর্ণনাদাদি সমস্ত রোগ, বাতজ ব্যাধি সকল এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়।

শারিবাদিবটী।

সারিবাং মধুকং কুষ্ঠং চাতুর্জ্জাতং প্রিয়ঙ্গুকম্।
নীলোৎপলং গুড়ূচীঞ্চ দেবপুষ্পং ফলত্রিকম্॥
অভ্রং সর্ব্বসমঞ্চাভ্র-সমং লৌহং বিভাবয়েৎ।
কেশরাজাম্বুনা পার্থ-ক্কাথেন যবজাম্ভসা॥
কাকমাচীরসেনাপি গুণ্ডালমূলদ্রবেণ চ।
ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতাঃ পশ্চাদ্ বিদধ্যাদ্ বটিকা ভিষক্॥
ধারোষ্ণেনাপি পয়সা শতমূলীরসেন বা।
একৈকাং যোজয়েৎ প্রাতঃ শ্রীখণ্ডসলিলেন বা॥
নিখিলান্ কর্ণজান্ রোগান্ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং ক্লৈব্যং জীর্ণজ্বরং তথা॥
অপস্মারমদার্শাংসি হৃদ্রোগঞ্চ মদাত্যয়ম্।
সারিবাদিবটী হন্যাৎ গদানখিলানপি॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলমূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিতুল্য অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ, এই সমুদায় একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে, অর্জ্জুন ছালের ক্কাথে, যবের ক্কাথে, কাকমাচীর রসে ও কুচমূলের ক্কাথে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস, অথবা চন্দন জল। প্রত্যহ প্রভাতে এক একটি বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ কর্ণরোগ, প্রমেহ ও রক্তপিত্তাদি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

দীপিকা-তৈলম্।

মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডাণ্যষ্টাঙ্গুলানি চ।
ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েৎ ততঃ॥
যৎ তৈলং চ্যবতে তেভ্যঃ সুখোষ্ণং তৎ প্রযোজয়েৎ।
জ্ঞেয়ং তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্॥
এবং কুষ্যাদ ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে।
মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবারণম্॥

মহৎ-পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড সকল পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে। ইহা হইতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় সুখোষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিবে, তদ্দ্বারা সদ্যঃ বেদনার উপশম হইবে। ইহার নাম দীপিকা তৈল। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠে দীপিকা তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনার শান্তি হয়।

ক্ষারতৈলম্।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রু রসাঞ্জনম॥
সৌবর্চ্চলযবক্ষার-স্বর্জিকোদ্ভিদসৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থিবিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ।
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূযাস্রাবশ্চ দারুণঃ।
পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংশ্রিতাঃ॥
ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্॥
মধুপ্রধানং শুক্তন্তু মধুশুক্তং তথাপরম্।
জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীগ্রন্থিসংযুতম্॥
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্।
(জম্বীরফলরসস্য দ্বাত্রিংশৎপলানি, পিপ্পলীমূলস্য চত্বারি, মধুনোহষ্টপলানীতি বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ মানক্রমঃ। শিবদাসঃ।)

তৈল /৪ সের। মধুশুক্ত ১৬ সের, টাবা লেবুর রস ১৬ (মতান্তরে /৪) সের, কদলী (বাকড়ার) রস ১৬ (মতান্তরে /৪) সের। কল্কার্থ—কচি শুষ্ক মূলার ক্ষার, হিঙ্গু, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, শজিনা ছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুতা মিলিত এক সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে

কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, পূযস্রাব ও ক্রিমি অতি সত্বর নিবারিত হয়। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ ও দন্তের পীড়া উপশমিত হয়।

মধুপ্রধান শুক্তকে মধু-শুক্ত কহে। মধু-শুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—জামীর লেবুর রস ৩২ পল, পিপুলমূল ৪ পল, মধু ১ সের, এই সমুদায় একত্র মৃৎকলসে রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে একমাস রাখিবে। তাহা হইলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হইবে।

অপামার্গক্ষারতৈলম্।

মার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তৈলম্।
অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পূরণতঃ॥

তিলতৈল /৪ সের। আপাঙ্গ ক্ষার /২ সের, জল ২৪ সের, ২১ বার ছাঁকিয়া ১৬ সের ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। কল্ক—আপাঙ্গ ক্ষার /১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকা মূলকং শুষ্কং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্।
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্বং শুক্তং চতুর্গুণম্।
প্রণাদশূলবাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশু ব্যপোহতি॥

তিলতৈল /৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ ও শুল্‌ফা মিলিত /১ সের। ইহা দ্বারা কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণস্রাব ও বধিরতা বিনষ্ট হয়।

দশমূলীতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎ কল্কং প্রদাতব্যং বাধির্য্যে পরমৌষধম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—দশমূল /১ সের। দশমূল তৈল বধিরতার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিল্বতৈলম্।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সাজক্ষীরং তদ্বিতরেদ্বাধির্য্যে কর্ণপূরণে॥

তিলতৈল /৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্ক—গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ /১ সের। বাধির্য্য রোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিবে।

বিল্বতৈলম্।

(মতান্তরে)

বিল্বগর্ভং পচেৎ তৈলং গোমূত্রাজপয়োঽন্বিতম্।
বাধির্য্যে পূরয়েৎ তেন কর্ণৌ সকফবাতজিৎ॥

তিলতৈল /১ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গোমূত্র /৪ সের। কল্ক—বেলশুঁঠ ২ পল। বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিবে।

লশুনাদ্যং তৈলম্।

লশুনামলকং তালং পিষ্ট্বা তৈলে চতুর্গুণে।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্।
তৎ তৈলং পূরয়েৎ কর্ণে বাধির্য্যং পরিণাশয়েৎ॥

তিলতৈল /১ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—রসুন, আমলকী ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হয়।

জম্ব্বাদ্যং তৈলম্।

জম্ব্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিত্থকার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনাবিমিশ্রং স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
এতৈঃ শৃতং নিম্বকরঞ্জতৈলং সসার্ষপং স্রাবহরং প্রদিষ্টম্।

(সার্দ্রমিতি সমস্তাদার্দ্রমিত্যর্থঃ। নিম্ববীজকরঞ্জবীজভবং তৈলং সার্ষপতৈলঞ্চ সংমিশ্র্য পক্তব্যম্। পৃথগেব তৈলত্রয়ং পক্তব্যমিত্যন্যে। ইতি শিবদাসঃ।)

কচি জামপত্র, কচি আমপত্র, কয়েৎবেল ও কার্পাসফল, ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। উপরি-উক্ত দ্রব্যের ও চতুর্গুণ জলের সহিত নিম, করঞ্জ তৈল বা সর্ষপের তৈল অথবা এই তিন প্রকার তৈল একত্র পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে স্রাব নিবারিত হয়।

শম্বূক-তৈলম্।

শম্বূকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতম্।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী বিনষ্ট হয়।

নিশাতৈলম্।

নিশাগন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
ধুস্তুরপত্রজরসে কর্ণনাড়ীজিদুত্তমম্॥
(নিশাগন্ধয়োর্মিলিত্বা পলমেকমিতি চক্রটীকা)।

কটুতৈল ⁄১ সের। ধুতুরা পাতার রস ⁄৪ সের। কল্ক—হরিদ্রা ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা। এই তৈল কর্ণনালী রোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠহিঙ্গুবচাদারু-শতাহ্বাবিশ্বসৈন্ধবৈঃ।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥

তৈল ⁄১ সের, ছাগমূত্র ⁄৪ সের। কল্কার্থ—কুড়, হিঙ্গু, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। এই তৈল পূতিকর্ণ-বিনাশক।

দার্ব্ব্যাদি-তৈলম্।

দার্ব্ব্যাশ্চ দশমূলস্য ক্বাথেন মধুকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসেনাপি পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥
কল্কৈঃ কুষ্ঠবচাশিগ্রু-শতপুষ্পারসাঞ্জনৈঃ।
দেবদারুযবক্ষার-সর্জ্জিকাবিড়সৈন্ধবৈঃ॥
কর্ণশূলং কর্ণনাদং বাধির্য্যং পূতিকর্ণকম্।
কর্ণক্ষ্বেড়ং জন্তুকর্ণং কর্ণপাকঞ্চ দারুণম্॥
কর্ণকণ্ডুপ্রতীনাহৌ শোথান্ কর্ণসমুদ্ভবান্।
তৈলং দার্ব্ব্যাদিকং হন্তি কর্ণস্রাবং তথৈব চ॥

তিলতৈল ⁄৪ সের। কাথার্থ—দারুহরিদ্রা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; যষ্টিমধু ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কদলীমূলের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, বচ, শজিনার বীজ, শুল্ফা, রসাঞ্জন, দেবদারু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বিট্ ও সৈন্ধবলবণ মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণরোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথ কর্ণরোগে পথ্যানি।

স্বেদো বিরেকো বমনং নস্যং ধূমঃ শিরাব্যধঃ।
গোধূমাঃ শালয়ো মুদ্গা যবাশ্চ প্রতনং হবিঃ॥
লাবো ময়ূরো হরিণস্তিত্তিরির্বন্যকুক্কুটঃ।
পটোলং শিগ্রু বার্ত্তাকুঃ সুনিষণ্ণং কঠিল্লকম্॥
রসায়নানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মচর্য্যমভাষণম্।
উপযুক্তং যথাদোষমিদং কর্ণাময়ং হরেৎ॥

স্বেদন, বিরেচন, বমন, নস্য, ধূম, শিরা-বেধ, গোধূম, শালিধান্য, মুগ, যব, পুরাতন ঘৃত, লাবপাখী, ময়ূর, হরিণ, তিত্তির ও বন্য-কুক্কুটের মাংস; পটোল, শজিনা, বেগুণ, সুষুণিশাক, করলা, সর্ব্বপ্রকার রসায়নক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন (অমৈথুন), অল্প কথন, দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সমস্ত পথ্য কর্ণ-রোগে ব্যবস্থা করিবে।

অথ কর্ণরোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধান্নপানানি বেগরোধং প্রজল্পনম্।
দন্তকাষ্ঠং শিরঃস্নানং ব্যায়ামং শ্লেষ্মলং গুরু।
কণ্ডূয়নং তুষারঞ্চ কর্ণরোগী পরিত্যজেৎ॥

বিরুদ্ধ অন্ন, বিরুদ্ধ পান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অধিক বাক্য কথন, দন্তধাবন, শিরঃস্নান (মস্তকে জল ঢালা), ব্যায়াম, কফকর দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কর্ণচুলকান ও হিম-সেবন এই সকল কর্ণরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কর্ণরোগাধিকারঃ।

অথ নাসারোগাধিকারঃ।

অথ নাসারোগ-লক্ষণম্।

আনহ্যতে যস্য বিশুষ্যতে চ
প্রক্লিদ্যতে ধূপ্যতি চাপি নাসা।
ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তু-
র্জুষ্টং ব্যবস্যেৎ তমপীনসেন ॥
তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং
ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম্।
দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে
সংমূর্চ্ছিতো যস্য সমীরণস্তু ॥
নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং
তং পূতিনস্যং প্রবদন্তি রোগম্ ॥
ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরুংষি কুর্য্যাদ্
যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ।
তং নাসিকাপাকমিতি ব্যবস্যেদ্
বিক্লেদকোথাবথবাপি যত্র ॥
দোষৈর্বিদগ্ধৈরথবাপি জন্তো-
র্ললাটদেশেঽভিহতস্য তৈস্তৈঃ।
নাসা স্রবেৎ পূয়মসৃঙ্মিশ্রং
তং পূয়রক্তং প্রবদন্তি রোগম্ ॥
ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টো
যস্যানিলো নাসিকয়া নিরেতি।
কফানুযাতো বহুশোঽতিশব্দ-
স্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং বিধিজ্ঞাঃ ॥
তীক্ষ্ণোপযোগাদভিজিঘ্রতো বা
ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা।
সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্ম-
ণ্যুদ্ঘাটিতেঽন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি ॥
প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়া তু যস্য
সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু।
প্রাক্‌সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি সূর্য্যতপ্ত-
স্তং ভ্রংশথুং রোগমুদাহরন্তি ॥
ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু
বিনিঃসরেদ্ধূম ইবেহ বায়ুঃ।
নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তো-
র্ব্যাধিস্তু তং দীপ্তমুদাহরন্তি ॥
উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো
রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদাহরেৎ তম্।
ঘ্রাণাদ্ঘনঃ পীতসিতস্তনুর্ব্বা
দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেৎ তম্ ॥

ঘ্রাণাশ্রিতে স্রোতসি মারুতেন
গাঢ়ং প্রতপ্তে পরিশোষিতে চ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছ্বসেদূর্দ্ধমধশ্চ জন্তু-
র্যস্মিন্ স নাসাপরিশোষ উক্তঃ ॥
শিরোগুরুত্বমরুচির্নাসাস্রাবস্তনুঃ স্বরঃ।
ক্ষামঃ ষ্ঠীবত্যথাভীক্ষ্ণমামপীনসলক্ষণম্ ॥
আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা ঘনঃ খেষু নিমজ্জতি।
স্বরবর্ণবিশুদ্ধিশ্চ পরিপক্কস্য লক্ষণম্ ॥
আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রসেকিনী।
গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা ॥
ক্ষবপ্রবৃত্তিরত্যর্থং বক্তু বৈরস্যমেব চ।
ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ প্রতিশ্যায়েঽনিলাত্মকে ॥
উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে;
কৃশোঽতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেত্তৃষ্ণাভিপীড়িতঃ ॥
সধূমমগ্নিং সহসা বমতীব স মানবঃ।
ঘ্রাণাৎ কফকৃতে শীতঃ কফঃ পাণ্ডুঃ স্রবেদ্বহুঃ ॥
শুক্লাবভাসঃ শুক্লাক্ষো ভবেদ্গুরুশিরা নরঃ।
কণ্ঠতাল্বোষ্ঠশিরসাং কণ্ডুভিরভিপীড়িতঃ ॥
ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মান্নিবর্ত্ততে।
সংপক্বো বাপ্যপক্বো বা স সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ ॥
প্রক্লিদ্যতে পুনর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি।
পুনরানহ্যতে বাপি পুনর্বিব্রিয়তে তথা ॥
নিশ্বাসো বাতিদুর্গন্ধো নরো গন্ধান্ ন বেত্তি চ।
এবং দুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনম্ ॥
রক্তজে তু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে।
তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ।
দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনো গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ ॥

অপীনস (পীনস) এই পীড়ায়, নাসিকা বাতশোষিত শ্লেষ্মদ্বারা রুদ্ধ, ধূমনির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত এবং কখন শুষ্ক কখন বা আর্দ্র হয়। ইহাতে ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। পীনসরোগ বাতশ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন। ইহার লক্ষণ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

দুষ্ট রক্ত পিত্ত ও দুষ্ট কফ দ্বারা বায়ু গলতালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন হইয়া মুখ এবং নাসিকা দিয়া নির্গত হয়, ইহাকেই পূতিনস্য কহে।

যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত, নাসিকায় পিড়কাসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে নাসিকা ক্লিন্ন ও পুতিভাবাপন্ন হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে।

দোষের দুষ্টি অথবা ললাটদেশে আঘাত-প্রাপ্তি হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয-নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পূয়রক্ত রোগ কহে।

নাসামর্ম্মে (শৃঙ্গাটকে) প্রদুষ্ট বায়ু কফা-নুগত হইয়া নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত বারংবার নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ (হাঁচি) বলা যায়।

রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, কটুদ্রব্য ঘ্রাণ, সূর্য্যদর্শন অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি-মর্ম্মের (শৃঙ্গাটকের) ঘর্ষণ, এই সকল কারণেও ক্ষবথু হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু বলে।

মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ সূর্য্যতাপে (বা পিত্ত দ্বারা) বিদগ্ধ, সুতরাং লবণরসবিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে ভ্রংশথু কহে।

দীপ্ত নামক রোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ, অগ্নিশিখাবৎ প্রদীপ্ত এবং ধূমনির্গমবৎ উষ্ণ শ্বাস নির্গম, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বায়ুর সহিত কফ নিশ্বাস-মার্গকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহ কহে।

নাসিকা দিয়া ঘন বা পাতলা, পীত কিংবা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসা-স্রাব বলে।

নাসাস্রোত ও তদ্গত শ্লেষ্মা, বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত এবং পিত্ত কর্ত্তৃক প্রতপ্ত হইলে, অতি কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হয়। এইরূপ রোগকে নাসাশোষ কহে।

অপক্ক ও পক্ক পীনসের লক্ষণ। অপক্ক পীনসে, মাথাভার, অরুচি, পাতলা স্রাব, ক্ষীণ-স্বর ও নাসিকা দিয়া মুহুর্মুহুঃ সর্দ্দি নির্গম হয়। পক্ক পীনসে শিরোগুরুত্বাদি অপক্ক-লক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় এবং স্বর ও বর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বাতিক প্রতিশ্যায়ে, নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাতলা স্রাব নির্গত হয় এবং গল তালু ও ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খ দেশে সূচীবেধবৎ বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ পাণ্ডুবর্ণ সন্তপ্ত ও উষ্ণাভি-পীড়িত হয়। তাহার নাক মুখ দিয়া সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহু পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। রোগির শরীর ও নয়ন শুক্লবর্ণ, মস্তক ভারা-ক্রান্ত এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু ও মস্তক অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।

যে পক্ক বা অপক্ক প্রতিশ্যায়, অকারণে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ তিরোহিত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক জানিবে।

যে প্রতিশ্যায়ে নিশ্বাস দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত এবং নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হয়, সেই দুষ্ট প্রতিশ্যায়কে কষ্টসাধ্য জানিবে।

রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, হৃদয়ে তীব্রবেদনা, মুখ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিলোপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ নাসারোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্বেষু পীনসেষ্বাদৌ নির্ব্বাতাগারগো ভবেৎ।
স্নেহস্বেদপ্রধমনং ধূমগণ্ডূষধারণম্॥

সকল প্রকার পীনস রোগে প্রথমতঃ নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, নস্য ও ধূম গ্রহণ এবং গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

বস্ত্রেণ গুরুণোষ্ণেন শিরসো বেষ্টনং হিতম্।
লঘূষ্ণং লবণং স্নিগ্ধমুষ্ণং ভোজনমম্লবৎ॥

পীনস রোগে মোটা গরম কাপড় দ্বারা মস্তকবেষ্টন এবং লঘু উষ্ণবীর্য্য লবণরস স্নিগ্ধ গরম ও শুষ্ক দ্রব্য ভোজন হিতকর।

সর্ব্বেষু সর্ব্বকালং পীনসরোগেষু জাতমাত্রেষু।
মরিচং গুড়েন দধ্না ভুঞ্জীত নরঃ সুখং লভতে॥

সকল প্রকার পীনস রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী।
সর্পিগুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে॥

বৃহৎপঞ্চমূল কিংবা স্বল্পপঞ্চমূল সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, চিত্রক-হরীতকী এবং যক্ষোক্ত সর্পিগুড় ও ষড়ঙ্গযূষ পীনস রোগে ব্যবস্থা করিবে।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
এষাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদার্দ্রকজৈ রসৈঃ॥
পীনসে স্বরভেদে চ নাসাস্রাবে হলীমকে।
সন্নিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শস্যতে॥

কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ বা কাথ আদার রস সহ সেবন করিলে পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব ও হলীমক প্রভৃতি সকল রোগ নিবারিত হয়।

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্।

ব্যোষচিত্রকতালীশ-তিন্তিড়িকাম্লবেতসম্।
সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলাত্বক্‌পত্রপাদিকম্॥
ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণগুড়সংযুতম্।
পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥

ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক একভাগ; এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক পূর্ব্বোক্ত এক ভাগের সিকি ভাগ, পুরাতন গুড় সর্ব্বসমান, একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে পীনস শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত এবং রুচি ও স্বর বর্দ্ধিত হয়।

ত্রিকটুবিড়ঙ্গসৈন্ধবরবৃহতীফলশিগ্রুসুরসদন্তীভিঃ।
তৈলং গোজলসিদ্ধং নস্যং স্যাৎ পূতিনস্যস্য॥

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, শজিনাবীজ, নিসিন্দে (মতান্তরে তুলসী) ও দন্তীবীজ, ইহাদের কল্ক মিলিত ১৬ তোলা এবং গোমূত্র ✓৪ সেরের সহিত ✓১ সের তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য নিবারিত হয়।

কলিঙ্গহিঙ্গুমরিচ-লাক্ষাসুরসকট্‌ফলৈঃ।
কুষ্ঠোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥
(পীনসাদিষপ্যয়ং যোগ ইতি ভাবমিশ্রঃ।)

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, শজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের গোমূত্রপিষ্ট কল্কের নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য নিবারিত হয়। ভাবমিশ্র বলেন, ইহাতে পীনস, নাসাস্রাব এবং স্বরভেদাদিও নিরাকৃত হয়।

তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
প্রপীনসে পূতিনস্যে শমনং কীর্ত্তিতং পরম্॥

পূর্ব্বোক্ত কল্ক ✓১ সের এবং ✓৪ সের গোমূত্রসহ ✓১ সের সর্ষপতৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পীনস ও পূতিনস্য বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুতৈলম্।

শিগ্রুসিংহীনিকুম্ভীনাং বীজৈঃ সব্যোষসৈন্ধবৈঃ।
বিল্বপত্ররসৈঃ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূতিনস্যনুৎ॥

শজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রস সহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য উপশমিত হয়।

ব্যাঘ্রী-তৈলম্।

ব্যাঘ্রীদন্তীবচাশিগ্রু-সুরসব্যোষসৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং নাবনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্॥

কটুতৈল ✓১ সের, জল ✓৪ সের। কল্কার্থ—কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, শজিনা-

ছাল, নিসিন্দে, ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া, ইহার নস্য গ্রহণে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

নাসাপাকে পিত্তহৃৎ সংবিধানং
কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ।
হৃত্বেদ্রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ
যোজ্যাঃ সেকে সঘৃতাশ্চ প্রদেহাঃ॥

নাসাপাকে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পিত্ত-নাশক ক্রিয়া করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্ষীরিবৃক্ষ ত্বকের কাথ দ্বারা পরিষেক করিবে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও ঘৃত দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পূয়াস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ॥

পূয়রক্তরোগে রক্তপিত্তঘ্ন কষায় ও নস্য প্রদান করিবে।

শুণ্ঠীকুষ্ঠকণাবিল্ব-দ্রাক্ষাকল্ককষায়বৎ।
সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুপূতিনুৎ॥

শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিল্বমূল ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথ ও কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত এবং তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ক্ষবথু (হাঁচি) ও পুতি রোগ প্রশমিত হয়।

ঘৃতগুগ্গুলুমিশ্রস্তু সিক্থকস্তু প্রধূমঃ।
ধূমং ক্ষবথুরোগঘ্নং ভ্রংশথুঘ্নঞ্চ নির্দ্দিশেৎ॥

ঘৃত গুগ্গুলু মোম্ একত্র করিয়া ধূম প্রদান করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নিবারিত হইয়া থাকে।

দীপ্তে রোগে পৈত্তিকং সংবিধানং
সর্ব্বং কুর্য্যান্মধুরং শীতলঞ্চ।
নাসানাহে স্নেহপানং প্রধানং
স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্॥

দীপ্তরোগে (নাসাদাহ ও নাসা হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধে) পিত্তঘ্ন সর্ব্বপ্রকার মধুর ও শীতল ক্রিয়া করিবে। নাসাদাহে (নাক টানিয়া থাকায়) স্নেহপান, স্নিগ্ধ ধূম ও শিরোবস্তি ব্যবস্থেয়।

বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পির্যথাক্রমম্।
পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ।
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্॥

বাতিক প্রতিশ্যায় রোগে পঞ্চ লবণের সহিত সিদ্ধ অথবা প্রথমগণের (বিদারিগন্ধাদিগণের) কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত যথাক্রমে (সুশ্রুতের স্নেহোপযোগিকাধ্যায়োক্ত বিধানক্রমে) পান করিবে এবং নস্যাদি গ্রহণে অর্দ্দিতোক্ত নিয়ম সকল লক্ষ্য করিবে।

পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্।
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্॥

পিত্ত ও রক্ত জনিত প্রতিশ্যায়ে মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃতপান এবং শীতল (ন্যগ্রোধাদ্যুৎপলাদিগণকৃত) পরিষেক ও শীতল প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

সর্পিষা ভৃষ্টয়া ধাত্র্যা শিরসো লেপতঃ ক্ষণাৎ।
নাসায়াঃ সংপ্রবৃত্তঞ্চ রুধিরঞ্চ বিনশ্যতি॥

ঘৃতভৃষ্ট আমলকী কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপক্কয়া।
যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥
(অত্র মদনফলমপি বোধ্যং বমনযোগাৎ। চক্রটীকা)।

কফজ প্রতিশ্যায়ে ঘৃতপান দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া তিল ও মাষকলাইয়ের সহিত যবাগূ পাক করিয়া (যবাগূ পাককালে তাহাতে বমনকারক ময়নাফলও দিতে হইবে) সেই যবাগূ পান করাইয়া রোগিকে বমন করাইবে। পরে কফঘ্ন দ্রব্যের সহিত পক্ক পেয়াদি পথ্য দিবে।

দার্ব্বীঙ্গুদীনিকুম্ভৈশ্চ কিণিহ্যা সুরসেন চ।
বর্ত্তয়োঽত্র কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি॥

দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদীফল, দন্তীর মূল বা বীজ, অপামার্গ ও তুলসী (বা নিসিন্দা), এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির ধূম যথাবিধি (বৈরেচনিক ধূমবর্ত্তি বিধানক্রমে) পান করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বা মল্লিকাসংপুটে।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥

নূতন প্রতিশ্যায়ে ঘৃতপ্লুত যবের ছাতু শরাবস্থিত অঙ্গারাগ্নিতে ন্যস্ত করিয়া তাহার উপর আর একখানি ছিদ্রবিশিষ্ট শরা চাপা দিবে এবং সেই ছিদ্রে একটি নল দিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে।

বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু গুগ্‌গুলুং সমনঃশিলম্।
প্রতিশ্যায়ে বচাযুক্তং শক্তু ধূমং পিবেন্নরঃ।
এতচ্চ চূর্ণমাঘ্রাতং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও বচ, ইহাদের চূর্ণের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধূম পান অথবা ইহাদের চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়।

প্রতিশ্যায়ে পিবেদ্ ধূমং সর্ব্বং গব্যসমাযুতম্।
চাতুর্জ্জাতকচূর্ণং বা গ্রেয়ং বা কৃষ্ণজীরকম্॥

প্রতিশ্যায়ে গব্যঘৃত সংযুক্ত করিয়া উপযুক্ত দ্রব্যের ধূম গ্রহণ করিবে। চাতুর্জ্জাতক বা কৃষ্ণ জীরাচূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি।
সলিলং পীনসযুক্তঃ স মুচ্যতে তেন রোগেণ।

শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

শঠীতামলকীব্যোষ-চূর্ণং সর্পিগুড়ান্বিতম্।
হরেদ্‌ঘোরং প্রতিশ্যায়ং পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥

শঠী, ভূম্যামলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে ঘোর প্রতিশ্যায় এবং পার্শ্ব হৃদয় ও বস্তি দেশের বেদনা নিবারিত হয়।

পুটপক্বং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমাযুতম্।
প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্।
(জয়া জয়ন্তীতি শিবদাসঃ। জয়া বিজয়া ভঙ্গেতি যাবৎ। শীলিতং ভুক্তামতি ভাবমিশ্রঃ)।

সিদ্ধি অথবা জয়ন্তীপত্র পুটপক্ক করিয়া সৈন্ধবলবণ ও তৈল সংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায় প্রশমিত হইয়া থাকে।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যম্লভোজনম্।
নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্॥

মরিচ ও গুড়ের সহিত স্নিগ্ধ অম্লদধি ভোজন করিলে নূতন প্রতিশ্যায় রোগের উপশম ও কফের পরিপাক হয়।

প্রতিশ্যায়ে নবে শস্তো যূষশ্চিঞ্চাদলোদ্ভবঃ।
ততঃ পক্বং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ॥
শিরোঽভ্যঞ্জনস্বেদ-নস্তকট্বম্লভোজনৈঃ।
বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ॥
(অত্র হিঙ্গুমরিচচূর্ণং মাত্রানুরূপং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ)।

নূতন প্রতিশ্যায়ে তেঁতুলপত্রের কাথ উপযুক্ত মাত্রায় হিং ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কফ পরিপক হইলে শিরোবিরেচন, শিরোঽভ্যঞ্জন (মস্তকে কফনিঃসারক তৈলাদি ম্রক্ষণ), স্বেদ প্রদান, নস্য এবং কটু ও অম্ল ভোজন, বমন ও ঘৃতপান ব্যবস্থেয়।

পাঠাদি-তৈলম্।

পাঠাদ্বিরজনীমূর্ব্বা-পিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সংপক্বপীনসে॥

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ—আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সের। পক্ক পীনসে ইহার নস্য ব্যবস্থেয়।

ভক্ষয়তি ভুক্তমাত্রে সলবণমুষ্ণিন্নমাষমত্যুষ্ণম্।
স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতক প্রতিশ্যায়ম্॥

আহারের অব্যবহিত পরেই লবণের সহিত সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে ত্রিদোষজ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রতিশ্যায় নষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ।
অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণের নস্য লইলে প্রতিশ্যায় নিবারিত হইয়া থাকে।

সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ।
ধাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্।
শেষাণান্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্॥

প্রতিশ্যায় রোগে নাসিকায় ক্রিমি জন্মিলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধ (সুরসাদিগণ প্রভৃতি) গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে। এবং ক্রিমিনাশক ঔষধের কাথ দ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। অন্যান্য রোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

রক্তপিত্তানি শোথাংশ্চ তথার্শাংস্যর্ব্বুদানি চ।
নাসিকায়াং স্মরেত্তেষাং স্বং স্বং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম॥

নাসিকাজাত রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ, ইহাদের সামান্য রক্তপিত্তাদির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

করবীরাদ্যং তৈলম্।

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাস্তথাসনমল্লিকায়াশ্চ।
এতৈঃ সমস্তৈস্তৈলং নাসার্শোনাশনং পক্বম্॥
(অসনমল্লিকা অশ্বরমল্লিকেতি চক্র-বৃন্দৌ।)

তৈল /১ সের। কল্কার্থ—লালকরবীপুষ্প, জাতীপুষ্প, হাফরমালীপুষ্প প্রত্যেক দুই তোলা। এই তৈলের নস্যে নাসিকার অর্শঃ নষ্ট হয়।

শিখরি-তৈলম্।

গৃহধূমকণাদারু-ক্ষারনক্তাহ্বসৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্॥

তৈল /১ সের। কল্কার্থ—ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও অপামার্গের বীজ, মিলিত ১৬ তোলা। জল /৪ সের। নাসিকার অর্শে এই তৈল উপকারী।

চিত্রক-তৈলম্।

চিত্রকচবিকাদীপ্যকনিদিগ্ধিকাকরঞ্জবীজলবণার্কৈঃ।
গোমূত্রযুতৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শান্ত্যৈ॥

তৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক—চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দের আঠা মিলিত /১ সের। ইহার নস্যে নাসার্শ উপশমিত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যং তৈলম্।

হিঙ্গুব্যোষবিড়ঙ্গকট্‌ফলবচারুকতীক্ষ্ণগন্ধৈর্যুতৈ-
র্লাক্ষাশ্বেতপুনর্নবাঘ্নকুটজৈঃ পুষ্যোস্তবৈঃ সৌরসৈঃ।
ইত্যেভিঃ কটুতৈলমেতদনলে মন্দে সমূত্রং শৃতং
পীতং নাসিকয়া যথাবিধি ভবেন্নাসাময়িভ্যো হিতম্॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, বচ, কুড়, শজিনাবীজ, লাক্ষা, শ্বেতপুনর্নবা, মুতা, কুড়্চি ও নিসিন্দা ইহাদের কল্ক ও গোমূত্র সহ যথাবিধি কটুতৈল পাক করিয়া নাসিকা দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার নাসারোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রক-হরীতকী।

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্।
শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥
শতং পচেদ্ ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথাগ্ন্যাদ্যাদযন্ত্রণঃ।
বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্॥
গুল্মোদাবর্ত্তদুর্নাম-শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

পুরাতন গুড় ১০০ পল। কাথার্থ—চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের; আমলকীর রস (অভাবে কাথ) ১২॥০ সের, গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের; দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। এই সমুদায় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকী চূর্ণ /৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিনে মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া (১ তোলা হইতে ৪ তোলা) মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং ক্ষয়, কাস ও পীনস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

নাসারোগে পথ্যানি।

স্থিতির্নির্ব্বাতনিলয়ে প্রগাঢ়োষ্ণীষধারণম্।
গণ্ডূষো লঙ্ঘনং নস্যং ধূমশ্ছর্দ্দিঃ শিরাব্যধঃ॥
কটুচূর্ণং নাসারন্ধ্রে নিক্ষিপ্যাস্যপ্রবেশনম্।
স্বেদঃ স্নেহঃ শিরোহভ্যঙ্গঃ পুরাণা যবশালয়ঃ॥
কুলত্থমুদ্গায়োর্যূষো গ্রাম্যজাঙ্গলজা রসাঃ।
বার্ত্তাকুঃ কুলকং শিগ্রুঃ কর্কোটং বালমূলকম্॥
লশুনং দধি তপ্তাম্বু বারুণী চ কটুত্রয়ম্।
কট্বম্ললবণং স্নিগ্ধমুষ্ণং লঘু চ ভোজনম্।
নাসারোগে পীনসাদৌ সেব্যমেতদ্যথামলম্॥

বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান, অতিশয় গাঢ়-ভাবে উষ্ণীষধারণ, গণ্ডূষধারণ, উপবাস, নস্য-গ্রহণ, ধূমসেবন, বমন, শিরাবেধ, কটুদ্রব্য চূর্ণের নস্য, স্বেদন, স্নেহপ্রয়োগ, মস্তকে তৈল মর্দ্দন, পুরাতন যব ও শালিধান্য, কুলত্থকলায়ের যূষ, মুগের যূষ, গ্রাম্য এবং জাঙ্গল প্রাণির মাংসরস, বেগুণ, পলতা, শজিনা, কাঁক্‌রোল, কচিমূলা, রশুন, দধি, গরম জল, বারুণী (তাড়ী), ত্রিকটু, কটু অম্ল ও লবণ রস, স্নিগ্ধ দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং লঘুদ্রব্য ভোজন, পীনসাদি নাসারোগে দোষানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল সেবন করিবে।

নাসারোগেঽপথ্যানি।

বিরুদ্ধানি দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি গুরূণি চ।
স্নানং ক্রোধং শকৃন্মূত্র-বাষ্পবেগান্ শুচং দ্রবম্।
ভূশয্যামপি যত্নেন নাসারোগী পরিত্যজেৎ॥

বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, শ্লেষ্ম-জনক দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, স্নান, ক্রোধ, মলবেগ, মূত্রবেগ ও বাষ্পবেগ ধারণ, শোক, তরলদ্রব্য এবং ভূমিতে শয়ন এই সমস্ত নাসারোগী অতিযত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নাসারোগাধিকারঃ।

অথ নেত্ররোগাধিকারঃ।
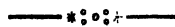
অথ নেত্রগতরোগ-নিদানম্।

উষ্ণাভিতপ্তস্য জলে প্রবেশাদ্-
দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
স্বেদাদ্রজোধূমনিসেবণাচ্চ
ছর্দ্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ॥
দ্রবাৎ তথান্নান্নিশি সেবিতাচ্চ
বিণ্মূত্রবাতক্রমনিগ্রহাচ্চ।
প্রসক্তসংরোদনকোপশোকা-
চ্ছিরোঽভিঘাতাদতিমদ্যপানাৎ॥
তথা ঋতূনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ
ক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ
নেত্রে বিকারান্ জনয়ন্তি দোষাঃ॥
বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দশ্চতুর্ব্বিধঃ।
প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ॥

নিস্তোদনস্তম্ভনরোমহর্ষ-
সংঘর্ষপারুষ্যশিরোঽভিতাপাঃ।
বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ
বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥
দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা
ধূমায়নং বাষ্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ।
উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ
পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥
উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোথং
কণ্ডূপদেহাবতি শীততা চ।
স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি
কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥
তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ
নাড্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ।
পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি
রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সহসা জল-প্রবেশ, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ অথবা নিয়ত অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, দিবানিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ, চক্ষুতে ঘর্ম্ম-ধূলি ও ধূমপ্রবেশ, বমির বেগধারণ বা অতি বমন, রাত্রিতে দ্রব অন্ন সেবন, মলমূত্র ও বায়ুর বারংবার বেগরোধ, সর্ব্বদা ক্রন্দন, ক্রোধ ও শোককরণ, মস্তকে আঘাত, অতিশয় মদ্যপান, ঋতুবিপর্য্যয়, অত্যন্ত ক্লেশ ও অশ্রু-বেগধারণ এবং অতি মৈথুন এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নানাবিধ নয়ন-রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

নেত্রাভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোখ্-উঠা) চারি প্রকার। যথা—বাতজ পিত্তজ কফজ ও রক্তজ। ইহা অতি ক্লেশকর ও প্রায় সর্ব্ব-প্রকার নেত্ররোগের আকর।

বাতিক অভিষ্যন্দে সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা, জড়িমা, রোমহর্ষ, কর্করিকা, রুক্ষতা, শিরো-বেদনা, বিশুষ্কভাব ও শীতলাশ্রুপাত, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিত্তজ অভিষ্যন্দে, চক্ষুর প্রদাহ ও পাক, শীতলেচ্ছা, ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, বাষ্পবাহুল্য, উষ্ণাশ্রুপাত ও নেত্রের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কফজ অভিষ্যন্দে, উষ্ণাভিলাষ, গুরুতা, অক্ষিশোথ, কণ্ডু, পিচুটি, চক্ষুর শীতলতা ও মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রক্তজ অভিষ্যন্দে পৈত্তিকাভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু ইহাতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপাত, নেত্রের লৌহিত্য ও শিরাসমূহের অতিলৌহিত্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(অধিকাংশ নেত্ররোগই অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্য কেবলমাত্র অভিষ্যন্দের লক্ষণ সন্নিবেশিত হইল। অন্যান্য রোগের পরিচয় তাহাদের চিকিৎসা-প্রসঙ্গে কথিত হইবে।)

অথ নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

অষ্টসপ্ততিরাখ্যাতা যেহত্র নেত্রভবা গদাঃ।
চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসাদ্ ব্যাসতঃ শৃণু॥

শাস্ত্রে যে ৭৮ প্রকার নেত্ররোগ কথিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্ক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

দ্বে পাদমধ্যে পৃথুসন্নিবেশে
শিরাগতে দ্বে বহুধা চ নেত্রে।
তাঃ প্রোক্ষণোৎসাদনলেপনাদীন্
পাদপ্রযুক্তান্ নয়নং নয়ন্তি॥
(প্রোক্ষণং সেচনম্। উৎসাদনং উদ্বর্ত্তনম্।)

দুইটি স্থূল শিরা, পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া, বহু-শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নেত্রগত হই-য়াছে। অতএব পরিষেক উদ্বর্ত্তন ও প্রলে-পাদি পাদদ্বয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহারা ঐ শিরাদ্বয় দ্বারা নয়নে ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মলোষ্মসংঘট্টনপীড়নাদ্যৈস্তা দূষয়ন্তে নয়নানি দুষ্টাঃ।
ভজেৎসদাদুষ্টিহিতানি তস্মাদুপানদভ্যঞ্জনধাবনানি॥

ধূল্যাদি মলপদার্থ, উষ্মা, সংঘট্টন ও পীড়নাদি দ্বারা ঐ শিরাদ্বয় দুষ্ট হইলে চক্ষুও দূষিত হইয়া থাকে। অতএব জুতা ব্যবহার, তৈল দ্বারা পাদাভ্যঙ্গ ও পাদ প্রক্ষালন বিশেষ হিতকর জানিবে।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদ-শিরাব্যধবিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥

অভিষ্যন্দ রোগে লঙ্ঘন (লঘুভোজন বা উপবাস), প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন ব্যবস্থেয়।

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায়ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ॥
(পঞ্চরাত্রেণেত্যুপলক্ষণং তেন ত্র্যহমপি বোধ্যম্, বিদেহসংবাদাৎ।)

অক্ষিরোগ, কুক্ষিরোগ (অতিসার, বিলম্বিকা প্রভৃতি), প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচটি পীড়া পাঁচদিন (কেহ বলেন, তিন দিন) উপবাস করিলেই উপশম প্রাপ্ত হয়।

সেক আশ্চ্যোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা ।
পুটপাকোঽঞ্জনঞ্চৈভিঃ কল্পৈর্নেত্রমুপাচরেৎ ॥

সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক (পক্ষ্ম ভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ), তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন এই সকল দ্বারা নেত্ররোগির চিকিৎসা করিবে।

স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তান্নং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্ ।
লঙ্ঘনঞ্চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি চ ।
অঞ্জনং পূরণং ক্বাথ-পানমামে ন শস্যতে ॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্তান্ন, পরিষেক ও লঙ্ঘন দ্বারা এবং চারিদিন অতিক্রান্ত হইলে চক্ষুরোগের আমাবস্থা দূরীকৃত হইয়া পরিপাকাবস্থা আগত হয়।

আমাবস্থায় অঞ্জন, আশ্চ্যোতন ও ক্বাথ-পান প্রশস্ত নহে।

ধাত্রীফলনির্যাসো নবদৃক্কোপং নিহন্তি পূরণতঃ ।
সক্ষৌদ্রসৈন্ধবো বা শিগ্রুদলপত্ররসসেকঃ ॥

আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা ১ মাষা মধু ও ২ রতি সৈন্ধবের সহিত ৪ মাষা শজিনাপত্রের রস সেচন করিলে তরুণ নেত্রকোপ বিনষ্ট হয়।

শ্রীবাসাতিবিষালোধ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যঃ প্রোতস্বেদ-গুণ্ঠনং বহিঃ ॥

নেত্ররোগের প্রথম অবস্থায় দেবদারু, আতইচ, লোধ ও অল্পপরিমিত সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ পোটলীবদ্ধ করিয়া নিমীলিত চক্ষুর বহির্ভাগে বুলাইবে।

দার্ব্বীরসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্ ।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রু-বেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ ॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ-কৃত রসাঞ্জন স্তনদুগ্ধের সহিত চক্ষে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দ জন্য দাহ অশ্রুনির্গম ও বেদনা সত্বর দূরীভূত হয়।

করবীরতরুণকিশলয়চ্ছেদোদ্ভবসলিলসম্পূর্ণম্ ।
নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্ ॥

করবীর কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষে দিলে সত্বর নেত্রকোপ নিবারিত হয়।

শিখরিজমূলং তাম্রভাজনে স্তোকসৈন্ধবোন্মিশ্রম্ ।
মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরণাদ্ হরতি নবং লোচনোৎকোপম্ ॥

অপামার্গের মূল ও অল্প সৈন্ধব লবণ দধির মাতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে আচিরজাত নেত্রকোপ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবদারুহরিদ্রাগৈরিকপথ্যারসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ ।
দত্তো বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ ॥

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ ।
কার্য্যো হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ ॥
পক্ষ্মকোশংক্ষোর্বহির্লেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ ॥

সাবরলোধ অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দ্বারা বিড়ালক প্রলেপ দিবে। যে প্রলেপ পক্ষ্মভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে দেওয়া যায়, সুশ্রুত গ্রন্থে তাহা বিড়ালক নামে অভিহিত হইয়াছে।

গৈরিকসূক্ষ্মচন্দনাগরখটিকাংশযোজিতো বহিলে পঃ ।
কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ ॥

গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চক্ষুর বহির্ভাগে তাহার প্রলেপ দিলে নেত্র রোগশূন্য হয়।

ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সসৈন্ধবগৃহবারিযোজিতা তাম্রে ।
ঘনা সনয়নক্ষোর্জ্জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্ ॥
(গৃহবারি কাঞ্জিকম্ ।)

তাম্রপাত্রে ভূম্যামলকীর মূল সৈন্ধব লবণের সহিত কাঁজিতে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে তদ্দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিলে চক্ষুর পীড়া প্রশমিত হয়।

আশ্চ্যোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ ।
কোষ্ণং সৈরণ্ডবৃহতী-তর্কারীমধুশিগ্রুভিঃ ॥
(আশ্চ্যোতনমক্ষিসেকঃ ।)

বায়ুজন্য অভিষ্যন্দে বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও রক্তশজিনা ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথ দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। (নেত্রে, কাথ, দুগ্ধ, কোন দ্রব্য বা স্নেহ পদার্থের বিন্দুপাতনকে আশ্চ্যোতন কহে।)

এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি চাজং পয়ঃ শৃতম্।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্॥

এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল, ছাল এবং কণ্টকারীর মূল, এই সকল দ্রব্যের সহিত পরিভাষার নিয়মানুসারে ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহার আশ্চ্যোতন করিলে উপকার দর্শে।

ত্রিফলাশ্চ্যোতনং নেত্রে সর্ব্বাভিষ্যন্দনাশনম্॥

ত্রিফলার কাথ আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-নিশামলকপদ্মকৈঃ।
শীতৈর্ম্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ॥
(সমাক্ষুক্তৈরিত্যত্র সিতাযুক্তৈরিতি বা পাঠঃ।)

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা শীতল হইলে মধু (পাঠান্তরে—চিনি) প্রক্ষেপ দিয়া আশ্চ্যোতন করিলে পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষামধুকমঞ্জিষ্ঠাজীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ।
প্রাতরাশ্চ্যোতনং পথ্যং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণ এই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা প্রাতঃকালে আশ্চ্যোতন অর্থাৎ নেত্রসেক করিলে শোথ ও শূলযুক্ত অক্ষিরোগ প্রশমিত হয়।

নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং
স্বিন্নাগ্নিনা চূর্ণমথাপি কল্কম্।
আশ্চ্যোতনং মানুষদুগ্ধযুক্তং
পিত্তাস্রবাতাপহমগ্র্যমুক্তম্॥

নিমপত্র পেষণ করিয়া তৎপিণ্ড মধ্যে লোধকাষ্ঠের কল্ক বা চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া উহা পত্র দ্বারা বেষ্টিত এবং অঙ্গারাগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। অনন্তর উহা স্তন্যদুগ্ধ মিশ্রিত এবং বস্ত্রগালিত করিয়া সেই রস আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পিত্ত রক্ত ও বায়ুজনিত নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

সসৈন্ধবং লোধ্রমথাজ্যভৃষ্টং
সৌবীরপিষ্টং সিতবস্ত্রবদ্ধম্।
আশ্চ্যোতনং তন্নয়নস্য কার্য্যং
কণ্ডুঞ্চ দাহঞ্চ রুজাঞ্চ হন্যাৎ॥

সৈন্ধবলবণ ২ রতি এবং লোধকাষ্ঠ ৪ মাষা কাঞ্জিতে পেষণ ও গব্যঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া, নির্ম্মল সূক্ষ্ম বস্ত্রে পোট্‌লীবদ্ধ করিবে। ঐ পোট্‌লী অঙ্গুলী দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার রস চক্ষুতে দিবে। ইহাতে কণ্ডু দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

তিরীটত্রিফলাযষ্টি-শর্করাভদ্রমুস্তকৈঃ।
পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দনাশনঃ॥

লোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মুতা এই সকল দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া চক্ষু সেচন করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নষ্ট হয়।

কশেরুমধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বরসংবৃতম্।
ন্যস্তমপ্স্বান্তরীক্ষাসু হিমমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ॥

কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ পোট্‌লীবদ্ধ ও বৃষ্টিজলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিলে উপকার দর্শে।

সংপক্কেঽক্ষিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকমিষ্যতে।
প্রশস্তবর্ত্মতা চাক্ষ্ণোঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা।
মন্দবেদনতাকণ্ডুঃ পক্কাক্ষিগদলক্ষণম্॥

নেত্ররোগের পরিপাকাবস্থায় অঞ্জনাদি ব্যবস্থেয়। চক্ষুর পাতার প্রশস্ততা এবং শোথ, অশ্রুপাত, বেদনা ও কণ্ডুর অল্পতা, এই সকল পকাবস্থার লক্ষণ।

অঞ্জনবিধিঃ।

কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাদপাঙ্গং যাবদঞ্জনম্।
প্রথমং সবামঞ্জীয়াৎ পশ্চাদ্দক্ষিণমঞ্জয়েৎ।
শলাকয়া সাঞ্জনয়া নচ তন্নয়নং স্পৃশেৎ॥

একটি শলাকা দ্বারা অঞ্জন লইয়া চক্ষুর কৃষ্ণভাগের নিম্নে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন দিবে।

হস্ত দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে না। প্রথমে বাম নেত্রে পরে দক্ষিণ নেত্রে অঞ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোর্মূলং সসৈন্ধবম্।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্ বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ॥

বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল, শজিনামূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্॥
(দ্রাক্ষেত্যত্র পথ্যেতি বা পাঠঃ।)

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা (পাঠান্তরে হরীতকী) ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ইহা অভিষ্যন্দের (চক্ষু উঠার) শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা নাগরঞ্চ যথোত্তরম্।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্বা গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে॥
(বাশব্দাচ্ছাগীক্ষীরমপি বোধ্যম্। ইতি শিবদাসঃ।)

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ ও শুঁঠ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য জলে বা ছাগ দুগ্ধে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। সেই গুটিকা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

পথ্যাক্ষধাত্রীবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ।
পিষ্ট্বাম্বুনা বটীং কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্।
নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজং তথা॥

হরীতকীর বীজ ১ ভাগ, বহেড়া বীজ ২ ভাগ, আমলকীর বীজ ৩ ভাগ, জলে পেষণ করিয়া ২ মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ঐ বটিকা ঘষিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব ও বাতরক্তজনিত বেদনা নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মালতীনিম্বপল্লবাঃ।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তা বটী নক্তান্ধ্যনাশনী।
এতস্যাশ্চাঞ্জনে মাত্রা প্রোক্তা সার্দ্ধহরেণুকা॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র, নিমপত্র, এই সকল দ্রব্য গোময় রসে মর্দ্দন করিয়া দেড় মটর প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নক্তান্ধ্য (রাতকাণা) প্রশমিত হয়।

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ।
ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎস্যান্নেত্রপ্রসাদনম্॥

নির্ম্মলীফল মধুর সহিত ঘর্ষিত ও তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে নেত্র নির্ম্মল হয়।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা।
সমুদ্রফেনং লবণং গৈরিকং মরিচং তথা॥
এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি।
অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥
দুগ্ধেন কণ্ডুং ক্ষৌদ্রেণ নেত্রস্রাবঞ্চ সর্পিষা।
পুষ্পং তৈলেন তিমিরং কাঞ্জিকেন নিশান্ধতাম্।
পুনর্নবা হরত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধব, গেরিমাটী ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুতে পেষণ করত প্রক্লিন্নবর্ত্মে অঞ্জন দিবে। ইহাতে ক্লেদ ও কণ্ডূ প্রশমিত এবং পক্ষ্ম (নেত্ররোম) পুনরুদ্ভূত হইবে। পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে কণ্ডূ, মধুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, ঘৃতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্পরোগ, তৈলের সহিত অঞ্জন দিলে তিমির রোগ এবং কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হয়।

বকুলদলনিঃক্বাথো লৌহীভূতস্তদঞ্জনাৎ।
নেত্রস্রাবো ব্রজেচ্ছান্তিং মধুযুক্তান্ন সংশয়ঃ॥

বাবলার কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নিশ্চয়ই নেত্রস্রাব প্রশমিত হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং মুখ্যং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি কুসুমঞ্চ দ্বিমাসিকম্॥
ক্ষৌদ্রাশ্বলালাসংঘৃষ্টৈর্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জনাৎ।
অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব॥

কর্পূরচূর্ণ বটের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দুই মাসের পুষ্পরোগ (নেত্রের শ্বেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়। মধু ও ঘোড়ার লালার সহিত মরিচ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসে।
সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্॥
অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুষাহিতম্।
সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্ত্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥

সৌবীরাঞ্জন অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ৭ বার ত্রিফলার কাথে, সাতবার স্তন্যদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া চূর্ণ করিবে। তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা।
গৃহ্নীয়াৎ তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্॥
শুষ্কঞ্চ তজ্জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ।
বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ॥
কর্পূরস্তু রজস্তত্র দশমাংশেন নিক্ষিপেৎ।
অঞ্জয়েন্নয়নে তেন নেত্রাখিলগদচ্ছিদঃ॥

খর্পর শিলাতে পেষণ করিয়া উপযুক্ত জলে প্লাবিত করিবে, পরে নিম্নস্থ চূর্ণ সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই জল শুষ্ক করিলে যে পর্পটাকৃতি হইবে, তাহা চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসে তিনবার ভাবনা দিবে এবং ঐ চূর্ণের দশ ভাগের একভাগ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে সকল প্রকার নেত্র-রোগ প্রশমিত হয়।

মুক্তাদিমহাঞ্জনম্।

মুক্তাকর্পূরকাচাগুরুমরিচকণাসৈন্ধবং শৈলবালং
শুণ্ঠীকক্কোলকাংস্যত্রপুরজনিশিলাশঙ্খনাভ্যভ্রতুত্থম্॥
দক্ষাণ্ডত্বক্ চ সাক্ষং কতজমথ শিবা শ্রোতকং রাজবর্ত্তো
জাতীপুষ্পং তুলস্যাঃ কুসুমমভিনবং বীজকং স্যাৎ তথৈব॥
পূতীকনিম্বার্জ্জুনভদ্রমুস্তং
সতাম্রসারং রসগর্ভযুক্তম্।
প্রত্যেকমেষাং খলু মাষকৈকং
যত্নেন পিষ্যেন্মধুনাতিসূক্ষ্মম্॥
ভবন্তি রোগা নয়নাশ্রিতা যে
নিতান্তমাত্রোপচিতাশ্চ তেষাম্।
বিধীয়তে শান্তিরবশ্যমেব
মুক্তাদিনানেন মহাঞ্জনেন॥

মুক্তা, কর্পূর, কাচ, অগুরুকাষ্ঠ, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, এলবালুক, শুঠ, কঙ্কোল, কাংস্য, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, তুঁতে, কুঁকড়ার ডিমের খোলা, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজাবর্ত্ত, জাতী-পুষ্প, তুলসীর নূতন পুষ্প ও বীজ, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুনছাল, নাগরমুতা, তাম্র, লৌহ ও রসাঞ্জন এই সমুদায় প্রত্যেক ১ মাষা পরি-মাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করত অঞ্জন দিবে। ইহাতে সকল প্রকার নেত্র রোগের উপশম হয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদং নস্যং তিক্তান্নভোজনম্।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণৈশ্চোপনাহনম্॥

কফজ নেত্ররোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, নস্য, তিক্তান্ন ভোজন, তীক্ষ্ণ প্রধমন (নল সহ-যোগে ফুৎকার দ্বারা তীক্ষ্ণ ঔষধ চূর্ণের নস্য প্রদান) ও তীক্ষ্ণ উপনাহ ব্যবস্থেয়।

ফণিজ্ঝকাস্ফোতকপিত্থবিল্ব পত্তূরপীলুসুরসার্জ্জকভঙ্গৈঃ।
স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং বর্হিষ্ঠশুণ্ঠীসুরদারুকুষ্ঠৈঃ॥
(এষাং ভঙ্গৈঃ পল্লবৈর্ব্যস্তসমস্তৈরঙ্গারতাপিতৈ-শ্চক্ষুষোর্মৃদুস্বেদঃ কার্য্যঃ। ইতি চক্রটীকা।)

ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, হাপরমালী, কয়েৎবেল, বেল, শালিঞ্চশাক, পীলু, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেত-তুলসী, ইহাদের (পৃথক্ পৃথক বা মিলিত পত্র অগ্নিতে তপ্ত ও নিষ্পীড়িত করিয়া সেই রস দ্বারা) স্বেদ; অথবা বালা, শুঠ, দেবদারু ও কুড় ইহাদের প্রলেপ দিবে।

শুণ্ঠীনিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ।
ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্লেদশোথকণ্ডুব্যথাপহঃ॥

শুঠ ও নিমপত্র বাটিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার পিণ্ড চক্ষুর উপর ধারণ করিলে চক্ষুর শোথ কণ্ডু ও ব্যথা বিনষ্ট হয়। (চক্ষুর উপর সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাহার উপর পিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য।)

বল্কলং পারিজাতস্য তৈলং কাঞ্জিকসৈন্ধবম্।
কফোত্থতাক্ষিশূলঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা॥

পালিদার ছালের স্বরস ১ মাষা, তৈল ৩ মাষা, সৈন্ধবলবণ ২।৩ রতি, কাঞ্জিক এক নিকুঞ্চ

এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে রাখিয়া তাহা কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। উহা ঘন হইলে চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিবে। (বৃদ্ধেরা এইরূপ উপদেশ দেন)। ইহাতে কফজ অক্ষিশূল নষ্ট হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ পিত্তজো মৃদুশীতলৈঃ।
তীক্ষ্ণরুক্ষোষ্ণবিশদৈঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণমৃদুশীতানাং ব্যত্যাসাৎ সান্নিপাতিকঃ॥

বাতিক নেত্ররোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া, পিত্তজ নেত্ররোগে মৃদু ও শীতল ক্রিয়া, শ্লেষ্মজ নেত্ররোগে তীক্ষ্ণ রুক্ষ উষ্ণ ও বিশদ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষ প্রধান নেত্ররোগে তীক্ষ্ণ উষ্ণ মৃদু ও শীতল ক্রিয়া ব্যত্যাসভাবে করিবে।

দার্ব্বী পটোলং মধুকং সানিম্বং পদ্মকোৎপলম্।
প্রপৌণ্ডরীকমেতানি পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে॥
বিপাচ্য পাদশেষন্তু তৎ পুনঃ কুড়বং পচেৎ।
শীতীভূতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ॥
রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রু-রাগশোফরুজাপহা॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ সমভাগে মিলিত ৸৹ সের, পাকার্থ জল দুই সের, অবশিষ্ট ৸৹ অর্দ্ধসের থাকিতে নামাইবে এবং ছাকিয়া কাথজল পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত ও শীতল হইলে ৮ তোলা মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ইহার প্রলেপ দিলে চক্ষুর্দাহ, অশ্রুপাত, চক্ষুর রক্তবর্ণতা ও বেদনা নিবারিত হয়।

শিগ্রুপল্লবনির্য্যাসঃ সংঘৃষ্টস্তাম্রসংপুটে॥
ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথঘর্ষাশ্রুবেদনাঃ॥

শজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করত চক্ষুতে প্রলেপ দিলে শোথ, ঘর্ষ (কর্করানি), অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত হয়।

তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম্।
অক্ষ্ণোরপি সমন্তাচ্চ পাতনন্তু জলৌকসঃ।
পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ॥

চক্ষুরোগে পটোলপত্রাদি তিক্ত দ্রব্যের সহিত সাধিত বক্ষ্যমাণ পটোলাদ্য ঘৃতপান, ষড়ঙ্গাদি বিরেচক ঔষধ সেবন দ্বারা পুনঃপুনঃ বিরেচন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে জোঁকবসান এবং পিত্তাভিষ্যন্দ নাশক ক্রিয়া সকল প্রশস্ত।

পিষ্টৈর্নিম্বস্য পত্রৈরতিবিমলতরৈর্জাতিসিন্ধূত্থমিশ্রৈ-
রন্তর্গর্ভং দধানা পটুতরগুড়িকা পিষ্টলোধ্রেণ ভৃষ্টা।
চূর্ণৈঃ সৌবীরসান্দ্রৈরতিশয়মৃদুভির্বেষ্টিতা সা সমস্তা-
চ্চক্ষুঃকোপপ্রশান্তিং চিরমুপরিদৃশোভ্র্যাম্যমাণা করোতি॥

নিম্বপত্র, জাতীপত্র ও সৈন্ধবলবণ পেষণ করিয়া তন্মধ্যে লোধপিণ্ড স্থাপিত করিবে। পরে এই সমুদায় একত্র ঘৃতে অল্প ভর্জ্জন করিয়া উপযুক্ত কাঞ্জির সহিত মিশাইয়া পোটুলী বদ্ধ করিবে; ঐ পোটুলী চক্ষুর উপরে বুলাইলে চক্ষুঃ-প্রকোপের শান্তি হয়।

বিল্বাঞ্জনম্।

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতঃ।
শুল্বে বরাটিকাঘৃষ্টো ধূপিতো গোময়াগ্নিনা॥
পয়সালোড়িতশ্চক্ষ্ণোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তে চ শস্যতে॥

বিল্বপত্ররস ৪ মাষা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি, গব্যঘৃত ৪ বিন্দু, তাম্রপাত্রে এই সমুদায় রাখিয়া কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা ঐ সকল তরল করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর শোথ, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে।
সিন্ধূত্থকটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রবাদিষু॥

বিল্বপত্ররস কাঁজির সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ এবং সরিষার তৈল মিশ্রিত করিবে। ইহা চক্ষুতে দিলে নেত্রস্রাব নিবারিত হইবে।

সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংস্যপাত্রে
ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ।
সপবনকফকোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং
জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্॥

সৈন্ধবলবণ ২ রতি, কটুতৈল ৪ বিন্দু ও কাঁজি ৪ মাষা একত্র কাঁসার পাত্রে শিলাখণ্ড দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত করিবে। পরে

ঘুঁটের আগুনে তপ্ত ও ছাগদুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষুতে দিবে। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিক চক্ষুঃশূল, শোথ, জলস্রাব ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা দূরীভূত হইয়া থাকে।

তরুস্থবিদ্ধামলক-রসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥

বৃক্ষস্থ আমলকী বিদ্ধ করিয়া তাহার রস লইবে, সেই রস চক্ষুতে দিলে অথবা পুরাতন পরিষ্কৃত ঘৃত চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃস্থ বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

নয়নশোণাঞ্জনম্।

কণা সলবণোষণা সগরসাঞ্জনা সাঞ্জনা
সরিৎপতিকফঃ সিতা সিতপুনর্নবা শর্করা।
রক্তচন্দনং মধু চ তুত্থপথ্যাশিলা
অরিষ্টদলসাবরস্ফটিকশঙ্খনাভীন্দবঃ॥
ইমানি তু বিচূর্ণয়েন্নিবিড়বাসসা শোধয়েৎ
তথায়সি বিমর্দ্দয়েন্মধুনা তাম্রখণ্ডেন তৎ।
ইদং মুনিভিরীরিতং নয়নশোণনামাঞ্জনং
করোতি তিমিরক্ষয়ং পটলপুষ্পনাশং বলাৎ॥

পিপুল, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, মল্লিকাপুষ্প, শ্বেতপুনর্নবা, চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, সাবর লোধ, ফটকিরি, শঙ্খনাভি ও কর্পূর এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া, ঘন বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। পরে মধু সহ লৌহপাত্রে তাম্রখণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ইহার অঞ্জন লইবে। ইহার নাম নয়নশোণাঞ্জন। এই অঞ্জন ব্যবহারে তিমিররোগ ও পটলগত পুষ্পরোগ প্রশমিত হয়।

জলৌকাপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্।
শিরাভেদং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ॥

নেত্রপাক রোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, শিরাবেধ এবং শুক্ররোগের ন্যায় সেক ও প্রলেপ হিতকর।

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে।
অশান্তৌ সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি দাহয়েৎ॥

অধিমন্থাদি রোগে উল্লিখিত সকল চিকিৎসাই প্রশস্ত। চিকিৎসা দ্বারা অধিমন্থাদি রোগের শমতা না হইলে ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগ দগ্ধ করিয়া দিবে।

ষড়ঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।

বিভীতকশিবাধাত্রী-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
ক্বাথো গুগ্‌গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষিশূলহা।
পিষ্টকং সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ॥
(বিভীতকাদিচূর্ণসমং গুগ্‌গুলুং গৃহীত্বা ঘৃতেন পিষ্ট্বা বটিকাং কুর্য্যাদিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।)

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলেও চক্ষুর শূল, শোথ ও রক্তবর্ণতাদি এবং পিষ্টক ও সব্রণ শুক্র বিনষ্ট হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ—বিভীতকাদি প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু; একত্র ঘৃতে মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেন। (পিষ্টবৎ শুভ্রবর্ণ গোলাকার স্ফীত মাংসোন্নতিকে পিষ্টক কহে।)

এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি॥

উপরি উক্ত বহেড়া প্রভৃতি দ্রব্য সকলের ক্বাথে এবং গুগ্‌গুলুর কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও চক্ষুরোগ সকল প্রশমিত হয়।

বাসকাদিঃ।

অটরূষাভয়ানিম্ব-ধাত্রীমুস্তাক্ষকূলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥

বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র ইহাদের ক্বাথ সেচনে (এবং বিরেচনার্থ গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে) চক্ষুর রক্তস্রাব ও কফ নিবারিত হইয়া চক্ষুর প্রসন্নতা জন্মায়।

বাসা ঘনং নিম্বপটোলপত্রং
তিক্তামৃতাচন্দনবৎসকত্বক।
কলিঙ্গদার্ব্বীদহনানি শুণ্ঠী-
ভূনিম্বধাত্র্যাবভয়া বিভীতম্॥

শ্যামা যবঃ ক্বাথমথাষ্টভাগং
পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ম্ ॥
তৈমির্যাকণ্ডুপটলার্ব্বুদঞ্চ
শুক্রং তথা সব্রণমব্রণঞ্চ।
নিহন্তি সর্ব্বান্ নয়নাময়াংশ্চ
ভৃগুপদিষ্টং নয়নাময়েষু ॥

বাসকছাল, মুতা, নিমছাল, পল্তা, কট্কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়, শ্যামালতা ও যব মিলিত ৪ তোলা, জল /১ সের, শেষ /০ ছটাক। এই ক্বাথ পূর্ব্বাহ্নে সেবন করিলে তিমির রোগ, কণ্ডু ও পটলার্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল বিনষ্ট হয়।

পথ্যাস্তিস্রো বিভীতক্যঃ ষড়্ধাত্র্যো দ্বাদশৈব তু।
প্রস্থার্দ্ধে সলিলে ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥
পীত্বাভিষ্যন্দমাস্রাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ।
সংরম্ভরাগশূলাশ্রু-নাশনং দৃক্প্রসাদনম্ ॥

হরীতকী ৩ টা, বহেড়া ৬ টা, আমলকী ১২টা, এই সমুদায় /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /।০ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ (সায়ংকালে) পান করিলে অভিষ্যন্দ, নেত্রস্রাব, নয়নের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

নেত্রে ত্বভিহতে কুর্য্যাচ্ছীতমাশ্চ্যোতনাদিকম্ ॥

নেত্র আহত হইলে শীতল-আশ্চ্যোতনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দৃষ্টেঃ প্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ
স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ।
স্বেদাগ্নিধূমভয়শোকরুজাভিতাপৈ-
রভ্যাহতামপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ ॥

স্বেদ, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক ও রোগাদির অভিতাপে দৃষ্টি আহত হইলে স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর প্রক্রিয়াদি দ্বারা দৃষ্টির প্রসাদন করিবে।

আগন্তুদোষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং
বস্ত্রোষ্মণা স্বেদিতমাদিতস্তু।
আশ্চ্যোতনং স্ত্রীপয়সা চ সদ্যো
যচ্চাপি পিত্তক্ষতজাপহং স্যাৎ ॥

সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুদাদি-
বিলোকনেনোপহতেক্ষণস্য।
সন্তর্পণং স্নিগ্ধহিমাদি কার্য্যং
সায়ং নিষেব্যাস্ত্রিফলাপ্রয়োগাঃ ॥

আগন্তুক কারণে চক্ষুতে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলে পোটলীবদ্ধ বস্ত্র দ্বারা স্বেদ দিবে এবং স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা আশ্চ্যোতন ও পিত্তজ রক্তজ চক্ষুরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সূর্য্যগ্রহণ, অগ্নি ও বিদ্যুদাদির দর্শন জন্য চক্ষুর বিকৃতি জন্মিলে সন্তর্পণাদি স্নিগ্ধ ও শৈত্য ক্রিয়াদি প্রশস্ত এবং ত্রিফলার ক্বাথ সায়ংকালে সেবন বিধেয়।

নিশাদ্বিত্রিফলাদার্কী-সিতামধুকসংযুতম্।
অভিঘাতাক্ষিশূলঘ্নং নারীক্ষীরেণ পূরণম্।
ইৎকটাঙ্কুরজস্তদ্বৎ স্বরসো নেত্রপূরণম্ ॥

অভিঘাত জনিত চক্ষুঃশূলে হরিদ্রা, মুতা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, চিনি ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ নারীদুগ্ধে প্রক্ষেপ দিয়া চক্ষুতে পূরণ করিবে, অথবা ইকড় নামক তৃণাঙ্কুরের স্বরস চক্ষুতে পূরণ করিবে।

সৈন্ধবং দারু শুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসো ঘৃতম্।
স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুক্রপাকে তদঞ্জনম্ ॥

সৈন্ধবলবণ ২ মাষা, দেবদারু ও শুঁঠ প্রত্যেক ৪ মাষা, টাবালেবুর রস ঘৃত নারীদুগ্ধ এবং জল প্রত্যেক ১২ মাষা; এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘন হইলে তদ্দ্বারা শুক্রপাক চক্ষুরোগে অঞ্জন দিবে।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকোৎপলানি চ।
জীবকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥

ছাগঘৃত /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, উৎপল, জীবক, ঋষভক প্রত্যেক ২ পল। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অভিঘাত জন্য সকল প্রকার চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

বাতাভিষ্যন্দবচ্চান্যদ্বাতে মারুতপর্য্যয়ে।
পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরঞ্চাপ্যথ ভোজনে॥

বাতাভিষ্যন্দে, বাতপর্য্যয়ে ও অন্যতো-বাতরোগে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত সেবন ও ভোজনের সঙ্গে দুগ্ধ পান হিতকর।

বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি।
সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধঞ্চাপি পিবেদ্ ঘৃতম্॥

বাদরা, কয়েৎবেল ও বৃহৎপঞ্চমূলের (বিল্বাদি পঞ্চমূলের) কল্কে এবং দুগ্ধ (ঘৃতের সমান) ও কাকড়াশৃঙ্গীর রসে (ঘৃতের তিন গুণ) যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে আগন্তুক চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

অভিষ্যন্দমধীমন্থং রক্তোত্থমর্জ্জুনম।
শিরোৎপাতং শিরাহর্ষমন্যাংশ্চাক্ষিভবান্ গদান্
স্নেহস্বেদেন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ।
(কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্।)

অভিষ্যন্দ, অধীমন্থ, রক্তজ অর্জ্জুন, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ প্রভৃতি নেত্ররোগে পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করত শিরাবেধ করিয়া রোগনিবারণের চেষ্টা করিবে।

(অধিমন্থ রোগে চক্ষু ও মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন উৎপাটিত ও মথিত বলিয়া বোধ হয়। অর্জ্জুনরোগে শুক্ল ভাগে শশরক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ একটি বিন্দুর উৎপত্তি হয়। শিরোৎপাত রোগে চক্ষুর শিরা সকল অবেদন বা সবেদন হইয়া বারংবার তাম্রবর্ণ ও প্রকৃতবর্ণ হয়। শিরাহর্ষ রোগে তাম্রবর্ণ প্রগাঢ় অশ্রুনির্গম ও দৃষ্টিক্ষীণতা হয়)।

অম্লাধ্যুষিতশান্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্।
তৈন্দুকং ত্রৈফলং সর্পির্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্।
শিরাব্যধং বিনা কার্য্যঃ পিত্তস্যন্দহরো বিধিঃ॥

অম্লাধ্যুষিত-নেত্ররোগ-শান্তিজন্য সুশীতল প্রলেপ, তৈন্দুকঘৃত (সুশ্রুতে বাত-ব্যাধিতে উক্ত), ত্রৈফলঘৃত কিংবা কেবল পুরাতন ঘৃত প্রয়োগ করিবে এবং শিরাবেধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

(অম্লাধ্যুষিত রোগে চক্ষুর মধ্যভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে এবং দাহ, শোথ ও স্রাব বিদ্যমান থাকে)।

সর্পিঃক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাশীশং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্॥

শিরোৎপাত রোগে ঘৃত ও মধুর সহিত সৌবীরাঞ্জন পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। তদ্বৎ সৈন্ধব লবণ ও হিরাকস নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে।

শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্।
মধুনা তার্ক্ষ্যশৈলং বা কাশীশং বা সমাক্ষিকম্॥

শিরাহর্ষ নেত্ররোগে মাৎগুড় ও মধু কিংবা রসাঞ্জন ও মধু অথবা হিরাকস ও মধু দ্বারা অঞ্জন দিবে।

ব্রণশুক্রপ্রশান্ত্যর্থং ষড়ঙ্গং গুগ্‌গুলুং পিবেৎ॥

ব্রণশুক্র রোগে ষড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু সেবন করিবে। (চক্ষুর কৃষ্ণাংশে অত্যন্ত বেদনা উষ্ণ স্রাবযুক্ত সূচীবিদ্ধবৎ গোলাকার নিমগ্ন ও শুক্লবর্ণ আকৃতিবিশেষকে ব্রণশুক্র কহে)।

কতকস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকং রূপ্যমেব চ।
কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রাপহং বিদুঃ॥

নির্ম্মলীফল (জলপ্রসাদন ফল), শঙ্খনাভি, গাবের আঁঠি ও রৌপ্য এই সকল দ্রব্য স্তন-দুগ্ধের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ব্রণশুক্র ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়।

শিরয়া বা হরেদ্রক্তং জলৌকোভিশ্চ লোচনাৎ।
অক্ষমজ্জাঞ্জনং সায়ং স্তন্যেন শুক্রনাশনম্॥

জোঁক দ্বারা চক্ষুঃশিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিলে অথবা বহেড়া মজ্জা নারীদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া সায়ংকালে অঞ্জন দিলে ব্রণশুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একং বা পুণ্ডরীকঞ্চ ছাগীক্ষীরাবসেচিতম্।
রাগাশ্রুবেদনাং হন্যাৎ ক্ষতপাকাত্যয়াজকাঃ॥

উৎকৃষ্ট পুণ্ডরীককাষ্ঠ পেষিত ও বস্ত্রখণ্ডে পোটুলীবদ্ধ করিয়া ছাগ দুগ্ধে ভিজাইয়া

রাখিবে। দুগ্ধ যখন পীতবর্ণ হইবে, তখন ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে পরিষেচন করিবে। তাহাতে চক্ষুর রক্তবর্ণতা, অশ্রুপাত ও বেদনা এবং অক্ষিক্ষত, অক্ষিপাকাত্যয় ও অজকা বিনষ্ট হয়।

(সমুদায় কৃষ্ণমণ্ডল শুক্লাবৃত হইলে, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। এবং শুষ্ক ছাগবিষ্ঠার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অতিশয় বেদনাযুক্ত ঈষৎ লোহিতবর্ণ মেদঃপদার্থ দ্বারা কৃষ্ণমণ্ডল আবৃত হইলে তাহাকে অজকা কহে)।

তুত্থকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হন্ত্যক্ষিপূরণাৎ॥

শীতল জলে তুঁতে ঘষিয়া সেই জল চক্ষুতে দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

সমুদ্রফেনদক্ষাণ্ড-ত্বক্‌সিন্ধূত্থৈঃ সমাক্ষিকৈঃ।
শিগ্রুবীজযুতৈর্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা॥

সমুদ্রফেন, কুক্কুটডিম্বের খোসা, সৈন্ধব লবণ, মধু (কাহার মতে স্বর্ণমাক্ষিক) ও শজিনাবীজ, এই সকল দ্রব্য শজিনার রসে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি শুক্ররোগ-নাশিনী।

ধাত্রীফলং নিম্বকপিত্থপত্রং
যষ্ট্যাহ্বলোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ।
ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ
সর্ব্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্॥

আমলকী, নিমপত্র, কয়েৎবেলের পত্র, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তিল, ইহাদের ক্বাথ শীতলাবস্থায় নয়নে সেচন করিলে সর্ব্বপ্রকার শুক্র বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণপুন্নাগপত্রেণ পরিভাবিতবারিণা।
শ্যামাক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্॥

নাগকেশর-পত্র, শিলায় কুট্টিত করিয়া তদ্দ্বারা জল ভাবিত করিবে। সেই জলে অথবা শ্যামালতার ক্বাথে চক্ষু সেচন করিলে কুসুম রোগ (শ্বেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়।

দক্ষাণ্ডত্বক্‌শিলাশঙ্খ-কাচচন্দনগৈরিকৈঃ।
তুল্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ॥

কুক্কুটডিম্বের ত্বক্, মনছাল, শঙ্খনাভি, কাচ, চন্দন ও গেরিমাটী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার অঞ্জন দিলে কুসুম ও অর্ম্মাদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

শিরীষবীজমরিচ-পিপ্পলীসৈন্ধবৈরপি।
শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ॥

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল সৈন্ধব চূর্ণ, মধ্বাক্ত শলাকায় লাগাইয়া তাহা শুক্রে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে শুক্র বিনষ্ট হইবে।

বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ।
নক্তাহ্ববীজবর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্‌চিরজমপি॥

করঞ্জার বীজচূর্ণ পলাশপুষ্পের স্বরসে ১ সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে দীর্ঘকালোৎপন্ন কুসুম আশু বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবত্রিফলাকৃষ্ণা-কটুকাশঙ্খনাভয়ঃ।
সতাম্ররজসো বর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী॥

সৈন্ধব লবণ, ত্রিফলা, পিপুল, কটকী, শঙ্খনাভি ও তাম্র ইহাদের চূর্ণ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন ব্যবহারে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

চন্দনং সৈন্ধবং পথ্যা পলাশতরুশোণিতম্।
ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রার্ম্মাদিবিলেখনম্॥

রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, পলাশের আটা ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ ও অর্ম্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা।
মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন সৈন্ধবম্।
এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়োস্তিমিরেষু চ॥

শঙ্খনাভি ৪ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিবে। পরে মধুসিক্ত শলাকা দ্বারা এই চূর্ণ সব্রণ কিংবা অব্রণ শুক্রে ঘর্ষণ করিবে। (পরে ত্রিফলার ক্বাথে চক্ষু ধৌত করিবে।) ইহা নেত্ররোগের বিশেষ হিতকর।

তাপ্যং মধুকসারো বীজঞ্চাক্ষস্য সৈন্ধবম্।
মধুনাঞ্জনযোগাঃ স্যুশ্চত্বারঃ শুক্রশান্তয়ে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, মৌলসার, বহেড়ার মজ্জা ও সৈন্ধব লবণ, এই চারিটি দ্রব্যের যে কোনটী মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে শুক্র-রোগের শান্তি হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাপি ঘনোন্নতম্॥

সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ বটের আটার সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিলে ঘন এবং উন্নত শুক্ররোগ সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলামজ্জমঙ্গল্যা মধুকং রক্তচন্দনম্।
পূরণং মধুসংমিশ্রং ক্ষতশুক্রাজকাশ্রনুৎ॥

ত্রিফলার মজ্জা, গোরোচনা, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় মধুর সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে ক্ষতশুক্র, অজকা ও অশ্রু প্রশমিত হয়।

তালস্য নারিকেলস্য তথৈবারুষ্করস্য বা।
করীরস্য চ বংশানাং কৃত্বা ক্ষারং পরিস্রুতম্॥
করভাস্থিকৃতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিভাবিতম্।
সপ্তকৃত্বোঽষ্টকৃত্বো বা শ্লক্ষচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥
এতচ্ছুক্রেষ্বসাধ্যেষু কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্।
যানি শুক্রাণি সাধ্যানি তেষাং পরমমঞ্জনম্॥

তালজটা, নারিকেল মালা, ভেলা ও বংশ-করীর (বাঁশের কোড়) ইহাদের ভস্ম ভাব্য দ্রব্য সমান গ্রহণ করিয়া আট গুণ বা ষোল গুণ জলে পাক করিবে। অর্দ্ধাবশেষ বা চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ২১ বার ছাঁকিয়া পরিস্রুত জল গ্রহণ করিবে। সেই জলে উষ্ট্রাস্থি চূর্ণ ৭।৮ বার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অসাধ্য শুক্র স্বাভাবিক কৃষ্ণ করিবার জন্য এবং সাধ্য শুক্র উপশমের জন্য এই চূর্ণ শ্রেষ্ঠ জানিবে।

ব্রণশুক্রহরা বর্ত্তিঃ।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকা সমা।
ব্রণশুক্রহরা বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী॥

রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লাক্ষা, মালতী-কলিকা, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকাশ-জলে বা শীতলজলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ব্রণশুক্র বিনষ্ট এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

পুষ্পহরী বর্ত্তিঃ।

পলাশপুষ্পস্বরসৈর্সপ্তশঃ পরিভাবিতম্।
করঞ্জবীজং তদ্বর্ত্তির্দৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ॥

করঞ্জবীজ, পলাশপুষ্পের স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে নেত্রপুষ্প (শাদা চিহ্ন) প্রশমিত হয়।

দন্তবর্ত্তিঃ।

দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্র-গবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ।
সশঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধি-ফেনৈর্মরিচপাদিকৈঃ।
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তির্নিবর্ত্তয়েৎ॥

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দ্দভ ইহাদের দন্ত, শঙ্খনাভি, মুক্তা এবং সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মরিচ। এই সমুদায় চূর্ণ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষতশুক্র উপশমিত হয়।

সুখাবতী বর্ত্তিঃ।

কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচমর্ম্ম শুক্রং তথৈব চ।
কণ্ডুক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলঞ্চাশু সুখাবতী॥

নির্ম্মলীফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্ এই সমুদায় জলে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করত মধু দ্বারা অঞ্জন দিলে চক্ষুর তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, অর্ব্বুদ ও মল প্রভৃতি আশু দূরীভূত হয়। (ইহা পিত্তাধিক্য তিমিরে প্রশস্ত)।

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ ।
নাশয়েৎ তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ ॥
অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি ।
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি ।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী ॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষুর কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, কুসুম ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতির নিবারণ এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ ।

রসাঞ্জনমথৈলা চ * কুঙ্কুমং মনঃশিলম্ ।
শঙ্খনাভিঃ শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী ॥
এষা চন্দ্রোদয়া নাম বর্ত্তিশ্চক্ষুঃপ্রসাদনী ।
হন্যাৎ পিচ্ছঞ্চ কণ্ডুঞ্চ তিমিরঞ্চাপদর্শিতম্ ॥

রসাঞ্জন, এলাইচ (পাঠান্তরে—শৈলজ), কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, শজিনাবীজ ও চিনি, এই সমুদায় দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃ প্রসন্ন এবং পিচ্ছ ও তিমির প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিবর্ত্তিঃ ।

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ ।
কণ্ডুতিমিরজিদ্বর্ত্তির্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥

হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর কণ্ডু ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

কুমারিকা বর্ত্তিঃ ।

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ ।
জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ ।
এষা কুসুমিকা বর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ ॥

তিলফুল ৮০ টা, পিপুলের দানা ৬০ টা, জাতীফুল ৫০ টা ও মরিচ ১৬ টা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা নষ্ট চক্ষুও পুনর্ব্বার লব্ধ হয়।

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিঃ ।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাশীসময়সো রজঃ ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ ॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে ।
সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ ।
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ ॥

ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডত্বক্, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন এই সমুদায় তাম্রপাত্রে পেষণ ও ছাগদুগ্ধে সাত দিন ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা অন্ধেরও দৃষ্টিপ্রদ।

চন্দনাদ্যা বর্ত্তিঃ ।

চন্দনত্রিফলাপূগ-পলাশতরুকোটরৈঃ ।
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা ॥
পলাশতরুকোটরৈঃ পলাশপুষ্পস্বরসম্ ইতি শ্রীকণ্ঠঃ ।

রক্তচন্দন, ত্রিফলা, সুপারি ও পলাশপুষ্পের রস এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার প্রয়োগে সকল প্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ক্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তিঃ ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা বন্ধূকং সৈন্ধবালমনঃশিলাঃ ।
ক্লেদোপদেহকণ্ডুঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ভগবপাদুকা, সৈন্ধব, হরিতাল ও মনছাল এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর ক্লেদাদি দূরীকৃত হয়।

নয়নসুখা বর্ত্তিঃ ।

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ হরীতকী সলিলপিষ্টা ।
বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্মপটলকাচাশ্রুহরা ॥

* রসাঞ্জনং সশৈলেয়মিতি যোগরত্নাকরধৃতঃ পাঠঃ ।

পিপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ একত্রে জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুপাতাদি রোগ নিবারিত হয়।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মধ্যস্তু শঙ্খনাভিম নঃশিলা॥
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রয়োজয়েৎ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্।
অধিমাংসান্মলী চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতন্ধ্যামপি নাশয়েৎ॥

রসাঞ্জন, শজিনার বীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষের অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

(চক্ষুর উপরে পদ্দার মত যে মাংস জন্মে, তাহার নাম অর্ম্ম। অধিমাংসার্ম্মে সেই মাংস স্থূল, মৃদুস্পর্শ ও যকৃৎখণ্ডের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। একেবারে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলে, তাহাকে তিমির, কাচ, নীলিকা বা লিঙ্গনাশ কহে)।

পঞ্চশতিকা বর্ত্তিঃ।

নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গানাং যবশতঞ্চ নিস্তুষং গ্রাহ্যম্।
মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলীতণ্ডুলশতঞ্চ॥
পঞ্চশতৈর্বর্ত্তিবিহিতাঞ্জনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাস্মকে নয়নে।
তিমিরাশ্রুকাচপটলানাং নান্যোপরঃ সাধনোপায়ঃ॥

নীলোৎপল পত্র ১০০ টা, মুগ ১০০টা, নিস্তুষ যব ১০০ টা, মালতীফুল ১০০ টা ও পিপুলের চাউল ১০০টা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে তিমিরাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যা বর্ত্তিঃ।

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠ-তার্ক্ষ্যৈর্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরাম্মাশ্রুনিক্রতিম্॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন; ইহাদের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন দিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম, অশ্রুপাত প্রভৃতি নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যা বর্ত্তিঃ।

পিপ্পলীং সতগরোৎপলপত্রাং বর্ত্তয়েৎ সমধুকাং সহরিদ্রাম্।
এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যাং যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ॥

পিপুল, তগরপাদুকা, নীলোৎপলপত্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা অঞ্জন দিলে গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হয়।

তারকাদ্যা বর্ত্তিঃ।

তারং তাম্রং রসং নাগং কর্পূরং খর্পরং তথা।
রসাঞ্জনং কাংস্যশঙ্খং হংসপাদ্যা দ্রবৈর্দনম্।
বর্ত্তিং কুর্য্যাঞ্জনাচ্চ ও সমস্তং নেত্রজাময়ম্॥

রৌপ্য, তাম্র, পারদ, সীসা, কর্পূর, খর্পর, রসাঞ্জন, কাঁসা ও শঙ্খ এই সকল দ্রব্য গোয়ালেলতার রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি দ্বারা অঞ্জন দিলে সমস্ত নেত্র রোগ নিবারিত হয়।

কোকিলা বর্ত্তিঃ।

ব্যোষায়শ্চূর্ণসিন্ধুত্থ-ত্রিফলাঞ্জনসংযুতা।
বর্ত্তিকা জলপিষ্টেয়ং কোকিলা তিমিরাপহা॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও সৌবীরাঞ্জন, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত পেষণ করত অঞ্জন দিলে তিমির রোগ প্রশমিত হয়।

সৌগতাঞ্জনম্।

নিশাদ্বয়াভয়ামাংসী-কুষ্ঠকৃষ্ণা বিচূর্ণিতাঃ।
সর্ব্বনেত্রাময়ান্ হন্যাদেতৎ সৌগতমঞ্জনম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ করিবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

ত্রীণি কটূনি করঞ্জফলানি দ্বে রজনী সহসৈন্ধবকঞ্চ।
বিল্বতরোর্ব্বরুণস্য চ মূলং বারিচরং দশমং প্রবদন্তি॥
হন্তি তমস্তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চিটশুক্রমথার্জ্জুনকঞ্চ।
অঞ্জনকং জনরঞ্জনকঞ্চ দৃক্ চ ন নশ্যতি বর্ষশতঞ্চ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, বেলমূল, বরুণমূল ও শঙ্খনাভি, এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, পিচুটিকাটা প্রভৃতি নেত্ররোগ নিবারিত হয়। পরন্তু ইহাদের অঞ্জনে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
অঞ্জনং সৈন্ধবঞ্চৈব সদ্যস্তিমিরনাশনম্॥

নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন ও সৈন্ধব লবণ, ইহাদের দ্বারা অঞ্জন লইলে সদ্যই তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

পত্রগৈরিককর্পূর-যষ্টিনীলোৎপলাঞ্জনম্।
নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্॥

তেজপত্র, গেরিমাটি, কর্পূর, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, রসাঞ্জন ও নাগেশ্বর, ইহাদের অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমিররোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জ্জুনী বর্ত্তিঃ।

ত্রিফলাব্যোষসিন্ধূত্থ-যষ্টিতুত্থরসাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নতাম্বুনা।*
নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে॥
নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ।
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্॥
কিংশুকস্বরসেনাথ পৈষ্ট্যং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ॥
চিরমাচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা।
উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছ্রেণ প্রসাদঞ্চাধিগচ্ছতি॥

*নভোঽম্বুনেতি বা পাঠঃ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও জারিত তাম্র, এই চতুর্দ্দশটি দ্রব্যের চূর্ণ তগরপাদুকার কাথে (পাঠান্তরে—শিশির জলে) পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর প্রকোপ, পটল ও তিমির রোগ; কিংশুক পুষ্পের স্বরসে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্ট পুষ্প (ফুলপড়া) ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা; লোধের কাথে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে আসন্ন তিমির এবং ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে দীর্ঘকালের ছানিপড়া নিবারিত হয়।

ত্রিফলা পুরাতনঘৃতমধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গঃ শতাবরী মুদ্গাঃ।
চক্ষুষ্যাঃ সংক্ষেপাদ্বর্গঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিরয়ম্॥

ত্রিফলা, পুরাতন ঘৃত, মধু, যব, পাদাভ্যঙ্গ, শতমূলী ও মুগ, এই গুলিকে বৈদ্যগণ সাধারণতঃ চক্ষুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

লিহ্যাৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং
ঘৃতপ্রগাঢ়াং তিমিরেঽথ পিত্তজে।
সমীরণে তৈলযুতাং কফাত্মকে
মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ॥

পৈত্তিক ও রক্তজ তিমির রোগে অধিক পরিমিত ঘৃতের সহিত, বাতিক তিমির রোগে তৈলের সহিত এবং শ্লৈষ্মিক তিমির রোগে অধিক পরিমিত মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিবে।

কষায়ঃ কাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্।
মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্॥

ত্রিফলার কাথ, কল্ক অথবা ত্রিফলার চূর্ণ, মধু বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

যস্ত্রৈফলং চূর্ণমপথ্যবর্জ্জী সায়ং সমশ্নাতি হবির্মধুভ্যাম্।
স মুচ্যতে নেত্রগতৈর্বিকারৈর্ভৃত্যৈর্যথা ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ॥

কুপথ্য ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ সায়ংকালে ঘৃত মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করে, সে চক্ষুরোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

সঘৃতং বা বরাক্বাথং শীলয়েৎ তিমিরাময়ী ॥

তিমিররোগী ঘৃতের সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিতে অভ্যাস করিবে।

জাতা রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার কাথে চক্ষু ধৌত করিলে উৎপন্ন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও কোন চক্ষুরোগ হয় না।

জলগণ্ডুষৈঃ প্রাতর্বহুশোহস্ত্রাভিঃ প্রপূর্য্য মুখরন্ধ্রম্।
নির্দ্দয়মুক্ষন্নক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরাণি না সদ্য ॥

প্রাতঃকালে জলগণ্ডুষ দ্বারা বারংবার মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া সেই গণ্ডুষ জল দ্বারা উত্তম রূপে চক্ষু ধৌত করিলে শীঘ্র তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যৎ প্রদীয়তে।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥

ভোজনানন্তর আচমন করিয়া হস্তের জল না মুছিয়া সেই হস্তসংলগ্ন জল চক্ষুতে দিলে তিমির রোগ প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণাদ্যং তৈলম্।

কৃষ্ণাবিড়ঙ্গমধুযষ্টিকসিন্ধুজন্ম-
বিশ্বৌষধৈঃ পয়সা সিদ্ধমিদং ছগল্যাঃ।
তৈলং নৃণাং তিমিরশুক্রশিরোঽক্ষিশূল-
পাকাত্যয়ান্ জয়তি নস্তবিধৌ প্রযুক্তম্ ॥

তিলতৈল /১ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈলের নস্য তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, অক্ষিশূল ও চক্ষুঃপাক প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

পটোলাদ্যং ঘৃতম্।

পটোলং কটুকাং দার্ব্বীং নিম্বং বাসাং ফলত্রিকম্।
দুরালভাং পর্পটকং ত্রায়ন্তীঞ্চ পলোন্মিতাম্ ॥
প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কল্কৈর্ভূনিম্বকুটজ-মুস্তযষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ।
সপিপ্পলীকৈস্তৎ সিদ্ধং চক্ষুষ্যং শুক্রয়োর্হিতম্ ॥
ঘ্রাণকর্ণাক্ষিবক্ত্রত্বঙ্মুখরোগব্রণাপহম্।
কামলাকুষ্ঠবীসর্প-গণ্ডমালাপহং পরম্ ॥

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী /২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—চিরতা, কুড়্‌চিছাল, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল মিলিত /১ সের। ইহা দ্বারা চক্ষের শুক্রাদি রোগ নষ্ট হয় এবং নাসা, কর্ণ, অক্ষিবর্ত্ম, ত্বক্ ও মুখরোগাদিতে অনেক উপকার দর্শে।

অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্।
ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ ॥

অজকা রোগে পার্শ্বদেশ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রস নির্গত করিয়া ফেলিবে। পরে গোময়চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণপূরণ করিবে।

সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোচনসমন্বিতম্।
শেলুত্বগ্রসসংযুক্তং পূরণঞ্চাজকাপহম্ ॥
(বাজিপাদোঽশ্বখুরঃ, অশ্বগন্ধামূলমিতি কেচিৎ, ব্যবহারস্তু পূর্ব্বেণৈবেতি চক্রটীকা)

সৈন্ধব লবণ, অশ্বের খুর (কাহার মতে অশ্বগন্ধামূল) ও গোরোচনা, চাল্‌তা ত্বকের রস সহ পেষণ করিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে অজকা নামক রোগের শান্তি হয়।

শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য কষায়ে চ সর্পিষঃ কুড়বং পচেৎ।
যষ্টিপ্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমম্ ॥
ছাগল্যাঃ পূরণাচ্ছুক্র-ক্ষতপাকাত্যয়াজকাঃ।
হন্তি শশশ্চশূলঞ্চ দাহরাগানশেষতঃ ॥

ঘৃত /।॰ সের। কাথার্থ—শশকমাংস /১ সের, (চক্রদত্তের মতে শশক একটা)। জল /৮ সের, শেষ /২ সের, ছাগদুগ্ধ /২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরিয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষে পূরণ করিলে শুক্র,

চক্ষুঃক্ষত, চক্ষুঃপাকাত্যয় ও অজকা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

> হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ।
> ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥
> গোমূত্রেণ গুড়ী কার্য্যা ছাগমূত্রেণ চাঞ্জনম্।
> জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি ভূতাবেশং তথৈব চ ॥
> বারিণা তিমিরং হন্তি মধুনা পটলং তথা।
> নক্তান্ধ্যং ভৃঙ্গরাজেন নারীক্ষীরেণ পুষ্পকম্।
> শিশিরেণ পরিস্রাবমর্ব্বুদং পিচ্চিটং তথা ॥

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, নাগরমুতা, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও ভূতাবেশ, জলের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমিররোগ, মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পটলরোগ, ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্যরোগ, নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্পকরোগ, শিশিরবিন্দুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, অর্ব্বুদ ও পিচুটি কাটা নিবারিত হয়।

> সংগৃহ্যামরতঃ কিঞ্চুলকান্ রসলাক্ষয়া পঙ্কুপদান্
> লাক্ষারঞ্জিতভাবিতান্ দিনকৃতান্ যষ্টীমধূন্মিশ্রিতান্।
> প্রজ্বাল্যোত্তমসর্পিষানলশিখাসন্তাপজং কজ্জলং
> দূরাসন্ননিশান্ধ্য-নক্তিতিমিরপ্রধ্বংসকৃচ্চোদিতম্ ॥

মৃত কিঞ্চুলুক (কেঁচো) আল্তার জলে ভাবিত ও সূর্য্যতাপে পরিশুষ্ক করিয়া তাহা চূর্ণীকৃত করিবে। পরে ঐ চূর্ণ ও তৎসম যষ্টিমধুচূর্ণ একখানি অলক্তপত্রে (আল্তাপাতে) নিহিত করিয়া (এবং সূত্রদ্বারা বান্ধিয়া) বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি গব্যঘৃতে আপ্লুত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে। পরে সেই বর্ত্তির অগ্নিশিখার উপর নির্ম্মল কাচাদি পাত্র ধারিলে তাহাতে যে কজ্জল পড়িবে, তাহা দ্বারা অঞ্জন দান করিলে তিমিরাদি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

> ভূমৌ নিঘৃষ্টয়াঙ্গুল্যা অঞ্জনং শমনং তয়োঃ।
> তিমিরকাচার্ম্মহরং ধূমিকায়াশ্চ নাশনম্ ॥

ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া তদ্দারা অঞ্জন দিলে তিমিরাদি রোগ সকল বিনষ্ট এবং ধূম দর্শন নিবারিত হয়।

> ত্রিফলাভৃঙ্গমহৌষধমধ্বাজ্যচ্ছাগপয়সি গোমূত্রে।
> নাগং সপ্তনিষিক্তং করোতি গরুড়োপমং চক্ষুঃ ॥

অগ্নিদগ্ধ সীসক ত্রিফলার কাথে, ভৃঙ্গরাজের রসে, শুঁঠের কাথে, মধুতে, ঘৃতে, ছাগদুগ্ধে ও গোমূত্রে যথাক্রমে প্রত্যেকটিতে ৭ বার নিষিক্ত করিয়া ঐ সীসকের শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ শলাকা প্রস্তরখণ্ডে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, গরুড় সদৃশ দৃষ্টিশক্তি হয়।

> ত্রিফলসলিলযোগে ভৃঙ্গরাজদ্রবে চ
> হবিষি চ বিষকল্কে ক্ষীর আজে মধুত্রে।
> প্রতিদিনমথ তপ্তং সপ্তধা সীসকঞ্চ
> প্রণিহিতমথ পশ্চাৎ কারয়েৎ তচ্ছলাকাম্ ॥
> সবিতুরুদয়কালে সাঞ্জনা নাঞ্জনা বা
> করকরিকসমেতানর্ম্মপোচ্চটরোগান্।
> অসিতসিতসমুত্থান্ সঙ্কলঙ্কাভিঘাতান্
> হরতি নয়নরোগান্ সেব্যমানা শলাকা
> (ইয়ং সারকৌমুদ্যাং বঙ্গসেনে চ দৃষ্টা ইত্যাহ শিবদাসঃ।)

ত্রিফলাকাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, বিষকল্ক, ছাগ-ঘৃত, ছাগদুগ্ধ ও মধু, এই সমুদায়ের প্রত্যেকটিতে একখণ্ড উত্তপ্ত সীসক ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিয়া তদ্দারা একটি শলাকা প্রস্তুত করিবে। ঐ শলাকা ঘর্ষণ করিয়া সূর্য্যোদয় কালে রসাঞ্জনের সহিত অথবা কেবল তাহারই অঞ্জন দিলে চক্ষুর শ্বেতস্থ বা কৃষ্ণস্থ রোগ, সান্ধি এবং বর্ত্মগত রোগ ও কর্করাদি নিবারিত হয়।

> চিঞ্চাপত্ররসং নিধায় বিমলে চৌড়ুম্বরে ভাজনে
> মূলং তত্র নিঘৃষ্টসৈন্ধবযুতং গৌঞ্জং বিশোষ্যাতপে।
> তচ্চূর্ণং বিমলাঞ্জনেন সহিতং নেত্রাঞ্জনে শস্যতে
> কাচার্ম্মার্জ্জুনপিচ্চিটে সতিমিরে স্রাবঞ্চ নির্ব্বাপয়েৎ ॥

একটি তাম্রপাত্রে তেঁতুল পাতার রস রাখিয়া সৈন্ধব লবণের সহিত গুঞ্জামূল ঘর্ষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে উহা চূর্ণ করিয়া সৌবীরাঞ্জনের সহিত

অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কাচাদি নেত্ররোগের শান্তি হয় এবং নেত্রস্রাব নিবারিত হয়।

চিত্রাষষ্ঠীযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি।
সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি॥

চিত্রানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীতিথিতে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বৎসরাতীত তিমির রোগও প্রশমিত হয়।

দন্ত্যাদ্রূশীরনির্য্যূহে চূর্ণিতং কণসৈন্ধবম্।
তৎ ক্লান্তং সঘৃতং ভূয়ঃ পচেৎ ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্ঘনে।
শীতে তস্মিন্ হিতমিদং সর্ব্বজে তিমিরেঽঞ্জনম্॥

বেণার মূলের ক্বাথে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন করিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীরসাঞ্জনক্ষৌদ্র-সর্পির্ভিস্তু রসক্রিয়া।
পিত্তানিলাক্ষিরোগঘ্নী তৈমিৰ্য্যপটলাপহা॥

আমলকীর ক্বাথে রসাঞ্জন ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঘনীভূত হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পাক করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া রসক্রিয়া করিবে। ইহাতে পিত্তজ ও বাতজ চক্ষুরোগ এবং তিমির ও পটলরোগ নিবৃত্ত হয়।

শৃঙ্গবেরং ভৃঙ্গরাজং যষ্টিতৈলেন মিশ্রিতম্।
নস্যমেতেন দাতব্যং মহাপটলনাশনম্॥

শুঁঠ ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ যষ্টিমধুসাধিত তেলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে মহাপটল নিবারিত হয়।

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভূতে যথাবিধিপূর্ব্বকম্।
বিদ্ধা দৈবকৃতে ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ॥
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ।
নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপটেন বেষ্টয়েৎ॥
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ।
উদ্গারকাসক্ষবথু-ষ্ঠীবনোৎকম্পনানি চ॥
তৎকালং নাচরেদূৰ্দ্ধং যন্ত্রণা স্নেহপীতবৎ।
ত্র্যহাৎ ত্র্যহাদ্ধাবয়েৎ তৎ কষায়ৈরনিলাপহৈঃ॥
বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূৰ্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ।
দশরাত্রন্তু সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্॥
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া।
রাগশ্চোষোঽর্ব্বুদং শোথো বুদ্বুদং কেকরাক্ষতা॥

অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্দুষ্টবেধজাঃ।
অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ।
রুজায়ামক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগান্ নিবোধ মে॥

কফজন্য লিঙ্গনাশে দৈবকৃতচ্ছিদ্রে যথাবিধি শলাকা প্রবেশ করাইয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা নেত্র পূরণ করিবে। অনন্তর রূপদর্শন হইলে অল্পে অল্পে শলাকা উদ্ধৃত করিয়া চক্ষু ঘৃতাক্ত ও বস্ত্রের পটীদ্বারা বদ্ধ করিয়া রোগিকে নির্জ্জন ও নিরুৎপাত গৃহে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। তৎকালে (সপ্তাহকাল) উদ্গার, কাসি, হাঁচি, থুতুফেলা ও কম্পনাদি যাহাতে না হয়, এরূপ সাবধানে থাকিবে এবং স্নেহ পীত ব্যক্তি যেরূপ আহারাচারাদির নিয়ম পালন করে, সেইরূপ করিতে হইবে। তিন তিন দিন অন্তর বায়ুনাশক কষায় দ্বারা নেত্র ধৌত করিবে এবং বাতশ্লেষ্ম নাশার্থ নেত্রে স্বেদ দিবে। দশ দিনের পর দৃষ্টিপ্রসাদক মৃদু ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—লঘু অন্ন। দুষ্টবেধ জন্য চক্ষুতে রক্তবর্ণতা, চোষ, অর্ব্বুদ, শোথ, বুদ্বুদ, কেকরাক্ষতা (টেরা চোখ) ও অধিমন্থাদি অন্য রোগ উৎপন্ন হয়। অহিতাচার জন্যও এ সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। যথাবিধি তাহাদের চিকিৎসা করিবে। নেত্রের বেদনা বা লৌহিত্য নিবারণার্থ কতিপয় যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কল্কিতাঃ সঘৃতা দূর্ব্বা-যবগৈরিকশারিবাঃ।
মুখা লেপাঃ প্রযোক্তব্যা রুজারাগোপশান্তয়ে॥

দূর্ব্বাঘাস, যব, গেরিমাটী ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়।

পয়স্যাশারিবাপত্র-মঞ্জিষ্ঠামধুকৈরপি।
অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে॥

ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, তেজপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া নেত্ররোগে প্রলেপ দিবে। তাহাতে নেত্র নিরাময় হয়।

বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পিশ্চতুর্গুণে।
কাকোল্যাদিপ্রতীবাপং প্রযুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
শাম্যত্যেবং ন চেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ।
ততঃ শিরাং দহেচ্চাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং যথা॥

দৃষ্টেরতঃ প্রসাদার্থমঞ্জনে শৃণু মে শুভে ॥
মেষশৃঙ্গস্য পত্রাণি শিরীষধবয়োরপি।
মালত্যাশ্চাপি তুল্যানি মুক্তাবৈদূর্য্যমেব চ ॥
অজাক্ষীরেণ সংপিষ্য তাম্রে সপ্তাহমাবপেৎ।
প্রণিধায় তু তদ্বর্ত্তিং যোজয়েদঞ্জনং ভিষক্ ॥

ভদ্রদার্ব্বাদি বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত যথা বিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের ও কাকোল্যাদি গণের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত নস্য ও পানাদি সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু যদি ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা বেদনার শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া তাহার ললাটস্থিত শিরা বিদ্ধ বা দগ্ধ করিবে। তৎপরে দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ মেষ-শৃঙ্গীপত্র, শিরীষপত্র, ধবপত্র, মালতীপত্র, মুক্তা ও বৈদূর্য্য, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করত তাম্রপাত্রে ৭ দিন রাখিবে। পরে তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে।

স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলা।
মরিচানি চ তদ্বর্ত্তিং কারয়েচ্চাপি পূর্ব্ববৎ ॥

স্রোতোঞ্জন, প্রবাল, সমুদ্রফেন, মনঃশিলা ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ ছাগদুগ্ধে পেষণ ও ১ সপ্তাহ তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিরও অঞ্জন প্রযোজ্য।

রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে ॥

রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণ-গৈরিক, এই সকল দ্রব্য গোময়রসে পেষণ করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে পৈত্তিক দৃষ্টিনাশ নিবারিত হয়।

নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রসসংযুতম্।
গুড়িকাঞ্জনমেতৎ স্যাদ্ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্ ॥

পদ্মের ও নীলোৎপলের কেশর গোময়-রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দিবান্ধ্য ও রাত্র্যান্ধ্য প্রশমিত হয়।

নদীজশঙ্খত্রিকটূন্যথাঞ্জনং
মনঃশিলা দ্বে চ নিশে গবাং যকৃৎ *।
সচন্দনেয়ং গুড়িকাথবাঞ্জনে
প্রশস্যতে রাত্রিদিনেষ্বপশ্যতাম্ ॥
(নদীজং সৈন্ধবম্। শঙ্খং শঙ্খনাভিঃ। অঞ্জনং রসাঞ্জনম্।)

সৈন্ধব (কেহ বলেন, স্রোতোঽঞ্জন), শঙ্খনাভি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ছাগাদির যকৃৎ (পাঠান্তরে উহাদের বিষ্ঠা) ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকার অঞ্জনও রাত্র্যান্ধ্য-দিবান্ধ্যনাশক।

কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্কা তদ্রসপেষিতা।
অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্রমূষণম্ ॥

ছাগলের যকৃৎখণ্ডের মধ্যে পিপুল স্থাপন করিয়া জলে উৎস্বিন্ন করিবে। পরে উহা উৎ-স্বেদাবশিষ্ট রস পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তির অঞ্জন রাত্র্যান্ধ্য-নিবারক। ঐরূপে পক্ক মরিচও মধুর সহিত অঞ্জনরূপে প্রযোজিত হইলে রাত্র্যান্ধ্য নষ্ট হইয়া থাকে।

পচেৎ তু গোধং হি যকৃৎ প্রকল্পিতং
প্রপূরিতং মাগধিকাভিরগ্নিনা।
নিষেবিতং তদ্ যকৃদঞ্জনেন চ
নিহন্তি নক্তান্ধ্যমসংশয়ং খলু ॥

গোসাপের যকৃতের মধ্যে পিপুল নিহিত করিয়া পাক করিবে। ঐ যকৃৎ ভক্ষণ করিলে এবং ঐ পিপুলের অঞ্জন দিলে নিশ্চয় রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হয়।

দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জনমুত্তমম্।
তাম্বূলযুক্তং খদ্যোত-ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ ॥

দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ নিবারিত হয়। পানের সহিত জোনাকীপোকা সেবন করিলে রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

শফরীমৎস্যকায়ো নক্তান্ধ্যমঞ্জনতো নিহন্তি।
তদ্বদ্রামঠটঙ্কণকর্ণমলৈকৈকশোঽঞ্জনান্মধুনা ॥

---

* শকৃদিত্যপি পাঠঃ।

পুঁটিমাছের (অন্তর্ধূমে দগ্ধ) ক্ষার মধুর সহিত অঞ্জন দিলে তদ্বৎ হিঙ্গু, সোহাগা ও কর্ণমল প্রত্যেক মধুর সহিত অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ প্রশমিত হয়।

কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতম্।
নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্॥

কেশুরিয়া ও রোহিতমৎস্যের ডিম্ব কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে এবং সপ্তাহকাল যথারীতি পথ্য সেবন করিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ নিবারিত হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে যষ্টীমধুপলেন চ।
তৈলস্য কুড়বঃ পক্বঃ সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ।
নস্যাদ্বলীপলিতঘ্নং মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ৪ পল। ভৃঙ্গরাজরস /১ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈলের নস্যে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

গোময়তৈলম্।

গবাং শকৃৎক্বাথবিপক্বমুত্তমং
হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্যতঃ॥

তিমির রোগে গোময়ের ক্বাথে পক্ব তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে উপকার হয়।

অভিজিতং তৈলম্।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন।
আমলকরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা॥
অভিজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হন্ত্যাশুনিপ্রোক্তম্।
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েৎ তদ্বৎ॥ (দৃষ্টিজেষু।)

তিলতৈল /১ সের। আমলকীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়।

নৃপবল্লভং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে দ্রাক্ষাংশুমতী নিদিগ্ধিকা বৃহতী।
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না॥
নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণম্।
পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ॥
তৈলং বা যদি বা সর্পির্দত্ত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্বম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্॥
তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যঞ্চার্ব্বুদং দিবান্ধ্যঞ্চ।
শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকা-ব্যঙ্গম্॥
মুখনাসাদৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্।
শ্বাসং কাসং শোষং হিক্কাং তথাতায়ং নেত্রে॥
মুখজৈহ্ম্যমর্দ্ধভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃস্তম্ভম্।
রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বানচিরেণ নাশয়তি॥
পক্তব্যং কুড়বং তৈলং নস্যার্থং নৃপবল্লভে।
অক্ষাংশৈঃ শাণিকৈঃ কল্কৈরন্যে ভৃঙ্গাদিতৈলবৎ॥

তিলতৈল বা গব্য ঘৃত /১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, দ্রাক্ষা, শালপানি, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক ॥• অদ্ধতোলা। এই তৈলের বা ঘৃতের নস্যে তিমির, পটল, রাত্র্যন্ধতা, কাচ ও দিবান্ধ্য প্রভৃতি নেত্ররোগ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্ররোগ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলাক্বাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্।
তিমিরাণ্যচিরাদ্ধন্তি পীতমেতন্নিশামুখে॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্য-দুগ্ধ /৪ সের। কল্ক—মিলিত ত্রিফলা /১ সের। সন্ধ্যার সময় এই ঘৃত পান করিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

মহাত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরসস্য চ।
বৃষস্য চ রসপ্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্॥

অজাক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ ॥
কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা ॥
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে ॥
যাবন্তো নেত্ররোগাস্তান্ পানাদেবাপকর্ষতি।
রক্তজে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ ॥
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে সুদারুণে ॥
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ।
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদূষিতাম্ ॥
স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডূসন্নদূরদৃক্।
গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাৎ ত্রিফলাদ্যং মহদ্ ঘৃতম্ ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস /৪ সের, বাসক পাতার রস /৪ সের (অথবা বাসকমূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের), শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলঞ্চ রস /৪ সের (অথবা পূর্ব্ববৎ ক্বাথ /৪ সের), আমলকীর রস /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী এই সমুদায় মিলিত /১ সের। এই ঘৃত, ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যে ও ভোজনান্তে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা নেত্ররোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং বল বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

ত্রৈফলং ঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্ ॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
কার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলারসম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ সর্ব্বনেত্ররুজাপহম্।
তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলাং কাচমর্ব্বুদম্ ॥
বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং শ্বয়থুমেব চ।
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনং তথা ॥
বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুক্রঞ্চাশু ব্যপোহতি।
অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ ॥

তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
ন চৈতস্মাৎ পরং কিঞ্চিদ্দৃষ্টিদং কাশ্যপাদিভিঃ।
দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্ ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক /২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের; দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে তিমির, আস্রাব ও কাচাদি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ এবং কামলা, বিসর্প, প্রদর ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ এবং কেশের খালিত্য ও পকতা প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই ঘৃত অপেক্ষা দৃষ্টিপ্রসাদক ঔষধ অতীব বিরল।

ত্রিফলাঘৃতম্।

ফলত্রিকাভীরুকষায়সিদ্ধং
কল্কেন যষ্টীমধুকস্য যুক্তম্।
সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্থভাগং
হন্যাৎ ত্রিদোষং তিমিরং প্রবৃদ্ধম্ ॥

ঘৃত /৪ সের। ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের; কল্ক—যষ্টিমধু এক সের। শীতল হইলে মধু এক সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমির বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী ত্রিফলা দ্রাক্ষা লৌহচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টং গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ॥
অর্ম্ম সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তদর্জ্জুনম্।
অঞ্জনং নেত্ররোগাংশ্চ হন্যান্নিরবশেষতঃ ॥

পিপুল, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ, এই সমুদায় ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকার অঞ্জনে অর্ম্মাদি নেত্ররোগ সকল নিঃশেষরূপে দূরীভূত হয়।

পুষ্পাখ্যতার্ক্ষ্যজসিতোদধিফেনশঙ্খ-
সিন্ধূত্থগৈরিকশিলামরিচৈঃ সমাংশৈঃ।
পিষ্টৈশ্চ মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েয়ং
হন্ত্যর্ম্মকাচতিমিরার্জ্জুনবর্ত্মরোগান্ ॥

পুষ্পকাশীস, রসাঞ্জন, চিনি, সমুদ্রফেন, শঙ্খনাভি, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী, মনঃশিলা ও মরিচ, মধুর সহিত এই সমুদায় পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে অর্ম্মাদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কৌম্ভস্য সর্পিষঃ পানৈর্বিরেকালেপসেচনৈঃ।
স্বাদুশীতৈঃ প্রশময়েচ্ছুক্তিকামঞ্জনৈস্তথা॥

কৌম্ভঘৃত (দশ বর্ষের পুরাতন ঘৃত) পান, বিরেচন, আলেপন ও অবসেচন রূপে ব্যবহার করিলে কিংবা সুস্বাদু অথচ শীতল অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শুক্তিকা নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

(শুক্লমণ্ডলে শ্যাববর্ণ কিংবা মাংস বা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিন্দুসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শুক্তিকা কহে।)

প্রবালমুক্তাবৈদূর্য্য-শঙ্খস্ফটিকচন্দনম্।
সুবর্ণরজতং ক্ষৌদ্রমঞ্জনং শুক্তিকাপহম্॥

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খনাভি, ফট্‌কিরি, রক্তচন্দন, স্বর্ণ ও রৌপ্য এই সমুদায় মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে শুক্তিকা নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

শঙ্খঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তঃ কতকং সৈন্ধবেন বা।
সিতয়ার্ণবফেনো বা পৃথগঞ্জনমর্জ্জুনে॥

মধুর সহিত শঙ্খনাভি, সৈন্ধবলবণের সহিত নির্ম্মলীফল বা চিনির সহিত সমুদ্রফেন পেষণ করিয়া অর্জ্জুনরোগে অঞ্জন দিবে।

পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে।
বৈদেহী সিতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্॥

অর্জ্জুন-রোগ শান্তির জন্য পিত্তাভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা করিবে। পিপুল, শজিনা-বীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ও টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্টক নামক নেত্ররোগের শান্তি হয়।

ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলীমধুসৈন্ধবৈঃ।
বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়েদ্বা সমন্ততঃ॥

শ্লৈষ্মিক উপনাহ ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া পিপুল চূর্ণ, মধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করত তাহা দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। (কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অল্প বেদনা ও অল্প পাকযুক্ত কণ্ডুবহুল যে গ্রন্থি জন্মে, তাহার নাম উপনাহ।)

পথ্যাক্ষধাত্রীফলমধ্যবীজৈ-
স্ত্রিদ্ব্যেকভাগৈর্বিদধীত বর্ত্তিম্।
তয়াঞ্জয়েদশ্রুমতিপ্রগাঢ়-
মক্ষ্ণোর্হরেৎ কষ্টমপি প্রকোপম্॥

হরীতকীমজ্জা তিন ভাগ, বহেড়ার মজ্জা দুই ভাগ, আমলকীর মজ্জা একভাগ, জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত সেই বর্ত্তি পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর প্রগাঢ় অশ্রু ও কষ্টকর প্রকোপ প্রশমিত হয়।

স্রাবেষু ত্রিফলাক্বাথং যথাদোষং প্রযোজয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণাজ্যেন পিপ্পল্যা মিশ্রং বিধ্যেচ্ছিরাং তথা॥

নেত্রস্রাবে দোষ বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ পিত্ত-রক্তপ্রধান দোষে মধু সহ, বাত পিত্ত ও রক্ত প্রধান দোষে ঘৃত সহ, কফপ্রধান দোষে পিপুলচূর্ণ সহ, ত্রিফলার কাথ সেবন করিতে দিবে। এই সকল ক্রিয়ায় প্রশমিত না হইলে শিরাবেধ করিবে।

ত্রিফলামূত্রকাশীস-সৈন্ধবৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্॥

ক্রিমিগ্রন্থি রোগে ৪ পল (মিলিত) ত্রিফলার কাথ ও গোমূত্রে, মিলিত ১ পল হিরাকস সৈন্ধব লবণ ও রসাঞ্জন প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃ-পাকে ঘন হইলে তদ্দ্বারা রসক্রিয়া করিবে। ক্রিমিগ্রন্থি ভিন্ন হইলে রসাঞ্জন ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। (যে রোগে বর্ত্ম ও পক্ষ্মমণ্ডলের সন্ধিতে নানাপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডু উৎপাদন এবং ক্রমশঃ বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধিমধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুকে দূষিত করে, তাহার নাম ক্রিমিগ্রন্থি।)

নিমেষে নাসয়া পেয়ং সর্পিস্তেন চ পূরণম্।
স্বেদয়িত্বা বিসগ্রন্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ম্।
পক্কং ভিত্ত্বা তু শস্ত্রেণ সৈন্ধবেনাবচূর্ণয়েৎ॥
(সর্পিস্ত্রিফলাসিদ্ধমিতি কেচিদন্যে ত্বপক্কমিত্যাহুঃ। ইতি চক্রটীকা।)

নিমেষরোগী নাসিকা দ্বারা ত্রিফলাসিদ্ধ ঘৃত বা কেবল ঘৃত পান ও চক্ষুতে ঘৃত পূরণ করিবে। পক্ববিসগ্রন্থিতে স্বেদ প্রদান করিয়া অস্ত্র দ্বারা নিরবশেষ ছেদন করিবে ও সৈন্ধব চূর্ণ দ্বারা ছিদ্রমুখ পূরণ করিবে। (যে রোগে চক্ষুর পাতা ঘন ঘন সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম নিমেষ। অক্ষিবর্ত্মের বহির্দ্দিকে শোথ ও ভিতরদিকে সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট স্রাবযুক্ত বহুসংখ্যক ছিদ্র উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিসবর্ত্ম বা বিসগ্রন্থি কহে।)

বর্ত্ম বিলেখং বহুশস্তৎচ্ছাণিতমোক্ষণম্।
পুনঃপুনর্বিরেকঞ্চ পিল্লরোগাতুরো ভজেৎ॥
পিল্লী স্নিগ্ধো বমেৎ পূর্ব্বং শিরাব্যধং ক্রতেঽসৃজি।
শিলারসাঞ্জনব্যোষ-গোপিত্তৈশ্চক্ষুরঞ্জয়েৎ॥
(গোপিত্তস্যাপ্রাপ্তৌ গোরোচনয়া সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ)।

পিল্লরোগে (ক্লিন্নবর্ত্মে) কর্কশ পত্রাদি দ্বারা বর্ত্মদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া শোণিত মোক্ষণ করিবে এবং মাঝে মাঝে বিরেচক ঔষধ সেবন করিবে। পিল্লরোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রদানানন্তর বমন করাইয়া পরে শিরাবেধ করিবে। রক্তমোক্ষণানন্তর মনঃশিলা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু ও গোপিত্ত (অভাবে গোরোচনা) এই সমুদায় দ্বারা অঞ্জন দিবে।

হরিতালবচাদারু-সুরসারসপেষিতম্।
অভয়ারসপিষ্টং বা তগরং পিল্লনাশনম্॥

হরিতাল, বচ ও দেবদারু তুলসীর রসে পেষণ করিয়া কিংবা হরীতকীর ক্বাথে তগরপাদুকা পেষণ করিয়া প্রতিসারণ করিলে পিল্লরোগ নষ্ট হয়।

ভাবিতং বস্তমূত্রেণ সস্নেহং দেবদারু চ।
কাকমাচীফলৈকেন ঘৃতযুক্তেন বুদ্ধিমান্।
ধূপয়েৎ পিল্লরোগার্ত্তং পতন্তি ক্রিময়োঽচিরাৎ॥

ঘৃতাক্ত দেবদারুচূর্ণ ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিলে, অথবা বস্ত্রাচ্ছাদিত চক্ষুতে ঘৃতলিপ্ত একটি কাকমাচীফলের ধূপ প্রদান করিলে ক্রিমি সকল শীঘ্র পতিত হইয়া পিল্লরোগ নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা।
সমুদ্রফেনো লবণং গৈরিকং মরিচানি চ॥
এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি।
অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥

রসাঞ্জন, ধুনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী ও মরিচ এই সমুদায় মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে অঞ্জন দিলে ক্লেদ ও কণ্ডূ নিবারিত এবং পক্ষ্ম সকল অঙ্কুরিত হয়। (চক্ষুর পাতার বহির্দিক অল্প বেদনা ও শোথযুক্ত এবং ভিতরদিক্ অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে, তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহে।)

মস্তকাস্থি চুলুক্যাস্তু তুষোদলবণান্বিতম্।
তাম্রপাত্রেঽঞ্জনং ঘৃষ্টং পিল্লে প্রক্লিন্নবর্ত্মনি॥

শুশুক নামক জলজন্তুর মস্তকাস্থি, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ, একত্র তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে প্রক্লিন্নবর্ত্ম পিল্লরোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রপাত্রে গুহামূলং সিন্ধুত্থমরিচান্বিতম্।
আরনালেন সংঘৃষ্টমঞ্জনং পিল্লনাশনম্॥

চাকুলের মূল, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে কাঁজির সহিত সপ্তাহ কাল ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে পিল্লরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রে ত্রিফলা লোধ্রং মধুকং রক্তচন্দনম্।
ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্ট্বা ঘর্ষয়েল্লৌহভাজনে॥
তথা তাম্রে চ সপ্তাহং কৃত্বা বর্ত্তিং রজোঽথবা।
পিচ্চিটা ধূমদর্শী চ তিমিরোপহতেক্ষণঃ।
প্রাতর্নিশ্যঞ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, লোধ, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য ভীমরাজের রসে লৌহপাত্রে ৭ দিন ও তাম্রপাত্রে ৭ দিন (কাহার মতে লৌহপাত্রে বা তাম্রপাত্রে ৭ দিন) ঘর্ষণ করিয়া বর্ত্তি অথবা চূর্ণ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃ ও রাত্রিকালে এই বর্ত্তি বা চূর্ণের অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠামধুকোৎপলোদধিকফত্বকসেব্যগোরোচনা-
মাংসীচন্দনশঙ্খপত্রগিরিমৃত্তালীশপুষ্পাঞ্জনৈঃ।
সর্ব্বৈরেব সমাংশমঞ্জনমিদং শস্তং সদা চক্ষুষোঃ
কণ্ডূক্লেদমলাশ্রুশোণিতরুজাপিম্বার্ম্মশুক্রাপহম্॥
(বর্ত্তিরিয়ং চূর্ণাঞ্জনং বা)।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সমুদ্রফেন, দারুচিনি, বেণার মূল, গোরোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, শঙ্খনাভি, তমালপত্র (কাহার মতে তেজপত্র), গেরিমাটী, তালীশপত্র ও পুষ্পাঞ্জন এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে কণ্ডু, ক্লেদ, মল, অশ্রুপাত প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল নিবারিত হয়। এই অঞ্জন চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুত্থকস্য পলং শ্বেত-মরিচানি চ বিংশতিঃ।
ত্রিংশতা কাঞ্জিকপলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রে নিধাপয়েৎ॥
পিল্লানপিল্লান্ কুরুতে বহুবর্ষোত্থিতানপি।
তৎসেকেনোপদেহাশ্রু-কণ্ডুশোথাংশ্চ নাশয়েৎ॥

তুঁতে ১ পল (অর্থাৎ আট তোলা), শ্বেতমরিচ (শজিনাবীজ) ২০ টি ও কাঁজি ৩০ পল একত্র পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার অঞ্জন দিলে বহুবর্ষোত্থিত পিল্ল-রোগ অপিল্লরূপ পরিণত হয় এবং ইহা দ্বারা সেক দিলে উপদেহ (পিচুঁটি), অশ্রু, কণ্ডু, শোথ প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল নিবারিত হয়।

যাপ্যঃ পক্ষ্মোপরোধশ্চ রোমোদ্ধরণলেখনৈঃ।
বর্ত্ম ন্যুপচিতং লেখ্যং স্রাব্যমুৎক্লিষ্টশোণিতম্॥
প্রবৃদ্ধান্তর্মুখং রোম সহিষ্ণোরুদ্ধরেচ্ছনৈঃ।
সংদংশেনোদ্ধরেদ্দৃষ্ট্বাং পক্ষ্মরোমাণি বুদ্ধিমান্॥
রক্ষন্নক্ষি দহেৎ পক্ষ্ম তপ্তহেমশলাকয়া।
পক্ষ্মরোগে পুনর্নৈবং কদাচিদ্রোমসম্ভবঃ॥

রোমোৎপাটন ও লেখনক্রিয়া দ্বারা পক্ষ্ম-গত পীড়া যাপ্য রাখিতে চেষ্টা করিবে। বর্ত্মে রোম উপচিত হইলে লেখনক্রিয়া করিয়া, উৎক্লিষ্ট শোণিত মোক্ষণ করিবে। সহিষ্ণু ব্যক্তির অন্তর্মুখ প্রবৃদ্ধ রোম সকলকে আস্তে আস্তে উৎপাটন করিবে এবং পক্ষ্মরোম সকল চক্ষুতে পতিত হইলে সন্না দ্বারা উদ্ধার করিবে। পীড়িত পক্ষ্ম সতর্কতার সহিত তপ্ত স্বর্ণশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে পক্ষ্মরোগে কখনও রোমোদ্ভব হইবে না।

উৎসঙ্গিনী বহুলকর্দ্দমবর্ত্মনী চ
শ্যাবঞ্চ যচ্চ পঠিতং ত্বিহ বদ্ধবর্ত্ম।
ক্লিষ্টঞ্চ পোথকিযুতস্ত্বিহ বর্ত্ম যচ্চ
কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়াবলেখ্যা॥
শ্লেষ্মোপনাহলগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যো
গ্রন্থিশ্চ যঃ ক্রিমিকৃতোঽঞ্জননামিকা চ॥

উৎসঙ্গপিড়কা, বহুলবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, বদ্ধবর্ত্ম, ক্লিষ্টবর্ত্ম, পোথকিযুক্তবর্ত্ম, কুম্ভীকিনী ও শর্করা ইহারা লেখন করার যোগ্য এবং শ্লেষ্মোপনাহ, লগণ, বিসগ্রন্থি, ক্রিমিগ্রন্থি ও অঞ্জন ইহারা ভেদনীয়।

(চক্ষুর নীচের পাতায় স্থূল, তাম্রবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত পিড়কা হইলে তাহাকে উৎসঙ্গপিড়কা কহে। বহুলবর্ত্ম রোগে চক্ষুর পাতা ত্বক্‌সমবর্ণ কঠিন পিড়কা ব্যাপ্ত হয়। চক্ষুর পাতা দুইটি অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ হইয়া কোমল, বেদনা-যুক্ত ও ক্লিন্ন হইলে, তাহাকে কর্দ্দমবর্ত্ম কহে। বর্ত্মের ভিতর বাহির দুই দিক্ শ্যাববর্ণ এবং ব্যথা ও শূনযুক্ত হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে। চক্ষুর পাতায় কণ্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত শোথ হওয়ায় যদি চক্ষু সম্যক্‌রূপে নিমীলন করা না যায়, তাহাকে বদ্ধবর্ত্ম কহে। চক্ষুর পাতার বাহির্দ্দিক্ অল্প বেদনা ও শোথযুক্ত এবং ভিতরদিক্ অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম বলা যায়। চক্ষুর পাতায় স্রাব ও কণ্ডুযুক্ত, গুরুভারবিশিষ্ট, সবেদন, রক্তসর্ষপের ন্যায় পিড়কা হইলে তাহার নাম পোথকী। বর্ত্মের প্রান্তভাগে যে পিড়কা জন্মিয়া বিদীর্ণ হইয়া রসাদি স্রাব করে এবং আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নাম কুম্ভিকা। চক্ষুর পাতায় উৎপন্ন স্থূল ও খরস্পর্শ যে পিড়কা জন্মিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুপিড়কা দ্বারা আকীর্ণ হয়, তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে। নেত্রবর্ত্মে অপাকী, কঠিন, স্থূল, অল্পবেদন, কণ্ডুযুক্ত, পিচ্ছিল ও কুল আঁঠির মত যে গ্রন্থি জন্মে, তাহার নাম লগণ। নেত্রবর্ত্মে দাহ ও তোদ বিশিষ্ট

তাম্রবর্ণ কোমল এবং অল্প বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম পিড়কা জন্মিলে তাহাকে অঞ্জন কহে।)

ঘৃতসৈন্ধবচূর্ণেন কফানাহং পুনঃপুনঃ।
বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়েদ্বা সমন্ততঃ॥

কফানাহ রোগে ঘৃতের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে লেখন ক্রিয়া করিবে, অথবা মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা চক্ষুর উপর প্রচ্ছন করিবে।

পটোলামলককাথৈরাশ্চ্যোতনবিধির্হিতঃ।
ফণিজ্ঝকরসোনস্ত রসৈঃ পোথকিনাশনঃ॥

পটোলপত্র ও আমলকীর ক্বাথে অথবা তুলসীপত্র ও রসুনের রসে পেষণ করিয়া আশ্চ্যোতন করিলে পোথকি নামক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

আনাহপিড়কাং স্বিন্নাং তির্য্যগ্ভিত্বাগ্নিনা দহেৎ।
অর্শস্তথা বর্ত্মনাম্না শুষ্কার্শোঽর্ব্বুদমেব চ।
মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেণ মূলে ছিন্দ্যাদ্ভিষক্ শনৈঃ॥

আনাহ পিড়কাকে স্বিন্ন করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে ছেদন ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। নেত্রার্শঃ, বর্ত্মরোগ, শুষ্কার্শঃ ও নেত্রার্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র অস্ত্র-দ্বারা আস্তে আস্তে সমূলে ছেদন করিবে।

(নেত্রবর্ত্মে কাঁকুড়বীজ সদৃশ অল্প বেদনা-যুক্ত মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র পিড়কার নাম অর্শো-বর্ত্ম বা নেত্রার্শঃ। শুষ্কার্শঃ রোগে চক্ষুর পাতার ভিতর দিকে কর্কশ স্রাবশূন্য ও অতি কঠিন দীর্ঘাকার মাংসাঙ্কুর জন্মে।)

সিন্ধুত্থপিপ্পলীকুষ্ঠ-পর্ণিনীত্রিফলারসৈঃ।
সুরামণ্ডেন বর্ত্তিঃ স্যাৎ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশিনী।
পোথকিবর্ত্মপরোধ-ক্রিমিগ্রন্থিকন্টকে॥

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণি ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ত্রিফলার রসে ভাবনা দিয়া সুরামণ্ডের সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিতে শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ, পোথকী ও ক্রিমিগ্রন্থি প্রভৃতি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষতশুক্রহরো গুগ্‌গুলুঃ।

অয়ঃসযষ্টিত্রিফলাকণানাং
চূর্ণানি তুল্যানি পুরেণ নিত্যম্।
সর্পির্ম্মধুভ্যাং সহ ভক্ষিতানি
শুক্লানি কাচানি নিহন্তি শীঘ্রম্॥
(পুরেণ গুগ্‌গুলুনা, স চ সর্ব্বসমঃ।)

লৌহ, যষ্টিমধু, ত্রিফলা ও পিপুল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ, সকল চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু; একত্র করিয়া মধু ও ঘৃত সহ সেবনে শুক্র কাচাদি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

নয়নামৃতম্।

রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তয়োর্দ্বিগুণমঞ্জনম্।
সুতত্তুর্য্যাংশকর্পূরমঞ্জনং নয়নামৃতম্॥
তিমিরং পটলং কাচং শুক্রমর্ম্মাজ্জুনানি চ।
ক্রমাৎ পথ্যাশিনো হন্তি তথান্যানপি দৃগ্‌গদান্॥

পারদভস্ম ৪ ভাগ, সীসক ভস্ম ৪ ভাগ, রসাঞ্জন ৮ ভাগ, কর্পূর ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

সপ্তামৃতলৌহম্।

ত্রিফলারজ আয়সঞ্চ চূর্ণং সযষ্টীমধুকং সমাংশযুক্তম্।
মধুনা সহ সর্পিষা দিনান্তে পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত॥
তিমিরক্ষতরক্তরাজিকণ্ডু-ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদতোয়দ হশূলান্।
পটলং সহরক্তকাচপিল্লং শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ॥
নচ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতো রোগনিবর্হণায় পুংসাম্।
দশনশ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্॥
পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং চিরনষ্টং কুরুতে রবিপ্রচণ্ডম্।
দয়িতাভুজপঞ্জরোপগূঢ়ঃ স্ফুটচন্দ্রাভরণাসু যামিনীষু॥
সুরতানি চিরং নিষেবতেঽসৌ
পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ।
মুখেন নীলোৎপলচারুগন্ধিনা
শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ।
ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমঞ্চ লোচনং
সুখৈর্নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি॥
(সংগ্রঃবৃন্দধৃতম্।)

ত্রিফলা, যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত

সায়ংকালে সেবন করিলে তিমির, ক্ষত, কণ্ডু, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দন্তরোগ ও কর্ণরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া, বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি, মুখ সুগন্ধি ও লোচন গৃধ্রের ন্যায় তেজস্কর হয়।

নয়নচন্দ্রলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী শটী রাস্না মহৌষধম্।
দ্রাক্ষানীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলী মধুযষ্টিকা॥
বাট্যালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং তথা।
লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্ত্বা ভাবয়েদ্ বক্ষ্যমাণকৈঃ॥
ত্রিফলাক্বাথতৈলেন ভৃঙ্গরাজরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিমিতা শুভা।
যাবন্তো নেত্ররোগাশ্চ তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
(অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহাভ্রম্।)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, শ্বেতবেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী ও কণ্টকারী মিলিত ২ পল; লৌহ ১ পল, অভ্র ১ পল; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ত্রিফলার কাথে, তিলতৈলে ও ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

নেত্রাশনিরসঃ।

অভ্রং তাম্রং তথা লৌহং মাক্ষিকঞ্চ রসাঞ্জনম্।
পাতনাযন্ত্রসংশুদ্ধং গন্ধকং নবনীতকম্॥
পলপ্রমাণং প্রত্যেকং গৃহ্নীয়াচ্চ বিধানবিৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বৈদ্যৈঃ কুশলকর্ম্মভিঃ॥
ততস্তু ভাবনা কার্য্যা ত্রিফলাভৃঙ্গরাজকৈঃ।
ততঃ প্রক্ষেপচূর্ণঞ্চ পিপ্পলীমূলযষ্টিকা॥
এলা পুনর্নবা দারু পাঠা ভৃঙ্গশঠী বচা।
নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ দাপয়েৎ॥
মাষমেকং প্রদাতব্যং ঘৃতশ্রীমধুমর্দ্দিতম্।
মর্দ্দনং লৌহদণ্ডেন পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যমুষ্ণেন বারিণা তথা।
তাবন্তো নেত্ররোগাংশ্চ পানাদেব বিনাশয়েৎ॥
সরক্তে রক্তপিত্তে চ রক্তে চক্ষুঃস্রুতেঽপি চ।
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে॥
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পিষ্টে চৈব চিরন্তনে।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ।
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, মাক্ষিক ও রসাঞ্জন এবং পাতন-যন্ত্রে শোধিত নবনীতাখ্য গন্ধক প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ, ঘৃত লবঙ্গ ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পিপুল-মূল, যষ্টিমধু, এলাইচ, পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলপদ্ম ও চন্দন, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা পান মাত্রেই সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। রাত্র্যান্ধ্য, নেত্রে জলপড়া এবং বাত, পিত্ত, কফ জাত সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

নেত্ররোগে পথ্যানি।

আশ্চ্যোতনং লঙ্ঘনমঞ্জনঞ্চ
স্বেদো বিরেকঃ প্রতিসারণঞ্চ।
প্রপূরণং নস্তমসৃগ্বিমোক্ষঃ
শস্ত্রক্রিয়া লেপনমাজ্যপানম্॥
সেকো মনোনির্ব্বৃতিরঙ্ঘ্রিপূজা
মুদ্গা যবা লোহিতশালয়শ্চ।
লাবো ময়ূরো বনকুক্কুটশ্চ
কূর্ম্মঃ কুলিঙ্গোঽপি কপিঞ্জলশ্চ॥
কৌস্তং হবির্বাস্তুকুলত্থযূষঃ
পেয়া বিলেপী লশুনং পটোলম্।
বার্ত্তাকুকর্কোটককারবেল্লং
নবীনমোচং নবমূলকঞ্চ॥
পুনর্নবামার্কবকাকমাচী-পত্তূরশাকানি কুমারিকা চ।
দ্রাক্ষা চ কুস্তুম্বুরু মাণিমন্থং লোধ্রং বরা ক্ষৌদ্রমুপানহশ্চ॥
নারীপয়শ্চন্দনমিন্দুখণ্ডং তিক্তানি সর্ব্বাণি লঘূনি চাপি।
বিজানতা পথ্যমিদং প্রযুক্তং যথামলং নেত্রগদান্ নিহন্তি॥

আশ্চ্যোতন, উপবাস, অঞ্জন, স্বেদ, বিরেচন, প্রতিসারণ, অক্ষিপূরণ, নস্ত, রক্ত-মোক্ষণ, শস্ত্রক্রিয়া, প্রলেপন, ঘৃতপান, পরি-

যেচন, মনের স্থিরতা, পাদদ্বয়ের সেবা অর্থাৎ পাদদ্বয়কে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, মুগ, যব, রক্তশালি; লাবপাখী, ময়ূর, বন্যকুক্কুট, কচ্ছপ, ফিঙ্গা, কপিঞ্জল ইহাদের মাংস; দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত, বন্যকুলথকলায়ের যূষ, পেয়া, বিলেপী, রশুন, পটোল, বেগুণ, কাঁকরোল, করলা, অচিরজাত মোচা, কচিমূলা, পুনর্নবা, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, শালিঞ্চ শাক, ঘৃতকুমারী, দ্রাক্ষা, ধনে, সৈন্ধবলবণ, লোধ, ত্রিফলা, মধু, পাদুকা ব্যবহার, নারীদুগ্ধ, রক্তচন্দন, কর্পূর, সমস্ত তিক্তদ্রব্য ও লঘুদ্রব্য, এই সমস্ত নেত্ররোগে হিতকর।

নেত্ররোগেঽপথ্যানি।

ক্রোধং শুচং মৈথুনমশ্রুবায়ু-
বিণ্মূত্রনিদ্রাবমিবেগরোধান্।
সূক্ষ্মেক্ষণং দন্তবিঘর্ষণঞ্চ
স্নানং নিশাভোজনমাতপঞ্চ।
দ্রবং রজোধূমনিষেবণঞ্চ
দৃক্স্বেদনঞ্চাপি বিরুদ্ধমন্নম্।
প্রজল্পনং ছর্দ্দনমম্বুপানং
মধূকপুষ্পং দধি পত্রশাকম্॥
কালিন্দপিণ্যাকবিরূঢকানি
মৎস্যং সুরাং মাংসমজাঙ্গলঞ্চ।
তাম্বূলমম্লং লবণং বিদাহি
তীক্ষ্ণং কটূষ্ণং গুরু চান্নপানম্॥
নরো ন সেবেত হিতাভিলাষী
রোগেষু সর্ব্বেষু দৃগাশ্রয়েষু॥

ক্রোধ, শোক, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, অশ্রুবেগ বায়ুবেগ মলবেগ মূত্রবেগ নিদ্রাবেগ ও বমিবেগ ধারণ, সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, দন্তমার্জ্জন, স্নান, রাত্রিকালে ভোজন, রৌদ্রসেবন, তরলদ্রব্য, ধূলি ও ধূম-সেবন, চক্ষুঃস্বেদ, বিরুদ্ধভোজন, অধিক বাক্য-কথন, বমন, অধিক জলপান, মৌলফুল, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, তিলকল্ক, অঙ্কুরিত ধান্যাদি জনিত অন্ন, মৎস্য, সুরা, জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর মাংস, তাম্বূল, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুদ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য এবং গুরুপাক অন্নপানীয়, আরোগ্যার্থী ব্যক্তি চক্ষুরোগে এই সমস্ত কদাচ ব্যবহার করিবেন না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নেত্ররোগাধিকারঃ।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ।

অথ শিরোরোগ-নিদানম্।

শিরোরোগাস্তু জায়ন্তে বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ।
সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ ক্রিমিভিস্তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতার্দ্ধাবভেদকশঙ্খকৈঃ॥
যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ
ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রম্।
বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন॥
যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতং যথৈব
ভবেচ্ছিরো ধূপ্যতি চাক্ষিনাসম্।
শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদ্বিশেষঃ
শিরোঽভিতাপঃ স তু পিত্তকোপাৎ॥
শিরো ভবেদ্যস্য কফোপদিগ্ধং
গুরু প্রতিষ্টব্ধমতো হিমঞ্চ।
শূনাক্ষিকূটং বদনঞ্চ যস্য
শিরোঽভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ॥
শিরোঽভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে
সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি।
রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ
স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ॥
অসৃগ্বসাশ্লেষ্মসমীরণানাং
শিরোগতানামিহ সংক্ষয়েণ।
ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোঽভিতাপঃ
কষ্টো ভবেদুগ্ররুজাতিমাত্রম্॥

সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্যৈ-
রসৃগ্বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি ॥
নিস্তুদ্যতে যস্য শিরোঽতিমাত্রং
সংভক্ষ্যমাণং স্ফুরতীব চান্তঃ।
ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেৎ সলিলং সপূযং
শিরোঽভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ স ঘোরঃ ॥
সূর্য্যোদয়ং যা প্রতি মন্দমন্দ-
মক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্।
বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব
সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ ॥
সর্ব্বাত্মকং কষ্টতমং বিকারং
সূর্য্যাপবর্ত্তং তমুদাহরন্তি ॥
দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাং
সংপীড্য ঘাটাসু রুজাং সুতীব্রাম্।
কুর্ব্বন্তি যেঽক্ষিভ্রুবি শঙ্খদেশে
স্থিতিং করোত্যাশু বিশেষতস্তু ॥
গণ্ডস্য পার্শ্বে তু করোতি কম্পং
হনুগ্রহং লোচনজাংশ্চ রোগান্।
অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি
দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারম্ ॥
রুক্ষাশনাধ্যশনপ্রাগ্বাতাবশ্যায়মৈথুনৈঃ।
বেগসন্ধারণায়াসব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ ॥
কেবলঃ সকফো বার্দ্ধং গৃহীত্বা শিরসো বলী।
মন্যাভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিললাটার্দ্ধেঽতিবেদনাম্ ॥
শস্ত্রারণিনিভাং কুর্য্যাৎ তীব্রাং সোঽর্দ্ধাবভেদকঃ।
নয়নং বাথবা শ্রোত্রমতিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ ॥
রক্তপিত্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ।
তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্ ॥
স শিরো বিষবদ্বেগী নিরুধ্যাশু গলং তথা।
ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নামতঃ পরম্।
ত্র্যহাজ্জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ ॥

শিরোরোগ একাদশ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ ও ক্রিমিজ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। এই স্থলে শিরোরোগ শব্দে শিরোগত শূলরূপ পীড়া বুঝিতে হইবে।

বাতজ শিরোরোগে, হঠাৎ মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। সেই বেদনা রাত্রিকালে বাড়ে। বস্ত্রাদি দ্বারা শিরোবন্ধন বা মস্তকে স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বেদনার কতক উপশম হয়।

পিত্তজ শিরোরোগে বোধ হয়, যেন মস্তক প্রজ্বলিত অঙ্গারের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। শৈত্যক্রিয়ায় এবং রাত্রি কালে ইহার বিশেষ উপশম হয়।

কফজ শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভারাক্রান্ত, বদ্ধবৎ ও হিমস্পর্শ হয়। এই রোগে অক্ষিকূটে শোথ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগে উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগেরই লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

রক্তজ শিরোরোগে, পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং উগ্র বেদনায় মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মস্তকস্থ রক্ত বসা শ্লেষ্মা ও বায়ুর অতিক্ষয় হেতু ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য। স্বেদপ্রয়োগ, বমনকার্য্য, ধূম ও নস্য গ্রহণ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে, ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে সূচীবেধবৎ অতি যন্ত্রণা, ক্রিমির কামড়ানি, ভিতরে দপ্‌-দপানি এবং নাসিকা দিয়া সপূয জলস্রাব, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা অতীব কষ্টদায়ক।

সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগে, সূর্য্যোদয় কালে চক্ষুঃ ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বর্দ্ধিত হয়; এইরূপে মধ্যাহ্নকালে বেদনার অতি প্রাবল্য হইয়া থাকে এবং সূর্য্য পশ্চিমে যত নামিতে আরম্ভ করে, তদনুসারে বেদনাও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া সায়ংকালে নিবৃত্তি পায়। এই রোগ ত্রিদোষজ ও অতি কষ্টসাধ্য।

অনন্তবাত নামক শিরোরোগে, বাতাদি দোষত্রয়, মন্যা নামক গ্রীবদেশস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করিয়া, গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে অতি

তীব্র বেদনা উৎপাদন করে। এবং সেই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। ইহাতে গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও নানাবিধ নেত্ররোগ উপস্থিত হয়। ইহাও ত্রিদোষোদ্ভব ব্যাধি।

রুক্ষ ভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিমসেবন, মৈথুন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল কারণে কুপিত ও বলবান্ বায়ু স্বয়ং অথবা কফসহায় হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করত এক পার্শ্বের মন্যা ভ্রূ শঙ্খ কর্ণ অক্ষি ও ললাটে তীব্রবেদনা উৎপাদন করে। এই রোগকে অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) কহে। ইহার বেদনা অগ্ন্যুৎপাদক অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণবৎ বা শস্ত্রাঘাততুল্য তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণকে নষ্ট করে।

শঙ্খক নামক ভয়ঙ্কর শিরোরোগে রক্ত পিত্ত এবং বায়ু (ইহাতে কফেরও অনুবন্ধ থাকে) কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহ যুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে। সেই শোথ বিষবৎ বেগবান্ হইয়া শীঘ্র মস্তক ও কণ্ঠকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগির জীবন নাশ করে। কিন্তু যদি কুশল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে রক্ষা পাইতেও পারে।

অথ শিরোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহস্বেদান্ সনাবনান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান্॥

বাতপ্রধান শিরোরোগে প্রথমতঃ বাতনাশক স্নেহ, স্বেদ, নস্য, পান, আহার ও উপনাহ প্রদান করিবে।

কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্।
শিরোহর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥

কুড় ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পেষিত মুচুকুন্দ পুষ্প দ্বারা প্রলেপ দিলে সত্বরই শিরোরোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং নস্যং দদ্যাচ্ছিরোগদে॥

বাতপৈত্তিক শিরোরোগে স্বল্পপঞ্চমূলসিদ্ধ দুগ্ধ এবং বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগে বৃহৎপঞ্চমূল-সিদ্ধ দুগ্ধের নস্য গ্রহণ করিবে।

শিরোবস্তিঃ।

আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তান্মাষকল্কেন লেপয়েৎ॥
নিশ্চলস্যোপবিষ্টস্য তৈলৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেব বা॥
শিরোবস্তির্জয়ত্যেষ শিরোরোগং মরুদ্ভবম্।
হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মূর্দ্ধকম্পনম্॥
(তৈলৈরিতি যথাবিধিসাধিতৈরিতি চক্রটীকা)

মস্তকবেষ্টনযোগ্য আয়ত (যে পরিমিত চর্ম্মে মস্তক বেষ্টন করা যায়, তৎপরিমিত) এবং ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটি চর্ম্মবেষ্টন দ্বারা রোগির মস্তক বেষ্টিত করিয়া চর্ম্ম বেষ্টনের অধোভাগ মাষকলাইয়ের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে রোগিকে স্থিরভাবে বসাইয়া ঈষদুষ্ণ যথাবিধি সাধিত তৈল দ্বারা মস্তক প্রপূরিত করিবে। বাতিকশিরোরোগে, যে পর্য্যন্ত পীড়ার শান্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত, পৈত্তিকে এক প্রহর এবং কফজে অর্দ্ধপ্রহর মস্তকে তৈল ধারণ করাইবে। এই শিরোবস্তি দ্বারা বাতিক শিরঃপীড়া মস্তককম্পন এবং হনু (চোয়াল), মন্যা (গ্রীবার পশ্চাদ্বর্ত্তী শিরাদ্বয়), চক্ষু ও কর্ণের পীড়া প্রশমিত হয়।

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতা লেপাঃ সনাবনাঃ।
জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ॥
পিত্তাত্মকে শিরোরোগে স্নিগ্ধং সম্যগ্বিরেচয়েৎ।
মৃদ্বীকাত্রিফলেক্ষূণাং রসৈঃ ক্ষীরৈর্ঘৃতৈরপি॥

পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃতসেবন, দুগ্ধপান, শীতল সেক ও প্রলেপ, নস্য, জীবনীয়-গণসাধিত ঘৃত ও পিত্তনাশক পানান্ন হিতকর। পৈত্তিক শিরোরোগে প্রথমতঃ রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া পরে কিস্‌মিস্ ও ইক্ষুর ক্বাথে তেউড়ী

চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা এবং ত্রিফলার কাথ বিরেচনার্থ সেবন করাইবে। তদ্বৎ তেউড়ীসিদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ শীতবাতাদিসেবনম্।
শীতস্পর্শাশ্চ সংসেব্যাঃ সদা দাহার্ত্তিশান্তয়ে॥

শিরোরোগে দাহ থাকিলে শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন ও শীতল বায়ু সেবন করিবে এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতস্পর্শ দ্রব্য সকল দ্বারা প্রলেপ দিবে।

চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্ব-বলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছৃতৈর্ব্বা পরিষেচনম্॥
(শৃতৈরিতি চন্দনাদিকাথৈঃ। অন্যে তু চন্দনাদিশৃতৈঃ ক্ষীরৈরিত্যাহুঃ। চক্রটীকা।)

রক্তচন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা উপরি উক্ত চন্দনাদি কাথ (মতান্তরে চন্দনাদি-শৃত দুগ্ধ) দ্বারা পরিষেচন করিলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

মৃণালবিসশালুক-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ।
স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরো দিহ্যাৎ তদ্বদামলকোৎপলৈঃ॥

পদ্মমূল, কাঁচ মৃণাল, শালুক, রক্তচন্দন, ও পদ্মকেশর এই সমুদায় ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে অথবা আমলকী ও নীলোৎপল বাটিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে শিরোরোগ নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বচন্দনানন্তা-ক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতম্।
নাবনং শর্করা-দ্রাক্ষামধুকৈর্বাপি পিত্তজে॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে সাধিত ঘৃত দ্বারা অথবা শর্করা দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে সাধিত ঘৃত দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে পিত্তজ শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ত্বক্‌পত্রশর্করারাস্না-নাবনং তণ্ডুলাম্বুনা।
ক্ষীরসর্পির্হিতং নস্তং রসা বা জাঙ্গলাঃ শুভাঃ॥

তেজপত্র শর্করা ও রাস্না তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া নস্য লইলে অথবা ক্ষীরোত্থ ঘৃতের নস্য কিংবা জাঙ্গল মাংসরসের নস্য লইলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

রক্তজে পিত্তবৎ সর্ব্বং ভোজনালেপসেচনম্।
শীতোষ্ণয়োশ্চ ব্যত্যাসো বিশেষো রক্তমোক্ষণম্॥

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজন্য শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শীতক্রিয়ার পর উষ্ণক্রিয়া এবং উষ্ণক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ অবশ্য করণীয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ।
তীক্ষ্ণাবপীড়া ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়া হিতাঃ॥
অচ্ছঞ্চ পায়য়েৎ সর্পিঃ পুরাণং স্বেদয়েৎ ততঃ।
মধূকসারেণ শিরঃ স্নিগ্ধঞ্চাস্য বিরেচয়েৎ॥

শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে লঙ্ঘন, স্বেদ এবং রুক্ষ উষ্ণ ও আমকফপাচক দশমূলাদির স্বেদ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের নস্য, ধূম ও কবল এই সকল হিতকর। ইহাতে পুরাণ ঘৃত পান ও স্বেদপ্রয়োগ ব্যবস্থেয়। স্বেদান্তে মৌলকাষ্ঠ চূর্ণ উষ্ণজলে আলোড়িত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণাব্দশুণ্ঠীমধুক-শতাহ্বোৎপলপাকলৈঃ।
জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥

পিপুল, মুতা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, শুলফা, নীলোৎপল ও কুড় এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে সদ্যই শূল বিনষ্ট হয়।

দেবদারু নতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজম্।
লেপঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টস্তৈলযুক্তঃ শিরোহর্ত্তিনুৎ॥

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ এই সমুদায় কাঞ্জির সহিত পেষণ করত তৈলাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

সন্নিপাতভবে কার্য্যা দোষত্রয়হরা ক্রিয়া।
সর্পিঃপানং বিশেষেণ পুরাণস্যাদিশন্তি হি॥

সান্নিপাতিক শিরোরোগে ত্রিদোষঘ্ন ক্রিয়া করিবে। পরন্তু রোগিকে পুরাতন ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

ত্রিকটুকপুষ্করজনীজীবকতুরঙ্গমগন্ধানাম্।
কাথঃ শিরোঽর্ত্তিজালং নাসাপীতো নিবারয়তি॥

ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, জীবক ও অশ্বগন্ধা ইহাদের কাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়।

নাগরকল্কমিশ্রং ক্ষীরং নস্তেন যোজিতং পুংসাম্।
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥

শুঁঠচূর্ণ ৩ মাষা ও দুগ্ধ ১ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে সর্ব্বদোষোত্থিত শিরোরোগ নিবারিত হয়।

নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ।
প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং
যষ্ট্যাহ্বমেলা কমলোৎপলে চ॥
শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো
লৌহৈরকাপদ্মকচোরকৈশ্চ॥

তগরপাদুকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কুড় এই সমুদায় একত্র পেষণ করত ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাইচ, পদ্ম, নীলোৎপল, অগুরু, হোগলা, পদ্মকাষ্ঠ ও চোরপুষ্পী এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শারিবাদিলেপঃ।

শারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকঞ্চাম্লপেষিতম্।
সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্।
বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ।

হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন ও পেষণ করিয়া শিরোদেশ প্রলিপ্ত করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধকপালে উপশমিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্তকর্ম্মাদি ভেষজম্।
পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পির্ঘৃতপূরাংশ্চ ভোজয়েৎ॥

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি ঔষধ এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতপূর (খাদ্যবিশেষ) পথ্য প্রদান করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরাবেধো নাবনং ক্ষীরসর্পিষা।
হিতং ক্ষীরঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্॥
(কিংবা বিরেচনমিহ শিরোবিরেচনম্।)

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে ও দুগ্ধোত্থ ঘৃত দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন এবং বিরেচক দ্রব্য সহ দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা বিরেচন (অথবা শিরোবিরেচন) দিবে।

কৃতমালপল্লবরসে প্রস্থমঞ্জরি-কল্কসিদ্ধনবনীতম্।
নস্যেন জয়তি নিতাং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্॥

সোন্দাল পত্রের রস ৪ সের, আপাঙ্গ বীজ দুই পল, নবনীত ১ সের, একত্র পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে দুর্নিবার সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলীকষায়স্থ সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুতঃ।
নস্যমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিজিৎ॥

দশমূলের ১ পল কাথে ঘৃত ৭ মাষা এবং সৈন্ধবলবণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া নস্য লইলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষমূলকফলৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলিভিঃ কৃতঃ॥

শিরীষবকল ও মূলার বীজ পেষণ করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করত রস গ্রহণ করিবে, সেই রসের নস্য লইলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপে বচ ও পিপুলচূর্ণের নস্য লইলেও শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

ভৃঙ্গরাজরসচ্ছাগ-ক্ষীরাস্তরোঽর্কতাপিতঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্তেনৈব প্রয়োগরাট্॥

ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া সূর্য্যাতপে প্রতপ্ত করিবে। উষ্ণাবস্থায় ইহার নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের সত্বর শান্তি হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহকম্।
তেনাস্য শাম্যতি ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ॥
(অত্র বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাদ্ বাতহরদ্রব্যৈর্মাংসমুৎস্বিন্নং সৈন্ধবং তৈলঞ্চ দত্বা উষ্ণো লেপঃ কার্য্যঃ। চক্রটীকা।)

বাতহর দ্রব্য সহ জাঙ্গলমাংস সিদ্ধ করিয়া তৈল ও সৈন্ধব লবণের সহিত উষ্ণ প্রলেপ দিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

এষ এব বিধিঃ কৃৎস্নঃ কার্য্যশ্চার্দ্ধাবভেদকে॥

অর্দ্ধাবভেদক (আধ্ কপালিয়া) রোগেও পূর্ব্বোক্তরূপ চিকিৎসা করিবে।

ক্ষীরপিষ্টৈস্তিলৈঃ স্বেদো জীবনীয়ৈশ্চ শস্যতে॥

দুগ্ধের সহিত তিল অথবা জীবনীয় গণ পেষণ করিয়া স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ নিবারিত হয়।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভৃষ্টং নস্যং বিধেয়ং পবনাসৃগুত্থে।
ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলে দিনাভিবৃদ্ধিপ্রভবে চ রোগে॥

৪ মাষা চিনি ও ৪ মাষা কুঙ্কুম, ৪ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতে পেষণ করিবে। ঈষদুষ্ণ করিয়া উহার নস্য লইলে বাতজ, রক্তজ প্রভৃতি শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

সিতাযুতং সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্যতস্তয়োঃ॥

চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলজল, শীতল জল বা ঘৃত ইহাদের কাহারও নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিলানাং কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্রলবণান্বিতম্।
তেনাস্য লেপয়েচ্ছীর্ষমর্দ্ধভেদমপোহতি॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও বেণার মূল পেষিত এবং মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিলিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়।

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ॥

সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে আধ্ কপালে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দগ্ধচুল্লীমৃত্তিকাচূর্ণ-মরিচচূর্ণয়োঃ
সমাংশং মিলিতং কুর্য্যাৎ নস্যম্।

দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকা ও মরিচ চূর্ণ সমান অংশে মিলিত করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে।

অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ।
শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাতপ্রশান্তয়ে।
আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ॥

অনন্তবাতে সূর্য্যাবর্ত্তের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ এবং বাতপিত্ত-নাশক আহার হিতকর।

সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যৎ তচ্ছঙ্খকে স্বেদবর্জ্জিতম্।
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্তঃপানঞ্চ শঙ্খকে॥
(নস্তঃপানং নাসিকয়া পানং কিংবা নস্যং পানঞ্চ॥)

শঙ্খক নামক শিরোরোগে স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সমস্ত চিকিৎসা করিবে। ইহাতে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতের নাসাপান (নাসিকা দ্বারা পান, কিংবা নস্য ও পান প্রশস্ত।

দার্ব্বীহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-সনিম্বোশীরপদ্মকম্।
এতৎ প্রলেপনং কুর্য্যাচ্ছঙ্খকস্য প্রশান্তয়ে॥

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিলে তৎস্থানের বেদনা নিবারিত হয়।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববচারয়েৎ।
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্॥

শতমূলী, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে এবং শীতল জলের বা ছাগদুগ্ধের পরিষেক করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

কল্কৈশ্চ ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্য প্রলেপনম্।

বট ও অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগের উপশম হইয়া থাকে।

ক্রৌঞ্চকাদম্বহংসানাং শরাব্যাঃ কচ্ছপস্য চ।
রসৈঃ সংবৃংহণস্যাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ।
উর্দ্ধাস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞো ভিন্দ্যাদেব ন তাড়য়েৎ॥

বক, কলহংস, হংস, শরাইপক্ষী ও কচ্ছপ ইহাদের মাংসের রসপান দ্বারা রোগিকে পরিপুষ্ট করিয়া তাহার শঙ্খসন্ধির উর্দ্ধস্থ শিরাত্রয় সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিবে। কিন্তু কুঠারিকা দ্বারা পীড়ন করিবে না।

গিরিকর্ণীফলরসো মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ।
মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

অপরাজিতার ফলের বা মূলের রসের নস্য লইলে অথবা উহার মূল কর্ণে বান্ধিলে শিরঃ-পীড়া আশু প্রশমিত হয়।

গুঞ্জাকরঞ্জবীজঞ্চ তয়োঃ কল্কো জলে কৃতঃ।
মরিচৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। মরিচ ও ভীমরাজের নস্যেও উপকার হইয়া থাকে।

শিরঃকম্পেঽমৃতারাস্না-বলাস্নেহসুগন্ধিভিঃ।
স্নেহস্বেদাদি বাতঘ্নং শিরোবস্তিশ্চ শস্যতে॥

শিরঃকম্প রোগে গুলঞ্চ, রাস্না, বেড়েলা, ঘৃত ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ এবং বাতঘ্ন স্নেহ-স্বেদাদি ও শিরোবস্তি প্রশস্ত।

ক্ষয়জে ক্ষয়নাশায় কর্ত্তব্যো বৃংহণো বিধিঃ।
পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাদ্বাতঘ্নৈর্ম্মধুরৈঃ শৃতম্॥

ক্ষয়জনিত শিরোরোগে বৃংহণ (পুষ্টি-কারক) বিধি ব্যবস্থেয়। বাতঘ্ন মধুরগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান ও তাহার নস্য ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিজে ব্যোষনক্তাহ্ব-শিগ্রুবীজৈশ্চ নাবনম্।
অজামূত্রযুতং নস্যং কর্ত্তব্যং ক্রিমিনুৎ পরম্॥

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে ত্রিকটু, করঞ্জ-বীজ ও শজিনাবীজ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইবে।

আর্দ্রং যচ্ছুক্তিকাচূর্ণং চূর্ণিতং নরসারকম্।
উভয়ে যোজিতং তস্য গন্ধান্নশ্যতি শীর্ষরুক্॥

আর্দ্র শুক্তিচূর্ণ (পাঁকি চূর্ণ) ও নিশাদল একত্র মিলিত করিলে যে উগ্র গন্ধ হয়, সেই গন্ধের আঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া বিনষ্ট হয়।

পথ্যাক্ষধাত্রীরজনীগুড়ূচী-ভূনিম্বনিম্বৈঃ সগুড়ঃ কষায়ঃ।
ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলং নিহন্তি নাসানিহিতঃ ক্ষণেন॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম্বপত্র ইহাদের কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, নেত্র ও শিরোঽর্দ্ধশূল (অর্দ্ধাবভেদক) বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টীমধুকং মাষঃ স্যাৎ তুর্য্যাংশস্তু বিষং ভবেৎ।
তয়োশ্চূর্ণং সুসূক্ষ্মং স্যাৎ তচ্চূর্ণং সর্ষপোন্মিতম্॥
নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্তং সর্ব্বাং শীর্ষব্যথাং হরেৎ।
দৃষ্টপ্রয়োগো যোগোঽয়মনুভাবিভিরাদৃতঃ॥

সূক্ষ্মচূর্ণ যষ্টিমধু ৵০ আনা, সূক্ষ্মচূর্ণিত বিষ ८১০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া একসর্ষপ-পরিমাণে নস্য লইবে। এই নস্য ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বরঃ।

বরাটং টঙ্কণং শুদ্ধং পঞ্চভাগসমন্বিতম্।
নবভাগং মরীচস্য বিষভাগত্রয়ং মতম্॥
স্তন্যেন বটিকাং কৃত্বা নস্যং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হন্তি শ্লেষ্মোত্তবানপি॥

কড়িভস্ম ২৷৷০ তোলা, সোহাগার খৈ ২৷৷০ তোলা; মরিচ ৪৷৷০ তোলা ও বিষ ১৷৷০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। ইহার নস্যে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররসঃ।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলং ত্রিবৃৎ।
গুগ্গুলোঃ পলচত্বারি তদৰ্দ্ধং ত্রিফলারজঃ॥
কুষ্ঠং মধু কণা শুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্।
দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং বস্ত্রশোধিতম্॥
কাথেন দশমূল্যাশ্চ যথাংশং পরিভাবয়েৎ।
ঘৃতযোগাৎ প্রকর্ত্তব্যা মাষিকা বটিকা শুভা॥
ছাগীদুগ্ধানুপানেন পয়সা মধুনাথবা।
শিরঃশূলাদ্রিবজ্রোঽয়ং চণ্ডনাথেন ভাষিতঃ॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, গুগ্গুলু ৪ পল, ত্রিফলা-চূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমু-দায় একত্র মর্দ্দন করিয়া দশমূলের কাথে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শিরো-রোগ নষ্ট হয়।

রসচন্দ্রিকা বটী।

ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বীজমুন্মত্তকস্য চ।
কণ্টকারীবীজকঞ্চ হিজ্জলবীজমেব চ ॥
বীজঞ্চ বৃদ্ধদারস্য সমৌ গন্ধকপারদৌ।
আর্দ্রকৈর্বটিকা কার্য্যা কলায়পরিমাণতঃ ॥
এষা তোয়ানুপানেন প্রাতঃ খাদ্যা হিতাশিনা।
চিরজং সর্ব্বরোগঞ্চ সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥
আমবাতং শিরোরোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
গ্রহণীং শ্লীপদং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিং ভগন্দরম্ ॥
কামলাং শোথপাণ্ডুত্বং পীনসং শোণিতামযান্।
বটিকা চন্দ্রিকা নাম বাসুদেবেন ভাষিতা ॥

সিদ্ধিবীজ, ধুস্তুরবীজ, কণ্টকারীবীজ, হিজ্জলবীজ, বৃদ্ধদারকের বীজ এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে মটর পরিমিত বটিকা করিয়া উষ্ণজল অনুপানে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন রোগ, সন্নিপাত, আমবাত, শিরোরোগ ও গ্রহণী প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এই বটিকা বাসুদেবের নির্ম্মিত।

চন্দ্রকান্তরসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং লৌহং তাম্রং গন্ধং সমং সমম্।
সুষব্যাঃ ক্ষারৈর্দিনং মর্দ্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকম্ ॥
মধুনা মর্দ্দিতং সেব্যং লৌহপাত্রে দিনে দিনে।
সপ্তাহাৎ সূর্য্যাবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক, সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করত এক মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া এক সপ্তাহ সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাসঃ।

লৌহমভ্রং বিষং মুস্তং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্।
ধুস্তুরং বৃদ্ধদারঞ্চ বীজমিন্দ্রাশনস্য চ ॥
গোক্ষুরকদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।
এতৎ সর্ব্বং সমং গ্রাহ্যং রসে ধুস্তুরকস্য চ ॥
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মহালক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং শিরোরোগবিনাশকঃ ॥
(গোক্ষুরদ্বয়মিতি স্বল্পপত্রবৃহৎপত্রভেদাদ্ গোক্ষুরদ্বয়ং গ্রাহ্যমিতি চক্রটীকা)।

লৌহ, অভ্র, বিষ, মুতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারবীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বল্পপত্র ও বৃহৎপত্র ভেদে দুই প্রকার গোক্ষুর ও পিপুলমূল, এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শিরোরোগ-বিনাশক।

যষ্ট্যাদ্যং ঘৃতম্।

যষ্টীমধুবলারাস্না-দশমূলাম্বুসাধিতম্।
মধুরৈশ্চ ঘৃতং সিদ্ধমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥

যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, ইহাদের কাথে এবং কাকোল্যাদি গণের কল্কে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলাবলারাস্না-মধুকৈস্ত্রিপলৈঃ সহ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্র-যকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতম্ ॥
জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্ ॥
কর্ণনাসাক্ষিজিহ্বাস্য-গলরোগবিনাশনম্।
ময়ূরাদ্যমিদং সর্পিরূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্।
কল্পেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্ ॥
দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে।
অন্যে ত্বাকৃতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিদুঃ ॥
* ত্রিফলৈরিতি বৃন্দধৃতঃ পাঠঃ।

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক তিন পল; বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু প্রত্যেক তিন পল, ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, যকৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ৩৯ পল লইবে। এই সমস্ত দ্রব্য মোট ৭৮ পল, পাকার্থ জল ৭৮ সের শেষ ১৯॥০ সের। কেহ কেহ বলেন, তরুণ ময়ূর ১ টাতে যত মাংস থাকে, তাহাই গ্রাহ্য। পাকার্থ—জল

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। (বৃন্দ বলেন—দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূর ১টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।) দুগ্ধ ।৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী এই জীবনীয়দশক প্রত্যেক দুই তোলা। এই ঘৃত পানে শিরোরোগ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়। ময়ূরাদ্য ঘৃতের নিয়মে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশক ইহাদের মাংসেও ঘৃত পাক করা যায়। তত্তদ্ঘৃতও শিরোরোগাদি ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়ায় উপকার করে।

বৃহন্মায়ূরং ঘৃতম্।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাম্।
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ কৃত্বা তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ॥
নির্ব্বিচ্য পয়সো দ্রোণং পচেৎ তত্র ঘৃতাঢকম্।
প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈর্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ॥
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
মায়ূরমেতন্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিলহরং পরম॥
মন্যাকর্ণশিরোনেত্র-রুজাপস্মারনাশনম্।
বিষবাতাময়শ্বাস-বিষমজ্বরকাসনুৎ॥

(প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈরিতি প্রপৌণ্ডরীকমধুকপিপ্পলী-চন্দনোৎপলৈরিত্যর্থঃ। চক্রটীকা)।

ঘৃত ১৬ সের। কাথার্থ—তরুণ-ময়ূর মাংস ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ও বেড়েলামূল মিলিত ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, মিলিত ।৪ সের। ইহাতে শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নষ্ট এবং মেধা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতাহ্বাদ্যং তৈলম্।

শতাহ্বৈরণ্ডমূলোগ্র-বক্রব্যাঘ্রীফলৈঃ শৃতম্।
তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্ম-তিমিরোর্দ্ধগদাপহম্॥

শুল্ফা, এরণ্ডমূল, বচ, তগরপাদুকা ও কণ্টকারীফল এই সমুদায়ের কল্কে যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া নস্য লইলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক তিমির এবং শিরোরোগের শান্তি হয়।

জীবকাদ্যং তৈলম্।

জীবকর্ষভকদ্রাক্ষা-সিতাযষ্টিবলোৎপলৈঃ।
তৈলং নস্যং পয়ঃপক্বং বাতপিত্তশিরোগদে॥

জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, শর্করা, যষ্টিমধু, বেড়েলা ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে যথাবিধানে সুপাচিত তিলতৈল নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহজ্জীবকাদ্যং তৈলম্।

জীবকর্ষভকৌ দ্রাক্ষা মধুকং মধুকং বলা।
নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ বিদারী শর্করা তথা॥
তৈলপ্রস্থং পচেদেভিঃ শনৈঃ পয়সি ষড় গুণে।
জাঙ্গলস্য তু মাংসস্য তুলার্দ্ধস্য রসেন তু॥
সিদ্ধমেতস্তবেন্নস্যং তৈলমর্দ্ধাবভেদকম্।
বাধির্য্যং কর্ণশূলঞ্চ তিমিরং গলশুণ্ঠিকাম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শিরোরোগং নিযচ্ছতি।
দন্তচালং শিরঃশূলমর্দ্দিতঞ্চাপকর্ষতি॥

তিলতৈল ।৪ সের। জাঙ্গলমাংস ।৬।৹ সের, কাথার্থ—জল ৩২ সের, শেষ ।৮ সের। দুগ্ধ ২৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, মৌল ফুল বা ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চিনি মিলিত ।১ সের। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অর্দ্ধাবভেদক, বধিরতা, কর্ণশূল, তিমির, গলশুণ্ঠিকা, বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগ, দন্তচাল, শিরঃশূল ও অর্দ্দিত প্রশমিত হয়।

অপামার্গ-তৈলম্।

অপামার্গফলব্যোষ-নিশাদন্তবকরামঠৈঃ।
সবিড়ঙ্গং শৃতং মূত্রে তৈলং নস্যং ক্রিমিং জয়েৎ॥

অপামার্গবীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হাঁচুটী, হিং ও বিড়ঙ্গ ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ গোমূত্রে যথারীতি তিলতৈল পাক করিয়া নস্য লইলে ক্রিমিজন্য শিরোরোগ নষ্ট হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীকমধুক-পিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ।
সিদ্ধং ধাত্রীরসে তৈলং নস্যেনাভ্যঞ্জনেন বা।
সর্ব্বানূর্দ্ধগদান্ হন্তি পলিতানি চ শীলিতম্॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ আমলকীর রসে তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ঊর্দ্ধগত সমুদায় রোগ ও পলিতাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

ষড়্বিন্দুতৈলম্।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা
জীবন্তিরাস্নাসহসৈন্ধবঞ্চ।
ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ
বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্॥
আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ
চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্।
ষড়্বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া
নিঘ্নন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্॥
চ্যুতাংশ্চ কেশান্ চলিতাংশ্চ দন্তান্
দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি।
সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষু-
র্বাহ্বোর্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥

তিলতৈল /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঠ মিলিত /১ সের। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ দূরীভূত এবং শিথিল কেশ ও দন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বর্দ্ধিত হয়।

গুঞ্জাতৈলম্।

বিশুদ্ধং তিলতৈলঞ্চ তৎসমং কাঞ্জিকং ভবেৎ।
আরনালসমং ভৃঙ্গদ্রবং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ॥
মন্দাগ্নিনা ততঃ পাচ্যং যাবৎ তৈলস্থিতং ভবেৎ।
তৈলমধ্যে প্রদাতব্যাং পিষ্ট্বা গুঞ্জাপলদ্বয়ম্॥
উত্তার্য্য তৈলশেষন্তু দিনৈকং তৎ তু রক্ষয়েৎ।
শিরোরোগেষু দুষ্টেষু অর্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে॥
ভ্রূশঙ্খকর্ণপীড়াশ্চ নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
গুঞ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

তিলতৈল /১ সের, কাঁজি /১ সের, ভীমরাজের রস /১ সের। কল্কার্থ—কুঁচফল ২ পল বাটিয়া প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা শিরোরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উপশম হয়।

দশমূলতৈলম্।

দশমূলকাথকল্কাভ্যাং নিগুণ্ডীরসসংযুতম্।
কটুতৈলং সমাদায় পচেৎ প্রস্থং ভিষগ্বরঃ॥
সন্নিপাতং হরেদেতচ্ছিরোরোগং তথৈব চ।
অস্থিসন্ধিকফপ্রায়ান্ রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল /৪ সের। ক্কাথার্থ—দশমূল ১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিসিন্দাপত্র রস ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল /১ সের। ইহাতে শিরঃপীড়াদি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

দশমূলতৈলম্।

দশমূলকাথকল্কাভ্যাং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণং পয়ো দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং হন্তি সুদারুণম্।
নস্যেনাকালপলিতং স্বরারোচকনাশনম্॥
অভ্যঙ্গেনৈব সর্ব্বঞ্চ শিরঃশূলং বিনাশয়েৎ॥

কটুতৈল /৪ সের। দশমূলের কাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল /১ সের। ইহার নস্যে কেশের অকাল-পক্বতা নিবারণ এবং অভ্যঙ্গে শিরঃশূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগের ধ্বংস হয়।

দশমূলতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ অষ্টাঙ্গকল্কসংযুতম্।
ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েদেতদ্ ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বাতশূলং পিত্তশূলং কফশূলং ত্রিদোষজম্॥
সূর্য্যাবর্ত্তমভিষ্যন্দং জলদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগনিসূদনম্॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। দশমূলের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে বাতজ পিত্তজ কফজ ও ত্রিদোষজ শূল এবং সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পদশমূলতৈলম্।

দশমূলক্বাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। দশমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল ⁄১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

মধ্যমদশমূলতৈলম্।

দশমূলী করঞ্জশ্চ নিগুণ্ডী চ জয়ন্তিকা।
ধুস্তুরঃ ষট্পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তৈলং কটু প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৎকল্কান্ দাপয়েৎ তত্র ভাগান্ ষট্তোলকান্ পৃথক্।
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শিরোরোগং ব্যপোহতি।
কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
দশমূলমিদং তৈলং শিরঃকর্ণাক্ষিরোগনুৎ।
মস্তাস্তম্ভমন্ত্রবৃদ্ধিং প্লীহঞ্চ বিনাশয়েৎ।
দশমূলমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা।

কটুতৈল ⁄৪ সের। কাথার্থ—দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জায়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত কাথ্যদ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ তোলা লইবে। ইহাতে শিরোরোগ, কাস, শোথ, জীর্ণজ্বর, নেত্ররোগ ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

দশমূলাশতং গ্রাহ্যং তথা ধুস্তুরকস্য চ।
শতং পুনর্নবায়াশ্চ নিগুণ্ড্যাশ্চ শতং তথা॥
এতৈঃ কষায়ৈর্বিপচেৎ কটুতৈলাঢকং ভিষক্।
বাসা বচা দেবদারু শঠী রাস্না সযষ্টিকা॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী কারবী কট্‌ফলং তথা।
করঞ্জশিগ্রুকুষ্ঠঞ্চ চিঞ্চা চ বনশিম্বিকা॥
চিত্রকঞ্চ পৃথক্ ভাগান্ দত্ত্বা চৈষাং পলোন্মিতান্।
শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতোত্থং বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা॥
কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলঞ্চ দারুণম্।
নিহন্তি দশমূলাখ্যং তৈলমেতন্ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ১৬ সের। কাথার্থ—দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধুতুরাপত্র ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; পুনর্নবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিসিন্দাপত্র ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, শজিনাছাল, কুড়, তেতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বদোষোদ্ভব কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল নিবারিত হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

পঞ্চ পঞ্চ পলং নীত্বা পঞ্চমূলদ্বয়াৎ পৃথক্।
বিপাচয়েজ্জলদ্রোণে চাষ্টভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থং নিগুণ্ড্যাস্তৎসমং ভবেৎ।
ত্র্যষণং পঞ্চকোলঞ্চ জারকদ্বয়সর্ষপম্॥
সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং ত্রিবৃতা চ নিশাদ্বয়ম্।
তোয়ঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা কল্কমক্ষসমং বিদুঃ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ পচেৎ তৈলং শিরোরোগং ব্যপোহতি।
ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নং বাতশ্লেষ্মগদাপহম্॥
একজে দ্বন্দ্বজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে।
অর্দ্ধাবভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্ত্তে প্রশস্যতে।
পানাভ্যঞ্জননস্যে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥
(সিদ্ধফলমিদম্)।

কটুতৈল /৪ সের। কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের; আদার রস /৪ সের, নিসিন্দাপত্রের রস /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল /৮ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রযোজ্য। ইহাতে শিরোরোগ ও উদ্ধজত্রুগত নানা পীড়ার শান্তি হয়। ইহা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ।

মহাদশমূল-তৈলম্।

দশমূলপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ কটুতৈলাঢ়কং পচেৎ॥
জম্বীরার্দ্রকধুস্তূর-স্বরসং তৈলতুল্যকং।
কল্কঃ কণামৃতা দার্বী শতপুষ্পা পুনর্নবা॥
শিগ্রু পিপ্পলিকা তিক্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্।
সিদ্ধার্থকং বচা শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী॥
দেবদারু বলা রাস্না হৃদ্যাবর্ত্তককট্ফলম্।
নির্গুণ্ডী চবিকা গৈরী গ্রন্থিকং শুষ্কমূলকম্॥
যমানী জীরকং কুষ্ঠমজমোদা চ তাড়কম্।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্বিপচেন্মতিমান্ ভিষক্॥
হন্তি শ্লেষ্মাণমভ্যঙ্গাৎ পানাৎ কাসং বাপোহতি।
নিহন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ কফবাতসমুদ্ভবান্।
শিরোমধ্যগতান্ রোগান্ শোথান্ হন্তি ব্রণানপি॥
(দ্বিতীয়পিপ্পলীশব্দেন পিপ্পলীমূলং গ্রাহ্যমিতি রত্নাবলীকারঃ)।

কটুতৈল ১৬ সের। কাথার্থ—দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতুরার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল (২ ভাগ), গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শুল্ফা, পুনর্নবা, শজিনাছাল, কট্কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়্হুড়ে, কট্ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল (২ ভাগ), শুষ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিষ্কড়কমূল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূরকাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
সন্নিপাতজ্বরশ্লেষ্ম-শোথশীর্ষার্ত্তিদাহনুৎ।
কর্ণগ্রহহনুস্তম্ভ-সন্ধিগ্রহবিনাশনম্॥

কটুতৈল /৪ সের। ধুতুরাপত্রের কাথ বা রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতুরাপত্র /১ সের। ইহা ব্যবহারে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, দাহ ও কর্ণরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

কনকতৈলম্।

কনককদলীদন্তী বাসকো বৈজয়ন্তিকা॥
নির্গুণ্ডী পূতিকা ভার্গী-নিকেতকপুনর্নবাঃ॥
বদরা বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতী তথা।
চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমশ্মন্তকাটরূষকম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তী গোমঠী চ পারিভদ্রস্তথৈব চ।
প্রত্যেকং দ্বিপলৈরেষাং গৃহ্নীয়াৎ তৎক্ষণাদপি॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য পাচয়েৎ তাম্রভাজনে॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কল্কিতানি প্রদাপয়েৎ।
চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজম্॥
আমবাতঞ্চ হৃচ্ছূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকম্।
শোথং ব্যাধিসমূহং কাসং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
দূর্ব্বায়াং পতিতে বিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ।
কনকাখ্যমিদং তৈলং কফরোগকুলান্তকম্॥
(কটুতৈলস্থানে তিলতৈলমিতি সুখবোধসংগ্রহধৃতঃ পাঠঃ)।

কটুতৈল (মতান্তরে তিলতৈল) /৪ সের। কাথার্থ—কনকধুতুরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দুধা, বাসকছাল, জয়ন্তী, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, বামুনহাটী, আঁকোড়ছাল, পুনর্নবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বিল্বমূল, বৃহতী, চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারীমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, রামবেগুন, সোন্দালপত্র প্রত্যেক ২ পল; পাকার্থ জল

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত কাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ⁄১ সের। ইহা দ্বারা চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, রক্তজ ও মাংসজ শ্লীপদ, আমবাত, হৃচ্ছূল, শোথ এবং বাধির্য্য প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাকনকতৈলম্।

কনকস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভুবস্তথা।
নিগু্ণ্ডীস্বরসপ্রস্থং দশমূলরসস্য চ॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যত্নাদ্ বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেভিঃ শুণ্ঠীমরিচসৈন্ধবৈঃ।
পুনর্নবাঙ্ককটক-শেলুত্বক্পিপ্পলীযুগৈঃ॥
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে পাত্রে নিধাপয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্ব্বমামবাতং ভগন্দরম্॥
সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাশু বিনাশয়েৎ।
যে কেচিদ্ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লৈষ্মিকাঃ সান্নিপাতিকাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। ধুতুরাপত্রের রস ⁄৪ সের, পুনর্নবার রস ⁄৪ সের, নিসিন্দা-পত্রের রস ⁄৪ সের, দশমূলের কাথ ⁄৪ সের, পালিধার রস ⁄৪ সের, বরুণছালের রস ⁄৪ সের। কল্কার্থ—শুঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাকড়াশৃঙ্গী, বহুবার-ছাল, পিপুল ও গজপিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা দ্বারা আমবাত, ভগন্দর, শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

রুদ্রতৈলম্।

জৈপালদ্রোণধুস্তুর-শিগ্রুশক্রাশনস্য চ।
সূর্য্যাবর্ত্তস্য সূর্য্যস্য পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্॥
জম্বীর-*-শৃঙ্গবেরস্য রসং দত্ত্বা সমং সমম্।
কটুতৈলস্য পাত্রন্তু শোধয়িত্বা পচেদ্ ভিষক্॥
রজনীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা কটুফলং কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং শারিবে দ্বে বিড়ঙ্গকম্॥
রাস্না দারু বলা নিম্বং মুস্তকং চন্দনং তথা।
পরুষৌ দ্বৌ গুড়ূচীমূলং মূর্ব্বাপামার্গমূলকম্॥
স্বরসদ্রব্যমেতেষাং কল্কং দত্ত্বা তু পাদিকম্।
মৃৎপাত্রে সুদৃঢ়ে চৈব পাচয়েৎ তীব্রবহ্নিনা॥
বল্মাসমূর্দ্ধগঞ্চৈব নাশয়েৎ ত্রিদিনাদ্ ধ্রুবম্।
মুখনাসাক্ষিরোগাংশ্চ কফশোণিতসংস্রবান্॥
শিরোরোগং সন্নিপাতং শ্লীপদং গলগণ্ডকম্।
অভ্যঙ্গান্নাশয়েদেতান্ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি॥
রুদ্রকালাগ্নিনা প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুরা॥

কটুতৈল ১৬ সের। জয়পাল, ঘলঘসিয়া, ধুতুরা, শজিনা, সিদ্ধি, হুড়্হুড়ে ও আকন্দ প্রত্যেকের পত্রের রস ১৬ সের; গোড়ালেবুর রস ১৬ সের (পাঠান্তরে জয়ন্তীপত্রের) ও আদার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কটফল, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়লিয়া, সিজমূল, মূর্ব্বামূল, আপাঙ্গমূল, গুলঞ্চমূল, জয়পালপত্র, ঘলঘসিয়া-পত্র, ধুতুরাপত্র, শজিনাপত্র, সিদ্ধি, হুড়্হুড়েপত্র ও আকন্দপত্র মিলিত ⁄৪ সের। ইহার অভ্যঙ্গে শিরোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া এবং পানে শ্বাস ও কাস রোগ নষ্ট হয়।

তপ্তরাজতৈলম্।

ধুস্তুরং পূতিকং পীতা জয়ন্তী সিন্ধুবারকম্।
শিরীষং হিজ্জলং শিগ্রু দশমূলং সমং ভবেৎ॥
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাংশকম্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
গোমূত্রকাঢ়কং দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মদনং ক্রাথণং কুষ্ঠমজাজী বিশ্বভেষজম্॥
কটুফলং বরুণং মুস্তং হিজ্জলং বিল্বমেব চ।
হরিতালজবাপুষ্পমমৃতং কুনটী তথা॥
কর্কটং চন্দনং শিগ্রুর্যমানী ব্যাঘ্রপাদপি।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥
তপ্তরাজমিতি খ্যাতং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
সন্নিপাতং মহাঘোরং শিরোরোগং মহোত্তরম্॥
শিরঃশূলং নেত্ররোগং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
জ্বরং দাহং মহাঘোরং স্বেদঞ্চৈব মহোত্তরম্॥

* জম্বীরেত্যত্র জয়ন্তীতি পাঠান্তরম্।

কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমপীনসম্।
ত্রয়োদশসন্নিপাতং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। ক্বাথার্থ—ধুতূরা, ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজ্জল, শজিনা ও মিলিত দশমূল প্রত্যেক ⁄২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুতা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, শজিনাছাল, যমানী, বৈচমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্ররোগ, জ্বর, দাহ, কর্ণশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

তপ্তরাজতৈলম্।

নবলীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা।
বাসকস্য রসপ্রস্থং তথা নিগুণ্ডিকার্করয়োঃ॥
দশমূলং রসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োস্তথা।
পৃথগেভিঃ পচেদ্ধীমাংস্তৈলপ্রস্থঞ্চ সার্ষপম্॥
কল্ক. কণা বলা শুণ্ঠী পিপ্পলীমূলচিত্রকম্।
কট্‌ফলং কনকং চব্যং জীরকং শতপুষ্পিকা॥
পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাঙ্গলী।
শুষ্কমূলককুষ্ঠঞ্চ বাসকং কৃষ্ণজীরকম্॥
সুরসার্কক্ষীরজেপাল-মূলং নাগদলং তথা।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং ক্ষারং চন্দনং শিগ্রুকুৎপলম্॥
মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গী ব্যাঘ্রী বরুণকম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্বিপচেৎ পাকবিদ্ ভিষক্॥
অভ্যঙ্গাৎ শ্লৈষ্মিকং হন্তি পানাৎ কাসং ব্যপোহতি।
শ্বয়থুঞ্চোদরং শূলং শিরোরোগং সুদুস্তরম্॥
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ্মগলগ্রহান্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বং শোথং নিহন্ত্যেব জ্বরং প্লীহানমেব চ॥
শ্লেষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
তপ্তরাজমিদং তৈলমূর্দ্ধজরুগদাপহম্॥

সর্ষপতৈল ⁄৪ সের। নোয়াড়, শজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ ও বেড়েলা প্রত্যেকের রস বা কাথ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশ্‌লাঙ্গলা, শুষ্কমূলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণ জীরা, সিজআঠা, আকন্দ আঠা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, শজিনামূল, নীলসুঁদি, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা ব্যবহারে শ্লেষ্মজ রোগ, কাস, শোথ, উদর, শূল, উৎকট শিরোরোগ, নেত্রশূল ও কর্ণশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

বৃহৎ কিঙ্কিণীতৈলম্।

কিঙ্কিণ্যপ্রস্থমেকঞ্চ প্রস্থং সহচরস্য চ।
কৃষ্ণধুস্তূরকপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ সিন্ধুবারকম্॥
পচেৎ পাত্রং জলং দত্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ।
তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যং দ্রব্যাণ্যেতানি দাপয়েৎ॥
যষ্টী কণা পয়োদঞ্চ গন্ধকং কুষ্ঠমেব চ।
সমুদ্রাস্তা তথা শৃঙ্গী কিঙ্কিণীবীজপর্ণকম্॥
রাস্না মধুরিকা ঝণ্টী-মূলমীশ্বরমেব চ।
বিষমাধুকমঞ্জিষ্ঠা-শোভাঞ্জনত্বচং তথা॥
এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ।
নিহন্তি পূতিকর্ণঞ্চ কর্ণস্রাবং সকণ্ডুকম্॥
কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধির্য্যং দারুণং তথা।
শিরোরোগং নেত্ররোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

কটুতৈল ⁄৪ সের। কাথার্থ—হুড়হুড়ে ⁄২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ⁄৪ সের; ঝাঁটী ⁄২ সের, জল ১৬ সের শেষ ⁄৪ সের; কালধুতুরা ⁄২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ⁄৪ সের; নিসিন্দা ⁄২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুতা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হুড়হুড়েবীজ, ধুতুরাবীজ, রাস্না, মৌরি, ঝাঁটীমূল, ঈশ্‌লাঙ্গলামূল, বিষ, মৌলফল, মঞ্জিষ্ঠা ও শজিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পূতিকর্ণ, কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বধিরতা ও শিরোরোগ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

কুমারীতৈলম্।

কুমার্য্যাঃ স্বরসে প্রস্থে ধুস্তূরস্য রসে তথা।
ভৃঙ্গরাজস্য চ রসে প্রস্থদ্বয়সমাযুতে॥
চতুঃপ্রস্থমিতে ক্ষীরে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কল্কৈর্ম্মধুকহ্রীবের-মঞ্জিষ্ঠাভদ্রমুস্তকৈঃ॥
নখকর্পূরভৃঙ্গৈলা-জীবন্তীপদ্মকুষ্ঠকৈঃ।
মার্কবাসকতালীশ-সর্জ্জনির্য্যাসপত্রকৈঃ॥
বিড়ঙ্গশতপুষ্পাশ্ব-গন্ধাগন্ধকর্হস্তকৈঃ।
শোকঙ্গন্নারিকেলাভ্যাং কর্ষমানৈর্বিপাচিতে॥
উত্তার্য্য বস্ত্রপূতন্তু শুভে ভাণ্ডে সুধূপিতে।
ত্রিরাত্রমথ গুপ্তঞ্চ ধারয়েদ্ বিধিবিত্তমঃ॥
ততস্তু তৈলমভ্যঙ্গে নস্যক্ষেপে নিয়োজয়েৎ।
শময়েদ্দ্বিতং গাঢমস্যাস্তস্ত শিরোগদান্॥
তালুনাসাক্ষিজাতস্ত শোথমূচ্ছাঙ্গনামকম্।
হনুগ্রহগদন্তং বা বাধির্য্যং কর্ণবেদনম্॥

তিলতৈল /৪ সের। ঘৃতকুমারীর স্বরস /৪ সের, ধুতুরার রস /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস /৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নখী, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধনা, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, শুলফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, অশোক, নারিকেল, প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি পাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া, পরিস্কৃত ও ধূপিত মৃৎপাত্রে মাটির নীচে ত্রিরাত্র পুঁতিয়া রাখিবে। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে শিরোরোগ প্রভৃতি ঊর্দ্ধজত্রুগত বহুবিধ রোগের শান্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

শিরোরোগে পথ্যানি।

স্বেদো নস্যং ধূমপানং বিরেকো
লেপশ্ছর্দ্দিল ঙ্ঘনং শীর্ষবস্তিঃ।
রক্তোন্মুক্তির্বহ্নিকর্ম্মোপনাহো
জীর্ণং সর্পিঃ শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চ॥
যূষো দুগ্ধং ধন্বমাংসং পটোলং
শিগ্রুর্দ্রাক্ষা বাস্তুকং কারবেল্লম্।
আম্রং ধাত্রী দাড়িমং মাতুলুঙ্গং
তৈলং তক্রং কাঞ্জিকং নারিকেলম্॥
পথ্যা কুষ্ঠং ভৃঙ্গরাজঃ কুমারী
মুস্তোশীরং চন্দিকা গন্ধসারঃ।
কর্পূরঞ্চ খ্যাপিতানেষ বর্গঃ
সেব্যো মর্ত্ত্যৈঃ শীর্ষরোগে যথাস্বম্॥

স্বেদ, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, প্রলেপন, বমন, উপবাস, শিরোবস্তি, রক্তমোক্ষণ, অগ্নিকর্ম্ম, মস্তকে প্রলেপ ব্যবহার, পুরাতন ঘৃত, শালিধান্য ও ষষ্টিবধান্য, মুদ্গাদিযূষ, দুগ্ধ, ধন্বদেশজ মাংস, পটোল, শজিনা, দ্রাক্ষা, বেতোশাক, করলা, আম্র, আমলকী, দাড়িম, ছোলঙ্গ লেবু, তৈল, তক্র, কাঁজী, নারিকেল, হরীতকী, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, ঘৃতকুমারী, মুতা, বেণার মূল, এলাইচ, শ্বেতচন্দন ও কর্পূর, এই সকল শিরোরোগিগণকে দোষানুসারে প্রয়োগ করিবে।

শিরোরোগেঽপথ্যানি।

ক্ষবজৃম্ভামূত্রবাষ্প-নিদ্রাবিড়্বেগমঞ্জনম্।
দুষ্টনীরং বিরুদ্ধান্নং সহ্যবিন্ধ্যাসরিজ্জলম্।
দন্তকাষ্ঠং দিবানিদ্রাং শিরোরোগী পরিত্যজেৎ॥

হাঁচিবেগ, জৃম্ভণবেগ (হাই), মূত্রবেগ, অশ্রুবেগ, নিদ্রাবেগ এবং মলের বেগ ধারণ; অঞ্জন ব্যবহার, দূষিতজল, বিরুদ্ধদ্রব্য, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরি সমুদ্ভূত নদীর জল, দন্তধাবন এবং দিবানিদ্রা, এই সকল শিরোরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শিরোরোগাধিকারঃ।

অথাসৃগ্দররোগাধিকারঃ।

অথাসৃগ্দররোগ-নিদানম্।

বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্ গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ॥
অসৃগ্দরো ভবেৎ সর্ব্বঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সবেদনঃ।
তস্যাতিবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা।
দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ॥
তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈশ্চতুষ্প্রকারং প্রদরং বদন্তি॥
আমং সপিচ্ছাপ্রতিমং সপাণ্ডু
পুলাকতোয়প্রতিমং কফাৎ তু।
সপীতনীলাসিতরক্তমুষ্ণং
পিত্তার্ত্তিযুক্তং ভৃশবেগি পিত্তাৎ॥
রুক্ষারুণং ফেনিলমল্পমল্পং
বাতার্ত্তি বাতাৎ পিশিতোদকাভম্।
সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং
মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোষাৎ।
তস্যাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞা-
ন তত্র কুর্ব্বীত ভিষক্ চিকিৎসাম্॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, মদ্যপান, অধ্যশন, অপকভোজন, গর্ভপাত, অতিমৈথুন, যানাবরোহণ, পথপর্য্যটন, শোক ও উপবাসাদি দ্বারা অতিকর্ষণ, ভারবহন, অভিঘাত ও দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

স্রাবের আধিক্য হইলে দৌর্ব্বল্য ভ্রম মূর্চ্ছা মত্ততা তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ দেহের পাণ্ডুতা তন্দ্রা ও আক্ষেপকাদি বাতজ পীড়া সকল উপস্থিত হয়।

প্রদর চারি প্রকার। যথা—কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ।

কফজ প্রদরে অপকরসযুক্ত পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধাবন-জলসদৃশ স্রাব নির্গত হয়।

পৈত্তিক প্রদরে পীত নীল কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, উষ্ণস্রাব, দাহ ও চিম্‌চিমাদি বেদনার সহিত প্রবলবেগে নিঃসৃত হয়।

বাতিক প্রদরে রুক্ষ অরুণবর্ণ ফেনযুক্ত ও মাংসধাবন-জলতুল্য স্রাব, তোদাদি বাতবেদনার সহিত অল্প অল্প নিঃসৃত হয়।

সান্নিপাতিক প্রদরে মধু ঘৃত বা হরিতালবৎ বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জাভ ও শবদুর্গন্ধী স্রাব নির্গত হয়। ইহা অসাধ্য, সুতরাং চিকিৎসায় ফললাভ হয় না।

অথাসৃগ্দররোগ-চিকিৎসা।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

বাতসৃগ্দর-পীড়িতা নারীকে দধি ৬ তোলা, সৌবর্চ্চল ১ মাষা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল প্রত্যেক ।॰ আনা, মধু ॥॰ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করামধুসংযুতম্।
বাসকস্বরসং পৈত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব বা॥

পিত্তজ রক্তপ্রদরে হরিণরক্ত (দশমূলের কাথে মর্দ্দন করিয়া) চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। অথবা বাসকের স্বরস কিংবা গুলঞ্চের স্বরস চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে।

রোহিতকান্মূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকাদ্বীজ-কল্কং বা সসিতামধু॥
ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবম্।
কাকজঙ্ঘামূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥

পাণ্ডুপ্রদরে নিম্নোক্ত কয়েকটি যোগ প্রয়োগ করিবে। রোহিতক-(রয়না)-বৃক্ষের মূল জলে পেষণ করিয়া মধু ও চিনি সহ, আমলকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও

চিনি সহ, ধাইফুল কল্ক ২ তোলা মধু সহ, আমলকীর কল্ক ২ তোলা মধু সহ, কাকজঙ্ঘার মূল অথবা কার্পাসমূল তণ্ডুলোদক সহ সেবনীয়।

রসাঞ্জনং তণ্ডুলিয়স্য মূলং
ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্।
অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি
শ্বাসঞ্চ ভার্গী সহ নাগরেণ॥

রসাঞ্জন ও লালনটের মূল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই যোগের সঙ্গে বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করিবে।

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥

কুশমূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে প্রদর হইতে রোগিণী মুক্তিলাভ করিবে।

ক্ষৌদ্রযুতং ফলরসং কাষ্ঠোড়ুম্বরজং পিবেৎ।
অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্॥

মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস সেবন করিয়া চিনির সহিত দুগ্ধান্ন পথ্য করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্।
কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্॥

ছাগদুগ্ধের সহিত বেড়েলার মূল অথবা কুশমূল ও বেড়েলার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ।
পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্॥

গুড়ের সহিত কুলশুঁঠ চূর্ণ কিংবা কেবল দুগ্ধ বা কাঁচাকলা চূর্ণ ২ তোলা অথবা ঘৃতের সহিত লাক্ষাচূর্ণ সেবন করিলে প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনত্রয়াভ্যন্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥

ভূম্যামলকীর চূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে স্ত্রীরোগ সকল প্রশমিত হয়।

শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্।
খজেন মথিতং পীতং হন্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ॥

চিনি, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তৈল ও দধি এই সকল দ্রব্য একত্র মথিত করিয়া পান করিলে বাতজ প্রদর বিনষ্ট হয়।

মধুকং কর্ষমেকন্তু কর্ষৈকাঞ্চ সিতাং তথা।
তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টাং লোহিতে প্রদরে পিবেৎ॥

যষ্টিমধু ২ তোলা ও চিনি ২ তোলা তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

বলা কঙ্কতিকাখ্যা যা তস্যা মূলং সুচূর্ণিতম্।
লোহিতপ্রদরে খাদেচ্ছর্করামধুসংযুতম্॥

কঙ্কতিকাখ্য বেড়েলার (গোরক্ষচাকুলের) মূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হয়।

শুচিস্থানে বাঘনখ্যা মূলমুত্তরদিগ্ভবম্।
নীতমুত্তরফল্গুন্যাং কটিবদ্ধং হরেদসৃক্॥

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিশুদ্ধ স্থান হইতে উত্তরদিগ্জাত ব্যাঘ্রনখীর মূল উঠাইয়া অসৃগ্দরপীড়িতা নারীর কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত থাকে।

অশোকবল্কলক্বাথ-শৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্॥
(ষড়ঙ্গপরিভাষয়ার্দ্ধশৃতমশোকবল্কলক্বাথং গৃহীত্বা তেন চতুর্গুণেন ক্ষীরং সাধয়িত্বার্থঃ। বৃদ্ধাস্তু ক্বাথমকৃত্বৈব ক্ষীরসাধনপরিভাষয়া বদন্তীতি চক্রটীকা)।

অশোকছাল ২ তোলা, জল /৪ সের, অবশিষ্ট /॥০ সের থাকিতে /॥০ সের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাকে দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ক্ষীরসাধন পরিভাষানুসারে অশোকছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের; দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে; ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন)। রোগির বলানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া প্রাতঃ-

কালে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা তীব্র রক্তপ্রদর প্রশমিত থাকে।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
রক্তাতিসারবদ্বাপি রক্তার্শোবৎ তথৈব চ।
অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে॥
(রক্তপিত্তবিধানেনেতি অধোগতরক্তপিত্তবিধানেন ইতি চক্রটীকা)।

রক্তপ্রদর রোগে অধোগ রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

অলাবুফলচূর্ণন্তু শর্করাসহিতন্তু চ।
মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে॥

তিতলাউয়ের বীজ চূর্ণ ও চিনি সমভাগে লইয়া মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্রদরের শান্তি হয়।

বাসাকষায়সহিতং রসাঞ্জনং প্রযোজিতম্।
প্রদরং হন্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ॥

বাসকের কাথ ও মধু সহ রসাঞ্জন সেবন করিলে অতিসত্বর প্রদর নষ্ট হয়।

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
পীত্বা চ কর্ষমাত্রন্তু অতিরক্তং প্রশাময়েৎ॥

শরপুঙ্খার (বননীলের) মূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় পান করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি-ক্কাথঃ।

দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্ব-
ভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং
পীতং সিতারুণবিলোহিতনীলশুভ্রম্॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও ভল্লাতক (কেহ বলেন কুমুদপুষ্প, ১ ভাগ) ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে শ্বেত রক্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সশূল প্রদর নষ্ট হয়।

উৎপলাদিঃ।

কল্কং রক্তোৎপলস্যাথ রক্তকার্পাসমূলকম্।
করবীরস্য মূলানি তথা রক্তোড্রমূলকম্॥
বকুলস্য তথা মূলং গন্ধমাতৃকজীরকৌ।
রক্তচন্দনকঞ্চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
তণ্ডুলোদকসংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ।
যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদির্ন সংশয়ঃ॥
(তণ্ডুলোদকেন গোলয়িত্বা পেয়ঃ)।

রক্তোৎপল, লালকার্পাস, করবী, রক্তজবা ও বকুল ইহাদের মূল; গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় সমভাগে তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তমূত্র প্রভৃতি বহুবিধ স্ত্রীরোগের শান্তি হয়।

চন্দনাদিচূর্ণম্।

চন্দনং নলদং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তঞ্চ শর্করা॥
হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্॥
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি তথা মোচরসোঽপি চ।
নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মৈলা দাড়িমোদ্ভবম্॥
চতুর্দ্দশানি চৈতানি সমভাগানি কারয়েৎ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং মধুনা সহ যোজয়েৎ॥
চতুষ্প্রকারং প্রদরং রক্তাতীসারমুল্বণম্।
রক্তার্শাংসি নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
অশ্বিভ্যাং সম্মতো যোগো রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥
(এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য মাষকচতুষ্টয়ং তণ্ডুলোদকেন মধুনা চ সহ যোজয়েৎ)।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চির ছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাক্রান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িম ফলের ছাল, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবন করিলে চারিপ্রকার প্রদর, উৎকট রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শ প্রশমিত হয়।

পুষ্যানুগং চূর্ণম্।

পাঠা জম্ব্‌াম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকী মোচরসঃ সমঙ্গা পদ্মকেশরম্॥
বাহ্লীকাতিবিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্।
ত্রিফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বীকা রক্তচন্দনম্॥
কট্‌ঙ্গবৎসকানন্তা ধাতকী মধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা॥
অসৃগ্দরাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে।
দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ॥
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্।
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ॥
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্।
অম্বষ্ঠা দক্ষিণে খ্যাতা গুরুস্থানে তু লক্ষ্মণাম্॥

আকনাদি, জাম আঁটির শস্য, আম আঁটির শস্য, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (দক্ষিণাপথে খ্যাত তরুবিশেষ, অভাবে লক্ষ্মণা, তদভাবে আকনাদি গ্রহণ করিবে), মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, ত্রিফলা, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোনাছাল, কুড়চি ছাল, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল এই সমুদায় দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা যথোপযুক্ত (এক মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত)। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে অসৃগ্দর, অতিসার, যোনিদোষ ও রজোদোষ প্রশমিত হয়।

পুষ্করলেহঃ।

রসাঞ্জনং শুভা শৃঙ্গী চিত্রকং মধুযষ্টিকম্।
ধান্যতালীশপত্রঞ্চ দ্বিজীরং ত্রিবৃতা বলা॥
দন্তী ত্র্যূষণকঞ্চাপি পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চতুষ্পলং মাক্ষিকস্য মানস্য চ ক্ষিপেৎ ততঃ॥
জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ কক্কোলং মৃদ্বীকাপি চ।
চাতুর্জ্জাতকখর্জ্জুরং কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
এষ লেহবরঃ শ্রীদঃ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥
যত্র যত্র প্রযোজ্যঃ স্যাৎ তত্তদাময়নাশনঃ।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং দেশকালানুসারতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং প্রদরং সর্ব্বসম্ভবম্।
দ্বন্দ্বজং চিরজঞ্চৈব রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ।
কাসশ্বাসাম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়রোগমথাপি বা॥
সর্ব্বরোগপ্রশমনো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
পুষ্করাখ্যো লেহবরঃ সর্ব্বত্রৈবোপযুজ্যতে॥

রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তী ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা; উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা, জৈত্রী, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খর্জ্জুর প্রত্যেক দুই তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। এই লেহ সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরোগের বিনাশক। দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সকল প্রকার উপদ্রব সংযুক্ত প্রদর, দ্বন্দ্বজ ও চিরজ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক। সকল স্থানেই এই পুষ্কর লেহ প্রয়োগ করা যায়।

মধুকাদ্যবলেহঃ।

মধুকং চন্দনং লাক্ষা রক্তোৎপলরসাঞ্জনম্।
কুশবীরণয়োর্ম্মূলং বলাবাসকয়োস্তথা॥
কোলমজ্জাম্বুদং বিল্বং পিচ্ছা দার্ব্বী চ ধাতকী।
অশোকবল্কলং দ্রাক্ষা জবাকুসুমমস্ফুটম্॥
আম্রজম্বুকিশলয়ং কোমলং নলিনীদলম্।
শতমূলী বিদারী চ রজতং লৌহমভ্রকম্॥
এষাং কোলমিতং চূর্ণং দ্বিগুণা সিতশর্করা।
বরীরসস্য প্রস্থার্দ্ধে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা॥
ঘনীভূতে ক্ষিপেচ্চূর্ণং শীতীভূতে পলং মধু।
মধুকাদ্যবলেহোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ॥
দুস্তরং প্রদরং হন্তি নানাবর্ণং সবেদনম্।
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্॥
রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোদ্ভবম্।
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ দাহং মোহং বমিং ভ্রমম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস ৴২ সের একত্র পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে যষ্টিমধু

রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলের মূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলার মূল, বাসকমূল, কুল আঁটির শস্য, মুতা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আমপত্র, কচি জামপত্র, কোমল পদ্মপত্র, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে নানারূপ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, রক্তাতিসার ও রক্তামাশয় প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

প্রদরারি লৌহঃ।

বৎসকস্য তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
সমঙ্গা শাল্মলং পাঠা বিল্বং মুস্তঞ্চ ধাতকী॥
অরুণা ব্যোমকং লৌহং প্রত্যেকস্তু পলং পলম্।
কোলমাত্রং প্রযুঞ্জীত কুশমূলং পয়ো ঽনু॥
শ্বেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদরমুল্বণম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং দেহশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
প্রদরারিরয়ং লৌহো হন্তি রোগান্ সুদুস্তরান্।
আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

কুড়চিছাল ১২।০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা—১ তোলা। কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে নানাবিধ প্রদর, কুক্ষিশূল ও কটীশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

প্রদরান্তক-লৌহম্।

লৌহং তাম্রং হরীতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্॥
চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচা হবুষপালকম্।
শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাং কুরু।
শর্করামধুসংযুক্তাং ঘৃতেন ভক্ষয়েৎ পুনঃ॥
রক্তং শ্বেতং তথা পীতং নীলং প্রদরমুল্বণম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃচ্ছ্রশ্বাসঞ্চ কাসনুৎ।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥
(পালকং কুষ্ঠম্)

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, হবুষ, কুড়, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ ও বৃদ্ধদারক, এই সকলের সমভাগ চূর্ণে বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীত প্রভৃতি সুদুস্তর প্রদর, কুক্ষিশূল, যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্ণ প্রসাদক।

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণায়াঃ পলশতং ক্বাথয়িত্বা যথাবিধি।
ক্বাথে পূতে পুনঃ পক্কে ঘনীভূতে চ নিক্ষিপেৎ॥
অশোকং কুশমূলঞ্চ মধুকং মধুকং বলাম্।
পাঠাং বিল্বং পলোন্মানং লৌহং সর্ব্বসমং তথা॥
লক্ষ্মণালৌহনামেদং ভেষজং রোগদাপহম্।
জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং পরিনির্ম্মিতম্॥

লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অশোকমূলের ছাল, কুশমূল, মৌলফুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, আকনাদি ও বেলশুঠ প্রত্যেক ১ পল এবং লৌহ ৭ পল, এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা জলের সহিত সেবনীয়। এই লক্ষ্মণালৌহ সেবন করিলে বিবিধ স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রদরান্তকরসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকম্।
খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শাণমানং পৃথক্ পৃথক্॥
তৃতীয়তোলকঞ্চৈব লৌহচূর্ণং ক্ষিপেৎ সুধীঃ।
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং ভিষগ্বরঃ।
অসাধ্যং প্রদরং হন্তি ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥
(শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকমিত্যত্র গন্ধতুল্যঞ্চ রূপ্যকমিতি বা পাঠঃ।)

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্প্পর ও কড়ি-ভস্ম প্রত্যেক ॥০ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, এই সমুদায় ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়।

চন্দ্রাংশুরসঃ।

রসনভ্রময়ো বঙ্গং গন্ধকং কন্যকাম্বুনা।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণতঃ।
জীরকাথেন পীতোঽয়ং রসশ্চন্দ্রাংশুসংজ্ঞকঃ।
জরায়ুদোষানখিলান্ যোনিশূলং সুদারুণম্॥
যোনিকণ্ডুং স্মরোন্মাদং যোনিবিক্ষেপণং তথা।
নিরাকরোতি সন্তাপং চন্দ্রাংশুদেঁহিনো যথা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ এই সমুদায় সমান সমান লইয়া ঘৃতকুমারীর রস সহ মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জীরার কাথ। ইহা সেবন করিলে জরায়ুদোষ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডু ও স্মরোন্মাদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।

গগনং শোধিতং গ্রাহ্যং পলৈকমিষ্টিকাসমম্।
টঙ্কণং স্যাচ্চতুর্থাংশং শাণার্দ্ধং ত্রিসুগন্ধিকম্॥
কর্পূরং নলদঞ্চৈব জাতীকোষং জলং ঘনম্।
নাগেশ্বরলবঙ্গঞ্চ কুষ্ঠং সত্রিফলং তথা॥
জলেন বটিকা কার্য্যা ছায়য়া শোষয়েৎ তু তাম্।
প্রদরং নাশয়েৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনম্॥
অশীতির্বাতজান্ রোগান্ মন্দাগ্নিমতিদারুণম্।
সজ্বরগ্রহণীঞ্চৈব রক্তপিত্তমরোচকম্।
কাসান্ পঞ্চ প্রতিশ্যায়ং শ্বাসং হৃদ্রোগমেব চ॥

ইষ্টকের ন্যায় বর্ণযুক্ত শোধিত অভ্র ১ পল, সোহাগার খৈ ২ তোলা; দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, বেণার মূল, জৈত্রী, বালা, মুতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা প্রত্যেক চারি আনা পরিমিত। জল সহ মর্দ্দন করিয়া (২ রতি মাত্রায়) বটিকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবনে অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রদর, বাতজ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শিলাজতুবটিকা।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রক্তোৎপলদলদ্রবৈঃ।
কৌটজেনাম্ভসা চাপি মর্দ্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্॥
শিলাজতুপলান্যষ্টৌ তাবতী সিতশর্করা।
ত্বক্ক্ষীরী পিপ্পলী ধাত্রী কর্কটাখ্যা পলোন্মিতা॥
নিদিগ্ধিকাফলমূলাভ্যাং পলং যুক্ত্যা ত্রিজাতকম্।
মধুনঃ পলসংযুক্তং কুর্য্যাদক্ষসমান্ গুড়ান্॥
দাড়িমাম্বুপয়ঃপক্ষি-রসতোয়সুরাসবান্।
তাং ভক্ষয়িত্বাত্র পিবেন্নরো তুক্ত এব বা।
পাণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপ্লীহ-তমকার্শোভগন্দরান্।
পুতিবিণ্মূত্রশুক্রাদি-দোষমেহমহোদরম্॥
কাসাসৃগ্রক্তপিত্তঞ্চ প্রদরং রক্তসম্ভবম্।
তান্ সর্ব্বান্ সুতরাং হন্তি সর্ব্বদোষহরা শিবা॥
(চক্রপ্রোক্তং শিলাজতুশোধনং কার্য্যম্।)

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, রক্তোৎপলপত্রের ও কুড়্চিছালের রসে দুই দিন মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশলোচন, পিপুল, আমলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ এবং মধু প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দাড়িমের রস, দুগ্ধ, পক্ষি-মাংসরস ও সুবাসিত জল। ইহাতে পাণ্ডু, অর্শঃ, ভগন্দর ও প্রদর প্রভৃতি বহু রোগের শান্তি হয়।

রত্নপ্রভা বটিকা।

স্বর্ণং মৌক্তিকমভ্রঞ্চ নাগং বঙ্গঞ্চ পিত্তলম্।
মাক্ষিকং রজতং বজ্রং লৌহং তালঞ্চ খর্পরম্॥

কদল্যাঃ কাকমাচ্যাশ্চ বাসকস্তোৎপলস্য চ।
স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ কর্পূরসলিলেন চ॥
ভাবয়িত্বা যথাশাস্ত্রমহোরাত্রমতঃপরম্।
সংমর্দ্দ্যাতন্দ্রিতঃ কুর্য্যাদ্ভিষগ্ গুঞ্জামিতা বটীঃ॥
একৈকাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রাতরাশং বলাম্বুনা।
উষ্ণেন পয়সা বাপি কেশরাজরসেন বা॥
ইয়ং রত্নপ্রভানাম্নী বটিকা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
সর্ব্বস্ত্রীরোগহন্ত্রী চ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥

স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও খর্পর প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদিফুল ও জয়ন্তীর রসে এবং কর্পূরের জলে যথাবিধি ভাবনা দিয়া এক দিবারাত্র অনবরত মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বেড়েলার কাথ, উষ্ণদুগ্ধ অথবা কেশুরিয়ার রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। এই বটিকা সেবনে সমস্ত স্ত্রীরোগের নাশ এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

অশোক-ঘৃতম্।

অশোকবল্কলপ্রস্থং তোয়াঢকবিপাচিতম্।
পাদশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং জীরককাথসংযুতম্॥
তণ্ডুলাম্বু তথাজাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ।
তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ॥
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈশ্চ পারুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী॥
তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধকৈঃ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ॥
পুষ্যাযোগেন তৎ সর্পিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পীতমেতদ্ ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্॥
শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকামলাম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বৃষ্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্।
শ্রেয়মেতৎ পরং সর্পির্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—অশোকমূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। জীরা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শালিতণ্ডুলোদক /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কেশুরিয়ার রস /৪ সের। কল্কার্থ,—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসার (অথবা পিয়ালবীজ), ফল্‌সাফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও লালনটের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি /১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার দোষজাত শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব, কুক্ষিশূল, কটীশূল, যোনিশূল ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা আয়ুর্বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বর্ণপ্রসাদক।

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতম্।

ন্যগ্রোধাশ্বত্থপার্থামৃতবৃষকটুকাপ্লক্ষজম্বূপিয়ালাঃ
শ্যোনাকোড়ুম্বরাখ্যামধুকতরুবলাবেতসং কেন্দুনীপৌ।
রোহীতং পীতসারং বিধিবিহিতহৃতং সর্ব্বমেষাং তরূণাং
প্রত্যেকং বল্কলং তদ্যুগপলমথলং ক্ষোদয়িত্বা ভিষগ্ভিঃ॥
কাথং দ্রোণাম্ভসা তদ্দৃঢ়বিমলকটাহেঽপি পাদাবশেষং
সর্পিঃপ্রস্থস্তু পাচ্যং পচনকুশলিনা মন্দমন্দানলেন।
প্রস্থং ধাত্রীরসানাং বিধিবিহিতজলপ্রস্থমেকঞ্চ দত্ত্বা
দত্ত্বা ত্র্যক্ষস্তু কল্কং মধুকমপি মধোঃ পুষ্পখর্জ্জূরদার্ব্বী॥
জীবন্তীকাশ্মরীণাং ফলমপি যুগলং ক্ষীরকাকোলিযুগ্মং
রক্তাখ্যং চন্দনং যৎ তদপরমমলঞ্চাঞ্জনং শারিবা চ॥
ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতং হ্যেতদ্ দেহং প্রাপ্যামৃতায়তে।
দুস্তরং প্রদরং হন্তি নীলং রক্তং সিতাসিতম্॥
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্।
অঙ্গদাহং যোনিদাহমক্ষিকুক্ষিভবঞ্চ যৎ॥
মন্দদৃষ্টিমশ্রুপাতং তিমিরং বাতসম্ভবম্।
আধ্মানানাহশূলঘ্নং বাতপিত্তপ্রকোপজিৎ॥
অম্লপিত্তঞ্চ পিত্তঞ্চ যোনিরোগং বিনাশয়েৎ।
দৃষ্টিপ্রসাদজননং বলবর্ণাগ্নিকারকম্॥

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোনা, যজ্ঞডুমুর, মৌল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রোহীতক ও পীতশাল ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।

শালিতণ্ডুল ধৌত করিয়া সেই জল /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মৌলফুল, পিণ্ডখর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। একত্র মন্দাগ্নিতে পাক করিবে। ইহা পান করিলে নানাবিধ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাত্রদাহ ও যোনিদাহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

সিতকল্যাণকং ঘৃতম্।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্।
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীরকা॥
ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
পানীয়ং দ্বিগুণং দত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে॥
বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলায়াঞ্চ শোণিতে।
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে॥
তরুণী যাল্পপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত /৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধূম, রক্তশালি (দাউদখানি), মুগানী, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলসুঁদি, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জীরা, ত্রিফলা, কাঁকুড়বীজ ও কাঁচাকলা প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ জল /৮ সের। এই ঘৃত পানে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পুষ্পহীনা যুবতী ঋতুমতী হইয়া থাকে।

বিশ্ববল্লভং ঘৃতম্।

কেশরাজস্ত নির্গুণ্ড্যাঃ শতাবর্য্যাঃ কুশস্ত চ।
বিদার্য্যাঃ স্বরসেনাপি ছাগেন পয়সা তথা॥
কল্কৈর্দাড়িমবিল্বাব্দৈর্লবঙ্গৈলাফলত্রিকৈঃ।
মহতা পঞ্চমূলেন দ্রাক্ষাচন্দনচম্পকৈঃ॥
নিশাদারুনিশাভ্যাঞ্চ বহ্নিনা লবণৈরপি।
তোয়পিষ্টৈঃ পচেৎ সর্পিঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে॥
বিশ্ববল্লভনামেদং ঘৃতং স্ত্রীগদসূদনম্।
বল্যং রসায়নং বৃষ্যং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥

গব্যঘৃত /৪ সের। কেশুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, কুশ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের স্বরস প্রত্যেক /০ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমফলের খোলা, বেলশুঁঠ, মুতা, লবঙ্গ, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি ছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চলবণ মিলিত /১ সের। মৃৎপাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। এই ঘৃত বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, বালকদিগের অঙ্গপোষক এবং বিবিধ স্ত্রীরোগ-নাশক।

মুদ্গাদ্যং ঘৃতম্।

মুদ্গমাষস্ত নির্য্যূহে রাস্নাচিত্রকনাগরৈঃ।
সিদ্ধং সপিপ্পলীবিল্বৈঃ সর্পিঃ শ্রেষ্ঠমসৃগ্দরে॥

মুগ ও মাষকলাইয়ের ক্বাথ এবং রাস্না, চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অসৃগ্দরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীরসপ্রস্থং ক্ষোদয়িত্বাবপীড়য়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থসমাযুক্তং ক্ষীরং দ্বিগুণিতং ভিষক্॥
অত্র কল্কানিমান্ দদ্যাৎ স্থূলোড়ুম্বরসম্মিতান্।
জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ যষ্টিপদ্মকচন্দনৈঃ॥
শ্বদংষ্ট্রা চাত্মগুপ্তা চ বলা নাগবলা তথা।
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিদারী শারিবাদ্বয়ম্॥

শর্করা চ সমা দেয়া কাশ্মর্য্যাশ্চ ফলানি চ।
সম্যক্‌সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় তদ্‌ঘৃতঞ্চাবতারয়েৎ ॥
রক্তপিত্তবিকারেষু বাতপিত্তকৃতেষু চ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাং কাসঞ্চ দুস্তরম্‌ ॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং রক্তপিত্তসমুদ্ভবম্‌।
অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্‌ ॥
এতান্‌ রোগাঞ্ছময়তি ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
(স্থূলোড়ুম্বরসম্মিতানিতি প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতান্‌ ইত্যর্থঃ। চক্রটীকা।)

ঘৃত /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, আল্‌কুশীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শাল-পাণি, চাকুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, শ্যামা-লতা, গাম্ভারীফল ও চিনি প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কাস, হিক্কা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

হয়মারাদি তৈলম্‌।

হয়মারামৃতাব্যোষ-সিন্ধুত্থৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তীনিশাভিশ্চ পথ্যাকট্‌ফলমুস্তকৈঃ ॥
ইন্দ্রবারুণিকাপাঠা-নাগকেশরচিত্রকৈঃ।
সিদ্ধং তৈলং নিহন্ত্যাশু যোনিকণ্ডুং সুদারুণাম্‌ ॥
ভগাঙ্কুরস্য সংবৃদ্ধিং স্মরোন্মাদঞ্চ যোষিতাম্‌।
যোনিব্রণঞ্চ তৎক্লেদং তদর্শাংসি চ সর্ব্বথা ॥
(তৈলমত্র সার্ষপং বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ।)

সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—করবীর মূল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিদ্রা, হরী-তকী, কট্‌ফল, মুতা, রাখালশশার মূল, আকনাদি, নাগেশ্বর ও চিতামূল মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনিকণ্ডূ, ভগাঙ্কুর-বৃদ্ধি, স্মরোন্মাদ, যোনিক্ষত, যোনিক্লেদ ও যোন্যর্শঃ প্রশমিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈলম্‌।

প্রিয়ঙ্গুৎপলযষ্ট্যাহ্ব-ফলত্রিকরসাঞ্জনৈঃ।
চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-শতাহ্বাসর্জ্জসৈন্ধবৈঃ ॥
মুস্তমোচরসানন্তা-বায়সীবিশ্ববালকৈঃ।
কল্কৈঃ করিকণাকৃষ্ণা-কাকোলীযুগলৈস্তথা ॥
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈশ্ছাগীক্ষীরেণ মস্তুনা।
দার্ব্বীক্বাথেন চ পচেৎ তৈলং তিলসমুদ্ভবম্‌ ॥
প্রিয়ঙ্গ্বাদ্যমিদং তৈলং প্রদরং যোনিজান্‌ গদান্‌।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ হন্যাদ্‌ গর্ভস্য রক্ষণম্‌ ॥

তিলতৈল /৪ সের। ছাগদুগ্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার কাথ প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, সুঁদিমূল, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, শ্বেতচন্দন, রক্ত-চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শুলফা, ধুনা, সৈন্ধব, মুতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিপুল, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী মিলিত /১ সের। কল্ক পাক করিয়া যথাবিধি গন্ধদ্রব্য পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রদর, যোনিব্যাপৎ, গ্রহণী ও অতিসার রোগের শান্তি হয়। ইহা উত্তম গর্ভসংস্থাপক।

হিঙ্গ্বাদি তৈলম্‌।

হিঙ্গুকাশীসসিন্ধূত্থৈঃ শুণ্ঠীপত্রকচিত্রকৈঃ।
সহাসরক্তফেনেন্দুক্ষারদ্বয়নিশাযুগৈঃ ॥
বিপক্বং সার্ষপং তৈলং পুষ্পসংজননং পরম্‌।
রজঃকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি যোনিশূলনিসূদনম্‌ ॥

সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হিং, হিরাকস, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, তেজপত্র, চিতা-মূল, মুদ্গবর, সমুদ্রফেন, কর্পূর, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত /১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল রজঃপ্রবর্ত্তক, রজঃকৃচ্ছ্রতানাশক ও যোনিশূল নিবারক। ইহা যোনিতে মর্দ্দনীয়।

সুধাকরতৈলম্‌।

বলায়াঃ কেশরাজস্য দূর্ব্বায়াশ্চ ধবস্য চ।
পারিভদ্রস্য পদ্মস্য স্বরসেন চ মস্তুনা ॥

তণ্ডুলস্য চ তোয়েন লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ।
কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্ধাত্রীধান্যকমুস্তকৈঃ॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলী-জীবকর্ষভকোৎপলৈঃ।
বাজিগন্ধাতুগাক্ষীরী-শিলাজতুরসাঞ্জনৈঃ॥
যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা-মুরামাংসীযবাসকৈঃ।
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈঃ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥
সুধাকরাভিধং তৈলমেতৎ স্ত্রীগদসূদনম্।
বল্যং রসায়নং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্মরদীপনম্॥

তিলতৈল /৪ সের। বেড়েলা, কেশুরিয়া, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ সের, দধির মাত, তণ্ডুলজল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেক /৪ সের। কল্কার্থ—আমলা, ধনে, মুতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, শুঁদিফুল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, মুরামাংসী, জটামাংসী ও দুরালভা, মিলিত /১ সের। পাকশেষে গন্ধপাক করিবে। এই তৈল বিবিধ-স্ত্রীরোগনাশক, বলকর, রসায়ন, বাজীকারক, আয়ুষ্কর ও কামোদ্দীপক।

লক্ষ্মণারিষ্টঃ।

লক্ষ্মণায়াঃ পলশতং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ।
পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং মুস্তকং মধুকং বলাম্।
ফলত্রয়ং নিশাদ্বন্দ্বং জীরকং চন্দনদ্বয়ম্॥
অজমোদাং যমানীঞ্চ বিল্বঞ্চ পলমানতঃ।
মাসাদূর্দ্ধন্তু সিদ্ধোঽয়মরিষ্টঃ স্ত্রীগদান্তকৃৎ॥

লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সের। পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, এই ক্বাথে গুড় ২৫ সের গুলিয়া তাহাতে ধাইফুল /২ সের এবং মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনযমানী, যমানী ও বেলশুঁঠ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্কাংশ ছাঁকিয়া ফেলিলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই অরিষ্ট বিবিধ স্ত্রীরোগ নাশক।

অশোকারিষ্টঃ।

অশোকস্য তুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্॥
দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকং মতম্।
অজাজীং মুস্তকং শুণ্ঠীং দার্ব্ব্যুৎপলফলত্রিকম্॥
আম্রাস্থি জীরকং বাসাং চন্দনঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পীত্বৈনমসৃগ্দররুজাং জয়েৎ।
জ্বরঞ্চ রক্তপিত্তার্শো মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
মেহশোথারুচিহরস্ত্বশোকারিষ্টসংজ্ঞিতঃ॥

অশোকছাল ১২॥০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুণ্ঠী, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শস্য, জীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ভাণ্ডের মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত (॥০ পল) মাত্রায় দিবসে ২.৩ বার সেবন করিলে, রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

পত্রাঙ্গাসবঃ।

পত্রাঙ্গং খদিরং বাসা শাল্মলীকুসুমং বলা।
ভল্লাতকং সারিবে দ্বে জবাকুসুমমস্ফুটম্॥
আম্রাস্থি দার্ব্বী ভূনিম্ব আফুকফলজীরকম্।
লৌহং রসাঞ্জনং বিল্বং কেশরাজস্তথা তথা॥
কুঙ্কুমং দেবকুসুমং প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ভাণ্ডে নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
হন্ত্যাগ্রং প্রদরং সর্ব্বং শ্বেতারুণং সবেদনম্।
জ্বরং পাণ্ডুং তথা শোফং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥

বকমকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, শিমুলপুষ্প, বেড়েলা, ভেলার মুটি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জবাপুষ্পের কুঁড়ি, আমের আঁটির শস্য, দারুহরিদ্রা, চিরতা, পোস্ত-ঢেঁড়ী, জীরা,

লৌহ, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, কেশুরিয়া, গুড়ত্বক্, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল; দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু ৵৬।০ সের, জল ২৮ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আবদ্ধমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায় (২ তোলা) দিবসে ২।৩ বার প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, বিশেষতঃ শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং তৎ-সংযুক্ত বেদনা, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি উপশমিত হইয়া থাকে।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

—:*:—

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ রক্তপিত্তেষু কীর্ত্তিতম্।
প্রদরেঽপি যথাদোষং তৎ তন্নারী ভজেৎ ত্যজেৎ ॥

রক্তপিত্ত অধিকারে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য বর্ণিত হইয়াছে, প্রদররোগাক্রান্ত রমণীগণ দোষানুসারে ঐ সকল পথ্য সেবন এবং অপথ্য পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽসৃগ্দররোগাধিকারঃ।

অথ যোনিব্যাপদধিকারঃ।

—*:•:*—

অথ যোনিব্যাপন্নিদানম্।

বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে।
মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ।
জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্ ॥

অনুপযুক্ত আহার বিহার, দুষ্টরজঃ, বীজ-দোষ ও প্রাক্তনকর্ম্ম বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের যোনিরোগ হয়। যোনিরোগ ২০ প্রকার।

অথ যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ।
বস্ত্যভ্যঙ্গপরীষেক-প্রলেপাঃ পিচুধারণম্ ॥

যোনিব্যাপদ্রোগে বায়ুনাশক চিকিৎসা, উত্তরবস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও পিচু-ধারণ (যোনিতে উপযুক্ত-তৈলাদিসিক্ত তূলা বা বস্ত্রখণ্ড ধারণ) হিতকর।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী-কৃষ্ণাবৃষকসৈন্ধবম্।
অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্ ॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেৎ তদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্।
যোনিব্যাপত্তিহৃদ্রোগ-গুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে ॥

বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বাসকমূল, সৈন্ধব, যমানী, যবক্ষার, চিতামূল ও শর্করা, ইহাদের সমভাগে পেষিত কল্ক ২ তোলা, ৵০ পোয়া প্রসন্নাতে (মদ্যবিশেষে) আলোড়িত করিয়া, ২ তোলা ঘৃতে সন্তলন করিবে। ইহা সেবন করিলে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শঃ অচিরে নিবৃত্ত হয়।

হিংস্রাকল্কস্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ।
পঞ্চবল্কস্তু পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফোত্তরা ॥

বাতজ যোনিরোগে কেলেকড়ার কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় যোনিতে ধারণ করিবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পঞ্চবল্কলের কল্ক ও কফজ যোনিরোগে শ্যামাদির কল্ক ধারণ করিবে।

শুড়্চীত্রিফলাদন্তী-কাথৈশ্চ পরিষেচনম্ ।
নতবার্ত্তাকিনীকুষ্ঠ-সৈন্ধবামরদারুভিঃ ॥
তৈলাৎ প্রসাধিতাদ্ধার্য্যঃ পিচুর্যোনৌ রুজাপহঃ ।
পিত্তলানান্ত যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ ।
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের কাথে যোনি সেচন করিবে। তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ জলে তৈলপাক করিয়া যোনিতে ঐ তৈলে সিক্ত পিচু ধারণ করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক সুশীতল পরিষেক অভ্যঙ্গ ও পিচুক্রিয়া বিধান করিবে এবং ঘৃত দ্বারা যোনি স্নিগ্ধ রাখিবে।

যোন্যাং বলাসদুষ্টায়াং সর্ব্বং রূক্ষোষ্ণমৌষধম্ ।
পিপ্পল্যা মরিচৈর্ম্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী ॥

কফদুষ্ট যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে ধারণ করিলে যোনি বিশোধিত হয়।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্ ।
অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ ॥

ইন্দুরের মাংস (তৈলের চতুর্থাংশ) সংযুক্ত তৈল সপ্তাহ কাল রৌদ্রে ভাবিত করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে কিংবা ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব লবণ এরণ্ডপত্রে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে যোনি-অর্শ বিনষ্ট হয়।

গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্ ।
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডু-ক্লেদশোথহরঞ্চ তৎ ॥

গোপিত্তে অথবা মৎস্যপিত্তে সূক্ষ্ম মসৃণ পট্টবস্ত্র সপ্তাহকাল ভাবিত করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। ইহা স্রোতঃশোধক, কণ্ডু ক্লেদ ও শোথ নাশক।

বামিন্যাঃ পুত্রিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনো বিধিঃ ।
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহ-পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ ॥

বামিনী ও পুত্রিযোনিতে (বিপ্লুতা ও পরিপ্লুতা যোনিতে) স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর ক্রমশঃ স্নেহ-পিচু দ্বারা সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। (যে যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্ত মিশ্রিত শুক্র নিঃসৃত হয়, তাহার নাম বামিনী। বিপ্লুতা যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতা যোনিতে মৈথুনকালে বেদনা বোধ হয়।)

শল্লকীজিঙ্গিনীজম্বু-ধবত্বক্পঞ্চবল্কলৈঃ ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ ॥

শল্লকী, জিঙ্গিনী, জাম এবং ধববৃক্ষ এই সমুদায়ের বল্কল ও পঞ্চবল্কল ইহাদের চতুর্গুণ কাথে সাধিত তৈল দ্বারা পিচু ধারণ করিলে বিপ্লুতাখ্য যোনিরোগ বিনষ্ট হয়।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠ-পিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ ।
বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্ ॥
ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু ।
তদেব চ মহাযোন্যাং প্রস্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে ॥

কুড়, পিপুল, আকন্দ-পল্লব ও সৈন্ধব ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কর্ণিনীনামক যোনিরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে। শ্লেষ্মনাশক ঔষধেও উক্ত রোগের শান্তি হয়। উদাবর্ত্তাখ্য যোনিরোগে ও বাতজ যোনিরোগে ত্রিবৃৎমিশ্রিত স্নেহ (অনুবাসন ও উত্তরবস্তিরূপে) ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। মহাযোনিতে এবং প্রস্রস্ত-যোনিতেও উপরোক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (কফ ও রক্তদ্বারা যোনিতে মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনী কহে। উদাবর্ত্ত যোনিরোগে ফেনযুক্ত রজঃ অতিকষ্টে নির্গত হয়। অতি বিস্তৃত যোনিকে মহা যোনি কহে)।

আমোমাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং যৎ
তৈলে পাচ্যং দ্রবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্ ।
তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ ॥
(এতন্মাংসং যাবদিতি খরতমাসাপ্ত ন দ্রবতি দ্রবতাং ন গচ্ছতি তাবদেব গালনীয়মিত্যর্থঃ। চক্রটীকা)

ইন্দুরের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলে পাক করিবে। মাংস সকল সম্যগ্‌রূপে গলিয়া না যাইতেই পাকশেষ করিবে। এই তৈলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া যোনিতে সর্ব্বদা ধারণ করিলে লজ্জাজনক যোনিকন্দ (প্যাঁদ্‌) নিবারিত হয়।

গৈরিকাম্রাস্থিজন্তঘ্নং রজন্যঞ্জনকট্‌ফলম্‌।
পূরয়েদ্‌ যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেচয়েৎ।
প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে॥

গেরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিপূরণ করিলে, অথবা ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা যোনি প্রক্ষালন করিলে যোনিকন্দ বিনষ্ট হয়।

শতপুষ্পাতৈললেপান্বদরীদলজাৎ তথা।
পেটিকামূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি॥

শুল্‌ফা কিংবা বদরীপত্র তিলতৈল সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পেটিকামূল (পেটারীমূল) পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি প্রশমিত হয়।

মূষবীমূললেপেন প্রবিষ্টান্তর্বহির্ভবেৎ।
যোনির্মূষবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি॥

করলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি স্বস্থানস্থ হইয়া থাকে।

লোধ্রতুম্বীফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ।
বেতসমূলনিঃকাথ-ক্ষালনেন তথৈব চ।
মূষিকাবাগুলিবসা-ম্রক্ষণং যোনিদার্ঢ্যদম্‌॥

লোধ ও তিতলাউবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বেতমূলের কাথে প্রক্ষালন করিলে কিংবা ইন্দুরের ও বাদুড়ের বসা মর্দ্দন করিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ।
অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্‌॥

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা ইহাদিগকে সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন করিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদন হয়।

পলাশোড়ুম্বরফলং তিলতৈলসমন্বিতম্‌।
মধুনা যোনিমালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্‌॥

পলাশফল ও যজ্ঞডুমুর, তিলতৈল এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা হয়।

মদফলমধুকর্পূরপ্রপূরিতং ভবতি কামিনীজনস্য।
চিরগলিতযৌবনস্য চ বরাঙ্গমতিগাঢ়ং সুকুমারম্‌॥

কস্তুরী, জায়ফল ও কর্পূর কিংবা ময়নাফল ও কর্পূর মধুর সহিত পেষণ করিয়া যোনিতে পূরণ করিলে, চিরবিগলিতযৌবনা রমণীদেরও যোনি দৃঢ় ও সুকোমল হয়।

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যাহ্ব-মালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্‌।
রবিপক্বমন্যথা বা যোনিগন্ধবিনাশনম্‌॥

পঞ্চপল্লব (আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবা-লেবু ও বিল্ব ইহাদের কাঁচপাতা), যষ্টিমধু ও মালতীর ফুল ইহাদের কল্কে যথোচিত মাত্রায় ঘৃত রৌদ্রসন্তাপে কিংবা অগ্নি সন্তাপে (চতুর্গুণ জল সহ) যথারীতি পাক করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিলে যোনির দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলাগুড়মদনকিণ্বযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সস্নুক্ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসঞ্জননী॥

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু মিলিত ৮ মাষা মনসা সিজের আঠা ৮ মাষা, এই সমুদায় অগ্নিতে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে প্রবেশ করাইলে রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্‌।
দূর্ব্বায়াঃ পিষ্টকং প্রাশ্য বনিতা ঋার্ত্তবং লভেৎ॥

কাঁজির সহিত পেষিত জবাপুষ্প, অথবা ঘৃতভৃষ্ট লতাফট্‌কীর পাতা, কিংবা দূর্ব্বা ও

তণ্ডুলকৃত পিষ্টক সেবন করিলে স্ত্রীলোকদিগের রজঃপ্রবৃত্তি হয়।

পীতং জ্যোতিষ্মতীপুষ্প-স্বর্জ্জিকোগ্রাসনং গ্রাহম্।
শীতেন পয়সা পিষ্টং কুসুমং জনয়েদ্ ধ্রুবম্॥

লতাফট্কীর পুষ্প, স্বর্জ্জিকাক্ষার, বচ ও পীতশাল এই সমুদায় শীতল দুগ্ধে পেষণ করিয়া ৩ দিবস সেবন করিলে আর্ত্তব নিঃসৃত হয়।

নষ্টপুষ্পান্তকো রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধকং লৌহ-বঙ্গং সৌভাগ্যমেব চ।
রজতঞ্চাভ্রতাম্রঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তী শেফালী কণ্টকারিকা।
দারুসৈন্ধবকুষ্ঠঞ্চ বৃহতী কাকমাচিকা॥
নতং তালীশবেত্রাগ্রং শ্বদংষ্ট্রা বৃষকং বলা।
এতেষাং স্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
জীবন্তীং মধুকং দন্তীং লবঙ্গং বংশলোচনাম্।
রাস্নাং গোক্ষুরবীজঞ্চ শাণমানং বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পেষ্যং জয়ন্তীতুলসীরসৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যান্নষ্টপুষ্পকযোষিতে॥
নষ্টপুষ্পে নষ্টশুক্রে যোনিশূলে চ শস্যতে।
ঋতুশূলে ক্লেদযোন্যাং বিশেষে চামমারুতে।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রৌপ্য, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক এক পল। এই সকল দ্রব্য গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দন্তী, শেফালীপত্র, কণ্টকারী, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, কুড়, বৃহতী, কাকমাচী, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোক্ষুর, বাসক ও বেড়েলা ইহাদের যথাসম্ভব কাথে বা স্বরসে পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিবে। পরে জীবন্তী, যষ্টিমধু, দন্তী, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্না ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের প্রত্যেক ৷৹ তোলা পরিমিত চূর্ণ ইহার সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া পুনশ্চ জয়ন্তী ও তুলসীর স্বরসে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা নষ্টপুষ্প, নষ্টশুক্র ঋতুশূল ও যোনিশূল প্রভৃতির মহৌষধ।

ফলঘৃতম্।

ত্রিফলাং দ্বে সহচরে গুড়ূচীং সপুনর্নবাম্।
শুকনাসাং হরিদ্রে দ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীম্॥
কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণম্।
তৎ সিদ্ধং প্রপিবেন্নারী যোনিশূলনিপীড়িতা॥
পিণ্ডিতা চলিতা যা চ নিঃসৃতা বিবৃতা চ যা।
পিত্তযোনিশ্চ বিভ্রান্তা ষণ্ডযোনিশ্চ যা স্মৃতা॥
প্রপদ্যন্তে তু তাঃ স্থানং গর্ভং গৃহ্নন্তি চাসকৃৎ।
এতৎ ফলঘৃতং নাম যোনিদোষহরং পরম্॥
(শুকনাসা চর্ম্মকারপুটক ইতি চক্রটীকা)

ত্রিফলা, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, চর্ম্মকার পুটক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদা ও শতমূলী ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ দুগ্ধে ⁄৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়। পরন্তু পিণ্ডিতা চলিতা, বহির্গতা, অভ্যন্তরগতা, পিত্তলা, শিথিলা যোনি ও ষণ্ডযোনি স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয় এবং গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হইয়া থাকে। (যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে, এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে ষণ্ডযোনি কহে।)

ফলকল্যাণ-ঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকং কটুরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরীরসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
পুত্রান্ সঞ্জনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥
যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্ যা চ বা জনয়েন্মৃতম্।
অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্ যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥
যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥
জীবদ্বৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে।
আরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥

জীবদ্বৎসা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃত ⁄৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলা-

মূল, মেদা, ক্ষীরবিদারী (কাল ভুঁইকুমড়া), কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কট্‌কী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লক্ষ্মণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। বনঘুঁটের আগুনে যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে পুরুষের বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয় এবং স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আয়ুঃশালী, বলবান্ ও রূপবান্ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

সোমঘৃতম্।

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবা।
পয়স্যাময়যষ্ট্যাহ্বং কটুকা চ ফলত্রয়ম্॥
শারিবে রজনী পাঠা ভৃঙ্গদারুসুবর্চলাঃ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্যামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্॥
ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যক্ মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্।
দ্বিমাসগর্ভিণীং নারীং যণ্মাসানুপযোজয়েৎ॥
যোনিদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
স্ত্রীণাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমানিনম্।
জড়গদ্গদমূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ।
নাগ্নির্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমুপহন্তি চ।
ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসংজ্ঞিতম্॥

(কটুকা চ ফলত্রয়মিত্যত্র কটুকৈলাফলত্রয়মিতি পাঠঃ প্রাচীনসম্মতঃ। অত্র ফলত্রয়ং দ্রাক্ষা-কাশ্মরী-পরূষকাণি। শ্যামা প্রিয়ঙ্গুঃ শেষং সুবোধম্। কল্কার্থং প্রতি ২ তোলা ৩ মাষকম্। মন্ত্রশ্চ গায়ত্রী। যদাহ সুশ্রুতঃ—যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষু যেষু সাধনৈঃ। সর্ব্বত্র গদিতা তত্র গায়ত্রী ফলসিদ্ধিদা॥)

গব্যঘৃত ।৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মীশাক, শঙ্খপুষ্পী, পুনর্নবা, ক্ষীরকাকোলী, কুড়, যষ্টিমধু, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সাফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আক্‌নাদি, গুড়ত্বক্, দেবদারু, সচল লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী, মিলিত ।১ সের। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত এই ঘৃত সেব্য। ইহা সেবনে গর্ভের সমস্ত দোষ ও যোনিদোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদি সম্পন্ন সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

নীলোৎপলাদ্যং ঘৃতম্।

নীলোৎপলোশীরমধূকযষ্টি-দ্রাক্ষাবিদারীকুশপঞ্চমূলৈঃ॥
স্যাজ্জীবনীয়ৈশ্চ ঘৃতং বিপক্বং শতাবরীকারসদুগ্ধমিশ্রম্॥
তচ্ছর্করাপাদযুতং প্রশস্তমসৃগ্দরে মারুতরক্তপিত্তে।
ক্ষীণে বলে রেতসি সংপ্রদুষ্টে কৃচ্ছ্রে চ পিত্তপ্রভবে চ গুল্মে॥

নীলোৎপল, বেণার মূল, মৌলফুল বা ফল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশাদি পঞ্চমূল ও জীবনীয়গণ, এই সমুদায়ের কল্কে, শতমূলীর স্বরসে এবং যথোপযুক্ত দুগ্ধে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে ঘৃতের চতুর্থাংশ চিনি ঘৃত সহ মিশ্রিত করিবে। রক্তপ্রদর, বাতাবিক্য, রক্তপিত্ত, ক্ষীণবল প্রদুষ্ট শুক্র ও কষ্টসাধ্য পিত্তগুল্মে এই ঘৃত অতি প্রশস্ত।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীমূলতুলাশ্চতস্রঃ সম্প্রপীড়য়েৎ।
রসেন ক্ষীরতুল্যেন পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্॥
জীবনীয়ৈঃ শতাবর্য্যা মৃদ্বীকাভিঃ পরূষকৈঃ।
পিষ্টৈঃ পিয়ালৈশ্চাক্ষাংশৈর্দ্বিযষ্টীমধুকৈর্ভিষক্॥
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
দত্ত্বা দশপলঞ্চাত্র সিতায়াস্তদ্বিমিশ্রিতম্॥
ব্রাহ্মণান্ প্রাশয়েৎ পূর্ব্বং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ।
যোন্যসৃক্‌শুক্রদোষঘ্নং বৃষ্যং পুংসবনঞ্চ তৎ॥
ক্ষতক্ষয়ং রক্তপিত্তং কাসং শ্বাসং হলীমকম্।
কামলাং বাতরক্তঞ্চ বিসর্পং হৃচ্ছিরোগ্রহম্।
উন্মাদাদীনপস্মারান্ বাতপিত্তাত্মকান্ জয়েৎ॥

৫০ সের শতমূলী নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার স্বরস ও তৎসমান দুগ্ধ এবং জীবনীয়দশক, শতমূলী, দ্রাক্ষা, ফল্‌সা ও পিয়াল প্রত্যেক ২ তোলা ও যষ্টিমধু (কেহ বলেন, স্থলজ জলজভেদে দ্বিবিধ যষ্টিমধু) ৪ তোলা এই সকল কল্ক, ইহাদের সহিত ১৬ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে, নামাইয়া ঘৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, শীতল হইলে তাহাতে ৮ পল মধু, ৮ পল পিপুল

চূর্ণ ও ১০ পল চিনি মিশ্রিত করিবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, পরে ২ তোলা পরিমাণে ঐ ঘৃত রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা রজোদুষ্টি ও শুক্রদোষ নাশক এবং শুক্রকর ও পুত্রপ্রদ। ইহা দ্বারা ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বিসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, উন্মাদ ও অপস্মারাদির নিবারণ হয়।

অথ বন্ধ্যা-নিদানম্।

ভেদা বন্ধ্যাবলানাং হি নবধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তত্রাদিবন্ধ্যা প্রথমা পাপকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ॥
রক্তেন চ পৃথগ্ দোষৈঃ সমস্তৈঃ পঞ্চধা ভবেৎ।
ভূতদেবোপচারৈশ্চ ত্রিস্রো বন্ধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পুমানপি ভবেদ্বন্ধ্যো দোষৈরেতৈশ্চ শুক্রতঃ॥

বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতগ্রহ, দেবগ্রহ, উপচার ও পাপকর্ম্ম বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যারোগ জন্মে। বন্ধ্যারোগ নয় প্রকার। এই সকল কারণে এবং শুক্রদোষ বশতঃ পুরুষদিগেরও বন্ধ্যারোগ হয়।

অথ বন্ধ্যাচিকিৎসা।

—:*:—

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণায়াশ্চক্রাঙ্গায়াশ্চ কন্যয়া।
পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃত-পীতমৃতৌ তু পুত্রদম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত চক্রাঙ্গলক্ষ্মণার মূল ও ঘৃতকুমারীর মূল পেষণ করিয়া দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত ঋতুস্নানানন্তর তিন দিবস সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

ক্বাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ॥

অশ্বগন্ধার ক্বাথে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিবে, ঋতুস্নানান্তে ইহা সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ হয়।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর এই সমুদায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্র প্রসব করে।

সুবর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাজ্যসংমিশ্রে।
পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ্ গর্ভঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ মাষা চূর্ণ ২ তোলা ঘৃত সহ সেবন করিলে গর্ভাশয় বিশুদ্ধ হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়।

বলা সিতাঢ্যা মধুকং বলা চ শুঙ্গং বটোত্থং গজকেশরঞ্চ।
এতন্মধুক্ষীরঘৃতৈর্নিপীতং বন্ধ্যা সুপুত্রং নিয়তং প্রসূতে॥

বেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটের শুঙ্গ, নাগকেশর, এই সমুদায় মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃত সহ সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীদেরও পুত্র হইয়া থাকে।

কুরণ্টমূলং ধাতক্যাঃ কুসুমানি বটাঙ্কুরাঃ।
নীলোৎপলং পয়োযুক্তমেতদ্ গর্ভপ্রদং ধ্রুবম্॥

পীতঝিণ্টীর মূল, ধাইফুল, বটাঙ্কুর ও নীলোৎপল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই রমণীদের গর্ভসঞ্চার হয়।

যাত্বলা পিবতি পাণ্ডপিপ্পলং জীরকেণ সহিতং হিতাশিনী।
শ্বেতয়া বিশিখপুঙ্খয়া যুতং সা সুতং জনয়তীহ নান্যথা॥

যে অবলা হরীতকী (বা পরেশ-পিপুল), জীরা ও শ্বেতপুষ্প-শরপুঙ্খা এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া সেবন এবং হিতকর পথ্য ভোজন করে, তাহার নিশ্চয়ই সন্তান জন্মিয়া থাকে।

পত্রমেকং পলাশস্য পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গর্ভিণী।
পীত্বা পুত্রমবাপ্নোতি বীর্য্যবন্তং ন সংশয়ঃ॥
শূকরশিম্বীমূলং মধ্যং বা দধিফলস্য সপয়স্কম্।
পীত্বাথো ভবলিঙ্গীবীজং কন্যাং ন সূতে স্ত্রী॥

পলাশের একটী পাতা দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। শূকশিম্বীমূল, কয়েৎবেলের মজ্জা ও ভবলিঙ্গীবীজ, একত্র দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রমণীদের গর্ভে কন্যা না জন্মিয়া কেবল পুত্রই জন্মিয়া থাকে।

কৃত্বা শুদ্ধৌ স্নানং বিলজ্ঘ্য দিবসান্তরে ততঃ প্রাতঃ।
স্নাত্বা দ্বিজায় দত্ত্বা ভক্ত্যা সংপূজ্য লোকনাথেশম্॥
শ্বেতবলাভির্যষ্টিং কর্ষং কর্ষং পলস্তু শর্করায়াঃ।
পিষ্ট্বৈকবর্ণজীবদ্বৎসায়া গোস্তু দুগ্ধেন॥
সমধিকঘৃতেন পীতং নাত্র দিনে দেয়মন্নমন্যচ্চ।
ক্ষুধিতে সদুগ্ধমন্নং দদ্যাদা পুরুষসন্নিধেস্তস্যাঃ॥
সমদিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধীরা।
ভাক্তস্নাস্তরসঙ্গপ্রহৃষ্টমনসোঽতিবৃদ্ধধাতোঃ।
পুরুষস্য সঙ্গমাত্রাল্লভতে পুত্রং ততো নিয়তম্॥

যোনিদোষরহিতা নারী ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান ও উপবাস করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানান্তে সূর্য্যের পূজা ও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শ্বেতবেড়েলা মূল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ দুই তোলা ও চিনি ৮ তোলা একবর্ণা ও জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রচুর ঘৃতের সহিত তাহা পান করিবেন, অন্য কিছু আহার করিবেন না। পরে স্বামিসহবাসের দিবস পর্য্যন্ত অল্পপরিমাণে কেবল দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবেন। পরে প্রশস্ত যুগ্মদিবসে পবিত্রাচার ও শুক্রবান্ স্বামীর সহিত সঙ্গত হইলে গর্ভোৎপত্তি হইবে।

গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুত্তরশাখজে শুভে।
শুঙ্গে মাষৌ তথা গৌরসর্ষপৌ দধিযোজিতৌ।
পুষ্যপীতৌ দ্রুতাপন্নগর্ভায়াঃ পুত্রকারকৌ॥
(দ্রুতাপন্নগর্ভায়া ইতি যাবৎ স্ত্রীত্বং পুংস্ত্বং বা গর্ভস্য ন ব্যক্তীভূতমস্তি তাবদেব ইদং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অঙ্গাভিব্যক্তিস্তু তৃতীয়ে মাসে ভবতীতি মাসদ্বয়ং যাবৎ পুংসবনকর্ম্ম কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। ইদং কর্ম্ম লিঙ্গপরাবৃত্তিকারকং ভবতীতি জ্ঞাপনার্থং দ্রুতাপন্নগর্ভায়া ইত্যুক্তমিতি চক্রটীকা।)

গর্ভাধানের দুই মাসের মধ্যে পুষ্যানক্ষত্রে গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখাস্থ শুঙ্গাদ্বয়, দুইটি মাষকলাই ও দুইটি শ্বেতসর্ষপ দধির সহিত ভক্ষণ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়।

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণাহস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ।
অশ্বগন্ধাসমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্॥
পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাসৃতিনিবর্ত্তকম্।
কৃশস্য বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥

লক্ষ্মণামূল, হস্তিকর্ণপলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা) ও অশ্বগন্ধামূল, প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ১২ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিবে। (ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। ঔষধসেবনান্তে চিনির সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য)। ইহা সেবন করিলে কন্যাপ্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা বিশেষ বলকারক।

কুমারকল্পদ্রুমং ঘৃতম্।

পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্য দশমূল্যাস্তথৈব চ।
জলমষ্টগুণং দত্ত্বা কাথয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ কাথং গৃহ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পির্গৃহ্ণীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
ক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যান্নারায়ণ্যা রসং তথা।
তাম্রে বা মৃন্ময়ে পাত্রে তদেকত্র পচেচ্ছনৈঃ॥
কুষ্ঠং শঠী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলা শতাবরী॥
কাশ্মরী মধুকং ক্ষীর-কাকোলী মুস্তমুৎপলম্।
জীবন্তী চন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্॥
শ্বেতবাট্যালকং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্।
বিদারীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ॥
নাগপুষ্পং তথা দারু-হরিদ্রা রেণুকং তথা।
জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা॥
অগুরুত্বগেলবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেৎ ততঃ।
এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্ত্বা শুভদিনে সুধীঃ॥
শুভনক্ষত্রযোগে চ সংপূজ্য গণনায়কম্।
শঙ্করঞ্চ মৃড়ানীঞ্চ নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ॥
পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সিদ্ধশীতে ক্ষিপেৎ তত্র পারদং পরিনির্ম্মলম্॥
সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ।
ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥
কাচসম্পুটকে বাপ্য-পাত্রে বা স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
পরাশরমুনিঃ প্রীতি-করুণাবারিধির্মুদা॥
বন্ধ্যাময়বিনাশায় শিশুকল্পদ্রুমং ঘৃতম্।
চকারাস্য প্রসাদেন জন্মবন্ধ্যা লভেৎ সুতম্॥
খাদেৎ কর্ষদ্বয়ং সর্পির্দত্ত্বা বিপ্রায় সাদরম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ॥
গব্যং বাপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পলযুগং তথা।

ঘৃতস্যাস্য সুসিদ্ধস্য গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ ॥
অস্য প্রসাদাৎ যত্নোঽপি বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতান্।
রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যাপি চ ॥
স্ত্রীভগস্থগদেনৈব পীড়িতা যা চ সর্ব্বদা।
যা চ পুষ্পং ন বিন্দেত ঋতুনা পীড়িতা চ যা ॥
ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্ম্মুহুঃ।
অনেকৌষধযোগেণ মন্ত্রযোগেণ বা পুনঃ।
অনেকব্রতযোগেন যাসাং পুত্রো ন জায়তে।
তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ ॥

গব্য ঘৃত /৮ সের। কাথার্থ—ছাগমাংস /৬।• সের, দশমূল /৬।• সের, পাকার্থ জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। দুগ্ধ /৮ সের, শতমূলীর রস /৮ সের। কল্কার্থ—কুড়, শঠী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাচ, শতমূলী, গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুতা, নীলসুঁদি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খমূল, দ্বিবিধ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শালপাণি, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফটকীমূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, গুড়ত্বক্, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক দুই তোলা। শুভদিনে দেবদেবীর পূজা করিয়া তাম্রময় বা মৃন্ময় পাত্রে ইহা পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেক দুই তোলা, এবং মধু /২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ দুই তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—ছাগ দুগ্ধ, অভাবে গব্য দুগ্ধ এক পোয়া। এই ঘৃত পান করিলে জন্মবন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয়। যাহারা রজোদোষ, শুক্রদোষ অথবা যোনিরোগে পীড়িত, এক বারেই যাহাদের রজঃ হয় না, বা রজঃকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, কিংবা বারংবার সন্তান হইয়া বিনষ্ট হয় এবং অনেক ঔষধ, মন্ত্র ও ব্রতযোগে যাহাদের পুত্র না জন্মে, এই ঘৃত পানে তাহাদের নানাবিধ স্ত্রীরোগ ও গর্ভদোষ নিবারিত হইয়া দীর্ঘজীবী, কন্দর্পতুল্য ও বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

গর্ভাজনকভেষজমাহ—

পিপ্পলীবিড়ঙ্গটঙ্গণসমচূর্ণং যা পিবেৎ পয়সা।
ঋতুসময়ে ন হি তস্যা গর্ভঃ সঞ্জায়তে কাপি ॥

পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঋতুকালে দুগ্ধ সহ সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।

আরনালপরিপেষিতং ত্র্যহং যা জয়াকুসুমমত্তি পুষ্পিণী।
সংপুরাণগুড়মুষ্টিসেবিনী সন্দধাতি ন হি গর্ভমঙ্গনা ॥

ঋতুমতী কামিনীদিগকে, কাঁজি দ্বারা পেষিত জয়াপুষ্প পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইলে তাহারা কখনও গর্ভধারণ করে না।

পাঠাপত্রং ঋতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ ॥

ঋতুস্নান করিয়া আকনাদির পাতা জলে মর্দ্দন করত সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপত্তিভয় থাকে না।

ধাত্র্যর্জ্জুনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ।
শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্ট-তণ্ডুলকঞ্চ তদর্থকৃৎ ॥

আমলকী, অর্জ্জুনছাল ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত ঋতুকালে সেবন করিলে, অথবা চালতের পাতা মিশ্রিত পিষ্টক সেবন করিলে রজোলোপ হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তি হয় না।

রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়স্থা চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্।
রজোবিনাশং নিয়তং করোতি শঙ্কাত্র কা গর্ভসমাগমস্য ॥

রসাঞ্জন, হরীতকী ও আমলকী এই তিনটি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে নিয়তই রজোবিনষ্ট হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তির আর সম্ভাবনা কি?

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পৃথক্ সর্ব্বমলোত্থাসু যোনিব্যাপৎসু বিংশতৌ।
বাতে পিত্তে কফে চোর্দ্ধং বিধেয়ানি পৃথক্ পৃথক্ ॥
যানি পথ্যান্যপথ্যানি তানি তানি যথামলম্।
যোজয়েদ্বর্জ্জয়েচ্চাপি ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্ ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফের পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে সকল পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পৃথক্ পৃথক্ দোষজাত বিংশতি প্রকার যোনিরোগে দোষানুসারে সেই সেই পথ্য সেবন এবং অপথ্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে যোনিব্যাপদধিকারঃ।

অথ গর্ভিণীরোগাধিকারঃ।

গর্ভিণ্যা গর্ভতো রক্তং স্রবেদ্ যদি মুহুর্মুহুঃ।
তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশৃতং পিবেৎ।

গর্ভিণীর গর্ভ হইতে বারংবার রক্তস্রাব হইলে তাহা নিবারণার্থ উৎপলাদিগের কল্কে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকঃ কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপলশারিবা।
অনন্তশারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহতীদ্বয়কাশ্মর্য্য-ক্ষীরিশুঙ্গত্বচো ঘৃতম্।
পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুপর্ণিকা॥
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা।
মাসেষু সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকাস্ত সপ্তসু।
যথাক্রমং প্রযোক্তব্যা রক্তস্রাবে পয়োযুতাঃ॥

গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু (১), দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী (২); তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল (৩); চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু (৪); পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত (৫); ষষ্ঠ মাসে চাকুলে, বেড়েলা, শজিনা-বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু (৬); সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি (৭), এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

কপিত্থবিল্ববৃহতী-পটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ।
মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ ভিষগষ্টমে॥

অষ্টম মাসে রক্তস্রাব হইলে কদ্‌বেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহাদের মূল এবং পলতা, দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

নবমে মধুকানন্তা-পয়স্যাশারিবাঃ পিবেৎ।
পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতশীতং প্রশস্যতে॥

নবম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা এই সমুদায় দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। দশম মাসে শুণ্ঠীসিদ্ধ শীতল দুগ্ধ সেবন করাইবে।

সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ।
এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি॥
কুশকাশোরুবুকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥

শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ গর্ভিণী সেবন করিলে গর্ভস্থ শিশুর বলসঞ্চয় এবং গর্ভিণীর তীব্র বেদনার শান্তি হয়। কুশ-মূল, কেশেমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর এই

সমুদায়ের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া চিনি সহ সেবন করিলে গর্ভিণীর বেদনার শান্তি হয়।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্॥
তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালুকং শালিতণ্ডুলান্।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্।
তস্মিন্ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্॥

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়নাফল সমান পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করত পান করিতে দিবে, ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তদোৎপলস্য কন্দস্তু শৃঙ্গাটককশেরুকম্॥
তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ॥

দ্বিতীয় মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলেরই সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েৎ গর্ভিণীং ভিষক্॥
শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদনু গর্ভিণীম্।
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালুকঞ্চ সমাংশিকম্॥
সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্॥

তৃতীয় মাসে ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইবে। ক্ষুধাকালে দুগ্ধের সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তদ্রূপ পদ্ম, নীলোৎপল, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষিত ও দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করাইবে। ইহা দ্বারা গর্ভশূল নিবারিত এবং গর্ভ ব্যথারহিত হয়।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্।
পিষ্টোৎপলঞ্চ শালুকং কণ্টকারী ত্রিকণ্টকম্॥
যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ।
তথা গোক্ষুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপলম্।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥

চতুর্থ মাসে উৎপল, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল এই গুলি দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তত্র নীলোৎপলং বারাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্॥
ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ।
তথা নীলোৎপলং নারীং কাকোলীং সমভাগিকম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাদ্ রুক্ প্রশাম্যতি॥

পঞ্চম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাকলা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকোলী সমভাগে শীতল জলে পেষণ ও দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥
তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকালাজশক্তবঃ।
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে॥

ষষ্ঠ মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। অথবা পিয়াল বীজ, দ্রাক্ষা ও খৈ-চূর্ণ সুশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে ব্যথা নিবারণ হয়।

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী ॥
কপিত্থক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্ ॥

সপ্তম মাসে শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে, কিংবা কয়েৎবেল, সুপারি-মূল, খৈ ও চিনি শীতল জলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সত্বর গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অষ্টমে তু যদা মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।
শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধাষ্যতে স্থিরঃ ॥
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন।
অত্যন্তঘোরাষ্টমমাসগর্ভ-বাধাতুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ ॥

অষ্টম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে তণ্ডুলোদকের সহিত ধনে বাটিয়া সেবন করাইবে। অথবা সুশীতল জলে পলাশপত্র বাটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীকৃত হইবে।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ ॥
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরুণ্টকম্।
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি ॥

নবম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ড-মূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টী-মধুকং মুদ্গসংযুতম্ ॥
সসিতঞ্চাম্ভসা পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
দোষঞ্চ নাশয়েদেব শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্ ॥

দশম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি জলে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে, ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্ ॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্ ॥
ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা।
পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে ॥

একাদশ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ড, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল ও চিনি এই সমুদায় শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া সেবন করিতে দিবে।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা।
গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্ ॥

দ্বাদশ মাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী এই সমুদায় বাটিয়া খাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটকজীবনীয়-পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ।
সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদ্গর্ভমুদীর্ণশূলম্ ॥

কেশুর, পানিফল, জীবনীয়-দশক, পদ্ম, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী এই সমুদায়ের কল্কে দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করাইলে গর্ভ স্থির হয় এবং গর্ভিণীর শূল বিনষ্ট হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মমুৎপলং
সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্।
সশূলগর্ভস্রাবপীড়িতাঙ্গনা
পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ পিবেৎ ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানী ও যষ্টিমধু এই সমুদায় দ্রব্যের কল্কে সিদ্ধ দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিলে সশূল-গর্ভস্রাব-পীড়িতা রমণীগণের রোগশান্তি হয়। রোগিণীকে দুগ্ধান্ন পথ্য করিতে দিবে।

মধুনা চ্ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দ্দমঃ।
অবশ্যং স্থাপয়েদ্গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ ॥

হণ্ডিকা (হাঁড়) নির্ম্মিত কুম্ভকারের করমর্দ্দিত মৃত্তিকা আধতোলা /১০ পোয়া ছাগদুগ্ধ ও ।০ আনা মধু সহ সেবন করিলে চালিত গর্ভ স্বস্থানস্থ হয়।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥
গর্ভশোষে ত্বামগর্ভাঃ প্রসহাশ্চ সদা হিতাঃ॥
(আমগর্ভা ইতি হংসকুর্ম্মাদীনামণ্ডানীতি শিবদাসঃ।)

বায়ু দ্বারা গর্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে পুষ্টির জন্ম যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং হংসাদির ডিম্ব ও কুক্কুটাদির মাংস পথ্য করিতে দিবে।

রোমরাজী ভবেদ্ যস্যা বামপার্শ্বে সমুচ্ছ্রিতা।
কন্যাং তস্যা বিজানীয়াদ্ দক্ষিণেন তথা সুতম্॥

গর্ভিণীর বামপার্শ্বে রোমরাজি উত্থিত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে পুত্র জন্মে।

মধুকচন্দনোশীর-শারিবাপদ্মপত্রকৈঃ।
শর্করামধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গর্ভিণীজ্বরে॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর শান্ত হয়।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
কাথং কৃত্বা প্রদদ্যাচ্চ গর্ভিণীজ্বরশান্তয়ে॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

এরণ্ডাদিঃ।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মযুতঃ কাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের কাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

আম্রজম্বুত্বচঃ কাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢমাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥

আমছাল ও জামছালের কাথে খৈচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ গর্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।

পাঠালাঙ্গলিসিংহাস্য-ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥
(লাঙ্গলীত্যত্র সুরসেতি বা পাঠঃ।)

আকনাদি, বিষলাঙ্গলী (পাঠান্তরে নিসিন্দা), বাসক ও অপামার্গ ইহাদের কোন একটির মূল পেষণ করিয়া নাভি বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে নারীগণ সুখে প্রসব করে।

পরূষকস্থিরামূল-লেপস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্।
বাসামূলে ধ্রুবং তদ্বৎ কটীবন্ধে সুতে দ্রুতম্॥

পরূষকফল বা শালপাণি মূল পেষণ করিয়া নাভি বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা বাসকের মূল কটিতে বন্ধন করিলে স্ত্রীগণ বিনাকষ্টে প্রসব করিয়া থাকে।

পাঠায়াস্তু শিফা যোনৌ যা নারী সংপ্রধারয়েৎ।
উরঃ প্রসবকালে তু সা সুখেন প্রসূয়তে॥
তুষাম্বুপরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ।
লাঙ্গল্যাশ্চরণৌ সূতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্ভিণী॥

প্রসবোন্মুখী স্ত্রী আকনাদির মূল যোনিতে ধারণ করিলে নিরাপদে প্রসব করিয়া থাকে। অথবা কাঞ্জিক-পেষিত ঈশলাঙ্গলার মূল গর্ভিণীর পাদদ্বয়ে লেপন করিলে সত্বর প্রসবকার্য্য সমাধা হয়।

অটরূষকমূলেন নাভিবস্তিভগালেপঃ কর্ত্তব্যঃ।
গৃহাম্বুনা গেহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥

বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে কিংবা কাঞ্জির সহিত গৃহধূম সেবন করিলে সহজে প্রসব হয়।

মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥

ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘৃত সহ সেবন করিলে গর্ভিণী অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে।

পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুকমসৃণমসীকুসুমসারসহিতাঞ্জিতাক্ষী।
ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভবতী মূঢ়গর্ভাপি॥

পুটদগ্ধ সর্পখোলস সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধু সহ নেত্রে অঞ্জন দিলে অতি সত্বর মূঢ়গর্ভা গর্ভিণীরও প্রসব হয়।

পোতকীমূলকল্কেন তিলতৈলযুতেন বা।
যোনেরভ্যন্তরং লিপ্ত্বা সুখং নারী প্রসূয়তে॥

পূঁই শাকের মূলের কল্ক তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা যোনির অভ্যন্তর লিপ্ত করিলে গর্ভিণী নিরাপদে প্রসব করিয়া থাকে।

স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ।
মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥

গর্ভিণীর মস্তকে অল্প মাত্রায় সিজের আটা প্রদান করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান প্রসব হয়।

করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতনং সদ্যঃ।
চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি॥

নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে চিরজ, অচিরজ, মৃত বা জীবিত গর্ভ নিঃসৃত হয়।

বাতেন গর্ভসঙ্কোচাৎ প্রসূতিসময়েঽপি বা।
গর্ভং ন জনয়েন্নারী তস্যাঃ শৃণু চিকিৎসিতম্॥
কুট্টয়েন্মুষলেনৈষা কৃত্বা ধান্যমুদূখলে।
বিষমকাশনং পানং সেবেত প্রসবার্থিনী॥

বায়ু দ্বারা গর্ভের সঙ্কোচ হেতু নির্দ্দিষ্টকালে প্রসব না হইলে গর্ভিণীকে উদূখলে মুষল দ্বারা ধান্য কুট্টিত করিতে দিবে এবং বিষম অশন ও পান ব্যবস্থা করিবে।

প্রসবস্য বিলম্বে তু ধূপয়েদভিতো ভগম্।
কৃষ্ণসর্পস্য নির্ম্মোকৈস্তথা পিণ্ডীতকেন বা॥

প্রসবকাল অতীত হইতে থাকিলে কৃষ্ণসর্পের (কেউটে সাপের) খোলস দ্বারা অথবা ময়নাফল দ্বারা যোনির চতুষ্পার্শ্বে ধূম প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণা বচা চাপি জলেন পিষ্টা
সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ।
সুখং প্রসূতিং কুরুতেঽঙ্গনানাং
নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ॥

বহুবিধ প্রমাদে (মূঢ়গর্ভাদিতে) নিপীড়িতা গর্ভিণী, পিপুল এবং বচ জলে পেষণ করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে।

কটুতুম্ব্যাহিনির্ম্মোক-কৃতবেধনসর্ষপৈঃ।
কটুতৈলান্বিতো ধূমো যোনেঃ পাতয়তেঽমরাম্॥

তিতলাউ, সর্পখোলস, ঘোষালতা, সর্ষপ ও কটুতৈল এই সমুদায় দ্রব্যের ধূম যোনিতে প্রদান করিলে অমরা (ফুল) নিপতিত হয়।

কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে সুখং পতত্যমরা।
মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে পাণিপাদে চ।
অমরাপাতনং মন্থৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ॥

কেশবেষ্টিত অঙ্গুলি দ্বারা কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে অথবা বিষলাঙ্গলীর মূল হস্ত পদে লেপন করিলে নিরাপদে ফুল পতিত হয়। পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ মন্থ সহ সেবন করিলেও অমরা (ফুল) নিপতিত হয়।

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-শূলং মক্কল্লসংজ্ঞকম্।
যবক্ষারং পিবেৎ তত্র সর্পিষোষ্ণোদকেন বা।
পিপ্পল্যাদিগণক্বাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্॥

প্রসবান্তে প্রসূতার হৃদয়ে, বস্তিতে ও শিরোদেশে ভয়ানক বেদনা হইলে তাহাকে মক্কল্ল শূল কহে। এই মক্কল্লশূলে ঘৃত বা উষ্ণজলের সহিত যবক্ষার সেবন করিলে কিংবা সৈন্ধবের সহিত পিপ্পল্যাদিগণের কাথ পান করিলে ঐ শূলের শান্তি হয়।

পারাবতশকৃৎ পীতং শালিতণ্ডুলবারিণা।
গর্ভপাতাস্রমোঘে তু রক্তস্রাবনিবারণম্॥

শালিতণ্ডুলোদকের সহিত পায়রার বিষ্ঠা সেবন করিলে প্রসবান্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্তা-মোচশক্রৈঃ শৃতং জলম্।
দদ্যাদ্গর্ভে প্রচলিতে প্রদরে কুক্ষিরুজ্যপি॥

বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সেবন করিলে প্রবিচলিত গর্ভ স্থিতিশীল হয় এবং কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

ইন্দুশেখররসঃ।

শিলাজত্বভ্রসিন্দুর-প্রবালায়োরজাংসি চ।
মাক্ষিকঞ্চ তথা তালং সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ ॥
ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নিগুণ্ড্যা বাসকস্য-চ।
স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা ॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কৃত্বা কলায়পরিমাণতঃ।
যথাদোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রযোজয়েৎ ॥
গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং শ্বাসং কাসং শিরোরুজম্।
রক্তাতিসারং গ্রহণীং বান্তিং বহ্নেশ্চ মন্দতাম্ ॥
আলস্যমপি দৌর্ব্বল্যং হন্ত্যাদো ন সংশয়ঃ।
কলেরাদৌ সসর্জ্জেমং ভগবানিন্দুশেখরঃ ॥

শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধা-মান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গং টঙ্গণং মুস্তং ধাতকী বিল্বধান্যকম্।
জাতীফলং সর্জ্জকঞ্চ শতাহ্বা দাড়িমং তথা ॥
জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপলরসাঞ্জনম্।
অভ্রকং বঙ্গকঞ্চৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্ ॥
বিশ্বকাতিবিষা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্।
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ প্রাব্যং ভাবয়িত্বা দিনত্রয়ম্ ॥
ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গর্ভিণীমনুপানতঃ।
এতচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ সংগ্রহগ্রহণীহরম্ ॥
নানাবর্ণমতীসারং জ্বরঞ্চৈব নিযচ্ছতি।
আমরক্তাতিসারঘ্নং শূলশোথনিসূদনম্ ॥

লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুঁদিমুল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদিরকাষ্ঠ ও বালা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ভীমরাজের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া আপ্লুত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও আমরক্ত প্রভৃতি পীড়া হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গর্ভচিন্তামণিরসঃ।

রসং তারং তথা লৌহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্।
কর্ষদ্বয়ং তথা চাভ্রং কর্পূরং বঙ্গতাম্রকম্ ॥
জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী।
বলাতিবলয়োর্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্ ॥
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু জীর্ণাদৈব বিশেষতঃ।
গর্ভিণ্যা জ্বরদাহঞ্চ প্রদরং সূতিকাময়ম্ ॥

রসসিন্দুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ দুই তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী ও বেড়েলা এবং শ্বেত বেড়েলা মূল প্রত্যেক ১ তোলা। জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভবতী স্ত্রীর জ্বর দাহ এবং প্রদর ও সূতিকারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

গর্ভবিলাসো রসঃ।

রসগন্ধকতুত্থঞ্চ গ্রাহং জম্বীরমর্দ্দিতম্।
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্ ॥
গর্ভিণ্যাঃ শূলবিষ্টম্ভ-জ্বরাজীর্ণেষু কেবলম্।
তুত্থস্থানে যদি স্বর্ণং চিন্তামণিরসঃ স্মৃতঃ ॥

পারা, গন্ধক ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগ, গোঁড়ালেবুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর কাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা গর্ভিণীর জ্বর, অজীর্ণ ও শূলাদি রোগে প্রযোজ্য। এই ঔষধ যদি তুঁতিয়ার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে গর্ভচিন্তামণি রস কহে।

গর্ভবিনোদরসঃ।

দেয়ং ত্রিভাগং ত্রিকটু চতুর্ভাগঞ্চ হিঙ্গুলম্।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্ ॥

সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চৈব পলার্দ্ধং প্রক্ষিপেদ্‌বুধঃ।
জলেন মর্দ্দয়িত্বাথ চণমাত্রা বটী কৃতা।
নিহন্তি গর্ভিণীরোগং ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ত্রিকটু ৬ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ৬ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভপীযূষবল্লীরসঃ।

সূতং গন্ধং তথা স্বর্ণং লৌহং রজতমাক্ষিকং*।
হরিতালং বঙ্গভস্মাপ্যভ্রকং সমভাগিকম্॥
ভাবনা পঞ্চ দাতব্যা রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।
ব্রহ্মী বাসা ভৃঙ্গরাজ-পর্পটং দশমূলকম্॥
সপ্তধা ভাবয়েদ্ভ্যো গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ।
গর্ভপীযূষবল্ল্যাখ্যো গর্ভিণীরোগহৃৎ পরঃ॥
* রজতমাক্ষিকমিতি বা পাঠঃ।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক (পাঠান্তরে রৌপ্যমাক্ষিক), হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া ও দশমূল ইহাদের রসে ৭ বার করিয়া পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগ নষ্ট হয়।

গর্ভবিলাস-তৈলম্।

বিদারী দাড়িমং পত্রং রজনী চ ফলত্রয়ম্।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রঞ্চ জাতীকুসুমমেব চ।
বরী নীলোৎপলং পদ্মং তৈলমেতৈঃ পচেৎ সুধীঃ।
এতদ্ গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভসংস্থাপনং পরম্॥
নিহন্তি গর্ভশূলঞ্চ শোণিতস্রুতিসংহরম্।
পরং বৃষ্যতরং শ্রেষ্ঠং কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্॥

তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল ও পদ্মপুষ্প মিলিত ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারিত হইয়া পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

গর্ভিণীরোগে পথ্যানি।

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা গোধূমলাজশক্তবঃ।
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং রসালা মধু শর্করা॥
পনসং কদলং ধাত্রী দ্রাক্ষাম্রং স্বাদু শীতলম্।
কস্তূরী চন্দনং মাল্যং কর্পূরমনুলেপনম্॥
চন্দ্রিকা স্নানমভ্যঙ্গো মৃদুশয্যা হিমানিলঃ।
সন্তর্পণং প্রিয়া বাচো বিহারাশ্চ মনোরমাঃ।
প্রিয়ঙ্করঞ্চান্নপানং গর্ভিণীভ্যো হিতং ভবেৎ॥

শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মুগ, গোধূম, খৈয়ের ছাতু, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, রসালা, মধু, চিনি, কাঁটাল, কদলী, আমলকী, কিস্‌মিস্, আম্র, মধুরদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, কস্তূরী, চন্দন, মাল্যধারণ, কর্পূর, চন্দনাদি অনুলেপন, জ্যোৎস্না-সেবন, স্নান, অভ্যঙ্গ, কোমল শয্যায় শয়ন, শীতল বায়ুসেবন, সন্তর্পণক্রিয়া, প্রিয়বাক্য, মনোজ্ঞ বিহার ও হৃদ্য অন্নপান, এই সমস্ত গর্ভিণীগণের হিতজনক।

গর্ভিণীরোগেঽপথ্যানি।

স্বেদনং বমনং ক্ষারং কলহং বিষমাশনম্।
অসাত্ম্যং নক্তসঞ্চারং চৌর্য্যঞ্চাপ্রিয়দর্শনম্॥
অতিব্যবায়মায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু।
অকালজাগরস্বপ্নং কঠিনোৎকটকাসনম্।
শোকক্রোধভয়োদ্বেগ-বেগশ্রদ্ধাবিধারণম্।
উপবাসাধ্বতীক্ষ্ণোষ্ণ-গুরুবিষ্টম্ভিভোজনম্॥
নক্তং নিরশনং শ্বভ্র-কূপেক্ষাং মদ্যমামিষম্।
উত্তানশয়নং যচ্চ স্ত্রিয়ো নেচ্ছন্তি তৎ ত্যজেৎ॥

স্বেদন, বমন, ক্ষারসেবন, বিবাদ, বিষমভোজন, অসাত্ম্যসেবন, রাত্রিতে বিচরণ, চৌর্য্যাচরণ, অপ্রিয় দর্শন, অতিশয় মৈথুন, ব্যায়াম, ভারবহন, অতিশয় স্থূলবস্ত্র পরিধান, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, কঠিন স্থানে অথবা উৎকট ভাবে উপবেশন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি, উপবাস, পথশ্রম, তীক্ষ্ণদ্রব্য

উষ্ণদ্রব্য গুরুদ্রব্য ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য ভোজন, রাত্রিতে অভোজন, ছিদ্র ও কূপদর্শন, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, চিৎ হইয়া শয়ন এবং যাহা বৃদ্ধা নারীগণের অনীপ্সিত, সেই সমস্ত বিষয় গর্ভিণী স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিবেন।

অষ্টমমাসমারভ্য গর্ভিণ্যা অপথ্যম্।

রক্তস্রুতিস্তথা শুদ্ধির্বস্তিরা মাসতোঽষ্টমাৎ।
এভির্গর্ভঃ স্রবেদামঃ কুক্ষৌ শুষ্যেম্ম্রিয়েত বা॥

গর্ভের অষ্টম মাস হইতে রক্তস্রাব, বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন ও বস্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিলে অপূর্ণ অবস্থাতে গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অথবা গর্ভাশয় মধ্যে গর্ভ শুষ্ক কিংবা নষ্ট হয়। অতএব ঐ সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ধন্বন্তরিমতেনৈব সাধ্বাজ্ঞাতশ্চ শাস্ত্রবিৎ।
সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসি মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যদি গচ্ছতি দুর্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ।
বিপদ্যতে তদা গর্ভো গর্ভিণী চ বিনশ্যতি।
অন্ধমূকাদিবধিরো জায়তে কুব্জ এব বা॥

অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে তদবধি মৈথুন পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা গর্ভ নষ্ট ও গর্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অথবা অন্ধ, মূক, বধির বা কুব্জ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে।

ভজেন্ন নিত্যং তিক্তাম্ল-পটুষণকষায়কান্॥

তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং কষায়দ্রব্যও প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ।

বাতলৈশ্চ ভবেদ্গর্ভঃ কুব্জান্ধজড়বামনঃ।
পিত্তলৈঃ খালতী পিঙ্গঃ শ্বিত্রী পাণ্ডুঃ কফাত্মভিঃ।
অপথ্যমিদমুদ্দিষ্টং গর্ভিণীনাং মহর্ষিভিঃ॥

বায়ুকারক দ্রব্য সেবন করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, অন্ধ, জড় ও বামন হয়। পিত্তকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত রোগযুক্ত এবং কপিলবর্ণ হয়। কফকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান শ্বিত্র ও পাণ্ডুরোগযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভিণীগণ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গর্ভিণীরোগাধিকারঃ।

অথ সূতিকারোগাধিকারঃ।

অথ সূতিকারোগ-নিদানম্।

বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং স্রুতম্।
সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-শূলং মক্কলসংজ্ঞকম্॥
অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা।
শোথঃ শূলাতিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণম॥
মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেশাৎ বিষমাজীর্ণভোজনাৎ।
সূতিকায়াশ্চ যে রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ॥
জ্বরাতিসারশোথাশ্চ শূলানাহবলক্ষয়াঃ।
তন্দ্রারুচিপ্রসেকাদ্যাঃ কফবাতাময়োদ্ভবাঃ॥
কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগাঃ ক্ষীণমাংসবলাশ্রিতাঃ।
তে সর্ব্বে সূতিকানাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ॥

প্রকুপিত বায়ু, নবপ্রসূতা স্ত্রীর স্রুত-রক্তকে রুদ্ধ করিয়া হৃদয় মস্তক ও বস্তিদেশে মক্কল্ল নামক শূল-বেদনা উৎপাদন করে। অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গাত্রগৌরব, শোথ, শূল ও অতিসার এই গুলিকে সূতিকা রোগ বলিয়া জানিবে।

অনুচিত আচরণ এবং যাহাতে বাতাদি দোষ সকল উৎক্লিষ্ট হয় এরূপ কার্য্যকরণ, বিষমাশন ও অপক্ক ভোজন বা অজীর্ণ সত্বে ভোজন, এই সকল কারণে প্রসূতার যে সকল রোগ জন্মে, তাহারা অতি ভয়ানক জানিবে। তাহাদের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয় এবং বাতশ্লেষ্মোদ্ভব তন্দ্রা, অরুচি ও কফপ্রসেকাদি উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। জ্বরাদি ঐ সমস্ত রোগ সূতিকা-ক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া উহারা সূতিকারোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রসূতার বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, এই সকল রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলকে সূতিকা রোগের উপদ্রবও বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ উহারা আপনাদের মধ্যে কোনটিকে প্রধানীভূত করিয়া আপনারা তাহার উপদ্রব স্বরূপ হয়।

অথ সূতিকারোগ-চিকিৎসা।

সূতিকারোগশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাতহরীং ক্রিয়াম্।
দশমূলকৃতক্বাথং কোষ্ণং দদ্যাদ্ঘৃতান্বিতম্॥

সূতিকারোগে প্রথমতঃ বাতনাশক ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবে। ঈষদুষ্ণ দশমূলের কাথ ঘৃত-প্রক্ষেপে সেবন করিতে দিবে।

বৃহদ্হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরারলুরক্তচন্দনবলাধন্যাকবৎসাদনী-
মুস্তোশীরযবাসপর্পটবিষাক্বাথং পিবেৎ গর্ভিণী।
নানাদোষযুতাতিসারকগদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়ে শস্যতে॥

বালা, সোন্দাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেত-পাপড়া ও আতইচ, এই সমুদায়ের যথানিয়মে প্রস্তুত কাথ সেবন করিলে নানাদোষজ অতীসার, রক্তস্রাব, জ্বর ও সূতিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি।

অমৃতানাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলজলশৃতম্।
শীতং মধুসংযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিণ্টী, কৈবর্ত্ত মুতা, ইকড়-মূল, স্বল্প পঞ্চমূল ও মুতা ইহাদের কাথ মধু-প্রক্ষেপে সেবন করিলে সূতিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সহচরাদি।

সহচরপুষ্করবেতসমূলং বিকঙ্কতদারুকুলত্থসমম্।
জলমথ সসৈন্ধবহিঙ্গুযুতং সদ্যোজ্বরসূতিকারোগহরম্॥

ঝিণ্টী, কুড়, বেতসমূল, বইচমূল, দেবদারু ও কুলথকলায় ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই সূতিকা ও তজ্জাত জ্বর নিবারিত হয়।

সূতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব-গুড়ূচীমুস্তকং তথা।
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরদাহসমন্বিতম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা ইহাদের কাথ পান করিলে জ্বর ও দাহসংযুক্ত সূতিকারোগ উপশমিত হয়।

সহচরাদি।

সহচরমুস্তগুড়ূচীভদ্রোৎকটবিশ্ববালকৈঃ কথিতম্।
পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যোজ্বরশূলনুৎ সূত্যাঃ॥

ঝিণ্টীমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন করিলে সূতিকারোগিণীর জ্বর ও শূল নষ্ট হয়।

সহাচরকৃতকাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরদোষাম-সূতিকারোগনাশনঃ॥

ঝিণ্টীর কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে জ্বর, আমদোষ ও সূতিকারোগ নিবারিত হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

পীতকুরণ্টককথিতং রজনীপর্য্যুষিতং পীতমপহরতি।
সূতিকারোগান্ সহসা তন্মূলং চর্ব্বিতং তদ্বৎ॥

সন্ধ্যার সময় পীতঝিণ্টীর কাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিন প্রাতে সেবন করিলে অথবা পীতঝিণ্টীর মূল চর্ব্বণ করিয়া রসপান করিলে সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

দেবদার্ব্বাদিকাথঃ।

দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
ভূনিম্বকট্‌ফলং মুস্তং তিক্তা ধান্যা হরীতকী॥
গজকৃষ্ণা সদুঃস্পর্শা গোক্ষুরো ধন্বযাসকঃ।
বৃহত্যতিবিষা ছিন্না কর্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ॥
সমভাগান্বিতেরেতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্।
কাথমষ্টাবশেষন্তু প্রসূতাং পায়য়েৎ প্রিয়ম্॥
শূলকাসজ্বরশ্বাস-মূর্চ্ছাকম্পশিরোঽর্ত্তিভিঃ।
যুক্তং প্রলাপতৃড়্দাহ-তন্দ্রাতীসারবান্তিভিঃ॥
নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
কষায়ো দেবদার্ব্বাদিঃ সূতায়াঃ পরমৌষধম্॥

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুতা, কট্‌কী, ধনে, হরীতকী, গজ-পিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাক্‌ড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা ইহাদের কাথ করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সৈন্ধব ও হিং প্রক্ষেপে সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ এবং শূল কাসাদি নানাপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সূতিকা প্রশমিত হয়।

বজ্রকাঞ্জিকম্ঃ

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ।
এতদামহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনম্॥
কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
মকল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্।
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্।
(পিপ্পল্যাদিদ্রব্যস্য মিলিত্বা কর্ষত্রয়ং, কাঞ্জিকস্য শরাব একঃ, পানীয়মপ্যল্পমেবমেব প্রায়শো ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্ ও সচল লবণ, এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত দুগ্ধপাকের নিয়মানুসারে কাঁজি পাক করিবে, অর্থাৎ ⁄১ সের কাঁজি, উক্ত পিপ্পল্যাদির কল্ক (মিঃ ৬ তোলা) সহ ⁄৪ সের জলে পাক করিয়া ⁄১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে (চক্রপাণি-ক্ষীরপাকবিধানানুসারে পাক করিতে বলেন)। ইহা আমহর, বৃষ্য, কফঘ্ন, অগ্নি-দীপক, মকল্লশূলনাশক এবং সূতিকা-নারীর অগ্নি ও স্তন্য বর্দ্ধক। সূতিকারোগ নাশে বজ্রতুল্য বলিয়া ইহা বজ্রকাঞ্জিক নামে অভিহিত। সকল কাঞ্জিক সেব্য।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহঃ।

ভদ্রোৎকটতুলাক্বাথে দদ্যাৎ ষোড়শে বিনিক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলত্রিংশচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
বৎসকং ধান্যকং মুস্তমুশীরং বিশ্বমেব চ।
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব পিপ্পলী মরিচানি চ॥
বলা চাতিবলা মাংসী হ্রীবেরং সদুরালভম্।
এষাঞ্চ পলিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণৈরেনং সমাচরেৎ॥
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাঞ্চ সুদুস্তরাম্।
বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥

গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে চিনি ⁄৩৸০ এবং ইন্দ্রযব, ধনে, মুতা, বেণার মূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, শূল, আনাহ ও সূতিকাদি রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

পঞ্চজীরকগুড়ঃ।

জীরকং হবুষা ধান্যং শতাহ্বা বদরাণি চ।
যমানী কুষ্টিকো হিঙ্গু-পত্রিকা কাসমর্দ্দকম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলমজমোদাথ বাপ্পিকা।
চিত্রকঞ্চ পলাংশানি তথাম্বুচ্চ চতুষ্পলম্॥
কশেরুকং নাগরঞ্চ কুষ্ঠং দীপ্যকমেব চ।
গুড়স্য চ শতং দদ্যাদ্ ঘৃতপ্রস্থং তথৈব চ॥
ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পঞ্চজীরক ইত্যেষ সূতিকানাং প্রশস্যতে।
গর্ভার্থিনীনাং নারীণাং বৃংহণীয়ে সমারুতে।
বিংশতির্ব্যাপদো যোনেঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং ক্ষয়ম্॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং দৌর্গন্ধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রতাম্।
হন্তি পীনোন্নতকুচাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ।
উপযোগাৎ স্ত্রিয়ো নিত্যমলক্ষ্মীমলবর্জ্জিতাঃ॥
(কুষ্টিকো রাজিকা)।

গুড় ১২॥০ সের, ঘৃত /৪ সের ও দুগ্ধ /৮ সের। এই সমস্ত প্রথমতঃ একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে, পরে ছোট কালজীরে, হবুষা, ধনে শুল্‌ফা, বদরী, যমানী, রাই সর্ষপ, বংশপত্রী, কালকাসুন্দে, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, সর্ষপ ও চিতা প্রত্যেক ১ পল; এবং কেশুর, শুঁঠ, কুড় ও জীরা এই সকল প্রত্যেক ৪ পল। ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা ব্যবহারে বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপদ্, কাস, শ্বাস, জ্বর, ক্ষয়, হলীমক, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গাত্রদৌর্গন্ধ্য নিবারিত এবং অলক্ষ্মী ও শরীরের মল বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা সূতিকারোগ ও গর্ভার্থি-স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রশস্ত।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

কশেরুশৃঙ্গাটবরাটমুস্তং
দ্বিজীরকং জাতিফলং সকোষম্।
লবঙ্গশৈলেয়কনাগপুষ্পং
পত্রং বরাঙ্গং শটি ধাতকী চ॥
এলা শতাহ্বা ধনিকেভকৃষ্ণা
সপিপ্পলী সোষণকা সভীরুঃ।
প্রত্যেকমেবামিহ কর্ষযুগ্মং
মহৌষধীচূর্ণপলানি চাষ্টৌ।
পলানি ত্রিংশৎ সিতশর্করায়াঃ
পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ।
প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহ প্রযুক্তং
পচেদ্ভিষক্তঃ পরমাদরেণ॥
খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধকর্ষং
কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শস্তম্।
সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্ভি-
রগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজকোষ, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শটী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্‌ফা, ধনে, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা; শুঁঠচূর্ণ /১ সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত /১ সের, গব্যদুগ্ধ /৮ সের যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

(মতান্তরে।)

ত্রিকটু ত্রিফলাজাজী চাতুর্জ্জাতকমুস্তকম্।
জাতীকোষফলং ধান্যং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা।
নলিকা মদনফলং যমানীদ্বয়ধাতকী।
শতাবরী তালমূলী লোধ্রং বারণপিপ্পলী॥
পিয়ালবীজমমৃতা কর্পূরং চন্দনদ্বয়ম্
কর্ষপ্রমাণান্যেতেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
নাগরস্য চ চূর্ণস্য প্রস্থদ্বয়মিতং ক্ষিপেৎ।
ঘৃতমষ্টপলং দদ্যাৎ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ং তথা॥
সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ঞ্চাত্র শর্করায়াস্ততঃ ক্ষিপেৎ।
দৃঢ়ে চ মৃন্ময়ে পাত্রে বিপচেন্মৃদুনাগ্নিনা॥
জ্ঞাত্বা পাকং ভিষক্ তেষাং গুড়িকাং কারয়েৎ ততঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় অজাক্ষীরং পিবেদনু॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু কাসং শ্বাসং সপীনসম্।
গ্রহণীময়পিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্ষতম্॥
স্ত্রীরোগান্ বিংশতিঞ্চৈব তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং স্তনদার্ঢ্যকরং পরম্।
সৌভাগ্যজননং স্ত্রীণাং পুষ্টিদং ধাতুবর্দ্ধনম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, জৈত্রী, জায়ফল,

ধনে, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, চন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; শুঁঠ চূর্ণ ৴৪ সের, ঘৃত ৴১ সের, দুগ্ধ ৴৮ সের, চিনি ৴৫ সের। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে আমবাত, কাস, শ্বাস, পীনস, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, ক্ষয়, ক্ষত এবং স্ত্রীলোকদিগের বিংশতিপ্রকার যোনিব্যাপদ্ প্রশমিত হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্তন দৃঢ়, পুষ্ট এবং ধাতু বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎসৌভাগ্যশুণ্ঠী।

বৃহচ্ছুণ্ঠীং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিধানতঃ।
পলষোড়শিকাং নীত্বা ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ॥
ক্রমেণ পাকশুদ্ধিঃ স্যাদ্ ঘৃতপ্রস্থে চ ভর্জ্জয়েৎ।
লঘুপাকঃ প্রকর্ত্তব্যো ন খরো মোদকেষ্বপি॥
শতাবরী বিদারী চ মুষলী গোক্ষুরো বলা।
ছিন্নাসত্বং শতাহ্বা চ জীরকৌ ব্যোষচিত্রকৌ॥
ত্রিসুগন্ধি যমানী চ তালীশং কারবী মিষিঃ।
রাস্না পুষ্করমূলঞ্চ বাংশী দারু শতাহ্বয়ম্॥
শঠী মাংসী বচা মোচ-ত্বক্ পত্রং নাগকেশরম্।
জীবন্তী মেথিকা যষ্টী চন্দনং রক্তচন্দনম্॥
ক্রিমিঘ্নং তোয়সিংহাস্য-ধন্যাকং কটফলং ঘনম্।
কর্ষদ্বয়মিতং ভাগং প্রত্যেকং পটুবর্জ্জিতম্॥
সর্ব্বচূর্ণাদ্দ্বিগুণিতা প্রদেয়া সিতশর্করা।
যুক্ত্যা পাকবিধানজ্ঞো মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
শুদ্ধে ভাণ্ডে নিধায়াথ খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।
বীক্ষ্যাগ্নিবলকোষ্ঠঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ক্ষৌদ্রানুপানতঃ প্রাতস্তু রুদেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
তদ্বর্ণ্যং বল্যমায়ুষ্যং বলীপলিতনাশনম্॥
বয়সঃ স্থাপনং প্রোক্তমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্।
বৃষ্যাণামতিবৃষ্যঞ্চ রসায়নমিদং শুভম্॥
বিশেষাৎ স্ত্রীগদে প্রোক্তং প্রসূতানাং যথামৃতম্।
বিংশতির্ব্যাপদো যোনেঃ প্রদরং পঞ্চধাপি চ॥
যোনিদোষহরং স্ত্রীণাং রজোদোষহরং তথা।
পাপসংসর্গজং দোষং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
আমবাতহরঞ্চৈব শিরঃশূলনিবারণম্।
সর্ব্বশূলহরঞ্চৈব বিশেষাৎ কটিশূলনুৎ॥
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং পুংসাং সূতিকাতঙ্কনাশনম্।
বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতজান্॥
হন্তি সর্ব্বগদানেষা শুণ্ঠী সৌভাগ্যদায়িনী।
সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রীণামতঃ সৌভাগ্যশুণ্ঠিকা॥

বড় শুঁঠের চূর্ণ ৴২ সের, অর্দ্ধমণ দুগ্ধে পাক করিয়া পাকান্তে ৪ সের ঘৃতে ভাজিবে। পাক যেন খর না হয়। তদনন্তর উহার সহিত নিম্নলিখিত চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিবে। যথা—শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গুলঞ্চের চিনি, শুল্‌ফা, সূক্ষ্ম জীরা, স্থূল জীরা, ত্রিকটু, চিতা, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, যমানী, তালীশপত্র, কৃষ্ণজীরা, মৌরি, রাস্না, পুষ্করমূল, বংশলোচন, দেবদারু, শুল্‌ফা, শঠী, জটামাংসী, বচ, মোচরস, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথী, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, বাসক, ধনে, কট্‌ফল, মুতা প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া পবিত্র ভাণ্ডে রাখিবে এবং যথোপযুক্ত মাত্রায় মধু সহ প্রয়োগ করিবে। ইহা সূতিকাদি বিবিধ রোগনাশক, বর্ণকারক, বলকর, আয়ুষ্কর, বলীপলিতনাশক, বয়ঃস্থাপক, বৃষ্য ও রসায়ন।

জীরকাদ্য-মোদকঃ।

জীরকস্য পলান্যষ্টৌ শুণ্ঠী ধান্যং পলত্রয়ম্।
শতপুষ্পা যমানী চ কৃষ্ণজীরং পলং পলম্॥
ক্ষীরং দ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পলম্।
ঘৃতস্যাপি পলান্যষ্টৌ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ব্যোষং ত্রিজাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্।
মুস্তকঞ্চ লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
মন্দেন বহ্নিনা পক্ত্বা মোদকং কারয়েদ্ ভিষক্।
সর্ব্বযোষিদ্বিকারাণাং নাশনং বহ্নিদীপনম্।
সূতিকারোগশমনং বিশেষাদ্ গ্রহণীহরম্॥

জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনে ৩ পল, শুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৴৮ সের, চিনি ৴৬।০ সের, ঘৃত ৮ পল। মৃদু অগ্নি-সন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলা-

ইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা সেবনে সূতিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ ও গ্রহণী নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্ত হয়।

সূতিকারিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্।
চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্ যত্নাদ্বেকপর্ণীরসেন চ॥
ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ।
মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী।
জ্বরতৃষ্ণারুচিহরা শোথঘ্না বহ্নিদীপনী॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করত ছায়ায় শুকাইয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস প্রভৃতি। ইহা সেবনে সূতিকারোগ, জ্বর, অরুচি ও শোথাদি নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সূতিকারিরসঃ।

(মতান্তরে।)

টঙ্কণং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকং হেম তারকম্।
জাতীফলং তথা কোষং লবঙ্গৈলা চ ধাতকী॥
বৎসকেন্দ্রযবঃ পাঠা শৃঙ্গী বিশ্বাজমোদিকা।
গুড়ী প্রসারণীরসৈশ্চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ॥
ভক্ষয়েৎ অদ্ররসৈঃ প্রাতঃ সূতিকাতঙ্কশান্তয়ে।
জীর্ণজ্বরং তথা শোথং গ্রহণীপ্লীহকাসনুৎ॥

সোহাগার খৈ, মূর্চ্ছিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, এলাইচ, ধাই-ফুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, শুঁঠ ও বনযমানী ইহাদিগকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া গন্ধভাদুলিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি। প্রাতঃকালে গন্ধভাদুলিয়ার রস অনুপানে সেবনীয়। ইহা দ্বারা সূতিকা, জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা ও কাস রোগ নিবারিত হয়।

সূতিকাঘ্নো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং জাতীকোষং সুবর্চ্চলম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
জ্বরাতিসাররোগঘ্নঃ কাসশ্বাসাতিসারনুৎ।
সূতিকাঘ্নো রসো নাম ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, জৈত্রী ও সচল লবণ, সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহাতে সূতিকা, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎসূতিকাবল্লভো রসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ ব্যোমেন্দুং হেম তালকম্।
রজতং ফণিফেনঞ্চ জাতীকোষফলে তথা॥
মুস্তকস্য বলায়াশ্চ শাল্মল্যাঃ স্বরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ॥
সূতিকাবল্লভো নাম প্রযুক্তোহয়ং মহান্ রসঃ।
নিহন্ত্যাৎ সূতিকারোগান্ দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্॥
অতীসারং সুঘোরঞ্চ দৌর্ব্বল্যং বহ্নিমন্দতাম্।
জনয়েদাশু পুষ্টিঞ্চ কান্তিং মেধাং ধৃতিং তথা॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জৈত্রী ও জায়ফল এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনু-পানের সহিত প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী, অতীসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য এই সকলের নিবৃত্তি এবং দেহের পুষ্টিসাধনাদি হইয়া থাকে।

বৃহৎসূতিকাবিনোদরসঃ।

শুণ্ঠ্যা ভাগো ভবেদেকো দ্বৌ ভাগৌ মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাশ্চ ত্রিভাগঃ স্যাদর্দ্ধভাগঞ্চ রোমকম্॥
জাতীকোষস্য ভাগৌ দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ তুত্থকস্য চ।
সিন্ধুবারজলেনৈব মর্দ্দয়েদেকযামতঃ।
মধুনা সহ ভোক্তব্যঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ॥

শুঁঠ ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, পাংশু লবণ অর্দ্ধ ভাগ, জৈত্রী ২ ভাগ

ও শুঁঠ ২ ভাগ; এই সমুদায় একত্র নিসিন্দার রসে বা কাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মধুর সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা সূতিকারোগ প্রশমিত হয়।

সূতিকান্তকো রসঃ।

রসাভ্রগন্ধকং ব্যোষং স্বর্ণমাক্ষিকং বিষম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং খাদেদ্রক্তিচতুষ্টয়ম্॥
সূতিকাগ্রহণীরোগং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ।
অতীসারঞ্চ শময়েদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নো বাজীকরণ উত্তমঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক ও বিষ সমভাগে ইহাদের চূর্ণ ৪ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ইহা উত্তম বাজীকরণ ঔষধ।

সূতিকাহরো রসঃ।

হিঙ্গুলং হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্মায়সো রজঃ।
খর্পরং ধূর্ত্তবীজঞ্চ যবক্ষারঞ্চ টঙ্কণম্॥
বিভীতককষায়েণ ভবয়িত্বা বিধানতঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিদধ্যাচ্চ কলায়সদৃশীর্বটীঃ॥
যথাদোষানুপানেন প্রযুক্তোহয়ং রসোত্তমঃ।
নিহন্তাৎ সূতিকাতঙ্কান্ বহ্নিস্তৃণগণানিব॥

হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরাবীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খৈ, এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া বহেড়ার কাথে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সমস্ত সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

সূতিকাহরো রসঃ।

লবঙ্গং রসগন্ধৌ চ যবক্ষারং তথাভ্রকম্।
লৌহং তাম্রং সীসকঞ্চ পলমানং সমাহরেৎ।
জাতীফলং কেশরাজং বরা ভূম্যেলামুস্তকম্।
ধাতকীন্দ্রযবঃ পাঠা শৃঙ্গী বিল্বঞ্চ বালকম্।
কর্ষমানঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
বদরাস্থিপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
গন্ধালিকাপত্ররসৈরনুপানং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বাতিসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিবারণঃ।
সূতিকাহরনামায়ং সূতিকাং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসক প্রত্যেক ৮ তোলা; জায়ফল, কেশুর্ত্তে, ত্রিফলা, ভীমরাজ, এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেল ও বালা প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত, একত্র চূর্ণ করিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গন্ধভাদুলিয়া পত্রের রস। ইহাতে সকল প্রকার অতীসার, শূল ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

মহাভ্রবটী।

মৃতমভ্রঞ্চ লৌহঞ্চ কুনটী তাম্রকং তথা।
রসগন্ধকটঙ্কঞ্চ যবক্ষারফলত্রিকম্॥
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যমূষণং পঞ্চতোলকম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং প্রত্যেকেন বিভাবয়েৎ॥
গ্রীষ্মসুন্দরসিংহাস্ত-নাগবল্ল্যা রসেন চ।
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
যোজয়েৎ সর্ব্বথা বৈদ্যঃ সূতিকারোগশান্তয়ে॥

জারিত অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, যবক্ষার, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা; মরিচ ৫ তোলা, ইহাদিগকে গিমেশাক, বাসক ও পানের রসে পৃথক্ ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

রসশার্দ্দূলঃ।

অভ্রং তাম্রং তথা লৌহং রাজপট্টং রসস্তথা।
গন্ধটঙ্কমরীচঞ্চ যবক্ষারং সমাংশকম্॥
তথাত্র তালকঞ্চৈব ত্রিফলায়াশ্চ তোলকম্।
তোলকঞ্চামৃতঞ্চৈব ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতা বটী॥
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাপি নাগবল্ল্যা রসেন চ।
ভাবয়েৎ সপ্তধা হন্তি জ্বরকাসাঙ্গসংগ্রহম্।
সূতিকাতঙ্কশোথাদি-স্ত্রীরোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (বিরাট দেশীয় হীরক), পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, ত্রিফলা ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া গিমেশাক ও পানের রসে ৭ বার মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ—৬ রতি। ইহাতে কাস, জ্বর, অঙ্গবেদনা ও সূতিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়।

মহারসশার্দ্দূলঃ।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং স্বর্ণং গন্ধক পারদম্।
শিলা টঙ্গং যবক্ষারং ত্রিফলায়াঃ পলং পলম্॥
গরলস্য তথা মাসমর্দ্ধতোলকসম্মিতম্।
ত্বগেলা পত্রকঞ্চৈব জাতীকোষলবঙ্গকম্॥
মাংসী তালীশপত্রঞ্চ মাক্ষিকঞ্চ রসাঞ্জনম্।
এষাং দ্বিকার্ষিকং ভাগং দেয়ঞ্চাপি বিচক্ষণৈঃ॥
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ।
ভাবনা চ প্রদাতব্যা পূর্ব্বোক্তেন রসেন চ॥
নিহন্তি বিবিধান্ রোগান্ জ্বরান্ দাহান্ বমিং ভ্রমিম্।
অতিসারকঞ্চৈব বহ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বিশেষাদ্ গর্ভিণীরোগং নাশয়েদচিরেণ চ॥

অভ্র, পুটিত তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ পল, বিষ অর্দ্ধতোলা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, জায়ত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ৪ তোলা গ্রহণ করিয়া গিমেশাক ও পানের রসে ভাবনা দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ দ্রব থাকিতে থাকিতে ৮ তোলা মরিচ চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে বিবিধ রোগ, জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রমি, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ গর্ভিণীরোগ ইহা দ্বারা অতি সত্বর উৎকৃষ্টরূপে উপশমিত হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখস্য শতং ভদ্রোৎকটস্য চ।
বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্ত্বা তু কার্ষিকম্।
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকং তথা॥
পঞ্চমূলং কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরণ্ডসমন্বিতম্।
বলাসিন্ধুযবক্ষার-স্বর্জ্জিকাকৃষ্ণজীরকম্॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্।
গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ অর্শাংসি বিবিধানি চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্ত্রীণাং স্তন্যবিশোধনম্॥

ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলিয়া ১।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্প পঞ্চমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, স্বর্জ্জিকাক্ষার ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ নিরাকৃত হইয়া অগ্নি দীপ্ত ও স্তন্য বিশোধিত হয়।

ধাতক্যাদি তৈলম্।

ধাতকীধবধন্যাক-ধাত্রীধুস্তুরধূপনৈঃ।
নীলীনীপনতৈর্নিম্ব-নিম্বুনীরদনাগরৈঃ॥
পথ্যাপদ্মপথ্যাপুত্রৈঃ পত্রপত্রোণপত্রিকৈঃ।
ফণিজ্ঝকফলেন্দ্রাভ্যাং ফল্গিকাফেনকেনিনৈঃ॥
কল্কৈঃ কোলকপথ্যাভ্যাং কুমারীকাকসেরুভিঃ।
পিষ্টৈঃ পচেৎ পয়ঃস্তন্যৈঃ পয়সা পাকপণ্ডিতঃ॥
তৈলং তিলভবং স্নিগ্ধে তিস্যাতোয়েন তন্মনাঃ।
পূর্ব্বয়িত্বা পরানন্দং প্রবতং পয়মেশ্বরীম্॥
সুরসুন্দরিতমিদং সূতিকাময়সূদনম্।
সেবেত সততং সূতা সুখদং সুখসেবিনী॥
(সুখসেবিনী পথ্যসেবিনী।)

তিলতৈল /৪ সের। আমলকীর রস ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধনে, আমলা, ধুতুরাফুল, ধুনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরপাদুকা, নিমছাল, পাতিলেবুর মূল, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মমূল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, শোনাছাল, করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র, জামছাল, বামুনহাটী, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশুঁঠ, কয়েৎবেল, পিপুল, ঘৃতকুমারী ও কেশুর মিলিত /১ সের। পুষ্যা-

নক্ষত্রে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সূতিকারোগের শান্তি হয়।

জীরকাদ্যরিষ্টঃ।

জীরকস্য তুলামেকাং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ।
দ্রোণশেষে ক্ষিপেৎ তত্র তুলাত্রয়মিতং গুড়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং শুণ্ঠীঞ্চ দ্বিপলোন্মিতাম্।
জাতীফলং মুস্তকঞ্চ চাতুর্জ্জাতং যমানিকাম্॥
ককোলং দেবপুষ্পঞ্চ পলমানেন নিক্ষিপেৎ।
মাসং সংস্থাপ্য ভাণ্ডে চ মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে॥
ততঃ কল্কান্ বিনিষ্কৃষ্য পায়য়েৎ কর্ষমাত্রয়া।
অরিষ্টো জীরকাদ্যোঽয়ং নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ তথা বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্॥

জীরা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথে গুড় ৩৭৷৷০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, শুঁঠ ২ পল ও জায়ফল, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কাঁকলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্ক সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই অরিষ্টের মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সমস্ত সূতিকারোগ, গ্রহণী, অতিসার ও অগ্নির বিকৃতি নিরাকৃত হয়।

সূতিকাকালনিবৃত্তিলক্ষণম্।

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে।
সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতম্॥

প্রসবের পর দেড় মাস অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার ঋতুদর্শন হইলে সূতিকা কাল অতীত হইয়াছে বুঝিবে।

অথ পথ্যাপথ্যাবধিঃ।

সূতিকাখ্যেষু রোগেষু বাতশ্লেষ্মোচিতানি চ।
তত্তদ্রোগানুকূল্যেন পথ্যাপথ্যানি নির্দ্দিশেৎ।

সূতিকাখ্য রোগে বাতিক এবং শ্লৈষ্মিক অধিকারোক্ত পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে. যেহেতু সূতিকারোগ বায়ু ও শ্লেষ্মার অনুবন্ধী হইয়া উৎপন্ন হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে সূতিকারোগাধিকারঃ।

অথ স্তনরোগাধিকারঃ।

অথ স্তনরোগ-নিদানম্।

সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ।
প্রদূষ্য মাংসরুধিরং স্তনরোগায় কল্পতে।
পঞ্চানামপি তেষাং হি রক্তজং বিদ্রধিং বিনা।
লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ।

বাতাদি দোষ, সদুগ্ধ বা অদুগ্ধ স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার বিদ্রধি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রক্তজ বিদ্রধি ভিন্ন অপর পাঁচ প্রকার অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুক বিদ্রধি, স্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্ব-লিখিত বাহ্যবিদ্রধি সকলের লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

অথ স্তনরোগ-চিকিৎসা।

শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাদ্
যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্।
আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং
তস্যাঃ স্তনৌ সততমেব হি নির্দুহীত॥

স্তনোত্থিত শোথে আম পচ্যমান ও পকাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পরন্তু স্তনদ্বয় হইতে সর্ব্বদাই দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে।

পিত্তঘ্নানি তু শীতানি দ্রব্যাণ্যত্র প্রযোজয়েৎ।
জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং ন স্তনাবুপনাহয়েৎ॥

স্তনরোগে শীতবীর্য্য পিত্তঘ্ন দ্রব্য প্রয়োগ এবং জলৌকাযোগে রক্তমোক্ষণ বিধেয়, কিন্তু স্তনদ্বয়ে কদাচ স্বেদ প্রদান করিবে না।

লেপো বিশালামূলেন হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্।
নিশাকনককল্কাভ্যাং লেপঃ প্রোক্তঃ স্তনার্ত্তিহা॥
(কনকস্তু ধুস্তুরস্তু পত্রমিতি ভাবমিশ্রঃ।)

রাখালশশার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্তনোত্থিত পীড়া এবং হরিদ্রা ও ধুতুরার কল্কের প্রলেপ দিলে স্তনরোগ নষ্ট হয়।

লেপো নিহন্তি মূলং বন্ধ্যাকর্কোটীভবং শীঘ্রম্।
নির্ব্বাপ্য তপ্তলৌহং সলিলে তদ্বা পিবেৎ তত্র॥

বন্ধ্যাকর্কোটীমূল পেষণ করিয়া লেপ দিলে অথবা প্রতপ্তলৌহ জলে ডুবাইয়া সেই জল পান করিলে স্তনরোগ নিবৃত্ত হয়।

কুক্কুরমেক্কামূলং চর্ব্বিতমাস্যে বিধারিতং জয়তি।
সপ্তাহাৎ স্তনকীলং স্তন্যৈকৈকাস্ততঃ কুরুতে॥

গোরক্ষচাকুলের মূল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্তন্যকীলক (স্তনবিদ্রধি) নষ্ট এবং স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

মূষিকবসয়া শূকরগজমহিষমাংসচূর্ণসংযুতয়া।
অভ্যঙ্গমর্দ্দনাভ্যাং কঠিনপীনস্তনোভবতঃ॥

শূকর, হস্তী, মহিষ, ইহাদের মাংস চূর্ণ ইন্দুরের বসা সহ মিশ্রিত করিয়া (প্রথম ঋতুকালে) অভ্যঙ্গ ও মর্দ্দন করিলে রমণীদের স্তনযুগল কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে।

মহিষীভবনবনীতং ব্যাধিবলোগ্রা তথৈব নাগবলা।
পিষ্ট্বা মর্দ্দনযোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে॥

মহিষী নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষচাকুলের মূল পেষণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে।

শ্রীপর্ণীতৈলম্।

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং তিলোদ্ভবম্।
তূলকেনৈব তৎ তৈলং স্তনস্যোপরি ধারয়েৎ।
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেতাঞ্চ পয়োধরৌ॥

গাম্ভারীর স্বরসে ও কল্কে যথারীতি তিল তৈল পাক করিবে। উক্ত তৈলে তূলা ভিজাইয়া স্তনদ্বয়ের উপর ধারণ করিলে পতিত স্তন উত্থিত হয়।

কাশীশাদ্যং তৈলম্।

কাশীশতুরগগন্ধাশাবরীগজপিপ্পলীবিপক্কেন।
তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তনকর্ণবরাঙ্গলিঙ্গানি॥

হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ জলে যথানিয়মে তিলতৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয়, কর্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষাঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভো-নস্যং কুর্য্যাৎ স্তনৌ স্থিরৌ॥

কামিনীগণ আদ্য ঋতুতে তণ্ডুলোদকের নস্য লইলে কদাপি স্তনদ্বয় পতিত হয় না।

গোমহিষাঘৃতসহিতং তৈলং শ্যামাকৃতাঞ্জলিবচাভিঃ।
সত্রিকটুনিশাভিঃ সিদ্ধং নস্যং স্তনোত্থাপনং পরম্॥

গব্যঘৃত ।॥০ সের, মাহিষঘৃত ।॥০ সের, তিলতৈল ।১ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, লজ্জাবতী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা; জল চতুর্গুণ; যথাবিধানে পাক করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা স্তন-উত্থাপনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অথ স্তন্যদুষ্টি-নিদানম্।

গুরুভির্ব্বিবিধৈরন্নৈর্দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতম্।
ক্ষীরং মাতুঃ কুমারস্য নানারোগায় কল্পতে॥
কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষিতম্।
কট্বম্ললবণং পীত-রাজীমৎ পিত্তসংজ্ঞিতম্॥
কফদুষ্টং ঘনং তোয়ে নিমজ্জতি সুপিচ্ছিলম্।
দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং বিদ্যাৎ সর্ব্বলিঙ্গং ত্রিদোষজম্॥
অদুষ্টঞ্চাম্বুনিক্ষিপ্তমেকীভবতি পাণ্ডুরম্।
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তৎ প্রশস্যতে॥

বিবিধ গুরুপাক অন্ন আহার হেতু দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া প্রসূতার স্তনদুগ্ধ দূষিত করিয়া স্তন্যপায়ী বালকের নানারোগ জন্মাইয়া থাকে।

বাতদূষিত স্তন্য, কষায়রস-বিশিষ্ট হয় এবং জলে ভাসে। পিত্তদুষ্ট স্তনদুগ্ধ কটু অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ, ঘন ও পিচ্ছিল, ইহা জলে ডুবিয়া যায়। দুই দোষের লক্ষণ দেখিলে দ্বিদোষজ ও তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে ত্রিদোষজ জানিবে।

যে দুগ্ধ জলে নিমগ্ন হইলে, জলের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুর, নির্ম্মল ও স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, তাহা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয়।

অথ স্তন্যদুষ্টি-চিকিৎসা।

বনকার্পাসিকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেণ বা।
বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্॥
দুগ্ধেন শালিতণ্ডুল-চূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ।
স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীর-সেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ॥

বনকার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ড মদ্যের সহিত পান করিলে স্তন্যবৃদ্ধি হয়। দুগ্ধপথ্যা হইয়া কামিনীগণ শালিতণ্ডুলের চূর্ণ দুগ্ধ সহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই স্তন্যবৃদ্ধি হইবে।

হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে।

হরিদ্রাদির (হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু) কাথ অথবা বচাদির (বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল) কাথ পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ।

বায়ুকর্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে দশমূলের কাথ রমণীদিগকে সেবন করিতে দিবে।

পিত্তদুষ্টেঽমৃতা-ভীরু-পটোলং নিম্বচন্দনম্।
ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ কাথয়িত্বা সশারিবম্॥
(সশারিবমিত্যত্র সপ্তকমিতি বা পাঠঃ)।

পিত্তকর্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ ধাত্রীকে (স্তন্যদাত্রীকে) ও শিশুকে সেবন করাইবে।

কফে বা ত্রিফলা মুস্তা ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্।
ভার্গীদারুবচাপাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ।
ধাত্রী স্তন্যবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী॥

কফকর্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে ত্রিফলা, মুত, চিরতা, কট্কী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ, ইহাদের কাথ ধাত্রীকে পান করাইবে এবং মুদ্গযূষ পথ্য দিবে।

প্রসঙ্গাদ্বিষয়ান্তরমাহ—

স্তনুকরোতি মধ্যং শীতং মথিতেন মাধবীমূলম্॥
শরবন্ধনস্থিতবন্ধনরজ্জ্বা সন্তাড়নাদ্ধি দয়িতেন।
নশ্যত্যবলাদ্বেষঃ পত্যৌ সহজঃ কৃতোঽথবা যোগৈঃ।
দক্ষেন তক্ষভক্ষং বিপ্রায়োৎপাট্য সিতবলামূলম্।
পুষ্যে কন্যাপিষ্টং দত্তমনিচ্ছাহারং ভক্ষ্যে॥

মাধবীলতার মূল ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কামিনীগণের মধ্য-দেশ (কটীদেশ) ক্ষীণ হয়। স্বামিকর্তৃক শরবন্ধন-রজ্জু দ্বারা বিতাড়িত হইলে কামিনীগণের স্বাভাবিক অথবা অন্যকৃত পতিবিদ্বেষ বিদূরিত হয়।

ব্রাহ্মণদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান করিয়া পুষ্যা-নক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল উৎপাটন করিবে। পরে সেই মূল ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত স্বামীকে সেবন করাইলে স্বামির বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

স্তন্যদুষ্টিতে বাতাদি দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক পথ্যাপথ্য এবং স্তনবিদ্রধি প্রভৃতি রোগে বিদ্রধি প্রভৃতি পীড়ার ন্যায় পথ্যাপথ্য বিধান করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্তনরোগাধিকারঃ।

অথ বালরোগাধিকারঃ।

অথ বালরোগ-নিদানম্।

বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ।
ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ॥
স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলাপিত্তরোগবান্।
তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্॥
কফদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্।
নিদ্রান্বিতো জড়ঃ শূন-বক্ত্রাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ॥
দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং রূপং সর্ব্বজে সর্ব্বলক্ষণম্।
শিশোস্তীব্রামতীব্রাঞ্চ রোদনাল্লক্ষয়েদ্রুজম্॥
কুকূণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামক্ষিবর্ত্মনি।
জায়তে তেন তন্নেত্রং কণ্ডুরঞ্চ স্রবেন্মুহুঃ॥
শিশুঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষি-কূটনাসাবঘর্ষণম্।
শক্তো নার্কপ্রভাং দ্রষ্টুং ন বর্ত্মোন্মীলনক্ষমঃ॥
মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাসাগ্নিসাদবমথু-তন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ॥
যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্।
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ যুঞ্জ্যাৎ তত্রাগ্নিদীপনম্॥
তালুমাংসে কফঃ ক্রুদ্ধঃ কুরুতে তালুকণ্টকম্।
তেন তালুপ্রদেশস্য নিম্নতা মূর্দ্ধ্নি জায়তে॥
তালুপাতঃ স্তনদ্বেষঃ কৃচ্ছ্রাৎ পানং শকৃদ্দ্রবম্।
তৃড়ক্ষিকণ্ঠাস্যরুজা গ্রীবাদুর্ব্বহতা বমিঃ॥
বিসর্পস্তু শিশোঃ প্রাণ-নাশনো বস্তিশীর্ষজঃ।
পদ্মবর্ণো মহাপদ্ম-নামা দোষত্রয়োদ্ভবঃ॥
শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াদ্বা গুদং ব্রজেৎ।
ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতে অজগল্ল্যহিপূতনে॥
অন্যাশ্চ ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে মহতাং যে পুরেরিতাঃ।
বালদেহেঽপি তে তদ্বদ্বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈঃ সদা॥
ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাৎ ত্রস্যতি রোদিতি।
নখৈর্দন্তৈর্দারয়তি ধাত্রীমাত্মানমেব বা॥
ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে দন্তান্ খাদেৎ কূজতি জৃম্ভতে।
ভ্রুবৌ ক্ষিপতি দন্তৌষ্ঠং ফেনং বমতি চাসকৃৎ॥
ক্ষামোঽতি নিশি জাগর্ত্তি শূনাক্ষো ভিন্নবিট্স্বরঃ।
মাংসশোণিতগন্ধিশ্চ ন চাশ্নাতি যথা পুরা।
সামান্যগ্রহজুষ্টানাং লক্ষণং সমুদাহৃতম্॥

শিশু, বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে বাত-রোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয় এবং তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গমনে কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে। পিত্ত-দুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্রসন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ উৎপন্ন হয়। কফ-দুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে, লালাস্রাব, শ্লৈষ্মিক পীড়া, নিদ্রা, জড়তা, দুধ্‌তোলা এবং মুখ ও চক্ষুর স্ফীততা হয়। দ্বিদোষ-দুষ্ট দুগ্ধপানে দুই দোষের এবং ত্রিদোষদুষ্ট দুগ্ধ পানে তিন দোষের লক্ষণ উপ-স্থিত হয়। বালকেরা কথা কহিয়া রোগের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব তাহাদের ক্রন্দন অনুসারে রোগের আধিক্য বা অল্পতা লক্ষ্য করিবে।

বিকৃত-দুগ্ধপান হেতু শিশুর চক্ষুর পাতায় কুকুণক (কোথ) নামক রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে নেত্রকণ্ডূ ও মুহুর্ম্মুহুঃ স্রাব হয়। বালক কপাল চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে, রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না।

গর্ভবতী জননীর স্তনদুগ্ধ অধিক পান করিলে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পারিগর্ভিক বা পরিভব; চলিত ভাষায় ইহাকে এঁড়েলাগা কহে। এই রোগে অগ্নিবৃদ্ধিকর ঔষধ প্রযোজ্য।

শিশুর তালুমাংসে কফ ক্রুদ্ধ হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে মস্তকের তালুপ্রদেশ বসিয়া যায় এবং অভ্যন্তর ভাগে তালুর অধঃপতন, স্তন্যপানে দ্বেষ ও অতিকষ্টে স্তন্যপান হয়। তদ্ব্যতীত তরল মলভেদ, পিপাসা, চক্ষু কণ্ঠ ও মুখে বেদনা, দুধ তোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শিশুদিগের মস্তকে ও বস্তি দেশে রক্তপদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নামক এক প্রকার সান্নিপাতিক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণ-নাশক। মস্তকজাত বিসর্প শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয়ে এবং হৃদয় হইতে গুহ্যে আইসে। এইরূপ বস্তিজাত বিসর্পও গুহ্যদেশে, গুহ্যদেশ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে গমন করে। শিশুদিগের অজগল্লী ও অহিপূতন নামে আর দুইটি রোগ হইয়া থাকে, উহাদের লক্ষণ ক্ষুদ্ররোগাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে জ্বরাদি যে সকল প্রবল ব্যাধি উল্লিখিত হইয়াছে, বালকদেহেও সেই সকল হইয়া থাকে, তাহাদের লক্ষণও তদ্বৎ।

শৌচভ্রংশাদি কারণে স্কন্দাদি নয় প্রকার গ্রহ বালকদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত নখাদি দ্বারা ধাত্রীকে বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, কখন দাঁত কিড়িমিড়ি করে, কখন কোঁতায়, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গ করে, কখন বা দন্ত ও ওষ্ঠ কামড়ায় এবং বারংবার ফেন বমন করে, অতি ক্ষীণ হয়, রাত্রিতে ঘুমায় না, তাহার চক্ষুঃ স্ফীত, মল ভাঙ্গা ও স্বর ভগ্ন হয়, গাত্র দিয়া রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় আর আহার করিতে পারে না। এই গুলি গ্রহপীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষণ।

অথ বালরোগ-চিকিৎসা।

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ॥
ক্ষীরপস্তৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ।
অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা॥

বালক ত্রিবিধ—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। দূষিত দুগ্ধান্নে বালকের পীড়া হয় এবং নির্দ্দোষ দুগ্ধান্নে বালকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। দুগ্ধজীবী বালকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ধাত্রীকে এবং দুগ্ধান্নজীবী বালকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে শিশুকে ও ধাত্রীকে আর অন্নভোজী বালকের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইলে কেবল মাত্র বালককে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নেষ্টং বিশোধনম্।
সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যস্তু ন নিবার্য্যতে॥

আবশ্যক বোধে ধাত্রীকে ইচ্ছামত লঙ্ঘন দেওয়াইতে পারা যায়, কিন্তু শিশুর পক্ষে লঙ্ঘনাদি অনিষ্টকর। বিশেষতঃ শিশুর অপর সমস্ত নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্তন্য কদাচ বারণ করিতে পারা যায় না।

সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা।
মৎস্যাক্ষকং শঙ্খপুষ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনম্।
অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা।
সহেমচূর্ণং কৈটর্য্যং শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু॥
চত্বারোঽভিহিতাঃ প্রাশা অর্দ্ধশ্লোকসমাপকাঃ।
কুমারাণাং বপুর্মেধা-বলপুষ্টিকরাঃ স্মৃতাঃ॥

কুড়, মধু, ঘৃত, বচ ও স্বর্ণভস্ম (১) সোমলতা, (কাহার মতে ব্রহ্মীশাক), শঙ্খপুষ্পী, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (২), অর্কপুষ্পী, বচ, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (৩), কট্‌ফল, শ্বেতদূর্ব্বা, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (৪), এই চারিটি যোগ যথা

নিয়মে বালককে লেহন করাইলে তাহার শরীর, বল, পুষ্টি ও মেধা বৃদ্ধি হয়।

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্লাতি তস্য সহৈব।
ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্॥

অল্পকালোৎপন্ন বালক স্তন্য পান না করিলে আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণ ঘৃত এবং মধুতে মিশ্রিত করিয়া বালকের জিহ্বায় ঘর্ষণ করিয়া দিলে স্তন্য পান করে।

স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদ্গুণং পিবেৎ।
হ্রস্বেন পঞ্চমূলেন স্থিরয়া বা সিতাযুতম্॥

স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্বল্প পঞ্চমূলের কিংবা শাল-পাণির সহিত গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি সংযুক্ত করিয়া বালককে সেবন করাইবে। ইহাও স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় গুণকারক।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥

বালকের নাভি উত্থিত হইলে (নাই উঠিলে) একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা দুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া সেই দুগ্ধসিক্ত উষ্মান্বিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে, তাহাতে নাভিশোথ প্রশমিত হইবে।

নাভিপাকে নিশালোধ্র-প্রিয়ঙ্গুমধুকৈঃ শৃতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্॥

বালকদের নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্কে তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে, অথবা উক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ পরিব্যাপ্ত করিবে।

ব্যোষশিবোগ্রারজনী-কল্কং বা পীতমথ পয়সা।
উষ্মং নিঃশেষং কুরুতে পটুতাং বালস্য চাত্যন্তম্॥

ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কল্ক দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বালকের কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা নিঃশেষিত হয় এবং বালকের শরীরের পটুতা জন্মে।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিশিখামূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্।
জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়ত্যহিতুণ্ডিকাং নিয়তম্॥

চন্দ্রগ্রহণ কালে মুক্তশিখ হইয়া (শিখা খুলিয়া) অপামার্গমূল উদ্ধৃত করত, তাহা বালকের কটীতে বা গলদেশে বন্ধন করিয়া দিবে। তদ্দ্বারা অহিতুণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ প্রশমিত হইবে।

সপ্তদলপুষ্পমরিচং পিষ্টং গোরোচনাসহিতম্।
পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলভক্তকৃতো দগ্ধপিষ্টকপ্রাশঃ॥

ছাতিমের পুষ্প, মরিচ ও গোরোচনা পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে অথবা পেষিত তণ্ডুল ও ভাত পত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশের দ্বারা বন্ধন ও তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেবন করাইলে অহিতুণ্ডিকা (এঁড়ে-লাগা) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অনামকে ঘুঘুরিকা-বৃক্ষাম্মরিচরোচনাঃ।
নবনীতঞ্চ সংমিশ্র্য পায়য়েৎ তদ্রোগনাশনম্॥

ঘুঘুরাকীটের বৃক্ক, মরিচ, গোরোচনা ও নবনীত, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের অনামক (নিনামা) রোগ বিনষ্ট হয়।

তৈলাক্তশিরস্তালুনি সপ্তদলার্কস্নুহীভবং ক্ষীরম্।
দত্বা রজনীচূর্ণে দত্তে নশ্যত্যনামকাখ্যঃ॥

বালকের মস্তকের তালু তৈলাক্ত করিয়া ছাতিম, আকন্দ ও সিজের আঠায় লিপ্ত করিবে, পরে হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিবে, এইরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা অনামক বিনষ্ট হয়।

লেহয়েচ্ছ শুনা বালং নবনীতেন লেপিতম্।
স্ফুটকপত্ররসেনোদ্বর্তনঞ্চ তদ্ধিতম্॥

বালকের গাত্রে নবনীত মাখাইয়া কুকুর দ্বারা লেহন করাইবে এবং পরে পুটকীপত্রের রস দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিয়া দিবে।

তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ চ শিখিদলরসস্য।
গব্যং পয়শ্চতুর্গুণমেবং দত্বা পচেৎ তৈলম্।
তেনাভ্যঙ্গঃ সততং রোগমনামকাখ্যমুপহরতি॥

তৈল ১ ভাগ, গোমূত্র ২ ভাগ, শিখীপত্র-রস ৩ ভাগ, গব্যদুগ্ধ ৪ ভাগ; একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে শিশুর অনামক রোগ প্রশমিত হয়।

আর্কতুলকমাষিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য।
স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিং তৈলাক্তকাম্॥
তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলোঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ।
কষ্টমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি চ॥

কেশুরের স্বরসে বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ডে আকন্দ তুলা ও মেষরোম রাখিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বর্ত্তি তৈলাক্ত এবং প্রজ্বালিত করিয়া অগ্নিতে যথা নিয়মে কজ্জল করিবে। এই কজ্জলের অঞ্জন দিলে শিশুদিগের অনামক বিনষ্ট হইবে এবং ভূতাবেশাদি দূরীভূত হইবে।

ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা চাস্য কনীয়সী॥

জ্বরাদি রোগে যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকদিগকেও সেই সেই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু মাত্রা অতি অল্প হওয়া আবশ্যক।

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজরক্তিকা।
অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ॥
একৈকাং বর্দ্ধয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ।
তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবদ্যোড়শাব্দিকা॥

একমাস বয়স্ক বালকের ঔষধের মাত্রা ১ রতি। তদূর্দ্ধ ১ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ ১ মাসে ১ রতি, ২ মাসে ২ রতি ইত্যাদি। মধু, দুগ্ধ, শর্করা ও ঘৃত ইহাদের সহিত অবলেহরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১ বৎসর বয়সের পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাষা করিয়া ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

ভদ্রমুস্তাদিঃ।

ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্ব-পটোলমধুকৈঃ কৃতঃ।
কাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ॥

নাগরমুতা, হরীতকী, নিম্ব, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে বালকদের জ্বর নিঃশেষে দূর হয়।

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-সিংহীশক্রযবৈঃ কৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু চাকুলে (নিশ্চলের মতে-বাসক) ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ পান করিলে শিশুর জ্বর ও অতিসার বিনষ্ট হয়। ইহা স্তন্যদোষনাশক।

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতকীবিল্বধন্যাক-লোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতিসারবান্তিজিৎ॥

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকের জ্বরাতীসার ও বমন নিবারিত হয়।

কর্কটাদিঃ।

কর্কটাতিবিষাশুণ্ঠী-ধাতকীবিল্ববালকম্।
মুস্তং মজ্জা চ কোলস্য মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্।
ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পঞ্চারুজং তথা॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা, কুলের আঁটির মজ্জা, ইহাদের সমভাগচূর্ণ মধু সহ বালককে অবলেহন করাইলে জ্বর, অতীসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী, বমন, রক্তস্রাব, কাস, শ্বাস ও পঞ্চারুজ রোগ নিবারিত হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকা।

ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গী-চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমীহরম্॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতীসার, শ্বাস, কাস ও বমন দূরীভূত হয়।

রজন্যাদিচূর্ণম্।

রজনী দারু সরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা॥
গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্তিং সকামলাম্।
জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগজিৎ॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, শুলফা এই সমুদায় চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে গ্রহণীর কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং জ্বরাতীসার ও পাণ্ডু প্রভৃতি যাবতীয় বালরোগ বিনষ্ট হয়।

মিষিকৃষ্ণাঞ্জনং লাজা-শৃঙ্গীমরিচমাক্ষিকৈঃ।
লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥

মৌরি, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে বালকের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য
লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্।
কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং
সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ, ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে অথবা একমাত্র আতইচ চূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে শিশুদের কাস, জ্বর ও ছর্দ্দি রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলীমরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

পিপুল ও মরিচচূর্ণ, চিনি মধু ও ছোলঙ্গ লেবুর রস সহ সেবন করাইলে বালকের হিক্কা ও বমন রোগ নিবারিত হয়।

পীতং পীতং বমেদ্যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা।
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ॥

যে শিশু স্তন্যপান করিয়া বমন করিতে থাকে, তাহাকে বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস অথবা পঞ্চকোল চূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে।

আম্রাস্থিলাজসিন্ধূত্থৈর্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ॥

আমের আঁটির মজ্জা, খৈ ও সৈন্ধব একত্র মধু সহ লেহন করিলে বমন নিবারিত হয়।

পেটাপাঠামূলাজ্জম্ব্বাঃ সহকারবল্কলতঃ কল্কঃ।
ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডো বিধৃতো হৃন্নাভিতাল্বাদৌ॥
ছর্দ্দ্যতিসারজবেগং প্রবলং ধত্তে তদেব নিয়মেন॥

পেটারীমূল, আকনাদিমূল, জামছাল, আমছাল এই সমুদায় পেষণ করিয়া প্রত্যেককে এক একটী পিণ্ডাকার করিবে, এই পিণ্ড সকল হৃদয়ে, নাভিতে, হাত-পায়ের ও মস্তকের তালুতে ধারণ করিবে। ইহাতে বমন ও অতীসারের প্রবল বেগ নিরাকৃত হয়।

স্তন্যপস্য কুমারস্য সর্ব্বস্যামাতিসারিণঃ।
ধাত্রীং বিলঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া।
পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিকং প্রযোজয়েৎ॥

আমাতীসারগ্রস্ত স্তন্যপায়ী শিশুর ধাত্রীকে দোষাদির বলাবল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন দিবে, অথবা পঞ্চকোলসিদ্ধ পেয়াদি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষীরাদস্য শিশোরামং শুষ্কং দৃষ্ট্বা তু দারুণম্।
নাসদ্যূষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥

স্তন্যপায়ী শিশুর আমাতিসার শুষ্ক হইলে ধাত্রীকে পিপুলচূর্ণ সহ মাসকলায়ের যূষ সেবন করিতে দিবে।

পত্রৈর্বদরচাঙ্গেরী-কাকমাচীকপিত্থজৈঃ।
শিশো রথ্যাতীসার-নাশনং মূর্দ্ধলেপনম্॥

কুল, আমরুল, কাকমাচা, কয়েৎবেল ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিশুদের বমন ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্মং বয়ঃস্থা কচ্ছুরা তথা।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদতীসারবিনাশিনী॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শূকশিম্বীমূল ইহাদের কল্ক সহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কল্কঃ প্রিয়ঙ্গুকোলাস্থি-মধ্যমুস্তরসাঞ্জনৈঃ।
ক্ষৌদ্রলীঢ়ঃ কুমারস্য ছর্দ্দিতৃষ্ণাতিসারনুৎ॥
মোচরসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতিসারনাশিনী॥

প্রিয়ঙ্গু, কুল আঁটির মজ্জা, মুতা ও রসাঞ্জন ইহাদের কল্ক মধুর সহিত লেহন করাইলে

বালকদের বমন, পিপাসা ও অতীসার নিবৃত্ত হয়। মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্ম-কেশর ইহাদের কল্ক সহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

লেহস্তৈলসিতাক্ষৌদ্র-তিলযষ্ট্যাহ্বকল্কিতঃ।
বালস্য রুদ্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবপ্রবাহিকাম্॥

তিল ও যষ্টিমধুর কল্কে তিলতৈল, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে বালক-দিগের রক্তাতিসার (রক্ত আমাশয়) দূরীভূত হইয়া থাকে।

লাজা সযষ্টিমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রমেব চ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্॥

খৈচূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, চিনি ও মধু এই সমুদায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করাইলে বালকদিগের প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

অঙ্কোঠমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজমূলং বা।
পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্॥

আঁকোড় গাছের অথবা বটের মূল পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে বালকের দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়।

সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্।
হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা॥
মরিচমহৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ।
গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু॥

শ্বেতজীরা ও ধুনা চূর্ণ বিল্বপত্রের রসের সহিত, অথবা শ্বেতধুনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে, বালকদিগের আমরক্তজনিত বেদনা নিবারিত হয়। মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য গুড় ও তক্রের সহিত পান করিলে শিশু-দিগের গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিল্বশক্রাম্বুমোচাব্দ-সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ।
সমাংসরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাৎ ত্রিরাত্রতঃ॥

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুতা এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ⁄।০ পোয়া ও জল ⁄১ সের, শেষ দুগ্ধমাত্র অর্থাৎ ⁄।০ পোয়া। ইহা পান করিলে তিনদিনে বালকের মাংস ও রক্ত সংযুক্ত গ্রহণী রোগ নিবারিত হয়।

তদ্বদজাক্ষীরসমো জম্বুত্বগুদ্ভবো রসঃ॥

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলেও পূর্ব্ববৎ গুণ দর্শে।

গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥

শিশুদিগের গুহ্যদেশ পাকিলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে। ইহাতে রসাঞ্জনের প্রলেপ ও রসাঞ্জন পান বিশেষ হিতকর।

আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচোদায় চূর্ণয়েৎ।
মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসারবিনাশনম্॥

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে বালক-দিগের অতিসার বিনষ্ট হয়।

কণোষণসিতাক্ষৌদ্র-সূক্ষ্মৈলাসৈন্ধবৈঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রযোক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব ইহাদের লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

ঘৃতেন সিন্ধুবিশ্বৈলা-হিঙ্গুভার্গীরজো লিহন্।
আনাহং বাতিকং শূলং জয়েৎ তোয়েন বা শিশুঃ॥

সৈন্ধব, শেলশুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু, বামুন-হাটী ইহাদের চূর্ণ ঘৃত সহ লেহন করাইলে, অথবা জলের সহিত পান করাইলে বালক-দিগের আনাহ ও বাতিকশূল নিবারিত হয়।

হরীতকীবচাকুষ্ঠং কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্।
পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ॥

হরীতকী, বচ ও কুড় ইহাদের কল্ক মধু-যুক্ত করিয়া স্তনদুগ্ধের সহিত পান করাইলে বালকগণ তালুপাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়োরজঃ।
গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্॥
(আম্রসার আম্রসদৃশপত্রঃ স্বনামখ্যাতঃ। অন্যে তু আম্রফলাস্থিমজ্জেত্যাহুঃ। চক্রটীকা)।

শিশুদের মুখপাকে আম্রসার, লৌহচূর্ণ, গেরিমাটী ও রসাঞ্জন এই সমুদায় মধু সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

অশ্বত্থত্বগ্দলক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্।
দার্ব্বীযষ্টাভয়াজাতী-পত্রক্ষৌদ্রৈস্তথাপরম্॥

অশ্বত্থ বল্কল ও পত্র পেষণ করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে অথবা দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র পেষণ করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে বালকদের মুখপাক নিবারিত হইয়া থাকে।

সহ জম্বীররসেন মৃদ্গদনরসনস্যং সদ্যঃ।
কৃতমুপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চ স্থৈব॥
(জম্বীরঃ পর্ণাসভেদঃ)।

পুটপাকবিধানে ক্ষুদ্রতুলসীরস ও সিজ পত্ররস একত্র করিয়া মুখপাকে ঘর্ষণ করিলে সত্বরই শিশুদের মুখপাক বিনষ্ট হয়।

লাবতিত্তিরিবল্লুর-রজঃ পুষ্পরসান্বিতম্।
দন্তং করোতি বালানাং দন্তকেশরবন্মুখম্॥

লাব ও তিত্তিরি পক্ষির মাংসচূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দন্তের মাড়ি অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিলে অতি সুন্দর দন্ত উদ্ভিন্ন হয়।

দন্তোদ্ভেদোত্থরোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ॥

দন্তোদ্ভেদ কালীন বালকদের যে সমস্ত রোগ হয়, তন্নিবারণার্থ বালকদিগকে আহারাদি বিষয়ে কোন রকম যন্ত্রণা দেওয়া বিধেয় নহে, যেহেতু দন্তোদ্ভেদ হইলে ঐ সকল রোগ স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীকষায়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্।
সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥
(অত্র ক্বাথাৎ পাদিকং ঘৃতমষ্টমাংশং বেতি চক্রটীকা)।

মহৎ পঞ্চমূলের কাথ ।১ সের, দুগ্ধ ।৷০ এক পোয়া, ঘৃত ৵০ পোয়া (বা ২ তোলা) একত্র করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহাতে যথোচিত শুঁঠচূর্ণ ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া যথামাত্রায় বালককে পান করাইলে হিক্কা রোগ নষ্ট হয়।

সুবর্ণ-গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়্বা সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ॥

অত্যন্ত লোহিতবর্ণ গেরিমাটীচূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে হিক্কা-রোগে পীড়িত বালক সত্বর সুখলাভ করে।

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি।
চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ।
শ্বাসং কাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ॥
(সর্ব্বেবিন্ধে বাতে কফেহয়ং যোগঃ)।

চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষকর্কটী এই সমুদায়ের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহ পান করাইলে বালকদের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাযাসাভয়াকৃষ্ণা-চূর্ণং সক্ষৌদ্রসর্পিষা।
লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা॥

দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ লেহন করাইলে বালকদের কাস, শ্বাস, হিক্কা ও তমকশ্বাস সত্বর প্রশমিত হয়।

পুষ্করাদিচূর্ণম্।

পুষ্করাতিবিষাশৃঙ্গী-মাগধীধন্বযাসকৈঃ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ॥

কুড়, আতইচ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করাইলে বালকদের পঞ্চপ্রকার কাস নিবারিত হয়।

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্র-লীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্॥

দাড়িমের বীজ, জীরা ও নাগকেশর ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধু সহ লেহন করাইলে বালকদের পিপাসার শান্তি হয়।

মায়ূরপক্ষভস্মব্যুষিতং জলং তেন ভাবিতং পেয়ম্।
তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠভস্মজলং কৃষ্ণশোষজিদ্ধৃতং বক্তে॥

এক পল ময়ূর-পক্ষভস্ম ৬ পল জলে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া পর্য্যুষিত করিবে। পরে সেই জলে ষষ্ঠাংশ বটকাষ্ঠভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া ও বারংবার ছাঁকিয়া সেই জল পান বা মুখে ধারণ করাইলে পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বীমুস্তকগৈরিকৈঃ।
বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রাময়াপহম্॥

দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটী ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে বালকের চক্ষুরোগ ভাল হয়।

মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোহথ রসাঞ্জনম্।
বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ॥

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। মধু সহ ঘর্ষণ করিয়া এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে বালকদের সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

মাতুঃ স্তন্যকটুস্নেহ-কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ।
স্বেদাদ্দীপশিখোত্তপ্তো নেত্রাময়মলক্তকঃ॥

মাতার স্তনদুগ্ধ, কটুতৈল ও কাঞ্জিক ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা সপ্তাহকাল যথাক্রমে একখানা আল্‌তা ভাবনা দিয়া ও দীপশিখায় উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুতে স্বেদ দিলে বালকদের চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

শুণ্ঠীভৃঙ্গনিশাকল্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ।
কুকূণকেঽক্ষিরোগেষু ভদ্রমাশ্চ্যোতনং হিতম্॥

শুঁঠ, ভৃঙ্গরাজ ও হরিদ্রা প্রত্যেক ।০ আনা, সৈন্ধব ৫ রতি; একত্র মর্দ্দন করিয়া তুষাগ্নিতে পুটপাক-বিধানে পাক করিবে। পরে একখানা বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া চক্ষুতে আশ্চ্যোতন করিবে। তাহাতে কুকূণক ও অন্যান্য নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘ্নালশিলাদার্ব্বী-লাক্ষাকাঞ্চনগৈরিকৈঃ।
চূর্ণাঞ্জনং কুকূণে স্যাচ্ছিশূনাং পোথকীষু চ।
সুদর্শনামূলচূর্ণাদঞ্জনং স্যাৎ কুকূণকে॥
(কুকূলক ইতি পাঠে কুকূলকস্তুষাগ্নিঃ, এতস্মিন্ পুটপাক ইত্যর্থঃ। চক্রটীকা।)

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ শলাকা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বালকদের কুকূণক ও পোথকী রোগ বিনষ্ট হয়। সুদর্শনামূল চূর্ণের অঞ্জন দিলেও কুকূণক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গৃহধূমনিশাকুষ্ঠ-রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ।
লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাঃ॥

গৃহঝুল, হরিদ্রা, কুড়, শ্বেতসর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শিশুদের সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয়।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং
জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ।
ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ
বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী ইহাদের ক্বাথ কিংবা অবলেহ মধু সহ সেবন করাইলে বালকদের অতীসার উপশমিত হয়।

সমঙ্গাধাতকীলোধ্র-শারিবাভিঃ শৃতং জলম্।
দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ইহাদের ক্বাথ মধু সহ পান করাইলে বালকদের দুর্নিবার অতীসার নিবারিত হয়।

নাগরাতিবিষামুস্ত-বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ প্রভাতে পান করাইলে বালকের সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়।

বিল্বচূতকষায়েণ লাজাশ্চৈব সশর্করাঃ।
আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশিনীঃ॥

বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির মজ্জার অর্দ্ধশৃত ক্বাথে চিনি ও খৈ আলোড়ন করিয়া বালককে পান করাইলে বমন ও অতীসার নিবৃত্ত হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-হরিদ্রাক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষতবীসর্পবিস্ফোট-জ্বরাণাং শান্তয়ে শিশোঃ॥

পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিম্ব ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ পান করাইলে বালকদের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয়।

সারিবাদিঃ।

সারিবাতিললোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ।
সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা॥

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মুখ প্রক্ষালন করাইলে বালকদের মুখ-স্রাব (লালপড়া) নিবারিত হয়।

দুষ্টমন্নাদিভির্দুষ্টং স্তন্যং সংপিবতঃ শিশোঃ।
যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি॥
তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ।
ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ।
হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ব্রণঃ পশ্চারুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

কুৎসিত অন্নাদি ভোজন দ্বারা বিকৃত মাতৃস্তন্য পান করিলে শিশুর দেহস্থ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা ঐ স্থানে জোঁকের উদরসদৃশ ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে দাহ, উত্তাপ ও প্রবল জ্বর হয় এবং মল, হরিত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পশ্চারুজ। ইহা অতি কষ্টদায়ক।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ।
পশ্চারুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে॥

পশ্চারুজ রোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খপুষ্পী ইহাদের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত।

লবঙ্গ-চতুঃসমম্।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ
জীরঞ্চ টঙ্কণযুতং চয়কৈঃ প্রযুক্তম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
সামাতিসারমখিলং শুরু হন্তি শূলম্॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়।

দাড়িম্ব চতুঃসমম্।

এতদ্দ্রব্যচতুষ্কঞ্চেদ্ দাড়িমীফলমধ্যগম্।
পুটপকং পয়ঃপিষ্টং তদ্ দাড়িম্বচতুঃসমম্॥
(পয়োঽত্র চ্ছাগ্যাঃ, তস্যাতিসারনাশকত্বাৎ। পয়ঃ-শব্দোঽত্র জলবাচকমিতি কেচিৎ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিদ্রব্য দাড়িমফলের মধ্যে পূরিয়া ও তাহা পুটপক করিয়া ছাগদুগ্ধে কিংবা জলে পেষণ করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা বয়স, অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া ॥০ রতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

বালকুটজাবলেহঃ।

মূলত্বচং বৎসকস্য পলমেকং সুকুট্টিতম্।
অষ্টভাগং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
অতিবিষা চ পাঠা চ জীরকং বিল্বমেব চ।
আম্রাস্থি শতপুষ্পা চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
জাতীফলঞ্চ সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তত্র যত্নতঃ।
বালানামামশূলঘ্নো রক্তস্রাবং সুদারুণম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং জয়েদেতন্ন সংশয়ঃ॥

কুড়্চিমূলের ছাল ৮ তোলা, জল ⁄১ সের, শেষ ⁄।০ পোয়া। আতইচ, আক্‌নাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শস্য, শুল্‌ফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল প্রত্যেক চূর্ণ।০ আনা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে শিশুদিগের আমশূল ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

শিবামোদকম্।

শিবা তামলকী মূর্ব্বা শতপুষ্পা নিশাদ্বয়ম্।
আত্মগুপ্তা বলা বিল্বং দেবপুষ্পং শতাবরী॥
মুরা মধুরিকা মাংসী বিদারী বিশ্বভেষজম্।
অনন্তামলকী শ্যামা ভার্গী করিকণা কণা॥

চাতুর্জ্জাতং চতুর্বীজং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
মুশলী বাজিগন্ধা চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি দ্রাক্ষা সর্ব্বসমা মতা।
সিতা দ্রাক্ষাসমা চৈবেতেতানি মধুনা সহ॥
সংমর্দ্দ্য মোদকান্ কৃত্বা মাষকপ্রমিতান্ ভিষক্।
একৈকমেষাং পয়সা প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ॥
বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নং পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্।
পরং বহ্নিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং গ্রহদোষহৃৎ॥
ভগবত্যৈ সমুদিতং শিবায়ৈ লোকমঙ্গলম্।
এতন্মোদকমীশেন যুগে ভগবতা কৃতে॥

হরীতকী, ভূঁইআমলা, মুর্ব্বামূল, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশীবীজ, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরি, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুঁঠ, অনন্তমূল, আমলকী, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, চন্দ্রশূর (হালিম), কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি। এই সমুদায় মধুর সহিত মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত এক এক মাত্রা সেব্য। ইহা সেবনে বালকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট, শরীর পুষ্ট, বল বর্দ্ধিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ইহা মেধ্য, আয়ুষ্য ও গ্রহদোষনাশক।

দন্তোদ্ভেদগদান্তকঃ।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
অজমোদাযমানীভ্যাং নিশয়া মধুকেন চ॥
দারুদার্ব্বীবিড়ঙ্গৈলা-নাগকেশরনীরদৈঃ।
শটীশৃঙ্গীবিড়ৈর্ব্যোম্না শঙ্খায়োহেমমাক্ষিকৈঃ॥
বিধায় পয়সা পিষ্টৈর্বটিকা বল্লসম্মিতাঃ।
দন্তঘর্ষেঽভ্যবহৃতৌ যোজয়েচ্চ প্রয়োগবিৎ॥
প্রয়োগাদস্য দন্তানাং ত্বরয়োদ্গমতো গদাঃ।
জ্বরাক্ষেপাতিসারাদ্যা নিবর্ত্তন্তে ন সংশয়ঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিট্‌লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগে ইহাদিগের চূর্ণ জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে বালকদিগের দন্তোদ্গমজনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয়।

কুমারকল্যাণো রসঃ।

সিন্দূরং মৌক্তিকং হেম ব্যোমায়ো হেমমাক্ষিকম্।
কন্যাতোয়েন সংমর্দ্দ্য কুর্য্যান্মুদ্গমিতা বটীঃ॥
বটিকাং বটিকার্দ্ধং বা বয়োঽবস্থাং বিবিচ্য চ।
ক্ষীরেণ সিতয়া সার্দ্ধং বালেষু বিনিযোজয়েৎ॥
কুমারাণাং জ্বরং শ্বাসং বমনং পারিগর্ভিকম্।
গ্রহদোষাংশ্চ নিখিলান্ স্তন্যস্যাগ্রহণং তথা॥
কার্শ্যমামাতিসারঞ্চ কৃশত্বং বহ্নিবৈকৃতম্।
রসঃ কুমারকল্যাণো নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

সিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। বয়স ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক বটী কিংবা অর্দ্ধবটী দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কুমারদিগের জ্বর, শ্বাস, বমন, পারিগর্ভিক রোগ (এঁড়েলাগা), স্তন্যাগ্রহণ, অতিসার, কার্শ্য ও অগ্নিবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বালরোগান্তকো রসঃ।

(রামেশ্বররসঃ।)

ভাগং সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্।
স্বর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধভাগং বিনিক্ষিপেৎ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে দৃঢ়ে নবে।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবম্।
স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ।
সূর্য্যাবর্ত্তকশালিঞ্চ-ভেকপর্ণীরসং তথা॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচসম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
শুষ্কাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥

প্রমাণং সর্ষপস্যৈব বালানাং বিনিযোজয়েৎ।
হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ।
শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতোঽয়ং মহারসঃ॥

পারা, গন্ধক প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা। উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, চড়্চুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ি এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর, আম ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৴৪ সের, দুগ্ধ ১ মণ। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা ৴১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের দেহ পুষ্ট ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বালচাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিশ্ছাগক্ষীরসমে পচেৎ।
কপিত্থব্যোষসিন্ধূত্থ-সমঙ্গোৎপলবালকৈঃ॥
সবিল্বধাতকীমোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ।
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ॥

অজাক্ষীরচাঙ্গেরীস্বরসৌ ঘৃতাদ্দ্বিগুণৌ, পাকাসাধনত্বেন চতুর্গুণদ্রবস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ ইতি শিবদাসঃ।

ঘৃত ৴৪ সের, আমরুলের রস ৴৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৴৮ সের। কল্কার্থ—কয়েৎবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, নীলোৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস মিলিত ৴১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়।

অষ্টমঙ্গলঘৃতম্।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি চ।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥
ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ।
প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড়, ব্রাহ্মী, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপ্পলী মিলিত ৴১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই ঘৃত পানে পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি নানাবিধ দৈব উৎপাত নিবারিত হইয়া বালকের বুদ্ধি ও মেধা প্রভৃতি সংবর্দ্ধিত হয়।

কুমারকল্যাণঘৃতম্।

শঙ্খপুষ্পী বচা ব্রাহ্মী কুষ্ঠং ত্রিফলয়া সহ।
দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীবকং বলা॥
শটী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসা স্থিরা।
মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী॥
এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কষায়ে কণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে॥
এতৎ কুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্।
বলবর্ণকরং ধন্যমগ্নিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥
ছায়াসর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী-ক্রিমিদন্তগদাপহম্।
সর্ব্ববালাময়হরং দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—কণ্টকারী ৴৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীবক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুতা, পুষ্করমূল, ছোট এলাইচ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা পানে বালকের দেহের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি, বলের বৃদ্ধি এবং দন্তোদ্ভেদ-জনিত পীড়াব ও অন্যান্য ব্যাধির প্রশান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্।

পিপ্পলীধাতকীপুষ্প-ধাত্রীফলকশেরুভিঃ।
বচামূর্ব্বামৃতাপাঠা-কটুকাতিবিষান্বিতৈঃ॥
জীবনীয়ৈর্ঘৃতং সিদ্ধং শস্তং দশনজন্মনি।
সুখোপেন যথামাত্রং পয়সৈতৎ প্রপায়য়েৎ॥

ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, ধাইফুল, আমলকী, কেশুর, বচ, মূর্ব্বামূল, শুলঞ্চ, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ৴১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঘৃত, দন্তোদ্গম-কালে শিশুদিগকে পান করাইলে দন্তোদ্ভেদ-জনিত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়।

কণ্টকারীঘৃতম্।

কণ্টকার্য্যা বৃহত্যাশ্চ ভার্গীবাসকয়োরপি।
স্বরসেন তথা ছাগী-ক্ষীরেণ বিপচেদ্ ঘৃতম্॥
কল্কৈঃ করিকণা-কৃষ্ণা-মরিচৈর্ম্মধুকেন চ।
বচাগ্রন্থিকমাংসীভিশ্চব্যাচিত্রকচন্দনৈঃ॥
মুস্তামৃতামলয়জৈর্যমান্যা জীরকেণ চ।
বলাবিশ্বৌষধাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষাদাড়িমদারুভিঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যঃ শিশূনাং শ্বাসকাসহৃৎ।
জ্বরারোচকশূলঘ্নং কফনুদ্ বলবহ্নিকৃৎ॥

ঘৃত ৴৪ সের। কণ্টকারী, বৃহতী, বামুনহাটী ও বাসকছাল ইহাদের স্বরস প্রত্যেক ৴৪ সের। ছাগীদুগ্ধ ৴৪ সের। কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, চৈ, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, শুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমফলের ত্বক্ ও দেবদারু মিলিত ৴১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ বালকদিগকে পান করিতে দিবে। ইহাতে শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, শূল ও কফ প্রভৃতি নষ্ট এবং বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্।
রাস্নাচন্দনকুষ্ঠাব্দ-বাজিগন্ধানিশাযুগৈঃ॥
শতাহ্বাদারুযষ্ট্যাহ্ব-মূর্ব্বাতিক্তাহরেণুভিঃ।
বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ॥

তিলতৈল ৴৪ সের, লাক্ষার কাথ ৴৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, রেণুক মিলিত ৴১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদির উপশম ও বলের বৃদ্ধি হয়।

ব্যাঘ্রী-তৈলম্।

ব্যাঘ্রীবাসকবিল্বানাং কেশরাজস্য চাম্বুনা।
কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্ম্মুস্তমোচরসাঞ্জনৈঃ॥
শতাহ্বাদারুযষ্ট্যাহ্ব-বলারাস্নানিশাযুগৈঃ।
চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-প্রিয়ঙ্গূৎপলকেশরৈঃ॥
শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণী-চাতুর্জ্জাতকবালকৈঃ।
মৃদঃ পাত্রে পচেৎ তৈলমরিষ্টেন্ধনবহ্নিনা॥
শ্বাসং কাসঞ্চ বালানাং জ্বরং বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্।
ব্যাঘ্রীতৈলমিদং হন্যাৎ ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি॥

তিলতৈল ৴৪ সের। কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল ও কেশুরিয়া ইহাদের প্রত্যেকের রস ৴৪ সের, কাঁজি ৴৪ সের। কল্কার্থ—মুতা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, পদ্মকেশর, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা মিলিত ৴১ সের। নিমকাষ্ঠের অগ্নিতে মৃত্তিকাপাত্রে এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া তাহা মর্দ্দন করিলে জ্বর, অগ্নিবিকৃতি, ত্বগ্‌রোগ, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শঙ্খপুষ্পী-তৈলম্।

শঙ্খপুষ্পীমহানিম্ব-বাসানামর্জ্জুনস্য চ।
স্বরসেনারনালেন লাক্ষাতোয়েন মস্তুনা॥
কল্কৈশ্চ দাড়িমীদারু-নিশাযুগফলত্রিকৈঃ।
চন্দনোশীরবালৈশ্চ শ্রীখণ্ডমধুকাম্বুদৈঃ॥
শ্যামাশৈবালশেফালী-রক্তোৎপলরসাঞ্জনৈঃ।
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈঃ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥
প্রয়োগাদস্য নশ্যন্তি বালানামখিলা গদাঃ।
কান্তির্মেধা ধৃতিঃ পুষ্টির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ॥

কল্যাণায় কুমারাণাং কপর্দ্দী করুণাকরঃ।
সসর্জ্জেদং শঙ্খপুষ্পী-তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল চারি /৪ সের। শঙ্খপুষ্পী, ঘোড়ানিম, বাসক ও অর্জ্জুন ইহাদের রস বা কাথ প্রত্যেক /৪ সের। কাঁজি /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, দধির মাত /৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমফলের ত্বক্, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, মুতা, শ্যামালতা, শৈবাল, শেফালিকা-ছাল, রক্তোৎপলের মূল ও রসাঞ্জন মিলিত /১ সের। পরিশেষে গন্ধপাক করিবে। ইহাতে বালকদিগের সমস্ত পীড়া বিনষ্ট এবং কান্তি, মেধা ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

অরবিন্দাসবঃ।

অরবিন্দমুশীরঞ্চ কাশ্মর্য্যং নীলমুৎপলম্।
মঞ্জিষ্ঠৈলাবলামাংসীরম্বুদং শারিবাং শিবাম্॥
বিভীতকবচাধাত্রীঃ শঠীং শ্যামাং সনীলিনীম্।
পটোলং পর্পটং পার্থং মধুকং মধুকং মুরাম্॥
পলমানেন সংগৃহ্য দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ॥
শর্করায়াস্তুলাং তত্র তুলার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
মাসং স স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে॥
বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নো বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনঃ।
অরবিন্দাসবঃ প্রোক্ত আয়ুষ্যো গ্রহদোষহৃৎ॥

পদ্ম, বেণার মূল, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, এলাইচ, বেড়েলা, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলকী, শঠী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, অর্জ্জুন ছাল, মৌলফল, যষ্টিমধু ও মুরামাংসী প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু /৬।০ সের, জল ।২৮ সের। এই সমুদায় আবৃত মৃত্তিকাপাত্রে এক মাস রাখিয়া কল্ক গুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহাতে বালকদের নানা রোগের শান্তি এবং বল পুষ্টি, অগ্নি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহা গ্রহদোষবিনাশক।

সর্ব্বৌষধিস্নানম্।

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্।
শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥
সর্ব্বৌষধজলৈর্ন্না স্নানং বালানাং গদনাশনম্।
গ্রহরক্ষাপ্রশমনমায়ুষ্যং কান্তিবর্দ্ধনম্॥

মুরামাংসী (একাঙ্গী), জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুতা এই কয়েকটি দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ বলে। সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাইলে বালকের ব্যাধিনিবৃত্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও লাবণ্যোৎপত্তি হয়।

অথ পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ নৃণামুক্তং জ্বরাদিষু।
তত্তদ্বিধেয়মৌচিত্যাদ্বালানাং তেষু জানতা॥
পূর্ব্বং পথ্যমপথ্যঞ্চ মন্দাগ্নৌ যৎ প্রকীর্ত্তিতম্।
উচিতং তে ভবেতাং হি বালানাং পারিগর্ভিকে॥
আগন্তূন্মাদিনাং পথ্যমপথ্যঞ্চ যদীরিতম্।
উচিতং তদ্ যোজয়েৎ তত্তদ্ গ্রহরোগিষু॥

মানবগণের জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, বালকেরও জ্বর অতিসার প্রভৃতি সমস্ত রোগে জ্ঞানী বৈদ্য সেই সেই পথ্য ও অপথ্য উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। বালকের পারিগর্ভিক রোগ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্দাগ্নি-অধিকারোক্ত পথ্যাপথ্য উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। গ্রহদুষ্ট বালকগণকে আগন্তুক উন্মাদোক্ত পথ্য ও অপথ্য উচিত মাত্রায় প্রযোজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বালরোগাধিকারঃ।

অথ বিষাধিকারঃ।

অথ বিষ-নিদানম্।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
মূলাদ্যাত্মকমাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদিসম্ভবম্॥
নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণম্।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ জঙ্গমং কুরুতে বিষম্॥
স্থাবরন্তু জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্।
ফেনচ্ছর্দ্যারুচিশ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষম্॥

বিষ দুই প্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। মূলাদি বিষকে স্থাবর এবং সর্পাদিসম্ভূত বিষকে জঙ্গম বিষ বলা যায়।

নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার এইগুলি জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য।

স্থাবর বিষে সামান্যতঃ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা—জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলবেদনা, ফেনবমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা।

অথ বিষ-চিকিৎসা।

স্থাবরেণ বিষেণার্ত্তং নরং যত্নেন বাময়েৎ।
বমনেন সমং নাস্তি যতস্তস্য চিকিৎসিতম্॥
বিষমত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ কথিতং যতঃ।
অতঃ সর্ব্ববিষেষুক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ॥
ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাদ্ বিশেষেণ বিষং পিত্তং প্রকোপয়েৎ।
বমিতং সেচয়েৎ তস্মাচ্ছীতলেন জলেন চ॥
পায়য়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং বিষঘ্নং ভেষজং দ্রুতম্।
ভোক্তুমম্লরসং দদ্যাৎ সিতয়া চ সমন্বিতম্॥

স্থাবর বিষে পীড়িত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। বমনের মত বিষ-নিবারক চিকিৎসা আর দ্বিতীয় নাই। বিষ স্বভাবতঃ অতি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, অতএব সর্ব্বত্র শীতল পরিষেক কর্ত্তব্য। বিষ উষ্ণতা এবং তীক্ষ্ণতাগুণ দ্বারা পিত্তকে প্রকুপিত করে, অতএব বমনান্তে শীতল জলের পরিষেক করিবে। বিষার্ত্ত রোগিকে ঘৃত ও মধুর সহিত বিষঘ্ন ঔষধ শীঘ্র সেবন করাইবে এবং চিনিসংযুক্ত অম্লরস খাইতে দিবে।

যস্য যস্য চ দোষস্য পশ্যেল্লিঙ্গানি ভূরিশঃ।
তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্ বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্॥

বিষার্ত্ত রোগির বাতাদি যে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দোষের বিপরীত গুণান্বিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ।
দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে॥
ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্।
দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে॥

সর্প যদি হস্তে বা পদে দংশন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুল উর্দ্ধে রজ্জু বা বস্ত্রাদি দ্বারা তাহা বান্ধিবে। তাহাতে বিষ দেহব্যাপী হইতে পারিবে না। যে স্থানে তাহা বান্ধিবার উপায় নাই, তথায় দষ্টস্থান অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দাহ করিয়া দিবে।

মূলত্বক্পত্রপুষ্পাণি বীজঞ্চেতি শিরীষতঃ।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং লেপাদ্ বিষহরং পরম্॥

শিরীষের মূল ছাল পত্র পুষ্প ও বীজ, একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরাসম্ভবম্,
নিষ্পিষ্টং শুচিভদ্রযোগদিবসে তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ।
দর্পাদেব ফণী যদা দশতি তং মোহান্বিতো মূলপম্
স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং বক্তুং যমস্যাচিরাৎ॥

আষাঢ় মাসের শুভযোগ ও শুভনক্ষত্রাদি (পুষ্যাদি) যুক্ত দিনে শিরীষের মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া পান করিলে সর্পভয় নিবারিত হয়। যদিও সর্প মোহান্বিত হইয়া কখন তাহাকে দংশন করে তাহা হইলে সেই সর্প সেই স্থানেই অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মসুরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাৎ তস্য ন সংশয়ঃ॥

বৈশাখ মাসে মসুর কলাই একটি, দুইটি নিম্বপত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে এক বৎসর কাল সর্পভয় থাকে না।

ধবলপুনর্নবজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যার্কে।
অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব আসম্বৎসরং পুংসাম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবামূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া খাইলে এক বৎসর পর্য্যন্ত সর্পের উপদ্রব থাকে না।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেৎ দধিঘৃতাপ্লুতম্॥

সর্পে দংশন করিলে, ঝুল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও মূলসহ কাঁটানটে তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহা দধি ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া পান করিতে দিবে।

খুলিকামূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥

তণ্ডুলজলের সহিত কালিয়াকড়ার মূলের নস্য লইলে কালসর্পদষ্ট রোগীও রক্ষা পায়।

শিরীষপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥

শজিনার বীজ, শিরীষ পুষ্পের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া তাহার নস্য, পান ও অভ্যঞ্জন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য বামানামিকয়া কৃতঃ।
লেপো হন্যাদ্ বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা॥

বাম হস্তের অনামিকা দ্বারা মুখের শ্লেষ্মা অথবা কর্ণের মল (খইল) সর্পদষ্ট স্থানে লেপন করিলে কিংবা উহাতে নরমূত্র সেচন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবং মরিচং তুল্যং নিম্ববীজং সমাংশকম্।
মধুসর্পিযুতং হন্তি বিষং স্থাবরজঙ্গমম্॥

সৈন্ধব, মরিচ ও নিমবীজ, সমভাগে লইয়া পেষিত এবং ঘৃত মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষই নষ্ট হয়।

দ্বিপলং নতকুষ্ঠানাং ঘৃতক্ষৌদ্রং চতুষ্পলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখাবহম্॥

তগরপাদুকা ও কুড় প্রত্যেক ১ পল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ পল, এই সমুদায় একত্র সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে।

বন্ধ্যাকর্কোটিজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্।
নস্যাৎ কাঞ্জিকসংযুক্তং বিষোপহতচেতসঃ॥

ফলরহিত কাঁকরোলের মূল ছাগমূত্রে ভাবিত এবং কাঞ্জিতে পেষিত করিয়া সর্পদষ্ট অচেতন ব্যক্তিকে তাহার নস্য দিবে।

অপরাজিতামূলস্তু ঘৃতেন ত্বগ্‌গতং বিষম্।
পয়সা রক্তগতং হন্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ॥
অস্থিগং রজনীযুক্তং মেদোগং কাকোলীযুতম্।
মজ্জগং পিপ্পলীযুক্তং চণ্ডালীকন্দসংযুতম্।
শুক্রগং হন্তি নো হন্তং এষাদেষাপরাজিতা॥

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবনে ত্বগ্‌গত বিষ, দুগ্ধ সহ সেবনে রক্তগত বিষ, কুড়চূর্ণের সহিত ভক্ষণে মাংসগত বিষ, হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবনে অস্থিগত বিষ, কাকোলী-চূর্ণের সহিত সেবনে মেদোগত বিষ, পিপুল-চূর্ণের সহিত সেবনে মজ্জগত এবং চণ্ডালী-কন্দের সহিত সেবনে শুক্রগত ও রক্তগত বিষ নষ্ট করে। অতএব সর্বপ্রকার দংশনেই অপরাজিতা মূল সেবন করিবে।

দ্বে হরিদ্রে শিলা তালং কুঙ্কুমং মুস্তকং জলৈঃ।
গুটিকা লেপমাত্রেণ বিষং হন্তি মহাদ্ভুতম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুঙ্কুম ও মুতা এই সমুদায় দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ বিষদোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

ঘৃতমধুনবনীতং পিপ্পলীশৃঙ্গবেরং
মরিচমপি তু দদ্যাৎ সপ্তমং সৈন্ধবেন।
যদি ভবতি সরোষৈস্তক্ষকৈর্বাপি দষ্টো-
গদমিহ খলু পীত্বা নির্বিষং তৎক্ষণেন॥

ঘৃত, মধু, নবনীত, পিপ্পলী, শুঁঠ, মরিচ ও সৈন্ধব, এই সাতটি দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া

সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হইয়া থাকে।

নক্তমালফলং ব্যোষং বিল্বমূলং নিশাদ্বয়ম্।
সৌরসং পুষ্পমাজং বা মূত্রং বোধনমঞ্জনম্॥

ডহরকরঞ্জ, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসীমঞ্জরী, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হয়।

জলেন লাঙ্গলীকন্দ নস্যং সর্পবিষাপহম্।
বারিণা টঙ্কণং পীতমপবাকস্য মূলকম্॥

ঈশলাঙ্গলার মূল জলে বাটিয়া তাহার নস্য লইলে, অথবা সোহাগার খৈ বা আক্-ন্দের মূল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

মাতুলফলেন নেত্রাঞ্জনং কৃত্বা সর্পবিষং নশ্যতি।

চম্পকষার ফল ঘসিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষহরী বর্ত্তিঃ।

জয়পালস্য মজ্জানং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারন্তু ততো বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে প্রদাপয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্॥

জয়পাল-বীজের মজ্জা কাগজীলেবুর রসে একুশবার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মুখের লালাতে ঘর্ষণ করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির চক্ষে অঞ্জন দিলে বিষ দূরীভূত হয়। (ইহা দৃষ্টফল ঔষধ)।

পীতে বিষে স্যাদ্ বমনঞ্চ ত্বকস্থে
প্রদেহসেকাদি সুশীতলঞ্চ॥

যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। বিষ ত্বগ্‌গত হইলে শীতল প্রলেপ ও শীতল পরিষেক প্রয়োগ করিবে।

আগারধূমমঞ্জিষ্ঠা-রজনীলবণোত্তমৈঃ।
লেপো জয়ত্যাখুবিষং শোণিতস্রাবণং তথা॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব; ইহাদের প্রলেপ দিলে এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

সোমবল্কোঽশ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ॥
(অশ্বকর্ণঃ শালভেদো গর্দ্দভাণ্ডো বা।)

কট্‌ফল, অশ্বকর্ণ (শাল বিশেষ বা গর্দ্দভাণ্ড), গোজিয়া, গোয়ালিয়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা গেরিমাটী, এই সমুদায়ের প্রলেপে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হয়।

বিষে পক্কাশয়গতে পিপ্পলীরজনাদ্বয়ম্।
মঞ্জিষ্ঠাঞ্চ সমং পিষ্ট্বা চোদকেন নরঃ পিবেৎ॥

পীতবিষ পক্কাশয়গত হইলে পিপুল, গজ-পিপ্পলী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিয়া জলের সহিতই পান করিবে।

য. কাসমর্দ্দনেত্রং বদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্।
মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ॥

কালকাসন্দার মূল চিবাইয়া রোগির কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতায়তে॥

উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধবযুক্ত করিয়া, দষ্ট-স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ নষ্ট হয়।

দংশে ভ্রামণবিধিনা বৃশ্চিকবিষহৃৎ কুঠেরপাদগুড়িকাঃ।
পুরধূপপূর্ব্বনকচ্ছদামিব পিষ্ট্বা কৃতো লেপঃ॥

তুলসীর মূল বাটিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয়। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে অগ্রে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া পরে তাহাতে আকন্দপাত প্রলেপবৎ দিলেও বিষ বিনষ্ট হয়।

কুঙ্কুমকুনটীকর্কটপললহরিতালৈঃ কুসুম্ভসম্মিলিতৈঃ।
কৃতগুড়িকাভ্রামণতো বিদষ্টগোধাশরটাদিবিষজিৎ॥

কুঙ্কুম, মনঃশিলা, কাঁক্‌ড়ার মাংস, হরি-তাল ও কুসুম ফুল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই

গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে গোধা ও কৃকলাস প্রভৃতির বিষ বিনষ্ট হয়।

জীরকস্য কৃতঃ কল্কো ঘৃতসৈন্ধবসংযুতঃ।
সুখোষ্ণো বৃশ্চিকার্ত্তানাং প্রলেপো বেদনাপহঃ॥

জীরকের কল্ক, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকদংশের বেদনা নিবৃত্ত হয়।

লেপ ইব ভেকগরলং শিরীষবীজৈঃ স্নুহীপয়ঃসিক্তৈঃ।
হরতি গরলং ত্র্যহমাশিতা অঙ্কোটমূলকাথসম্মিশ্রিতা॥

শিরীষবীজ পেষিত এবং তাহা মনসাসিজের আঠায় আপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা আঁকোড়মূল ও কুড়ের কাথ বা কল্ক ৩ দিন খাইলে ভেকের বিষ নষ্ট হয়।

মরিচমহৌষধবালকনাগাহ্বৈর্মক্ষিকাবিষে লেপঃ।

মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপ দিলে মক্ষিকাবিষ নষ্ট হয়।

লালাবিষমপনয়তো মূলে মিলিতে পটোলনীলিকয়োঃ।

পটোল ও নীলের মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে লালাবিষ নিবারিত হয়।

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।
পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্।
দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ॥

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতইচ ও ত্রিকটু, এই দশাঙ্গের কাথ বা কল্ক সেবন করিলে সকল কীটবিষ প্রশমিত হয়।

কীটদষ্টক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমানাঃ স্যুর্জলৌকসাম্।

কীটদষ্ট বিষের চিকিৎসার ন্যায় জলোকাবিষেরও চিকিৎসা জানিবে।

শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবিতম্।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষম্॥

সীজের আঠায় শিরীষবীজ ঘষিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়।

পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্।
কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তণ্ডুল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

ধুস্তূরস্য শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা।
অঙ্কোটস্য শিফা চাপি শ্ববিষঘ্নী প্রকীর্ত্তিতা॥

ধুতুরা বা অঙ্কোটের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

রজনীযুগ্মপত্তঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠানাগকেশরৈঃ।
শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাবিষং হরেৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকম কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর, এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়ষার বিষ নষ্ট হয়।

অজিতাগদঃ।

বিড়ঙ্গপাঠাত্রিফলাজমোদা
হিঙ্গূনি বক্রং ত্রিকটূনি চৈব
তথৈব বর্গো লবণস্য সর্ব্বঃ
সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ॥
শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েন চৈব
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপক্ষিতশ্চ।
এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং
জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না॥

বিড়ঙ্গ, আকনাদি, ত্রিফলা, বনযমানী, হিঙ্গু, তগরপাদুকা, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত মধুর সহিত মাড়িয়া একটি গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া অপর একটি গোশৃঙ্গ দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এইরূপে একপক্ষ রাখিলে অগদ প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্ব প্রকার বিষ নিরাকৃত হয়।

তার্ক্ষ্যাগদঃ।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু মুস্তা কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ।
স্থৌণেয়কধ্যামকপদ্মকানি পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকাশ্চ॥
কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গু।
লোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ সমাগধং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ॥
তুল্যানি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা
শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি।
এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো
বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য॥

পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, দেবদারু, মুতা, কালিয়া-কাষ্ঠ, কট্‌কী, গেঁটেলা, গন্ধতৃণ, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগপুষ্প, তালীশপত্র, সাচিক্ষার, শোনাছাল, এলাইচ, শ্বেত নিসিন্দে, শৈলজ, কুড়, তগর-পাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বালা, স্বর্ণগেরিমাটী, শুক্লজীরা, রক্তচন্দন ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ গোশৃঙ্গমধ্যে ১৫ দিন রাখিবে। (মাত্রা ব্যবহার ১ তোলা) ইহাতে বিষদোষ নষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনোঽগদঃ।

পৃক্কাপ্লবস্থৌণেয়কাক্ষ শৈলেয়রোচন তগরম।
ধ্যামকং কুঙ্কুমং মাংসী সুরসাগ্রেলালকুষ্ঠম্ম॥
বৃহতীশিরীষপুষ্পশ্রীবেষ্টকপদ্মচারটীবিশালাঃ।
সুরদারুপদ্মকেশরশাবরকমনঃশিলাকৌন্তাঃ॥
জাত্যর্কপুষ্পসর্ষপরজনীদ্বয়হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ।
জলমুস্তাপর্ণীমধুকমদনসিন্ধুবারাশ্চ॥
শম্পাকালোহ্রময়নকগন্ধফলীনাকুলীবিড়ঙ্গাঃ।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য সমং পিষ্ট্বা গুড়িকা বিধেয়াঃ স্যাৎ॥
সর্ব্ববিষঘ্নো জয়কৃদ্ বিষমৃতসঞ্জীবনো জ্বরনিহন্তা।
পেয়বিলেপনধারণধূমগ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ॥
ভূতবিষজন্তুলক্ষ্মীকার্ম্মণমন্ত্রাগ্ন্যশনিরিপূন্ হন্যাৎ।
দুঃস্বপ্নস্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ম্॥
ধনধান্যকার্যসিদ্ধিশ্রীপুষ্ট্যায়ুর্বিবর্দ্ধনো ধন্যঃ।
মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্ ব্রহ্মণাভিহিতঃ॥

পিড়িংশাক, কৈবর্ত্তমুস্তা, গেঁটেলা, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, শৈলজ, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নিসিন্দামঞ্জরী, এলাইচ, হরিতাল, চাকুন্দেবীজ, বৃহতী, শিরীষপুষ্প, ধুনা, কুমারিয়া লতা, রাখালশশা, দেবদারু, পদ্মকেশর, শাবর লোধ, মনঃশিলা, রেণুক, জাতীপুষ্প, আকন্দপুষ্প, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, পিপুল, লাক্ষা, বালা, মুগানী, যষ্টিমধু, ময়নাফল, নিসিন্দা, সোন্দাল, লোধ, অপামার্গ, প্রিয়ঙ্গু, রাম্না ও বিড়ঙ্গ, এই সমুদায় দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ ও সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক। আঘ্রাণ, নস্য, লেপন, ধারণ ও ধূমগ্রহণ রূপে ইহা ব্যবহার্য্য।

কুলিকাদিবটিকা।

কুলিকং সপ্তপর্ণঞ্চ কুষ্ঠং তোলকসম্মিতম্।
মাষমানং তথা দারু মর্দ্দয়েদর্কবারিণা॥
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা যোজয়েৎ পয়সা সহ।
অপি তক্ষকদষ্টঞ্চ মৃতকল্পং হতস্মরম্॥
পুনঃ সঞ্জীবয়েদাশু সর্ব্বক্ষ্বেড়বিনাশিনী।
কুলিকাদিবটী হন্তি জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা॥

কালিয়াকড়ার মূল, ছাতিমমূলের ছাল এবং কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দারুমুজ ১ মাসা, এই সমস্ত আকন্দমূলের ক্বাথে মাড়িয়া সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। ইহা সেবনে বিষে মৃতকল্প ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ ও বিষমজ্বর বিনাশক।

ভীমরুদ্রো রসঃ।

সূতরাজস্য তোলৈকং গন্ধকস্য তথৈব চ।
অভ্রং দ্বয়ং ততো দেয়ং তোলৈকং কান্তলৌহকম্॥
পরোক্তৌষধেনৈব ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বিশালাবৃহতীব্রাহ্মী-সৌগন্ধিকসুদাড়িমৈঃ॥
মর্কটাস্যাস্থায়াঃ স্বরসেন পৃথক্ পৃথক্।
একরক্তিকমানেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
বটীমেকাং ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্ছীতজলং ততঃ॥
ভীমরুদ্রো রসো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ।
কুক্কুরস্য শৃগালস্য বিষং হন্তি সুদুস্তরম্॥

পারদ, গন্ধক, কান্তলৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যকে রাখালশশা, বৃহতী, ব্রাহ্মী, নীলোৎপল, দাড়িম, আলকুশীবীজ ও শৃকশিম্বী ইহাদের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ঔষধ সেবনের পর শীতল জল পান কর্ত্তব্য। ইহাতে কুকুর ও শৃগাল প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয়।

ভীমরুদ্রো রসঃ।

(মতান্তরে।)

মনঃশিলালমরিচৈর্দারুণা দরদেন চ।
অপামার্গস্য হেমস্য হয়মারশিরীষয়োঃ ॥
মূলৈরুদ্রাক্ষতোয়েন বিষ্ণুক্রান্তাম্বুনা ততঃ।
শতধাভাবিতৈঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা মুদ্গসম্মিতাঃ ॥
ব্যালদষ্টং পীতবিষং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্।
পুনঃ সঞ্জীবয়েদেষ ভীমরুদ্রাভিধো রসঃ ॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজ, হিঙ্গুল, আপাঙ্গমূল, ধুতুরামূল, করবীমূল ও শিরীষমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; ইহাদিগকে রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার স্বরসে ১০০ শতবার ভাবনা দিয়া মুগের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। সর্পদষ্টকে কিংবা বিষপান করিয়া বিকৃতেন্দ্রিয় ও অচেতন ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হয়।

বিষবজ্রপাতো রসঃ।

নিশাং সটঙ্কণ সজাতিকোষং
তুত্থং সমাংশং কুরু দেবদাল্যাঃ।
রসেন পিষ্ট্বা বিষবজ্রপাতো
রসো ভবেৎ সর্ব্ববিষাপহর্ত্তা ॥
নিশ্চেষ্টমস্য সঞ্জীবয়তি প্রযুক্তো
নৃমূত্রযোগেণ চ কালদষ্টম্ ॥

হরিদ্রা, সোহাগা, জায়ত্রী ও তুঁতে ইহাদিগকে ঘোষালতার রসে পেষণ করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মনুষ্যের মূত্র অনুপানে সেবন করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয়।

তণ্ডুলীয়কঘৃতম্।

তণ্ডুলীয়কমূলেন গৃহধূমেন চৈকতঃ।
ক্ষীরেণ চ ঘৃতং সিদ্ধং সমস্তবিষরোগনুৎ ॥

গব্যঘৃত ⁄১ সের। দুগ্ধ ⁄৪ সের। চাঁপানটের মূল ।০ পোয়া ও ঝুল ৵০ অর্দ্ধ পোয়া কল্কার্থ প্রদান করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সমস্ত বিষরোগ নিবারিত হয়।

শিখরিঘৃতম্।

শিখরিস্বরসেনৈব কল্কান্ দত্ত্বা চ দাড়িমম্।
কুষ্ঠমেলাদ্বয়ং শৃঙ্গীং শিরীষমমৃতং বচাম্ ॥
পরশু পারিভদ্রঞ্চ চন্দনং তগরং মুরাম্।
পচেৎ সর্পিস্তু সলিলং মন্দমন্দেন বহ্নিনা ॥
ঘৃতমেতন্নিহন্ত্যাশু নিখিলান্ বিষজান্ গদান্।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা ॥

ঘৃত ⁄১ সের। অপামার্গের রস ⁄৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িম ফলের খোলা, কুড়, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিরীষমূলের ছাল, মিঠা, বচ, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, পালিধাছাল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও মুরামাংসী মিলিত ।০ এক পোয়া। জল না দিয়া যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সমস্ত বিষরোগ এবং সান্নিপাতিক ও সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃতম্।

অভয়াং রোচনাং কুষ্ঠমর্কপত্রং তথোৎপলম্।
নলাবেতসমূলানি গরলং সুরসাং তথা ॥
সকলিঙ্গাং সমঞ্জিষ্ঠ মনন্তাঞ্চ শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটিকং সমঙ্গাঞ্চ পদ্মকেশরমিত্যপি ॥
বধ্বা কুশলে পচেৎ সর্পিঃ পয়সা দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
সম্যক্ পক্বে হৃতে চূর্ণে চ শীতে তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ।
সর্পিস্তুল্যং ভিষক্ ক্ষৌদ্রং কৃতরক্ষং নিধাপয়েৎ।
বিষাণি হন্তি দুর্গাণি গরদোষকৃতানি চ ॥
স্পর্শাদ্ধন্তি বিষং সর্ব্বং গরৈরুপহতং জ্বরম্।
গোগজং তমকং কণ্ডুং মানসাদং বিসংজ্ঞতাম্ ॥
নাশয়ত্যঞ্জনাভ্যঙ্গ-পানবস্তিষু যোজিতম্।
সর্পকীটাখুলূতাদি-দষ্টানাং বিষহৃৎ পরম্ ॥

ঘৃত ⁄৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, সুঁদিমূল, খাগড়ামূল, বেতসমূল, মিঠা, তুলসীপত্র, ইন্দ্রযব, মাঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাক্রান্তা ও পদ্মকেশর মিলিত ⁄১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কল্কগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। শীতল হইলে ঘৃত তুল্য মধু তাহাতে মিশাইয়া রাখিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরীষারিষ্টম্।

পচেৎ তুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে শিরীষস্য জলে সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥
কৃষ্ণাপ্রিয়ঙ্গুকুষ্ঠৈলা নীলিনীং নাগকেশরম্।
রজন্যৌ পলমানেন দদ্যাদত্র চ নাগরম্॥
মাসাদূর্দ্ধং জাতরসং যথামাত্রং প্রয়োজয়েৎ।
শিরীষারিষ্টমিত্যেতদ্ বিষব্যাপদ্বিনাশনম্॥

শিরীষছাল ৴৬।০ সের। পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথ জলে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নীলমূল, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে। এই অরিষ্ট বিষদোষ-নিবারক।

বিষোজ্ঝিতস্য লক্ষণম্।

প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থধাতুমন্নাভিকামং সমমূত্রবিট্কম্।
প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং বৈদ্যোঽবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যম্॥

রোগির বাতাদি দোষ ও রসাদি ধাতু সকল প্রকৃতিস্থ, আহারে অভিলাষ, যথাযথভাবে মলমূত্রত্যাগ এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা হইলে বিষ অপগত হইয়াছে, বুঝিবে।

অথ পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

—:*:—

বিষরোগে পথ্যানি।

অরিষ্টাবন্ধনং মন্ত্র-ক্রিয়া ছর্দ্দির্বিরেচনম্।
বমনং শোণিতাবৃষ্টিঃ পরিষেকোঽবগাহনম্॥
হৃদয়াবরণং নস্যমঞ্জনং প্রতিসারণম্।
উদ্বর্ত্তনং প্রধমনং প্রলেপো বহ্নিকর্ম্ম চ॥
উপাধানং প্রতিবিষং ধূপঃ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।
শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চাপি কোরদূষাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ॥
মুদ্গা হরেণবস্তৈলং সর্পির্জীর্ণং নবং তথা।
শিখিতিত্তিরিলাবৈণ-গোধাপুষ্যাবিদাম্বিষম্॥
বার্ত্তাকুঃ কুলকঃ ধাত্রী নিষ্পাবং তণ্ডুলীয়কম্।
মণ্ডুকপর্ণী জীবন্তী সুনিষণ্ণোঽপ্যুপোদিকা॥
কালশাকং সলশুনং দাড়িমঞ্চ বিকঙ্কতম্।
প্রাচীনামলকং পথ্যা কপিত্থং নাগকেশরম্॥
গোচ্ছাগনরমূত্রাণি তক্রং শীতাম্বু শর্করা।
অবিদাহীনি চান্নানি সৈন্ধবং মধু কুঙ্কুমম্॥
পশ্চিমোত্তরবাতাশ্চ হরিদ্রা সিতচন্দনম্।
মুস্তং শিরীষং কস্তূরী তিক্তানি মধুরাণি চ॥
হেমচূর্ণঞ্চ বর্গোঽয়ং যথাবস্থং যথাবিধম্।
বিষরোগেষু সর্ব্বেষু প্রযোক্তব্যো বিজানতা॥

অরিষ্টাবন্ধন, বিষনাশক মন্ত্রক্রিয়া, বমন, বিরেচন, বিষাকর্ষণ, রক্তাকর্ষণ, পরিষেচন, অবগাহন, স্নান, হৃদয় আবরণ, নস্য, নেত্রাঞ্জন, প্রতিসারণ, উদ্বর্ত্তন, প্রধমন, প্রলেপন, অগ্নি-কর্ম্ম, উপাধান, বিপরীত বিষসেবন অর্থাৎ স্থাবর বিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জঙ্গম বিষ সেবন এবং জঙ্গম বিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্থাবর বিষ সেবন, ধূপ, চেতনার উত্তেজক কার্য্য, শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, কোদ্রব, কাঙ্গনিধান্য, মুগ, মটর কলায়, তৈল, পুরাতন ও নূতন ঘৃত, ময়ূর, তিত্তিরি, লাব, এণ (কৃষ্ণসার), গোসাপ, ইন্দুর, শজারুমাংস, বেগুণ, পলতা, আমলকী, রাজমাষ, নটেশাক, ব্রাহ্মী, জীবন্তী, সুষুণিশাক, পুঁইশাক, কালশাক, লশুন, দাড়িম, বিকঙ্কত (বঁইচ), পুরাতন আমলকী, হরীতকী, কয়েৎবেল, নাগকেশর, গোমূত্র, ছাগমূত্র, নরমূত্র, তক্র, শীতাম্বু, চিনি, অবিদাহি দ্রব্য, সৈন্ধব, মধু, কুঙ্কম, পশ্চিম ও উত্তরের বাতাস, হরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, মুতা, শিরীষ, কস্তূরী, তিক্তদ্রব্য, মধুরদ্রব্য ও জারিত স্বর্ণ, জ্ঞানী বৈদ্য এই সমস্ত দ্রব্য অবস্থানুসারে ও বিষভেদে সকল প্রকার বিষরোগেই প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

বিষরোগেঽপথ্যানি।

ক্রোধং বিরুদ্ধাধ্যশনং ব্যায়াম
তাম্বূলমায়াসমপি প্রবাতম্।
অম্লঞ্চ সর্ব্বং লবণঞ্চ সর্ব্বং
স্বেদঞ্চ নানাবিধমাতপানি॥
নিদ্রাং ভয়ং ধূমবিধিং ক্ষুধাঞ্চ
বিষাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ॥

ক্রোধ, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, মৈথুন, তাম্বূলভক্ষণ, ব্যায়াম, পূর্ব্ব বায়ু অথবা অত্যন্তবায়ু সেবন, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত-দ্রব্য, স্বেদ ও বিবিধ বাসি দ্রব্য বিষরোগে অহিতজনক। নিদ্রা, ভয়, ধূমপান এবং ক্ষুধা হইলে আহার না করা, এই সমস্ত বিষ-রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিষাধিকারঃ।

অথ রসায়নাধিকারঃ।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি বয়ঃস্তম্ভকরং তথা।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং ভেষজং তদ্রসায়নম্॥

যে ঔষধ, জরারূপ ব্যাধির নাশক (যাহা সেবন করিলে শরীরে জরা উৎপন্ন হইতে পারে না), বয়ঃস্তম্ভক, নেত্রের হিতকর, শরীরের উপচায়ক ও শুক্রের জনক, তাহাকেই রসায়ন কহে।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয়বলং কান্তিং নরো বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥

রসায়ন সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, যৌবন, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল এবং কান্তি লাভ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ।
নাবিশুদ্ধশরীরস্ত যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥
(পূর্ব্ব ইতি যৌবনপ্রবেশ এব। মধ্য ইতি যৌবন-শেষে। বালবৃদ্ধৌ তু রসায়নাবিষয়ৌ ভেষজবীর্য্যা-সহত্বাৎ জরাপক্বশরীরত্বাচ্চ। চক্রটীকা।)

পূর্ব্ব বয়সে (যৌবনের প্রারম্ভে) বা মধ্য-বয়সে (যৌবনশেষে) রসায়ন সেবনীয়। রসায়ন-সেবনের পূর্ব্বে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ-শরীর হওয়া আবশ্যক। যেরূপ মলিন বস্ত্রে রং দিলে, তাহা সুরঞ্জিত হয় না, সেইরূপ সমল দেহে রসায়ন সেবন করিলেও কোন ফল হয় না।

গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা।
দ্বে দ্বে খাদন্ সদা পথ্যো জীবেদ্ বর্ষশতং সুখী॥

গুড়, মধু, শুঁঠ, পিপুল বা লবণ, ইহাদের কাহারও সহিত প্রতিদিন ২টি করিয়া হরীতকী সেবন করিলে, মনুষ্য পরম সুখে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্ভক্তে দ্বে বিভীতকে।
ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ॥
প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।
জীবেদ্ বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ॥

আহারের পরিপাকান্তে ১টি হরীতকী, আহারের পূর্ব্বে ২টি বহেড়া এবং আহারান্তে ৪টি আমলকী, ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ত্রিফলা-রসায়ন ১ বৎসর কাল সেবন করিলে মনুষ্য অজর ও ব্যাধিহীন হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠী-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥
(বর্ষাসু হরীতকী মা ৬, সৈন্ধব মা ২; শরদি হরী-তকী মা ৫, শর্করা মা ৪ খাদ্যং, শীতলজলং পেয়ম্। হেমন্তে হরীতকী মা ৩, শুণ্ঠী মা ২, শিশিরে হরীতকী মা ৩, পিপ্পলী মা ২, তপ্তজলং পেয়ম্।)

বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিবে; ইহার নাম হরীতকী-রসায়ন বা ঋতুহরীতকী।

দুর্নামশ্বাসকাসজ্বরবমথুতৃষাপাণ্ডুতানেত্ররোগান্
হিক্কাকুষ্ঠাতিসারভ্রমমদকসনাজীর্ণশূলপ্রমেহান্।
তৃষ্ণাশূলাগ্রপিত্তজ্বরবিততজরারোচকানাহদাহান্
হন্যাদেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনা চাম্লপিত্তম্॥

মধুর সহিত পূতনা হরীতকী (যাহার আঁটি বড়) সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, জ্বর, পাণ্ডু ও নেত্ররোগ প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত পীড়া এবং জরা বিনষ্ট হয়।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃসমুত্থম্।
ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ সমাঃ শতং জীবিতমাপ্নুবন্তি॥

যে ব্যক্তি একমাস কাল ভীমরাজের স্বরস পান ও দুগ্ধ পথ্য করে, সে ব্যক্তি বলবর্ণযুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ
ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্।
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ
কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥
আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি
বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি।
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি
মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী॥

থুলকুড়ির রস, দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ, মূল ও পুষ্প বিশিষ্ট গুলঞ্চের রস এবং মূল ও পুষ্প বিশিষ্ট শঙ্খপুষ্পীর কল্ক, এই যোগচতুষ্টয় আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, বল অগ্নি বর্ণ ও স্বর বর্দ্ধক, মেধাজনক এবং রসায়ন। ইহাদের মধ্যে শঙ্খপুষ্পী বিশেষ মেধ্য।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥
(অশ্বগন্ধায়াশ্চূর্ণং পয়সা পিত্তে, ঘৃতেন বাতপিত্তে, তৈলেন বাতে, উষ্ণোদকেন বাতকফে ইত্যাহরিতি শিবদাসঃ।)

অশ্বগন্ধার চূর্ণ পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধ, বাতপিত্তে ঘৃত, বাতে তৈল এবং বাতকফে ঈষদুষ্ণ জল সহ একপক্ষ কাল সেবন করিবে। ইহা কৃশ শরীরের পুষ্টিসাধক।

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্
যে ভক্ষয়েয়ুর্মনুজাঃ ক্রমেণ।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ
নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ॥

আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ এই তিনটি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া রসায়ননিয়মে সেবন করিলে কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল বিমল এবং রোগী নীরোগ হইয়া নিরাপদে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তরাত্রাণি ভাবয়েৎ॥
অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ ভোজয়েৎ।
মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ।
মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥

বৃদ্ধদারকমূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে ঐ ভাবিত চূর্ণ ২ তোলা (ব্যবহার ১ তোলা) উপযুক্ত ঘৃত সহ একমাস কাল সেবন করিলে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত এবং বলী পলিত বিনষ্ট হয়।

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা।
যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥
মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ।
মধুনা হয়বেগঃ স্যাদ্বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ॥

হস্তিকর্ণপলাশের মূল চূর্ণ প্রাতঃকালে ঘৃত সহ সেবন করিয়া স্বেচ্ছামতে আহারাদি করিলেও মেধাবী, দীর্ঘজীবী ও বলবান্ হইয়া শত স্ত্রীতে সঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। মধু সহ সেবন করিলে অশ্বের ন্যায় বলিষ্ঠ হইয়া সহস্র স্ত্রীতে রমণ করিতে পারে।

ধাত্রীচূর্ণস্য কংসং স্বরসপরিগতং ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশং
কৃষ্ণামাগীসিতাষ্টপ্রসৃতযুতমিদং স্থাপিতং ভস্মরাশৌ।
বর্ষান্তে তৎ সমশ্নন্ ভবতি বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈর্
নির্ব্যাধির্বুদ্ধিমেধাস্মৃতিবচনবলস্থৈর্য্যসত্ত্বৈরুপেতঃ॥
(স্বরসপরিগতমিতি আমলকফলসহস্রস্বরসেন ভাবিতম্। ভাবনা চ একবিংশতিবারম্। ক্ষৌদ্রসর্পিঃ

সমাংশমিতি ধাত্রীচূর্ণাপেক্ষয়া প্রত্যেকং সমভাগমিত্যর্থঃ)।

আমলকীর চূর্ণ ৴৮ সের, আমলকীর স্বরসে একুশবার ভাবনা দিয়া, পরে তাহা মধু ৴৮ সের, ঘৃত ৴৮ সের, পিপুল চূর্ণ ৴১ সের, চিনি ৴২ সের সহ মিশ্রিত করত একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া বর্ষার প্রারম্ভে ভস্মরাশিতে স্থাপন করিবে এবং বর্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে বলী পলিত ও ব্যাধিবিহীন হইয়া কান্তি, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি, তেজঃ, ধীরতা, বাগ্মিতা ও সত্ত্বগুণে বিভূষিত হয়।

গুড়ূচ্যপামার্গবিড়ঙ্গশঙ্খিনী
বচাভয়া কুষ্ঠশতাবরী সমা।
ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবম্
ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণম্॥

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী, এই সমুদায় সমাংশে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি এত বৃদ্ধি হয় যে, তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্।
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ॥

প্রত্যূষে জলের নস্য লইলে মেচেতা, পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগ প্রশমিত হয়। ইহা রসায়ন ও দৃষ্টিশক্তি-বর্দ্ধক।

অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ।
বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্ বর্ষশতং নরঃ॥

সূর্য্যের অনুদয়ে ৴২ সের পর্য্যন্ত জল পান করিলে বাতিক ও পৈত্তিক রোগ সকল নষ্ট হইয়া মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

কাসশ্বাসাতিসারজ্বরপিড়ককটীকুষ্ঠকোঠপ্রমেহান্
মূত্রাঘাতোদরার্শঃশ্বয়থুগলশিরঃকর্ণশূলাক্ষিরোগান্।
যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তোস্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥

ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ অথবা চতুর্গুণ-জলসিদ্ধ গব্যদুগ্ধ কিংবা জল অতি প্রত্যূষে পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পিড়কা, কটীশূল, কুষ্ঠ, কোঠ, মেহ, মূত্রাঘাত, উদর, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরঃপীড়া, কর্ণশূল, অক্ষিরোগ এবং অন্যান্য বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ ও কফজ রোগ সকল নিবারিত হয়।

লৌহগুগ্‌গুলুঃ।

অয়ঃ পলং গুগ্‌গুলুমত্র যোজ্যং পলত্রয়ং ব্যোষপলানি পঞ্চ।
পলানি চাষ্টৌ ত্রিফলারজশ্চ কর্ষো লিহন্ বাত্যমরত্বমেব॥

লৌহ ১ পল, গুগ্‌গুলু ৩ পল, ত্রিকটু মিলিত ৫ পল ও ত্রিফলা মিলিত ৮ পল, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ করে।

নির্গুণ্ডীকল্পঃ।

ওঁ সিদ্ধিঃ। পিঙ্গলাযোগিনীকথিতম্। নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণমষ্টপলং গৃহীত্বা ষোড়শপলমধুমিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা শরাবেণ নিবিড়লেপনং দত্বা মর্দ্দয়িত্বা মাসমেকং ধান্যমধ্যে স্থাপয়েৎ। তন্মাসমেকং ভক্ষণমাত্রেণ নরঃ কনকবর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো বলীপলিতবিহীনঃ, সম্বৎসরং খাদিতে চন্দ্রার্কং যাবজ্জীবেৎ, বদ্ধশুক্রঃ স্ত্রীশতং কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি। শাকান্নং বিহায় যথেচ্ছয়া ভোজ্যম্। তচ্চূর্ণং গোমূত্রেণ সহ যঃ পিবতি হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি পামাবিচর্চ্চিকাদীনি নাড়ীব্রণগুল্মশূলপ্লীহোদরাণি। তচ্চূর্ণং তক্রেণ যঃ পিবতি স সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো গৃধ্রদৃষ্টির্বরাহবলো বলীপলিতবর্জ্জিতঃ পবনবেগো দিব্যমূর্ত্তির্ভবতি। মাসদ্বয়প্রয়োগেণ পণ্ডিতশ্চ ন সংশয়ঃ।

নিসিন্দামূলের চূর্ণ ৴১ সের ও মধু ৴২ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে এবং শরাব দ্বারা মুখ আবদ্ধ করিয়া গাঢ়রূপে লেপন করিবে। অনন্তর ঐ ভাণ্ড এক মাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করত উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ গোমূত্র অথবা তক্রের সঙ্গে সেবন করিলে বহুবিধ রোগ ও বলীপলিত জরাদি দূরীভূত হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্।

শ্লক্ষ্ণীকৃতং ভৃঙ্গরজস্য চূর্ণং
তিলার্দ্ধকঞ্চামলকার্দ্ধকঞ্চ।
সশর্করং ভক্ষয়তো গুড়ৈর্ব্বা
ন তস্য রোগা ন জরা ন মৃত্যুঃ॥
অন্ধঃ পশ্যেদ্ গমনরহিতো মত্তমাতঙ্গগামী
মূকো বাগ্মী শ্রবণরহিতো দূরশব্দানুসারী।
নীরুগ্ মর্ত্ত্যো ভবতি পলিতী নীলজীমূতকেশো
জীর্ণা দন্তাঃ পুনরপি নবাঃ ক্ষীরগৌরা ভবন্তি॥

ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ ১ ভাগ, তিল অর্দ্ধ ভাগ, আমলকী অর্দ্ধভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে জরা ও বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্তামৃতবর্ত্তিকা।

ত্রিফলা ত্রিকটু ব্রহ্মী গুড়ূচী রক্তচিত্রকঃ।
নাগকেশরচূর্ণঞ্চ শৃঙ্গবেরং সমার্কবম্॥
সিন্ধুবারো হরিদ্রে দ্বে শক্রাশনগুড়ত্বচৌ।
এলা মধুকপর্ণী চ বিড়ঙ্গঞ্চোগ্রগন্ধিকা॥
চূর্ণং প্রত্যেকমেতেষাং সমাদায় পলদ্বয়ম্।
কামরূপসমুদ্ভূতৈগুড়ৈঃ পঞ্চাশতা পলৈঃ॥
সষষ্টিস্ত্রিশতী কার্য্যা বর্ত্তিস্তেন সমানতঃ।
চন্দ্রতারাবিশুদ্ধৌ চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥
সুকৃতী প্রজয়া প্রীতো বর্ত্তিমেকান্তু ভক্ষয়েৎ।
অনুপানং প্রদাতব্যং সলিলঞ্চ সুশীতলম্॥
কট্বম্ললবণঞ্চৈব নাতিমাত্রং কদাচন।
যঃ প্রত্যহমিদং খাদেৎ বর্দ্ধমানং নিরন্তরম্॥
ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শৃণু যাদৃক্ ফলং ভবেৎ।
নষ্টবহ্নিস্তু দীপ্তাগ্নির্বড়বানলসন্নিভঃ॥
ইষ্টাপি ভাস্বতী কান্তিশ্চন্দ্রিকেব নিশামুখে।
কাশপুষ্পরুচঃ কেশাঃ শিখিকণ্ঠমনোরমাঃ॥
পটলাবৃতং চক্ষুর্যোজনদর্শনম্।
জরাবিপ্লবদেহোঽপি লেপনির্ম্মাণশাদ্বলঃ॥
নির্ব্যাধির্নির্জ্জরঃ পঙ্গুর্বেগেনোচ্চৈঃশ্রবা ইব।
দিনেশ ইব তেজস্বী কন্দর্প ইব রূপবান্॥
সহস্রায়ুর্হাসম্বো গন্ধর্ব্ব ইব গায়নঃ।
স্ত্রীশতং রমতে নিত্যং মাষসাদং ব্রজত্যসৌ॥
ন ভজস্ত্যাপদঃ কাশ্চিৎ কামরূপী ভবেদসৌ।
পদ্মাক্ষি বপুস্তস্য পুষ্পমিব সুকোমলম্॥
জরাচয়ৈঃ সুজীর্ণস্য নখকেশাদয়ো যথা।
প্রভবন্তি বলাদ্রূপাদথ কন্দা ইবাম্বুদাৎ।
হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ পাপঘ্নঃ শান্তো ভবতি মানবঃ॥
শ্রীঅমৃতবর্ত্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়মুখোদিতা।
রসায়ননানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রহ্মী, গুলঞ্চ, রক্তচিতামূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, ভীমরাজ, নিসিন্দামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, গুড়ত্বক্, এলাইচ, গাম্ভারীছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, কামরূপ দেশীয় গুড় ৫০ পল। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩৬০টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। আহারের পূর্ব্বে বা সন্ধ্যার সময় এক একটি ভক্ষণীয়। অনুপান—সুশীতল জল। অতিরিক্ত কটু অম্ল ও লবণ রস কদাচ সেবন করিবে না। এই ঔষধ সেবন করিলে বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীসিদ্ধ মোদকঃ।

ত্রিকটোস্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্।
গুড়ূচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গানাং গ্রন্থিকগ্রন্থিপর্ণয়োঃ॥
রক্তচিত্রাজ্জিকং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্।
প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়াদ্বুদ্ধিমান্ নরঃ॥
কামরূপোদ্ভবা গ্রাহ্যা গুড়স্যার্দ্ধতুলা তথা।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য সষষ্টিত্রিশতং শুভম্॥
মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ।
প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ॥
এবং নিরন্তরং কার্য্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
প্রথমে মাসি বাগ্‌যুক্তো দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্॥
তৃতীয়ে নাশয়েৎ কুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে।
পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়শ্চৈব ষষ্ঠে চ পলিতক্ষয়ঃ॥
সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ।
নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্ দশমে চ স্বরান্বিতঃ॥
মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ।
ইচ্ছাহারবিহারী স্যাৎ ততো দৈত্যরিপোঃ সমঃ॥
ষড়ূর্ম্মিরহিতো দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতম্।
যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎকালঞ্চ জীবতি॥
ভবন্তি সিদ্ধয়োঽষ্টৌ যাশ্চাপি পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শ্রীসিদ্ধমোদকো হ্যেষ সিদ্ধাদিভির্নিষেবিতঃ॥

ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিফলা ৩ পল, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেটেলা, রক্তচিতামূল প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, কামরূপ দেশীয় গুড় /৬।০ সের। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া

সমভাগে ৬৬০ টী মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে জলের সহিত সেব্য। ইহা এক বৎসর সেবন করিলে বিবিধ পীড়ার ধ্বংস এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

অষ্টাবক্ররসঃ।

রসরাজস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং গন্ধকস্য চ।
ভাগমেকং সুবর্ণস্য ভাগার্দ্ধং রজতস্য চ॥
নাগং তাম্রং খর্পরঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্।
প্রত্যেকং রজতার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
বটাঙ্কুররসৈর্যামং যামং কন্যারসৈঃ সহ।
কূপ্যভ্যন্তরে সংস্থাপ্য ত্রিদিনং পাচয়েৎ সুধীঃ॥
দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যঃ জায়তে চাবিকল্পতঃ।
বলীপলিতবিধ্বংস বলপুষ্টিকরং মহৎ॥
আরোগ্যজননং মেধা-কান্তিকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনম্।
মহৌষধবরঞ্চৈতদষ্টাবক্রেণ নির্ম্মিতম্।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধভাগ; সীসা, তামা, খর্পর ও বঙ্গ প্রত্যেক সিকি ভাগ; এই সমুদায় বটাঙ্কুরের রসে ১ প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিবে। ইহা পাকান্তে দাড়িমপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। (২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেব্য)। ইহা দ্বারা বল বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত এবং শরীর পুষ্ট হয়। ইহা পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকরো রসঃ।

প্রবালরসমৌক্তিকাভ্ররমিদং চতুর্ভাগভাক্-
পৃথক্ পৃথগথ স্মৃতে রজতহেমতো দ্ব্যংশকে।
অয়োভুজগবঙ্গকং ত্রিলবকং বিমর্দ্দ্যাখিলং
শুভেঽহনি বিভাবয়েদ্ ভিষগিদং ধিয়া সপ্তশঃ॥
দ্রবৈর্বৃষনিশেক্ষুজৈঃ কমলমালতীপুষ্পজৈঃ
পয়ঃকদলিকন্দজৈর্মলয়জেণনাভ্যুদ্ভবৈঃ।
বসন্তকুসুমাকরো রসপতির্দ্বিবল্লোঽশিতঃ
সমস্তগদজিদ্ভবেৎ কিল নিজানুপানৈরয়ম্॥

প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, অভ্র প্রত্যেক ৪ ভাগ; রৌপ্য, স্বর্ণ প্রত্যেক ২ ভাগ; লৌহ, সীসা, বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্ম, মালতীপুষ্প ও কদলীমূলের রসে, দুগ্ধে, চন্দন কাথে এবং মৃগনাভিতে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকম্।
মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥
শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢম্।
বহ্নিমূলকষায়েণ ভানুদুগ্ধে দিনত্রয়ম্॥
নির্গুণ্ডীশূরণদ্রাবৈরক্তাক্তদিনত্রয়ম্।
অনেন পূরয়েৎ গর্ভং পীতবর্ণবরাটিকাম্॥
টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তস্য মুখং লিপেৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং সূতং বৈক্রান্তং সূতপাদিকম্।
শোভাঞ্জনদ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্ত বারান্ বিভাবয়েৎ॥
বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাত্রয়মীরিতম্।
এবং সংশুদ্ধদেহেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধিকুলান্তকঃ।
মাষার্দ্ধেন নিহন্ত্যাশু জরামৃত্যুং ন সংশয়ঃ॥
বাতং বিদ্রধিশূলপাণ্ডুগ্রহণীরক্তাতিসারান্ জয়েৎ
মেহপ্লীহজলোদরাশ্মবিতুষশোথং হলীমোদরম্।
মূত্রাঘাতভগন্দরজ্বরগণান্ সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপি
সাধ্যাসাধ্যভবান্ গদান্ বহুতরান্ সংসাধয়েদ্যোগতঃ॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল, মনছাল প্রত্যেক সমভাগ, চিতামূলের রসে ৭ দিন এবং আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও সীজের আঠায় তিন তিন দিন ভাবনা দিয়া তাহা পীতবর্ণ কড়ির অভ্যন্তরস্থ করিবে। অনন্তর আকন্দের আঠায় সোহাগা মাড়িয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ কড়ি সকল ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত ও ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত চূর্ণতুল্য রস-সিন্দুর ও রসসিন্দুরের সিকি বৈক্রান্ত মিশ্রিত

করিয়া শজিনার রসে ৭ বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৬ রতি পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে বিবিধ বাতজ রোগ এবং বিদ্রধি, শূল, গ্রহণী, রক্তাতিসার ও মেহ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎপূর্ণচন্দ্ররসঃ ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
লৌহভস্ম পলঞ্চৈকং জারিতাভ্রং পলাংশিকম্
দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্।
সুবর্ণং তোলকঞ্চৈব তাম্রং কাংস্তঞ্চ তৎসমম্
জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্পমেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্।
কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্ ॥
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈঃ রবুকাণাং রসৈস্তথা ॥
এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকপ্রমাম্ ॥
খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাম্।
সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় কাশিরাজেন নির্ম্মিতা ॥
বল্যা রসায়না বৃষ্যা বাজীকরণমুত্তমম্।
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজামপি ।
আমবাতমম্লপিত্তং জীর্ণজ্বরমরোচকম্।
আমশূলং কটীশূলং কুক্ষিশূলং পক্তিশূলকম্ ॥
কামশোকোদ্ভবং রোগং প্রমেহং বহুমূত্রকম্।
বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ ॥
মেধাঞ্চ লভতে রাজ্ঞি তুষ্টিপুষ্টিসমন্বিতাম্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে।
দৃষ্টঃ সিদ্ধফলো হ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রূপা ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা; স্বর্ণ, তাম্র, কাঁসা প্রত্যেক ১ তোলা; জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, মুতা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদায় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ত্রিফলা ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর ইহা এরণ্ডপত্রে বেষ্টিত করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে তুলিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেব্য। এই ঔষধ বলকারক, রসায়ন, বৃষ্য ও উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

শ্রীমহালক্ষ্মীবিলাসরসঃ ।

পলং বজ্রাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ গন্ধপারদৌ ।
তদর্দ্ধং বঙ্গভস্মাপি তদর্দ্ধং তারকং তথা ॥
তৎসমং মাক্ষিকঞ্চৈব তদর্দ্ধং তাম্রভস্মকম্।
রসতুল্যঞ্চ কর্পূরং জাতীকোষফলে তথা ॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং স্বর্ণফলস্য চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতস্বর্ণং দ্বিশাণকম্ ॥ *
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্ ॥
গলোত্থানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতীসারমেব চ।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং প্রমেহান্ বিংশতিং তথা ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলজং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্ ॥
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
উদরং কর্ণনাসাক্ষি-মুখবৈরস্যমেব চ ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ।
কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যরক্তনুৎ ॥
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি ॥
বারিভক্তসুরাসীধু-সেবনাৎ কামরূপধৃক্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশাশ্চ পকতা।
নিত্যং গচ্ছেচ্ছতং স্ত্রীণাং মত্তবারণবিক্রমঃ ॥
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকস্তথা।
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা ॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং বাসুদেবেন নির্ম্মিতঃ।
অভ্যাসাদস্য ভগবাংল্লক্ষনারীষু বল্লভঃ ॥

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, পারা ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ॥০ তোলা; কর্পূর, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বিদ্ধড়কবীজ, ধুতুরা বীজ প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণ ১ তোলা (পাঠান্তরে—অর্দ্ধ তোলা) এই সমুদায় (পানের রসে) মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে

* স্বর্ণভস্ম শাণমানং নাগবল্লীদ্রবৈর্দিনমিতি সারাবলীধৃতঃ পাঠঃ।

সান্নিপাতিক জ্বর, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি এবং বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। অনুপান—মাংসরস, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি।

কার্শ্যহরলৌহম্।

শ্বেতপুনর্নবাদন্তী-বাজীগন্ধাত্রিকত্রয়ৈঃ।
শতমূলীবলাযুক্তৈরেভিলৌহং প্রসাধিতম্॥
নিহন্তি নিয়তং কার্শ্যমপি ভৃঙ্গরসৈঃ সহ।
নাস্ত্যনেন সমং লৌহং সর্ব্বরোগান্তকং মতম্।
দীপনং বলবর্ণাগ্নেবৃ্ষ্যাদিকোত্তমোত্তমম্॥

শ্বেত পুনর্নবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, শতমূলী ও বেড়েলা দ্বারা লৌহকে পুট দিবে। সেই লৌহ ভীমরাজের রস সহ সেবন করিলে কার্শ্যনাশ এবং বল, অগ্নি ও বর্ণের দীপ্তি হয়। ইহা রোগবিনাশক উত্তম ঔষধ ও বৃষ্য।

অমৃতার্ণবো রসঃ।

সূতভস্ম চতুর্ভাগং লৌহভস্ম তথাষ্টকম্।
অভ্রভস্ম চ ষড়্ভাগং গন্ধকস্ত চ পঞ্চমম্॥
ভাবয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈস্তৎসর্ব্বং ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ।
শিগ্রুবহ্নিকটুক্বাথৈর্ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্॥
সর্ব্বতুল্যা কণা যোজ্যা গুড়োমিশ্রং পুরাতনৈঃ।
নিষ্কমাত্রং সদা খাদেজ্জরামৃত্যুনিবারণম্॥
ব্রহ্মায়ুঃ স্যাচ্চতুর্ম্মাসে রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ।
কৌরন্টকস্ত পত্রাণি গুড়েন ভক্ষয়েদনু॥

রসসিন্দুর ৪ ভাগ, লৌহ ভস্ম ৮ ভাগ, অভ্রভস্ম ৬ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, ইহাদিগকে ত্রিফলা, ভীমরাজ, শজনে, চিতা ও কটকীর ক্বাথে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া সকলের সমান পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। পীত-ঝিণ্টীপত্রের রস ও গুড় সহ এই অমৃতার্ণব সেবনে জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়।

মকরধ্বজো রসায়নঃ।

স্বর্ণস্ত ভাগো বঙ্গঞ্চ মৌক্তিকং কান্তলৌহকম্।
জাতীকোষফলে রূপ্যং কাংস্তকং রসসিন্দুরম্॥
প্রবালং কস্তুরী চন্দ্রমভ্রকঞ্চৈকভাগিকম্।
স্বর্ণসিন্দূরতো ভাগাশ্চত্বারঃ কল্পয়েদ্ বুধঃ॥
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বর্ণ ২ ভাগ; বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়ফল, জৈত্রী, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দুর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ; স্বর্ণসিন্দুর ৪ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া খলে মাড়িবে। রোগ সমস্ত নাশ করিতে ইহার তুল্য আর শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

নীলকণ্ঠো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপদ্মকম্।
বরাঙ্গং রেণুকামুস্ত-গ্রন্থোলানাগকেশরম্॥
ত্রিকত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা শুল্বভস্ম তথৈব চ।
এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে॥
সংমর্দ্দ্য বটকং কৃত্বা ভক্ষয়েচ্চণকোন্মিতম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে॥
হিক্কায়াং গ্রহণীদোষে শোথে পাণ্ড্বাময়ে তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রে মূঢ়গর্ভে বাতরোগে চ দারুণে॥
নীলকণ্ঠো রসো নাম ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বরোগহরো ভবেৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতা, পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, রেণুক, মুতা, পিপুলমূল, এলাইচ, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিফলা ও তাম্রভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দ্বিগুণ গুড়, ইহাদিগকে একত্র মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

মহানীলকণ্ঠো রসঃ।

পলৈকং নাগভস্মাথ ভাবয়েৎ তিমিপিত্ততঃ।
তন্নাগং সুমৃতং স্বর্ণং তোলৈকং বাপি মিশ্রয়েৎ॥
দ্বিপলং ভস্মসূতস্ত ত্রিপলং মৃতমভ্রকম্।
ত্রিপলং লৌহভস্মাথ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
ভাবয়েচ্চ পৃথক্ কন্যা ব্রহ্মা নিশুণ্ডিকা শমী।
মুণ্ডী শতাবরী ছিন্না কোকিলাক্ষস্ত বীজকৈঃ॥

মুষলী বৃদ্ধদারোঽগ্নির্দ্রব্যৈরেভির্বিভাবয়েৎ।
ততঃ সংচূর্ণয়েৎ সর্ব্বং তুল্যমেকাদশাভিধম্॥
বরাব্যোষাম্বুবহ্ন্যেলা-জাতীফললবঙ্গকম্।
পূজয়েদ্ বৃষপুষ্পৈস্তু নীলকণ্ঠং মহেশ্বরম্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েদন্তু মৃত্যুঞ্জয়মনুস্মরন্।
ক্ষয়মেকাদশবিধং গ্রহণীং রক্তপিত্তকম্॥
বিবিধান্ বাতজান্ রোগাংস্তথারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ানেব কামিনীনাং শতং জয়েৎ॥
একবিংশতিরাত্রান্তং পরিহার্য্যং ত্যজেদিহ।
যথেষ্টমাচরেৎ স্থৈর্য্যে হি কন্দর্পসদৃশো নরঃ॥
মেধাবী বলবান্ প্রাজ্ঞো বহ্বাশী ভীমপরাক্রমঃ।
পুত্রার্থিনী তথা নারী সৈব পুত্রং প্রসূয়তে।
অস্য সূতস্য মাহাত্ম্যং বেত্তি শঙ্কুর্নচাপরঃ॥

১ পল সীসাভস্ম তিমিমৎস্যের পিত্তে ভাবিত করিয়া তাহার সহিত ১ তোলা জারিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিবে। রসসিন্দূর ২ পল, অভ্র ৩ পল, লৌহ ৩ পল, এই সকল দ্রব্যকে একত্র করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির রসে ভাবনা দিবে। যথা—ঘৃতকুমারী, ব্রহ্মী, নিসিন্দা, শমী, মুণ্ডিরী (মুড়্মুড়ে), শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়ার বীজ, তালমূলী, বীজতাড়ক ও চিতা। পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ এই ১১টা দ্রব্যকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া উক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। বাসকপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে একাদশবিধ ক্ষয়, গ্রহণী, রক্তপিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বাতিক ও পৈত্তিক রোগ বিনষ্ট হয়। দেড় সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপথ্য সমস্ত ত্যাগ করিবে, পরে যথেচ্ছ আহার ও বিহারাদি করিবে। এইরূপে মানব মেধাবী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, বহ্বাশী ও ভীমপরাক্রম হয় এবং নারী পুত্রবতী হইয়া থাকে।

অমৃতসারলৌহম্।

অথ সাধ্যসাধনপরিমাণম্।

নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লোহশাস্ত্রমতিগহনম্।
তস্যার্থস্য স্মৃতয়ে বয়মেতদ্বিশদাক্ষরৈর্ব্রূমঃ॥
মেনে মুনিঃ স্বতন্ত্রে ন্যূনং পাকং ন পলপঞ্চকাদর্ব্বাক্।
সুবহুপ্রয়োগদোষাদূর্দ্ধঞ্চ পলত্রয়োদশকাৎ॥
তত্রায়সি পাচনীয়ে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলান্তে।
লৌহাৎ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা ষড়্ভিঃ পলৈরধিকা॥
মারণপুটনস্থালীপাকাস্ত্রিফলৈকভাগসম্পাদ্যাঃ।
ত্রিফলায়া ভাগদ্বিতীয়ং গ্রহণীয়ং লৌহপাকার্থম্॥
সর্ব্বত্রায়ঃপুটনাদ্যর্থৈকাংশে শরাবসংখ্যাতম্।
প্রতিপলমেব ত্রিগুণং পাথঃ ক্বাথার্থমাদেয়ম্॥
সপ্তপলাদৌ ভাগে পঞ্চদশান্তেঽস্তনাং শরাবৈশ্চ।
অষ্টৈকাদশকান্তৈরধিকং তথারি কর্ত্তব্যম্॥
তত্রাষ্টমো ভাগঃ শেষঃ ক্বাথস্ত যত্নতঃ স্থাপ্যঃ।
তেন হি মারণপুটনস্থালীপাকা ভবিষ্যন্তি॥

মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুন অতি জটিল লৌহ-শাস্ত্রের যে উপদেশ দিয়াছেন, স্মরণ রাখিবার জন্য তাহাই বিশদরূপে বর্ণন করিতেছি। নাগার্জ্জুন মুনি নিজ তন্ত্রে পাঁচ পলের ন্যূন এবং তের পলের অধিক লৌহ পাকের বিধান করেন নাই। তন্মধ্যে পাঁচ পল হইতে তের পল পর্য্যন্ত যত লৌহ পাক করিতে হইবে, তাহার (লৌহের) ত্রিগুণ এবং অতিরিক্ত ছয় পল ত্রিফলা গ্রহণ করিবে। এই ষট্‌পলাধিক ত্রিগুণিত ত্রিফলা তিন ভাগ করিয়া মারণস্থালীপাক-পুটপাকের জন্য এক ভাগ রাখিবে (যথা—৫ পল লৌহ পাকার্থ স্থাপিত এক তৃতীয়াংশ ত্রিফলার পরিমাণ ৭ পল; ৬ পল লৌহ পাকার্থ স্থাপিত এক তৃতীয়াংশ ত্রিফলার পরিমাণ ৮ পল ইত্যাদি।) উক্ত এক তৃতীয়াংশ ত্রিফলাপাকের জন্য প্রতিপলে তিন সের করিয়া জল দিবে; কিন্তু ৭ পল হইতে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত প্রতি পলে উক্ত তিন সের ছাড়া আরও তিন সের হইতে ১১ সের পর্য্যন্ত অধিক জল দিতে হইবে। ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অষ্টম ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। উক্ত অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথ দ্বারা লৌহের মারণাদি কার্য্য করিবে। *

---

* পত্রী—লৌহ ৫ পল, মারণাদিকর্ম্মত্রয়ার্থ স্থাপিত এক তৃতীয়াংশ ত্রিফলা ৭ পল, জল ২১ সের, অধিক জল /৩ সের; মোট ২৪ সের; শেষ /৩ সের। লৌহ ৬ পল, একতৃতীয়াংশ ত্রিফলা ৮ পল, জল ২৪ সের,

পাকার্থে তু ত্রিফলাভাগদ্বিতয়ে শরাবসংখ্যাতম্।
প্রতিপলমম্বুসমং স্যাদধিকং দ্বাভ্যাং শরাবাভ্যাম্॥
তত্র চতুর্থো ভাগঃ শেষো নিপুণৈঃ প্রযত্নতো গ্রাহ্যঃ।
অয়সঃ পাকার্থত্বাৎ স চ সর্ব্বস্মাৎ প্রধানতমঃ॥
পাকার্থমম্বুসারে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলান্তে।
দুগ্ধশরাবদ্বিতয়ং পাদৈরেকাদিকৈরধিকম্॥

ত্রিফলা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ দ্বারা মারণ পুটন ও স্থালীপাক করিতে বলা হইয়াছে এবং দুই ভাগ প্রধান পাকার্থ রাখিতে বলা হইয়াছে। প্রধান পাকার্থ স্থাপিত উক্ত দুই ভাগ ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতি পলে /১ সের জল দিবে, কিন্তু মোটের উপর /২ সের অধিক জল দিবে, চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। লৌহের পাকার্থ ইহাই প্রধান ক্বাথ (যথা—পাঁচ পল লৌহের প্রধান পাকার্থ স্থাপিত ত্রিফলা দুই ভাগের পরিমাণ ১৪ পল, জল ১৪ সের, অধিক /২ সের, মোট ১৬ সের, শেষ /৪ সের ইত্যাদি)। এই প্রধান পাক নিষ্পত্তির জন্য যেমন লৌহে ত্রিফলার ক্বাথ দিবার বিধি আছে, তেমনি দুগ্ধ দিবার নিয়মও বলা হইতেছে। পাঁচ পল হইতে তের পল পর্য্যন্ত লৌহের পাকার্থ প্রতি পলে /২ সের এবং যথাক্রমে এক পোয়া করিয়া অধিক দিবে। (যথা—লৌহ ৫ পল, দুগ্ধ /২।০ পোয়া। লৌহ ৬ পল, দুগ্ধ /২॥০ সের। লৌহ ৭ পল, দুগ্ধ ২৸০ ইত্যাদি)।

অধিক /৪ সের, মোট ২৮ সের, শেষ /৩॥০ সের, লৌহ ৭ পল, ত্রিফলা ৯ পল, জল ২৭ সের, অধিক /৫ সের, মোট ৩২ সের, শেষ /৪ সের। লৌহ ৮ পল, ত্রিফলা ১০ পল, জল ৩০ সের, অধিক /৬ সের, মোট ৩৬ সের, শেষ /৪॥০ সের। লৌহ ৯ পল, ত্রিফলা ১১ পল, জল ৩৩ সের, অধিক /৭ সের, মোট ৪০ সের, শেষ /৫ সের। লৌহ ১০ পল, ত্রিফলা ১২ পল, জল ৩৬ সের, অধিক জল /৮ সের, মোট ৪৪ সের, শেষ /৫॥০ সের। লৌহ ১১ পল, ত্রিফলা ১৩ পল, জল ৩৯ সের, অধিক জল /৯ সের, মোট ৪৮ সের, শেষ /৬ সের। লৌহ ১২ পল, ত্রিফলা ১৪ পল, জল ৪২ সের, অধিক ১০ সের, মোট ৫২ সের, শেষ /৬॥০ সের। লৌহ ১৩ পল, ত্রিফলা ১৫ পল, জল ৪৫ সের, অধিক ১১ সের, মোট ৫৬ সের, শেষ /৭ সের।

পঞ্চপলাদিমাত্রা তদভাবে তদনুসারতো গ্রাহ্যম্।
চতুরাদিকমেকান্তং শক্ত্যাবধিকং ত্রয়োদশকাৎ॥

পঞ্চ পল হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত লৌহ পাক করিবার এই সাধারণ বিধি। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পাঁচ পলের ন্যূন (অর্থাৎ এক পল হইতে চারি পল পর্য্যন্ত) এবং ত্রয়োদশ পলের অধিক লৌহও পাক করিতে পারা যায়। (যথা—লৌহ ১ পল, ত্রিফলা ৩ পল, জল /৯ সের, অধিক /১ সের, মোট ১০ সের, শেষ /১।০ পোয়া। লৌহ ২ পল, ত্রিফলা ৪ পল, জল ১২ সের, অধিক দেড় সের, মোট ১৩॥০ সের, শেষ ১॥৵০ একসের নয় ছটাক। লৌহ ৩ পল, ত্রিফলা ৫ পল, জল ১৫ সের, অধিক /২ সের, মোট ১৭ সের, শেষ /২৵০ দুই সের অর্দ্ধ পোয়া। লৌহ ৪ পল, ত্রিফলা ৬ পল, জল ১৮ সের, অধিক /২॥০ সের, মোট ২০॥০ সাড়ে কুড়ি সের, শেষ /২॥৵০ দুই সের নয় ছটাক।) ইহাদের প্রধান পাক পূর্ব্বোক্ত বিধানে অর্থাৎ লৌহ ১ পল, ত্রিফলা ৬ পল, জল /৬ সের, অধিক /২ সের, মোট /৮ সের, শেষ /২ সের ইত্যাদি। দুগ্ধ পাকের নিয়ম—এক পল লৌহে দুগ্ধ /১.০ পোয়া, দুই পলে /১॥০ সের ইত্যাদি। আর ত্রয়োদশ পলের অধিক অর্থাৎ চতুর্দ্দশ পল হইতে সাধারণ বিধি অনুসারে (পঞ্চপল হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত পাকার্থ যে বিধি উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে) পাক করিবে।

ত্রিফলাত্রিকটুকচিত্রককান্তক্রামকবিড়ঙ্গচূর্ণানি।
জাতীফলজাতীকোষৈলাকঙ্কোললবঙ্গানাম্॥
সিতকৃষ্ণজীরয়োরপি চূর্ণান্যয়সা সমানি স্যুঃ।
ত্রিফলাত্রিকটুবিড়ঙ্গা নিয়তা অন্যে যথাপ্রকৃতি॥
কালায়সদোষহৃতে জাতীফলাদেলবঙ্গান্তম্।
ক্ষেপপ্রাপ্ত্যনুরূপঃ সর্ব্বস্তোনস্ত চেকান্ত্যৈঃ॥
কান্তক্রামকমেকং নিঃশেষং দোষমপহরত্যয়সঃ।
দ্বিগুণত্রিগুণচতুর্গুণমাজ্যং গ্রাহ্যং যথাপ্রকৃতি॥
যদি ভেষজভূয়স্ত্বং স্তোকত্বং বা তথাপ্যু চূর্ণানাম্।
অয়সা সাম্যং সংখ্যাভূয়োঽল্পত্বেন ভূয়োঽল্পা॥
এবং ধাত্বনুসারাৎ তৎ কথিতৌষধস্ত বাধেন।
সর্ব্বত্রৈব বিধেয়স্তত্তদকথিতৌষধস্তোহঃ॥

বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে লৌহ পাক করিয়া অবতরণ পূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা, কান্তক্রামক (মুস্তা বিশেষ), বিড়ঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, এলাইচ, কক্কোল, লবঙ্গ, শাদাজীরা, কালজীরা, এই সকলের মিলিত চূর্ণ লৌহের সমান দিবে। ইহাদের মধ্যে ত্রিফলা ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ অবশ্য প্রক্ষেপ্য। অন্যান্য দ্রব্যের চূর্ণ রোগির বাতাদি প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ কাল-লৌহের দোষ নাশ করে। আর জায়ফল, জৈত্রী, এলাইচ, কক্কোল ও লবঙ্গের মধ্যে সকল দ্রব্য গুলি পাইলে সকল দ্রব্যেরই প্রক্ষেপ দিবে; যদি কোন দ্রব্য পাওয়া না যায়, তবে তৎপরিবর্ত্তে লব্ধদ্রব্য গুলিরই কোন একটির বা সকলগুলির চূর্ণ (লৌহের সমান) প্রক্ষেপ দিবে। এক কান্তক্রামকই লৌহের সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া থাকে। প্রধান পাকার্থ—বাতপ্রকৃতিতে লৌহের চতুর্গুণ ঘৃত, পিত্তপ্রকৃতিতে তিন গুণ এবং কফপ্রকৃতিতে দ্বিগুণ ঘৃত দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের মধ্যে সমস্ত গুলিই পাওয়া যাউক, বা কতকগুলিই পাওয়া যাউক, মোট চূর্ণ লৌহের সমান হওয়া উচিত। রোগির ধাতু অনুসারে উক্ত প্রক্ষেপ্য ঔষধগুলির মধ্যে যাহা অনুপযোগী, তাহা দিবে না; পক্ষান্তরে—যাহা উপযোগী, তাহা অনুক্ত হইলেও প্রক্ষেপ দিতে পারা যায়।

(ইতি সাধ্য-সাধন-পরিমাণ-বিধিঃ।)

অথ লৌহমারণ-বিধিঃ।

কান্তাদিলৌহমারণবিধানসর্ব্বস্বমুচ্যতে তাবৎ।
যস্য কৃতে তল্লৌহং পক্তব্যং তস্য শুভদিবসে॥
সমৃদঙ্গারকরালিতনতভূভাগে শিবং সমভ্যর্চ্চ্য।
বৈদিকবিধিনা বহ্নিং নিধায় হুত্বাহুতীস্তত্র॥
ধর্ম্মাৎ সিধ্যতি সর্ব্বং শ্রেয়স্তদ্ধর্ম্মসিদ্ধয়ে কিমপি চ।
শক্ত্যনুরূপং দত্ত্বাদ্ দ্বিজায় সন্তোষিণে গুণিনে॥
সন্তোষ্য কর্ম্মকারং প্রসাদপূগাদিদানসম্মানৈঃ।
আদৌ তদশ্মসারং নির্ম্মলমেকান্ততঃ কুর্য্যাৎ॥
তদনু কুঠারচ্ছিন্নত্রিফলাগিরিকর্ণিকাস্থিসংহারৈঃ।
করিকর্ণচ্ছদমূলশতাবরীকেশরাজাখ্যৈঃ॥
শালিঞ্চমূলকাশীমূলপ্রাবৃজ্জভৃঙ্গরাজৈশ্চ।
ক্ষিপ্ত্বা দগ্ধব্যং তদ্দৃষ্টক্রিয়লোহকারেণ॥
চিরগলভাবিতনির্ম্মলশালাঙ্গারেণ পরিত আচ্ছাদ্য।
কুশলাধ্মাপিতভস্ত্রানবরতমুক্তেন পবনেন॥
বহ্নের্বাহুজ্বালা বোদ্ধব্যা জাতু নৈব কুক্ষিকয়া।
মৃল্লবণসলিলভাজা কিন্তু স্বচ্ছাম্বুসংপ্লুতয়া॥
দ্রব্যান্তরসংযোগাৎ স্বাং শক্তিং ভেষজানি মুঞ্চন্তি।
মলধূলীমৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র বিবর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ॥
সন্দংশেন গৃহীত্বান্তঃ প্রজ্বালিতাগ্নিমধ্যমুপনীয়।
গলতি যথাযথমগ্রে তথৈব মৃদু বর্দ্ধয়েন্নিপুণঃ॥
তলনিহিতোর্দ্ধমুখাঙ্কুশলগ্নং ত্রিফলাজলে বিনিক্ষিপ্য।
নির্ব্বাপয়েদশেষং শেষং ত্রিফলাম্বু রক্ষেচ্চ॥
যল্লোহং ন মৃতং তৎ পুনরপি পক্তব্যমুক্তমার্গেণ।
যন্ন মৃতং তথাপি তৎ ত্যক্তব্যমলোহমেব তৎ॥
তদনু ঘনলৌহপাত্রে কালায়সমুদ্গরেণ সঞ্চূর্ণ্য।
দত্ত্বা বহুশঃ সলিলং প্রক্ষাল্যাঙ্গারমুদ্ধৃত্য।
তদয়ঃ কেবলমগ্নৌ শুষ্কীকৃত্যাথবাতপে পশ্চাৎ।
লৌহশিলায়াং পিংষ্যাদসিতেঽশ্মনি বা তদপ্রাপ্তৌ॥

অতঃপর কান্তাদি লৌহের মারণবিধি বলা যাইতেছে। যাহার জন্য লৌহ পাক করা হইবে, তাহার রাশি অনুসারে শুভদিন স্থির করিয়া লৌহের মারণযোগ্য স্থান, মৃত্তিকা ও অঙ্গারচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা লিপ্ত করিবে। পরে শিবদাতা শিবকে অর্চ্চনা করিয়া বৈদিক বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক আহুতি দিবে। ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়; অতএব ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য গুণী সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান এবং কর্ম্মকারকে প্রসাদস্বরূপ পূগাদি দানে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করিয়া প্রথমে একখণ্ড পরিষ্কৃত লৌহ পূর্ব্বোক্ত ভূভাগের এক প্রান্তে স্থাপন করিবে। পরে সেই লৌহ, কুঠারিকা (কোদালে কুড়ুলে), ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা, হাড়যোড়া, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, কেশরাজ (কেশুর্ত্তে), শালিঞ্চমূল, কাশমূল, পুনর্নবা, ভীমরাজ এই সকল দ্রব্যের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া দৃষ্টকর্ম্মা কর্ম্মকার দ্বারা দগ্ধ করাইবে। (এক্ষণে কিরূপ

অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে) শালকাষ্ঠের কয়লা কিছুদিন (একপক্ষ বা একমাস) জলে রাখিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইবে। পরে সেই সকল কয়লা লৌহের চতুর্দ্দিকে স্থাপন পূর্ব্বক প্রজ্বালিত করিবে; এবং এই সময় সুদক্ষ কর্ম্মকার স্থির ও অনলস ভাবে ভস্ত্রা-(জাঁতা)-ধ্মাপিত বায়ু দ্বারা জ্বাল দিবে। মাটি, লবণ ও জলযুক্ত কঞ্চি (বংশশাখা) দ্বারা কদাচ জ্বাল দিবে না; তবে পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত ও শুষ্ক কঞ্চি দ্বারা জ্বাল দিতে পারা যায়। দ্রব্যান্তরের সংযোগ থাকিলে ঔষধ সকলের শক্তির হ্রাস হয়। অতএব মলধূলিযুক্ত দ্রব্য সকল সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

তদনন্তর সাঁড়াশী দ্বারা উক্ত লৌহখণ্ডের অগ্রভাগ অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিবে। যেমন যেমন গলিতে থাকিবে, তেমনি তেমনি একটু একটু আগাইয়া দিবে, আর গলিত লৌহের তলদেশে একটি উদ্ধমুখ অঙ্কুশ স্থাপন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব্বনিয়মে প্রস্তুতীকৃত ত্রিফলাকাথে নির্ব্বাপিত করিয়া অবশিষ্ট কাথ স্থালীপাক ও পুটপাকের জন্য রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় লৌহ মৃত না হইলে তাহা পুনর্ব্বার উক্ত রীতিতে মারণ করিবে। এইরূপ পুনর্ব্বার করিলেও যদি মৃত না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, উহা লৌহ নহে। তদনন্তর দৃঢ় লৌহপাত্রে (হামান্‌দিস্তায়) লৌহদণ্ড দ্বারা মুগের ন্যায় ছোট ছোট চূর্ণ করিয়া বারংবার জলে ধৌত করিবে ও অঙ্গার সকল ত্যাগ করিবে। পরে অগ্নি বা সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লৌহনির্ম্মিত খলে বা শিলায় অভাবে কৃষ্ণ প্রস্তরে (যে প্রস্তরের গুঁড়া না উঠে) মর্দ্দন করিবে।

(ইতি লৌহমারণবিধি।)

অথ স্থালীপাকবিধিঃ।

অথ কুস্বায়োভাণ্ডে দত্ত্বা ত্রিফলাম্বু শেষমম্বুনা।
প্রথমং স্থালীপাকং দদ্যাৎ তৎক্ষয়াৎ তদনু॥
গজকর্ণপত্রমূলশতাবরীভৃঙ্গকেশরাজরসৈঃ।
প্রাগ্বৎ স্থালীপাকং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকমেকং বা॥

অনন্তর লৌহভাণ্ডে (কড়ায় বা লোহার হাঁড়িতে) লৌহ ও নির্ব্বাপণাবশিষ্ট ত্রিফলার কাথ (নির্ব্বাপণ সময়ে কাথ কোন প্রকারে যদি নষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ লৌহ ৫ পল, ত্রিফলা ৭ পল, জল ২৪ সের, শেষ ৴৩ সের কাথ করিয়া লইবে।) একত্র পাক করিবে। পাক করিতে করিতে কাথ নিঃশেষ হইলে, বুঝিবে, পাক শেষ হইয়াছে। সেই সময় হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে ইহাদের প্রত্যেকের বা সমস্তের স্বরসে পুনঃ পাক করিবে। এই স্বরসের মাত্রা ত্রিফলাকাথের সমান এবং রস শেষ হইলেই পাক হইয়াছে জানিবে। উক্ত হস্তিকর্ণ পলাশাদি দ্রব্য সকলের মধ্যে যদি কাহারও স্বরস পাওয়া না যায়, তবে উক্ত ত্রিফলাকাথবিধি অনুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

(ইতি স্থালীপাকবিধিঃ।)

অথ পুটপাকবিধিঃ।

হস্তপ্রমাণবদনং শ্বভ্রং হস্তৈকগভীরসমমধ্যম্।
কৃত্বা কটাহসদৃশং তত্র করীষং তুষঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ॥
অন্তর্ঘনতরমর্দ্ধং শুষিরং পরিপূর্য্য দহনমাযোজ্যম্।
পশ্চাদয়সশ্চূর্ণং প্রক্রং পঙ্কোপমং কুর্য্যাৎ॥
ত্রিফলাম্বুভৃঙ্গকেশরশতাবরীকন্দমাণসহজরসৈঃ।
ভল্লাতককরিকর্ণচ্ছদমূলপুনর্নবাস্বরসৈঃ।
ক্ষুণ্ণ্যাথ লৌহপাত্রে মর্দ্দে বা লৌহমার্দ্দিপাত্রাভ্যাম্॥
তুল্যাভ্যাং পুটেনাচ্ছাদ্যাস্তে রন্ধ্রমালিপ্য॥
তৎপুটপাত্রং তত্র শ্বভ্রজ্বলনে নিধায় ভূয়োভিঃ।
কাষ্ঠকরীষতুষৈস্তৎ সংছাদ্যাহর্নিশং দহেৎ প্রাজ্ঞঃ॥
এবং নবভিরমীভির্ভেষজরাজৈঃ পচেৎ তু পুটপাকম্।
প্রত্যেকমেকমেভির্মিলিতৈর্বা ত্রিচতুরান্ বারান্॥
প্রতিপুটনং তৎ পিংষ্যাৎ স্থালীপাকং বিধায় তথৈব তৎ।

তাদৃশি দৃশদি ন পিংষ্যাদবিগলদ্রজসা তু যুজ্যতে বস্ত্র ॥
তদয়শ্চূর্ণং পিষ্টং ঘৃষ্টং ঘনসূক্ষ্মবাসসি শ্লক্ষ্ম্।
যদি রজসা সদৃশং স্যাৎ কেতক্যাস্তর্হি তচ্ছ্রেষ্ঠম্ ॥
পুটনে স্থালীপাকেঽধিকৃতপুরুষে স্বভাবরুগধিগমাৎ।
কথিতমপি হেয়মৌষধমুচিতমুপাদেয়মন্যদপি ॥

এক হস্ত গভীর, এক হস্ত মধ্যভাগ এবং এক হস্ত পরিমিত মুখভাগ (মুখ বর্ত্তুলাকার হইবে) এরূপ একটি গর্ত্ত খনন করিবে। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ বনঘুঁটে, তুষ ও কাষ্ঠ দ্বারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। পশ্চাৎ লৌহচূর্ণ সকল ত্রিফলার ক্বাথ এবং ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, শতমূলী, ওল, মাণ, ভেলার ক্বাথ (অসহ্য হইলে রক্তচন্দন), হস্তিকর্ণপলাশমূল ও পুনর্নবা ইহাদের স্বরসে পঙ্কের মত তরল করিয়া লৌহ বা মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে এবং একখানি শরা বা লৌহ-পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া যোড়ের মুখ তুষ পাট্-ছিন্নবস্ত্র-মিশ্রিত কর্দ্দম দ্বারা আলিপ্ত করিবে। পরে উহা সেই গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি বনঘুঁটে ও তুষাদি দিয়া গর্ত্ত পূরণ করিবে এবং অগ্নিসংযোগ করিবে। এইরূপে দিবায় বা রাত্রিতে ৪ প্রহর কাল রাখিলেই পুটপাক হয়। ত্রিফলা (ক্বাথ) ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সমুদায়ের যথাবিধি প্রস্তুত স্বরস বা ক্বাথ দ্বারা এক এক বার পুট দিবে। এইরূপ ৩।৪ বার পুট দিতে হইবে। প্রত্যেক পুটের পরই পূর্ব্বকথিত প্রকারে স্থালীপাক করিয়া পেষণ করিবে। কিন্তু এরূপ পাত্রে মর্দ্দন করিবে, যাহা হইতে ঘর্ষণহেতু রজঃ (গুঁড়া) উত্থিত না হয়। সেই লৌহচূর্ণ পেষণ করিয়া ঘন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। যদি কেতকীপুষ্পের রেণু সদৃশ হয়, তাহা হইলে সেই লৌহ উৎ-কৃষ্ট বলিয়া জানিবে। চিকিৎসকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে রোগির জন্য লৌহ পাক করিতে হইবে, তাহার প্রকৃতি এবং রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থালীপাকার্থ ও পুটপাকার্থ ভেষজ দ্রব্য সকল গ্রহণ করিতে হইবে। স্থালীপাক-পুটপাকার্থ কথিত ভেষজ দ্রব্য সকলের মধ্যে সমস্ত বা আংশিক দ্রব্য যদি রোগ ও রোগির প্রকৃতির অনুপযোগী হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে এবং কথিত না হইলেও যাহা উপযোগী বোধ হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে।

(ইতি পুটপাকবিধিঃ)

অথ পাকবিধিঃ।

অভ্যস্তকর্ম্মবিধিভির্বালকুশাগ্রীয়বুদ্ধিভিরলক্ষ্যম্।
লৌহস্য পাকমধুনা নাগার্জ্জুনশিষ্টমভিদধ্মঃ ॥
লৌহারকূটতাম্রকটাহে দৃঢ়মৃন্ময়ে প্রণম্য শিবম্।
তদয়ঃ পচেদচপলঃ কাষ্ঠেন্ধনেন বহ্নিনা মৃদুনা ॥
নিক্ষিপ্য ত্রিফলাজলমুদিতং যৎ তদ্ঘৃতঞ্চ দুগ্ধঞ্চ।
সঞ্চাল্য লৌহময্যা দর্ব্ব্যা লগ্নং সমুৎপাট্য।
মৃদুমধ্যখরভাবৈঃ পাকস্ত্রিবিধোঽত্র বক্ষ্যতে পুংসাম্।
পিত্তসমীরণশ্লেষ্মপ্রকৃতীনাং মধ্যমস্তু সমঃ ॥
অভ্যক্তদর্ব্বি লৌহং সুখচুঃশ্চলনযোগি মৃদু মধ্যম্।
উজ্ঝিতদর্ব্বি খরং পরিভাষন্তে কেচিদাচার্য্যাঃ ॥
অন্যে বিহীনদর্ব্বীপ্রলেপমাপুৎকরাকৃতি একতে।
মৃদু মধ্যমর্দ্ধচূর্ণং সিকতাপুঞ্জোপমন্ত খরম্ ॥
ত্রিবিধোঽপি পাক ঈদৃক্ সর্ব্বেষাং গুণকৃদেব নতু বিফলঃ।
প্রকৃতিবিশেষে সংক্ষৌ গুণদোষৌ জনয়তীতাল্পম্ ॥
বিজ্ঞায় পাকমেবং দ্রাগবতার্য্য ক্ষিতৌ ক্ষণান্ কিয়তঃ।
বিশ্রাম্য তত্র লৌহে ত্রিফলাদেঃ প্রক্ষিপেচ্চূর্ণম্ ॥
যদি কর্পূরপ্রাপ্তির্ভবতি ততো বিগলিতে তদুষ্ণত্বে।
চূর্ণীকৃতমনুরূপং ক্ষিপেন্ন বা ন যদি তল্লাভঃ ॥
পক্বং তদশ্মসারং সুচিরঘৃতস্থিতাভাবিরুক্ষত্বে।
গোদোহনাদিভাণ্ডে লৌহভাণ্ডাভাবে সতি স্থাপ্যম্ ॥
যদি তু পরিপ্লুতিহেতোর্ঘৃতমাক্ষেতাধিকং ততোঽস্মিন্।
ভাণ্ডে নিধায় রক্ষেদভাব্যুপযোগো হ্যনেন মহান্ ॥
অয়সি বিরুক্ষীভূতে স্নেহস্ত্রিফলাঘৃতেন সম্পাদ্যঃ।
এতৎ ততো গুণোত্তরমিত্যমুনা স্নেহনীয়ং তৎ ॥
অত্যুগ্রকফপ্রকৃতের্ভক্ষণময়সোঽমুনৈব শংসন্তি।
কেবলমপীদমশিতং জনয়ত্যয়সো গুণান্ কিয়তঃ ॥
অথবা বক্তব্যবিধিসংস্কৃতকৃষ্ণাভ্রকচূর্ণমাদায়।
লৌহচতুর্থাংশসমাদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণভাগম্ ॥
প্রক্ষিপ্যায়ঃ প্রাগ্বৎ পচেদ্দ্রুতাভ্যাং ভবেদ্রজো যাবৎ।
তাবন্মানানুস্মৃতেঃ স্যাৎ ত্রিফলাদিদ্রব্যপরিমাণম্ ॥
হৃদমাপ্যায়কমিদমতিপিত্তনুদিদমেব কান্তিবলজননম্।
স্তম্ভাতি তৃট্ক্ষুধৌ পরমধিকাধিকমাত্রয়া ক্ষিপ্তম্ ॥

মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুন কথিত এবং বহুদর্শী, কৃতকর্ম্মা, সূক্ষ্মবুদ্ধি মানবগণেরও অগম্য, লৌহ-পাকবিধি বলিতেছি। শিবকে প্রণাম করিয়া লৌহ পিত্তল বা তাম্র নির্ম্মিত অথবা দৃঢ় মৃন্ময় পাত্রে কাষ্ঠের মৃদু অগ্নি দ্বারা উক্ত পুটিত লৌহ স্থিরভাবে পাক করিবে। প্রথমে পূর্ব্বপরিমিত ঘৃত সহ লৌহ আলোড়িত করিয়া যথা-পরিমিত দুগ্ধ ও ত্রিফলাকাথ দিবে এবং লৌহ-দার্ব্বী (হাতা) দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। পাত্রে ঔষধ লাগিয়া গেলে তাহা হাতা দিয়া উঠাইয়া লইবে। মৃদু, মধ্য ও খরত্ব ভেদে লৌহের শেষ পাক তিন প্রকার। মৃদু পাক বায়ুর, মধ্য পাক পিত্তের এবং খরপাক কফের পক্ষে হিতকর। অপিচ, মধ্যপাক লৌহ সকল ধাতুর পক্ষেই উপযোগী। আচার্য্যগণ বলেন—যে লৌহ হাতাতে কর্দ্দমের ন্যায় লাগিয়া থাকে, তাহা মৃদুপাক, যাহা কখন হাতায় লাগে, কখনও বা লাগে না, তাহা মধ্য-পাক; আর যাহা একেবারেই হাতায় লাগে না, তাহা খরপাক। মতান্তরে—যে লৌহ দর্ব্বীপ্রলেপ ত্যাগ করে এবং ইন্দুর মাটির মত হয়, তাহা মৃদুপাক, অর্দ্ধ চূর্ণ, অর্দ্ধ ইন্দুর-মাটির সদৃশ হইলে মধ্যপাক এবং বালুকা-রাশির ন্যায় হইলে খরপাক হয়। যাহা হউক, এই ত্রিবিধ পাকই গুণকর, কখনও বিফল হয় না। প্রকৃতিভেদে অতি অল্পই গুণদোষের তারতম্য হয়। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র ভূমিতলে নামাইবে। এবং কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ ঈষদুষ্ণাবস্থায় পূর্ব্বপরিমিত ত্রিফলাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। যদি উৎকৃষ্ট কর্পূর পাওয়া যায়, তবে, লৌহ শীতল হইলে সুগন্ধার্থ ও কান্তক্রামকের দোষহরণার্থ উপযুক্ত-পরিমাণে তাহা মিশা-ইয়া লইবে। পাওয়া না যাইলে ঔষধের গুণের কোন হানি হইবে না। এই পক্ক লৌহ কান্তলৌহ-নির্ম্মিত ভাণ্ডে রাখিবে। অভাবে পুরাতন ঘৃতভাণ্ডে বা দধি দুগ্ধাদির ভাণ্ডে রাখিবে। তাহা হইলে লৌহের ঘৃত শুকাইবে না, সুতরাং উহার রুক্ষতাও হইবে না। যদি ভাঁড় হইতে ঘৃত উছলিত হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হয়, তবে সেই উচ্ছলিত অধিক ঘৃত অপর কোন ঘৃতভাবিত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে। যদি লৌহ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। কিন্তু যদি স্নেহাভাবে লৌহ রুক্ষ হয়, অথচ পাত্রোচ্ছলিত ঘৃত পাওয়া না যায়, তবে ত্রিফলার কাথ-কল্ক দ্বারা অপর ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা লৌহ স্নিগ্ধ করিবে। তবে, এই ত্রিফলা ঘৃত অপেক্ষা লৌহপাকোচ্ছলিত ঘৃতই প্রশস্ত। ইহা দ্বারাই লৌহ স্নেহনীয়। পরন্তু কফপ্রধান ধাতুর পক্ষে উক্ত পাত্রোচ্ছলিত ঘৃত সহ লৌহের লেহন অতীব উপকারক। অধিক কি, কেবল মাত্র এই ঘৃত সেবনেই, লৌহসেবনের কতক ফল পাওয়া যায়।

অতঃপর লৌহ ও অভ্র একত্র পাক করিবার বিধি বলা হইতেছে। অথবা শেষ কালে লৌহের চতুর্থাংশ, অর্দ্ধাংশ, সমান, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে সংস্কৃত অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ পাক সমাধা করিবে। লৌহ ও অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া মোট যত হইবে, তাহা কেবল লৌহ মনে করিয়া তৎপরিমাণানুসারে যথাবিধি ত্রিফলাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপ মিলিত স্নিগ্ধ লৌহ আপ্যায়ন, পিত্তদুষ্টি-নাশক, কান্তিজনক ও বলবর্দ্ধক। ইহাতে তৃষ্ণা এবং ক্ষুধাজনিত বাধা নিবারিত হয়।

(ইতি পাকবিধিঃ।)

অথাভ্রক-বিধিঃ।

কৃষ্ণাভ্রমভ্রেকবপুর্বজ্রাখ্যৈকপত্রকং কৃত্বা।
কাষ্ঠময়োদূখলকে চূর্ণং মুষলেন কুর্ব্বীত ॥

ভূয়ো দৃশদি চ পিষ্টং বাসঃসূক্ষ্মাবকাশতলগলিতম্।
মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ প্রচুররসে স্থাপয়েৎ ত্রিদিনম্॥
উদ্ধৃত্য তদ্রসাদথ পিংষ্যাদ্ধৈমন্তিকধান্যভক্তস্য।
অম্লোদাত্যন্তামলস্বচ্ছজলেন প্রযত্নেন॥
মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ পূর্ব্বরসেনৈব মোদকং কুর্য্যাৎ।
স্থালীপাকং পুটনকাদ্যৈরপি ভৃঙ্গরাজাদ্যৈঃ॥
তাড়াদিপত্রমধ্যে কৃত্বা পিণ্ডং নিধায় ভস্ত্রাগ্নৌ।
তাবদ্দহেন্ন যাবন্নীলোঽগ্নির্দৃশ্যতে সুচিরম্॥
নির্ব্বাপয়েচ্চ দুগ্ধেন দুগ্ধং প্রক্ষাল্য বারিণা তদনু।
পিষ্ট্বা ঘৃষ্ট্বা বস্ত্রে চূর্ণং নিশ্চন্দ্রিকং কুর্য্যাৎ॥

যে অভ্র কৃষ্ণবর্ণ এবং অভেকবপুঃ (অর্থাৎ ভেকের বর্ণের মত অভ্রের কোন স্থান হরিত পীতাদি বর্ণাবিশিষ্ট নহে), তাহাকে বজ্রাভ্র কহে। এক একখান করিয়া স্তরগুলি খুলিয়া কাষ্ঠময় উদূখলে মুষল দ্বারা (ঢেঁকিতে) কুট্টিত করিবে। পরে শিলায় পুনঃ পেষণ করিয়া ঘন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিবে এবং ঐ চূর্ণ মণ্ডূকপর্ণীর (থুলকুড়ির) প্রচুর রসে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর উক্ত রস হইতে অভ্র উদ্ধৃত করিয়া হৈমন্তিক-ধান্য-ভক্তের নির্ম্মল স্বচ্ছ অম্ল জল (কাঁজি) দ্বারা যত্নপূর্ব্বক মর্দ্দন করত পুনর্ব্বার মণ্ডূক-পর্ণীর পূর্ব্বরস দ্বারা মোদক (লাড়ুর মত) করিবে। শুষ্ক হইলে লৌহপাকাবাধ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভৃঙ্গরাজ কেশরাজাদি দ্রব্য দ্বারা স্থালীপাক ও পুটপাক করিবে। এইরূপে পুটাদি-শোধিত অভ্রপিণ্ড তাড়িয়া (তেড়েতা) বা কেবুক (কেউ) পত্রের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ভস্ত্রাগ্নিতে (জাঁতা দ্বারা) ততক্ষণ দগ্ধ করিবে, যতক্ষণ অগ্নি নীলবর্ণ দৃষ্ট না হয়। দগ্ধ করণানন্তর দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া জল দ্বারা দুগ্ধ প্রক্ষালন করিবে। পরে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া উহা নিশ্চন্দ্রক করিয়া লইবে।

(ইত্যভ্রকবিধিঃ।)

অথ লৌহভক্ষণবিধিঃ।

নানাবিধরুক্শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ কান্ত্যৈ শিবং সমভ্যর্চ্চ্য।
সুবিশুদ্ধেঽহনি পুণ্যে তদমৃতমাদায় লৌহাখ্যম্॥
দশকৃষ্ণলপরিমাণং শক্তিবয়োভেদমাকলয্য পুনঃ।
ইয়দধিকং তদধিকতরমিয়দেব ন মাতৃমোদকবৎ॥
সমমসৃণামলপাত্রে লৌহে লৌহেন মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ম্।
দত্ত্বা মধ্বনুরূপং তদনু ঘৃতং যোজয়েদধিকম্॥
বদ্ধং গৃহ্লাতি যথা মধ্বপৃথক্ত্বেন পঙ্কমবিশিংষৎ।
ইদমিহ দৃষ্টোপকরণমেতদদৃষ্টস্ত মন্ত্রেণ স্বাহান্তেন॥
বিমর্দ্দো ভবতি ফড়ন্তেন লৌহবলরক্ষা।
সনমস্কারেণ বলির্ভক্ষণময়সো হুঁমন্তেন॥
ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা। ওঁ অমৃতে হুঁ ফট্। ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে সুরগুরুবিদ্যা-মহাবলায় স্বাহা। ওঁ অমৃতে হুং॥

নানাবিধ রোগের শান্তি এবং দেহের পুষ্টি ও কান্তির জন্য শুভদিনে শিবপূজা করিয়া লৌহরূপ অমৃত সেবন করিবে। সাধারণ মাত্রা—১০ রতি। কিন্তু বয়োবলাদি ভেদে এতদপেক্ষা অধিকতর বা ন্যূন মাত্রায়ও সেবন করা যাইতে পারে। মাতৃমোদকবৎ সেবনের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সমতল মসৃণ নির্ম্মল লৌহপাত্রে উক্তবিধ লৌহভস্ম রাখিয়া তাহার অনুরূপ মধু এবং অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ঘৃত দিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃ-পুনঃ এরূপভাবে মাড়িবে, যেন উক্ত লৌহ মধুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পঙ্কের মত হয়। এইরূপে দৃষ্ট উপকরণ সকল বলা হইল; এক্ষণে অদৃষ্ট উপকরণ মন্ত্র সকল বর্ণন করিব। লৌহ মর্দ্দন কালে 'ওঁ' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত, লৌহের বলরক্ষার্থ 'ওঁ' ইত্যাদি 'ফট্' পর্য্যন্ত, পূজার্থ 'ওঁ' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত' এবং লৌহ সেবন কালে 'ওঁ' ইত্যাদি 'হুং' পর্য্যন্ত মূলমন্ত্র পাঠ করিবে।

জগ্ধ্বা তদমৃতসারং নীরং বা ক্ষীরমেবানুপিবেৎ।
কাম্ভক্রামকমমলং সশর্করং রসং পিবেদ্ দিনে নতু তৎ॥
আচম্য তু তাম্বূলং লাভে ঘনসারসহিতমুপযোজ্যম্।
নাত্যুপবিষ্টো নাপাতিভাষী নাতির্স্থিতস্তিষ্ঠেৎ॥
অত্যম্বুবাতশীতাতপযানস্নানবেগরোধাদীন্।
জহ্যাচ্চ দিবানিদ্রামহিতঞ্চাকালভুক্তঞ্চ॥
বাতকৃতঃ পিত্তকৃতঃ সর্ব্বান্ কট্বম্লতিক্তকষায়কান্।
তৎকল্পবিনাশহেতূন মৈথুনকোপশ্রমান্ দূরে॥

এইরূপে উক্ত 'অমৃতসার' (উক্তভাবে প্রস্তুত লৌহকে অমৃতসার কহে) নামক লৌহ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ নির্ম্মল জল বা

দুগ্ধ পান করিবে। অনন্তর লৌহের দোষ-নাশার্থ খোসাহীন কান্তক্রামক মুতা চর্ব্বণ করিয়া তাহার রস পান করিবে, কিন্তু মুতা খাইবে না। তাহার পর শৃত-শীতল জল বা হংসোদক দ্বারা আচমন করিয়া কর্পূরের সহিত পান খাইবে। লৌহসেবির অধিক ক্ষণ উপবেশন, অতিভাষণ, অধিকক্ষণ দাঁড়ান, অত্যন্ত বায়ু আতপ ও শৈত্যের সেবা, অশ্বাদ-যান, স্নান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, অহিত আহার, অকালভোজন, বাত ও পিত্ত প্রকোপক আহার বিহার এবং কটু অম্ল তিক্ত ও কষায়রস অহিতকর। লৌহ-সেবন কালে মৈথুন, কোপ ও পরিশ্রম বিশেষরূপে ত্যাজ্য।

অশিতং উদরঃ পশ্চাৎ পতত্যু ন বা পাটবং চড়ুপ্রথতাম্। *
আর্ত্তির্ভবতু ন বাসে কূজতি ভেক্তব্যমব্যাজকম্॥

* পাটবস্তু রুপ্রথতামিতি বা পাঠঃ।

লৌহ সেবনানন্তর মলদ্বার দিয়া (অধিক সেবনে) তাহা নিঃসৃত হউক বা না হউক, এবং ক্ষুধার উদ্রেক হউক বা নাই হউক, যদি শরীর আলস্যাদিরহিত অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হয় এবং অন্ত্রকূজন হয়, তাহা হইলে নিঃশঙ্ক-চিত্তে লৌহ সেবন করিবে।

প্রথমং পীত্বা শাল্যন্নং বিশদসিদ্ধমক্লিন্নম্।
ঘৃতসংপ্লুতমশ্নীয়ান্মাংসৈর্বৈহঙ্গমৈঃ প্রায়ঃ॥
উত্তমমুর্বরভূচরবিষ্কিরমাংসং তথাজমৈণাদিকম্।
অস্মাদপি জলচরাণাং পৃথুরোমাপেক্ষয়া জ্যায়ঃ॥
মাংসালাভে মৎস্যা অদোষলাঃ স্থূলসদ্গুণা গ্রাহ্যাঃ।
মদ্গুররোহিতশকুলা দগ্ধাস্তু পললাম্নানাৎ ন্যূনাঃ॥
শৃঙ্গাটকফলকশেরুকদলীফলতালনারিকেলাদি।
অস্মাদপি যচ্চ বৃষ্যং মধুরং পনসাদিকং জ্যায়ঃ॥
কেবুকতাড়ককরীরান্ বার্ত্তাকুপটোলফলদলশমঠান্।
মুদ্গামসূরেক্ষুরসান্ শংসন্তি নিরামিষেষেতান্॥
শাকং প্রহেয়মখিলং স্তোকং রুচয়ে তু বাস্তুকং দদ্যাৎ।
বিহিতনিষিদ্ধাদন্যমধ্যমকোটিস্থিতং বিদ্যাৎ॥

(অতঃপর লৌহ-সেবির ভোজনবিধি বলা যাইতেছে) লৌহ-সেবনানন্তর প্রথমে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া শুভ্র, পরস্পর অসংলগ্ন, সুসিদ্ধ, সঘৃত, শাল্যন্ন, বেহঙ্গম (শূন্যে যাহারা উড়িয়া বেড়ায়) পক্ষিমাংসের সহিত ভোজন করিবে। বৈহঙ্গম পক্ষিমাংস ব্যতীত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বাল-স্থবির-ব্যাধিতাদি বর্জ্জিত উর্বর-ভূচর (লাব, তিত্তির, শশক প্রভৃতি) ও বিষ্কির (কুক্কুটাদি) মাংস এবং ছাগ ও হরিণাদির মাংস ভোজনীয়। মৎস্য অপেক্ষা হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষির মাংস উৎকৃষ্ট। মাংস না পাইলে (বা মাংসাহার অভ্যস্ত না থাকিলে) মাগুর, রুই, শোল প্রভৃতি নির্দ্দোষ বৃহৎ ও গুণবিশিষ্ট মৎস্য সকলও ভোজন করা যাইতে পারে। রুই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য দগ্ধ করিয়া ভোজন করিলে প্রায় মাংসভোজনেরই ফল হয়। উক্ত দগ্ধ মৎস্য সকল গুণে মাংস অপেক্ষা অতি অল্পই ন্যূন হয়। পানিফল, কেশুর, কদলী, তাল, নারিকেল এবং আম, কাঁটাল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক, তাহা হিতকর। নিরামিষ ব্যঞ্জনার্থ—কেবুক, তাড়কের (তাড়গাছের) অঙ্কুর, বার্ত্তাকু, পটোল, পলতা, শমঠ এবং মুগ, মসুর ও ইক্ষুরস প্রশস্ত। শাকমাত্রই লৌহ সেবির পরিত্যাজ্য; তবে রুচিবর্দ্ধনার্থ অল্পপরিমাণে বেতো শাক খাইতে পারে। এইরূপে যে সকল দ্রব্যের বিধান ও নিষেধ করা হইল, তদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য সকল মধ্যমরূপে অর্থাৎ অধিকও নহে, অল্পও নহে, এরূপ ভাবে ভোজন করিবে।

তপ্তদুগ্ধানুপানং প্রায়ঃ সারয়তি বদ্ধকোষ্ঠস্য।
অনুপীতমম্বু যদ্বা কোমলশস্যনারিকেলস্য॥
যস্য চ ন তথা সরতি যবক্ষারং জলং পিবেৎ কোষ্ণম্।
কোষ্ণং ত্রিফলাক্বাথসনাথং ক্ষারং ততোঽপ্যধিকম্॥

লৌহ সেবন করিতে করিতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে উষ্ণ দুগ্ধ পানেই প্রায় দাস্ত পরিষ্কার হয়। কিংবা কোমলশস্য নারিকেলের জল পান করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এইরূপ মৃদু ক্রিয়ায় কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ঈষদুষ্ণ জলে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা সেবন করিবে। ঈষদুষ্ণ

ত্রিফলাকাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আরও সহজে বিরেচন হয়।

ত্রীণি দিনানি সমং স্যাদহি চতুর্থে তু বর্দ্ধয়েৎ ক্রমশঃ।
যাবচ্চাষ্টমমাষং ন বর্দ্ধয়েৎ পুনরিতোহপ্যধিকম্॥
আদৌ রক্তিদ্বিতয়ং দ্বিতীয়বৃদ্ধৌ তু রক্তিকাত্রিতয়ম্।
রক্তিপঞ্চকং পঞ্চকমত ঊর্দ্ধং বর্দ্ধয়েন্নিয়তম্॥
বাৎসরিককল্পপক্ষে দিনানি যাবন্তি বর্দ্ধিতং প্রথমম্।
তাবন্তি বর্ষশেষে প্রতিলোমং হ্রাসয়েৎ তদয়ঃ॥
তেষ্বষ্টমাষকেষু প্রাতর্মাষকত্রয়মশ্নীয়াৎ।
সায়ঞ্চ তাবদহ্নো মধ্যে মাষদ্বয়ং শেষম্॥
এবং তদমৃতমশ্নন্ কান্তিং লভতে চিরস্থিরং দেহং।
সপ্তাহত্রয়মাত্রাৎ সর্ব্বরুজো হন্তি কিং বহুনা॥

লৌহসেবনের প্রথম তিন দিন সমান মাত্রায় (২ রতি) সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত ২ রতি বৃদ্ধি। এইরূপে ৩ দিন অন্তর এক এক রতি বাড়াইয়া আট মাষা পর্য্যন্ত করিবে। প্রথম বৃদ্ধির দিবস ২ রতি, দ্বিতীয় বৃদ্ধির দিবস ৩ রতি বৃদ্ধি করিবে। ইহার পর পাঁচ পাঁচ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এক বৎসর কাল লৌহ সেবন করিতে হইলে প্রথমে যেরূপ ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া ৮ মাষা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, বৎসর শেষেও প্রতিলোমভাবে সেইরূপ মাত্রায় ক্রমশঃ কমাইবে। যে সময় আট মাষা মাত্রায় লৌহ সেবন করা হইবে, সে সময় একবারে সমস্ত না খাইয়া প্রাতঃকালে ৩ মাষা, সায়াহ্নে ৩ মাষা এবং মধ্যাহ্নে ২ মাষা সেবন করিবে। এইরূপে অমৃতসার লৌহ সেবন করিলে কান্তি এবং দেহের চিরস্থৈর্য্য হয়। অধিক কি তিন সপ্তাহ মাত্র সেবনেই সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

আর্য্যাভিরিহ নবত্যা সপ্তবিধিনা যথাবদাখ্যাতম্।
অনাস্তবিপর্য্যাস শস্তমনুষ্ঠানমুন্নীতম্॥
মুনিরচিতশাস্ত্রপারং গত্বা সারং ততঃ সমুদ্ধৃত্য।
নিবন্ধ বান্ধবানামুপকৃতয়ে কোহপি ষটকর্ম্মা॥

বন্ধুবর্গের উপকারার্থ কোন অজ্ঞাতনামা সুবিজ্ঞ ষট্‌কর্ম্মা (চিকিৎসক) কর্তৃক মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুনকৃত শাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই সাত প্রকার লৌহ পাকবিধি নব্বুইটি আর্য্যাশ্লোকে অভ্রান্ত এবং অপ্রমত্তভাবে যথাবৎ কথিত হইল।

(ইতি লৌহ-ভক্ষণবিধিঃ।)

অথ শিলাজতু-রসায়নম্।

হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।
জত্বাভং মৃদু মৃৎস্নাচ্ছং যন্মলং তচ্ছিলাজতু॥
অনম্লঞ্চাকষায়ঞ্চ কটুপাকি শিলাজতু।
নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ॥
হেম্নোহথ রজতাৎ তাম্রাদ্ বরং কৃষ্ণায়সাদপি।
মধুরঞ্চ সতিক্তঞ্চ জবাপুষ্পনিভঞ্চ যৎ॥
বিপাকে কটুতিক্তঞ্চ তৎ সুবর্ণস্য নিস্রবম্।
রাজতং কটুকং শ্বেতং স্বাদু শীতং বিপচ্যতে॥
তাম্রাদ্বর্হিণকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণোষ্ণং পচ্যতে কটু।
যৎ তু গুগ্‌গুলুসঙ্কাশং তিক্তকং লবণান্বিতম্॥
বিপাকে কটু শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্।
গোমূত্রগন্ধঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু যৌগিকঃ॥
রসায়নপ্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু বিশিষ্যতে।
যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু।
বিশেষেণ প্রশস্তন্তে মলা হেমাদিধাতুজাঃ॥

স্বর্ণাদি পার্ব্বত্য ধাতু সকল সূর্য্যসন্তাপে গলিত হইয়া স্রুত হয়। তাহা হইতে লাক্ষা সদৃশ, মৃদু, মসৃণ ও স্বচ্ছ যে মল পদার্থ বহির্গত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে। শিলাজতু—অনম্ল, অকষায়, কটুবিপাক এবং নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতল। ইহা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই চারি ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণলৌহজাত শিলাজতুই উৎকৃষ্ট। যে শিলাজতু মধুর, ঈষৎ-তিক্ত, জবাপুষ্পসদৃশ এবং কটু-তিক্ত-বিপাক, তাহা সুবর্ণনিঃস্রুত। রৌপ্য-নিঃস্রুত শিলাজতু—কটু, শ্বেতবর্ণ, মধুরবিপাক ও শীতবীর্য্য। তাম্রনিঃস্রুত শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণোষ্ণ (মতান্তরে তিক্তোষ্ণ) ও কটুবিপাক। আর যে শিলাজতু, গুগ্‌গুলুসদৃশ, তিক্ত, লবণান্বিত, কটুবিপাক ও শীতল, তাহা লৌহনিঃস্রুত।

লৌহজ শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চারি প্রকার শিলাজতুই গোমূত্রগন্ধ এবং সর্ব্বকার্য্যে বিহিত, কিন্তু রসায়ন কার্য্যে লৌহজাত শিলাজতুই প্রশস্ত। স্বর্ণাদিজাত চারিপ্রকার শিলাজতু যথাক্রমে বাতপিত্তে, শ্লেষ্মপিত্তে, কফে ও ত্রিদোষে প্রশস্ত অর্থাৎ বাতপিত্তে সুবর্ণজাত, শ্লেষ্মপিত্তে রৌপ্যজাত, কফে তাম্রজাত এবং সন্নিপাতে লৌহজাত শিলাজতু উৎকৃষ্ট।

লৌহকিট্টায়তে বহ্নৌ বিধূমং দহ্যতেঽম্ভসি।
তৃণাগ্রে কৃতং সর্ব্বমধো গলতি তন্তুবৎ॥
মলিনং যদ্ভবেৎ তচ্চ ক্ষালয়েৎ কেবলাম্ভসা।
লৌহপাত্রেষু বিধিনা উর্দ্ধীভূতঞ্চ সংহরেৎ॥
বাতপিত্তকফঘ্নৈস্তু নির্যূহৈস্তং সুভাবিতম্।
বাল্যোৎকর্ষং পরং যাতি সর্ব্বৈরেকৈকশোঽপি বা॥
প্রক্ষিপোদ্ধৃতমাপ্যলং পুনস্তং প্রক্ষিপেদ্রসে।
কোষ্ণে সপ্তাহমেতেন বিধিনা তস্য ভাবনা॥
তুল্যং গিরিজেন জলে চতুর্গুণে ভাবনৌষধং কাথ্যম্।
তৎ কাথে পাদাংশে পূতোষ্ণে প্রক্ষিপেদ্গিরিজম্।
তৎ সমরসতাং যাতং সংশুষ্কং প্রক্ষিপেদ্রসে ভূয়ঃ॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন লৌহৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সহ।
তৎ পীতং পয়সা দদ্যাদ্ দীর্ঘমায়ুঃ সুখান্বিতম্॥
জরাব্যাধিপ্রশমনং দেহদার্ঢ্যকরং পরম্।
মেধাস্মৃতিকরং ধন্যং ক্ষীরাশী তৎ প্রয়োজয়েৎ॥

(শিলাজতুর পরীক্ষাবিধি বলা হইতেছে) যে শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নির্ধূম ভাবে দগ্ধ হইয়া লৌহমলের ন্যায় হয় এবং পরে তাহা জলে ফেলিলে প্রথমে ভাসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ সূতার মত গলিয়া নীচে পড়িয়া যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট। (শিলাজতুর শোধনবিধি) মলিন শিলাজতু উষ্ণোদকে প্রক্ষালিত করিয়া যথাবিধি লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক উর্দ্ধস্থ পদার্থ সংগ্রহ করিবে। যথাবিধি অর্থাৎ প্রথমে শিলাজতু কেবল জলে ধুইয়া অগুরু, অড়হর, নিমপাতা, যব, গুলঞ্চ ও গব্যঘৃত দ্বারা ধূপ দিবে, পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক দশমূলের কাথ, ত্রিফলার কাথ বা কেবলমাত্র উষ্ণোদক সহ গুলিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিবে। রৌদ্রে রাখিবার সময় উহার উপরি সরের ন্যায় যে পদার্থ উঠিবে, তাহাই অন্য একটি কাচপাত্রে রাখিবে। এইরূপে শিলাজতু শোধনীয়। বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সকলের কাথে সপ্তাহকাল ভাবনা দিলে শিলাজতুর বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। (ভাবনা দিবার নিয়ম)—শিলাজতু ঈষদুষ্ণ কাথে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং কাথ শুষ্ক হইলে পুনঃ অপর কাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাত দিবস করিলেই ভাবনা দেওয়া হয়। (কাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম)—শিলাজতুর সমান কাথ্য দ্রব্য চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উষ্ণাবস্থায় তাহাতে শিলাজতু প্রক্ষেপ ও তাহা আলোড়ন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে এবং পুনশ্চ উক্তরূপে প্রস্তুত কাথ তাহাতে দিবে। এইরূপ সপ্তাহ কাল করিবে। এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু ও জারিত লৌহচূর্ণ (শিলাজতুর চতুর্থাংশ লৌহভস্ম) একত্র দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সুখকর দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ইহা জরা-ব্যাধিবিনাশক, দেহের উৎকৃষ্ট দৃঢ়তাসম্পাদক, মেধা ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক এবং ধন্য। এই ঔষধ সেবন কালে দুগ্ধ-প্রধান আহার করিবে।

প্রয়োগঃ সপ্তসপ্তাহস্ত্রয়শ্চৈকশ্চ সপ্তকঃ।
নির্দিষ্টস্ত্রিবিধস্তস্য পরো মধ্যোঽবরস্তথা।
মাত্রা পলস্ত্বর্দ্ধপলং স্যাৎ কর্ষস্তু কনীয়সা॥
শিলাজতুপ্রয়োগেষু বিদাহীনি গুরূণি চ।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকালঞ্চ কুলত্থান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
পয়াংসি শুক্তানি রসাঃ সযূষা-
স্তোয়ং সমূত্রং বিবিধাঃ কষায়াঃ।
আলোড়নার্থে গিরিজস্য শস্তা-
স্তে তে প্রযোজ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্॥
(চরকোক্তশিলাজতুবিধানং সোপস্কারমেতৎ॥)

শিলাজতুর তিনপ্রকার সেবনকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—সাত সপ্তাহ উৎকৃষ্ট প্রয়োগ, ৩ সপ্তাহ মধ্যম প্রয়োগ এবং এক সপ্তাহ অধম প্রয়োগ। ইহার মাত্রাও ত্রিবিধ। যথা—১ পল উত্তম মাত্রা, অর্দ্ধপল মধ্যম মাত্রা এবং

এককর্ষ অধম মাত্রা। শিলাজতু-সেবনকালে বিদাহী ও গুরুপাক দ্রব্য কুলথকলায় (বাগ্‌ভটমতে কাকমাচী এবং কপোত পরিত্যাজ্য) ত্যাগ করিবে। দুগ্ধ, শুক্ত, মাংসরস, যূষ, জল, গোমূত্র এবং নানাবিধ কষায় সহ শিলাজতু আলোড়িত করিয়া সেবন করিবে।

শিবাগুড়িকা।

কালে তু রবিতাপাঢ্যে বৃক্ষায় জং শিলাজতুপ্রবরম্।
ত্রিফলারসসংযুক্তং ত্র্যহঞ্চ শুষ্কং পুনঃ শুষ্কম্॥
দশমূলস্য গুড়ূচ্যা রসে বলায়াস্তথা পটোলস্য।
মধুকরসে গোমূত্রে ত্র্যহং ত্র্যহং ভাবয়েৎ ক্রমশঃ॥
একাহং ক্ষীরেণ তু তৎ পুনর্ভাবয়েচ্ছুষ্কম্।
সপ্তাহং ভাব্যং স্যাৎ কাথেনৈষাং যথালাভম্॥
কাকোল্যৌ দ্বে মেদে বিদারীযুগ্মং শতাবরী দ্রাক্ষা।
ঋদ্ধিযুগর্ষভবীরা মুণ্ডিতিকা জীরকেঽংশুমত্যৌ চ॥
রাস্নাপুষ্করচিত্রকদন্তীভকণাকলিঙ্গচব্যাব্দাঃ।
কটুকা শৃঙ্গীপাঠে তানি পলাংশিকানি কাথ্যানি॥
অবদ্রোণে সাধিতানাং রসেন পাদাংশিকেন ভাব্যানি।
গিরিজস্যৈবং ভাবিতশুদ্ধস্য পলানি দশ ষট্ চ॥
দ্বিপলঞ্চ বিশ্বমাগধিকাকটুককর্কটাখ্যমরিচানাম্।
চূর্ণং পলঞ্চ বিদার্য্যাস্তালীশপলানি চত্বারি॥
ষোড়শ সিতাপলানি চত্বারি ঘৃতস্য মাক্ষিকস্যাষ্টৌ।
তিলতৈলস্য দ্বিপলং চূর্ণার্দ্ধপলানি পঞ্চানাম্॥
ত্বক্ক্ষীরিপত্রত্বগ্‌নাগৈলানাং মিশ্রয়িত্বা তু।
গিরিজস্য ষোড়শপলৈগু ড়িকাঃ কার্য্যাস্ততোঽক্ষসমাঃ॥
তাঃ শুষ্কা নবকুম্ভে জাতীপুষ্পাধিবাসিতে স্থাপ্যাঃ।
তাসামেকা কালে ভক্ষ্যা পেয়াপি বা সততম্॥
ক্ষীররসা দাড়িমরসাঃ সুরাসবং মধু চ শিশিরতোয়ানি।
আলোড়নানি তাসামনুপানে বা প্রশস্তানি॥
জীর্ণে লঘ্বন্নপয়োজাঙ্গলনির্যূহযূষভোজী স্যাৎ।
সপ্তাহং যাবদতঃ পরং ভবেৎ সর্ব্বং সামান্যম্॥
ভুক্তাপি ভক্ষিতেয়ং যদৃচ্ছয়া নাবহেন্ত্বয়ং কিঞ্চিৎ।
নিরুপদ্রবা প্রযুক্তা সুকুমারকৈঃ কামিভিশ্চৈব॥
সংবৎসরপ্রযুক্তা হন্ত্যেবা বাতশোণিতং প্রবলম্।
বহুবার্ষিকমপি গাঢ়ং বদ্ধাণঞ্চাঢ্যবাতঞ্চ॥
জ্বরযোনিশুক্রদোষপ্লীহার্শঃপাণ্ডুগ্রহণীরোগান্।
ব্রধ্নবমিগুল্মপীনসহিক্কাকাসারুচিশ্বাসান্॥
জঠরং শ্বিত্রং কুষ্ঠং যাণ্ডুং মদং ক্ষয়ং শোষম্।
উন্মাদাপস্মারৌ বদনাক্ষিশিরোগদান্ সর্ব্বান্॥
আনাহমতীসারং সাসৃগ্দরং কামলাপ্রমেহাংশ্চ।
বক্ষুর্ব্ব্দ্ধ্রাণি বিদ্রধিভগন্দরং রক্তপিত্তঞ্চ॥
অতিকার্শ্যমতিস্থৌল্যং স্বেদমথ শ্লীপদঞ্চ বিনিহন্তি।
দংষ্ট্রাবিষং সমৌলং গরাণি বহুপ্রকারাণি॥
মন্ত্রৌষধিযোগান্ বিপ্রযুক্তান্ ভৌতিকাংস্তথা ভাবান্।
পাপালক্ষ্ম্যৌ চেয়ং শময়েদ্ গুড়িকা শিবা নাম্না॥
বল্যা বৃষ্যা ধন্যা কান্তিযশঃশ্রীপ্রজাকরী চেয়ম্।
দদ্যান্নৃপবল্লভতাং জয়ং বিবাদে মুখস্থা চ॥
শ্রীমান্ প্রকৃষ্টমেধাস্মৃতিবুদ্ধিবলান্বিতোঽতুলশরীরঃ।
পুষ্ট্যোজোঽতিবিমলেন্দ্রিয়তেজোবলসম্পদুপেতঃ॥
বলীপলিতরোগরহিতো জীবেচ্ছরদাং শতদ্বয়ং পুরুষঃ।
সংবৎসরপ্রয়োগাদ্ দ্বাভ্যাং শতানি চত্বারি।
সর্ব্বাময়জিৎ কথিতং মুনিগণভক্ষ্যং রসায়নরহস্যম্॥
সমুদ্রভুবামৃতমন্থনোত্থঃ
স্বেদঃ শিলাভ্যোঽমৃতবদ্গিরেঃ প্রাক্।
যো মন্দরস্যাত্মভুবা হিতায়
ন্যস্তঃ স শৈলেষু শিলাজরূপী॥
শিবাগুড়িকেতি রসায়নযুক্তং গিরীশেন গণপতয়ে।
শিববদনবিনির্গতা যস্মান্নাম্না তস্মাচ্ছিবা গুড়িকেতি॥
(শৈবসিদ্ধান্তোক্তা শিবাগুড়িকেয়ম্।)

গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণলৌহজাত ১৬ পল উৎকৃষ্ট শিলাজতু ত্রিফলার কাথে (শিলাজতুর সমান ত্রিফলা, জল চতুর্গুণ, শেষ চতুর্থাংশ; এই রূপে দশমূলাদিরও কাথ করিবে), দশমূলের কাথে, গুলঞ্চের কাথে, বেড়েলার কাথে, পল্‌তার কাথে, যষ্টিমধুর কাথে এবং গোমূত্রে তিন তিন দিন করিয়া ক্রমশঃ ভাবনা দিবে, অনন্তর এক দিবস দুগ্ধে ভাবনা দিবে। তৎপরে কাকোল্যাদি গণ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, বিদারী, ক্ষীরবিদারী (শুক্ল ও কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড), শতমূলী, কিস্‌মিস্, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋষভক, জটামাংসী, মুণ্ডিরী, শাদা জীরা, কালজীরা, শালপানি, চাকুলে, রাস্না, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চিতামূল, দন্তীমূল, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, চৈ, মুতা, কট্‌কী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, আক্‌নাদি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ দ্বারা এক সপ্তাহ পূর্ব্বোক্ত ষোল পল শিলাজতু ভাবনা দিবে। (এ স্থলে বক্তব্য এক দিনে উক্ত মাত্রায় সমস্ত কাথ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে সাত দিনে তাহা পচিয়া নষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য বৃদ্ধ বৈদ্যগণ প্রত্যহ কাথ

প্রস্তুত করিবার বিধি দেন। যথা—মিলিত কাকোল্যাদি ৪ পল (প্রত্যেক ৯ মাষা ২ রতি), জল /৯ সের ১ পল ৯ মাষা ১ রতি, শেষ /২ সের ১ কর্ষ ২ মাষা। এইরূপে প্রত্যহ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ভাবনা দিবে।) এইরূপে ভাবিত ও শুদ্ধ শিলাজতু ১৬ পল, শুঁঠ পিপুল, কটুকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ মিলিত ২ পল, (বাগ্‌ভটের মতে শুঁঠ প্রভৃতি প্রত্যেক ১৬ তোলা), ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ১ পল, তালীশ-পত্র চূর্ণ ৪ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল, মধু ৮ পল, তিলতৈল ২।পল; বংশলোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও এলাইচ, ইহাদের মিলিত অর্দ্ধ পল, (বাগ্‌ভটের মতে বংশলোচনাদি প্রত্যেক অর্দ্ধ পল)। এই সমস্ত দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত শিলাজতু ১৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উহা শুষ্ক করিয়া জাতীপুষ্প দ্বারা অধিবাসিত নূতন কলসে স্থাপন করিবে। এই গুড়িকা এক একটি (উপযুক্ত মাত্রায়) দুগ্ধ, মাংসরস, দাড়িমরস, সুরা, আসব, মধু, শিশির জল (বরফ) সহ সেবন করিবে। অনুপানার্থ এই সকল দ্রব্য প্রশস্ত। ঔষধ জীর্ণ হইলে লঘু অন্ন, দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসরস ও মুদ্গাদিযূষ আহার করিবে। এইরূপ নিয়মে সপ্তাহকাল আহার করিয়া পরে সাধারণ নিয়মে আহার করিবে। আহারের পর এই ঔষধ সেবন করিলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সুকুমার ও কামী পুরুষগণ নিঃশঙ্ক হইয়া ইহা সেবন করিতে পারেন। এক বৎসর শিবাগুড়িকা সেবন করিলে প্রবল বহুবার্ষিক বাতরক্ত, যক্ষ্মা, উরুস্তম্ভ, জ্বর, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, প্লীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ, ব্রধ্ন, বমি, গুল্ম, পীনস, হিক্কা, কাস, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, ষণ্ডতা, মদরোগ, ক্ষয়, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, আনাহ, অতীসার, রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই গুড়িকা সেবনে মানব শ্রী, স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, অতুল শরীর, পুষ্টি, তেজঃ, ওজঃ, অতি নির্ম্মলেন্দ্রিয়তা ও বল সম্পন্ন হয়। এক বৎসর সেবনে বলীপলিত-রোগরহিত হইয়া দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। দুই বৎসর সেবনে ৪শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই প্রকারে সর্ব্বরোগনাশক মুনি-গণের সেবনীয় শিবাগুড়িকা রসায়নের বিবরণ কথিত হইল।

পূর্ব্বে অমৃতমন্থন কালে পর্ব্বতের শিলা-প্রদেশ হইতে যে ঘর্ম্ম উদ্গত হইয়াছিল, ব্রহ্মা জগতের হিতার্থ তাহাই শিলাজতুরূপে পর্ব্বত সকলে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাদেব গণেশকে এই শিবাগুড়িকা রসায়ন বলিয়াছিলেন। শিবের বদন হইতে নির্গত হওয়ায় ইহার নাম শিবাগুড়িকা। শৈবসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে এই শিবাগুড়িকা উক্ত হইয়াছে।

মহাচন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনং শালপর্ণী চ পৃশ্নিপর্ণী নিদিগ্ধিকা।
বৃহতী গোক্ষুরশ্চৈব মুদ্গপর্ণী বিদারিকা॥
অশ্বগন্ধা মাষপর্ণী তথামলকমেব চ।
শিরীষং পদ্মকোশীরং সরলং নাগকেশরম্॥
প্রসারণী তথা মূর্ব্বা প্রিয়ঙ্গূৎপলবালকম্।
বাট্যালকঙ্কতিবলা মৃণালং বিষশালুকম্॥
পঞ্চাশৎপলমেতেষাং শ্বেতবাট্যালকং তথা।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
অজাক্ষীরং তৈলসমং শতমূলীরসাঢ়কে।
লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ দধিমস্তু তথৈব চ॥
হরিণচ্ছাগশশক-মাংসানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপ্রস্থং বিনিক্বাথ্য তৈলাঢ়কং বিপাচয়েৎ॥
শ্রীখণ্ডাগুরুকক্কোলং নখং শৈলেয়কেশরম্।
পত্রং চোচং মৃণালঞ্চ হরিদ্রে শারিবাদ্বয়ম্॥
রক্তোৎপলং নতং কুষ্ঠং ত্রিফলা চ পদ্মকম্।
মূর্ব্বা চ গ্রন্থিপর্ণী চ নলিকা দেবদারু চ॥
সরলং পদ্মকোশীরং ধাতকী বিল্বপেশিকা।
রসাঞ্জনং মুস্তকঞ্চ শৈহ্লকঃ বালকং বচা॥
মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রমধুরী জীবনীয়ং প্রিয়ঙ্গুকম্।
শটেল্যা কুঙ্কুমঞ্চৈব খট্টাশী পদ্মকেশরম্॥

রাস্না চ জাতিকোষঞ্চ বিশ্বকং সধনীয়কম্।
পলার্দ্ধমেষাং প্রত্যেকং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
মহাসুগন্ধিতৈলস্য গন্ধশ্চাত্র প্রদীয়তে।
কাশ্মীরমদচন্দ্রাংশ্চ সিদ্ধে পূতে বিনিক্ষিপেৎ॥
যথালাভং শুভে পাত্রে সংগোপেন নিধাপয়েৎ।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম্।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্॥
যেষাং ভূরিপরিশ্রমাদনুদিনং নশ্যন্তি দেহা নৃণাং
যে বা কামকলানুকূলতরুণীসঙ্গে চ নির্ধাতবঃ।
যে বা ব্যাধিবিশীর্ণতামুপগতাস্তেষাং পরং ভেষজং
বল্যং বৃষ্যতমং তনূপচয়কৃৎ শ্রীচন্দনাদ্যং মহৎ॥

তিলতৈল ১৬ সের। কাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, মাষাণী, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, মৃণাল, শালূক মিলিত ৫০ পল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষারস, কাঁজি, দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের, হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস ৮ সের, প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক্ পৃথক্ কাথ)। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁক্‌লা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, ফল্‌সা, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরি, জীবনীয়গণ, প্রিয়ঙ্গু, শটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জৈত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মহাসুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাস (বাতরোগোক্ত) তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা এই তৈল পাক করিবে। পাকান্তে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কুঙ্কুম মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারিত হয়। ইহা বলজনক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রসায়নাধিকারঃ।

অথ বাজীকরণাধিকারঃ।

যদ্দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাদ্ বাজীব সুরতক্ষমম্।
তদ্বাজীকরমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষজাং বরৈঃ॥

যদ্দ্বারা পুরুষ রমণক্রিয়ায় অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভিষক্-শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বাজীকরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাজীকরণস্যাবশ্যকতা।

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ।
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্॥

যাহারা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করে না, অথচ নিয়ত মৈথুনাসক্ত, তাহাদের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু ধ্বজভঙ্গ হয়।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ॥

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, শ্রমজনক কর্ম্ম, উপবাস, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস দ্বারা শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং
শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতোঃ।
জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবনপরিভবাঃ ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো
বামাবশ্যাতিযোগাদ্ ভজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্ত ॥

বাজীকরণবিহীন হইয়া অতিরিক্ত কামিনী-সহবাস করিলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শোষ, শ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, সর্ব্বধাতুক্ষীণতা ও বাতজরোগ সকল, এমন কি ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

নরো বাজীকরান্ যোগান্ সম্যক্শুদ্ধো নিরাময়ঃ।
সপ্তত্যন্তং প্রকুর্ব্বীত বর্ষাদূর্দ্ধন্ত ষোড়শাৎ।
আনুকাম্যো নরঃ স্বাভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি ॥

ষোড়শ বৎসর হইতে সপ্ততি বৎসর মধ্যে সুস্থশরীরে অথচ (বিরেচনাদি দ্বারা) শুদ্ধদেহে বাজীকরণ করিলে মানব দীর্ঘায়ু ও রতিশক্তি-সম্পন্ন হয় এবং বহুস্ত্রীসঙ্গমে কৃতকার্য্য হইতে পারে।

নচ বৈ ষোড়শাদর্ব্বাক্ সপ্তত্যাঃ পরতো ন চ ॥

ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালককে এবং সপ্ততিবৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধকে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিতে দিবে না।

বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্।
নরাণাং বহুভার্য্যাণাং বিধির্বাজীকরো হিতঃ ॥
স্থবিরাণাং রিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্।
যোষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্ ॥
হিতা বাজিকরা যোগাঃ প্রীণয়ন্তি বলপ্রদাঃ।
এতেঽপি পুষ্টদেহানাং সেব্যাঃ কালাদ্যপেক্ষয়া ॥

যিনি বিলাসপ্রিয়, ধনাঢ্য ও রূপযৌবন-সম্পন্ন, যিনি বহুভার্য্যার পতি, যিনি বৃদ্ধ অথচ রমণাকাঙ্ক্ষী; যিনি কামিনীগণের বল্লভ হইতে ইচ্ছুক; যিনি অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে দুর্ব্বল, অথবা যিনি ক্ষীণশুক্র কিংবা ক্লীব হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেই বাজীকরণ ঔষধ সমূহ বিশেষ হিতকারী, প্রীতিকর ও বলপ্রদ। দেশ কাল ও পাত্রানুসারে সুস্থশরীরেও বাজীকরণ ঔষধ সেব্য।

বাজীকরণানি।

ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানি চ।
গীতং শ্রোত্রাভিরামাশ্চ বাচঃ স্পর্শসুখাস্তথা।
কামিনী সান্দ্রতিলকা কামিনী নবযৌবনা।
গীতং শ্রোত্রমনোজ্ঞঞ্চ তাম্বূলং মদিরাঃ স্রজঃ ॥
গন্ধা মনোজ্ঞা রূপাণি চিত্রাণ্যুপবনানি চ।
মনসশ্চাপ্রতীঘাতো বাজীকুর্ব্বন্তি মানবম্ ॥

রসনার তৃপ্তিজনক অথচ বলকারক বিবিধ আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য সেবন, শ্রুতিসুখকর রমণীয় বাক্যালাপ, স্পর্শসুখ, তিলকধারিণী নবযৌবনা কামিনীসহবাস, মনোহর সঙ্গীত, তাম্বূলসেবন এবং মদ্যপান, মনোজ্ঞ গন্ধ দ্রব্য ও মাল্য ধারণ, বিচিত্র চিত্র দর্শন, উদ্যানকেলি ও মানসিক অপ্রতিঘাত বিষয় সকল বাজীকরণার্থ উৎকৃষ্ট।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্বৃষ্যমুচ্যতে ॥

যে কোন আহারীয় দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, গুরু ও মনের আহ্লাদ-জনক, তৎসমুদায়ই বৃষ্য বলিয়া জানিবে।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্ ॥
(ক্ষীরসর্পিষা ক্ষীরোত্থসর্পিষা ন তু ক্ষীরঞ্চ ঘৃতঞ্চে-ত্যেকবদ্ভাবঃ ক্ষীরপক্বলবণস্য সংযোগবিরুদ্ধত্বাদিতি চক্রটীকা।)

ছাগলের অণ্ডকোষদ্বয় অল্প পিপুলচূর্ণ ও লবণের সহিত দুগ্ধোত্থ ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে শত প্রমত্তা কামিনীতে সঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃৎ তিলান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ ॥
(অসকৃদিতি সপ্তধা, যদ্যপি বস্তমাংসস্য ক্ষীরেণ সহ বিরোধো দর্শিতস্তথাপি তৎ সামান্যবচনমিদং পুনরপবাদ-রূপং বিশিষ্টবস্তুবিষয়ত্বাৎ ন বিরোধমাহরিতি শিবদাসঃ)

ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধে তিলতণ্ডুল সাতবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে শতস্ত্রীগমনের সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্।
ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশতমৈথুনং পুরুষঃ॥

মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহা চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্।
রমমাণস্থ বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্॥

শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ /।॰ পোয়া, জল /১ সের, শেষ /।॰ পোয়া। ইহা চিনির সহিত পান করিলে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্থ রসং শর্করয়া সমম্।
প্রয়োগাদস্থ সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ॥

প্রাচীন শিমুলবৃক্ষের মূলের রস সমপরিমিত চিনির সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

নবশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্।
সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ ভবেৎ॥

কাঁচ-শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে চটক পক্ষীর ন্যায় রমণসামর্থ্য জন্মে।

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পিঃক্ষৌদ্রযুতং লীঢ্বা শতং গচ্ছেদ্ বরাঙ্গনাঃ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শতস্ত্রীগমনের সামর্থ্য হয়।

এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ্বা পয়ঃ পিবেৎ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতে॥

ঐরূপ আমলকীচূর্ণ, আমলকীর রসে ভাবিত করিয়া ঘৃত চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। তাহাতে অশীতি-বর্ষীয় বৃদ্ধও তরুণস্পর্দ্ধী হয়।

বিদারীকন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
উডুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ঘৃত দুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুরের রস সহ সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্।
ঘৃতেন মধুনা লীঢ্বা পিবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ।
বাজীকরণযোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

আমলকীর চূর্ণ আমলকীর স্বরসে সপ্তবার ভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে এবং লেহনানন্তর অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ পান করিবে। বাজীকরণযোগের মধ্যে ইহা অতি উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্বয়ংগুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজং সমধুশর্করম্।
ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥

আলকুশীবীজ ও কোকিলাক্ষবীজ চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করত ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গমেও শরীর ক্ষয় হয় না।

উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে।
শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা॥

কুঁচমূল চূর্ণ অথবা শতমূলী ও কুঁচমূল চূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে, স্ত্রী সহবাসে যথেষ্ট সুখলাভ হয়।

কর্ষং মধুকচূর্ণস্থ ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ॥

ঘৃত ও মধু মিশ্রিত ২ তোলা যষ্টিমধু চূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে প্রভূত কামবেগী হয়।

গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরিনাগবলাতিবলা চ।
চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্থ গৃহে প্রমদাশতমস্তি॥

গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে ও পীতবেড়েলা ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধ সহ রাত্রিতে সেবন করিলে একশত রমণীতে সঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীর্বা সুভর্জ্জিতাঃ।
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্॥

সদ্যোমাংস ও মৎস্য, বিশেষতঃ পুঁটিমৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে প্রত্যহ স্ত্রীসম্ভোগ করিয়াও ক্ষীণশুক্র হয় না।

তাপিঞ্জধাতুমধুপারদলোহচূর্ণং
পথ্যাশিলাজতুবিড়ঙ্গঘৃতানি লিহ্যাৎ।
একাগ্রবিংশতিদিনানি গদার্দ্দিতোঽপি
সাশীতিকোঽপি রময়েৎ প্রমদাং যুবেব॥

যথাক্রমে একুশদিন স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ-ভস্ম ও লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা হরীতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ ঘৃত সহ লেহন করিলে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধেরাও যুবাদের মত স্ত্রীসম্ভোগে সমর্থ হয়।

অত্যন্তমুষ্ণকটুতিক্তকষায়মম্লং
ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ।
কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী
নো ভক্ষয়েদিতি সমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ॥

যে ব্যক্তি কামী, বনিতাভিলাষী এবং সদা রতিমান্, তাহার অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল এবং ক্ষার, শাক অথবা অধিক লবণ ভোজন কর্ত্তব্য নয়।

নারসিংহ-চূর্ণম্।

শতাবরীরজঃপ্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ।
বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥
ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু।
তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্॥
ত্র্যূষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ।
মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্॥
শতাবরীসমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ।
এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাস্য ভোজনম্।
মাসৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি॥
বলীপলিতখালিত্য-মেহপাণ্ড্বাঢ্যপীনসান্।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ॥
ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্।
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদারুণান্॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্।
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
স কাঞ্চনাভো মৃগরাজবিক্রমস্তুরঙ্গমক্ষাপ্যনুযাতি বেগতঃ।
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোহতিরেকং প্রকৃষ্টদৃষ্টিশ্চ যথা বিহঙ্গঃ॥
পুত্রান্ সংজনয়েদ্ধীমান্ নরসিংহনিভাংস্তথা।
নারসিংহমিদং চূর্ণং সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্॥
বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
পশ্চিমে ঘৃষ্টিশব্দাখ্যো বরাহলোমবানিব॥

শতমূলী চূর্ণ ‌৴২ সের, গোক্ষুরবীজ ৴২ সের, চুব্‌ড়ি আলু ৴২৷৷০ সের, গুলঞ্চ ২৫ পল, ভেলা চূর্ণ ৴৪ সের, চিতামূল চূর্ণ ৴১৷০ সের, তিলতণ্ডুল ৴২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ (মিলিত) ৴১ সের, চিনি ৴৮৷০ সের, মধু ৴৪৵০ ছটাক, ঘৃত ৴২৴০ ছটাক, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ৴২ সের। এই সমুদায় একত্র করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৪ তোলা। ইহা এক মাস সেবন করিলে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, ভগন্দর ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ও জরা দূরীভূত হইয়া বল, বীর্য্য এবং ইন্দ্রিয় শক্তির বৃদ্ধি হয়।

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
প্রস্থঞ্চ ঘৃততৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥
ত্বক্‌পত্রধান্যকব্যোষ-জীরকৈলাদ্বয়ানলম্।
গ্রন্থিকং চব্যমাতঙ্গ-পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্।
চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ গুড়স্য তুলয়া পচেৎ॥
শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সংপ্রদাপয়েৎ।
কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥
কৃশানাং বৃংহণং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্।
প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥
ক্ষয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ভিষগ্‌জিতম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি চর্চ্ছদিমরোচকম্॥
গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎ পাত্রং স্নিগ্ধকুষ্মাণ্ডকদ্রবঃ॥

ত্বক্ ও বীজ রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডশস্য কিঞ্চিৎ জল দিয়া উৎস্বিন্ন ও ক্ষৌমবস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিবে। পরে রৌদ্রে শোষিত ও শিলায় পেষণ করিয়া সেই কুষ্মাণ্ডশস্য ১২৷৷০ সের, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ৴২ সের, তিলতৈল ৴২ সের, গুড় ১২৷৷০ সের, কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ধনে, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বড় এলাইচ, ছোট এলাইচ, চিতামূল, পিপুলমূল, চই, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পানিফল, কেশুর, তালাঙ্কুর ও তালের মাতী প্রত্যেক ১ পল। শীতল হইলে মধু ৴১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ পুষ্টিকর শুক্রজনক ও কাসাদি বিবিধ রোগ নাশক।

বৃহচ্ছতাবরী-মোদকঃ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা।
মর্কটাঙ্কুরবীজঞ্চ বিদারীকন্দজং রজঃ॥
এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ।
তস্মাচ্চতুগুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ॥
এতদেকীকৃতং যাবৎ তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ।
তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যা রসস্তথা॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতাপলশতদ্বয়ম্।
গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢে॥
পাচয়েৎ পাকবিদ্বেদ্যো মোদকং পরমং হিতম্।
ত্র্যূষণং ত্রিফলা দন্তী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী॥
ধন্যাকং বালকং মুস্তং কস্তুরী গোস্তনী তুগা।
জাতীকোষফলং মাংসী পত্রং বারেন্দ্রপত্রকম্॥
শতপুষ্পা চব্য দারু প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্।
সরলং শৈলজং কুষ্ঠং (কুষ্ঠং) জাতীপুষ্পং যমানিকা॥
কটুফলং কেশরং মেথী মধুকং সুরদারু চ (দেবদারুকম্)।
মিষা তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরং রসগন্ধকৌ॥
চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।*
আলোড্য ত্রিসুগন্ধেন কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে স্থাপয়েত্তদ্ ভিষগ্বরঃ।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং ক্ষীরঞ্চানুপিবেৎ পলম্॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েৎ তু বিচক্ষণঃ।
প্রমদাশতঞ্চ ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং শুক্রসঞ্জননং পরম্।
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদুস্তরান্॥
বাতজান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফজান্ সান্নিপাতিকান্।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ॥
প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষ মন্দ্রাশনির্যথা॥
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পতেজসাম্।
ওজস্তেজঃস্বরং বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণং বিবর্দ্ধয়েৎ॥

শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়া বীজ, ভূমি-কুষ্মাণ্ড প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল। মাহিষদুগ্ধ ১৭৷৷০ পল, শতমূলীর রস ১৭৷৷০ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, চিনি ২৫ সের। এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জৈত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, নিসিন্দাপত্র, শুলফা, চৈ, দারু-হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্গুলু, জাতীপুষ্প, যমানী, কট্ফল, নাগে-শ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরি, তালীশ-পত্র, পিণ্ডখর্জ্জুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সম্পন্ন হইলে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ এবং কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দুগ্ধ ২ পল। প্রাতে বা আহারের সময়ে সেবনীয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি, ধাতুপুষ্টি এবং কাস ক্ষয় কুষ্ঠ বাত-রক্ত প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়। ইহা কান্তিবর্দ্ধক এবং অনপত্য ও দুর্ব্বল, ক্লীব, অল্পশুক্র বা ক্ষীণতেজা ব্যক্তিদের বিশেষ উপকারক।

* কর্ষসম্মিতামত্র লোকসম্মিতমিতি সুখবোধ-সংগ্রহধৃতঃ পাঠঃ।

রতিবল্লভো মোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ।
হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥
শতাবরীরসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ।
গব্যমাজং পয়ঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥
ধাত্রীদ্বিজীরকং মুস্তং সুগেলাপত্রকেশরম্।
আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুরকশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্।
পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরং ক্ষুরকং তথা॥
কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সারসৈন্ধবম্।
যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী॥
প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ।
কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥
মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ।
রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ॥
পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধিবিনাশনঃ।
বার্দ্ধক্যহরো বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ॥

পিত্তশ্লেষ্মাস্রপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ।
পাতব্য এষ মন্দাগ্নি-রোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ।
ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
যস্ত গেহে সদা বহ্ব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ।
রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ ॥

সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। প্রক্ষেপার্থ—আমলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডখর্জ্জুর, কুলেখাড়াবীজ, কটুকী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। পাক শেষ হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা—॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি এবং বল বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা বাতাদি দোষত্রয়নাশক, বৃষ্য ও দৃষ্টিশক্তি-সম্পাদক এবং বঙ্গপল্লীকের বহু আদরণীয়।

কামেশ্বরো মোদকঃ। [তন্ত্রান্তরে]

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধবিমলং গন্ধঞ্চ কুষ্ঠামৃতা
মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষেশুরঃ।
ভার্গ্যশ্চৈব কশেরুকং যমনিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকম্
যষ্টী নাগবলা তিলা মধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্ ॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকম্
চাতুর্জ্জাতপুনর্নবা করিকণা দ্রাক্ষা শঠী কট্ফলম্।
শাল্মল্যঙ্ঘ্রি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রন্তু তৎ ॥
কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা
পেয়ং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে শুক্রেহপ্যয়ং কামিনাম্ ॥

(বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সম্যঙ্মারিতমভ্রকমিত্যাদিনোক্তস্য কামেশ্বরস্য সমাঃ। অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ কুষ্ঠাদিকবীজপর্য্যন্তচূর্ণানামংশমভ্রকম্। অভ্রার্দ্ধং গন্ধকং, বিমলং নির্ম্মলম্। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদিসর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃতমধু মোদকরণযোগ্যম্।)

কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, তিলতণ্ডুল, মৌরি, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কট্ফল, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণের সিকি অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক গন্ধক। এই সমুদায়ের অর্দ্ধেক সিদ্ধি। সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা—১২ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে বীর্য্যবৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

মোক্‌রবা ইতি প্রসিদ্ধং

যবনকৃতমৌষধম্।

জাতীপল্লবনাগকেশরকণাকক্কোলমজ্জাফলং
শ্যামাকট্ফলপারিবাগুরুবচামুস্তং শটী মস্তকী।
মাংসী শাল্মলিধাতকী কটুলভাগোক্ষুরমেথী বরী
বীজং বানরি কোকিলাক্ষ চ গুহা ধূর্ত্তঃ পরং পঙ্কজম্।
কুষ্ঠকোৎপলকেশরঞ্চ মধুকং শ্রীখণ্ডজাতীফলং
চূর্ণং কন্দবিদারিমুষলিযুতা রস্না প্রিয়ঙ্গোঃ ফলম্।
জীবন্দন্সবিশ্বমূষণবরা এলা ত্বচো ধান্যকং
চীনীচোপসমুদ্রশোষশিখরং চাকারকরভং কচম্ ॥
ইন্দুং কুঙ্কুমনাভিজং সগগনং চূর্ণং সমং কারয়েৎ
স্বর্ণং তারভুজঙ্গবঙ্গময়সা বজ্রং তথা তাম্রকম্।
মুক্তাশাস্তবতালকানি বিধিনা শুদ্ধং মৃতং যোজয়েৎ
তুর্য্যাংশং বিজয়াদলস্য বিমলং চূর্ণং ততো দাপয়েৎ ॥
তেষামর্দ্ধাংশযুক্তা বিমলতরসিতা ক্ষৌদ্রমেবং সিতাংশং
তোয়ং স্বল্পং প্রদেয়ং মৃদুতরদহনৈর্লেহসিদ্ধির্বিধেয়া।
শীতে ক্ষিপ্ত্বা চ চূর্ণং ঘৃতপরিলুলিতং ঘট্টয়েৎ তচ্চ দর্ব্ব্যা
ম্লেচ্ছেনোক্তঃ সুলেহো মুফর ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্ব্ব-
[কালম্ ॥
কাম্যং বামাপ্রমোদং সকলগদহরং রাজযোগ্যং প্রদিষ্টম্ ॥

(অপরগুণা বৃহৎ কামেশ্বরস্যেব। মজ্জফলং মাজুফলমিতি প্রসিদ্ধং বণিগ্দ্রব্যমেবং মস্তকীতি, গুহা বদরীফলশস্যং, ধূর্ত্তো ধুস্তুরবীজং, চীনীচোপঃ চোপচিনীতি

প্রসিদ্ধঃ কাষ্ঠবন্মূলং সিংহলাদৌ প্রসিদ্ধং, সমুদ্রশোষঃ হিজ্জলবীজং, শিখরং লবঙ্গং, আকারকরভং আকরকরা ইতি খ্যাতম্, কচং বালা, ইন্দুঃ কর্পূরং, শাম্ভবো রসঃ।

জাতীপত্র, নাগকেশর, পিপুল, কক্কোল, মাজুফল, শ্যামালতা, কট্‌ফল, অনন্তমূল, অগুরু, বচ, মুতা, শটী, কৃমিমস্তকী, জটামাংসী, শিমুল-মূল, ধাইফুল, কট্‌কী, গোক্ষুরবীজ, মেথী, শতমূলী, আলকুশী বীজ, কুলেখাড়া বীজ, কুল আঁটির শস্য, ধুতুরাবীজ, পদ্ম, কুড়, পদ্ম-কেশর, যষ্টিমধু, চন্দন, জায়ফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, জীবক, ঋষভক, শুঁঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাইচ, দারুচিনি, ধনে, তোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, আকরকরা, বালা, কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, বঙ্গ, লৌহ, হীরা, তাম্র, মুক্তা, রসসিন্দূর ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, সিদ্ধি চূর্ণ সমুদায় চূর্ণের সিকি। সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি, চিনির সমান মধু। অল্পজল দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে বল বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হইয়া থাক।

কামাগ্নিসন্দীপনো মোদকঃ।

কর্ষৌ রসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ
ক্ষিকারচিত্রে লবণানি পঞ্চ।
শটী যমানীদ্বয়-কীটহারি-
তালীশপত্রাণ্যপরং দ্বিকর্ষম্॥
জীরং চতুর্জ্জাতলবঙ্গজাতী-
ফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেবমন্তৎ।
সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ
তথা চতুর্ক্ষমিতং নিবোধ॥
ধন্যাকষষ্টী মধুরী কশেরু
কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চ বরী বিদারী।
বরেভকর্ণেভবলাম্বগুপ্তা-
বীজং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্॥
সবীজপত্রেন্দ্ররজঃ সমানং
সমা সিতা ক্ষৌদ্রঘৃতঞ্চ তুল্যম্।
কর্ষৈক..োরথ মোদকং তৎ
কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম্॥

বৃষ্যস্তৎ পরতরং স্তং ন দৃষ্ট-
মেনং নিষেব্য মনুজঃ প্রমদাসহস্রম্।
গচ্ছন্ন লিঙ্গশিথিলত্বমবাপ্নুয়াচ্চ
নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ প্রমত্তম্॥
কান্ত্যা হুতাশনমপি স্বরতো ময়ূরান্
বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্।
বাতানশীতিমথ পিত্তগদং সমগ্রং
শ্লেষ্মাখবিংশতিরুজঃ পরমগ্নিমান্দ্যম্॥
দুর্নামকামলভগন্দরপাণ্ডুরোগ-
মেহাতিসারক্রিমিহৃদ্‌গ্রহণীপ্রদোষান্।
কাসজ্বরশ্বসনপীনসপার্শ্বশূল-
শূলাম্লপিত্তসহিতাংশ্চিরজান্ সমস্তান্॥
হত্বা গদানপি চ তৎ পুমপত্যকারি
সর্ব্বর্ত্তুপথ্যমথ সর্ব্বসুখপ্রদায়ি।
বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ
শ্রীমূলদেবকথিতং পরমং প্রশস্তম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র প্রত্যেক ২ তোলা; জীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা; ধনে, যষ্টিমধু, মৌরি, কেশুর প্রত্যেক ৮ তোলা; শতমূলী ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ পলাশ ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, গোক্ষুর বীজ, প্রত্যেক ১০ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ। সর্ব্বসমান চিনি। উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। সচরাচর এরূপ বৃষ্য ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের ধ্বংস এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্রিয়শক্তি, কান্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

মদন-মোদকঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠং সৈন্ধবধান্যকম্।
শঠী তালীশপত্রঞ্চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্॥
যমানী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকমেব চ।
মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা স্বল্পভর্জ্জিতম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবত্যেব সিতা দেয়া যাবত্যা যাতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধিসমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মনিবারণম্॥
কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাতবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগহরঞ্চৈতৎ সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
এতস্য সততাভ্যাসাদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
এতৎ কামস্য বৃদ্ধ্যর্থং নারদপ্রতিপাদিতম্॥
ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবো জগৎপতিঃ।
তেন লক্ষং বরস্ত্রীণাং রমতে যদুনন্দনঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধনে, শঠী, তালীশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, যোয়ান, বন যোয়ান, যষ্টিমধু, মেথী, ঈষৎ ভর্জ্জিত জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান ঘৃতভর্জ্জিত বীজসহিত সিদ্ধিচূর্ণ। উপযুক্ত পরিমাণে চিনি ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। পরে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিয়া প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কাস, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশ ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

খণ্ডাম্রকম্।

পক্বচূতরসদ্রোণঃ পাত্রং স্যাচ্ছুদ্ধখণ্ডতঃ।
ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥
তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা।
তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
বিপচেন্মৃন্ময়ে পাত্রে যদা দর্ব্বীপ্রলেপনম্।
চূর্ণান্যেষাং ততো দদ্যাৎ পত্রং পলচতুষ্টয়ম্॥
গ্রন্থিকং চিত্রকং * মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
ত্র্যূষণং জাতিতালীশং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥
ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা।
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্বা বিঘট্টয়েৎ॥

তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ॥
গচ্ছেৎ কন্দর্পতুল্যাঙ্গো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
শতং বাপি তদর্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥
সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্ বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্।
বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥
মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী।
সাপি সুতে সুতং সত্যং নারায়ণপরায়ণম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমী॥
সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥
দুর্নামাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
খণ্ডাম্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা।
বয়স্যং মেধামায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥
গ্রহরক্ষঃপিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্।
পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥
বশ্যো যোষিদ্ভবেৎ পুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্।
দৃষ্টং বারসহস্রঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥

সুপক্ব মধুরাম্র রস ৬৪ সের, চিনি ৴৮ সের, গব্য ঘৃত ৴৪ সের, শুঁঠচূর্ণ ৮ পল, মরিচ চূর্ণ ৪ পল, পিপুল চূর্ণ ২ পল, জল ৴৮ সের, এই সমুদায় একত্র করিয়া বিধিপূর্ব্বক মৃৎপাত্রে পাক করিবে। পরে হাতায় লাগে এরূপ ঘনীভূত হইলে তেজপত্রচূর্ণ ৪ পল, পিপুলমূল, চিতামূল, (পাঠান্তরে—চই) মুতা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, জায়ফল, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৴৪ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৮ তোলা (২ তোলা)। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাসাদি বিবিধ রোগ নষ্ট এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

সুরসুন্দরীগুড়িকা।

অভ্রকং মাক্ষিকং বজ্রং কান্তং হেম সমং সমম্।
সর্ব্বাণি সমভাগানি সুতযুক্তানি কারয়েৎ॥
গোলকঞ্চ ততঃ কৃত্বা পক্বং নিচুলবারিণা।
ততস্তং পুটপাকেন শুষ্কয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥

* চিত্রকমিত্যত্র চব্যমিতি বা পাঠঃ।

বাহৌ চাস্যাপি লিপ্ত্বা চ বক্ত্রে ধৃত্বা গুড়িকোত্তমা।
শুক্রস্রেচ্ছন্নসংঘাতং বিষরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥
অনেনৈকেন বক্ত্রস্থা বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
বলীপলিতহন্ত্রীয়ং গুড়িকা সুরসুন্দরী॥

অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হিজ্জলের রসে মাড়িয়া পুটপাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে বলবীর্য্য বর্দ্ধিত এবং বয়ঃ স্তম্ভিত হয়।

বানরীবটিকা।

বীজানি কপিকচ্ছুনাং কুড়বমিতানি বেদয়েচ্ছনকৈঃ।
প্রস্থে গোভবদুগ্ধে তাবদ্যাবদ্ভবেদ্গাঢ়ম্॥
ত্বগ্রহিতানি চ কৃত্বা সূক্ষ্মং সম্পেষয়েৎ তানি।
পিষ্টিকায়া লঘুবটিকাঃ কৃত্বা গব্যে পচেদাজ্যে॥
দ্বিগুণিতশর্করোপেতা বটিকা শর্করয়া লেপ্যা।
বটিকা মাক্ষিকমধ্যে মজ্জনযোগ্যে বিরলা স্থাপ্যা॥
পঞ্চটঙ্কমিতাস্তাস্তু প্রাতঃ সায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
অনেন শীঘ্রদ্রাবী যো যশ্চ স্যাৎ পতিতধ্বজঃ॥
সোঽপি প্রাপ্নোতি সুরতে সামর্থ্যমতিবাজিবৎ।
নানেন সদৃশং কিঞ্চিদ্দ্রব্যং বাজীকরং পরম্॥

আলকুশীবীজ অর্দ্ধসের ও গব্যদুগ্ধ ৴৪ সের একত্র পাক করিবে। গাঢ় হইলে নামাইয়া বীজগুলি খোসা রহিত করিবে এবং উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা করিবে। পরে ঐ বটিকা সকল ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ পরিমিত চিনিতে ফেলিবে; চিনি লিপ্ত করিয়া বটিকা সকল নিমজ্জনযোগ্য মধুপূর্ণ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—২।০ তোলা; ব্যবহার ১ তোলা। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবনীয়। ইহা সেবনে স্ত্রীসহবাসে অশ্বসদৃশ সামর্থ্য হয় এবং ধ্বজভঙ্গ নিবারিত হয়।

মন্মথাভ্ররসঃ।

রসগন্ধকয়োগ্রাহ্যং পলমেকং সুশোধিতম্।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ॥
কর্পূরং শাণকং * দদ্যাদ্ বঙ্গঞ্চ কোলসম্মিতম্।
তাম্রং তোলার্দ্ধিকং তত্র নিঃশেষং মারিতং পুনঃ॥

লৌহকং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারকজীরকম্।
বিদারীং শতমূলীঞ্চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা॥
মর্কট্যতিবিলাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জং যমানিকাম্॥
শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতানেকীকৃত্যৈব পেষয়েৎ।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু ভোক্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবেদনু॥
গৃহে যস্য শতং নার্য্যো বিদ্যন্তেঽতিবাবায়িনঃ।
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ॥
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ।
কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥
রসায়নবরো বল্যো বাজীকরণ উত্তমঃ।
রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥
অস্য ভক্ষণমাত্রেণ কাষ্ঠং জীর্য্যতি তৎক্ষণাৎ।
নাশয়েদ্ধ্বজভঙ্গাদীন্ রোগান্ যোগস্তথাপি॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর অর্দ্ধতোলা (পাঠান্তরে ১ তোলা), বঙ্গ ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বিদ্ধড়ক বীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তেউড়ী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা। এই সমুদায় দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গাদি রোগের শান্তি হইয়া বল বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মকরধ্বজো রসঃ।

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েৎ ত্রিকগন্ধকম্।
রক্তকার্পাসকুসুমৈঃ কুমার্য্যাস্তু বিমর্দ্দয়েৎ॥
শুষ্কং কাচঘটীং কৃত্বা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ।
ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্য নবার্ককিরণোপমম্॥
ভাগোঽস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ।
লবঙ্গং মরিচং জাতী-ফলং কর্পূরমাত্রয়া॥
মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গদ্যানকমিতং ততঃ।
রক্তিপিষ্টো রসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ॥
বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বূলীদলসংযুতম্।
ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসমনাতপম্॥
শৃতশীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্।
মধ্বাজ্যং পিষ্টমপরং মত্স্যানি বিবিধানি চ॥

* শাণকমিত্যত্র তোলকমিতি বা পাঠঃ।

করোত্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ।
মেধায়ুঃকান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্॥
অভ্যাসাৎ সাধকঃ স্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ।
রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ॥
মানহানিং করোত্যাসাং প্রমদানাং সুনিশ্চিতম্।
কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বিষবারি চ॥
ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ।
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্।
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ॥
(অত্র গন্ধানকং ষণ্মাষকম্। বল্লং দ্বিগুঞ্জকম্।)
এতদর্থে পরিভাষামাহ—
যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে।
ধরণঃ স্যাচ্চতুর্মাষৈঃ ষড়্ভির্গন্ধানমুচ্যতে॥

শোধিত সূক্ষ্মস্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, এই সমস্ত রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ধ্বজভঙ্গাধিকারোক্ত বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের উদ্ধসংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ৬ মাষা এই সমুদায় একত্র সুন্দর রূপে মাড়িয়া দুই রতি হইতে চারি রতি পর্য্যন্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। পানের সহিত সেব্য। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি, বলীপলিতাদির নিবারণ, স্মরণশক্তি এবং কান্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনীগণের দর্পনাশের মহৌষধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ নিবারিত হয়।

মহেশ্বররসঃ।

রসং ভস্মীকৃতং কোলং গন্ধকং শোধিতং সমম্।
লৌহং কর্ষদ্বয়ং তাম্রমৰ্দ্ধকোলকসম্মিতম্॥
সুবর্ণং জারিতং দদ্যাচ্ছাণার্দ্ধং সুবিচক্ষণঃ।
অভ্রং কর্ষদ্বয়ং দদ্যাচ্ছাণার্দ্ধং চন্দ্রচূর্ণকম্॥
শ্যামাবীজং বরাঙ্গৈব বলামতিবলাং তথা।
এলাঞ্চ শঙ্খপুষ্পাঞ্চ শাণমানং বিনিক্ষিপেৎ॥
জলেন বটিকাং কৃত্বা গুঞ্জামাত্রাং প্রদাপয়েৎ।
সেবনাদস্য কন্দর্প-রূপো ভবতি মানবঃ॥
সহস্রং যাতি নারীণামুৎসাহো জায়তেঽধিকঃ।
নিত্যং স্ত্রীসেবনাদ্ যস্তু ক্ষীণশুক্রো ভবেন্নরঃ॥
মহাশুক্রী ভবেৎ সোঽপি সেবনাদস্য নান্যথা।
মহাবলো মহাবুদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
স্থূলানাং কর্ষকঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং পুষ্টিকারকঃ।
রসো বিনাশয়েদ্রোগান্ সপ্তসপ্তাহভক্ষণাৎ॥

রসসিন্দুর ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, তাম্র ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা, জারিত স্বর্ণ ২ মাষা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ২ মাষা; বৃদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী (ডানকুনী), প্রত্যেক ৪ মাষা, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মানব কন্দর্পসদৃশ হইয়া সহস্র রমণীর পরিতোষে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষীণশুক্র হইয়াছে, ইহা সেবনে সে অতি বীর্য্যবান্ হইবে। ইহাতে মনুষ্য বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়। এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির শরীর স্বাভাবিক এবং কৃশ ব্যক্তির শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে।

গন্ধামৃতরসঃ।

ভস্মসূতং দ্বিধা গন্ধং কন্যকাদ্রবমর্দ্দয়েৎ।
রুদ্ধ্বা লঘুপুটে পাচ্যানুদ্ধৃত্য মধুনা পিবেৎ॥
বল্লং গন্ধেশ্বরামৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতো রসঃ।
সমলং ভৃঙ্গরাজস্য ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ।
পলৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং সেবনাচ্চ জরাপহঃ॥

পারদভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ (অভাবে হিঙ্গুলোত্থ রস ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ), একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে স্থাপিত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে সমূল ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলাচূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবন করিলে জরা নিবারিত হইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্রো রসঃ।

সূতাভ্রলৌহং সশিলাজতু স্যাদ্
বিড়ঙ্গতাপ্যং মধুনা ঘৃতেন।
সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং খলু পূর্ণচন্দ্রো
মাষোঽস্য বৃষ্যো ভবতি প্রযুক্তঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক।

শ্রীকামদেবরসঃ।

পারদং পলমেকং স্যাদ্দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্।
রক্তকার্পাসতোয়েন ঘৃষ্ট্বা কাচস্য কূপ্যতঃ॥
নিক্ষিপ্য টঙ্কণেনৈব মুখং তস্য নিরোধয়েৎ।
বালুকাযন্ত্রমধ্যস্থং কূপ্যঞ্চ কুরুতে দৃঢ়ম্॥
অহোরাত্রং পচেদগ্নৌ শাস্ত্রবিৎ কুশলো ভিষক্।
শীতে চাদায় পাত্রস্থং কূপিকান্তরসংস্থিতম্॥
দরদেন সমং রক্তং সোজ্জ্বলং ভস্ম যত্নতঃ।
ভক্ষয়েন্মাষমেকঞ্চ ঘৃতেন মধুনা সহ॥
পশ্চাদ্ দুগ্ধং গুড়ঞ্চাজ্যং কুঙ্কুমমপি শর্করাম্।
দ্রাক্ষাখর্জ্জুরমধুক-প্রভৃতীনথ ভক্ষয়েৎ॥
ত্রিফলামধুনা শান্তিং যাতি পিত্তং চিরোদ্ভবম্।
নিগুণ্ডিকারসেনাত্র দুর্ব্বারবাতবেদনা।
প্রশমং যাতি বেগেন নূতনঞ্চ বপুর্ভবেৎ॥
অর্দ্ধাবর্ত্তিতদুগ্ধেন গৃহ্যতে যদ্যয়ং রসঃ।
বন্ধ্যাপি চ ভবত্যেব জীববৎসা সুপুত্রিকা॥
কামদেবরসো হ্যেষ কামিনাং কামদঃ সদা।
যস্য প্রসাদতো বল্যো রম্যশ্চ রমতে স্ত্রিয়ম্॥

পারদ ১ পল, শোধিত গন্ধক ২ পল, রক্ত কার্পাসের রসে মর্দ্দন করিয়া একটি কাচকূপীর ভিতরে পূরিবে। পরে সোহাগা-দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে। সমস্ত দিন ও রাত্রি অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে উত্তোলন করত দেখিবে যে, তাহার মধ্যে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ভস্ম রহিয়াছে। সেই ভস্মের ১ মাষা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কাজ্‌লী ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিবে। যদি পিত্তাধিক্য থাকে, তাহা হইলে ত্রিফলা ও মধুর সহিত সেবন করিবে। বাতবেদনাতে নিসিন্দা পাতার রস অনুপান। ইহাতে অতি সত্বর সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর নূতন হয়। অর্দ্ধাবর্ত্তিত দুগ্ধের সহিত এই রস পান করিলে বন্ধ্যাও জীববৎসা এবং সুপুত্রিকা হয়। কামীর কামদ এই কামদেব রস সেবন করিলে মানব বলবান্, রমণীয় ও রতিশক্তিমান্ হয়।

কামিনীমদভঞ্জনঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সংপুটকে পচেৎ॥
রক্তাঙ্গস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনেকন্তু সিতাযুতম্।
যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্॥

পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল এই উভয় দ্রব্য সুঁদি পুষ্পের রসে ৩ দিন মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া কুঙ্কুমের দ্রবে এক দিন ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় চিনির সহিত সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

হর-শশাঙ্কঃ।

শাল্মল্যাস্ত্বচমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শুদ্ধগন্ধকচূর্ণানি তদ্রসেনৈব ভাবয়েৎ॥
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ।
মকরধ্বজরূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবর্দ্ধনঃ॥
শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ॥
সততং ভক্ষয়েদ্ যস্তু তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥

শিমুলমূলের ছালচূর্ণ ও শোধিত গন্ধক চূর্ণ একত্র করিয়া শিমুলমূলের রসে ৭।৭।৭ ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা উপযুক্ত (২ মাষা) মাত্রায়, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়; (ঔষধসেবনান্তে দুগ্ধ ১ পল পেয়)। এই ঔষধ সেবন করিলে বলী-পলিতাদি দূরীভূত ও রতিশক্তি সংবর্দ্ধিত

হয় এবং ইহাতে মনুষ্য তেজস্বী বলীয়ান্ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

কামধেনুঃ।

গন্ধমামলকং চূর্ণং ধাত্রীরসবিভাবিতম্।
সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করামধুযোজিতম্॥
লীঢ়্বা চানু পয়ঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়ঃ॥

শোধিত গন্ধক চূর্ণ ৫ পল, সুপক্ক আমলকী চূর্ণ ৫ পল একত্র করিয়া আমলকীর রসে ও শিমুলমূলের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় (৪ মাষা পরিমাণে) চিনি ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধ-সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পেয়। ইহা দ্বারা রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

স্বর্ণসিন্দূরম্।

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য
হেম্নোঽপি কর্ষং পরিগৃহ্য সম্যক্।
বটপ্ররোহস্য রসেন যামং
যামং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকায়াঃ॥
তৎ কাচকূপ্যাং নিহিতং প্রযত্নাৎ
পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ সিকতাখ্যযন্ত্রে।
ততো রজশ্চোর্দ্ধগতং সুরম্যং
প্রগৃহ্য যত্নাদরুণপ্রভং যৎ॥
তদ্ যোজয়েৎ সর্ব্বগদেষু বীক্ষ্য
ধাতুং বলং বহ্নিমথো বয়শ্চ।
রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বল্যং
মেধাগ্নিকান্তিস্মরবর্দ্ধনঞ্চ॥

পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় বটাঙ্কুরের রসে এক প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মাড়িয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। কাচকূপীর ঊর্দ্ধভাগগত লোহিতবর্ণ রজঃ সমস্ত গ্রহণীয়। ইহার নাম স্বর্ণ-সিন্দুর। অনুপান-বিশেষের সহিত ইহা সকল রোগেই রোগির অগ্নি, বল, বয়স ও ধাতু অনুসারে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে বল, বীর্য্য, অগ্নি, মেধা, কান্তি ও রতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। (মাত্রা—২ রতি)।

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্।

গোধূমাৎ তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে।
পাদাবশেষে পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥
গোধূমং মুঞ্জাতফলং মাষদ্রাক্ষাপরূষকম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী সশতাবরী॥
অশ্বগন্ধা সখর্জ্জুরা মধুকং ত্র্যূষণং সিতা।
ভল্লাতকমাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেকং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ॥
ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্য-কর্পূরং নাগকেশরম্।
যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতা-ক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্॥
দত্ত্বক্ষুদাণ্ডনালোড্য বিধিবদ্ বিনিয়োজয়েৎ।
শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা।
কেবলঞ্চ পিবেদস্য পলমাত্রং প্রমাণতঃ।
ন চাস্য লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে॥
পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াদ্ দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্।
জলদ্রোণোঽত্র গোধূমক্বাথস্তচ্ছেষ আঢ়কঃ॥
মুঞ্জাতকস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকম্।
কল্কদ্রব্যসমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—গোধূম ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম, মুঞ্জাত ফল (অভাবে তালের মাতী), মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরূষ ফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, চিনি, ভেলার মুটী, আলকুশীর মূল বা বীজ প্রত্যেক সমভাগ (মিলিত /১ সের)। দুগ্ধ ১৬ সের। অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া পাকের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুল, ধনে, কর্পূর ও নাগেশ্বর কল্কদ্রব্যের মাত্রায় যথালাভ প্রক্ষেপ

দিবে। পশ্চাৎ চিনি ⁄॥০ সের ও মধু ⁄॥০ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মাংসের যূষ প্রভৃতি। এই ঘৃত বলকারক, বায়ুনাশক, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধক এবং মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্ ।

অশ্বগন্ধাপলশতং শুভদেশসমুদ্ভবম্ ।
পুণ্যেহহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ লক্ষকুট্টিতম্ ॥
দ্রোণেঽম্ভসি পচেৎ তাবদ্ যাবৎ পাদাবশেষিতম্ ।
সর্পিঃপ্রস্থং পচেৎ তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্ ।
কষায়ং ছাগমাংসস্য দত্ত্বা চতুর্গুণেন চ ।
কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কর্ষমাত্রাণি দাপয়েৎ ॥
কাকোলীযুগলদ্রাক্ষা দ্বে মেদে দ্বে চাথ জীবকম্ ।
ঋষ্যং গুপ্তামৃষভকামেলাং মধুকমেব চ ॥
বৃদ্ধাকাং স্বর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্ ।
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ ॥
সিতামাক্ষিকয়োঃ শীতে দদ্যাৎ কুড়বৌ পৃথক্ ।
লীঢ্বা পাণিতলং ভুঞ্জ্যাৎ পরিহারবিবর্জ্জিতম্ ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা ব্যবায়কর্ষিতাঃ ।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্ ॥
ওজঃ স্মৃতিঞ্চ তেজশ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়তাং চ ।
লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো জায়তে বিগতজ্বরঃ ॥
বৃদ্ধো দ্রবায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্ ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতনাশনম্ ॥
খালিত্যং তিমিরং ব্যাধীন্ বাতিকান্ কফপিত্তজান্ ।
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্ ।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥

(অত্র ছাগমাংসশতদ্বয়ে জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষঃ কার্য্যঃ, তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণ ইতি বচনাৎ।)

ঘৃত ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, আলকুশীবীজ, ঋষভক, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত ⁄১ সের। পাকের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে কল্ক ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধে, শীতল হইলে চিনি ⁄॥০ সের ও মধু ⁄॥০ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। ইহা পান করিলে বল বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতির অতিশয় বৃদ্ধি এবং কাস, ক্ষয় ও শ্বাস প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়। ইহা বলী-পলিত-নাশক, মেধা ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্ ।

শতাবর্য্যাস্তু মূলানাং রসপ্রস্থদ্বয়ং মতম্ ।
তৎসমঞ্চ ভবেৎ ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা তথৈব চ ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মৃদ্বীকা মধুকং তথা ॥
মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী রক্তচন্দনম্ ।
শর্করামধুসংযুক্তং সিদ্ধং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্ ॥
রক্তপিত্তবিকারেষু বাতরক্তগদেষু চ ।
ক্ষীণশুক্রেষু দাতব্যং বাজীকরণমুত্তমম্ ॥
অঙ্গদাহং শিরোদাহং জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্ ।
যোনিশূলঞ্চ দাহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পৈত্তিকম্ ॥
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ছিন্নাভ্রাণীব মারুতঃ ।
শতাবরীসর্পিরিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ।
স্নেহপাদঃ স্মৃতঃ কল্কঃ কল্কবন্মধুশর্করে ।
ইতি বাক্যবলাৎ স্নেহে প্রক্ষেপ্যং পাদিকং ভবেৎ ॥

ঘৃত ⁄৪ সের। শতমূলীর রস ⁄৮ সের, দুগ্ধ ⁄৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত ⁄১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু মিলিত ⁄১ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহা রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, অঙ্গদাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ নাশক, বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধক, শুক্রকারক এবং উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

কামদেবঘৃতম্ ।

অশ্বগন্ধাপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ ।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা ॥
অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা ।
কাশ্মরীফলমেতৎ তু মাষবীজং তথৈব চ ॥

পৃথগ্দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥
মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্ ।
বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলং তথা ॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ ।
পৃথক্ কর্ষসমৈশ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্ ॥
রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষূণামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ ।
চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্ ।
হলীমকং তথা শোথং স্বরভেদং বলক্ষয়ম্ ॥
অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ ।
এতদ্রাজ্ঞাং প্রযোক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্ ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্ ।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণ নষ্টরেতসাম্ ॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্ ।
ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্ ॥
সংবৎসরং প্রযুঞ্জানঃ পুরুষো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ ।
কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বেষু চ শস্যতে ॥

ঘৃত /৪ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ শত পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি ও বেড়েলা প্রত্যেক ২০ পল, অশ্বত্থের শুঙ্গ, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারী ফল ও মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল, এই সমস্ত ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, রতিশক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

পল্লবসারতৈলম্।

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং ভৃঙ্গরাজরসং তথা।
শতাবরীরসং ক্ষীরং কুষ্মাণ্ডস্য রসং পৃথক্ ॥
প্রত্যেকং তিলতৈলস্য পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্ ।
লাক্ষারনালসিদ্ধাম্বু প্রস্থং প্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কল্কং কণা শিবা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্ ।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥
কর্পূরঞ্চ নখং গন্ধমগুরুং বিরজা সমম্ ।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রতিকর্ষদ্বয়ং পচেৎ ॥
মহাবাতহরং তৈলং মহাপিত্তবিনাশনম্ ।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু অপস্মারেঽনলাময়ে ॥
বিদ্রধিব্রণশোথঘ্নং মেহদোষহরং পরম্ ।
শূলবেগপ্রশমনমানাহকৃচ্ছ্রনাশনম্ ॥
গুল্মঘ্নং হৃদ্‌শূলঘ্নং মূত্রাঘাতবিনাশনম্ ।
প্রশস্তং গ্রহণীরোগে প্রমেহজ্বরনাশনম্ ।
নাম্না পল্লবসারাখ্যং তৈলং বিষ্ণুর্ভিষগ্বরঃ ॥

তিলতৈল /৪ সের। ত্রিফলার রস /৪ সের, অভাবে মিলিত ত্রিফলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ভৃঙ্গরাজরস, শতমূলার রস, দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডরস প্রত্যেক /৪ সের, লাক্ষা /৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধদ্রব্য—কর্পূর, নখী, অগুরু কাষ্ঠ, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জৈত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বায়ু ও পিত্ত-জনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ইহা শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা।

নবং গুড়ঞ্চ সংগৃহ্য শতমেকং পলং তথা ।
বাবরীত্বচমাদায় বদরীত্বচমেব চ ॥
প্রস্থং প্রস্থং প্রদাতব্যং পূগং দেয়ং যথোচিতম্ ।
লোধ্রঞ্চ কুড়বং দত্ত্বা আদ্রকঞ্চ পলদ্বয়ম্ ॥
তোয়মষ্টগুণং দত্ত্বা গুড়ং সংযোজয়েৎ সুধীঃ ।
প্রথমে চাদ্রকং দদ্যাদ্ দ্বিতীয়ে বাবরীত্বচম্ ॥
তৃতীয়ে বদরীং দত্ত্বা গোলয়িত্বা ভিষগ্বরঃ ।
মুখে শরাবকং দত্ত্বা যত্নাৎ কৃত্বা চ বন্ধনম্ ॥
মুখসংবন্ধনং কৃত্বা স্থাপয়েদ্দিনবিংশতিম্ ।
মৃন্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে ॥
যথাবিধিপ্রকারেণ মন্দমন্দেন বহ্নিনা ।
চুল্লীমধ্যে বিধাতব্যং মৃত্তিকাদৃঢ়ভাজনে ॥
তদৌষধঞ্চ তন্মধ্যে সমুদ্ধৃত্য বিনিক্ষিপেৎ ।
নলঞ্চ যুগলং দত্ত্বা কুম্ভৌ চ গজকুম্ভবৎ ॥

কুম্ভমধ্যে নিধাতব্যং পূগঞ্চ শৈলবালুকম্।
দেবদারু লবঙ্গঞ্চ পদ্মকোশীরচন্দনম্॥
শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
শটী মাংসী ত্বগেলা চ জাতীফলং সমুস্তকম্॥
গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মধী মেথী চ চন্দনম্।
এষাং কার্ষিপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
যথাবিধিপ্রকারেণ চালনং দাপয়েৎ সুধীঃ।
বুদ্ধিমান্ সৌজনং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎ সুরাম্।
এতন্মধ্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতুবয়ঃক্রমম্।
আরোগ্যজননং দেহদার্ঢ্যকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্॥
মেধাগ্নিস্মৃতিকৃদ্ বাপ্য-শুক্রকৃদ্ বাতনাশনম্।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব কামসন্দীপনং পরম্॥
দশ স্ত্রিয়ো রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে।
রণে তেজোময়ং সঙ্খ্যে যথা ভামপরাক্রমঃ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ রণোৎসাহপ্রদং মহৎ।
সেবায়ৈবৈষু দ্ধকালে শুক্রেণ পরিনন্দিতম্॥

নূতন গুড় ২।।০ সের। বাবলাছাল, কুলছাল ও চিকি-সুপারি প্রত্যেক ৴২ সের, লোধ ৴।।০ অর্দ্ধসের, আদা ৴।০ এক পোয়া, সমুদায়ের অষ্টগুণ জল। প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া পরে যথাক্রম আদা, বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সুপারি ও লোধ প্রক্ষিপ্ত করিয়া শরাব দ্বারা পাত্রের মুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ২০ দিন তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর মৃন্ময় মোচকা যন্ত্রে বা ময়ূরাখ্য যন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্রমধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মৌরি ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা কুটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে যথাবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বল, অগ্নি, পুষ্টি, বীর্য্য ও রতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও শরীর সুদৃঢ় হয়। ইহা অতিশয় রণোৎসাহপ্রদ। এই মদ্য বিবেচনা করিয়া বিবিধ রোগে প্রয়োগ করা যায়।

দশমূলারিষ্টঃ।

পর্ণ্যৌ বৃহত্যৌ গোকণ্ট-বিল্বোহগ্নিমন্থশোনোহরলুঃ।
পাটলা কাশ্মরী চেতি দশমূলমিহোচ্যতে॥
দশমূলানি কুর্ব্বীত ভাগৈঃ পঞ্চপলৈঃ পৃথক্।
পঞ্চবিংশৎপলং কুর্য্যাচ্চিত্রকং পৌষ্করং তথা॥
কুর্য্যাদ্বিংশৎপলং লোধ্রং গুড়ূচী তৎসমা ভবেৎ।
পলৈঃ ষোড়শভির্ধাত্রী ত্রিবিংশত্যা দুরালভা॥
খদিরো বীজসারশ্চ পথ্যা চেতি পৃথক্ পলৈঃ।
অষ্টাভিস্তু পিতৈঃ কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু চ॥
বিড়ঙ্গং মধুকং ভার্গী কপিত্থোহক্ষঃ পুনর্নবা।
চব্যং মাংসী প্রিয়ঙ্গুশ্চ সারিবা কৃষ্ণজীরকম্॥
ত্রিবৃতা রেণুকং রাস্না পিপ্পলী ক্রমুকঃ শটী।
হরিদ্রা শতপুষ্পা চ পদ্মকং নাগকেশরম্॥
মুস্তমিন্দ্রযবঃ শৃঙ্গী জীবকর্ষভকৌ তথা।
মেদা চান্যা মহামেদা কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে॥
কুর্য্যাৎ পৃথগ্ দ্বিপলিকান্ পচেদষ্টগুণে জলে।
চতুর্থাংশশৃতং নীত্বা মৃদ্ভাণ্ডে সন্নিধাপয়েৎ॥
ততঃ ষষ্টিপলং দ্রাক্ষাং পচন্দ্রবে চতুর্গুণে।
ত্রিপাদশেষং শীতঞ্চ পূর্ব্বক্বাথে শৃতং ক্ষিপেৎ॥
দ্বাত্রিংশৎপলিকং ক্ষৌদ্রং দদ্যাদ্ গুড়চতুঃশতম্।
ত্রিংশৎপলানি ধাতক্যাঃ কঙ্কোলং জলচন্দনম্॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
পিপ্পলী চেতি সংচূর্ণ্য ভাগৈর্দ্বিপলিকৈঃ পৃথক্॥
শাণমাত্রাঞ্চ কস্তূরীং সর্ব্বমেকত্র নিক্ষিপেৎ।
ভূমৌ নিখাতয়েদ্ ভাণ্ডং ততো জাতরসং পিবেৎ॥
কতকস্য ফলং ক্ষিপ্ত্বা রসং নির্ম্মলতাং নয়েৎ।
গ্রহণীমরুচিং শূলং শ্বাসকাসভগন্দরান্॥
বাতব্যাধিং ক্ষয়ং ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
কুষ্ঠান্যর্শাংসি মেহাংশ্চ মন্দাগ্নিমুদরাণি চ॥
শর্করামশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং ধাতুক্ষয়ং জয়েৎ।
কৃশানাং পুষ্টিজননো বন্ধ্যানাং পুত্রদঃ পরঃ।
অরিষ্টো দশমূলাখ্যস্তেজঃশুক্রবলপ্রদঃ॥

দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুলঞ্চ ২০ পল, আমলা ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল; কুড়, মাঞ্জষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, কয়েৎবেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিপুল সুপারি, শটী হরিদ্রা, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী,

ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ পল। পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল, শেষ চতুর্থাংশ (সিকি)। দ্রাক্ষা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২৷৷০ সের। এই উভয় ক্বাথ একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মধু /৪ সের, গুড় ৫০ সের, ধাইফুল ৩০ পল; কাকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ প ও মৃগনাভি ৷৷০ তোল মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্র এক মাস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে উহা তুলিয়া প্রয়োজন মত নির্ম্মলীফল নিক্ষিপ্ত করিয়া রসকে নির্ম্মল করিবে। ইহা গ্রহণী, অরুচি, বাতব্যাধি, ধাতুক্ষয় ও মেহ প্রভৃতি মূলোক্ত রোগসমূহে প্রযোজ্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাজীকরণাধিকারঃ।

অথ বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

শূরণং তুলসীমূলং তাম্বূলেন সহ ভক্ষয়েৎ।
ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকেনৈকেন ন সংশয়ঃ॥

ওল অথবা তুলসীর মূল পানের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় শুক্রস্তম্ভ হয়।

চটকাণ্ডস্য সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ।
তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥

চড়ুই পাখীর ডিম্ব মাখনের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়। রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত না ভূমি স্পর্শ করিবে, সে পর্য্যন্ত বীর্য্য স্খলন হইবে না।

নীলোৎপলসিতপদ্মকেশরমধুশর্করাবলিপ্তেন।
সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ॥

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মকেশর, মধু ও চিনি একত্র পেষণ করিয়া নাভিতে লেপন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল লিঙ্গ দৃঢ় থাকে।

আকারকরভঃ শুণ্ঠী লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণা।
জাতীফলং জাতীপুষ্পং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥
চূর্ণয়েদহিফেনস্য তত্র দত্বাৎ পলোন্মিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং মাস-মাত্রং ক্ষৌদ্রেণ ভক্ষয়েৎ॥
শুক্রস্তম্ভকরং পুংসামিদমানন্দকারকম্।
নারীণাং প্রীতিজননং সেবেত নিশি কামুকঃ॥

আকরকরা, শুণ্ঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল জাতীফল, জাতীপুষ্প ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, আহিফেন ৮ তোলা। একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাষা মাত্রায় মধু সহ প্রত্যহ রাত্রিকালে সেবন করিলে শুক্রস্তম্ভ হয় অর্থাৎ মৈথুনকালে সত্বর বীর্য্যস্খলন হয় না, সুতরাং এই ঔষধ সেবনে পুরুষগণ রমণীদের প্রিয়তম হইয়া থাকে।

মেদসা ক্ষৌদ্রযুক্তেন বরাহস্য প্রলেপিতম্।
সমাকৃষ্টিধ্বঃ রতস্যেহপি শুক্রতং ন বিমুঞ্চতি॥

শূকরের মেদ মধু সহ মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গে উদ্বর্ত্তন করিলে সঙ্গমান্তেও লিঙ্গের দৃঢ়তা থাকে।

আজদুগ্ধৌষ্ট্রক্ষীরং গব্যঘৃতং চরণযুগলেপেন।
স্তম্ভয়তি পুরুষবীজং যোগোহয়ং যামিনীং সকলাম্॥

ছাগীদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করত পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিয়া সমস্ত রাত্রি সঙ্গম করিলেও বীর্য্যচ্যুত হইবে না।

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতাচূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে।
চরণাভ্যঙ্গেন রতেবীর্য্যস্তম্ভাদ্দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥

ভূমিলতা (কেঁচো) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ সহ কুসুম্ভ তৈল পাক করিয়া পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে রতিকালে বীর্য্যস্তম্ভ ও লিঙ্গের দৃঢ়তা হয়।

কৃষ্ণমার্জ্জারসব্যাঙ্ঘ্রি-সম্ভবাস্থি রতোত্তমে।
দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ॥

কালবিড়ালের বাম পায়ের হাড় দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়া করিলে বীর্য্যচ্যুতি হয় না।

গোরেকোন্নতশৃঙ্গত্বগ্‌ভবচূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্।
পরিধায় ভজতে ললনাং নৈকাণ্ডো ভবতি হর্ষার্ত্তঃ।
(যঃ পুরুষো নিয়মেন একস্ত্রীগামী স্ত্র্যন্তরগমনে তু ধ্বজোত্থানং ন ভবতি স একাণ্ড উচ্যতে। শিবদাসঃ।)

যে গরুর একশৃঙ্গ উন্নত, তাহার সেই উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্ চূর্ণ দ্বারা বস্ত্র ধূপিত করিবে। সেই ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে একাণ্ড ব্যক্তিরও বীর্য্যপাত হয় না। (যে পুরুষ এক স্ত্রীতেই উপগত হয়, অন্যস্ত্রীগমনে যাহার ধ্বজোত্থান না হয়, তাহাকে একাণ্ড কহে)।

নাগবল্ল্যাদ্যং চূর্ণম্।

নাগবল্লী বলা মূর্ব্বা জাতীকে যফলে মুরা।
অপামার্গস্য বীজঞ্চ কাকোলীযুগলং তথা॥
কঙ্কোলোশীরযষ্ট্যাহ্ব-বচাশ্চৈতানি মর্দ্দয়েৎ।
বীর্য্যস্তম্ভকরং বৃষ্যং চূর্ণমেতদ্রসায়নম্॥

পানের মূল, বেড়েলামূল, মূর্ব্বামূল, জৈত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গ বীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কঙ্কোল, বেণার মূল, যষ্টিমধু ও বচ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিলিত করিবে। এই ঔষধ বীর্য্যস্তম্ভকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

অর্জ্জকাদিবটিকা।

মূলমর্জ্জকশঙ্খিন্যোর্নির্গুণ্ডীকেশরাজয়োঃ।
জাতীফলং দেবপুষ্পং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলীম্।
চাতুর্জ্জাতং তুগাক্ষীরীমনন্তাং মুশলীং বরীম্।
বিদারীং গোক্ষুরং বীজঞ্চ ভাতৃতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমানাং বটীং কৃত্বা সুরামণ্ডেন যোজয়েৎ।
বীর্য্যস্তম্ভকরী বৃষ্যা বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥

বাবুইতুলসীর মূল, ডানকুনির মূল, নিসিন্দামূল, কেশুর্ত্তে মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে বাবলার আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—সুরামণ্ড। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকর ও বৃষ্য।

শুক্রবল্লভো রস।

রসগন্ধকলৌহাভ্র-রৌপ্যহেমাংশ মাক্ষিকম্।
শাণমানেন সংগৃহ্য তুগাক্ষীরাঞ্চ কার্ষিকাম্॥
পলপ্রমাণং বিজয়া-বীজঞ্চৈকত্র মর্দ্দয়েৎ।
বিজয়াবারিণা পশ্চান্মাষমানাং বটীং চরেৎ॥
একৈকা ভক্ষণীয়েয়ং পেয়ঞ্চার্দ্ধ পয়ঃপলম্।
শ্রীশুক্রবল্লভো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ॥
বীর্য্যস্তম্ভকরোঽত্যর্থং প্রমদাদর্পনাশনঃ।
[illegible] বাঞ্ছাং যৎপ্রসাদতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক।০ অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা, এই সমুদায় সিদ্ধির কাথে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া। এই ঔষধ সেবনে বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তিবর্দ্ধন হয়।

কামিনীবিদ্রাবণো রসঃ।

আকারকরভং শুণ্ঠী লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণাম্।
জাতীফলঞ্চ তৎকোষং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥
হিঙ্গুলং গন্ধকঃ শাণঃ ফণিফেনং পলোন্মিতম্।
গুঞ্জাত্রয়মিতাং কুর্য্যাৎ সংমর্দ্দ্য বটিকাং ভিষক্॥
পয়সা পরিপীতোঽয়ং শুক্রস্তম্ভকরো রসঃ।
বিদ্রাবণঃ কামিনীনাং বশীকরণ এব চ॥

আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক দুই তোলা, হিঙ্গুল, গন্ধক প্রত্যেক ।০ তোলা এবং অহিফেন ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ৩ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। শয়নের কিছু পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত একটি বটী সেবন করিবে। ইহা শুক্রস্তম্ভকর ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

সপ্তাহং ছাগসলিলসংস্থং করভবারুণীমূলম্।
গাঢ়োদ্বর্ত্তনবিধিনা লিঙ্গস্তম্ভং সুরতে কুরুতে॥

রাখালশশার মূল ছাগমূত্রে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিলে রমণকালে লিঙ্গ দৃঢ় থাকে।

ভল্লাতকবৃহতীফলনলিনীদলসিন্ধুজন্মজলশূকৈঃ।
মাহিষনবনীতেন কল্কিতৈঃ সপ্তদিনমুষিতৈঃ॥
মূলে হয়গন্ধায়া মহিষীমলমথিতং পূর্ব্বমথ লিঙ্গম্।
ভবতি লঘুকৃতরাসভবল্লিঙ্গং ধ্রুবং পুংসাম্॥

ভেলা, বৃহতীফল, পদ্মপত্র, সৈন্ধব লবণ ও জলশূক (শেওলা) মাহিষ-নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা অশ্বগন্ধার মূলে বৃহৎ ছিদ্র করত সপ্তাহকাল তন্মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর মহিষীবিষ্ঠা দ্বারা লিঙ্গ উদ্বর্ত্তন করিয়া অশ্বগন্ধামূলস্থ উক্ত ঔষধের প্রলেপ দিলে গর্দ্দভলিঙ্গ সদৃশ লিঙ্গ দৃঢ় ও বৃহৎ হয়।

কনকরসমসৃণবর্ত্তিতহয়গন্ধামূলমিহ পর্য্যুষিতম্।
মাহিষমিহ নবনীতং গতবীজে তচ্চ ফলমধ্যে॥
গোময়গাঢ়োদ্বর্ত্তিতং পূর্ব্বং পশ্চাদনেন সংলিপ্তম্।
ভবতি হয়লিঙ্গসদৃশং লিঙ্গং কঠিনাঙ্গনাদয়িতম্॥

কনক ধুতুরার রসে উত্তমরূপে পেষিত অশ্বগন্ধামূল মাহিষ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর ধুতুরা ফলের বীজ রহিত খোষার মধ্যে ঐ অশ্বগন্ধার মূল পর্য্যুষিত করিয়া প্রথমতঃ সদ্যঃ গোময় দ্বারা লিঙ্গ উদ্বর্ত্তন করিয়া এই ঔষধ লেপন করিবে। ইহাতে লিঙ্গ কঠিনাঙ্গনাদের সুখকর ও অশ্ব-লিঙ্গসদৃশ হয়।

অমৃতপ্রাশঘৃতম্।

ছাগমাংসতুলাঞ্চৈব বাজিগন্ধাং তথৈব চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥
তেন পচেদ্ঘৃতপ্রস্থমজাক্ষীরং চতুর্গুণম্।
মূর্চ্ছনার্থে প্রদাতব্যং কুঙ্কুমঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্॥
বলামূলঞ্চ গোধূমঞ্চাশ্বগন্ধা তথামৃতা।
গোক্ষুরঞ্চ কশেরুশ্চ ত্রিকটু চ সধান্যকম্॥
তালাঙ্কুরং ত্রৈফলঞ্চ কস্তুরীবীজবানরী।
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী॥
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা নতং তালীশপত্রকম্।
এলাপত্রত্বচং নাগং জাতীকুসুমরেণুকম্॥
সরলং জাতিকোষঞ্চ সূক্ষ্মৈলোৎপলসারিবা।
মূলং বিষঘ্ন জীবন্তী ঋদ্ধিবৃদ্ধী উড়ুম্বরঃ॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে সুশীতে চ সিতাং দত্ত্বাচ্ছরাবকম্॥
কর্ষমাত্রং ততঃ খাদেদুষ্ণদুগ্ধানুপানতঃ।
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ বলপুষ্টিকরং সদা॥
প্রমেহান্ ধ্বজভঙ্গাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ।
এতদ্ বৃষ্যকরং সর্পিঃ কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্॥
দৃষ্টং সিদ্ধফলং হ্যেতদ্বাজীকরণমুত্তমম্।
অমৃতপ্রাশনামেদং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥
শিরোরোগে নষ্টশুক্রে রামু নষ্টার্ত্তবাসু চ।
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি বলং হ্রাসং ন চ ব্রজেৎ॥
দশ স্ত্রীণাং রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে॥
কাসার্শ-আমশূলঘ্নং বদ্ধকোষ্ঠহরং পরম্।
সিদ্ধঘৃতপ্রয়োগেণ স্থিরং ভবতি যৌবনম্॥

ঘৃত ৴৪ সের। ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, মূর্চ্ছার্থ কুঙ্কুম ৪ তোলা। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা মূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশী বীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ৵১ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত বিশেষ পুষ্টিকর। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, শিরোরোগ, নষ্টশুক্রতা ও আর্ত্তবহীনতা প্রভৃতি পীড়ার শান্তি এবং বল শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীমদনানন্দ-মোদকম্।

সূতো গন্ধস্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্।
কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম্॥
জাতীকোষফলং পত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যষ্টিমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্॥
ত্রৈজ্জলং টঙ্গণং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্।
শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষা চিত্রদন্তিবীজকম্॥
বলা চাতিবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী।
সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥
অর্কবানরিবীজঞ্চ গোক্ষুরং বৃদ্ধদারকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্॥
শতাবরীরসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ।
শাল্মলীমূলচূর্ণন্তু চূর্ণাত্তুর্য্যং সমাহরেৎ॥
চূর্ণার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য চ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
মোদকার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু।
নাতিবাহঞ্চ মৃদ্বগ্নৌ পাচয়েন্মন্দবহ্নিনা॥
চাতুর্জ্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং দ্রব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥
পাকং জ্ঞাত্বা কর্ষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ॥
হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ।
মূলমন্ত্রং* সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥
কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ॥
কাশনলভবং বীজং সতিলং ঘৃতসংযুতম্।
গব্যক্ষীরং সিতাযুক্তমনুপেয়ঞ্চ পায়সম্॥
বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিষেবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রযোগেণ কামান্ধো জায়তে নরঃ॥
কামজ্বরো ভবেৎ তাবদ্ যাবন্নারীং ন গচ্ছতি।
স সহস্রং বরারোহা রময়ত্যপি সোদ্দামঃ॥
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রমদাপ্রাণবাহুল্যং মত্তবারণ বিক্রমঃ॥
রামাবশ্যকরো রম্য ঊর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ।
কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ॥
খগতুল্যা ভবেদ্দৃষ্টির্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
অষ্টোত্তরং ভজেদ্ যস্তু ভবেৎ তস্য সুধোপমম্॥
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যুবিনাশনম্।
অপস্মারজ্বরোন্মাদ-ক্ষয়ানিলগদাপহম্॥
কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দরগুদাময়ম্।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম্॥
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্॥
বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ॥
হরতে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্।
কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতৈষিণা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজ্জলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গুড়ত্বক্, ধনে, গজপিপ্পলী, শটী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক চূর্ণ এক তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণের এক চতুর্থাংশ শিমুলমূল চূর্ণ এবং শিমুলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং যথাসময়ে উল্লিখিত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু জ্বালে পাক সমাপ্ত করিবে। পশ্চাৎ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সমুদায়ের কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া দুই তোলা পরিমাণে মোদক বান্ধিবে। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও চিনি। রতিক্রিয়ায় সম্যক্ চরিতার্থতার নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে মোদক সেব্য। এই মোদক সেবন করিলে অপস্মার, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও বহুমূত্র

---

* ততোঽভিমন্ত্রিতম্। ওঁ হ্রীঁ শ সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীঁ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ।

প্রভৃতি নানারোগের শান্তি, ইন্দ্রিয়শক্তির অতি বৃদ্ধি এবং বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, নষ্টার্ত্তব ও সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা রমণীরঞ্জনের মহৌষধ।

শুক্রজীবনং মোদকম্।

বিদারীকন্দজং চূর্ণং চতুর্দ্দশপলান্বিতম্।
শাল্মলীবীজং দ্বিপলং জাতীফলচতুষ্টয়ম্॥
সিতাপলশতং দেয়ং গব্যং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।
জাতীফলং ত্রিজাতঞ্চ লবঙ্গং গ্রন্থিপর্ণিকা॥
যমানিকা তথা দেয়ং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্।
সিদ্ধে পাকে ক্ষিপেৎ সর্ব্বং মোদকং শুক্রজীবনম্।
সংবৎসরঞ্চ বর্দ্ধনং বলকরং ...
শুক্রস্তম্ভে বিশেষেণ শুক্রপাতে ...
নারীণাং যোনিদুষ্টানাং ... রোগবিনাশনম্।
মেধাঞ্চ কুরুতে ... কামিনীদর্পনাশনম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১৪ পল, শেওড়াবীজ ২ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি ১০০ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র উপযুক্ত দুগ্ধ সহ পাক করিবে। ঘন হইলে আসন্ন পাকে জায়ফল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাত, লবঙ্গ, গেঁটেলা, যমানী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রপাত, বলক্ষয়, জরা প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া বল বীর্য্য ও রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ত্রিকণ্টকাদ্যো মোদকঃ।

গোক্ষুরেক্ষুরবীজানি বাজিগন্ধা শতাবরী।
মুষলী বানরীবীজং যষ্টী নাগবলা বলা॥
এষাং চূর্ণং দুগ্ধসিদ্ধং সর্ব্বোপযোগেন ভক্ষিতম্।
সিতয়া মোদকং কৃত্বা ভক্ষ্যং বাজীকরং পরম্॥
চূর্ণাদষ্টগুণং ক্ষীরং ঘৃতং চূর্ণসমং স্মৃতম্।
সর্ব্বতো দ্বিগুণং খণ্ডং খাদেদগ্নিবলং যথা॥
বাজীকরাণি ভূরীণি সংগৃহ্য রচিতো যতঃ।
তস্মাদ্ বহুষু যোগেষু যোগোঽয়ং প্রবরো মতঃ॥

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়া বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলে ও বেড়েলা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ৮ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও তাহা চূর্ণ-পরিমিত ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া সকলের দ্বিগুণ পরিমিত চিনির সহিত মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া (২ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত) মাত্রা স্থির করিবে। ইহা বিশেষ বৃষ্য-কর। সমস্ত বাজীকর ঔষধ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ।

ভৈরবানন্দযোগঃ।

চত্বারো ব্যোমভাগাস্তদনু নিগদিতং ভাগযুগ্মঞ্চ বঙ্গং
ভাগৈকং শম্ভুবীজং ত্রিতয়মপি মৃতং তৎসমা সিদ্ধমূলা।
চাতুর্জ্জাতং সজাতীফলমরিচকণা নাগরং দেবপুষ্পং
জাতীপত্রঞ্চ ভাগদ্বয়মপি পৃথক্ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণ্যম্॥
সর্ব্বদ্বাংশা সিতা স্যাদ্ঘৃতমধুসহিতং মোদকীকৃত্য চৈতৎ
খাদেদগ্নিং সমীক্ষ্য প্রসভমভিনবানন্দসংবর্দ্ধনায়।
যোগো বাজীকরাণামভিহিত ... ভৈরবানন্দনামা
নিঃশেষব্যাধিহন্তা ... কন্দর্পদর্পঃ॥

অভ্র ৪ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ, রসসিন্দুর ১ ভাগ, এই তিনের সমান কৃষ্ণধুস্তূর চূর্ণ, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, জায়ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, লবঙ্গ ও জাতিপত্র প্রত্যেক ২ ভাগ; সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নি-বলানুসারে ইহা সেবন করিলে বলবীর্য্যাদি ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

রসালা।

দধ্নোঽর্দ্ধাঢকমাসদস্রমধুরং খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ
প্রস্থং * ক্ষৌদ্রপলঞ্চ পঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চতুর্ম্মাষকান্।
এলামাষচতুষ্টয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গং তথা
ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ করতলেনোন্মথ্য বিস্রাবয়েৎ॥
মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভিচন্দনরসস্পৃষ্টেঽগুরুদ্ধূপিতে
কর্পূরেণ সুগন্ধিকং তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ।
স্বস্যার্থে মথুরেশ্বরেণ রচিতা হ্যেষা রসালা স্বয়ং
ভোক্তুর্ম্মন্মথদীপনী সুখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥

---

* প্রস্থং ক্ষৌদ্রপলং পলঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চ মাষাষ্টকম্। তদ্বন্মাষচতুষ্টয়ানীতি পাঠান্তরম্।

ঈষদম্লমধুর দধি /৮ সের, চিনি /২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ৫ পল, শুঁঠ ৪ মাষা, এলাইচ ৪ মাষা, মরিচ ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, এই সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া মৃগনাভি ও চন্দন-লেপিত এবং অগুরু দ্বারা ধূপিত মৃদ্ভাণ্ডে রাখিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্য সম্পন্ন করিবে। এই রসালা পান করিলে কামোদ্দীপন হয়।

কামিনীদর্পঘ্নঃ।

কজ্জলীকৃতসুগন্ধকশস্তো
স্বল্পমেব কনকস্য হি বীজম্।
মর্দ্দয়েৎ কনকতৈলযুতং স্যাৎ
কামিনীমদবিধূনন এষঃ ॥
অস্য বল্লকমথো সিতয়াক্তং
সেবিতং হরতি মেহগদৌঘান্।
বীর্য্যদার্ঢ্যকিরণং কমনীয়ং
দ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাম্ ॥

গন্ধক ১ তোলা, পারদ এক তোলা এই উভয় দ্রব্য মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ধুতূরার বীজ চূর্ণ এক তোলা মিশ্রিত করত ধুতূরার তৈল দিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি পর্য্যন্ত। চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে মেহ রোগের শান্তি, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

স্বল্পচন্দ্রোদয়-মকরধ্বজঃ।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কর্পূরং মরিচং তথা।
প্রত্যেকং তোলকং দত্ত্বা সুবর্ণং৴ চ মাষকম্ ॥
অণ্ডজং মাষমানঞ্চ সর্ব্বতুল্যমথেশ্বরম্।
যত্নতো মর্দ্দয়েৎ খল্লে চতুর্গুঞ্জাং বটীং চরেৎ ॥
এষ চন্দ্রোদয়ো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ।
হন্তি রোগানশেষাংশ্চ বলবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ৵৹ আনা, মৃগনাভি ৵৹ আনা, রসসিন্দুর ৪৷৹ তোলা। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (অনুপান—মাখন ও মিছরী, অথবা পানের রস প্রভৃতি)। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শান্তি, বল বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজঃ।

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ
পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাসভবপ্রসূনৈঃ
সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ ॥
তৎ কাচকুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে
মৃৎকর্পটৈর্দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে
ততো রজঃ পল্লবরাগরম্যম্ ॥
সংগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি
চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব। *
জাতীফলং সোষণমিন্দ্রপুষ্পং
কস্তূরিকায়া ইহ শাণমেকম্ ॥
চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য বল্লো
ভুক্তোঽহিবল্লীদলমধ্যবর্ত্তী।
মদোন্মাদানাং প্রমদাশতানাং
গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে ॥
ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং
মৃদূনি মাংসানি সমস্তকানি।
মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্যা-
ন্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র ॥
বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়স্তম্ভনঃ
সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ।
গৃহেঽপি গৃহভূপতির্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ
স পঞ্চশরদর্পিতো মৃগদৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ ॥

শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৬ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে এই সমস্ত সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঐ বোতল উদ্ধমুখে বসাইবে, বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ থাকিবে। অনন্তর

* সংগৃহ্য চৈতস্য পলঞ্চ সম্যক্
পলঞ্চ কর্পূররজস্তথৈবেতি পাঠান্তরম্।

ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ পল, কর্পূর চূর্ণ ৪ পল (পাঠান্তরে—কর্পূর-চূর্ণ ১ পল) এবং জায়ফল, পিপুল, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ পল, মৃগনাভি ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, পানের সহিত সেবনীয়। পথ্য—ঘৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্মত্ত প্রমদাগণের গর্ব্ব নিবারণ ও তাহাদের প্রিয়তা লাভের অমোঘ ঔষধ। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অনঙ্গকুসুমাকরঃ।

নিষ্কথ ভস্ম সৌবর্ণং মুক্তা কস্তূরিকা তথা।
তালসত্বঞ্চ তৎ সর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ॥
কন্যারসেন সংমর্দ্দ্য চতুর্গুঞ্জামিতা বটী।
বটিকাং বটিকার্দ্ধং বা নক্তরোগেষু যোজয়েৎ॥
অনুপানাদিকং দদ্যাদ্ বুদ্ধ্যা দোষবলাবলম্।
অসথাবীর্য্যপাতেন শুক্রক্ষৈণ্যাদিভস্তথা॥
ক্লীবত্বং ধ্বজভঙ্গঞ্চ রোগাংশ্চাপি তদুদ্ভবান্।
নাশয়েদেব বিখ্যাতোঽনঙ্গকুসুমসংজ্ঞিতঃ॥

স্বর্ণ, মুক্তা, মৃগনাভি ও হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধবটী হইতে একবটী পর্য্যন্ত। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান স্থির করিবে। ইহাতে অযথাশুক্রক্ষয়-হেতুক ধ্বজ-ভঙ্গ ও তজ্জনিত অন্যান্য রোগ সকল আশু নিবারিত হয়।

সিদ্ধসূতঃ।

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ॥
যবক্ষারঞ্চ তৎ সর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ॥
রক্তোৎপলপত্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্।
মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দত্ত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্॥
ক্ষিপ্ত্বা কাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্।
সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতস্তু ভক্ষয়েৎ॥
পঞ্চরক্তিপ্রমাণেন মুষলীশর্করান্বিতম্।
শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ॥
দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং বলযুক্তং করোত্যসৌ।
মুদ্গাগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমামিষম্॥
পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ॥

মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া রক্তোৎপলের পত্রের রসে মাড়িয়া পশ্চাৎ উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে; পরে ইহাদিগকে একটি বোতলে পুরিয়া ৩ প্রহর পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া তালমূলীর রস ও চিনির সহিত ৫ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। পথ্য—ঘৃত, মুদ্গ, শালিধান্য ও পারাবতের মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত বলকারক।

কামদীপকঃ।

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলীরসভাবিতম্।
শাল্মলীসত্বনির্য্যাসং দদ্যাৎ তত্র সমং সমম্॥
গন্ধকং সকতুল্যাংশং ভক্ষয়েচ্চাণমাত্রকম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম্॥
অয়ং চণ্ডালিনীযোগো হৃগম্যাপ্যাং নিতি গম্যতে।
নিষেধান্নিধনং যাতি নরঃ কামকলেবরঃ॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল চূর্ণ ২ পল শিমুল মূলের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মোচ-রস ২ পল ও গন্ধক ৪ পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ৴।০ এক পোয়া দুগ্ধের সহিত ৪ মাষা মাত্রায় সেব্য।

সিদ্ধশাল্মলী-কল্পঃ।

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা।
সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা॥
তদর্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ।
শ্বেতশাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েৎ ততঃ॥
মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ পুনঃ।
শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদ্ যত্নাল্লেহয়েন্মধুসর্পিষা॥

অনেনাশীতিবর্ষোহপি শতধা রমতে স্ত্রিয়ঃ।
উদ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্ ॥
জরাদিরোগনির্ম্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে।
শাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমত্রানুপানকম্ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেত পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধভাগ, পারদ গন্ধকের অর্দ্ধ ভাগ (পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে); এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া শ্বেত শিমুলের মূলের রসে ও মাহিষ দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ঔষধসেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অত্যন্ত কামবেগবৃদ্ধি এবং জরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চশরঃ।

রসেঃ সমং শাল্মলিজেশ্চ শুদ্ধং
ত্রিঃসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য।
পৃথক্ তয়োঃ কজ্জলিকাং বিপক্কাং
স্ততো রসঃ পঞ্চশরোহয়মুক্তঃ ॥
বল্লোহহিবল্লীদলসম্প্রযুক্তো
বীর্য্যাভিবৃদ্ধিং কুরুতেহস্য নূনম্।
মাংসান্নমদ্যং গুরুপায়সঞ্চ
পয়ঃ পিবেন্মাহিষমত্র সিদ্ধম্ ॥

পারদ ও গন্ধক শিমুলমূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহার নাম পঞ্চশর। মাত্রা—২ রতি, পানের সহিত সেব্য। পথ্য—মাংস, মদ্য, পায়স ও মাহিষদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় বীর্য্যবৃদ্ধি হয়।

পুষ্পধন্বা।

রসভুজগলৌহাভ্রকং বঙ্গচূর্ণং
কনকবিজয়যষ্টীশাল্মলীনাগবল্লী।
ঘৃতমধুসিতযুক্তঃ পুষ্পধন্বা রসেন্দ্রো
রময়তি শতরামা দীর্ঘমায়ুর্বলঞ্চ ॥
(কনকাদিকাথেন ভাবয়িত্বা ঘৃতাদিভির্যোজয়েৎ)।

রসসিন্দূর, সীসা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতূরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমুলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তি, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

কামাগ্নিসন্দীপনঃ।

পলপরিমিতশুদ্ধং সূতকং গন্ধতুল্যং
দরদকুনটিতুল্যং ভাবিতং শৃঙ্গবেরৈঃ।
তদনু কনকবীজৈর্ভাবিতং সপ্তবারং
তদনু সিতজয়ন্ত্যা ভৃঙ্গরাজৈশ্চ সর্ব্বম্ ॥
পুটিতমুপরি শুষ্কং কাচকূপ্যান্তু ক্ষিপ্তং
ষড়হমুপরিপাচ্যং বালুকাযন্ত্রকৈশ্চ ॥
এলাজাতীশুচন্দ্রৈর্মৃগমদসহিতৈঃ সোষণৈঃ সাশ্বগন্ধৈ-
স্তুল্যৈর্বল্লপ্রমাণং প্রতিদিনমশিতং প্রাতরুত্থায় শুদ্ধৈঃ।
ওজঃপুষ্টিবিবর্দ্ধনোহতিবলকৃৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনঃ
সর্ব্বাতঙ্কহরো রসায়নবরঃ কামাগ্নিসন্দীপনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, মনছাল প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে আদা, ধুতূরা-বীজ, শ্বেতজয়ন্তী ও ভৃঙ্গরাজের রসে ক্রমশঃ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া কাচকূপীর অভ্যন্তরস্থ করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ৬ দিন পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত সমানপরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, কর্পূর, মৃগনাভি, পিপুল ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা সেবন করিলে ওজঃ পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি, বিবিধ রোগ নাশ এবং কামোদ্দীপন হয়।

চন্দনাদিতৈলম্।

দ্রব্যাণি চন্দনাদেস্তু চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পত্তঙ্গমথ কালীয়াগুরুকৃষ্ণাগুরূণি চ ॥
দেবদ্রুমঃ সসরলঃ পদ্মকং তূণিকোহপি চ।
কর্পূরো মৃগনাভিশ্চ লতাকস্তূরিকাপি চ ॥
সিহ্লকঃ কুঙ্কুমং নব্যং জাতীফলকমত্র চ।
জাতীপত্রং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা মহতী চ সা ॥
কক্কোলফলকং ত্বক্ চ পত্রকং নাগকেশরম্।
বালকঞ্চ তথোশীরং মাংসী দারুসিতাপি বা ॥

মুরা কর্পূরকস্তাপি শৈলেয়ং ভদ্রমুস্তকম্।
রেণুকা চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্রীবাসো গুগ্গুলুস্তথা॥
লাক্ষা নখশ্চ রালশ্চ ধাতকীকুসুমং তথা।
গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা তগরং সিক্থকং তথা॥
এতানি শাণমানানি কল্কীকৃত্য শনৈঃ পচেৎ।
তৈলং প্রস্থমিতং সম্যগেতৎ পাত্রে শুভে ক্ষিপেৎ॥
অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধোঽশীতিসমোঽপি যঃ।
শুক্রো ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং ষণ্ডোঽপি পুরুষায়তে।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্॥
চন্দনাদি মহাতৈলং রক্তপিত্তং ক্ষয়ং জ্বরম্।
দাহপ্রস্বেদদৌর্গন্ধ্য-কুষ্ঠং কণ্ডুং বিনাশয়েৎ॥

তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়াকাষ্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁদ, কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তূরী, শিলারস, নূতন কুঙ্কুম, জায়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কক্কোল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, কর্পূর, শৈলজ, ভদ্রমুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরল-নির্য্যাস, গুগ্গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাইফুল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম প্রত্যেক ॥০ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি, কামোদ্দীপন, বন্ধ্যার গর্ভোৎপত্তি এবং ক্লীবেরও পুরুষত্ব হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়।

ভল্লাতকাদ্যতৈলম্।

ভল্লাতকবৃহতীফলদাড়িমফলবল্কলসাধিতং কুরুতে।
লিঙ্গং মর্দ্দনবিধিনা কটুতৈলং বাজিলিঙ্গাভম্॥

ভেলা, বৃহতীফল, দাড়িম্বফলের ত্বক্ ইহাদের কল্কে চতুগুর্ণ জল সহ যথারীতি কটুতৈল পাক করিয়া লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে অশ্বলিঙ্গ সদৃশ লিঙ্গ হয়।

অশ্বগন্ধাতৈলম্।

অশ্বগন্ধা বরী কুষ্ঠং মাংসী সিংহীফলান্বিতম্।
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ।
স্তনলিঙ্গকর্ণপালিবর্দ্ধনং ম্রক্ষণাদিদম্॥

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী, বৃহতীফল ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে যথাবিহিত সুপক তৈল মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ, স্তন ও কর্ণপালি বিবর্দ্ধিত হয়।

কুষ্ঠৈলবালুকৈলামুস্তকধন্যাকমধুককৃতঃ কবলঃ।
অপহরতি পূতিগন্ধং রসোনমদিরাদিজং গন্ধম্।
ক্ষৌদ্রেণ বীজপূরত্বক্ লীঢ়াঽধোবাতগন্ধনুৎ॥

মুখের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ এবং রসোন ও মদিরাদি পান জন্য দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কুড়, এলবালুক, এলাইচ, মুতা, ধনে ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথের কবল ধারণ করিবে। অধোবাত-দুর্গন্ধ নিবারণার্থ টাবালেবুর ত্বক্ পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

অথ ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥

ফিরঙ্গ দেশে এই রোগ বহুল পরিমাণে হয়, তজ্জন্য বৈদ্যগণ ইহাকে ফিরঙ্গ রোগ বলিয়া থাকেন।

অথ ফিরঙ্গরোগ-নিদানম্।

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ॥
ব্যাধিরাগন্তুজো হ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেৎ তল্লক্ষয়েৎ তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ॥

ফিরঙ্গ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্রসংসর্গ কিংবা ফিরঙ্গিণীর সহবাস করিলে ফিরঙ্গ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আগন্তুজ ব্যাধি। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইলে দোষানুসারে ইহার যথোক্ত বাতজাদি লক্ষণ স্থির করিবে।

ফিরঙ্গস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো বাহ্য আভ্যন্তরস্তথা।
বহিরন্তর্ভবশ্চাপি তেষাং লিঙ্গানি চ ব্রুবে॥

ফিরঙ্গ রোগ বাহ্য, আভ্যন্তর ও বহিরন্তর্ভব এই তিন প্রকার হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তত্র বাহ্যঃ ফিরঙ্গঃ স্যাদ্ বিস্ফোটসদৃশোঽল্পরুক্।
স্ফুটিতো ব্রণবদ্বৈদ্যৈঃ সুখসাধ্যোঽপি স স্মৃতঃ॥
সন্ধিষ্বাভ্যন্তরঃ স স্যাদামবাত ইব ব্যথাম্।
শোথঞ্চ জনয়েদেষ কষ্টসাধ্যো বুধৈঃ স্মৃতঃ॥

তন্মধ্যে বাহ্য ফিরঙ্গ, বিস্ফোট সদৃশ, অল্প বেদনাযুক্ত এবং স্ফুটিত হইলে ব্রণবৎ হয়। ইহা সুখসাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গরোগে আমবাতের ন্যায় সন্ধিবেদনা ও শোথ হয়। ইহা কষ্টসাধ্য। (বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ ফিরঙ্গের লক্ষণ সকল সংঘটিত হয়)।

অস্যোপদ্রবাঃ।

কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসা-ভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা।
অস্থিশোষোঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী॥

কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ ও অস্থির বক্রতা, এই সকল ফিরঙ্গ রোগের উপদ্রব।

অস্য সাধ্যত্বাদিলক্ষণম্।

বহির্ভবো ভবেৎ সাধ্যো নবীনো নিরুপদ্রবঃ।
আভ্যন্তরস্তু কষ্টেন সাধ্যঃ স্যাদয়মাময়ঃ॥
বহিরন্তর্ভবো জীর্ণঃ ক্ষীণস্যোপদ্রবৈর্যুতঃ।
ব্যাপ্তো ব্যাধিরসাধ্যোঽয়মিত্যাহুর্মুনয়ঃ পুরা॥

বাহ্য, নূতন সঞ্জাত এবং উপদ্রবশূন্য ফিরঙ্গ সাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য এবং ক্ষীণ ব্যক্তির বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গ, উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত ও পুরাতন হইলে অসাধ্য হয়।

অথ ফিরঙ্গরোগ-চিকিৎসা।

ফিরঙ্গসংজ্ঞকং রোগং রসকর্পূরসংজ্ঞকঃ।
অবশ্যং নাশয়েদেতদূচুঃ পূর্ব্বচিকিৎসকাঃ॥
লিখ্যতে রসকর্পূর-প্রাশনে বিধিরুত্তমঃ।
অনেন বিধিনা খাদেন্মুখে শোথং ন বিন্দতি॥

প্রাচীন চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, রসকর্পূর ব্যবহার করিলে ফিরঙ্গ রোগ অবশ্য বিনষ্ট হয়। অতএব রসকর্পূর ব্যবহারের নিয়ম লিখিত হইতেছে, সেই নিয়মে রসকর্পূর ব্যবহার করিলে মুখে শোথ হয় না।

কর্পূররসঃ।

গোধূমচূর্ণৈঃ সলিলৈ বিদধ্যাৎ সূক্ষ্মকূপিকাম্।
তন্মধ্যে নিক্ষিপেৎ সূতং চতুর্গুঞ্জামিতং ভিষক্॥
তৎস্তু গুটিকাং কুর্য্যাদ্ যথা ন দৃশ্যতে বহিঃ।
লবঙ্গচূর্ণৈর্বঙ্গস্য তাং বটীমববধূলয়েৎ॥
দন্তস্পর্শো যথা ন স্যাৎ তথা তামম্ভসা গিলেৎ।
তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ পশ্চাচ্ছাকাম্ললবণাংস্ত্যজেৎ।
শ্রমমাতপমধ্বানং বিশেষাৎ স্ত্রীনিষেবণম্॥

ময়দার একটি ছোট ঠুলি করিয়া তন্মধ্যে ৪ রতি পরিমিত পারদ দিয়া মুখ এমনি ভাবে বন্ধ করিবে, যেন ভিতরের পারদ দেখা না যায়, কিংবা উপরেও পারদ না থাকে। পরে তাহার উপরে লবঙ্গের গুঁড়া মাখাইয়া এরূপ সতর্কতার সহিত গিলিয়া খাইবে, যেন দাঁতে না লাগে। ইহা সেবনের পর তাম্বূল খাইবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্র, পথপর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

সপ্তশালিবটী।

পারদষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদিরষ্টঙ্কসম্মিতঃ।
আকারকরভশ্চাপি প্রশস্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ॥
টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্লে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ।
সংমর্দ্দ্য তস্য সপ্তাহং কুর্য্যাৎ সপ্তবটীর্ভিষক্॥
স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকামমুনা বটীম্।
বর্জ্জয়েদম্ললবণং ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পারদ অর্দ্ধতোলা, খদির অর্দ্ধতোলা, আকরকরা ১ তোলা ও মধু দেড় তোলা; একত্র মাড়িয়া ৭টী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে জলের সহিত একটি করিয়া সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ বর্জ্জনীয়।

ধূমপ্রয়োগঃ।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবানেব হি গন্ধকঃ।
তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ স্যুরেষাং কুর্য্যাৎ তু কজ্জলীম্॥
তস্যাঃ সপ্তবটীং কুর্য্যাৎ তাভির্ধূমং প্রযোজয়েৎ।
দিনানি সপ্ত তেন স্যাৎ ফিরঙ্গারোগ্যো ন সংশয়ঃ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ তোলার সহিত একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ৭টী বটী প্রস্তুত করিয়া এক একটি দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে সাত দিনে নিশ্চয় ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

পীতপুষ্পবলাপত্র-রসৈষ্টঙ্কমিতং রসম্।
হস্তাভ্যাং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে।
ততঃ সংস্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্।
ত্যজেল্লবণমম্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পীত বেড়েলার পাতার রস সহ আধতোলা পরিমিত পারদ হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে; যখন দেখিবে পারদ আর হস্তে দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন হস্ত দ্বারা পাণিস্বেদ দিবে। লবণ ও অম্ল পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ ৭ দিন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রাণি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা।
ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শভাগিকা॥
শাণমানমিদং চূর্ণমশ্নীয়াদম্ভসা সহ।
ফিরঙ্গং নাশয়ত্যেব বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা॥

নিমপাতা চূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১ তোলা ও হরিদ্রা চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল একত্র মিলিত করিয়া জলের সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গ নষ্ট হয়।

তোপচিনিভবং চূর্ণং শাণমানং সমাক্ষিকম্।
ফিরঙ্গব্যাধিনাশায় ভক্ষয়েল্লবণং ত্যজেৎ॥
লবণং যদি বা ত্যক্তুং ন শক্নোতি যদা জনঃ।
সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জীত মধুরং পরমং হিতম্॥

অর্দ্ধতোলা পরিমিত তোপচিনির চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ বিনষ্ট হয়। ইহাতে লবণ পরিত্যাগ করিবে, নিতান্ত অশক্ত হইলে সৈন্ধব খাইবে।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবন্মাত্রস্তু গন্ধকম্।
তাবন্মাত্রস্তু খদিরস্তেষাং কুর্য্যাৎ তু কজ্জলীম্॥
রজনী কেশরজটৌ জীরযুগ্মং যমানিকা।
চন্দনদ্বিতয়ং কৃষ্ণা বংশী মাংসী চ পত্রকম্॥
অক্ষকর্ষমিতং সর্ব্বং চূর্ণং তত্র চ নিক্ষিপেৎ।
তৎ সর্ব্বং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিপলাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্॥
মর্দ্দয়েদথ তৎ খাদেদ্ কর্ষমাত্রং নরঃ।
ব্রণাঃ ফিরঙ্গরোগোত্থাস্তস্যাবশ্যং বিনশ্যতি॥
অন্যেঽপি চিরজাতোঽপি প্রণশ্যন্তি মহাব্রণাঃ।
এতদ্ভক্ষয়তঃ শোথো মুখস্যাপি ন জায়তে।
বর্জ্জয়েদত্র লবণমেকবিংশতিবাসরান্॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া তাহাতে খদির ২ তোলা, এবং হরিদ্রা, নাগকেশর, ছোট এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, রক্তচন্দন, চন্দন, পিপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপাতা প্রত্যেক চূর্ণ একতোলা, মধু অর্দ্ধপোয়া ও ঘৃত অর্দ্ধ পোয়া, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া এক তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-রোগোত্থ সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ও অন্যান্য চিরজ মহাব্রণও অবশ্যই বিনষ্ট হয়। ইহা ভক্ষণ করিলে মুখে শোথ হয় না। একুশ দিন লবণ পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

অথ মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

অতিরুক্ষ সেবন, লঘু বা অল্প ভোজন, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, বিষম উপচার, ধাতুক্ষয়, চিন্তা এবং শোকাদি দ্বারা অতিকর্ষণ ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহ দুর্ব্বল হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তির ও মানসিক শক্তির দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে, অতএব মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারণের কয়েকটি সিদ্ধফল যোগ লিখিত হইতেছে।

বিল্বাদিচূর্ণম্।

বিল্বং মুস্তকমেলাঞ্চ চন্দনং রক্তচন্দনম্।
যমানীমজমোদাঞ্চ ত্রিবৃতাং চিত্রকং বিড়ম্॥
অশ্বগন্ধাং বলাং কৃষ্ণাং তুগাক্ষীরীং শিলাজতু।
সচূর্ণ্য পয়সা সার্দ্ধং প্রযুঞ্জ্যাৎ কাঞ্জিকেন বা॥
সেবনাদস্য মাস্তিষ্কা গদাঃ স্নায়বিকা অপি।
পলায়ন্তে দ্রুতং হি তার্ক্ষ্যত্রস্তা যথাহয়ঃ॥

বেলশুঁঠ, মুতা, এলাইচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, বনযমানী, তেউড়ী, চিতামূল, বিটলবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পিপুল, বংশলোচন ও শিলাজতু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় জল কিংবা কাঁজি সহ সেবন করিলে মস্তিষ্কজ ও স্নায়বিক রোগ সমস্ত দূরীভূত হয়।

অমৃতাদিমণ্ডূরম্।

অমৃতা নিম্বভূনিম্বৌ বৃহতী বিশ্বভেষজম্।
রজন্যৌ মধুকং মূর্ব্বা মঞ্জিষ্ঠা মদভঞ্জিনী॥
তোয়াধিবাসনা তোয়পিপ্পলী তোয়ধিপ্রিয়ম্।
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ।
কিট্টাদষ্টগুণে মূত্রে পক্ত্বৈতানি যথাবিধি।
উড়ুম্বরপ্রমাণেন প্রযুঞ্জ্যান্মধুনা সহ॥
মস্তিষ্করোগানখিলান্ বাতপিত্তকফৈঃ কৃতান্।
বিনিহন্ত্যাং সন্দেহো মণ্ডূরমমৃতাদিকম্॥

শোধিত মণ্ডূর ২৮ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ২৮ পল। আসন্ন পাকে—গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা, বৃহতী, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, পারুলছাল, কাঁচড়া দাম ও লবঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ এক তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। দুই তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য। ইহাতে মস্তিষ্কজাত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত-লৌহগুগ্‌গুলুঃ।

রসগন্ধকতারাভ্র-মাক্ষিকাণাং পলং পলম্।
লৌহস্য দ্বিপলঞ্চাপি গুগ্‌গুলোঃ পলসপ্তকম্॥
মর্দ্দয়েদায়সে পাত্রে দণ্ডেনাপ্যায়সেন চ।
কটুতৈলসমাযোগাদ্ যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মাষমাত্রপ্রয়োগেণ গদা মস্তিষ্কসম্ভবাঃ।
স্নায়ুজা বাতজাশ্চাপি বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যং পঞ্চামৃতলৌহাখ্যো গুগ্‌গুলুর্ন হরেদ্ গদম্।
নাসৌ সঞ্জায়তে দেহে মনুজানাং কদাচন॥

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক এক পল, লৌহ দুই পল এবং গুগ্‌গুলু ৭ পল, এই সমস্ত লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা কটুতৈল সহ দুই প্রহরকাল অনবরত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে (জলের সহিত) সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মস্তিষ্কসম্ভূত ও স্নায়ুজাত বিবিধ রোগের ধ্বংস হয়।

ত্রিবৃতাদি-মোদকম্।

ত্রিবৃতামমৃতাং দ্রাক্ষাং জাতীকোষফলেহভয়াম্।
জীবন্তীং মধুকং শ্যামামনন্তামিন্দ্রবারুণীম্॥
অব্দমিন্দীবরং বহ্নিং মধুকং মাগধীং মুরাম্।
চবিকাং চোরপুষ্পীঞ্চ চন্দ্রশূরঞ্চ চান্দ্রিকাম্॥
চূর্ণয়িত্বা নানাং বিজয়াং শুদ্ধাং বীজবিবর্জ্জিতাম্।
সিতাং সর্ব্বদ্বিগুণিতাং নিকুম্ভেন্ধনবহ্নিনা॥
যথাশাস্ত্রং ভিষক্ পক্ত্বা মোদকং পরিকল্প্য চ।
প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোধেন সায়াহ্নে শাণমাত্রয়া।
মস্তিষ্কে দারুণে রোগে স্নায়বো মারুতোদ্ভবে।
পিত্তজে কফজে চাপি গ্রহণ্যাং বিকৃতেহনলে॥
ক্লীবত্বায়াং জ্বরে জীর্ণে দুষ্টে রজসি রেতসি।
প্রযোজ্যং দেবদেবোক্তং মোদকং ত্রিবৃতাদিকম্॥

তেউড়ী মূলের ছাল, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, জৈত্রী, জায়ফল, হরীতকী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রাখাল শশার মূল, মূতা, নীলসুঁদির মূল, চিতামূল, মৌলছাল, পিপুল, মুরামাংসী, চৈ, চোরপুষ্পী, হালিম ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ সকলের চতুর্থাংশ এবং সর্ব্বদ্বিগুণ চিনি। দন্তীকাষ্ঠের অগ্নিতে যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। সায়ংকালে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা সেবনে মস্তিষ্কজ ও স্নায়ুজাত রোগসমূহ নিরাকৃত হয়।

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলস্য শাল্মল্যা বৃহত্যা বাসকস্য চ।
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ প্রস্থমানেন চাম্ভসা॥
কল্কৈঃ করিকণাকৃষ্ণা-কক্কোলককশেরুভিঃ।
খদিরীখদিরাভ্যাঞ্চ খণ্ডিকেন চ গণ্ডিনা॥
গদাগদাভ্যাং গন্ধেন গোস্তন্যা গোপকন্যয়া।
ঘনাঘনাগনাভ্যাঞ্চ ঘনাঘনঘনস্বনৈঃ॥
পয়সা চ পয়স্বিন্যাঃ পক্ত্বা প্রস্থমিতং ঘৃতম্।
প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোষ্ণেন প্রাগুক্তপ্রমাণতঃ॥
মস্তিষ্কানিলজান্ ব্যাধীন্ স্নায়ুদোষসমুদ্ভবান্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্লৈব্যং কাসশ্বাসানিলাময়ান্॥
উন্মাদঞ্চ ভ্রমং মূর্চ্ছাং ধাত্রীঘৃতমিদং মহৎ।
সপ্তাহমভ্যবহৃতং নিরাকুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥

গব্যঘৃত ॥৪ সের। আমলকী, শিমুল-মূল, বৃহতী, বাসকছাল, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ॥৪ সের, গব্যদুগ্ধ ॥৪ সের। কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, পিপুল, কক্কোল, কেশুর, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, মটর কলাই, বনমুগ, পারুলছাল, কুড়, শজিনাছাল, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, কাকমাচী, মুতা, মাষাণী, দারুচিনি ও চাঁপানটের মূল, মিলিত ॥১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের সহিত দুই তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেব্য। এই ঘৃত সেবনে মস্তিষ্কজাত ও স্নায়ুজ বিবিধ রোগ এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্লৈব্য ও কাসাদি নানা ব্যাধি নিবারিত হয়।

লক্ষ্মীবিলাস-তৈলম্।

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ কদল্যা গোক্ষুরস্য চ।
নারিকেলস্য ধাত্র্যাশ্চ কুষ্মাণ্ডস্যাম্বুনা পৃথক্॥
মস্তুনা কাঞ্জিকেনাপি লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ।
ছাগেন পয়সা কল্কৈঃ শটীচম্পকমুস্তকৈঃ॥
বলাবিল্বাশ্বগন্ধাভির্বৃহত্যা বাসকেন চ।
চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-শ্যামানন্তানিশাযুগৈঃ॥
মধুকেন মধুকেন পদ্মকোৎপলবালকৈঃ।
যমান্যা চ প্রসারণ্যা গন্ধদ্রব্যৈস্তথাখিলৈঃ॥
একাদশ্যাং পূজয়িত্বা লক্ষ্মীনারায়ণৌ শুচিঃ।
তৈলং তিলসমুদ্ভূতং পচেন্মৌনী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
মস্তিষ্কান্ স্নায়ুজান্ ঘোরান্ গদান্ মেহাংশ্চ বিংশতিম্।
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ মূর্চ্ছোন্মাদাবপস্মৃতিম্॥
গ্রহণীং পাণ্ডুতাং শোথং ক্লীবতাং বাতশোণিতম্।
মূঢ়গর্ভং রজোদোষং দোষং শুক্রগতং তথা॥
তৈলং লক্ষ্মীবিলাসাখ্যং নাশয়িত্বাশু বৈ বলম্।
পুষ্টিং কান্তিং ধৃতিং মেধাং জনয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ॥৪ সের। শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী প্রত্যেকের রস ॥৪ সের; নারিকেল জল, কুমড়ার জল, দধির মাত, কাঁজি, লাক্ষার জল ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ॥৪ সের। কল্কদ্রব্য—শটী, চাঁপাফুল, মুতা, বেড়েলা, বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মৌলফুল, পদ্মকাষ্ঠ, সুঁদিমূল, বালা, যমানী ও গন্ধভাদুলে মিলিত ॥১ সের। কল্কপাক শেষ হইলে গন্ধদ্রব্য পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্ভূত বিবিধ পীড়া, বিংশতি প্রকার মেহ, বাতব্যাধি, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, গ্রহণী, ক্লীবতা, বাতরক্ত, মূঢ়গর্ভ, রজোদোষ ও শুক্রদোষ প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়া বল, পুষ্টি, কান্তি, ধৃতি ও মেধা বর্দ্ধিত হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

সমাপ্তমিদং পরার্দ্ধম্।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বর্ণানুক্রমিক-সূচীপত্র।

অ

(আ)

ই

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

খ

ঘ

চ

ছ

জ

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

ঝ

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

ট

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

ন

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।